"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

[illegible] বর্ষ বৈশাখমাস জ্যৈষ্ঠমাস ১৩৭৮

মহাভারত—৩৫-৩৬
একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথমহারাজকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

- শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]
প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ; শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন,। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতান্তর্গত-

ভীষ্মপর্ব্বোক্ত-

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাপর্ব্বণি

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গত-পরমাচার্য্য-শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-সুবোধনীটীকা-সহিতা

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথমহারাজকৃতবঙ্গভাষানুবাদ-বিভূষিতা

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো
দীনবন্ধো জগৎপতে !
গোপেশ গোপিকাকান্ত
রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো !
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব ।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-'সুবোধনী'টীকা সমলঙ্কৃতা ।]

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠক্রমঃ

অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস-ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যা-নন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইতি কীলকং শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিযোগঃ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যা স্বাহা। 'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইত্যনামিকাভ্যাং হুম্। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নামাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়-মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

অথ ধ্যানম্

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া-ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়প্রদীপঃ ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।

অশ্বত্থাম-বিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬

পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ধ্যান-শ্লোকানাম্ আন্বয়িকী ব্যাখ্যা

(ওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতা)

অম্ব (হে জননি) ভগবদ্গীতে! ভগবতা (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনা) নারায়ণেন স্বয়ং (সাক্ষাৎ) পার্থায় (অর্জ্জুনায়) প্রতিবোধিতাম্ (উপদিষ্টাং) পুরাণমুনিনা (প্রাচীনমুনিনা) ব্যাসেন (বেদব্যাসেন) মধ্যেমহাভারতম্ (মহাভারতস্য মধ্যে [ভীষ্মপর্ব্বণঃ ২৫ অধ্যায়াৎ ৪২ অধ্যায়পর্য্যন্তমিত্যষ্টাদশাধ্যায়োক্ত সপ্তশতশ্লোকৈরিতি শেষঃ] গ্রথিতাম্ (সন্নিবদ্ধাম্), অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম্ (অদ্বৈততত্ত্বরূপামৃতবর্ষিণীম্), ভবদ্বেষিণীম্ (সংসারনাশিনীম্), অষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ (অষ্টাদশাধ্যায়বিভক্তাং) ভগবতীং ত্বাম্ অনুসন্দধামি ধ্যায়ামি ॥ ১

বিশালবুদ্ধে (বিশালা অগাধা বুদ্ধির্যস্য সঃ, তৎ সম্বোধনে; হে মহামতে!) ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র (ফুল্লস্য বিকসিতস্য অরবিন্দস্য পদ্মস্য আয়তে বিস্তৃতে যে পত্রে তদ্বৎ নেত্রে নয়নে যস্য সঃ, তৎসম্বোধনে; হে বিকসিতপদ্মপত্রসদৃশবিস্তৃতনয়ন!) ব্যাস (ব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন!) যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ (ভারতং মহাভারতমেব তৈলং তেন পূর্ণঃ) জ্ঞানময়ঃ (তত্ত্বজ্ঞানময়ঃ) প্রদীপঃ প্রজ্বালিতঃ, তে তুভ্যং নমঃ অস্তু ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় (প্রপন্নস্য শরণাগতস্য পারিজাতঃ কল্পবৃক্ষঃ ইব যঃ তস্মৈ), তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে (তোত্রম্ খলীনম্ [লাগাম ইতি ভাষা] বেত্রম্ অশ্বতাড়নদণ্ডঃ চ একপাণৌ একহস্তে যস্য স তস্মৈ), জ্ঞানমুদ্রায় (জ্ঞানমেব মুদ্রা যস্য তস্মৈ), কৃষ্ণায় (স্বয়ং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৩

সর্ব্বোপনিষদঃ—গাবঃ (ধেনুতুল্যাঃ ইত্যর্থঃ), দোগ্ধা (দোহনকর্ত্তা)— গোপালনন্দনঃ (গোপালকপুত্রঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ), পার্থঃ—(পৃথাপুত্রঃ তৃতীয়ঃ পাণ্ডবঃ অর্জ্জুনঃ)—বৎসঃ (সন্তানঃ), সুধীঃ (সুবুদ্ধিসম্পন্নঃ জনঃ বিবেকী ইত্যর্থঃ)—ভোক্তা (পানকর্ত্তা), গীতামৃতং (গীতারূপমমৃতং) — মহৎ (অতি স্বচ্ছং) দুগ্ধম্ ॥ ৪

বসুদেবসুতং (বসুদেবপুত্রং শ্রীকৃষ্ণং), কংসচাণূরমর্দ্দনম্ (কংসস্য চাণূরস্য চ দৈত্যদ্বয়স্য মর্দ্দনং নাশনম্); দেবকীপরমানন্দং (জনন্যৈ দেবক্যৈ পরমানন্দপ্রদং) জগদ্গুরুং (জগতো মায়াময়সংসারস্য গুরুম্ উদ্ধারকর্ত্তারম্) দেবং (স্বয়ং ভগবন্তং) কৃষ্ণং বন্দে ॥ ৫

ভীষ্ম-দ্রোণতটা (ভীষ্মো দ্রোণশ্চ তটং তীরং যস্যাঃ সা ইতি রণনদীবিশেষণম্), জয়দ্রথজলা (জয়দ্রথ এব জলং যস্যাঃ সা), গান্ধারনীলোৎপলা (গান্ধারনৃপঃ শকুনিঃ এব নীলম্ উৎপলং যস্যাঃ সা), শল্যগ্রাহবতী (শল্য এব গ্রাহঃ অবহারঃ [হাঙ্গর ইতি ভাষা] যস্যাঃ সা), কৃপেণ কৃপাচার্য্যেণ বহনী (তীক্ষ্ণপ্রবাহা), কর্ণেন বেলাকুলা (তীরপ্লাবি-তরঙ্গা), অশ্বত্থাম-বিকর্ণঘোরমকরা (অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ এব ঘোরৌ ভয়ঙ্করৌ মকরৌ যস্যাঃ সা), দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী (দুর্য্যোধনরূপঃ আবর্ত্তঃ জলভ্রমঃ [ঘূর্ণী]

অন্তা অস্তীতি) সা (প্রসিদ্ধা কুরুক্ষেত্রসম্ভবা) রণনদী (রণ এব নদী) খলু (নিশ্চিতম্) পাণ্ডবৈঃ (পাণ্ডুপুত্রৈঃ যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ পঞ্চভিঃ) উত্তীর্ণা (পারং গতা) ; (যত-স্তেষাং) কৈবর্ত্তকঃ (কর্ণধারঃ) কেশবঃ (স্বয়ং ভগবান্) ॥ ৬

পারাশর্য্যবচঃসরোজম্ (পরাশরস্য অপত্যং পুমান্ ইতি পারাশর্য্যঃ, তস্য পরাশরপুত্রস্য বচ এব সরঃ সরোবরং, তস্মাজ্ জাতম্ উৎপন্নম্। বেদব্যাসস্য বাগ্ রূপ-সরোবরোৎপন্নম্), নানাখ্যানককেশরম্ (বিবিধাখ্যান-রূপকেশরযুক্তম্), হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ (হরিবিষয়ক-কথাপ্রসঙ্গেন সমুদ্ভাসিতম্, অথবা হরিকথয়া সম্বোধনং সম্যক্ বিকাশ (চৈতন্য)-সম্পাদনম্, তেন আবোধিতম্ আ সমন্তাৎ (সর্ব্বত্র) বোধিতম্ উৎফুল্লীকৃতম্), লোকে (জগতি) মুদা (হর্ষেণ) অহরহঃ (প্রতিদিনং) সজ্জনষট্-পদৈঃ (সজ্জনা বিবেকিন এব ষট্পদা ভ্রমরাঃ, তৈঃ) পেপীয়মানং (যস্য ভারতপঙ্কজস্য মধু পুনঃ পুনঃ পীয়স্তে ইতি), তৎ (প্রসিদ্ধং) কলিমলপ্রধ্বংসি (কলিকলুষাপহারি), গীতার্থগন্ধোৎকটম্ (গীতায়া অর্থ এব গন্ধঃ তেন উৎকটম্ উদ্রিক্তম্, সর্বত্র প্রকটিত-তাদৃশগন্ধমিত্যর্থঃ। অথবা গীতারূপতীব্রগন্ধযুক্তম্), অমলম্ (নির্মলম্—পবিত্রম্) ভারতপঙ্কজম্ (ভারতং মহাভারতমেব পঙ্কজং পদ্মম্) নঃ অস্মাকং শ্রেয়সে (কল্যাণায়) ভূয়াৎ ॥৭

যৎকৃপা (যস্য কৃপা) মূকং (বচনশক্তিহীনং জনং) বাচালং (বাকপটুং বাগ্মিনম্) করোতি, পঙ্গুং (চলন-শক্তিহীনং জনং) গিরিং (পর্ব্বতং) লঙ্ঘয়তে (উত্তা-রয়তি), তং (সুপ্রসিদ্ধং) পরমানন্দমাধবম্ (পরমানন্দ-শ্চাসৌ মাধবশ্চেতি তং পরমানন্দস্বরূপং মাধবং শ্রীকৃষ্ণম্) অহং বন্দে ॥ ৮

ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-মরুতঃ (বরুণশ্চ, ইন্দ্রশ্চ, মরুৎ পবনশ্চ তে) দিব্যৈঃ (অলৌকিকৈঃ বেদোক্তৈঃ) স্তবৈঃ যং স্তুবন্তি (স্তবন্তি), সামগাঃ (সামবেদগায়কাঃ সাঙ্গপদক্রমো-পনিষদৈঃ (অঙ্গ-পদক্রমোপনিষদ্যুক্তৈঃ বেদৈঃ) যং গায়ন্তি (যস্য গুণগানং কুর্ব্বন্তি), যোগিনঃ ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন (ধ্যানযোগনিমগ্নেন) মনসা (চিত্তেন) যং পশ্যন্তি, সুরাসুরগণাঃ যস্য অন্তং [চরমং তত্ত্বং] ন বিদুঃ (জানন্তি), তস্মৈ (প্রসিদ্ধায়) দেবায় (ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৯

মহাভারতম্

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং মধ্যে প্রধান-প্রধান-বীরাণামুল্লেখঃ, শঙ্খধ্বনিবর্ণনম্, স্বজনবধপাপস্য ভয়েন ভীতস্য অর্জুনস্য বিষাদশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতা টীকা

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যং ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১
শ্রীমাধবং প্রণমোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যখ্যাতৃগিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥ ৩
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রপ্রযত্নতঃ।
সেয়ং সুবোধনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ ॥ ৪

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বজ্ঞানবিজৃম্ভিতশোকমোহভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক-পরধর্ম্মাভিসন্ধিনমর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোক-মোহসাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ, কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে— গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ইতি ॥

তত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে, ততঃ পরম্ আসমাপ্তেস্তয়োর্ধর্ম্মজ্ঞানার্থসংবাদঃ। তত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুরস্থিতং স্বসারথিং সমীপস্থং সঞ্জয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তে পৃষ্টে সঞ্জয়ো হস্তিনাপুরস্থিতোঽপি ব্যাসপ্রসাদাল্লব্ধদিব্যচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তং সাক্ষাৎ পশ্যন্নিব ধৃতরাষ্ট্রায় নিবেদয়ামাস—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যাদিনা।

টীকা—অত্র তাবদ্ ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিতান্তেন গ্রন্থেন কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে,—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণম্। এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব, তস্য কুরোর্ধর্ম্মস্থানে, মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ? ১

টীকা—সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২

মহাভারত

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরদিগের উল্লেখ, শঙ্খধ্বনি বর্ণন এবং স্বজনবধের পাপে ভীত হইয়া অর্জুনের বিষাদ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয়! যুদ্ধেচ্ছু আমার পক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবসকল পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল ?১

সঞ্জয় বলিলেন,—তখন রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যূহ রচনায় অধিষ্ঠিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ॥ ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

টীকা—তদেব বচনমাহ—পশ্যৈতামিত্যাদিভির্নবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেত্যাদি। হে আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াঽধিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩

টীকা—অত্রেত্যাদি। অত্র অস্যাং চম্বাম্। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসাঃ ধনূংষি, মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ। ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ, তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ শৌর্য্যেণ ক্ষাত্রধর্ম্মেণোপেতাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম একো রাজা। নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ। যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ ॥ রথস্ত্বেকেন যো যুধ্যেৎ তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ ॥" ৪-৬

টীকা—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কা নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ। তানেবাহ—ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ। অন্যে চেতি মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৭-৯

টীকা—ততঃ কিম্, অত আহ—অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তৎ তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি। ইদম্ এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং সৈন্যং ভীমাভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি, ভীষ্মস্যোভয়পক্ষপাতিত্বাৎ ॥ ১০

টীকা—তস্মাৎ ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বে ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু। যথাঽন্যৈর্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ ॥ ১১

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য বুদ্ধিমান্ দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ব্যূহ রচনায় অবস্থিত পাণ্ডবগণের এই মহান্ সৈন্যসমূহ দর্শন করুন ॥ ৩

এই পাণ্ডবসেনাতে মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধে ভীম-অর্জ্জুনের সমকক্ষ যুযুধান, সাত্যকি, বিরাট, মহারথ, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, মহাবলবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পরাক্রমশালী যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র (ও ভীমতনয় ঘটোৎকচ) প্রভৃতি ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬

হে দ্বিজোত্তম! আর আমাদের পক্ষীয় যাঁহারা প্রধান সৈন্যগণের নায়ক তাঁহাদিগকে বিদিত হউন। আপনার সম্যক্ বোধের জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি ॥ ৭

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সংগ্রামজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ ॥ ৮

বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী অপর বীরসমূহ আছেন, আমার জন্য জীবনত্যাগে সকলেই কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধকুশল ॥ ৯

তদ্রূপ বীরগণযুক্ত ভীষ্ম কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত আমাদের সৈন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ মনে হইতেছে, আর পাণ্ডবগণের ভীম-রক্ষিত সৈন্যবল সমর্থ, কারণ, ভীষ্ম উভয় পক্ষপাতী—ভীম এক পক্ষপাতী ॥ ১০

আপনারা সকলেই সমস্ত ব্যূহ প্রবেশপথে নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব স্থান ত্যাগ না করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক সেনাপতি ভীষ্মকেই সকল দিকে রক্ষা করুন ॥ ১১

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

টীকা—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য বাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান, তদাহ—তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং সঞ্জনয়ন্ কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং বিনদ্য কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্ ॥ ১২

টীকা—তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইত্যাদিনা। পণবা মার্দ্দলাঃ আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ। স চ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩

টীকা—পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ কৌরবসৈন্যবাদ্যকোলাহলানন্তরং মহতি স্যন্দনে রথে স্থিতৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪

টীকা—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ—পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাং নামানি। ভীমং ঘোরং

প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের আনন্দবর্দ্ধন করত মহান্ সিংহনাদ পূর্ব্বক শঙ্খ বাদিত করিলেন ॥ ১২

সেনাপতি ভীষ্মের যুদ্ধোৎসবদর্শনে শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল), আনক (ঢক্কা নাগরা), গোমুখ (শৃঙ্গ প্রভৃতি) বাদ্যসমূহ সহসা বাদিত হইল। সেই শব্দ একত্র মিলিত হইয়া তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ১৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহান্ রথে অবস্থিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও অর্জুন উভয়ে দুইটি অলৌকিক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৪

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্তনামক শঙ্খ, ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাদিত করিলেন। কুন্তীতনয় রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০

কর্ম্ম যস্য সঃ। বৃকবদুদরং যস্য স বৃকোদরো মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মাবিতি। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৫-১৬

টীকা—কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশীরাজঃ। কথম্ভূতঃ? পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র! ॥ ১৭-১৮

টীকা—স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ—স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্। কিং কুর্ব্বন্? নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥১৯

টীকা—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি অথানন্তরং ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্। কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২০

নামক শঙ্খ বাজাইলেন; আর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সকলেই স্ব স্ব পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৫-১৮

ঘোরতর সেই শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে বিশেষভাবে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের হৃদয়সকল বিদীর্ণ করিল ॥ ১৯

হে ভূপতে! অনন্তর শস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইলে কপিধ্বজ অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে যুদ্ধে সম্যক্ অবস্থিত দেখিয়া গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্ব্বক হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা) শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ॥

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।

টীকা—তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাদি যাবদেতানিতি। নমু ত্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ—কৈর্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ ॥ ২১-২২

টীকা—যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছবো যে ইহ সমাগতাঃ, তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ, তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে মে মম রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তম্ ইত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ অর্জ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্। হে ভারত! হে ধৃতরাষ্ট্র! সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্। ভীষ্মদ্রোণ ইতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা। হে পার্থ! এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৪-২৫

অর্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত অচঞ্চল! আমি যতক্ষণ যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধ উদ্যোগে কাহাদিগের সহিত আমি যুদ্ধ করিব,—রণস্থলে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় যাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই যুদ্ধকামিগণকে যাবৎ দর্শন করি, তাবৎ উভয়সেনার মধ্যে তুমি আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২০-২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! অর্জুন অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণকে ইহা বলিলে, তিনি উভয়সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখ সমস্ত রাজগণের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপনা করিয়া 'হে পার্থ, এই সমবেত কুরুগণকে দেখ' এই কথা বলিলেন ॥ ২৪-২৫

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্
পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ২৭
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯

টীকা—ততঃ কিং কৃতমিত্যাহ—তত্রেত্যাদি। পিতৄন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রাণি। সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ ॥ ২৬

টীকা—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ—তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আবিষ্টঃ বিষণ্ণঃ সন্ ইদমর্জ্জুনোঽব্রবীৎ। ইত্যুত্তরস্যার্দ্ধশ্লোকস্য বাক্যার্থঃ। আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥

টীকা—কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি! হে কৃষ্ণ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে। কিঞ্চ বেপথুশ্চেতি। বেপথুঃ কম্পঃ। রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ। স্রংসতে নিপততি।

অনন্তর অর্জুন সেই স্থানে স্থিত উভয় দলের সেনাগণের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র এবং সখা, শ্বশুর ও সুহৃৎসমূহকে দেখিলেন ॥

কুন্তীতনয় সেই সমস্ত বন্ধুগণকে অবস্থিত দর্শন করিয়া অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া এই কথা বলিলেন ॥

অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই আত্মীয়গণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র শীর্ণ ও মুখ শুষ্ক হইতেছে। আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ হইতেছে ॥ ২৬-২৯

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥৩২
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩

পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে অপি চ ন শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি ॥

টীকা—কিঞ্চ ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ, তত্রাহ—ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১

টীকা—এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেন ইত্যাদি—সার্দ্ধদ্বয়েন ত ইমে ইতি। যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং, তে এতে প্রাণধনানি ত্যক্ত্বা ত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ। অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ। নন্বু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ ন হংসি, তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব, অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেতি তত্রাহ—এতানিত্যাদি সার্দ্ধেন। ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্। অপীতি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি; কিং পুনর্ম্মহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৭-৩৫

আমার হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, ত্বক্ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে ॥ ৩০

হে কেশব! আমি বিপরীত অনিষ্টসূচক শকুনসকল দেখিতেছি। যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিয়া কল্যাণ দেখিতেছি না ॥ ৩১

হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্যসুখও আকাঙ্ক্ষা করি না। হে গোবিন্দ! যাহাদের জন্য রাজ্যভোগ ও সুখসমুদয় আকাঙ্ক্ষিত, সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র ও পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিসকল ধনপ্রাণ ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন। এজন্য

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥৩৪
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥৩৫
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স বান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধবঃ ॥ ৩৭

টীকা—নন্বু চ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ" ॥ ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ; আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব, "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন" ইতি বচনাৎ। তত্রাহ—পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন। "আততায়িনমায়ান্তম্" ইত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্বলম্। যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন, "স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাচ্চ বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥" ইতি। তস্মাদাততায়িনামপি এতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্ম্যত্বাচ্চৈতদ্বধস্য। অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহ—স্বজনং হীতি ॥৩৬-৩৭

টীকা—নন্বু চ তেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধদোষমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে, তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাং, কিমনেন বিষাদেনেত্যত আহ—

আমাদের রাজ্যে ভোগসমূহে অথবা জীবনে কি প্রয়োজন? হে মধুসূদন! পৃথিবীর জন্য কেন ত্রিভুবনরাজ্যের নিমিত্তও আমাদের নিহত করিলেও ইঁহাদের বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩২-৩৫

হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে নিহত করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? এই সমস্ত আততায়িগণকে বিনাশ করিলে আমাদের পাপই হইবে ॥ ৩৬

তজ্জন্য আমরা নিজ বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বিনষ্ট করিব না, যেহেতু হে মাধব! স্বজনগণকে বিনাশ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইব? ৩৭

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৯
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪
অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্য্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি, তথাপি অস্মাভির্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৩৯

টীকা—তমেব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ উত অপি অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলম্ অধর্ম্মোঽভিভবতি ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি এবং সতি সঙ্কর এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা ॥ ৪১-৪২

টীকা—উক্তদোষমুপসংহরতি—দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে। জাতিধর্ম্মাঃ, কুলধর্ম্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। উৎসন্নেতি উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মা যেষামিতি উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম্। "প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥" ইত্যাদিবচনেভ্যঃ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহো বতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি, তৎ এতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ম্, অহো বত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

টীকা—এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ—যদি মামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি, তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরম্ অত্যন্তং হিতং ভবেৎ পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৬

হে জনার্দ্দন! যদিও ইঁহারা লোভের দ্বারা হতচিত্ত হইয়া কুলক্ষয়কৃত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতেছে না, তথাপি কুলক্ষয়-দোষ-অবলোকনকারী আমরা এই পাপ হইতে কেন প্রতিনিবৃত্ত হইব না? ৩৮-৩৯

কুলক্ষয় হইলে পরম্পরাপ্রাপ্ত কুলধর্ম্মসকল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম অবশিষ্ট সম্পূর্ণ কুলকে আচ্ছন্ন করে ॥ ৪০

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বৃষ্ণি-বংশধর! রমণীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে ॥ ৪১

বর্ণসঙ্কর কুলনাশকারীসমূহের ও কুলের নরকের জন্যই হয়। কুলবিনাশকগণের পিতৃগণ পিণ্ডদান ও উদকক্রিয়া লোপ হওয়ায় পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪২

কুলনাশকগণের এই বর্ণসঙ্করকারক দোষ সকলের দ্বারা চিরন্তন বর্ণধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৩

হে জনার্দ্দন! বিনষ্টকুলধর্ম্ম মানবগণের অবশ্যম্ভাবী নরকে বাস হয়—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৪৪

হায় মহাকষ্ট, আমরা ভীষণ পাপ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। যেহেতু রাজ্যসুখলোভে আত্মীয়সমূহকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৫

যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, প্রতিকারবিমুখ নীরবে উপবিষ্ট নিরস্ত্র আমাকে বধ করে, তবে তাহা আমার হিতকর হইবে ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং

সঞ্জয় বলিলেন—অর্জুন এইরূপ বাক্যসকল বলিয়া যুদ্ধে

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ভীষ্মপর্ব্বণি তু পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

মানসং চিত্তং যস্য সঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতসুবোধনী-টীকায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

শরসমন্বিত গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোককম্পিত-মানসে রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন। ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অর্জুনবিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ)

সাঙ্খ্যযোগঃ।

[যুদ্ধায়ার্জুনমুৎসাহিতং কুর্ব্বতা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনপূর্ব্বকং সাঙ্খ্যযোগ-কর্ম্মযোগ-স্থিতপ্রজ্ঞানাং তত্ত্ববর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥

টীকা—"দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া। প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥" ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তং তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং তথা উক্তপ্রকারেণ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনাপূর্ব্বক সাঙ্খ্যযোগ, কর্মযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞের তত্ত্ববর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—উক্ত প্রকার কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণ চকিতনয়ন

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২

বিষীদন্তমর্জুনং প্রতি মধুসূদনঃ ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১

টীকা—তদেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্ অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ। যত আর্য্যৈরসেবিতম্, অস্বর্গ্যম্ অধর্ম্ম্যম্, অযশস্করঞ্চ ॥ ২

বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের প্রতি মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! এরূপ বিপৎসময়ে কিজন্য তোমার অনার্য্য-আচরিত স্বর্গ-প্রতিবন্ধক অযশস্কর মোহ উপস্থিত হইল? ২

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্—
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে

টীকা—ক্লৈব্যং মাস্ম গম ইতি। তস্মাৎ হে পার্থ! ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ ন প্রাপ্নুহি। যতস্ত্বয়ি এতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! ॥ ৩

টীকা—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাৎ উপরতোঽস্মি। কিন্তু যুদ্ধস্য অন্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চেত্যাহ—অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্ম-দ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজাযোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি, তত্রাপি ইষুভিঃ, যত্র বাচাপি যোৎস্যামীত্যর্থঃ বক্তুমনুচিতং, তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন! শত্রুমর্দ্দন! ॥ ৪

টীকা—তর্হি তান্ অহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং, কিন্ত্বিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্ হত্বা ইহৈব তু

হে অর্জ্জুন! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমাতে উপযুক্ত হয় না। হে শত্রুতাপিন্! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থিত হও ॥ ৩

অর্জ্জুন কহিলেন—হে অরিসূদন মধুসূদন! আমি কি প্রকার সমরে পূজাযোগ্য পিতামহ ভীষ্ম আচার্য্য দ্রোণের প্রতি শরসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিব? যাঁহাদের বাক্যের দ্বারাও যুদ্ধ করিব বলা অকর্ত্তব্য, তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা যুদ্ধ কিরূপে করিব? ৪

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫
ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম—
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্। যদ্বা অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্। অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরন্, তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তম্,—"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।" ইতি ॥ ৫

টীকা—কিঞ্চ যদ্যপ্যধর্ম্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ, তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতদ্দ্বয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি। যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ, যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ ॥ ৬

মহাপ্রভাব গুরুগণকে বধ না করিয়া যদি এ জগতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়স্কর, কিন্তু গুরুসকলকে বিনষ্ট করত ইহালোকেই তাঁহাদের শোণিতসিক্ত অর্থকাম ভোগ করিব? ৫

এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মধ্যে আমাদের অধিকতর গরীয়ান্ কোন্‌টি, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেননা যাঁহাদের বিনাশ করত আমরা জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ সম্মুখে অবস্থান করিতেছে ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

টীকা—উপদেশগ্রহণে স্বাধিকারং সূচয়তি—কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষশ্চ স্বকুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি; তথা ধর্ম্মে সম্মূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে নিশ্চিতং যৎ শ্রেয়ঃ যুক্তং স্যাৎ, তদ্ ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ, অতস্ত্বাং শরণাগতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭

টীকা—ত্বমেব বিচার্য্য যদ্ যুক্তং, তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ, তত্রাহ—ন হি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতি-শোষণকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্ম অপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ, তদহং ন প্রপশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি, তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি, এবমভীষ্টং তত্তৎ সর্ব্বমবাপ্স্যামি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

টীকা—এবমুক্ত্বার্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি স্পষ্টার্থঃ ॥ ৯

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদবিবেকদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি শোকস্য অবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন্ ত্বম্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা। তত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোঽসি যতঃ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১

কাতরতা ও স্বকুলক্ষয়জনিত দোষহেতু শৌর্য্যাদি স্বভাবতঃ অভিভূত হইয়াছে, আমার চিত্ত ধর্ম্মনির্ণয়ে অক্ষম, এইজন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাতে আমার কল্যাণ হয় তাহা আমাকে নিশ্চয়পূর্ব্বক বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণের অতিশোষণকর শোক অপনীত হইবে তাহা দেখিতেছি না ॥ ৮

সঞ্জয় কহিলেন,—শত্রুতাপন জিতনিদ্র অর্জ্জুন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কথনান্তর 'আমি যুদ্ধ করিব না' গোবিন্দকে বলিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

হে ভারত! হৃষীকেশ সহাস্যবদনে উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে এই বাক্য কহিলেন ॥ ১০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—তুমি শোকের অবিষয়ীভূত বন্ধুগণের জন্য শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতগণের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতসমূহ মৃত অথবা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না ॥ ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ।

টীকা—অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—ন ত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাব-তিরোভাবেঽপি নাসমিতি তু নৈব, অপি ত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ; ন চ ত্বং নাসীঃ নাভূঃ, অপি ত্বাসীরেব; ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন অপি তু আসন্নেব মদংশত্বাৎ; তথাতঃপরম্ ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম এবেতি, জন্ম-মরণশূন্যত্বাদশোচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব; জীবানান্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে, তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব, ন তু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থা-নাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহ-নিবন্ধনৈব। ন তু তাদবাত্মনো নাশঃ, জাতমাত্রস্য পূর্ব্ব-সংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি, আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে ॥ ১৩

টীকা—নন্বু গতানগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ্-বিয়োগাদিদুঃখভাজনম্ আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ মাত্রা-

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

স্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ, তে শীতোষ্ণাদি-প্রদা ভবন্তি. তে ত্বাগমাপায়িত্বাদনিত্যা অস্থিরাঃ; অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব; যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্তৎ-কালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্ট-সংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রয়চ্ছন্তি, তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং, ন তু তন্নিমিত্ত-হর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকা—তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ—যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্। স তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫

টীকা—নন্বু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যম্, অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢুং শক্যমিত্যাশয়ে-নাহ—নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদ-বিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে; এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ, কৈঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ, বস্তুযাথার্থ্যবিদ্‌ভিঃ। এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬

আমি কখনও ছিলাম না, এমন নহে; তুমিও ছিলে না, এরূপ নয় এবং এই নৃপতিসমূহ ছিলেন না; ইহাও নহে, দেহান্তর হইলেও আমরা থাকিব না এমতও নহে ॥ ১২

যেমন দেহাভিমানী জীবের স্থূল দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা উপস্থিত হয়, তদ্রূপ এই দেহনাশে অন্যদেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে বিষয়ে বুদ্ধিমান্ মোহিত হন না ॥ ১৩

হে পার্থ! শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয়প্রকাশকের সহিত শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই ইন্দ্রিয়গণের সংযোগই শীত উষ্ণ সুখ এবং দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা কখন উৎপন্ন কখন বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য অনিত্য অস্থির। হে ভারত! সে সমুদয় সহ্য কর ॥ ১৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মাত্রাস্পর্শসকল সুখদুঃখে একরূপে অবস্থিত যে শান্ত পুরুষকে ব্যথিত না করে, তিনি মোক্ষ লাভ করিবার যোগ্য হন ॥ ১৫

অসৎ অনিত্য বস্তুসমূহের সত্তা নাই আর নিত্য বস্তুর নাশ নাই। বস্তুযাথার্থ্যবিদ্‌গণই নিত্য ও অনিত্যের নির্ণয় দর্শন করিয়াছেন ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

টীকা—তত্র সদ্‌ভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং, বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়ধর্ম্মাত্মকং দেহাদিকং ততং সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং, তত্তু আত্মস্বরূপম্ অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি ॥ ১৭

টীকা—আগমাপায়ধর্ম্মমসদ্ দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য, শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএব অনাশিনো বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশঃ ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ, তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্ত-শোকো নিবারিতঃ যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্ "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা, তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মবৎ কর্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯

টীকা—ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্‌ভাববিকারশূন্যত্বেন দ্রঢয়তি—নেতি, ন জায়ত ইত্যাদি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ, ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ। বাশব্দৌ

যাঁহার দ্বারা এই চরাচর জগৎ ও দেহাদি আচ্ছন্ন, তিনিই বিনাশবিহীন জানিবে। কেহ সর্ব্ববিকারশূন্য পরমাত্মাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

সর্ব্বদা একরূপে স্থিত বিনাশবিরহিত অপরিচ্ছিন্ন অবিষয়ীভূত জীবাত্মার এই শরীরসমুদয় অন্তবিশিষ্ট নাশশীল বলিয়া কথিত হয়। হে ভারত! অতএব যুদ্ধ কর ॥ ১৮

যিনি এই জীবাত্মাকে হননকারী বলিয়া জানেন ও যিনি ইহাকে নিহত হন মনে করেন, তাঁহারা উভয়ে অবগত নহেন যে

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

চার্থে। ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি, অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ। তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ। যো হি জায়তে স হি জন্মান্তরমস্তিত্বং ভজতে; ন তু যঃ স্বত এবাস্তি স ভূয়োঽপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ, শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব। ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্যানুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভাবতেতি তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চোভয়বৃদ্ধ্যাদ্যভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং যাস্কাদিভির্বেদবাদিভিরুক্তাঃ ষড্‌ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি ॥ ২০

টীকা—অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রতিষিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাবিনাশিনামিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্। অব্যয়ম্ অপক্ষয়শূন্যম্। অজম্ অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি? এবন্তুতস্য

এই আত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না বা বিনষ্ট হন না ॥ ১৯

এই জীবাত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না অথবা মরেন না, বারংবার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না। ইনি জন্মবিহীন নিত্য (হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য) শাশ্বত (ক্ষয়বিহীন) ও পুরাণ পরিণামশূন্য, শরীর হন্যমান (বিনষ্ট) হইলেও ইনি হত হন না ॥ ২০

হে অর্জুন! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী অক্ষয় নিত্য অজ বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে বিনাশ করাইবেন অথবা কাহাকে বধ করিবেন? ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যো য়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।

বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি? ন কিঞ্চিদপি। ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন ময্যপি প্রয়োজকত্বাদ্দোষদৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১

টীকা—নন্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনভূতানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ন তজ্জীর্ণ-দেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্ অবিনাশিনমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাদি। আপো নৈনং ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন ॥ ২৩

।—তত্র হেতুনাহ—অচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ। অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। অতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী সর্বগতঃ সর্ব্বত্রগতঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপা-

যেমন মানব পুরাতন বস্ত্রসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর নূতন বসনসমূহ পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জর্জ্জরিত দেহ ত্যাগ করত অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২২

অস্ত্রসকল এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অনল ইহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না ও বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে সক্ষম হয় না ॥ ২৩

এই আত্মা ছেদনযোগ্য নহেন, ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারা যায় না, ইনি আর্দ্র হন না ও ইনি শোষণযোগ্য নহেন। ইনি সর্ব্বদা একরূপ, সর্ব্বত্র অবস্থিত, স্থিরস্বভাব—রূপান্তর প্রাপ্ত হন না, অচল পূর্ব্বরূপঅপরিত্যাগী ও অনাদি ॥ ২৪

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

পরিত্যাগী। সনাতনোঽনাদিঃ। কিঞ্চ অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্য-বিষয়ঃ। অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যতে ইতি নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি ॥ ২৪

টীকা—উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাদি। তদেব-মাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫

টীকা—ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম, তদ্বিনাশেন চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাদি। অথ চ যদ্যপি এনমাত্মানং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে, পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্ম-গামিত্বাৎ; তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬

টীকা—কুত ইত্যত আহ—জাতস্য ইত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ তত্তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব; তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭

ইনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইনি অচিন্তনীয়—মনেরও অজ্ঞেয়, ইনি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহেরও অবিষয় বলিয়া কথিত হন। অতএব এই আত্মাকে এবম্বিধ অবগত হইয়া অনুশোচনা ত্যাগ কর ॥ ২৫

আর যদি ইঁহাকে নিত্যজাত অথবা নিত্যমৃত জনন-মরণশীল মনে কর, তথাপি হে মহাবাহো! তুমি ইহার জন্য অনুশোচনা করিতে পার না ॥ ২৬

যেহেতু উৎপন্ন প্রাণী জীবের মৃত্যু নিশ্চিত ও মৃতজীবের জন্ম ধ্রুব স্থির, অতএব অবশ্যম্ভাবী জন্মমরণ বিষয়ে তুমি শোক করিতে পার না ॥ ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন—
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

টীকা—কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তত্ত্বপাধিক আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যত আহ—অব্যক্তাদীনীত্যাদি। অব্যক্তঃ প্রধানং, তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনাপি স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি; অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বিব ন শোকো যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ ঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি চ শৃণোতি চান্যঃ কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চশব্দাদুক্ত্বাঽপি দৃষ্ট্বাঽপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৯

টীকা—তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্ অশোচ্যত্বমুপসংহরতি—দেহীত্যাদি স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩০

টীকা—যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মমিতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি তত্রাহ—ধর্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্ যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১

টীকা—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্পসে ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়াপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যা এব লভন্তে, যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে, ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইতি যদুক্তং, তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি ॥ ৩৩

হে ভারত! প্রাণীসকল প্রথমে অব্যক্ত—অপ্রকাশিত, মধ্যে অভিব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর মরণের পরও অব্যক্ত, সে বিষয়ে শোকনিমিত্ত বিলাপ কেন করিবে? ২৮

কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত দেখেন, তদ্রূপ অপর ব্যক্তিও বিস্ময়ের সহিত বলেন এবং অন্য ব্যক্তি বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, আবার কেহ শুনিয়াও ইঁহাকে জানিতে পারেন না ॥ ২৯

হে ভারত! এই জীবাত্মা সকল প্রাণীর শরীরে নিয়ত অবধ্যরূপে অবস্থিত, সেইজন্য নিখিল ভূতের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩০

আর ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ, তাহা দর্শন করত তুমি কম্পিত হইতে পার না—যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুক্ত যুদ্ধ ভিন্ন অন্য মঙ্গলজনক আর কিছু নাই ॥ ৩১

হে পার্থ! সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই অপ্রার্থিতরূপে প্রাপ্ত অনর্গল স্বর্গদ্বার এরূপ যুদ্ধ লাভ করেন ॥ ৩২

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মযুক্ত সংগ্রাম না কর, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপী হইবে ॥ ৩৩

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪
ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

টীকা—কিঞ্চ অকীর্ত্তিমিত্যাদি- অব্যয়াং শাশ্বতীম্। সম্ভাবিতস্য বহুমানিতস্য। অকীর্ত্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪

টীকা—কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়েন সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মংস্যেরন্, ততশ্চ বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ ত্বচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬

টীকা—যদুক্তং "ন চৈতদ্ বিদ্মঃ" ইতি তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ—সুখ-দুঃখে ইত্যাদি। সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সত্ত্বে কারণং হর্ষ-বিষাদরাহিত্যম্। যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখদুঃখাদ্যভি-লাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥

টীকা—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যগ্ জ্ঞানম্। তস্মিন্ প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্। তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা; এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হি অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ তৎপ্রসাদপ্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯

টীকা—নন্বু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্ বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধপ্রহাণম্ তত্রাহ—নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারব্ধস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে। ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থ-

আরও প্রাণীসমূহ তোমার অক্ষয় (চিরকাল) অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে। বহুজনপূজিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ হইতে অধিকতর হয় ॥ ৩৪

মহারথগণ তোমাকে ভয়হেতু যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত মনে করিবেন। যে দুর্য্যোধনাদির নিকট তুমি বহু সম্মানিত, তাহাদের কাছে অগৌরব প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫

তোমার শত্রুসমূহ তোমার সামর্থ্যের নিন্দাপূর্ব্বক বহু কুৎসিত বচন বলিবেই, তাহা হইতে অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? ৩৬

তুমি যদি এই যুদ্ধে নিহত হও, তাহা হইলে সম্মুখ সংগ্রামে মরণজন্য স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি জয়ী হও ত সমগ্র ভূমণ্ডল ভোগ করিবে, সেইহেতু হে কৌন্তেয়! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও ॥ ৩৭

সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান করত তদনন্তর যুদ্ধের জন্য উদ্‌যুক্ত হও, এরূপ করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে না ॥ ৩৮

সম্যক্ জ্ঞানে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বকথিত বুদ্ধি তোমাকে উপদেশ করিলাম। চিত্তশুদ্ধির জন্য ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মযোগে সমাধিযোগে বক্ষ্যমাণ জ্ঞান শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অর্পিত কর্ম্মযোগের দ্বারা শুদ্ধান্তঃ-করণ হওত যাতায়াতমূলক কর্ম্মবন্ধন উত্তমরূপে ত্যাগে সমর্থ হইবে ॥ ৩৯

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে আরব্ধ কার্য্যের (আরম্ভের) নিষ্ফলত্ব নাই। [illegible]গামী দুঃখজনক দোষও নাই। এই ঈশ্বর-আরাধনার্থ

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

কর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপ্যুপক্রমমাত্রমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেত্যাদি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা ঈশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনাস্তু ঈশ্বরারধনবহির্মুখাণাং কামিনাং কামানামনন্ত্যাদনন্তাস্তত্রাপি হি কর্ম্মফলগুণফলাদিপ্রকারভেদাদ্ বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেনাপি ন নশ্যতি, যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্ বিধীয়তে, ন চ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কর্ম্ম 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ,' 'দধ্নেন্দ্রিয়কামো জুহুয়াৎ" ইতি অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১

টীকা—নন্থু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ—যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি, বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং যে তেষাং তয়া বাচাপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি, যতোঽপিশ্চিতো মূঢ়াস্তত্র হেতুঃ—বেদবাদরতা ইতি,। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি", তথা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ। তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ, অতএব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বচনশীলাঃ। অতএব কামাত্মান ইতি—কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ। ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাম্। তেষাম্ সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। সা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪২-৪৪

টীকা—নন্থু চ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি, তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মিকাঃ সকামা

কর্ম্মযোগের অত্যন্ত অল্পও অনুষ্ঠিত হইলে সংসারগর্ত্তরূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ৪০

হে কুরুনন্দন! ভগবদারাধন-লক্ষণ কর্ম্মযোগে 'পরমেশ্বরের ভক্তির দ্বারা আমি অবশ্যই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব,' এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠাই হয়, আর কামিগণের বুদ্ধি কামনার অনন্তত্ব-হেতু বহুভেদবিশিষ্টা ও অনন্তা হইয়া থাকে ॥ ৪১

অবিদ্বান্, বেদে স্বর্গাদিপ্রাপক কর্ম্মের প্রশংসামূলক বাক্যে অনুরক্ত স্বর্গ পশু আদি ফলসাধন ভিন্ন অন্য কর্ম্ম নাই এরূপ কথনশীলগণ এই যে 'চাতুর্ম্মাস্যযাজীর অক্ষয় সুখলাভ হয়,' সোমপানে অমর হইব ইত্যাদি বিষলতার ন্যায় আপাতরমণীয় বাক্য বলেন. তাঁহারা কামনায় অত্যাসক্ত স্বর্গপ্রধান জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগ-ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির প্রতি সাধনভূত অধিক ক্রিয়াবিশেষ বিষয়ক বাক্য বলিয়া থাকেন ॥৪২-৪৩

সেই বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ভোগ-ঐশ্বর্য্যে অত্যন্ত আসক্তগণের সমাধিতে ঈশ্বরাভিমুখে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৪৪

কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদভাগ ত্রিগুণাত্মক, সকাম, অধিকারিগণের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। হে অর্জ্জুন! তুমি ত্রিগুণাতীত নিষ্কাম শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বরহিত নিত্যসত্ত্বগুণাশ্রিত যোগক্ষেম-রহিত (অপ্রাপ্তের স্বীকার, প্রাপ্তের রক্ষা বিরহিত) অবিচঞ্চল অপ্রমত্ত হও ॥ ৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতো ভব, তানি সহস্ব ইত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ—নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ, প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমঃ তদ্রহিতঃ, আত্মবানপ্রমত্তঃ, নহি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫

টীকা—ননু বেদোক্তনানাফলপরিত্যাগেন নিষ্কামতয়া ঈশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তেঽস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্বোঽপ্যর্থঃ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্মফলরূপোঽর্থঃ তাবান্ সর্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ; ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ, 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬

টীকা—তর্হি সর্বাণি কর্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্ততে, কিং কর্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়ন্নাহ—কর্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্মণ্যেবাধিকারঃ, তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মা অস্তু। ননু কর্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব, ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মেতি। মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ কর্মফলং প্রবৃত্তির্হেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ, কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি, ভয়াদকর্মণি কর্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু ॥ ৪৭

টীকা—কিং তর্হি—যোগস্থ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮

টীকা—কাম্যন্তু কর্ম অতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা, তস্মাৎ সকাশাদন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম দূরেণ অবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং হি যস্মাৎ এবং তস্মাদ্ বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্মযোগম্ অন্বিচ্ছানুতিষ্ঠ, যদ্

ভিন্ন ভিন্ন বাপী কূপ তড়াগাদি স্বল্পোদকে স্নানপানাদি প্রয়োজন সাধিত হয়, একমাত্র মহাহ্রদে সে সমস্ত বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে ; এরূপ সকল বেদে যে প্রয়োজন নিষ্পাদিত হয়, সে সকলই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠগণের হইয়া থাকে। (যেহেতু ক্ষুদ্রানন্দ ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত) ॥ ৪৬

কর্মেতেই তোমার অধিকার, কখন ফলে যেন অধিকার না হয়, অতএব তোমার কর্মফল যেন কর্মকরণের হেতু না হয়, আর কর্ম অকরণেও তোমার নিষ্ঠা না হউক ॥ ৪৭

হে ধনঞ্জয়! তুমি কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যভাবে পরমেশ্বরপরায়ণ ও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম হইয়া কর্মসকল ভগবৎপ্রীতির জন্য কর। এরূপ ঈশ্বরার্পণরূপ সমত্বকেই সাধুগণ যোগ বলিয়া থাকেন ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয়! যেহেতু সমত্ববুদ্ধিযোগ হইতে কর্মসমুদয় অতিশয় নিকৃষ্ট, তজ্জন্য নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ কর। ফলকামী মানবগণ অতি দীন ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্ম-বন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪

বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামাঃ নরাঃ কৃপণা দীনাঃ "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯

টীকা—বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং, দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন জহাতি ত্যজতি, তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদনচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০

টীকা—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ—কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১

টীকা—কদা তৎপদমহং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিম্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনম্ "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ,—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে

যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি। তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২

টীকা—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না। ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিক্ষেপব্যাপ্তিবিষয়াস্তরৈরনাকৃষ্টা অতএব অচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা লয়ব্যাপ্তিঃ সতী, তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

টীকা—পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য, অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য, তস্য ভাষা কা? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ, তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪

বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ইহজন্মেই স্বর্গাদিপ্রাপক সুকৃত, নরকাদি-প্রাপক দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করে; তজ্জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্নশীল হও—যেহেতু কর্ম্মে যে ঈশ্বর আরাধনরূপ কৌশল, তাহাই যোগ ॥ ৫০

সমত্ব-বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমান্গণ নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানহেতু কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগপূর্ব্বক জন্মবন্ধন হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া সমস্ত উপদ্রব-বিরহিত বিষ্ণুপদে গমন করেন ॥ ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি দুর্গম দেহাত্মাভিমান বিশেষরূপে অতিক্রম করিবে, তৎকালে শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। দেহাত্মাভিমান দূর করিবার জন্য শাস্ত্র শ্রবণ প্রয়োজন। তাহা দূর হইলে শ্রুত শ্রবণীয়ের কোন প্রয়োজন থাকিবে না ॥ ৫২

যে সময়ে বিবিধ লৌকিক বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্তা বুদ্ধি পরমেশ্বরে অচলা হইয়া অবস্থান করিবে, তখন যোগফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩

অর্জুন বলিলেন—হে কেশব! স্বাভাবিক সমাধিতে যিনি অবস্থান করেন, তাঁহার লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ বাক্যালাপ করেন, কি প্রকারে অবস্থান করেন ও তাঁহার গতি কি প্রকার? ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।

টীকা—অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি, তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষণস্য লক্ষণানি ; কথয়ন্নেব অন্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনান্যাহ—যাবদধ্যায়সমাপ্তি। তত্র প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্।

শ্রীভগবানুবাচ। মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি, তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫

টীকা—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষু অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ। সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ—বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। স মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥৫৬

টীকা—কথং প্রভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ, অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! যে সময়ে যো মনোগত কামনাসকল উত্তমরূপে ত্যাগ করেন, পরমাত্মার স্বরূপে স্বয়ংই তুষ্ট অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া ক্ষু ভিলাষ ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে হন ॥ ৫৫

যিনি দুঃখসমূহে অক্ষুভিতচিত্ত, সুখসকলে একে বিবর্জ্জিত, অনুরাগ ভয় এবং ক্রোধ-পরিশূন্য, সেই মুনি বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৬

যিনি দিক্ দেশ ও কাল সকল বিষয়ে স্নেহশূন্য বৃত্তিতে সেই সেই অনুকূল প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতে ত্যর্থঃ ॥ ৫৭

টীকা—কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ ॥ ৫৮

টীকা—নন্থ নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ে অপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি। জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈ র্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈ র্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জ্জম্ অভিলাষশ্চ ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যথা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাদ্যভাবাৎ, কিন্তু রসবর্জ্জ [illegible] তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৫৯

ংসা বা নিন্দা করেন না, তাঁহার বুদ্ধি সুস্থিরা হইয়া হতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭

যখন এই জীবন্মুক্ত পুরুষ কূর্ম যেমন অঙ্গসকলকে অ চত করে, তদ্রূপ বিষয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণকে করেন, তখন তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮

বাসপরায়ণ মানবগণ ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতার জন্য শব্দা হণ করিতে সমর্থ হয় না, সে কারণে বিষয়সকল নিবৃ , কিন্তু বিষয়ে অনুরাগ থাকিয়া যায়। যখন সর্ব্ব ত্র পরমাত্মা নানা সাজে বিরাজ করিতেছেন এইভাবে অদর্শনে সমর্থ হন, তখন বিষয়ের রস নিবর্ত্তিত হইয়া পর রণিত হন ॥ ৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥৬২
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—যততো হ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মনঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি, যতঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রক্ষোভকাণীত্যর্থঃ ॥ ৬০

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্ আসীত, যস্য বশে বশবর্ত্তীনি ইন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬১

টীকা—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইয়ি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি। কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২

টীকা—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতেবিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া বিনাশঃ, বৃক্ষাদিষ্বিবাভিভবঃ। ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩

টীকা—নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্যেতি, অনেনৈব কথং ব্রজেত ভুঞ্জীতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ অধিগচ্ছতি ইত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪

টীকা—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫

টীকা—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য

হে পার্থ! মুক্তির জন্য চেষ্টাকারী বিবেকী পুরুষেরও অত্যন্ত ক্ষোভকারক ইন্দ্রিয়গণ সবলে মনকে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৬০

সমাহিত যোগী আমার একান্ত ভক্ত হইয়া অবস্থান করিবে, যেহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্ত্তী তাঁহার প্রজ্ঞা উত্তমরূপে সুস্থির—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১

শব্দাদি বিষয়সমূহচিন্তাকারী পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে, অনুরাগ হইতে অভিলাষ উৎপন্ন হয়, কামনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয় ॥ ৬২

ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য বিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক হইতে স্মৃতিভ্রম—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-বিস্মৃতি—হইয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধির (চেতনার) নাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে বিনষ্ট হয়—মৃত্যুতুল্য হইয়া থাকে ॥ ৬৩

অনুরাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিয়া বশীকৃতচিত্ত পুরুষ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন ॥ ৬৪

প্রসন্নতা লাভ হইলে এই যতির আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক সকল দুঃখের বিনাশ হইয়া থাকে, আর প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিরই সত্বর বুদ্ধি আত্মস্বরূপে নিশ্চলা হইয়া থাকে ॥ ৬৫

অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান-অভিলাষিণী বুদ্ধি নাই, অজিতেন্দ্রিয়ের ধ্যান করিবার সামর্থ্য নাই, আত্মধ্যান যিনি করেন না, তাঁহার আত্মায় চিত্তের উপরতি হয় না, অস্থিরচিত্তের সুখ বা মোক্ষানন্দ কোথায়? ৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।

নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে, কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠা বার্ত্তা বা ইত্যত্রাহ —ন চেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি। সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিঃ আত্মনি চিত্তোপরমঃ। অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬

টীকা—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদৈবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তেঽবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি, তদৈবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি, কিমুত বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬৭

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ, লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

টীকা—নন্বু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা, আত্মজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে, যস্যাং তু বিষয়নিষ্ঠায়াং বিষয়বুদ্ধ্যা ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে, সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা, তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যথা দিবান্ধানামুলূকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯

টীকা—নন্বু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। নানানদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপঃ যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শান্তিং কৈবল্যম্ প্রাপ্নোতি। ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০

যেহেতু স্ব-স্ব বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন অবশীকৃত হইয়া যদি একটি ইন্দ্রিয়েরও অনুগমন করে, তাহা হইলে সেই একটি ইন্দ্রিয়ই পুরুষের প্রজ্ঞাকে, যেমন প্রমত্ত কর্ণধারের নৌকাকে বায়ু সমুদ্রে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ নাশ করিয়া থাকে। ৬৭

হে মহাবাহো! অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সমূহ হইতে উত্তমরূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। ৬৮

সমস্ত অজ্ঞান প্রাণিগণের যাহা নিশাস্বরূপ সেই আত্মনিষ্ঠাতে ব্রহ্মজ্ঞানী জাগরিত থাকেন, যে বিষয়-নিষ্ঠারূপ দিবাভাগে অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃতমতি বিষয়িগণ জাগ্রত থাকে, সেই বিষয়-নিষ্ঠা আত্মতত্ত্বদর্শনশীল মুনির রাত্রিস্বরূপ। ৬৯

যেমন জলের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ হইলেও, মর্য্যাদা-রক্ষক মর্য্যাদা-অনতিক্রমশীল সমুদ্রে অন্য নদীসকল প্রবেশ করে তাহাতে সমুদ্র স্থির-ভাবেই থাকে, তদ্রূপ সমস্ত বিষয়সকল যে মুনিতে অবাধে প্রবেশ করে, তিনি তাহাতে দৃষ্টিপাতও করেন না—সেই মুনি পরমানন্দ লাভে সমর্থ হন। আর যিনি ভোগের কামনা করেন, তিনি কোনরূপে শান্তিলাভ করিতে পারেন না। ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাৎ—বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিঃস্পৃহঃ, যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্ত-দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে, যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১

টীকা—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মীস্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমে-শ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রমপি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ; কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতসুবোধনী-টীকায়াং সাঙ্খ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

যে পুরুষ বিষয়সকল উপেক্ষা করিয়া স্পৃহা-বিরহিত এবং 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমত্বশূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে যে ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা ভোগ করেন—তিনি পরমানন্দলাভে সমর্থ হন ॥ ৭১

হে অর্জুন! ব্রাহ্মী স্থিতি এই প্রকার। ইহা লাভ করিলে মানুষ আর সংসার-মোহ প্রাপ্ত হয় না, মরণ সময়েও এই ব্রাহ্মী-স্থিতিতে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াও ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রীং সংহিতা মধ্যে মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগনামক দ্বিতীয় অধ্যায়।
মহাভারতের ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাদিনানাবিধসাধনানুসারেণ কর্তব্যকর্মণামনুষ্ঠানস্যাবশ্যকতাং প্রতিপাদ্য স্বধর্মাচরণমাহাত্ম্যস্য কামনিরোধোপায়স্য বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

টীকা—এব তাবৎ 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা। তদনন্তরম্ 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বি'ত্যাদিনা কর্ম চোক্তম্। ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ। তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্বনিয়তেন্দ্রিয়ত্বনির-হঙ্কারত্বাদ্যভিধানাদেষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি সপ্রশংস-মুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্মণোর্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতো-ঽভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেদিতি। কর্মণঃ সকাশান্মোক্ষান্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়স্যধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং তদ্‌যুধ্যস্বেতি তস্মাদুত্তিষ্ঠেতি

তৃতীয় অধ্যায়।

[জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাদি নানাবিধ সাধন অনুসারে কর্ত্তব্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপাদনপূর্বক স্বধর্মপালনের মাহাত্ম্য ও কামনিরোধ-উপায়ের বর্ণন]

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! হে কেশব! কর্ম্ম হইতে জ্ঞান অধিকতর শ্রেষ্ঠ ইহা যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে হিংসাত্মক যুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছ ॥ ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

চ বারংবারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্মণি মাং নিয়োজয়সি প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১

টীকা—নন্বু 'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে' ইত্যাদিনা কর্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি। ক্বচিৎ কর্মপ্রশংসা ক্বচিজ্ জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন মে মম বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্বন্ মোহয়সীব। পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতীতীবশব্দেনোক্তম্। অত উভয়োর্মধ্যে যদ্ ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা—ইদমেব শ্রেয়ঃ সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ—যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্মজ্ঞাননিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাত্তর্হি দ্বয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাত্তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সংগচ্ছতে। ন তু ময়া তথোক্তম্। কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা। গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি। অস্মিঞ্ছুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা—দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি জ্ঞানযোগেনেত্যাদি। সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা—'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মতপর' ইত্যাদিনা। সাংখ্যভূমিকামারুরুক্ষূণাং ত্বন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা 'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে' ইত্যাদিনা। অতএব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেনৈব দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বি'তি ॥ ৩

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫

টীকা—অতঃ সম্যক্‌চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্মাণি কর্ত্তব্যানি। অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্মণামিতি। কর্মণামনারম্ভাদননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। নন্বু চৈবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি শ্রুত্যা সংন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সংন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি। কিং কর্মভিঃ ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি। চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সংন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং ন সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪

টীকা—কর্মণাং চ সংন্যাসস্তেষ্বনাসক্তিমাত্রম্। ন তু

কখন কর্ম্মের কখন জ্ঞানের প্রশংসা—এইরূপ সন্দেহজনক বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছ। সেই জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একটি নিশ্চয় করিয়া বল, যাহার আচরণে আমি মোক্ষলাভে সমর্থ হইব ॥ ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে নিষ্পাপ! আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ দ্বিবিধা নিষ্ঠা শুদ্ধচিত্ত ও অশুদ্ধচিত্ত অধিকারীর জন্য বলিয়াছি, তন্মধ্যে শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগ অর্থাৎ ধ্যানাদি, আর অশুদ্ধচিত্তগণের নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ॥ ৩

পুরুষ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া অশুদ্ধচিত্ত-হেতু নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগের দ্বারা কেহ মোক্ষ লাভ করিতে পারে না ॥ ৪

কেহ কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের দ্বারা সকলে অবশ হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহাকে

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

স্বরূপেণ। অশক্যত্বাদিতি। আহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞান্যজ্ঞানো বাঽকর্মকৃৎ কর্মাণ্যকুর্বাণো ন তিষ্ঠতি। তত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্বোঽপি জনঃ কর্ম কার্য্যতে। কর্মণি প্রবর্ত্ততে। অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫

টীকা—অতোঽজ্ঞঃ কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে অবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি। অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম কুরু, হি যস্মাৎ অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীরযাত্রা শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন প্রসিদ্ধ্যেন্ন ভবেৎ ॥ ৮

টীকা—সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞোঽত্র বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ ৯

টীকা—প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা—অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বম্। প্রসবো বৃদ্ধিঃ, উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্। ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ ॥ ১০

তদ্রূপ কর্ম্ম অস্বতন্ত্র হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, কারণ প্রকৃতির রাজ্যে কাহারও স্থির থাকিবার উপায় নাই ॥ ৫

যে ব্যক্তি বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনের দ্বারা বিষয়সকল চিন্তা করিতে থাকে, সেই বিমূঢ়চিত্ত কপটাচারী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬

হে অর্জুন! আর যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা নিয়মিত করত অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৭

তুমি সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য কর্ম্মসকল কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। তাহা না করিলে সমস্ত কর্ম্মশূন্য তোমার শরীরনির্ব্বাহও হইবে না ॥ ৮

যজ্ঞ অর্থ শ্রীভগবান্—তাঁহার আরাধনার জন্য কর্ম্ম করা ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। হে কৌন্তেয়! এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর ॥ ৯

পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি প্রজাবর্গ সৃজন করিয়া কহিলেন,—তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আর এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক ॥ ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩
অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

টীকা—কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ, এবমন্যোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ ॥ ১১

টীকা—এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তি, হি অতো দেবৈর্দ্দত্তানন্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে, স তু স্তেনঃ চৌর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২

টীকা—অতশ্চ যজ্ঞস্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ, নেতরা ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্ম্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ,—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি।" যে ত্বাত্মনো ভোজনার্থমেবান্নং পচন্তি, ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং, তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩

টীকা—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ ভূতান্যুৎপদ্যন্তে। অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্ বৃষ্টেঃ, স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ, কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৪

টীকা—তথা কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্মাক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং বিদ্ধি। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি "উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" ইতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম, তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যরূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥১৫

এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি সুরসকলকে হবির্ভাগ প্রদান পূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত কর। যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণও তোমাদের যথাকালে বর্ষণ করিয়া সম্যক্ বর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করত তোমরা অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হও। ১১

যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ তোমাদের ইষ্ট ভোগসকল দান করিবেন, এইহেতু সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা প্রদান না করিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে, সে চোর। ১২

বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্টভোজনকারী সাধুগণ পঞ্চসূনাজনিত নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হন, আর যাহারা কেবল আপনার ভোজনের জন্য পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। ১৩

ভূতসকল অন্ন হইতে অর্থাৎ শুক্রশোণিতরূপে পরিণত ভুক্তদ্রব্য হইতে সঞ্জাত হয়, আর মেঘ হইতে অন্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যজ্ঞ হইতে মেঘ হয় এবং যজমানাদির ব্যাপাররূপ কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৪

সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত, তজ্জন্য সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে সম্ভূত হওয়ার নিমিত্ত সর্ব্বত্রব্যাপী অক্ষর পরমাত্মা সর্ব্বদা যজ্ঞে সন্নিবিষ্ট আছেন। ১৫

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

টীকা—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থ-সিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং, তস্মাত্তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ—এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্ বেদাখ্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিস্ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি। ভূতানাঞ্চ পুনস্তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি, সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ। যতঃ ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বেব রমতে ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬

টীকা—তদেবং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ, অতএবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি। নিরহঙ্কারত্বেন বিধি-নিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি "তস্মাৎ স্বদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" ইতি শ্রুতের্মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাৎ তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভি-

জগতে পূর্ব্বকথিত ঈশ্বর কর্ত্তৃক সঞ্চালিত কর্ম্মচক্র যে অনুবর্ত্তন করে না, হে পার্থ! সেই পাপময় জীবন-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি অনর্থক জীবন ধারণ করে। ১৬

এবং যে আত্মজ্ঞানী মানব আত্মায় অনন্যনিষ্ঠ, আত্মাতেই পরিতুষ্ট, আত্মাতেই পূর্ণানন্দ হন, তাঁহার কোন কর্ত্তব্য আর নাই ॥ ১৭

ইহলোকে তাহার কৃতকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য হয় না অথবা কর্ম্ম না করিলেও পাপ হয় না। তাঁহাকে মোক্ষের জন্য ব্রহ্ম হইতে

ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

র্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ এব ব্যপাশ্রয়ঃ। অর্থো মোক্ষ আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ। বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইতি। হ-নেত্যব্যয়মপার্থে, দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্ ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্ত্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ১৮

টীকা—যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য, তস্মাত্ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ—তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্য-নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিজ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্ জ্ঞানম্ আস্থিতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্ জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে, তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহ-

স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না ॥ ১৮

তজ্জন্য আসক্তিশূন্য হইয়া নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ কর, যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত পুরুষ মোক্ষলাভ করেন ॥ ১৯

জনকাদি রাজগণ কর্ম্মের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুমি যদি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে কর, তথাপি লোকসকলের স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কর্ম্মত্যাগ করিবে না ॥ ২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩

মিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহং স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং, ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি। অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতে-দিত্যেব লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তথাহ—যদ্ যদেতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি। স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং কুরুতে মন্যতে, তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১

টীকা—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ—ন মে পার্থেতি। হে পার্থ! মে কর্ত্তব্যং নাস্তি, যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষু অনবাপ্তমপ্রাপ্তং সৎ অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি; তথাপি কর্ম্মণ্যহং বর্ত্তে কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎ-সীদেয়ুঃ কর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪

টীকা—তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাঽজ্ঞাঃ কর্মাণি কুর্ব্বন্তি, অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫

টীকা—নন্ম কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ। কর্ম্মণঃ সকাশাদ্ বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ। অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ। জুষী প্রীতি-সেবনয়োঃ, অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথম্? যুক্তোঽবহিতো

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্মের আচরণ করেন, অপর লোকও সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই প্রধান ব্যক্তি কর্ম্ম অথবা মোক্ষ যাহা প্রধান বলিয়া গ্রহণ করেন, লোক অধিকারী না হইলেও শ্রেষ্ঠের অনুসরণ করে, অতএব লোকরক্ষার জন্যও তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২১

হে অর্জুন! আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিছুই নাই, ত্রিভুবনে অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, তথাপি আমি লোকরক্ষার জন্য কর্ম্মাচরণ করিতেছি ॥ ২২

হে পার্থ! যদি আমি কখন আলস্যপরিশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তখন নিশ্চিতই মানবসকল সর্ব্বপ্রকারে আমার মার্গানুসরণ করিবে। এইজন্য লোকস্থিতি-হেতু অবশ্যই কর্ম্ম করা বিধেয় ॥ ২৩

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমার দৃষ্টান্তে কর্ম্ম না করিয়া ধর্ম্মলোপহেতু বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব—এরূপ আচরণে আমিই লোকসকলকে মলিন করিব ॥ ২৪

হে ভারত! কর্ম্মে অত্যাসক্ত অজ্ঞানিগণ যদ্রূপ কর্ম্মাচরণ করে, লোকসকলকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক বিদ্বান্ তদ্রূপ করিবেন। জ্ঞানীর আপনার কর্ম্ম না থাকিলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২৫

কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট অজ্ঞগণের বুদ্ধি 'আত্মা অকর্ত্তা' এরূপ উপদেশের দ্বারা বিচালন করিবে না, পরন্তু বিদ্বান্ অনুরাগের সহিত সমস্ত কর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ করত অজ্ঞানীকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন ॥ ২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭
তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতেগুর্ণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬

টীকা—ননু বিদুষাপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্য ধ্রুয়োর্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগুর্ণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈ-রিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ—অহঙ্কারেতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিষ্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭

টীকা—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ, তয়োর্গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮

টীকা—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি। যৈঃ প্রকৃতেগুর্ণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সম্মূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্ম ইতি, তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

টীকা—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসা অন্তর্য্যাম্য-ধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামোঽতএব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০

টীকা—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি। শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ। যে মে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্ জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে ॥ ৩১

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি। যে তু মে মতমীশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসকল প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ হয়, অহঙ্কার বিমুগ্ধচিত্ত ব্যক্তি আমি কর্ম্ম সমূহ করিতেছি ইহা মনে করে ॥ ২৭

হে মহাবাহো! আর সত্ত্বাদি গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মা বিভিন্ন এই উভয়ের তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হয়, আমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা অবগত হইয়া আসক্ত হন না ॥ ২৮

প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণের দ্বারা বিমুগ্ধ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ে এবং শ্রবণাদি কর্ম্মে আসক্ত হয়—সেই অসম্যগ্‌দর্শিগণকে সর্ব্বজ্ঞ বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯

লৌকিক বৈদিক আদি কর্ম্মসমূহ আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক, আমি স্বাধীন নহি, অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ দৃষ্টিসহায়ে নিষ্কাম মমতাশূন্য হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর ॥ ৩০

বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ আমায় দুঃখাত্মক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছে রূপ দোষদৃষ্টি-বিরহিত যে মনুষ্যসকল আমার পূর্ব্বকথিত মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্ম্মসকল হইতে কর্ম্মকারী জ্ঞানীর ন্যায় মুক্ত হন ॥ ৩১

কিন্তু যাহারা আমার এই মতে দোষারোপ করত উহা অনুষ্ঠান করে না, অবিবেকী নিখিল কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ে বিমুগ্ধ সেই ব্যক্তিদিগকে নাশপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেৰ্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ।
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদেব নিযোজিতঃ ॥ ৩৬
শ্রীভগবানুবাচ।
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২

টীকা—নন্বু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীন-স্বভাবঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনু-রূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্ব্বক্তব্য-মজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, তস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে, এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতেৰ্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টীকা নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া প্রত্যেকং সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তম্। অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্ব্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে; হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষা-বুৎপাদ্য অনবহিতং পুরুষমনর্থেঽপি গম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ প্রবর্ত্তয়তি। ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৩৪

তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্। তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখ-রূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান প্রশস্যতরঃ। স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ,—স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ, পরধর্ম্মস্তু স্বস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫

টীকা—তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তং, তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—অথেতি। বৃষ্ণের্ব্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ, হে বার্ষ্ণেয়! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি? কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধবতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনায়াং প্রশ্নঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যস্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব, নন্ু

জ্ঞানবান্ও আপনার প্রকৃতির বা প্রাচীন কর্ম্মসংস্কারের অধীন স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করেন, যেহেতু প্রাণিগণ স্বকীয় স্বভাব অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর হয়, এইজন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবে ॥ ৩৩

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ব অনুকূল শব্দাদি বিষয়সমূহে অনুরাগ ও দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি সেই রাগদ্বেষের বশ্যতাপন্ন হইবে না, কারণ মুমুক্ষু ব্যক্তির রাগদ্বেষ প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪

অতি উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দোষযুক্তও স্বধর্ম্ম শ্রেয়স্কর, যেহেতু স্বধর্ম্মে নিধনও মঙ্গল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়জনক ॥ ৩৫

অর্জুন বলিলেন,—হে বৃষ্ণিকুলতিলক! পাপ করিতে অনিচ্ছাকারী এই পুরুষ কাহার দ্বারা প্রেরিত ও বলপূর্ব্বক যেন নিয়ন্ত্রিত হইয়া পাপানুষ্ঠান করিতে থাকে ॥ ৩৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই কাম বা ইষ্টবিষয়ক অভিলাষ, এই ক্রোধ বা রোষ—অনিষ্ট বিষয়দর্শনাদি-হেতু মনোবিকার, কামিতার্থ-বিঘাত জন্য মনোক্ষোভ, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন,

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

ক্রোধোঽপি পূর্বং ত্বয়োক্তঃ "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র সত্যম্। নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ কাম এব হি, কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে; অতঃ পূর্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এব ইত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে। রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামোঽপি ক্ষীয়তে ইতি সূচিতম্। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি; অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব, যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ —মহাশনো মহৎ অশনং যস্য স দুষ্পূর ইত্যর্থঃ, ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭

টীকা—কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন সহজেন বহ্নিরাব্রিয়ত আচ্ছাদ্যতে, যথা বাদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্বতো নিরুদ্ধ্যাবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮

টীকা—ইদং শব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদন্তু বিবেকজ্ঞানম্ এতেনাবৃতম্; অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিতাং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখ-

---

দুষ্পূরণীয় ও অত্যন্ত উগ্র—এই কামকে মুক্তিমার্গে অরাতি বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৩৭

যেরূপ অগ্নি ধূমের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, মলের দ্বারা যেরূপ দর্পণ আবৃত থাকে, যেমন গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সেই কামের দ্বারা এই বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত ॥ ৩৮

হে কৌন্তেয়! নিত্যরিপু কামরূপ অপূরণীয় এই বহ্নির দ্বারা জ্ঞানিসমূহের জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া আছে ॥ ৩৯

ইন্দ্রিয়গণ, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় স্থান। কাম ইহাদের আশ্রয় করিয়া অবস্থান

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

হেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরোঽপূর্য্যমাণস্তু শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্বান্ প্রতি নিত্যবৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯

টীকা—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়, যদ্বা প্রজহিহি পরিত্যজ। জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশকম্। যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজম্ "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪১

টীকা—অথাত্র প্রসন্নতয়া চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ। সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ, অতএব

করে বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই কাম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া দেহিগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে ॥ ৪০

হে ভারতপ্রধান! তজ্জন্য তুমি সর্ব্বপ্রথমে নিখিল ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান (আত্মজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান)-বিনাশকারী সংসারের সকল দুঃখের একমাত্র কারণ পাপ কামকে উত্তমরূপে সংহার কর, বিন্দুমাত্র কাম থাকিলে যন্ত্রণাভোগ অনিবার্য্য ॥ ৪১

শরীরাদি হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ, মন অখিল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি মন হইতে প্রধান। যিনি বুদ্ধিরও শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা ॥ ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি। ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ। মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা, নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সঙ্কল্পস্য। যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ তৎসাক্ষিত্বেনা-বস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা; তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২

টীকা—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়ে-ন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ। আত্মা তু নির্ব্বিকার-স্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবম্ভূতয়া

হে মহাবাহো! এইরূপ বুদ্ধির অপেক্ষা অতি প্রশস্ত বুদ্ধির দ্রষ্টা আত্মাকে অবগত হইয়া সত্ত্বপ্রধানা বুদ্ধি দ্বারা রজঃপ্রধান

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥
শ্রীমহাভারতে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয় দুরাসদং দুঃখেনাসদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

মনকে উত্তমরূপে স্তম্ভিত করত কামরূপ দুর্বিজ্ঞেয়গতি সংসারপ্রদ মহান্ অরিকে সংহার কর ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্রসংহিতা মহাভারতমধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগনামক তৃতীয় অধ্যায়।

অষ্টবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ)

[সগুণস্য ভগবতঃ প্রভাবঃ, নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ যোগযুক্তমহাপুরুষাণামাচারঃ, মাহাত্ম্যঞ্চ বর্ণয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন বিবিধযজ্ঞানাং জ্ঞানস্য চ মহিম্নো কথনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

টীকা—আবির্ভাব-তিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বংপদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি ॥

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়ো জ্ঞানযোগো-পায়শ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পনাদিগুণবিধানেন তত্ত্বংপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ

চতুর্থ অধ্যায়।

[সগুণ শ্রীভগবানের প্রভাব, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, যোগযুক্ত মহাপুরুষগণের আচার ও মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিবিধযজ্ঞসমূহ এবং জ্ঞানের মহিমাকথন।]

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্ ইমং যোগং পুরা অহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ। স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

টীকা—এবমিতি। এবং রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি। অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপুত্রাদিভিরিক্ষ্বাকু-

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি ভুবনভাস্কর সূর্য্যকে এই সর্ব্ববিকারশূন্য অক্ষয় যোগ বলিয়াছিলাম। আদিত্য তাঁহার পুত্র মনুকে ও মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১

এবম্বিধ অবিচ্ছিন্ন ধারাপ্রাপ্ত এই যোগ নিমি প্রভৃতি রাজর্ষি-

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

প্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জ্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২

টীকা—স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চেতি। অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে, হি যস্মাৎ এতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩

টীকা—ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ—অপরমিতি। অপরম্ অর্ব্বাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম। তস্মাৎ তবাধুনিকত্বাৎ চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্ ॥ ৪

টীকা—ইতি পৃষ্টবন্তমর্জ্জুনং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ বহূনীতি। মম বহূনি জন্মানি তব চ ব্যতীতানি; তান্যহং সর্ব্বাণি বেদ জানামি, অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ। ত্বন্তু ন বেত্থ ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ ৫

গণ অবগত ছিলেন। হে শত্রুতাপন! অধুনা ইহজগতে সেই যোগ কালবশে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ২

তুমি আমার সেবক ও সখা এজন্য আমি সেই পুরাতন যোগ অদ্য তোমাকেই বলিলাম, যেহেতু ইহা অত্যন্ত গোপনীয় ॥ ৩

অর্জুন বলিলেন,—তোমার জন্ম সূর্য্যের জন্মের পর, আদিত্যের জন্ম পূর্ব্ব সর্গে, আদিতে তুমি তাহাকে এই যোগ বলিয়াছ, এ বিষয় আমি কি প্রকারে অবগত হইব? ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত জন্ম জ্ঞাত আছি, আর তুমি অবিদ্যাবৃত বলিয়া জান না ॥ ৫

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

টীকা—নন্বনাদেস্তব কুতো জন্ম? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জ্জন্ম—যেন বহূনি মে ব্যতীতানি ইত্যুচ্যতে? এবমীশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবং, তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্, তথা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। নন্বু তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যাহ উক্তং—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি গ্লানির্হানির্ধর্ম্মস্য। অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭

টীকা—কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ — পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়। দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ, এবং ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায়, সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে

আমি জন্মবিরহিত অবিনশ্বরস্বভাব ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া আত্মমায়াসহায়ে আবির্ভূত হই ॥ ৬

হে ভারত! এ সংসারে যে যে সময়ে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের হানি হয় ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে আমি প্রাদুর্ভূত হই ॥ ৭

সন্মার্গে অবস্থিত মৎপরায়ণ ভক্তগণের রক্ষার ও দুষ্কৃতকারিসমূহের বিনাশের জন্য এবং উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে আমি সম্ভূত হই ॥ ৮

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌।

সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্‌। যথাহুঃ,—"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ" ইতি॥ ৮

টীকা—এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি, স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম সংসারং ন এতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি॥ ৯

টীকা—কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ—বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈঃ ধর্ম্মপরিপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ। তয়োর্দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ সন্তো মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তান্যহং বেদ সর্ব্বাণীত্যাদিনা বিদ্যাঽবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বং পদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বা-

হে অর্জুন! যিনি আমার এবম্বিধ অপ্রাকৃত জন্ম ও ধর্ম্মসংস্থাপন সংরক্ষণ আদি কর্ম্ম স্বরূপতঃ অবগত আছেন, তিনি শরীরত্যাগান্তে পুনর্ব্বার আর জন্মগ্রহণ করেন না—আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯

সংসারে অনুরাগ, ভয় ও রোষবিরহিত, মদেকমানস অনেক মানব আমাকে উত্তমরূপে আশ্রয় করত জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধ হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। ১০

যাঁহারা যেরূপে আমাকে কায়-মন-বাক্যের দ্বারা সেবা করেন তাঁহাদিগকে আমি সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ১২
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্‌॥ ১৩

জ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্‌॥ ১০

টীকা—নমু তর্হি কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি, নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি, তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্ণামি, ন তু সকামা মাং বিহায় ইন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্‌। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥১১

টীকা—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়েণ ইহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে, ন তু সাক্ষান্মামেব। হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি, ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং, দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্‌জ্ঞানস্য॥ ১২

টীকা—নমু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং তৎকর্ত্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবতি চাতুর্ব্বর্ণ্যম্‌, স্বার্থে

পার্থ! যিনি যাহাই করুন না কেন আমারই ভজনমার্গের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১১

যেহেতু মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি সত্বর হইয়া থাকে তজ্জন্য কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষিগণ কর্ম্মফল অভিলাষ করত ইহলোকে ইন্দ্রাদি শীঘ্রফলদাতা দেবগণের অর্চ্চনা করেন। ১২

আমি গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ সৃজন করিয়াছি। সৃষ্টিব্যাপারে কর্ত্তা হইলেও সর্ব্ববিকারবিরহিত আমাকে অকর্ত্তাই অবগত হইবে। ১৩

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।

স্মৃগ্রু প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ -সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি, রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি, তমঃপ্রধানা শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষণাদীনি কর্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং, তস্য কর্ত্তারমপি পরমার্থতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্, আসক্ত্যভাবাদিহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদি রহিতম্ ॥ ১৩

টীকা -তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্ব সৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি, নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যম্। যস্তু কর্ম্মফলে স্পৃহারাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি, সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্য অহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪

টীকা—যে যথা মামিত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিক মীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি -এবমিতি। অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈ

সৃষ্টি স্থিতি নাশ প্রভৃতি কর্ম্মসকল আমাকে আসক্ত করিতে পারে না, কর্ম্মফলে আমার অভিলাষ নাই, ইহা যিনি জানেন আছেন, তিনি কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ১৪

অহঙ্কার-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, ইহা জানিয়া পূর্ব্বতন জনকাদি মুমুক্ষুসকলও নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াছেন। যুগান্তরে জনকাদি মুক্তিকামিগণের দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব তুমিও প্রথমে কর্ম্মই কর ॥ ১৫

কি কর্ম্ম আর কি অকর্ম্ম এ বিষয়ে বিবেকীসমূহও মোহিত থাকেন। যাহা অবগত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে

তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

র্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেঽপি কৃতং, তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫

টীকা—তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং ন লোক-পরম্পরামাত্রেণেত্যাহ—কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম? কীদৃশং কর্মকরণং, কিমকর্ম? কীদৃশং কর্ম্মাকরণম্? ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, অতো যজ্জ্ঞাত্বা যৎ অনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্মাকর্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি, তৎ শৃণু ॥ ১৬

টীকা নন্বু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম দেহাদিব্যাপাবাত্মকম, অকর্ম চ তদব্যাপারাত্মকম, অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি, তত্রাহ কর্মণ ইতি। কর্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, ন তু লোকপ্রসিদ্ধ্যাবমেব। অকর্মণোঽবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কর্মণো গতির্গহনা। কর্মণ ইত্যুপলক্ষণার্থম, কর্মাকর্মবিকর্মণাং তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি যতো দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা তদেব কর্মাদীনাং দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ--- কর্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মণি কর্মবিষয়ে অকর্ম কর্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ, অকর্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম যঃ

সেই কর্ম্মের কথা তোমায় বলিব ॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, আর নিষিদ্ধ ব্যাপারেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, আর কর্ম্ম না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, যেহেতু কর্ম্মের গতি দুর্বিজ্ঞেয়া ॥ ১৭

যিনি ঈশ্বর আরাধনার জন্য কৃতকর্ম্মে "ইহা কর্ম্ম নয়" অর্থাৎ ইহার দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হয় না এরূপ দেখেন আর বিহিত কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়হেতু তাহা কর্ম্ম বলিয়া দেখিয়া থাকেন, তিনি কর্ম্মকারী মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী, তিনি নিখিল কর্ম্মকারী ॥ ১৮

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

পশ্যেৎ, তস্য প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ ; মনুষ্যেষু কর্ম কুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ। তং প্রস্তৌতি; স যুক্তো যোগী, তেন কর্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ ; স এব কৃৎস্নকর্মকর্ত্তা চ ; সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্মণি সর্বকর্মফলানামন্তর্ভূতত্বাৎ। তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্ত এবং কর্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা যঃ কর্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চকৃতো বেদিতব্যঃ ; যদারুরুক্ষোরপি কর্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদা কর্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাব্যতিরেকানুভবেন অকর্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্মণাং ত্যাগে কর্ম যঃ পশ্যেৎ, তস্য প্রতিবন্ধকত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং "কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদিনা। য এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতু যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্মাণি কুর্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮

টীকা—কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্রুত্যর্থার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং, তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্মাণি, কাম্যত ইতি কামঃ ফলং, তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি, তং পণ্ডিতমাহুঃ, তত্র হেতুঃ। যতস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধচিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্মতাং নীতানি কর্মাণি যস্য তম্ ; আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্মবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জ্জিতঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ ত্যক্ত্বেঽপি। কর্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ, এবম্ভূতো যঃ স স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তস্য কর্ম অকর্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শারীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি, যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১

টীকা—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীনি-

যাঁহার লৌকিক বৈদিক অখিল কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পশূন্য, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা তাঁহাকে বিদ্বানগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ॥ ১৯

তিনি কর্ম্মে এবং তাহার ফলে অনুরাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মানন্দে পূর্ণকাম যোগক্ষেমের জন্য আশ্রয়ণীয়বিরহিত হইয়া স্বাভাবিক অথবা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না—তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অকর্ম্ম হইয়া যায় ॥ ২০

নিষ্কাম, শরীর ও চিত্তসংযমকারী, সমস্ত পরিগ্রহ-পরিত্যাগী শরীরনির্ব্বাহের মাত্র উপযোগী কর্ম্ম করিয়া পাপগ্রস্ত হন না ॥ ২১

অপ্রার্থিত-লাভে পূর্ণকাম, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসমূহে অবিষণ্ণচিত্ত, অরিবিরহিত, কর্ম্মের সফলতায় বিফলতায় হর্ষবিষাদবিহীন যোগী কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হন না ॥ ২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

অতোঽতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্ব্বৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, যঃ এবম্ভূতঃ স পূর্ব্বোত্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২

টীকা—কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তস্য, জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম প্রবিলীয়তে অকর্মভাবমাপদ্যতে। আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায়েতি যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থমেব কর্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্মৈব। আরূঢ়বস্থায়াম্ অকর্মাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম অকর্মৈবেতি "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যেনেনোক্তঃ কর্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং কর্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি তদপি, ব্রহ্মৈব, অর্পমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হোমোঽগ্নিশ্চ কর্তা চ ক্রিয়া ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪

টীকা—এতদেব যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্। তং দৈবমেব যজ্ঞমপরে কর্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি। অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্বকর্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫

টীকা—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি। ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ; ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ান্। বিষয়ভোগসময়েঽপানাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ॥২৬

টিকা—কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্মাণি বচনোপাদানাদীনি চ, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্মাণি প্রাণস্য বহির্গমনম্ অপানস্যা-

কামনাশূন্য, অনুরাগ দ্বেষ প্রভৃতি-রহিত, সতত জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত যোগীর পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য কর্ম্ম আচরণ করিলেও সমস্ত কর্ম্ম অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

স্রুবাদি (হাতা) ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অনল ব্রহ্ম এবং যিনি হোমকর্ত্তা তিনিও ব্রহ্ম—এইরূপ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত হোমকারী সেই ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৪

অপর কর্ম্মযোগীসমূহ ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতির প্রীণনজনক যজ্ঞই শ্রদ্ধার সহিত আচরণ করেন। অন্য জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণ ব্রহ্মহবি ইত্যাদি প্রকারে যজ্ঞাদি নিখিল কর্ম্ম প্রবিলাপিত করেন ॥ ২৫

আমরণ গুরুগৃহবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযম অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ আহুতি দেন, গৃহস্থগণ শব্দাদি বিষয়সমুদয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬

অপর ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের শ্রবণাদি কর্ম্মসমূহ, কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্ পাণি পাদাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম বচন প্রদান আদান প্রভৃতি প্রাণাদি দশ বায়ুর কর্ম্মসমুদয় ধ্যেয় বিষয় দ্বারা উত্তমরূপে বিদিত হইয়া তাহাতে মনঃসংযমপূর্ব্বক সেই সমস্ত কর্ম্ম হইতে উপরত হন ॥ ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

ধোনয়নম্। ব্যানস্য ব্যানয়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদি, সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্। উদানস্য উর্দ্ধনয়নম্। "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুতকৃজ্জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ" ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি। ক আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যম্ স এব যোগঃ, স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে। যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥২৮

টীকা—কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি। পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি। এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপর ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে আহারসঙ্কোচনমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেম্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, যদ্বা "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানোঽজপামন্ত্রেণ তত্ত্বপদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ ॥" ইতি। প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যন্তে। তত্রায়মর্থঃ,—"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জ্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥" ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়তআহারো যেষাং তে। কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি; কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি, তত্রৈব লীয়মানেম্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—"যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা ॥" ইতি ॥ ২৯

টীকা—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্বেঽপ্যেতে ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞা ইতি বা, যজ্ঞৈঃ ক্ষপিতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে ॥ যজ্ঞশিষ্টেতি। যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ

কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ, কেহ কেহ তপোরূপ, কেহ কেহ যোগরূপ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়রূপ এবং দৃঢ়ব্রত যতিদিগের কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

অন্য প্রাণায়ামপরায়ণ হঠযোগিগণ অধোগমনশীল অপান বায়ুতে ঊর্দ্ধগমনশীল প্রাণবায়ুকে আহুতি দেন অর্থাৎ পূরক করেন। অনন্তর প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া কুম্ভক করেন, পরে অপানকে প্রাণে আহুতি দেন অর্থাৎ রেচক করেন। হঠযোগিগণ এরূপ পূরক কুম্ভক রেচক প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুকে জয় করত কেবলীকুম্ভকে স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। অপর সংযমী যোগিগণ আহারসঙ্কোচ অভ্যাস করত স্বয়ং জীর্য্যমাণ ইন্দ্রিয়সমূহে সেই সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয়রূপ হোম ভাবনা করেন ॥ ২৯

ইঁহারা সকলেই যজ্ঞনিপুণ, যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয় করত যজ্ঞে অবশিষ্ট অমৃত ভোজনপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ পুরাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন। হে কুরুপ্রবীর! যে ব্যক্তি কোনরূপ যজ্ঞ করে না তাহার পরলোক তো দূরের কথা ইহলোকেই কোনরূপ শ্রেয়োলাভ হয় না ॥ ৩০-৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

প্রাপ্নুবন্তি। তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি। অয়মল্প-সুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি, কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০।৩১

টীকা—জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ। তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃকায়-কর্ম্মজনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি। আত্মনঃ কর্ম্মণোঽগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্ বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২

টীকা—কর্ম্মযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্-জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যা-পারাধীনত্বমস্ত্যেব, তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ, শ্রেষ্ঠত্বে হেতুমাহ—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। "সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি" ইতি শ্রুতেঃ ৩৩

বেদে এইরূপ বহু যজ্ঞের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেই বেদোক্ত কর্মসকলকে কর্ম্মজাত জানিবে। এইরূপ অবগত হইয়া অর্থাৎ বাক্য মন শরীর-সম্ভূত কর্মসকলের সহিত আত্মার কোন সংস্পর্শ নাই, ইহাদের দ্বারা সাক্ষাৎ আত্মলাভের সম্ভাবনা নাই, তবে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধি প্রদান করত জ্ঞান-লাভের যোগ্য করে, এইরূপ জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ৩২

হে শত্রুতাপন! দ্রব্যময় যজ্ঞসমূহ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ অতি প্রশস্ত; হে পার্থ! যেহেতু সমস্ত কর্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত হয় অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের উত্তমরূপে অবসান হয় ॥ ৩৩

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি। তদ্-বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবৎ নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রশ্নেন 'কুতোঽয়ং মম সংসারঃ, কথং বা নিবর্ত্ততে' ইতি মনঃপরিপ্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনোঽপরোক্ষানু-ভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪

টীকা—জ্ঞানফলমাহ—যজ্ জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ যজ্ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি; তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যারচিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যে-বাভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চ অপি চেদেতি। সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপ-কারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি সর্ব্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬

দণ্ডবৎ প্রণাম, কোথা হইতে আমার সংসার আসিয়াছে কিরূপে সংসারের নিবৃত্তি হইবে এবম্বিধ প্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শনকারী—তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভবসম্পন্ন জ্ঞানিগণ—তোমায় প্রকৃত জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪

হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান অবগত হইয়া পুনর্ব্বার বন্ধুবধাদি নিমিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইবে না, যে জ্ঞানের দ্বারা অশেষ ভূতগণকে স্বকীয় আত্মার সহিত অভেদ দেখিবে, অনন্তর আত্মাতে আমাকে পরমাত্মাকে অভেদ দেখিবে ॥ ৩৫

যদি তুমি সমস্ত পাপিগণ হইতেও অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি সমুদয় পাপসমুদ্র জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

টীকা—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—অত্র হেতুমাহ—ন হীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব। তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যস্যন্তীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ। জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ—জ্ঞানং লব্ধ্বা তু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯

হে অর্জুন! যেরূপ সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসকল ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অনল প্রারব্ধ কর্মফল ব্যতীত সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥ ৩৭

তপস্যা যোগাদির মধ্যে জ্ঞানের ন্যায় পাপবিনির্গমনকারণ (শুদ্ধিকর) কিছু নাই। বহুকাল নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিলে সে জ্ঞান অনায়াসে লাভ হয়—স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

গুরুর উপদিষ্ট অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্, গুরুসেবায় অনন্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—জ্ঞানলাভের পর

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০
যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

টীকা—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্ জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি। এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি, যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ। ন চ পরলোকো ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ। ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০

টীকা—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং পুরুষং কর্ম্মাণি স্বফলৈর্নিবধ্নন্তি, অতশ্চ জ্ঞানেন আত্মবোধেন কর্ত্তৃ সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১

আত শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯

গুরু-উপদিষ্ট বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্ উভয় কোটিজ্ঞানসম্পন্ন; ইহা হইবে কি না হইবে এরূপ সন্দেহাক্রান্তচিত্তের ইহ জগতে সুখও নাই ॥ ৪০

হে ধনঞ্জয়! ভগবৎ-আরাধনারূপ যোগের দ্বারা শ্রীভগবানে কর্মসমর্পণকারী আত্মজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সন্দেহবর্জ্জিত, প্রমাদশূন্য, দেহাভিমান-বিরহিত কর্মীকে লৌকিক বৈদিক কর্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২

টীকা—তত আহ—তস্মাদজ্ঞানেতি, যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত! ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মত্বং দর্শিতম্॥৪২

পুমবস্থাদিভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥
ভীষ্মপর্বণি তু অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

অতএব অজ্ঞান-সমুৎপন্ন এই শোকাদি-নিমিত্ত সংশয়কে আত্মজ্ঞানের দ্বারা ছেদন করত কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর। হে ভারত! অধুনা যুদ্ধ করিবার জন্য উঠ॥ ৪২

ইতি শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতমধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাউপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানবিভাগযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ)

[সাংখ্যনিষ্কাম-কর্ম-জ্ঞানযোগানাং সভক্তি-ধ্যানযোগস্য চ বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

টীকা—নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ॥

অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তং, তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসংন্যাসং কথয়সি, "জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠ" ইতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি। ন চ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকদৈব সম্ভবতঃ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাদেতয়োরেকস্মিন্ননুষ্ঠাতব্যে সতি মম যৎ শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥২

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাস ইতি। অয়ম্ভাবঃ,—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি, যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি। কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং

পঞ্চম অধ্যায়।

[সাংখ্যোক্ত নিষ্কামকর্ম ও জ্ঞানযোগসমূহ এবং ভক্তির সহিত ধ্যানযোগের বর্ণন।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! কর্মসমূহের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগের কথা বলিয়া পুনর্ব্বার কর্মযোগের কথা কহিতেছ। কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার শ্রেয়স্কর সেই একটি স্থির করিয়া বল॥ ১

ভগবান্ বলিলেন,—শুদ্ধচিত্তের পক্ষে কর্মত্যাগ আর

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। এবং সত্যঙ্গ-প্রধানয়োর্বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ; তথাপি তু তয়োর্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥২

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদি-রাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি, স নিত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি হি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ,—নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব বন্ধাৎ সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়ঃ। অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানামেবোচিতঃ, ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি। সন্ন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ তত্র হেতুঃ—অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি। তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি। সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪

টীকা—এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাঙ্খ্যৈরিতি। সাঙ্খ্যৈ-র্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভির্যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে, যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যস্তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চৈক-ফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫

টীকা—যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা, তর্হি আদিত এব সন্ন্যাসঃ কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ—সংন্যাসস্থিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ, চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্ বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ" ইতি ॥ ৬

অশুদ্ধচিত্তের ঈশ্বর আরাধনার জন্য কর্মানুষ্ঠান—দুইটিই মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ॥ ২

যিনি রাগদ্বেষবিরহিত তিনি কর্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী, যেহেতু শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং অনুরাগ-বিরাগবিহীন বিদ্বান্ সুখে অক্লেশে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥৩

মূর্খসকল সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ—বিভিন্ন বলিয়া থাকে। বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-সমর্থ বিশেষজ্ঞগণ তাহা বলেন না। জ্ঞান ও কর্মযোগের উভয়ের মধ্যে একটির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক উভয়ের ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন। কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৪

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ মোক্ষনামক যে স্থান সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন কর্মযোগিগণও সেই স্থানই লাভ করিয়া থাকেন। চিত্তশুদ্ধির পর জ্ঞানদ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও কর্মযোগকে একরূপ দেখেন, তিনি যথার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫

হে মহাবাহো! কর্মযোগ অনুষ্ঠান না করিয়া সর্ব্বকর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসে অধিকার লাভ করা দুঃখকর অর্থাৎ লাভ করা যায় না। কিন্তু কর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত মুনি অতি সত্বর ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হন ॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

টীকা—কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ, অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন। ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে ॥ ৭

টীকা—কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবান্ন বিরুদ্ধমিত্যাহ — নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত মন্যতে। তত্র দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাবঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমিষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে। তথাচ পারমর্ষং সূত্রং- "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বার্ধয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইতি ॥ ৮-৯

টীকা—তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপো দুর্ব্বারঃ, অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্তা যঃ কর্ম্মাণি করোতি, অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্য-পাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥১০

টীকা—বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্মযোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ১১

টীকা—ননু কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যতে ইতি ব্যবস্থাকথমত আহ—যুক্ত ইতি।

কর্মযোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, দেহস্থ পঞ্চদোষ শূন্য, ইন্দ্রিয়জয়কারী যাঁহার আত্মা নিখিল জীবগণের আত্মস্বরূপ, তিনি লোকসংগ্রহের জন্য বৈদিক লৌকিক কর্ম করিয়াও সেই কর্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ৭

কর্মযোগযুক্ত চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাসত্যাগ, কথোপকথন, ত্যাগ (মলমূত্রাদি), গ্রহণ (দ্রব্যাদি), উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহা বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করত আমি কিছুই করিতেছি না ইহা মনে করেন। ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিতেছে—আমি দ্রষ্টা মাত্র ॥ ৮ ৯

যিনি পরমেশ্বরে কর্ম সমর্পণপূর্ব্বক তাহার ফলে অনুরাগী না হইয়া লৌকিক বৈদিক কর্মসকল অনুষ্ঠান করেন, তিনি জলস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১০

কর্মযোগিগণ আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধির জন্য শরীর, মন, বুদ্ধি ও কর্মাভিনিবেশরহিত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া শ্রবণাদি কর্ম করেন ॥ ১১

পরমেশ্বরপরায়ণ কর্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্মসকল অনুষ্ঠান করত আত্যন্তিকী মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর বহির্মুখ ব্যক্তি কামনা পরবশে ফলে আসক্ত হইয়া নিবদ্ধ হইয়া থাকে ॥১২

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪

পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অযুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ১২

এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সর্বকর্ম্মাণীতি। বশী যতচিত্তঃ। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যস্য সুখং যথা ভবতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ আস্তে। কাস্ত ইত্যত আহ নবদ্বারে, নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি, অধোগতে দ্বে পায়ূপস্থরূপে ইত্যেবং নব দ্বারাণি যস্মিংস্তস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে। অহঙ্কারভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্ মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্নিতি অশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা, অশুদ্ধচিত্তো হি সংন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ। ন স্বয়ং তথা, অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—নন্বু "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু

জিতেন্দ্রিয় যোগী বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা কর্মসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও পায়ূপস্থরূপ নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে কর্মসকল না করাইয়া সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ১৩

ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্ব ও কর্মসকল সৃজন করেন না, কর্মফলের সংযোগ সৃষ্টি করেন না—অনাদি অবিদ্যাই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৪

আপ্তকাম পরমেশ্বর কাহারও পাপ এবং সুকৃত বা পুণ্য গ্রহণ

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬

কর্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ? ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রয়োজককর্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন কর্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্‌ক্তে, ন স্বয়মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্নাদত্ত ইতি। প্রয়োজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে। তত্র হেতুঃ—বিভুঃ পরিপূর্ণঃ, আপ্তকাম ইত্যর্থঃ। যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ, ন ত্বেতদস্তি। আপ্তকামস্ত্বৈবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। নন্বু ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্নিগৃহ্নতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতম্। তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি। ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫

টীকা—জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভক-

করেন না। যদি বল ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহ করায় তো বৈষম্য দেখা যায়—তিনি আপ্তকাম কিরূপে? তজ্জন্য বলিতেছেন, নিগ্রহ হইল দণ্ডরূপ অনুগ্রহই—ইহা না জানায় পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সমান এই জ্ঞান আবৃত থাকে, সেইজন্য জীবগণ ভগবানে বৈষম্য মনে করিয়া থাকে ॥ ১৫

পরমাত্মা শ্রীভগবানের জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ নিগ্রহ অনুগ্রহ সবই তাঁহার কৃপা—এই জ্ঞানের দ্বারা বৈষম্যউপলব্ধিকারক অজ্ঞান যাঁহাদের বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপ ভুবনভাস্করের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

তদ্‌ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্‌।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

জ্ঞানং নাশিতম্‌ তজ্‌জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি, যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬

টীকা—এবম্ভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাম্‌, তস্মিন্নেব আত্মা মনো যেষাম্‌। তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাম্‌, তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাম্‌। ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥ ১৭

টীকা—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিনঃ ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ। শুনো যঃ পচতি তস্মিন্‌ শ্বপাকে চেতি কর্ম্মণা বৈষম্যম্‌। 'গবি হস্তিনি শুনি চে'তি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্‌ ॥ ১৮

টীকা—নন্বু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ? যথাহ গৌতমঃ—"সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—সময়া পূজয়া বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি। তত্রাহ—ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ, সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ? যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতম্‌। তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্‌ ব্রহ্ম সমং নির্দোষঞ্চ তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গৌতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ ॥ ১৯

টীকা—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্‌ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান্‌ স্যাৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য। তৎ কুতঃ? যতোঽসম্মূঢ়ঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০

টীকা—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যহেতুমাহ—বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ। আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে। স চোপশমসুখং লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয্যং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১

শ্রীভগবানে যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই মনের প্রযত্ন, তাঁহাতেই ভক্তি, তিনিই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার প্রসাদলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পাপ-সম্পর্কশূন্য পরম ভাগবতগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাপনে সমর্থ শাস্ত্রবেত্তাগণ বিদ্যা-বিনয়-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল—সকলকেই তুল্যভাবে দর্শন করেন। একমাত্র শ্রীভগবান্‌ নানা আকার ধারণ করিয়া আছেন, এই দৃষ্টি তাঁহাদের উন্মীলিত হইয়া থাকে ॥ ১৮

যাঁহাদের মন সমত্বে অবস্থিত, ইহলোকেই তাঁহারা সংসারকে জয় করিয়াছেন। কেন না ব্রহ্ম সর্ব্বদ্বৈত-বৈষম্য-নির্ম্মুক্ত, রাগদ্বেষ-মোহ-বিবর্জ্জিত, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে স্থিতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

ব্রহ্মে স্থিত, নিশ্চলবুদ্ধিসম্পন্ন, মোহবিবর্জ্জিত ব্রহ্মবেত্তা মনের অনুকূল পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন না ও অপ্রিয় লাভ করিয়া উদ্বিগ্নও হন না ॥ ২০

বাহ্য-ইন্দ্রিয়গণের শব্দাদি বিষয়সকলে আসক্তিবিহীনচিত্ত যোগী অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ লাভ করেন, অনন্তর যোগের দ্বারা ব্রহ্মে একীভূত হইয়া অসীম ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

টীকা—নমু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাত্তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি তে হি বর্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ। তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২

টীকা—তস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পরমপুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিপক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং, কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ যাবদ্ দেহপাতমিত্যর্থঃ। যঃ এবম্ভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নান্যঃ। যদ্বা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্যুবতীভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে, স এব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন—প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি

হে অর্জুন! বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত দর্শন স্পর্শন আদি ভোগ, তাহারা আদি ও অন্তবান্—অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, যন্ত্রণাদায়ক। যথার্থ বিদ্বান্ তাহাতে অনুরাগী হন না। ২২

যিনি যতক্ষণ দেহপাত না হয়, তাবৎকাল কাম ক্রোধ হইতে উৎপন্ন প্রবল ইচ্ছাকে সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত এবং সেই মানবই সুখী হন ॥ ২৩

যিনি আত্মাকে লাভ করিয়া তাঁহার দর্শন শ্রবণে হৃষ্ট, যিনি জ্যোতির্ময় নাদাত্মক আত্মাকে লইয়া ক্রীড়াশীল, যিনি অন্তরে জ্যোতির্ময় আত্মাকে দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মে অবস্থিত যোগীই

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
কাম-ক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ [কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ] ইতি ॥২৩

টীকা—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অপি তু যোঽন্তঃসুখ ইতি অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু, স এব ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্ দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাম্, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাম্, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাং, সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতা যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫

টীকা—কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিতঃ উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ, ন কেবলং দেহান্তর এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ, অপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

টীকা—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমাপ্নোতীত্যুক্তং, তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি

ব্রহ্মেই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহত্রয়ের নির্বাণ (লয়) প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

পাপ-পরিশূন্য, আত্মদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব নাস্তিত্ববিষয়ে সংশয়বিহীন, চিত্তজয়ী, সমস্ত জীবের মঙ্গলকারী ঋষিগণ (অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী, জ্ঞানসংসারপারগামী) ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫

কামক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণের ইহ ও পরলোকে পরম শান্তি বিরাজ করে ॥ ২৬

শব্দাদি বিষয়সমূহের চিন্তা না করিয়া চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিবদ্ধ করত নাসা-অভ্যন্তরে বিচরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে কুম্ভক করিয়া সংযত-মন-বুদ্ধিসম্পন্ন মোক্ষানুরাগী ইচ্ছা-ভয়-

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥
ভীষ্মপর্বণি তু একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯

দ্বাভ্যাম্। বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি। তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুর্ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্যে এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে। উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসর্পতি, তদুভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽয়ং যথা ন বহির্নির্যাতি, যথা চাপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। যত ইতি। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য এবম্ভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ॥ ২৭-২৮

টীকা—নন্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যান্ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্বেষাং ভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্য্যামিণং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥ ২৬

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং সাংখ্যযোগয়োঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমি তং হরিম্॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিন্যাং টীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫

ক্রোধশূন্য মুনি স্থিতধী ঋষি নিয়ত মুক্ত হইয়াই অবস্থান করেন॥ ২৭-২৮

নিখিল যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, ভূ-র্ভুবরাদি চতুর্দ্দশ লোকের মহেশ্বর, নিখিলজীবের নিরপেক্ষ উপকারী, অন্তর্য্যামী আমাকে অবগত হইয়া আমার প্রসাদে পরমা শান্তি বা মুক্তি লাভ করেন॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাপর্ব্বে একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগনামক পঞ্চম অধ্যায়॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ)

[নিষ্কাম-কর্মযোগং প্রতিপাদয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন আত্মোদ্ধারায় প্রেরণদানস্য মনোনিগ্রহপূর্ব্বকং ধ্যানযোগস্য যোগভ্রষ্টস্য গতেশ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

টীকা—চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ। মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥ পূর্ব্বধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ। তত্র তাবৎ"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে" ইত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখস্বরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি শ্রীভগবানুবাচ—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ অবশ্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্টাখ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তকর্ম্মত্যাগী চ॥১

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ। "সংন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কেবলাৎ ফলসংন্যাসাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি। কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি শব্দোক্তো হেতুর্যোগেঽপ্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সংন্যস্তঃ ফলসঙ্কল্পো যেন স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসাৎ সন্ন্যাসী চ, ফলসঙ্কল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাদ্ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ॥ ২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[নিষ্কামকর্ম্মযোগ প্রতিপাদন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আত্মোদ্ধারের জন্য প্রেরণাদান, মনোনিগ্রহপূর্ব্বক ধ্যানযোগ এবং যোগভ্রষ্টের গতির বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি কর্মফলের অপেক্ষা না করিয়া সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীও নহেন যোগীও নহেন॥ ১

হে পাণ্ডব! যাহা সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়, তাহাই যোগ বলিয়া বিদিত হইবে; কারণ, কর্মনিষ্ঠ বা জ্ঞাননিষ্ঠ যিনি ফলসংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি পরমার্থ যোগী হইতে পারেন না॥২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪

টীকা—তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্ম উচ্যতে। চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব ধ্যাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপকর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে॥ ৩

টীকা—কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণমুচ্যতে ইত্যত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যাসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। তদা যোগারূঢ় উচ্যতে॥ ৪

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মই উপায়। আর যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্তিই সমাধিলাভের সাধন॥ ৩

যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে এবং তাহার সাধন কর্মসকলে অনুরাগী হন না, তখন সমস্ত সঙ্কল্প-ত্যাগী সেই ব্যক্তি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন॥ ৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

টীকা—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং, তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন ত্ববসাদয়েৎ; অধো ন নয়েৎ। হি যস্মাৎ আত্মৈব মনঃসঙ্গাদুপরতঃ আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫

টীকা—কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ, কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ। অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬

টীকা—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্ফুটয়তি—জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি, নান্যস্য। যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭

টীকা—যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপপাদ্যোপ-সংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকম্, বিজ্ঞানমপ-রোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং

বশীকৃত-চিত্তের দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবে। অজিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিবে না, যেহেতু বশীভূতচিত্তই আপনার সুহৃদ, অবশীভূতচিত্তই আত্মার বৈরী ॥ ৫

যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা স্বভাবকে জয় করিয়াছেন আত্মা সেই আত্মার বন্ধু, অজিতচিত্তের আত্মা আত্মার শত্রুর ন্যায় অপকারে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৬

জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিহেতু রাগদ্বেষশূন্য, প্রশান্ত যোগীরই কেবল আত্মা শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং মান অপমানে আত্ম-নিষ্ঠভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হন ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অনুভবে সন্তুষ্টচিত্ত, বিষয়-

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য, মৃৎপিণ্ডপাষাণ-সুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ সঃ যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮

টীকা—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী। মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ। অরির্ঘাতুকঃ। উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যপেক্ষকঃ। মধ্যস্থো বিবদমান-য়োরপি হিতাশংসী। দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী। সাধবঃ সদাচারাঃ। পাপা দুরাচারাঃ। এতেষু সমা রাগ-দ্বেষাদিশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯

টীকা—এবং যোগারূঢ়লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদি—স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন যোগীতি। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ। সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ। যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষো নিরাহারো বা, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০

সন্নিধানেও বিকারবিহীন, বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়জয়কারী, মাটী, পাষাণ, স্বর্ণে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, ত্যাজ্য-গ্রাহ্য বুদ্ধিশূন্য ও যুক্ত যোগী যোগারূঢ় বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ৮

সুহৃৎ (স্বভাবতঃ হিতাকাঙ্ক্ষী), মিত্র (স্নেহবশে উপকারক), অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষভাজন, বন্ধু (সম্বন্ধী), সদাচার-দুরাচারগণের প্রতিও রাগদ্বেষশূন্য যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন ॥ ৯

সংযতচিত্ত, দোষশূন্যশরীর, আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত, পরিগ্রহবিহীন যোগারূঢ় ব্যক্তি অনুক্ষণ একান্তে নিঃসঙ্গ অবস্থিত হইয়া মনকে যুক্ত করিবেন ॥ ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।

টীকা—আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্য আসনং স্থাপয়িত্বা। কীদৃশম্? স্থিরম্ অচলং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি চোন্নতম্ ন চাতিনীচং, চৈলং বস্ত্রম্ অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্মিন্। কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাৎ অভ্যাসেৎ। যতাঃ সংযতাঃ চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য সঃ, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে॥ ১১-১২

টীকা—চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্ মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রম্ অচলং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ। ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রশান্তেতি--প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য। বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রহ্মচারিব্রতে

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭

ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য, ময্যেব চিত্তং যস্য অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ এবং যুক্তো ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ॥ ১৩-১৪

টীকা—যোগাভ্যাসফলমাহ— যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কু ন্, নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য সঃ। শান্তিং সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি। কথম্ভূতাং নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতাম্॥ ১৫

টীকা—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধিঃ ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি॥ ১৬

টীকা—তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারঃ গতিশ্চ যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য, তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি॥ ১৭

মাত্র দেহরক্ষার জন্য বিষয়গ্রহণকারী সংযতচিত্ত যোগী পবিত্র প্রদেশে আপনার অচঞ্চল অতি উচ্চ অথবা অতি নীচ নয়, ক্রমান্বয়ে কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্রবিরচিত আসন বিস্তৃত করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মনকে লয় বিক্ষেপবিহীনপূর্ব্বক মনের রজ তম গুণ দূর করিবার জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন॥ ১১-১২

শরীর, মস্তক, গ্রীবা মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সরল নিশ্চলভাবে ধারণ করত দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক আপনার নাসিকাগ্রে স্থাপন করিয়া নির্জ্জিতচিত্ত, ভয়বিহীন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থিত মনকে প্রত্যাহার করত হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী আমাতে স্থাপনপূর্ব্বক মৎপরায়ণ যোগী যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন॥ ১৩-১৪

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর মনকে হৃদয়স্থ অন্তর্য্যামীতে যুক্ত করত বশীকৃতচিত্ত যোগী আমার সারূপ্যমুক্তিরূপা পরমা শান্তি লাভে সমর্থ হন॥ ১৫

হে অর্জুন! অধিক ভোজনকারীর ও অতিশয় অনাহারীর যোগ হয় না ও অতিনিদ্রা এবং অত্যন্ত জাগরণশীলেরও যোগ হয় না॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত আহার-বিহারকারীর, লৌকিক বৈদিক কার্য্যসকলে নিয়মিত চেষ্টাবিশিষ্ট, সংযত নিদ্রাজাগরণশীলের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত শান্তিকর যোগ সিদ্ধ হয়॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

টীকা—কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ সর্ব্বকামেভ্য ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি, তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে। আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যসতো যোগিনঃ। যতং নিয়তং চিত্তং যস্য। তস্য নিষ্কম্পতয়া প্রকাশতয়া চ অচঞ্চলং যচ্চিত্তং তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগশব্দেনোক্তং, "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তস্তত্র মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপং লক্ষণমুক্তম্। তথাচ পাতঞ্জলসূত্রং—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি। তত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি, ন তু দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদিনা যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২০

যে সময় বিশেষভাবে বশীকৃতচিত্ত হৃদয়স্থ আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়, তখন ইহলোক পরলোকের সমস্ত ভোগ হইতে তৃষ্ণা একেবারে বিগলিত হইয়া যায়, তখন সেই নিরিচ্ছ যোগী যুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮

যেরূপ নির্ব্বাত প্রদেশে স্থিত প্রদীপ স্থিরভাবে থাকে, কম্পিত হয় না—আত্মবিষয়ক যোগ-অভ্যাসী সংযতচিত্ত যোগীর তাহাই দৃষ্টান্ত বলিয়া স্মরণের বিষয় হয় ॥ ১৯

যে অবস্থায় যোগানুষ্ঠান প্রভাবে নিশ্চলচিত্ত বিষয়সকল হইতে উপরত হয়, যে সময় বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করত আত্মাতেই পরমানন্দ লাভ করে—তাহাই যোগ ॥ ২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্নচেতসা ॥ ২৩

টীকা—আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাত্তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি। অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মসুখরূপং লাভং লব্ধ্বা ততোঽধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ। যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে, এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২১-২২

টীকা—য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তমাহ—তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতত্বাৎ বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তম্ অবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ। যদ্বা দুঃখসংযোগেন

যে সময় বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয় বিষয় ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অতীত নিরতিশয় বা নিত্য সুখ অনুভব করেন ও যাহাতে অবস্থান করিয়া আত্মস্বরূপ হইতে কখন বিচলিত হন না, তাহাই যোগ ॥ ২১

যে আত্মসুখ স্বরূপকে লাভ করিয়া তাহা হইতে অতিশয় উত্তম অপর কোন লাভকে মনে করেন না, যাহাতে অবস্থিত হইয়া গুরুতর শীত উষ্ণাদি দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না ॥ ২২

দুঃখসংযোগ মাত্রেই বিয়োগ হয়, এইরূপ অবস্থাবিশেষকে

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

বিয়োগ এব শ্রূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্যনির্ব্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ। কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগী যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৩-২৪

টীকা—যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থম্ আত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ। তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—"ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ", নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

–এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ, তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ—যত ইত্যাদি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি, ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬

টীকা—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্মনো বশীকুর্ব্বন্তং রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তমনসমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তম্, অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তম্ এনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনম্ উত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭

টীকা—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য সঃ যোগী সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ' সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ। তথা স স্বমা-

যোগ বলিয়া অবগত হইবে। নির্ব্বেদবিরহিতচিত্তের দ্বারা সঙ্কল্পসমুদ্ভূত যোগপ্রতিকূল সমুদয় ইচ্ছা বাসনার সহিত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়দোষদর্শী মনের দ্বারা সকলদিকে সকল বিষয়ে প্রসারিত ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। ২৩-২৪

ধারণাবশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মায় স্থাপিত করত ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইবে, কিছুই চিন্তা করিবে না। ২৫

স্বভাবতঃ অতিচঞ্চল অধীর মন যে যে বিষয়ে গমন করিবে সেই সেই চিন্তা হইতে মনকে প্রত্যাহরণ করত আত্মাতেই স্থির করিবে। ২৬

রজোগুণবিহীন, প্রশান্তচিত্ত, পাপরহিত ব্রহ্মভূত এই যোগীকে উত্তম, নিশ্চিন্ত সমাধিসুখ স্বয়ংই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৭

এবম্প্রকারে নিয়ত মনকে আত্মাতে যুক্ত করত বশীভূত করিয়া নিষ্পাপ যোগী ব্রহ্মসম্মিলনরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ২৮

যোগের প্রভাবে নিশ্চলচিত্ত সকলদিগ্-দেশ-কালে ও সকল

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

অর্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

আনমবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেম্ববস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯

টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানস্য সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্ব্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি। স চ মে প্রণশ্যতি স চ মামদৃশ্যো ন ভবতি। প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্লামীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—ন চৈবম্ভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্ব্ব-ভূতস্থিতমিতি সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদেন আস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি, স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতা-নুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌ-পম্যেন স্বসাদৃশ্যেন। যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথা অন্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখম্, স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩

টীকা—এতৎ স্ফুটয়তি—চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবে-নৈব চপলম্। কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়-ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যম্। কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধিতয়া দুর্ভেদ্যম্, অতো যথা আকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাহং তস্য মনসোঽপি নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪

টীকা—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহো-পায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো

বিষয়ে সমান দর্শনকারী (ব্রহ্মদর্শী) স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বভূতে স্থিত ও সর্ব্বভূতকে আপনার আত্মায় একীভূত দেখেন ॥ ২৯

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন ও আমাতে নিখিল ভূতকে দর্শন করেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না—তিনি আমার অদৃশ্য হন না ॥ ৩০

যিনি সকল জীবে অবস্থিত আমাকে অভেদভাবে শরণাগত অর্থাৎ আত্মস্বরূপ আমাতে সম্মিলিত হইয়া ভজনা করেন সেই যোগী জ্ঞানী হওত যে কোন প্রকারে বর্ত্তমান থাকিলেও, কর্ম পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই বিদ্যমান থাকেন ॥ ৩১

হে অর্জ্জুন! যিনি আপনার সুখদুঃখের মত সকলের সুখদুঃখ অনুভব করেন, তিনি আমার মতে পরম যোগী ॥ ৩২

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে মধুসূদন! তুমি লয়বিক্ষেপশূন্য মনের কেবল আত্মাকারে অবস্থানরূপ যে যোগ বলিলে, মনের চঞ্চলত্বের কারণ যোগের বহুকাল স্থায়ী স্থিতি দেখিতেছি না ॥ ৩৩

হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, বলবান্, দৃঢ়, কঠিন। আমি এই মনের নিগ্রহ বায়ুকে নিরোধ করিয়া কুম্ভাদিতে স্থির রাখার ন্যায় অসম্ভব মনে করি ॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহবাহো! মনকে নিরোধ করা কঠিন আর চঞ্চল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সে মনকে বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬
অর্জুন উবাচ।
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯
শ্রীভগবানুবাচ।
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০

নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি, এতন্নিঃসংশয়মেব। তথাপি তু অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে। অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে,—মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যা অসম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে॥” ইতি॥ ৩৫

টীকা—এতাবাংস্ত্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা উক্তপ্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন স্বরূপেণ অয়ং যোগঃ দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ॥ ৩৬

টীকা—অভ্যাস-বৈরগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্‌জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ, ন তু মিথ্যাচারতয়া। ততঃ পরন্তু অযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ। তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ। এবমভ্যাস-বৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্ যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি॥ ৩৭

টীকা—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্ম্মণামীশ্বরার্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ ন কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি। যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি। এবমুভয়স্মাদ্ ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্যতি কিংবা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা—ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাৎ অভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্তং সৎ মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৩৮

টীকা—ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ, ত্বত্তোঽন্যস্তু এতৎসন্দেহনিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি এতন্ম ইতি। এতৎ এনং, ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥৩৯

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সার্দ্ধেশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে বিনাশঃ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্। অমুত্র পরলোকে বিনাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব। যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি॥ ৪০

অসংযতচিত্ত ব্যক্তির যোগলাভ অসম্ভব। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, প্রযত্নকারী সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যোগলাভ করিতে সমর্থ হন॥ ৩৬

অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! প্রথমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি পরে বিষয়প্রবণতা-হেতু যোগভ্রষ্ট হইলে তিনি কিরূপ গতি প্রাপ্ত হন? ৩৭

হে মহাবাহো! ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে সম্যক্ বিমোহিত হইয়া নিরাশ্রয় কর্ম ও জ্ঞানমার্গ হইতে বিচ্যুত সেই যোগভ্রষ্ট ছিন্নমেঘের মত নষ্ট হয় না কি? ৩৮

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় উত্তমরূপে ছেদন কর। তুমি ব্যতীত এই সংশয়ের ছেদনকারী আর কাহাকেও দেখিতেছি না॥ ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! ইহলোকে সেই যোগভ্রষ্টের বিনাশ নাই, পরলোকেও নরক প্রাপ্তি হয় না। যেহেতু কল্যাণকারী ব্যক্তি কোনরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হন না॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

টীকা—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকৃতাং পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ বহূন্ সংবৎসরান্ উষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১

অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা। চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, ন তু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে জায়তে। এতজ্জন্ম স্তৌতি—ঈদৃশং যৎ জন্ম। এতদ্ধি লোকে দুর্ল্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২

টীকা—ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি সার্দ্ধেন। স তত্র দ্বিঃপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি। তত্র হেতুঃ—পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি সংহ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬

প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যতে॥ ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্ফুটয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং, ন তু প্রাপ্তযোগঃ। এবম্ভূতযোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্ যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে বেদোক্তকর্ম্মফলান্যতিক্রামতি তেভ্যোঽধিকফলং প্রাপ্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—প্রযত্নাদিতি যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি, তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্ জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাত্তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি। জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞানবিদ্ভ্যোঽপি; কর্ম্মিভ্যঃ ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারিভ্যোঽপি যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ; তস্মাত্ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬

যোগভ্রষ্ট পুণ্যকারী অশ্বমেধাদি যাজিগণের লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে বহু সংবৎসরকাল পরম সুখে বাস করিয়া সদাচার-সম্পন্ন ধনিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১

অথবা বুদ্ধিমান্ যোগিগণের কুলেই সম্ভূত হন। এইরূপ জন্ম নিশ্চয়ই এইলোকে অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪২

সেই যোগীবংশে পূর্ব্বশরীর সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি সম্প্রাপ্ত হন। অনন্তর হে কুরুনন্দন! মোক্ষলাভের জন্য অধিকতর ভাবে সাবধানে প্রযত্ন করেন ॥ ৪৩

সেই পূর্ব্ব অভ্যাস কোন অন্তরায় নিমিত্ত ইচ্ছা না করিলেও বিষয় হইতে আকর্ষণ করত ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া থাকেন। যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইলেই শব্দব্রহ্ম বেদকে অতিক্রম করেন। ইহার অর্থান্তর, ওঁকারের নাদময় মকারপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৪৪

তখন উত্তরোত্তর অধিক যোগে যত্ন করত যোগের দ্বারাই বিধূতপাপ সেই যোগী অনেক জন্মসঞ্চিত যোগে স্বয়ংসিদ্ধ সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি পরমপদ লাভ করেন ॥ ৪৫

যোগী তপস্বীসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতেও অধিক ও সমুদয় কর্ম্মী অপেক্ষা প্রধান ইহা মনে করি; তজ্জন্য হে অর্জুন! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

-যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ, অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ॥ ৪৭

শুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসসম্পন্ন যিনি আমাতে অত্যন্ত আসক্ত, মনের দ্বারা পরমেশ্বর বাসুদেব আমাকে ভজন করেন তিনি অখিল যোগীর মধ্যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে আত্মসংযমযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥
ভীষ্মপর্বণি তু ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্
অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্কান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ)

[সবিজ্ঞানস্য জ্ঞানস্য, ভগবতো বিভুত্বস্য, তদন্যদেবানামুপাসনাফলাপকর্ষস্য চ বর্ণনং কৃত্বা প্রভাবশালিনং ভগবন্তমজানতাং নিন্দা, তং জানতাঞ্চ মহিমকথনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

টীকা—বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং, তত্র কীদৃশস্ত্বং যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্ব-স্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ মদাশ্রয়োঽহমেবাশ্রয়ো যস্য। অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্যস্যন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু॥ ১

সপ্তম অধ্যায়।

[বিজ্ঞানসহ জ্ঞান, শ্রীভগবানের বিভুত্ব (ব্যাপকত্ব) এবং তদ্‌ভিন্ন দেবগণের উপাসনার ফলাপকর্ষ বর্ণনা করিয়া প্রভাবশালী ভগবানের সম্বন্ধে অজ্ঞদিগের নিন্দা ও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞদিগের মহিমাকথন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! আমাতে একান্ত অনুরক্তচিত্ত অনন্যশরণ হইয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে বিভূতি, বল, শক্তি, ঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন আমাকে সংশয়-বিরহিত ভাবে যেরূপে অবগত হইবে তাহা শ্রবণ কর॥ ১

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

টীকা—বক্ষ্যমাণং স্তৌতি—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমনুভবস্তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি। যজ্‌জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্‌জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্টং ন ভবতি তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ॥ ২

আমি তোমাকে শাস্ত্রীয় এবং অনুভবের সহিত মদ্‌বিষয়ক এই জ্ঞান অশেষপ্রকারে বলিব, যাহা বিদিত হইয়া শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমান তোমার পুনরায় অন্য জানিবার যোগ্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না—ইহার দ্বারাই কৃতার্থ হইবে॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

টীকা—মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্ল্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্য-ব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নাস্তি; মনুষ্যাণান্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্ম-জ্ঞানায় প্রযততে, প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি, তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তদেবমতিদুর্ল্লভমপ্যাত্মতত্ত্বমপি মজ্জ্ঞানং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেনেশ্বরত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপর-ভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। [ভূম্যাদি-শব্দৈঃ পঞ্চগন্ধাদিতন্মাত্রমপ্যুচ্যতে] মনঃশব্দেন তৎকারণ ভূতোঽহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণভূতং মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে, অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারাদেৈনৈব তৎকার্য্যাণী-ন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে। বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং. মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা। চতুর্বিবংশতিভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নে-ত্যুক্তম্। তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং

সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি পুণ্যবশে আত্মকল্যাণের জন্য যত্ন করেন। সেই যত্নবান্ সিদ্ধগণেরও মধ্যে কেহ আমাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে পারে ॥ ৩

আমার প্রকৃতি পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকারে বিভক্ত ॥ ৪

ইহা অপরা নিকৃষ্টা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা অন্য জীবস্বরূপা আমার মায়া নাম্নী প্রকৃতি জানিবে। হে মহাবাহো! যে চেতনাত্মিকা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে ॥৫

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, "মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়-গোচরাঃ॥" ইতি॥ অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতি-রুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকা-শাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি। পরত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৪-৫

টীকা—অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব। তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে, চেতনা তু মদংশ-ভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি, তে চ মদীয়ে প্রকৃতী, মত্তঃ সম্ভূতে, অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরং কারণমহমিত্যর্থঃ,। তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি,

চরাচরসমুদয় ভূতগণের এই প্রকৃতিদ্বয় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ কারণভূত জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়, আর চেতনা আমার অংশভূতা জীবরূপে স্বকর্মের দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া থাকে ইহা অবগত হও, আমি সমগ্র জগতের পরম কারণ (প্রথম প্রকাশ ও সংহারকারী) ॥ ৬

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে এ সংসারে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি সংহারের স্বতন্ত্র কারণ নাই। সূত্রে মণিগণের মত এই নিখিল সংসারে আমাতে গ্রথিত আছে ॥ ৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি-সূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭

টীকা—জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্রস্বরূপতয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, তথা শশি-সূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি। চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপযা বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, উত্তরত্রাপি এবং দ্রষ্টব্যম। সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোঽস্মি, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি। উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৮

টীকা কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রযভূতোঽহমিত্যর্থঃ, যদ্বা বিভূতি-রূপেণাশ্রযত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্, তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজঃ সহজা [দুঃসহা।] দীপ্তিস্তদহং সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণবায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহন রূপং তপোঽস্মি ॥ ৯

টীকা—কিঞ্চ বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীযকার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং সনাতনং

হে কৌন্তেয়! আমি জলে রসস্বরূপ, নিশাকরে ও ভাস্বরে দীপ্তির প্রকাশ, চতুর্ব্বেদে ওঙ্কার, আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপ আমি এবং মানবসকলে উদ্যমপরাক্রম পুরুষপ্রযত্ন ॥ ৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধতন্মাত্র, অনলে দুঃসহ দীপ্তি নিখিল জীবে আমি জীবন প্রাণধারণ বায়ু ও বানপ্রস্থাদি তপস্বী সমূহে দ্বন্দ্বসহনরূপ তপস্যা ॥ ৯

হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন, নিত্য, শাশ্বত, চিরস্থায়ী বীজ বলিয়া জানিবে। আমি বুদ্ধিমান্‌গণের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের পরাক্রম ॥ ১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩

নিত্যম্ উত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেষ্বনুস্যূতং তদেবং বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, ন তু প্রতিতিব্যক্তিবিনশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাঽহমস্মি, তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ, প্রাগল্ভ্যমহম্ ॥ ১০

টীকা কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তে বস্তুন্যভিলাষো রাজসঃ। রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাপর্য্যায়স্তামসঃ, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং, বলবতাং বলমস্মি, সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-সামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদন মাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি। ১১

টীকা কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ দ্বেষদর্পাদয়ঃ, তামসাশ্চ যে শোকমোহাদয়ঃ। প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে, তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব জাতানিতি বিদ্ধি মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়-কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেষ্বহং ন বর্ত্তে জীববৎ তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ, তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্তে ॥ ১২

টীকা এবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যত আহ ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ

হে ভরতর্ষভ! আমি কামরাগবিহীন বল (সাত্ত্বিক স্বধর্ম অনুষ্ঠান সামর্থ্য) এবং আমি স্বীয় ধর্মপত্নীতে পুত্রোৎপাদনমাত্র-উপযোগী কাম ॥ ১১

যে সমস্ত সাত্ত্বিক শমদমাদি, রাজস দ্বেষ দর্পাদি, তামস শোক মোহাদি, ভাব জীবগণের স্বীয় কর্মবশে জন্মায় সে সকল আমা হইতেই সম্ভূত ইহা অবগত হইবে। সেই ভাবসকলের আমি অধীন নই—তাহারাই আমার অধীন ॥ ১২

ত্রিবিধ গুণবিকার স্বভাবের দ্বারা এই অখিল সংসার বিমোহিত হইয়া ভাবসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ, ত্রিগুণাতীত, অন্তররহিত, সর্ব্ববিকারশূন্য আমাকে কোনরূপে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ; অতো মাং নাভিজানাতি। কথম্ভূতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্ এভিরসংস্পৃষ্টম্, অত এবাব্যয়ং নির্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—কে তর্হি ত্বাং জানন্তীত্যত আহ—দৈবীতি দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি। ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪

টীকা—যদ্যেবং [কিমিতি] তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব ন ভজন্তীত্যত আহ—ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেক শূন্যাঃ, তৎ কুতঃ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ, অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা; "অতএব দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫

টীকা—সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব। তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্বিধা ইত্যাহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যা জনাস্তে মাং ভজন্তি, তে তু চতুর্ব্বিধাঃ,—আর্তো রোগাদ্যভিভূতঃ, স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি, এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ। অর্থার্থী অত্র বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ, তত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ। জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্যস্য, অতএব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ স চ মম। তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ১৬।১৭

টীকা—তর্হি কিম্ ইতরে ত্রয়স্ত্বদ্ভক্তাঃ সংসরন্তি নহি? নহীত্যাহ—উদারা ইতি সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ, জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার অঘটন ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি দুস্তরা। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে আমার শরণাপন্ন হইয়া ভজনা করেন, তাঁহারাই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন (মায়ার পারগামী হন) ॥ ১৪

দুষ্কর্মকারী, মূর্খ, জড়, মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান, নিকৃষ্ট, কুৎসিত মানবগণ আসুরিক দম্ভদর্পাদি ভাব অবলম্বন করত আমাকে ভজনা করে না ॥ ১৫

হে ভরতর্ষভ অর্জুন! (রোগাদির দ্বারা অভিভূত) আর্ত, জিজ্ঞাসু (আমার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক), অর্থার্থী (ভোগসাধনভূত অর্থকামী) ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার পুণ্যকারী আমাকে ভজনা করেন ॥ ১৬

তাঁহাদের মধ্যে সতত মদ্গতচিত্ত, অনন্যভক্তিমান্ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীদিগের নিরতিশয় বল্লভ (অভীপ্সিত) এবং জ্ঞানীও আমার বাঞ্ছিত ॥ ১৭

ইঁহারা সকলেই সাধু মহাত্মা, কিন্তু সাক্ষাৎ আত্মাই—ইহা আমার নিশ্চয়; যেহেতু সেই জ্ঞানী আমাতে একচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তম গতি আমাকেই আশ্রয় করেন ॥ ১৮

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

টীকা—এবম্ভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবেতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

টীকা—তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্ম্মুচ্যন্তে ইত্যুক্তং, যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তীত্যাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্র-কীর্ত্তি-শত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূত-প্রেত-যক্ষাদিদেবতা ভজন্তি। কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য তত্রাপি স্বয়া স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তঃ দেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০

টীকা—যো য ইতি। দেবতাবিশেষং যে ভজন্তি তেষাং মধ্যে যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে, তস্য

অনেক জন্মের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা অন্তিমজন্মে জ্ঞানবান্ 'এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ বাসুদেব' এইরূপ সর্ব্বাত্মভাবে আমাকে ভজনা করেন, তদ্রূপ মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ ॥ ১৯

পুত্র, পশু, স্বর্গাদি বিষয়কামনায় অপহৃতচিত্ত সেই সেই দেবতার আরাধনে যে যে নিয়ম তাহা স্বীকার করত স্বীয় পূর্ব্বাভ্যস্ত বাসনায় বশীকৃত হইয়া দেবতাবিশেষকে ভজনা করে ॥ ২০

যে যে ভক্ত দেবান্তররূপা আমারই যে যে মূর্ত্তি শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা করিতে অভিলাষী হয়, অন্তর্য্যামী আমি সেই সেই ভক্তের তত্তৎ মূর্ত্তিবিষয়ে দৃঢ়শ্রদ্ধা প্রদান করি ॥ ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্য্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১

টীকা—ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরারাধনমীহতে করোতি। ততশ্চ যে সঙ্কল্পিতাঃ কামাস্তান্ কামাংস্ততো দেবতাবিশেষাৎ লভতে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্; হি স্ফুটমেব; তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মন্মূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ। তদেব যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতাঃ সর্ব্বাত্মনো মমৈব তনবোঽতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব। তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি। তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবান্ অন্তবতো যান্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২২-২৩

টীকা—নন্বু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি তত্রাহ—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং

সেই ভক্ত দৃঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতার উপাসনা করে এবং আরাধিত দেবতার নিকট হইতে পরমেশ্বর আমারই দত্ত ভোগ্যসকল প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

কিন্তু অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ক্ষুদ্র দেবতা আরাধনার ফল বিনশ্বর। সেই দেবতার উপাসকসকল তাহাদের সেবিত অনিত্য (নাশশীল) দেবগণকে লাভ করে আর আমার ভক্তগণ পরমানন্দময় আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

নির্ব্বুদ্ধিগণ আমার সর্ব্ববিকারশূন্য পরমোৎকৃষ্ট প্রকৃতস্বরূপ অবগত না হইয়া চক্ষু-আদির অগোচর আমাকে মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-মনুষ্যাদি ভাবপ্রাপ্ত মনে করিয়া থাকে ॥ ২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অজানন্তঃ। কথম্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যং, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তৎ মদ্‌ভাবম্, অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃত-নানাবিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং স্বকর্ম্মনির্ম্মিত-ভৌতিকদেহং দেবতান্তরং সমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রপ্নুবন্তী-ত্যর্থঃ॥ ২৪

টীকা—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তা-নামেব। যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ, যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যপ্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া অঘটমানঘটনা চাতুর্য্যম্ অনয়া সঞ্ছন্নঃ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫

টীকা—সর্ব্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তম্; তদেব স্বস্য সর্ব্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষাম-জ্ঞানমেবাহ—বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্ত-মানানি ভবিষ্যাণি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গ-মানি সর্ব্বাণ্যহং বেদ জানামি, মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাদিতি প্রসিদ্ধং; মাং তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি ॥ ২৬

টীকা—তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরা-জ্ঞানমুক্তম্, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ—ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন সর্ব্বাণি ভূতানি সম্মোহং যান্তি অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্‌জ্ঞানা-ভাবান্মাং ন জানন্তীতি ভাবঃ। কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ—যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণ-শীলানাং সর্ব্বং প্রতিবন্ধকং পাপম্ অন্তগতং নষ্টম্, তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্মুক্তা দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৭-২৮

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ,—জরেতি। জরামরণয়োর্মোক্ষায় নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ, যেন তৎ প্রাপ্তব্যং তং দেহাদি-ব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূত-মখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ॥ ২৯

আমি আমার অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসরূপ যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া সকলের সম্মুখে ব্যক্ত (প্রকট) হই না, তজ্জন্য জড়বুদ্ধি-লোকসকল অনাবির্ভূত সর্ব্ববিকারশূন্য আমাকে অবগত হইতে পারে না। ২৫

হে অর্জুন! আমি সম্যক্‌রূপে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত দেহীকে বিদিত আছি; কিন্তু কেহই আমাকে জানেনা। ২৬

হে শত্রুতাপন ভারত! দেহ ধারণ করিলে নিখিল প্রাণী অভিলাষ প্রতিকূলে দ্বেষসমুদ্ভূত শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত বিবেকভ্রংশের দ্বারা 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' এইরূপ প্রগাঢ় অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। ২৭

কিন্তু পুণ্যকর্মকারী যে সকল জনগণের পাপ নিঃশেষ হইয়াছে দ্বন্দ্বমোহপরিশূন্য তাহারা ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ২৮

যাঁহারা জরা মরণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করত যত্নশীল হন, তাঁহারা সেই পরম ব্রহ্ম

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।

প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

টীকা—ন চৈবম্ভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ--সাধিভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি। অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে ভজন্তি, তে যুক্তচেতসো ময্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বিদুর্জানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি। অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ৩০

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামীকৃতটীকায়াং
বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

সমগ্র আধ্যাত্মবিষয় ও নিখিল কর্মও বিদিত হইয়া থাকেন ॥ ২৯

যাঁহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞের সহিত অবগত হন, আমাতে অনুরক্তমনা তাঁহারা মরণকালেও আমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৩০

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে
শ্রীভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-
যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়।
শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ)

[ব্রহ্মাধ্যাত্মকর্ম্মাদিবিষয়ানধিকৃত্য অর্জ্জুনপ্রশ্নস্যোত্তরদানপ্রসঙ্গেন ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন ভক্তিযোগস্য শুক্ল-কৃষ্ণমার্গয়োশ্চ নিরূপণম্।]

অর্জুন উবাচ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

টীকা— ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ --কিং তদ্ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ত্ততে, তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ। স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারেণ অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ, যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থম্। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কোনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি ? ২

অধ্যায়।

[ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্মাদি বিষয়সমূহ উপলক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুনের কৃত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভক্তিযোগ এবং শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ মার্গদ্বয়ের নিরূপণ।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি ও অধিভূত কাহাকে বলে আর অধিদৈব কাহার নাম? ১

হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কি এবং কিরূপে এই শরীরে অবস্থিত আর মরণসময়ে নিয়তচিত্তগণের দ্বারা কিরূপে তুমি জ্ঞাত হও? ২

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

টীকা—প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবান্ উবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং, নহু জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমিতি। পরমং যদক্ষরং জগতঃ মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম, "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ, উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥" ইত্যুক্তক্রমেণ বৃদ্ধিঃ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ, স চ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩

টীকা—কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদিপদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে। অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥" ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহে অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকস্তৎফলদাতা চ, কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্; অন্তর্য্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভির্গুণৈর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ; তথাচ শ্রুতিঃ,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বামপ্যেবম্ভূতমন্তর্য্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪

টীকা—প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্য্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা যাতি, স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি, অত্র সংশয়ো নাস্তি। স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫

টীকা—ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি—যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি। সর্ব্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনং তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—জগতের মূল কারণ পরম অক্ষর ওঙ্কার ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশক্রমে জীবরূপে উৎপত্তি স্বভাব, তাহাই দেহ অধিকার করত ভোক্তৃত্বে বর্ত্তমান অধ্যাত্ম আর জীবগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিজনক দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ এবং সমস্ত কর্ম্মার্পণ কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩

হে দেহিগণের প্রধান! বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ অধিভূত, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ অধিদৈব, এই শরীরে এবং হৃদয়কমলে অন্তর্য্যামিরূপে আমিই যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৪

মৃত্যুসময়ে আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিয়া যিনি উত্তরায়ণে অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তিনি নিঃসংশয়ে আমার পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

হে কৌন্তেয়! অন্তিমকালে যে যে ভাব স্মরণ করত জীব শরীর ত্যাগ করে, সতত সেই পদার্থে বাসিতচিত্ত সেই সেই বাঞ্ছিত ভাবই জন্মান্তরে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥৯

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

টীকা—যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, সততং স্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি, অতো সর্ব্বদা মামনুস্মর যুধ্য চ যুধ্যস্ব। চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ, এবং ময্যর্পিতং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা তেন ত্বয়া, স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি। অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭

টীকা—সন্ততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়-প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ, অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তং শীলং যস্য, তেন চেতসা দিব্যং দ্যোত-নাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্, হে পার্থ! তমেব যাতীতি ॥ ৮

টীকা—পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবি-মিতি দ্বাভ্যাম্। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধম্, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্, অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মম্ আকাশকালদিগ্ভ্যোঽপ্যতি-সূক্ষ্মতরং, সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকম্ অপরিমিতমহিমত্বাদ-চিন্ত্যরূপং মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্ আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানং "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৯

টীকা—সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যস্তিষ্ঠতি, এবম্ভূতং পুরুষম্ অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ, মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণনাবেশ্য ইতি। স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০

টীকা—কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবাধারমভ্যাস-মন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি যচ্চ

পূর্ব্ববাসনাই অন্তিমকালে স্মরণের হেতু হয়, তজ্জন্য সকল সময়ে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ কর। তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণপূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৭

হে পার্থ! যোগী ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তের স্থিরীকরণের জন্য যত্নরূপ উপায়বিশিষ্ট হইয়া অন্য বিষয়ে গমনবিরতচিত্তের দ্বারা অলৌকিক পরম পুরুষ পুরুষোত্তমকে অনন্তভাবে চিন্তা করত তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৮

যিনি সর্ব্ববিদ্যানির্মাতা, অনাদিসিদ্ধ, পুরাতন, জড় ও চেতন-সমুদয়ের শাসনকর্ত্তা, সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম, আকাশ, কাল, দিক্‌সকল অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্মতর, নিখিল জীবের পোষণকর্ত্তা পালক, নিরতিশয় মহিমত্বহেতু অচিন্তনীয়, মলিনচিত্ত ব্যক্তির মনোবুদ্ধির অগোচর, ভুবন-ভাস্কর-সদৃশ, আপনার এবং অপরের প্রকাশাত্মকস্বরূপ, প্রকৃতির উপরে বিদ্যমান, যিনি প্রপঞ্চের সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া অবস্থিত, এবম্বিধ পুরুষকে অন্তিম-কালে ভক্তিসহকারে এবং যোগবলে সম্যক্ সুষুম্নামার্গে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করিয়া উত্তমরূপে চিন্তা করেন তিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯-১০

বেদবেত্তাসকল যাঁহাকে অক্ষর ওঙ্কার পরপ্রণব বলেন, অনুরাগবিহীন যতিসকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে জানিবার

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।

জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে তুভ্যং পদং পদ্যতে গম্যতে ইতি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১

টীকা — প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ — সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়স্মরণমপ্যকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রূবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্ ॥ ১২

টীকা—ওমিতি। ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাদ্ বা, প্রতিমাদিবদ্‌ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ্‌গতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৩

টীকা—এবং চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাসবশত এব ভবতি, নান্যস্যেতি পূর্বোক্তমেবানুস্মারয়তি—অনন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি নান্যস্যেতি ॥ ১৪

অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করেন, আমি তোমাকে সেই বাঞ্ছিততম প্রাপ্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি ॥ ১১

যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারসকল সংযত অর্থাৎ চক্ষু আদি হৃদয়ে নিরোধপূর্ব্বক ভ্রূযুগলমধ্যে প্রাণকে স্থাপনানন্তর যোগধারণা স্থৈর্য্যে আশ্রিত হইয়া 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম স্মরণ করিতে করিতে শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করেন, তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২-১৩

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

টীকা—যদ্যপ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি, ততঃ কিমত আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখালয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥১৫

টীকা এতদেব সর্ব্বেষপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নিদ্ধারয়তি—আ ব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ। তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম। যে এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। তথাচ—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥" পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ, কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ। মামুপেত্য বর্তমানানান্তু নাস্ত্যেবেতি ॥ ১৬

হে পার্থ! যিনি অন্যচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক মদ্গতচিত্ত হইয়া প্রত্যহ অবিরত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে সুখে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

আমাকে লাভ করিয়া পরমপদপ্রাপ্ত উদারচিত্ত মহাপুরুষগণ পুনরায় আর দুঃখের আধার অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না ॥ ১৫

হে অর্জুন! জীবগণ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকে গমন করত পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগত হয়, কিন্তু আমাকে যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১৬

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।

টীকা—নন্বু চ "তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরি স্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতম্॥" ইত্যাদিপুরাণবাক্যৈস্ত্রৈলোক্যস্য সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে। বিনাশিত্বে চ সর্বেষামবিশিষ্টে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রৈলোক্যস্যোৎপত্তির্নিশি নিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ। যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন বিদুস্ত এব সর্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং, তে তথাহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতম্। "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ। ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামপ্যুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি। চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনম্, তাবৎ পরিমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭

টীকা—ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিতি। কার্য্যস্যাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে দিবস এবং সহস্রযুগ অবধি রাত্রি যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা যথার্থ বেত্তা ॥ ১৭

[ব্রহ্মার একদিনের (১২ ঘণ্টা) পরিমাণ মানবীয় একসহস্র চারিযুগ।]

ব্রহ্মার দিবসাগমে কারণাত্মক মায়াতত্ত্ব হইতে সমস্ত ভূত প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই অব্যক্ত নামক মায়াতত্ত্বেই প্রলীন হইয়া যায় ॥ ১৮

হে পার্থ! সেই ভূতবৃন্দ পুনঃপুনঃ সম্ভূত হইয়া রাত্রি আসিলে

রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাদ্ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

ব্যজ্যন্তে ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি, ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি; কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্বিদুস্তস্যাহ্ন আগমে অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি। যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্তে ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৮

টীকা—তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ যঃ প্রাগাসীৎ, স এবায়মহরাগমে ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে; প্রলীয় প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯

টীকা—লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ, স তু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি ॥ ২০

টীকা—অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ, অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি তথা "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিষ্বক্ষর

বিলীন হয়, পুনর্ব্বার দিনাগমে কর্ম্মাদি পরতন্ত্র হইয়া সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ১৯

কিন্তু পূর্ব্বকথিত চরাচর কারণভূত অব্যক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর; প্রাচীন নিত্যসিদ্ধ যে সত্তা অক্ষরনামক পরমব্রহ্ম তিনি সমুদয় ভূত নষ্ট হইলেও বিনষ্ট হন না। যে অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় অক্ষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি বলেন। যাহা প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আর নিবর্ত্তিত হয় না, তাহা আমার পরমস্বরূপ ॥ ২০-২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

ইত্যুক্তঃ। তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ— "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ, ইত্যাদি-শ্রুতয়ঃ। পরমগতিত্বমেবাহ— যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্তে ইতি তচ্চ মমৈব ধামস্বরূপম্। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী, রাহোঃ শির ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি। স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তরভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা, পরত্বমেবাহ যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে। অন্যে ত্বাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে? কেন বা গতাশ্চাবর্ত্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ— যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রযাতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি যস্মিংশ্চ কালে প্রযাতা আবৃত্তিং যান্ত তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ 'রশ্ম্যনুসারী 'অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে' ইতি সূচিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষস্মরণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রযাতা যোগিন উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ

হে পার্থ! ভূতসকল যাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, যিনি এই চরাচর নিখিল জগৎ সমাচ্ছন্ন করত বিরাজমান, সেই সর্ব্বোত্তম পুরুষ আমি। ভক্ত অনন্যভক্তির দ্বারা আমাকে প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে কালে প্রয়াণকারী যোগিগণ অনাবৃত্তি আবৃত্তি প্রাপ্ত হন, তোমাকে সেই কালের কথা বলিব ॥ ২৩

যোগিগণ দেহত্যাগান্তে অর্চ্চি অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫

যান্তিং, তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদিশব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ, তৎসাহচর্য্যাদাম্রবনমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩

টীকা— তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ — অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্। এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ,— তেঽর্চ্চিসমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকমিতি। নহি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতির্বা কচিদস্তি "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৪

টীকা—আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভির্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে। অত্রাপি শ্রুতিঃ—

হন, পর দিবসাভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, উত্তরায়ণ, যণ্মাস-অভিমানিনী দেবতা, সংবৎসর অভিমানিনী দেবতা—এই মার্গে গমনকারী ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা, দক্ষিণায়ন, যণ্মাসঅভিমানিনী দেবতা সেই মার্গে মৃত যোগী চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যক্ষয়ে ফিরিয়া আসেন ॥ ২৫

শুক্ল-কৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বণি তু দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

"তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্ রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি" ইত্যাদি। তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ, কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকর্ম্মণাস্তু জন্তুনাম্ অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫

টীকা—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লাচ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৬

টীকা—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ, হে পার্থ! মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি, সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭

টীকা—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেষ্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ, যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎ সর্ব্বমত্যেতি, ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা, ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টম্ আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮

অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈষ্টৈসম্প্রষ্টার্থাষ্টনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমষ্টধা প্রাপ্তিঃ স্পাষ্টিতাষ্টমবর্ত্মনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-টীকায়াম্ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জগতের শুক্ল কৃষ্ণ দেবযান ও পিতৃযান এই দুইটি মার্গ নিত্য। একটির দ্বারা অনাবৃত্তি আর অপরটির দ্বারা পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন হয় ॥ ২৬

হে পার্থ! এই দুইটি অবগত হইয়া কোন যোগী বিমোহিত হন না, তজ্জন্য হে অর্জুন! তুমি অনুক্ষণ যোগযুক্ত হও ॥ ২৭

বেদ সকলে, যজ্ঞসমূহে, নিখিল তপস্যায় ও সমুদয় দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে, এই অর্চ্চিরাদির গতির কথা অবগত হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন আর জগতের মূলভূত স্থান বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগনামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানস্য, বিজ্ঞানস্য, জগদুদ্ভবস্য, দৈবাসুরসম্পত্তিমতাম্, সকাম-নিষ্কামোভয়বিধোপাসনয়া ভগবদ্ভক্তের্মহিম্নশ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

টীকা—পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে॥

এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বকীয়ং পারমেশ্বরং তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং, নান্যথেত্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদম্বিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়কমিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তে তুভ্যং বক্ষ্যামি! তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্-গুহ্যতমং যজ্‌জ্ঞাত্বা-ঽশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি॥ ১

টীকা—কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যঞ্চ গুহ্যানাঞ্চ রাজা বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপ-সর্জ্জনস্যাপি পরত্বম্। রাজ্ঞাং বিদ্যা, রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাব-গমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমো বোধো যস্য তং প্রত্যক্ষাব-গমং দৃষ্টফলম্ ইত্যর্থঃ, ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্তসর্ব্ব-ধর্ম্মফলত্বাৎ, কর্ত্তুঞ্চ সুসুখং সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ, অব্যয়ঞ্চাক্ষয়ফলত্বাৎ॥ ২

টীকা—নন্বেবমপ্যতিসুকরত্বে কো নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞান-লক্ষণস্য ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানাঃ আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্ত উপায়ান্তরৈঃ মৎপ্রাপ্তয়ে অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিমিত্তে নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ॥ ৩

টীকা—তদেবং বক্তব্যক্তয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথযতি ময়েতি—দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কাবণভূতেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠতীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি এবমপি ঘটাদিষু কার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ॥ ৪

নবম অধ্যায়।

[জ্ঞান, বিজ্ঞান, জগতের উৎপত্তি, দৈব-আসুর সম্পত্তি-যুক্ত, সকাম-নিষ্কাম—দ্বিবিধ উপাসনা ও ভগবদ্ভক্তির মহিমবর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গুহ্য ধর্ম্মজ্ঞান, গুহ্যতর দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, তাহা হইতেও অতিগুহ্যতম এই পরমাত্মজ্ঞান উপাসনার সহিত পরম কারুণিক আমাতে দোষদৃষ্টিশূন্য তোমাকে বলিব, যাহা অবগত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে॥ ১

এই জ্ঞান বিদ্যার রাজা, অতি উৎকৃষ্ট, অতি গোপনীয়, পরম পবিত্র, দৃষ্টফল ধর্ম্মানুগত, সুখে অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় ও অব্যয়, আদ্যন্তরহিত ও অক্ষয়॥ ২

হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষসকল আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাচ্ছন্ন সংসারপথে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে॥ ৩

অতীন্দ্রিয়স্বরূপ কারণভূত আমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া আছি। সকল ভূত আমাতে অবস্থিত, আমি বাসুদেব প্রাণিসমূহে আশ্রিত নই॥ ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭

টীকা—কিঞ্চ ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম। নন্বু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি। মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিম্ অঘটনঘটনাচাতুর্য্যমিদং পশ্য মদীয়যোগ-মায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিদ্ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি। ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ। ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ, এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ—যথা দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি ন তেষু তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫

টীকা—অসংশ্লিষ্টয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। অবকাশং বিনা অবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমা-কাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬

টীকা—তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বঞ্চাহ—সর্ব্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়-কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি, ত্রিগুণাত্মি-

নিখিলভূত আমাতে সংশ্লিষ্ট নহে। আমার অসাধারণ অঘটনঘটনাচাতুর্য্য দেখ। আমার যোগমায়ার প্রভাব তর্কের অগোচর, এজন্য কিছু বিরুদ্ধ নয়। আমি ভূতগণের ধারণ এবং পালনকর্ত্তা, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট নহি ॥ ৫

সর্ব্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত হইয়াও তাহার সহিত সংলিপ্ত হয় না, সেইরূপ ভূতসমুদয় আমাতে অবস্থিত জানিবে ॥ ৬

হে কৌন্তেয়! ভূতসকল প্রলয়কালে আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয়। পুনর্ব্বার আমি কল্পের আদিতে প্রাণিগণকে সৃষ্টি করি ॥ ৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০

কায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭

টীকা—নন্বসঙ্গো নির্ব্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্য-পেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিত্যাদি দ্বাভ্যাম্। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্ব্বভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথম্? প্রকৃতের্ব্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ত-তত্তৎস্বভাববশাৎ ॥ ৮

টীকা—নন্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্‌বন্ধঃ কথং ন স্যাদিত্যত আহ—ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্ম্মা-সক্তির্হি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি, অতস্তানি উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধনং নোৎপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্ত্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯

টীকা—তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরি-

আমি স্বাধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত তত্তৎ স্বভাব বলে এই সমস্ত কর্ম্মাদিপরবশ চতুর্ব্বিধ ভূতসমুদয় বিবিধ প্রকারে সৃজন করিয়া থাকি ॥ ৮

হে ধনঞ্জয়! সেই সৃষ্টি-স্থিতি ও নাশাদি কর্ম্মসকলে আসক্তি-পরিশূন্য নিঃসম্বন্ধ তটস্থ মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থিত আমাকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৯

নিমিত্তভূত অধ্যক্ষ ব্যবস্থাপক আমার অধিষ্ঠানমাত্র লাভ করত প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃজন করে। হে কৌন্তেয়! আমার অবস্থান নিমিত্ত এই জগৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬

বর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জ্জায়তে। সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০

টীকা—নম্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে, তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে, অবজ্ঞানহেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবম্ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে, অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে, মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ ; সর্ব্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আসুরীং রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২

টীকা—কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীত্যত আহ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তা অতএব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি"রিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং, তে তু ভূতাদিং জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩

টীকা—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চেশ্বরপূজাদিষু ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু চ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ, কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ, অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতমবহিতা সর্ব্বে সেবন্তে ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্ত্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মত্বদর্শনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন দাসোঽহমিতি পৃথগ্‌ভাবনয়া, কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫

টীকা—সর্ব্বাত্মত্বং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ ; যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ

সর্ব্বভূতমহেশ্বর আমার পরম প্রধান তত্ত্ব না জানিয়া মূর্খসকল শুদ্ধসত্ত্বময় লীলা মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ১১

আমা অপেক্ষা অন্য দেবতা শীঘ্র ফলদান করিবেন, এরূপ বৃথা আশাবিশিষ্ট নিরর্থক কর্ম্মকারী নিষ্ফল জ্ঞানসম্পন্ন বিক্ষিপ্তচিত্ত বুদ্ধিভ্রংশকারী রাক্ষসী, তামসী, আসুরী, রাজসী প্রকৃতি (স্বভাব) আশ্রয় করত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥১২

হে পার্থ! মহাত্মাসকল দৈবীপ্রকৃতি স্বভাব আশ্রয়পূর্ব্বক একমাত্র আমাতেই মন সমর্পণপূর্ব্বক ভূতসকলের পরম কারণ আমাকে ভজনা করেন ॥ ১৩

কেহ কেহ অনুক্ষণ ভক্তিসহকারে আসক্ত হইয়া নামগুণ স্তোত্রাদি কীর্ত্তন করত সেবা করেন। কেহ কেহ দৃঢ়সংকল্প হইয়া জ্ঞানাদিতে ও ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযত্ন পুরঃসর ভক্তির সহিত অবিরত মনোযোগী হইয়া উপাসনা করেন। অপর নিত্যযুক্তগণ অনবরত অবহিত হইয়া সেবা করেন ॥ ১৪

অন্য জ্ঞানিসকল "সমস্ত বাসুদেব" এই সর্ব্বাত্মজ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা পূজা করেন, কেহ "একমাত্র পরম ব্রহ্ম" এই পরমার্থদর্শনরূপ অভেদ ভাবনাপূর্ব্বক, কেহবা "আমি দাস" এই পৃথক্ ভাবনাসহকারে উপাসনা করেন। কেহ সর্ব্বাত্মক আমাকে ব্রহ্মারুদ্রাদিরূপে ভজনা করেন ॥ ১৫

আমি বৈদিক অগ্নিষ্টোমাদি ক্রতু, পঞ্চযজ্ঞাদি স্মার্ত্তযজ্ঞ, আমি

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্-সাম-যজুরেব চ ॥ ১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিঃ প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামাকামা লভন্তে ॥ ২১

পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্রর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধম্ ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজং বা, মন্ত্রো যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ, আজ্যং হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমম্—এতৎ সর্ব্বমহমেব ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ পিতাহমস্যেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগ্বেদাদয়ো বেদাশ্চাহমেব। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, ভর্তা পোষণকর্ত্তা, প্রভুঃ নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যতেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং, বীজং কারণং, তথাপ্যব্যয়মবিনাশি ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিতত্বাৎ নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনং, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্ এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি। এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯

টীকা—তদেবম্ "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং ভজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ, "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" ইত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তাস্তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্ব্বার ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। ঋগ্যজুঃসামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ, ত্রিবিদ্যাঃ এব ত্রৈবিদ্যাঃ স্বার্থেঽণ্। তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্তকর্ম্মতৎপরা ইত্যর্থঃ। বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ মাম্ এবেষ্ট্বা সম্পূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগান্ অশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০

টীকা—ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে

...তৃ উদ্দেশ্যে দীয়মান অন্ন, আমি ঔষধিপ্রভব যবাদি অন্ন, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম ॥ ১৬

আমি এই জগতের পিতা-মাতা, ধাতা-পিতামহ; জ্ঞাতব্য বস্তু, পবিত্র শোধক ওঙ্কার প্রণব। ঋক্ সাম ও যজু এ সমস্তই আমি ॥ ১৭

আমি গতি ভর্তা প্রভু নিয়ামক সাক্ষী কর্তৃত্বশূন্য দ্রষ্টা, নিবাস-শরণ আশ্রয় সুহৃৎপ্রভব প্রলয়স্থান নিধান এবং অক্ষয় বীজ ॥ ১৮

হে অর্জুন! আমি আদিত্যরূপে গ্রীষ্মকালে তাপ দান করি, আমি বর্ষাকালে বৃষ্টি বর্ষণ করি, আমি কখন বা বৃষ্টি আকর্ষণ করি। জীবন-মরণ স্থূল-সূক্ষ্ম দৃশ্যাদৃশ্য সকলই আমি এইরূপ মনে করিয়া আমাকে বহু প্রকারে উপাসনা করে ॥ ১৯

ঋক্-যজু-সামজ্ঞ যাজ্ঞিকসকল যজ্ঞের দ্বারা আমাকে উত্তমরূপে আমার পূজা করত সোমপানের দ্বারা শোধিতপাপ (নিষ্পাপ) হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে। তাঁহারা পবিত্র ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক স্বর্গে উত্তম দেবগণের ভোগসকল উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২০

তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ও তাহার সুখভোগ করত স্বর্গপ্রাপক কর্ম্মক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করেন এইরূপ

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়-বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১

টীকা—মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং ভজনীয়ং দেবতান্তরং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে, তেষান্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেক-নিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং, মোক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২

টীকা—ননু চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যা-ভাবাদিন্দ্রাদিসেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি কথং তে গতা-গতং লভেরন্ তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ ভক্তাঃ সন্তো যেঽপি জনা যজ্ঞে অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্; কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্ত, অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥

টীকা—এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্-নাভিজানন্তি, অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্ত্তন্তে যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্য্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪

টীকা—তদেবোপপাদয়তি—যান্তীতি। দেবেষ্বিন্দ্রা-দিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণানাং তে পিতৄন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি, মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং নারায়ণং যান্তি ॥ ২৫

টীকা—তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্ত্বা অনায়াসত্বঞ্চ স্বভক্তের্দর্শয়তি—পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা প্রীত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য-নিষ্কামভক্তস্য তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রাপ্নোমি প্রীত্যা গৃহ্লামি। ন হি মহা-বিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্ত-সাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ; কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ,

---

বেদবিহিত ধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক ভোগকামী হইয়া পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে থাকেন ॥ ২১

অন্যকামনা বিরহিত আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে সমস্ত ভক্ত আমার সেবা করেন, সর্ব্বপ্রকারে আমাতে একনিষ্ঠ তাঁহাদের যাহা নাই—তাহা আনয়ন এবং যাহা আছে তাহা রক্ষা করিয়া থাকি ॥ ২২

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাসম্পন্ন যে ভক্তসকল ইন্দ্রাদি অপর দেবতাগণকে পূজা করেন, তাঁহারাও মোক্ষজ্ঞাপক বিধিব্যতীত আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩

যেহেতু অখিল যজ্ঞের আমিই ভোক্তা এবং স্বামী। স্বরূপতঃ তাহা জানেন না, তজ্জন্য পুনরাগত হয়। যাঁহারা সকল দেবতায় আমাকে অন্তর্য্যামিরূপে দেখিয়া অর্চ্চনা করেন তাঁহাদের যাতায়াত নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪

যজ্ঞকারী দেবব্রতনিষ্ঠগণ দেবগণকে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ারত পিতৃব্রতরত সকল পিতৃগণকে, বিনায়কাদি ভূতসেবকগণ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন—আর আমার অর্চ্চনাকারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৫

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযতচিত্তের ভক্তির সহিত (উপসৃষ্ট) অর্পিত সে সকল প্রীতির সহিত গ্রহণ করি—আত্মসাৎ ভোজন করি। যেমন ভুক্তদ্রব্য ভোক্তার সহিত একীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ শুদ্ধচিত্ত ভক্তের দত্ত সামান্য উপহারও আমি আমাতে সম্মিলিত করিয়া লই ॥ ২৬

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতি ভাবঃ ॥ ২৬

টীকা—ন চ পত্রপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থমেবোত্তমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ম্, কিং তর্হি যৎ করোষীতি—স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি, তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ্ব ॥ ২৭

টীকা—এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু ইত্যাহ—শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্ম্মুক্তো ভবিষ্যসি। কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ। তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি, নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষ্বহং সমঃ, অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব। এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি, তে ভক্তা ময়ি বর্ত্তন্তে। অহমপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে। অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষস্য, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯

টীকা—অপি চ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তদুরাচারোঽপি যস্তপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্ দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা নরো দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাধু শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ, যতোঽসৌ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০

টীকা—নন্থ কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যস্তত্রাহ—ক্ষিপ্রমিতি। দুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপশান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলচিত্তমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি, ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভাদ্ বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১

হে কৌন্তেয়! তুমি যে কর্ম্মাচরণ কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক করিবে। এইরূপ করিলে মঙ্গল অমঙ্গল ফলপ্রদ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—মুক্তিলাভ করত যোগযুক্তচিত্ত তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ২৭-২৮

আমি সমুদয় ভূতে পক্ষপাতরহিত, তজ্জন্য অপ্রিয় শত্রু অথবা প্রিয় বন্ধু বল্লভ কেহ নাই। যাঁহারা আমাকে ভক্তি সহকারে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে আশ্রিত হন আর আমিও সেই ভক্তসকলে নিবিষ্ট হই। অগ্নি ও কল্পতরুর সেবকগণই তাপ ও অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। অগ্নি ও কল্পতরুর বৈষম্য নাই। ২৯

নিরতিশয় দুষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি অনন্যশরণ হইয়া একমাত্র আমাকে ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সজ্জন বলিয়া অবগত হইবে; কেননা, তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন। ৩০

তিনি অতিসত্বর ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবিরত শান্তিলাভে সমর্থ হন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, তুমি সকলের নিকট হস্তোত্তলনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করত বলিবে। ৩১

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০

অযশো দুষ্কীর্ত্তিঃ,—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি ॥ ৪-৫

টীকা—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ, "সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ" ইত্যাদি পুরাণপ্রসিদ্ধাস্তেভ্যোঽপি পূর্ব্বেঽন্যে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মদ্ভাবা মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগর্ভাত্মনো মমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রাজ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাং মনূনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজাঃ জাতা বর্ত্তন্তে ॥ ৬

টীকা—যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগঞ্চৈশ্বর্য্যলক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্দর্শনেন যুক্তো ভবতি—নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৭

টীকা—যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদি-মন্বাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ। মত্ত এব চ অস্য সর্ব্বস্য "বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহ" ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে ॥ ৮

টীকা—প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমেবাহ মচ্চিত্তা ইতি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ ময্যর্পিতজীবনা ইতি বা। এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্বোধয়ন্তো বুদ্ধ্যা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি, রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি ॥ ৯

টীকা—এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি। তমিতি কম্? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০

(সংকীর্ত্তি), অযশঃ (কুকীর্ত্তি), এই সকল বুদ্ধি জ্ঞানাদি, তাহার বিপরীত অবুদ্ধি অজ্ঞানাদি নানাবিধ ভাব প্রাণিসকলের আমা হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৪-৫

পুরাণপ্রসিদ্ধ ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ সপ্ত মহর্ষি, তৎপূর্ব্বে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার চারিজন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু আমার প্রভাবসম্পন্ন। ইহারা হিরণ্যগর্ভরূপী আমারই মনের সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন। জগতে ব্রাহ্মণাদি প্রজাসকল তাঁহাদেরই সন্তান-সন্ততি ॥ ৬

যিনি ভৃগু প্রভৃতি আমার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যলক্ষণ যোগ যথার্থ অবগত হন, তিনি উত্তমরূপে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। "বাসুদেবং সর্ব্বং" এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৭

আমি সমস্ত জগতের ভৃগু-আদি ও মনু-আদি দ্বারে উৎপত্তিহেতু। আমা হইতেই এই সকলের বুদ্ধি-অবুদ্ধি জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভৃতি সঞ্চালিত (প্রবর্ত্তিত) হয়, ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া বিবেকিগণ প্রেমসম্পন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ৮

আমার ভক্তগণ আমাতে একান্তভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া আমার সেবায় ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণকে সমর্পিত করত আমার স্বরূপ, লীলা, বিলাস প্রভৃতি ও লীলাগ্রন্থ হইতে পরস্পর পরস্পরকে বুঝাইয়া বুঝিয়া আর নিরন্তর আমার নামলীলার গুণ সঙ্কীর্ত্তনপূর্ব্বক আনন্দিত ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯

এবম্বিধ আমাতে আসক্তচিত্ত, প্রণয়পূর্ব্বক ভজনকারী তাঁহাদের সকলকে "বাসুদেবই সব" এই জ্ঞান দান করি, যে জ্ঞানলাভের দ্বারা আমাকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

অর্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১১
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

টীকা—বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্য্যন্তং তমা-বিষ্কৃত্য অবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসা-রাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমো নাশয়ামীত্যত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি॥ ১১

টীকা—সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসু-র্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ, পরমঞ্চ পবিত্রং ভবানেব; কুত ইত্যত আহ—যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ম্প্রকাশম্। আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ, তথা অজম্ অজন্মানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ। কে ত ইত্যাহ—আহুরিতি ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বে, দেবর্ষিশ্চ নারদঃ, অসিতশ্চ, দেবলশ্চ, ব্যাসশ্চ, স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি॥ ১২-১৩

টীকা—অতো মমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্য্যেঽসম্ভাবনা নিবৃত্তে-

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬

ত্যাহ—সর্ব্বমেতদিতি। এতত্ত্বানেব পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্ব্বমপি ঋতং সত্যং মন্যে, যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ" ইত্যাদি, তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবংস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ, অস্মদ-নুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অস্মিন্নি-গ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি॥ ১৪

টীকা—কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব স্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি নান্যঃ, তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম! পুরু-ষোত্তমত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি সম্বোধনানি—হে ভূত-ভাবন! ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ নিয়ন্তঃ! দেবানামাদি-ত্যাদীনাং দেব প্রকাশক! জগৎপতে বিশ্বপালক॥১৫

টীকা—যস্মাত্তবাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি ন দেবাদয়-স্তস্মাদ্বক্তুমর্হসীতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্ব্বাঃ বক্তুং ত্বমেবার্হসি, যোগ্যোঽসি যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্॥ ১৬

তাঁহাদের অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই আমি অন্তঃকরণস্থিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞানসম্ভূত অহং, মম ও সংসারনামক অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকি॥ ১১

অর্জুন বলিলেন,—তুমি পরব্রহ্ম, সকলের পরম আশ্রয় ও পরম বিশুদ্ধ। সমস্ত ঋষি, দেবর্ষি নারদ ও অসিত, দেবল, ব্যাস আদি মুনিগণ তোমাকে সদা একরূপ সনাতন পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় নিখিল দেবতার আদি কারণ, জন্মরহিত ও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া থাকেন—তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ॥ ১২-১৩

হে কেশব! আমাকে যাহা বলিলে এই সকল আমি সত্য বলিয়া বোধ করি, কারণ হে ভগবন্! তোমার প্রকাশ আবির্ভাব নিখিল দেবতা ও অখিল দানব অবগত নহেন॥ ১৪

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতজনক! হে ভূতেশ্বর! দেবদেব! আদিত্যাদি দেবগণেরও প্রকাশক! বিশ্বপালক! তুমি স্বয়ং আপনাকে আপনিই অবগত আছ॥ ১৫

যে বিভূতিসমূহের দ্বারা তুমি এই লোক সমাচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই অত্যদ্ভুত তোমার বিভূতিসকল অশেষ-ভাবে বল॥ ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন ।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

টীকা—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্। হে যোগিন্! কথং কৈর্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্; বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি ॥১৭

টীকা—তদেবং বহির্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়, যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পাসম্বোধনম্। দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোঽহবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯

টীকা—তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েঽন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহম্, আদির্জন্ম,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। আদিত্যানাং দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহম্, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহম্। মরুতাং দেববিশেষাণাং [বায়ূনাং] মধ্যে মরীচির্নামাহমস্মি, যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণা বায়বস্তেষাং মধ্যে, তে চ আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ, পরাবহঃ, উদ্বহঃ, সংবহঃ, পরিবহঃ ইতি মরুদ্গণাঃ। নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্। (অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, কচিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তচ্চ তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ)। বিষ্ণুরিত্যাদিষ্ববতারেষ্বপি প্রভাবাতিশয়মাত্রা বিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। অতঃ পরঞ্চাধ্যায়স্য স্পষ্টার্থত্বেঽপি কচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥২১

টীকা—বেদানামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ। ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি ॥ ২২

হে যোগেশ্বর! অনুক্ষণ তোমাকে চিন্তাপূর্ব্বক কিরূপে তোমাকে অবগত হইব, আমি কোন্ কোন্ পদার্থসমূহে তোমাকে চিন্তা করিব? ১৭

হে জনার্দ্দন! তোমার স্বীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব আদি লক্ষণ যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি বিস্তারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বল, যেহেতু তোমার বচনামৃত শ্রবণপুটে পান করত তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে না। ১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুসত্তম! অলৌকিকী আমার প্রধানভূত বিভূতিসকল তোমাকে বলিব, যেহেতু আমার অবান্তর বিভূতিসকলের শেষ নাই ॥ ১৯

হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন! আমি নিখিল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থিত আত্মা, ভূতসমূহের আদি মধ্য অন্ত (জন্ম-স্থিতি-সংহার) আমিই ॥ ২০

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, প্রকাশকসমূহের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মিসমন্বিত ভুবনভাস্কর, বায়ুসকলের মধ্যে মরীচি, আমি নক্ষত্রদিগের মধ্যে শশধর ॥ ২১

আমি বেদসকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে দেবরাজ সুরেন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমিই মন এবং অখিল ভূতে জ্ঞানশক্তি চেতনাও আমি ॥ ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষ-রক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

টীকা—রুদ্রাণামিতি। যক্ষ-রাক্ষসানামপি ক্রূরত্বাদি-সাম্যাৎ যক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি, পাবকোঽগ্নিঃ, শিখরিণাং শিখরবতা-মুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩

টীকা—পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরো-হিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি; সেনানীনাং সেনাপ-তীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি, সরসাং স্থির-জলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি ॥ ২৪

টীকা—মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি। যজ্ঞানাং শ্রৌত-স্মার্ত্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোঽহমস্মি ॥ ২৫

টীকা—অশ্বত্থ ইতি। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি; সিদ্ধানামুৎ-পত্তিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি ॥ ২৬

আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রক্ষ সকলের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতগণের মধ্যে মেরু আমি ॥ ২৩

হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান পুরোহিত বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, সেনাপতিগণের মধ্যে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, স্থির জলাশয়সকলের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে একাক্ষর ওঙ্কার। যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞ ও স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥২৫

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধসমূহের মধ্যে কপিল মুনি ॥ ২৬

আমি অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থনসম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তি-

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

টীকা—উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থা ক্ষীরোদধিমর্থনা-দুদ্ভূতম্ উচ্চৈঃশ্রবসং নামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোদ্ভ-বমিত্যেতদৈরাবতেঽপি সম্বধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭

টীকা—আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রমস্মি, কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্; প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি। ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। সর্পাণাং রাজা বাসুকিরস্মি ॥ ২৮

টীকা—অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা বরুণোঽস্মি, পিতৃণাং রাজা অর্য্যমাস্মি, সংযমতাং নিয়মং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি ॥ ২৯

টীকা—প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি। মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ; পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতেয়ঃ গরুড়োঽস্মি ॥ ৩০

সমূহের মধ্যে ঐরাবত, মানবসকলের মধ্যে আমাকে রাজা বলিয়া জানিবে ॥ ২৭

আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুসমূহের মধ্যে কামধেনু, উৎপত্তির কারণ কামদেব আমি, সবিষ সর্পসমূহের মধ্যে বাসুকি আমি ॥ ২৮

নির্ব্বিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে আমি অনন্ত ও জলজন্তুসকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়মকারিসমূহের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯

আমি দৈতসমূহের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারিগণের মধ্যে কাল, আমি মৃগসকলের মধ্যে পশুরাজ সিংহ ও পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড় ॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

-পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৄণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি, শস্ত্রভৃতাং বীরাণাং মধ্যে রামো দাশরথিঃ যদ্বা রামঃ পরশুরামঃ ; ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরনামা মৎস্যজাতিবিশেষস্তিমিঙ্গিলোঽহম্ ; স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১

টীকা—সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহম্ ; 'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ' ইত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বং পারমৈশ্বর্য্যমুক্তম্। অত্র তে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহম্, যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে, পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে স জল্পো নাম। যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অন্যস্তু ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা ; তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্বা তত্ত্বনিরূপণফলশ্চ, অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বাম্মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি তস্য সর্ব্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্, সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি। সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোঽস্মি, উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমস্মি,'কালঃ' কলয়তামহম্ ইত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সংবৎসরশতাদ্যায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যতে ইতি বিশেষঃ। কর্ম্মফলবিধাতৄণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

টীকা—মৃত্যুরিতি সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরো মৃত্যুরহং, ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহম্ ; নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহম্। যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪

টীকা—বৃহৎসামেতি। "ত্বামিদ্ধি হবামহে" ইত্যস্যান্ ঋচি গীয়মানং বৃহৎসামাহং, তেন চেন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্। ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহম্, দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫

টীকা—দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি ; তেজস্বিনাং প্রভাবতাং তেজঃ প্রভাবো-

---

আমি পবিত্রকারিদিগের মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারী বীরসকলের মধ্যে দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর (তিমিঙ্গিল), স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে আমি ভাগিরথী গঙ্গা ॥ ৩১

সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে আদি, অন্ত ও মধ্য আমিই; আমি নিখিল বিদ্যার মধ্যে আত্মবিদ্যা, বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ ॥ ৩২

অক্ষরসকলের মধ্যে আদি অক্ষর অকার আমি, সমাসের মধ্যে উভয়পদ প্রধান দ্বন্দ্বসমাস আমি, আমিই চিরস্থায়ী কাল আর কর্ম্মফল বিধাতাগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ কর্ম্মফল বিধাতা আমি ॥ ৩৩

আমি সর্ব্বসংহারকগণের মধ্যে মৃত্যু, ভাবী মঙ্গললাভযোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়, নারীসমূহের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্ স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই সমস্ত দেবতারূপী রমণী আমিই ॥ ৩৪

আমি সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দঃসকলের মধ্যে গায়ত্রী, সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুগণের মধ্যে কুসুমাকর বসন্ত আমি ॥ ৩৫

আমি পরস্পর বঞ্চনাকারিদিগের দ্যূত, প্রভাবসম্পন্নগণের মধ্যে প্রভাব, জেতৃসকলের আমি জয়, উদ্যম-বিশিষ্টসমূহের উদ্যম ও সত্ত্বসম্পন্নগণের সত্ত্বা ॥ ৩৬

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০

ঽস্মি, জেতৄণাং জয়োঽস্মি, ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি, সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহম্॥ ৩৬

টীকা—বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি; ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ। মুনীনাং বেদার্থমনন-শীলানাং বেদব্যাসোঽহমস্মি, কবীনাং কাব্যদর্শিনাং মধ্যে উশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ॥ ৩৭

টীকা—দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্তৄণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি, যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ। জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি, গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনবচন-মহমস্মি, ন হি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে। জ্ঞান-বতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যজ্জ্ঞানং তদহমস্মি॥ ৩৮

টীকা—যচ্চাপীতি। যদপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহম্, তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্যাদ্-ভবেৎ, তচ্চরাচরং ভূতং নাস্ত্যেবেতি॥ ৩৯

টীকা — প্রকরণার্থমুপসংহরতি — নান্তোঽস্তীতি।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবম্॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥
ভীষ্মপর্বণি তু চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

অনন্তত্বাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে, এষ তু বিভূতের্বিস্তরঃ উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ। পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যদ্যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং, শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্। ঊর্জ্জিতং কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্ তৎ সত্ত্বং বস্তুমাত্রং ভবেৎ, তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতম্ জানীহি॥ ৪০-৪১

টীকা — অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সম [মদ্]-দৃষ্টিমেব কুর্ব্বিত্যাহ—অথবেতি। বহুনা পৃথগ্জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যম্, যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদেকাং-শেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাব-স্থিতঃ। ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি "পাদোঽস্য—বিশ্ব-ভূতানি"তি শ্রুতেঃ॥ ৪২

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈষদ্দৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেঽব্রবীৎ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০

আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবসকলের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিবৃন্দের মধ্যে বেদব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি কবি শুক্রাচার্য্য॥ ৩৭

আমি দমন কর্ত্তাগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুদিগের নীতি, গোপনীয় সকলের মধ্যে গোপনের হেতু মৌনবচন আমি, জ্ঞানিদিগের আমি জ্ঞান॥ ৩৮

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভূতের বীজ যাহা, তাহাও আমি। আমি ভিন্ন চরাচর ভূত আর নাই॥ ৩৯

হে পরন্তপ! আমার লোকাতীত বিভূতিসকলের শেষ নাই। এই বিভূতি আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম॥ ৪০

ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, সম্পত্তিসম্পন্ন, কোন প্রভাব-বলাদি গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ যে যে বস্তুমাত্র আছে, সেই সেই সমস্ত পদার্থ আমার তেজের অংশে সমুৎপন্ন ইহা অবগত হইবে॥ ৪১

অথবা হে অর্জ্জুন! তোমার বহু জানিবার কি প্রয়োজন? আমি এই চরাচর সমগ্র জগৎ একাংশের দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছি॥ ৪২

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত মহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায়॥ ১০
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ামেকাদশোঽধ্যায়ঃ)

[বিশ্বরূপং প্রদর্শয়িতুং পার্থস্য প্রার্থনা, ভগবতা, সঞ্জয়েন চ বিশ্বরূপস্য বর্ণনম্, অর্জুনেন ভগবদ্‌বিশ্বরূপদর্শনম্, ভয়ভীতেন পার্থেন ভগবতঃ স্তুতিঃ ; ভগবতা বিশ্বরূপ-চতুর্ভুজরূপয়োর্দর্শনমহিমানমনুবর্ণ্য কেবলয়ানন্যয়া ভক্ত্যৈব স্বপ্রাপ্তেঃ প্রতিপাদনঞ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষঃ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বরম্।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

টীকা—"বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।
দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥"

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং, তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্নর্জ্জুন উবাচ মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মমানুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যত্ত্বয়োক্তং বচঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্তম্" ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং যদ্বাক্যং, তেন মমায়ং মোহঃ—'অহং হন্তা, এতে হন্যন্ত' ইত্যাদিলক্ষণো ভ্রমো বিগতো বিনষ্টঃ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ভবাপ্যয়াবিতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবত ইতি শ্রুতৌ ময়া "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলপত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং শ্রুতং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপি সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদিলক্ষণমপরিমিতং মহত্ত্বঞ্চ শ্রুতম্ "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" ইতি, "ময়া ততমিদং সর্ব্ব"মিতি "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণী"তি, "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষ্বিত্যাদিনা চ, অতস্তৎপরতন্ত্রত্বাদপি জীবানামহং কর্ত্তেত্যাদি মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২

টীকা—কিঞ্চ এবমেতদিতি। "ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানা"-মিত্যাদি, ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যেবং কথয়সি, হে পরমেশ্বর! এতদেবমেব অত্রাপ্যবিশ্বাসো মম নাস্তি ; তথাপি হে পুরুষোত্তম! তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং ত্বদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যং কিং তর্হি মন্যস ইতি। যোগিন এব যোগাস্তেষামীশ্বর! ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে, ততস্তর্হি ত্বদ্রূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৩-৪

একাদশ অধ্যায়।

[বিশ্বরূপ-দর্শন করাইবার জন্য পার্থের প্রার্থনা, শ্রীভগবান্ ও সঞ্জয় দ্বারা বিশ্বরূপের বর্ণনা। অর্জুনকর্ত্তৃক শ্রীভগবদ্বিশ্বরূপের দর্শন, ভয়ভীত পার্থে দ্বারা শ্রীভগবানের স্তুতি। শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক চতুর্ভুজ ও বিশ্বরূপদর্শনের মহিমা বর্ণনা করিয়া কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি প্রতিপাদন।]

অর্জুন বলিলেন—আমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক শোক-নিবৃত্তির জন্য অতিশয় গোপনীয় আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক যে কথাসকল তুমি বলিলে, তাহার দ্বারা আমার "আমি হন্তা, ইহারা হত হইবে" এরূপ ভ্রম বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ১

হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার নিকটে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও নাশও আমি বিস্তারপূর্ব্বক শুনিয়াছি—আদ্যন্তরহিত অক্ষয় মহিমাও শুনিলাম ॥ ২

হে পরমেশ্বর! যেরূপ তুমি আমাকে (আপনার প্রভাব) বলিলে তাহা এইরূপ ইহাতে আমার অবিশ্বাস নাই। তথাপি হে পুরুষোত্তম! তোমার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, ঐশ্বর্য্যশক্তি ও বীর্য্যাদিসম্পন্ন রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩

যদি সেইরূপ আমি দেখিবার যোগ্য মনে কর, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! তুমি আমাকে তোমার অবিনাশী নিত্যরূপ প্রদর্শন করাও ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভবেত্যেবমর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ—পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্যৈকত্বেঽপি নানাবিধত্বাদ্‌রূপাণীতি বহুবচনম্, নানাবিধানি অপরিমিতানি অনেকপ্রকারাণি দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য, বর্ণাঃ শুক্ল-কৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবয়বসন্নিবেশবিশেষাঃ, নানা অনেকে বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫

টীকা—তান্যেবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য, মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্, অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ত্বয়া বান্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি বা রূপাণি আশ্চর্য্যাণ্যত্যদ্ভুতানি ॥ ৬

টীকা—কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমদ্যাধুনৈব পশ্য। যচ্চান্যজ্জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যন্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্ব্বং পশ্য ॥ ৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! আমার অলৌকিক অনেক প্রকার বহু অবয়ববিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপসকল দেখ ॥ ৫

হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারযুগল, মরুদ্গণ ও অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব অতি আশ্চর্য্যজনক বস্তুও দর্শন কর ॥ ৬

হে ধনুর্ব্বেদপারগ! আমার এই শরীরে সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে অভিলাষী হও, সে সমস্ত দর্শন কর ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

টীকা—যদুক্তমর্জ্জুনেন "মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্" ইতি তত্রাহ—ন তু মামিতি। অনেনৈব তু স্বকীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি। অতোঽহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তভ্যং দদামি মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটিতঘটনাসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮

টীকা—এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বার্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্‌ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯

টীকা—কথম্ভূতং তদিত্যত্রাহ—অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তৎ, অনেকেষামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ, অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তৎ, দিব্যান্যনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিংস্তৎ। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ, তথা দিব্যো গন্ধো যস্য তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবং দ্যোতনাত্মকম্,

তোমার প্রাকৃতনয়নের দ্বারা আমার অপ্রাকৃত-রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না, তজ্জন্য তোমাকে অতীন্দ্রিয়দর্শী নেত্র প্রদান করিতেছি, তুমি আমার অসাধারণ অঘটনঘটনসমর্থ ঐশ্বরিকরূপ অবলোকন কর ॥ ৮

সঞ্জয় বলিলেন,—হে নরবর! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ কথনানন্তর অর্জুনকে অপ্রাকৃত ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ৯

অনেক মুখ ও নয়ন, বহু আশ্চর্য্য দর্শন, নানাবিধ মনোহর আভরণযুক্ত, অলৌকিক বহু উত্তোলিত অস্ত্র, অপ্রাকৃত মাল্যবসন

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।

অনন্তমপরিচ্ছিন্নং, বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিংস্তং। বিশ্বরূপদীপ্তেনিরূপমত্বমাহ—দিবি সূর্য্যেতি। দিবি আকাশে সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা তদা মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ, অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগৎ দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেন একত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ অপশ্যৎ॥ ১০-১৩

টীকা—এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত্রাহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টানি উৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিরসা

পরিহিত, স্বর্গীয় গন্ধ-অনুলেপনযুক্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ম্ময়, অনশ্বর ও সকলদিকে মুখবিরাজিত রূপ দর্শন করাইলেন॥ ১০-১১

যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি সমকালে সমুদিত হয় তাহা হইলে সেই নিরতিশয় জ্যোতি সেই মাহাত্মা বিশ্বরূপধারীর অপরিমিত জ্যোতির উপমা হইতে পারে। ইহা ব্যতীত সে রূপের উপমা নাই॥ ১২

তখন অর্জ্জুন সেই দেহে দেবতাগণের দেবতা নানাবিভাগে অবস্থিত সম্পূর্ণ জগৎ একত্র বিরাজমান দেখিলেন॥ ১৩

অতঃপর ধনঞ্জয় বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে রোমাঞ্চিতকলেবরে জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপকে মস্তকের দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন॥ ১৪

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তো ভূত্বা অভাষত উক্তবান্॥ ১৪

টীকা—ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব! তব দেহে দেবান্ আদিত্যাদীন্ পশ্যামি, তথা সর্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সঙ্ঘাংশ্চ, তথা দিব্যান্ ঋষীন্ বশিষ্ঠাদীন্, উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্, তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ, কথম্ভূতং? কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ, যদ্বা তন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং মুকুটবন্তং,

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে দেব! তোমার শরীরে নিখিল দেবতা ও জরায়ুজ অণ্ডজাদি-ভূতসকল, ঋষিগণকে, সমুদয় সর্পকে ও পৃথিবী-পদ্মকর্ণিকাস্থিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখিতেছি॥ ১৫

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! অনেক বাহু, উদর, নয়ন অপরিচ্ছিন্ন তোমাকে সকলদিকে দেখিতেছি, কিন্তু অন্ত-মধ্য-আদি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না॥ ১৬

মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা ও চক্র, সকল দিকে প্রভাসম্পন্ন, জ্যোতিঃপুঞ্জ, দুর্দ্দর্শ, জ্বলিত অনল ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত, 'এইরূপ ইহা' নিশ্চয় করিতে অশক্য, অবিবমীভূত তোমাকে সকল দিকে দেখিতেছি॥ ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।

গদিনং গদাবন্তং, চক্রিণং চক্রবন্তং, সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং, তত্র হেতুঃ— দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য তম্। অত এব অপ্রমেয়ম্ এবম্ভুত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭

টীকা—যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্ত্বমিতি। ত্বমেব অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম। কথম্ভুতম্? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ, অত এব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ, শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ, সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষো মতো মে মম সম্মতোঽসি ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্ উৎপত্তি-স্থিতিলয়রহিতম্। অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবো যস্য তম্, অনন্তবাহুম্ অনন্তা বাহবো যস্য তং, শশি-সূর্য্যৌ নেত্রে

তুমি মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য অক্ষর ওঁকার পরম ব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি আন্তন্তরহিত, সর্ব্ববিকারশূন্য; নিত্যধর্ম্মের রক্ষক, তুমি চিরস্থায়ী পুরুষ বলিয়া আমি মনে করি ॥ ১৮

উৎপত্তি-স্থিতি-বিবর্জ্জিত, অপরিমিত প্রভাবসম্পন্ন, অসংখ্য বাহুবিমণ্ডিত, চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নয়ন যুগল, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তোমার মুখ, তুমি স্বকীয় তেজের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ, এরূপ তোমাকে দর্শন করিতেছি ॥ ১৯

হে মহাত্মন্! স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, একমাত্র তোমার দ্বারা পূর্ণ ও দিক্‌সকল আচ্ছন্ন হইয়াছে। আশ্চর্য্যজনক তোমার

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব-যক্ষাসুর-সিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২

যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি; তথা দীপ্তো হুতাশোঽগ্নির্ব্বক্ত্রেষু যস্য তং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যো-রিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ, অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বং ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্ব্বস্তে-বানুষঙ্গঃ ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ অমী হীতি। অমী সুরসঙ্ঘা ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি, শরণং প্রবিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদতি-ভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পুটকরযুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২১

টীকা—কিঞ্চ রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ, আদিত্যাশ্চ, বসবশ্চ যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ, বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ,

এই ভীষণ রূপ দেখিয়া ত্রিলোক প্রপীড়িত দেখিতেছি ॥ ২০

এই সুরসমূহ ও তোমার শরণগ্রহণ করিতেছেন, কেহ অতি-ভীত হইয়া দূরে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতেছেন, মহর্ষিনিকর "স্বস্তি" এই কথা উচ্চারণ করত অতি শোভন স্তুতির দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন ॥ ২১

রুদ্র ও আদিত্যসকল, বসুগণ ও সাধ্যসমূহ, সমুদয় বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্বৃন্দ, পিতৃনিকর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধনিবহ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রা করালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।

অশ্বিনৌ দেবৌ, মরুতো মরুদ্‌গণাশ্চ, উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতরঃ। "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। স্মৃতিশ্চ—"যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ॥" গন্ধর্ব্বাশ্চ, যক্ষাশ্চ, অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ, সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সিদ্ধানাং সঙ্ঘাশ্চ সর্ব্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ॥২২

টীকা—কিঞ্চ রূপমিতি। হে মহাবাহো! মহদত্যূর্জ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ, তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোঽস্মি। কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা? বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ, বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ তৎ, বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ, বহ্বীভির্দ্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ॥ ২৩

টীকা—ন কেবলং ভীতোঽহমেতাবদেব অপি তু নভঃস্পৃশমিতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তম্ অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ। দীপ্তং তেজোযুক্তম্, অনেকে বর্ণা যস্য তম্ অনেকবর্ণম্। ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি যস্য তম্। দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তম্। এবম্ভূতং হি ত্বাং

হে মহাবাহো! অনেক বদন, নয়ন, বহু বাহু, উরু, চরণ, বহু উদর, অনেক ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট তোমার বিশাল রূপ দেখিয়া লোকসমূহ ও আমি প্রপীড়িত হইয়াছি॥ ২৩

হে বিষ্ণো! গগনস্পর্শী, জ্বলিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট, ব্যাদিত বদন, তেজোময়যুক্ত বিপুল লোচন তোমাকে দর্শন করত প্রপীড়িত অন্তঃকরণ আমি ধৈর্য্য ও উপশম পাইতেছি না॥ ২৪

হে দেবেশ! ভয়ঙ্কর দর্শনসম্পন্ন প্রলয়কালের সংবর্ত্তক অনলের তুল্য আস্যসমূহ দর্শন করিয়াই আমি দিক্‌সকল বুঝিতেছি

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি। হে দেবেশ! তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি। শর্ম্ম চ সুখং ন লভে, ভো জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব। কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাভিঃ করলানি এবং কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসদৃশানি॥ ২৫

টীকা—যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবিজয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্ আহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে, অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রঃ কর্ণশ্চ, ন কেবলং ত এব বিশন্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডি-ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ বক্ত্রাণীতি। এতে সর্ব্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি, তেষাং

না, দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে এবং সুখও পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও॥ ২৫

নরপতিগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল ও ভীষ্ম, দ্রোণ সূতপুত্র কর্ণ এবং আমাদের প্রধান যোদ্ধাসমূহ সহ অতিবেগে ধাবিত হইয়া ভয়াবহ দন্তযুক্ত বিকট বদনসমূহে প্রবেশ করিতেছে, কাহারও চূর্ণিতমস্তক তোমার দশনসন্ধিতে সংলগ্ন দেখা যাইতেছে॥ ২৬-২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ ।

মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সন্দৃশ্যন্তে ॥ ২৬-২৭

টীকা—প্রবেশমেব দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বূনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তঃ যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি, তথা অমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতো জ্বলন্তি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮

টীকা—অবশত্বেন প্রবেশে নদীবেগদৃষ্টান্ত উক্তঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলন্তং পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকা এতে জনা অপি তব মুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯

টীকা—ততঃ সমন্তাৎ কিমত আহ—লেলিহ্যস ইতি। গ্রসমানোঽপি গিলন্ অপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্ব্বা-

যেরূপ নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই মর্ত্ত্য বীরগণ সকলদিকে প্রজ্বলিত তোমার ভয়ানক বদন-বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৮

যেমন পতঙ্গগণ অতিশয় বেগে মরণের জন্য জ্বলন্ত অনলে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ লোকসকলও বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত অতিশয় বেগে তোমার আননসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯

প্রদীপ্ত বদনসকলের দ্বারা অখিল লোককে গ্রাসকরত চতুর্দ্দিকে অতিশয় ভোজন করিতেছ। হে বিষ্ণো! দীপ্তিসমূহের দ্বারা অশেষ জগৎ আপূরিত করত তোমার ভীষণ তাপ সকলকে সন্তাপিত করিতেছে ॥ ৩০

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃপ্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহপ্রবৃত্তঃ ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

নেতান্ বীরান্ সমন্তাৎ সর্ব্বতো লেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈঃ, জ্বলদ্ভির্বদনৈঃ। কিঞ্চ হে বিষ্ণো! তব ভাসো দীপ্তয়স্তেজোভির্বিস্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি ॥ ৩০

টীকা—যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়। তে তুভ্যং নমোঽস্তু। হে দেববর! প্রসীদ প্রসন্নো ভব। ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি। যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি, এবম্ভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কাল ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি। লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি। অতঃ ঋতে ত্বাং হন্তারং বিনাপি এতে ন

হে ভয়ঙ্কর রূপধারী, তুমি কে? ইহা আমাকে বল, তোমাকে নমস্কার। হে দেববর! প্রসন্ন হও, আদিপুরুষ তোমাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি, কিজন্য এরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহা জানি না। ৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি লোকক্ষয়কর বিবৃদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত কাল, সমুদয় লোককে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি ব্যতীত সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে যে যোদ্ধাগণ অবস্থিত, তাহারা সকলেই নিহত হইবে, কেহই থাকিবে না ॥ ৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটি।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬

ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি। যদ্যপি ত্বয়া ন হন্তব্যাঃ এতে, তথাপি ময়া কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব। কে তে, প্রত্যনীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্ব্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্ব্বেঽপি ॥ ৩২

টীকা—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন নির্জ্জিতা ইত্যেবম্ভূতং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি, অযত্নতশ্চ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব। এতে চ তব শত্রবস্ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্! সব্যেন বামেন হস্তেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে ॥ ৩৩

টীকা—"ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ু"রিতি আশঙ্কা সাপি ন কার্য্যেত্যাহ—দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতান্ ত্বং জহি ঘাতয়। মা ব্যথিষ্ঠাঃ শোকং মা কার্ষীঃ, সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪

টীকা—ততো যদ্বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি। পূর্ব্বশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্। কথমাহ, ভয়হর্ষাদ্যাবেশবশাদ্ গদ্‌গদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্‌গদং যথা স্যাত্তথা। কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূত্বা আহ ॥ ৩৫

টীকা—স্থান ইত্যেকাদশভিরর্জ্জুনোক্তিঃ। স্থান ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে। হে হৃষীকেশ! যত এবং ত্বমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ, অতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি, কিন্তু জগৎ সর্ব্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি। এতত্তু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ, তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ। সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সঙ্ঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬

অতএব তুমি যুদ্ধ করিবার জন্য উঠ, অযত্নসুলভ কীর্ত্তিলাভ কর, অরাতিনিকরকে জয় করত ধন, ঐশ্বর্য্যাদি সমৃদ্ধিমান্ রাজ্য ভোগ কর। আমি ইহাদের অগ্রেই বিনাশ করিয়াছি, হে সব্যসাচিন্! মাত্র তুমি নিমিত্ত হও॥ ৩৩

দ্রোণ, জয়দ্রথ এবং ভীষ্ম ও কর্ণ তদ্রূপ অন্যান্য আমাকর্ত্তৃক নিহিত যোদ্ধৃবর্গকে তুমি বিনাশ কর, ব্যথিত হইও না। সমরে অরাতিগণকে জয় করিবে, যুদ্ধ কর ॥ ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—কেশবের এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন কম্পিতকলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্ব্বক ভীত হইয়া পুনরায় গদ্‌গদবচনে বলিলেন ॥ ৩৫

অর্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনের দ্বারা জগৎ আনন্দিত ও অনুরক্ত হইতেছে, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতেছে, সিদ্ধসকল নমস্কার করিতেছেন, ইহা যুক্তিযুক্তই—আশ্চর্য্য নহে ॥৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

।—তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস! সর্ব্বে কস্মাদ্ধেতোঃ তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ, কথম্ভূতায়, ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোঽপি জনকায়, কিঞ্চ সদ্ব্যক্তম্ অসদব্যক্তঞ্চ তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ ত্বমেব। এতৈর্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—কিঞ্চ ত্বমাদিদেবেতি। ত্বম্ আদিদেবো দেবানামাদিঃ, যতঃ পুরাণোঽনাদিঃ পুরুষস্ত্বম্; অত এব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানং তথা বিশ্বস্য বেত্তা জ্ঞাতা ত্বম্, যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি; অত এব হে অনন্তরূপ! ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্, এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—ইতশ্চ সর্ব্বৈস্ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি। বায়্বাদিরূপস্ত্বমিতি। সর্ব্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তম্, প্রজাপতিঃ পিতামহস্তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বম্, অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোঽস্তু। পুনঃ সহস্রকৃত্বো নমোঽস্তু, ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমো নম ইতি ॥ ৩৯

টীকা—ভক্তিশ্রদ্ধাভয়াতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি। হে সর্ব্ব! সর্ব্বাত্মন্! তব পুরস্তাদগ্রে অথ অনন্তরং পৃষ্ঠতঃ নমঃ, এবং সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু। সর্ব্বাত্মকত্বমুপপাদয়ন্নাহ—অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য তথা অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স এবম্ভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি। সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিস্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে; ততঃ সর্ব্বরূপোঽসি ॥ ৪০

টীকা—ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি—সখেতি দ্বাভ্যাম্। ত্বাং প্রাকৃতঃ সখেতি মত্বা প্রসভং হঠেন তিরস্কারেণ যদুক্তং, তৎ ক্ষাময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং

হে উদারচিত্ত! হে দেশকাল পরিচ্ছেদশূন্য! হে দেবেশ্বর! হে জগদালয়! ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর আদি বিধাতা তোমাকে সকলে কেন নমস্কার করিবে না—সৎ-অসতের মূল কারণ যে অক্ষর ওঙ্কার পরপ্রণব, তাহাতেও তুমি। ৩৭

হে অনবধিক রূপ। তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ, বিশ্বের লয়স্থান এবং তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞেয় ও পরমপদ এই হেতু তোমাকর্ত্তৃক বিশ্ব সমাচ্ছন্ন ॥ ৩৮

তুমি বায়ু; যম, অগ্নি, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ অতএব তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় নমস্কার, পুনর্ব্বার নমস্কার, পুনর্বার তোমাকে প্রণাম ॥৩৯

হে পূর্ণ অখণ্ড! তোমার সম্মুখ পশ্চাতে নমস্কার—তোমার সকল দিকেই নমস্কার করি। হে অপরিসীম বলসম্পন্ন! অপরিমিত পরাক্রমশালিন্! তুমি সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন করিয়াছ, সেই হেতু সর্বরূপ তোমার এই বিশ্বরূপ মহিমা না জানিয়া আমি অসবধানতানিমিত্ত অথবা প্রেমবশে সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদি হঠতাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছি, হে বিনাশবিহীন!

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।

তৎ, হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ। সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি। কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি, একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ। অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽপি, তৎসর্ব্বমপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়ম্ অচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি ॥ ৪১-৪২

টীকা—অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি; অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ; অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি। পরমেশ্বরস্যান্যস্যাভাবাৎ ত্বত্তোঽভ্যধিকং পুনঃ কুতঃ স্যাৎ। যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঃ স্বামিনম্ ঈড্যং প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি। কথম্, কায়ং

বিহার শয্যা আসন ভোজনকালে সকলের সমক্ষে অথবা একাকী পরিহাসের জন্য যে অনাদর করিয়াছি, তজ্জন্য অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪০-৪২

হে নিরুপম জ্যোতি! তুমি স্থাবর-জঙ্গম লোকসকলের পিতা এইজন্য পূজনীয় ও গুরুতর। ত্রিভুবনে তোমার সমতুল্য কেহ নাই– তোমা হইতে অধিক অন্য আর কোথায় থাকিবে? ৪৩

হে জ্যোতির্ময়! আমি ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণমনীয়, পূজ্য, স্তুতিযোগ্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, বল্লভ যেমন প্রিয়তমার অপরাধ ক্ষমা করেন,

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা, অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি। কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবন্ধুর্যথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—এবং ক্ষমাপয়িত্বা—প্রার্থয়তে—অদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। হে দেব! পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতো হৃষ্টোঽস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং, তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫

টীকা—তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ—কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। পূর্ব্বং যথা দৃষ্টবানস্মি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব। তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদি-যুক্তমেব পশ্যতীতি

তদ্রূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪৪

হে দেব! যেরূপ অগ্রে কখনও দেখি নাই, তাহা দেখিয়া আমি পুলকিত (হৃষ্ট) হইতেছি। ত্রাসে আমার মন ভীত, তজ্জন্য আমার সুখকর সেই রূপ আমাকে প্রদর্শন করাও। হে দেবাধিপ! হে বিশ্ব-নিলয়! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৪৫

আমি কিরীটবিভূষিত, হস্তে গদা ও চক্র সুশোভিত তোমাকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছি। হে সহস্রবাহো বিশ্বরূপ! সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

ন বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

অর্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

গম্যতে। যত্তু পূর্ব্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে "কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামী"তি তদ্বহুকিরীটাদ্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্যম্, তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেব তত্র বহুবচনব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ ॥ ৪৬

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জ্জুন! কিমিতি ত্বং বিভেষি? যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্; আত্মনো মম যোগাদ্ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ। পরত্বমেবাহ—তেজোময়ং বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন ন পূর্ব্বং দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭

টীকা—এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং লব্ধ্বা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ—ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাৎ, যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যতে। বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ। ন চ দানৈঃ, ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ, ন চোগ্রৈস্তপো-ভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরেবংরূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ। অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি ॥ ৪৮

টীকা—এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি, তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাস্তু, বিমূঢ়ত্বঞ্চ মাস্তু। বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য ॥ ৪৯

টীকা—এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। শ্রীবাসুদেবোঽর্জ্জুনমেবমুক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাসীত্তথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দ্দর্শয়ামাস। এনমর্জ্জুনং ভীতমেব প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্। মহাত্মা বিশ্বরূপঃ কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০

টীকা—ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদমিতি।

ভগবান্ বলিলেন,—আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়াবলে তোমার নিকটে এই জ্যোতির্ম্ময় সীমাশূন্য প্রথম অত্যুত্তম বিশ্বরূপ দেখাইলাম। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আর এ রূপ দর্শন করে নাই ॥ ৪৭

হে কুরুসত্তম! বেদপাঠ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও কঠোর তপস্যার দ্বারা ও তুমি ব্যতীত মনুষ্যলোকে কেহ আমাকে দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮

এবম্বিধ ভীষণ উগ্র আমার এই রূপ দর্শনে তোমার পীড়া ও বিমূঢ়ভাব দূর হউক। তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার চতুর্ভুজরূপ অবলোকন কর ॥ ৪৯

সঞ্জয় বলিলেন,—বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলিয়া আপনার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাইলেন। অনন্তর বাসুদেব শান্তমূর্ত্তি হইয়া পুনর্ব্বার অর্জুনকে প্রবোধিত করিলেন ॥ ৫০

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সদাপ্রসন্ন

শ্রীভগবানুবাচ।
সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তো জাতোঽস্মি ; প্রকৃতিং স্বাস্থ্যঞ্চ প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১

টীকা — স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দ্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুদুর্দ্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্। অতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং পশ্যন্তি ॥ ৫২

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি। স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৩

টীকা—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্য ইতি তত্রাহ ভক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবম্ভূতো বিশ্বরূপোঽহং, তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ, শাস্ত্রতো দ্রষ্টুং, প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈ-রূপায়ৈঃ ॥ ৫৪

টীকা—অতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারং পরমং রহস্যং শৃণ্বিত্যাহ —মৎকর্ম্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ, মমৈব ভক্তো মামে-বাশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ, নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু, এবম্ভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি নান্য ইতি ॥ ৫৫

দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্ত্যায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

মানুষরূপ দর্শন করিয়া অধুনা আমি সুস্থচিত্ত ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৫১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার এই অত্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য যে রূপ তুমি দেখিলে, দেবগণও নিত্য এই রূপ দর্শন করিবার অভিলাষ করেন ॥ ৫২

তুমি যে রূপ দর্শন করিলে এ রূপ কেহ বেদপাঠ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৩

হে পরন্তপ অর্জুন! আমাতে একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারাই এই রূপ পরমার্থতঃ অবগত হইতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪

হে পাণ্ডব! যিনি আমার জন্য কর্ম্ম করেন, আমাতে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত, আমার ভক্ত, পুত্রকলত্রাদি বিষয়সঙ্গ-বিরহিত, সকলভূতে বৈরতাবর্জ্জিত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ)

[সাকার-নিরাকারোপাসকানাং শ্রেষ্ঠত্বনির্ণয়ঃ, ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্ত, ভগবৎপ্রাপ্তপুরুষলক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

-নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ" ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্, 'কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি' ইত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্, তথা "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যাদিনা, "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তং প্রতি অর্জ্জুন উবাচ—এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততং যুক্তাস্তন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মাব্যক্তং নির্ব্বিশেষমুপাসতে, তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ॥ ১

টীকা—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি, তে যুক্ততমা মমাভিমতাঃ॥ ২

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

টীকা—তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। অক্ষরস্য লক্ষণমাহ অনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দ্দেশ্যশব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যাং যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং, সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি অব্যক্তত্বাদেবাচিন্ত্যং কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতম্ অচলং স্পন্দনরহিতম্ অতএব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৩-৪

টীকা—নমু চ তেঽপি চেৎ ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হীতরেষাং যুক্ততমত্বং কুত ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশকৃতং বিশেষমাহ — ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্ব্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশো-

দ্বাদশ অধ্যায়।

[সাকার-উপাসক ও নিরাকার উপাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় এবং ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষগণের লক্ষণবর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন,—এইরূপ নিরন্তর তোমাতে আসক্ত হইয়া যে ভক্তগণ তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করেন, আর যাঁহারা নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারা অতিশয় প্রধান? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমাতে মন আবিষ্ট করত নিত্য অনুরক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন যাঁহারা আমাকে সেবা করেন, তাঁহারাই যুক্ততম (শ্রেষ্ঠতম) এই আমার অভিমত॥ ২

এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি, সকল স্থানে, সকল দিকে, সকল বিষয়ে একমাত্র আমি আছি, 'বাসুদেব সমস্ত' এইরূপ সমান বুদ্ধিসম্পন্ন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া অবর্ণনীয়, রূপাদি বিরহিত, সর্ব্বব্যাপী, অভাবনীয় অধিষ্ঠানরূপে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিত, স্পন্দন—পরিশূন্য, ধ্রুব, নিত্য বৃদ্ধ্যাদি রহিত, অক্ষরকে ধ্যান করেন—সর্ব্বভূত কল্যাণকামী তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন॥ ৩-৪

সেই নির্গুণব্রহ্মে আসক্তচিত্তগণের নিরতিশয় পীড়া ও দুঃখ হয়, যেহেতু দেহাভিমানিগণের অব্যক্তনিষ্ঠা কষ্টের সহিতই লাভ হয়॥ ৫

যে তু সর্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

ঽধিকতরঃ, হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভি-র্দুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে। দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ।৫ মদ্ভক্তানান্ত মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ — যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্যেন ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ।৬ তেষামিতি এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সম্যগ্ উদ্ধর্ত্তা অচিরেণৈব ভবামি ॥ ৭

টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্ময্যেবেতি। ময্যেব সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু; বুদ্ধিমপি ব্যবসায়া-ত্মিকাং ময্যেব নিবেশয়। এবং কুর্ব্বন্ মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অত ঊর্দ্ধং দেহান্তে মরণান্তরং ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি; নাত্র সংশয়ঃ। তথাচ শ্রুতিঃ;—"দেহান্তে দেবস্তারকং পরং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে" ইতি ॥ ৮

টীকা—অত্রাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ—অথেতি।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১

স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনু-স্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্নং কুরু ॥ ৯

টীকা—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। যদি পুনরভ্যাসেঽপ্যসক্তোঽসি, তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি একাদশ্যুপবাসব্রতপূজাপরিচর্য্যানামসংকীর্ত্তনাদীনি তদনু-ষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব, এবম্ভূতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ১০

টীকা — অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ—অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি, তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টা-দৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং ফলানি নিয়ত-চিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি, ময়া তাবদী-শ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি। ফলং তাবৎ পুনর্দ্দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো যদি তর্হি মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১১

আর যাঁহারা আমাতে লৌকিক বৈদিক নিখিলকর্ম্ম সমর্পণ-পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে ধ্যানপূর্ব্বক সেবা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত তাঁহাদের মৃত্যুগ্রস্ত সংসার-সাগর হইতে অতিসত্বর সম্যগ্‌রূপে উদ্ধার করি ॥ ৬-৭

অতএব আমাতেই সংকল্প বিকল্পাত্মক মন স্থির কর, আমাতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিবেশ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই নিবাস করিবে ॥ ৮

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাধান করিতে না পার, তাহা হইলে নাম জপ, নামকীর্ত্তনের অভ্যাসের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে প্রযত্ন কর ॥ ৯

যদি ইহাতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ দান তপস্যা কর! আমার প্রীতিপ্রদ একাদশীর উপবাস, ব্রত, পূজা, পরিচর্য্যা সেবা নামকীর্ত্তনাদি কর্ম্ম সকল একান্তভাবে করিতে থাক—ইহার দ্বারাও মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১০

যদি ইহাও না করিতে পার, তাহা হইলে আমার শরণত্ব-আশ্রয়পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া দৃষ্টাদৃষ্ট অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ কর ॥ ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

টীকা—তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয় ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদ্‌যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি তৎপূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি। "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্মাদেবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাৎ কর্ম্মসু কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন সমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি ॥ ১২

টীকা—এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতূন্ ধর্ম্মানাহ—অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ। সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ,—উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ, হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবাদ্বৈঃ সহ সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ, ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ। সন্তুষ্ট ইতি। সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ দৃঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ে যস্য, ময্যর্পিতে মনো-বুদ্ধী যেন এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩-১৪

সম্যগ্‌জ্ঞান রহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তিসহিত উপদেশপূর্ব্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ প্রধান, ত্যাগের পরেই শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১২

সর্ব্বভূতে উত্তমে দ্বেষশূন্য, সমানগণের সহিত মিত্রতা, হীনে কৃপালু, 'আমার আমার' এ মমতা রহিত, অহঙ্কার (আমি কর্ত্তা এই অভিমান) বর্জ্জিত, সুখদুঃখে সমান ক্ষমাশীল, সতত লাভ অলাভে সুপ্রসন্নমনা, যোগপরায়ণ, সংযতচিত্ত, আমার বিষয়ে যার দৃঢ়নিশ্চয় অর্থাৎ ভগবদ্ আরাধনার দ্বারা আমি নিশ্চয়ই সংসারসমুদ্র পার হইয়া পরমানন্দ লাভ করিব এরূপ নিশ্চয়বিশিষ্ট, আমাতে অর্পিত মনবুদ্ধি যে ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। (অর্থাৎ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা আমার লীলাচিন্তাকারী এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধ্যানপরায়ণ) ॥ ১৩-১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাৎ লোকো জনঃ নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকাৎ নোদ্বিজতে যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ, তত্র হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লোভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তচিত্তক্ষোভঃ, এতৈর্বিমুক্তো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়োপস্থিতেঽপ্যর্থে নিঃস্পৃহঃ, শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোঽনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ, গতব্যথঃ আধিশূন্যঃ সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্ যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ য ইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবম্ভূতো ভূত্বা যো মদ্ভক্তিমান্, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

যাহা হইতে লোক উৎকণ্ঠিত হয় না, যিনি লোক কর্ত্তৃক ভীত হন না এবং যিনি উল্লাস, বিদ্বেষ, ত্রাস ও উৎকণ্ঠা মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৫

যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন, অনলস, পক্ষপাতবিরহিত, আধিশূন্য, দৃষ্ট অদৃষ্ট সমস্ত উদ্যমপরিত্যাগী (সংসার বিষয়ে; ভগবৎসেবা-লোককল্যাণাদিতে নয়) যিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৬

যিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় প্রাপ্ত হইলেও দ্বেষ করেন না, ইষ্টার্থ নাশেও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, পুণ্য পাপ পরিত্যাগপরায়ণ—এরূপ হইয়া যিনি আমাতে ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্ব্বণি তু ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

টীকা—কিঞ্চ সম ইতি। শত্রৌ চ মিত্রে চ সম একরূপঃ মানাপমানয়োরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ, শীতোষ্ণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কচিদপ্যনাসক্তঃ। কিঞ্চ তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ। মৌনী সংযতবাক্, যেন কেনচিৎ যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ, স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ, এবম্ভূতো মদ্ভক্তিমান্ যঃ, স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—উক্তং ধর্ম্মজাতং সফলমুপসংহরতি যে ত্বিতি। যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্ম্মমেবামৃতম্ অমৃতত্বসাধনত্বাৎ, ধর্ম্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি। যে তদুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি, শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ভবন্তি ইতি ॥ ২০

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈতদবহুবিঘ্নমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিসৎপথমাশ্রয়েৎ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

মান সম্ভ্রম কিছুতেই চিত্ত আসক্ত নয়, স্তুতি নিন্দায় সমান ভাবগ্রহণকারী, মৌনব্রতী, যথালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানশূন্য, আমাতে উত্তমরূপ নিবিষ্টচিত্ত ভক্তিমান্ মানব আমার প্রিয় ॥ ১৮-১৯

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত এই ধর্ম্মামৃত শ্রবণপুটে পান করেন, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, আমাতে অত্যন্ত আসক্ত সেই ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে ভক্তিযোগনামক দ্বাদশ অধ্যায় ॥
মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানসহিতক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ কথনম্, প্রকৃতি-পুরুষয়োশ্চ নিরূপণম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১

টীকা— "ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি নচিরাৎ পার্থ" ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং; ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-পুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে; তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ, যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরবিবিক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ — ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনশরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ, এতদ্ যো

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[জ্ঞানের সহিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় কথন এবং প্রকৃতি ও পুরুষের নিরূপণ।]

অর্জুন বলিলেন—হে কেশব! প্রকৃতি পুরুষ এবং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান জ্ঞেয় কি? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ, কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ ; তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ ॥১

টীকা—তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তিমিদানীং তস্যৈব পারমার্থিকসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুগতং মামেব বিদ্ধি "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপস্যোক্তত্বাৎ। আদরার্থমেতজ্জ্ঞানং স্তৌতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োর্যদ্বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানমিতি মম মতম্ ; অন্যত্তু বৃথা পাণ্ডিত্যং বন্ধনহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং,—তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণ্যম্। ইতি ॥২

টীকা—অত্র যদ্যপি চতুর্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেন অবিবেকঃ স্ফুট ইতি তদ্বিবেকার্থম্ "ইদং শরীরং ক্ষেত্রজ্ঞম্" ইত্যুক্তম্ ; তদেব প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া ক্ষেত্রং তৎ ক্ষেত্রং স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদিস্বভাবং, যাদৃক্ যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্ম্মকং, যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং, যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ভবতি, যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ স্বরূপতঃ যৎপ্রভাবশ্চ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎ সর্ব্বং সঙ্ক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু ॥ ৩

টীকা—কৈঃ বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্ব্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতম্। বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈশ্ছন্দোভির্বেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতং, ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি তথা ব্রহ্ম পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্। কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি। "তথা কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ, প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্যাদিতি ইতিপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈরেকবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতস্তুভ্যং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে ; তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিরিতি পদানি তৈর্হেতুমদ্ভিঃ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্ আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভির্ব্বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৪

টীকা—অত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ, বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, "শ্রোত্র-

---

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে—ইহা যিনি অবগত আছেন, তাঁহাকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকিগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন ॥ ২

হে ভারত! নিখিল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহা আমার সম্মত ॥ ৩

সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ জড় দৃশ্যাদিস্বভাব, যাদৃশ ইচ্ছাদি ধর্ম্মক, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় স্থাবর-জঙ্গমাদি ভেদের দ্বারা ভিন্ন এবং যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, আমার নিকট সংক্ষেপে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রে ধ্যান-ধারণাদি বিষয়ত্ব পুরস্কারে বিরাটাদিরূপের বহু প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন। বিবিধ বিচিত্র নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য-কর্ম্ম বিষয়ে বিভিন্ন বেদ নানা পূজনীয়

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

ত্বগ্-ঘ্রাণ-দৃগ্-জিহ্বা-বাগ্দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রি-পায়বঃ" ইতি। একঞ্চ মনঃ। ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব। শব্দাদয় আকাশাদি বিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সঙ্ঘাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্—এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বাদাত্মধর্ম্মা অপি তু মনোধর্ম্মা এব; অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব, উপলক্ষণঞ্চৈতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্। তথাচ শ্রুতিঃ "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি। অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৫-৬

টীকা—ইদানীমুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তত্ত্বজ্ঞানসাধনান্যাহ—অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্, অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্, অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্, ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্, আর্জ্জবম্ অবক্রতা, আচার্য্যোপাসনং সদ্গুরু-সেবা, শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ, তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনম্। তথাচ স্মৃতিঃ—শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম ॥" ইতি। স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ, এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্যৎ। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। অসক্তিঃ পুত্রদারাদি-পদার্থেষু প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে বা দুঃখে অহমেব সুখী দুঃখী চ ইত্যাধ্যাসাতিরেকাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্। কিঞ্চ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরেঽনন্যযোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদ-করস্তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতীঃ রত্যভাবঃ। কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ। ত্বংপদার্থবুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থং প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ, এতদমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদি-বিংশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভি-র্জ্ঞানসাধনত্বাৎ; অতোঽন্যথা অস্মদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ; অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭-১১

দেবতারূপে গীত হইয়াছে, নিশ্চিত অর্থ প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূচক তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্বাক্যসকল ও স্বরূপ লক্ষণ-বিষয়ক 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি পদের দ্বারা বহু প্রকারে কথিত হইয়াছে ॥ ৫

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত; অহঙ্কার বুদ্ধি অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয়পঞ্চক—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ শরীর চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ধৈর্য্য এই ইন্দ্রিয়াদি বিকারসহিত ক্ষেত্র তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৬-৭

আত্মশ্লাঘারাহিত্য, শঠতাহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বাহ্য মৃজ্জলাদি ও আন্তর মৈত্র করুণা মুদিতা উপেক্ষাদি ভাবশুদ্ধিরূপ শৌচ, স্থৈর্য্য, সৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে একনিষ্ঠতা, শরীর সংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অহঙ্কারপরিবর্জ্জন

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষি-শিরো-মুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

টীকা—এভিঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্ভিঃ। যজ্জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি। যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ—অনাদিমৎ। আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ। পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্মতুপ্প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ। যদ্বা অনাদীতি মৎপরঞ্চেতি পদদ্বয়ম্। মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ—ন সৎ ন চাসদুচ্যতে; বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে। নিষেধস্য বিষয়স্ত্বসচ্ছব্দেনোচ্যতে। ইদন্তু তদুভয়বিলক্ষণমবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিভির্বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মতাং তস্য দর্শয়ন্নাহ—ইতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সৎ লোকে সর্ব্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্ব্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিরুপাদিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে ইতি তথা। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ান্ আভাসয়তীতি বা। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জ্জিতম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনোঽগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি। অসক্তং সঙ্গশূন্যম্ তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বস্যাধারভূতম্। তদেব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকম্ ॥ ১৪

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ ও দোষের বারংবার আলোচনা, অনাসক্তি (পুত্রাদিতে প্রীতিপরিহার), অনভিষঙ্গ (স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ দুঃখে আপনি সুখী দুঃখী না হওয়া), ইষ্ট অনিষ্ট (অনুকূল প্রতিকূল)-লাভে সতত সমচিত্ততা ও আমাতে সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে ঐকান্তিক ভক্তি, শুদ্ধ নির্জ্জনস্থানে নিয়ত অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানে অত্যন্ত অনুরাগ, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন মোক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব আলোচনা—মৎকথিত এই অমানিত্বাদি বিংশতি-সংখ্যক জ্ঞান ইহার বিপরীত মানিত্ব দম্ভিত্বাদি অজ্ঞান, এজন্য তাহা সর্ব্বপ্রকারে ত্যাজ্য ॥ ৮-১২

যাহা জানিবার যোগ্য, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,—যে বিষয় জ্ঞাত হইয়া অমৃত (মোক্ষ) লাভ করিবে। আদিশূন্য, উৎপত্তিবিরহিত, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। তিনি সৎ কিম্বা অসৎ নন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩

সকল দিকে সকল দেশে হস্তপদ, সকল দিক্ দেশে চক্ষু শির ও মুখ, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন তিনি সম্পূর্ণ জগৎকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৪

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গাণামন্তর্বহির্জ্জলমিব অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমং যদ্ ভূতজাতং তদেব কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তদিতি। স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি। অতএব অবিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তৎ নিত্যং সন্নিহিতম্। তথা চ মন্ত্রঃ—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ইতি। এজতি চলতি। নৈজতি ন চলতি। তৎ উ অন্তিকে ইতি চ্ছেদঃ ॥ ১৫

তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ও তাহাদের বিষয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন—সমস্ত ইন্দ্রিয়পরিশূন্য, অনাসক্ত, চতুর্দ্দশভুবনের আধার-স্বরূপ, সত্ত্বাদি গুণরহিত ও সত্ত্বাদিগুণের ভোক্তা পালক ॥ ১৫

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষবিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং, কার্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিতং চ। সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদনন্যং ভবতি। তৎ স্বরূপমেবোক্তং তদ্ জ্ঞেয়ম্। ভূতানাং ভর্ত্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তৎ জ্যোতিঃ প্রকাশকং ততো "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যক্তং, তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞানে গম্যঞ্চ তদেব অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষেণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। 'ধিষ্ঠিতমি'তি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

কারণরূপ তিনি স্বকার্য্যভূত ভূতসমূহের অন্তরে বাহিরে বলয়-কুণ্ডলে স্বর্ণের ন্যায়, তরঙ্গে জলের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সব তিনি। সূক্ষ্মত্বহেতু স্পষ্টরূপে তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি অবিদ্বান্‌গণের প্রত্যগাত্মত্ব-হেতু অতি নিকটে আছেন ॥ ১৫

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসকলের কারণরূপে অভিন্ন হইলেও কার্য্যরূপে বিভিন্নের মত দৃষ্ট হন। বস্তুতঃ যেমন সমুদ্রজাত ফেনাদি সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ জগতে যাহা কিছু তিনি। তিনি স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী ও সৃষ্টিকালে নাম-রূপে উৎপত্তিশীল তিনি ব্রহ্ম ॥ ১৬

তিনি সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক, অন্ধকারের (অজ্ঞানের) পরপারে স্থিত। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যাপ্ত জ্ঞান, তিনিই রূপাদি আকারে জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞানসাধনের দ্বারা লভ্য সমস্ত ভূতের হৃদয়ে অপ্রচ্যুতস্বরূপে নিয়ন্তারূপে বিরাজমান ॥ ১৭

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

—উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং, তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং, জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভির্বিস্তরেণোক্তং, সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্। এতচ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮

টীকা—তদেবং 'তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চে'ত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীন্তু 'যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। স চ যো যৎপ্রভাবশ্চে'ত্যেতৎ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। অত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমত্ত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাদতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি। অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বম্ পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব। তত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চ অনাদিত্বং নিত্যত্বঞ্চ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌ভাষ্যকৃদ্ভিরতিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন, গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্ বিদ্ধি ॥ ১৯

এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। আমার ভক্ত ইহা অবগত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন (মুক্ত হন) ॥ ১৮

কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

টীকা—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি — কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরম্, কারণানি সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি, তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষো জীবস্তু তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ — যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বম্, তচ্চ চেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি, বহ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনং বায়োস্তির্য্যগ্‌গমনম্, বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে, ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনম্, তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে ইতি ॥ ২০

টীকা—তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথমিত্যত্রাহ—পুরুষ ইতি হি। যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্য্যদেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ, অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে। অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু, অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু, যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২১

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩

টীকা—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারো ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব ন তদ্‌গুণৈর্যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ,—যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্‌ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ, তথা অনুমন্তা—অনুমোদিতেব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ। "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধায়কঃ চোক্তঃ ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি স ব্রহ্মাদীনামধিপতিরিতি চ পরমাত্মা অন্তর্য্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ,—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপালঃ" ইত্যাদি ॥ ২২

টীকা—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—য এবমিতি। এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমভিলঙ্ঘ্য বর্ত্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে। মুচ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৩

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিকার সকলকে গুণপরিণাম, সুখ-দুঃখ মোহাদি প্রকৃতিসম্ভূত অবগত হইবে ॥ ১৯

কার্য্য—শরীর, কারণ—সুখদুঃখাদি সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ। তাহাদের কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতি হেতু, আর পুরুষ জীব তাহার কৃত সুখদুঃখ ভোক্তৃত্বে কারণ বলিয়া জানিবে। চৈতন্যের অধিষ্ঠিতত্বহেতু যেমন অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তির্য্যগ্ গমন, বৎসের অদৃষ্টবশে স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ, এবম্বিধ পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতির কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব—সুখদুঃখ সংবেদন যাহা তাহা চেতন ধর্ম্মই ; তাই প্রকৃতির সন্নিধানহেতু পুরুষের ভোক্তৃত্ব ॥ ২০

অতএব পুরুষ (প্রকৃতি) কার্য্য-দেহে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত সুখদুঃখাদি ভোগ করেন আর এই পুরুষের দেব ও তির্য্যগাদি যোনিতে জন্মবিষয়ে শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গই কারণ ॥ ২১

এই (প্রকৃতি) কার্য্যশরীরে বর্ত্তমান পুরুষ ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত হন না। উপদ্রষ্টা, (সমীপে সাক্ষীর মত দর্শন করেন) ও অনুমন্তা সন্নিধিমাত্রে অনুগ্রাহক এবং ঐশ্বরিকরূপে থাকিয়া বিধায়ক ও পালক—ব্রহ্মাদির অধিপতি আর অন্তর্য্যামী ॥ ২২

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর-জঙ্গমম্।

টীকা — এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ — ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেনাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা আত্মনি দেহ এব আত্মনা মনসা এনমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি, অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেন, অপরে চ কর্ম্মযোগেন পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্ত্বনিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ॥২৪

টীকা—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ— অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবম্ভূতমুপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মনাং সাক্ষাৎকর্ত্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫

টীকা—তত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ— যাবদিতি, যাবদধ্যায়সমাপ্তি। যাবৎ যৎ

যিনি এইরূপ পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত আছেন, তিনি সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করত বর্ত্তমান থাকিলেও মুক্তিলাভ করেন। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে 'আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আত্মা জ্যোতির্ময় নাদাত্মক ওঙ্কার' এরূপভাবে অনুক্ষণ ওঁকার নাদে অবস্থিত— তাঁহার পক্ষে কোন বিধি-নিষেধ নাই। তিনি নিত্যমুক্ত ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি ॥ ২৪

কেহ ধ্যানাবলম্বনে মনের দ্বারা হৃদয়কমলস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, অপরে কেহ কেহ 'প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন' এই বিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন, আর অন্য কর্মযোগিগণ (নিষ্কাম কর্মযোগিগণ) কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ॥ ২৪

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সত্ত্বমুৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাদবিবেককৃতাত্তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬

টীকা—অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কুত ইত্যত আহ—সমং পশ্যন্নিতি। সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে সমং সমবস্থিতং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাদাত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যস্ত্বেবং ন পশ্যতি, স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথাচ শ্রুতিঃ,— "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥" ইতি ॥ ২৮

আর অপর কেহ এই সমস্ত না জানিয়া আচার্য্যগণের মুখে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করত আত্মাকে উপাসনা করেন। তাঁহারাও শ্রদ্ধাসহকারে উপদেশ শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ২৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু বস্তুমাত্র সমুৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অবিবেককৃত অভেদ অধ্যাস-(আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তুজ্ঞান) হেতু হইয়া থাকে—বিদিত হইবে ॥ ২৬

চরাচরাত্মক সমস্তভূতে, নির্ব্বিশেষ সদ্রূপে সমভাবে অবস্থিত বিনাশী নিখিল বস্তুতে বিনাশবিহীন পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দেখিয়া থাকেন ॥ ২৭

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

টীকা—নমু শুভাশুভকর্মকর্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্বশঃ সর্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাত্মানঞ্চাকর্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৯

টীকা—ইদানীং তু ভূতানামপি প্রকৃতিভাবমাত্রত্বেনাভেদাদ্ভূতভেদকৃতমপ্যাত্মনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ—যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবর-জঙ্গমানাং পৃথগ্‌ভাবং ভেদম্ পৃথক্ত্বম্ একস্থম্ একস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি আলোচয়তি। তত এব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিভাবমাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি ব্যেতি বিনাশমেতি, যচ্চ গুণবদ্বস্তু তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি, অয়ং তু পরমাত্মা অনাদির্নির্গুণশ্চ; অতোঽব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ। তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি, ন চ কর্মফলৈর্লিপ্যত ইতি ॥ ৩১

টীকা—তত্র হেতুঃ সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা সর্বত্র পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে, তথা সর্বত্র উত্তমে মধ্যমেঽধমে বা দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দোষগুণৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অসঙ্গত্বাল্লেপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্মৈর্ন যুজ্যতে ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৩

সকল দিক্, দেশ ও কালে এবং সকল বিষয়ে সমানভাবে উত্তমরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অবিদ্যার দ্বারা সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে আচ্ছাদিত করত বিনাশ করেন না, অতঃপর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

যিনি নিখিল কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে ও আত্মা কোন কর্ম করেন না—দ্রষ্টামাত্র অকর্তা এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ নিরীক্ষণ করেন ॥ ২৯

যখন স্থাবর জঙ্গম ভূতগণের প্রভেদ একমাত্র ঈশ্বর শক্তিরূপা প্রকৃতিতে প্রলয়কালে স্থিত আলোচনা করেন এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতি হইতে ভূতসমূহের বিস্তার দেখেন, তখন যাহা কিছু সমস্তই প্রকৃত সুবর্ণ বলয় কুণ্ডলাদি সুবর্ণ দর্শনের ন্যায় ভূতসকলের অভেদ অবলোকনপূর্বক ব্রহ্ম হইয়া যান ॥ ৩০

হে কৌন্তেয়! অনাদিত্ব (আদিশূন্যত্ব), নির্গুণত্ব (সত্ত্বাদিগুণ রহিতত্ব) হেতু এই অব্যয় সর্ববিকারশূন্য আত্মা শরীরে অবস্থান করিয়াও কিছুই করেন না এবং কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ৩১

যেরূপ সর্বব্যাপী পঙ্কাদিতে স্থিত আকাশ সূক্ষ্মত্ব ও অসঙ্গত্বহেতু পঙ্কাদির দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে অবস্থিত আত্মা দৈহিক দোষ-গুণের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয় না ॥ ৩২

হে ভারত! যেরূপ একমাত্র আদিত্য অখিল লোক প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৪

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেক-জ্ঞানলক্ষণেন, চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা চেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ভীষ্মপর্বণি তু সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতি-পূরুষৌ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩

উক্ত প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং প্রাণিগণের প্রকৃতি সকাশ হইতে মোক্ষের উপায় ধ্যান সাংখ্যযোগ, নিষ্কাম কর্ম-যোগাদি যাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানমহিমকথনম্, প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং জগদুৎপত্তেঃ, সত্ত্ব-রজস্তমসাং গুণত্রয়াণাং, ভগবৎপ্রাপ্তেরুপায়স্য গুণাতীতস্য লক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

পর ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২

টীকা—পুম্প্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে॥

'যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ' ইত্যুক্তং স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্ব্বকং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসার-বৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবম্ভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি—শ্রীভগবানুবাচ পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমাত্ম-নিষ্ঠং জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথম্ভূতম্? জ্ঞানানাং তপঃ-কর্ম্মাদি-বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্বে ইতো দেহ-বন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞান-মুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষু উৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে, তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি প্রলয়-দুঃখানি নানুভবন্তি পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ॥ ২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[জ্ঞানমহিমাকথন, প্রকৃতি-পুরুষকর্তৃক জগতের উৎপত্তি, সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং গুণাতীতের লক্ষণসমূহের বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! পুনরায় তোমাকে তপস্যা কর্মাদিবিষয়ক জ্ঞান হইতে উত্তম প্রধান পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান উপদেশ করিব, যাহা অবগত হইয়া সংলীন-মানস মুনিগণ মরণের পর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন॥ ১

এই জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহারা আমার স্বরূপলাভ করিয়াছেন, সৃষ্টিকালেও আর সমুৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ের দুঃখ অনুভব করেন না॥ ২

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

টীকা—তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং, ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চানবচ্ছিন্নত্বান্মহৎ, বৃংহণত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্ বা ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তন্মহদ্‌ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থান°, তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি। প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩

টীকা—ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠানেনাভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যামযং ভূতোৎপত্তিপ্রকারঃ, অপি তু সর্ব্বদৈবেত্যাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্ত্তয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্ত্তীনাং মহদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনির্মাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য

হে ভারত! মহদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতি আমার গর্ভাধান স্থান, তাহাতে আমি জগদ্‌বিস্তারহেতু চিদাভাস নিক্ষেপ করি, তারপর ব্রহ্মাদি নিখিল ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩

হে কৌন্তেয়! মনুষ্যাদি সকল যোনিতে স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা যে সমস্ত মূর্ত্তি (কায়) সমুৎপন্ন হয়, সেই কায়সকলের মায়ানাম্নী আমার প্রকৃতি যোনি—কারণ, মাতৃস্থানীয়া আর আমি গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪

হে মহাবাহো! সত্ত্ব রজ তম এই প্রকৃতিসঞ্জাত গুণত্রয় গুণসাম্য প্রকৃতি তাহার নিকট হইতে পৃথক্‌ভাবে অভিব্যক্তা হইয়া প্রকৃতি কার্য্য শরীরে অভেদভাবে স্থিত আত্মা চিদংশকে

নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

সংসারং প্রপঞ্চয়তি—সত্ত্বমিত্যাদিভিশ্চতুর্দশভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেব সংজ্ঞকাঃ ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্‌ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্ত নিবধ্নন্তি, স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

টীকা—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ—তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরম্ অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি, প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি। হে অনঘ! নিষ্পাপ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি; অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণা অপ্রাপ্তেঽর্থে অভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতিবিশেষাসক্তিস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্-

বাস্তবিক নির্ব্বিকার থাকিলেও বন্ধন করে অর্থাৎ স্বকার্য্য সুখদুঃখ মোহাদির দ্বারা সংযোজিত করে ॥ ৫

সেই গুণসকলের মধ্যে নির্মলত্ব স্বচ্ছত্বহেতু স্ফটিকের ন্যায় প্রকাশক, ভাস্বর, অনাময় উপদ্রবশূন্য, শান্ত, শান্তত্বহেতু সুখে যে সঙ্গ তাহার দ্বারা প্রকাশকত্ব হেতু, জ্ঞানে যে সঙ্গ তাহার দ্বারা বন্ধন করে অর্থাৎ 'আমি সুখী জ্ঞানী' এই মনোধর্মসকল ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজিত করে ॥ ৬

হে কৌন্তেয়! অনুরাগজনক রজোগুণ অপ্রাপ্ত অর্থে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন জানিবে। কর্মের আসক্তি দেহীকে কর্মে সংযোজিত করিয়া থাকে ॥ ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

ভবোঽস্মাৎ তত্রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনা-সক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি; তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মস্বাসক্তি-র্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—তম ইতি। তমস্তু অজ্ঞানাজ্জাতম্ আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্; অতএব প্রমাদেন আলস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্নাতি। তত্র প্রমাদোঽনবধানম্, আলস্যমনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদাল্লয়ঃ ॥ ৮

টীকা—সত্ত্বাদীনামেবং স্বস্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি। দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ; এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি, তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি, উত অপি আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯

টীকা—তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত দেহিগণের মোহজনক জানিবে। সেই তমঃ প্রমাদ (অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রবৃত্তি), আলস্য (সামর্থ্য সত্ত্বেও কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি) ও নিদ্রার দ্বারা দেহীকে নিবেশিত বদ্ধ করে ॥ ৮

হে ভারত! সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে সত্ত্বপরিণামরূপ প্রীত্যাত্মক চিত্তবৃত্তিবিশেষে সংযোজিত করে, রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া কর্ত্তব্যে অকর্ত্তব্যবুদ্ধিতে তাহা হইতে নিবৃত্তিরূপ অনবধানে প্রযোজিত করে ॥ ৯

হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি, ততঃ স্বকার্য্যে সুখে জ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় উদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাকর্ম্মাদৌ সংযোজয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয় উদ্ভবতি, ততশ্চ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—ত্রিভিঃ। সর্ব্বদ্বারেষ্বিতি অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে উৎপদ্যতে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাদ্ জানীয়াৎ। উৎশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে জায়মানেঽপি পুনঃ পুনর্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা, কর্ম্মণামারম্ভো গৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ, অশম ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে এতৈর্লিঙ্গৈ রজোগুণস্য বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২

অদৃষ্টবশে উদ্ভূত হয়, রজও সত্ত্ব এবং তমোগুণকে, তমোগুণ সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১০

যখন শরীরে শ্রোত্রাদি সকল দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত হইয়াছে জানিবে ॥ ১১

হে ভরতর্ষভ! লোভ (অতি তৃষ্ণা—প্রাপ্ত বিষয়ে অলংবুদ্ধি রাহিত্য), প্রবৃত্তি (রাগজন্য রাগবিষয়ক গুণ) গৃহাদি কর্ম্মারম্ভ, ইহার ইহা করিব কেবল এইরূপ সংকল্প-বিকল্প কারণ ও দৃষ্টবস্তু মাত্র গ্রহণেচ্ছা রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে এই চিহ্নসকল সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যম্, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি বিবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি চিহ্নানি জায়ন্তে। এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—মরণসময় এব বৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি, তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি উপাসত ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং, নির্ম্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি। রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ;

হে কুরুনন্দন! বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম, কর্ত্তব্য অর্থে অনুসন্ধানরাহিত্য, মিথ্যাভিনিবেশ তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে এইসব চিহ্ন প্রকাশ হয় ॥ ১৩

মরণসময়ে যদি সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে জীব হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকগণের গম্য প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪

এবং রজোগুণ বিবর্দ্ধিত হইলে দেহত্যাগকারী মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যে দেহত্যাগ করে, সে ব্যক্তি পশু-আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৫

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদ-মোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

কর্ম্মফলকথনস্য প্রাকৃতত্বাৎ তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ,—তমস ইতি তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ, —সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণঞ্চ "নিয়তং সঙ্গরহিতম্" ইত্যাদিনাষ্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬

টীকা—তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্ জ্ঞানং সঞ্জায়তে, অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, ততস্তামসস্য কর্ম্মণোঽজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বপ্রবৃত্তিপ্রধানা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাত্তুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ, তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি, তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষু উৎপদ্যন্তে ॥ ১৮

বিদ্বান্‌গণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ বলিয়া থাকেন, আর রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান মোহ ॥ ১৬

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান প্রমাদ মোহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭

সত্ত্বগুণস্থ মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, রাজসিকগণ মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়, নিকৃষ্ট তমোগুণের মোহাদিতে স্থিত তামসিকগণ তমোবৃত্তির তারতম্য অনুসারে তামিস্রাদি নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০
অর্জুন উবাচ।
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১
শ্রীভগবানুবাচ।
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩

টীকা—তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারং প্রপঞ্চমুক্ত্বা ইদানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি, অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি, স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—গুণানিতি। দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্ব্বিমুক্তঃ সন্নমৃতম্ অশ্নুতে পরমা [ব্রহ্মা]-নন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০

টীকা—গুণানেতানতীত্য অমৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারং গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সম্যগ্‌বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈরাত্মন্যুৎপন্নৈঃ চিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ, ক আচারো যস্যেতি কিমাচারঃ কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্য বর্ত্ততে, তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১

টীকা—যস্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশঞ্চেত্যাদি ষড়্‌ভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যম্, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যম্, মোহঞ্চ তমঃকার্য্যম্, উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি সন্তি; দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২

টীকা—তদেবং স্বসংবেদ্যং তস্য গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যেতস্যোত্তরমাহ—উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্যো ন বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যাবতে, অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে এতৈর্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি। পরস্মৈপদমার্ষম্। নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩

যখন বিদ্বান্ বুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত গুণসকল হইতে কার্য্যের অপর কর্ত্তা দর্শন করেন এবং গুণসমূহ হইতে অতিরিক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মাকে বিদিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন, আর দেহসঞ্জাত এই সমুদয় গুণকে উল্লঙ্ঘন করত জন্মমৃত্যুজরা দুঃখ হইতে বিশেষরূপে মুক্তিলাভপূর্ব্বক দেহী ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন ॥ ১৯-২০

অর্জুন বলিলেন,—হে প্রভো! কি চিহ্নের দ্বারা জানা যায় যে জীব ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়াছে? তাহার আচার কি প্রকার? এবং কিভাবে তিনি এই তিন গুণকে অতিক্রম করেন? ২১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডব! জ্ঞানাত্মক প্রকাশরূপ সত্ত্বকার্য্য ও সতত কার্য্যচেষ্টারূপ রজঃকার্য্য ও মমত্ব-বুদ্ধিরূপ তমঃকার্য্য সকল সমুদ্‌যুক্ত হইলে, যিনি দুঃখ বুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না, এ সকল নিবৃত্ত হউক—সুখ বুদ্ধিতে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি নিরুৎসুক পক্ষপাতশূন্যভাবে উপবিষ্ট, অনুদ্‌যোগী হইয়া গুণসকল কর্ত্তৃক বিচালিত (বিক্ষুব্ধ, স্বরূপচ্যুত) হন না, আরও

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

টীকা—অপি চ সমেতি। সমে সুখদুঃখে যস্য, যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য, তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য। ধীরো ধীমান্, তুল্যা নিন্দা চ আত্মনঃ সংস্তুতিশ্চ যস্য ॥ ২৪

টীকা—অপি চ মানেতি, মানে অপমানে চ তুল্যঃ, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ। সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স এবম্ভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫

টীকা — কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ — মাঞ্চেতি। চশব্দোঽবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ ঐকান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬

'গুণসকল স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই'—এই বিবেক দ্বারা নীরবে থাকেন, কোন রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন না, যিনি সুখদুঃখ সমান, স্বরূপে অবস্থিত, মৃৎখণ্ড প্রস্তর ও সুবর্ণে এবং সুখদুঃখের হেতুভূত প্রিয় অপ্রিয় সমজ্ঞানসম্পন্ন, ধীর ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিমান্, গম্ভীর, স্বীয় নিন্দা-স্তুতিতে, মান-অপমানে, শত্রু এবং মিত্র উভয় পক্ষে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, দৃষ্ট অদৃষ্ট—ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয় সমস্ত উদ্যম পরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। গুণাতীত এবম্বিধ লক্ষণাক্রান্ত হন ॥ ২২—২৫

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি। হি যস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদেবেত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ। তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্ যুক্তমেবোক্তং 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিতভবাম্বুধিম্।
সুখং তরতি তদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

যিনি আমাকেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা ভজনা করেন তিনি এই গুণসমূহ উত্তমরূপে অতিক্রমপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন, যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি—আকৃতি, আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, ঘনীভূত প্রকাশ, সর্ব্ব বিকারশূন্য, আদ্যন্তরহিত মোক্ষের ও পুনরুত্থানশূন্য ধর্ম্মের এবং পরিপূর্ণ সুখের প্রতিমা (ছবি, প্রতিরূপ) ॥ ২৬।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতেমধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥
মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ)

[সংসারবৃক্ষস্য, ভগবৎপ্রাপ্তেরুপায়স্য, জীবাত্মনঃ, স্বপ্রভাবস্য পরমেশ্বরস্য, ক্ষরাক্ষরয়োঃ পুরুষোত্তমস্য চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

টীকা—বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।

বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে 'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে' ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তম্, ন চৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বা বিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসারস্বরূপং বৃক্ষরূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন্—শ্রীভগবানুবাচ ঊর্দ্ধ্বমূলমিতি। ঊর্দ্ধ্বমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমঃ মূলং যস্য তম্। অধ ইতি। ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে। তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তং বিনশ্বরত্বেন শ্বঃপ্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাহুঃ। "ঊর্দ্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলশরীরঃ শ্রীনারায়ণঃ ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ অতএব বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্তূয়তে ॥১

পঞ্চদশ অধ্যায়

[সংসারবৃক্ষের ভগবৎপ্রাপ্তি-উপায়ের, জীবাত্মার, তেজোময় পরমেশ্বরের ও ক্ষর-অক্ষরযুক্ত পুরুষোত্তমের বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ কহিলেন—সংসার-প্রপঞ্চের মূল—ঈশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম নারায়ণ। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহার শাখাস্থানীয়। সেই সংসার-বৃক্ষ বিনশ্বর প্রবাহরূপে নিত্যও বটে। বেদসমূহ তাহার পত্র, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ। শ্রীনারায়ণ সংসার-বৃক্ষের মূল, তাঁহাকে বেদোক্ত কর্ম্মের দ্বারা অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য ইহা বুঝিয়া যিনি ভগবদ্ আরাধনার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা। ১

অধশ্চোর্দ্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।

অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি

কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

টীকা—কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাঃ তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ বিস্তারং গতাঃ, সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধ্বং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জ্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়াঃ রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ; প্রশাখাস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ চশব্দাদূর্দ্ধ্বঞ্চ মূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব। ইমানি ত্ববান্তরমূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি তেষাং কার্য্যমাহ—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি ইতি। কর্ম্ম এব অনুবন্ধি অনন্তরভাবি যেষাং তানি ঊর্দ্ধাধোলোকেষু উপভুক্তং তত্তদ্ভোগবাসনাদিভির্হি কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি; এতস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু। অতো মনুষ্যলোকে ইত্যুক্তম্ ॥ ২

সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের সত্ত্বাদি বৃত্তির দ্বারা (জল সেচনের ন্যায়) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রূপাদি বিষয় পল্লব। ইন্দ্রিয়বৃত্তি শাখা অধোদিকে ও ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবর্ত্তি মূলসকল অধোদিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

টীকা—কিঞ্চ ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা উৰ্দ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে। যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরবচ্ছেদ্যোঽনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ — অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলম্ অত্যন্তং বদ্ধমূলং সন্তম্ অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্-বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্‌কৃত্য। তত ইতি। ততস্তস্য মূলভূতং তৎ পদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যম্, অন্বেষ্টব্যম্। কীদৃশম্? যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবৰ্ত্তন্তি নাবৰ্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমেবাহ—তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিস্তৃতা, তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪

ইহলোকে এই সংসার-বৃক্ষের রূপ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ তাঁহার অন্ত (শেষ), আদি ও স্থিতির প্রতীতি হয় না। অতিশয় বদ্ধমূল এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে অহং মমতা ত্যাগরূপ শস্ত্রের (সম্যগ্ বিচারের) দ্বারা ছেদন-পূর্ব্বক তাহার মূলীভূত সেই বৈষ্ণবপদ অন্বেষণ করা কৰ্ত্তব্য। যেস্থানে গমন করিলে পুনরায় কেহ প্রত্যাবৃত্ত হয় না, যেস্থান হইতে এই সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদিভূত পুরুষের শরণাগত হই, এইরূপ একান্ত ভক্তিসহকারে অন্বেষণ করিতে হয় ॥ ৩-৪

অহঙ্কার মিথ্যাভিনিবেশবিরহিত, পুত্রকলত্রাদি সঙ্গরূপ দোষবিহীন, আত্মজ্ঞানে অত্যাসক্ত, কামনাপরিশূন্য, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত অবিদ্যাবিহীন হইয়া সেই সর্ব্ববিকার-বিবর্জিত পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫
ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম ॥ ৬
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ—নির্ম্মানেতি। নির্গতৌ মান-মোহৌ অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরনিষ্ঠিতাঃ। বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি তৈর্বিমুক্তাঃ, অত এবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি। তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। যৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবৰ্ত্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশবিষয়ত্বেন জড়ত্ব-শীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ ॥ ৫-৬

টীকা—নন্বু চ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবৰ্ত্তন্তে, তর্হি "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সুষুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশো যোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ

যে পরমপদে গমন করত যোগিগণ প্রত্যাবৃত্ত হন না, সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি যাহা প্রকাশিত করিতে পারেন না, তাহাই আমার পরম ধাম ॥ ৬

আমারই এই নিত্যসিদ্ধ অংশ অবিদ্যা কর্তৃক জীবরূপে পরিণত হইয়া সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীনভাবে স্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

অসৌ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারে ভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্! অয়ম্ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎ-প্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যয়াবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে। তদুক্তম্—"অব্যাক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি" ইত্যাদিনা। অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্ন-বিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানী-ন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি, বিদুষাস্তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তেন বৃত্তিরিতি ॥৭

টীকা—তান্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যাহ্—শরীরমিতি। যৎ যদা শরীরান্তরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদুৎ-ক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরা-দেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্ যাতি। শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ—আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮

টীকা—তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চা-ন্তঃকরণমধিষ্ঠায় আশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঙ্ক্তে ॥ ৯

টীকা—নন্বু কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতব্যতিরেকেণ এবম্ভূত-মাত্মানং সর্ব্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ—উৎক্রামন্ত-মিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদি-যুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০

টীকা—দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষ্বপি কেচিদেব পশ্যন্তি, কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যতন্ত ইতি। যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানাঃ যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মা-নমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি, শাস্ত্রাভ্যা-সাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্ব্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অত এবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১

টীকা—তদেবং 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ' ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং তৎপ্রাপ্তানাঞ্চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা। তত্র চ সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতি-রিক্তং দর্শিতম্। ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্ত-শক্তিত্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদি-চতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি, তৎ সর্ব্বং তেজো মদায়মেব জানীহি ॥ ১২

এই ঈশ্বর যে শরীর প্রাপ্ত হন, যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, তখন বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ-সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ পূর্ব্বশরীর হইতে মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮

এই জীব শ্রোত্র চক্ষু ত্বক্ রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে এবং মনে অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥৯

অবিবেকী বিমূঢ়গণ দেহ হইতে দেহান্তর গমনকারী, সেই দেহেই স্থিত অথবা বিষয়ভোগ নিরত, ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না; জ্ঞানরূপ চক্ষুবিশিষ্ট বিবেকিসকল দর্শন করেন ॥ ১০

প্রযত্নকারী যোগিসমূহই এই আত্মাকে শরীরে অবস্থিত দেখিতে পান। কিন্তু অবিশুদ্ধ চিত্ত অজ্ঞানিগণ যত্নবান্ হইয়াও এই আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না ॥ ১১

আদিত্যে অবস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সে তেজ আমার-ই অবগত হইবে ॥১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথিবীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥১৩

টীকা—অহমিতি। বৈশ্বানরো জঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্যান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাঞ্চ তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ ·প্রাণিভির্ভুক্তং, ভক্ষ্যং ভোজ্যং, লেহ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যং, যত্তু জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি, তল্লেহ্যম্। যত্তু দংষ্ট্রাভির্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যত ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধভেদঃ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্। অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি। জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতাদিরূপেণাহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকশ্চ জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদহমেব ॥ ১৫

টীকা—ইদানীং 'তদ্ধাম পরমং মম' ইতি যদুক্তং স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং তৎ দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটঃ শিলারাশিঃ। পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স ত্বক্ষরঃ পুরুষঃ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

টীকা—যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি। উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ। পরমত্বেনাক্ষরাচ্চেতনাদ্ ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হৃদয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি ॥ ১৭

আমি বলের দ্বারা এই ধরণীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত-সকলকে ধারণ করিয়া আছি এবং রসময় নিশাকর হইয়া ঔষধীসকল সংবর্দ্ধিত করি ॥ ১৩

আমি জঠরাগ্নি (বৈশ্বানর) হইয়া প্রাণিগণের শরীর মধ্যে স্থিত হইয়া তাহার উদ্দীপক প্রাণ ও অপানের সহিত ভূতগণের ভুক্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি ॥ ১৪

আমি সমস্ত ভূতের হৃদয়ে সম্যগ্ অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট এইজন্য আমা হইতে প্রাণিমাত্রে পূর্ব্বানুভূতি অর্থ বিষয়িণী স্মৃতি ও বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ উৎপন্ন জ্ঞানও হয় এবং উভয়ের অভাবও হইয়া থাকে, সকল বেদের দ্বারা সেই সেই দেবতারূপে আমিই জ্ঞাতব্য; বেদান্তকৃৎ বেদান্ত-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরু আমিই এবং আমিই বেদার্থকর্ত্তা ॥ ১৫

ক্ষর ও অক্ষর নামক দুইটী পুরুষ জগতে বিখ্যাত। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকলের শরীর, আর দেহ নষ্ট হইলেও পর্ব্বতের ন্যায় নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত কূটস্থ চেতন ভোক্তাই অক্ষর পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ১৬

এবং অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা নামে উক্ত হন, যিনি ঈশ্বর ও সর্ববিকার বিরহিত হইয়া লোকত্রয়ে সমস্ত হৃদয়ে আবেশপূর্ব্বক (আবিষ্ট হইয়া) পালন করিয়া থাকেন ॥ ১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

টীকা—এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ, অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ, অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথাচ শ্রুতিঃ,—"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি" ইত্যাদি ॥ ১৮

টীকা—এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবম্ উক্তপ্রকারেণাসম্মূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি। ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং, ন তু পুনর্ব্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রম্। হে অনঘ! ব্যসনশূন্য! অতএবৈতন্মদুক্তং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্-জ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ—যোঽপি কোঽপি। হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥২০

সংসারশাখিনং ছিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যং পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

যেহেতু আমি ক্ষর জড়বর্গ হইতে অতিক্রান্ত এবং অক্ষরচেতন বর্গ হইতেও উত্তম, এইজন্য লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত ॥ ১৮

হে ভারত! যিনি এইরূপ মোহবিরহিত হইয়া পুরুষোত্তম আমাকে বিদিত হন, তিনি কায়মনোবাক্যদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

হে নিষ্পাপ ভারত! এই সংক্ষেপে গুহ্যতম অতি রহস্যপূর্ণ শাস্ত্র আমি বলিলাম (মাত্র এই অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোক নহে), অতএব মৎকথিত ইহা অবগত হইলে যে কেহ বুদ্ধিমান্ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতেমধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ)

[ফলসহিতদৈবাসুর-সম্পদাং বর্ণনম্, শাস্ত্রবিপরীতাচরণানাং ত্যাগায়, তদনুকূলাচরণামনুষ্ঠানায় চ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেরণা]

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

টীকা—আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা
দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং
তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে ॥"

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্তম্, তত্র ক এতত্তত্ত্বং বুধ্যতে। কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ,—"ভারো যো যেন বোঢব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা। যদা কস্তস্য বোঢেতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণম্ ॥" ইতি। তত্রাধিকারিবিশেষণীভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—শ্রীভগবানুবাচ অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ, সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা। দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদের্যথোচিতং সংবিভাগঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ। স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদির্জপযজ্ঞঃ বা। তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শরীরাদি, আর্জ্জবমবক্রতা। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্। সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদার্য্যম্, শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জ্জনমপৈশুনং, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং লোভাভাবঃ। অবর্ণলোপস্ত্বার্ষঃ। মার্দ্দবং মৃদুত্বম্ অক্রূরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপল্যং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম্। কিঞ্চ তেজঃ ইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ক্ষমা পরিভবাদিষূৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ, ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসীদতশ্চিত্তস্য স্থিরীকরণম্, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ, অদ্রোহো জিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভাবো নাতিমানিতা; এতান্যভয়াদিনী ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি লক্ষণানি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১-৩

টীকা—আসুরীং সম্পদমাহ—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। দর্পো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্যৌৎসুক্যম্, অভিমানো ব্যাখ্যাত এব, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং

ষোড়শ অধ্যায়

[ফলের সহিত দৈব ও আসুরসম্পদসমূহের বর্ণন এবং শাস্ত্রবিপরীত আচরণসকলের ত্যাগের জন্য ও তদনুকূল আচরণসকলের অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ভারত! অভয়, চিত্তের সুপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়ে সম্যগ্ অবস্থিতি—পরিনিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (মোক্ষশাস্ত্র পাঠ), তপস্যা, সারল্য, কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ, যথার্থ ভাষণ, লোকহিত, রোষরাহিত্য, ঔদার্য্য, শান্তি—উপরতি, পরদোষ কথন পরিহার, ভূতগণে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুত্ব, অকার্য্যে লজ্জা, চাপল্যরহিত, ব্যর্থক্রিয়া ত্যাগ, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, অনিষ্টাচরণ না করা, আপনার পূজ্যত্ব অভিমানহীনতা, যাঁহারা দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করত জন্মগ্রহণ করেন, সেই ভাবী কল্যাণময় পুরুষের এই ষড়্বিংশতি প্রকার দৈবী সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। ১-৩

হে পার্থ! ধর্ম্মধ্বজিত্ব (ধর্ম বিদ্যাদি নিমিত্ত চিত্তের ঔৎসুক্য, 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই বুদ্ধি), কোপ, নিষ্ঠুরত্ব, অবিবেক এই আসুরী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা এই সকল প্রাপ্ত হয়। ৪

দৈবী সম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯

নিষ্ঠুরত্বম্। অজ্ঞানমবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্। অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পৎ তামাসুরীমভিলক্ষ্য জাতস্যেতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ॥ ৪

টীকা—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী, আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং সংসারীত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুত্বা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচিত্তমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি—হে পাণ্ডব! মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি ॥ ৫

টীকা—আসুরী সম্পৎ সর্ব্বাত্মনা বর্জ্জয়িতব্যেত্যেত-দর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাচ্ছৃণু। আসুর-রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্। অতো 'রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা' ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্তপ্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৬

টীকা—আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিঞ্চে-ত্যাদিদ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি, অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭

টীকা—নন্বু বেদোক্তয়োর্ধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিঞ্চ কথং ন বিদুঃ ? কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ। কথং বা শৌচাচারাদি-বিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতিবর্ত্তেরন্, ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাদত আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ। বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ, স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগত উৎপত্তিং বদন্তীত্যত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরম্ অপরস্পরতোঽন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ। কিমন্যৎ কারণমস্য ? নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ, কিন্তু কামহৈতুকমেব স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যাহুরিত্যর্থঃ ॥ ৮

টীকা—কিঞ্চ এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্প-বুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯

দৈবী সম্পদ্—দেবযোগ্যা সাত্ত্বিকী সম্পদ মোক্ষের হেতু আর আসুর সম্পদ সংসারের কারণ। হে পাণ্ডব! শোক করিও না যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৫

হে পার্থ! ইহলোকে দৈব ও আসুর—সৃষ্টি এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে দৈব বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছি, আসুর সৃষ্টির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৬

অসুর-প্রকৃতি জনগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা অধর্ম্মে নিবৃত্তি অবগত নয়, তাহাদের শৌচ মলনিরসন করচরণাদি প্রক্ষালনাদি ব্যাহ্যান্তর শুদ্ধি নাই, শাস্ত্রবিহিত আচার নাই এবং যথার্থ ভাষণ ভূতহিতরূপ সত্য নাই ॥ ৭

তাহারা বলে—জগৎ অসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থার হেতু নাই, জগদ্ বৈচিত্র স্বাভাবিক, ইহার কোন কর্ত্তা নাই, স্ত্রী-পুরুষের মিথুন হইতে সম্ভূত, অন্য কোন কারণ নাই—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের কামই প্রবাহরূপে ইহার হেতু ॥ ৮

অল্পবুদ্ধি আসুরপ্রকৃতিসম্পন্নগণ এইরূপ নাস্তিক দর্শন আশ্রয় করিয়া বিমলিনচিত্ত, হিংস্রকর্ম্মা, সকলের শত্রু হইয়া জগতের বিনাশের জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভ-মান-মদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কাম-ক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

টীকা—অপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তন্তে। কথম্, অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা, অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদি দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে। অশুচিব্রতাঃ অশুচীনি মদ্য-মাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ চিন্তামিতি। প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতাঃ। নিত্যচিন্তাপরায়ণা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে। এতাবদিতি কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়া অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথাচ বার্হস্পত্যং সূত্রং—"কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ" ইতি, "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষ" ইতি চ। অতএব আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শতানি তৈর্বদ্ধা ইতস্তত আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে, কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি॥ ১১-১২

টীকা—তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রপ্স্যামি। মনোরথং মনসঃ প্রিয়ম্। স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ। স্পষ্টমন্যৎ। ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজনবান্ কুলীনঃ। যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি। দাস্যামি স্তাবকেভ্যশ্চ। মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ॥ ১৫

টীকা—এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তম্ অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ, মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ। এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ অশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি॥ ১৬

দুঃখে পূরণীয় কাম আশ্রয় করত দর্প-মান-গর্ব্বযুক্ত হইয়া চিত্তবৈকল্য হেতু অন্যায় আগ্রহ গ্রহণপূর্ব্বক মদ্যমাংসাদি সহকারে ক্ষুদ্র দেবতাগণের আরাধনা করে॥ ১০

মরণাবধি নিরতিশয় চিন্তা আশ্রয়পূর্ব্বক কাম উপভোগই পরম পুরুষার্থ ইহা নিশ্চয় করিয়া শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কাম ক্রোধে অতিশয় আসক্ত, কাম ভোগের নিমিত্ত চৌর্য্য দ্যূতাদি দ্বারা অর্থরাশি অভিলাষ করিয়া থাকে॥ ১১-১২

অদ্য আমি ইহা পাইয়াছি, এই মনোরথ ইচ্ছিত বস্তু পাইব, ইহা আছে, পুনরায় আমার এই ধন হইবে, এই শত্রুকে আমি বিনাশ করিয়াছি, অপর অরাতিগণকেও হনন করিব, আমি ঈশ্বর (কর্ত্তা), আমি জীবন্মুক্ত, কৃতকৃত্য, বলবান্, সুখী ও আমি ধনাঢ্য কুলীন। আমার মত আর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিয়া অপরের অপেক্ষা মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, আমি স্তবকারিগণকে দান করিব, হর্ষপ্রাপ্ত হইব, এই অজ্ঞান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদি বিষয়-বিবেক অভাবের দ্বারা বিমোহিত বিবিধ কামনায় ভ্রমান্বিতচিত্ত, হিতাহিত বুদ্ধিশূন্যস্বরূপ জালে সমাবৃত, অশাস্ত্রীয় ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ঘৃণিত নরকে পতিত হয়॥ ১৩-১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধন-মান-মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯

টীকা—যক্ষ্য ইতি চ। যস্তেষাং মনোরথ উক্তঃ, স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ। অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ, যদ্বা 'দীক্ষিতঃ সোমযাজী' ত্যেবমাদিনা নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তৈর্যজন্তে। কথম্? দম্ভেন ন তু শ্রদ্ধয়া অবিধিপূর্ব্বকঞ্চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭

টীকা—অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে। দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধয়া অভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি, তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহমাত্রমবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্। অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮

টীকা — তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ তানীতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরং ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষ্বজস্রমনবরতং ক্ষিপামি, তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

টীকা—কিঞ্চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাম্? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং কৃমিকীটাদিযোনিং যান্তীত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০

টীকা—উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্, অতএবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকম্ তস্মাদেতৎত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১

টীকা — ত্যাগে চ বিশিষ্টং ফলমাহ — এতৈরিতি। তমসো নরকস্য দ্বারভূতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২

আমি সকলের পূজনীয়, এরূপ অভিমানবিশিষ্ট বিনয়-বিহীন ধনমানে অহঙ্কারী হইয়া তাহারা স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা অশাস্ত্রীয় ভাবে যজন করে ॥ ১৭

ইহারা অহঙ্কার, শারীরিক বল, দর্প, কাম, ক্রোধ আশ্রয়পূর্ব্বক আপনার এবং অপর প্রাণীর শরীরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমার দ্বেষ করত সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে ॥ ১৮

আমি আমার দ্বেষকারী হিংসাপরায়ণ নরাধম মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গলগণকে সংসারে ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি আসুরী যোনিতে বারংবার নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৯

হে কৌন্তেয়! মূর্খ বিবেকহীনগণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করত আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট কৃমিকীটাদি যোনিতে গমন করে ॥ ২০

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের উন্মুক্ত দ্বার,—অতএব আত্মবিনাশক এই তিনটিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২১

হে কৌন্তেয়! এই তিনটি তমোদ্বার হইতে মুক্তিলাভ করত মনুষ্য স্বকীয় নিষ্কাম কর্ম্ম তপস্যাদি মঙ্গলজনক কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ ২৪

টীকা—কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ — য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামকারতো যথেষ্টং বর্ত্ততে, স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চ সুখমুপশমং, ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥ ২৩

টীকা—ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্যমিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিকমেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি, তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ॥ ২৪

দেব-দৈতেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে অবস্থিত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ, পরমগতি কিছুই লাভ করিতে পারে না॥ ২৩

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে তোমার শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রসকল কর্তব্যনির্ণায়ক, এইজন্য শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া আপনার অধিকার অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥
ভীষ্মপর্বণি তু চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্ বিভাগযোগনামক ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ॥
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ)

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গেন তদাত্মক-তপ-আহার-যজ্ঞ-দানানাং পৃথক্পৃথগ্ভেদকথনম্, 'ওঁ তৎ সৎ' ইতি শব্দানাং প্রয়োগস্য চ ব্যাখ্যা।]

অর্জুন উবাচ।
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ

টীকা—উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি" ইত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামকারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তম্। তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামকারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ—য ইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানাশ্চ গৃহ্যন্তে ; তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা" "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ ; অতো নাত্র শাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনো গৃহ্যন্তে, অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে, অতোঽয়মর্থঃ—যে

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গে তদাত্মক তপ, আহার যজ্ঞ ও দান-সমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভেদ বর্ণন এবং "ওঁ তৎ সৎ" এই শব্দসমূহের ও তাহার প্রয়োগের ব্যাখ্যা।]

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি অনাদরপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী?॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২

শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্ বা অনাদৃত্য, কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তেষান্তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি,—কিং সত্ত্বম্? আহো কিং রজঃ? অথবা তম ইতি; তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃসংশ্রিতা? তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ? শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজসতামসত্বাত্রেধা সন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা, তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাদন্যথা নেতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ — ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা, সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। অত্র হেতুঃ—স্বভাবজা; স্বভাবঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা, স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্; তত্তু তেষাং নাস্তি, অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেনৈব ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বিতি, তদুক্তং—'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন' ইত্যাদিনা॥ ২

টীকা—নন্বু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন ত্বয়ৈব শ্রীভগবতা উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, যথোক্তং,—"শমো দমস্তিতিক্ষেজ্যা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ। ইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য বৃত্তয়ঃ" ইতি। অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যং, তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ—সত্ত্বেতি।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩

সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্ব্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি; তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ—যো যচ্ছ্রদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য, স এব সঃ তাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ এব স ইতি। যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষঃ, স পুনস্তাদৃশসত্ত্বসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া, যুক্ত এব ভবতি। যস্তু রজস উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ, স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি। লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিক-রাজস-তামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ॥ ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষ-রক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

টীকা—সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাজসাংশ্চ যজন্তে, এতেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং তু পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকত্বাদি জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেহিগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী ত্রিবিধা শ্রদ্ধা পূর্ব্বসংস্কার হইতে উৎপন্ন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ২

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বানুগামিনী। এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় (শ্রদ্ধার বিকার) জন্মান্তরে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তিনি তদ্রূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। (শ্রদ্ধাসত্ত্বগুণের বৃত্তি হইলেও রজস্তমোযুক্ত পুরুষের আশ্রয়ত্বহেতু রজস্তমোমিশ্রিতত্ব সত্ত্বগুণের ত্রৈবিধ্য হেতু শ্রদ্ধাও ত্রিবিধা)॥ ৩

সাত্ত্বিকগণ দেবতাসকলকে অর্চ্চনা করেন, রাজসিকগণ যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে, তামস প্রকৃতি লোকসমুদয় প্রেত ও ভূতগণকে পূজা করিয়া থাকে॥ ৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃশরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।

টীকা — রাজস-তামসেষ্বপি পুনর্বিশেষান্তরমাহ — অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি, কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি, অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতবঃ, দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোঽভিলাষঃ, রাগ আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ, এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ, তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং প্রারম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বতোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্য্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তঃ এবং যে তপশ্চরন্তি, তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৫-৬

টীকা—আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্ত্বিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য য আহারোঽন্নাদিঃ, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি,

বক্তব্য 'আমি কর্ত্তা এই অভিমান'যুক্ত ইচ্ছা, অনুরাগ বল আশ্রয়সম্পন্ন হইয়া যে বিবেকহীন জনসকল শরীরস্থ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে বৃথা উপবাসাদির দ্বারা এবং অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়-কমলস্থিত আমাকে আমার আজ্ঞালঙ্ঘনের দ্বারা কর্ষণ করত শাস্ত্রবিধিবিরহিত ভয়ানক তপস্যা করে, তাহাদিগকে আসুর স্বভাব বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৫-৬

আহারও লোকের গুণভেদে তিন প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ। ইহাদের প্রভেদ শ্রবণ কর ॥ ৭

জীবন, উৎসাহ, শক্তি, রোগশূন্যতা, চিত্তের প্রসন্নতা,

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭
আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

তথা যজ্ঞতপোদানানি ত্রিবিধানি প্রিয়াণি ভবন্তি। তেষাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজস-তামসাহার-যজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭

টীকা—তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবিতম্, সত্ত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগ-রাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ তে চ রস্যা রসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ দৃষ্টমাত্রা এব হৃদয়ঙ্গমাঃ এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্য-ভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

টীকা—তথা কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে, তেন অতিকটুর্নিম্বাদিঃ, অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ, অতিতীক্ষ্ণো মরিচাদিঃ, অতিরুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতিকট্বাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ, দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়-সন্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাদ্ভাবিদৌর্ম্মনস্যম্, আময়ো রোগঃ এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি ॥ ৯

রুচিবিবর্দ্ধক, রসময়, স্নেহযুক্ত, স্থির শরীরে সারাংশের দ্বারা চিরকাল স্থায়ী (অভীপ্সিত) ভক্ষ্য ভোজ্যাদি সাত্ত্বিকগণের বাঞ্ছিত।

অতি কটু (নিম্বাদি), অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (মরীচ প্রভৃতি), অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী (সর্ষপাদি) দুঃখ-শোক-রোগ জনক আহার ভক্ষ্য ভোজ্য রাজসিকগণের প্রীতিজনক।

এক প্রহর পূর্ব্বে পাক করা, অতি শীতল, গতরস—যার সার নিপীড়ন করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ দ্রব্য, দুর্গন্ধযুক্ত বাসি,

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩
দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

টীকা—তথা যাতযামমিতি। যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্বস্য ওদনাদেঃ তদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ, গতরসং নিষ্পীড়িতসারং, পূতি দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্বম্, উচ্ছিষ্টম্ অন্যভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং অভক্ষ্যম্ কলঞ্জাদি এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০

টীকা—যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে, স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ। কথমিজ্যতে, যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১

টীকা—রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য যত্তু ইজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে। দম্ভার্থঞ্চ স্বমহত্ত্বখ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

টীকা—তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্। অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তং মন্ত্রৈর্হীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

টীকা—তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দেবদ্বিজাদিভিঃ ত্রিভিঃ। অত্র শারীরমাহ—দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

টীকা—বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫

টীকা—মানসং তপ আহ—মন ইতি। মনসঃ প্রসাদঃ স্বস্থতা, সৌম্যত্বমক্রূরতা, মৌনং মুনের্ভাবো মননমিত্যর্থঃ, আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ব্যবহারে মায়ারাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৬

গুরুজন ভিন্ন অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট, অপবিত্র যে ভক্ষ্য ভোজ্য তামসিক প্রভৃতিগণের প্রীতিপ্রদ ॥ ৮-১০

যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য—এই বোধে ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত পুরুষ একাগ্রমনে বিধিবিহিত যে যজ্ঞ করেন, তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১

আর ফললাভের উদ্দেশ করত ও নিজের মহত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস ॥ ১২

শাস্ত্রোক্ত বিধিবিবর্জ্জিত, ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন, যথোক্ত দক্ষিণারহিত, শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ বলেন ॥ ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু তত্ত্বজ্ঞগণের অর্চ্চনা, শৌচ (অভক্ষ্য বর্জ্জন), অনিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গ এবং স্বধর্ম্মে বিশেষভাবে অবস্থানের নাম শৌচ), সারল্য, কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে, সকল স্থানে মৈথুন ত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্য, বাক্য-মন-শরীরের দ্বারা সর্ব্বভূতের দ্রোহ না করা রূপ অহিংসা—শারীরিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৪

অভয়প্রদ, সত্য, যথাদৃষ্টশ্রুত, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য, মোক্ষশাস্ত্রাভ্যাস বাঙ্ময় তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৫

মনের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মনন বা মৌনব্রত, মনের সংযম, ভাবসংশুদ্ধি, সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন, অর্থাৎ জড় চেতন সমস্ত ভগবানের শরীর মনে করিয়া প্রণাম অভ্যাস—মানস তপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

টীকা — তদেবং শরীরবাঙ্মনোভির্নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতম্। তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদি-ভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ — শ্রদ্ধয়েত্যাদি ত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধস্যাপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈ-রেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭

টীকা—রাজসমাহ—সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়মিতি, তাপসোঽয়মিতি, তাপসোঽয়মিত্যাদি-বাক্পূজা। মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ, দৈহিকী পূজা অর্থলাভাদিঃ, এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে অতএব চলমনিয়তম্ অধ্রুবঞ্চ ক্ষণিকং যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

টীকা—তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণা-বিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯

টীকা—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—

ফলকামনা পরিশূন্য, একাগ্রচিত্ত মানবগণ কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধার সহিত আচরিত পূর্ব্বকথিত ত্রিবিধ তপস্যাকে জ্ঞানিসকল সাত্ত্বিক তপস্যা বলেন ॥ ১৭

সাধুবাদ, সম্মান এবং লোকসমাজে পূজা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে আড়ম্বরসহ লোকবঞ্চনার জন্য যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, চঞ্চল অসত্য সেই তপস্যা রাজস নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৮

অবিবেককৃত দুরাগ্রহের দ্বারা আত্মাকে পীড়িত করিয়া বা অপরের বিনাশের নিমিত্ত যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯

দান করা কর্ত্তব্য—ইহা মনে করিয়া কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র ক্ষেত্রে,

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্ দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়, দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ, পাত্রে চেতি দেশকালাদি-সাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা, পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতা-দিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ, যদ্বা চতুর্থ্যেবৈষা পাত্রে ইতি তৃজন্তং রক্ষকায় ইত্যর্থঃ। স হি সর্ব্বস্মাদাপদ্গণাদ্দাতারং পাতীতি পাতা। তস্মৈ যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ।২০

রাজসং দানমাহ—যদিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যু-পকারং করিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দ্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবম্ভূতং তৎ দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্। ২১

তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশে অশুচিস্থানে, অকালে অশৌচাদি-সময়ে, অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যো যদ্দানং দীয়তে, তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসৎকারশূন্যম্। অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্ এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

গ্রহণাদি পুণ্যকালে, তপঃশ্রুতাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ও অনুপকারীকে যে দান করা হয়, সেই দান সাত্ত্বিক ॥ ২০

যে দান প্রত্যুপকার নিমিত্ত অথবা ফললাভের কামনায় বিত্তনাশহেতু ক্লেশযুক্তচিত্তে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস দান ॥ ২১

অপবিত্র স্থানে, অশৌচাদি সময়ে, নট-নর্ত্তক আদি অপাত্রগণকে যে দান করা হয় এবং দেশকালপাত্রে ও পাদপ্রক্ষাল-নাদি সংকারশূন্যভাবে, অবজ্ঞা, তিরস্কার করিয়া দত্ত দান—তামস নামে কথিত ॥ ২২

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ।

টীকা—নন্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওম্ তৎসদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দ্দেশো নাম ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্র তাবৎ ওমিতি "ত্রিবিদ্ ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম, জগৎকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ অবিদুষাং পরোক্ষত্বাচ্চ। তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম। পরমার্থসত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিতি। সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি—তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ সগুণীকৃতা ইতি বা। যদ্বা যস্মাৎ ত্রিবিধো নির্দ্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা — ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্ ওঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাৎ ওমিত্যুদাহৃত্য তদুচ্চার্য্য কৃতা

ওঁ তৎ সৎ—পরমাত্মার এই ত্রিবিধ নাম, এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের নির্দ্দেশের দ্বারা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ২৩

সেই হেতু ব্রহ্মবাদিগণের "ওঁ" ইহা বলিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যাক্রিয়া আরম্ভ হয় ॥ ২৪

মোক্ষার্থিগণ ফল উদ্দেশ না করিয়া 'তৎ' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া করিয়া থাকেন ॥ ২৫

হে পার্থ! সদ্ভাবে—অস্তিত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি আছে এই অর্থে) ও সাধুভাবে—সাধুত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ এই অর্থে) এইরূপ অস্তিত্বে এবং সাধুত্বে 'সৎ' এই পদ প্রযুক্ত হয় ; প্রশস্ত—

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি—তদিতি। উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে, অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যাজনেন মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

টীকা—সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে অস্তিত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে সাধুভাবে চ সাধুত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদি কর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে প্রযুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা। কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু যা স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কর্ম্ম পূজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপনাঙ্গমাঙ্গলিকাদিক্রিয়া, তৎসিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে উদ্যানশালিক্ষেত্রধনার্জ্জনাদিবিষয়ং তৎকর্ম্ম তদর্থীয়ম্। তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে। যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং,

মাঙ্গলিক অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি কর্ম্মে 'এই কর্ম্ম সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে যজ্ঞ, দান, তপস্যায় যে অবস্থান তাহাও সৎ এবং শ্রীভগবানের জন্য কৃতকর্ম্ম পূজা উপহার, গৃহ অঙ্গন পরিমার্জ্জন, উপলেপন আদি এবং সেই কর্ম্মসিদ্ধির জন্য কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি অতিব্যবহিত কর্ম্মও তদর্থীয় কর্ম্ম—তাহাও সৎ। মুখ্য গৌণ যে কোনভাবে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহাই তদর্থীয়, পূজা জপই হউক অথবা সেবানির্ব্বাহের জন্য দাসত্বই হউক সকলই তদর্থীয় কর্ম্ম। যেহেতু এই নামত্রয় অতি প্রশস্ত, তজ্জন্য সমস্ত কর্ম্মেই সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ২৬-২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

তস্মাদেতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদ্গুণ্যার্থং সংকীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদামুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে, 'বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু' ইতি ন্যায়াৎ। অপরে তু "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি বর্ত্তমানোপদেশঃ সমিধো যজতীত্যাদিবদ্বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুঃ। তত্তু সম্ভাবে চেত্যাদিষু প্রাপ্ত্যর্থত্বান্ন সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৬-২৭

টীকা—ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। হুতং হবনং দত্তং দানং তপস্তপ্তং নির্ব্বর্ত্তিতং যচ্চান্যদপি কৃতং কর্ম্ম, তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে। যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ, নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

অশ্রদ্ধাসহকারে হবন, দান, তপস্যা আর অন্যান্য কর্ম্মসমূহ কৃত হইলে তাহা অসৎ বলিয়া কথিত; ইহলোক পরলোক—কোন স্থানেই তাহা সুফল দান করে না ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা (লক্ষশ্লোকাত্মক) শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে যোগশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে একচত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ)

[ত্যাগস্য মহিমকথনম্ তথা সাংখ্যসিদ্ধান্তস্য, ফলসহিতবর্ণধর্ম্মস্য, উপাসনাসহিতজ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ, ভক্তিসহিতনিষ্কামকর্ম্মযোগস্য, গীতামাহাত্ম্যস্য চ বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

টীকা—ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥

অত্র চ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।" "সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা" ইত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টঃ। তথা "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ইত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্, ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ। অতঃ কর্ম্মসংন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জুন উবাচ—সংন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন! হে কেশিনাম্নো মহতো হয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব স্ববাহুনা কর্কটিকাফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান, অতএব হে

অষ্টাদশ অধ্যায়

[ত্যাগের মহিমা কথন এবং সাংখ্যসিদ্ধান্ত, ফলের সহিত বর্ণধর্ম, উপসনার সহিত জ্ঞাননিষ্ঠা, ভক্তিসহ নিষ্কাম কর্মযোগ ও গীতামাহাত্ম্য বর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন—হে মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিষূদন! সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব বিশেষভাবে বিদিত হইতে ইচ্ছা করি ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২

মহাবাহো! ইতি সম্বোধনং, সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি॥ ১

টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানাং 'পুত্রকামো যজেত' 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি-কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সম্যক্ ফলৈঃ সহ সর্ব্বকর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা বিদুঃ, জানন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ। ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্। নন্বু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ, নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি। উচ্যতে, যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ "অহরহঃ সন্ধ্যা-মুপাসীত" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে, তথাপ্যপুরুষার্থব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্, বিধিঃ "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদিম্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। ন চাতীব গুরুমতঃ শ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেবং বিধেঃ প্রয়োজনং মন্তব্যং, পুরুষ-প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেদুর্ষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদাবপি ফলং "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" ইতি "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইত্যাদিষু। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ" ইতি। নন্বু ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ, তন্ন। সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সংযোগ-পৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি, ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্ত-

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩

দেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা। তাবৎ পর্য্যন্তঞ্চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম্ম কুর্ব্বতস্তৎ ফলত্যাগ এব কর্ম্মত্যাগো নাম, ন স্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি। ততঃ পরন্তু সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি। তদুক্তং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধৌ,—"প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎ-পাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থা ন্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥" উক্তঞ্চ ভগবতা—'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদি। বশিষ্ঠেন চোক্তং—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ" ইতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা। তদুক্তং শ্রীভগবতা "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাঽনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" ইত্যাদি। অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ॥ ২

টীকা—অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থো ন কর্ম্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তর-নিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষ-বত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্মনীষিণ ইতি। অস্যায়ং ভাবঃ—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' ইতি নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতু-হিংসেত্যাহ, "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত"—ইত্যাদি-প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমাহ; অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়াগোচরত্বাৎ বাধ্য-বাধকতা নাস্তি। দ্রব্যসাধ্যেষু চ সর্ব্বেষ্বপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং, "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত ইতি।" অস্যার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টমাদিঃ সোঽপি দৃষ্টোপায়বদ্

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম্মসমূহের পরি-ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ও জ্ঞানিগণ নিখিল কর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন॥ ২

সাংখ্যবেত্তাসকল 'কর্ম্ম দোষবিশিষ্ট' এই হেতু পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য বলেন। মীমাংসকগণ 'যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে' ইহা বলিয়া থাকেন॥ ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥ ৪
যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮

গুরুপাঠাদ্ অনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ। তত্রাবিশুদ্ধির্হিংসা তয়া ক্ষয়ো বিনাশঃ। অগ্নিহোত্র-জ্যোতিষ্টোমাদিজন্যং স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ত্ততে, পরোৎকর্ষস্তু সর্ব্বান্ দুঃখীকরোতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ—ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণ কর্ত্তব্যা, সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব, তথাহি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে, তাদর্থ্যলক্ষণত্বাত্তচ্ছেষত্বস্য ন ত্বেবং নিষেধো নিষেধস্য তদর্থ্যমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ, অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধান্নাস্তি দোষবত্ত্বম্, অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা বার্য্যতে সামান্যবিশেষন্যায়ং সম্পাদয়িতুম্॥ ৩

টীকা—এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়ং শৃণ্বিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু। ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগোঽয়ং দুর্বোধো হি যস্মাদয়ং কর্ম্মত্যাগস্তত্ত্ববিদ্ভিস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যঞ্চ—নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণ ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি॥ ৪

টীকা—প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি। যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তৎপ্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তানি এতান্যপ্যেবং কর্ত্তব্যানি। কথম্? সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কর্ত্তব্যানি, ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি নিশ্চিতং মে মতম্; অতএবোত্তমম্॥ ৫-৬

টীকা—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ; নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ। অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবং লক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ; স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭

টীকা—রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি। যঃ কর্ত্তা আত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি যত্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসো

হে ভরতপ্রধান পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই ত্যাগবিষয়ে আমার বাক্য হইতে নির্ণয় শ্রবণ কর,—ত্যাগও ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয়॥ ৪

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, তাহা করা অবশ্য কর্তব্য, কেননা যজ্ঞ-দান-তপস্যা জ্ঞানিগণের পবিত্রতা-বিধায়ক॥ ৫

হে পার্থ! এই কর্ম্মসকল আসক্তি ও ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহা আমার নিশ্চিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিমত॥ ৬

সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে; অজ্ঞানবশে তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ৭

যে কর্তা আত্মজ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম করা দুঃখকর বলিয়া শরীরের আয়াস-ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করে, (দুঃখ রাজস) সে তজ্জন্য রাজস ত্যাগ করত জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষণ ত্যাগফল লাভ করে না॥ ৮

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুসজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।

দুঃখস্য রাজসত্বাৎ, অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভেত ইত্যর্থঃ॥ ৮

টীকা—সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্য্যমিতি। কার্য্যমিত্যেবং বুদ্ধা নিয়তমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যস্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

টীকা—এবম্ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী। অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ। যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজতি; তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ। অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরুপাদিৎসাপরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ॥ ১০

টীকা—নন্বেবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্ বরং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগস্তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং সম্পদ্যতে, তত্রাহ—ন হীতি। দেহভৃতা দেহাত্মাভি-

যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ॥ ১২
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩

মানবতা নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যম্। তদুক্তং, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

টীকা—এবম্ভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টঃ নারকিত্বম্, ইষ্টং দেবত্বং, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্ এবং ত্রিবিধং পাপস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্ম্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধং, তৎ সর্ব্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি; তেষামেব ত্রিবিধকর্ম্মসম্ভবাৎ; ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিদপি ভবতি। সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ" ইত্যেবমাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ, ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ১২

টীকা—ননু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কর্ম্মফলেন লেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি মে মম বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃ-

হে অর্জুন! কর্ম্মে অনুরাগ ও ফলত্যাগপূর্ব্বক, অবশ্যকর্ত্তব্য—ইহা বোধ করত যে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক ইহা আমার মত॥ ৯

সত্ত্বগুণসম্পন্ন, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্, সন্দেহরহিত ত্যাগী দুঃখপ্রদ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না, মঙ্গলকর কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না॥ ১০

দেহধারী সম্পূর্ণভাবে নিখিল কর্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, পরন্তু যিনি কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি ত্যাগী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন॥ ১১

সকাম ব্যক্তিগণের পরলোকগমনের পর অনিষ্ট (নারকিত্ব), ইষ্ট (দেবত্ব) ও মিশ্র (মনুষ্যত্ব) এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের হয় না। সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ এখানে যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মত্যাগী সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, তাহাদের পাপ-অনুষ্ঠান অসম্ভব আর ঈশ্বরে অর্পণের দ্বারা পুণ্যফল ত্যাগ হেতু ত্রিবিধ কর্ম্মফল হয় না॥ ১২

হে মহাবাহো! বেদান্তসিদ্ধান্তে সমস্ত কর্ম্মের সিদ্ধির জন্য এই পাঁচটি কারণ আমার নিকট অবগত হও॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪
শরীর-বাঙ্-মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮

ত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানম্। প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যম্, তস্মিন্ কৃতং কর্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তি-রস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্তে ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যং, কৃতোঽন্তো নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব তস্মিন্ প্রোক্তানি অতঃ সম্যক্ নিবোধেত্যর্থঃ॥ ১৩

টীকা — তান্যেবাহ — অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং, কর্ত্তা চিদচিদ্গ্রন্থিরহঙ্কারঃ, পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারম্। করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাঃ কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্-ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ; অত্র চ এতম্বেব পঞ্চমং দৈবঞ্চ কারণং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদিসর্ব্ব-প্রেরকোঽন্তর্য্যামী বা॥ ১৪

টীকা—এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম ত্রিধৈবাস্তর্ভাব্যম্, শরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তম্। শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভির্যৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্য-মধর্ম্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ॥ ১৫

টীকা—ততঃ কিমত আহ তত্রেতি। তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং নিরুপাধিক-মসঙ্গমাত্মানং যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশত্যাগে-নাসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ দুর্ম্মতিরসৌ সম্যক্ ন পশ্যতি॥ ১৬

টীকা—কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুক্ত-মিত্যপেক্ষয়ামাহ — যস্যেতি। যদ্বা অহমিতি কৃতো-ঽহঙ্কর্ত্তেত্যেবম্ভূতো ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি, অহঙ্কৃ-তোঽহঙ্কারস্য ভাবঃ, স্বভাবঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি শরীরাদীনামেব কর্ম্মকর্ত্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ, অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে, স এবম্ভূতো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী ইমান্ লোকান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্তয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি, ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিস্তস্য-বন্ধশঙ্কেত্যর্থঃ। তদুক্তং — "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র-মিবাম্ভসা" ইতি॥ ১৭

টীকা—হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে—ইত্যেতদেবো-পপাদয়িতুং কর্ম্মচোদনায়াঃ কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কর্ম্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্য আত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভি-প্রায়েণ কর্ম্মচোদনাং কর্ম্মাশ্রয়ঞ্চাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞান-

শরীর ও কর্ত্তা (অহঙ্কার), ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়, বহুবিধ চেষ্টা, আর পঞ্চম দৈব অথবা চক্ষু আদি প্রেরক আদিত্য প্রভৃতি সকলের প্রেরক অন্তর্য্যামী॥ ১৪

মনুষ্য কায়মনোবাক্যের দ্বারা যে যোগ্য বা অযোগ্য কর্ম্মা-নুষ্ঠান করে, এই পাঁচটি তাহার কারণ॥ ১৫

অখিল কর্ম্মে শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, বিবিধ পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা আর দৈব—এই পাঁচটি হেতু হইলেও নিরুপাধি, অসঙ্গ আত্মাকে যে কর্ত্তারূপে দর্শন করে, শাস্ত্রাচার্য্য-সেবা বিমুখ সেই দুর্ব্বুদ্ধি দেখিতে পায় না—সে সত্যদর্শনে বঞ্চিত॥ ১৬

যাঁহার "আমি কর্ত্তা" এইরূপ স্বভাব নয়, যাঁহার বুদ্ধি ইষ্ট অনিষ্ট বুদ্ধিতে কর্ম্মে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত প্রাণিগণকে লোকদৃষ্টিতে হনন করিলেও অসম্পৃক্ত স্বকীয় দৃষ্টির দ্বারা কাহাকেও বিনাশ করেন না বা তাহার ফলে নিবদ্ধ হন না॥ ১৭

জ্ঞান—ইহা ইষ্টসাধন এই বোধ, জ্ঞেয়—ইষ্টসাধন কর্ম্ম, পরিজ্ঞাতা—এই জ্ঞানের আশ্রয়, এই ত্রিবিধ কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ। আর করণ সাধকতম, কর্ম্ম কর্ত্তার ঈপ্সিততম, কর্ত্তা ক্রিয়ানির্বর্ত্তক এই করণাদি ত্রিবিধ কারক ক্রিয়ার আশ্রয়॥ ১৮

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণুতান্যপি ॥ ১৯
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

মিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ, জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কর্ম্ম, পরিজ্ঞাতা এবম্ভূতজ্ঞানাশ্রয়ঃ, এবং ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা চোদ্যতে প্রবর্ত্ত্যতেঽনয়েতি চোদনা জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা চোদনেতি বিধিরুচ্যতে, তদুক্তং ভট্টৈঃ,—"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ" ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি। তদুক্তং—ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা' ইতি। তথা করণং সাধকতমং, কর্ম্ম চ কর্ত্তুরীপ্সিততমম্। কর্ত্তা ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকঃ, কর্ম্ম সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্ম্মসংগ্রহঃ ; করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি-কারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেব কেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্। ততঃ কিমত আহ—জ্ঞানমিতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রম্, তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে, তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু। ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বাদিপ্রতিষেধার্থঃ, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে 'তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ' ইত্যাদিনা। গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ, সপ্তদশাধ্যায়ে 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্' ইত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্। ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তমনুস্যূতম্ একমব্যয়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষতে আলোচয়তি, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধীতি ॥ ২০

টীকা—রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্ব্বেষু ভূতেষু দেহেষু নানাভাবান্ বস্তুত এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১

টীকা—তামসং জ্ঞানমাহ—যদিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনিবেশযুক্তম্। অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্, অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ অত এবাল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ। যদেবম্ভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

টীকা—ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্মাহ — নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমভি-

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় ভেদে তিন প্রকার কথিত হয়, তাহাও যথার্থরূপে শ্রবণ কর ॥ ১৯

যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত বিভিন্ন ভূতসকলে অভিন্ন এক অব্যয় নির্ব্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব আলোচিত হয়, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে ॥ ২০

ভিন্নত্বহেতু যে জ্ঞান প্রাণিসকলে বিবিধ আত্মাকে নানাভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই জ্ঞান রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২১

এবং যে জ্ঞান এক শরীরে অথবা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণের 'ইহাই আত্মা বা ঈশ্বর' এই প্রণিধানযুক্ত, যুক্তিহীন, পরমার্থ অবলম্বনরহিত, তুচ্ছ সেই জ্ঞান তামস নামে ভাবিত হয় ॥ ২২

নিষ্কাম ব্যক্তির দ্বারা নিত্য আগ্রহবিরহিত, অনুরাগ বিরাগ বিবর্জ্জিতভাবে অনুষ্ঠিত যে-কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

নিবেশশূন্যম্, অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

টীকা—রাজসং কর্ম্মাহ — যদিতি। যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে। যচ্চ পুনর্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

টীকা—তামসং কর্ম্মাহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং, ক্ষয়ং বিত্তক্ষয়ং বিত্তব্যয়ং, হিংসাং পরপীড়াং, পৌরুষঞ্চ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্য অপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২৫

টীকা—কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিরহিতঃ, ধৃতির্ধৈর্য্যম্, উৎসাহ উদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ। আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারো হর্ষবিষাদশূন্যঃ স এবম্ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ১৬

রাজসং কর্ত্তারমাহ—রাগীতি। রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলকামী, লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ, অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ, লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২৭

তামসং কর্ত্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনবহিতঃ, প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোঽনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগূহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোঽনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী শোকশীলঃ, যদদ্য বা শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ, স দীর্ঘসূত্রী এবম্ভূতঃ কর্ত্তা তামসঃ। কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপিত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবতি, কর্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং বেদিতব্যম্। বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন করণস্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৭-২৮

টীকা—ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯

টীকা—অত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে, নিবৃত্তিমধর্ম্মে, যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ

সকাম পুরুষ 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার সহ অত্যন্ত ক্লেশকর যে কর্ম্ম আচরণ করে, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

ভাবি-মঙ্গলামঙ্গল, ধনক্ষয়, পরপীড়ন ও স্বকীয় সামর্থ্য পর্য্যালোচনা করিয়া অজ্ঞানবশে যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস কর্ম্ম নামে উদাহৃত হয় ॥ ২৫

আগ্রহ-বিবর্জ্জিত, গর্ব্বোক্তিবিহীন, ধৈর্য্য, উদ্যমসংযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদশূন্য কর্ত্তা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন ॥ ২৬

পুত্রাদিতে অনুরাগসম্পন্ন, কর্ম্মফলকামী, পরস্ব অভিলাষী, মারক-স্বভাব, শাস্ত্রবিহিত শৌচাচার-বিবর্জ্জিত, আনন্দ-দুঃখ সমন্বিত কর্ত্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ২৭

অমনোযোগী, বিবেকহীন, নম্রতাশূন্য, শঠ, গোপনে অনিষ্টকারী, পরাপমানী, উদ্যমবিহীন, বিষাদসম্পন্ন শোকশীল, চিরকারী (এক দিনের কর্ম্ম যে এক মাসেও সম্পন্ন করে না) কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২৮

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি এবং ধৃতির সাত্ত্বিকাদি গুণানুসারে তিন প্রকার ভিন্নত্ব-হেতু সমগ্ররূপে কথ্যমান প্রভেদ শ্রবণ কর ॥ ২৯

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অধর্ম্মে নিবৃত্তি দেশ ও কালে যে কার্য্য এবং অকার্য্য, কার্য্যাকার্য্য নিমিত্ত অর্থ ও অনর্থ, বন্ধ কি এবং মোক্ষ কি প্রকার—যে বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) অবগত হয়, তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩
যয়া তু ধর্ম-কামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।

কার্য্যমকার্য্যঞ্চ, ভয়াভয়ে কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ কথং বন্ধঃ, কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০

টীকা—রাজসীং বুদ্ধিমাহ—যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১

টীকা—তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্ম্মমিতি। বিপরীত-গ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তং, জ্ঞানন্তু তদ্‌বৃত্তিঃ, ধৃতিরপি তদ্‌বৃত্তিরেব। যদ্বা, অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মিণো বুদ্ধিরপ্যধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব। ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্‌বৃত্তীনাং বহুত্বেঽপি ধর্ম্মাধর্ম্মভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাদে-তাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যাসাম্ ॥ ৩২

টীকা—ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তর-মধারয়ন্ত্যা। যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। ৩৩

রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা

হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য-অকার্য্য সন্দেহাস্পদ বলিয়া বিদিত হয়, তাহা রাজসী বুদ্ধি ॥৩১

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করে ও সকল অর্থ বিপরীতভাবে মনে বিবেচনা করিয়া থাকে, অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সে বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২

হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা-হেতু বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হয়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

হে অর্জ্জুন! ধৃতির দ্বারা ধর্ম্ম কাম অর্থসমূহ প্রধানভাবে

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি, তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ। ৩৪

তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ ন বিমুঞ্চতি পুনঃপুনরাবর্ত্তয়তি। স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা। সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫

টীকা—[ইদানীং] সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্দ্ধেন—সুখন্ত্বিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াদ্ রমতে ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি। যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কীদৃশং তৎ? যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্ দুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে ত্বমৃত-সদৃশম্ আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদো রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

ধৃত হয়, ত্যাগ করে না, তৎ প্রসঙ্গক্রমে ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪

হে পার্থ! দুর্বুদ্ধি পুরুষ যে ধৃতির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, কোপ, বিষণ্ণতা এবং মদ (গর্ব্ব) ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না সেই ধৃতি তামসী ॥ ৩৫

হে ভরতর্ষভ! অধুনা ত্রিবিধ সুখও আমার নিকট শ্রবণ কর—যে সুখানুভবে অভ্যাসনিমিত্ত আসক্ত হয় এবং দুঃখের অবসানও হয়, তাহা প্রথমে বিষের তুল্য, পরিণামে অমৃতের সদৃশ, আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জাত সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৬-৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০

টীকা—রাজসং সুখমাহ — বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখম্, অমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণামে চ বিষতুল্যম্ ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

টীকা—তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রে প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরং তদেবাহ। নিদ্রা চালস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোরাজ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

টীকা—অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন—তদস্তীতি ত্রিভিঃ। এভিঃ প্রকৃতিসম্ভবৈঃ সত্ত্বাদিভিস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতম্ অন্যদ্বা যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু চ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—ননু যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে পরন্তপ! হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণানাং

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি। শূদ্রাণাং স্বভাবাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ—স্বভাবঃ সাত্ত্বিকরাজসাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তম উপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ, রজঃ-উপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১

টীকা—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ, তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জ্জবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্; বিজ্ঞানমনুভবঃ, আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ, এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম। ৪২ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ — শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ অপরাঙ্মুখতা, দানমৌদার্য্যম্, ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ, এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ।৪৩

বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ—কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণং, গাঃ রক্ষ-

বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ নিমিত্ত যে সুখ প্রথমে অমৃতের মত এবং শেষে বিষের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক, সেই সুখ রাজস বলিয়া স্মৃত হয় ॥ ৩৮

নিদ্রা, আলস্য, অনবধান সঞ্জাত যে-সুখ প্রথমে এবং পরে আত্মার মোহজনক, তাহা তামস সুখ নামে কথিত ॥ ৩৯

পৃথিবীতে, স্বর্গলোকে অথবা দেবগণের মধ্যেও এই প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্বাদিগুণহীন প্রাণিজাত বা অন্য কিছু নাই ॥ ৪০

হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্মসমূহ পূর্বজন্মসংস্কার প্রাদুর্ভূত গুণসকলের দ্বারা প্রভেদ অর্থাৎ উত্তমরূপে বিভাগক্রমে বিহিত হইয়াছে ॥ ৪১

শম (চিত্তের উপরম), দম (বাহেন্দ্রিয় দমন), শারীর বাচিক মানস তপস্যা, শৌচ (মলনিরসন শরীর মনের শুদ্ধি), ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান (শাস্ত্রীয়), বিজ্ঞান (অনুভব), আস্তিক্য (পরলোক আছে ইহা নিশ্চয়) ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম ॥ ৪২

শৌর্য্য (বল, সাহস), তেজঃ (প্রতাপ, পৌরুষ প্রয়োগ সকলে অমূঢ়তা), ধৈর্য্য, কৌশল, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ঔদার্য্য, ঈশ্বরভাব (নিয়মনশক্তি) ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম ॥ ৪৩

কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

তীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতদ্বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম্ম॥ ৪৪

টীকা—এবম্ভূতস্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বে স্বে ইতি। স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে। কর্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিকারমাহ—স্বকর্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে, তং প্রকারং শৃণু॥ ৪৫

টীকা—তমেবাহ—যত ইতি। যতোঽন্তর্য্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি। যেন প্রকারেণাত্মনা সর্ব্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্, তমীশ্বরং স্বকর্মণাঽভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ॥ ৪৬

টীকা—স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধবধাদিযুক্তাদ্ যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাদ্ভিক্ষাটনাদিপরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি॥ ৪৭

টীকা—যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে, তর্হি সদোষত্বং

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯

পরধর্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি যস্মাৎ সর্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব, যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ; অতো যথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ॥ ৪৮

টীকা—নন্বু কথং কর্মণি ক্রিয়মাণে দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পদ্যত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য, জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ স এবম্ভূতেন, "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ" ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তেন কর্মাশক্তিতৎফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্যমেব কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তদুক্তং—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন, তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং "সর্ব্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" ইত্যেবং লক্ষণং পারমহংস্যাপরপর্য্যায়াং প্রাপ্নোতি॥ ৪৯

কৃষি, গোরক্ষণ, পশুপালন, ক্রয় বিক্রয় আদি বাণিজ্য ইহা বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিক পরিচর্য্যা (সেবা) শূদ্রের স্বভাবসঞ্জাত কর্ম্ম। ৪৪

স্ব স্ব অধিকারবিহিত কর্ম্মে নিযুক্ত সন্তুষ্ট মানব জ্ঞানযোগ্যতা লাভ করেন। আপন আপন কর্ম্মে অনুরক্ত মানব যেরূপে সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর॥ ৪৫

যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হয়, যাহা দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন মানব স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা সেই ঈশ্বরকে পূজা করত সিদ্ধি (জ্ঞানযোগ্যতা) লাভ করেন॥৪৬

অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে অতি প্রশস্ত, স্বভাববশীভূত কর্ম্ম করিয়া অপরাধী হয় না॥ ৪৭

হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত ও স্বভাববিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, যেহেতু দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্ম্ম কোন না কোন দোষের দ্বারা সহজ ধূমের অগ্নির ন্যায় আচ্ছাদিত দেখা যায়॥ ৪৮

সকল বিষয়ে অনাসক্ত বুদ্ধি, অহঙ্কারবিহীন, সকল ইচ্ছাবিহীন, সন্ন্যাসের দ্বারা অনুত্তমা সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন॥ ৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগ-দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

টীকা—এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাব-প্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ। প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য বা পরেতি। নিষ্ঠা পর্যবসানাং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০

টীকা—তদেবাহ—বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা স্বাত্মানং কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতরূপাং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ো রাগ-দ্বেষৌ চ ব্যুদস্য বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ।৫১ কিঞ্চ বিবিক্তেতি। বিবিক্ত-সেবী শুদ্ধদেশাবস্থায়ী, লঘ্বাশী মিতভোজী, এতৈরুপা-য়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছে-দার্থং পুনঃ পুনর্দ্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগুপাশ্রিতো ভূত্বা। ৫২

কিঞ্চ অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরক্তোঽহমিত্যাত্মহঙ্কারং

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধ-বশাৎ প্রাপ্যমাণেষ্বপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্ শান্তং পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যে-নাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩

টীকা—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃত-বিক্ষেপাভাবাৎ। সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরমাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৫৪

টীকা—ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি, কথম্ভূতম্, যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫

হে কৌন্তেয়! চিত্তশুদ্ধি লাভের পর যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও এবং জ্ঞানের পারসমাপ্তি তাহাও জ্ঞাত হও ॥ ৫০

পূর্ব্বকথিত সাত্ত্বিকী বুদ্ধিসম্পন্ন, সাত্ত্বিকী ধৃতির দ্বারা আত্মাকে কার্য্যকারণ সঙ্গত সেই বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অনুরাগ-বিরাগ ত্যাগ করত শুদ্ধ নির্জ্জনদেশে অবস্থানকারী, মিতভোজী, বাক্য, শরীর, চিত্ত সংযত করিয়া ধ্যানযোগে পরম আসক্ত, উত্তমরূপে বৈরাগ্য আশ্রিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ বিশেষভাবে বিমুক্ত হইয়া মমত্তাবিহীন শমগুণসম্পন্ন 'ব্রহ্মাহং' এইরূপ নিশ্চল-ভাবে অবস্থানে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩

ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রহৃষ্টচিত্ত কোন বিষয়ে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, সকলভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার প্রেমলক্ষণা পরা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘনরূপ আমাকে পরা ভক্তির দ্বারা স্বরূপতঃ অবগত হয়, অনন্তর আমাকে যথাযথতঃ অর্থাৎ একমাত্র অদ্বয় তিনিই মায়াবলম্বনে বিশ্বে সৃষ্টি স্থিতি নাশ করেন, একমাত্র পরম জ্যোতি অদ্বয়জ্ঞানই পরম সত্য এইভাবে অবগত হইয়া আমাতে প্রবিষ্ট হন ॥ ৫৫

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্‌ক্ষ্যসি॥ ৫৮

টীকা—সকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকার-মুপসংহরতি — সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি কাম্যানি চ কর্ম্মাণি পূর্বোক্তক্রমেণ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ সন্ সর্ব্বদাঃ কুর্ব্বাণঃ অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য স মম প্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং পদং প্রাপ্নোতি॥ ৫৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ — চেতসেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য, মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগ-মুপাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিরিতি ন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য স তথাভূতো ভব॥ ৫৭

টীকা — ততো যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু—মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকাণি দুঃখানি তরিষ্যতি। বিপক্ষে দোষমাহ, অথ চেৎ যদি পুনস্ত্বমহঙ্কারাৎ জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ মদুক্তমেবং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্‌ক্ষ্যসি॥ ৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

টীকা—কামং বিনঙ্‌ক্ষ্যামি, ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যা-মীতি চেত্তত্রাহ—যদিতি। মদুক্তমনাদৃত্য কেবলমহঙ্কার-মবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি ত্বং যন্মন্যসে অধ্যবস্যসি, এষ তে অধ্যবসায়ো মিথ্যৈবাস্বতন্ত্রত্বাত্তব। তদেবাহ—প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব॥ ৫৯

টীকা—কিঞ্চ স্বভাবেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছসি, অবশোঽপি তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব॥ ৬০

টীকা—তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতি-পারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং চোক্তম্; ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী তিষ্ঠতি। কিং কুর্ব্বন্? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তৎকর্মসু প্রবর্ত্তয়ন্, যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যদ্বা, যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ।

সতত সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র আমাকে অনন্য-ভাবে আশ্রয় করত আমার প্রসাদে শাশ্বত (সদা একরূপ) অব্যয় আদ্যন্তরহিত, সর্ব্ববিকারশূন্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৫৬

চিত্তের দ্বারা নিখিল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ ভগবদারাধনে আমি অবশ্যই কৃতার্থ হইব এই বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করত সতত নিখিল কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মদ্গতচিত্ত হও॥ ৫৭

তুমি সতত আমাতে সমর্পিতচিত্ত হইয়া আমার অনুগ্রহে দুস্তর সাংসারিক দুঃখসমূহ উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি তুমি "আমি কর্ত্তা জ্ঞাতা" এই অভিমানবশে আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে॥ ৫৮

যদি তুমি অহঙ্কার আশ্রয়পূর্ব্বক "আমি যুদ্ধ করিব না" মনে কর, তবে তোমার সে নিশ্চয় মিথ্যাই; কেন না তুমি স্বাধীন নহ—তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতি তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে॥ ৫৯

হে কৌন্তেয়! অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তোমার জন্মান্তরীয় কর্ম্মজাতস্বভাব উৎপন্ন স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তুমি অবশভাবে সেই যুদ্ধই করিবে॥ ৬০

হে অর্জুন! সকলভূতের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সমস্ত ভূতকে নিজশক্তি মায়ার দ্বারা দারুযন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকাগণকে যেমন সূত্রধার ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ তৎ তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করত অবস্থান করিতেছেন॥ ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"॥ ইতি অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণঞ্চ, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মানং বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ এষ তে অন্তর্য্যাম্যমৃত" ইত্যাদি॥ ৬১

টীকা—তমিতি—যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মাদহঙ্কারং পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি॥ ৬২

টীকা—সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ—ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্। কথম্ভূতম্, গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্, এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ৬৩

টীকা—অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্লুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—

হে ভারত! কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি এবং নিত্য পরমেশ্বর স্থান প্রাপ্ত হইবে॥ ৬২

এই গুহ্য হইতে অর্থাৎ রহস্যমন্ত্র যোগাদি জ্ঞান হইতেও গুহ্যতর তোমাকে উপদেশ করিলাম। আমার উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র অশেষভাবে পর্য্যালোচনা করত অনন্তর যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর॥ ৬৩

তুমি আমার সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর—আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি, তজ্জন্য তোমার হিত আমার বলিতেছি॥ ৬৪

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মত্যন্তং মে মম ত্বমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি; যদ্বা ত্বং মমেষ্টোঽসি ময়া বক্ষমাণং চ দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি কেচিৎ পঠন্তি॥ ৬৪

টীকা—তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা মচ্চিত্তো ভব, মদ্ভক্তো মদ্ভজনশীলো ভব, মদ্যাজী মদ্যজনশীলো ভব, মামেব নমস্কুরু, এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি, অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ। ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি। ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্ব্বেতি মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বা ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি মোচয়িষ্যামি॥ ৬৫-৬৬

তুমি মচ্চিত্ত হও, আমার ভজনপরায়ণ হও, আমার যজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর—এরূপ করিলে আমার অনুগ্রহলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সংশয় করিও না—যেহেতু তুমি আমার প্রিয়, তজ্জন্য আমি তোমায় সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি॥ ৬৫

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমার ভক্তি দ্বারাই সমস্ত হইবেই এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিধি কৈঙ্কর্য্য ত্যাগ করত মদেকশরণ হও। এরূপ করিলে কর্ম্মত্যাগজনিত পাপ হইবে এরূপ অনুশোচনা করিও না, যেহেতু একমাত্র আমার শরণাপন্ন তোমাকে আমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব॥ ৬৬

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।

টীকা—এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ — ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়া অতপস্কায় স্বধর্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যম্, ন চ অভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি ন বাচ্যম্, ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা বাচ্যম্, মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি, তস্মৈ ন চ বাচ্যম্ ॥ ৬৭

টীকা—এতৈর্দোষৈর্বিরহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

টীকা—কিঞ্চ ন চেতি—তস্মান্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি। মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি, ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। পঠতঃ ফলমাহ — অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ

এই গীতার্থ তত্ত্ব স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানহীনকে বলিবে না। আর গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তিশূন্যকে বলিবে না, যে শুশ্রূষাকারী নহে তাহাকে বলিবে না এবং পরমেশ্বর আমাকে যে মনুষ্যদৃষ্টিতে নিন্দা করে, তাহাকে বলিবে না ॥ ৬৭

যিনি পরম গোপনীয় আমার এই গীতাশাস্ত্র আমার ভক্ত-গণকে বলিবেন, তিনি আমাতে প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভ করত নিশ্চয়ই আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮

অতএব আপনার ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে কেহই আমার নিরতিশয় পরিতোষকর্ত্তা নাই; কালান্তরেও হইবে না, আমারও তাহা হইতে অন্য প্রিয়তর অধুনা সংসারে নাই—কালান্তরেও হইবে না ॥ ৬৯

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্ব্ব-যজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি, তথাপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি। যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কদাচিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্ণাতি, তদাসৌ মামেবায়মাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্, অতএব অজামিলক্ষত্রবন্ধুপ্রমুখাণাং কথঞ্চিন্না-মোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি, তথৈবাস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৯-৭০

টীকা—অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি। শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়-মুচ্চৈর্জ্জপতি অসম্বদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ — অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ, সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্নশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

এবং যিনি আমাদের এই ধর্ম্মযুক্ত সংবাদ পাঠ করিবেন, তাঁহার দ্বারা আমি সর্ব্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চিত হইব। যদি কেহ গীতার্থ না বুঝিয়াও পাঠ করে, তাহা হইলেও আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব। যেমন কেহ কাহাকেও যদৃচ্ছাক্রমে নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে সে তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ গীতাপাঠকারী আমাকেই আহ্বান করিতেছে মনে করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইব ॥ ৭০

শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও গুণে দোষাবিষ্কারহীন যে মানব কেবলমাত্র শ্রবণও করিবেন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞকারিগণের লোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।

টীকা — সম্যগ্‌বোধানুৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থঃ। অজ্ঞানসম্মোহস্তত্ত্বাজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭২

টীকা — কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ — নষ্ট ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ, যতোঽয়মহমস্মীতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা; স্থিতোঽস্মি, যুদ্ধায়োত্থিতোঽস্মি। গতঃ ধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্যে ইতি ॥ ৭৩

টীকা—তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৪

আত্মনস্তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্, অতো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ অহং শ্রুতবানস্মি। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্। পরত্বমাবিষ্করোতি—যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫

টীকা—কিঞ্চ— রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ তো? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত ব্যতিক্রম উত্তমরূপে ধ্বস্ত হইয়াছে ত? ৭২

অর্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত! আমার আত্মবিষয়ক মোহ (অজ্ঞান) নষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রসাদে আমি স্বরূপ অনুসন্ধানরূপিণী স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, আমার ধর্ম্মবিষয়ক সংশয় আর নাই, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—আমি ভগবান্ বাসুদেব এবং মহাত্মা অর্জুনের

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

ভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬

টীকা—কিঞ্চ—তচ্চেতি। তদিতি বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭

টীকা—অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র চ যেষাং পাণ্ডবানাং পক্ষে যোগেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনুর্ধরস্তত্রৈব চ শ্রীঃ রাজলক্ষ্মীস্তত্রৈব চ বিজয়স্তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ। নীতির্নয়োঽপি তত্রৈব। ধ্রুবা সর্ব্বত্র নিশ্চিতেতি সম্বধ্যতে ইতি মম মতির্নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বঞ্চ তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। তথাহি—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যস্ত্বহমেবংবিধোঽর্জ্জুন॥" ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারমাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তম্। "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন

এই রোমাঞ্চকর বিস্ময়জনক এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪

আমি ভগবান্ ব্যাসের কৃপায় এই নিরতিশয় গোপনীয় যোগকথনকারী সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শুনিলাম ॥ ৭৫

হে রাজন্! কেশব ও অর্জুনের এই বিশুদ্ধ বিস্ময়জনক বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে স্মরণ করত বারংবার পুলকিত হইতেছি ॥ ৭৬

হে রাজন্! হরির সেই বিস্ময়জনক বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া, স্মরণ করিয়া মহান্ বিস্ময় হইতেছে, আমি বারবার আহ্লাদিত হইতেছি ॥ ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষদ্‌সু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ভীষ্মপর্ব্বণি তু দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা

মামুপযান্তি তে ॥" "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" ইত্যাদি বচনাৎ, ন তত্ত্বজ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তম্, "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥" ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ। ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য। ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বালানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি কিঞ্চ, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" "দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭৮

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ ॥
পরমানন্দপাদাব্জরজঃ-শ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতা-সুবোধিনী ॥
স্বপ্রাগল্‌ভাবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অস্থ স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্মণী-
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিকৃতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং পরমার্থনির্ণয়ো (মোক্ষযোগঃ) নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

যে পাণ্ডবগণের পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান, যে পক্ষে গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধর অর্জুন, সেখানেই রাজ্যলক্ষ্মী ও সেখানেই বিজয় এবং উত্তর উত্তর অভিবৃদ্ধি নীতি ও নিত্যা ইহাই আমার নিশ্চয়। অধুনা আপনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করত সর্ব্বস্ব তাঁহাদের নিবেদনপূর্ব্বক পুত্রগণের প্রাণরক্ষা করুন ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগ নামক
অষ্টাদশ অধ্যায় ॥
অনন্তশ্রীসমলঙ্কৃত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকৃত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা

(গীতাপাঠের পূর্ব্বে যথাবিহিত সঙ্কল্প, অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও ধ্যানান্তে পূজাপূর্ব্বক এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি পাঠ করিতে হয়।)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ প্রারম্ভঃ

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
য আদিনাথো ভগবাননাদি-
জ্ঞানাম্বুধিঃ স্বাত্মরতির্মহাত্মা।
শ্রীদেশিকেন্দ্রঃ করুণাম্বুরাশি-
র্নানাস্বরূপৈশ্চরতীহ লোকে॥

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ১
বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥ ২
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্॥ ৩
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ৪
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥ ৫
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ॥ ৬
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥ ৭

গীতামাহাত্ম্যম্

ধরোবাচ।

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুজ্যমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

প্রারব্ধং ভুজ্যমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে॥ ২
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ॥ ৩
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ ৪
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে।
গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ॥
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৫
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি॥ ৬

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য

অনুবাদক—শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

শ্রীধরাদেবী বলিলেন—হে ভগবন্ পরমেশ্বর! হে প্রভো! প্রারব্ধ ভোগকারীর অব্যভিচারিণী অনন্যা নিশ্চলা ভক্তি কি প্রকারে হয়? ১

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—হে দেবি! সর্ব্বদা যে মানব গীতাভ্যাসে রত প্রারব্ধ ভোগ করিলেও তিনি মুক্ত, জগতে তিনি সুখী এবং কোন কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না॥ ২

যেমন পদ্মপত্রে জল সংশ্লিষ্ট হয় না, তদ্রূপ যিনি গীতাধ্যান করেন, তাঁহাকে মহাপাপ অতিপাপ সকল কখনও স্পর্শ করিতে পারে না॥ ৩

যে স্থানে গীতাপুস্তক থাকে, যে স্থলে গীতা পাঠ হয়, সেখানে প্রয়াগ আদি নিখিল তীর্থ বর্ত্তমান থাকে॥ ৪

যে স্থলে গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়, তথায় সমস্ত দেবতা ঋষিসমূহ, যোগিগণ, পন্নগ সকল, গোপালবৃন্দ, গোপিকাযূথ, নারদ, উদ্ধব আদি পার্ষদসমুদয় সহ সত্বর সহায় হন॥ ৫

হে ধরণি! যেখানে গীতা বিচার, পাঠ, পাঠন, শ্রবণ হয়, আমি নিশ্চিত সততই সে স্থলে নিবাস করি॥ ৬

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীঁল্লোঁকান্ পালয়াম্যহম্ ॥ ৭
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা স্বানির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৮
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯
যোঽষ্টাদশ জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥ ১০
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ॥ ১২
একাধ্যায়ং তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ১৩
অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে ॥ ১৪
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ॥ ১৫
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্।
গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্।
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণঃ গতিং লভেৎ ॥ ১৭
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৮
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ১৯
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতা পরং পদম্ ॥ ২০
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেত্তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ ॥ ২১

গীতাকে আশ্রয় করিয়া আমি অবস্থান করি, গীতা আমার উত্তম গৃহ, উত্তমরূপে গীতাজ্ঞান আশ্রয় করত আমি ত্রিভুবন পালন করি ॥ ৭

গীতা আমার অর্দ্ধমাত্রা অক্ষরা নিত্যা অনির্ব্বচনীয়া পদাত্মিকা ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৮

চিদানন্দময় কৃষ্ণ স্বমুখে বেদত্রয়ী ত্রিবেদস্বরূপিণী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা এই গীতা অর্জুনকে বলিয়াছিলেন ॥ ৯

যে মানব আগ্রহচিত্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা নিত্য পাঠ করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন এবং অনন্তর পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১০

সম্পূর্ণ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে অর্দ্ধেক পাঠ করিবেন, তাহাতে গোদান-জনিত পুণ্য লাভ করিবেন—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ১১

গীতা ত্রিভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়, ষড়্ভাগ পাঠে সোমযাগের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২

যিনি ভক্তি সহকারে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি দেহান্তে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং রুদ্র-গণ হইয়া চিরকাল তথায় বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৩

হে বসুন্ধরে! যে মানব নিত্য গীতার এক অধ্যায় অথবা অধ্যায়ের চতুর্থ অংশ পাঠ করেন, তিনি মন্বন্তরকাল নরজন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

যে মানব গীতার দশটি সাতটি পাঁচটি চারিটি কিম্বা দুইটি তিনটি একটি অধিক কি অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন ॥ ১৫

তিনি নিশ্চিত অযুত বর্ষ কাল চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। গীতা-পাঠনিরত মৃত মানব নরজন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬

পুনঃ পুনঃ গীতা অভ্যাস করত উত্তমা মুক্তি লাভ করেন, মরণ কালে "গীতা" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

মহাপাপযুক্ত ব্যক্তিও যদি গীতার্থ শ্রবণে আসক্ত হন, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠে গমন করত বিষ্ণুর সহিত আনন্দে অবস্থান করেন ॥ ১৮

বহুকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও যিনি নিত্য গীতার অর্থ চিন্তা করেন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে, দেহান্তে তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯

সংসারে জনক প্রভৃতি বহু নরপতি গীতাকে আশ্রয় করিয়া বিগতপাপ বলিয়া কথিত হইয়া অন্তে পরমপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ২০

যিনি গীতা পাঠ করত মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার পাঠ বৃথা শ্রমমাত্র বলিয়া কথিত হয় ॥ ২১

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

যিনি এই মাহাত্ম্যসহ গীতা অভ্যাস করেন, তিনি যথোক্ত ফল লাভ করেন এবং অন্তে দুর্লভ গতি প্রাপ্ত হন। ২২

আমি গীতার এই সনাতন মাহাত্ম্য বলিলাম; যিনি গীতা

সূত উবাচ।
মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩
ইতি শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥

পাঠের পর ইহা পাঠ করেন, তিনি কথিত ফল লাভ করিয়া থাকেন। ২৩

অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকৃত শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ১
গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২
মলনির্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্ গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৩
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥ ৪

ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্।
গীতাগঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীত-
মেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥ ৭

[দ্বিতী]য় মাহাত্ম্য

অনুবাদক—অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

যে সংযত পুরুষ এই পবিত্র গীতাশাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি ভয়শোকাদিবিহীন বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১

গীতাধ্যায়নশীল ও প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ থাকিতে পারে না। ২

পুরুষের প্রতিদিন জলের দ্বারা স্নানে গাত্রমল দূরীভূত হয়—একবার মাত্র গীতারূপ পরম পাবনবারিতে স্নান করিলে সংসার-মল নাশ হইয়া থাকে। ৩

যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ বাসুদেবের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, অন্য বিস্তর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন। ৪

মহাভারতরূপ অমৃতের সর্ব্বস্ব বিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত গীতা-গঙ্গাজল পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না। ৫

নিখিল উপনিষদ্ গাভী, দোহনকর্ত্তা নন্দনন্দন কৃষ্ণ, অর্জ্জুন্ বৎস, দুগ্ধ মহৎ গীতামৃত, সুধীগণ ইহার ভোক্তা। ৬

দেবকীপুত্র-কথিত গীতাই একমাত্র শাস্ত্র, একমাত্র দেবতা দেবকীপুত্র, একমাত্র মন্ত্র হইল তাঁহার নাম—তাঁহার সেবাই একমাত্র কর্ম্ম। ৭

অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকৃত শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্যম্।

ঋষিরুবাচ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত! মে বদ।
পুরা নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥ ৪
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্।
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯
গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥ ১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু॥ ১১
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥ ১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥ ১৩
তস্মাদ্ গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥ ১৪

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্য।

অনুবাদক—শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থ।

ঋষি বলিলেন,—হে সূত! পূর্ব্বকালে নারায়ণক্ষেত্রে মহর্ষি ব্যাস-কথিত গীতার মাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ১

সূত কহিলেন,—ভগবন্! আপনি উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যাহা পরম গোপনীয়সমূহের মধ্যেও গোপনীয়, সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কোন ব্যক্তি বর্ণনা করিতে পারেন? ২

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা সম্যক্ অবগত আছেন; কুন্তী-নন্দন অর্জুন ইহার কিঞ্চিৎ ফল জানেন এবং ব্যাস, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপতি জনক কিছু কিছু অবগত আছেন॥ ৩

অন্যান্য ব্যক্তিগণ পরস্পরের মুখে শ্রবণ করিয়া ইহার লেশমাত্র কীর্ত্তন করেন। অতএব আমি ব্যাসদেবের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি॥ ৪

সমস্ত উপনিষদ্ ধেনুস্বরূপ; নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহন-কর্ত্তা, কুন্তীপুত্র অর্জুন বৎস, জ্ঞানী ভোক্তা এবং এই গীতারূপ অমৃত উত্তম দুগ্ধ॥ ৫

যিনি অর্জুনের সারথ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ গীতারূপ অমৃত দান করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি॥ ৬

যে মানব ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকা লাভ করিয়া অনায়াসে উহা পার হইতে সমর্থ হন॥ ৭

যে মূঢ়ব্যক্তি সর্ব্বদা অভ্যাসযোগের দ্বারা গীতাজ্ঞান শ্রবণ করে নাই, অথচ মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করে, সে বালকের উপ-হাসাস্পদ হয়॥ ৮

যাঁহারা দিবারাত্র গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন; দেবতুল্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পরম ভক্তিতত্ত্ব অর্জুনের বোধোৎপাদনের জন্য তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন॥ ১০

ভুক্তিমুক্তিসম্বলিত অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ সোপান(সিঁড়ি)-বিশিষ্ট এই গীতা দ্বারা ক্রমে প্রেমভক্ত্যাদি সকল কার্য্যে চিত্তশুদ্ধি জন্মে॥ ১১

এই গীতারূপ সলিলে স্নান করিলে সাধুজনের সংসারমল নাশ হয়; কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন মানবের পক্ষে এই স্নানকার্য্য হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথায় পর্য্যবসিত হয়॥ ১২

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্রের পাঠ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অবগত নহে, মনুষ্যলোকে তাদৃশ ব্যক্তি বৃথা কর্ম্মকারী অর্থাৎ তাহার সকল কর্ম্মই বিফল হইয়া থাকে॥ ১৩

অতএব যে ব্যক্তি গীতা শাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার মানুষদেহে ধিক্, তাহার শাস্ত্রপাঠজনিত বিজ্ঞানে এবং কুলশীলতাতেও ধিক্॥ ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫
শাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহত্তমম্ ॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥ ১৮
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রৎ চলন্ তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০
শালগ্রাম-শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্ত্যাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বর-শাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯

যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে, তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই; তাহার মনোহর দেহে ধিক্, তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্রে ধিক্, তাহার উত্তম বিভবে ধিক্ এবং তাহার সুখময় গৃহাশ্রমেও ধিক্ ॥ ১৫

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই; তাহার প্রারব্ধে ধিক্, প্রতিষ্ঠায় ধিক্, পূজায় ধিক্, দানে ধিক্ ও মহত্ত্বে ধিক্ ॥ ১৬

গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা ও তপস্যায় ধিক্, তাহার যশেও ধিক্ ॥ ১৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্থসহ পাঠ না জানে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। যে জ্ঞান গীতায় উক্ত হয় নাই, তাহা আসুর জ্ঞান বলিয়া জানিবে; তাহা বিফল ধর্ম্মহীন এবং বেদবেদান্তে নিন্দিত ॥ ১৮

অতএব ধর্ম্মময়ী গীতা সকল জ্ঞানেরই কারণস্বরূপা, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা ও বিশুদ্ধা বলিয়া প্রশংসিতা ॥ ১৯

যিনি বিষ্ণুপর্ব্বদিনে ও শ্রীহরিবাসরে গীতা অধ্যয়ন করেন, নিদ্রাবস্থায়, জাগরিতাবস্থায়, গমনকালে বা অবস্থান কালে তিনি শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হন না ॥ ২০

যিনি শালগ্রামশিলা-সমীপে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থে ও নদীতীরে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যলাভ করেন ॥ ২১

দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থপর্য্যটন ও ব্রত প্রভৃতি দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না ॥ ২২

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত মনে গীতা অধ্যয়ন করেন, তৎকর্ত্তৃক সমুদয় বেদ, নিখিলশাস্ত্র ও পুরাণ—এ সমস্তই সর্ব্বপ্রকারে অধীত হয় ॥ ২৩

যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রামশিলার সম্মুখে, সজ্জনগণের সভায়, যজ্ঞে এবং বিষ্ণুভক্তসমীপে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২৪

যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তৎকর্ত্তৃক দক্ষিণাসহ অশ্বমেধ প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ২৫

যিনি গীতার অর্থ শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করেন, কিংবা অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬

যিনি আদরসহকারে যথাবিধি ভক্তিভাবে কাহাকেও বিশুদ্ধ গীতাপুস্তক দান করেন, তাঁহার পত্নী প্রিয়তমা হয় ॥ ২৭

তিনি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং পত্নীর প্রিয়তমা হইয়া পরম সুখ লাভ করেন ॥ ২৮

যে গৃহে প্রতিনিয়ত গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় অভিচারজাত দুঃখ অথবা কঠোর শাপজাত ক্লেশ উপস্থিত হয় না ॥ ২৯

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতে বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ-ধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪

তথায় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপজাত পীড়া হয় না; শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরকের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৩০

সেই গৃহে বিস্ফোটকাদি কাহারও দেহে পীড়া উৎপাদন করিতে পারে না; সেই গৃহস্থিত জনগণ কৃষ্ণপদে দাসত্ব ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন ॥ ৩১

যে ব্যক্তি গীতাভ্যাসে রত থাকেন, তিনি প্রারব্ধবশে সুখ দুঃখ ভোগ করিলেও সর্ব্বজীবগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় ॥৩২

গীতাধ্যয়নকারী ব্যক্তি সতত মুক্ত ও সুখী, তিনি মহাপাতক বা অতিপাতক করিলেও যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনিও সকাম বা নিষ্কাম কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হন না ॥ ৩৩

অনাচার-জনিত, অবাচ্যবাক্য-প্রয়োগজাত, অভক্ষ্য-ভক্ষণজাত অস্পৃশ্য-স্পর্শজনিত, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত এবং প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়সম্ভোগজ সর্ব্ববিধ পাপই গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪-৩৫

সর্ব্বত্র ভোজনকারী এবং সর্ব্ববিধ দানগ্রহণকারী গীতা পাঠ করিলে, কদাপি পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ৩৬

অবিধিপূর্ব্বক রত্ন-পূর্ণা সমগ্র পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়াও যে ব্যক্তি একবারমাত্র গীতা পাঠ করেন, তিনি বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নিষ্কলঙ্ক হইয়া যান ॥ ৩৭

যাঁহার চিত্ত প্রত্যহ নিয়ত গীতায় নিরত থাকে, এই ভূতলে তিনিই সাগ্নিক, তিনিই ক্রিয়াশীল ও তিনিই পণ্ডিত ॥ ৩৮

তিনি দর্শনীয়, তিনি ধনবান্, তিনি যোগী, তিনি জ্ঞানবান, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজী এবং তিনিই সমুদয় বেদার্থ-পারদর্শী ॥ ৩৯

যে স্থানে প্রত্যহ গীতা পুস্তক থাকে এবং অধীত হয়, ভূতলে সেই স্থানেই প্রয়াগাদি সকল তীর্থই সর্ব্বদা বিরাজিত থাকেন ॥৪০

গীতাপাঠকের দেহে এবং এমন কি দেহশেষেও সর্ব্ব দেবতা এবং যোগিগণ দেহরক্ষকরূপে বাস করেন ॥ ৪১

যে স্থানে গীতাপাঠ হয়, তথায় বালকৃষ্ণবেশী শ্রীগোপাল, তৎক্ষণাৎ নারদাদি (অথবা নারদ ও ধ্রুব প্রভৃতি) নিত্য-পার্ষদগণের সহিত সহায়করূপে উপস্থিত হন ॥ ৪২

যেখানে গীতার বিচার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, তথায় শ্রীরাধিকার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন ॥ ৪৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সার-স্বরূপ, গীতাই আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমা'র অক্ষয় জ্ঞান ॥ ৪৪

মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রি-দ্বোকমর্দ্ধমথবা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭
গীতার্দ্ধমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য বস্তু এবং এমন কি গীতাই আমার পরম গুরু ॥ ৪৫

আমি গীতার আশ্রয়েই অবস্থান করি; গীতা আমার পরম গৃহ এবং এই গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিভুবন পালন করিয়া থাকি ॥ ৪৬

গীতাই আমার সর্ব্বোত্তমা ব্রহ্মরূপা বিদ্যা,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই; উহা পরম অনির্ব্বাচ্য-পদাত্মিকা (বাক্যের অগোচর) অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপা ॥ ৪৭

হে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন! গীতার গুহ্য নামসকল কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই নামসমূহের কীর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী—যিনি একাগ্রচিত্তে প্রত্যহ এই সকল নাম জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন এবং অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৪৯-৫১

প্রত্যহ সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ ব্যক্তি গীতার অর্দ্ধেক অংশ পাঠ করিবেন। তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে গোদানজ পুণ্য লাভ করিবেন ॥ ৫২

যিনি তিন ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি সোমযাগের ফল এবং ছয় ভাগের এক ভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন ॥ ৫৩

যিনি সাবধানতার সহিত শুদ্ধভাবে প্রত্যহ ইহার দুইটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রলোক লাভ করেন এবং সেখানে এককল্পকাল বাস করেন ॥ ৫৪

যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ একটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোকে গমন করেন এবং ভগবান্ শঙ্করের গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া বহুকাল তথায় বাস করেন ॥ ৫৫

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ইহার অর্দ্ধ অধ্যায় বা অধ্যায়ের চারি ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন এবং শত মন্বন্তর কাল তথায় অবস্থান করেন ॥ ৫৬

যিনি প্রত্যহ গীতার দশটি, সাতটি, পাঁচটি, তিনটি, দুইটি, একটি বা অর্দ্ধ শ্লোকমাত্র একাগ্রচিত্তে পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং অযুত বর্ষকাল তথায় বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্দ্ধ, একপাদ, একটি শ্লোক বা একটি অধ্যায় স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৮

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥ ৫৯
গীতাপুস্তক-সংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্॥ ৬১
গীতেত্যুচ্চার-সংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ॥ ৬২
যদ্যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৩
পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৪
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৫
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৬
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।

যে ব্যক্তি অন্তকালে গীতার অর্থ, পাঠ বা শ্রবণ করেন, মহাপাতকী হইলেও তিনি মুক্তিভাগী হন॥ ৫৯

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং বিষ্ণুর সহিত আনন্দে বাস করেন॥ ৬০

গীতার একটি অধ্যায় সংযুক্ত হইয়া মরিলে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় গীতাভ্যাস পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করেন॥ ৬১

"গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করেন, তাঁহার পরমা গতি লাভ হয়॥ ৬২

সর্ব্বত্র গীতা পাঠ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত নির্দ্দোষ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়॥ ৬৩

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া নরক হইতে স্বর্গে গমন করেন॥ ৬৪

শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ দ্বারা তৃপ্তিপ্রাপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গলোকে গমন করেন॥ ৬৫

ধেনুপুচ্ছ (চামর) সমন্বিত গীতাপুস্তক দান করিলে, সেই দিনেই মানব সম্যক্ কৃতার্থ হন॥ ৬৬

যিনি স্বর্ণসংযুক্ত গীতাপুস্তক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥ ৬৭

দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্॥ ৬৭
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৮
গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬৯
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্॥ ৭০
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে॥ ৭১
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭২
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্॥ ৭৩
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৪

যে ব্যক্তি একশত গীতাগ্রন্থ দান করেন, তাঁহার ব্রহ্মধামে গতি হয় এবং আর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥ ৬৮

গীতাদানের প্রভাবে বিষ্ণুলোকে সপ্তকল্প পরিমিতকাল অবস্থান পূর্ব্বক বিষ্ণুর সহিত বাস করিয়া আনন্দ লাভ করা যায়॥ ৬৯

গীতার্থ সম্যক্ শ্রবণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ দান করেন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন॥ ৭০

চতুর্ব্বর্ণমধ্যে শাস্ত্রপাঠোপযোগী মানুষ দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে হস্তপ্রাপ্ত অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে॥ ৭১

সংসার-দুঃখে একান্ত কাতর ব্যক্তি গীতাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া গীতামৃত পান পূর্ব্বক জগতে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবে ও সুখী হইবে॥ ৭২

ইহলোকে জনকাদি বহু রাজা গীতার আশ্রয়গ্রহণে নিষ্পাপ হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন॥ ৭৩

গীতাজ্ঞানসম্বন্ধে উচ্চ নীচ জনসমূহে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে গীতাজ্ঞানই নির্ব্বিশেষ এবং গীতাই ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৪

যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৫
অহঙ্কারেণ মূঢাত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৬
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমাসতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৭
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং য সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৮
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতাঞ্চ মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৯
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৮০
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্য-বস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮১

সূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮২
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮৩
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৪
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়-তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্ব্বভরে গীতার নিন্দা করে, যতদিন প্রলয়কাল উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে ঘোর নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। ৭৫

যে মূঢাত্মা ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ মানে না, সে যতদিন কল্পক্ষয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক-নরকে পচিতে থাকে ॥ ৭৬

গীতার্থ সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইতে থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ না করে; সে বহুবার শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৭

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ চুরি করিয়া আনে, তাহার কিছুই সফল হয় না এবং পাঠও বৃথা হয় ॥ ৭৮

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দ বোধ করে না, প্রমত্ত ব্যক্তির পরিশ্রমের ন্যায় ইহলোকে তাহার সমস্তই বিফল হয় ॥ ৭৯

গীতা শ্রবণ পূর্ব্বক পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনার্থ ব্রাহ্মণাদিকে দিবার জন্য সুবর্ণ ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র নিবেদন করিবে ॥ ৮০

ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতির জন্য গীতাপাঠককে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া নানাবিধ দ্রব্য; বস্ত্র ও উপকরণ প্রদান করিবে ॥ ৮১

সূত বলিলেন,—যে ব্যক্তি গীতাপাঠান্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত এই পুরাতন গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮২

গীতা-পাঠান্তে যে ব্যক্তি মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাহার পাঠ বৃথা ও পরিশ্রমমাত্রই সার হয় ॥ ৮৩

যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য-সমন্বিত গীতা পাঠ করেন, বা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহার পরমা গতি লাভ হয় ॥ ৮৪

যে ব্যক্তি অর্থযুক্ত গীতা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিয়া এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল সর্ব্বসুখের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৮৫

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জন-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারোক্ত-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
মাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে

৯ম বর্ষ বৈশাখমাস / জ্যৈষ্ঠমাস ১৩৭৮

মহাভারত—৩৫-৩৬
একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত—

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথমহারাজকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা   প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ, অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতান্তর্গত-

ভীষ্মপর্ব্বোক্ত-

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাপর্ব্বণি

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গত-পরমাচার্য্য-শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-সুবোধনীটীকা-সহিতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথমহারাজকৃতবঙ্গভাষানুবাদ-বিভূষিতা

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো
দীনবন্ধো জগৎপতে !
গোপেশ গোপিকাকান্ত
রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো !
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব ।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

[শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-'সুবোধনী'টীকা সমলঙ্কৃতা।]

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাপাঠক্রমঃ

অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস-ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যা-নন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইতি কীলকং শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিযোগঃ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। 'অচ্ছেদ্যোঽ-য়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইত্যনামিকাভ্যাং হুম্। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়-মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

অথ ধ্যানম্

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়প্রদীপঃ ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।

অশ্বত্থাম-বিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬

পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ধ্যান-শ্লোকানাম্ আন্বয়িকী ব্যাখ্যা

(ওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতা)

অম্ব (হে জননি) ভগবদ্গীতে। ভগবতা (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনা) নারায়ণেন স্বয়ং (সাক্ষাৎ) পার্থায (অর্জ্জুনায়। প্রতিবোধিতাম্ (উপদিষ্টাং) পুরাণমুনিনা (প্রাচীনমুনিনা) ব্যাসেন (বেদব্যাসেন) মধ্যে মহাভারতম্ (মহাভারতস্য মধ্যে [ভীষ্মপর্ব্বণঃ ২৫ অধ্যায়াৎ ৪২ অধ্যায়পর্য্যন্তমিত্যষ্টাদশাধ্যায়োক্ত সপ্তশতশ্লোকৈরিতি শেষঃ] গ্রথিতাম্ (সন্নিবদ্ধাম্), অদ্বৈতামৃত বর্ষিণীম (অদ্বৈততত্ত্বরূপামৃতবর্ষিণীম্), ভবদ্বেষিণীম (সংসারনাশিনীম্), অষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ (অষ্টাদশাধ্যায় বিভক্তাং) ভগবতীং ত্বাম্ অনুসন্দধামি ধ্যায়ামি ॥ ১

বিশালবুদ্ধে (বিশালা অগাধা বুদ্ধির্যস্য সঃ, তৎ সম্বোধনে, হে মহামতে।) ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র (ফুল্লস্য বিকসিতস্য অরবিন্দস্য পদ্মস্য আয়তে বিস্তৃতে যে পত্রে তদ্বৎ নেত্রে নয়নে যস্য সঃ, তৎসম্বোধনে, হে বিকসিতপদ্মপত্রসদৃশবিস্তৃতনয়ন।) ব্যাস (ব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।) যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ (ভারত মহাভারতমেব তৈলং তেন পূর্ণঃ) জ্ঞানময়ঃ (তত্ত্বজ্ঞানময়ঃ) প্রদীপঃ প্রজ্বালিতঃ, তে তুভ্যং নমঃ অস্তু ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় (প্রপন্নস্য শরণাগতস্য পারিজাতঃ কল্পবৃক্ষঃ ইব যঃ তস্মৈ), তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে (তোত্রম্ লৌনম্ [লাগাম ইতি ভাষা] বেত্রম্ অশ্বতাড়নদণ্ডঃ চ একপাণৌ একহস্তে যস্য স তস্মৈ), জ্ঞানমুদ্রায় (জ্ঞানমেব মুদ্রা যস্য তস্মৈ), কৃষ্ণায় (স্বয়ং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৩

সর্ব্বোপনিষদঃ গাবঃ (ধেনুতুল্যাঃ ইত্যর্থঃ), দোগ্ধা (দোহনকর্ত্তা) গোপালনন্দনঃ (গোপালকপুত্রঃ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ), পার্থঃ (পৃথাপুত্রঃ তৃতীয়ঃ পাণ্ডবঃ অর্জ্জুনঃ)—বৎসঃ (সন্তান), সুধীঃ (সুবুদ্ধিসম্পন্নঃ জনঃ বিবেকী ইত্যর্থঃ) ভোক্তা (পানকর্ত্তা), গীতামৃতং (গীতারূপমমৃতং) মহৎ (অতি শ্রেষ্ঠ) দুগ্ধম ॥ ৪

বসুদেবসুতং (বসুদেবপুত্রং শ্রীকৃষ্ণং), কংস চাণূরমর্দ্দনম্ (কংসস্য চাণূরস্য চ দৈত্যদ্বয়স্য মর্দ্দনং নাশনম্), দেবকীপরমানন্দং (জনন্যৈ দেবক্যৈ পরমা নন্দপ্রদং) জগদ্গুরুং (জগতো মায়াময়সংসারস্য গুরুম উদ্ধারকর্ত্তারম্) দেবং (স্বয়ং ভগবন্তং) কৃষ্ণং বন্দে ॥ ৫

ভীষ্ম-দ্রোণতটা (ভীষ্মো দ্রোণশ্চ তটং তীরং যস্যাঃ সা ইতি রণনদীবিশেষণম্), জয়দ্রথজলা (জয়দ্রথ এব জলং যস্যাঃ সা), গান্ধারনীলোৎপলা (গান্ধারনৃপঃ শকুনিঃ এব নীলম্ উৎপলং যস্যাঃ সা), শল্যগ্রাহবতী (শল্য এব গ্রাহঃ অবহারঃ [হাঙ্গর ইতি ভাষা] যস্যাঃ সা), কৃপেণ কৃপাচার্য্যেণ বহনী (তীক্ষ্ণপ্রবাহা), কর্ণেন বেলাকুলা (তীরপ্লাবি-তরঙ্গা), অশ্বত্থাম-বিকর্ণঘোরমকরা (অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ এব ঘোরৌ ভয়ঙ্করৌ মকরৌ যস্যাঃ সা), দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী (দুর্য্যোধনরূপঃ আবর্ত্তঃ জলভ্রমঃ [ঘূর্ণী]

অন্তা অন্তীতি) সা (প্রসিদ্ধা কুরুক্ষেত্রসম্ভবা) রণনদী (রণ এব নদী) খলু (নিশ্চিতম্) পাণ্ডবৈঃ (পাণ্ডুপুত্রৈঃ যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ পঞ্চভিঃ) উত্তীর্ণা (পারং গতা) ; (যত-স্তেষাং) কৈবর্ত্তকঃ (কর্ণধারঃ) কেশবঃ (স্বয়ং ভগবান্) ॥ ৬

পারাশর্য্যবচঃসরোজম্ (পরাশরস্য অপত্যং পুমান্ ইতি পারাশর্য্যঃ, তস্য পরাশরপুত্রস্য বচ এব সরঃ সরো-বরং, তস্মাজ্ জাতম্ উৎপন্নম্। বেদব্যাসস্য বাগ্ রূপ-সরোবরোৎপন্নম্), নানাখ্যানককেশরম্ (বিবিধাখ্যান-রূপকেশরযুক্তম্), হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ (হরিবিষয়ক-কথাপ্রসঙ্গেন সমুদ্ভাসিতম্, অথবা হরিকথয়া সম্বোধনং সম্যক্ বিকাশ (চৈতন্য)-সম্পাদনম্, তেন আবোধিতম্ আ সমন্তাৎ (সর্ব্বত্র) বোধিতম্ উৎফুল্লীকৃতম্), লোকে (জগতি) মুদা (হর্ষেণ) অহরহঃ (প্রতিদিনং) সজ্জনষট্-পদৈঃ (সজ্জনা বিবেকিন এব ষট্পদা ভ্রমরাঃ, তৈঃ) পেপীয়মানং (যস্য ভারতপঙ্কজস্য মধু পুনঃ পুনঃ পীয়ন্তে ইতি), তৎ (প্রসিদ্ধং) কলিমলপ্রধ্বংসি (কলিকলুষাপহারি), গীতার্থগন্ধোৎকটম্ (গীতায়া অর্থ এব গন্ধঃ তেন উৎকটম্ উদ্রিক্তম্, সর্বত্র প্রকটিত-তাদৃশগন্ধমিত্যর্থঃ। অথবা গীতারূপতীব্রগন্ধযুক্তম্), অমলম্ (নির্মলম্—পবিত্রম্) ভারতপঙ্কজম্ (ভারতং মহাভারতমেব পঙ্কজং পদ্মম্) নঃ অস্মাকং শ্রেয়সে (কল্যাণায়) ভূয়াৎ ॥৭

যৎকৃপা (যস্য কৃপা) মূকং (বচনশক্তিহীনং জনং) বাচালং (বাকপটুং বাগ্মিনম্) করোতি, পঙ্গুং (চলন শক্তিহীনং জনং) গিরিং (পর্ব্বতং) লঙ্ঘয়তে (উত্তা-রয়তি), তং (সুপ্রসিদ্ধং) পরমানন্দমাধবম্ (পরমানন্দ-শ্চাসৌ মাধবশ্চেতি তং পরমানন্দস্বরূপং মাধবং শ্রীকৃষ্ণম্) অহং বন্দে ॥ ৮

ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-মরুতঃ (বরুণশ্চ, ইন্দ্রশ্চ, মরুৎ পবনশ্চ তে) দিব্যৈঃ (অলৌকিকৈঃ বেদোক্তৈঃ) স্তবৈঃ যং স্তুন্বন্তি (স্তবন্তি), সামগাঃ (সামবেদগায়কাঃ সাঙ্গপদক্রমো-পনিষদৈঃ (অঙ্গ-পদক্রমোপনিষদ্যুক্তৈঃ বেদৈঃ) যং গায়ন্তি (যস্য গুণগানং কুর্ব্বন্তি), যোগিনঃ ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন (ধ্যানযোগনিমগ্নেন) মনসা (চিত্তেন) যং পশ্যন্তি, সুরাসুরগণাঃ যস্য অন্তং [চরমং তত্ত্বং] ন বিদুঃ (জানন্তি), তস্মৈ (প্রসিদ্ধায়) দেবায় (ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৯

মহাভারতম্

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং মধ্যে প্রধান-প্রধান-বীরাণামুল্লেখঃ, শঙ্খধ্বনিবর্ণনম্, স্বজনবধপাপস্য ভয়েন ভীতস্য অর্জুনস্য বিষাদশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতা টীকা

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্যাং ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥ ৩
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রপ্রযত্নতঃ।
সেয়ং সুবোধনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ ॥ ৪

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বজ্ঞানবিজৃম্ভিতশোকমোহভ্রংশিত-বিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক-পরধর্ম্মাভিসন্ধিন-মর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোক-মোহ-সাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ-মুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ, কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ইতি ॥

মহাভারত

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরদিগের উল্লেখ, শঙ্খধ্বনি বর্ণন এবং স্বজনবধের পাপে ভীত হইয়া অর্জুনের বিষাদ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয়! যুদ্ধেচ্ছু আমার পক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবসকল পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল ?১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

তত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে, ততঃ পরম্ আসমাপ্তেস্তয়োর্ধর্ম্মজ্ঞানার্থসংবাদঃ। তত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুরস্থিতং স্বসারথিং সমীপস্থং সঞ্জয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তে পৃষ্টে সঞ্জয়ো হস্তিনাপুরস্থিতোঽপি ব্যাসপ্রসাদাল্লব্ধদিব্যচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্র—বৃত্তান্তং সাক্ষাৎ পশ্যন্নিব ধৃতরাষ্ট্রায় নিবেদয়ামাস—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যাদিনা।

টীকা—অত্র তাবদ্ ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদম-ব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে,—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্র-বিশেষণম্। এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব, তস্য কুরোর্ধর্ম্মস্থানে, মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম অকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ? ১

টীকা—সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—তখন রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যূহ রচনায় অধিষ্ঠিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ॥ ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।

টীকা—তদেব বচনমাহ—পশ্যৈতামিত্যাদিভির্নবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেত্যাদি। হে আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াঽধিষ্ঠিতাম্॥ ৩

টীকা—অত্রেত্যাদি। অত্র অস্যাং চম্বাম্। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসাঃ ধনূংষি, মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ। ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ, তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ শৌর্য্যেণ ক্ষাত্রধর্ম্মেণোপেতাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম একো রাজা। নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ। যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

রথৈকেন যো যুধ্যেৎ তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ॥" ৪-৬

টীকা—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কা নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ। তানেবাহ—ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ। অন্যে চেতি মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণা ইত্যর্থঃ॥ ৭-৯

টীকা—ততঃ কিম্, অত আহ—অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তৎ তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি। ইদম্ এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং সৈন্যং ভীমাভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি, ভীষ্মস্যোভয়পক্ষপাতিত্বাৎ॥ ১০

টীকা—তস্মাৎ ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নেম্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বে ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু। যথাঽন্যৈর্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ॥ ১১

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য বুদ্ধিমান্ দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ব্যূহ রচনায় অবস্থিত পাণ্ডবগণের এই মহান্ সৈন্যসমূহ দর্শন করুন ॥ ৩

এই পাণ্ডবসেনাতে মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধে ভীম-অর্জুনের সমকক্ষ যুযুধান, সাত্যকি, বিরাট, মহারথ, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, মহাবলবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পরাক্রমশালী যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র (ও ভীমতনয় ঘটোৎকচ) প্রভৃতি ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬

হে দ্বিজোত্তম! আর আমাদের পক্ষীয় যাঁহারা প্রধান সৈন্যগণের নায়ক তাঁহাদিগকে বিদিত হউন। আপনার সম্যক্ বোধের জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি ॥ ৭

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সংগ্রামজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ ॥ ৮

বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী অপর বীরসমূহ আছেন, আমার জন্য জীবনত্যাগে সকলেই কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধকুশল ॥ ৯

তদ্রূপ বীরগণযুক্ত ভীষ্ম কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত আমাদের সৈন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ মনে হইতেছে, আর পাণ্ডবগণের ভীম-রক্ষিত সৈন্যবল সমর্থ, কারণ, ভীষ্ম উভয় পক্ষপাতী—ভীম এক পক্ষপাতী ॥ ১০

আপনারা সকলেই সমস্ত ব্যূহ প্রবেশপথে নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব স্থান ত্যাগ না করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক সেনাপতি ভীষ্মকেই সকল দিকে রক্ষা করুন ॥ ১১

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

টীকা—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য বাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান, তদাহ--তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং সঞ্জনয়ন্ কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং বিনদ্য কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্ ॥ ১২

টীকা—তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ--তত ইত্যাদিনা। পণবা মার্দ্দলাঃ আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ। স চ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩

টীকা—পাণ্ডবসৈন্যৈঃ প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ কৌরবসৈন্যবাদ্যকোলাহলানন্তরং মহতি স্যন্দনে রথে স্থিতৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪

টীকা—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ -পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাং নামানি। ভীমং ঘোরং

প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের আনন্দবর্দ্ধন করত মহান্ সিংহনাদ পূর্ব্বক শঙ্খ বাদিত করিলেন ॥ ১২

সেনাপতি ভীষ্মের যুদ্ধোৎসবদর্শনে শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল), আনক (ঢক্কা নাগরা), গোমুখ (শৃঙ্গ প্রভৃতি) বাদ্যসমূহ সহসা বাদিত হইল। সেই শব্দ একত্র মিলিত হইয়া তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ১৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহান্ রথে অবস্থিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও অর্জুন উভয়ে দুইটি অলৌকিক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৪

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্তনামক শঙ্খ, ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাদিত করিলেন। কুন্তীতনয় রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০

কর্ম্ম যস্য সঃ। বৃকবদুদরং যস্য স বৃকোদরো মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মাবিতি। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৫-১৬

টীকা—কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশীরাজঃ। কথম্ভূতঃ? পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র! ॥ ১৭-১৮

টীকা—স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ—স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্। কিং কুর্ব্বন্? নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥১৯

টীকা—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি অথানন্তরং ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদযোগেন স্থিতান্। কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২০

নামক শঙ্খ বাজাইলেন, আর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সকলেই স্ব স্ব পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৫-১৮

ঘোরতর সেই শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে বিশেষভাবে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের হৃদয়সকল বিদীর্ণ করিল ॥ ১৯

হে ভূপতে! অনন্তর শস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইলে কপিধ্বজ অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে যুদ্ধে সম্যক্ অবস্থিত দেখিয়া গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্ব্বক হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা) শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ॥

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১

যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম।

টীকা—তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাদি যাবদেতানিতি। নন্থ ত্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ—কৈর্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ ॥ ২১-২২

টীকা—যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছবো যে ইহ সমাগতাঃ, তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ, তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে মে মম রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তম্ ইত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ অর্জ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্। হে ভারত! হে ধৃতরাষ্ট্র! সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্। ভীষ্মদ্রোণ ইতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা। হে পার্থ! এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৪-২৫

অর্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত অচঞ্চল! আমি যতক্ষণ যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধ উদ্যোগে কাহাদিগের সহিত আমি যুদ্ধ করিব,—রণস্থলে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় যাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই যুদ্ধকামিগণকে যাবৎ দর্শন করি, তাবৎ উভয়সেনার মধ্যে তুমি আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২০-২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! অর্জুন অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণকে ইহা বলিলে, তিনি উভয়সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখ সমস্ত রাজগণের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপনা করিয়া 'হে পার্থ, এই সমবেত কুরুগণকে দেখ' এই কথা বলিলেন ॥ ২৪-২৫

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্

পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ২৭

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯

টীকা—ততঃ কিং কৃতমিত্যাহ—তত্রেত্যাদি। পিতৄন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রাণি। সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ ॥ ২৬

টীকা—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ—তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আবিষ্টঃ বিষণ্ণঃ সন্ ইদমর্জ্জুনোঽব্রবীৎ। ইত্যুত্তরস্যার্দ্ধশ্লোকস্য বাক্যার্থঃ। আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥

টীকা—কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি! হে কৃষ্ণ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে। কিঞ্চ বেপথুশ্চেতি। বেপথুঃ কম্পঃ। রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ। স্রংসতে নিপততি।

অনন্তর অর্জুন সেই স্থানে স্থিত উভয় দলের সেনাগণের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র এবং সখা, শ্বশুর ও সুহৃৎসমূহকে দেখিলেন ॥

কুন্তীতনয় সেই সমস্ত বন্ধুগণকে অবস্থিত দর্শন করিয়া অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া এই কথা বলিলেন ॥

অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই আত্মীয়গণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র শীর্ণ ও মুখ শুষ্ক হইতেছে। আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ হইতেছে ॥ ২৬-২৯

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য সঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতসুবোধনীটীকায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন—অর্জুন এইরূপ বাক্যসকল বলিয়া যুদ্ধে শরসমন্বিত গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোককম্পিত-মানসে রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন। ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অর্জুনবিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সাঙ্খ্যযোগঃ।

[যুদ্ধায়ার্জুনমুৎসাহিতং কুর্ব্বতা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনপূর্ব্বকং সাঙ্খ্যযোগ-কর্মযোগ-স্থিতপ্রজ্ঞানাং তত্ত্ববর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥

টীকা—"দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া। প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥" ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তং তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জুনং প্রতি মধুসূদনঃ ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনাপূর্ব্বক সাঙ্খ্যযোগ, কর্মযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞের তত্ত্ববর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—উক্ত প্রকার কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণ চকিতনয়ন বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের প্রতি মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন। ১

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২

টীকা—তদেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্ অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ। যত আর্য্যৈরসেবিতম, অস্বর্গ্যম্ অধর্ম্ম্যম্, অযশস্করঞ্চ ॥ ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! এরূপ বিপৎসময়ে কিজন্য তোমার অনার্য্য-আচরিত স্বর্গ-প্রতিবন্ধক অযশস্কর মোহ উপস্থিত হইল? ২

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্—
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম—
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

টীকা—ক্লৈব্যং মাস্ম গম ইতি। তস্মাৎ হে পার্থ! ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ ন প্রাপ্নুহি। যতস্ত্বয়ি এতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি। ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! ॥ ৩

টীকা—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাৎ উপরতোঽস্মি। কিন্তু যুদ্ধস্য অন্যায্যত্বাদধর্ম্ম্যত্বাচ্চেত্যাহ—অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্ম-দ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজাযোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি, তত্রাপি ইষুভিঃ, যত্র বাচাপি যোৎস্যামীত্যর্থঃ বক্তুমনুচিতং, তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন! শত্রুমর্দ্দন! ॥ ৪

টীকা—তর্হি তান্ অহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং, কিন্ত্বিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্ হত্বা ইহৈব তু রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্। যদ্বা অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্। অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরন্, তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তম্,—"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈ ইতি ॥ ৫

টীকা—কিঞ্চ যদ্যপ্যধর্ম্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ, তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতদ্দ্বয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি। যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ, যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ ॥ ৬

হে অর্জুন! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমাতে হয় না। হে শত্রুতাপিন্! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থিত হও ॥ ৩

অর্জুন কহিলেন—হে অরিসূদন মধুসূদন! আমি কি প্রকার সময়ে পূজাযোগ্য পিতামহ ভীষ্ম আচার্য্য দ্রোণের প্রতি শরসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিব? যাঁহাদের বাক্যের দ্বারাও যুদ্ধ করিব বলা অকর্ত্তব্য, তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা যুদ্ধ কিরূপে করিব? ৪

মহাপ্রভাব গুরুগণকে বধ না করিয়া যদি এ জগতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়স্কর, কিন্তু গুরুসকলকে বিনষ্ট করত ইহলোকেই তাঁহাদের শোণিতসিক্ত অর্থকাম ভোগ করিব? ৫

এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মধ্যে আমাদের অধিকতর গরীয়ান্ কোন্টি, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেননা যাঁহাদের বিনাশ করত আমরা জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ সম্মুখে অবস্থান করিতেছে ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

টীকা—উপদেশগ্রহণে স্বাধিকারং সূচয়তি—কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষশ্চ স্বকুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি; তথা ধর্ম্মে সম্মূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে নিশ্চিতং যৎ শ্রেয়ঃ যুক্তং স্যাৎ, তদ্ ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ, অতস্ত্বাং শরণাগতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭

টীকা—ত্বমেব বিচার্য্য যদ্ যুক্তং, তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ, তত্রাহ—ন হি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতি-শোষণকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্ম অপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ, তদহং ন প্রপশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি, তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি, এবমভীষ্টং তত্তৎ সর্ব্বমবাপ্স্যামি শোকাপনোদনোপায়ং ন

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮

টীকা—এবমুক্ত্বার্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি স্পষ্টার্থঃ ॥ ৯

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেকদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্য অবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন্ ত্বম্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা। তত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোঽসি যতঃ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১

কাতরতা ও স্বকুলক্ষয়জনিত দোষহেতু শৌর্য্যাদি স্বভাবতঃ অভিভূত হইয়াছে, আমার চিত্ত ধর্ম্মনির্ণয়ে অক্ষম, এইজন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাতে আমার কল্যাণ হয় তাহা আমাকে নিশ্চয়পূর্ব্বক বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্যে এবং দেবেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণের অতিশোষণকর শোক অপনীত হইবে তাহা দেখিতেছি না ॥ ৮

সঞ্জয় কহিলেন,—শত্রুতাপন জিতনিদ্র অর্জুন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কথনান্তর 'আমি যুদ্ধ করিব না' গোবিন্দকে বলিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

হে ভারত! হৃষীকেশ সহাস্যবদনে উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই বাক্য কহিলেন ॥ ১০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—তুমি শোকের অবিষয়ীভূত বন্ধুগণের জন্য শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতগণের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতসমূহ মৃত অথবা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না ॥ ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ।

টীকা- -অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—ন ত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাব-তিরোভাবেঽপি নাসমিতি তু নৈব, অপি ত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ ; ন চ ত্বং নাসীঃ নাভূঃ, অপি ত্বাসীরেব ; ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন অপি তু আসন্নেব মদংশত্বাৎ ; তথাতঃপরম্ ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম এবেতি, জন্ম-মরণশূন্যত্বাদশোচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব ; জীবানাস্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে, তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব, ন তু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থা-নাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহ-নিবন্ধনৈব। ন তু তাবদাত্মনো নাশঃ, জাতমাত্রস্য পূর্ব্ব-সংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি, আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে ॥ ১৩

টীকা—নন্বু গতানগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ্-বিয়োগাদিদুঃখভাজনম্ আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ মাত্রা-

আমি কখনও ছিলাম না, এমন নহে ; তুমিও ছিলে না, এরূপ নয় এবং এই নৃপতিসমূহ ছিলেন না ; ইহাও নহে, দেহান্তর হইলেও আমরা থাকিব না এমতও নহে ॥ ১২

যেমন দেহাভিমানী জীবের স্থূল দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা উপস্থিত হয়, তদ্রূপ এই দেহনাশে অন্যদেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে বিষয়ে বুদ্ধিমান্ মোহিত হন না ॥ ১৩

হে পার্থ! শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয়পঞ্চকের সহিত শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই ইন্দ্রিয়গণের সংযোগই শীত উষ্ণ সুখ এবং দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা কখন উৎপন্ন কখন বিনষ্ট

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

স্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ, তে শীতোষ্ণাদি-প্রদা ভবন্তি, তে ত্বাগমাপায়িত্বাদনিত্যা অস্থিরাঃ ; অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব ; যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্তৎ-কালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্ট-সংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি, তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং, ন তু তন্নিমিত্ত-হর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকা—তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্যাদিত্যাহ—যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্। স তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫

টীকা--নন্বু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যম্, অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়ে-নাহ—নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদ-বিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে ; এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ, কৈঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ, বস্তুযাথার্থ্যবিদ্ভিঃ। এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬

হয়, তজ্জন্য অনিত্য অস্থির। হে ভারত! সে সমুদয় সহ্য কর ॥ ১৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মাত্রাস্পর্শসকল সুখদুঃখে একরূপে অবস্থিত যে শান্ত পুরুষকে ব্যথিত না করে, তিনি মোক্ষ লাভ করিবার যোগ্য হন ॥ ১৫

অসৎ অনিত্য বস্তুসমূহের সত্তা নাই আর নিত্য বস্তুর নাশ নাই। বস্তুযাথার্থ্যবিদ্গণই নিত্য ও অনিত্যের নির্ণয় দর্শন করিয়াছেন ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

টীকা—তত্র সদ্ভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং, বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়ধর্ম্মাত্মকং দেহাদিকং ততং সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং, তত্তু আত্মস্বরূপম্ অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি ॥ ১৭

টীকা—আগমাপায়ধর্ম্মমসদ্ দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য, শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএব অনাশিনো বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশঃ ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ, তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্ত-শোকো নিবারিতঃ যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্ "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা, তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মবৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯

টীকা—ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি—নেতি, ন জায়ত ইত্যাদি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ, ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ। বাশব্দৌ

যাঁহার দ্বারা এই চরাচর জগৎ ও দেহাদি আচ্ছন্ন, তিনিই বিনাশবিহীন জানিবে। কেহ সর্ব্ববিকারশূন্য পরমাত্মাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

সর্ব্বদা একরূপে স্থিত বিনাশবিরহিত অপরিচ্ছন্ন অবিষয়ীভূত জীবাত্মার এই শরীরসমুদয় অন্তবিশিষ্ট নাশশীল বলিয়া কথিত হয়। হে ভারত! অতএব যুদ্ধ কর ॥ ১৮

যিনি এই জীবাত্মাকে হননকারী বলিয়া জানেন ও যিনি ইঁহাকে নিহত হন মনে করেন, তাঁহারা উভয়ে অবগত নহেন যে

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

চার্থে। ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি, অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ। তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ। যো হি জায়তে স হি জন্মান্তরমস্তিত্বং ভজতে; ন তু যঃ স্বত এবাস্তি স ভূয়োঽপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ, শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব। ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্যানুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽভ্যধিকং যথা ভাবতেতি তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চোভয়বৃদ্ধ্যাদ্যভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং যাস্কাদিভির্বেদবাদিভিরুক্তাঃ ষড্ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি ॥ ২০

টীকা—অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রতিষিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাবিনাশিনামিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্। অব্যয়ম্ অপক্ষয়শূন্যম্। অজম্ অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি? এবম্ভূতস্য

এই আত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না বা বিনষ্ট হন না ॥ ১৯

এই জীবাত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না অথবা মরেন না, বারংবার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না। ইনি জন্মবিহীন নিত্য (হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য) শাশ্বত (ক্ষয়বিহীন) ও পুরাণ পরিণামশূন্য, শরীর হন্যমান (বিনষ্ট) হইলেও ইনি হত হন না ॥ ২০

হে অর্জুন! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী অক্ষয় নিত্য অজ বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে বিনাশ করাইবেন অথবা কাহাকে বধ করিবেন? ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যো য়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।

বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি? ন কিঞ্চিদপি। ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন ময্যপি প্রয়োজকত্বাদ্দোষদৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১

টীকা—নন্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনভূতানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ন তজ্জীর্ণ-দেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্ অবিনাশিনমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাদি। আপো নৈনং ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ২৩

টীকা—তত্র হেতূনাহ—অচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ। অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। অতশ্চ ছেদাদিযোগো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী সর্বগতঃ সর্ব্বত্রগতঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপা-

যেমন মানব পুরাতন বস্ত্রসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর নূতন বসনসমূহ পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জর্জ্জরিত দেহ ত্যাগ করত অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২২

অস্ত্রসকল এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অনল ইহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না ও বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে সক্ষম হয় না ॥ ২৩

এই আত্মা ছেদনযোগ্য নহেন, ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারা যায় না, ইনি আর্দ্র হন না ও ইনি শোষণযোগ্য নহেন। ইনি সর্ব্বদা একরূপ, সর্ব্বত্র অবস্থিত, স্থিরস্বভাব—রূপান্তর প্রাপ্ত হন না, অচল পূর্ব্বরূপঅপরিত্যাগী ও অনাদি ॥ ২৪

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

পরিত্যাগী। সনাতনোঽনাদিঃ। কিঞ্চ অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্য-বিষয়ঃ। অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যতে ইতি নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি ॥ ২৪

টীকা—উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাদি। তদেব-মাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫

টীকা—ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম, তদ্বিনাশেন চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাদি। অথ চ যদ্যপি এনমাত্মানং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে, পুণ্যাপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্ম-গামিত্বাৎ; তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬

টীকা—কুত ইত্যত আহ—জাতস্য ইত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ তত্তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব; তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭

ইনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইনি অচিন্তনীয়—মনেরও অজ্ঞেয়, ইনি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহেরও অবিষয় বলিয়া কথিত হন। অতএব এই আত্মাকে এবম্বিধ অবগত হইয়া অনুশোচনা ত্যাগ কর ॥ ২৫

আর যদি ইঁহাকে নিত্যজাত অথবা নিত্যমৃত জনন-মরণশীল মনে কর, তথাপি হে মহাবাহো! তুমি ইহার জন্য অনুশোচনা করিতে পার না ॥ ২৬

যেহেতু উৎপন্ন প্রাণী জীবের মৃত্যু নিশ্চিত ও মৃতজীবের জন্ম ধ্রুব স্থির, অতএব অবশ্যম্ভাবী জন্মমরণ বিষয়ে তুমি শোক করিতে পার না ॥ ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন—
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।

টীকা—কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তত্ত্বপাধিক আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যত আহ—অব্যক্তাদীনীত্যাদি। অব্যক্তঃ প্রধানং, তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনাপি স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি; অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বিব ন শোকো যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ ঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি চ শৃণোতি চান্যঃ কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চশব্দাদুক্ত্বাঽপি দৃষ্ট্বাঽপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৯

হে ভারত! প্রাণীসকল প্রথমে অব্যক্ত—অপ্রকাশিত, মধ্যে অভিব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর মরণের পরও অব্যক্ত, সে বিষয়ে শোকনিমিত্ত বিলাপ কেন করিবে? ২৮

কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত দেখেন, তদ্রূপ অপর ব্যক্তিও বিস্ময়ের সহিত বলেন এবং অন্য ব্যক্তি বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, আবার কেহ শুনিয়াও ইহাকে জানিতে পারেন না ॥ ২৯

হে ভারত! এই জীবাত্মা সকল প্রাণীর শরীরে নিয়ত অবধ্যরূপে অবস্থিত, সেইজন্য নিখিল ভূতের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩০

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

টীকা—তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্ অশোচ্যত্বমুপসংহরতি—দেহীত্যাদি স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩০

টীকা—যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মমিতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি তত্রাহ—ধর্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্ যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১

টীকা—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্পসে ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়াপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যা এব লভন্তে, যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে, ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইতি যদুক্তং, তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি ॥ ৩৩

আর ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ, তাহা দর্শন করত তুমি কম্পিত হইতে পার না—যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুক্ত যুদ্ধ ভিন্ন অন্য মঙ্গলজনক আর কিছু নাই ॥ ৩১

হে পার্থ! সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই অপ্রার্থিতরূপে প্রাপ্ত অনর্গল স্বর্গদ্বার এরূপ যুদ্ধ লাভ করেন ॥ ৩২

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মযুক্ত সংগ্রাম না কর, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপী হইবে ॥ ৩৩

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪
ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

টীকা—কিঞ্চ অকীর্তিমিত্যাদি—অব্যয়াং শাশ্বতীম্। সম্ভাবিতস্য বহুমানিতস্য। অকীর্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি॥ ৩৪

টীকা—কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়েন সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মংস্যেরন্, ততশ্চ বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ ত্বচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি॥ ৩৬

টীকা—যদুক্তং "ন চৈতদ্ বিদ্মঃ" ইতি তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ॥ ৩৭

টীকা—যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ—সুখ-দুঃখে ইত্যাদি। সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষ-বিষাদরাহিত্যম্। যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখদুঃখাদ্যভি-লাষং হিত্বা স্বধর্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥

আরও প্রাণীসমূহ তোমার অক্ষয় (চিরকাল) অকীর্তি কীর্তন করিবে। বহুজনপূজিত ব্যক্তির অকীর্তি মরণ হইতে অধিকতর হয়॥ ৩৪

মহারথগণ তোমাকে ভয়হেতু যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত মনে করিবেন। যে দুর্য্যোধনাদির নিকট তুমি বহু সম্মানিত, তাহাদের কাছে অগৌরব প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৫

তোমার শত্রুসমূহ তোমার সামর্থ্যের নিন্দাপূর্ব্বক বহু কুৎসিত বচন বলিবেই, তাহা হইতে অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? ৩৬

তুমি যদি এই যুদ্ধে নিহত হও, তাহা হইলে সম্মুখ সংগ্রামে মরণজন্য স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি জয়ী হও ত সমগ্র ভূমণ্ডল ভোগ করিবে, সেইহেতু হে কৌন্তেয়! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও॥ ৩৭

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭
সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০

টীকা—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি—এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যগ্ জ্ঞানম্। তস্মিন্ প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্। তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা; এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হি অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ তৎপ্রসাদপ্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি॥ ৩৯

টীকা—নমু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্ বিঘ্নবাহু-ল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধপ্রহাণম্ তত্রাহ—নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফ-লত্বং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে। ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থ-

সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান করত তদনন্তর যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হও, এরূপ করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে না॥ ৩৮

সম্যক্ জ্ঞানে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বকথিত বুদ্ধি তোমাকে উপদেশ করিলাম। চিত্তশুদ্ধির জন্য ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মযোগে সমাধিযোগে বক্ষ্যমাণ জ্ঞান শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অর্পিত কর্ম্মযোগের দ্বারা শুদ্ধান্তঃ-করণ হওত যাতায়াতমূলক কর্ম্মবন্ধন উত্তমরূপে ত্যাগে সমর্থ হইবে॥ ৩৯

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে আরব্ধ কার্য্যের (আরম্ভের) নিষ্ফলত্ব নাই ও আগামী দুঃখজনক দোষও নাই। এই ঈশ্বর-আরাধনার্থ

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।

কর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপ্যুপক্রমমাত্রমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেত্যাদি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা ঈশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনাস্তু ঈশ্বরারধনবহির্মুখাণাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাদনন্তাস্তত্রাপি হি কর্ম্মফলগুণফলাদিপ্রকারভেদাদ্ বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেনাপি ন নশ্যতি, যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্ বিধীয়তে; ন চ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কর্ম্ম 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ,' 'দধ্নেন্দ্রিয়কামো জুহুয়াৎ" ইতি অতো মহদ্‌বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১

টীকা—নন্থ কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ—যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি, বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং যে তেষাং তয়া বাচাপহৃতচেতসাং

কর্ম্মযোগের অত্যন্ত অল্পও অনুষ্ঠিত হইলে সংসারগতিরূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ৪০

হে কুরুনন্দন! ভগবদারাধন-লক্ষণ কর্ম্মযোগে 'পরমেশ্বরের ভক্তির দ্বারা আমি অবশ্যই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব,' এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠাই হয়, আর কামিগণের বুদ্ধি কামনার অনন্তত্ব-হেতু বহুভেদবিশিষ্টা ও অনন্তা হইয়া থাকে ॥ ৪১

অবিদ্বান্, বেদে স্বর্গাদিপ্রাপক কর্ম্মের প্রশংসামূলক বাক্যে অনুরক্ত স্বর্গ পশু আদি ফলসাধন ভিন্ন অন্য কর্ম্ম নাই এরূপ কথনশীলগণ এই যে 'চাতুর্ম্মাস্যযাজীর অক্ষয় সুখলাভ হয়,' সোমপানে অমর হইব ইত্যাদি বিষলতার ন্যায় আপাতরমণীয় বাক্য বলেন,

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি, যতোঽপিশ্চিতো মূঢ়াস্তত্র হেতুঃ—বেদবাদরতা ইতি,। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি", তথা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ। তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ, অতএব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বচনশীলাঃ। অতএব কামাত্মান ইতি—কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ। ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাম্। তেষাম্ সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। সা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪২-৪৪

টীকা—নন্থ চ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি, তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মিকাঃ সকামা

তাঁহারা কামনায় অত্যাসক্ত স্বর্গপ্রধান জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগ-ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির প্রতি সাধনভূত অধিক ক্রিয়াবিশেষ বিষয়ক বাক্য বলিয়া থাকেন ॥৪২-৪৩

সেই বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ভোগ-ঐশ্বর্য্যে অত্যন্ত আসক্তগণের সমাধিতে ঈশ্বরাভিমুখে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৪৪

কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদভাগ ত্রিগুণাত্মক, সকাম, অধিকারিগণের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। হে অর্জুন! তুমি ত্রিগুণাতীত নিষ্কাম শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বরহিত নিত্যসত্ত্বগুণাশ্রিত যোগক্ষেম-রহিত (অপ্রাপ্তের স্বীকার, প্রাপ্তের রক্ষা বিরহিত) অবিচকল অপ্রমত্ত হও ॥ ৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্‌রহিতো ভব, তানি সহস্ব ইত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ—নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ, প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমঃ তদ্রহিতঃ, আত্মবানপ্রমত্তঃ; নহি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫

টীকা—নন্বু বেদোক্তনানাফলপরিত্যাগেন নিষ্কামতয়া ঈশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তেঽস্মিন্নিত্যুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থঃ তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ; ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ, 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬

টীকা—তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব

ভিন্ন ভিন্ন বাপী কূপ তড়াগাদি স্বল্পোদকে স্নানপানাদি প্রয়োজন সাধিত হয়, একমাত্র মহাহ্রদে সে সমস্ত বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে ; এরূপ সকল বেদে যে প্রয়োজন নিষ্পাদিত হয়, সে সকলই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠগণের হইয়া থাকে। (যেহেতু ক্ষুদ্রানন্দ ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত) ॥ ৪৬

কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কখন ফলে যেন অধিকার না হয়, অতএব তোমার কর্ম্মফল যেন কর্ম্মকরণের হেতু না হয়, আর কর্ম্ম অকরণেও তোমার নিষ্ঠা না হউক ॥ ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্ততে, কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্‌বারয়ন্নাহ—কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ, তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মা অস্তু। নন্বু কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব, ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলং প্রবৃত্তির্হেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ, কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি, ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু ॥ ৪৭

টীকা—কিং তর্হি—যোগস্থ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮

টীকা—কাম্যন্তু কর্ম্ম অতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা, তস্মাৎ সকাশাদন্যং সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণ অবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং হি যস্মাৎ এবং তস্মাদ্ বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগম্ অন্বিচ্ছানুতিষ্ঠ, যদ্

হে ধনঞ্জয়! তুমি কর্ত্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক অনন্তভাবে পরমেশ্বরপরায়ণ ও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম হইয়া কর্ম্মসকল ভগবৎপ্রীতির জন্য কর। এরূপ ঈশ্বরার্পণরূপ সমত্বকেই সাধুগণ যোগ বলিয়া থাকেন ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয়! যেহেতু সমত্ববুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্মসমুদয় অতিশয় নিকৃষ্ট, তজ্জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আচরণ কর। ফলকামী মানবগণ অতি দীন ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ৫০
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্ম-বন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২

বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামাঃ নরাঃ কৃপণা দীনাঃ "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৪৯

টীকা—বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং, দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন জহাতি ত্যজতি, তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদনচাতুর্য্যং স এব যোগঃ॥ ৫০

টীকা—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ—কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি॥ ৫১

টীকা—কদা তৎপদমহং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনম্ "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ,—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥৫৪

যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি। তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ॥ ৫২

টীকা—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না। ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিক্ষেপব্যাপ্তিবিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অতএব অচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা লয়ব্যাপ্তিঃ সতী, তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

টীকা—পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য, অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য, তস্য ভাষা কা? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ, তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৫৪

বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ইহজন্মেই স্বর্গাদিপ্রাপক সুকৃত, নরকাদি-প্রাপক দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করে; তজ্জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্নশীল হও— যেহেতু কর্ম্মে যে ঈশ্বর আরাধনরূপ কৌশল, তাহাই যোগ॥ ৫০

সমত্ব-বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমান্‌গণ নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানহেতু কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগপূর্ব্বক জন্মবন্ধন হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া সমস্ত উপদ্রব-বিরহিত বিষ্ণুপদে গমন করেন॥ ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি দুর্গম দেহাত্মাভিমান বিশেষরূপে অতিক্রম করিবে, তৎকালে শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। দেহাত্মাভিমান দূর করিবার জন্য শাস্ত্র শ্রবণ প্রয়োজন। তাহা দূর হইলে শ্রুত শ্রবণীয়ের কোন প্রয়োজন থাকিবে না॥ ৫২

যে সময়ে বিবিধ লৌকিক বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্তা বুদ্ধি পরমেশ্বরে অচলা হইয়া অবস্থান করিবে, তখন যোগফল প্রাপ্ত হইবে॥ ৫৩

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কেশব! স্বাভাবিক সমাধিতে যিনি অবস্থান করেন, তাঁহার লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ বাক্যালাপ করেন, কি প্রকারে অবস্থান করেন ও তাঁহার গতি কি প্রকার? ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

টীকা।—অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি, তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষণস্য লক্ষণানি; কথয়ন্নেব অন্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনান্যাহ—যাবদধ্যায়সমাপ্তি। তত্র প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্।

শ্রীভগবানুবাচ। মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি, তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫

টীকা—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষু অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ। সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ—বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। স মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥৫৬

টীকা—কথং প্রভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ, অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৭

টীকা—কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ ॥ ৫৮

টীকা—নন্থ নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ে অপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি। জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জ্জম্ অভিলাষশ্চ ন নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যথা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে। ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাদ্যভাবাৎ, কিন্তু রসবর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৫৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! যে সময়ে যোগী সমস্ত মনোগত কামনাসকল উত্তমরূপে ত্যাগ করেন, আপনার পরমাত্মার স্বরূপে স্বয়ংই তুষ্ট অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন ॥ ৫৫

যিনি দুঃখসমূহে অক্ষুভিতচিত্ত, সুখসকলে একেবারে স্পৃহাবিবর্জিত, অনুরাগ ভয় এবং ক্রোধ-পরিশূন্য, সেই মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৬

যিনি দিক্ দেশ ও কাল সকল বিষয়ে স্নেহশূন্য, বাধিতানুবৃত্তিতে সেই সেই অনুকূল প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ পূর্ব্বক প্রশংসা বা নিন্দা করেন না, তাঁহার বুদ্ধি সুস্থিরা হইয়াছে—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭

এবং যখন এই জীবন্মুক্ত পুরুষ কূর্ম যেমন অঙ্গসকলকে অতি সত্বর সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ বিষয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ করেন, তখন তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮

উপবাসপরায়ণ মানবগণ ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতার জন্য শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, সে কারণে বিষয়সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয়ে অনুরাগ থাকিয়া যায়। যখন সর্ব্বত্র একমাত্র পরমাত্মা নানা সাজে বিরাজ করিতেছেন এইভাবে পরমাত্মদর্শনে সমর্থ হন, তখন বিষয়ের রস নিবর্ত্তিত হইয়া পরম রসে রসিত হন ॥ ৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥৬২
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—যততো হ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মনঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি, যতঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রক্ষোভকাণীত্যর্থঃ ॥ ৬০

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্ আসীত, যস্য বশে বশবর্ত্তীনি ইন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬১

টীকা—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইয়ি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি। কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২

টীকা—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতে বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া বিনাশঃ, বৃক্ষাদিষ্বিবাভিভবঃ। ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩

টীকা—নম্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈবিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্যেতি, অনেনৈব কথং ব্রজেত ভুঞ্জীতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ান্ অধিগচ্ছতি ইত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪

টীকা—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫

টীকা—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য

হে পার্থ! মুক্তির জন্য চেষ্টাকারী বিবেকী পুরুষেরও অত্যন্ত ক্ষোভকারক ইন্দ্রিয়গণ সবলে মনকে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৬০

সমাহিত যোগী আমার একান্ত ভক্ত হইয়া অবস্থান করিবে, যেহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্ত্তী তাঁহার প্রজ্ঞা উত্তমরূপে সুস্থির—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১

শব্দাদি বিষয়সমূহচিন্তাকারী পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে, অনুরাগ হইতে অভিলাষ উৎপন্ন হয়, কামনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয় ॥ ৬২

ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য বিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক হইতে স্মৃতিভ্রম—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-বিস্মৃতি—হইয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধির (চেতনার) নাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে বিনষ্ট হয়—মৃত্যুতুল্য হইয়া থাকে ॥ ৬৩

অনুরাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিয়া বশীকৃতচিত্ত পুরুষ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন ॥ ৬৪

প্রসন্নতা লাভ হইলে এই যতির আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক সকল দুঃখের বিনাশ হইয়া থাকে, আর প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিরই সত্বর বুদ্ধি আত্মস্বরূপে নিশ্চলা হইয়া থাকে। ৬৫

অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান-অভিলাষিণী বুদ্ধি নাই, অজিতেন্দ্রিয়ের ধ্যান করিবার সামর্থ্য নাই, আত্মধ্যান যিনি করেন না, তাঁহার আত্মায় চিত্তের উপরতি হয় না, অস্থিরচিত্তের সুখ বা মোক্ষানন্দ কোথায়? ৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।

নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে, কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠা বার্ত্তা বা ইত্যত্রাহ —ন চেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি। সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিঃ আত্মনি চিত্তোপরমঃ। অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬

টীকা—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদৈবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তেঽবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি, তদৈবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি, কিমুত বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬৭

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ; লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮

যেহেতু স্ব-স্ব বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন অবশীকৃত হইয়া যদি একটি ইন্দ্রিয়েরও অনুগমন করে, তাহা হইলে সেই একটি ইন্দ্রিয়ই পুরুষের প্রজ্ঞাকে, যেমন প্রমত্ত কর্ণধারের নৌকাকে বায়ু সমুদ্রে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ নাশ করিয়া থাকে ॥ ৬৭

হে মহাবাহো! অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সমূহ হইতে উত্তমরূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৬৮

সমস্ত অজ্ঞান প্রাণিগণের যাহা নিশাস্বরূপ সেই আত্মনিষ্ঠাতে ব্রহ্মজ্ঞানী জাগরিত থাকেন, যে বিষয়-নিষ্ঠারূপ দিবাভাগে অজ্ঞান-

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

টীকা—ননু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা, আত্মজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে, যস্যাং তু বিষয়নিষ্ঠায়াং বিষয়বুদ্ধ্যা ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে, সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা, তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যথা দিবান্ধানামুলূকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯

টীকা—ননু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। নানানদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপঃ যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শান্তিং কৈবল্যম্ প্রাপ্নোতি। ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০

অন্ধকারে আবৃতমতি বিষয়িগণ জাগ্রত থাকে, সেই বিষয়-নিষ্ঠা আত্মতত্ত্বদর্শনশীল মুনির রাত্রিস্বরূপ ॥ ৬৯

যেমন জলের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ হইলেও, মর্য্যাদা-রক্ষক মর্য্যাদা-অনতিক্রমশীল সমুদ্রে অন্য নদীসকল প্রবেশ করে তাহাতে সমুদ্র স্থির-ভাবেই থাকে, তদ্রূপ সমস্ত বিষয়সকল যে মুনিতে অবাধে প্রবেশ করে, তিনি তাহাতে দৃষ্টিপাতও করেন না—সেই মুনি পরমানন্দ লাভে সমর্থ হন। আর যিনি ভোগের কামনা করেন, তিনি কোনরূপে শান্তিলাভ করিতে পারেন না ॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সূপনিৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাৎ—বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিঃস্পৃহঃ, যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্ত-দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে, যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১

টীকা—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মীস্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রমপি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ; কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতসুবোধনী-টীকায়াং সাঙ্খ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

যে পুরুষ বিষয়সকল উপেক্ষা করিয়া স্পৃহা-বিরহিত এবং 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমত্বশূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে যে ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা ভোগ করেন—তিনি পরমানন্দলাভে সমর্থ হন ॥ ৭১

হে অর্জুন! ব্রাহ্মী স্থিতি এই প্রকার। ইহা লাভ করিলে মানুষ আর সংসার-মোহ প্রাপ্ত হয় না, মরণ সময়েও এই ব্রাহ্মী-স্থিতিতে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াও ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রীং সংহিতা মধ্যে মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগনামক দ্বিতীয় অধ্যায়।
মহাভারতের ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাদিনানাবিধসাধনানুসারেণ কর্ত্তব্যকর্মণামনুষ্ঠানস্যাবশ্যকতাং প্রতিপাদ্য স্বধর্মাচরণমাহাত্ম্যস্য কামনিরোধোপায়স্য বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

টীকা—এবং তাবৎ 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা। তদনন্তরম্ 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বি'ত্যাদিনা কর্ম চোক্তম্। ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ। তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্বনিয়তেন্দ্রিয়ত্বনির-হঙ্কারত্বাদ্যভিধানাদেষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি সপ্রশংস-মুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্মণোর্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেদিতি। কর্মণঃ সকাশান্মোক্ষান্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়স্যধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং তদ্‌যুধ্যস্বেতি তস্মাদুত্তিষ্ঠেতি

অধ্যায়।

[জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাদি নানাবিধ সাধন অনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মপালনের মাহাত্ম্য ও কামনিরোধ-উপায়ের বর্ণন]

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! হে কেশব! কর্ম্ম হইতে জ্ঞান অধিকতর শ্রেষ্ঠ ইহা যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে হিংসাত্মক যুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছ ॥ ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

চ বারংবারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্মণি মাং নিয়োজয়সি প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১

টীকা—নন্থ ‘ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে’ ইত্যাদিনা কর্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি। ক্বচিৎ কর্মপ্রশংসা ক্বচিচ্চ জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন মে মম বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্বন্ মোহয়সীব। পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতীতীবশব্দেনোক্তম্। অত উভয়োর্ম্মধ্যে যদ্ ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা—ইদমেব শ্রেয়ঃ সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ—যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞাননিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাত্তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাত্তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সংগচ্ছতে। ন তু ময়া তথোক্তম্। কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা। গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি। অস্মিঞ্ছুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ

দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা—দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি জ্ঞানযোগেনেত্যাদি। সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা—‘তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর’ ইত্যাদিনা। সাংখ্যভূমিকামারুরুক্ষূণাং ত্বন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা ‘ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে’ ইত্যাদিনা। অতএব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেনৈব দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা ‘এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বি’তি ॥ ৩

টীকা—অতঃ সম্যক্চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্মাণি কর্ত্তব্যানি। অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্মণামিতি। কর্মণামনারম্ভাদননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। নন্থ চৈবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি শ্রুত্যা সংন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সংন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি। কিং কর্মভিঃ ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি। চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সংন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং ন সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪

টীকা—কর্মণাং চ সংন্যাসস্তেষ্বনাসক্তিমাত্রম্। ন তু

কখন কর্ম্মের কখন জ্ঞানের প্রশংসা—এইরূপ সন্দেহজনক বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছ। সেই জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একটি নিশ্চয় করিয়া বল, যাহার আচরণে আমি মোক্ষলাভে সমর্থ হইব ॥ ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে নিষ্পাপ! আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ দ্বিবিধা নিষ্ঠা শুদ্ধচিত্ত ও অশুদ্ধচিত্ত অধিকারীর জন্য বলিয়াছি, তন্মধ্যে শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগ অর্থাৎ ধ্যানাদি, আর অশুদ্ধচিত্তগণের নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ॥ ৩

পুরুষ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া অশুদ্ধচিত্ত-হেতু নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগের দ্বারা কেহ মোক্ষ লাভ করিতে পারে না ॥ ৪

কেহ কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের দ্বারা সকলে অবশ হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহাকে

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌।
ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০

স্বরূপেণ। অশক্যত্বাদিতি। আহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞান্যজ্ঞানো বাঽকর্মকৃৎ কর্মাণ্যকুর্বাণো ন তিষ্ঠতি। তত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্বোঽপি জনঃ কর্ম কার্য্যতে। কর্মণি প্রবর্ত্ততে। অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্‌ ॥ ৫

টীকা—অতোঽজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিষয়ান্‌ স্মরন্নাস্তে অবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি। অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্‌ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্‌ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম কুরু, হি যস্মাৎ অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্‌। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীরযাত্রা শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন প্রসিদ্ধ্যেন্ন ভবেৎ ॥ ৮

টীকা—সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তন্নিরাকুর্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞোঽত্র বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্‌ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ ৯

টীকা—প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা—অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বম্‌। প্রসবো বৃদ্ধিঃ, উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্‌। ইষ্টান্‌ কামান্‌ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থম্‌। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ ॥ ১০

তদ্রূপ কর্ম্ম অস্বতন্ত্র হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, কারণ প্রকৃতির রাজ্যে কাহারও স্থির থাকিবার উপায় নাই ॥ ৫

যে ব্যক্তি বাক্‌ পাণি পাদ পায়ু উপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনের দ্বারা বিষয়সকল চিন্তা করিতে থাকে, সেই বিমূঢ়চিত্ত কপটাচারী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬

হে অর্জ্জুন! আর যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা নিয়মিত করত অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৭

তুমি সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য কর্ম্মসকল কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। তাহা না করিলে সমস্ত কর্ম্মশূন্য তোমার শরীরনির্ব্বাহও হইবে না ॥ ৮

যজ্ঞ অর্থ শ্রীভগবান্‌—তাঁহার আরাধনার জন্য কর্ম্ম করা ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। হে কৌন্তেয়! এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর ॥ ৯

পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি প্রজাবর্গ সৃজন করিয়া কহিলেন,—তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আর এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক ॥ ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩
অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

টীকা—কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ, এবমন্যোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ ॥ ১১

টীকা—এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তি, হি অতো দেবৈর্দত্তানন্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে, স তু স্তেনঃ চৌর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২

টীকা—অতশ্চ যজন্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ, নেতরা ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ,—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি।" যে ত্বাত্মনো ভোজনার্থমেবান্নং পচন্তি, ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং, তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩

টীকা—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ ভূতান্যুৎপদ্যন্তে। অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্ বৃষ্টেঃ, স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ, কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৪

টীকা—তথা কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্মাক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং বিদ্ধি। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তে-রত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি "উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" ইতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম, তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানা-দিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্য-রূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥১৫

এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি সুরসকলকে হবির্ভাগ প্রদান পূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত কর। যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণও তোমাদের যথাকালে বর্ষণ করিয়া সম্যক্ বর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করত তোমরা অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হও। ১১

যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ তোমাদের ইষ্ট ভোগসকল দান করিবেন, এইহেতু সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা প্রদান না করিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে, সে চোর। ১২

বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্টভোজনকারী সাধুগণ পঞ্চসূনাজনিত নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হন, আর যাহারা কেবল আপনার ভোজনের জন্য পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। ১৩

ভূতসকল অন্ন হইতে অর্থাৎ শুক্রশোণিতরূপে পরিণত ভুক্তদ্রব্য হইতে সঞ্জাত হয়, আর মেঘ হইতে অন্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যজ্ঞ হইতে মেঘ হয় এবং যজমানাদির ব্যাপাররূপ কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৪

সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত, তজ্জন্য সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে সম্ভূত হওয়ার নিমিত্ত সর্ব্বব্যাপী অক্ষর পরমাত্মা সর্ব্বদা যজ্ঞে সন্নিবিষ্ট আছেন। ১৫

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তু মর্হসি ॥ ২০

টীকা—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং, তস্মাত্তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ—এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্ বেদাখ্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিস্ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি। ভূতানাঞ্চ পুনস্তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি, সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ। যতঃ ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েম্বেব রমতে ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬

টীকা—তদেবং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ, অতএবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি। নিরহঙ্কারত্বেন বিধি-নিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি "তস্মাৎ স্বদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ"ইতি শ্রুতের্ম্মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাৎ তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ এব ব্যপাশ্রয়ঃ। অর্থো মোক্ষ আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ। বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইতি। হ-নেত্যব্যয়মপার্থে, দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্ ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্ত্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ১৮

টীকা—যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপয়োগো নান্যস্য, তস্মাত্ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ—তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্য-নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিজ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্জ্ঞানম্ আস্থিতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে, তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহ-

জগতে পূর্ব্বকথিত ঈশ্বর কর্ত্তৃক সঞ্চালিত কর্ম্মচক্র যে অনুবর্ত্তন করে না, হে পার্থ! সেই পাপময় জীবন-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি অনর্থক জীবন ধারণ করে ॥ ১৬

এবং যে আত্মজ্ঞানী মানব আত্মায় অনন্যনিষ্ঠ, আত্মাতেই পরিতুষ্ট, আত্মাতেই পূর্ণানন্দ হন, তাঁহার কোন কর্ত্তব্য আর নাই ॥ ১৭

ইহলোকে তাহার কৃতকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য হয় না অথবা কর্ম্ম না করিলেও পাপ হয় না। তাঁহাকে মোক্ষের জন্য ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না ॥ ১৮

তজ্জন্য আসক্তিশূন্য হইয়া নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ কর, যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত পুরুষ মোক্ষলাভ করেন ॥ ১৯

জনকাদি রাজগণ কর্ম্মের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুমি যদি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে কর, তথাপি লোকসকলের স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কর্ম্মত্যাগ করিবে না ॥ ২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩

মিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহং স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং, ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি। অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেব লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তথাহ—যদ্ যদেতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি। স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং কুরুতে মন্যতে, তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১

টীকা—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ—ন মে পার্থেতি। হে পার্থ! মে কর্ত্তব্যং নাস্তি, যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষু অনবাপ্তমপ্রাপ্তং সৎ অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি; তথাপি কর্ম্মণ্যহং বর্ত্তে কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্মের আচরণ করেন, অপর লোকও সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই প্রধান ব্যক্তি কর্ম্ম অথবা মোক্ষ যাহা প্রধান বলিয়া গ্রহণ করেন; লোক অধিকারী না হইলেও শ্রেষ্ঠের অনুসরণ করে, অতএব লোকরক্ষার জন্যও তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২১

হে অর্জ্জুন! আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিছুই নাই, ত্রিভুবনে অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, তথাপি আমি লোকরক্ষার জন্য কর্ম্মাচরণ করিতেছি ॥ ২২

হে পার্থ! যদি আমি কখন আলস্যপরিশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তখন নিশ্চিতই মানবসকল সর্ব্বপ্রকারে আমার মার্গানুসরণ করিবে। এইজন্য লোকস্থিতি-হেতু অবশ্যই কর্ম্ম করা বিধেয় ॥ ২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ কর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪

টীকা—তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাঽজ্ঞাঃ কর্মাণি কুর্ব্বন্তি, অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫

টীকা—ননু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ। কর্ম্মণঃ সকাশাদ্ বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ। অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ। জুষী প্রীতি-সেবনয়োঃ, অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথম্? যুক্তোঽবহিতো

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমার দৃষ্টান্তে কর্ম্ম না করিয়া ধর্ম্মলোপহেতু বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব—এরূপ আচরণে আমিই লোকসকলকে মলিন করিব ॥ ২৪

হে ভারত! কর্ম্মে অত্যাসক্ত অজ্ঞানিগণ যদ্রূপ কর্ম্মাচরণ করে, লোকসকলকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক বিদ্বান্ তদ্রূপ করিবেন। জ্ঞানীর আপনার কর্ম্ম না থাকিলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২৫

কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট অজ্ঞগণের বুদ্ধি 'আত্মা অকর্ত্তা' এরূপ উপদেশের দ্বারা বিচালন করিবে না, পরন্তু বিদ্বান্ অনুরাগের সহিত সমস্ত কর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ করত অজ্ঞানীকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন ॥ ২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭
তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতেগুর্ণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬

টীকা—নন্ু বিদুষাপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, তর্হি বিদ্বদ-বিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্ব্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম। প্রকৃতেগুর্ণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈ-রিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ—অহঙ্কারেতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিষ্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়-বুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭

টীকা—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ, তয়োর্গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮

টীকা—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি—প্রকৃতেরিতি। যৈঃ প্রকৃতেগুর্ণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সম্মূঢ়াঃ

মযি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্ম ইতি, তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

টীকা—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসা অন্তর্য্যাম্য-ধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামোঽতএব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০

টীকা—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ। যে মে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্ম্মুচ্যন্তে ॥ ৩১

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি। যে তু মে মতমীশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসকল প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ হয়, অহঙ্কার-বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আমি কর্ম্ম সমূহ করিতেছি ইহা মনে করে ॥ ২৭

হে মহাবাহো! আর সত্ত্বাদি গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মা বিভিন্ন এই উভয়ের তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হয়, আমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা অবগত হইয়া আসক্ত হন না ॥ ২৮

প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণের দ্বারা বিমুগ্ধ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ে এবং শ্রবণাদি কর্ম্মে আসক্ত হয়—সেই অসম্যগ্‌দর্শিগণকে সর্ব্বজ্ঞ বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯

লৌকিক বৈদিক আদি কর্ম্মসমূহ আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক, আমি স্বাধীন নহি, অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ দৃষ্টিসহায়ে নিষ্কাম মমতাশূন্য হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর ॥ ৩০

বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ আমায় দুঃখাত্মক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছে এরূপ দোষদৃষ্টি-বিরহিত যে মনুষ্যসকল আমার পূর্ব্বকথিত মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্ম্মসকল হইতে কর্ম্মকারী জ্ঞানীর ন্যায় মুক্ত হন ॥ ৩১

কিন্তু যাহারা আমার এই মতে দোষারোপ করত উহা অনুষ্ঠান করে না, অবিবেকী নিখিল কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ে বিমুগ্ধ সেই ব্যক্তিদিগকে নাশপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২

টীকা—নন্থ তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীন-স্বভাবঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনু-রূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্ব্বক্তব্য-মজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, তস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে, এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টীকা—নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া প্রত্যেকং সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তম্। অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্ব্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষা-বুৎপাদ্য অনবহিতং পুরুষমনর্থেঽপি গম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ প্রবর্ত্তয়তি। ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৩৪

তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্। তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখ-রূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ। স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ,—স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ, পরধর্ম্মস্তু স্বস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদেব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

টীকা—তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তং, তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—অথেতি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ, হে বার্ষ্ণেয়! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি? কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনায়াং প্রশ্নঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যস্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব, নন্তু

জ্ঞানবান্ও আপনার প্রকৃতির বা প্রাচীন কর্ম্মসংস্কারের অধীন স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করেন, যেহেতু প্রাণিগণ স্বকীয় স্বভাব অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর হয়, এইজন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবে ॥ ৩৩

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ব অনুকূল শব্দাদি বিষয়সমূহে অনুরাগ ও দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি সেই রাগদ্বেষের বশ্যতাপন্ন হইবে না, কারণ মুমুক্ষু ব্যক্তির রাগদ্বেষ প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪

অতি উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দোষযুক্তও স্বধর্ম্ম শ্রেয়স্কর, যেহেতু স্বধর্ম্মে নিধনও মঙ্গল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়জনক ॥ ৩৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে বৃষ্ণিকুলতিলক! পাপ করিতে অনিচ্ছাকারী এই পুরুষ কাহার দ্বারা প্রেরিত ও বলপূর্ব্বক যেন নিয়ন্ত্রিত হইয়া পাপানুষ্ঠান করিতে থাকে ॥ ৩৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই কাম বা ইষ্টবিষয়ক অভিলাষ, এই ক্রোধ বা রোষ—অনিষ্ট বিষয়দর্শনাদি-হেতু মনোবিকার, কামিতার্থ-বিঘাত-জন্য মনোক্ষোভ, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন,

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

ক্রোধোঽপি পূর্বং ত্বয়োক্তঃ "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র সত্যম্। নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ কাম এব হি, কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে; অতঃ পূর্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এব ইত্যভি-প্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে। রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামোঽপি ক্ষীয়তে ইতি সূচিতম্। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি; অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব, যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনো মহৎ অশনং যস্য স দুষ্পুর ইত্যর্থঃ, ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭

টীকা - কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন সহজেন বহ্নিরাব্রিয়ত আচ্ছাদ্যতে, যথা বাদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্বতো নিরুদ্ধ্যাবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮

টীকা—ইদং শব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদন্তু বিবেকজ্ঞানম্ এতেনাবৃতম্; অজ্ঞস্য খলু-ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিতাং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখ-

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

হেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরোঽপূর্য্যমাণস্তু শোকসন্তাপ-হেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্বান্ প্রতি নিত্যবৈরিত্ব-মুক্তম্ ॥ ৩৯

টীকা—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যা-ধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরা-শ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপ-রূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়, যদ্বা প্রজহিহি পরিত্যজ। জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশ-কম্। যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যা-সনজম্ "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪১

টীকা—অথাত্র প্রসন্নয়া চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ। সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ, অতএব

দুষ্পূরণীয় ও অত্যন্ত উগ্র—এই কামকে মুক্তিমার্গে অরাতি বলিয়া অবগত হইবে। ৩৭

যেরূপ অগ্নি ধূমের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, মলের দ্বারা যেরূপ দর্পণ আবৃত থাকে, যেমন গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সেই কামের দ্বারা এই বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত ॥ ৩৮

হে কৌন্তেয়! নিত্যরিপু কামরূপ অপূরণীয় এই বহ্নির দ্বারা জ্ঞানিসমূহের জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া আছে ॥ ৩৯

ইন্দ্রিয়গণ, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় স্থান। কাম ইহাদের আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই কাম ইন্দ্রিয়, মন ও দ্বারা বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া দেহিগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে ॥ ৪০

হে ভারতপ্রধান! তজ্জন্য তুমি সর্ব্বপ্রথমে নিখিল ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান (আত্মজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান)-বিনাশকারী সংসারের সকল দুঃখের একমাত্র কারণ পাপ কামকে উত্তমরূপে সংহার কর; বিন্দুমাত্র কাম থাকিলে যন্ত্রণাভোগ অনিবার্য্য ॥ ৪১

শরীরাদি হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ, মন অখিল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি মন হইতে প্রধান। যিনি বুদ্ধিরও শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা ॥ ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপার্থাদুক্তং ভবতি। ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ। মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা, নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সঙ্কল্পস্য। যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা; তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২

টীকা—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ। আত্মা তু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবম্ভূতয়া

হে মহাবাহো! এইরূপ বুদ্ধির অপেক্ষা অতি প্রশস্ত বুদ্ধির দ্রষ্টা আত্মাকে অবগত হইয়া সত্ত্বপ্রধানা বুদ্ধি দ্বারা রজঃপ্রধান

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥
শ্রীমহাভারতে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

মনকে উত্তমরূপে স্তম্ভিত করত কামরূপ দুর্বিজ্ঞেয়গতি সংসারপ্রদ মহান্ অরিকে সংহার কর ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্রসংহিতা মহাভারতমধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগনামক তৃতীয় অধ্যায়।

অষ্টবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ)

[সগুণস্য ভগবতঃ প্রভাবং, নিষ্কামকর্ম্মযোগং যোগযুক্তমহাপুরুষাণামাচারং, মাহাত্ম্যঞ্চ বর্ণয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন বিবিধযজ্ঞানাং জ্ঞানস্য চ মহিম্নো কথনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

টীকা- -আবির্ভাব-তিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বংপদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি ॥

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়ো জ্ঞানযোগোপায়শ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন তত্ত্বংপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ

অধ্যায়।

[সগুণ শ্রীভগবানের প্রভাব, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, যোগযুক্ত মহাপুরুষগণের আচার ও মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিবিধযজ্ঞসমূহ এবং জ্ঞানের মহিমাকথন।]

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্ ইমং যোগং পুরা অহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ। স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

টীকা—এবমিতি। এবং রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি। অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপুত্রাদিভিরিক্ষ্বাকু-

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি ভুবনভাস্কর সূর্য্যকে এই সর্ব্ববিকারশূন্য অক্ষয় যোগ বলিয়াছিলাম। আদিত্য তাঁহার পুত্র মনুকে ও মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১

এবম্বিধ অবিচ্ছিন্ন ধারাপ্রাপ্ত এই যোগ নিমি প্রভৃতি রাজর্ষি-

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩

অর্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

প্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জ্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ॥ ২

টীকা—স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চেতি। অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে, হি যস্মাৎ এতদুত্তমং রহস্যম্॥ ৩

টীকা—ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ—অপরমিতি। অপরম্ অর্ব্বাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম। তস্মাৎ তবাধুনিকত্বাৎ চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্॥ ৪

টীকা—ইতি পৃষ্টবন্তমর্জ্জুনং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ বহূনীতি। মম বহূনি জন্মানি তব চ ব্যতীতানি; তান্যহং সর্ব্বাণি বেদ জানামি, অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ। ত্বন্তু ন বেত্থ ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ॥ ৫

টীকা—নন্বনাদেস্তব কুতো জন্ম? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জ্জন্ম—যেন বহূনি মে ব্যতীতানি ইত্যুচ্যতে? এবমীশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবং, তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্, তথা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। নন্বু তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যাহ উক্তং—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ॥ ৬

টীকা—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি গ্লানির্হানির্ধর্ম্মস্য। অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানমাধিক্যম্॥ ৭

টীকা—কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ — পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়। দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ, এবং ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায়, সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে

গণ অবগত ছিলেন। হে শত্রুতাপন! অধুনা ইহজগতে সেই যোগ কালবশে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে॥ ২

তুমি আমার সেবক ও সখা এজন্য আমি সেই পুরাতন যোগ অদ্য তোমাকেই বলিলাম, যেহেতু ইহা অত্যন্ত গোপনীয়॥ ৩

অর্জুন বলিলেন,—তোমার জন্ম সূর্য্যের জন্মের পর, আদিত্যের জন্ম পূর্ব্ব সর্গে, আদিতে তুমি তাহাকে এই যোগ বলিয়াছ, এ বিষয় আমি কি প্রকারে অবগত হইব? ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত জন্ম জ্ঞাত আছি, আর তুমি অবিদ্যাবৃত বলিয়া জান না॥ ৫

আমি জন্মবিরহিত অবিনশ্বরস্বভাব ব্রহ্মাদ স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া আত্মমায়াসহায়ে আবির্ভূত হই॥ ৬

হে ভারত! এ সংসারে যে যে সময়ে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের হানি হয় ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে আমি প্রাদুর্ভূত হই॥ ৭

সন্মার্গে অবস্থিত মৎপরায়ণ ভক্তগণের রক্ষার ও দুষ্কৃতকারিসমূহের বিনাশের জন্য এবং উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে আমি সম্ভূত হই॥ ৮

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্। যথাহুঃ,—"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ" ইতি ॥ ৮

টীকা—এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি, স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম সংসারং ন এতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯

টীকা—কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ—বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈঃ ধর্ম্মপরিপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ সধর্ম্মঃ। তয়োর্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ সন্তো মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তান্যহং বেদ সর্ব্বাণীত্যাদিনা বিদ্যাঽবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বং পদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বা-

হে অর্জুন! যিনি আমার এবম্বিধ অপ্রাকৃত জন্ম ও ধর্ম্মসংস্থাপন সংরক্ষণ আদি কর্ম্ম স্বরূপতঃ অবগত আছেন, তিনি শরীরত্যাগান্তে পুনর্ব্বার আর জন্মগ্রহণ করেন না—আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯

সংসারে অনুরাগ, ভয় ও রোষবিরহিত, মদেকমানস অনেক মানব আমাকে উত্তমরূপে আশ্রয় করত জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধ হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ১০

যাঁহারা যেরূপে আমাকে কায়-মন-বাক্যের দ্বারা সেবা করেন তাঁহাদিগকে আমি সেই প্রকারই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

জ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০

টীকা—নম্নু তর্হি কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি, নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি, তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্ণামি, ন তু সকামা মাং বিহায় ইন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥ ১১

টীকা—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়েণ ইহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে, ন তু সাক্ষান্মামেব। হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি, ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং, দুষ্প্রাপত্বাজ্জ্ঞানস্য ॥ ১২

টীকা—নম্নু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং তৎকর্ত্তৄণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যম্, স্বার্থে

পার্থ! যিনি যাহাই করুন না কেন আমারই ভজনমার্গের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১১

যেহেতু মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি সত্বর হইয়া থাকে তজ্জন্য কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষিগণ কর্ম্মফল অভিলাষ করত ইহলোকে ইন্দ্রাদি শীঘ্রফলদাতা দেবগণের অর্চ্চনা করেন ॥ ১২

আমি গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ সৃজন করিয়াছি। সৃষ্টিব্যাপারে কর্ত্তা হইলেও সর্ব্ববিকারবিরহিত আমাকে অকর্ত্তাই অবগত হইবে ॥ ১৩

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি, রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষণাদীনি কর্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং, তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্, আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদিরহিতম্ ॥ ১৩

টীকা—তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি, নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যম্। যতঃ কর্ম্মফলে স্পৃহারাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি, সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিঃস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪

টীকা—যে যথা মামিত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি—এবমিতি। অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈর্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষ্বপি কৃতং, তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫

টীকা—তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং ন লোকপরম্পরামাত্রেণেত্যাহ—কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম ? কীদৃশং কর্মকরণং, কিমকর্ম ? কীদৃশং কর্ম্মাকরণম্ ? ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, অতো যজ্জ্ঞাত্বা যৎ অনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্মাকর্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি, তৎ শৃণু ॥ ১৬

টীকা—নন্ত লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম দেহাদিব্যাপারাত্মকম্, অকর্ম চ তদব্যাপারাত্মকম্, অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি; তত্রাহ—কর্মণ ইতি। কর্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব। অকর্মণোঽবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কর্মণো গতির্গহনা। কর্মণ ইত্যুপলক্ষণার্থম্, কর্মাকর্মবিকর্মণাং তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি যতো দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা—তদেবং কর্মাদীনাং দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মণি কর্মবিষয়ে অকর্ম কর্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ; অকর্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম যঃ

সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ প্রভৃতি কর্ম্মসকল আমাকে আসক্ত করিতে পারে না; কর্ম্মফলে আমার অভিলাষ নাই, ইহা যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ১৪

অহঙ্কার-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, ইহা জানিয়া পূর্ব্বতন জনকাদি মুমুক্ষুসকলও নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াছেন। যুগান্তরে জনকাদি মুক্তিকামিগণের দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব তুমিও প্রথমে কর্ম্মই কর ॥ ১৫

কি কর্ম্ম আর কি অকর্ম্ম এ বিষয়ে বিবেকীসমূহও মোহিত হইয়া থাকেন। যাহা অবগত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে সেই কর্ম্মের কথা তোমায় বলিব ॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, আর নিষিদ্ধ ব্যাপারেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, আর কর্ম্ম না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, যেহেতু কর্ম্মের গতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়া ॥ ১৭

যিনি ঈশ্বর আরাধনার জন্য কৃতকর্ম্মে "ইহা কর্ম্ম নয়" অর্থাৎ ইহার দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হয় না এরূপ দেখেন আর বিহিত কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়হেতু তাহা কর্ম্ম বলিয়া দেখিয়া থাকেন, তিনি কর্ম্মকারী মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী, তিনি নিখিল কর্ম্মকারী ॥ ১৮

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

পশ্যেৎ, তস্য প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ ; মনুষ্যেষু কর্ম কুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ। তং প্রস্তৌতি, স যুক্তো যোগী, তেন কর্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ ; স এব কৃৎস্নকর্মকর্ত্তা চ ; সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্মণি সর্বকর্মফলানামন্তর্ভূতত্বাৎ। তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্ত এবং কর্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢাবস্থায়াং "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা যঃ কর্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চকৃতো বেদিতব্যঃ ; যদারুরুক্ষোরপি কর্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢস্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা কর্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদ্যতিরেকানুভবেন অকর্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্মণাং ত্যাগে কর্ম যঃ পশ্যেৎ, তস্য প্রতিবন্ধকত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং "কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদিনা। য এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতু যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্মাণি কুর্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮

টীকা—কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্রুত্যর্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং, তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্মাণি, কাম্যত ইতি কামঃ ফলং, তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি, তং পণ্ডিতমাহুঃ, তত্র হেতুঃ। যতস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধচিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্মতাং নীতানি কর্মাণি যস্য তম্ ; আরূঢাবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্মবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জিতঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ ত্যক্তেঽপি। কর্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ, এবম্ভূতো যঃ স স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তস্য কর্ম অকর্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শারীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি, যোগারূঢপক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১

টীকা—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীনি-

যাঁহার লৌকিক বৈদিক অখিল কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পশূন্য, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা তাঁহাকে বিদ্বানগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ॥ ১৯

তিনি কর্ম্মে এবং তাহার ফলে অনুরাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মানন্দে পূর্ণকাম যোগক্ষেমের জন্য আশ্রয়ণীয়বিরহিত হইয়া স্বাভাবিক অথবা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না—তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অকর্ম্ম হইয়া যায় ॥ ২০

নিষ্কাম, শরীর ও চিত্তসংযমকারী, সমস্ত পরিগ্রহ-পরিত্যাগী শরীরনির্ব্বাহের মাত্র উপযোগী কর্ম্ম করিয়া পাপগ্রস্ত হন না ॥ ২১

অপ্রার্থিত-লাভে পূর্ণকাম, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসমূহে অবিষণ্ণচিত্ত, অরিবিরহিত, কর্ম্মের সফলতায় বিফলতায় হর্ষবিষাদবিহীন যোগী কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হন না ॥ ২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।

অতোঽতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্ব্বৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, যঃ এবম্ভূতঃ স পূর্ব্বোত্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২

টীকা—কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তস্য, জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম প্রবিলীয়তে অকর্মভাবমাপদ্যতে। আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায়েতি যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থমেব কর্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্মৈব। আরূঢ়বস্থায়াম্ অকর্মাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম অকর্মৈবেতি "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যোনেনোক্তঃ কর্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং কর্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবাস্মস্যুতং পশ্যতঃ কর্মপ্রবিলয়মাহ —ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি তদপি, ব্রহ্মৈব, অর্পমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হোমোঽগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪

কামনাশূন্য, অনুরাগ দ্বেষ প্রভৃতি-রহিত, সতত জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত যোগীর পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য কর্ম্ম আচরণ করিলেও সমস্ত কর্ম্ম অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

স্রুবাদি (হাতা) ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অনল ব্রহ্ম এবং যিনি হোমকর্ত্তা তিনিও ব্রহ্ম—এইরূপ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত

কর ॥ ১৫হোমকারী সেই ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৪

কি কর্ম্ম অপর কর্ম্মযোগীসমূহ ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতির প্রীণনজনক যজ্ঞই

।। থাকেন। যঃিত আচরণ করেন। অন্য জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ

র্পণ ব্রহ্মহবি ইত্যাদি প্রকারে যজ্ঞাদি নিখিল কর্ম্ম

ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

টীকা—এতদেব যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ— দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্। তং দৈবমেব যজ্ঞমপরে কর্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি। অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্বকর্মণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫

টীকা—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি। ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ; ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ান্। বিষয়ভোগসময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬

টিকা - কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্পাণ্যাদীনাং কর্মাণি বচনোপাদানাদীনি চ, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্মাণি প্রাণস্য বহির্গমনম্ অপানস্যা-

প্রবিলাপিত করেন ॥ ২৫

আমরণ গুরুগৃহবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযম অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ আহুতি দেন, গৃহস্থগণ শব্দাদি বিষয়সমুদয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬

অপর ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের শ্রবণাদি কর্ম্মসমূহ, কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্ পাণি পাদাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম বচন প্রদান আদান প্রভৃতি প্রাণাদি দশ বায়ুর কর্ম্মসমুদয় ধ্যেয় বিষয় দ্বারা উত্তমরূপে বিদিত হইয়া তাহাতে মনঃসংযমপূর্ব্বক সেই সমস্ত কর্ম্ম হইতে উপরত হন ॥ ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

ধোনয়নম্। ব্যানস্য ব্যানয়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদি, সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্। উদানস্য উর্দ্ধনয়নম্। "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুতকৃজ্জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ" ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি। ক আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যম্ স এব যোগঃ, স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে। যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥২৮

টীকা—কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি। পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধ্বা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি। এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপর ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে আহারসঙ্কোচনমভ্যস্যতঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেম্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, যদ্বা "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানোঽজপামন্ত্রেণ তত্ত্বপদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ ॥" ইতি। প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যন্তে। তত্রায়মর্থঃ,—"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জ্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥" ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়তআহারো যেষাং তে। কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি; কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি, তত্রৈব লীয়মানেম্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—"যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা ॥" ইতি ॥ ২৯

টীকা—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্বেঽপ্যেত ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞা ইতি বা, যজ্ঞৈঃ ক্ষপিতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে ॥ যজ্ঞশিষ্টেতি। যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ

কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ, কেহ কেহ তপোরূপ, কেহ কেহ যোগরূপ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়রূপ এবং দৃঢ়ব্রত যতিদিগের কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

অন্য প্রাণায়ামপরায়ণ হঠযোগিগণ অধোগমনশীল অপান বায়ুতে উর্দ্ধগমনশীল প্রাণবায়ুকে আহুতি দেন অর্থাৎ পূরক করেন। অনন্তর প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া কুম্ভক করেন, পরে অপানকে প্রাণে আহুতি দেন অর্থাৎ রেচক করেন। হঠযোগিগণ এরূপ পূরক কুম্ভক রেচক প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুকে জয় করত কেবলীকুম্ভকে স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। অপর সংযমী যোগিগণ আহারসঙ্কোচ অভ্যাস করত স্বয়ং জীর্য্যমাণ ইন্দ্রিয়সমূহে সেই সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয়রূপ হোম ভাবনা করেন ॥ ২৯

ইঁহারা সকলেই যজ্ঞনিপুণ, যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয় করত যজ্ঞে অবশিষ্ট অমৃত ভোজনপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ পুরাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন। হে কুরুপ্রবীর! যে ব্যক্তি কোনরূপ যজ্ঞ করে না তাহার পরলোক তো দূরের কথা ইহলোকেই কোনরূপ শ্রেয়োলাভ হয় না ॥ ৩০-৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

প্রাপ্নুবন্তি । তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি । অয়মল্প-সুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি, কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ ? অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০।৩১

টীকা—জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধা ইতি । ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ । তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃকায়-কর্ম্মজনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি । আত্মনঃ কর্ম্মণোঽগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্ বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২

টীকা—কর্ম্মযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি । দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্-জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ । যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যা-পারাধীনত্বমস্ত্যেব, তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ, শ্রেষ্ঠত্বে হেতুমাহ—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ । "সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩

বেদে এইরূপ বহু যজ্ঞের কথা বর্ণিত হইয়াছে । সেই বেদোক্ত কর্ম্মসকলকে কর্ম্মজাত জানিবে । এইরূপ অবগত হইয়া অর্থাৎ বাক্য মন শরীর-সম্ভূত কর্মসকলের সহিত আত্মার কোন সংস্পর্শ নাই, ইহাদের দ্বারা সাক্ষাৎ আত্মলাভের সম্ভাবনা নাই ; তবে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধি প্রদান করত জ্ঞান-লাভের যোগ্য করে, এইরূপ, জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ৩২

হে শত্রুতাপন ! দ্রব্যময় যজ্ঞসমূহ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ অতি প্রশস্ত; হে পার্থ ! যেহেতু সমস্ত কর্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত হয় অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের উত্তমরূপে অবসান হয় ॥ ৩৩

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি । তদ্-বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ । জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবৎ নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রশ্নেন 'কুতোঽয়ং মম সংসারঃ, কথং বা নিবর্ত্ততে' ইতি মনঃপরিপ্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনোঽপরোক্ষানু-ভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪

টীকা—জ্ঞানফলমাহ—যজ্ জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ যজ্ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি ; তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যারচিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি । অথো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যে-বাভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চ অপি চেদেতি । সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপ-কারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি সর্ব্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬

দণ্ডবৎ প্রণাম, কোথা হইতে আমার সংসার আসিয়াছে কিরূপে সংসারের নিবৃত্তি হইবে এবম্বিধ প্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শনকারী—তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভবসম্পন্ন জ্ঞানিগণ —তোমায় প্রকৃত জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪

হে পাণ্ডব ! যে জ্ঞান অবগত হইয়া পুনর্ব্বার বন্ধুবধাদি নিমিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইবে না, যে জ্ঞানের দ্বারা অশেষ ভূতগণকে স্বকীয় আত্মার সহিত অভেদ দেখিবে, অনন্তর আত্মাতে আমাকে পরমাত্মাকে অভেদ দেখিবে ॥ ৩৫

যদি তুমি সমস্ত পাপিগণ হইতেও অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি সমুদয় পাপসমুদ্র জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

টীকা—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—অত্র হেতুমাহ—ন হীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব। তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যস্যন্তীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ। জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ—জ্ঞানং লব্ধ্বা তু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০
যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

টীকা—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি। এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি, যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ। ন চ পরলোকো ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ। ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০

টীকা—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং পুরুষং কর্ম্মাণি স্বফলৈর্নিবধ্নন্তি, অতশ্চ জ্ঞানেন আত্মবোধেন কর্ত্ত্রা সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১

হে অর্জুন! যেরূপ সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসকল ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অনল প্রারব্ধ কর্মফল ব্যতীত সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥ ৩৭

তপস্যা যোগাদির মধ্যে জ্ঞানের ন্যায় পাপবিনির্গমনকারণ (শুদ্ধিকর) কিছু নাই। বহুকাল নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিলে সে জ্ঞান অনায়াসে লাভ হয়—স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

গুরুর উপদিষ্ট অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্, গুরুসেবায় অনন্তনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—জ্ঞানলাভের পর অতিশীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯

গুরু-উপদিষ্ট বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্ উভয় কোটিজ্ঞানসম্পন্ন; ইহা হইবে কি না হইবে এরূপ সন্দেহাক্রান্তচিত্তের ইহ জগতে সুখও নাই ॥ ৪০

হে ধনঞ্জয়! ভগবৎ-আরাধনারূপ যোগের দ্বারা শ্রীভগবানে কর্মসমর্পণকারী আত্মজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সন্দেহবর্জ্জিত, প্রমাদশূন্য, দেহাভিমান-বিরহিত কর্মীকে লৌকিক বৈদিক কর্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২

টীকা—তত আহ—তস্মাদজ্ঞানেতি, যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত! ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মত্বং দর্শিতম্॥৪২

পুমবস্থাদিভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪

অতএব অজ্ঞান-সমুৎপন্ন এই শোকাদি-নিমিত্ত সংশয়কে আত্মজ্ঞানের দ্বারা ছেদন করত কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর। হে ভারত! অধুনা যুদ্ধ করিবার জন্য উঠ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥
ভীষ্মপর্ব্বণি তু অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতমধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাউপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞানবিভাগযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ)

[সাংখ্যনিষ্কাম-কর্ম-জ্ঞানযোগানাং সভক্তি-ধ্যানযোগস্য চ বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

টীকা—নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ॥

অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তং, তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসংন্যাসং কথয়সি, "জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠ" ইতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি। ন চ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকদৈব সম্ভবতঃ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাদেতয়োরেকস্মিন্ননুষ্ঠাতব্যে সতি মম যৎ শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি॥১

পঞ্চম অধ্যায়।

[সাংখ্যোক্ত নিষ্কামকর্ম ও জ্ঞানযোগসমূহ এবং ভক্তির সহিত ধ্যানযোগের বর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! কর্মসমূহের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগের কথা বলিয়া পুনর্ব্বার কর্মযোগের কথা কহিতেছ। কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার শ্রেয়স্কর সেই একটি স্থির করিয়া বল। ১

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥২

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাস ইতি। অয়ম্ভাবঃ,—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি, যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি। কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—শুদ্ধচিত্তের পক্ষে কর্মত্যাগ আর

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। এবং সত্যঙ্গ-প্রধানয়োর্বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ; তথাপি তু তয়োর্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥২

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি, স নিত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি হি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ,—নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব বন্ধাৎ সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়ঃ। অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নেঽজ্ঞানামেবোচিতঃ, ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি। সন্ন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ তত্র হেতুঃ—অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি। তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দ-

অশুদ্ধচিত্তের ঈশ্বর আরাধনার জন্য কর্মানুষ্ঠান—দুইটিই মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ॥ ২

যিনি রাগদ্বেষবিরহিত তিনি কর্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী, যেহেতু শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং অনুরাগ-বিরাগবিহীন বিদ্বান্ সুখে অক্লেশে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥৩

মূর্খসকল সন্ন্যাস ও কর্মযোগ—বিভিন্ন বলিয়া থাকে। বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-সমর্থ বিশেষজ্ঞগণ তাহা বলেন না। জ্ঞান ও কর্মযোগের উভয়ের মধ্যে একটির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক উভয়ের

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

তীতি। সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪

টীকা—এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাঙ্খ্যৈরিতি। সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভির্যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে, যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যাস্তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫

টীকা—যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা, তর্হি আদিত এব সন্ন্যাসঃ কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ—সংন্যাসস্থিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ, চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্ বিশিষ্যত ইতি পূর্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ" ইতি ॥ ৬

ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন। কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৪

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ মোক্ষনামক যে স্থান সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন কর্মযোগিগণও সেই স্থানই লাভ করিয়া থাকেন। চিত্তশুদ্ধির পর জ্ঞানদ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও কর্মযোগকে একরূপ দেখেন, তিনি যথার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫

হে মহাবাহো! কর্মযোগ অনুষ্ঠান না করিয়া সর্ব্বকর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসে অধিকার লাভ করা দুঃখকর অর্থাৎ লাভ করা যায় না। কিন্তু কর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত মুনি অতি সত্বর ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হন ॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

টীকা—কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ, অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন। অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন। ততশ্চ সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে ॥ ৭

টীকা—কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবান্ন বিরুদ্ধমিত্যাহ — নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত মন্যতে। তত্র দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাবঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ুপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমিষণে কুর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে। তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—"তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বার্ধয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইতি ॥ ৮-৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

টীকা—তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপো দুর্বারঃ, অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি, অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥১০

টীকা—বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্মযোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ১১

টীকা—নন্থ কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যতে ইতি ব্যবস্থাকথমত আহ—যুক্ত ইতি।

কর্মযোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, দেহস্থ পঞ্চদোষ-শূন্য, ইন্দ্রিয়জয়কারী যাঁহার আত্মা নিখিল জীবগণের আত্মস্বরূপ, তিনি লোকসংগ্রহের জন্য বৈদিক লৌকিক কর্ম করিয়াও সেই কর্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ৭

কর্মযোগযুক্ত চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাসত্যাগ, কথোপকথন, ত্যাগ (মলমূত্রাদি), গ্রহণ (দ্রব্যাদি), উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহা বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করত আমি কিছুই করিতেছি না ইহা মনে করেন। ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিতেছে—আমি দ্রষ্টা মাত্র ॥ ৮-৯

যিনি পরমেশ্বরে কর্ম সমর্পণপূর্ব্বক তাহার ফলে অনুরাগী না হইয়া লৌকিক বৈদিক কর্মসকল অনুষ্ঠান করেন, তিনি জলস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১০

কর্মযোগিগণ আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধির জন্য শরীর, মন, বুদ্ধি ও কর্মাভিনিবেশরহিত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া শ্রবণাদি কর্ম করেন ॥ ১১

পরমেশ্বরপরায়ণ কর্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্মসকল অনুষ্ঠান করত আত্যন্তিকী মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর বহির্মুখ ব্যক্তি কামনা পরবশে ফলে আসক্ত হইয়া নিবদ্ধ হইয়া থাকে ॥১২

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬

পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অযুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি॥ ১২

এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ---সর্বকর্ম্মাণীতি। বশী যতচিত্তঃ। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যস্য সুখং যথা ভবতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ আস্তে। কাস্ত ইত্যত আহ নবদ্বারে, নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি, অধোগতে দ্বে পায়ূপস্থরূপে ইত্যেবং নব দ্বারাণি যস্মিংস্তস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে। অহঙ্কারভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্ মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্নিতি অশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা, অশুদ্ধচিত্তো হি সংন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ। ন ত্বয়ং তথা, অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৩

টীকা---নন্থ "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু কর্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ? ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভাশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রয়োজককর্ত্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন কর্ত্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্‌ক্তে, ন স্বয়মেব কর্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ॥ ১৪

টীকা---যস্মাদেবং তস্মান্নাদত্ত ইতি। প্রয়োজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে। তত্র হেতুঃ—বিভুঃ পরিপূর্ণঃ, আপ্তকাম ইত্যর্থঃ। যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ, ন ত্বেতদস্তি। আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। নন্থ ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্নিগৃহ্নতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ---অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতম্। তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি। ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৫

টীকা---জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ---জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভক-

---

জিতেন্দ্রিয় যোগী বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা কর্মসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও পায়ূপস্থরূপ নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে কর্মসকল না করাইয়া সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন॥ ১৩

ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্ব ও কর্মসকল সৃজন করেন না, কর্মফলের সংযোগ সৃষ্টি করেন না—অনাদি অবিদ্যাই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয়॥ ১৪

আপ্তকাম পরমেশ্বর কাহারও পাপ এবং সুকৃত বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। যদি বল ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহ করায় তো বৈষম্য দেখা যায়—তিনি আপ্তকাম কিরূপে? তজ্জন্য বলিতেছেন, নিগ্রহ হইল দণ্ডরূপ অনুগ্রহই—ইহা না জানায় পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সমান এই জ্ঞান আবৃত থাকে, সেইজন্য জীবগণ ভগবানে বৈষম্য মনে করিয়া থাকে॥ ১৫

পরমাত্মা শ্রীভগবানের জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ নিগ্রহ অনুগ্রহ সবই তাঁহার কৃপা—এই জ্ঞানের দ্বারা বৈষম্যউপলব্ধিকারক অজ্ঞান যাহাদের বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপ ভুবনভাস্করের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ১৬

তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

জ্ঞানং নাশিতম্ তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি, যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬

টীকা—এবম্ভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাম্, তস্মিন্নেব আত্মা মনো যেষাম্। তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাম্, তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাম্। ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নিধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥ ১৭

টীকা—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিনঃ ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ। শুনো যঃ পচতি তস্মিন্ শ্বপাকে চেতি কর্ম্মণা বৈষম্যম্। 'গবি হস্তিনি শুনি চে'তি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮

টীকা—ননু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ? যথাহ গৌতমঃ—"সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—সময়া পূজয়া বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি। তত্রাহ—ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ, সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ? যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতম্। তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্ ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গৌতমোঽক্তস্তু দেষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ ॥ ১৯

টীকা—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান্ স্যাৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য। তৎ কুতঃ? যতোঽসম্মূঢ়ঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০

টীকা—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যহেতুমাহ—বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ। আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে। স চোপশমসুখং লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয্যং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১

শ্রীভগবানে যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই মনের প্রযত্ন, তাঁহাতেই ভক্তি, তিনিই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার প্রসাদলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পাপ-সম্পর্কশূন্য পরম ভাগবতগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাপনে সমর্থ শাস্ত্রবেত্তাগণ বিদ্যা-বিনয়-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল—সকলকেই তুল্য-ভাবে দর্শন করেন। একমাত্র শ্রীভগবান্ নানা আকার ধারণ করিয়া আছেন, এই দৃষ্টি তাঁহাদের উন্মীলিত হইয়া থাকে ॥ ১৮

যাঁহাদের মন সমত্বে অবস্থিত, ইহলোকেই তাঁহারা সংসারকে জয় করিয়াছেন। কেন না ব্রহ্ম সর্ব্বদ্বৈত-বৈষম্য-নির্ম্মুক্ত, রাগদ্বেষ-মোহ-বিবর্জ্জিত, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে স্থিতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

ব্রহ্মে স্থিত, নিশ্চলবুদ্ধিসম্পন্ন, মোহবিবর্জ্জিত ব্রহ্মবেত্তা মনের অনুকূল পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন না ও অপ্রিয় লাভ করিয়া উদ্বিগ্নও হন না ॥ ২০

বাহ্য-ইন্দ্রিয়গণের শব্দাদি বিষয়সকলে আসক্তিবিহীনচিত্ত যোগী অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ লাভ করেন, অনন্তর যোগের দ্বারা ব্রহ্মে একীভূত হইয়া অসীম ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
কাম-ক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ　২৭

টীকা—নন্তু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাত্তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ। তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২

টীকা—তস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পরমপুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিপক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং, কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ যাবদ্ দেহপাতমিত্যর্থঃ। যঃ এবম্ভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নান্যঃ। যদ্বা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্যুবতীভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে, স এব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন—প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি

স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ [কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ] ইতি ॥২৩

টীকা—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অপি তু যোঽন্তঃসুখ ইতি অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু, স এব ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাম্, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাম্, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাং, সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতা যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫

টীকা—কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিতঃ উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ, ন কেবলং দেহান্তর এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ, অপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

টীকা—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমাপ্নোতীত্যুক্তং, তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি

হে অর্জুন! বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত দর্শন স্পর্শন আদি ভোগ, তাহারা আদি ও অন্তবান্—অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, যন্ত্রণাদায়ক। যথার্থ বিদ্বান্ তাহাতে অনুরাগী হন না ॥ ২২

যিনি যতক্ষণ দেহপাত না হয়, তাবৎকাল কাম ক্রোধ হইতে উৎপন্ন প্রবল ইচ্ছাকে সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত এবং সেই মানবই সুখী হন ॥ ২৩

যিনি আত্মাকে লাভ করিয়া তাঁহার দর্শন শ্রবণে হৃষ্ট, যিনি জ্যোতির্ময় নাদাত্মক আত্মাকে লইয়া ক্রীড়াশীল, যিনি অন্তরে জ্যোতির্ময় আত্মাকে দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মে অবস্থিত যোগীই ব্রহ্মেই স্থুল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহত্রয়ের নির্ব্বাণ (লয়) প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

পাপ-পরিশূন্য, আত্মদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ববিষয়ে সংশয়বিহীন, চিত্তজয়ী, সমস্ত জীবের মঙ্গলকারী ঋষিগণ (অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী, জ্ঞানসংসারপারগামী) ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫

কামক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণের ইহ ও পরলোকে পরম শান্তি বিরাজ করে ॥ ২৬

শব্দাদি বিষয়সমূহের চিন্তা না করিয়া চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিবদ্ধ করত নাসা-অভ্যন্তরে বিচরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে কুম্ভক করিয়া সংযত-মন-বুদ্ধিসম্পন্ন মোক্ষানুরাগী ইচ্ছা-ভয়-

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমুর্নির্মোক্ষপরায়ণঃ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

ভীষ্মপর্বণি তু একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯

দ্বাভ্যাম্। বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি। তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুর্ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্যে এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে। উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসর্পতি, তদুভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽয়ং যথা ন বহির্নির্যাতি, যথা চাপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। যত ইতি। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য এবম্ভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ॥ ২৭-২৮

টীকা—নম্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যান্ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্বেষাং ভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্য্যামিণং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥ ২৬

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং সাংখ্যযোগয়োঃ।

সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্বজ্ঞং নৌমি তং হরিম্॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিন্যাং টীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫

ক্রোধশূন্য মুনি স্থিতধী ঋষি নিয়ত মুক্ত হইয়াই অবস্থান করেন॥ ২৭-২৮

নিখিল যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, ভূ-ভুবরাদি চতুর্দ্দশ লোকের মহেশ্বর, নিখিলজীবের নিরপেক্ষ উপকারী, অন্তর্যামী আমাকে অবগত হইয়া আমার প্রসাদে পরমা শান্তি বা মুক্তি লাভ করেন॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বাগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগনামক পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ)

[নিষ্কাম-কর্মযোগং প্রতিপাদয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন আত্মোদ্ধারায় প্রেরণদানস্য মনোনিগ্রহপূর্ব্বকং ধ্যানযোগস্য যোগভ্রষ্টস্য গতেশ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

টীকা—চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥

পূর্ব্বধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ। তত্র তাবৎ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে" ইত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখস্বরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি শ্রীভগবানুবাচ—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ অবশ্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্ট্যাখ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তকর্ম্মত্যাগী চ॥১

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ। "সংন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কেবলাৎ ফলসংন্যাসাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি। কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি শব্দোক্তো হেতুর্যোগেঽপ্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সংন্যস্তঃ ফলসঙ্কল্পো যেন স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসাৎ সন্ন্যাসী চ, ফলসঙ্কল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাদ্ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ॥ ২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢস্তদোচ্যতে॥ ৪

টীকা—তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্ম উচ্যতে। চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢস্য তু তস্যৈব ধ্যাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপকর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে॥ ৩

টীকা—কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢো যস্য শমঃ কারণমুচ্যতে ইত্যত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যাসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। তদা যোগারূঢ় উচ্যতে॥ ৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[নিষ্কামকর্ম্মযোগ প্রতিপাদন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আত্মোদ্ধারের জন্য প্রেরণাদান, মনোনিগ্রহপূর্বক ধ্যানযোগ এবং যোগভ্রষ্টের গতির বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি কর্মফলের অপেক্ষা না করিয়া সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীও নহেন যোগীও নহেন॥ ১

হে পাণ্ডব! যাহা সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়, তাহাই যোগ বলিয়া বিদিত হইবে; কারণ, কর্মনিষ্ঠ বা জ্ঞাননিষ্ঠ যিনি ফলসংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি পরমার্থ যোগী হইতে পারেন না॥২

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মই উপায়। আর যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্তিই সমাধিলাভের সাধন॥ ৩

যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে এবং তাহার সাধন কর্মসকলে অনুরাগী হন না, তখন সমস্ত সঙ্কল্প-ত্যাগী সেই ব্যক্তি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন॥ ৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

টীকা—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং, তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন ত্ববসাদয়েৎ; অধো ন নয়েৎ। হি যস্মাৎ আত্মৈব মনঃসঙ্গাদুপরতঃ আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫

টীকা—কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ, কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ। অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬

টীকা—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্ফুটয়তি—জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি, নান্যস্য। যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭

টীকা—যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপপাদ্যোপসংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকম্, বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য, মৃৎপিণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ সঃ যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮

টীকা—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী। মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ। অরির্ঘাতুকঃ। উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ। মধ্যস্থো বিবদমানয়োরপি হিতাশংসী। দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী। সাধবঃ সদাচারাঃ। পাপা দুরাচারাঃ। এতেষু সমা রাগদ্বেষাদিশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯

টীকা—এবং যোগারূঢ়লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদি—স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন যোগীতি। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ। সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ। যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষো নিরাহারো বা, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০

বশীকৃত-চিত্তের দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবে। অজিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিবে না, যেহেতু বশীভূতচিত্তই আপনার সুহৃদ্, অবশীভূতচিত্তই আত্মার বৈরী ॥ ৫

যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা স্বভাবকে জয় করিয়াছেন আত্মা সেই আত্মার বন্ধু, অজিতচিত্তের আত্মা আত্মার শত্রুর ন্যায় অপকারে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৬

জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিহেতু রাগদ্বেষশূন্য, প্রশান্ত যোগীরই কেবল আত্মা শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং মান অপমানে আত্মনিষ্ঠভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হন ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অনুভবে সন্তুষ্টচিত্ত, বিষয়সন্নিধানেও বিকারবিহীন, বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়জয়কারী, মাটী, পাষাণ, স্বর্ণে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, ত্যাজ্য-গ্রাহ্য বুদ্ধিশূন্য ও যুক্ত যোগী যোগারূঢ় বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ৮

সুহৃৎ (স্বভাবতঃ হিতাকাঙ্ক্ষী), মিত্র (স্নেহবশে উপকারক), অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষভাজন, বন্ধু (সম্বন্ধী), সদাচার-দুরাচারগণের প্রতিও রাগদ্বেষশূন্য যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন ॥ ৯

সংযতচিত্ত, দোষশূন্যশরীর, আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত, পরিগ্রহবিহীন যোগারূঢ় ব্যক্তি অনুক্ষণ একান্তে নিঃসঙ্গ অবস্থিত হইয়া মনকে যুক্ত করিবেন ॥ ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪

টীকা—আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্য আসনং স্থাপয়িত্বা। কীদৃশম্? স্থিরম্ অচলং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি চোন্নতম্ ন চাতিনীচং, চৈলং বস্ত্রম্ অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্মিন্। কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাৎ অভ্যসেৎ। যতাঃ সংযতাঃ চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য সঃ, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে॥ ১১-১২

টীকা—চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্ মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রম্ অচলং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ। ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রশান্তেতি—প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য। বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য, ময্যেব চিত্তং যস্য অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ এবং যুক্তো ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ॥ ১৩-১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭

টীকা—যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্, নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য সঃ। শান্তিং সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি। কথম্ভূতাং নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতাম্॥ ১৫

টীকা—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধিঃ ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি॥ ১৬

টীকা—তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারঃ গতিশ্চ যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য, তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি॥ ১৭

মাত্র দেহরক্ষার জন্য বিষয়গ্রহণকারী সংযতচিত্ত যোগী পবিত্র প্রদেশে আপনার অচঞ্চল অতি উচ্চ অথবা অতি নীচ নয়, ক্রমান্বয়ে কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্রবিরচিত আসন বিস্তৃত করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মনকে লয় বিক্ষেপবিহীনপূর্ব্বক মনের রজ তম গুণ দূর করিবার জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন॥ ১১-১২

শরীর, মস্তক, গ্রীবা মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সরল নিশ্চলভাবে ধারণ করত দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক আপনার নাসিকাগ্রে স্থাপন করিয়া নির্জ্জিতচিত্ত, ভয়বিহীন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থিত মনকে প্রত্যাহার করত হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী আমাতে স্থাপনপূর্ব্বক মৎপরায়ণ যোগী যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন॥ ১৩-১৪

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর মনকে হৃদয়স্থ অন্তর্য্যামীতে যুক্ত করত বশীকৃতচিত্ত যোগী আমার সারূপ্যমুক্তিরূপা পরমা শান্তি লাভে সমর্থ হন॥ ১৫

হে অর্জুন! অধিক ভোজনকারীর ও অতিশয় অনাহারীর যোগ হয় না ও অতিনিদ্রা এবং অত্যন্ত জাগরণশীলেরও যোগ হয় না॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত আহার-বিহারকারীর, লৌকিক বৈদিক কার্য্যসকলে নিয়মিত চেষ্টাবিশিষ্ট, সংযত নিদ্রাজাগরণশীলের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত শান্তিকর যোগ সিদ্ধ হয়॥ ১৭

যদা বিনিয়ন্তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

টীকা—কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ সর্ব্বকামেভ্য ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি, তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে। আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যসতো যোগিনঃ। যতং নিয়তং চিত্তং যস্য। তস্য নিষ্কম্পতয়া প্রকাশতয়া চ অচঞ্চলং যচ্চিত্তং তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগশব্দেনোক্তং, "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তস্তত্র মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপং লক্ষণমুক্তম্। তথাচ পাতঞ্জলসূত্রং—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি। তত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

পশ্যতি, ন তু দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদিনা যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২০

টীকা—আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাত্তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি। অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মসুখরূপং লাভং লব্ধ্বা ততোঽধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ। যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে, এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২১-২২

টীকা—য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তমাহ—তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতত্বাৎ বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য স যোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তম্ অবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ। যদ্বা দুঃখসংযোগেন

যে সময় বিশেষভাবে বশীকৃতচিত্ত হৃদয়স্থ আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়, তখন ইহলোক পরলোকের সমস্ত ভোগ হইতে তৃষ্ণা একেবারে বিগলিত হইয়া যায়, তখন সেই নিরিচ্ছ যোগী যুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮

যেরূপ নির্ব্বাত প্রদেশে স্থিত প্রদীপ স্থিরভাবে থাকে, কম্পিত হয় না—আত্মবিষয়ক যোগ-অভ্যাসী সংযতচিত্ত যোগীর তাহাই দৃষ্টান্ত বলিয়া স্মরণের বিষয় হয় ॥ ১৯

যে অবস্থায় যোগানুষ্ঠান প্রভাবে নিশ্চলচিত্ত বিষয়সকল হইতে উপরত হয়, যে সময় বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করত আত্মাতেই পরমানন্দ লাভ করে—তাহাই যোগ ॥ ২০

যে সময় বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয় বিষয় ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অতীত নিরতিশয় বা নিত্য সুখ অনুভব করেন ও যাহাতে অবস্থান করিয়া আত্মস্বরূপ হইতে কখন বিচলিত হন না, তাহাই যোগ ॥ ২১

যে আত্মসুখ স্বরূপকে লাভ করিয়া তাহা হইতে অতিশয় উত্তম অপর কোন লাভকে মনে করেন না, যাহাতে অবস্থিত হইয়া গুরুতর শীত উষ্ণাদি দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না। ২২

দুঃখসংযোগ মাত্রেই বিয়োগ হয়, এইরূপ অবস্থাবিশেষকে

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্‌বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্যনির্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ। কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগী যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৩-২৪

টীকা—যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থম্ আত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ। তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—"ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

টীকা—এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ, তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ—যত ইত্যাদি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যৎ যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি, ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬

টীকা—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্মনো বশীকুর্ব্বন্তং রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তমনসমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তম্, অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তম্ এনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনম্ উত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭

টীকা—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য সঃ যোগী সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ। তথা স স্বমা-

---

যোগ বলিয়া অবগত হইবে। নির্ব্বেদবিরহিতচিত্তের দ্বারা সঙ্কল্পসমুদ্ভূত যোগপ্রতিকূল সমুদয় ইচ্ছা বাসনার সহিত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়দোষদর্শী মনের দ্বারা সকলদিকে সকল বিষয়ে প্রসারিত ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে ॥ ২৩-২৪

ধারণাবশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মায় স্থাপিত করত ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইবে, কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ২৫

স্বভাবতঃ অতিচঞ্চল অধীর মন যে যে বিষয়ে গমন করিবে সেই সেই চিন্তা হইতে মনকে প্রত্যাহরণ করত আত্মাতেই স্থির করিবে ॥ ২৬

রজোগুণবিহীন, প্রশান্তচিত্ত, পাপরহিত ব্রহ্মভূত এই যোগীকে উত্তম, নিশ্চিন্ত সমাধিসুখ স্বয়ংই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭

এবম্প্রকারে নিয়ত মনকে আত্মাতে যুক্ত করত বশীভূত করিয়া নিষ্পাপ যোগী ব্রহ্মসম্মিলনরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥২৮

যোগের প্রভাবে নিশ্চলচিত্ত সকলদিগ্-দেশ-কালে ও সকল

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

অর্জুন উবাচ।
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪
শ্রীভগবানুবাচ।
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

আনর্মবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষ্ববস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯

টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানস্য সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্ব্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি। স চ মে প্রণশ্যতি স চ মামদৃশ্যো ন ভবতি। প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্নামীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—ন চৈবম্ভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্ব্ব-ভূতস্থিতমিতি সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদেন আস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি, স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতা-নুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌ-পম্যেন স্বসাদৃশ্যেন। যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথা অন্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখম্, স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩

টীকা—এতৎ স্ফুটয়তি—চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবে-নৈব চপলম্। কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়-ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যম্। কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধিতয়া দুর্ভেদ্যম্, অতো যথা আকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাহং তস্য মনসোঽপি নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪

টীকা—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহো-পায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো

বিষয়ে সমান দর্শনকারী (ব্রহ্মদর্শী) স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বভূতে স্থিত ও সর্ব্বভূতকে আপনার আত্মায় একীভূত দেখেন ॥ ২৯

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন ও আমাতে নিখিল ভূতকে দর্শন করেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না—তিনি আমার অদৃশ্য হন না ॥ ৩০

যিনি সকল জীবে অবস্থিত আমাকে অভেদভাবে শরণাগত অর্থাৎ আত্মস্বরূপ আমাতে সম্মিলিত হইয়া ভজনা করেন সেই যোগী জ্ঞানী হওত যে কোন প্রকারে বর্ত্তমান থাকিলেও, কর্ম পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই বিদ্যমান থাকেন ॥ ৩১

হে অর্জ্জুন! যিনি আপনার সুখদুঃখের মত সকলের সুখদুঃখ অনুভব করেন, তিনি আমার মতে পরম যোগী ॥ ৩২

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে মধুসূদন! তুমি লয়বিক্ষেপশূন্য মনের কেবল আত্মাকারে অবস্থানরূপ যে যোগ বলিলে, মনের চঞ্চলত্বের কারণ যোগের বহুকাল স্থায়ী স্থিতি দেখিতেছি না ॥ ৩৩

হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, বলবান্, দৃঢ়, কঠিন। আমি এই মনের নিগ্রহ বায়ুকে নিরোধ করিয়া কুম্ভাদিতে স্থির রাখার ন্যায় অসম্ভব মনে করি ॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহবাহো! মনকে নিরোধ করা কঠিন আর চঞ্চল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সে মনকে বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি, এতন্নিঃসংশয়মেব। তথাপি তু অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে। অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে,—মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যা অসম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥" ইতি ॥ ৩৫

টীকা—এতাবাংস্ত্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা উক্তপ্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন স্বরূপেণ অয়ং যোগঃ দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬

টীকা—অভ্যাস-বৈরগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্-জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ, ন তু মিথ্যাচারতয়া। ততঃ পরস্ত অযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ। তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ। এবমভ্যাস-বৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্ যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭

টীকা—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্ম্মণামীশ্বরার্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ ন কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি। যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি। এবমুভয়স্মাদ্ ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্যতি কিংবা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা—ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাৎ অভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্তং সৎ মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ, ত্বত্তোঽন্যস্তু এতৎসন্দেহনিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি এতন্ম ইতি। এতৎ এনং, ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥৩৯

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে বিনাশঃ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্। অমুত্র পরলোকে বিনাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব। যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০

অসংযতচিত্ত ব্যক্তির যোগলাভ অসম্ভব। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, প্রযত্নকারী সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যোগলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৬

অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! প্রথমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি পরে বিষয়প্রবণতা-হেতু যোগভ্রষ্ট হইলে তিনি কিরূপ গতি প্রাপ্ত হন? ৩৭

হে মহাবাহো! ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে সম্যক্ বিমোহিত হইয়া নিরাশ্রয় কর্ম ও জ্ঞানমার্গ হইতে বিচ্যুত সেই যোগভ্রষ্ট ছিন্নমেঘের মত নষ্ট হয় না কি? ৩৮

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় উত্তমরূপে ছেদন কর। তুমি ব্যতীত এই সংশয়ের ছেদনকারী আর কাহাকেও দেখিতেছি না ॥ ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! ইহলোকে সেই যোগভ্রষ্টের বিনাশ নাই, পরলোকেও নরক প্রাপ্তি হয় না। যেহেতু কল্যাণকারী ব্যক্তি কোনরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

টীকা—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকৃতাং পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ বহূন্ সংবৎসরান্ উষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১

অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা চিরাভ্যস্ত-যোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, ন তু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে জায়তে। এতজ্জন্ম স্তৌতি—ঈদৃশং যৎ জন্ম। এতদ্ধি লোকে দুর্ল্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২

ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি সার্দ্ধেন। স তত্র দ্বিঃপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি। তত্র হেতুঃ—পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি সংহ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬

প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যতে॥ ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্ফুটয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং, ন তু প্রাপ্তযোগঃ। এবম্ভূতযোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্ যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে বেদোক্তকর্ম্মফলান্যতিক্রামতি তেভ্যোঽধিকফলং প্রাপ্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—প্রযত্নাদিতি যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি, তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্ জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাত্তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি। জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞানবিদ্ভ্যোঽপি; কর্ম্মিভ্যঃ ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারিভ্যোঽপি যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ; তস্মাত্ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬

যোগভ্রষ্ট পুণ্যকারী অশ্বমেধাদি যাজিগণের লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে বহু সংবৎসরকাল পরম সুখে বাস করিয়া সদাচার-সম্পন্ন ধনিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১

অথবা বুদ্ধিমান্ যোগিগণের কুলেই সম্ভূত হন। এইরূপ জন্ম নিশ্চয়ই এইলোকে অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪২

সেই যোগীবংশে পূর্ব্বশরীর সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি সম্প্রাপ্ত হন। অনন্তর হে কুরুনন্দন! মোক্ষলাভের জন্য অধিকতর ভাবে সাবধানে প্রযত্ন করেন ॥ ৪৩

সেই পূর্ব্ব অভ্যাস কোন অন্তরায় নিমিত্ত ইচ্ছা না করিলেও বিষয় হইতে আকর্ষণ করত ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া থাকেন। যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইলেই শব্দব্রহ্ম বেদকে অতিক্রম করেন। ইহার অর্থান্তর, ওঁকারের নাদময় মকারপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৪৪

তখন উত্তরোত্তর অধিক যোগে যত্ন করত যোগের দ্বারাই বিধূতপাপ সেই যোগী অনেক জন্মসঞ্চিত যোগে স্বয়ংসিদ্ধ সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া শ্রেষ্ঠা গতি পরমপদ লাভ করেন ॥ ৪৫

যোগী তপস্বীসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতেও অধিক ও সমুদয় কর্ম্মী অপেক্ষা প্রধান ইহা মনে করি; তজ্জন্য হে অর্জুন! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

টীকা—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ, অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭

গুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসসম্পন্ন যিনি আমাতে অত্যন্ত আসক্ত, মনের দ্বারা পরমেশ্বর বাসুদেব আমাকে ভজন করেন

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে আত্মসংযমযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্ব্বণি তু ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্ অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

তিনি অখিল যোগীর মধ্যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ)

[সবিজ্ঞানস্য জ্ঞানস্য, ভগবতো বিভুত্বস্য, তদন্যদেবানামুপাসনাফলাপকর্ষস্য চ বর্ণনং কৃত্বা প্রভাবশালিনং ভগবন্তমজানতাং নিন্দা, তং জানতাঞ্চ মহিমকথনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১

টীকা—বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং, তত্র কীদৃশস্ত্বং যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্ব-স্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ মদাশ্রয়োঽহমেবাশ্রয়ো যস্য। অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্যস্যন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতি-

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২

বলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ১

টীকা—বক্ষ্যমাণং স্তৌতি—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমনুভবস্তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি। যজ্জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্টং ন ভবতি তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২

সপ্তম অধ্যায়।

[বিজ্ঞানসহ জ্ঞান, শ্রীভগবানের বিভুত্ব (ব্যাপকত্ব) এবং তদ্ভিন্ন দেবগণের উপাসনার ফলাপকর্ষ বর্ণনা করিয়া প্রভাবশালী ভগবানের সম্বন্ধে অজ্ঞদিগের নিন্দা ও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞদিগের মহিমাকথন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! আমাতে একান্ত অনুরক্ত-চিত্ত অনন্যশরণ হইয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে বিভূতি, বল, শক্তি, ঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন আমাকে সংশয়-বিরহিত ভাবে যেরূপে অবগত হইবে তাহা শ্রবণ কর ॥ ১

আমি তোমাকে শাস্ত্রীয় এবং অনুভবের সহিত মদ্বিষয়ক এই জ্ঞান অশেষপ্রকারে বলিব, যাহা বিদিত হইয়া শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমান তোমার পুনরায় অন্য জানিবার যোগ্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না—ইহার দ্বারাই কৃতার্থ হইবে ॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

টীকা—মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্ল্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নাস্তি; মনুষ্যণাস্ত সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে, প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি, তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তদেবমতিদুর্ল্লভমপ্যাত্মতত্ত্বমপি মজ্জ্ঞানং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেনেশ্বরত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। [ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চগন্ধাদিতন্মাত্রমপ্যুচ্যতে] মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোঽহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণভূতং মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে, অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারাত্তেনৈব তৎকার্য্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে। বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা। চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং

সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি পুণ্যবশে আত্মকল্যাণের জন্য যত্ন করেন। সেই যত্নবান্ সিদ্ধগণেরও মধ্যে কেহ আমাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে পারে ॥ ৩

আমার প্রকৃতি পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকারে বিভক্ত ॥ ৪

ইহা অপরা নিকৃষ্টা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা অন্য জীবস্বরূপা আমার মায়া নাম্নী প্রকৃতি জানিবে। হে মহাবাহো! যে চেতনাত্মিকা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে ॥৫

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, "মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥" ইতি ॥ অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি। পরত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৪-৫

টীকা—অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্‌যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব। তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে, চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি, তে চ মদীয়ে প্রকৃতী, মত্তঃ সম্ভূতে, অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরং কারণমহমিত্যর্থঃ,। তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি,

চরাচরসমুদয় ভূতগণের এই প্রকৃতিদ্বয় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ কারণভূত জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়, আর চেতনা আমার অংশভূতা জীবরূপে স্বকর্মের দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া থাকে ইহা অবগত হও, আমি সমগ্র জগতের পরম কারণ (প্রথম প্রকাশ ও সংহারকারী) ॥ ৬

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে এ সংসারে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি সংহারের স্বতন্ত্র কারণ নাই। সূত্রে মণিগণের মত এই নিখিল সংসারে আমাতে গ্রথিত আছে ॥ ৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি-সূর্য্যয়োঃ
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭

টীকা—জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্রস্বরূপতয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, তথা শশি-সূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি। চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, উত্তরত্রাপি এবং দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোঽস্মি, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি। উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৮

টীকা—কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ, যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্, তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজঃ সহজা [দুঃসহা] দীপ্তিস্তদহং সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণবায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি ॥ ৯

টীকা—কিঞ্চ বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং সনাতনং নিত্যম্ উত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেষ্বনুস্যূতং তদেবং বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি; ন তু প্রতিতিব্যক্তিবিনশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাঽহমস্মি, তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ, প্রাগল্ভ্যমহম্ ॥ ১০

হে কৌন্তেয়! আমি জলে রসস্বরূপ, নিশাকরে ও ভাস্করে দীপ্তির প্রকাশ, চতুর্ব্বেদে ওঙ্কার, আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপ আমি এবং মানবসকলে উদ্যমপরাক্রম পুরুষপ্রযত্ন ॥ ৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধতন্মাত্র, অনলে দুঃসহ দীপ্তি, নিখিল জীবে আমি জীবন-প্রাণধারণ-বায়ু ও বানপ্রস্থাদি তপস্বীসমূহে দ্বন্দ্বসহনরূপ তপস্যা ॥ ৯

হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন, নিত্য, শাশ্বত, চিরস্থায়ী বীজ বলিয়া জানিবে। আমি বুদ্ধিমান্‌গণের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের পরাক্রম ॥ ১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তে বস্তুন্যভিলাষো রাজসঃ। রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাপর্য্যায়স্তামসঃ; তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং, বলবতাং বলমস্মি, সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ দ্বেষদর্পাদয়ঃ, তামসাশ্চ যে শোকমোহাদয়ঃ। প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে, তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব জাতানিতি বিদ্ধি মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেষ্বহং ন বর্ত্তে জীববৎ তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ, তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্তে ॥ ১২

টীকা এবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যত আহ ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ

হে ভরতর্ষভ! আমি কামরাগবিহীন বল (সাত্ত্বিক স্বধর্ম অনুষ্ঠান-সামর্থ্য) এবং আমি স্বীয় ধর্মপত্নীতে পুত্রোৎপাদনমাত্র-উপযোগী কাম ॥ ১১

যে সমস্ত সাত্ত্বিক শমদমাদি, রাজস দ্বেষ-দর্পাদি, তামস শোক-মোহাদি, ভাব জীবগণের স্বীয় কর্মবশে জন্মায় সে সকল আমা হইতেই সম্ভূত ইহা অবগত হইবে। সেই ভাবসকলের আমি অধীন নই—তাহারাই আমার অধীন ॥ ১২

ত্রিবিধ গুণবিকার স্বভাবের দ্বারা এই অখিল সংসার বিমোহিত হইয়া ভাবসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ, ত্রিগুণাতীত, আদ্যন্তরহিত, সর্ব্ববিকারশূন্য আমাকে কোনরূপে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ; অতো মাং নাভিজানাতি। কথম্ভূতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্ এভিরসংস্পৃষ্টম্, অত এবাব্যয়ং নির্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—কে তর্হি ত্বাং জানন্তীত্যত আহ—দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি। ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪

টীকা—যদ্যেবং [কিমিতি] তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব ন ভজন্তীত্যত আহ—ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেক-শূন্যাঃ, তৎ কুতঃ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ, অতো মায়য়াপ-হৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা; "অতএব দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫

টীকা—সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব। তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্বিধা ইত্যাহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যা জনাস্তে মাং ভজন্তি, তে তু চতুর্ব্বিধাঃ,—আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ, স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি; এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ। অর্থার্থী অত্র বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ, তত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ। জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্যস্য, অতএব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ স চ মম। তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ১৬।১৭

টীকা—তর্হি কিম্ ইতরে ত্রয়স্ত্বদ্‌ভক্তাঃ সংসরন্তি নহি? নহীত্যাহ—উদারা ইতি সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ, জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার অঘটন ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি দুস্তরা। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে আমার শরণাপন্ন হইয়া ভজনা করেন, তাঁহারাই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন (মায়ার পারগামী হন) ॥ ১৪

দুষ্কর্মকারী, মূর্খ, জড়, মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান, নিকৃষ্ট, কুৎসিত মানবগণ আসুরিক দম্ভদর্পাদি ভাব অবলম্বন করত আমাকে ভজনা করে না ॥ ১৫

হে ভরতর্ষভ অর্জুন! (রোগাদির দ্বারা অভিভূত) আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু (আমার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক), অর্থার্থী (ভোগসাধনভূত অর্থকামী) ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার পুণ্যকারী আমাকে ভজনা করেন ॥ ১৬

তাঁহাদের মধ্যে সতত মদ্গতচিত্ত, অনন্তভক্তিমান্ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীদিগের নিরতিশয় বল্লভ (অভীপ্সিত) এবং জ্ঞানীও আমার বাঞ্ছিত ॥ ১৭

ইঁহারা সকলেই সাধু মহাত্মা, কিন্তু সাক্ষাৎ আত্মাই—ইহা আমার নিশ্চয়; যেহেতু সেই জ্ঞানী আমাতে একচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তম গতি আমাকেই আশ্রয় করেন ॥ ১৮

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

টীকা—এবম্ভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবেতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

টীকা—তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্তে ইত্যুক্তং, যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তীত্যাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্র-কীর্ত্তি-শত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূত-প্রেত-যক্ষাদি-দেবতা ভজন্তি। কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য তত্রাপি স্বয়া স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তঃ দেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০

টীকা—যো য ইতি। দেবতাবিশেষং যে ভজন্তি তেষাং মধ্যে যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে, তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্য্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১

টীকা—ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরারাধনমীহতে করোতি। ততশ্চ যে সঙ্কল্পিতাঃ কামাস্তান্ কামাংস্ততো দেবতাবিশেষাৎ লভতে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা বিহিতান্ নির্মিতান্; হি স্ফুটমেব; তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মন্মূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ। তদেব যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতাঃ সর্বাত্মনো মমৈব তনবোঽতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব। তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি। তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবান্ অন্তবতো যান্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২২-২৩

টীকা—ননু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি তত্রাহ—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং

অনেক জন্মের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা অন্তিমজন্মে জ্ঞানবান্ 'এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ বাসুদেব' এইরূপ সর্ব্বাত্মভাবে আমাকে ভজনা করেন, তদ্রূপ মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ ॥ ১৯

পুত্র, পশু, স্বর্গাদি বিষয়কামনায় অপহৃতচিত্ত সেই সেই দেবতার আরাধনে যে যে নিয়ম তাহা স্বীকার করত স্বীয় পূর্ব্বাভ্যস্ত বাসনায় বশীকৃত হইয়া দেবতাবিশেষকে ভজনা করে ॥ ২০

যে যে ভক্ত দেবান্তররূপা আমারই যে যে মূর্ত্তি শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা করিতে অভিলাষী হয়, অন্তর্য্যামী আমি সেই সেই ভক্তের তত্তৎ মূর্ত্তিবিষয়ে দৃঢ়শ্রদ্ধা প্রদান করি ॥ ২১

সেই ভক্ত দৃঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতার উপাসনা করে এবং আরাধিত দেবতার নিকট হইতে পরমেশ্বর আমারই দত্ত ভোগ্যফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

কিন্তু অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ক্ষুদ্র দেবতা আরাধনার ফল বিনশ্বর। সেই দেবতার উপাসকসকল তাহাদের সেবিত অনিত্য (নাশশীল) দেবগণকে লাভ করে আর আমার ভক্তগণ পরমানন্দময় আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

নির্বুদ্ধিগণ আমার সর্ব্ববিকারশূন্য পরমোৎকৃষ্ট প্রকৃতস্বরূপ অবগত না হইয়া চক্ষু-আদির অগোচর আমাকে মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-মনুষ্যাদি ভাবপ্রাপ্ত মনে করিয়া থাকে ॥ ২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অজানন্তঃ। কথম্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যং, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তৎ মদ্ভাবম্, অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃত-নানাবিশুদ্ধোজ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং স্বকর্ম্মনির্ম্মিত-ভৌতিকদেহং দেবতান্তরং সমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তী-ত্যর্থঃ॥ ২৪

টীকা—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তা-নামেব। যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ, যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যপ্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া অঘটমানঘটনা চাতুর্য্যম্ অনয়া সঞ্ছন্নঃ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫

টীকা—সর্ব্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তম্; তদেব স্বস্য সর্ব্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষাম-জ্ঞানমেবাহ—বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্ত-মানানি ভবিষ্যাণি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গ-মানি সর্ব্বাণ্যহং বেদ জানামি, মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাদিতি প্রসিদ্ধং; মাং তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি ॥ ২৬

টীকা—তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরা-জ্ঞানমুক্তম্, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ—ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন সর্ব্বাণি ভূতানি সম্মোহং যান্তি অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞানা-ভাবান্মাং ন জানন্তীতি ভাবঃ। কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ—যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণ-শীলানাং সর্ব্বং প্রতিবন্ধকং পাপম্ অন্তগতং নষ্টম্, তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্মুক্তা দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৭-২৮

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ,—জরেতি। জরামরণয়োর্মোক্ষায় নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ, যেন তৎ প্রাপ্তব্যং তং দেহাদি-ব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূত-মখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ॥ ২৯

আমি আমার অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসরূপ যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া সকলের সম্মুখে ব্যক্ত (প্রকট) হই না, তজ্জন্য জড়বুদ্ধি-লোকসকল অনাবির্ভূত সর্ব্ববিকারশূন্য আমাকে অবগত হইতে পারে না। ২৫

হে অর্জুন! আমি সম্যক্‌রূপে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত ভূতসকলকে বিদিত আছি; কিন্তু কেহই আমাকে জানেনা॥ ২৬

হে শত্রুতাপন ভারত! দেহ ধারণ করিলে নিখিল প্রাণী অনুকূলে অভিলাষ প্রতিকূলে দ্বেষসমুদ্ভূত শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত বিবেকভ্রংশের দ্বারা 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' এইরূপ প্রগাঢ় অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়॥ ২৭

কিন্তু পুণ্যকর্মকারী যে সকল জনগণের পাপ নিঃশেষ হইয়াছে দ্বন্দ্বমোহপরিশূন্য তাহারা ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী হইয়া আমাকে ভজনা করেন॥ ২৮

যাঁহারা জরা মরণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করত যত্নশীল হন, তাঁহারা সেই পরম ব্রহ্ম

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।

প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

টীকা—ন চৈবম্ভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ—সাধিভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি। অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে ভজন্তি, তে যুক্তচেতসো ময্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বিদুর্জানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি।

অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ৩০

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।

ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামীকৃতটীকায়াং বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

সমগ্র আধ্যাত্মবিষয় ও নিখিল কর্মও বিদিত হইয়া থাকেন ॥ ২৯

যাঁহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞের সহিত অবগত হন, আমাতে অনুরক্তমনা তাঁহারা মরণকালেও আমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৩০

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ)

[ব্রহ্মাধ্যাত্মকর্ম্মাদিবিষয়ানধিকৃত্য অর্জ্জুনপ্রশ্নস্যোত্তরদানপ্রসঙ্গেন ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন ভক্তিযোগস্য শুক্ল-কৃষ্ণমার্গয়োশ্চ নিরূপণম্।]

অর্জুন উবাচ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

টীকা—ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।

ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—কিং তদ্‌ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ত্ততে, তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ। স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারেণ অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ, যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থম্। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কোনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি ? ২

অষ্টম অধ্যায়।

[ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্মাদি বিষয়সমূহ উপলক্ষ্য করিয়া অর্জুনের কৃত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভক্তিযোগ এবং শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ মার্গদ্বয়ের নিরূপণ।]

অর্জুন বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম কি ও অধিভূত কাহাকে বলে আর অধিদৈব কাহার নাম ? ১

হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কি এবং কিরূপে এই শরীরে অবস্থিত আর মরণসময়ে নিয়তচিত্তগণের দ্বারা কিরূপে তুমি জ্ঞাত হও ? ২

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪

টীকা—প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবান্ উবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং, নমু জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমিতি। পরমং যদক্ষরং জগতং মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম, "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ, উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥" ইত্যুক্তক্রমেণ বৃদ্ধিঃ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ, স চ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩

টীকা—কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদিপদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে। অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥" ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহে অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকস্তৎফলদাতা চ, কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্; অন্তর্য্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভির্গুণৈর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ; তথাচ শ্রুতিঃ,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বামপ্যেবম্ভূতমন্তর্য্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—জগতের মূল কারণ পরম অক্ষর ওঁকার ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশক্রমে জীবরূপে উৎপত্তি স্বভাব, তাহাই দেহ অধিকার করত ভোক্তৃত্বে বর্ত্তমান অধ্যাত্ম আর জীবগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিজনক দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ এবং সমস্ত কর্ম্মার্পণ কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩

হে দেহিগণের প্রধান! বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ অধিভূত, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ অধিদৈব, এই শরীরে এবং হৃদয়কমলে অন্তর্য্যামিরূপে আমিই যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

টীকা—প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্য্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা যাতি, স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি, অত্র সংশয়ো নাস্তি। স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫

টীকা—ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি—যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ— সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি। সর্ব্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনং তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬

মৃত্যুসময়ে আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিয়া যিনি উত্তরায়ণে অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তিনি নিঃসংশয়ে আমার পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

হে কৌন্তেয়! অন্তিমকালে যে যে ভাব স্মরণ করত জীব শরীর ত্যাগ করে, সতত সেই পদার্থে বাসিতচিত্ত সেই সেই বাঞ্ছিত ভাবই জন্মান্তরে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥৯

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

টীকা—যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, সততং স্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি, অতো সর্ব্বদা মামনুস্মর যুধ্য চ যুধ্যস্ব। চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ, এবং ময্যর্পিতং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা তেন ত্বয়া, স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি। অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭

টীকা—সন্ততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়-প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ, অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য, তেন চেতসা দিব্যং দ্যোত-নাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্, হে পার্থ! তমেব যাতীতি ॥ ৮

টীকা—পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবি-মিতি দ্বাভ্যাম্। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধম্, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্, অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মম্ আকাশকালদিগ্ভ্যোঽপ্যতি-সূক্ষ্মতরং, সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকম্ অপরিমিতমহিমত্বাদ-চিন্ত্যরূপং মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্ আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানং "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৯

টীকা—সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যস্তিষ্ঠতি, এবম্ভূতং পুরুষম্ অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ, মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণানাবেশ্য ইতি। স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০

টীকা—কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবাধারমভ্যাস-মন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি যচ্চ

পূর্ব্ববাসনাই অন্তিমকালে স্মরণের হেতু হয়, তজ্জন্য সকল সময়ে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ কর। তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণপূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৭

হে পার্থ! যোগী ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তের স্থিরীকরণের জন্য যত্নরূপ উপায়বিশিষ্ট হইয়া অন্য বিষয়ে গমনবিরতচিত্তের দ্বারা অলৌকিক পরম পুরুষ পুরুষোত্তমকে অনন্তভাবে চিন্তা করত তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৮

যিনি সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতা, অনাদিসিদ্ধ, পুরাতন, জড় ও চেতন-সমুদয়ের শাসনকর্ত্তা, সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম, আকাশ, কাল ও দিক্‌সকল অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্মতর, নিখিল জীবের পোষণকর্ত্তা পালক, নিরতিশয় মহিমত্বহেতু অচিন্তনীয়, মলিনচিত্ত ব্যক্তির মনোবুদ্ধির অগোচর, ভুবন-ভাস্কর-সদৃশ, আপনার এবং অপরের প্রকাশাত্মকস্বরূপ, প্রকৃতির উপরে বিদ্যমান, যিনি প্রপঞ্চের সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া অবস্থিত, এবম্বিধ পুরুষকে অন্তিম-কালে ভক্তিসহকারে এবং যোগবলে সম্যক্ সুষুম্নামার্গে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করিয়া উত্তমরূপে চিন্তা করেন তিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯-১০

বেদবেত্তাসকল যাঁহাকে অক্ষর ওঙ্কার পরব্রহ্ম বলেন, অনুরাগবিহীন যতিসকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে জানিবার

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫
আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে তুভ্যং পদং পদ্যতে গম্যতে ইতি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১১

টীকা - প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ — সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়স্মরণমপ্যকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্॥ ১২

টীকা---ওমিতি। ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাদ্ বা, প্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ্গতিং যাতি প্রাপ্নোতি॥ ১৩

টীকা—এবং চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাসবশত এব ভবতি, নান্যস্যেতি পূর্ব্বোক্তমেবানুস্মারয়তি - অনন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি নান্যস্যেতি॥ ১৪

টীকা—যদ্যপ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি, ততঃ কিমত আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখালয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জ্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা॥১৫

টীকা—এতদেব সর্ব্বেষপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নিদ্ধারয়তি—আ ব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ। তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম। যে এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। তথাচ—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ, কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ। মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জ্জন্ম নাস্ত্যেবেতি॥ ১৬

অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করেন, আমি তোমাকে সেই বাঞ্ছিততম প্রাপ্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি॥ ১১

যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারসকল সংযত অর্থাৎ চক্ষু আদি হৃদয়ে নিরোধপূর্ব্বক ভ্রূযুগলমধ্যে প্রাণকে স্থাপনানন্তর যোগধারণা স্থৈর্য্যে আশ্রিত হইয়া 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম স্মরণ করিতে করিতে শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করেন, তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন॥ ১২-১৩

হে পার্থ! যিনি অন্যচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক মদ্গতচিত্ত হইয়া প্রত্যহ অবিরত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে সুখে লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৪

আমাকে লাভ করিয়া পরমপদপ্রাপ্ত উদারচিত্ত মহাপুরুষগণ পুনরায় আর দুঃখের আধার অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না॥ ১৫

হে অর্জুন! জীবগণ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকে গমন করত পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগত হয়, কিন্তু আমাকে যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ১৬

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাদ্ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

টীকা—নন্বু চ "তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরি স্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতম্ ॥" ইত্যাদিপুরাণবাক্যৈস্ত্রৈলোক্যস্য সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে। বিনাশিত্বে চ সর্বেষামবিশিষ্টে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রৈলোক্যস্যোৎপত্তির্নিশি নিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ। যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন বিদুস্ত এব সর্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং, তে তথাহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতম্। "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ। ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামপ্যুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্ব্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি। চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনম্, তাবৎ পরিমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭

টীকা—ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিতি। কার্য্যস্যাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যজ্যন্তে ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি, ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি; কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্বিদুস্তস্যাহ্ন আগমে অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি। যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্তে ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৮

টীকা- তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ যঃ প্রাগাসীৎ, স এবায়মহরাগমে ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে, প্রলীয় প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯

টীকা—লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ, স তু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি ॥ ২০

টীকা—অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ, অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি তথা "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিষ্বক্ষর

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে দিবস এবং সহস্রযুগ অবধি রাত্রি যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা যথার্থ বেত্তা ॥ ১৭

[ব্রহ্মার একদিনের (১২ ঘণ্টা) পরিমাণ মানবীয় একসহস্র চারিযুগ।]

ব্রহ্মার দিবসাগমে কারণাত্মক মায়াতত্ত্ব হইতে সমস্ত ভূত প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই অব্যক্ত নামক মায়াতত্ত্বেই প্রলীন হইয়া যায় ॥ ১৮

হে পার্থ! সেই ভূতবৃন্দ পুনঃপুনঃ সম্ভূত হইয়া রাত্রি আসিলে বিলীন হয়, পুনর্ব্বার দিনাগমে কর্ম্মাদি পরতন্ত্র হইয়া সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ১৯

কিন্তু পূর্ব্বকথিত চরাচর কারণভূত অব্যক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, প্রাচীন নিত্যসিদ্ধ যে সত্তা অক্ষরনামক পরমব্রহ্ম তিনি সমুদয় ভূত নষ্ট হইলেও বিনষ্ট হন না। যে অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় অক্ষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্টা গতি বলেন। যাহা প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আর নিবর্ত্তিত হয় না, তাহা আমার পরমস্বরূপ ॥ ২০-২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩

ইত্যুক্তঃ। তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ, ইত্যাদি-শ্রুতয়ঃ। পরমগতিত্বমেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি তচ্চ মমৈব ধামস্বরূপম্। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী, রাহোঃ শির ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ॥ ২১

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি। স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তরভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা, পরত্বমেবাহ যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্॥ ২২

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে। অন্যে ত্বাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে? কেন বা গতাশ্চাবর্ত্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রযাতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি যস্মিংশ্চ কালে প্রযাতা আবৃত্তিং যান্ত তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ 'রশ্ম্যনুসারী 'অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণ' ইতি সূচিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষস্মরণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রযাতা যোগিন উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

যান্তিং, তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদিশব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ, তৎসাহচর্য্যাদাম্রবনমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্॥ ২৩

টীকা— তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ — অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং "তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্। এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ,—তেঽর্চ্চিসমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকমিতি। নহি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতির্বা কচিদস্তি "দ তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ॥ ২৪

টীকা—আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভির্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে। অত্রাপি শ্রুতিঃ—

হে পার্থ! ভূতসকল যাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, যিনি এই চরাচর নিখিল জগৎ সমাচ্ছন্ন করত বিরাজমান, সেই সর্ব্বোত্তম পুরুষ আমি। ভক্ত অনন্তভক্তির দ্বারা আমাকে প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হয়॥ ২২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে কালে প্রয়াণকারী যোগিগণ অনাবৃত্তি আবৃত্তি প্রাপ্ত হন, তোমাকে সেই কালের কথা বলিব॥ ২৩

যোগিগণ দেহত্যাগান্তে অর্চ্চি অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, পর দিবসাভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, উত্তরায়ণ, ষণ্মাস-অভিমানিনী দেবতা, সংবৎসর অভিমানিনী দেবতা—এই মার্গে গমনকারী ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥ ২৪

ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা, দক্ষিণায়ন, ষণ্মাসঅভিমানিনী দেবতা সেই মার্গে মৃত যোগী চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যক্ষয়ে ফিরিয়া আসেন॥ ২৫

শুক্ল-কৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি তু দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

"তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্ রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি" ইত্যাদি। তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ, কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকর্ম্মণাস্তু জন্তূনাম্ অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫

টীকা—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লার্চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৬

টীকা—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ, হে পার্থ! মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি, সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭

টীকা—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেষ্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ, যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎ সর্ব্বমত্যেতি, ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা, ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টম্ আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮

অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈষ্টসম্পৃষ্টার্থাষ্টনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমষ্টধা প্রাপ্তিঃ স্পষ্টিতাষ্টমবর্ত্মনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-টীকায়াম্ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জগতের শুক্ল কৃষ্ণ দেবযান ও পিতৃযান এই দুইটি মার্গ নিত্য। একটির দ্বারা অনাবৃত্তি আর অপরটির দ্বারা পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন হয় ॥ ২৬

হে পার্থ! এই দুইটি অবগত হইয়া কোন যোগী বিমোহিত হন না, তজ্জন্য হে অর্জুন! তুমি অনুক্ষণ যোগযুক্ত হও ॥ ২৭

বেদ সকলে, যজ্ঞসমূহে, নিখিল তপস্যায় ও সমুদয় দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে, এই অর্চ্চিরাদির গতির কথা অবগত হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন আর জগতের মূলভূত স্থান বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগনামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানস্য, বিজ্ঞানস্য, জগদুদ্ভবস্য, দৈবাসুরসম্পত্তিমতাম্, সকাম-নিষ্কামোভয়বিধোপাসনয়া ভগবদ্ভক্তের্মহিম্নশ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

টীকা—পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে ॥

এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বকীয়ং পারমেশ্বরং তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং, নান্যথেত্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদন্ত্বিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়কমিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তে তুভ্যং বক্ষ্যামি! তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্-গুহ্যতমং যজ্জ্ঞাত্বা-ঽশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যঞ্চ গুহ্যানাঞ্চ রাজা বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপ-সর্জ্জনস্যাপি পরত্বম্। রাজ্ঞাং বিদ্যা, রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাব-গমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমো বোধো যস্য তং প্রত্যক্ষাব-গমং দৃষ্টফলম্ ইত্যর্থঃ, ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্তসর্ব্ব-ধর্ম্মফলত্বাৎ, কর্ত্তুঞ্চ সুসুখং সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ, অব্যয়ঞ্চাক্ষয়ফলত্বাৎ ॥ ২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

টীকা—নন্বেবমপ্যতিসুকরত্বে কো নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞান-লক্ষণস্য ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানাঃ আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্ত উপায়ান্তরৈঃ মৎপ্রাপ্তয়ে অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিমিত্তে নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা—তদেবং বক্তব্যত্বয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি—দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি এবমপি ঘটাদিষু কার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪

নবম অধ্যায়।

[জ্ঞান, বিজ্ঞান, জগতের উৎপত্তি, দৈব-আসুর সম্পত্তি-যুক্ত, সকাম-নিষ্কাম—দ্বিবিধ উপাসনা ও ভগবদ্ভক্তির মহিমবর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গুহ্য ধর্ম্মজ্ঞান, গুহ্যতর দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, তাহা হইতেও অতিগুহ্যতম এই পরমাত্মজ্ঞান উপাসনার সহিত পরম কারুণিক আমাতে দোষদৃষ্টিশূন্য তোমাকে বলিব, যাহা অবগত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ১

এই জ্ঞান বিদ্যার রাজা, অতি উৎকৃষ্ট, অতি গোপনীয়, পরম পবিত্র, দৃষ্টফল ধর্ম্মানুগত, সুখে অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় ও অব্যয়, আদ্যন্তরহিত ও অক্ষয় ॥ ২

হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষসকল আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাচ্ছন্ন সংসারপথে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩

অতীন্দ্রিয়স্বরূপ কারণভূত আমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া আছি। সকল ভূত আমাতে অবস্থিত, আমি বাসুদেব প্রাণিসমূহে আশ্রিত নই ॥ ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭

-কিঞ্চ ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম। নমু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি। মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিম্ অঘটনঘটনাচাতুর্য্যমিদং পশ্য মদীয়যোগ-মায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিদ্ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ---ভূতেতি। ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ। ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ, এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ—যথা দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি ন তেষু তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫

টীকা---অসংশ্লিষ্টয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ--যথেতি। অবকাশং বিনা অবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমা-কাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিশ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬

টীকা---তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বঞ্চাহ---সর্ব্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়-কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি, ত্রিগুণাত্মি-

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥ ১০

কায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭

টীকা---নম্বসঙ্গো নির্ব্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্য-পেক্ষায়ামাহ---প্রকৃতিমিত্যাদি দ্বাভ্যাম্। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্ব্বভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথম্? প্রকৃতের্ব্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ত-তত্তৎস্বভাববশাৎ ॥ ৮

টীকা---নন্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদিত্যত আহ---ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্ম্মা-সক্তির্হি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি, অতস্তানি উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধনং নোৎপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্ত্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯

টীকা—তদেবোপপাদয়তি--ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরি-

---

নিখিলভূত আমাতে সংশ্লিষ্ট নহে। আমার অসাধারণ অঘটনঘটনাচাতুর্য্য দেখ। আমার যোগমায়ার প্রভাব তর্কের অগোচর, এজন্য কিছু বিরুদ্ধ নয়। আমি ভূতগণের ধারণ এবং পালনকর্ত্তা, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট নহি। ৫

সর্ব্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত হইয়াও তাহার সহিত সংলিপ্ত হয় না, সেইরূপ ভূতসমুদয় আমাতে অবস্থিত জানিবে ॥ ৬

হে কৌন্তেয়! ভূতসকল প্রলয়কালে আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয়। পুনর্ব্বার আমি কল্পের আদিতে প্রাণিগণকে সৃষ্টি করি ॥ ৭

আমি স্বাধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত তত্তৎ স্বভাব বলে এই সমস্ত কর্ম্মাদিপরবশ চতুর্ব্বিধ ভূতসমুদয় বিবিধ প্রকারে সৃজন করিয়া থাকি ॥ ৮

হে ধনঞ্জয়! সেই সৃষ্টি-স্থিতি ও নাশাদি কর্ম্মসকলে আসক্তি-পরিশূন্য নিঃসম্বন্ধ তটস্থ মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থিত আমাকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৯

নিমিত্তভূত অধ্যক্ষ ব্যবস্থাপক আমার অধিষ্ঠানমাত্র লাভ করত প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃজন করে। হে কৌন্তেয়! আমার অবস্থান নিমিত্ত এই জগৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

বর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জ্জায়তে। সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০

টীকা—নন্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে, তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে, অবজ্ঞানহেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবম্ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে, অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে, মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতঃ শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ; সর্ব্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আসুরীং রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২

টীকা—কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীত্যত আহ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তা অতএব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি"রিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাব-

সর্ব্বভূতমহেশ্বর আমার পরম প্রধান তত্ত্ব না জানিয়া মূর্খসকল শুদ্ধসত্ত্বময় লীলা মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ১১

আমা অপেক্ষা অন্য দেবতা শীঘ্র ফলদান করিবেন, এরূপ বৃথা আশাবিশিষ্ট নিরর্থক কর্ম্মকারী নিষ্ফল জ্ঞানসম্পন্ন বিক্ষিপ্তচিত্ত বুদ্ধিভ্রংশকারী রাক্ষসী, তামসী, আসুরী, রাজসী প্রকৃতি (স্বভাব) আশ্রয় করত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥১২

হে পার্থ! মহাত্মাসকল দৈবীপ্রকৃতি স্বভাব আশ্রয়পূর্ব্বক একমাত্র আমাতেই মন সমর্পণপূর্ব্বক ভূতসকলের পরম কারণ আমাকে ভজনা করেন ॥ ১৩

কেহ কেহ অনুক্ষণ ভক্তিসহকারে আসক্ত হইয়া নামগুণ

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬

মাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং, তে তু ভূতাদিং জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩

টীকা—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চেশ্বরপূজাদিষু ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু চ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ, কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ, অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতমবহিতা সর্ব্বে সেবন্তে ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্ত্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মত্বদর্শনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন দাসোঽহমিতি পৃথগ্ভাবনয়া, কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫

টীকা—সর্ব্বাত্মত্বং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ; যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ

স্তোত্রাদি কীর্ত্তন করত সেবা করেন। কেহ কেহ দৃঢ়সংকল্প হইয়া জ্ঞানাদিতে ও ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযত্ন পুরঃসর ভক্তির সহিত অবিরত মনোযোগী হইয়া উপাসনা করেন। অপর নিত্যযুক্তগণ অনবরত অবহিত হইয়া সেবা করেন ॥ ১৪

অন্য জ্ঞানিসকল "সমস্ত বাসুদেব" এই সর্ব্বাত্মজ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা পূজা করেন, কেহ "একমাত্র পরম ব্রহ্ম" এই পরমার্থদর্শনরূপ অভেদ ভাবনাপূর্ব্বক, কেহবা "আমি দাস" এই পৃথক্ ভাবনাসহকারে উপাসনা করেন। কেহ সর্ব্বাত্মক আমাকে ব্রহ্মারুদ্রাদিরূপে ভজনা করেন ॥ ১৫

আমি বৈদিক অগ্নিষ্টোমাদি ক্রতু, পঞ্চযজ্ঞাদি স্মার্ত্তযজ্ঞ, আমি

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌-সাম-যজুরেব চ ॥ ১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯

পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্রর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধম্‌ ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজং বা, মন্ত্রো যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ, আজ্যং হোমাদিসাধনম্‌, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমম্‌—এতৎ সর্ব্বমহমেব ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ পিতাহমস্যেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগ্বেদাদয়ো বেদাশ্চাহমেব। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা, প্রভুঃ নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যতেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং, বীজং কারণং, তথাপ্যব্যয়মবিনাশি ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিতত্বাৎ নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্লামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনং, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ স্থূলং দৃশ্যম্‌, অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্‌ এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি। এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

টীকা—তদেবম্‌ "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং ভজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যুক্তা দর্শিতাঃ, "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" ইত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তাস্তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্ব্বার ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাম্‌। ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ, ত্রিবিদ্যাঃ এব ত্রৈবিদ্যাঃ স্বার্থেঽণ্‌। তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্তকর্ম্মতৎপরা ইত্যর্থঃ। বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ মাম্‌ এবেষ্ট্বা সম্পূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্‌ দেবানাং ভোগান্‌ অশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০

টীকা—ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে

পিতৃ উদ্দেশ্যে দীয়মান অন্ন, আমি ঔষধিপ্রভব যবাদি অন্ন, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম ॥ ১৬

আমি এই জগতের পিতা-মাতা, ধাতা-পিতামহ, জ্ঞাতব্য বস্তু, পবিত্র শোধক ওঙ্কার প্রণব। ঋক্‌ সাম ও যজু এ সমস্তই আমি ॥ ১৭

আমি গতি ভর্ত্তা প্রভু নিয়ামক সাক্ষী কর্তৃত্বশূন্য দ্রষ্টা, নিবাস-শরণ আশ্রয় সুহৃৎপ্রভব প্রলয়স্থান নিধান এবং অক্ষয় বীজ ॥ ১৮

হে অর্জুন! আমি আদিত্যরূপে গ্রীষ্মকালে তাপ দান করি, আমি বর্ষাকালে বৃষ্টি বর্ষণ করি, আমি কখন বা বৃষ্টি আকর্ষণ করি। জীবন-মরণ স্থূল-সূক্ষ্ম দৃশ্যাদৃশ্য সকলই আমি এইরূপ মনে করিয়া আমাকে বহু প্রকারে উপাসনা করে ॥ ১৯

ঋক্‌-যজু-সামজ্ঞ যাজ্ঞিকসকল যজ্ঞের দ্বারা আমাকে উত্তমরূপে আমার পূজা করত সোমপানের দ্বারা শোধিতপাপ (নিষ্পাপ) হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে। তাঁহারা পবিত্র ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক স্বর্গে উত্তম দেবগণের ভোগসকল উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২০

তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ও তাহার সুখভোগ করত স্বর্গপ্রাপক কর্ম্মক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করেন এইরূপ

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়-বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১

টীকা—মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং ভজনীয়ং দেবতান্তরং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে, তেষান্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেক-নিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং, মোক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২

টীকা—নন্বু চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যা-ভাবাদিন্দ্রাদিসেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি কথং তে গতা-গতং লভেরন্ তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ ভক্তাঃ সন্তো যেঽপি জনা যজ্ঞে অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্; কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্ত, অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥

টীকা—এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্-নাভিজানন্তি, অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্ত্তন্তে যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্য্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪

টীকা—তেদেবোপপাদয়তি—যান্তীতি। দেবেষ্বিন্দ্রা-দিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রদ্ধাদিক্রিয়াপরায়াণানাং তে পিতৄন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি, মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং নারায়ণং যান্তি ॥ ২৫

টীকা—তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্ত্বা অনায়াসত্বঞ্চ স্বভক্তের্দর্শয়তি—পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা প্রীত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য-নিষ্কামভক্তস্য তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রাপ্নোমি প্রীত্যা গৃহ্লামি। ন হি মহা-বিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্ত-সাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ; কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ,

বেদবিহিত ধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক ভোগকামী হইয়া পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে থাকেন ॥ ২১

অন্যকামনা বিরহিত আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে সমস্ত ভক্ত আমার সেবা করেন, সর্ব্বপ্রকারে আমাতে একনিষ্ঠ তাঁহাদের যাহা নাই—তাহা আনয়ন এবং যাহা আছে তাহা রক্ষা করিয়া থাকি ॥ ২২

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাসম্পন্ন যে ভক্তসকল ইন্দ্রাদি অপর দেবতাগণকে পূজা করেন, তাঁহারাও মোক্ষজ্ঞাপক বিধিব্যতীত আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩

যেহেতু অখিল যজ্ঞের আমিই ভোক্তা এবং স্বামী। স্বরূপতঃ তাহা জানে না, তজ্জন্য পুনরাগত হয়। যাঁহারা সকল দেবতায় আমাকে অন্তর্য্যামিরূপে দেখিয়া অর্চ্চনা করেন তাঁহাদের যাতায়াত নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪

যজ্ঞকারী দেবব্রতনিষ্ঠগণ দেবগণকে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ারত পিতৃব্রতরত সকল পিতৃগণকে, বিনায়কাদি ভূতসেবকগণ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন—আর আমার অর্চ্চনাকারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৫

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযতচিত্তের ভক্তির সহিত (উপসৃষ্ট) অর্পিত সে সকল প্রীতির সহিত গ্রহণ করি—আত্মসাৎ ভোজন করি। যেমন ভুক্তদ্রব্য ভোক্তার সহিত একীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ শুদ্ধচিত্ত ভক্তের দত্ত সামান্য উপহারও আমি আমাতে সম্মিলিত করিয়া লই ॥ ২৬

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮
সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১

অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতি ভাবঃ॥ ২৬

টীকা—ন চ পত্রপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থমেবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ম্, কিং তর্হি যৎ করোষীতি—স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি, তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ্ব॥ ২৭

টীকা—এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু ইত্যাহ—শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্ম্মুক্তো ভবিষ্যসি। কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ। তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥ ২৮

টীকা—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি, নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষহং সমঃ, অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব। এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি, তে ভক্তা ময়ি বর্ত্তন্তে। অহমপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে। অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষস্য, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি॥ ২৯

টীকা—অপি চ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তদুরাচারোঽপি যস্তপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা নরো দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাধু শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ, যতোঽসৌ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্॥ ৩০

টীকা—ননু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যস্তত্রাহ—ক্ষিপ্রমিতি। দুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপশান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলচিত্তমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি, ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভিতাদ্ বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্॥ ৩১

হে কৌন্তেয়! তুমি যে কর্ম্মাচরণ কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক করিবে। এইরূপ করিলে মঙ্গল অমঙ্গল ফলপ্রদ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—মুক্তিলাভ করত যোগযুক্তচিত্ত তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে॥ ২৭-২৮

আমি সমুদয় ভূতে পক্ষপাতরহিত, তজ্জন্য অপ্রিয় শত্রু অথবা প্রিয় মিত্র বল্লভ কেহ নাই। যাঁহারা আমাকে ভক্তি সহকারে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে আশ্রিত হন আর আমিও সেই ভক্তসকলে নিবিষ্ট হই। অগ্নি ও কল্পতরুর সেবকগণই তাপ ও অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। অগ্নি ও কল্পতরুর বৈষম্য নাই॥ ২৯

নিরতিশয় দুষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি অনন্যশরণ হইয়া একমাত্র আমাকে ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সজ্জন বলিয়া অবগত হইবে; কেননা, তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন॥ ৩০

তিনি অতিসত্বর ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবিরত শান্তিলাভে সমর্থ হন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, তুমি সকলের নিকট হস্তোত্তলনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করত বলিবে॥ ৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

টীকা। স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং, যতো মদ্ভক্তিঃ দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, তথা স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি। হি নিশ্চিতম্ ॥ ৩২

টীকা—যদেবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ ক্ষত্রিয়া এবম্ভূতাশ্চ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বম্ ইমং রাজর্ষিরূপং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমধ্রুবম্ অসুখং সুখরহিতঞ্চেমং মর্ত্যলোকং প্রাপ্য। অনিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্ব্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ ॥ ৩২-৩৩

টীকা—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনাঃ, তাদৃশস্ত্বং ভব, তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব, মদ্যাজী মৎপূজনশীলো ভব, মামেব চ নমস্কুরু, এবমেভিঃ প্রকারৈর্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৪

নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি তু ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

হে পার্থ! নিকৃষ্টজন্মা অন্ত্যজ প্রভৃতি, কৃষিকর্ম্মনিরত বৈশ্য, অধ্যয়নাদি বিরহিত শূদ্র এবং স্ত্রীসকল সকলেই আমাকে সেবা করিয়া প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসকল এবং ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করিবেন সে সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এই হেতু তুমি অনিত্য ক্ষণস্থায়ী সুখলেশশূন্য মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর ॥ ৩৩

তুমি মদ্গত চিত্ত হও, আমার সেবাপরায়ণ ভক্ত হও, আমার পূজাশীল হও ও আমাকে নমস্কার কর। এইরূপ মৎপরায়ণ আমাতে পরমানন্দ হইয়া আমাতে মন সমাধানপূর্ব্বক পরমানন্দরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত মহাভারতে শতসহস্রসংহিতামধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাউপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়।

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীভগবতো বিভূতের্যোগশক্তেশ্চ বর্ণনম্, সপ্রভাবস্য ভক্তিযোগস্য কথনম্, অর্জ্জুনপৃষ্টেন ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন স্ববিভূতীনাং যোগশক্তেশ্চ পুনর্বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

টীকা—উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥
এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" ইত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ। অষ্টমে চ "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইত্যাদিনা, নবমে চ "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ" ইত্যাদিনা। অথেদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য যথা হে মহাবাহো! ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু। কথম্ভূতম্? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্। মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১

টীকা—উক্তস্যাপি পুনর্ব্বচনে দুর্জ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়োঽপি ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণম্। সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ, অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্ব্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিম্, অত এবাজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি, স মনুষ্যেষু অসম্মূঢ়ঃ সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—লোকমহেশ্বরতাং স্ফুটয়তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্, অসম্মোহো ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্ণুত্বম্, সত্যং যথার্থভাষণম্। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ, সুখং মনোঽনুকূলসংবেদনীয়ং, দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতম্, ভব উদ্ভবঃ। অভাবস্তদ্বিপরীতম্। ভয়ং ত্রাসঃ, অভয়ং তদ্বিপরীতম্। অস্য শ্লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ। সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যম্, মিত্রামিত্রতুল্যতা চ, তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদি বক্ষ্যমাণং, দানং ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ সৎপাত্রেঽর্পণম্, যশঃ সৎকীর্ত্তিঃ,

দশম অধ্যায়।

[শ্রীভগবানের বিভূতি ও যোগশক্তির বর্ণনা তথা প্রভাব সহিত ভক্তিযোগের কথন ও অর্জ্জুনের প্রশ্নে শ্রীভগবান্ কর্তৃক নিজ বিভূতি এবং যোগশক্তির পুনবর্ণনা।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার পরমাত্মনিষ্ঠ বচনামৃত দ্বারা প্রীতিপ্রাপ্ত তোমাকে তোমার কল্যাণকামনায় পুনরায় অতিশোভন বাক্য বলিব—শ্রবণ কর। ১

নিখিল দেবতা ও সমুদয় মহর্ষি আমার প্রভাব অবগত নহেন; কারণ, আমি দেববৃন্দ ও মহর্ষিগণের উৎপাদকত্ববুদ্ধি প্রবর্ত্তকত্বহেতু আদি—মূল কারণ ॥ ২

যিনি আমাকে উৎপত্তিরহিত, অনাবির্ভূত, জন্মবিহীন ও চতুর্দ্দশ লোকের মহেশ্বর বলিয়া অবগত হন, তিনি মানবসমূহের মধ্যে সম্যকরূপে মোহশূন্য হইয়া পাপসমূহ হইতে বিমুক্ত হন। ৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, চিত্তবৈকল্য—হীনতা, ক্ষমা—সহিষ্ণুতা, সত্য (যথার্থ ভাষণ), দম (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম), শম (অন্তঃকরণ-সংযম), সুখ (নিরুপাধিক ইষ্ট), দুঃখ (পীড়াকারক), ভব (উদ্ভব), অভাব (অনুদ্ভব), ভয় (ত্রাস), অভয় (ভীতিরাহিত্য), অহিংসা (পরপীড়ানিবৃত্তি), সমতা (রাগদ্বেষশূন্যতা), তুষ্টি (দৈবলব্ধে সন্তোষ), দান (ন্যায়ার্জ্জিত ধনের সৎপাত্রে অর্পণ), যশঃ

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০

অযশো দুষ্কীর্ত্তিঃ,—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি॥ ৪-৫

টীকা—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ, "সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ" ইত্যাদি পুরাণপ্রসিদ্ধাস্তেভ্যোঽপি পূর্ব্বেঽন্যে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মদ্ভাবা মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগর্ভাত্মনো মমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রাজ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাং মনূনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজাঃ জাতা বর্ত্তন্তে॥ ৬

টীকা—যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগঞ্চৈশ্বর্য্যলক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্দর্শনেন যুক্তো ভবতি—নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥৭

টীকা—যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদি-মন্বাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ। মত্ত এব চ অস্য সর্ব্বস্য "বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহ" ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে॥ ৮

টীকা—প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমেবাহ মচ্চিত্তা ইতি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ ময্যর্পিতজীবনা ইতি বা। এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্বোধয়ন্তো বুদ্ধ্যা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি, রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি॥ ৯

টীকা—এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি। তমিতি কম্? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি॥ ১০

(সংকীর্ত্তি), অযশঃ (কুকীর্ত্তি), এই সকল বুদ্ধি জ্ঞানাদি, তাহার বিপরীত অবুদ্ধি অজ্ঞানাদি নানাবিধ ভাব প্রাণিসকলের আমা হইতেই হইয়া থাকে॥ ৪-৫

পুরাণপ্রসিদ্ধ ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ সপ্ত মহর্ষি, তৎপূর্ব্বে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার চারিজন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু আমার প্রভাবসম্পন্ন। ইঁহারা হিরণ্যগর্ভরূপী আমারই মনের সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন। জগতে ব্রাহ্মণাদি প্রজাসকল তাঁহাদেরই সন্তান-সন্ততি॥ ৬

যিনি ভৃগু প্রভৃতি আমার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যলক্ষণ যোগ যথার্থ অবগত হন, তিনি উত্তমরূপে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। "বাসুদেবং সর্ব্বং" এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন॥ ৭

আমি সমস্ত জগতের ভৃগু-আদি ও মনু-আদি দ্বারে উৎপত্তিহেতু। আমা হইতেই এই সকলের বুদ্ধি-অবুদ্ধি জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভৃতি সঞ্চালিত (প্রবর্ত্তিত) হয়, ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া বিবেকিগণ প্রেমসম্পন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করেন॥ ৮

আমার ভক্তগণ আমাতে একান্তভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া আমার সেবায় ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণকে সমর্পিত করত আমার স্বরূপ, লীলা, বিলাস শ্রুতি ও লীলাগ্রন্থ হইতে পরস্পর পরস্পরকে বুঝাইয়া বুঝিয়া আর নিরন্তর আমার নামলীলার গুণ সঙ্কীর্ত্তনপূর্ব্বক আনন্দিত ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৯

এবম্বিধ আমাতে আসক্তচিত্ত, প্রণয়পূর্ব্বক ভজনকারী তাঁহাদের সকলকে "বাসুদেবই সব" এই জ্ঞান দান করি, যে জ্ঞানলাভের দ্বারা আমাকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

অর্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

টীকা—বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্য্যন্তং তমা-বিষ্কৃত্য অবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসা-রাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমো নাশয়ামীত্যত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১

টীকা—সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসু-র্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ, পরমঞ্চ পবিত্রং ভবানেব; কুত ইত্যত আহ—যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ম্প্রকাশম্। আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ, তথা অজম্ অজন্মানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ। কে ত ইত্যাহ—আহুরিতি ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বে, দেবর্ষিশ্চ নারদঃ, অসিতশ্চ, দেবলশ্চ, ব্যাসশ্চ, স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি ॥ ১২-১৩

টীকা—অতো মমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্য্যেঽসম্ভাবনা নিবৃত্তে-ত্যাহ—সর্ব্বমেতদিতি। এতদ্ভবানেব পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্ব্বমপি ঋতং সত্যং মন্যে, যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ" ইত্যাদি, তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবংস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ, অস্মদ-নুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অস্মিন্নি-গ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি ॥ ১৪

টীকা—কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব স্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি নান্যঃ, তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম! পুরু-ষোত্তমত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি সম্বোধনানি—হে ভূত-ভাবন! ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ নিয়ন্তঃ! দেবানামাদি-ত্যাদীনাং দেব প্রকাশক! জগৎপতে বিশ্বপালক ॥১৫

টীকা—যস্মাত্তবাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি ন দেবাদয়-স্তস্মাদ্বক্তুমর্হসীতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্ব্বাঃ বক্তুং ত্বমেবার্হসি, যোগ্যোঽসি যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬

তাঁহাদের অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই আমি অন্তঃকরণস্থিত হইয়া জ্যোতির্ময় জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞানসম্ভূত অহং, মম ও সংসারনামক অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকি ॥ ১১

অর্জুন বলিলেন,—তুমি পরব্রহ্ম, সকলের পরম আশ্রয় ও পরম বিশুদ্ধ। সমস্ত ঋষি, দেবর্ষি নারদ ও অসিত, দেবল, ব্যাস আদি মুনিগণ তোমাকে সদা একরূপ সনাতন পুরুষ জ্যোতির্ময় নিখিল দেবতার আদি কারণ, জন্মরহিত ও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া থাকেন—তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ। ১২-১৩

হে কেশব! আমাকে যাহা বলিলে এই সকল আমি সত্য বলিয়া বোধ করি, কারণ হে ভগবন্! তোমার প্রকাশ আবির্ভাব নিখিল দেবতা ও অখিল দানব অবগত নহেন ॥ ১৪

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতজনক! হে ভূতেশ্বর! দেবদেব! আদিত্যাদি দেবগণেরও প্রকাশক! বিশ্বপালক! তুমি স্বয়ং আপনাকে আপনিই অবগত আছ ॥ ১৫

যে বিভূতিসমূহের দ্বারা তুমি এই লোক সমাচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই অত্যদ্ভুত তোমার বিভূতিসকল অশেষ-ভাবে বল ॥ ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

টীকা—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্। হে যোগিন্! কথং কৈর্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্; বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি ॥১৭

টীকা—তদেবং বহির্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতি-ভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিমত্ত্বা-দিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়, যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পাসম্বোধনম্। দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোঽবান্তরস্য বিভূতি-বিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯

টীকা—তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহম্, আদির্জন্ম,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চা-হমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। আদিত্যানাং দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহম্, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহম্। মরুতাং দেববিশেষাণাং [বায়ূনাং] মধ্যে মরীচির্না-মাহমস্মি, যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণা বায়বস্তেষাং মধ্যে, তে চ আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ, পরাবহঃ, উদ্বহঃ, সংবহঃ, পরিবহঃ ইতি মরুদ্গণাঃ। নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্। (অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, ক্বচিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তচ্চ তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ)। বিষ্ণুরিত্যাদিষ্ববতারেষ্বপি প্রভাবাতিশয়মাত্রা বিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। অতঃ পরশ্চাধ্যায়স্য স্পষ্টার্থত্বেঽপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥২১

টীকা—বেদানামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ। ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি ॥ ২২

হে যোগেশ্বর! অনুক্ষণ তোমাকে চিন্তাপূর্ব্বক কিরূপে তোমাকে অবগত হইব, আমি কোন্ কোন্ পদার্থসমূহে তোমাকে চিন্তা করিব ? ১৭

হে জনার্দ্দন! তোমার স্বীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব আদি লক্ষণ যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি বিস্তারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বল, যেহেতু তোমার বচনামৃত শ্রবণপুটে পান করত তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে না ॥ ১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুসত্তম! অলৌকিকী আমার প্রধানভূত বিভূতিসকল তোমাকে বলিব, যেহেতু আমার অবান্তর বিভূতিসকলের শেষ নাই ॥ ১৯

হে জিতনিদ্র অর্জুন! আমি নিখিল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থিত আত্মা, ভূতসমূহের আদি মধ্য অন্ত (জন্ম-স্থিতি-সংহার) আমিই ॥ ২০

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, প্রকাশকসমূহের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মিসমন্বিত ভুবনভাস্কর, বায়ুসকলের মধ্যে মরীচি, আমি নক্ষত্রদিগের মধ্যে শশধর ॥ ২১

আমি বেদসকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে দেবরাজ সুরেন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমিই মন এবং অখিল ভূতে জ্ঞান-শক্তি চেতনাও আমি ॥ ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষ-রক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬

টীকা—রুদ্রাণামিতি। যক্ষ-রাক্ষসানামপি ক্রূরত্বাদি-সাম্যাৎ যক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি, পাবকোঽগ্নিঃ, শিখরিণাং শিখরবতা-মুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ॥ ২৩

টীকা—পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি; সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি, সরসাং স্থির-জলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি॥ ২৪

টীকা—মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি। যজ্ঞানাং শ্রৌত-স্মার্ত্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোঽহমস্মি॥ ২৫

টীকা—অশ্বত্থ ইতি। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি; সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি॥ ২৬

আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রক্ষ সকলের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতগণের মধ্যে মেরু আমি॥ ২৩

হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান পুরোহিত বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, সেনাপতিগণের মধ্যে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, স্থির জলাশয়সকলের মধ্যে আমি সমুদ্র॥ ২৪

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে একাক্ষর ওঙ্কার। যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞ ও স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়॥২৫

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধসমূহের মধ্যে কপিল মুনি॥ ২৬

আমি অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থনসম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তি-

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

টীকা—উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থা ক্ষীরোদধিমথনাদুদ্ভূতম্ উচ্চৈঃশ্রবসং নামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেঽপি সম্বধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি॥ ২৭

টীকা—আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রমস্মি, কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্; প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি। ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। সর্পাণাং রাজা বাসুকিরস্মি॥ ২৮

টীকা—অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা বরুণোঽস্মি, পিতৄণাং রাজা অর্য্যমাস্মি, সংযমতাং নিয়মং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি॥ ২৯

টীকা—প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি। মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ; পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতেয়ঃ গরুড়োঽস্মি॥ ৩০

সমূহের মধ্যে ঐরাবত, মানবসকলের মধ্যে আমাকে রাজা বলিয়া জানিবে॥ ২৭

আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুসমূহের মধ্যে কামধেনু, উৎপত্তির কারণ কামদেব আমি, সবিষ সর্পসমূহের মধ্যে বাসুকি আমি॥ ২৮

নির্ব্বিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে আমি অনন্ত ও জলজন্তুসকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়মকারিসমূহের মধ্যে আমি যম॥ ২৯

আমি দৈত্যসমূহের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারিগণের মধ্যে কাল, আমি মৃগসকলের মধ্যে পশুরাজ সিংহ ও পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড়॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

টীকা—পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি, শস্ত্রভৃতাং বীরাণাং মধ্যে রামো দাশরথিঃ যদ্বা রামঃ পরশুরামঃ; ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরনামা মৎস্যজাতিবিশেষস্তিমিঙ্গিলোঽহম্; স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১

টীকা—সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহম্; 'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ' ইত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং পারমৈশ্বর্য্যমুক্তম্। অত্র তে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহম্, যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে, পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে স জল্পো নাম। যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অন্যস্তু ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা; তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্বা তত্ত্বনিরূপণফলশ্চ, অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি তস্য সর্ব্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্, সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি। সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোঽস্মি, উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমস্মি,'কালঃ' কলয়তামহম্ ইত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সংবৎসরশতাদ্যায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যতে ইতি বিশেষঃ। কর্ম্মফলবিধাতৄণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

আমি পবিত্রকারিদিগের মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারী বীরসকলের মধ্যে দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর (তিমিঙ্গিল), স্রোতস্বিনিগণের মধ্যে আমি ভাগিরথী গঙ্গা ॥ ৩১

সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে আদি, অন্ত ও মধ্য আমিই; আমি নিখিল বিদ্যার মধ্যে আত্মবিদ্যা, বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ ॥ ৩২

অক্ষরসকলের মধ্যে আদি অক্ষর অকার আমি, সমাসের মধ্যে উভয়পদ প্রধান দ্বন্দ্বসমাস আমি, আমিই চিরস্থায়ী কাল আর কর্ম্মফল বিধাতাগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ কর্ম্মফল বিধাতা আমি ॥ ৩৩

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

টীকা—মৃত্যুরিতি সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরো মৃত্যুরহং, ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহম্; নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহম্। যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪

টীকা—বৃহৎসামেতি। "ত্বামিদ্ধি হবামহে" ইত্যস্যান্ ঋচি গীয়মানং বৃহৎসামাহং, তেন চেন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তুয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্। ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহম্, দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫

টীকা—দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি; তেজস্বিনাং প্রভাবতাং তেজঃ প্রভাবো-

আমি সর্ব্বসংহারকগণের মধ্যে মৃত্যু, ভাবী মঙ্গললাভযোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়, নারীসমূহের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্ স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই সমস্ত দেবতারূপী রমণী আমিই ॥ ৩৪

আমি সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দঃসকলের মধ্যে গায়ত্রী, সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুগণের মধ্যে কুসুমাকর বসন্ত আমি ॥ ৩৫

আমি পরস্পর বঞ্চনাকারিদিগের দ্যূত, প্রভাবসম্পন্নগণের মধ্যে প্রভাব, জেতৃসকলের আমি জয়, উদ্যম-বিশিষ্টসমূহের উদ্যম ও সত্ত্বসম্পন্নগণের সত্ত্বা ॥ ৩৬

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্ব্বণি তু চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ঽস্মি, জেতৄণাং জয়োঽস্মি, ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি, সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬

টীকা—বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি; ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ। মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽহমস্মি, কবীনাং কাব্যদর্শিনাং মধ্যে উশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭

টীকা—দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্ত্তৄণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি, যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ। জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি, গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনবচনমহমস্মি, ন হি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে। জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যজ্জ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮

টীকা—যচ্চাপীতি। যদপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহম্, তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেৎ, তচ্চরাচরং ভূতং নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৯

টীকা — প্রকরণার্থমুপসংহরতি — নান্তোঽস্তীতি। অনন্তত্বাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে, এষ তু বিভূতের্বিস্তরঃ উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ। পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যদ্যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং, শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্। উর্জ্জিতং কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্ তৎ সত্ত্বং বস্তুমাত্রং ভবেৎ, তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতম্ জানীহি ॥ ৪০-৪১

টীকা — অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সম [মদ্]-দৃষ্টিমেব কুর্ব্বিত্যাহ—অথবেতি। বহুনা পৃথগ্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যম্, যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাবস্থিতঃ। ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি "পাদোঽস্য—বিশ্বভূতানি"তি শ্রুতেঃ ॥ ৪২

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈষদ্দৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেঽব্রবীৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবসকলের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিবৃন্দের মধ্যে বেদব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি কবি শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭

আমি দমন কর্ত্তাগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুদিগের নীতি, গোপনীয় সকলের মধ্যে গোপনের হেতু মৌনবচন আমি, জ্ঞানিদিগের আমি জ্ঞান ॥ ৩৮

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভূতের বীজ যাহা, তাহাও আমি। আমি ভিন্ন চরাচর ভূত আর নাই ॥ ৩৯

হে পরন্তপ! আমার লোকাতীত বিভূতিসকলের শেষ নাই। এই বিভূতি আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৪০

ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, সম্পত্তিসম্পন্ন, কোন প্রভাব-বলাদি গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ যে যে বস্তুমাত্র আছে, সেই সেই সমস্ত পদার্থ আমার তেজের অংশে সমুৎপন্ন ইহা অবগত হইবে ॥ ৪১

অথবা হে অর্জ্জুন! তোমার বহু জানিবার কি প্রয়োজন? আমি এই চরাচর সমগ্র জগৎ একাংশের দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছি ॥ ৪২

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত মহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় ॥ ১০

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ামেকাদশোঽধ্যায়ঃ)

[বিশ্বরূপং প্রদর্শয়িতুং পার্থস্য প্রার্থনা, ভগবতা, সঞ্জয়েন চ বিশ্বরূপস্য বর্ণনম্‌, অর্জুনেন ভগবদ্‌বিশ্বরূপদর্শনম্‌, ভয়ভীতেন পার্থেন ভগবতঃ স্তুতিঃ ; ভগবতা বিশ্বরূপ-চতুর্ভুজরূপয়োর্দর্শনমহিমানমনুবর্ণ্য কেবলয়ানন্যয়া ভক্ত্যৈব স্বপ্রাপ্তেঃ প্রতিপাদনঞ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্‌।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্‌ ॥ ২

এবমেতদ্‌ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বরম্‌।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্‌ ॥ ৪

টীকা—"বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।
দিদৃক্ষোরর্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥"

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং, তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্নর্জুন উবাচ মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মমানুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যত্ত্বয়োক্তং বচঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্তম্‌" ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং যদ্বাক্যং, তেন মমায়ং মোহঃ—'অহং হন্তা, এতে হন্যন্ত' ইত্যাদিলক্ষণো ভ্রমো বিগতো বিনষ্টঃ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ভবাপ্যয়াবিতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবত ইতি শ্রুতৌ ময়া "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলসপত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্‌ অক্ষয়ং শ্রুতং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপি সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারা-বৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদিলক্ষণমপরিমিতং মহত্ত্বঞ্চ শ্রুতম্‌ "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" ইতি, "ময়া ততমিদং সর্ব্ব"মিতি "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণী"তি, "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষ্বিত্যাদিনা চ, অতস্ত্বৎপরতন্ত্রত্বাদপি জীবানামহং কর্ত্তেত্যাদি মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২

টীকা—কিঞ্চ এবমেতদিতি। "ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানা"-মিত্যাদি, ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যেবং কথয়সি, হে পরমেশ্বর! এতদেবমেব অত্রাপ্যবিশ্বাসো মম নাস্তি ; তথাপি হে পুরুষোত্তম! তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিবীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং তদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যং কিং তর্হি মন্যস ইতি। যোগিন এব যোগাস্তেষামীশ্বর! ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে, ততস্তর্হি ত্বদ্রূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৩-৪

একাদশ অধ্যায়।

[বিশ্বরূপ-দর্শন করাইবার জন্য পার্থের প্রার্থনা, শ্রীভগবান্‌ ও সঞ্জয় দ্বারা বিশ্বরূপের বর্ণনা। অর্জুনকর্ত্তৃক শ্রীভগবদ্বিশ্বরূপের দর্শন, ভয়ভীত পার্থে দ্বারা শ্রীভগবানের স্তুতি। শ্রীভগবান্‌ কর্ত্তৃক চতুর্ভুজ ও বিশ্বরূপদর্শনের মহিমা বর্ণনা করিয়া কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি প্রতিপাদন।]

অর্জুন বলিলেন—আমার প্রতি কৃপাপুর্ব্বক শোক-নিবৃত্তির জন্য অতিশয় গোপনীয় আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক যে কথাসকল তুমি বলিলে, তাহার দ্বারা আমার "আমি হন্তা, ইহারা হত হইবে" এরূপ ভ্রম বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ১

হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার নিকটে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও নাশও আমি বিস্তারপুর্ব্বক শুনিয়াছি—আদ্যন্তরহিত অক্ষয় মহিমাও শুনিলাম ॥ ২

হে পরমেশ্বর! যেরূপ তুমি আমাকে (আপনার প্রভাব) বলিলে তাহা এইরূপ ইহাতে আমার অবিশ্বাস নাই। তথাপি হে পুরুষোত্তম! তোমার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, ঐশ্বর্য্যশক্তি ও বীর্য্যাদিসম্পন্ন রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩

যদি সেইরূপ আমি দেখিবার যোগ্য মনে কর, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! তুমি আমাকে তোমার অবিনাশী নিত্যরূপ প্রদর্শন করাও ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভবেত্যেবমর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ—পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্যৈকত্বেঽপি নানাবিধত্বাদ্-রূপাণীতি বহুবচনম্, নানাবিধানি অপরিমিতানি অনেক-প্রকারাণি দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য, বর্ণাঃ শুক্ল-কৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবয়বসন্নিবেশবিশেষাঃ, নানা অনেকে বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫

টীকা—তান্যেবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য, মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্, অদৃষ্ট-পূর্ব্বাণি ত্বয়া বান্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি বা রূপাণি আশ্চর্য্যাণ্যত্যদ্ভুতানি ॥ ৬

টীকা—কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমদ্যাধুনৈব পশ্য। যচ্চান্যজ্জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থা-বিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যন্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্ব্বং পশ্য ॥ ৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! আমার অলৌকিক অনেক প্রকার বহু অবয়ববিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপসকল দেখ ॥ ৫

হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনী-কুমারযুগল, মরুদ্গণ ও অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব অতি আশ্চর্য্যজনক বস্তুও দর্শন কর ॥ ৬

হে ধনুর্ব্বেদপারগ! আমার এই শরীরে সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে অভিলাষী হও, সে সমস্ত দর্শন কর ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

টীকা—যদুক্তমর্জ্জুনেন "মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্" ইতি তত্রাহ—ন তু মামিতি। অনেনৈব তু স্বকীয়েন চর্ম্ম-চক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি। অতোঽহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তভ্যং দদামি মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটিতঘটনাসামর্থ্যং পশ্য ॥৮

টীকা—এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বার্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯

টীকা—কথম্ভূতং তদিত্যত্রাহ—অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তৎ, অনেকেষামদ্-ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ, অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তৎ, দিব্যান্যনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিংস্তৎ। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ, তথা দিব্যো গন্ধো যস্য তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবং দ্যোতনাত্মকম্,

তোমার প্রাকৃতনয়নের দ্বারা আমার অপ্রাকৃত-রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না, তজ্জন্য তোমাকে অতীন্দ্রিয়দর্শী নেত্র প্রদান করিতেছি, তুমি আমার অসাধারণ অঘটনঘটনসমর্থ ঐশ্বরিকরূপ অবলোকন কর ॥ ৮

সঞ্জয় বলিলেন,—হে নরবর! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ কথনানন্তর অর্জ্জুনকে অপ্রাকৃত ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ৯

অনেক মুখ ও নয়ন, বহু আশ্চর্য্য দর্শন, নানাবিধ মনোহর আভরণযুক্ত, অলৌকিক বহু উত্তোলিত অস্ত্র, অপ্রাকৃত মাল্যবসন

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

অর্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

অনন্তমপরিচ্ছিন্নং, বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিংস্তৎ। বিশ্বরূপদীপ্তের্নিরূপমত্বমাহ—দিবি সূর্য্যেতি। দিবি আকাশে সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা তদা মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ, অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগৎ দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেন একত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ অপশ্যৎ॥ ১০-১৩

টীকা—এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত্রাহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টানি উৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তো ভূত্বা অভাষত উক্তবান্॥ ১৪

টীকা—ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব! তব দেহে দেবান্ আদিত্যাদীন্ পশ্যামি, তথা সর্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সঙ্ঘাংশ্চ, তথা দিব্যান্ ঋষীন্ বশিষ্ঠাদীন্, উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্, তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ, কথম্ভূতং? কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ, যদ্বা তন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং মুকুটবন্তং,

পরিহিত, স্বর্গীয় গন্ধ-অনুলেপনযুক্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ম্ময়, অনশ্বর ও সকলদিকে মুখবিরাজিত রূপ দর্শন করাইলেন॥ ১০-১১

যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি সমকালে সমুদিত হয় তাহা হইলে সেই নিরতিশয় জ্যোতি সেই মাহাত্মা বিশ্বরূপধারীর অপরিমিত জ্যোতির উপমা হইতে পারে। ইহা ব্যতীত সে রূপের উপমা নাই॥ ১২

তখন অর্জুন সেই দেহে দেবতাগণের দেবতা নানাবিভাগে অবস্থিত সম্পূর্ণ জগৎ একত্র বিরাজমান দেখিলেন॥ ১৩

অতঃপর ধনঞ্জয় বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে রোমাঞ্চিতকলেবরে জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপকে মস্তকের দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন॥ ১৪

অর্জুন বলিলেন,—হে দেব! তোমার শরীরে নিখিল দেবতা ও জরায়ুজ অণ্ডজাদি-ভূতসকল, ঋষিগণকে, সমুদয় সর্পকে ও পৃথিবী-পদ্মকর্ণিকাস্থিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখিতেছি॥ ১৫

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! অনেক বাহু, উদর, নয়ন অপরিচ্ছিন্ন তোমাকে সকলদিকে দেখিতেছি, কিন্তু অন্ত-মধ্য-আদি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না॥ ১৬

মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা ও চক্র, সকল দিকে প্রভাসম্পন্ন, জ্যোতিঃপুঞ্জ, দুর্দ্দর্শ, জ্বলিত অনল ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত, 'এইরূপ ইহা' নিশ্চয় করিতে অশক্য, অবিষয়ীভূত তোমাকে সকল দিকে দেখিতেছি॥ ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব-যক্ষাসুর-সিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২

গদিনং গদাবন্তং, চক্রিণং চক্রবন্তং, সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং, তত্র হেতুঃ—দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য তম্। অত এব অপ্রমেয়ম্ এবম্ভূত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি॥ ১৭

টীকা—যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্ত্বমিতি। ত্বমেব অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম। কথম্ভূতম্? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ, অত এব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ, শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ, সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষো মতো মে মম সম্মতোঽসি॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্ উৎপত্তি-স্থিতিলয়রহিতম্। অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবো যস্য তম্, অনন্তবাহুম্ অনন্তা বাহবো যস্য তং, শশি-সূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি; তথা দীপ্তো হুতাশোঽগ্নির্ব্বক্তে মুখে যস্য তং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যো-রিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ, অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বং ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্ব্বস্যৈবানুষঙ্গঃ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ অমী ইতি। অমী সুরসঙ্ঘা ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি, শরণং প্রবিশন্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পুটকরযুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে। স্পষ্টমন্যৎ॥ ২১

টীকা—কিঞ্চ রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ, আদিত্যাশ্চ, বসবশ্চ যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ, বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ,

তুমি মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য অক্ষর ওঁকার পরম ব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি আদ্যন্তরহিত, সর্ব্ববিকারশূন্য; নিত্যধর্ম্মের রক্ষক, তুমি চিরস্থায়ী পুরুষ বলিয়া আমি মনে করি॥ ১৮

উৎপত্তি-স্থিতি-বিবর্জ্জিত, অপরিমিত প্রভাসম্পন্ন, অসংখ্য বাহুবিমণ্ডিত, চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নয়ন যুগল, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তোমার মুখ, তুমি স্বকীয় তেজের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ, এরূপ তোমাকে দর্শন করিতেছি॥ ১৯

হে মহাত্মন্! স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, একমাত্র তোমার দ্বারা পূর্ণ ও দিক্‌সকল আচ্ছন্ন হইয়াছে। আশ্চর্য্যজনক তোমার এই ভীষণ রূপ দেখিয়া ত্রিলোক প্রপীড়িত দেখিতেছি॥ ২০

এই সুরসমূহ ও তোমার শরণগ্রহণ করিতেছেন, কেহ অতি-ভীত হইয়া দূরে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতেছেন, মহর্ষিনিকর "স্বস্তি" এই কথা উচ্চারণ করত অতি শোভন স্তুতির দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন॥ ২১

রুদ্র ও আদিত্যসকল, বসুগণ ও সাধ্যসমূহ, সমুদয় বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্‌বৃন্দ, পিতৃনিকর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধনিবহ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন॥ ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রা করালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭

অশ্বিনৌ দেবৌ, মরুতো মরুদ্‌গণাশ্চ, উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতরঃ। "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। স্মৃতিশ্চ—"যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ॥" গন্ধর্ব্বাশ্চ, যক্ষাশ্চ, অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ, সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সিদ্ধানাং সঙ্ঘাশ্চ সর্ব্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ॥২২

টীকা—কিঞ্চ রূপমিতি। হে মহাবাহো! মহদত্যূর্জ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ, তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোঽস্মি। কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা? বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ, বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ তৎ, বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ, বহ্বীভির্দ্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ॥ ২৩

টীকা—ন কেবলং ভীতোঽহমেতাবদেব অপি তু নভঃস্পৃশমিতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তম্ অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ। দীপ্তং তেজোযুক্তম্, অনেকে বর্ণা যস্য তম্ অনেকবর্ণম্। ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি যস্য তম্। দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তম্। এবম্ভূতং হি ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি। হে দেবেশ! তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি। শর্ম্ম চ সুখং ন লভে, ভো জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব। কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাভিঃ করলানি এবং কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসদৃশানি॥ ২৫

টীকা—যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবিজয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্ আহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে, অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রঃ কর্ণশ্চ, ন কেবলং ত এব বিশন্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডি-ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ বক্ত্রাণীতি। এতে সর্ব্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি, তেষাং

হে মহাবাহো! অনেক বদন, নয়ন, বহু বাহু, উরু, চরণ, বহু উদর, অনেক ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট তোমার বিশাল রূপ দেখিয়া লোকসমূহ ও আমি প্রপীড়িত হইয়াছি॥ ২৩

হে বিষ্ণো! গগনস্পর্শী, জ্বলিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট, ব্যাদিত বদন, তেজোময়যুক্ত বিপুল লোচন তোমাকে দর্শন করত প্রপীড়িত অন্তঃকরণ আমি ধৈর্য্য ও উপশম পাইতেছি না॥ ২৪

হে দেবেশ! ভয়ঙ্কর দর্শনসম্পন্ন প্রলয়কালের সংবর্ত্তক অনলের তুল্য আস্যসমূহ দর্শন করিয়াই আমি দিক্‌সকল বুঝিতেছি না, দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে এবং সুখও পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও॥ ২৫

নরপতিগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল ও ভীষ্ম, দ্রোণ সূতপুত্র কর্ণ এবং আমাদের প্রধান যোদ্ধাসমূহ সহ অতিবেগে ধাবিত হইয়া ভয়াবহ দন্তযুক্ত বিকট বদনসমূহে প্রবেশ করিতেছে, কাহারও চূর্ণিতমস্তক তোমার দশনসন্ধিতে সংলগ্ন দেখা যাইতেছে॥ ২৬-২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।

মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সন্দৃশ্যন্তে ॥ ২৬-২৭

টীকা—প্রবেশমেব দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বূনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তঃ যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি, তথা অমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতো জ্বলন্তি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮

টীকা—অবশত্বেন প্রবেশে নদীবেগদৃষ্টান্ত উক্তঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলন্তং পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকা এতে জনা অপি তব মুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯

টীকা—ততঃ সমন্তাৎ কিমত আহ—লেলিহ্যস ইতি। গ্রসমানোঽপি গিলন্ অপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্ব্বা-

যেরূপ নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই মর্ত্ত্য বীরগণ সকলদিকে প্রজ্বলিত তোমার ভয়ানক বদন-বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৮

যেমন পতঙ্গগণ অতিশয় বেগে মরণের জন্য জ্বলন্ত অনলে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ লোকসকলও বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত অতিশয় বেগে তোমার আননসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯

প্রদীপ্ত বদনসকলের দ্বারা অখিল লোককে গ্রাসকরত চতুর্দিকে অতিশয় ভোজন করিতেছ। হে বিষ্ণো! দীপ্তিসমূহের দ্বারা অশেষ জগৎ আপূরিত করত তোমার ভীষণ তাপ সকলকে সন্তাপিত করিতেছে ॥ ৩০

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

ন্নেতান্ বীরান্ সমন্তাৎ সর্ব্বতো লেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈঃ, জ্বলদ্ভির্বদনৈঃ। কিঞ্চ হে বিষ্ণো! তব ভাসো দীপ্তয়স্তেজোভির্বিস্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি ॥ ৩০

টীকা—যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়। তে তুভ্যং নমোঽস্তু। হে দেববর! প্রসীদ প্রসন্নো ভব। ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি। যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি, এবম্ভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কাল ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি। লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি। অতঃ ঋতে ত্বাং হন্তারং বিনাপি এতে ন

হে ভয়ঙ্কর রূপধারী, তুমি কে? ইহা আমাকে বল, তোমাকে নমস্কার। হে দেববর! প্রসন্ন হও, আদিপুরুষ তোমাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি, কিজন্য এরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহা জানি না ॥ ৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি লোকক্ষয়কর বিবৃদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত কাল, সমুদয় লোককে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি ব্যতীত সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে যে যোদ্ধাগণ অবস্থিত, তাহারা সকলেই নিহত হইবে, কেহই থাকিবে না ॥ ৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬

ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি। যদ্যপি ত্বয়া ন হন্তব্যাঃ এতে, তথাপি ময়া কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব। কে তে, প্রত্যনীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্ব্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্ব্বেঽপি॥ ৩২

টীকা—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন নির্জ্জিতা ইত্যেবম্ভূতং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি, অযত্নতশ্চ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব। এতে চ তব শত্রবস্তদীয়যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্! সব্যেন বামেন হস্তেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে॥ ৩৩

টীকা—"ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ু"রিতি আশঙ্কা সাপি ন কার্য্যেত্যাহ—দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতান্ ত্বং জহি ঘাতয়। মা ব্যথিষ্ঠাঃ শোকং মা কার্ষীঃ, সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি॥ ৩৪

টীকা—ততো যদ্‌বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি। পূর্ব্বশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্। কথমাহ, ভয়হর্ষাদ্যাবেশবশাদ্ গদ্‌গদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্‌গদং যথা স্যাত্তথা। কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূত্বা আহ॥ ৩৫

টীকা—স্থান ইত্যেকাদশভিরর্জ্জুনোক্তিঃ। স্থান ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে। হে হৃষীকেশ! যত এবং ত্বমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ, অতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি, কিন্তু জগৎ সর্ব্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি। এতত্তু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ, তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ। সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সঙ্ঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ॥ ৩৬

অতএব তুমি যুদ্ধ করিবার জন্য উঠ, অযত্নসুলভ কীর্ত্তিলাভ কর, অরাতিনিকরকে জয় করত পন, ঐশ্বর্য্যাদি সমৃদ্ধিমান্ রাজ্য ভোগ কর। আমি ইহাদের অগ্রেই বিনাশ করিয়াছি, হে সব্যসাচিন্! মাত্র তুমি নিমিত্ত হও॥ ৩৩

দ্রোণ, জয়দ্রথ এবং ভীষ্ম ও কর্ণ তদ্রূপ অন্যান্য আমাকর্ত্তৃক নিহিত যোদ্ধৃবর্গকে তুমি বিনাশ কর, ব্যথিত হইও না। সময়ে অরাতিগণকে জয় করিবে, যুদ্ধ কর॥ ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—কেশবের এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন কম্পিতকলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্ব্বক ভীত হইয়া পুনরায় গদ্গদবচনে বলিলেন॥ ৩৫

অর্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনের দ্বারা জগৎ আনন্দিত ও অনুরক্ত হইতেছে, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতেছে, সিদ্ধসকল নমস্কার করিতেছেন, ইহা যুক্তিযুক্তই—আশ্চর্য্য নহে॥৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

টীকা—তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস! সর্ব্বে কস্মাদ্ধেতোঃ তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ, কথম্ভূতায়, ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোঽপি জনকায়, কিঞ্চ সদ্ব্যক্তম্ অসদব্যক্তঞ্চ তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ ত্বমেব। এতৈর্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—কিঞ্চ ত্বমাদিদেবেতি। ত্বম্ আদিদেবো দেবানামাদিঃ, যতঃ পুরাণোঽনাদিঃ পুরুষস্ত্বম্; অত এব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানং তথা বিশ্বস্য বেত্তা জ্ঞাতা ত্বম্, যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি; অত এব হে অনন্তরূপ! ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্, এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—ইতশ্চ সর্ব্বৈস্ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি।

হে উদারচিত্ত! হে দেশকাল পরিচ্ছেদশূন্য! হে দেবেশ্বর! হে জগদালয়! ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর আদি বিধাতা তোমাকে সকলে কেন নমস্কার করিবে না—সৎ-অসতের মূল কারণ যে অক্ষর ওঙ্কার পরপ্রণব, তাহাতেও তুমি ॥ ৩৭

হে অনবধিক রূপ! তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ, বিশ্বের লয়স্থান এবং তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞেয় ও পরমপদ এই হেতু তোমাকর্ত্তৃক বিশ্ব সমাচ্ছন্ন ॥ ৩৮

তুমি বায়ু; যম, অগ্নি, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

বায়্বাদিরূপস্ত্বমিতি। সর্ব্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তম্, প্রজাপতিঃ পিতামহস্তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বম্, অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোঽস্তু। পুনঃ সহস্রকৃত্বো নমোঽস্তু, ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমো নম ইতি ॥ ৩৯

টীকা—ভক্তিশ্রদ্ধাভয়াতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি। হে সর্ব্ব! সর্ব্বাত্মন্! তব পুরস্তাদগ্রে অথ অনন্তরং পৃষ্ঠতঃ নমঃ, এবং সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু। সর্ব্বাত্মকত্বমুপপাদয়ন্নাহ—অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য তথা অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স এবম্ভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি। সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিস্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে; ততঃ সর্ব্বরূপোঽসি ॥ ৪০

টীকা—ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি—সখেতি দ্বাভ্যাম্। ত্বাং প্রাকৃতঃ সখেতি মত্বা প্রসভং হঠেন তিরস্কারেণ যদুক্তং, তৎ ক্ষাময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং

অতএব তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় নমস্কার, পুনর্ব্বার নমস্কার, পুনর্বার তোমাকে প্রণাম ॥ ৩৯

হে পূর্ণ অখণ্ড! তোমার সম্মুখ পশ্চাতে নমস্কার—তোমার সকল দিকেই নমস্কার করি। হে অপরিসীম বলসম্পন্ন! অপরিমিত পরাক্রমশালিন্! তুমি সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন করিয়াছ, সেই হেতু সর্বরূপ তোমার এই বিশ্বরূপ মহিমা না জানিয়া আমি অসবধানতানিমিত্ত অথবা প্রেমবশে সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদি হঠতাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছি, হে বিনাশবিহীন!

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

তৎ, হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ। সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি। কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি, একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ। অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽপি, তৎসর্ব্বমপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়ম্ অচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি ॥ ৪১-৪২

টীকা—অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি ; অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ ; অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি। পরমেশ্বরস্যান্যস্যাভাবাৎ ত্বত্তোঽভ্যধিকং পুনঃ কুতঃ স্যাৎ। যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঃ স্বামিনম্ ঈড্যং প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি। কথম, কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা, অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি। কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবন্ধুর্যথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ ॥ ৪৩ ৪৪

টীকা—এবং ক্ষমাপয়িত্বা—প্রার্থয়তে—অদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। হে দেব! পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতো হৃষ্টোঽস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং, তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫

টীকা—তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ—কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। পূর্ব্বং যথা দৃষ্টবানস্মি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব। তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদি-যুক্তমেব পশ্যতীতি

বিহার শয্যা আসন ভোজনকালে সকলের সমক্ষে অথবা একাকী পরিহাসের জন্য যে অনাদর করিয়াছি, তজ্জন্য অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ৪০-৪২

হে নিরুপম জ্যোতি! তুমি স্থাবর-জঙ্গম লোকসকলের পিতা এইজন্য পূজনীয় ও গুরুতর। ত্রিভুবনে তোমার সমতুল্য কেহ নাই– তোমা হইতে অধিক অন্য আর কোথায় থাকিবে? ৪৩

হে জ্যোতির্ময়! আমি ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণমনীয়, পূজ্য, স্তুতিযোগ্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, বল্লভ যেমন প্রিয়তমার অপরাধ ক্ষমা করেন, তদ্রূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪৪

হে দেব! যেরূপ অগ্রে কখনও দেখি নাই, তাহা দেখিয়া আমি পুলকিত (হৃষ্ট) হইতেছি। ত্রাসে আমার মন ভীত, তজ্জন্য আমার সুখকর সেই রূপ আমাকে প্রদর্শন করাও। হে দেবাধিপ! হে বিশ্ব-নিলয়! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৪৫

আমি কিরীটবিভূষিত, হস্তে গদা ও চক্র সুশোভিত তোমাকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছি। হে সহস্রবাহো বিশ্বরূপ! সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ।
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭
ন বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯
সঞ্জয় উবাচ।
ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০
অর্জুন উবাচ।
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

গম্যতে। যত্তু পূর্ব্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে "কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামী"তি তদ্বহুকিরীটাদ্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্যম্, তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেব তত্র বহুবচনব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ ॥ ৪৬

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ —ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জ্জুন! কিমিতি ত্বং বিভেষি? যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্; আত্মনো মম যোগাদ্ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ। পরত্বমেবাহ—তেজোময়ং বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন ন পূর্ব্বং দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭

টীকা—এতদ্দর্শনমতিদুর্ল্লভং লব্ধ্বা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ—ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাৎ, যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে। বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ। ন চ দানৈঃ, ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ, ন চোগ্রৈস্তপো-ভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরেবংরূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ। অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি ॥ ৪৮

টীকা—এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি, তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাস্তু, বিমূঢ়ত্বঞ্চ মাস্তু। বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য ॥ ৪৯

টীকা—এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। শ্রীবাসুদেবোঽর্জ্জুনমেবমুক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাসীত্তথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দর্শয়ামাস। এনমর্জ্জুনং ভীতমেব প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্। মহাত্মা বিশ্বরূপঃ কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০

টীকা—ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদমিতি।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়াবলে তোমার নিকটে এই জ্যোতির্ম্ময় সীমাশূন্য প্রথম অত্যুত্তম বিশ্বরূপ দেখাইলাম। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আর এ রূপ দর্শন করে নাই ॥ ৪৭

হে কুরুসত্তম! বেদপাঠ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও কঠোর তপস্যার দ্বারা ও তুমি ব্যতীত মনুষ্যলোকে কেহ আমাকে দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮

এবংবিধ ভীষণ উগ্র আমার এই রূপ দর্শনে তোমার পীড়া ও বিমুগ্ধভাব দূর হউক। তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার চতুর্ভুজরূপ অবলোকন কর ॥ ৪৯

সঞ্জয় বলিলেন,—বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলিয়া আপনার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাইলেন। অনন্তর বাসুদেব শান্তমূর্ত্তি হইয়া পুনর্ব্বার অর্জুনকে প্রবোধিত করিলেন ॥ ৫০

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দন! তোমার এই সদাপ্রসন্ন

শ্রীভগবানুবাচ।
সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তো জাতোঽস্মি; প্রকৃতিং স্বাস্থ্যঞ্চ প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১

টীকা — স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুদুর্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্। অতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং পশ্যন্তি ॥ ৫২

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি। স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৩

টীকা—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্য ইতি তত্রাহ ভক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবম্ভূতো বিশ্বরূপোঽহং, তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ, শাস্ত্রতো দ্রষ্টুং, প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈরুপায়ৈঃ ॥ ৫৪

টীকা—অতঃ সর্বশাস্ত্রার্থসারং পরমং রহস্যং শৃণ্বিত্যাহ —মৎকর্ম্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ, মমৈব ভক্তো মামেবাশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ, নির্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু, এবম্ভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি নান্য ইতি ॥ ৫৫

দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্ত্যায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

মানুষরূপ দর্শন করিয়া অধুনা আমি সুস্থচিত্ত ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৫১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার এই অত্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য যে রূপ তুমি দেখিলে, দেবগণও নিত্য এই রূপ দর্শন করিবার অভিলাষ করেন ॥ ৫২

তুমি যে রূপ দর্শন করিলে এ রূপ কেহ বেদপাঠ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৩

হে পরন্তপ অর্জুন! আমাতে একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারাই এই রূপ পরমার্থতঃ অবগত হইতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪

হে পাণ্ডব! যিনি আমার জন্য কর্ম্ম করেন, আমাতে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত, আমার ভক্ত, পুত্রকলত্রাদি বিষয়সঙ্গ-বিরহিত, সকলভূতে বৈরভাববর্জ্জিত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ)

[সাকার-নিরাকারোপাসকানাং শ্রেষ্ঠত্বনির্ণয়ঃ, ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্ত, ভগবৎপ্রাপ্তপুরুষলক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

টীকা—নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ" ইত্যেবং ভক্তি-নিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্, 'কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি' ইত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্, তথা "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যাদিনা, "সর্ব্বং জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তং প্রতি অর্জ্জুন উবাচ—এবমিতি। এবং সর্ব্ব-কর্ম্মার্পণাদিনা সততং যুক্তাস্তন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মাব্যক্তং নির্ব্বিশেষমুপাসতে, তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ॥ ১

টীকা—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি, তে যুক্ততমা মমাভিমতাঃ॥ ২

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

টীকা—তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। অক্ষরস্ত লক্ষণমাহ অনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দ্দেশ্যশব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যং যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং, সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি অব্যক্ত-ত্বাদেবাচিন্ত্যং কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠানত্বে-নাবস্থিতম্ অচলং স্পন্দনরহিতম্ অতএব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৩-৪

টীকা—নমু চ তেঽপি চেৎ ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হীতরেষাং যুক্ততমত্বং কুত ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশ-কৃতং বিশেষমাহ — ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশো-

দ্বাদশ অধ্যায়।

[সাকার-উপাসক ও নিরাকার উপাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় এবং ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষগণের লক্ষণবর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন,—এইরূপ নিরন্তর তোমাতে আসক্ত হইয়া যে ভক্তগণ তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করেন, আর যাঁহারা নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারা অতিশয় প্রধান? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমাতে মন আবিষ্ট করত নিত্য অনুরক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন যাঁহারা আমাকে সেবা করেন, তাঁহারাই যুক্ততম (শ্রেষ্ঠতম) এই আমার অভিমত। ২

এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি, সকল স্থানে, সকল দিকে, সকল বিষয়ে একমাত্র আমি আছি, 'বাসুদেব সমস্ত' এইরূপ সমান বুদ্ধিসম্পন্ন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া অবর্ণনীয়, রূপাদি বিরহিত, সর্ব্বব্যাপী, অভাবনীয় অধিষ্ঠানরূপে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিত, স্পন্দন—পরিশূন্য, ধ্রুব, নিত্য বৃদ্ধ্যাদি রহিত, অক্ষরকে ধ্যান করেন—সর্ব্বভূত কল্যাণকামী তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৩-৪

সেই নির্গুণব্রহ্মে আসক্তচিত্তগণের নিরতিশয় পীড়া ও দুঃখ হয়, যেহেতু দেহাভিমানিগণের অব্যক্তনিষ্ঠা কষ্টের সহিতই লাভ হয়। ৫

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

ঽধিকতরঃ, হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভি-র্দুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে। দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ।৫ মত্তক্তানাস্তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ — যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্যেন ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ।৬ তেষামিতি এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সম্যগ্ দ্ধর্ত্তা অচিরেণৈব ভবামি ॥ ৭

টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্ময্যেবেতি। ময্যেব সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু ; বুদ্ধিমপি ব্যবসায়া-ত্মিকাং ময্যেব নিবেশয়। এবং কুর্ব্বন্ মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অত ঊর্দ্ধং দেহান্তে মরণান্তরং ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি ; নাত্র সংশয়ঃ। তথাচ শ্রুতিঃ ;—"দেহান্তে দেবস্তারকং পরং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে" ইতি ॥ ৮

টীকা—অত্রাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ—অথেতি।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১

স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনু-স্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্নং কুরু ॥ ৯

টীকা—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। যদি পুনরভ্যাসেঽপ্যসক্তোঽসি, তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি একাদশ্যুপবাসব্রতপূজাপরিচর্য্যানামসংকীর্ত্তনাদীনি তদনু-ষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব, এবম্ভূতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ১০

টীকা — অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ—অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি, তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টা-দৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং ফলানি নিয়ত-চিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি, ময়া তাবদী-শ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি। ফলং তাবৎ পুনর্দ্দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো যদি তর্হি মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১১

আর যাঁহারা আমাতে লৌকিক বৈদিক নিখিলকর্ম্ম সমর্পণ-পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে ধ্যানপূর্ব্বক সেবা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত তাঁহাদের মৃত্যুগ্রস্ত সংসার-সাগর হইতে অতিসত্বর সম্যগ্‌রূপে উদ্ধার করি ॥ ৬-৭

অতএব আমাতেই সংকল্প বিকল্পাত্মক মন স্থির কর, আমাতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিবেশ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই নিবাস করিবে ॥ ৮

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাধান করিতে না পার, তাহা হইলে নাম জপ, নামকীর্ত্তনের অভ্যাসের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে প্রযত্ন কর ॥ ৯

যদি ইহাতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ দান তপস্যা কর! আমার প্রীতিপ্রদ একাদশীর উপবাস, ব্রত, পূজা, পরিচর্য্যা সেবা নামকীর্ত্তনাদি কর্ম্ম সকল একান্তভাবে করিতে থাক—ইহার দ্বারাও মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১০

যদি ইহাও না করিতে পার, তাহা হইলে আমার শরণত্ব-আশ্রয়পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া দৃষ্টাদৃষ্ট অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ কর ॥ ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্‌ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪

টীকা—তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয় ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদ্‌যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি তৎপূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি। "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপ্যুক্ত-লক্ষণঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্মাদেবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যা-গাৎ কর্ম্মসু কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন সমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি॥ ১২

টীকা—এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বর-প্রসাদহেতূন্‌ ধর্ম্মানাহ—অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ। সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ,—উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ, হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবাষ্টৈঃ সহ সমে সুখ-দুঃখে যস্য সঃ, ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ। সন্তুষ্ট ইতি। সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ দৃঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ে যস্য, ময্যর্পিতে মনো-বুদ্ধী যেন এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ॥ ১৩-১৪

সম্যগ্‌জ্ঞান রহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তিসহিত উপদেশপূর্ব্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ প্রধান, ত্যাগের পরেই শান্তি হইয়া থাকে॥ ১২

সর্ব্বভূতে উত্তমে দ্বেষশূন্য, সমানগণের সহিত মিত্রতা, হীনে কৃপালু, 'আমার আমার' এ মমতা রহিত, অহঙ্কার (আমি কর্ত্তা এই অভিমান) বর্জ্জিত, সুখদুঃখে সমান ক্ষমাশীল, সতত লাভ অলাভে সুপ্রসন্নমনা, যোগপরায়ণ, সংযতচিত্ত, আমার বিষয়ে যার দৃঢ়নিশ্চয় অর্থাৎ ভগবদ্‌ আরাধনার দ্বারা আমি নিশ্চয়ই সংসার-সমুদ্র পার হইয়া পরমানন্দ লাভ করিব এরূপ নিশ্চয়বিশিষ্ট, আমাতে অর্পিত মনবুদ্ধি যে ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। (অর্থাৎ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা আমার লীলাচিন্তাকারী এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধ্যানপরায়ণ)॥ ১৩-১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাৎ লোকো জনঃ নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকাৎ নোদ্বিজতে যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ, তত্র হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লোভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তচিত্তক্ষোভঃ, এতৈর্বিমুক্তো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়ো-পস্থিতেঽপ্যর্থে নিঃস্পৃহঃ, শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোঽনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ, গতব্যথঃ আধি-শূন্যঃ সর্ব্বান্‌ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্‌ আরম্ভানুদ্যমান্‌ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্‌ যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ য ইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভে পুণ্য-পাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবম্ভূতো ভূত্বা যো মদ্ভক্তিমান্‌, স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭

যাহা হইতে লোক উৎকণ্ঠিত হয় না, যিনি লোক কর্ত্তৃক ভীত হন না এবং যিনি উল্লাস, বিদ্বেষ, ত্রাস ও উৎকণ্ঠা মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়॥ ১৫

যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন, অনলস, পক্ষপাত-বিরহিত, আধিশূন্য, দৃষ্ট অদৃষ্ট সমস্ত উদ্যমপরিত্যাগী (সংসার বিষয়ে; ভগবৎসেবা-লোককল্যাণাদিতে নয়) যিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়॥ ১৬

যিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় প্রাপ্ত হইলেও দ্বেষ করেন না, ইষ্টার্থ নাশেও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, পুণ্য পাপ পরিত্যাগপরায়ণ—এরূপ হইয়া যিনি আমাতে ভক্তিমান্‌, তিনি আমার প্রিয়॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ১৯
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ২০

টীকা—কিঞ্চ সম ইতি। শত্রৌ চ মিত্রে চ সম একরূপঃ মানাপমানযোরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ, শীতোষ্ণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কচিদপ্যনাসক্তঃ। কিঞ্চ তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ। মৌনী সংযতবাক্, যেন কেনচিৎ যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ, স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ, এবম্ভূতো মদ্ভক্তিমান্ যঃ, স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—উক্তং ধর্ম্মজাতং সফলমুপসংহরতি যে ত্বিতি।

মান সম্ভ্রম কিছুতেই চিত্ত আসক্ত নয়, স্তুতি নিন্দায় সমান ভাবগ্রহণকারী, মৌনব্রতী, যথালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান-শূন্য, আমাতে উত্তমরূপ নিবিষ্টচিত্ত ভক্তিমান্ মানব আমার প্রিয় ॥ ১৮-১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্ম্মমেবামৃতম্ অমৃতত্বসাধনত্বাৎ, ধর্ম্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি। যে তদুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি, শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ভবন্তি ইতি ॥ ২০

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈতদ্বহুবিঘ্নমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিসৎপথমাশ্রয়েৎ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত এই ধর্ম্মামৃত শ্রবণপুটে পান করেন, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, আমাতে অত্যন্ত আসক্ত সেই ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে ভক্তিযোগনামক দ্বাদশ অধ্যায় ॥
মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানসহিতক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ কথনম্, প্রকৃতি-পুরুষয়োশ্চ নিরূপণম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১

টীকা— "ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥
"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি নচিরাৎ পার্থঃ" ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং; ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-পুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে; তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ, যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরবিবিক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ — ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনশরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ, এতদ্ যো

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[জ্ঞানের সহিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় কথন এবং প্রকৃতি ও পুরুষের নিরূপণ।]

অর্জুন বলিলেন—হে কেশব! প্রকৃতি পুরুষ এবং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান জ্ঞেয় কি? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ, কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ ; তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োর্ব্বিবেকজ্ঞাঃ ॥১

টীকা—তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তমিদানীং তস্যৈব পারমার্থিকসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তঞ্চ ; ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুগতং মামেব বিদ্ধি "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপত্বোক্তত্বাৎ। আদরার্থমেতজ্জ্ঞানং স্তৌতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োর্যদ্বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানমিতি মম মতম্ ; অন্যত্তু বৃথা পাণ্ডিত্যং বন্ধনহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং,—তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণ্যম্। ইতি ॥২

টীকা—অত্র যদ্যপি চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেন অবিবেকঃ স্ফুট ইতি তদ্বিবেকার্থম্ "ইদং শরীরং ক্ষেত্রজ্ঞম্" ইত্যুক্তম্ ; তদেব প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া ক্ষেত্রং তৎ ক্ষেত্রং স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদিস্বভাবং, যাদৃক্ যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্ম্মকং, যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং, যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ভবতি, যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ স্বরূপতঃ যৎপ্রভাবশ্চ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎ সর্ব্বং সঙ্ক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু ॥ ৩

টীকা—কৈঃ বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্ব্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে—ইহা যিনি অবগত আছেন, তাঁহাকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকিগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন ॥ ২

হে ভারত! নিখিল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহা আমার সম্মত ॥ ৩

সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ জড় দৃশ্যাদিস্বভাব, যাদৃশ ইচ্ছাদি ধর্ম্মক,

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতম্। বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈশ্ছন্দোভির্বেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতং, ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি তথা ব্রহ্ম পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্। কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়তে" ইতি। "তথা কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ, প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্য্যাদিতি ইতিপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈরেকবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং ত্বঃসংগ্রহং সংক্ষেপতস্তুভ্যং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে ; তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিরিতি পদানি তৈর্হেতুমদ্ভিঃ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্ আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভির্বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৪

টীকা—অত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ, বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, "শ্রোত্র-

যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় স্থাবর-জঙ্গমাদি ভেদের দ্বারা ভিন্ন এবং যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, আমার নিকট সংক্ষেপে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রে ধ্যান-ধারণাদি বিষয়ত্ব পুরস্কারে বিরাটাদিরূপের বহু প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন। বিবিধ বিচিত্র নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য-কর্ম্ম বিষয়ে বিভিন্ন বেদ নানা পূজনীয়

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষা
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
খিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

ত্বগ্‌-ঘ্রাণ-দৃগ্‌-জিহ্বা-বাগ্‌দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রি-পায়বঃ” ইতি। একঞ্চ মনঃ। ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব। শব্দাদয় আকাশাদি বিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সঙ্ঘাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্—এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বান্নাত্মধর্ম্মা অপি তু মনোধর্ম্মা এব; অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব, উপলক্ষণঞ্চৈতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্। তথাচ শ্রুতিঃ “কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব” ইতি। অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৫-৬

টীকা—ইদানীমুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তত্ত্বজ্ঞানসাধনান্যাহ—অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্, অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্, অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্, ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্, আর্জ্জবম্ অবক্রতা, আচার্য্যোপাসনং সদ্‌গুরু-সেবা, শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ, তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনম্। তথাচ স্মৃতিঃ—শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম ॥” ইতি। স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ, এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্যৎ। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। অসক্তিঃ পুত্রদারাদি-পদার্থেষু প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে বা দুঃখে অহমেব সুখী দুঃখী চ ইত্যাধ্যাসাতিরেকাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্। কিঞ্চ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরেঽনন্যযোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদ-করস্তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতীঃ রত্যভাবঃ। কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ। ত্বংপদার্থবুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থং প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ, এতদমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদি-বিংশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভি-র্জ্ঞানসাধনত্বাৎ; অতোঽন্যথা অস্মদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ; অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭-১১

দেবতারূপে গীত হইয়াছে, নিশ্চিত অর্থ প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূচক তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্‌বাক্যসকল ও স্বরূপ লক্ষণ-বিষয়ক ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি পদের দ্বারা বহু প্রকারে কথিত হইয়াছে ॥ ৫

ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত; অহঙ্কার বুদ্ধি অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) শ্রোত্র ত্বক্‌ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয়পঞ্চক—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ শরীর চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ধৈর্য্য এই ইন্দ্রিয়াদি বিকারসহিত ক্ষেত্র তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৬-৭

আত্মশ্লাঘারাহিত্য, শঠতাহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বাহ্য মৃজ্জলাদি ও আন্তর মৈত্র করুণা মুদিতা উপেক্ষাদি ভাবশুদ্ধিরূপ শৌচ, স্থৈর্য্য, সৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে একনিষ্ঠতা, শরীর সংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অহঙ্কারপরিবর্জন

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষি-শিরো-মুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩

টীকা—এভিঃ সাধনৈর্যজ্‌জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্‌ভিঃ। যজ্‌জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি। যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ—অনাদিমৎ। আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ। পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্মতুপ্‌প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ। যদ্বা অনাদীতি মৎপরঞ্চেতি পদদ্বয়ম্। মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ—ন সৎ ন চাসদুচ্যতে; বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে। নিষেধস্য বিষয়স্ত্বসচ্ছব্দেনোচ্যতে। ইদন্তু তদুভয়বিলক্ষণম বিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১২

টীকা—নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিভির্বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মতাং তস্য দর্শয়ন্নাহ—ইতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সৎ লোকে সর্ব্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্ব্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিরুপাদিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে ইতি তথা। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ান্ আভাসয়তীতি বা। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জ্জিতম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনোঽগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি। অসক্তং সঙ্গশূন্যম্ তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বস্যাধারভূতম্। তদেব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকম্॥ ১৪

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গাণামন্তর্বহির্জ্জলমিব অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমং যদ্‌ ভূতজাতং তদেব কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তদিতি। স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি। অতএব অবিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তৎ নিত্যং সন্নিহিতম্। তথা চ মন্ত্রঃ—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ইতি। এজতি চলতি। নৈজতি ন চলতি। তৎ উ অন্তিকে ইতি চ্ছেদঃ॥ ১৫

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ ও দোষের বারংবার আলোচনা, আসক্তি (পুত্রাদিতে প্রীতিপরিহার), অনভিষঙ্গ (স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ দুঃখে আপনি সুখী দুঃখী না হওয়া), ইষ্ট অনিষ্ট (অনুকূল প্রতিকূল)-লাভে সতত সমচিত্ততা ও আমাতে সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে ঐকান্তিক ভক্তি, শুদ্ধ নির্জ্জনস্থানে নিয়ত অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানে অত্যন্ত অনুরাগ, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন মোক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব আলোচনা—মৎকথিত এই অমানিত্বাদি বিংশতি-সংখ্যক জ্ঞান ইহার বিপরীত মানিত্ব দম্ভিত্বাদি অজ্ঞান, এজন্য তাহা সর্ব্বপ্রকারে ত্যাজ্য॥ ৮-১২

যাহা জানিবার যোগ্য, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,—যে বিষয় জ্ঞাত হইয়া অমৃত (মোক্ষ) লাভ করিবে। আদিশূন্য, উৎপত্তিবিরহিত, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। তিনি সৎ কিম্বা অসৎ নন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন॥ ১৩

সকল দিকে সকল দেশে হস্তপদ, সকল দিক্ দেশে চক্ষু শির ও মুখ, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন তিনি সম্পূর্ণ জগৎকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন॥ ১৪

তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ও তাহাদের বিষয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন—সমস্ত ইন্দ্রিয়পরিশূন্য, অনাসক্ত, চতুর্দ্দশভুবনের আধারস্বরূপ, সত্ত্বাদি গুণরহিত ও সত্ত্বাদিগুণের ভোক্তা পালক॥ ১৫

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং, কার্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিতং চ। সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি। তৎ স্বরূপমেবোক্তং তদ্ জ্ঞেয়ম্। ভূতানাং ভর্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি! জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তৎ জ্যোতিঃ প্রকাশকং ততো "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যক্তং, তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞানে গম্যঞ্চ তদেব অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষেণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। 'ধিষ্ঠিতমি'তি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

টীকা — উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং, তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং, জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভির্বিস্তরেণোক্তং, সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্। এতচ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮

টীকা—তদেবং 'তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চে'ত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীন্তু 'যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। স চ যো যৎপ্রভাবশ্চে'ত্যেতৎ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। অত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমত্ত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাদতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি। অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বম্ পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব! তত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চ অনাদিত্বং নিত্যত্বঞ্চ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃদ্ভিরতিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন, গুণাংশ্চ গুণপরিণামান সুখদুঃখমোহাদান্ প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্ বিদ্ধি ॥ ১৯

কারণরূপ তিনি স্বকার্য্যভূত ভূতসমূহের অন্তরে বাহিরে বলয়কুণ্ডলে স্বর্ণের ন্যায়, তরঙ্গে জলের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সব তিনি। সূক্ষ্মত্বহেতু স্পষ্টরূপে তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি অবিদ্বান্‌গণের প্রত্যগাত্মত্ব-হেতু অতি নিকটে আছেন ॥ ১৫

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসকলের কারণরূপে অভিন্ন হইলেও কার্য্যরূপে বিভিন্নের মত দৃষ্ট হন। বস্তুতঃ যেমন সমুদ্রজাত ফেনাদি সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ জগতে যাহা কিছু তিনি। তিনি স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী ও সৃষ্টিকালে নাম-রূপে উৎপত্তিশীল তিনি ব্রহ্ম ॥ ১৬

তিনি সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক, অন্ধকারের (অজ্ঞানের) পরপারে স্থিত। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান, তিনিই রূপাদি আকারে জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞানসাধনের দ্বারা লভ্য সমস্ত ভূতের হৃদয়ে অপ্রচ্যুতস্বরূপে নিয়ন্তারূপে বিরাজমান ॥ ১৭

এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম আমার ভক্ত ইহা অবগত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করে (মুক্ত হন) ॥ ১৮

কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

টীকা—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি — কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরম্, কারণানি সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি, তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষো জীবস্তু তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ — যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বম্, তচ্চ চেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি, বহ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যগ্‌গমনম্, বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে, ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনম্, তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে ইতি ॥ ২০

টীকা—তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথমিত্যত্রাহ —পুরুষ ইতি হি। যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্য্যদেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ, অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে। অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু, অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু, যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২১

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩

টীকা—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারো ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব ন তদ্‌গুণৈর্যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ,—যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্‌ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ, তথা অনুমন্তা—অনুমোদিতেব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ। "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ", ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধায়কঃ চোক্তঃ ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি স ব্রহ্মাদীনামধিপতিরিতি চ পরমাত্মা অন্তর্য্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ,—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপালঃ" ইত্যাদি ॥ ২২

টীকা—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—য এবমিতি। এবমুপদ্রষ্ট্‌ত্বাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমভিলঙ্ঘ্য বর্ত্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে। মুচ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৩

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিকার সকলকে গুণপরিণাম, সুখ-দুঃখ মোহাদি প্রকৃতি-সম্ভূত অবগত হইবে ॥ ১৯

কার্য্য—শরীর, কারণ—সুখদুঃখাদি সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ। তাহাদের কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতি হেতু, আর পুরুষ জীব তাহার কৃত সুখদুঃখ ভোক্তৃত্বে কারণ বলিয়া জানিবে। চৈতন্যের অধিষ্ঠিতত্বহেতু যেমন অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তির্য্যগ্ গমন, বৎসের অদৃষ্টবশে স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ, এবম্বিধ পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতির কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব—সুখদুঃখ সংবেদন যাহা তাহা চেতন ধর্ম্মই; তাই প্রকৃতির সন্নিধানহেতু পুরুষের ভোক্তৃত্ব ॥ ২০

অতএব পুরুষ (প্রকৃতি) কার্য্য-দেহে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত সুখদুঃখাদি ভোগ করেন আর এই পুরুষের দেব ও তির্য্যগাদি যোনিতে জন্মবিষয়ে শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গই কারণ ॥ ২১

এই (প্রকৃতি) কার্য্যশরীরে বর্ত্তমান পুরুষ ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত হন না। উপদ্রষ্টা, (সমীপে সাক্ষীর মত দর্শন করেন) ও অনুমন্তা সন্নিধিমাত্রে অনুগ্রাহক এবং ঐশ্বরিক-রূপে থাকিয়া বিধায়ক ও পালক—ব্রহ্মাদির অধিপতি আর অন্তর্য্যামী ॥ ২২

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর-জঙ্গমম্।

টীকা — এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ — ধ্যানেনেতি 'দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেনাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা আত্মনি দেহ এব আত্মনা মনসা এনমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি, অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেন, অপরে চ কর্ম্মযোগেন পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রম-সমুচ্চয়ে সত্যপি তত্ত্বনিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ॥২৪

টীকা—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ— অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবম্ভূতমুপ-দ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মনাং সাক্ষাৎকর্ত্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫

টীকা—তত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ— যাবদিতি, যাবদধ্যায়সমাপ্তি। যাবৎ যৎ

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮

কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সত্ত্বমুৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়ো-র্যোগাদবিবেককৃতাত্তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬

টীকা—অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কুত ইত্যত আহ—সমং পশ্যন্নিতি। সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে সমং সমবস্থিতং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাদাত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যস্ত্বেবং ন পশ্যতি, স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথাচ শ্রুতিঃ,— "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ইতি ॥ ২৮

যিনি এইরূপ পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত আছেন, তিনি সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করত বর্ত্তমান থাকিলেও মুক্তিলাভ করেন। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষত্ব সাক্ষাৎকার হইলে 'আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আত্মা জ্যোতির্ময় নাদাত্মক ওঙ্কার' এরূপভাবে অনুক্ষণ ওঁকার নাদে অবস্থিত—তাঁহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই। তিনি নিত্যমুক্ত ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্ত্বমেতি ॥ ২৪

কেহ ধ্যানাবলম্বনে মনের দ্বারা হৃদয়কমলস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, অপরে কেহ কেহ 'প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন' এই বিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন, আর অন্য কর্মযোগিগণ (নিষ্কাম কর্মযোগিগণ) কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ॥ ২৪

আর অপর কেহ এই সমস্ত না জানিয়া আচার্য্যগণের মুখে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করত আত্মাকে উপাসনা করেন। তাঁহারাও শ্রদ্ধাসহকারে উপদেশ শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ২৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু বস্তুমাত্র সমুৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অবিবেককৃত অভেদ অধ্যাস-(আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তুজ্ঞান) হেতু হইয়া থাকে—বিদিত হইবে ॥ ২৬

চরাচরাত্মক সমস্তভূতে, নির্ব্বিশেষ সদ্রূপে সমভাবে অবস্থিত বিনাশী নিখিল বস্তুতে বিনাশবিহীন পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দেখিয়া থাকেন ॥ ২৭

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

টীকা—ননু শুভাশুভকর্ম্মকর্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাত্মানঞ্চাকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৯

টীকা—ইদানীং তু ভূতানামপি প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেনা-ভেদাদ্ভূতভেদকৃতমপ্যাত্মনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতী-ত্যাহ—যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবর-জঙ্গমানাং পৃথগ্-ভাবং ভেদম্ পৃথক্ত্বম্ একস্থম্ একস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি আলোচয়তি। তত এব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাবস্থায়াং দেহ-সম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি ব্যেতি বিনাশমেতি, যচ্চ গুণবদ্বস্তু তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি, অয়ং তু পরমাত্মা অনাদি-র্নির্গুণশ্চ ; অতোঽব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ। তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি, ন চ কর্ম্মফলৈ-র্লিপ্যত ইতি ॥ ৩১

টীকা—তত্র হেতুঃ সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা সর্বত্র পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে, তথা সর্ব্বত্র উত্তমে মধ্যমেঽধমে বা দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দ্দোষ-গুণৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অসঙ্গত্বাল্লেপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতে ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ —যথা প্রকাশয়তীতি স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৩

সকল দিক্, দেশ ও কালে এবং সকল বিষয়ে সমানভাবে উত্তমরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অবিদ্যার দ্বারা সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে আচ্ছাদিত করত বিনাশ করেন না, অতঃপর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

যিনি নিখিল কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে ও আত্মা কোন কর্ম করেন না—দ্রষ্টামাত্র অকর্তা এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ নিরীক্ষণ করেন ॥ ২৯

যখন স্থাবর জঙ্গম ভূতগণের প্রভেদ একমাত্র ঈশ্বর শক্তিরূপা প্রকৃতিতে প্রলয়কালে স্থিত আলোচনা করেন এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতি হইতে ভূতসমূহের বিস্তার দেখেন, তখন যাহা কিছু সমস্তই প্রক্লাত সুবর্ণ বলয় কুণ্ডলাদি সুবর্ণ দর্শনের ন্যায় ভূতসকলের অভেদ অবলোকনপূর্বক ব্রহ্ম হইয়া যান ॥ ৩০

হে কৌন্তেয়! অনাদিত্ব (আদিশূন্যত্ব), নির্গুণত্ব (সত্ত্বাদিগুণ রহিতত্ব) হেতু এই অব্যয় সর্ববিকারশূন্য আত্মা শরীরে অবস্থান করিয়াও কিছুই করেন না এবং কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ৩১

যেরূপ সর্বব্যাপী পঙ্কাদিতে স্থিত আকাশ সূক্ষ্মত্ব ও অসঙ্গত্ব-হেতু পঙ্কাদির দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে অবস্থিত আত্মা দৈহিক দোষ-গুণের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয় না ॥ ৩২

হে ভারত! যেরূপ একমাত্র আদিত্য অখিল লোক প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেক-জ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা চেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৪

উক্ত প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং প্রাণিগণের প্রকৃতি সকাশ হইতে মোক্ষের উপায় ধ্যান সাংখ্যযোগ, নিষ্কাম কর্ম-

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ভীষ্মপর্বণি তু সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতি-পুরুষৌ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

যোগাদি যাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। মহাভারতে ভীষ্মপর্বে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানমহিমকথনম্, প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং জগদুৎপত্তেঃ, সত্ত্ব-রজস্তমসাং গুণত্রয়াণাং, ভগবৎপ্রাপ্তেরুপায়স্য গুণাতীতস্য লক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

পর ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

টীকা—পুম্প্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে ॥

'যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংয়োগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ' ইত্যুক্তং স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্ব্বকং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসার-বৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবম্ভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি—শ্রীভগবানুবাচ পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমাত্ম-নিষ্ঠং জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথম্ভূতম্? জ্ঞানানাং তপঃ-কর্ম্মাদি-বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্‌জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্বে ইতো দেহ-বন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞান-মুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষু উৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে, তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি প্রলয়-দুঃখানি নানুভবন্তি পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[জ্ঞানমহিমাকথন, প্রকৃতি-পুরুষকর্তৃক জগতের উৎপত্তি, সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়; ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং গুণাতীতের লক্ষণসমূহের বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! পুনরায় তোমাকে তপস্যা কর্মাদিবিষয়ক জ্ঞান হইতে উত্তম প্রধান পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান উপদেশ করিব, যাহা অবগত হইয়া সংলীন-মানস মুনিগণ মরণের পর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১

এই জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহারা আমার স্বরূপ্যলাভ করিয়াছেন, সৃষ্টিকালেও আর সমুৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ের দুঃখ অনুভব করেন না ॥ ২

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

টীকা—তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং, ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চানবচ্ছিন্নত্বান্মহৎ, বৃংহণত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্ বা ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তন্মহদ্‌ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং, তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি। প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩

টীকা—ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠানেনাভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারঃ, অপি তু সর্ব্বদৈবেত্যাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্ত্তয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্ত্তীনাং মহদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনির্মাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য

নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

সংসারং প্রপঞ্চয়তি—সত্ত্বমিত্যাদিভিশ্চতুর্দশভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেব সংজ্ঞকাঃ ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্‌ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্ত নিবধ্নন্তি, স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

টীকা—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ—তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটীকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরম্ অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি, প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি। হে অনঘ! নিষ্পাপ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি; অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণা অপ্রাপ্তেঽর্থে অভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতিবিশেষাসক্তিস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্-

---

হে ভারত! মহদ্ ব্রহ্ম প্রভৃতি আমার গর্ভাধান স্থান, তাহাতে আমি জগদ্‌বিস্তারহেতু চিদাভাস নিক্ষেপ করি, তারপর ব্রহ্মাদি নিখিল ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩

হে কৌন্তেয়! মনুষ্যাদি সকল যোনিতে স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা যে সমস্ত মূর্ত্তি (কায়) সমুৎপন্ন হয়, সেই কায়সকলের মায়ানাম্নী আমার প্রকৃতি যোনি—কারণ, মাতৃস্থানীয়া আর আমি গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪

হে মহাবাহো! সত্ত্ব রজ তম এই প্রকৃতিসম্ভূত গুণত্রয় গুণসাম্য প্রকৃতি তাহার নিকট হইতে পৃথক্‌ভাবে অভিব্যক্তা হইয়া প্রকৃতি কার্য্য শরীরে অভেদভাবে স্থিত আত্মা চিদংশকে বাস্তবিক নির্ব্বিকার থাকিলেও বন্ধন করে অর্থাৎ স্বকার্য্য সুখদুঃখ মোহাদির দ্বারা সংযোজিত করে ॥ ৫

সেই গুণসকলের মধ্যে নির্মলত্ব-স্বচ্ছত্বহেতু স্ফটিকের ন্যায় প্রকাশক, ভাস্বর, অনাময় উপদ্রবশূন্য, শান্ত, শান্তত্বহেতু সুখে যে সঙ্গ তাহার দ্বারা প্রকাশকত্ব হেতু, জ্ঞানে যে সঙ্গ তাহার দ্বারা বন্ধন করে অর্থাৎ 'আমি সুখী জ্ঞানী' এই মনোধর্মসকল ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজিত করে ॥ ৬

হে কৌন্তেয়! অনুরাগজনক রজোগুণ অপ্রাপ্ত অর্থে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন জানিবে। কর্মের আসক্তি দেহীকে কর্মে সংযোজিত করিয়া থাকে ॥ ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

ভবোঽস্মাৎ তদ্রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনা-সক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি ; তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মস্বাসক্তি-র্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ—তম ইতি। তমস্তু অজ্ঞানাজ্জাতম্ আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যং-শাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্ ; অতএব প্রমাদেন আলস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্নাতি। তত্র প্রমাদোঽনবধানম্, আলস্যমনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদাল্লয়ঃ ॥ ৮

টীকা—সত্ত্বাদীনামেবং স্বস্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতি-শয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি। দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ ; এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি, তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যান-বধানে যোজয়তি, উত অপি আলস্যাদাবপি সংযোজয়-তীত্যর্থঃ ॥ ৯

টীকা—তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি, ততঃ স্বকার্য্যে সুখে জ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় উদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাকর্ম্মাদৌ সংযোজয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয় উদ্ভবতি, ততশ্চ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—ত্রিভিঃ। সর্ব্বদ্বারেষ্বিতি অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে উৎপদ্যতে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাদ্ জানীয়াৎ। উৎশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গে-নাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে জায়মানেঽপি পুনঃ পুনর্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা, কর্ম্মণামারম্ভো গৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ, অশম ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে এতৈর্লিঙ্গৈঃ রজো-গুণস্য বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত দেহিগণের মোহজনক জানিবে। সেই তমঃ প্রমাদ (অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রবৃত্তি), আলস্য (সামর্থ্য সত্ত্বেও কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি) ও নিদ্রার দ্বারা দেহীকে নিবেশিত বদ্ধ করে ॥ ৮

হে ভারত! সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে সত্ত্বপরিণামরূপ প্রীত্যাত্মক চিত্তবৃত্তিবিশেষে সংযোজিত করে, রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া কর্ত্তব্যে অকর্ত্তব্যবুদ্ধিতে তাহা হইতে নিবৃত্তিরূপ অনবধানে প্রযোজিত করে ॥ ৯

হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া অদৃষ্টবশে উদ্ভূত হয়, রজও সত্ত্ব এবং তমোগুণকে, তমোগুণ সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১০

যখন শরীরে শ্রোত্রাদি সকল দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত হইয়াছে জানিবে ॥ ১১

হে ভরতর্ষভ! লোভ (অতি তৃষ্ণা—প্রাপ্ত বিষয়ে অলং-বুদ্ধি রাহিত্য), প্রবৃত্তি (রাগজন্য রাগবিষয়ক গুণ) গৃহাদি কর্ম্মারম্ভ, ইহার ইহা করিব কেবল এইরূপ সংকল্প-বিকল্প কারণ ও দৃষ্টবস্তু মাত্র গ্রহণেচ্ছা রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে এই চিহ্নসকল সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যম্, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি বিবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি চিহ্নানি জায়ন্তে। এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—মরণসময় এব বৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি, তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি উপাসত ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং, নির্ম্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি। রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ;

হে কুরুনন্দন! বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম, কর্ত্তব্য অর্থে অনুসন্ধানরাহিত্য, মিথ্যাভিনিবেশ তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে এইসব চিহ্ন প্রকাশ হয় ॥ ১৩

মরণসময়ে যদি সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে জীব হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকগণের গম্য প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪

এবং রজোগুণ বিবর্দ্ধিত হইলে দেহত্যাগকারী মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যে দেহত্যাগ করে, সে ব্যক্তি পশু-আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৫

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদ-মোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

কর্ম্মফলকথনস্য প্রাকৃতত্বাৎ তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ,—তমস ইতি তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ,—সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণঞ্চ "নিয়তং সঙ্গরহিতম্" ইত্যাদিনাষ্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬

টীকা—তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্জ্ঞানং সঞ্জায়তে, অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, ততস্তামসস্য কর্ম্মণোঽজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বপ্রবৃত্তিপ্রধানা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ, তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি, তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষু উৎপদ্যন্তে ॥ ১৮

বিদ্বান্গণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ বলিয়া থাকেন, আর রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান মোহ ॥ ১৬

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান প্রমাদ মোহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭

সত্ত্বগুণস্থ মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, রাজসিকগণ মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়, নিকৃষ্ট তমোগুণের মোহাদিতে স্থিত তামসিকগণ তমোবৃত্তির তারতম্য অনুসারে তামিস্রাদি নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০
অর্জুন উবাচ।
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১
শ্রীভগবানুবাচ।
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩

টীকা—তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারং প্রপঞ্চমুক্ত্বা ইদানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্তারং নানুপশ্যতি, অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি, স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—গুণানিতি। দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্নমৃতম্ অশ্নুতে পরমা [ব্রহ্মা]-নন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০

টীকা—গুণানেতানতীত্য অমৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারং গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সম্যগ্‌বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈরাত্মন্যুৎপন্নৈঃ চিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ, ক আচারো যস্যেতি কিমাচারঃ কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্য বর্ত্ততে, তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১

টীকা—যস্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশঞ্চেত্যাদি ষড়্ভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যম্, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যম্, মোহঞ্চ তমঃকার্য্যম্, উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি সন্তি; দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২

টীকা—তদেবং স্বসংবেদ্যং তস্য গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যেতস্যোত্তরমাহ—উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্যো ন বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যাবতে, অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে এতৈর্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি। পরস্মৈপদমার্ষম্। নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩

যখন বিদ্বান্ বুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত গুণসকল হইতে কার্য্যের অপর কর্ত্তা দর্শন করেন এবং গুণসমূহ হইতে অতিরিক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মাকে বিদিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন, আর দেহসঞ্জাত এই সমুদয় গুণকে উল্লঙ্ঘন করত জন্মমৃত্যুজরা দুঃখ হইতে বিশেষরূপে মুক্তিলাভপূর্ব্বক দেহী ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন ॥ ১৯-২০

অর্জুন বলিলেন,—হে প্রভো! কি চিহ্নের দ্বারা জানা যায় যে জীব ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়াছে? তাহার আচার কি প্রকার? এবং কিভাবে তিনি এই তিন গুণকে অতিক্রম করেন? ২১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডব! জ্ঞানাত্মক প্রকাশরূপ সত্ত্বকার্য্য ও সতত কার্য্যচেষ্টারূপ রজঃকার্য্য ও মমত্ব-বুদ্ধিরূপ তমঃকার্য্য সকল সমুদ্যুক্ত হইলে, যিনি দুঃখ বুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না, এ সকল নিবৃত্ত হউক—সুখ বুদ্ধিতে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি নিরুৎসুক পক্ষপাতশূন্যভাবে উপবিষ্ট, অনুদ্যোগী হইয়া গুণসকল কর্ত্তৃক বিচালিত (বিক্ষুব্ধ, স্বরূপচ্যুত) হন না, আরও

সমদুঃখসুখ: স্বস্থ: সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন: ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি: ॥ ২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়ো: ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীত: স উচ্যতে ॥ ২৫

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

া—অপি চ সমেতি। সমে সুখদুঃখে যস্য, যত: স্বস্থ: স্বরূপ এব স্থিত:, অতএব সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য, তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য। ধীরো ধীমান্, তুল্যা নিন্দা চ আত্মন: সংস্তুতিশ্চ যস্য ॥ ২৪

টীকা—অপি চ মানেতি, মানে অপমানে চ তুল্য:, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্য:। সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স এবম্ভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫

টীকা—কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—মাঞ্চেতি। চশব্দোঽবধারণার্থ:। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ ঐকান্তেন ভক্তিযোগেন য: সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬

'গুণসকল স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ইঁহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই'—এই বিবেক দ্বারা নীরবে থাকেন, কোন রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন না, যিনি সুখদুঃখ সমান, স্বরূপে অবস্থিত, মৃৎখণ্ড প্রস্তর ও সুবর্ণে এবং সুখদুঃখের হেতুভূত প্রিয় অপ্রিয় সমজ্ঞানসম্পন্ন, ধীর ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিমান্, গম্ভীর, স্বীয় নিন্দা স্তুতিতে, মান-অপমানে, শত্রু এবং মিত্র উভয় পক্ষে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, দৃষ্ট অদৃষ্ট—ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয় সমস্ত উদ্যম পরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। গুণাতীত এবম্বিধ লক্ষণাক্রান্ত হন ॥ ২২—২৫

যিনি আমাকেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা ভজনা করেন তিনি এই গুণসমূহ উত্তমরূপে অতিক্রমপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন,

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়: ॥
ভীষ্মপর্বণি তু অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়: ॥

—তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি। হি যস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূত: প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদেবেত্যর্থ:। তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ। তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্ যুক্তমেবোক্তং 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিতভবাম্বুধিম্ ।
সুখং তরতি তদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়: ॥ ১৪

যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি—আকৃতি, আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, ঘনীভূত প্রকাশ, সর্ব্ব বিকারশূন্য, আদ্যন্তরহিত মোক্ষের ও পুনরুত্থানশূন্য ধর্ম্মের এবং পরিপূর্ণ সুখের প্রতিমা (ছবি, প্রতিরূপ) ॥ ২৬।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতেমধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ)

[সংসারবৃক্ষস্য, ভগবৎপ্রাপ্তেরুপায়স্য, জীবাত্মনঃ, স্বপ্রভাবস্য পরমেশ্বরস্য, ক্ষরাক্ষরয়োঃ পুরুষোত্তমস্য চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

টীকা- -বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।
বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে 'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে' ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎ-প্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তম্, ন চৈকান্ত-ভক্তির্জ্ঞানং বা বিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসার-স্বরূপং বৃক্ষরূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন্—শ্রীভগবানুবাচ ঊর্দ্ধ-মূলমিতি। ঊর্দ্ধমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমঃ মূলং যস্য তম্। অধ ইতি। ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যো-পাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে। তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তং বিনশ্বরত্বেন শ্বঃপ্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণা-বিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাহুঃ। "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলশরীরঃ শ্রীনারায়ণঃ ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যেতা-বানেব হি বেদার্থঃ অতএব বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্তূয়তে ॥১

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

টীকা—কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যো-পাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাস্তেষু চ যে দুষ্কৃতি-নস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ বিস্তারং গতাঃ, সুকৃ-তিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জ্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়াঃ রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ; প্রশাখাস্থানীয়াভি-রিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ চশব্দাদূর্দ্ধঞ্চ মূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব। ইমানি ত্ববান্তরমূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি তেষাং কার্য্যমাহ—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি ইতি। কর্ম্ম এব অনুবন্ধি অনন্তরভাবি যেষাং তানি ঊর্দ্ধাধোলোকেষু উপভুক্তং তত্তদ্ভোগবাসনাদিভির্হি কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি; এতস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু। অতো মনুষ্যলোকে ইত্যুক্তম্ ॥ ২

পঞ্চদশ অধ্যায়

[সংসারবৃক্ষের ভগবৎপ্রাপ্তি-উপায়ের, জীবাত্মার, তেজোময় পরমেশ্বরের ও ক্ষর-অক্ষরযুক্ত পুরুষোত্তমের বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ কহিলেন—সংসার-প্রপঞ্চের মূল—ঈশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম নারায়ণ। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহার শাখাস্থানীয়। সেই সংসার-বৃক্ষ বিনশ্বর প্রবাহরূপে নিত্যও বটে। বেদসমূহ তাহার পত্র, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ। শ্রীনারায়ণ সংসার-বৃক্ষের মূল, তাঁহাকে বেদোক্ত কর্ম্মের দ্বারা অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য ইহা বুঝিয়া যিনি ভগবদ্ আরাধনার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা ॥ ১

সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের সত্ত্বাদি বৃত্তির দ্বারা (জল সেচনের ন্যায়) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রূপাদি বিষয় পল্লব। ইন্দ্রিয়বৃত্তি শাখা অধোদিকে ও ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবর্ত্তি মূল-সকল অধোদিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ॥ ২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

টীকা—কিঞ্চ ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা উর্দ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে। যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরবচ্ছেদ্যোঽনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ — অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলম্ অত্যন্তং বদ্ধমূলং সন্তম্ অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্-বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্কৃত্য। তত ইতি। ততস্তস্য মূলভূতং তৎ পদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যম্, অন্বেষ্টব্যম্। কীদৃশম্? যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণ-প্রকারমেবাহ—তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিস্তৃতা, তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্য-মিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪

ইহলোকে এই সংসার-বৃক্ষের রূপ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ তাঁহার অন্ত (শেষ), আদি ও স্থিতির প্রতীতি হয় না। অতিশয় বদ্ধমূল এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে অহং মমতা ত্যাগরূপ শস্ত্রের (সম্যগ্ বিচারের) দ্বারা ছেদন-পূর্ব্বক তাহার মূলীভূত সেই বৈষ্ণবপদ অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। যেস্থানে গমন করিলে পুনরায় কেহ প্রত্যাবৃত্ত হয় না, যেস্থান হইতে এই সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদিভূত পুরুষের শরণাগত হই, এইরূপ একান্ত ভক্তিসহকারে অন্বেষণ করিতে হয় ॥ ৩-৪

অহঙ্কার মিথ্যাভিনিবেশবিরহিত, পুত্রকলত্রাদি সঙ্গরূপ

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫
ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম ॥ ৬
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ—নির্ম্মানেতি। নির্গতৌ মান-মোহৌ অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরনিষ্ঠিতাঃ। বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি তৈর্বিমুক্তাঃ, অত এবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি। তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। যৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশবিষয়ত্বেন জড়ত্ব-শীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ ॥ ৫-৬

টীকা—ননু চ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্ত্তন্তে, তর্হি "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সুষুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশো যোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ

দোষবিহীন, আত্মজ্ঞানে অত্যাসক্ত, কামনাপরিশূন্য, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত অবিদ্যাবিহীন হইয়া সেই সর্ব্ববিকার-বিবর্জিত পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

যে পরমপদে গমন করত যোগিগণ প্রত্যাবৃত্ত হন না, সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি যাহা প্রকাশিত করিতে পারেন না, তাহাই আমার পরম ধাম ॥ ৬

আমারই এই নিত্যসিদ্ধ অংশ অবিদ্যা কর্ত্তৃক জীবরূপে পরিণত হইয়া সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীনভাবে স্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্

অসৌ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারে ভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্! অয়ম্ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎ-প্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যয়াবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে। তদুক্তম্—"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি" ইত্যাদিনা। অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্ন-বিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানী-ন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি, বিদুষান্তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি ॥৭

টীকা—তান্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যাহ—শরীরমিতি। যৎ যদা শরীরান্তরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদুৎ-ক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরা-দেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্ যাতি। শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ—আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮

টীকা—তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চা-ন্তঃকরণমধিষ্ঠায় আশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব

এই ঈশ্বর যে শরীর প্রাপ্ত হন, যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, তখন বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ-সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ পূর্ব্বশরীর হইতে মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮

এই জীব শ্রোত্র চক্ষু ত্বক্ রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে এবং মনে অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥৯

অবিবেকী বিমূঢ়গণ দেহ হইতে দেহান্তর গমনকারী, সেই দেহেই স্থিত অথবা বিষয়ভোগ নিরত, ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

উপভুঙ্ক্তে ॥ ৯

টীকা—ননু কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতব্যতিরেকেণ এবম্ভূত-মাত্মানং সর্ব্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ—উৎক্রামন্ত-মিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদি-যুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০

টীকা—দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষ্বপি কেচিদেব পশ্যন্তি, কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যতন্ত ইতি। যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানাঃ যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মা-নমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি, শাস্ত্রাভ্যা-সাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্ব্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অত এবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১

টীকা—তদেবং 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ' ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং তৎপ্রাপ্তানাঞ্চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা। তত্র চ সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতি-রিক্তং দর্শিতম্। ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্ত-শক্তিত্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদি-চতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশযতি, তৎ সর্ব্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২

দেখিতে পায় না, জ্ঞানরূপ চক্ষুবিশিষ্ট বিবেকিসকল দর্শন করেন ॥ ১০

প্রযত্নকারী যোগিসমূহই এই আত্মাকে শরীরে অবস্থিত দেখিতে পান। কিন্তু অবিশুদ্ধ চিত্ত অজ্ঞানিগণ যত্নবান্ হইয়াও এই আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না ॥ ১১

আদিত্যে অবস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সে তেজ আমার-ই অবগত হইবে ॥১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।

টীকা—কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথিবীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি॥১৩

টীকা—অহমিতি। বৈশ্বানরো জঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্যান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাঞ্চ তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং, ভক্ষ্যং ভোজ্যং, লেহ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যং, যত্তু জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি, তল্লেহ্যম্। যত্তু দংষ্ট্রাভির্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধভেদঃ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্। অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি। জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতাদিরূপেণাহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকশ্চ জ্ঞানদো

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

গুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদহমেব॥ ১৫

টীকা—ইদানীং 'তদ্ধাম পরমং মম' ইতি যদুক্তং স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং তৎ দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটঃ শিলারাশিঃ। পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স ত্বক্ষরঃ পুরুষঃ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ॥ ১৬

টীকা—যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি। উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ। পরমত্বেনাক্ষরাচ্চেতনাদ্ ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হৃদয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি॥ ১৭

আমি বলের দ্বারা এই ধরণীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত-সকলকে ধারণ করিয়া আছি এবং রসময় নিশাকর হইয়া ঔষধীসকল সংবর্দ্ধিত করি॥ ১৩

আমি জঠরাগ্নি (বৈশ্বানর) হইয়া প্রাণিগণের শরীর মধ্যে স্থিত হইয়া তাহার উদ্দীপক প্রাণ ও অপানের সহিত ভূতগণের ভুক্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি॥ ১৪

আমি সমস্ত ভূতের হৃদয়ে সম্যগ্ অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট এইজন্য আমা হইতে প্রাণিমাত্রে পূর্ব্বানুভূতি অর্থ বিষয়িণী স্মৃতি ও বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ উৎপন্ন জ্ঞানও হয় এবং উভয়ের অভাবও হইয়া থাকে, সকল বেদের দ্বারা সেই সেই দেবতারূপে আমিই জ্ঞাতব্য; বেদান্তকৃৎ বেদান্ত-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরু আমিই এবং আমিই বেদার্থকর্ত্তা॥ ১৫

ক্ষর ও অক্ষর নামক দুইটী পুরুষ জগতে বিখ্যাত। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকলের শরীর, আর দেহ নষ্ট হইলেও পর্ব্বতের ন্যায় নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত কূটস্থ চেতন ভোক্তাই অক্ষর পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হন॥ ১৬

এবং অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা নামে উক্ত হন, যিনি ঈশ্বর ও সর্ববিকার বিরহিত হইয়া লোকত্রয়ে সমস্ত হৃদয়ে আবেশপূর্ব্বক (আবিষ্ট হইয়া) পালন করিয়া থাকেন॥ ১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

টীকা—এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ, অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ, অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথাচ শ্রুতিঃ,—"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি" ইত্যাদি ॥ ১৮

টীকা—এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবম্ উক্তপ্রকারেণাসম্মূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি। ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

যেহেতু আমি ক্ষর জড়বর্গ হইতে অতিক্রান্ত এবং অক্ষরচেতন বর্গ হইতেও উত্তম, এইজন্য লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত ॥ ১৮

হে ভারত! যিনি এইরূপ মোহবিরহিত হইয়া পুরুষোত্তম আমাকে বিদিত হন, তিনি কায়মনোবাক্যদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং, ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রম্। হে অনঘ! ব্যসনশূন্য! অতএবৈতন্মদুক্তং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্-জ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ—যোঽপি কোঽপি। হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥২০

সংসারশাখিনং ছিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যং পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

হে নিষ্পাপ ভারত! এই সংক্ষেপে গুহ্যতম অতি রহস্যপূর্ণ শাস্ত্র আমি বলিলাম (মাত্র এই অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোক নহে), অতএব মৎকথিত ইহা অবগত হইলে যে কেহ বুদ্ধিমান্ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতেমধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ)

[ফলসহিতদৈবাসুর-সম্পদাং বর্ণনম্, শাস্ত্রবিপরীতাচরণানাং ত্যাগায়, তদনুকূলাচরণামনুষ্ঠানায় চ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেরণা]

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪

টীকা—আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা
দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং
তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে॥"

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্তম্, তত্র ক এতত্তত্ত্বং বুধ্যতে। কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ, —"ভারো যো যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা। যদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণম্॥" ইতি। তত্রাধিকারিবিশেষণীভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—শ্রীভগবানুবাচ অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ, সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা। দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদের্যথোচিতং সংবিভাগঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ। স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদির্জপযজ্ঞঃ বা। তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শরীরাদি, আর্জ্জবমবক্রতা। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্। সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদার্য্যম্, শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জ্জনমপৈশুনং, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং লোভাভাবঃ। অবর্ণলোপস্ত্বার্ষঃ। মার্দ্দবং মৃদুত্বম্ অক্রূরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপলাং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম্। কিঞ্চ তেজঃ ইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ক্ষমা পরিভবাদিষূৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ, ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসীদতশ্চিত্তস্য স্থিরীকরণম্, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ, অদ্রোহো জিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভাবো নাতিমানিতা; এতান্যভয়াদিনী ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি লক্ষণানি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১-৩

টীকা—আসুরীং সম্পদমাহ—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। দর্পো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তঃ চিত্তস্যোৎসুক্যম্, অভিমানো ব্যাখ্যাত এব, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং

ষোড়শ অধ্যায়

[ফলের সহিত দৈব ও আসুরসম্পদসমূহের বর্ণন এবং শাস্ত্রবিপরীত আচরণসকলের ত্যাগের জন্য ও তদনুকূল আচরণসকলের অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ভারত! অভয়, চিত্তের সুপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়ে সম্যগ্ অবস্থিতি—পরিনিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (মোক্ষশাস্ত্র পাঠ), তপস্যা, সারল্য, কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ, যথার্থ ভাষণ, লোকহিত, রোষরাহিত্য, ঔদার্য্য, শান্তি—উপরতি, পরদোষ কথন পরিহার, ভূতগণে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুত্ব, অকার্য্যে লজ্জা, চাপল্যরহিত, ব্যর্থক্রিয়া ত্যাগ, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, অনিষ্টাচরণ না করা, আপনার পূজ্যত্ব অভিমানহীনতা, যাঁহারা দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করত জন্মগ্রহণ করেন, সেই ভাবী কল্যাণময় পুরুষের এই ষড়্বিংশতি প্রকার দৈবী সম্পদ লাভ হইয়া থাকে॥ ১-৩

হে পার্থ! ধর্ম্মধ্বজিত্ব (ধর্ম বিত্তাদি নিমিত্ত চিত্তের ঔৎসুক্য, 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই বুদ্ধি), কোপ, নিষ্ঠুরত্ব, অবিবেক এই আসুরী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা এই সকল প্রাপ্ত হয়॥ ৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯

নিষ্ঠুরত্বম্। অজ্ঞানমবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্। অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পৎ তামাসুরীমভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ॥ ৪

টীকা—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী, আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং সংসারীত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুত্বা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচিত্তমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি—হে পাণ্ডব! মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি ॥ ৫

টীকা—আসুরী সম্পৎ সর্ব্বাত্মনা বর্জ্জয়িতব্যেত্যেতদর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাচ্ছৃণু। আসুর-রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্। অতো 'রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা' ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্তপ্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৬

টীকা—আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিঞ্চেত্যাদিদ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি, অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭

টীকা—নন্ন বেদোক্তয়োর্ধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিঞ্চ কথং ন বিদুঃ? কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ। কথং বা শৌচাচারাদি-বিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতিবর্ত্তেরন্, ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাদত আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ। বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ, স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগত উৎপত্তিং বদন্তীত্যত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরম্ অপরস্পরতোঽন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ। কিমন্যৎ কারণমস্য? নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ, কিন্তু কামহৈতুকমেব স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যাহুরিত্যর্থঃ ॥ ৮

টীকা—কিঞ্চ এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি

দৈবী সম্পদ্—দেবযোগ্যা সাত্ত্বিকী সম্পদ মোক্ষের হেতু আর আসুর সম্পদ সংসারের কারণ। হে পাণ্ডব! শোক করিও না যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৫

হে পার্থ! ইহলোকে দৈব ও আসুর—সৃষ্টি এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে দৈব বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছি, আসুর সৃষ্টির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৬

অসুর-প্রকৃতি জনগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা অধর্ম্মে নিবৃত্তি অবগত নয়, তাহাদের শৌচ মলনিরসন করচরণাদি প্রক্ষালনাদি ব্যাহ্যান্তর শুদ্ধি নাই, শাস্ত্রবিহিত আচার নাই এবং যথার্থ ভাষণ ভূতহিতরূপ সত্য নাই ॥ ৭

তাহারা বলে—জগৎ অসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থার হেতু নাই, জগদ্ বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, ইহার কোন কর্ত্তা নাই, স্ত্রী-পুরুষের মিথুন হইতে সম্ভূত, অন্য কোন কারণ নাই—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের কামই প্রবাহরূপে ইহার হেতু ॥ ৮

অল্পবুদ্ধি আসুরপ্রকৃতিসম্পন্নগণ এইরূপ নাস্তিক দর্শন আশ্রয় করিয়া বিমলিনচিত্ত, হিংস্রকর্ম্মা, সকলের শত্রু হইয়া জগতের বিনাশের জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভ-মান-মদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কাম-ক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

টীকা—অপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তন্তে। কথম্, অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা, অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদি দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে। অশুচিব্রতাঃ অশুচীনি মদ্য-মাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ চিন্তামিতি। প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতাঃ। নিত্যচিন্তাপরায়ণা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে। এতাবদিতি কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়া অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথাচ বার্হস্পত্যং সূত্রং—"কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ" ইতি, "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষ" ইতি চ। অতএব আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শতানি তৈর্বদ্ধা ইতস্তত আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে, কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি॥ ১১-১২

টীকা—তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রপ্স্যামি। মনোরথং মনসঃ প্রিয়ম্। স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ। স্পষ্টমন্যৎ। ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজনবান্ কুলীনঃ। যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি। দাস্যামি স্তাবকেভ্যশ্চ। মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫

টীকা—এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তম্ অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ, মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ। এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ অশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি॥ ১৬

দুঃখে পূরণীয় কাম আশ্রয় করত দর্প-মান-গর্ব্বযুক্ত হইয়া চিত্ত-বৈকল্য হেতু অন্যায় আগ্রহ গ্রহণপূর্ব্বক মদ্যমাংসাদি সহকারে ক্ষুদ্র দেবতাগণের আরাধনা করে॥ ১০

মরণাবধি নিরতিশয় চিন্তা আশ্রয়পূর্ব্বক কাম উপভোগই পরম পুরুষার্থ ইহা নিশ্চয় করিয়া শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কাম ক্রোধে অতিশয় আসক্ত, কাম ভোগের নিমিত্ত চৌর্য্য দ্যুতাদি দ্বারা অর্থরাশি অভিলাষ করিয়া থাকে॥ ১১-১২

অদ্য আমি ইহা পাইয়াছি, এই মনোরথ ইচ্ছিত বস্তু পাইব, ইহা আছে, পুনরায় আমার এই ধন হইবে, এই শত্রুকে আমি বিনাশ করিয়াছি, অপর অরাতিগণকেও হনন করিব, আমি ঈশ্বর (কর্ত্তা), আমি জীবন্মুক্ত, কৃতকৃত্য, বলবান্, সুখী ও আমি ধনাঢ্য কুলীন। আমার মত আর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিয়া অপরের অপেক্ষা মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, আমি স্তবকারিগণকে দান করিব, হর্ষপ্রাপ্ত হইব, এই অজ্ঞান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদি বিষয়-বিবেক অভাবের দ্বারা বিমোহিত বিবিধ কামনায় ভ্রমান্বিতচিত্ত, হিতাহিত বুদ্ধিশূন্যস্বরূপ জালে সমাবৃত, অশাস্ত্রীয় ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ঘৃণিত নরকে পতিত হয়॥ ১৩-১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধন-মান-মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

টীকা—যক্ষ্য ইতি চ। যস্তেষাং মনোরথ উক্তঃ, স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ। অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ, যদ্বা 'দীক্ষিতঃ সোমযাজী' ত্যেবমাদিনা নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তৈর্যজন্তে। কথম্? দম্ভেন ন তু শ্রদ্ধয়া অবিধিপূর্ব্বকঞ্চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭

টীকা—অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে। দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধয়া অভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি, তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহমাত্রমবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্। অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮

টীকা — তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ তানীতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরং ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষ্বজস্রমনবরতং ক্ষিপামি, তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাম্? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং কৃমিকীটাদিযোনিং যান্তীত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০

টীকা—উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্, অতএবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকম্ তস্মাদেতৎত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১

টীকা — ত্যাগে চ বিশিষ্টং ফলমাহ — এতৈরিতি। তমসো নরকস্য দ্বারভূতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২

আমি সকলের পূজনীয়, এরূপ অভিমানবিশিষ্ট বিনয়-বিহীন ধনমানে অহঙ্কারী হইয়া তাহারা স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা অশাস্ত্রীয় ভাবে যজন করে ॥ ১৭

ইহারা অহঙ্কার, শারীরিক বল, দর্প, কাম, ক্রোধ আশ্রয়পূর্ব্বক আপনার এবং অপর প্রাণীর শরীরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমার দ্বেষ করত সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে ॥ ১৮

আমি আমার দ্বেষকারী হিংসাপরায়ণ নরাধম মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গলগণকে সংসারে ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি আসুরী যোনিতে বারংবার নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৯

হে কৌন্তেয়! মূর্খ বিবেকহীনগণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করত আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট কৃমিকীটাদি যোনিতে গমন করে ॥ ২০

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের উন্মুক্ত দ্বার,—অতএব আত্মবিনাশক এই তিনটিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২১

হে কৌন্তেয়! এই তিনটি তমোদ্বার হইতে মুক্তিলাভ করত মনুষ্য স্বকীয় নিষ্কাম কর্ম্ম তপস্যাদি মঙ্গলজনক কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ ২৪

টীকা—কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামকারতো যথেষ্টং বর্ত্ততে, স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চ সুখমুপশমং, ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥ ২৩

টীকা—ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্যমিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিকমেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি, তল্লভাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ॥ ২৪

দেব-দৈতেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে অবস্থিত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ, পরমগতি কিছুই লাভ করিতে পারে না॥ ২৩

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে তোমার শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রসকল কর্ত্তব্যনির্ণায়ক, এইজন্য শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া আপনার অধিকার অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥
ভীষ্মপর্ব্বণি তু চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্ বিভাগযোগনামক ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ॥
মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ)

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গেন তদাত্মক-তপ-আহার-যজ্ঞ-দানানাং পৃথক্পৃথগ্ভেদকথনম্, 'ওঁ তৎ সৎ' ইতি শব্দানাং প্রয়োগস্য চ ব্যাখ্যা।]

অর্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

টীকা—উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি" ইত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামকারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তম্। তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামকারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ—য ইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানাশ্চ গৃহ্যন্তে; তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা" "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ; অতো নাত্র শাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনো গৃহ্যন্তে, অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে, অতোঽয়মর্থঃ—যে

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গে তদাত্মক তপ, আহার যজ্ঞ ও দান-সমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভেদ বর্ণন এবং "ওঁ তৎ সৎ" এই শব্দসমূহের ও তাহার প্রয়োগের ব্যাখ্যা।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি অনাদরপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী?॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২

শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্ বা অনাদৃত্য, কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তেষান্তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি,—কিং সত্ত্বম্? আহো কিং রজঃ? অথবা তম ইতি; তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃসংশ্রিতা? তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ? শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজসতামসত্বাত্রেধা সন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা, তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাদন্যথা নেতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ — ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা, সা তু সাত্ত্বিকী রাজসো তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। অত্র হেতুঃ—স্বভাবজা; স্বভাবঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা, স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্; তত্তু তেষাং নাস্তি, অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেনৈব ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বিতি, তদুক্তং—'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন' ইত্যাদিনা॥ ২

টীকা—নন্ু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন ত্বয়ৈব শ্রীভগবতা উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, যথোক্তং,—"শমো দমস্তিতিক্ষেজ্যা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্ব্বৃতিঃ। ইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য বৃত্তয়ঃ" ইতি। অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যং, তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ—সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্ব্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি; তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ—যো যচ্ছ্রদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য, স এব সঃ তাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ এব স ইতি। যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষঃ, স পুনস্তাদৃশসত্ত্বসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া, যুক্ত এব ভবতি। যস্তু রজস উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ, স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি। লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেম্বেবং সাত্ত্বিক-রাজস-তামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ॥ ৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেহিগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী ত্রিবিধা শ্রদ্ধা পূর্ব্বসংস্কার হইতে উৎপন্ন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ২

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বানুগামিনী। এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় (শ্রদ্ধার বিকার) জন্মান্তরে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তিনি তদ্রূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। (শ্রদ্ধাসত্ত্বগুণের বৃত্তি হইলেও রজস্তমোযুক্ত পুরুষের আশ্রয়ত্বহেতু রজস্তমোমিশ্রিতত্ব সত্ত্বগুণের ত্রৈবিধ্য হেতু শ্রদ্ধাও ত্রিবিধা)॥ ৩

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষ-রক্ষাংসি রাজসাঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

টীকা—সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে, এতেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং তু পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকত্বাদি জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪

সাত্ত্বিকগণ দেবতাসকলকে অর্চ্চনা করেন, রাজসিকগণ যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে, তামস প্রকৃতি লোকসমুদয় প্রেত ও ভূতগণকে পূজা করিয়া থাকে॥ ৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃশরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।

টীকা — রাজস-তামসেষ্বপি পুনর্বিশেষান্তরমাহ — অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি, কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি, অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতবঃ, দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোঽভিলাষঃ, রাগ আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ, এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ, তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং প্রারম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বতোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্য্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তঃ এবং যে তপশ্চরন্তি, তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৫-৬

টীকা—আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্ত্বিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য য আহারোঽন্নাদিঃ, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি,

বঞ্চকতা 'আমি কর্ত্তা এই অভিমান'যুক্ত ইচ্ছা, অনুরাগ বল আশ্রয়সম্পন্ন হইয়া যে বিবেকহীন জনসকল শরীরস্থ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে বৃথা উপবাসাদির দ্বারা এবং অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়-কমলস্থিত আমাকে আমার আজ্ঞালঙ্ঘনের দ্বারা কর্ষণ করত শাস্ত্রবিধিবিরহিত ভয়ানক তপস্যা করে, তাহাদিগকে আসুর স্বভাব বলিয়া অবগত হইবে। ৫-৬

আহারও লোকের গুণভেদে তিন প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ। ইহাদের প্রভেদ শ্রবণ কর। ৭

জীবন, উৎসাহ, শক্তি, রোগশূন্যতা, চিত্তের প্রসন্নতা,

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭
আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

তথা যজ্ঞতপোদানানি ত্রিবিধানি প্রিয়াণি ভবন্তি। তেষাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজস-তামসাহার-যজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭

টীকা—তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবিতম্, সত্ত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগ-রাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ তে চ রস্যা রসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ দৃষ্টমাত্রা এব হৃদয়ঙ্গমাঃ এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্য-ভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

টীকা—তথা কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে, তেন অতিকটুর্নিম্বাদিঃ, অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ, অতিতীক্ষ্ণো মরিচাদিঃ, অতিরূক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতিকট্বাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ, দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়-সন্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাদ্ভাবিদৌর্ম্মনস্যম্, আময়ো রোগঃ এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি ॥ ৯

রুচিবিবর্দ্ধক, রসময়, স্নেহযুক্ত, স্থির শরীরে সারাংশের দ্বারা চিরকাল স্থায়ী (অভীপ্সিত) ভক্ষ্য ভোজ্যাদি সাত্ত্বিকগণের বাঞ্ছিত।

অতি কটু (নিম্বাদি), অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (মরীচ প্রভৃতি), অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী (সর্ষপাদি) দুঃখ-শোক-রোগ জনক আহার ভক্ষ্য ভোজ্য রাজসিকগণের প্রীতিজনক।

এক প্রহর পূর্ব্বে পাক করা, অতি শীতল, গতরস—যার সার নিপীড়ন করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ দ্রব্য, দুর্গন্ধযুক্ত বাসি,

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।

টীকা—তথা যাতযামমিতি। যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্বস্য ওদনাদেঃ তদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ, গতরসং নিষ্পীড়িতসারং, পূতি দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্বম্, উচ্ছিষ্টম্ অন্যভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং অভক্ষ্যম্ কলঞ্জাদি এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্॥ ১০

টীকা—যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে, স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ। কথমিজ্যতে, যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিতেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ॥ ১১

টীকা—রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য যত্তু ইজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে। দম্ভার্থঞ্চ স্বমহত্ত্বখ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥ ১২

টীকা—তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্। অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন

গুরুজন ভিন্ন অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট, অপবিত্র যে ভক্ষ্য ভোজ্য তামসিক প্রভৃতিগণের প্রীতিপ্রদ॥ ৮-১০

যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য—এই বোধে ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত পুরুষ একাগ্রমনে বিধিবিহিত যে যজ্ঞ করেন, তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ॥ ১১

আর ফললাভের উদ্দেশ করত ও নিজের মহত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস॥ ১২

শাস্ত্রোক্ত বিধিবিবর্জ্জিত, ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন, যথোক্ত দক্ষিণারহিত, শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ বলেন॥ ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু তত্ত্বজ্ঞগণের অর্চ্চনা, শৌচ (অভক্ষ্য বর্জ্জন), অনিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গ এবং স্বধর্ম্মে বিশেষভাবে অবস্থানের

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩
দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তং মন্ত্রৈর্হীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ॥ ১৩

টীকা—তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমঃ তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দেবদ্বিজাদিভিঃ ত্রিভিঃ। অত্র শারীরমাহ—দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপ উচ্যতে॥ ১৪

টীকা—বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ উচ্যতে॥ ১৫

টীকা—মানসং তপ আহ—মন ইতি। মনসঃ প্রসাদঃ স্বস্থতা, সৌম্যত্বমক্রূরতা, মৌনং মুনের্ভাবো মননমিত্যর্থঃ, আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ব্যবহারে মায়ারাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ উচ্যতে॥ ১৬

নাম শৌচ), সারল্য, কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে, সকল স্থানে মৈথুন ত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্য, বাক্য-মন-শরীরের দ্বারা সর্ব্বভূতের দ্রোহ না করা রূপ অহিংসা—শারীরিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ১৪

অভয়প্রদ, সত্য, যথাদৃষ্টশ্রুত, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য, মোক্ষশাস্ত্রাভ্যাস বাঙ্ময় তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়॥ ১৫

মনের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মনন বা মৌনব্রত, মনের সংযম, ভাবসংশুদ্ধি, সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন, অর্থাৎ জড় চেতন সমস্ত ভগবানের শরীর মনে করিয়া প্রণাম অভ্যাস—মানস তপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

টীকা — তদেবং শরীরবাঙ্মনোভির্নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতম্। তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদি-ভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ — শ্রদ্ধয়েত্যাদি ত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধস্যাপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈ-রেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭

টীকা—রাজসমাহ—সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়মিতি, তাপসোঽয়মিতি, তাপসোঽয়মিত্যাদি-বাক্‌পূজা। মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ, দৈহিকী পূজা অর্থলাভাদিঃ, এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে অতএব চলমনিয়তম্ অধ্রুবঞ্চ ক্ষণিকং যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

টীকা—তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণা-বিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯

টীকা—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—

ফলকামনা পরিশূন্য, একাগ্রচিত্ত মানবগণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধার সহিত আচরিত পূর্বকথিত ত্রিবিধ তপস্যাকে জ্ঞানিসকল সাত্ত্বিক তপস্যা বলেন ॥ ১৭

সাধুবাদ, সম্মান এবং লোকসমাজে পূজা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে আড়ম্বরসহ লোকবঞ্চনার জন্য যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, চঞ্চল অসত্য সেই তপস্যা রাজস নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৮

অবিবেককৃত দুরাগ্রহের দ্বারা আত্মাকে পীড়িত করিয়া বা অপরের বিনাশের নিমিত্ত যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯

দান করা কর্তব্য—ইহা মনে করিয়া কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র ক্ষেত্রে,

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্ দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়, দেশে কুরু-ক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ, পাত্রে চেতি দেশকালাদি-সাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা, পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতা-দিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ, যদ্বা চতুর্থ্যেবৈষা পাত্রে ইতি তৃজন্তং রক্ষকায় ইত্যর্থঃ। স হি সর্ব্বস্মাদাপদ্‌গণাদ্দাতারং পাতীতি পাতা। তস্মৈ যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ।২০

রাজসং দানমাহ—যদিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যু-পকারং করিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দ্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবম্ভূতং তৎ দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্ । ২১

তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশে অশুচিস্থানে, অকালে অশৌচাদি-সময়ে, অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যো যদ্দানং দীয়তে, তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসৎকারশূন্যম্। অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্ এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

গ্রহণাদি পুণ্যকালে, তপঃশ্রুতাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ও অনুপকারীকে যে দান করা হয়, সেই দান সাত্ত্বিক ॥ ২০

যে দান প্রত্যুপকার নিমিত্ত অথবা ফললাভের কামনায় বিত্তনাশহেতু ক্লেশযুক্তচিত্তে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস দান ॥ ২১

অপবিত্র স্থানে, অশৌচাদি সময়ে, নট-নর্তক আদি অপাত্রগণকে যে দান করা হয় এবং দেশকালপাত্রে ও পাদপ্রক্ষাল-নাদি সংকারশূন্যভাবে, অবজ্ঞা, তিরস্কার করিয়া দত্ত দান—তামস নামে কথিত ॥ ২২

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ।

টীকা—নন্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওম্ তৎসদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দ্দেশো নাম ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্র তাবৎ ওমিতি "ত্রিবিদ্ ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম, জগৎকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ অবিদুষাং পরোক্ষত্বাচ্চ। তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম। পরমার্থসত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিতি। সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি—তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ সগুণীকৃতা ইতি বা। যদ্বা যস্মাং ত্রিবিধো নির্দ্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা — ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্ ওঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাৎ ওমিত্যুদাহৃত্য তদুচ্চার্য্য কৃতা

ওঁ তৎ সৎ—পরমাত্মার এই ত্রিবিধ নাম, এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের নির্দ্দেশের দ্বারা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ২৩

সেই হেতু ব্রহ্মবাদিগণের "ওঁ" ইহা বলিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যাক্রিয়া আরম্ভ হয় ॥ ২৪

মোক্ষার্থিগণ ফল উদ্দেশ না করিয়া 'তৎ' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া করিয়া থাকেন ॥ ২৫

হে পার্থ! সদ্ভাবে—অস্তিত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি আছে এই অর্থে) ও সাধুভাবে—সাধুত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ এই অর্থে) এইরূপ অস্তিত্বে এবং সাধুত্বে 'সৎ' এই পদ প্রযুক্ত হয়; প্রশস্ত—

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি—তদিতি। উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে, অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যাজনেন মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

টীকা—সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে অস্তিত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে সাধুভাবে চ সাধুত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদি কর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে প্রযুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা। কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু যা স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কর্ম্ম পূজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপনাঙ্গমাঙ্গলিকাদিক্রিয়া, তৎসিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে উদ্যানশালিক্ষেত্রধনার্জ্জনাদিবিষয়ং তৎকর্ম্ম তদর্থীয়ম্। তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে। যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং,

মাঙ্গলিক অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি কর্ম্মে 'এই কর্ম্ম সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে যজ্ঞ, দান, তপস্যায় যে অবস্থান তাহাও সৎ এবং শ্রীভগবানের জন্য কৃতকর্ম্ম পূজা উপহার, গৃহ অঙ্গন পরিমার্জ্জন, উপলেপন আদি এবং সেই কর্ম্মসিদ্ধির জন্য কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি অতিব্যবহিত কর্ম্মও তদর্থীয় কর্ম্ম—তাহাও সৎ। মুখ্য গৌণ যে কোনভাবে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহাই তদর্থীয়, পূজা জপই হউক অথবা সেবানির্ব্বাহের জন্য দাসত্বই হউক সকলই তদর্থীয় কর্ম্ম। যেহেতু এই নামত্রয় অতি প্রশস্ত, তজ্জন্য সমস্ত কর্ম্মেই সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ২৬-২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

তস্মাদেতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদ্গুণ্যার্থং সংকীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে, 'বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু' ইতি ন্যায়াৎ। অপরে তু "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি বর্ত্তমানোপদেশঃ সমিধো যজতীত্যাদিবদ্বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুঃ। তত্তু সম্ভাবে চেত্যাদিষু প্রাপ্ত্যর্থত্বান্ন সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৬-২৭

টীকা—ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। হুতং হবনং দত্তং দানং তপস্তপ্তং নির্ব্বর্ত্তিতং যচ্চান্যদপি কৃতং কর্ম্ম, তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে। যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ, নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।

তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ভীষ্মপর্ব্বণি তু একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অশ্রদ্ধাসহকারে হবন, দান, তপস্যা আর অন্যান্য কর্ম্মসমূহ কৃত হইলে তাহা অসৎ বলিয়া কথিত; ইহলোক পরলোক—কোন স্থানেই তাহা সুফল দান করে না। ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা (লক্ষশ্লোকাত্মক) শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে যোগশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে একচত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ)

[ত্যাগস্য মহিমকথনম্ তথা সাংখ্যসিদ্ধান্তস্য, ফলসহিতবর্ণধর্ম্মস্য, উপাসনাসহিতজ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ, ভক্তিসহিতনিষ্কামকর্ম্মযোগস্য, গীতামাহাত্ম্যস্য চ বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

টীকা—ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্।

স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥

অত্র চ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।" "সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা" ইত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টঃ। তথা "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ইত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্, ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ। অতঃ কর্ম্মসংন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জুন উবাচ—সংন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন! হে কেশিনাম্নো মহতো হয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোঽহতাস্তং বাত্তে মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব স্ববাহুনা কর্কটিকাফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান, অতএব হে

অর্থ

[ত্যাগের মহিমা কথন এবং সাংখ্যসিদ্ধান্ত, ফলের সহিত বর্ণধর্ম, উপসনার সহিত জ্ঞাননিষ্ঠা, ভক্তিসহ নিষ্কাম কর্মযোগ ও গীতামাহাত্ম্য বর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন—হে মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিষূদন! সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব বিশেষভাবে বিদিত হইতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীভগবানুবাচ।
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

মহাবাহো! ইতি সম্বোধনং, সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১

টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানাং 'পুত্রকামো যজেত' 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি-কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সম্যক্ ফলৈঃ সহ সর্ব্বকর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা বিদুঃ, জানন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ। ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্। নন্থ নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ, নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি। উচ্যতে, যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ "অহরহঃ সন্ধ্যা-মুপাসীত" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে, তথাপ্যপুরুষার্থব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্, বিধিঃ "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদিম্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। ন চাতীব গুরুমতঃ শ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেবং বিধেঃ প্রযোজনং মন্তব্যং, পুরুষ-প্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্দুষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদাবপি ফলং "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" ইতি "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইত্যাদিষু। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচ-ক্ষণাঃ" ইতি। নন্থ ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ, তন্ন। সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সংযোগ-পৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি, ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্ত-

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

দেহাত্মাভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা। তাবৎ পর্য্যন্তঞ্চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম্ম কুর্ব্বতস্তৎ ফলত্যাগ এব কর্ম্মত্যাগো নাম, ন স্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি। ততঃ পরন্তু সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি। তদুক্তং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধৌ,—প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎ-পাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থা ন্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব ॥" উক্তঞ্চ ভগবতা—'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদি। বশিষ্ঠেন চোক্তং—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ" ইতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা। তদুক্তং শ্রীভগবতা "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাঽনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥" ইত্যাদি। অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ ॥ ২

টীকা—অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থো ন কর্ম্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তর-নিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষ-বত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্মনীষিণ ইতি। অস্যায়ং ভাবঃ—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' ইতি নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতু-হিংসেত্যাহ, "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত"—ইত্যাদি-প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমাহ; অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়াগোচরত্বাৎ বাধ্য-বাধকতা নাস্তি। দ্রব্যসাধ্যেষু চ সর্ব্বেষ্বপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং, "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত ইতি।" অস্যার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ সোঽপি দৃষ্টোপায়বদ্

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম্মসমূহের পরি-ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ও জ্ঞানিগণ নিখিল কর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন ॥ ২

সাংখ্যবেত্তাসকল 'কর্ম্ম দোষবিশিষ্ট' এই হেতু পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য বলেন। মীমাংসকগণ 'যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে' ইহা বলিয়া থাকেন ॥ ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ॥ ৪
যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮

গুরুপাঠাদ্ অনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ। তত্রাবিশুদ্ধির্হিংসা তয়া ক্ষয়ো বিনাশঃ। অগ্নিহোত্র-জ্যোতিষ্টোমাদিজন্যং স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ত্ততে, পরোৎকর্ষস্তু সর্ব্বান্ দুঃখীকরোতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ—ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণ কর্ত্তব্যা, সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব, তথাহি বিধিবিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে, তাদর্থ্যলক্ষণত্বাচ্ছেষত্বস্য ন ত্বেবং নিষেধো নিষেধস্য তদর্থ্যমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ, অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধান্নাস্তি দোষবত্ত্বম্, অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা বার্য্যতে সামান্যবিশেষন্যায়ং সম্পাদয়িতুম্॥ ৩

টীকা—এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়ং শৃণ্বিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু। ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগোঽয়ং দুর্বোধো হি যস্মাদয়ং কর্ম্মত্যাগস্ত্রৈবিধ্যস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যঞ্চ—নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণ ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি॥ ৪

টীকা—প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি। যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তৎপ্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তানি এতান্যপ্যেবং কর্ত্তব্যানি। কথম্? সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কর্ত্তব্যানি, ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি নিশ্চিতং মে মতম্; অতএবোত্তমম্॥ ৫-৬

টীকা—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ, নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ। অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবং লক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ; স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭

টীকা—রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি। যঃ কর্ত্তা আত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি যত্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসো

হে ভরতপ্রধান পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই ত্যাগবিষয়ে আমার বাক্য হইতে নির্ণয় শ্রবণ কর,—ত্যাগও ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয়॥ ৪

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কেননা যজ্ঞ-দান-তপস্যা জ্ঞানিগণের পবিত্রতা-বিধায়ক॥ ৫

হে পার্থ! এই কর্ম্মসকল আসক্তি ও ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহা আমার নিশ্চিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিমত॥ ৬

সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে; অজ্ঞানবশে তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ৭

যে কর্ত্তা আত্মজ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম করা দুঃখকর বলিয়া শরীরের আয়াস-ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করে, (দুঃখ রাজস) সে তজ্জন্য রাজস ত্যাগ করত জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষণ ত্যাগফল লাভ করে না॥ ৮

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুসজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।

দুঃখস্য রাজসত্বাৎ, অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ॥ ৮

টীকা—সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্য্যমিতি। কার্য্যমিত্যেবং বুদ্ধা নিয়তমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যত্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

টীকা—এবম্ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী। অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ। যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজতি; তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ। অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরুপাদিৎসাপরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ॥ ১০

টীকা—নন্বেবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্ বরং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগস্তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং সম্পদ্যতে, তত্রাহ—ন হীতি। দেহভৃতা দেহাত্মাভি-

যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩

মানবতা নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যম্। তদুক্তং, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

টীকা—এবম্ভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্, ইষ্টং দেবত্বং, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্ এবং ত্রিবিধং পাপস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্ম্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধং, তৎ সর্ব্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি; তেষামেব ত্রিবিধকর্ম্মসম্ভবাৎ; ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিদপি ভবতি। সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ" ইত্যেবমাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভাবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ, ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ১২

টীকা—নন্বু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কর্ম্মফলেন লেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ — পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি মে মম বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃ-

হে অর্জুন! কর্ম্মে অনুরাগ ও ফলত্যাগপূর্ব্বক, অবশ্যকর্ত্তব্য—ইহা বোধ করত যে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক ইহা আমার মত॥ ৯

সত্ত্বগুণসম্পন্ন, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্, সন্দেহরহিত ত্যাগী দুঃখপ্রদ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না, মঙ্গলকর কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না॥ ১০

দেহধারী সম্পূর্ণভাবে নিখিল কর্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, পরন্তু যিনি কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি ত্যাগী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন॥ ১১

সকাম ব্যক্তিগণের পরলোকগমনের পর অনিষ্ট (নারকিত্ব), ইষ্ট (দেবত্ব) ও মিশ্র (মনুষ্যত্ব) এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের হয় না। সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ এখানে যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মত্যাগী সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, তাহাদের পাপ-অনুষ্ঠান অসম্ভব আর ঈশ্বরে অর্পণের দ্বারা পুণ্যফল ত্যাগ হেতু ত্রিবিধ কর্ম্মফল হয় না॥ ১২

হে মহাবাহো! বেদান্তসিদ্ধান্তে সমস্ত কর্ম্মের সিদ্ধির জন্য এই পাঁচটি কারণ আমার নিকট অবগত হও॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪
শরীর-বাঙ্-মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫
তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮

ত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানম্। প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যম্, তস্মিন্ কৃতং কর্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যং, কৃতোঽন্তো নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব তস্মিন্ প্রোক্তানি অতঃ সম্যক্ নিবোধেত্যর্থঃ॥ ১৩

টীকা — তান্যেবাহ — অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং, কর্ত্তা চিদচিদ্গ্রন্থিরহঙ্কারঃ, পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারম্। করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাঃ কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ ; অত্র চ এতস্বেব পঞ্চমং দৈবঞ্চ কারণং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদিসর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্যামী বা॥ ১৪

টীকা—এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম্ম ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব্যম্, শরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তম্। শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভির্যৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যমধর্ম্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ॥ ১৫

টীকা—ততঃ কিমত আহ তত্রেতি। তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং নিরুপাধিকমসঙ্গমাত্মানং যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশত্যাগেনাসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ দুর্ম্মতিরসৌ সম্যক্ ন পশ্যতি॥ ১৬

টীকা—কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষয়ামাহ — যস্যেতি। যদ্বা অহমিতি কৃতোঽহঙ্কর্ত্তেত্যেবম্ভূতো ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি, অহঙ্কৃতোঽহঙ্কারস্য ভাবঃ, স্বভাবঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি শরীরাদীনামেব কর্ম্মকর্ত্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ, অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে, স এবম্ভূতো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী ইমান্ লোকান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্তয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি, ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিস্তস্য বন্ধশঙ্কেত্যর্থঃ। তদুক্তং — "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি॥ ১৭

টীকা—হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে—ইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কর্ম্মচোদনায়াঃ কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কর্ম্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্য আত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মচোদনাং কর্ম্মাশ্রয়ঞ্চাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞান-

---

শরীর ও কর্ত্তা (অহঙ্কার), ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়, বহুবিধ চেষ্টা, আর পঞ্চম দৈব অথবা চক্ষু আদি প্রেরক আদিত্য প্রভৃতি সকলের প্রেরক অন্তর্য্যামী॥ ১৪

মনুষ্য কায়মনোবাক্যের দ্বারা যে যোগ্য বা অযোগ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে, এই পাঁচটি তাহার কারণ॥ ১৫

অখিল কর্ম্মে শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, বিবিধ পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা আর দৈব—এই পাঁচটি হেতু হইলেও নিরুপাধি, অসঙ্গ আত্মাকে যে কর্ত্তারূপে দর্শন করে, শাস্ত্রাচার্য্য-সেবা বিমুখ সেই দুর্ব্বুদ্ধি দেখিতে পায় না—সে সত্যদর্শনে বঞ্চিত॥ ১৬

যাঁহার "আমি কর্ত্তা" এইরূপ স্বভাব নয়, যাঁহার বুদ্ধি ইষ্ট অনিষ্ট বুদ্ধিতে কর্ম্মে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত প্রাণিগণকে লোকদৃষ্টিতে হনন করিলেও অসম্পৃক্ত স্বকীয় দৃষ্টির দ্বারা কাহাকেও বিনাশ করেন না বা তাহার ফলে নিবদ্ধ হন না॥ ১৭

জ্ঞান—ইহা ইষ্টসাধন এই বোধ, জ্ঞেয়—ইষ্টসাধন কর্ম্ম, পরিজ্ঞাতা—এই জ্ঞানের আশ্রয়, এই ত্রিবিধ কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ। আর করণ সাধকতম, কর্ম্ম কর্ত্তার ঈপ্সিততম, কর্ত্তা ক্রিয়ানির্বর্ত্তক এই করণাদি ত্রিবিধ কারক ক্রিয়ার আশ্রয়॥ ১৮

জ্ঞানং কর্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণুতান্যপি॥ ১৯
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩

মিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ, জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কর্ম্ম, পরিজ্ঞাতা এবম্ভূতজ্ঞানাশ্রয়ঃ, এবং ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা চোদ্যতে প্রবর্ত্ত্যতেঽনয়েতি চোদনা জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা চোদনেতি বিধিরুচ্যতে, তদুক্তং ভট্টৈঃ, —"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ" ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি। তদুক্তং—'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা' ইতি। তথা করণং সাধকতমং, কর্ম্ম চ কর্ত্তুরীপ্সিততমম্। কর্ত্তা ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকঃ, কর্ম্ম সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্ম্মসংগ্রহঃ; করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি-কারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেব কেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্। ততঃ কিমত আহ—জ্ঞানমিতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রম্, তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে, তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু। ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বাদিপ্রতিষেধার্থঃ, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে 'তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ' ইত্যাদিনা। গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ, সপ্তদশাধ্যায়ে 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্' ইত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্। ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ॥ ১৮-১৯

টীকা—তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তমনুস্যূতম্ একমব্যয়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষতে আলোচয়তি, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধীতি॥ ২০

টীকা—রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্ব্বেষু ভূতেষু দেহেষু নানাভাবান্ বস্তুত এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি॥ ২১

টীকা—তামসং জ্ঞানমাহ—যদিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনিবেশযুক্তম্। অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্, অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ অতএবাল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ। যদেবম্ভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

টীকা—ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্মাহ — নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমভি-

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্ত্তা সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় ভেদে তিন প্রকার কথিত হয়, তাহাও যথার্থরূপে শ্রবণ কর॥ ১৯

যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত বিভিন্ন ভূতসকলে অভিন্ন এক অব্যয় নির্ব্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব আলোচিত হয়, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে॥ ২০

ভিন্নত্বহেতু যে জ্ঞান প্রাণিসকলে বিবিধ আত্মাকে নানাভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই জ্ঞান রাজস বলিয়া জানিবে॥ ২১

এবং যে জ্ঞান এক শরীরে অথবা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণের 'ইহাই আত্মা বা ঈশ্বর' এই প্রণিধানযুক্ত, যুক্তিহীন, পরমার্থ অবলম্বনরহিত; তুচ্ছ সেই জ্ঞান তামস নামে ভাষিত হয়॥ ২২

নিষ্কাম ব্যক্তির দ্বারা নিত্য আগ্রহবিরহিত, অনুরাগ বিরাগ বিবর্জ্জিতভাবে অনুষ্ঠিত যে কর্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে॥ ২৩

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।

নিবেশশূন্যম্, অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

টীকা—রাজসং কর্ম্মাহ — যদিতি। যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে। যচ্চ পুনর্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

টীকা—তামসং কর্ম্মাহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং, ক্ষয়ং বিত্তক্ষয়ং বিত্তব্যয়ং, হিংসাং পরপীড়াং, পৌরুষঞ্চ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্য অপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২৫

টীকা—কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিরহিতঃ, ধৃতির্ধৈর্য্যম্, উৎসাহ উদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ। আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারো হর্ষবিষাদ-

সকাম পুরুষ 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার সহ অত্যন্ত ক্লেশকর যে কর্ম্ম আচরণ করে, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

ভাবি-মঙ্গলামঙ্গল, ধনক্ষয়, পরপীড়ন ও স্বকীয় সামর্থ্য পর্য্যালোচনা করিয়া অজ্ঞানবশে যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস কর্ম্ম নামে উদাহৃত হয় ॥ ২৫

আগ্রহ-বিবর্জ্জিত, গর্ব্বোক্তিবিহীন, ধৈর্য্য, উদ্যমসংযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদশূন্য কর্ত্তা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন ॥ ২৬

পুত্রাদিতে অনুরাগসম্পন্ন, কর্ম্মফলকামী, পরস্ব অভিলাষী, মারক-স্বভাব, শাস্ত্রবিহিত শৌচাচার-বিবর্জ্জিত, আনন্দ-দুঃখ সমন্বিত কর্ত্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় ॥ ২৭

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

শূন্যঃ স এবম্ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ১৬

রাজসং কর্ত্তারমাহ—রাগীতি। রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলকামী, লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ, অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ, লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২৭

তামসং কর্ত্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনবহিতঃ, প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোঽনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগূহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোঽনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী শোকশীলঃ, যদদ্য বা শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ, স দীর্ঘসূত্রী এবম্ভূতঃ কর্ত্তা তামসঃ। কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবতি, কর্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং বেদিতব্যম্। বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন করণস্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৭-২৮

টীকা—ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯

টীকা—অত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে, নিবৃত্তিমধর্ম্মে, যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ

অমনোযোগী, বিবেকহীন, নম্রতাশূন্য, শঠ, গোপনে অনিষ্টকারী, পরাপমানী, উদ্যমবিহীন, বিষাদসম্পন্ন শোকশীল, চিরকারী (এক দিনের কর্ম্ম যে এক মাসেও সম্পন্ন করে না) কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২৮

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি এবং ধৃতির সাত্ত্বিকাদি গুণানুসারে তিন প্রকার ভিন্নত্ব-হেতু সমগ্ররূপে কথ্যমান প্রভেদ শ্রবণ কর ॥ ২৯

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অধর্ম্মে নিবৃত্তি দেশ ও কালে যে কার্য্য এবং অকার্য্য, কার্য্যাকার্য্য নিমিত্ত অর্থ ও অনর্থ, বন্ধ কি এবং মোক্ষ কি প্রকার—যে বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) অবগত হয়, তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩
যয়া তু ধর্ম-কামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

কার্য্যমকার্য্যঞ্চ, ভয়াভয়ে কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ কথং বন্ধঃ, কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০

টীকা—রাজসীং বুদ্ধিমাহ—যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১

টীকা—তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্ম্মমিতি। বিপরীত-গ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তং, জ্ঞানন্তু তদ্‌বৃত্তিঃ, ধৃতিরপি তদ্‌বৃত্তিরেব। যদ্বা, অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মিণো বুদ্ধিরপ্যধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব। ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্‌বৃত্তীনাং বহুত্বেঽপি ধর্ম্মাধর্ম্মভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাদে-তাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যাসাম্ ॥ ৩২

টীকা—ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তর-মধারয়ন্ত্যা। যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। ৩৩

রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি, তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ। ৩৪

তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ ন বিমুঞ্চতি পুনঃপুনরাবর্ত্তয়তি। স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা। সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫

টীকা—[ইদানীং] সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্দ্ধেন—সুখন্ত্বিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াদ্ রমতে ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি। যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কীদৃশং তৎ? যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্ দুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে অমৃত-সদৃশম্ আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদো রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য্য-অকার্য্য সন্দেহাস্পদ বলিয়া বিদিত হয়, তাহা রাজসী বুদ্ধি ॥৩১

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করে ও সকল অর্থ বিপরীতভাবে মনে বিবেচনা করিয়া থাকে, অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সে বুদ্ধি তামসী। ৩২

হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা-হেতু বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হয়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

হে অর্জুন! ধৃতির দ্বারা ধর্ম্ম কাম অর্থসমূহ প্রধানভাবে ধৃত হয়, ত্যাগ করে না, তৎ প্রসঙ্গক্রমে ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪

হে পার্থ! দুর্বুদ্ধি পুরুষ যে ধৃতির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, কোপ, বিষণ্ণতা এবং মদ (গর্ব্ব) ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না সেই ধৃতি তামসী। ৩৫

হে ভরতর্ষভ! অধুনা ত্রিবিধ সুখও আমার নিকট শ্রবণ কর—যে সুখানুভবে অভ্যাসনিমিত্ত আসক্ত হয় এবং দুঃখের অবসানও হয়, তাহা প্রথমে বিষের তুল্য, পরিণামে অমৃতের সদৃশ, আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জাত সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়। ৩৬-৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥৪০

টীকা—রাজসং সুখমাহ — বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখম্, অমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণামে চ বিষতুল্যম্ ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

টীকা—তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রে প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরং তদেবাহ। নিদ্রা চালস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোরাজ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯

টীকা—অনুক্তমপি সংগৃহ্ণন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন— তদস্তীতি ত্রিভিঃ। এভিঃ প্রকৃতিসম্ভবৈঃ সত্ত্বাদিভিস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতম্ অন্যদ্বা যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু চ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৪০

টীকা—নন্থ যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে পরন্তপ! হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণানাং

বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ নিমিত্ত যে সুখ প্রথমে অমৃতের মত এবং শেষে বিষের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক, সেই সুখ রাজস বলিয়া স্মৃত হয়। ৩৮

নিদ্রা, আলস্য, অনবধান সঞ্জাত যে-সুখ প্রথমে এবং পরে আত্মার মোহজনক, তাহা তামস সুখ নামে কথিত। ৩৯

পৃথিবীতে, স্বর্গলোকে অথবা দেবগণের মধ্যেও এই প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্বাদিগুণহীন প্রাণিজাত বা অন্য কিছু নাই। ৪০

হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্মসমূহ

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি। শূদ্রাণাং স্বভাবাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ— স্বভাবঃ সাত্ত্বিকরাজসাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তম উপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ, রজঃ-উপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ॥ ৪১

টীকা—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ— শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ, তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জ্জবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্; বিজ্ঞানমনুভবঃ, আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ, এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম। ৪২ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ — শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ অপরাঙ্মুখতা, দানমৌদার্য্যম্, ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ, এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম।৪৩

বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ—কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণং, গাঃ রক্ষ-

পূর্ব্বজন্মসংস্কার প্রাদুর্ভূত গুণসকলের দ্বারা প্রভেদ অর্থাৎ উত্তমরূপে বিভাগক্রমে বিহিত হইয়াছে। ৪১

শম (চিত্তের উপরম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয় দমন), শারীর বাচিক মানস তপস্যা, শৌচ (মলনিরসন শরীর মনের শুদ্ধি), ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান (শাস্ত্রীয়), বিজ্ঞান (অনুভব), আস্তিক্য (পরলোক আছে ইহা নিশ্চয়) ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। ৪২

শৌর্য্য (বল, সাহস), তেজঃ (প্রতাপ, পৌরুষ প্রয়োগ সকলে অমূঢ়তা), ধৈর্য্য, কৌশল, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ঔদার্য্য, ঈশ্বরভাব (নিয়মনশক্তি) ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪৩

কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

তীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতদ্বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম্ম ॥ ৪৪

টীকা—এবম্ভূতস্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্মণো জ্ঞানহেতুত্ব-মাহ—স্বে স্বে ইতি। স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে। কর্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিকারমাহ—স্বকর্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্ম-পরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে, তং প্রকারং শৃণু ॥ ৪৫

টীকা— তমেবাহ — যত ইতি। যতোঽন্তর্য্যামিণঃ পরমেশ্বরাদুদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি। যেন প্রকারেণাত্মনা সর্ব্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্, তমীশ্বরং স্বকর্মণাঽভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৬

টীকা—স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধবধাদিযুক্তাদ্ যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাদ্ভিক্ষাটনাদি-পরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি ॥ ৪৭

টীকা—যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে, তর্হি সদোষত্বং

কৃষি, গোরক্ষণ, পশুপালন, ক্রয় বিক্রয় আদি বাণিজ্য ইহা বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিক পরিচর্য্যা (সেবা) শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম। ৪৪

স্ব স্ব অধিকারবিহিত কর্ম্মে নিযুক্ত সন্তুষ্ট মানব জ্ঞান-যোগ্যতা লাভ করেন। আপন আপন কর্ম্মে অনুরক্ত মানব যেরূপে সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫

যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হয়, যাহা দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন মানব স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা সেই ঈশ্বরকে পূজা করত সিদ্ধি (জ্ঞানযোগ্যতা) লাভ করেন ॥ ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

পরধর্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি যস্মাৎ সর্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব, যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ; অতো যথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮

টীকা—ননু কথং কর্মণি ক্রিয়মাণে দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পদ্যত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য, জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ স এবম্ভূতেন, "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ" ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তেন কর্মাসক্তিতৎফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গ-ফলয়োস্ত্যাগেন কর্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্ম্যমেব কর্তৃত্বাভিনি-বেশাভাবাৎ। তদুক্তং—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন, তথাপ্যনেনোক্ত-লক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং "সর্ব্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" ইত্যেবং লক্ষণং পারমহংস্যাপর-পর্য্যায়াং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯

অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে অতি প্রশস্ত; স্বভাববশীভূত কর্ম্ম করিয়া অপরাধী হয় না। ৪৭

হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত ও স্বভাববিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, যেহেতু দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্ম্ম কোন না কোন দোষের দ্বারা সহজ ধূমের অগ্নির ন্যায় আচ্ছাদিত দেখা যায় ॥ ৪৮

সকল বিষয়ে অনাসক্ত বুদ্ধি, অহঙ্কারবিহীন, সকল ইচ্ছা-বিহীন, সন্ন্যাসের দ্বারা অনুত্তমা সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগ-দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

টীকা—এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাব-প্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্‌ভিঃ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ। প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য বা পরেতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানাং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০

টীকা—তদেবাহ বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা স্বাত্মানং কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতরূপং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ো রাগ-দ্বেষৌ চ ব্যুদস্য বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ।৫১ কিঞ্চ বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুদ্ধদেশাবস্থায়ী, লঘ্বাশী মিতভোজী, এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগুপাশ্রিতো ভূত্বা। ৫২

কিঞ্চ অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরক্তোঽহমিত্যাত্মহঙ্কারং

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধবশাৎ প্রাপ্যমাণেষ্বপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্ শান্তং পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩

টীকা—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি! ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ! অতএব সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ। সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরমাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৫৪

টীকা—ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি, কথম্ভূতম্, যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫

হে কৌন্তেয়! চিত্তশুদ্ধি লাভের পর যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও এবং জ্ঞানের পারসমাপ্তি তাহাও জ্ঞাত হও ॥ ৫০

পূর্ব্বকথিত সাত্ত্বিকী বুদ্ধিসম্পন্ন, সাত্ত্বিকী ধৃতির দ্বারা আত্মাকে কার্য্যকারণ সঙ্গত সেই বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্‌বিষয়ক অনুরাগ-বিরাগ ত্যাগ করত শুদ্ধ নির্জ্জনদেশে অবস্থানকারী, মিতভোজী, বাক্য, শরীর, চিত্ত সংযত করিয়া ধ্যানযোগে পরম আসক্ত, উত্তমরূপে বৈরাগ্য আশ্রিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ বিশেষভাবে বিমুক্ত হইয়া মমতাবিহীন শমগুণসম্পন্ন 'ব্রহ্মাহং' এইরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থানে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩

ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রহৃষ্টচিত্ত কোন বিষয়ে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, সকলভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার প্রেমলক্ষণা পরা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘনরূপ আমাকে পরা ভক্তির দ্বারা স্বরূপতঃ অবগত হয়, অনন্তর আমাকে যথার্থতঃ অর্থাৎ একমাত্র অদ্বয় তিনিই মায়াবলম্বনে বিশ্বে সৃষ্টি স্থিতি নাশ করেন, একমাত্র পরম জ্যোতি অদ্বয়জ্ঞানই পরম সত্য এইভাবে অবগত হইয়া আমাতে প্রবিষ্ট হন ॥ ৫৫

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮

টীকা—সকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি — সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি কাম্যানি চ কর্ম্মাণি পূর্বোক্তক্রমেণ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ সন্ সর্ব্বদাঃ কুর্ব্বাণঃ অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য স মম প্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং পদং প্রাপ্নোতি॥ ৫৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ — চেতসেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য, মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিরিতি ন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য স তথাভূতো ভব॥ ৫৭

টীকা — ততো যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু—মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকাণি দুঃখানি তরিষ্যতি। বিপক্ষে দোষমাহ, অথ চেৎ যদি পুনস্ত্বমহঙ্কারাৎ জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ মদুক্তমেবং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

টীকা—কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি, ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ—যদিতি। মদুক্তমনাদৃত্য কেবলমহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি ত্বং যন্মন্যসে অধ্যবস্যসি, এষ তে অধ্যবসায়ো মিথ্যৈবাস্বতন্ত্রত্বাত্তব। তদেবাহ—প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব॥ ৫৯

টীকা—কিঞ্চ স্বভাবেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছসি, অবশোঽপি তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব॥ ৬০

টীকা—তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং চোক্তম্; ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্যামী তিষ্ঠতি। কিং কুর্ব্বন্? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তৎকর্মসু প্রবর্ত্তয়ন্, যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যদ্বা, যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ।

সতত সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র আমাকে অনন্যভাবে আশ্রয় করত আমার প্রসাদে শাশ্বত (সদা একরূপ) অব্যয় আন্তরহিত, সর্ববিকারশূন্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৬

চিত্তের দ্বারা নিখিল কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ ভগবদারাধনে আমি অবশ্যই কৃতার্থ হইব এই বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করত সতত নিখিল কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মদ্গতচিত্ত হও। ৫৭

তুমি সতত আমাতে সমর্পিতচিত্ত হইয়া আমার অনুগ্রহে দুস্তর সাংসারিক দুঃখসমূহ উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি তুমি "আমি কর্ত্তা জ্ঞাতা" এই অভিমানবশে আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। ৫৮

যদি তুমি অহঙ্কার আশ্রয়পূর্ব্বক "আমি যুদ্ধ করিব না" মনে কর, তবে তোমার সে নিশ্চয় মিথ্যাই; কেন না তুমি স্বাধীন নহ—তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতি তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। ৫৯

হে কৌন্তেয়! অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তোমার জন্মান্তরীয় কর্মজাতস্বভাব উৎপন্ন স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তুমি অবশভাবে সেই যুদ্ধই করিবে। ৬০

হে অর্জুন! সকলভূতের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সমস্ত ভূতকে নিজশক্তি মায়ার দ্বারা দারুযন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকাগণকে যেমন সূত্রধার ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ তৎ তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করত অবস্থান করিতেছেন। ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"॥ ইতি অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণঞ্চ, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মানং বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ এষ তে অন্তর্য্যাম্যমৃত" ইত্যাদি ॥ ৬১

টীকা—তমিতি—যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মাদহঙ্কারং পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২

টীকা—সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ—ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্। কথম্ভূতম্, গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্, এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩

টীকা—অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মত্যন্তং মে মম ত্বমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি; যদ্বা ত্বং মমেষ্টোঽসি ময়া বক্ষমাণং চ দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি কেচিৎ পঠন্তি ॥ ৬৪

টীকা—তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা মচ্চিত্তো ভব, মদ্ভক্তো মদ্ভজনশীলো ভব, মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব, মামেব নমস্কুরু, এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি, অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ। ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি। ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্ব্বেতি মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বা ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি মোচয়িষ্যামি ॥ ৬৫-৬৬

হে ভারত! কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি এবং নিত্য পরমেশ্বর স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২

এই গুহ্য হইতে অর্থাৎ রহস্যমন্ত্র যোগাদি জ্ঞান হইতেও গুহ্যতর তোমাকে উপদেশ করিলাম। আমার উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র অশেষভাবে পর্য্যালোচনা করত অনন্তর যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর ॥ ৬৩

তুমি আমার সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর—আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি, তজ্জন্য তোমার হিত আবার বলিতেছি ॥ ৬৪

তুমি মচ্চিত্ত হও, আমার ভজনপরায়ণ হও, আমার যজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর—এরূপ করিলে আমার অনুগ্রহলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সংশয় করিও না—যেহেতু তুমি আমার প্রিয়, তজ্জন্য আমি তোমায় সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ॥ ৬৫

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমার ভক্তি দ্বারাই সমস্ত হইবেই এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিধি কৈঙ্কর্য্য ত্যাগ করত মদেকশরণ হও। এরূপ করিলে কর্ম্মত্যাগজনিত পাপ হইবে এরূপ অনুশোচনা করিও না, যেহেতু একমাত্র আমার শরণাপন্ন তোমাকে আমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥ ৬৬

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১

টীকা—এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ — ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়া অতপস্কায় স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যম্, ন চ অভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি ন বাচ্যম্, ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা বাচ্যম্, মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি, তস্মৈ ন চ বাচ্যম্ ॥ ৬৭

টীকা—এতৈর্দ্দোষৈর্বিরহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

টীকা—কিঞ্চ ন চেতি—তস্মান্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি। মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি, ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। পঠতঃ ফলমাহ — অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্ব্ব-যজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি, তথাপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি। যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কদাচিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্ণাতি, তদাসৌ মামেবায়মাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্, অতএব অজামিলক্ষত্রবন্ধুপ্রমুখাণাং কথঞ্চিন্না-মোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি, তথৈবাস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৯-৭০

টীকা—অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি। শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়-মুচ্চৈর্জ্জপতি অসম্বদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ — অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ, সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্ম্মুক্তঃ সন্নশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

এই গীতার্থ তত্ত্ব স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানহীনকে বলিবে না। আর গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তিশূন্যকে বলিবে না, যে শুশ্রূষাকারী নহে তাহাকে বলিবে না এবং পরমেশ্বর আমাকে যে মনুষ্যদৃষ্টিতে নিন্দা করে, তাহাকে বলিবে না ॥ ৬৭

যিনি পরম গোপনীয় আমার এই গীতাশাস্ত্র আমার ভক্ত-গণকে বলিবেন, তিনি আমাতে প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভ করত নিশ্চয়ই আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮

অতএব আপনার ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে কেহই আমার নিরতিশয় পরিতোষকর্ত্তা নাই, কালান্তরেও হইবে না, আমারও তাহা হইতে অন্য প্রিয়তর অধুনা সংসারে নাই—কালান্তরেও হইবে না ॥ ৬৯

এবং যিনি আমাদের এই ধর্ম্মযুক্ত সংবাদ পাঠ করিবেন, তাঁহার দ্বারা আমি সর্ব্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চিত হইব। যদি কেহ গীতার্থ না বুঝিয়াও পাঠ করে, তাহা হইলেও আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব। যেমন কেহ কাহাকেও যদৃচ্ছাক্রমে নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে সে তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ গীতাপাঠকারী আমাকেই আহ্বান করিতেছে মনে করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইব ॥ ৭০

শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও গুণে দোষাবিষ্কাররহীন যে মানব কেবলমাত্র শ্রবণও করিবেন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞকারিগণের লোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥ ৭৪
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭

টীকা — সম্যগ্বোধানুৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থঃ। অজ্ঞানসম্মোহস্তত্বাজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭২

টীকা — কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ — নষ্ট ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ, যতোঽয়মহমস্মীতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা; স্থিতোঽস্মি, যুদ্ধায়োত্থিতোঽস্মি। গতঃ ধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্যে ইতি॥ ৭৩

টীকা—তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭৪

আত্মনস্তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্, অতো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ অহং শ্রুতবানস্মি। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্। পরত্বমাবিষ্করোতি—যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি॥ ৭৫

টীকা—কিঞ্চ— রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭৬

টীকা—কিঞ্চ—তচ্চেতি। তদিতি বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭৭

টীকা—অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র চ যেষাং পাণ্ডবানাং পক্ষে যোগেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনুর্ধরস্তত্রৈব চ শ্রীঃ রাজলক্ষ্মীস্তত্রৈব চ বিজয়স্তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ। নীতির্নয়োঽপি তত্রৈব। ধ্রুবা সর্ব্বত্র নিশ্চিতেতি সম্বধ্যতে ইতি মম মতির্নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বঞ্চ তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। তথাহি—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যস্ত্বহমেবংবিধোঽর্জ্জুন॥" ইত্যাদৌ ভগবদ্বক্তের্ম্মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব তপঃপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারমাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তম্। "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ তো? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত ব্যতিক্রম উত্তমরূপে ধ্বস্ত হইয়াছে ত? ৭২

অর্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত! আমার আত্মবিষয়ক মোহ (অজ্ঞান) নষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রসাদে আমি স্বরূপ অনুসন্ধানরূপিণী স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, আমার ধর্ম্মবিষয়ক সংশয় আর নাই, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব॥ ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—আমি ভগবান্ বাসুদেব এবং মহাত্মা অর্জুনের এই রোমাঞ্চকর বিস্ময়জনক এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম॥ ৭৪

আমি ভগবান্ ব্যাসের কৃপায় এই নিরতিশয় গোপনীয় যোগকথনকারী সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শুনিলাম॥ ৭৫

হে রাজন্! কেশব ও অর্জুনের এই বিশুদ্ধ বিস্ময়জনক বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে স্মরণ করত বারংবার পুলকিত হইতেছি॥ ৭৬

হে রাজন্! হরির সেই বিস্ময়জনক বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া, স্মরণ করিয়া মহান্ বিস্ময় হইতেছে, আমি বারবার আহ্লাদিত হইতেছি॥ ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

মামুপযান্তি তে ॥" "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" ইত্যাদি বচনাৎ, ন তত্ত্বজ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তম্, "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥" ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ। ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য। ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বালানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি কিঞ্চ, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" "দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তেরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭৮

যে পাণ্ডবগণের পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান, যে পক্ষে গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধর অর্জুন, সেখানেই রাজ্যলক্ষ্মী ও সেখানেই বিজয় এবং উত্তর উত্তর অভিবৃদ্ধি নীতি ও নিত্যা ইহাই আমার নিশ্চয়।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ভীষ্মপর্ব্বণি তু দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ ॥
পরমানন্দপাদাব্জরজঃ-শ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতা-সুবোধিনী ॥
স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অম্বু স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্মণী-
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিকৃতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং পরমার্থনির্ণয়ো (মোক্ষযোগঃ) নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

অধুনা আপনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করত সর্ব্বস্ব তাঁহাদের নিবেদনপূর্ব্বক পুত্রগণের প্রাণরক্ষা করুন ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগ নামক
অষ্টাদশ অধ্যায় ॥
অনন্তশ্রীসমলঙ্কৃত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকৃত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা

(গীতাপাঠের পূর্ব্বে যথাবিহিত সঙ্কল্প, অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও ধ্যানান্তে পূজাপূর্ব্বক এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি পাঠ করিতে হয়।)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ প্রারম্ভঃ

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

য আদিনাথো ভগবাননাদি-
জ্ঞানাম্বুধিঃ স্বাত্মরতির্মহাত্মা।
শ্রীদেশিকেন্দ্রঃ করুণাম্বুরাশি-
র্নানাস্বরূপৈশ্চরতীহ লোকে॥

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ১

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥ ২

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্॥ ৩

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ৪

ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥ ৫

ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ॥ ৬

অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥ ৭

গীতামাহাত্ম্যম্

ধরোবাচ।

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুজ্যমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

প্রারব্ধং ভুজ্যমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে॥ ২

মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ॥ ৩

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ ৪

সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে।
গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ॥
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৫

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি॥ ৬

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য

অনুবাদক—শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

শ্রীধরাদেবী বলিলেন—হে ভগবন্ পরমেশ্বর! হে প্রভো! প্রারব্ধ ভোগকারীর অব্যভিচারিণী অনন্যা নিশ্চলা ভক্তি কি প্রকারে হয়? ১

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—হে দেবি! সর্ব্বদা যে মানব গীতাভ্যাসে রত প্রারব্ধ ভোগ করিলেও তিনি মুক্ত, জগতে তিনি সুখী এবং কোন কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না। ২

যেমন পদ্মপত্রে জল সংশ্লিষ্ট হয় না, তদ্রূপ যিনি গীতাধ্যান করেন, তাঁহাকে মহাপাপ অতিপাপ সকল কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। ৩

যে স্থানে গীতাপুস্তক থাকে, যে স্থলে গীতা পাঠ হয়, সেখানে প্রয়াগ আদি নিখিল তীর্থ বর্ত্তমান থাকে। ৪

যে স্থলে গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়, তথায় সমস্ত দেবতা ঋষিসমূহ, যোগিগণ, পন্নগ সকল, গোপালবৃন্দ, গোপিকাযূথ, নারদ, উদ্ধব আদি পার্ষদসমূদয় সহ সত্বর সহায় হন। ৫

হে ধরণি! যেখানে গীতা বিচার, পাঠ, পাঠন, শ্রবণ হয়, আমি নিশ্চিত সততই সে স্থলে নিবাস করি। ৬

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্লোঁকান্ পালয়াম্যহম্ ॥ ৭
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা স্বানির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৮
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯
যোঽষ্টাদশ জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥ ১০
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ॥ ১২
একাধ্যায়ং তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ১৩
অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে ॥ ১৪
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ॥ ১৫
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্।
গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্।
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণঃ গতিং লভেৎ ॥ ১৭
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৮
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ১৯
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতা পরং পদম্ ॥ ২০
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেত্তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ ॥ ২১

গীতাকে আশ্রয় করিয়া আমি অবস্থান করি, গীতা আমার উত্তম গৃহ, উত্তমরূপে গীতাজ্ঞান আশ্রয় করত আমি ত্রিভুবন পালন করি ॥ ৭

গীতা আমার অর্দ্ধমাত্রা অক্ষরা নিত্যা অনির্ব্বচনীয়া পদাত্মিকা ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৮

চিদানন্দময় কৃষ্ণ স্বমুখে বেদত্রয়ী ত্রিবেদস্বরূপিণী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা এই গীতা অর্জুনকে বলিয়াছিলেন ॥ ৯

যে মানব আগ্রহচিত্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা নিত্য পাঠ করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন এবং অনন্তর পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১০

সম্পূর্ণ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে অর্দ্ধেক পাঠ করিবেন, তাহাতে গোদান-জনিত পুণ্য লাভ করিবেন—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ১১

গীতা ত্রিভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়, ষড়্ভাগ পাঠে সোমযাগের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২

যিনি ভক্তি সহকারে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি দেহান্তে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং রুদ্র-গণ হইয়া চিরকাল তথায় বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৩

হে বসুন্ধরে! যে মানব নিত্য গীতার এক অধ্যায় অথবা অধ্যায়ের চতুর্থ অংশ পাঠ করেন, তিনি মন্বন্তরকাল নরজন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥১৪

যে মানব গীতার দশটি সাতটি পাঁচটি চারিটি কিম্বা দুইটি তিনটি একটি অধিক কি অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন ॥ ১৫

তিনি নিশ্চিত অযুত বর্ষ কাল চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। গীতা-পাঠনিরত মৃত মানব নরজন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬

পুনঃ পুনঃ গীতা অভ্যাস করত উত্তমা মুক্তি লাভ করেন, মরণ কালে "গীতা" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

মহাপাপযুক্ত ব্যক্তিও যদি গীতার্থ শ্রবণে আসক্ত হন, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠে গমন করত বিষ্ণুর সহিত আনন্দে অবস্থান করেন ॥ ১৮

বহুকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও যিনি নিত্য গীতার অর্থ চিন্তা করেন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে, দেহান্তে তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯

সংসারে জনক প্রভৃতি বহু নরপতি গীতাকে আশ্রয় করিয়া বিগতপাপ বলিয়া কথিত হইয়া অন্তে পরমপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ২০

যিনি গীতা পাঠ করত মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার পাঠ বৃথা শ্রমমাত্র বলিয়া কথিত হয় ॥ ২১

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

সূত উবাচ।
মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩
ইতি শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥

যিনি এই মাহাত্ম্যসহ গীতা অভ্যাস করেন, তিনি যথোক্ত ফল লাভ করেন এবং অন্তে দুর্লভ গতি প্রাপ্ত হন। ২২

আমি গীতার এই সনাতন মাহাত্ম্য বলিলাম; যিনি গীতা পাঠের পর ইহা পাঠ করেন, তিনি কথিত ফল লাভ করিয়া থাকেন। ২৩

অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকৃত শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

অথ দ্বিতীয়মাহাত্ম্যম্।

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ১
গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২
মলনির্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্ গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৩
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥ ৪
ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্।
গীতাগঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীত-
মেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥ ৭

অথ দ্বিতীয় মাহাত্ম্য

অনুবাদক—অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

যে সংযত পুরুষ এই পবিত্র গীতাশাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি ভয়শোকাদিবিহীন বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১

গীতাধ্যায়নশীল ও প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ থাকিতে পারে না। ২

পুরুষের প্রতিদিন জলের দ্বারা স্নানে গাত্রমল দূরীভূত হয়; একবার মাত্র গীতারূপ পরম পাবনবারিতে স্নান করিলে সংসার-মল নাশ হইয়া থাকে। ৩

যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ বাসুদেবের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, অন্য বিস্তর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন। ৪

মহাভারতরূপ অমৃতের সর্ব্বস্ব বিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত গীতা-গঙ্গাজল পান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৫

নিখিল উপনিষদ্ গাভী, দোহনকর্ত্তা নন্দনন্দন কৃষ্ণ, অর্জুন বৎস, দুগ্ধ মহৎ গীতামৃত, সুধীগণ ইহার ভোক্তা। ৬

দেবকীপুত্র-কথিত গীতাই একমাত্র শাস্ত্র, একমাত্র দেবতা দেবকীপুত্র, একমাত্র মন্ত্র হইল তাঁহার নাম—তাঁহার সেবাই একমাত্র কর্ম। ৭

অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকৃত শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্যম্।

ঋষিরুবাচ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত! মে বদ।
পুরা নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১

সূত উবাচ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্।
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯
গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্ ॥ ১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু ॥ ১১
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩
তস্মাদ্ গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্য।

অনুবাদক—শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থ।

ঋষি বলিলেন,—হে সূত! পূর্ব্বকালে নারায়ণক্ষেত্রে মহর্ষি ব্যাস-কথিত গীতার মাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১

সূত কহিলেন,—ভগবন্! আপনি উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যাহা পরম গোপনীয়সমূহের মধ্যেও গোপনীয়, সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কোন ব্যক্তি বর্ণনা করিতে পারেন? ২

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা সম্যক্ অবগত আছেন; কুন্তী-নন্দন অর্জুন ইহার কিঞ্চিৎ ফল জানেন এবং ব্যাস, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপতি জনক কিছু কিছু অবগত আছেন ॥ ৩

অন্যান্য ব্যক্তিগণ পরস্পরের মুখে শ্রবণ করিয়া ইহার লেশমাত্র কীর্ত্তন করেন। অতএব আমি ব্যাসদেবের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৪

সমস্ত উপনিষদ্ ধেনুস্বরূপ; নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহন-কর্ত্তা, কুন্তীপুত্র অর্জুন বৎস, জ্ঞানী ভোক্তা এবং এই গীতারূপ অমৃত উত্তম দুগ্ধ ॥ ৫

যিনি অর্জুনের সারথ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ গীতারূপ অমৃত দান করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৬

যে মানব ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকা লাভ করিয়া অনায়াসে উহা পার হইতে সমর্থ হন ॥ ৭

যে মূঢ়ব্যক্তি সর্ব্বদা অভ্যাসযোগের দ্বারা গীতাজ্ঞান শ্রবণ করে নাই, অথচ মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করে, সে বালকের উপ-হাসাস্পদ হয় ॥ ৮

যাঁহারা দিবারাত্র গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন; দেবতুল্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পরম ভক্তিতত্ত্ব অর্জুনের বোধোৎপাদনের জন্য তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১০

ভুক্তিমুক্তিসম্বলিত অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ সোপান(সিঁড়ি)-বিশিষ্ট এই গীতা দ্বারা ক্রমে প্রেমভক্ত্যাদি সকল কার্য্যে চিত্তশুদ্ধি জন্মে ॥ ১১

এই গীতারূপ সলিলে স্নান করিলে সাধুজনের সংসারমল নাশ হয়; কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন মানবের পক্ষে এই স্নানকার্য্য হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথায় পর্য্যবসিত হয় ॥ ১২

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্রের পাঠ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অবগত নহে, মনুষ্যলোকে তাদৃশ ব্যক্তি বৃথা কর্ম্মকারী অর্থাৎ তাহার সকল কর্ম্মই বিফল হইয়া থাকে ॥ ১৩

অতএব যে ব্যক্তি গীতা শাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার মানুষদেহে ধিক্, তাহার শাস্ত্রপাঠজনিত বিজ্ঞানে এবং কুলশীলতাতেও ধিক্ ॥ ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্॥ ১৫
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহত্তমম্॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ॥ ১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্॥ ১৮
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥ ১৯
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রৎ চলন্ তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে॥ ২০
শালগ্রাম-শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্॥২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ॥ ২৩
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্ত্যাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ॥২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্॥ ২৬
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে॥ ২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বর-শাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে॥ ২৯

যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে, তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই, তাহার মনোহর দেহে ধিক্, তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্রে ধিক্, তাহার উত্তম বিভবে ধিক্ এবং তাহার সুখময় গৃহাশ্রমেও ধিক্॥ ১৫

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই, তাহার প্রারব্ধে ধিক্, প্রতিষ্ঠায় ধিক্, পূজায় ধিক্, দানে ধিক্ ও মহত্ত্বে ধিক্॥ ১৬

গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা ও তপস্যায় ধিক্, তাহার যশেও ধিক্॥ ১৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্থসহ পাঠ না জানে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। যে জ্ঞান গীতায় উক্ত হয় নাই, তাহা আসুর জ্ঞান বলিয়া জানিবে; তাহা বিফল ধর্ম্মহীন এবং বেদবেদান্তে নিন্দিত॥ ১৮

অতএব ধর্ম্মময়ী গীতা সকল জ্ঞানেরই কারণস্বরূপা, ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্রের সারভূতা ও বিশুদ্ধা বলিয়া প্রশংসিতা॥ ১৯

যিনি বিষ্ণুপর্ব্বদিনে ও শ্রীহরিবাসরে গীতা অধ্যয়ন করেন, নিদ্রাবস্থায়, জাগরিতাবস্থায়, গমনকালে বা অবস্থান কালে তিনি শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হন না॥ ২০

যিনি শালগ্রামশিলা-সমীপে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থে ও নদীতীরে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যলাভ করেন॥ ২১

দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থপর্য্যটন ও ব্রত প্রভৃতি দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না॥ ২২

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত মনে গীতা অধ্যয়ন করেন, তৎকর্ত্তৃক সমুদয় বেদ, নিখিলশাস্ত্র ও পুরাণ—এ সমস্তই সর্ব্বপ্রকারে অধীত হয়॥২৩

যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রামশিলার সম্মুখে, সজ্জনগণের সভায়, যজ্ঞে এবং বিষ্ণুভক্তসমীপে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয়॥ ২৪

যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তৎকর্ত্তৃক দক্ষিণাসহ অশ্বমেধ প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে॥ ২৫

যিনি গীতার অর্থ শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করেন, কিংবা অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ২৬

যিনি আদরসহকারে যথাবিধি ভক্তিভাবে কাহাকেও বিশুদ্ধ গীতাপুস্তক দান করেন, তাঁহার পত্নী প্রিয়তমা হয়॥ ২৭

তিনি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং পত্নীর প্রিয়তমা হইয়া পরম সুখ লাভ করেন॥ ২৮

যে গৃহে প্রতিনিয়ত গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় অভিচারজাত দুঃখ অথবা কঠোর শাপজাত ক্লেশ উপস্থিত হয় না॥ ২৯

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতে বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ-ধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪

তথায় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপজাত পীড়া হয় না; শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরকের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৩০

সেই গৃহে বিস্ফোটকাদি কাহারও দেহে পীড়া উৎপাদন করিতে পারে না; সেই গৃহস্থিত জনগণ কৃষ্ণপদে দাসত্ব ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন ॥ ৩১

যে ব্যক্তি গীতাভ্যাসে রত থাকেন, তিনি প্রারব্ধবশে সুখ দুঃখ ভোগ করিলেও সর্ব্বজীবগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় ॥৩২

গীতাধ্যয়নকারী ব্যক্তি সতত মুক্ত ও সুখী; তিনি মহাপাতক বা অতিপাতক করিলেও যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনিও সকাম বা নিষ্কাম কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হন না ॥ ৩৩

অনাচার-জনিত, অবাচ্যবাক্য-প্রয়োগজাত, অভক্ষ্য-ভক্ষণজাত অস্পৃশ্য-স্পর্শজনিত, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত এবং প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়সম্ভোগজ সর্ব্ববিধ পাপই গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪-৩৫

সর্ব্বত্র ভোজনকারী এবং সর্ব্ববিধ দানগ্রহণকারী গীতা পাঠ করিলে, কদাপি পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ৩৬

অবিধিপূর্ব্বক রত্ন-পূর্ণা সমগ্র পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়াও যে ব্যক্তি একবারমাত্র গীতা পাঠ করেন, তিনি বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নিষ্কলঙ্ক হইয়া যান ॥ ৩৭

যাঁহার চিত্ত প্রত্যহ নিয়ত গীতায় নিরত থাকে, এই ভূতলে তিনিই সাগ্নিক, তিনিই ক্রিয়াশীল ও তিনিই পণ্ডিত ॥ ৩৮

তিনি দর্শনীয়, তিনি ধনবান্, তিনি যোগী, তিনি জ্ঞানবান্, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজী এবং তিনিই সমুদয় বেদার্থ-পারদর্শী ॥ ৩৯

যে স্থানে প্রত্যহ গীতা পুস্তক থাকে এবং অধীত হয়, ভূতলে সেই স্থানেই প্রয়াগাদি সকল তীর্থ ই সর্ব্বদা বিরাজিত থাকেন ॥৪০

গীতাপাঠকের দেহে এবং এমন কি দেহশেষেও সর্ব্ব দেবতা এবং যোগিগণ দেহরক্ষকরূপে বাস করেন ॥ ৪১

যে স্থানে গীতাপাঠ হয়, তথায় বালকৃষ্ণবেশী শ্রীগোপাল, তৎক্ষণাৎ নারদাদি (অথবা নারদ ও ধ্রুব প্রভৃতি) নিত্য-পার্ষদগণের সহিত সহায়রূপে উপস্থিত হন ॥ ৪২

যেখানে গীতার বিচার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, তথায় শ্রীরাধিকার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন ॥ ৪৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সার-স্বরূপ, গীতাই আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অক্ষয় জ্ঞান ॥ ৪৪

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রি-দ্বোকমর্দ্ধমথবা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭
গীতার্দ্ধমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য বস্তু এবং এমন কি গীতাই আমার পরম গুরু ॥ ৪৫

আমি গীতার আশ্রয়েই অবস্থান করি ; গীতা আমার পরম গৃহ এবং এই গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিভুবন পালন করিয়া থাকি ॥ ৪৬

গীতাই আমার সর্ব্বোত্তমা ব্রহ্মরূপা বিদ্যা,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; উহা পরম অনির্ব্বাচ্য-পদাত্মিকা (বাক্যের অগোচর) অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপা ॥ ৪৭

হে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন! গীতার গুহ্য নামসকল কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই নামসমূহের কীর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী—যিনি একাগ্রচিত্তে প্রত্যহ এই সকল নাম জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন এবং অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৪৯-৫১

প্রত্যহ সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ ব্যক্তি গীতার অর্দ্ধেক অংশ পাঠ করিবেন। তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে গোদানজ পুণ্য লাভ করিবেন ॥ ৫২

যিনি তিন ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি সোমযাগের ফল এবং ছয় ভাগের এক ভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন ॥ ৫৩

যিনি সাবধানতার সহিত শুদ্ধভাবে প্রত্যহ ইহার দুইটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রলোক লাভ করেন এবং সেখানে এককল্পকাল বাস করেন ॥ ৫৪

যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ একটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোকে গমন করেন এবং ভগবান্ শঙ্করের গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া বহুকাল তথায় বাস করেন ॥ ৫৫

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ইহার অর্দ্ধ অধ্যায় বা অধ্যায়ের চারি ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন এবং শত মন্বন্তর কাল তথায় অবস্থান করেন ॥ ৫৬

যিনি প্রত্যহ গীতার দশটি, সাতটি, পাঁচটি, তিনটি, দুইটি, একটি বা অর্দ্ধ শ্লোকমাত্র একাগ্রচিত্তে পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং অযুত বর্ষকাল তথায় বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্দ্ধ, একপাদ, একটি শ্লোক বা একটি অধ্যায় স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৮

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥ ৫৯
গীতাপুস্তক-সংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্॥ ৬১
গীতেত্যুচ্চার-সংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ॥ ৬২
যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৩
পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৪
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৫
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৬
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্॥ ৬৭
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৮
গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬৯
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্॥ ৭০
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে॥ ৭১
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭২
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্॥ ৭৩
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৪

যে ব্যক্তি অন্তকালে গীতার অর্থ, পাঠ বা শ্রবণ করেন, মহাপাতকী হইলেও তিনি মুক্তিভাগী হন॥ ৫৯

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং বিষ্ণুর সহিত আনন্দে বাস করেন॥ ৬০

গীতার একটি অধ্যায় সংযুক্ত হইয়া মরিলে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় গীতাভ্যাস পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করেন॥ ৬১

"গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করেন, তাঁহার পরমা গতি লাভ হয়॥ ৬২

সর্ব্বত্র গীতা পাঠ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত নির্দ্দোষ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়॥ ৬৩

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া নরক হইতে স্বর্গে গমন করেন॥ ৬৪

শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ দ্বারা তৃপ্তিপ্রাপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গলোকে গমন করেন॥ ৬৫

ধেনুপুচ্ছ (চামর) সমন্বিত গীতাপুস্তক দান করিলে, সেই দিনেই মানব সম্যক্ কৃতার্থ হন॥ ৬৬

যিনি স্বর্ণসংযুক্ত গীতাপুস্তক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥ ৬৭

যে ব্যক্তি একশত গীতাগ্রন্থ দান করেন, তাঁহার ব্রহ্মধামে গতি হয় এবং আর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥ ৬৮

গীতাদানের প্রভাবে বিষ্ণুলোকে সপ্তকল্প পরিমিতকাল অবস্থান পূর্ব্বক বিষ্ণুর সহিত বাস করিয়া আনন্দ লাভ করা যায়॥ ৬৯

গীতার্থ সম্যক্ শ্রবণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ দান করেন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন॥ ৭০

চতুর্বর্ণমধ্যে শাস্ত্রপাঠোপযোগী মানুষ দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে হস্তপ্রাপ্ত অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে॥ ৭১

সংসার-দুঃখে একান্ত কাতর ব্যক্তি গীতাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া গীতামৃত পান পূর্ব্বক জগতে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবে ও সুখী হইবে॥ ৭২

ইহলোকে জনকাদি বহু রাজা গীতার আশ্রয়গ্রহণে নিষ্পাপ হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন॥ ৭৩

গীতাজ্ঞানসম্বন্ধে উচ্চ নীচ জনসমূহে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে গীতাজ্ঞানই নির্ব্বিশেষ এবং গীতাই ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৪

যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৫
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৬
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমাসতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৭
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং য সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৮
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতাঞ্চ মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৯
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৮০
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্য-বস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮১

সূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮২
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮৩
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৪
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়-তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্ব্বভরে গীতার নিন্দা করে, যতদিন প্রলয়কাল উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে ঘোর নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। ৭৫

যে মূঢ়াত্মা ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ মানে না, সে যতদিন কল্পক্ষয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক-নরকে পচিতে থাকে। ৭৬

গীতার্থ সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইতে থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ না করে; সে বহুবার শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৭

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ চুরি করিয়া আনে, তাহার কিছুই সফল হয় না এবং পাঠও বৃথা হয়। ৭৮

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দ বোধ করে না, প্রমত্ত ব্যক্তির পরিশ্রমের ন্যায় ইহলোকে তাহার সমস্তই বিফল হয়। ৭৯

গীতা শ্রবণ পূর্ব্বক পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনার্থ ব্রাহ্মণাদিকে দিবার জন্য সুবর্ণ ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র নিবেদন করিবে। ৮০

ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতির জন্য গীতাপাঠককে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া নানাবিধ দ্রব্য; বস্ত্র ও উপকরণ প্রদান করিবে। ৮১

সূত বলিলেন,—যে ব্যক্তি গীতাপাঠান্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত এই পুরাতন গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৮২

গীতা-পাঠান্তে যে ব্যক্তি মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাহার পাঠ বৃথা ও পরিশ্রমমাত্রই সার হয়। ৮৩

যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য-সমন্বিত গীতা পাঠ করেন, বা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহার পরমা গতি লাভ হয়। ৮৪

যে ব্যক্তি অর্থযুক্ত গীতা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিয়া এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল সর্ব্বসুখের কারণ হইয়া থাকে। ৮৫

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জন-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারোক্ত-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
মাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে

১০ম বর্ষ, আষাঢ়মাস ১৩৭৮] [প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[গীতামাহাত্ম্যম্, যুধিষ্ঠিরেণ ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-শল্যানামনুজ্ঞামাদায় যুদ্ধায়োদ্যোগশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শস্ত্রসংগ্রহৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥ ১
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ ।
সবতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ ॥ ২
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে ।
চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩
ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ ।
অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ ॥ ৪
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে ।
ভারতামৃতসর্বস্বগীতায়াঃ মথিতস্য চ ।
সারমুদ্‌ধৃত্য কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে হুতম্ ॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো ধনঞ্জয়ং দৃষ্ট্বা বাণগাণ্ডীবধারিণম্ ।
পুনরেব মহানাদং ব্যসৃজন্ত মহারথাঃ ॥ ৬
পাণ্ডবাঃ সোমকাশ্চৈব যে চৈষামনুযায়িনঃ ।
দধ্মুশ্চ মুদিতাঃ শঙ্খান্ বীরাঃ সাগরসম্ভবান্ ॥ ৭
ততো ভের্যশ্চ পেশ্যশ্চ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত ততঃ শব্দো মহানভূৎ ॥ ৮
তথা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিতরশ্চ জনাধিপ ।
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘাশ্চ সমীয়ুস্তে দিদৃক্ষয়া ॥ ৯
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্ ।
সমীয়ুস্তত্র সহিতা দ্রষ্টুং তদ্ বৈশসং মহৎ ॥ ১০

(ভীষ্মবধ পর্ব্ব ।)

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[গীতামাহাত্ম্য, যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয় ! অন্য বহু শাস্ত্র সংগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন আছে ? গীতাই উত্তমরূপে গান (শ্রবণ, কীর্ত্তন, পঠন-পাঠন, মনন ও ধারণ) করা কর্ত্তব্য ; কারণ, এই গীতা পদ্মনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে নির্গতা হইয়াছেন ॥ ১

গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী (গীতায় সকল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে), শ্রীহরি সর্ব্বদেবময়, গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী এবং মনু (অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতা) সর্ব্ববেদময় ॥ ২

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—"গ"কার আদিতে আছে, এতাদৃশ এই চারিটি নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলে মনুষ্যকে পুনরায় আর এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৩

এই শ্রীগীতামধ্যে ছয়শত বিশটি (৬২০) শ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সাতান্নটি (৫৭) শ্লোক অর্জুন বলিয়াছেন, সাতষট্টিটি (৬৭) শ্লোক সঞ্জয় বলিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছে একটি (১) শ্লোক—ইহাই গীতার শ্লোকের পরিমাণ (সর্ব্বসাকুল্যে সাতশত সাতচল্লিশ ৭৪৭ । কিন্তু শ্রীশ্রীগীতায় ৭০০ সাতশত শ্লোক আছে) ॥৪

ভারতরূপ অমৃতরাশির সর্ব্বস্ব সারভূতা গীতাকে মন্থন করিয়া তাহারও সার বাহির করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে (কর্ণপথ দিয়া মন-বুদ্ধিতে) ঢালিয়া দিয়াছেন ॥ ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র ! তারপর অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু ও বাণ ধারণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-মহারথিগণ, সোমকগণ ও তাঁহার অনুগামী সৈন্যরা পুনরায় অতি বেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । সেই সঙ্গে এই সব বীরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সমুদ্র হইতে উৎপন্ন শঙ্খসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬-৭

তদনন্তর ভেরী, পেশী, ক্রকচ ও নরসিংহাদি বাদ্য সহসা বাজিতে লাগিল । তাহাতে সেখানে অতিশয় শব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ৮

নরনাথ ! সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ এবং সিদ্ধ, চারণ ও মহাভাগ মহর্ষিবৃন্দ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া এই ভীষণ হানাহানি যুদ্ধ দেখিবার জন্য একত্রে সেখানে আসিলেন ॥

রাজন্ ! তদনন্তর বীর রাজা যুধিষ্ঠির সমুদ্রের ন্যায় বিশাল উভয় পক্ষের সেই সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ও চঞ্চল দেখিয়া কবচ উন্মোচন পূর্ব্বক স্বীয় উত্তম অস্ত্রসমূহ ত্যাগ করত রথ হইতে শীঘ্রতার সহিত নামিয়া পদব্রজে কৃতাঞ্জলি সহকারে

ততো যুধিষ্ঠিরো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমবস্থিতে।
তে সেনে সাগরপ্রখ্যে মুহুঃ প্রচলিতে নৃপ ॥ ১১
বিমুচ্য কবচং বীরো নিক্ষিপ্য চ বরায়ুধম্।
অবরুহ্য রথাৎ ক্ষিপ্রং পদ্ভ্যামেব কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২
পিতামহমভিপ্রেক্ষ্য ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
বাগ্‌যতঃ প্রযযৌ যেন প্রাঙ্মুখো রিপুবাহিনীম্ ॥ ১৩
তং প্রয়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽন্বয়াৎ ॥ ১৪
বাসুদেবশ্চ ভগবান্ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম তম্।
তথা মুখ্যাশ্চ রাজানস্তচ্চিত্তা জগ্মুরুৎসুকাঃ ॥ ১৫

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তে ব্যবসিতং রাজন্ যদস্মানপহায় বৈ।
পদ্ভ্যামেব প্রযাতোঽসি প্রাঙ্মুখো রিপুবাহিনীম্ ॥ ১৬

ভীমসেন উবাচ।

ক্ব গমিষ্যসি রাজেন্দ্র নিক্ষিপ্তকবচায়ুধঃ।
দংশিতেষ্বরিসৈন্যেষু ভ্রাতৄনুৎসৃজ্য পার্থিব ॥ ১৭

নকুল উবাচ।

এবং গতে ত্বয়ি জ্যেষ্ঠে মম ভ্রাতরি ভারত।
ভীর্মে দুনোতি হৃদয়ং ব্রূহি গন্তা ভবান্ ক্ব নু ॥ ১৮

সহদেব উবাচ।

অস্মিন্ রণসমূহে বৈ বর্তমানে মহাভয়ে।
উৎসৃজ্য ক্ব নু গন্তাসি শত্রূনভিমুখো নৃপ ॥ ১৯

সঞ্জয় উবাচ।

এবমাভাষ্যমাণোঽপি ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দনঃ।
নোবাচ বাগ্‌যতঃ কিঞ্চিদ্ গচ্ছত্যেব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২০
তানুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাসুদেবো মহামনাঃ।
অভিপ্রায়োঽস্য বিজ্ঞাতো ময়েতি প্রহসন্নিব ॥ ২১
এষ ভীষ্মং তথা দ্রোণং গৌতমং শল্যমেব চ।
অনুমান্য গুরূন্ সর্বান্ যোৎস্যতে পার্থিবোঽরিভিঃ ॥২২
শ্রূয়তে হি পুরাকল্পে গুরূননুমান্য যঃ।
যুধ্যতে স ভবেদ্ ব্যক্তমপধ্যাতো মহত্তরৈঃ ॥ ২৩
অনুমান্য যথাশাস্ত্রং যস্তু যুধ্যেন্মহত্তরৈঃ।
ধ্রুবস্তস্য জয়ো যুদ্ধে ভবেদিতি মতির্মম ॥ ২৪

পিতামহ ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন কিছু কথা না বলিয়া পূর্ব্বমুখে শত্রুবাহিনীর দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ৯-১৩

কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তাঁহাকে শত্রুসেনার দিকে যাইতে দেখিয়া অতি সত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন এবং তদ্‌গতচিত্ত প্রধান প্রধান রাজারাও উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত চলিলেন ॥ ১৪-১৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—আপনি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদিগকে পরিহার করিয়া আপনি পদব্রজেই শত্রুসেনার দিকে যাইতেছেন? ভীমসেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! ভূপাল! কবচ ও অস্ত্রমোচন পূর্ব্বক ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কবচাদিতে সুসজ্জিত শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপনি কোথায় যাইবেন? নকুল প্রশ্ন করিলেন,—ভরতবংশভূষণ! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনি এইভাবে শত্রুসৈন্যের দিকে যাইতে থাকায় আমার হৃদয় ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। বলুন—আপনি কোথায় যাইবেন? ১৬-১৮

সহদেবও জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপ! এই রণস্থলে যেখানে বহু শত্রুসৈন্য সমবেত হইয়াছে এবং মহাভয় সম্মুখে আসিয়াছে, এরূপ এক পরিস্থিতির মধ্যে আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া শত্রুগণের দিকে কোথায় যাইবেন? ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভ্রাতারা এইরূপ বলিলেও কুরুকুলের আনন্দপ্রদ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে কিছুই বলিলেন না, পরন্তু নীরবে যাইতে লাগিলেন। তখন পরম বুদ্ধিমান্ মহামনা ভগবান্ বাসুদেব সেই চারি ভ্রাতাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন —ইঁহার অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি ॥ ২০-২১

এই রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও শল্য—এই সমস্ত গুরুজনের অনুমতি লইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥২২

প্রাচীনকাল হইতে শুনা যায়—যে ব্যক্তি গুরুজনগণের অনুমতি না লইয়া যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই সব মাননীয় পুরুষদিগের দৃষ্টি হইতে অপসারিত হয় ॥ ২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধানানুসারে মাননীয় পুরুষগণের অনুমতি লইয়া যুদ্ধ করে, তাহার যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ হইয়া থাকে—ইহাই আমার ধারণা ॥ ২৪

এবং ব্রুবতি কৃষ্ণেঽত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রচমূং প্রতি।
(নেত্রৈরনিমিষৈঃ সর্বৈঃ প্রেক্ষন্তে স্ম যুধিষ্ঠিরম্)
হাহাকারো মহানাসীন্নিঃশব্দাস্তপরেঽভবন্ ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং দূরাদ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকাঃ।
মিথঃ সংকথয়াঞ্চক্রুরেষো হি কুলপাংশনঃ ॥ ২৬
ব্যক্তং ভীত ইবাভ্যেতি রাজাসৌ ভীষ্মমন্তিকম্।
যুধিষ্ঠিরঃ সসোদর্য্যঃ শরণার্থং প্রযাচকঃ ॥ ২৭
ধনঞ্জয়ে কথং নাথে পাণ্ডবে চ বৃকোদরে।
নকুলে সহদেবে চ ভীতিরভ্যেতি পাণ্ডবম্ ॥ ২৮
ন নূনং ক্ষত্রিয়কুলে জাতঃ সম্প্রথিতে ভুবি।
যথাস্য হৃদয়ং ভীতমল্পসত্ত্বস্য সংযুগে ॥ ২৯
ততস্তে সৈনিকাঃ সর্বে প্রশংসন্তি স্ম কৌরবান্।
হৃষ্টাঃ সুমনসো ভূত্বা চৈলানি দুধুবুশ্চ হ ॥ ৩০
ব্যনিন্দংশ্চ তথা সর্বে যোধাস্তব বিশাম্পতে।
নৃপং সসোদর্য্যং সহিতং কেশবেন হি ॥ ৩১
ততস্তৎ কৌরবং সৈন্যং ধিক্কৃত্বা তু যুধিষ্ঠিরম্।
নিঃশব্দমভবৎ তূর্ণং পুনরেব বিশাম্পতে ॥ ৩২
কিং নু বক্ষ্যতি রাজাসৌ কিং ভীষ্মঃ প্রতিবক্ষ্যতি
কিং ভীমঃ সমরশ্লাঘী কিং নু কৃষ্ণার্জুনাবিতি ॥ ৩৩
বিবক্ষিতং কিমস্যেতি সংশয়ঃ সুমহানভূৎ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ যুধিষ্ঠিরকৃতে তদা ॥ ৩৪
সোঽবগাহ্য চমূং শত্রোঃ শরশক্তিসমাকুলাম্।
ভীষ্মমেবাভ্যয়াৎ তূর্ণং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৫
তমুবাচ ততঃ পাদৌ করাভ্যাং পীড্য পাণ্ডবঃ।
ভীষ্মং শান্তনবং রাজা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আমন্ত্রয়ে ত্বাং দুর্ধর্ষ ত্বয়া যোৎস্যামহে সহ।
অনুজানীহি মাং তাত আশিষশ্চ প্রযোজয় ॥ ৩৭

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, সেই সময় দুর্য্যোধনের সৈন্যের অভিমুখে গমনরত যুধিষ্ঠিরকে সকলেই অপলকনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে কোন কোন স্থলে অতিশয় হাহাকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল এবং কোথাও আবার কেহই কোন শব্দই করিলেন না ॥ ২৫

যুধিষ্ঠিরকে দূর হইতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ পরস্পর এরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন যে, এই যুধিষ্ঠিরকে ত' দেখিতেছি—কুলের কলঙ্ক-স্বরূপ ॥ ২৬

দেখ,—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই রাজা যুধিষ্ঠির যেন ভীত হইয়াই ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত ভীষ্মের নিকট শরণার্থী হইয়া ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন ॥ ২৭

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়, বৃকোদর ভীম ও নকুল-সহদেবের ন্যায় সহায়কগণ থাকিতে এই যুধিষ্ঠিরের মনে এত ভয় কোথা হইতে আসিল ? ২৮

নিশ্চয়ই এই ভূমণ্ডলে প্রখ্যাত ক্ষত্রিয়কুলে ইঁহার জন্ম হয় নাই ; কারণ, ইঁহার মানসিক বল অতিশয় অল্প ; তাই এই যুদ্ধের সময় আসিলে ইঁহার হৃদয়ে এত ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৯

তারপর সেই সমস্ত সৈন্যগণ কৌরবদিগের প্রশংসা করিতে থাকিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া প্রসন্নমনে স্ব-স্ব বস্ত্র দুলাইতে লাগিলেন ॥ ৩০

প্রজানাথ ! আপনার এই সব যোদ্ধারাই তখন ভ্রাতৃগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরের বিশেষরূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

রাজন্ ! এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার প্রদান করিয়া সমস্ত কৌরবসৈন্য পুনরায় অতি সত্বরই নীরব হইয়া যাইলেন ॥ ৩২

তখন সকল লোকেই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিবেন এবং ভীষ্মই বা তাহার কি উত্তর দিবেন ? যুদ্ধের প্রশংসাকারী ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনই বা কি বলিবেন ? ৩৩

রাজন্ ! সেই সময় উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের বিষয়ে মহাসংশয় দেখা দিল। সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ? ৩৪

বাণ ও শক্তিসমূহে পূর্ণ শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠির অতি সত্বর ভীষ্মের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

সেখানে যাইয়া সেই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ উভয় হস্তে পিতামহ ভীষ্মের চরণদ্বয় গাঢ়ভাবে ধরিয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত সেই শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দুর্দ্ধর্ষ বীর পিতামহ ! আমি আপনার নিকট অনুমতি চাহিতেছি, আমাকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তাত ! ইহার জন্য আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন এবং আশীর্বাদ প্রদান করুন ॥ ৩৭

ভীষ্ম উবাচ।

যদ্যেবং নাভিগচ্ছেথা যুধি মাং পৃথিবীপতে।
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভবায় ভারত ॥ ৩৮

প্রীতোঽহং পুত্র যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি পাণ্ডব।
যৎ তেঽভিলষিতং চান্যৎ তদবাপ্নুহি সংযুগে ॥ ৩৯

ব্রিয়তাঞ্চ বরঃ পার্থ কিমস্মত্তোঽভিকাঙ্ক্ষসি।
এবংগতে মহারাজ ন তবাস্তি পরাজয়ঃ ॥ ৪০

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৪১

অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ বাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন।
ভৃতোঽস্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মন্ত্রয়স্ব মহাবাহো হিতৈষী মম নিত্যশঃ।
যুধ্যস্ব কৌরবস্যার্থে মমৈষ সততং বরঃ ॥ ৪৩

ভীষ্ম উবাচ।

রাজন্ কিমত্র সাহ্যং তে করোমি কুরুনন্দন।
কামং যোৎস্যে পরস্যার্থে ব্রূহি যৎ তে বিবক্ষিতম্ ॥ ৪৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্।
এতন্মে মন্ত্রয় হিতং যদি শ্রেয়ঃ প্রপশ্যসি ॥ ৪৫

ভীষ্ম উবাচ।

নৈনং পশ্যামি কৌন্তেয় যো মাং যুধ্যন্তমাহবে।
বিজয়েত পুমান্ কশ্চিৎ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হন্ত পৃচ্ছামি তস্মাৎ ত্বাং পিতামহ নমোঽস্তু তে।
বধোপায়ং ব্রবীহি ত্বমাত্মনঃ সমরে পরৈঃ ॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ।

ন স্ম তং তাত পশ্যামি সমরে যো জয়েত মাম্।
ন তাবন্মৃত্যুকালোঽপি পুনরাগমনং কুরু ॥ ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—পৃথিবীপতে ভরতবংশভূষণ মহারাজ! যদি এই যুদ্ধের সময় তুমি এইভাবে আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে পরাজিত হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করিতাম ॥ ৩৮

পাণ্ডুনন্দন! পুত্র! আমি এখন প্রসন্ন হইয়াছি এবং তোমাকে আজ্ঞাপ্রদান করিতেছি,—তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়ী হও। ইহা ব্যতীত, তোমার আরও যাহা অভিলাষ আছে, তাহাও তুমি এই যুদ্ধ ভূমিতে লাভ কর ॥ ৩৯

পার্থ! বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার নিকট হইতে কি চাও? মহারাজ! এরূপ অবস্থায় তোমার পরাজয় হইবে না ॥ ৪০

মহারাজ! মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নহে। এই কথাই যথার্থ সত্য। আমি কৌরবগণের দ্বারা অর্থে বদ্ধ হইয়াছি ॥ ৪১

কুরুনন্দন! সেইজন্য আজ আমি তোমার সম্মুখে নপুংসকের ন্যায় (দীনতাপূর্ণ) বাক্য বলিতেছি। কুরুকুলভূষণ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ধনের দ্বারা আমাকে ভরণ-পোষণ করিয়াছে, সেইজন্য (তোমার পক্ষাবলম্বী হইয়া) তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্য কি প্রার্থনা করিতে চাহিতেছ, তাহা বল ॥ ৪২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! আপনি সর্ব্বদা আমার হিতকামী হইয়া পরামর্শ প্রদান করুন এবং দুর্য্যোধনের জন্য যুদ্ধ করুন। আমি এই বর সদা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ কুরুনন্দন! আমি তোমার কি সহায়তা করিব? যুদ্ধ ত' আমি ইচ্ছানুসারে তোমার শত্রুর পক্ষেই করিব, অতএব তুমি বল, কি বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ৪৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! আপনি ত' যুদ্ধে সর্ব্বদা অপরাজিতই থাকেন, সুতরাং আমি যুদ্ধে আপনাকে কিরূপে পরাজিত করিব? যদি আপনি আমার কল্যাণ দেখিয়া থাকেন এবং চিন্তা করেন, তবে আপনি আমাকে আমার হিতকর পরামর্শদান করুন ॥ ৪৫

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! আমি এরূপ কোন বীরকেই দেখিতে পাইতেছি না, যে যুদ্ধ-নিরত আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে। যুদ্ধকালে কোন ব্যক্তিই, এমন কি সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনাকে নমস্কার। সেই জন্যই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে যুদ্ধে শত্রুগণদ্বারা আপনার বধের উপায় বলুন ॥ ৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস! যে ব্যক্তি যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ কোন বীরকে আমি দেখিতেছি না। এখন আমার মৃত্যুর সময়ও আসে নাই, অতএব এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য অন্য কোন একদিন তুমি পুনরায় আসিও ॥ ৪৮

সঞ্জয় উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো বাক্যং ভীষ্মস্য কুরুনন্দন।
শিরসা প্রতিজগ্রাহ ভূয়স্তমভিবাদ্য চ ॥ ৪৯
প্রায়াৎ পুনর্মহাবাহুরাচার্য্যস্য রথং প্রতি।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং মধ্যেন ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৫০
স দ্রোণমভিবাদ্যাথ কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্।
উবাচ রাজা দুর্ধর্ষমাত্মনিঃশ্রেয়সং বচঃ ॥ ৫১
আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভগবন্ যোৎস্যে বিগতকল্মষঃ।
কথং জয়ে রিপূন্ সর্বানমুজ্ঞাতস্ত্বয়া দ্বিজ ॥ ৫২

দ্রোণ উবাচ।

যদি মাং নাভিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভাবায় সর্বশঃ ॥ ৫৩
তদ্ যুধিষ্ঠির তুষ্টোঽস্মি পূজিতশ্চ ত্বয়ানঘ।
অনুজানামি যুধ্যস্ব বিজয়ং সমবাপ্নুহি ॥ ৫৪
করবাণি চ তে কামং ব্রূহি ত্বমভিকাঙ্ক্ষিতম্।
এবংগতে মহারাজ যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৫৫
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৫৬
ব্রবীম্যেতৎ ক্লীববৎ ত্বাং যুধ্যাদন্যৎ কিমিচ্ছসি।
যোৎস্যেঽহং কৌরবস্যার্থে তবাশাস্যো জয়ো ময়া ॥৫৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জয়মাশাস্ব মে ব্রহ্মন্ মন্ত্রয়স্ব চ মদ্ধিতম্।
যুদ্ধ্যস্ব কৌরবস্যার্থে বর এষ বৃতো ময়া ॥৫৮

দ্রোণ উবাচ।

ধ্রুবস্তে বিজয়ো রাজন্ যস্য মন্ত্রী হরিস্তব।
অহং ত্বামভিজানামি রণে শত্রূন্ বিমোক্ষ্যসে ॥ ৫৯
যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
যুধ্যস্ব গচ্ছ কৌন্তেয় পৃচ্ছ মাং কিং ব্রবীমি তে ॥ ৬০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পৃচ্ছামি ত্বাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৃণু যন্মেঽভিকাঙ্ক্ষিতম্।
কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্ ॥ ৬১

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দ্রোণাচার্য্যের রথের দিকে গমন করিলেন। সমস্ত সৈন্য দেখিতে লাগিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করত দুর্দ্ধর্ষ বীরচূড়ামণি দ্রোণাচার্য্যকে নিজের হিতকর বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৯-৫১

ভগবন্! আমি পরামর্শ প্রার্থনা করিতেছি যে, কি উপায়ে আপনার সহিত নিরপরাধ হইয়া যুদ্ধ করিব? আপনার আজ্ঞায় আমি সকল শত্রুগণকে কিরূপে জয় করিব? ৫২

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—মহারাজ! যদি যুদ্ধের নিশ্চয় করিয়া লইবার পর তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে পরাজিত হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করিতাম ॥ ৫৩

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার উপর অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছ। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয় লাভ কর ॥৫৪

মহারাজ! আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব। তোমার অভীষ্ট মনোরথ কি? বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমি তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ ত' আর করিতে পারি না। সুতরাং উহা ব্যতীত তুমি অন্য কি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? ৫৫

মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহাই প্রকৃত সত্য। আমি কৌরবগণের দ্বারা সেই অর্থে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৫৬

সেই কারণে আজ নপুংসকের ন্যায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত আমার নিকট হইতে অন্য কি কামনা করিতেছ? আমি দুর্য্যোধনের হইয়া যুদ্ধ করিব, কিন্তু তোমার জন্য আমি জয় প্রার্থনা করিব ॥ ৫৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি আমার বিজয়কামনা করুন এবং আমার হিতের জন্য পরামর্শদান করুন, পরন্তু দুর্য্যোধনের হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকুন। এই বর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৫৮

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! তোমার বিজয় ত' নিশ্চিতই হইবে; কারণ, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার মন্ত্রী। আমি আজ্ঞা দিতেছি যে, তুমি যুদ্ধে শত্রুদিগের প্রাণ হরণ করিবে ॥ ৫৯

যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ; আর যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেইখানে জয়। কুন্তীনন্দন! তুমি যাও, যুদ্ধ কর। আরও যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে বল, আমি তোমাকে কি উত্তর দিব? ৬০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমার মনোবাঞ্ছিত প্রশ্ন শ্রবণ

দ্রোণ উবাচ।

ন তেঽস্তি বিজয়স্তাবদ্ যুধ্যাম্যহং রণে।
মমাশু নিধনে রাজন্ যতস্ব সহ সোদরৈঃ ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হন্ত তস্মান্মহাবাহো বধোপায়ং বদাত্মনঃ।
আচার্য্য প্রণিপত্যৈষ পৃচ্ছামি ত্বাং নমোঽস্তু তে ॥ ৬৩

দ্রোণ উবাচ।

ন শত্রুং তাত পশ্যামি যো মাং হন্যাদ্ রথে স্থিতম্।
যুধ্যমানং সুসংরব্ধং শরবর্ষৌঘবর্ষিণম্ ॥ ৬৪
ঋতে প্রায়গতং রাজন্ ন্যস্তশস্ত্রমচেতনম্।
হন্যান্মাং যুধি যোধানাং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬৫
শস্ত্রং চাহং রণে জহ্যাং শ্রুত্বা তু মহদপ্রিয়ম্।
শ্রদ্ধেয়বাক্যাৎ পুরুষাদেতৎ সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৬

করুন। আপনি যুদ্ধে সর্ব্বদা অপরাজিত, সুতরাং আপনাকে আমি কিভাবে জয় করিব? ৬১

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! আমি যে পর্য্যন্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিব, সে পর্য্যন্ত তোমাদের জয়লাভ হইবে না। তুমি স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত এরূপ প্রচেষ্টা কর, যাহাতে অতি সত্বর আমার মৃত্যু হয় ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহু আচার্য্য! সেইজন্য আপনি আপনার বধের উপায় আমাকে বলুন। আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার চরণে প্রণাম করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছি ॥ ৬৩

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! যখন আমি রথে উপবেশন করত কুপিত হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিব, তখন যে ব্যক্তি আমাকে বধ করিতে পারিবে, এরূপ কোন শত্রুকেই আমি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৬৪

রাজন্! যখন আমি অস্ত্র ত্যাগ করত অচেতন হইয়া আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট হইব, এরূপ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময়েই কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এতাদৃশ এক বিশেষ অবস্থায় কোন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আমাকে নিহত করিতে পারিবে। ইহা আমি তোমাকে সত্য কথা বলিয়া দিলাম ॥ ৬৫

যদি আমি কোন বিশ্বাসযোগ্য পুরুষের নিকট হইতে যুদ্ধস্থলে কোন অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাই, তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করিব। আমি তোমাকে এই সত্য সমাচার বলিলাম ॥ ৬৬

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ ভারদ্বাজস্য ধীমতঃ।
অনুমান্য তমাচার্য্যং প্রায়াচ্ছারদ্বতং প্রতি ॥ ৬৭
সোঽভিবাদ্য কৃপং রাজা কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
উবাচ দুর্দ্ধর্ষতমং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ॥ ৬৮
অনুমানয়ে ত্বাং যোৎস্যেঽহং গুরো বিগতকল্মষঃ।
জয়েয়ঞ্চ রিপূন্ সর্বানন্যুজ্ঞাতস্ত্বয়ানঘ ॥ ৬৯

কৃপ উবাচ।

যদি মাং নাভিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভাবায় সর্বশঃ ॥ ৭০
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৭১
তেষামর্থে মহারাজ যোদ্ধব্যমিতি মে মতিঃ।
অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ ব্রূয়াং যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৭২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরম বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সম্মান করত রাজা যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৭

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবার পর বাক্যবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির দুর্দ্ধর্ষ বীর কৃপাচার্য্যকে বলিলেন ॥ ৬৮

নিষ্পাপ গুরুদেব! আমি যাহাতে নিরপরাধ হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, তাহার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনার আদেশ পাইলে আমি সমস্ত শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিব ॥ ৬৯

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—মহারাজ যদি যুদ্ধ করিবার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া আমার নিকট তুমি না আসিতে, তবে আমি যাহাতে তোমার সর্ব্বপ্রকারে পরাজয় হয়, তাহার জন্য শাপদান করিতাম ॥ ৭০

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা অতি সত্য কথা। সেইজন্য আমি কৌরবদিগের দ্বারা অর্থে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৭১

মহারাজ! অতএব আমি বিবেচনা করত স্থির করিয়াছি যে, আমি কৌরবগণের হইয়াই যুদ্ধ করিব; সেইজন্য আজ নপুংসকের ন্যায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—যুদ্ধবিষয়ক সহযোগিতা ছাড়া তুমি অন্য আর কিছু আমার কি কামনা করিতেছ? ৭২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হন্ত পৃচ্ছামি তে তস্মাদাচার্য্য শৃণু মে বচঃ।
ইত্যুক্ত্বা ব্যথিতো রাজা নোবাচ গতচেতনঃ ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

তং গৌতমঃ প্রত্যুবাচ বিজ্ঞায়াস্য বিবক্ষিতম্।
অবধ্যোঽহং মহীপাল যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি ॥ ৭৪
প্রীতস্তেঽভিগমেনাহং জয়ং তব নরাধিপ।
আশাসিষ্যে সদোত্থায় সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৭৫
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ গৌতমস্য বিশাম্পতে।
অনুমান্য কৃপং রাজা প্রয়যৌ যেন মদ্ররাট্ ॥ ৭৬
স শল্যমভিবাদ্যাথ কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্।
উবাচ রাজা দুর্ধর্ষমাত্মনিঃশ্রেয়সং বচঃ ॥ ৭৭
অনুমানয়ে ত্বাং দুর্ধর্ষ যোৎস্যে বিগতকল্মষঃ।
জয়েয়ং তু পরান্ রাজন্ননুজ্ঞাতস্ত্বয়া রিপূন্ ॥ ৭৮

শল্য উবাচ।

যদি ত্বাং নাধিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভাবায় বৈ রণে ॥ ৭৯
তুষ্টোঽস্মি পূজিতশ্চাস্মি যৎ কাঙ্ক্ষসি তদস্তু তে।
অনুজানামি চৈব ত্বাং যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি ॥ ৮০
ব্রূহি চৈব পরং বীর কেনার্থঃ কিং দদামি তে।
এবংগতে মহারাজ যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৮১
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৮২
করিষ্যামি হি তে কামং ভাগিনেয় যথেপ্সিতম্।
ব্রবীম্যতঃ ক্লীববৎ ত্বাং যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৮৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মন্ত্রয়স্ব মহারাজ নিত্যং মদ্ধিতমুত্তমম্।
কামং যুধ্য পরস্যার্থে বরমেতং বৃণোম্যহম্ ॥ ৮৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আচার্য্য! এইজন্য এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ব্যথিত হইলেন এবং তখন যেন তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল ও তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহীপাল! কৃপাচার্য্য সেই সময় বুঝিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির কি বলিতে চাহে; তাই তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—রাজন্! আমি অবধ্য। যাও, যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও। ৭৪

নরনাথ! তোমার এই আগমনে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তোমার বিজয়ের জন্য শুভ কামনা করিব, এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিলাম। ৭৫

মহারাজ প্রজানাথ! কৃপাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনুজ্ঞাগ্রহণ করত যেখানে মদ্ররাজ শল্য আছেন, সেই দিকে চলিলেন। ৭৬

দুর্দ্ধর্ষ বীর শল্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে পরিক্রমা করিবার পর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিজের হিতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭৭

দুর্দ্ধর্ষ বীর! আমি নির্দোষ হইয়া যাহাতে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, সেই জন্য আমি আপনার অনুমতি চাহিতেছি। রাজন্! আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি সকল শত্রুদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিব। ৭৮

শল্য বলিলেন,—মহারাজ! যুদ্ধের জন্য স্থির সঙ্কল্প করিবার পর যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি যুদ্ধে পরাজিত হইবার জন্য তোমাকে অভিশাপদান করিতাম। ৭৯

আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমায় অতিশয় সম্মান করিয়াছ। তুমি যাহা কামনা করিতেছ, তোমার তাহা পূর্ণ হউক। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও। ৮০

বীর! তুমি আরও কিছু বল, কিরূপে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে? আমি তোমাকে কি দান করিব? মহারাজ! এরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সহযোগিতা ছাড়া আর কি তুমি আমার নিকট আশা করিতেছ? ৮১

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা সত্য কথা। আমি কৌরবগণের দ্বারা অর্থে বদ্ধ হইয়াছি। ৮২

এইজন্য আমি তোমাকে নপুংসকের ন্যায় বলিতেছি। বল, তুমি যুদ্ধবিষয়ক সহযোগিতা ব্যতীত অন্য আর কি আমার নিকট কামনা করিতেছ? ভাগিনেয়! আমি তোমার অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিব। ৮৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই বরপ্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রতিদিন আমাকে উত্তম হিতকর পরামর্শ প্রদান করিবেন। স্বীয় ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ আপনি অন্যের হইয়া করুন। ৮৪

শল্য উবাচ।

কিমত্র ব্রূহি সাহ্যং তে করোমি নৃপসত্তম।
কামং যোৎস্যে পরস্যার্থে বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥৮৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স এব মে বরঃ শল্য উদ্যোগে যস্ত্বয়া কৃতঃ।
সূতপুত্রস্য সংগ্রামে কার্য্যস্তেজোবধস্ত্বয়া ॥ ৮৬
(ত্বাং হি যোক্ষ্যতি সূতত্বে সূতপুত্রস্য মাতুল।
দুর্য্যোধনো রণে শূরমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ)

শল্য উবাচ।

সম্পৎস্যত্যেষ তে কামঃ কুন্তীপুত্র যথেপ্সিতম্।
গচ্ছ যুধ্যস্ব বিশ্রব্ধঃ প্রতিজানে বচস্তব ॥ ৮৭

সঞ্জয় উবাচ।

অনুমান্যাথ কৌন্তেয়ো মাতুলং মদ্রকেশ্বরম্।
নির্জগাম মহাসৈন্যাদ্ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮৮
বাসুদেবস্তু রাধেয়মাহবেঽভিজগাম বৈ।
তত এনমুবাচেদং পাণ্ডবার্থে গদাগ্রজঃ ॥ ৮৯
শ্রুতং মে কর্ণ ভীষ্মস্য দ্বেষাৎ কিল ন যোৎস্যসে।
অস্মান্ বরয় রাধেয় যাবদ্ ভীষ্মো ন হন্যতে ॥ ৯০
হতে তু ভীষ্মে রাধেয় পুনরেষ্যসি সংযুগম্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সাহায্যং যদি পশ্যসি চেৎ সমম্ ॥ ৯১

কর্ণ উবাচ।

ন বিপ্রিয়ং করিষ্যামি ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য কেশব।
ত্যক্তপ্রাণং হি মাং বিদ্ধি দুর্য্যোধনহিতৈষিণম্ ॥ ৯২

সঞ্জয় উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং কৃষ্ণঃ সংন্যবর্ত্তত ভারত।
যুধিষ্ঠিরপুরোগৈশ্চ পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৯৩
অথ সৈন্যস্য মধ্যে তু প্রাক্রোশৎ পাণ্ডবাগ্রজঃ।
যোঽস্মান্ বৃণোতি তমহং বরয়ে সাহ্যকারণাৎ ॥ ৯৪
অথ তান্ সমভিপ্রেক্ষ্য যুযুৎসুরিদমব্রবীৎ।
প্রীতাত্মা ধর্ম্মরাজানং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৯৫

শল্য বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! বল, এ বিষয়ে আমি তোমার কি সহায়তা করিব? কৌরবগণের অর্থে আমি বাঁধা আছি; সুতরাং আমি নিজের ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ ত তোমার বিপক্ষের হইয়াই করিব ॥ ৮৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মামা! যখন যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ চলিতেছে, তখন আপনি আমাকে যে বর দিয়াছিলেন, সেই বর আজও আমার পক্ষে আবশ্যক। যে সময় সূতপুত্র কর্ণের সহিত আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেই সময় আপনি তাহার উৎসাহপূর্ণ প্রতাপ নষ্ট করিয়া দিবেন ॥ ৮৬

(মামা! আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তখনকার সেই কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই আপনার ন্যায় পরাক্রমশালী বীরকে অবশ্যই সূতপুত্র কর্ণের সারথিকর্ম্ম করিবার করিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন।)

শল্য বলিলেন,—কুন্তীপুত্র! তোমার এই অভীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ কর। আমি তোমার বাক্য পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলাম ॥ ৮৭

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! এইরূপে নিজের মামা মদ্ররাজ শল্যের অনুমতি লইয়া ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৮৮

এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধস্থলে রাধানন্দন কর্ণের নিকট গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের হিতের জন্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮৯

কর্ণ! আমি শুনিয়াছি যে, তুমি ভীষ্মের সহিত দ্বেষবশতঃ যুদ্ধ করিবে না। রাধানন্দন! এরূপ পরিস্থিতিতে যতকাল না ভীষ্ম নিহত হন, ততকাল তুমি আমাদের পক্ষ গ্রহণ কর ॥ ৯০

রাধাসুত! যখন ভীষ্ম নিহত হইবেন, সেই সময় তুমি যদি বুঝিয়া থাক, তবে পুনরায় দুর্য্যোধনের সহায়তার জন্য চলিয়া আসিবে ॥ ৯১

কর্ণ বলিলেন,—কেশব! আপনার জানা উচিত যে, আমি দুর্য্যোধনের একজন হিতৈষী। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য আমি স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া দিব, তথাপি তাঁহার অপ্রিয় আমি কখনই করিতে পারিব না ॥ ৯২

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! কর্ণের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৯৩

তদনন্তর জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তারস্বরে বলিলেন—যদি কোন বীর সহায়তার জন্য আমাদের পক্ষ গ্রহণ করেন, তবে আমিও তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইব ॥ ৯৪

সেই সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবগণের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রীতচিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ৯৫

অহং যোৎস্যামি ভবতঃ সংযুগে ধৃতরাষ্ট্রজান্।
যুষ্মদর্থং মহারাজ যদি মাং বৃণুষেঽনঘ ॥ ৯৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এহ্যেহি সর্বে যোৎস্যামস্তব ভ্রাতৄনপণ্ডিতান্।
যুযুৎসো বাসুদেবশ্চ বয়ঞ্চ ব্রূম সর্বশঃ ॥ ৯৭
বৃণোমি ত্বাং মহাবাহো যুধ্যস্ব মম কারণাৎ।
ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ তন্তুশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য দৃশ্যতে ॥ ৯৮
ভজস্বাস্মান্ রাজপুত্র ভজমানান্ মহাদ্যুতে।
ন ভবিষ্যতি দুর্বুদ্ধির্ধার্তরাষ্ট্রোঽত্যমর্ষণঃ ॥ ৯৯

সঞ্জয় উবাচ।

ততো যুযুৎসুঃ কৌরব্যান্ পরিত্যজ্য সুতাংস্তব।
(স সত্যমিতি মন্বানো যুধিষ্ঠিরবচস্তদা)
জগাম পাণ্ডুপুত্রাণাং সেনাং বিশ্রাব্য দুন্দুভিম্ ॥ ১০০
(অবসদ্ ধার্তরাষ্ট্রস্য কুৎসয়ন্ কর্ম দুষ্কৃতম্।
সেনামধ্যে হি তৈঃ সাকং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥)

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সম্প্রহৃষ্টঃ সহানুজঃ।
জগ্রাহ কবচং ভূয়ো দীপ্তিমৎ কনকোজ্জ্বলম্ ॥ ১০১
প্রত্যপদ্যন্ত তে সর্বে স্বরথান্ পুরুষর্ষভাঃ।
ততো ব্যূহং যথাপূর্বং প্রত্যব্যূহন্ত তে পুনঃ ॥ ১০২
অবাদয়ন্ দুন্দুভীংশ্চ শতশশ্চৈব পুষ্করান্।
সিংহনাদাংশ্চ বিবিধান্ বিনেদুঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১০৩
রথস্থান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ পাণ্ডবান্ প্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সর্বে পুনর্জহৃষিরে তদা ॥ ১০৪
গৌরবং পাণ্ডুপুত্রাণাং মান্যান্ মানয়তাঞ্চ তান্।
দৃষ্ট্বা মহীক্ষিতস্তত্র পূজয়াঞ্চক্রিরে ভৃশম্ ॥ ১০৫
সৌহৃদঞ্চ কৃপাং চৈব প্রাপ্তকালং মহাত্মনাম্।
দয়াঞ্চ জ্ঞাতিষু পরাং কথয়াঞ্চক্রিরে নৃপাঃ ॥ ১০৬
সাধু সাধ্বিতি সর্বত্র নিশ্চেরুঃ স্তুতিসংহিতাঃ।
বাচঃ পুণ্যাঃ কীর্তিমতাং মনোহৃদয়হর্ষণাঃ ॥ ১০৭

নিষ্পাপ মহারাজ! যদি আপনি আমাকে গ্রহণ করেন, তবে আমি এই যুদ্ধে আপনাদের হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণেরসহিত সংগ্রাম করিব ॥ ৯৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যুযুৎসু! তুমি এস, এস। আমরা সকলে মিলিত হইয়া তোমার এই মূর্খ ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিব। এই কথা আমরা ও বাসুদেব সকলেই বলিতেছি ॥ ৯৭

মহাবাহো! আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তুমি আমার জন্য যুদ্ধ কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বংশপরম্পরা ও পিণ্ডোদক ক্রিয়া (শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি) তোমাকে অবলম্বন করিয়াই থাকিবে দেখিতেছি ॥ ৯৮

মহাতেজস্বী রাজকুমার! আমরা তোমাকে নিজের করিয়া লইলাম। তুমিও আমাদিগকে স্বীকার কর। অত্যন্ত ক্রোধী দুর্মতি দুর্য্যোধন এখন আর এ সংসারে জীবিত থাকিবে না ॥ ৯৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর যুযুৎসু যুধিষ্ঠিরের কথা সত্য মনে করিয়া আপনার সকল পুত্রকে ত্যাগ করত ডঙ্কাধ্বনি করিতে করিতে পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে চলিয়া যাইলেন ॥ ১০০

(তিনি তখন দুর্য্যোধনের পাপকর্ম্মের নিন্দা করিতে করিতে যুদ্ধের নিশ্চয় করত পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদেরই সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।)

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত চাকচিক্যময় কবচধারণ করিলেন ॥ ১০১

তারপর এইসব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ নিজ নিজ রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পুনরায় শত্রুদিগকে রুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় নিজ সৈন্যবাহিনীর ব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ১০২

সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শত শত দুন্দুভি ও নাগাড়া বাজাইতে লাগিলেন এবং নানাবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে পুনরায় রথে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভূপতিবৃন্দ হৃষ্ট হইলেন ॥ ১০৪

মাননীয় পুরুষগণের সম্মানকারী পাণ্ডবদিগের সেই গৌরব দেখিয়া সমস্ত মহীপতিগণই তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫

তখন নৃপগণ মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সৌহার্দ্দ, কৃপা, সময়োচিত কর্ত্তব্যপালন এবং জ্ঞাতিবৃন্দের প্রতি অতিশয় দয়া—এই সব আলোচনা করিতে থাকিলেন ॥ ১০৬

যশস্বী পাণ্ডবগণের জন্য সর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহাদের স্তুতিমূলক ও প্রশংসাপূর্ণ "সাধু সাধু" এই কথা বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা এরূপ পবিত্র বহু বাক্য শুনিতে থাকিলেন যে, যাহা মন ও হৃদয়ের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥ ১০৭

ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে তত্র দদৃশুঃ শুশ্রুবুস্তথা।
বৃত্তং তৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং রুরুদুস্তে সগদ্গদাঃ ॥ ১০৮
ততো জঘ্নুর্মহাভেরীঃ শতশশ্চ সহস্রশঃ।
শঙ্খাংশ্চ গোক্ষীরনিভান্ দধ্মুর্হৃষ্টা মনস্বিনঃ ॥ ১০৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি ভীষ্মাদিসম্মাননে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

সেখানে যে যে ম্লেচ্ছ ও আর্য্যগণ পাণ্ডবদিগের সেই ব্যাপার দেখিলেন ও শুনিলেন, তাঁহারা সকলেই গদ্গদ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮

তদনন্তর হৃষ্ট মনস্বী পুরুষগণ শত শত ও সহস্র সহস্র অতি বৃহৎ বৃহৎ ভেরী ও গোদুগ্ধতুল্য শ্বেতবর্ণ বহু শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ১০৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্মাদির সমাদর-বিষয়ক ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবানাং প্রথমদিনস্থ যুদ্ধারম্ভবর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
এবং ব্যূঢেষ্বনীকেষু মামকেষ্বিতরেষু চ।
কে পূর্ব্বং প্রাহরংস্তত্র কুরবঃ পাণ্ডবা নু কিম্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
ভীষ্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা প্রযযৌ সহ সেনয়া ॥ ২
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে ভীমসেনপুরোগমাঃ।
ভীষ্মেণ যুদ্ধমিচ্ছন্তঃ প্রযযুর্হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৩
ক্ষ্বেড়াঃ কিলকিলাশব্দাঃ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ।
ভেরীমৃদঙ্গমুরজা হয়কুঞ্জরনিঃস্বনাঃ ॥ ৪
উভয়োঃ সেনয়োর্হ্যাসংস্ততস্তেঽস্মান্ সমাদ্রবন্।
বয়ং তান্ প্রতিনর্দন্তস্তদাসীৎ তুমুলং মহৎ ॥ ৫
মহান্ত্যনীকানি মহাসমুচ্ছ্রয়ে
সমাগমে পাণ্ডব-ধার্ত্তরাষ্ট্রয়োঃ।
চকম্পিরে শঙ্খ-মৃদঙ্গনিঃস্বনৈঃ
প্রকম্পিতানীব বনানি বায়ুনা ॥ ৬
নরেন্দ্র-নাগাশ্ব-রথাকুলানা-
মভ্যাগতানামশিবে মুহূর্ত্তে।
বভূব ঘোষস্তুমুলশ্চমূনাং
বাতোদ্ধুতানামিব সাগরাণাম্ ॥ ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-পাণ্ডবগণের প্রথম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবেরা নিজ নিজ সৈন্যদিগকে যখন ব্যূহাকারে স্থাপিত করিল, তখন সেখানে প্রথমে কাহারা প্রহার করিল, কৌরবেরা কিংবা পাণ্ডবেরা? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ২

এই প্রকার সমস্ত পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় প্রসন্নমনে অগ্রগমন করিলেন। ৩

তারপর সেই উভয়পক্ষের সৈন্য মধ্যে সিংহনাদ, কিলকিলাশব্দ ক্রকচ, নরসিংহ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও ঢোল প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি এবং অশ্ব ও হস্তিগণের গর্জনধ্বনি উত্থিত হইল। পাণ্ডব সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করিল এবং আমরাও বিকট গর্জন করিতে করিতে তাহাদের উপর ধাবিত হইলাম। এইভাবে তখন অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। ৪৫

ভীষণ মার-দাঙ্গাযুক্ত সেই মহাযুদ্ধে সম্মিলিত আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড বায়ুতে কম্পিত বনের ন্যায় শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। ৬

নরপতি, হস্তী ও অশ্বগণে এবং রথসমূহে পূর্ণ উভয়পক্ষের সৈন্যবৃন্দ সেই অমঙ্গলময় মুহূর্ত্তে যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল, তখন বায়ুতে উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় তাহাদের ভয়ঙ্কর কোলাহল চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ৭

তস্মিন্ সমুত্থিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ প্রাণদদ্ গোবৃষো যথা ॥ ৮
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষং বারণানাঞ্চ বৃংহিতম্।
সিংহনাদঞ্চ সৈন্যানাং ভীমসেনরবোঽভ্যভূৎ ॥ ৯
হয়ানাং হ্রেষমাণানামনীকেষু সহস্রশঃ।
সর্বানভ্যভবচ্ছব্দান্ ভীমস্য নদতঃ স্বনঃ ॥ ১০
তং শ্রুত্বা নিনদং তস্য সৈন্যাস্তব বিতত্রসুঃ।
জীমূতস্যেব নদতঃ শক্রাশনিসমস্বনম্ ॥ ১১
বাহনানি চ সর্বাণি শকৃন্মূত্রং প্রসুস্রুবুঃ।
শব্দেন তস্য বীরস্য সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ ॥ ১২
দর্শয়ন্ ঘোরমাত্মানং মহাভ্রমিব নাদয়ন্।
বিভীষয়ংস্তব সুতান্ ভীমসেনঃ সমভ্যয়াৎ ॥ ১৩
তমায়ান্তং মহেষ্বাসং সোদর্য্যাঃ পর্য্যবারয়ন্।
ছাদয়ন্তঃ শরব্রাতৈর্মেঘা ইব দিবাকরম্ ॥ ১৪
দুর্য্যোধনশ্চ পুত্রস্তে দুর্মুখো দুঃশলঃ শলঃ।
দুঃশাসনশ্চাতিরথস্তথা দুর্মর্ষণো নৃপ ॥ ১৫
বিবিংশতিশ্চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ মহারথঃ।
পুরুমিত্রো জয়ো ভোজঃ সৌমদত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৬
মহাচাপানি ধুন্বন্তো মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ।
আদদানাশ্চ নারাচান্ নির্মুক্তাশীবিষোপমান্ ॥ ১৭
(অগ্রতঃ পাণ্ডুসেনায়া হ্যতিষ্ঠন্ পৃথিবীক্ষিতঃ ॥)
অথ তে দ্রৌপদীপুত্রাঃ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ১৮
ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রতিযযুরর্দয়ন্তঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
বজ্রৈরিব মহাবেগৈঃ শিখরাণি ধরাভৃতাম্ ॥ ১৯
তস্মিন্ প্রথমসংগ্রামে ভীমজ্যাতলনিঃস্বনে।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ২০
লাঘবং দ্রোণশিষ্যাণামপশ্যং ভরতর্ষভ।
নিমিত্তবেধিনাং চৈব শরামুৎসৃজতাং ভৃশম্ ॥ ২১

সেই রোমাঞ্চকারী ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইলেই মহাবাহু ভীমসেন বৃষভের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

ভীমসেনের সেই গর্জন শঙ্খ ও দুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনি, গজরাজগণের বৃংহিত রব এবং অন্যান্য সৈন্যদিগের সিংহনাদকে দাবাইয়া দিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৯

সেই সৈন্যগণমধ্যে হাজার হাজার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি হইতেছিল, কিন্তু ভীমসেনের সিংহনাদ সেই শব্দকেও দাবাইয়া দিয়া শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১০

তিনি মেঘের সদৃশ গম্ভীরস্বরে তর্জন-গর্জন করিতেছিলেন। তাঁহার এই গর্জন ইন্দ্রের বজ্রধ্বনিতুল্য ভয়ানক ছিল। তাঁহার এই সিংহনাদ শুনিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িল ॥ ১১

যেরূপ সিংহের শব্দ শুনিয়া অন্য বনজাত পশুরা ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বীর ভীমসেনের গর্জনে ভীত হইয়া কৌরব সৈন্যের সমস্ত বাহনেরা মল-মূত্রত্যাগ করিয়া ফেলিল ॥ ১২

মহামেঘের ন্যায় নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে দেখাইতে, গর্জন করিতে করিতে এবং আপনার পুত্রগণকে ভয় প্রদর্শন করিতে করিতে ভীমসেন কৌরবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩

মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অন্যান্য বীরগণ মেঘ কর্তৃক সূর্য্যকে আচ্ছাদন করার ন্যায় নিজ নিজ বাণশ্রেণীতে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

হে নৃপ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, দুর্মুখ, দুঃশল, অতিরথ দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ ও পরাক্রমশালী ভূরিশ্রবা—ইঁহারা সকলে নিজ নিজ বিশাল ধনুকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ও ধাবিত বিষধর সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান বাণকে হাতে গ্রহণ করিয়া বিদ্যুৎ-প্রস্ফুরিত মেঘের সদৃশ প্রতীত হইতে লাগিলেন। এই সমস্ত ভূপালগণই পাণ্ডবসৈন্যের সম্মুখে (ভীমসেনকে ঘিরিয়া) দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৫-১৭

তারপর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথ অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই সব যোদ্ধারা বজ্রতুল্য মহাবেগশালী তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা পর্ব্বতসকলের শিখরশ্রেণীর ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে পীড়া দান করিতে করিতে তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৮-১৯

সেই প্রথম সংগ্রামে যখন ভয়ানক ধনুষ্টঙ্কার ও তালপ্রদান শব্দ হইতে লাগিল, তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদলের কোন যোদ্ধাই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন না ॥ ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই শিষ্যগণের

নোপশাম্যতি নির্ঘোষো ধনুষাং কূজতাং তথা।
বিনিশ্চেরুঃ শরা দীপ্তা জ্যোতীংষীব নভস্তলাৎ ॥ ২২
সর্বে ত্বন্যে মহীপালাঃ প্রেক্ষকা ইব ভারত।
দদৃশুর্দর্শনীয়ং তং ভীমং জ্ঞাতিসমাগমম্ ॥ ২৩
ততস্তে জাতসংরম্ভাঃ পরস্পরকৃতাগসঃ।
অন্যোন্যস্পর্ধয়া রাজন্ ব্যায়চ্ছন্ত মহারথাঃ ॥ ২৪
কুরু-পাণ্ডবসেনে তে হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলে।
শুশুভাতে রণেঽতীব পটে চিত্রার্পিতে ইব ॥ ২৫
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
সহসৈন্যাঃ সমাপেতুঃ পুত্রস্য তব শাসনাৎ ॥ ২৬
যুধিষ্ঠিরেণ চাদিষ্টাঃ পার্থিবাস্তে সহস্রশঃ।
বিনদন্তঃ সমাপেতুঃ পুত্রস্য তব বাহিনীম্ ॥ ২৭
উভয়োঃ সেনয়োস্তীব্রঃ সৈন্যানাং স সমাগমঃ।
অন্তর্ধীয়ত চাদিত্যঃ সৈন্যেন রজসাবৃতঃ ॥ ২৮
প্রযুদ্ধানাং প্রভগ্নানাং পুনরাবর্তিনামপি।
নাত্র স্বেষাং পরেষাং বা বিশেষঃ সমদৃশ্যত ॥ ২৯
তস্মিংস্তু তুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে।
অতিসর্বাণ্যনীকানি পিতা তেঽভিব্যরোচত ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি যুদ্ধারম্ভে
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

অস্ত্রচালনায় দক্ষতা দেখিলাম। তাঁহারা অতিশয় তীব্র গতিতে বাণ নিক্ষেপ করিতে ও লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেখানে তখন টঙ্কারধ্বনিপূর্ণ ধনুসমূহের শব্দ কখনও শান্ত হইল না। আকাশে নক্ষত্রাবলির ন্যায় সেই সব ধনু হইতে প্রদীপ্ত বাণসমূহ অবিরত বাহির হইতে লাগিল ॥ ২২

হে ভারত! অন্য সব ভূপতিগণ সেই জ্ঞাতিবর্গের ভয়ঙ্কর দর্শনীয় সংগ্রামকে দর্শকের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্! বাল্যাবস্থায় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বহু অপরাধ করিয়াছিলেন। তখন সেই সব বিষয় স্মরণ হইতে থাকিলে এই মহারথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

বহু হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ কৌরব-পাণ্ডবগণের এই সৈন্যবাহিনী পটে অঙ্কিত চিত্রময় সৈন্যসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আদেশে অন্য সব রাজারাও হস্তে ধনুর্বাণ গ্রহণ করত সৈন্যবাহিনীর সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬

এইরূপে যুধিষ্ঠিরেরও অনুমতি পাইয়া সহস্র সহস্র নরপতি গর্জন করিতে করিতে আপনার পুত্রের সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৭

এই উভয় পক্ষের সৈন্যগণের সেই সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিল। তখন সৈন্যোত্থিত ধূলিজালে আচ্ছাদিত হইয়া সূর্য্যদেব অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ২৮

সেই সময় কিছু যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে ছিল, কিছু আবার পলায়ন করিতেছিল এবং কিছু যোদ্ধা পলাইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই বিষয়ে আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যাইল না ॥ ১৯

যে সময় সেই অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল, সেই সময় আপনার জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বীয় তেজে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে যুদ্ধারম্ভবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[উভয়পক্ষীয়-সৈন্যানাং দ্বন্দযুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

পূর্বাহ্নে তস্য রৌদ্রস্য যুদ্ধমহ্নো বিশাম্পতে।
প্রাবর্তত মহাঘোরং রাজ্ঞাং দেহাবকর্তনম্॥ ১
কুরূণাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ জিগীষূণাং পরস্পরম্।
সিংহানামিব সংহ্রাদো দিবমুর্বীঞ্চ নাদয়ন্॥ ২
আসীৎ কিলকিলাশব্দস্তলশঙ্খরবৈঃ সহ।
জজ্ঞিরে সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং প্রতিগর্জতাম্॥ ৩
তলত্রাভিহতাশ্চৈব জ্যাশব্দা ভরতর্ষভ।
পত্তীনাং পাদশব্দশ্চ বাজিনাঞ্চ মহাস্বনঃ॥ ৪
তোত্রাঙ্কুশনিপাতশ্চ আয়ুধানাঞ্চ নিঃস্বনঃ।
ঘণ্টাশব্দশ্চ নাগানামন্যোন্যমভিধাবতাম্॥ ৫
তস্মিন্ সমুদিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে।
বভূব রথনির্ঘোষঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ॥ ৬
তে মনঃ ক্রূরমাধায় সমভিত্যক্তজীবিতাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্তন্ত সর্ব এবোচ্ছ্রিতধ্বজাঃ॥ ৭
অথ শান্তনবো রাজন্নভ্যধাবদ্ ধনঞ্জয়ম্।
প্রগৃহ্য কার্মুকং ঘোরং কালদণ্ডোপমং রণে॥ ৮
অর্জুনোঽপি ধনুর্গৃহ্য গাণ্ডীবং লোকবিশ্রুতম্।
অভ্যধাবত তেজস্বী গাঙ্গেয়ং রণমূর্ধনি॥ ৯
তাবুভৌ কুরুশার্দূলৌ পরস্পরবধৈষিণৌ।
গাঙ্গেয়স্তু রণে পার্থং বিদ্ধা নাকম্পয়দ্ বলী॥ ১০
তথৈব পাণ্ডবো রাজন্ ভীষ্মং নাকম্পয়দ্ যুধি।
সাত্যকিস্তু মহেষ্বাসঃ কৃতবর্মাণমভ্যয়াৎ॥ ১১
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
সাত্যকিঃ কৃতবর্মাণং কৃতবর্মা চ সাত্যকিম্॥ ১২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[উভয় পক্ষ সৈন্যের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! সেই ভয়ঙ্কর দিনের প্রথমভাগে মহাভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তাহাতে রাজাদিগের শরীর উচ্ছেদ হইতেছিল॥ ১

কৌরব ও সৃঞ্জয়বংশীয় বীরগণ পরস্পর পরস্পরকে জয়লাভ করিবার জন্য সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই সিংহনাদ পৃথিবী ও আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল॥ ২

সেই সময় তল ও শঙ্খের ধ্বনির সহিত সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইতেছিল। পরস্পরের প্রতি গর্জনকারী শূরগণের সিংহনাদও হইতে লাগিল॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! তলত্রাণের আঘাতে উত্থিত গুণের শব্দ, পদাতি সৈন্যগণের পাদক্ষেপণ শব্দ, উচ্চৈঃস্বরে কৃত অশ্বসকলের হ্রেষাধ্বনি, হস্তীদিগের তোত্র (কশা) ও অঙ্কুশের শব্দ, অস্ত্রসমূহের ঝনঝন শব্দ এবং পরস্পরের প্রতি ধাবিত গজরাজগণের ঘণ্টানাদ—এই সব শব্দ মিলিত হইয়া এমন এক ভয়ঙ্কর রব উঠিল, যাহা শরীরে রোমাঞ্চ জন্মাইয়া দেয়। সেই অবস্থায় রথসমূহের ধ্বনি মেঘের বিকট গর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল॥ ৪-৬

সেই সমস্ত কৌরব সৈন্যরা নিজের মনকে কঠোর করিয়া প্রাণের পণ করত উচ্চ ধ্বজ বাঁধিয়া পাণ্ডবগণের উপর ধাবিত হইলেন॥ ৭

রাজন্! তদনন্তর শক্রনন্দন ভীষ্ম সেই যুদ্ধভূমিতে কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ ধনু গ্রহণ করত অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন॥ ৮

এদিকে মহাতেজস্বী অর্জ্জুনও স্বীয় লোকবিখ্যাত গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধের সম্মুখভাগে গঙ্গানন্দন ভীষ্মের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন॥ ৯

তখন এই কুরুকুলশ্রেষ্ঠ উভয়েই পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। বলবান্ ভীষ্ম যুদ্ধে অর্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই॥ ১০

রাজন্! সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধে কম্পিত করিতে সমর্থ হন নাই। অপর দিকে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি কৃতবর্ম্মার অভিমুখে ধাবিত হইলেন॥ ১১

তখন ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময় কখনও সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে এবং কখনও কৃতবর্ম্মা সাত্যকিকে ভয়ানক বাণসমূহে আঘাত করিতে করিতে পরস্পরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥

আনর্চ্ছতুঃ শরৈর্ঘোরৈস্তক্ষমাণৌ পরস্পরম্।
তৌ শরার্চিতসর্বাঙ্গৌ শুশুভাতে মহাবলৌ ॥ ১৩
বসন্তে পুষ্প-শবলৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।
অভিমন্যুর্মহেষ্বাসং বৃহদ্‌বলমযোধয়ৎ ॥ ১৪
ততঃ কোশলরাজাসাবভিমন্যোর্বিশাম্পতে।
ধ্বজং চিচ্ছেদ সমরে সারথিঞ্চ ন্যপাতয়ৎ ॥ ১৫
সৌভদ্রস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাতিতে রথসারথৌ।
বৃহদ্বলং মহারাজ বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ১৬
অথাপরাভ্যাং ভল্লাভ্যাং শিতাভ্যামরিমর্দনঃ।
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ পার্ষ্ণিমেকেন সারথিম্ ॥ ১৭
অন্যোন্যঞ্চ শরৈঃ ক্রুদ্ধৌ ততক্ষাতে পরস্পরম্।
মানিনং সমরে দৃপ্তং কৃতবৈরং মহারথম্ ॥ ১৮
ভীমসেনস্তব সুতং দুর্য্যোধনমযোধয়ৎ।
তাবুভৌ নরশার্দূলৌ কুরুমুখ্যৌ মহাবলৌ ॥ ১৯
অন্যোন্যং শরবর্ষাভ্যাং ববৃষাতে রণাজিরে।

এই দুই মহাবলশালী বীর তখন সর্ব্বাঙ্গে বাণসমূহে ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় বসন্ত ঋতুতে বিকসিত পুষ্পে পরিপূর্ণ দুইটি পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

অভিমন্যু মহাধনুর্দ্ধর বৃহদ্‌বলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। প্রজানাথ! কোশলরাজ বৃহদ্‌বল সেই যুদ্ধে অভিমন্যুর ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সারথিকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১২-১৫

মহারাজ! স্বীয় রথের সারথি নিহত হইলে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি বৃহদ্‌বলকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

তারপর শত্রুমর্দন অভিমন্যু অন্য দুই তীক্ষ্ণ বাণে বৃহদ্বলের ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং অন্য এক বাণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও অপর এক বাণে সারথিকে বধ করিলেন ॥ ১৭

তখন উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। যুদ্ধে অভিমানপ্রকাশকারী গর্ব্বিত ও পূর্ব্ব হইতে শত্রুতাবদ্ধ আপনার মহারথ পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত ভীমসেন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥

এই দুই নরশ্রেষ্ঠ মহাবল বীর কুরুকুলের প্রধান ছিলেন। ইঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥

তৌ বীক্ষ্য তু মহাত্মানৌ কৃতিনৌ চিত্রযোধিনৌ ॥ ২০
বিস্ময়ঃ সর্বভূতানাং সমপদ্যত ভারত।
দুঃশাসনস্তু নকুলং প্রত্যুদ্‌যায় মহাবলম্ ॥ ২১
অবিদ্ধন্নিশিতৈর্বাণৈর্বহুভির্মর্মভেদিভিঃ।
তস্য মাদ্রীসুতঃ কেতুং সশরঞ্চ শরাসনম্ ॥ ২২
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রহসন্নিব ভারত।
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ ॥ ২৩
পুত্রস্তু তব দুর্ধর্ষো নকুলস্য মহাহবে।
তুরঙ্গাংশ্চিচ্ছিদে বাণৈর্ধ্বজং চৈবাভ্যপাতয়ৎ ॥ ২৪
দুর্মুখঃ সহদেবঞ্চ প্রত্যুদ্‌যায় মহাবলম্।
বিব্যাধ শরবর্ষেণ যতমানং মহাহবে ॥ ২৫
সহদেবস্ততো বীরো দুর্মুখস্য মহারণে।
শরেণ ভৃশতীক্ষ্ণেন পাতয়ামাস সারথিম্ ॥ ২৬
তাবন্যোন্যং সমাসাদ্য সমরে যুদ্ধদুর্মদৌ।
ত্রাসয়েতাং শরৈর্ঘোরৈঃ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ ॥ ২৭

ভারত! এই দুই মহাত্মা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে পারিতেন। সেই সময় ইঁহাদের দেখিয়া সমস্ত প্রাণীরই অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল ॥

দুঃশাসন অগ্রগমন করিয়া মর্ম্মস্থান বিদীর্ণকারক নিজ বহু-সংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা মহাবল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥

ভারত! তখন মাদ্রীনন্দন নকুলও যেন হাস্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে দুঃশাসনের ধনুর্বাণ ও ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং পঞ্চবিংশতি (২৫) বাণ প্রহার করিয়া আহত করিলেন ॥

তারপর আপনার দুর্দ্ধর্ষ পুত্র দুঃশাসন সেই মহাযুদ্ধে নকুলের অশ্বগণকে ছেদন করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজকে ভূপাতিত করিলেন ॥ ১৮-২৪

মহাবল সহদেব সেই মহারণে স্বীয় বিজয়লাভের জন্য অতিশয় প্রযত্ন করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে আপনার পুত্র দুর্মুখ ধাবিত হইয়া স্বীয় বাণবর্ষণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫

তখন বীর সহদেব সেই মহাযুদ্ধে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল বাণ দ্বারা দুর্মুখের সারথিকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৬

এই দুইজন যুদ্ধদুর্ম্মদ বীর সমরাঙ্গণে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পূর্ব্বকৃত শত্রুতার প্রতীকারকল্পে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে ভীত করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

যুধিষ্ঠিরঃ স্বয়ং রাজা মদ্ররাজানমভ্যয়াৎ।
তস্য মদ্রাধিপশ্চাপং দ্বিধা চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ২৮

তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অন্যৎ কার্মুকমাদায় বেগবদ্ বলবত্তরম্ ॥ ২৯

ততো মদ্রেশ্বরং রাজা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ছাদয়ামাস সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩০

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো দ্রোণমভ্যদ্রবত ভারত।
তস্য দ্রোণঃ সুসংক্রুদ্ধঃ পরাসুকরণং দৃঢ়ম্ ॥ ৩১

ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে পাঞ্চাল্যস্য তু কার্মুকম্।
শরং চৈব মহাঘোরং কালদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৩২

প্রেষয়ামাস সমরে সোঽস্য কায়ে ন্যমজ্জত।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় সায়কাংশ্চ চতুর্দশ ॥ ৩৩

দ্রোণং দ্রুপদপুত্রস্তু প্রতিবিব্যাধ সংযুগে।
তাবন্যোন্যং সুসংক্রুদ্ধৌ চক্রতুঃ সুভৃশং রণম্ ॥ ৩৪

স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! তখন মদ্ররাজ শল্য তাঁহার ধনুটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ২৮

তারপর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন ধনুকে ফেলিয়া দিয়া অপর একটি বেগযুক্ত ও প্রবলতর ধনু গ্রহণ করিলেন এবং নতপর্ব্বযুক্ত তীক্ষ্ণ ধারাল বাণদ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—দাঁড়াও ॥ ২৯-৩০

হে ভারত! অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অপরকে নিহত করিবার সাধনভূত ধৃষ্টদ্যুম্নের সুদৃঢ় ধনুকে তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন ॥

তারপর সেই যুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিলেন। এই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥

তারপর দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বিতীয় ধনু লইয়া চতুর্দ্দশ (১৪)-টি সায়ক ক্ষেপণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩৪

মহারাজ! বেগবান্ শঙ্খ সেই যুদ্ধে বেগশালী সোমদত্তপুত্র

সৌমদত্তিং রণে শঙ্খো রভসং রভসো যুধি।
প্রত্যুদ্যযৌ মহারাজ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৫

তস্য বৈ দক্ষিণং বীরো নির্বিভেদ রণে ভুজম্।
সৌমদত্তিস্তথা শঙ্খং জত্রুদেশে সমাহনৎ ॥ ৩৬

তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে।
দৃপ্তয়োঃ সমরে পূর্বং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥ ৩৭

বাহ্লীকং তু রণে ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধরূপো বিশাম্পতে।
অভ্যদ্রবদমেয়াত্মা ধৃষ্টকেতুর্মহারথঃ ॥ ৩৮

বাহ্লীকস্তু রণে রাজন্ ধৃষ্টকেতুমমর্ষণঃ।
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছৎ সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৩৯

চেদিরাজস্তু সংক্রুদ্ধো বাহ্লীকং নবভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ সমরে তূর্ণং মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৪০

তৌ তত্র সমরে ক্রুদ্ধৌ নর্দন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ।
সমীয়তুঃ সুসংক্রুদ্ধাবঙ্গারক-বুধাবিব ॥ ৪১

ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করিলেন এবং বলিলেন—তুমি যুদ্ধে স্থির থাক, স্থির থাক ॥ ৩৫

বীর শঙ্খ এই যুদ্ধে ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন; তখন ভূরিশ্রবাও শঙ্খের স্কন্ধের সন্ধিস্থানে বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৩৬

রাজন্! সমরাঙ্গণে এইভাবে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় সেই দুই অভিমানী বীরের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৭

প্রজানাথ! রণক্ষেত্রে কুপিত বাহ্লীকের উপরে অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহারথী ধৃষ্টকেতু ক্রোধের সহিত আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

রাজন্! অমর্ষশীল বাহ্লীক সমরাঙ্গণে বহু বাণ দ্বারা ধৃষ্টকেতুকে পীড়িত করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

তখন চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদমত্ত গজরাজ কর্ত্তৃক অন্য এক মদমত্ত গজরাজের উপর আক্রমণের ন্যায় অতি দ্রুত নয়টি বাণ প্রহার করিয়া সেই যুদ্ধে বাহ্লীককে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

সেই রণস্থলে এই দুই বীর পরস্পর অতিশয় কুপিত হইয়া মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

রাক্ষসং রৌদ্রকর্মাণং ক্রূরকর্মা ঘটোৎকচঃ।
অলম্বুষং প্রত্যুদিয়াদ্ বলং শক্র ইবাহবে ॥ ৪২

ঘটোৎকচস্ততঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসং তং মহাবলম্।
নবত্যা সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্দারয়ামাস ভারত ॥ ৪৩

অলম্বুষস্তু সমরে ভৈমসেনিং মহাবলম্।
বহুধা দারয়ামাস শরৈঃ সন্নতপর্ববভিঃ ॥ ৪৪

ব্যভ্রাজেতাং ততস্তৌ তু সংযুগে শরবিক্ষতৌ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বল-শক্রৌ মহাবলৌ ॥ ৪৫

শিখণ্ডী সমরে রাজন্ দ্রৌণিমভ্যুদ্যযৌ বলী।
অশ্বত্থামা ততঃ ক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডিনমুপস্থিতম্ ॥ ৪৬

নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন ভৃশং বিদ্ধ্বা হ্যকম্পয়ৎ।
শিখণ্ড্যপি ততো রাজন্ দ্রোণপুত্রমতাড়য়ৎ ॥ ৪৭

সায়কেন সুপীতেন তীক্ষ্ণেন নিশিতেন চ।
তৌ জঘ্নতুস্তদান্যোন্যং শরৈর্বহুবিধৈর্ম্মৃধে ॥ ৪৮

ভগদত্তং রণে শূরং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
অভ্যয়াৎ ত্বরিতো রাজংস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৪৯

বিরাটো ভগদত্তং তু শরবর্ষেণ ভারত।
অভ্যবর্ষৎ সুসংক্রুদ্ধো মেঘো বৃষ্ট্যা ইবাচলম্ ॥ ৫০

ভগদত্তস্ততস্তূর্ণং বিরাটং পৃথিবীপতিম্।
ছাদয়ামাস সমরে মেঘঃ সূর্যমিবোদিতম্ ॥ ৫১

বৃহৎক্ষত্রং তু কৈকেয়ং কৃপঃ শারদ্বতো যযৌ।
তং কৃপঃ শরবর্ষেণ ছাদয়ামাস ভারত ॥ ৫২

গৌতমং কৈকেয়ঃ ক্রুদ্ধঃ শরবৃষ্ট্যাভ্যপূরয়ৎ।
তাবন্যোন্যং হয়ান্ হত্বা ধনুষী ছিত্ত্বা চ ভারত ॥ ৫৩

বিরথাবসিযুদ্ধায় সমীয়তুরমর্ষণৌ।
তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং সুদারুণম্ ॥ ৫৪

দ্রুপদস্তু ততো রাজন্ সৈন্ধবং বৈ জয়দ্রথম্।
অভ্যুদ্যযৌ হৃষ্টরূপো হৃষ্টরূপং পরন্তপঃ ॥ ৫৫

যেরূপ ইন্দ্র যুদ্ধে বলনামক দৈত্যের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচ ভয়ানক কর্ম্মকারী অলম্বুষনামক রাক্ষসের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৪২

হে ভারত! ক্রোধে পূর্ণ ঘটোৎকচ নব্বইটি বাণে সেই মহাশক্তিশালী অলম্বুষকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ৪৩

তখন অলম্বুষও মহাবলবান্ ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচকে নত পর্ব্বযুক্ত বাণদ্বারা যুদ্ধে বহুভাবে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৪

যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে মহাবল বলাসুর ও ইন্দ্র অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ এই যুদ্ধে পরস্পরের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অলম্বুষ ও ঘটোৎকচ শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ৪৫

রাজন্! যখন বলশালী শিখণ্ডী রণক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামার উপর ধাবিত হইলেন, তখন অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া একটি তীক্ষ্ণ নারাচের দ্বারা নিকটে আগত শিখণ্ডীকে দারুণভাবে আঘাত করত কম্পিত করিয়া দিলেন। মহারাজ! তখন শিখণ্ডীও পীতবর্ণের একটি তীক্ষ্ণ ধারাল সায়ক দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে তাড়িত করিলেন। তারপর তাঁহারা উভয়েই সেই সময় যুদ্ধে নানাবিধ বাণ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৮

রাজন্! সেনাপতি বিরাট এই যুদ্ধে বীরবর ভগদত্তকে অতিশয় দ্রুততার সহিত আক্রমণ করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ৪৯

ভারত! বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের উপর স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল মেঘ পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করিতেছে ॥ ৫০

যেরূপ মেঘ ঘনীভূত হইয়া সূর্য্যকে আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ তখন ভগদত্ত সমরস্থলে নিজের বাণবর্ষণের দ্বারা পৃথিবীপতি বিরাটকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫১

হে ভারত! কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রের উপর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য আক্রমণ করিলেন এবং স্বীয় বাণবর্ষণে কৃপাচার্য্য তাঁহাকে আবৃত করিলেন ॥ ৫২

তখন কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বাণবৃষ্টির দ্বারা কৃপাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিলেন। ভারত! এই দুই বীর তখন পরস্পরের অশ্বগণকে ও ধনুকে ছেদন করিয়া ফেলিলে রথহীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গের দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দারুণ যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ৫৩-৫৪

রাজন্! অপরদিকে শত্রুতাপন দ্রুপদ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন জয়দ্রথও অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন ॥ ৫৫

ততঃ সৈন্ধবকো রাজা দ্রুপদং বিশিখৈস্ত্রিভিঃ।
তাড়য়ামাস সমরে স চ তং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৫৬

তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং সুদারুণম্।
ঈক্ষণপ্রীতিজননং শুক্রাঙ্গারকয়োরিব ॥ ৫৭

বিকর্ণস্তু সুতস্তুভ্যং সুতসোমং মহাবলম্।
অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্বৈস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৫৮

বিকর্ণঃ সুতসোমং তু বিদ্ধ্বা নাকম্পয়চ্ছরৈঃ।
সুতসোমো বিকর্ণঞ্চ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫৯

সুশর্মাণং নরব্যাঘ্রশ্চেকিতানো মহারথঃ।
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী ॥ ৬০

সুশর্মা তু মহারাজ চেকিতানং মহারথম্।
মহতা শরবর্ষেণ বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৬১

চেকিতানোঽপি সংরব্ধঃ সুশর্মাণং মহাহবে।
প্রাচ্ছাদয়ৎ তমিষুভির্মহামেঘ ইবাচলম্ ॥ ৬২

তারপর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই রণাঙ্গণে তিনটি বাণদ্বারা দ্রুপদকে গভীর ভাবে আঘাত করিলেন। দ্রুপদও প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৬

এই উভয়ের অত্যন্ত তীব্র ও ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধ তখন শুক্র ও মঙ্গলগ্রহের যুদ্ধের ন্যায় নয়নের তৃপ্তিদায়ক হইয়াছিল ॥ ৫৭

আপনার পুত্র বিকর্ণ বেগগামী অশ্বগণের সাহায্যে ভীমপুত্র মহাবলবান্ সুতসোমের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাহাতে তখন তাঁহাদের মধ্যেও যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৫৮

বিকর্ণ নিজ বাণসমূহে সুতসোমকে বিদ্ধ করিয়াও তাহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপ সুতসোমও বিকর্ণকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের এই পরাক্রম তখন অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ৫৯

নরশ্রেষ্ঠ! পরাক্রমী মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের জন্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া সুশর্মার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৬০

মহারাজ! সুশর্ম্মা তখন ঘোরতর বাণবর্ষণ করিয়া মহারথ চেকিতানকে যুদ্ধে অগ্রগতি হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৬১

তখন চেকিতানও অতিশয় রুষ্ট হইয়া সেই মহাযুদ্ধে নিজ বাণসমূহে সুশর্মাকে সেইরূপভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মহামেঘ জলবর্ষণে পর্ব্বতকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৬২

শকুনিঃ প্রতিবিন্ধ্যং তু পরাক্রান্তং পরাক্রমী।
অভ্যদ্রবত রাজেন্দ্র মত্তঃ সিংহ ইব দ্বিপম্ ॥ ৬৩

যৌধিষ্ঠিরস্তু সংক্রুদ্ধঃ সৌবলং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ব্যদারয়ত সংগ্রামে মঘবানিব দানবম ॥ ৬৪

শকুনিঃ প্রতিবিন্ধ্যং তু প্রতিবিধ্যন্তমাহবে।
ব্যদারয়ন্মহাপ্রাজ্ঞঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৬৫

সুদক্ষিণং তু রাজেন্দ্র কাম্বোজানাং মহারথম্।
শ্রুতকর্মা পরাক্রান্তমভ্যদ্রবত সংযুগে ॥ ৬৬

সুদক্ষিণস্তু সমরে সাহদেবিং মহারথম্।
বিদ্ধ্বা নাকম্পয়ত বৈ মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ৬৭

শ্রুতকর্মা ততঃ ক্রুদ্ধঃ কাম্বোজানাং মহারথম্।
শরৈর্বহুভিরানচ্ছ্র্দ্ দারয়ন্নিব সর্বশঃ ॥ ৬৮

ইরাবানথ সংক্রুদ্ধঃ শ্রুতায়ুষমরিন্দমম্।
প্রত্যুদ্যযৌ রণে যত্তো যত্তরূপং পরন্তপঃ ॥ ৬৯

রাজেন্দ্র! পরাক্রমী শকুনি পরাক্রমশালী প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি মদমত্ত সিংহকর্তৃক হস্তীর উপর আক্রমণের ন্যায় আক্রমণ করিলেন ॥৬৩

যেরূপ ইন্দ্র সংগ্রামস্থলে দানবকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া সুবলপুত্র শকুনিকে নিজ তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥৬৪

যুদ্ধে বাণবিদ্ধকারী প্রতিবিন্ধ্যকে পরম বুদ্ধিমান্ শকুনি নতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

রাজেন্দ্র! অর্জুনপুত্র শ্রুতকর্ম্মা সহদেবপুত্র শ্রুতসেনের সহিত মিলিত হইয়া কাম্বোজদেশের রাজা পরাক্রমশালী মহারথ সুদক্ষিণের উপর রণাঙ্গণে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬৬

যদিও তখন সুদক্ষিণ সমরাঙ্গণে সহদেবপুত্র মহারথ শ্রুতসেনকে অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৭

তারপর শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ কাম্বোজরাজকে সর্ব্বদিকেই যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে নিজের বহুসংখ্যক বাণদ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

অপর দিকে শত্রুদমন যত্নপরায়ণ ইরাবান্ যুদ্ধে কুপিত হইয়া শত্রুতাপন শ্রুতায়ুষের দিকে ধাবিত হইলেন। শ্রুতায়ুষও যত্নের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ৬৯

আর্জুনিস্তস্য সমরে হয়ান্ হত্বা মহারথঃ।
ননাদ বলবন্নাদং তৎ সৈন্যং প্রত্যপূরয়ৎ ॥ ৭০
শ্রুতায়ুস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ ফাল্গুনেঃ সমরে হয়ান্।
নিজঘান গদাগ্রেণ ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৭১
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কুন্তিভোজং মহারথম্।
সসেনং সসুতং বীরং সংসসজ্জতুরাহবে ॥ ৭২
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তয়োর্ঘোরং পরাক্রমম্।
অযুধ্যেতাং স্থিরৌ ভূত্বা মহত্যা সেনয়া সহ ॥ ৭৩
অনুবিন্দস্তু গদয়া কুন্তিভোজমতাড়য়ৎ।
কুন্তিভোজশ্চ তং তূর্ণং শরব্রাতৈরবাকিরৎ ॥ ৭৪
কুন্তিভোজসুতশ্চাপি বিন্দং বিব্যাধ সায়কৈঃ।
স চ তং প্রতিবিব্যাধ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫৭
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ গান্ধারান্ পঞ্চ মারিষ।
সসৈন্যাস্তে সসৈন্যাংশ্চ যোধয়ামাসুরাহবে ॥ ৭৬

অর্জ্জুনের এই মহারথ পুত্র ইরাবান্ সমরক্ষেত্রে শ্রুতায়ুষের অশ্বগণকে নিহত করিয়া অতিশয় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণকে বাণে ঢাকিয়া ফেলিলেন ॥ ৭০

ইহা দেখিয়া শ্রুতায়ু ক্রোধভরে রণভূমিতে অর্জুনপুত্র ইরাবানের অশ্বগণকে গদাঘাতে নিহত করিলেন। তারপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আরও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৭১

অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্যগণ ও পুত্রের সহিত বীর মহারথ কুন্তিভোজের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭২

আমি তখন তাঁহাদের উভয়ের অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর পরাক্রম দেখিয়াছি। তাঁহারা উভয়ে স্বীয় বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত স্থিরতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩

অনুবিন্দ কুন্তিভোজের উপর গদার দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন কুন্তিভোজও অতি দ্রুত নিজ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৭৪

সেই সঙ্গে কুন্তিভোজের পুত্র বিন্দকেও নিজ সায়কসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিন্দও তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কুন্তিভোজপুত্রকে অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তখন ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৭৫

রাজন্! পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ সসৈন্যে আসিয়া স্বীয় বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত উপস্থিত গান্ধারদেশীয় পঞ্চ-বীরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৬

বীরবাহুশ্চ তে পুত্রো বৈরাটিং রথসত্তমম্।
উত্তরং যোধয়ামাস বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৭
উত্তরশ্চাপি তং বীরং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চেদিরাট্ সমরে রাজন্নুলূকং সমভিদ্রবৎ ॥ ৭৮
তথৈব শরবর্ষেণ উলূকং সমবিধ্যত।
উলূকশ্চাপি তং বাণৈর্নিশিতৈর্লোমবাহিভিঃ ॥ ৭৯
তয়োর্যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোররূপং বিশাম্পতে।
দারয়েতাং সুসংক্রুদ্ধাবন্যোন্যমপরাজিতৌ ॥ ৮০
এবং দ্বন্দ্বসহস্রাণি রথ-বারণ-বাজিনাম্।
পদাতীনাঞ্চ সমরে তব তেষাঞ্চ সঙ্কুলে ॥ ৮১
মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধমাসীন্মধুরদর্শনম্।
তত উন্মত্তবদ্ রাজন্ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৮২
গজো গজেন সমরে রথিনঞ্চ রথী যযৌ।
অশ্বোঽশ্বং সমভিপ্রায়াৎ পদাতিশ্চ পদাতিনম্ ॥ ৮৩

আপনার পুত্র বীরবাহু বিরাটের শ্রেষ্ঠ পুত্র উত্তরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ৭৭

উত্তরও সেই বীর বীরবাহুকে নিশিত বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজন্! চেদিরাজ সমরাঙ্গণে উলূকের উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে বাণবর্ষণ করিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। সেইরূপ উলূকও পক্ষশোভিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে চেদিরাজকে গুরুতর আহত করিলেন ॥ ৭৮-৭৯

প্রজানাথ! তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপরাজিত এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০

এইভাবে সেই সুতীব্র যুদ্ধে আপনার ও পাণ্ডবগণের রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যবাহিনীর সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৮১

মহারাজ! মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ দেখিতে মধুর বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু তাহার পরই এই যুদ্ধ উন্মত্তের ন্যায় বিকট চলিতে লাগিল। সেই সময় কাহারও কিছুই বুঝিবার শক্তি ছিল না ॥ ৮২

সেই সমরভূমিতে হস্তী হস্তীর সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত এবং পদাতি-সৈন্য পদাতির সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৩

ততো যুদ্ধং সুদুর্দ্ধর্ষং ব্যাকুলং সমপদ্যত।
শূরাণাং সমরে তত্র সমাসাদ্যেতরেতরম্ ॥ ৮৪
তত্র দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ সমাগতাঃ।
প্রৈক্ষন্ত তদ্ রণং ঘোরং দেবাসুরসমং ভুবি ॥ ৮৫
ততো দন্তিসহস্রাণি রথানাং চাপি মারিষ।
অশ্বৌঘাঃ পুরুষৌঘাশ্চ বিপরীতং সমাযযুঃ ॥ ৮৬
তত্র তত্র প্রদৃশ্যন্তে রথ-বারণ-পত্তয়ঃ।
সাদিনশ্চ নরব্যাঘ্র যুধ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫

তারপর অনতিবিলম্বের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের এই সমরাঙ্গণে বীর সৈন্যগণ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সুতীব্র যুদ্ধ চলাইতে লাগিল ॥ ৮৪

যুদ্ধ দেখিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমবেত দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ ভূতলে আরব্ধ এই যুদ্ধকে দেবাসুর-সংগ্রামের সদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

রাজন্! তারপর সহস্র সহস্র হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পূর্ব্বোক্ত ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া সকলেই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৬

নরশ্রেষ্ঠ! যেখানে যেখানেই দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানে সেখানেই রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণ বারংবার যুদ্ধ করিতেছে দেখা যাইল ॥ ৮৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[কৌরব-পাণ্ডবানাং সুতীব্রং যুদ্ধম্]

সঞ্জয় উবাচ

রাজন্ শতসহস্রাণি তত্র তত্র পদাতিনাম্।
নির্ম্মর্য্যাদং প্রযুদ্ধানি তৎ তে বক্ষ্যামি ভারত ॥ ১
ন পুত্রঃ পিতরং জজ্ঞে পিতা বা পুত্রমৌরসম্।
ন ভ্রাতা ভ্রাতরং তত্র স্বস্রীয়ং ন চ মাতুলঃ ॥ ২
ন মাতুলঞ্চ স্বস্রীয়ো ন সখায়ং সখা তথা।
আবিষ্টা ইব যুধ্যন্তে পাণ্ডবাঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৩
রথানীকং নরব্যাঘ্রাঃ কেচিদভ্যপতন্ রথৈঃ।
অভজ্যন্ত যুগৈরেব যুগানি ভরতর্ষভ ॥৪
রথেষাশ্চ রথেষাভিঃ কূবরা রথকূবরৈঃ।
সঙ্গতৈঃ সহিতাঃ কেচিৎ পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ৫

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

[কৌরব-পাণ্ডবগণের সুতীব্র যুদ্ধ।]

বলিলেন,—ভরতবংশভূষণ রাজন্! সেই রণাঙ্গনে যেখানে সেখানেই লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মর্য্যাদাশূন্য (নিয়মবহির্ভূত) যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি তৎসমস্তই আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১

তখন পুত্র পিতাকে চিনিতে পারিতেছিল না এবং পিতাও স্বীয় ঔরসজাত পুত্রকে চিনিতে পারিতে ছিলেন না। এইরূপ ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও মাতুল নিজ ভাগিনেয়কে চিনিতে পারিতে ছিলেন না ॥ ২

আবার ভাগিনেয়ও মাতুলকে জানিতে পারে নাই এবং মিত্র মিত্রকে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। সেই সময় পাণ্ডব-যোদ্ধারা কৌরব-সৈন্যের সহিত যেন কোন গ্রহাদিকর্তৃক আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩

কিছু নরশ্রেষ্ঠ বীর নিজ নিজ রথসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের রথ-সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় কত রথের যুগসমূহ (অশ্বের স্কন্ধে স্থাপিত কাষ্ঠকে যুগ বলে।) বিপক্ষের রথের যুগের দ্বারা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ॥ ৪

রথগুলির ঈষাদণ্ড ও কূবরসকল সম্মুখে আগত বিপক্ষের রথসমূহের ঈষাদণ্ড ও কূবরশ্রেণীর দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। পরস্পরকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় বহু রথ শত্রুপক্ষের রথগুলির সম্মুখীন হইয়া ইতস্ততঃ একটুও চলিতে সমর্থ হইল না ॥

ন শেকুশ্চলিতং কেচিৎ সন্নিপত্য রথা রথৈঃ।
প্রভিন্নাস্তু মহাকায়াঃ সন্নিপত্য গজা গজৈঃ॥ ৬
বহুধা দারয়ন্ ক্রুদ্ধা বিষাণৈরিতরেতরম্।
সতোরণ-পতাকৈশ্চ বারণা বরবারণৈঃ॥ ৭
অভিসৃত্য মহারাজ বেগবদ্ভির্মহাগজৈঃ।
দন্তৈরভিহতাস্তত্র চুক্রুশুঃ পরমাতুরাঃ॥ ৮
অভিনীতাশ্চ শিক্ষাভিস্তোত্রাঙ্কুশসমাহতাঃ।
অপ্রভিন্নাঃ প্রভিন্নানাং সম্মুখাভিমুখা যযুঃ॥ ৯
প্রভিন্নৈরপি সংসক্তাঃ কেচিৎ তত্র মহাগজাঃ।
ক্রৌঞ্চবন্নিনদং কৃত্বা দুদ্রুবুঃ সর্বতো দিশম্॥ ১০
সম্যক্ প্রণীতা নাগাশ্চ প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
ঋষ্টি-তোমর-নারাচৈর্নির্বিদ্ধা বরবারণাঃ॥ ১১
প্রণেদুর্ভিন্নমর্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ।
প্রাদ্রবন্ত দিশঃ কেচিন্নদন্তো ভৈরবান্ রবান্॥ ১২
গজানাং পাদরক্ষাস্তু ব্যূঢ়োরস্কাঃ প্রহারিণঃ।
ঋষ্টিভিশ্চ ধনুর্ভিশ্চ বিমলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ॥ ১৩
গদাভির্মুসলৈশ্চৈব ভিন্দিপালৈঃ সতোমরৈঃ।
আয়সৈঃ পরিঘৈশ্চৈব নিস্ত্রিংশৈর্বিমলৈঃ শিতৈঃ॥ ১৪
প্রগৃহীতৈঃ সুসংরব্ধা দ্রবমাণাস্ততস্ততঃ।
ব্যদৃশ্যন্ত মহারাজ পরস্পরজিঘাংসবঃ॥ ১৫
রাজমানাশ্চ নিস্ত্রিংশাঃ সংসিক্তা নরশোণিতৈঃ।
প্রত্যদৃশ্যন্ত শূরাণামন্যোন্যমভিধাবতাম্॥ ১৬
অবক্ষিপ্তাবধূতানামসীনাং বীরবাহুভিঃ।
সংজজ্ঞে তুমুলঃ শব্দঃ পততাং পরমর্মসু॥ ১৭
গদা-মুসল-রুগ্নানাং ভিন্নানাঞ্চ বরাসিভিঃ।
দন্তিদন্তাবভিন্নানাং মৃদিতানাঞ্চ দন্তিভিঃ॥ ১৮
তত্র তত্র নরৌঘাণাং ক্রোশতামিতরেতরম্।
শুশ্রুবুর্দারুণা বাচঃ প্রেতানামিব ভারত॥ ১৯
হয়ৈরপি হয়ারোহাশ্চামরাপীড়ধারিভিঃ।
হংসৈরিব মহাবেগৈরন্যোন্যমভিবিদ্রুতাঃ॥ ২০

গণ্ডস্থল হইতে মদধারাবহনকারী বিশালদেহ গজগণ কুপিত হইয়া অপর পক্ষের গজদিগের সহিত যুদ্ধার্থে মিলিত হইয়া ক্রোধভরে নিজ নিজ দন্তের সাহায্যে পরস্পরকে নানাভাবে বিদীর্ণ করিতে লাগিল॥

মহারাজ! কত হাতী তোরণ ও পতাকাযুক্ত, বেগশালী এবং বিশালকায় শ্রেষ্ঠ হাতীদিগের সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া তাহাদের দাঁতের আঘাতে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করত বিকটাকার চীৎকার করিতে লাগিল॥ ৫-৮

যাহারা নানাভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং যাহাদের মদধারা এখনও ক্ষরিত হয় নাই, এরূপ হাতীরা তোত্র ও অঙ্কুশের প্রহার খাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান মদস্রাবী গজরাজগণের সাহিত যুদ্ধে সংযুক্ত থাকিয়া আঘাত লাভ করত ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে নানাদিকে পলায়ন করিল॥ ৯-১০

উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু হাতী এবং যাহাদের গণ্ডস্থল হইতে মদধারা বহিয়া যাইতেছে এরূপ বহু শ্রেষ্ঠ হাতী, ঋষ্টি, তোমর ও নারাচসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মর্মস্থান বিদীর্ণ হইয়া যাইলে চীৎকার করিতে লাগিল এবং প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কত হাতী ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল॥ ১১-১২

মহারাজ! হাতীদিগের পাদ-রক্ষাকারী যোদ্ধারা, যাহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল ও বিস্তৃত ছিল, ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল এবং হস্তে ধৃত ঋষ্টি, ধনু, নির্মল পরশু, গদা, মুসল, ভিন্দিপাল, তোমর, লৌহনির্মিত পরিঘ এবং তীক্ষ্ণ ধারাল চকচকে খড়্গ আদি অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে বধ করিবার জন্য উৎসুক দৃষ্ট হইতেছিল॥ ১৩-১৫

পরস্পরের দিকে ধাবিত বীরগণের চকচকে খড়্গগুলি মনুষ্যগণের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে দেখা যাইল॥ ১৬

বীরগণের বাহুদ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া চালিত তরবারিগুলি যখন অপরের মর্মস্থানে আঘাত করিতেছিল, তখন তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল॥ ১৭

এই যুদ্ধস্থলে গদা ও মুসলের আঘাতে কতক মানুষের অঙ্গ ছিন্ন হইয়াছিল, কতক মানুষের শরীর উত্তম তরবারির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং কতক মানুষের দেহ হস্তিগণের দাঁতে দাবিত হইয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল, আবার কতক মানুষের অঙ্গ হস্তীরাই বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। এইভাবে অসংখ্য মনুষ্যবর্গ অর্দ্ধমৃত হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতেছিল। ভারত! তাহাদের সেই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ প্রেতগণের কোলাহলের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতেছিল॥ ১৮-১৯

চামর ও হারাদি ভূষণে সুশোভিত হংসতুল্য শুভ্র ও মহাবেগশালী অশ্বে উপবিষ্ট হইয়া বহু অশ্বারোহী বিপক্ষের অশ্বারোহিগণের দিকে ধাবিত হইল॥ ২০

তৈর্বিমুক্তা মহাপ্রাসা জাম্বুনদবিভূষণাঃ।
আশুগা বিমলাস্তীক্ষ্ণাঃ সম্পেতুর্ভুজগোপমাঃ॥
অশ্বৈরগ্র্যজবৈঃ কেচিদাপ্লুত্য মহতো রথান্।
শিরাংস্যাদদিরে বীরা রথিনামশ্বসাদিনঃ॥ ২২
বহূনপি হয়ারোহান্ ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
রথী জঘান সম্প্রাপ্য বাণগোচরমাগতান্॥ ২৩
নবমেঘপ্রতীকাশাশ্চাক্ষিপ্য তুরগান্ গজাঃ।
পাদৈরেব বিমৃদ্নন্তি মত্তাঃ কনকভূষণাঃ॥ ২৪
পাট্যমানেষু কুম্ভেষু পার্শ্বেষ্বপি চ বারণাঃ।
প্রাসৈর্বিনিহতা কেচিদ্ বিনেদুঃ পরমাতুরাঃ॥ ২৫
সাশ্বারোহান্ হয়ান্ কাংশ্চিদুন্মথ্য বরবারণাঃ।
সহসা চিক্ষিপুস্তত্র সঙ্কুলে ভৈরবে সতি॥ ২৬
সাশ্বারোহান্ বিষাণাগ্রৈরুৎক্ষিপ্য তুরগান্ গজাঃ।
রথৌঘানভিমৃদ্নন্তঃ সধ্বজানভিচক্রমুঃ॥ ২৭
পুংস্ত্বাদতিমদত্বাচ্চ কেচিৎ তত্র মহাগজাঃ।
সাশ্বারোহান্ হয়ান্ জঘ্নুঃ করৈঃ সচরণৈস্তথা॥ ২৮
অশ্বারোহৈশ্চ সমরে হস্তিসাদিভিরেব চ।
প্রতিমানেষু গাত্রেষু পার্শ্বেষ্বভি চ বারণান্॥
আশুগা বিমলাস্তীক্ষ্ণাঃ সম্পেতুর্ভুজগোপমাঃ॥ ২৯
নরাশ্বকায়ান্ নির্ভিদ্য লৌহানি কবচানি চ।
নিপেতুর্বিমলাঃ শক্ত্যো বীরবাহুভিরর্পিতাঃ॥ ৩০
মহোল্কাপ্রতিমা ঘোরাস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
দ্বীপিচর্মাবনদ্ধৈশ্চ ব্যাঘ্রচর্মচ্ছদৈরপি॥ ৩১
বিকোশৈর্বিমলৈঃ খড়্গৈরভিজঘ্নুঃ পরান্ রণে।
অভিপ্লুতমভিক্রুদ্ধমেকপার্শ্বাবদারিতম্॥ ৩২
বিদর্শয়ন্তঃ সম্পেতুঃ খড়্গ-চর্ম-পরশ্বধৈঃ।

তাহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত নির্মল ও তীক্ষ্ণ ধারাল ...গামী মহাপ্রাস অস্ত্রগুলি সর্পের ন্যায় যাইয়া বিপক্ষের উপরে পতিত হইল॥ ২১

কতক বীর অশ্বারোহী অশ্বের দ্বারা ধাবিত হইয়া বিশাল বিশাল রথের উপর যাইয়া লাফাইয়া পড়িল এবং রথীদিগের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল॥ ২২

এইরূপ কোন কোন রথী আনতপর্ব্বযুক্ত ভল্লনামক বাণসমূহে আয়ত্তের মধ্যে স্থিত অশ্বারোহীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল॥ ২৩

নূতন মেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত স্বর্ণভূষিত মদমত্ত হস্তীরা বহু অশ্বকেই শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া আনিয়া পদের সাহায্যে পিষ্ট করিয়া ফেলিল॥ ২৪

কতক হাতী প্রাসের আঘাত পাইয়া কুম্ভস্থল ও পার্শ্বভাগ বিদীর্ণ হইয়া যাইলে গুরুতর পীড়া অনুভব করিতে করিতে বিকট চীৎকার করিতে লাগিল॥ ২৫

আবার বহু বড় বড় হাতী অনেক অশ্বারোহীর সহিত অশ্বকে পদের দ্বারা মথিত করিয়া সহসা ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল॥ ২৬

কতক হাতী নিজের দন্তের অগ্রভাগে বহু অশ্বারোহীর সহিত অশ্বকে উৎক্ষেপণ করিয়া ও ধ্বজসহ রথশ্রেণীকে পাদের দ্বারা পেষণ করিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল॥ ২৭

সেখানে বহু মহাগজই অত্যন্ত মদোন্মত্ত ও পুরুষ হওয়ায় শুণ্ড ও পদ দ্বারা অশ্ব ও অশ্বারোহিগণকে নিহত করিতে লাগিল॥ ২৮

যুদ্ধে অশ্বারোহী ও গজারোহীদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নির্মল, তীক্ষ্ণ ও সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর শীঘ্রগামী বাণগুলি হস্তিসকলের ললাট, অন্যান্য দেহ ও পার্শ্বভাগে আঘাত করিতে লাগিল॥ ২৯

বীরগণের বাহুদ্বারা চালিত নির্মল শক্তিসমূহ মনুষ্য ও অশ্বগণের দেহগুলি এবং লৌহময় কবচসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। প্রজানাথ! সেখানে পতিত হইবার সময় ভয়ঙ্কর শক্তিসমূহকে বিশাল উল্কার ন্যায় মনে হইতেছিল।

নির্মল (চকচকে) বহু তরবারি প্রথমে চিতাবাঘ কিংবা সাধারণ বাঘের চর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত কোষে বদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে যুদ্ধস্থলে কোষ হইতে নির্গত করিয়া বীর পুরুষগণ রণভূমিতে বিপক্ষ সৈন্যগণকে ছেদন করিয়া বধ করিতে লাগিলেন॥

বহু যোদ্ধা ঢাল, তরবারি ও পরশু দ্বারা নির্ভয় হইয়া শত্রুর সম্মুখে গমন করিল, ক্রোধ সহকারে দাঁতের দ্বারা ওষ্ঠ পেষণ করিতে লাগিল এবং বামভাগে আঘাতকরত বিদীর্ণ করিবার

বিকর্ষন্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্পেতুঃ সর্বশব্দগাঃ।
শক্তুভির্দারিতা কেচিৎ সম্ভিন্নাশ্চ পরশ্বধৈঃ॥ ৩৪
হস্তিভির্মর্দিতাঃ কেচিৎ ক্ষুণ্ণাশ্চান্যে তুরঙ্গমৈঃ।
রথনেমিনিকৃত্তাশ্চ নিকৃত্তাশ্চ পরশ্বধৈঃ॥ ৩৫
ব্যাক্রোশন্ত নরা রাজংস্তত্র তত্র স্ম বান্ধবান্।
পুত্রানন্যে পিতৄনন্যে ভ্রাতৄংশ্চ সহ বন্ধুভিঃ॥ ৩৬
মাতুলান্ ভাগিনেয়াংশ্চ পরানপি চ সংযুগে।
বিকীর্ণান্ত্রাঃ সুবহবো ভগ্নসক্থাশ্চ ভারত॥ ৩৭
বাহুভিশ্চাপরে ছিন্নৈঃ পার্শ্বেষু চ বিদারিতাঃ।
ক্রন্দন্তঃ সমদৃশ্যন্ত তৃষিতা জীবিতেপ্সবঃ॥ ৩৮
তৃষা পরিগতাঃ কেচিদল্পসত্ত্বা বিশাম্পতে।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সংখ্যে মৃগয়াঞ্চক্রিরে জলম্॥ ৩৯
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নাঃ ক্লিশ্যমানাশ্চ ভারত।
ব্যনিন্দন্ ভৃশমাত্মানং তব পুত্রাংশ্চ সঙ্গতান্॥ ৪

প্রতিশব্দের অভিমুখে গমনকারী বহু হাতী অশ্বের সহিত রথকে নিজ শুণ্ডে উত্তোলিত করিয়া তাহাদের লইয়াই চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল।

কিছু মানুষ বাণে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, কিছু পরশুর আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কতক মানুষ হাতীর পদে পিষ্ট হইয়াছে, কতক মানুষ অশ্বের দ্বারা মথিত হইয়াছে, কতক মানুষের শরীর রথের চক্রে ছিন্ন হইয়াছে এবং কতক রথের কুবরে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে॥ ৩০-৩৫

রাজন্! রণভূমিতে যেখানে সেখানে পতিত অসংখ্য মানুষ নিজের আত্মীয়গণকে আহ্বান করিতেছে। কেহ পুত্রকে, কেহ পিতাকে, কেহ ভাই-বন্ধুকে, কেহ মামা-ভাগ্নাকে এবং কেহ কেহ অপরের নাম লইয়া বিলাপ করিতেছে। ভারত! বহু মানুষের অন্ত্রগুলি বহির্গত হইয়াছে, জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও বাহু বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাহারও পার্শ্বভাগ বিদারিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ আহত অবস্থায় পিপাসাতে পীড়িত হইয়া জীবনের লোভে ক্রন্দন করিতেছে—দেখা যাইল॥ ৩৬-৩৮

রাজন্! কেহ কেহ পৃথিবীতে আহত হইয়া পতিত হইল। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি অল্প হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা পিপাসায় কাতর হইয়া জলের অন্বেষণ করিতে লাগিল॥ ৩৯

হে ভারত! প্রচুর রক্তধারায় আপ্লুত হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত সৈন্যেরা নিজের ও আপনার পুত্রগণের নিন্দা করিতেছিল॥ ৪০

অপরে ক্ষত্রিয়াঃ শূরাঃ কৃতবৈরাঃ পরস্পরম্।
নৈব শস্ত্রং বিমুঞ্চন্তি নৈব ক্রন্দন্তি মারিষ॥ ৪১
তর্জয়ন্তি চ সংহৃষ্টাস্তত্র তত্র পরস্পরম্।
আদশ্য দশনৈশ্চাপি ক্রোধাৎ সরদনচ্ছদম্॥ ৪২
ভ্রূকুটীকুটিলৈর্বক্ত্রৈঃ প্রেক্ষন্তি চ পরস্পরম্।
অপরে ক্লিশ্যমানাস্তু শরার্তা ব্রণপীড়িতাঃ॥ ৪৩
নিষ্কূজাঃ সমপদ্যন্ত দৃঢ়সত্ত্বা মহাবলাঃ।
অন্যে চ বিরথাঃ শূরা রথমন্যস্য সংযুগে॥ ৪৪
প্রার্থয়ানা নিপতিতাঃ সংক্ষুণ্ণা বরবারণৈঃ।
অশোভন্ত মহারাজ সপুষ্পা ইব কিংশুকাঃ॥ ৪৫
সম্বভূবুরনীকেষু বহবো ভৈরবস্বনাঃ।
বর্তমানে মহাভীমে তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে॥ ৪৬
নিজঘান পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং রণে।
স্বস্রীয়ো মাতুলং চাপি স্বস্রীয়ং চাপি মাতুলঃ॥ ৪৭

মহারাজ! অন্য বীর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হইয়া সেই আহত অবস্থাতেও নিজ নিজ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন না এবং ক্রন্দন করিতেছিলেন না॥ ৪১

তাঁহারা বারংবার উৎসাহিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধসহকারে দন্তের দ্বারা ওষ্ঠ পেষণ করিয়া ভ্রূকুটি করত পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন॥

দৃঢ়তার সহিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অপর মহাবল বীরগণ বাণের আঘাতে পীড়িত হইয়া ক্লেশ সহ্য করিতে করিতে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন—স্বীয় বেদনা প্রকাশ করিলেন না॥

মহারাজ! কোন কোন বীরপুরুষ নিজ নিজ রথ ভগ্ন হইয়া যাইলে যুদ্ধে ভূতলে নামিয়া অপরের রথ প্রার্থনা করিতে লাগিলে সেই অবস্থায় বড় বড় হস্তীর পাদপেষণে নিষ্পেষিত হইয়া যাইলেন। সেই সময় রক্তরঞ্জিত তাঁহাদের শরীর বিকশিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ৪২-৪৫

সেই সৈন্যগণের মধ্যে বহু সৈন্যেরই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতেছিল। শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই মহাভয়ানক সংগ্রামে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগ্না মামাকে, মামা ভাগ্নাকে, মিত্র মিত্রকে এবং সম্বন্ধী নিজ বান্ধবকে বধ করিতে লাগিলেন॥

সখা সখায়ঞ্চ তথা সম্বন্ধী বান্ধবং তথা।
এবং যুযুধিরে তত্র কুরবঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৪৮
বর্তমানে তথা তস্মিন্ নির্মর্য্যাদে ভয়ানকে।
ভীষ্মমাসাদ্য পার্থানাং বাহিনী সমকম্পত ॥ ৪৯
কেতুনা পঞ্চতারেণ তালেন ভরতর্ষভ।
রাজতেন মহাবাহুরুচ্ছ্রিতেন মহারথে।
বভৌ ভীষ্মস্তদা রাজংশ্চন্দ্রমা ইব মেরুণা ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

এইরূপ মর্য্যাদাশূন্য ভয়ানক সংগ্রামে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় কুন্তীপুত্রগণের সৈন্যবাহিনী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৪৮-৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবাহু ভীষ্ম স্বীয় বিশাল রথে উপবিষ্ট থাকিয়া রৌপ্যনির্ম্মিত পাঁচটি তারাযুক্ত তালবৃক্ষাঙ্কিত ধ্বজদ্বারা মেরুপর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ সহাভিমন্যোর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, শল্যেনোত্তরকুমারস্য বধঃ, শ্বেতস্য পরাক্রমশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

গতপূর্বাহ্নভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি দারুণে।
বর্তমানে তথা রৌদ্রে মহাবীরবরক্ষয়ে ॥ ১
দুর্মুখঃ কৃতবর্মা চ কৃপঃ শল্যো বিবিংশতিঃ।
ভীষ্মং জুগুপুরাসাদ্য তব পুত্রেণ চোদিতাঃ ॥ ২
এতৈরতিরথৈর্গুপ্তঃ পঞ্চভির্ভরতর্ষভঃ।
পাণ্ডবানামনীকানি বিজগাহে মহারথঃ ॥ ৩
চেদি-কাশি-করূষেষু পঞ্চালেষু চ ভারত।
ভীষ্মস্য বহুধা তালশ্চলৎকেতুরদৃশ্যত ॥ ৪
স শিরাংসি রণেঽরীণাং রথাংশ্চ সযুগ-ধ্বজান্।
নিচকর্ত মহাবেগৈর্ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৫
নৃত্যতো রথমার্গেষু ভীষ্মস্য ভরতর্ষভ।
ভৃশমার্তস্বরং চক্রুর্নাগা মর্মণি তাড়িতাঃ ॥ ৬
অভিমন্যুঃ সুসংক্রুদ্ধঃ পিশঙ্গৈস্তুরগোত্তমৈঃ।
সংযুক্তং রথমাস্থায় প্রায়াদ্ ভীষ্মরথং প্রতি ॥ ৭
জাম্বুনদবিচিত্রেণ কর্ণিকারেণ কেতুনা।
অভ্যবর্তত ভীষ্মঞ্চ তাংশ্চৈব রথসত্তমান্ ॥ ৮

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্মের সহিত অভিমন্যুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, শল্যকর্তৃক উত্তরকুমারের বধ এবং শ্বেতের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দিনের পূর্ব্ব ভাগ যখন প্রায় অতিক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশকর এই ভয়ানক সংগ্রামে আপনার পুত্রের আজ্ঞায় দুর্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও বিবিংশতি আসিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১-২

এই পাঁচ অতিরথ বীরে সুরক্ষিত হইয়া ভরতবংশভূষণ মহারথ ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩

ভারত! চেদি, কাশি, করূষ ও পাঞ্চালগণের মধ্যে বিচরণকারী ভীষ্মের তালবৃক্ষচিহ্নিত চঞ্চল পতাকাশোভিত রথ অনেক প্রকার বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৪

তিনি নতপর্ব্বযুক্ত মহাবেগশালী ভল্লাস্ত্রসমূহে শত্রুগণের মস্তক, রথ, যুগ (অশ্বের স্কন্ধে স্থাপনযোগ্যকাষ্ঠবিশেষ) ও ধ্বজ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! রথের মার্গের উপর তখন ভীষ্ম যেন নৃত্য করিতেছিলেন। তাঁহার বাণে মর্ম্মস্থানে তাড়িত হইয়া হস্তিগণ ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ৬

ইহা দেখিয়া অভিমন্যু অত্যন্ত কুপিত হইয়া পিঙ্গলবর্ণের শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহে বাহিত রথে উপবেশন করত ভীষ্মের রথের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার এই রথ কর্ণিকারবৃক্ষ চিহ্নিত ও

স তালকেতোস্তীক্ষেন কেতুমাহত্য পত্রিণা।
ভীষ্মেণ যুযুধে বীরস্তস্য চানুরথৈঃ সহ ॥ ৯
কৃতবর্ম্মাণমেকেন শল্যং পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
বিদ্ধ্বা নবভিরানর্চ্ছ তীক্ষাগ্রৈঃ প্রপিতামহম্ ॥ ১০
পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন সম্যক্ প্রণিহিতেন চ।
ধ্বজমেকেন বিব্যাধ জাম্বুনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১১
দুর্ম্মুখস্য তু ভল্লেন সর্বাবরণভেদিনা।
জহার সারথেঃ কায়াচ্ছিরঃ সন্নতপর্বণা ॥ ১২
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন কার্তস্বরবিভূষিতম্।
কৃপস্য নিশিতাগ্রেণ তাংশ্চ তীক্ষ্মমুখৈঃ শরৈঃ ॥ ১৩
জঘান পরমক্রুদ্ধো নৃত্যন্নিব মহারথঃ।
তস্য লাঘবমুদ্বীক্ষ্য তুতুষুর্দেবতা অপি ॥ ১৪
লব্ধলক্ষতয়া কার্ষ্ণেঃ সর্বে ভীষ্মমুখা রথাঃ।
সত্ত্ববন্তমমন্যন্ত সাক্ষাদিব ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৫
তস্য লাঘবমার্গস্থমলাতসদৃশপ্রভম্।
দিশঃ পর্য্যপতচ্চাপং গাণ্ডীবমিব ঘোষবৎ ॥১৬
তমাসাদ্য মহাবেগৈর্ভীষ্মো নবভিরাশুগৈঃ।
বিব্যাধ সমরে তূর্ণমার্জ্জুনিং পরবীরহা ॥ ১৭
ধ্বজং চাস্য ত্রিভির্ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ পরমৌজসঃ।
সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরাজঘান যতব্রতঃ ॥ ১৮
তথৈব কৃতবর্মা চ কৃপঃ শল্যশ্চ মারিষ।
বিদ্ধ্বা নাকম্পয়ৎ কার্ষ্ণিং মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ১৯
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরো ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি কার্ষ্ণিঃ পঞ্চ রথান্ প্রতি ॥ ২০
ততস্তেষাং মহাস্ত্রাণি সংবার্য্য শরবৃষ্টিভিঃ।
ননাদ বলবান্ কার্ষ্ণির্ভীষ্মায় বিসৃজন্ শরান্ ॥২১

স্বর্ণনির্ম্মিত বিচিত্র ধ্বজে সুশোভিত ছিল। তিনি তখন ভীষ্মের উপর এবং ভীষ্মকে যাঁহারা রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সব শ্রেষ্ঠ রথিগণের উপরও আক্রমণ করিলেন ॥ ৭-৮

বীর অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বাণে সেই তালচিহ্নিত ধ্বজকে ছেদন করিলেন এবং ভীষ্ম ও তাঁহার অনুগামী রথিগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ৯

তিনি এক বাণে কৃতবর্ম্মাকে ও পাঁচ শীঘ্রগামী বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল নয়টি বাণে প্রপিতামহ ভীষ্মকেও আঘাত করিলেন ॥ ১০

তারপর ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া পূর্ণ মনোযোগের সহিত নিক্ষিপ্ত এক বাণে তাঁহার স্বর্ণভূষিত ধ্বজকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তারপর নতপর্ব্বযুক্ত এবং সর্ব্বপ্রকার আবরণকে ভেদ করিতে সমর্থ একটি ভল্লের দ্বারা অভিমন্যু দুর্মুখের সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১২

সেই সঙ্গে কৃপাচার্য্যের স্বর্ণভূষিত ধনুকও একটি তীক্ষাগ্র ভল্লে ছিন্ন করিলেন। তারপর চারিদিকে বিচরণপূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতেই মহারথী অভিমন্যু অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীব্র ধারাল মুখযুক্ত বাণসমূহে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত সকল মহারথীকেই আহত করিয়া ফেলিলেন। অভিমন্যুর এই হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া দেবগণও তুষ্ট হইলেন ॥ ১৩-১৪

অর্জুননন্দন অভিমন্যুর এই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের সফলতায় প্রভাবিত ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত মহারথিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ অর্জুনের ন্যায় শক্তিশালী মনে করিলেন ॥ ১৫

অভিমন্যুর এই ধনু গাণ্ডীবধনুর ন্যায় টঙ্কার ধ্বনি করিয়া থাকে, হস্তের অস্ত্রচালননৈপুণ্য দেখাইবার উপযুক্ত স্থান এবং আকর্ষণ করিলে অলাতচক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ধনুখানি তখন চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৬

অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে পাইয়া শত্রুবীরগণহন্তা ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে অতিদ্রুত নয়টি শীঘ্রগামী ও মহাবেগশালী বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭

সেই সঙ্গে মহাতেজস্বী বীর অভিমন্যুর ধ্বজও তিনটি বাণে ছিন্ন করিলেন। কেবল ইহাই নহে, নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনকারী ভীষ্ম অপর তিনটি বাণে অভিমন্যুর সারথিকেও বধ করিলেন ॥ ১৮

আর্য্য! এইরূপ কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও শল্য মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে বাণে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ১৯

দুর্য্যোধনের এই মহারথ বীরগণে আবৃত হইয়া পড়িলে বীরবর অর্জুনকুমার সেই পাঁচ রথীর উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তারপর বীর বাণবৃষ্টিদ্বারা সেই সব বীরগণের মহাস্ত্রসমূহ প্রতিরোধ করিয়া বলবান্ অর্জুনকুমার ভীষ্মের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২১

তত্রাস্য সুমহদ্ রাজন্ বাহ্বোর্বলমদৃশ্যত।
যতমানস্য সমরে ভীষ্মমর্দয়তঃ শরৈঃ ॥ ২২

পরাক্রান্তস্য তস্যৈব ভীষ্মোঽপি প্রাহিণোচ্ছরান্।
স তাংশ্চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মচাপচ্যুতান্ শরান্॥ ২৩

ততো ধ্বজমমোঘেষুর্ভীষ্মস্য নবভিঃ শরৈঃ।
চিচ্ছেদ সমরে বীরস্তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ ॥ ২৪

স রাজতো মহাস্কন্ধস্তালো হেমবিভূষিতঃ।
সৌভদ্রবিশিখৈশ্ছিন্নঃ পপাত ভুবি ভারত ॥ ২৫

তং তু সৌভদ্রবিশিখৈঃ পাতিতং ভরতর্ষভ।
দৃষ্ট্বা ভীমো ননাদোচ্চৈঃ সৌভদ্রমভিহর্ষয়ন্ ॥ ২৬

অথ ভীষ্মো মহাস্ত্রাণি দিব্যানি সুবহূনি চ।
প্রাদুশ্চক্রে মহারৌদ্রে রণে তস্মিন্ মহাবলঃ ॥ ২৭

ততঃ শতসহস্রেণ সৌভদ্রং প্রপিতামহঃ।
অবাকিরদমেয়াত্মা তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৮

রাজন্! এই সময় সমরাঙ্গণে প্রযত্নপূর্ব্বক স্বীয় বাণে ভীষ্মকে পীড়াদানকারী অভিমন্যুর বাহুর অতিশয় বল প্রত্যক্ষ দেখা যাইল। ২২

তখন ভীষ্মও পরাক্রমশালী সেই বীরের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু অভিমন্যু রণক্ষেত্রে ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সকল বাণই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

অভিমন্যুর বাণ অব্যর্থ ছিল। সেই বীর সমরে নয়টি বাণে ভীষ্মের ধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন সকল লোকই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল ॥ ২৪

হে ভারত! সেই রজতনির্ম্মিত, স্বর্ণভূষিত, অত্যন্ত উচ্চ তালবৃক্ষচিহ্নিত ভীষ্মের ধ্বজ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! অভিমন্যুর বাণসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে সেই ধ্বজকে দেখিয়া ভীমসেন সুভদ্রানন্দনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ২৬

তখন মহাবল ভীষ্ম সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুতর দিব্য মহাস্ত্রসকল আবিষ্কার করিলেন ॥ ২৭

তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন প্রপিতামহ ভীষ্ম সুভদ্রানন্দনের উপর সহস্র বাণবর্ষণ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ২৮

ততো দশ মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
রক্ষার্থমভ্যধাবন্ত সৌভদ্রং ত্বরিতা রথৈঃ ॥ ২৯

বিরাটঃ সহ পুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
ভীমশ্চ কেকয়াশ্চৈব সাত্যকিশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৩০

তেষাং জবেনাপততাং ভীষ্মঃ শান্তনবো রণে।
পাঞ্চাল্যং ত্রিভিরানর্চ্ছৎ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৩১

পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন ক্ষুরেণ নিশিতেন চ।
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ ভীমসেনস্য পত্রিণা ॥ ৩২

জাম্বূনদময়ঃ শ্রীমান্ কেসরী চ নরোত্তম।
পপাত ভীমসেনস্য ভীষ্মেন মথিতো রথাৎ ॥ ৩৩

ততো ভীমস্ত্রিভির্বিদ্ধ্বা ভীষ্মং শান্তনবং রণে।
কৃপমেকেন বিব্যাধ কৃতবর্ম্মাণমষ্টভিঃ ॥ ৩৪

প্রগৃহীতাগ্রহস্তেন বৈরাটিরপি দন্তিনা।
অভ্যদ্রবত রাজানং মদ্রাধিপতিমুত্তরঃ ॥ ৩৫

রাজন্! সেই সময় পুত্রসহ বিরাট, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ ও সাত্যকি—পাণ্ডবপক্ষের এই দশ মহারথী বীর অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য অতিদ্রুত সেস্থলে দৌড়াইয়া আসিলেন। ২৯-৩০

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রণাঙ্গনে সেই সময় সবেগে আক্রমণকারী দশ মহারথীর মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণে ও সাত্যকিকে নয়টি বাণে গুরুতর আঘাত করিলেন। ৩১

পুনরায় ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত পক্ষযুক্ত একটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীমসেনের রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩২

হে নরোত্তম! ভীমসেনের সেই স্বর্ণময় সুন্দর ধ্বজ সিংহের চিহ্নে চিহ্নিত ছিল। উহা ভীষ্মকর্তৃক ছিন্ন হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। ৩৩

তখন ভীমসেন সেই রণক্ষেত্রে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে তিন বাণে আহত করিয়া কৃপাচার্য্যকে এক বাণে ও কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩৪

এই সময় যে হাতীটি নিজের শুঁড়কে চক্রাকার করিয়া উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই দন্তযুক্ত হাতীর উপর আরোহণ করত বিরাটপুত্র উত্তর মদ্রদেশের অধিপতি রাজা শল্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। ৩৫

তস্য বারণরাজস্য জবেনাপততো রথে।
শল্যো নিবারয়ামাস বেগমপ্রতিমং শরৈঃ ॥ ৩৬
তস্য ক্রুদ্ধঃ স নাগেন্দ্রো বৃহতঃ সাধুবাহিনঃ।
পদা যুগমধিষ্ঠায় জঘান চতুরো হয়ান্ ॥ ৩৭
স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ মদ্রাধিপতিরায়সীম্।
উত্তরান্তকরীং শক্তিং চিক্ষেপ ভুজগোপমাম্ ॥ ৩৮
তয়া ভিন্নতনুত্রাণঃ প্রবিশ্য বিপুলং তমঃ।
স পপাত গজস্কন্ধাৎ প্রমুক্তাঙ্কুশ-তোমরঃ ॥ ৩৯
অসিমাদায় শল্যোঽপি অবপ্লুত্য রথোত্তমাৎ।
তস্য বারণরাজস্য চিচ্ছেদাথ মহাকরম্ ॥ ৪০
ভিন্নমর্মা শরশতৈশ্ছিন্নহস্তঃ স বারণঃ।
ভীমমার্তস্বরং কৃত্বা পপাত চ মমার চ ॥ ৪১
এতদীদৃশকং কৃত্বা মদ্ররাজো নরাধিপ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং ভাস্বরং কৃতবর্ম্মণঃ ॥ ৪২
উত্তরং বৈ হতং দৃষ্ট্বা বৈরাটির্ভ্রাতরং তদা।

সেই গজরাজ অতিশয় বেগে আসিয়া শল্যরাজের রথের নিকট উপস্থিত হইল। এই সময় শল্য স্বীয় বাণসমূহে ঐ হাতীর অতুলনীয় বেগকে রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ৩৬

ইহাতে গজেন্দ্র শল্যের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং নিজের একটি চরণ রথের যুগের উপর রাখিয়া উত্তমরূপে বহনকারী চারিটি বিরাট অশ্বকে নিহত করিল ॥ ৩৭

অশ্বগুলি নিহত হইলেও সেই রথেই মদ্ররাজ শল্য উপবিষ্ট থাকিয়া লৌহনির্ম্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। এই শক্তি সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর এবং রাজকুমার উত্তরের বিনাশকর ছিল ॥ ৩৮

এই শক্তি উত্তরের কবচ ছিন্ন করিল। তাহার আঘাতে উত্তর অত্যন্ত মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত. হইতে তখন অঙ্কুশ ও তোমর পতিত হইল এবং তিনিও অচেতন হইয়া গজের পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৯

এই সময় শল্য হাতে তরবারি লইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তাহাদ্বারা গজরাজের বিশাল শুঁড়টি কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

শত শত বাণে সেই হাতীর তখন মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইয়াছিল তাহার উপর আবার শুঁড়টিও ছিন্ন হইল। ইহাতে সেই গজরাজ ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল এবং

কৃতবর্ম্মণা চ সহিতং দৃষ্ট্বা শল্যমবস্থিতম্ ॥ ৪৩
শ্বেতঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল হবিষা হব্যবাড়িব।
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপং শক্রচাপোপমং বলী ॥৪৫
অভ্যধাবজ্জিঘাংসন্ বৈ শল্যং মদ্রাধিপং বলী।
মহতা রথবংশেন সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫
মুঞ্চন্ বাণময়ং বর্ষং প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মত্তবারণবিক্রমম্ ॥ ৪৬
তাবকানাং রথাঃ সপ্ত সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
মদ্ররাজমভীপ্সন্তো মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতম্ ॥ ৪৭
বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যো জয়ৎসেনশ্চ মাগধঃ।
তথা রুক্মরথো রাজন্ শল্যপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৮
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
বৃহৎক্ষত্রস্য দায়াদঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ॥ ৪৯
নানাবর্ণবিচিত্রাণি ধনূংষি চ মহাত্মনাম্।
বিস্ফারিতানি দৃশ্যন্তে তোয়দেম্বিব বিদ্যুতঃ ॥ ৫০

মৃত্যুবরণ করিল ॥ ৪১

নরাধিপ! মদ্ররাজ শল্য এইরূপ পরাক্রম করিয়া অতিসত্বর কৃতবর্ম্মার তেজোময় রথে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন ॥ ৪২

স্বীয় ভ্রাতা উত্তরকে নিহত এবং শল্যকে কৃতবর্ম্মার রথে উত্থিত দেখিয়া বিরাটপুত্র শ্বেত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন মনে হইতেছিল—অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি দেওয়া হইয়াছে।

সেই বলবান্ বীর শ্বেত ইন্দ্রধনুতুল্য নিজের বিশাল ধনু কর্ণ পর্য্যন্ত টানিয়া মদ্ররাজ শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন।

মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী শ্বেতকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার সাতজন রথী বীর মৃত্যুর দন্তের মধ্যে-পতিত মদ্ররাজ শল্যকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে (শ্বেতকে) চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩-৪৭

রাজন্ সেই সপ্ত রথীর নাম হইল—কোশলরাজ বৃহদ্বল, মগধরাজ জয়ৎসেন, শল্যের প্রতাপশালী পুত্র রুক্মরথ, অবন্তি-দেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজপতি সুদক্ষিণ এবং বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ॥ ৪৮–৪৯

এই সব মহাত্মা বীরগণের বিস্ফারিত নানা বর্ণের বিচিত্র ধনুগুলি জলবর্ষণরত মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫০

তে তু বাণময়ং বর্ষং শ্বেতমূর্দ্ধন্যপাতয়ন্ ।
নিদাঘান্তেঽনিলোদ্ধূতা মেঘা ইব নগে জলম্ ৫১ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেষ্বাসঃ সপ্তভল্লৈঃ সুতেজনৈঃ ।
ধনূংষি তেষামাচ্ছিদ্য মমর্দ পৃতনাপতিঃ ॥ ৫২
নিকৃত্তান্যেব তানি স্ম সমদৃশ্যন্ত ভারত ।
ততস্তে তু নিমেষার্ধাৎ প্রত্যপদ্যন্ ধনূংষি চ ॥ ৫৩
সপ্ত চৈব পৃষৎকাংশ্চ শ্বেতস্যোপর্য্যপাতয়ন্ ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা ভল্লৈঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ ।
নিচকর্ত মহাবাহুস্তেষাং চাপানি ধন্বিনাম্ ॥ ৫৪
তে নিকৃত্তমহাচাপাস্ত্বরমাণা মহারথাঃ ।
রথশক্তীঃ পরামৃশ্য বিনেদুর্ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৫৫
অন্বয়ুর্ভরতশ্রেষ্ঠ সপ্ত শ্বেতরথং প্রতি ।
ততস্তা জ্বলিতাঃ সপ্ত মহেন্দ্রাশনিনিঃস্বনাঃ ॥ ৫৬
অপ্রাপ্তাঃ সপ্তভির্ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ পরমাস্ত্রবিৎ ।

ইঁহারা সকলেই শ্বেতের মস্তকে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন মনে হইতে লাগিল—গ্রীষ্ম ঋতুর শেষে বর্ষাকালে বায়ু কর্তৃক উত্থাপিত মেঘ পর্ব্বতে বারি বর্ষণ করিতেছে ॥ ৫১

সেই সময় মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি শ্বেত কুপিত হইয়া তেজস্বী সাতটি ভল্লনামক বাণদ্বারা সেই সাত রথীরই ধনু ছেদন করত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫২

ভারত ! সেই সাতটি ধনুকেই তখন ছিন্নভিন্ন দেখা যাইল। তারপর তাঁহারা সকলেই অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যে অপর ধনু গ্রহণ করিলেন এবং শ্বেতের উপর একসঙ্গে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহাবাহু শ্বেত পুনরায় দ্রুতগামী সাতটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া সেই ধনুর্দ্ধরগণের সকল ধনুকেই ছিন্ন করিলেন ॥ ৫৩-৫৪

নিজেদের বিশাল ধনুগুলি ছিন্ন হইয়া যাইলে সেই সাত মহারথী ব্যগ্রতাসহকারে রথশক্তিসমূহ ধারণ করত ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সাতটি শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে শ্বেতের রথের দিকে একসঙ্গে যাইতে লাগিল ॥ ৫৬

কিন্তু শ্বেত উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তখন সাতটি ভল্ল ক্ষেপণ করিয়া নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সেই

ততঃ সমাদায় শরং সর্বকায়বিদারণম্ ॥ ৫৭
প্রাহিণোদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ শ্বেতো রুক্মরথং প্রতি ।
তস্য দেহে নিপতিতো বাণো বজ্রাতিগো মহান্ ॥৫৮
ততো রুক্মরথো রাজন্ সায়কেন দৃঢ়াহতঃ ।
নিষসাদ রথোপস্থে কশ্মলং চাবিশন্মহৎ ॥ ৫৯
তং বিসংজ্ঞং বিমনসং ত্বরমাণস্তু সারথিঃ ।
অপোবাহ ন সম্ভ্রান্তঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৬০
ততোঽন্যান্ ষট্ সমাদায় শ্বেতো হেমবিভূষিতান্ ।
তেষাং ষণ্ণাং মহাবাহুর্ধ্বজশীর্ষাণ্যপাতয়ৎ ॥ ৬১
হয়াংশ্চ তেষাং নির্ভিদ্য সারথীংশ্চ পরন্তপ ।
শরৈশ্চৈতান্ সমাকীর্য্য প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি ॥ ৬২
ততো হলহলাশব্দস্তব সৈন্যেষু ভারত ।
দৃষ্ট্বা সেনাপতিং তূর্ণং যান্তং শল্যরথং প্রতি ॥ ৬৩
ততো ভীষ্মং পুরস্কৃত্য তব পুত্রো মহাবলঃ ।
বৃতস্তু সর্বসৈন্যেন প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি ॥ ৬৪

সাতটি শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর শ্বেত সকলেরই দেহবিদারক একটি বাণ লইয়া উহা রুক্মরথের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

বজ্র হইতেও অধিক প্রভাবশালী সেই মহাবাণটি রুক্মরথের শরীরে যাইয়া পতিত হইল। রাজন্! এই বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া রুক্মরথ নিজ রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং গুরুতর মোহাচ্ছন্ন হইলেন ॥ ৫৭-৫৯

তাঁহাকে অচৈতন্য ও বিমনা দেখিয়া সারথি অল্পও বিভ্রান্ত না হইয়া অতি সত্বর সকলের দৃষ্টিগোচরেই রণভূমি হইতে তাঁহাকে দূরে লইয়া যাইল ॥ ৬০

তখন মহাবাহু শ্বেত অপর স্বর্ণভূষিত ছয়টি বাণ লইয়া সেই ছয় রথীর ধ্বজের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৬১

পরন্তপ! তারপর তাহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাদের শরীরের মধ্যেও বহু বাণ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শ্বেত শল্যের রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬২

ভারত! তখন সেনাপতি শ্বেতকে দ্রুত শল্যের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যাইল ॥ ৬৩

তখন আপনার মহাবল পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া

মৃত্যোরাস্যমনুপ্রাপ্তং মদ্ররাজমমোচয়ৎ।
ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ৬৫
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্।
সৌভদ্রে ভীমসেনে চ সাত্যকৌ চ মহারথে॥ ৬৬
কৈকেয়ে চ বিরাটে চ ধৃষ্টদ্যুম্নে চ পার্ষতে।

সমস্ত সৈন্যের সহিত শ্বেতের রথের উপর আক্রমণ করিলেন এবং মৃত্যুর মুখে পতিত শল্যকে মুক্ত করিয়া দিলেন॥

তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তখন রথের দ্বারা রথ এবং হাতীর দ্বারা হাতী আক্রান্ত হইল॥

এতেষু নরসিংহেষু চেদি-মৎস্যেষু চৈব হ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ॥ ৬৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি শ্বেতযুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭

পাণ্ডবপক্ষের দিকে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, ভীমসেন, মহারথী সাত্যকি, কেকয়রাজকুমার, রাজা বিরাট ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ এবং চেদি ও মৎস্য দেশের ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করিতেছিলেন। কুরুকুলের বৃদ্ধপুরুষ পিতামহ ভীষ্ম ইঁহাদের সকলের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন॥ ৬৪-৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে শ্বেতের যুদ্ধবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[শ্বেতস্য মহাভয়ঙ্করপরাক্রমপ্রদর্শনম্, ভীষ্মেণ তস্য বিনাশশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ
এবং শ্বেতে মহেষ্বাসে প্রাপ্তে শল্যরথং প্রতি
কুরবঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১
ভীষ্মঃ শান্তনবঃ কিং বা তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ।
সঞ্জয় উবাচ।
রাজন্ শতসহস্রাণি ততঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ॥ ২
শ্বেতং সেনাপতিং শূরং পুরস্কৃত্য মহারথাঃ।
রাজ্ঞো বলং দর্শয়ন্তস্তব পুত্রস্য ভারত॥ ৩

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

[শ্বেতের মহাভয়ঙ্কর পরাক্রমপ্রদর্শন এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক তাহার বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর শ্বেতকে শল্যের রথের নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণ কি করিল? ১

শান্তনুনন্দন ভীষ্মই বা তখন কি করিলেন? আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তৎসমস্তই আমাকে বল। সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবপক্ষের লক্ষ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীর সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রে করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে নিজেদের বল দেখাইতে দেখাইতে শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করত ভীষ্মের স্বর্ণভূষিত রথের উপর আক্রমণ করিলেন।

শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ত্রাতুমৈচ্ছন্মহারথাঃ।
অভ্যবর্তন্ত ভীষ্মস্য রথং হেমপরিষ্কৃতম্॥ ৪
জিঘাংসন্তং যুধাং শ্রেষ্ঠং তদাসীৎ তুমুলং মহৎ।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি মহাবৈশসমদ্ভুতম্॥ ৫
তাবকানাং পরেষাঞ্চ যথা যুদ্ধমবর্তত।
তত্রাকরোদ্ রথোপস্থান্ শূন্যান্ শান্তনবো বহূন্॥৬
তত্রাদ্ভুতং মহচ্চক্রে শরৈরার্চ্ছদ্ রথোত্তমান্।
সমাবৃণোচ্ছরৈরর্কমর্কতুল্যপ্রতাপবান্॥ ৭

ভারত! ইঁহারা সকলে শ্বেতকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সেইজন্য শ্বেতকে বধ করিতে উদ্যত যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে তাঁহারা আক্রমণ করিলেন। তখন মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে যেরূপ লোকক্ষয়কারী অদ্ভুত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, আমি উহা সেইরূপই বর্ণনা করিব॥

সেই যুদ্ধে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রথি-উপবিষ্ট বহু রথকে রথিশূন্য করিয়া দিলেন। তিনি তখন অতিশয় অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বীয় বাণসমূহে তিনি বহু শ্রেষ্ঠ রথীকেও পীড়া দিয়াছিলেন। সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ভীষ্ম নিজ অস্ত্রসমূহে সূর্য্যদেবকেও সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া ফেলিলেন॥ ২-৭

সুদন্ সমন্তাৎ সমরে রবিরুজন্ যথা তমঃ।
তেনাজৌ প্রেষিতা রাজন্ শরাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৮
ক্ষত্রিয়ান্তকরাঃ সংখ্যে মহাবেগা মহাবলাঃ।
শিরাংসি পাতয়ামাসুর্বীরাণাং শতশো রণে॥ ৯
গজান্ কণ্টকসন্নাহান্ বজ্রেণেব শিলোচ্চয়ান্।
রথা রথেষু সংসক্তা ব্যদৃশ্যন্ত বিশাম্পতে॥ ১০
একে রথং পর্য্যবহংস্তুরগাঃ সতুরঙ্গমম্।
যুবানং নিহতং বীরং লম্বমানং সকার্মুকম্॥ ১১
উদীর্ণাশ্চ হয়া রাজন্ বহবস্তত্র তত্র হ।
বদ্ধখড়্গনিষঙ্গাশ্চ বিধ্বস্তশিরসো হতাঃ॥ ১২
শতশঃ পতিতা ভূমৌ বীরশয্যাসু শেরতে।
পরস্পরেণ ধাবন্তঃ পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ॥ ১৩
উত্থায় চ প্রধাবন্তো দ্বন্দ্বযুদ্ধমবাপ্নুবন্।
পীড়িতাঃ পুনরন্যোন্যং লুঠন্তো রণমূর্ধনি॥ ১৪
সচাপাঃ সনিষঙ্গাশ্চ জাতরূপপরিষ্কৃতাঃ।
বিস্রব্ধহতবীরাশ্চ শতশঃ পরিপীড়িতাঃ॥ ১৫
তেন তেনাভ্যধাবন্ত বিসৃজন্তশ্চ ভারত।
মত্তো গজঃ পর্য্যবর্তদ্ধয়াংশ্চ হতসাদিনঃ॥ ১৬
সরথা রথিনশ্চাপি বিমৃদ্নান্তঃ সমন্ততঃ।
স্যন্দনাদপতৎ কশ্চিন্নিহতোঽন্যেন সায়কৈঃ॥ ১৭
হতসারথিরপ্যুচ্চৈঃ পপাত কাষ্ঠবদ্ রথঃ।
যুধ্যমানস্য সংগ্রামে ব্যূঢ়ে রজসি চোত্থিতে॥ ১৮
ধনুঃ কূজিতবিজ্ঞানং তত্রাসীৎ প্রতিযুধ্যতঃ।
গাত্রস্পর্শেন যোধানাং ব্যজ্ঞাস্ত পরিপন্থিনম্॥ ১৯
যুধ্যমানং শরৈ রাজন্ সিঞ্জিনীধ্বজিনীরবাৎ।
অন্যোন্যং বীরসংশব্দো নাশ্রূয়ত ভটৈঃ কৃতঃ॥ ২০

যেরূপ সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করেন, সেইরূপ তিনি সমরভূমির চারিদিকে বিচরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ বাণ নিক্ষেপ করত শত্রুসৈন্যকে নাশ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তাঁহার ঐ বাণগুলি মহাবেগশালী ও মহাবলসম্পন্ন ছিল। যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী ভীষ্মের সেই বাণসমূহ শত শত বীরের মস্তক ছেদন করিয়া রণভূমিতে পাতিত করিল॥ ৮-৯

সেই বাণগুলি বজ্রাঘাতে পর্ব্বতসমূহের বিদারণের ন্যায় কণ্টকপূর্ণ কবচসুশোভিত হস্তিগণকেও ধরাশায়ী করিতে লাগিল। প্রজানাথ! সেই সময় রথসমূহ অপর রথসমূহে বিলগ্ন হইয়া আছে দেখা যাইল॥ ১০

বহু অশ্ব রথকে রণস্থল হইতে দূরে লইয়া যাইল এবং সেই রথে নিহত বীর যুবক ধনুর সহিত লম্বা হইয়া পতিত ছিল॥ ১১

রাজন্! সেই প্রচণ্ড অশ্বগণ রথকে লইয়া যেখানে সেখানে ঘুরিতে লাগিল। কটিতে (কোমরে) তরবারি ও পৃষ্ঠে তূণবদ্ধ শত শত বীর মস্তক ছিন্ন হওয়ায় পৃথিবীতে পতিত হইয়া বীরোচিত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন॥

পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত বহু সৈন্যই কখনও ভূতলে পড়িয়া যাইল, আবার তাহারা কখনও উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা দাঁড়াইয়াই দৌড়াইতে দৌড়াইতে পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনরায় পরস্পরের প্রহারে পীড়িত হইয়া যুদ্ধের অগ্রভূমিতে লুটিয়া পড়িল॥ ১২-১৪

ভারত! শত শত বীর ধনু ও তূণ লইয়া সুবর্ণময় ভূষণে ভূষিত হইয়া কত যে শত্রুপক্ষের বীরগণকে বিশ্বস্তভাবে বিনাশ করিল, স্বয়ংও শত্রুদিগের প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিল এবং তাহারপর নানারূপ অস্ত্র প্রহার করিতে করিতে নিজেও বিভিন্ন পথ দিয়া এদিকে ওদিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল॥

মদমত্ত হস্তী সেই অশ্বগণের পশ্চাতে পতিত হইল, যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে। এইরূপ রথসহ রথিগণও চারিদিকে ভূতলে পতিত শবদেহগুলিকে পিষ্ট করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥

কত বীর শত্রুপক্ষের বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। কোন স্থলে রথের সারথি নিহত হইলে রথটি সাধারণ কাষ্ঠের ন্যায় উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া যাইল॥

সেই যুদ্ধরত সংগ্রামস্থলে ব্যূহমধ্যে এতাদৃশ ধূলি উড়িতেছিল যে, কিছুই বুঝা যাইল না। কেবল ধনুর টঙ্কার ধ্বনিতে ইহাই জানা যাইতেছিল যে, প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধ করিতেছে। বহু যোদ্ধা অপর যোদ্ধাদিগের দেহ স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিল যে, ইহারা শত্রুপক্ষের॥ ১৫-১৯

রাজন্! তখন কিছু লোক ধনুর টঙ্কারধ্বনি ও সৈন্যগণের কোলাহল শুনিয়া ইহাই বুঝিতে পারিল যে, কোন যোদ্ধা বাণসমূহে যুদ্ধ করিতেছে। যোদ্ধারা পরস্পরের প্রতি যে বীরোচিত গর্জ্জন করিতেছিল, উহাও সেই সময় স্পষ্টরূপে শোনা যাইতেছিল না॥ ২০

শব্দায়মানে সংগ্রামে পটহে কর্ণদারিণি।
যুধ্যমানস্য সংগ্রামে কুর্বতঃ পৌরুষং স্বকম্ ॥ ২১
নাশ্রৌষং নাম-গোত্রাণি কীর্তনঞ্চ পরস্পরম্।
ভীষ্মচাপচ্যুতৈর্বাণৈরার্তানাং যুধ্যতাং মৃধে ॥ ২২
পরস্পরেষাং বীরাণাং মনাংসি সমকম্পয়ন্।
তস্মিন্নত্যাকুলে যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে ॥ ২৩
পিতা পুত্রঞ্চ সমরে নাভিজানাতি কশ্চন।
চক্রে ভগ্নে যুগে ছিন্নে একধুর্যো হয়ে হতঃ ॥ ২৪
আক্ষিপ্তঃ স্যন্দনাদ্ বীরঃ সসারথিরজিহ্মগৈঃ।
এবঞ্চ সমরে সর্বে বীরাশ্চ বিরথীকৃতাঃ ॥ ২৫
তেন তেন স্ম দৃশ্যন্তে ধাবমানাঃ সমন্ততঃ।
গজো হতঃ শিরশ্ছিন্নং মর্ম ভিন্নং হয়ো হতঃ ॥ ২৬
অহতঃ কোঽপি নৈবাসীদ্ ভীষ্মে নিঘ্নতি শাত্রবান্।
শ্বেতঃ কুরূণামকরোৎ ক্ষয়ং তস্মিন্ মহাহবে ॥ ২৭

তখন কর্ণবিদারক ডঙ্কার নিনাদে সমস্ত রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য সেখানে নিজের পুরুষার্থপ্রকাশকারী কোন যোদ্ধারই কথা আমার শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। তাহারা তখন যে পরস্পর নাম-গোত্রের উল্লেখ করিতেছিল, তাহাও আমি শুনিতে পাই নাই ॥

যুদ্ধে ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে সকল যোদ্ধারাই পীড়া অনুভব করিতেছিলেন। ঐ বাণগুলি পরস্পর সমস্ত বীরেরই হৃদয় কম্পিত করিতেছিল ॥

সেই যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, রোমাঞ্চকারী ও সকলের ব্যাকুলকর ছিল। ঐ সময় কোন পিতাই নিজ পুত্রকেও চিনিতে পারেন নাই ॥

তখন ভীষ্মের বাণে চক্র ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, যুগ (বহনের সময় বাহনযোজিত করিবার কাষ্ঠবিশেষ—জোয়াল) নষ্ট হইয়াছিল এবং একমাত্র রক্ষিত রথের অশ্বও নিহত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় রথের উপরে উপবিষ্ট সারথির সহিত বীর রথীও ভীষ্মের সরলগামী বাণে আহত হইয়া স্বর্গগমন করিল ॥

এইরূপে সেই সমরাঙ্গণে রথহীন হইয়া সকল বীর ভিন্ন-ভিন্ন পথে চারিদিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল ॥

কাহারও হস্তী নিহত হইল, কাহারও মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল, কাহারও মর্মস্থান বিদীর্ণ হইল এবং কাহারও অশ্ব বিনষ্ট হইল। যখন ভীষ্ম শত্রুগণকে সংহার করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সম্মুখে আগত কোন এরূপ বিপক্ষ বীর ছিলেন না, যিনি তাঁহার বাণে আহত না হইয়াছেন ॥

রাজপুত্রান্ রথোদারানবধীচ্ছতসঙ্ঘশঃ।
চিচ্ছেদ রথিনাং বাণৈঃ শিরাংসি ভরতর্ষভ ॥ ২৮
সাঙ্গদা বাহবশ্চৈব ধনূংষি চ সমন্ততঃ।
রথেষাং রথচক্রাণি তূণীরাণি যুগানি চ ॥ ২৯
ছত্রাণি চ মহার্হাণি পতাকাশ্চ বিশাম্পতে।
হয়ৌঘাশ্চ রথৌঘাশ্চ নরৌঘাশ্চৈব ভারত ॥ ৩০
বারণাঃ শতশশ্চৈব হতাঃ শ্বেতেন ভারত।
বয়ং শ্বেতভয়াদ্ ভীতা বিহায় রথসত্তমম্ ॥ ৩১
অপযাতাস্তথা পশ্চাদ্ বিভুং পশ্যাম ধৃষ্ণবঃ।
শরপাতমতিক্রম্য কুরবঃ কুরুনন্দন ॥ ৩২
ভীষ্মং শান্তনবং যুদ্ধে স্থিতাঃ পশ্যাম সর্বশঃ।
অদীনো দীনসমরে ভীষ্মোঽস্মাকং মহাহবে ॥ ৩৩
একস্তস্থৌ নরব্যাঘ্রো গিরির্মেরুরিবাচলঃ।
আদদান ইব প্রাণান্ সবিতা শিশিরাত্যয়ে ॥ ৩৪

এইরূপে সেই মহাযুদ্ধে শ্বেত ও কৌরবগণকে সংহার করিতেছিলেন। তিনি তখন শত শত দলবদ্ধ রথী রাজকুমারগণকে বধ করিয়াছিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! শ্বেত নিজ বাণসমূহে তখন বহু রথীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ॥ ২১-২৮

তিনি সর্বদিকেই বাণক্ষেপ করিয়া বহু যোদ্ধার ধনু ও অঙ্গদ-ভূষণভূষিত বাহু ছেদন করিয়াছিলেন। রথের ঈষাদণ্ড, রথচক্র, তূণীর এবং যুগ তিনি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৯

রাজন্! বহুমূল্য ছত্র ও পতাকাসমূহও তাঁহার বাণে খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারত! শ্বেত অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণের বহু সঙ্ঘকে ত' বিনাশ করিয়াই ছিলেন, তাহার উপর তিনি তখন শত শত হস্তীকেও নিহত করিয়াছিলেন ॥

কুরুনন্দন! আমরাও শ্বেতের ভয়ে মহারথী ভীষ্মকে একাকী রাখিয়া পলাইয়া যাইলাম। সেইজন্যই আজ জীবিত থাকিয়া মহারাজকে দর্শন করিতে পারিলাম। সকল কৌরব আমরা শ্বেতের বাণ যতদূর পর্যন্ত যাইতে পারিত, ততদূর পর্যন্ত যুদ্ধভূমি ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং দর্শকের ন্যায় শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে দেখিতে লাগিলাম ॥

সেই মহাসংগ্রামে যদিও আমাদের পক্ষে কাতরতার সময় আসিয়াছিল, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম একাকী দীনতাশূন্য হইয়া মেরুপর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥

গভস্তিভিরিবাদিত্যস্তস্থৌ শরমরীচিমান্।
স মুমোচ মহেষ্বাসঃ শরসঙ্ঘাননেকশঃ ॥ ৩৫
নিঘ্নন্নমিত্রান্ সমরে বজ্রপাণিরিবাসুরান্।
তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ প্রজহুস্তং মহাবলম্ ॥ ৩৬
স্বযূথাদিব তে যূথান্মুক্তং ভূমিষু দারুণম্।
তমেবমুপলক্ষ্যৈকো হৃষ্টঃ পুষ্টঃ পরন্তপ ॥ ৩৭
দুর্য্যোধনপ্রিয়ে যুক্তঃ পাণ্ডবান্ পরিশোচয়ন্।
জীবিতং দুস্ত্যজং ত্যক্ত্বা ভয়ঞ্চ সুমহাহবে ॥ ৩৮
পাতয়ামাস সৈন্যানি পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
প্রহরন্তমনীকানি পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা সেনাপতিং ভীষ্মস্ত্বরিতঃ শ্বেতমভ্যয়াৎ।
স ভীষ্মং শরজালেন মহতা সমবাকিরৎ ॥ ৪০
শ্বেতং চাপি তথা ভীষ্মঃ শরৌঘৈঃ সমবাকিরৎ।
তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ মত্তাবিব মহাদ্বিপৌ ॥ ৪১
ব্যাঘ্রাবিব সুসংরব্ধাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য ততস্তৌ পুরুষর্ষভৌ ॥৪২
ভীষ্মঃ শ্বেতশ্চ যুযুধে পরস্পরবধৈষিণৌ।
একাহ্না নির্দহেদ্ ভীষ্মঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ৪৩
শরৈঃ পরমসংক্রুদ্ধো যদি শ্বেতো ন পালয়েৎ।
পিতামহং ততো দৃষ্ট্বা শ্বেতেন বিমুখীকৃতম্ ॥ ৪৪
প্রহর্ষং পাণ্ডবা জগ্মুঃ পুত্রস্তে বিমনাভবৎ।
ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ পার্থিবৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫
সসৈন্যঃ পাণ্ডবানীকমভ্যদ্রবত সংযুগে।
দুর্মুখঃ কৃতবর্মা চ কৃপঃ শল্যো বিশাম্পতিঃ ॥ ৪৬
ভীষ্মং জুগুপুরাসাদ্য তব পুত্রেণ নোদিতাঃ।
দৃষ্ট্বা তু পার্থিবৈঃ সর্বৈর্দুর্য্যোধনপুরোগমৈঃ ॥ ৪৭

যেরূপ সূর্য্যদেব শীতকালের শেষে গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর জল শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যের প্রাণহরণ করিতেছিলেন। কিরণসুশোভিত সূর্য্যের তুল্য ভীষ্ম স্বীয় বাণরূপ রশ্মিতে সুশোভিত হইয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন ॥

যেরূপ বজ্রপাণি ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করেন, সেইরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম সেই রণক্ষেত্রে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে বারংবার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহাবল ভীষ্ম স্বীয় দল হইতে বহির্গত হস্তীর ন্যায় নিজ সৈন্যগণ হইতে মুক্ত হইয়া সেই রণভূমিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অস্ত্রের প্রহারে শত্রুগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

পরন্তপ! শ্বেতকে পূর্ব্বোক্তরূপে কৌরবসেনাকে সংহার করিতে দেখিয়া একাকী ভীষ্মই উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত হইয়া পাণ্ডবগণকে শোকে নিমগ্ন করিতে করিতে জীবনের মোহ ও ভয় পরিহার করত সেই মহাসমরে দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। ৩৫-৩৮

রাজন্! ভীষ্ম পাণ্ডবগণের বহু সৈন্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত যখন দেখিলেন যে, সেনাপতি শ্বেত আমাদের সৈন্যের উপর অস্ত্র প্রহার করিতেছেন, তখন তিনি অতিসত্বর তাঁহার সম্মুখে আসিলেন ॥

সেই সময় শ্বেত স্বীয় অসংখ্য বাণের জাল বিস্তার করিয়া ভীষ্মকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীষ্মও তাঁহার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

সেই দুই বীর গর্জনকারী বৃষ, মদোন্মত্ত গজরাজ এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় পরস্পরের উপর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন ॥

তারপর ঐ দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও শ্বেত নিজ অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র রুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

যদি তখন শ্বেত পাণ্ডবসৈন্যগণকে রক্ষা না করিতেন, তবে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী সেই দিনেই তাহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন ॥

তারপর পিতামহ ভীষ্মকে শ্বেতকর্তৃক যুদ্ধস্থলে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মন উদাস হইয়া পড়িল ॥

তখন দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধচিত্তে ভূপতিগণে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে সেই যুদ্ধভূমিতে পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

দুর্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও রাজা শল্য আপনার পুত্রের আজ্ঞায় সমবেত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

দুর্য্যোধনাদি নৃপগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যদিগকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া শ্বেত গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে ত্যাগকরত আপনার পুত্রের সৈন্যবৃন্দকে সেইভাবে বিনাশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু স্বীয় বলে বৃক্ষসকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥

পাণ্ডবানামনীকানি বধ্যমানানি সংযুগে।
শ্বেতো গাঙ্গেয়মুৎসৃজ্য তব পুত্রস্য বাহিনীম্ ॥ ৪৮
নাশয়ামাস বেগেন বায়ুর্বৃক্ষানিবৌজসা।
দ্রাবয়িত্বা চমূং রাজন্ বৈরাটিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪৯
আপতৎ সহসা ভূয়ো যত্র ভীষ্মো ব্যবস্থিতঃ।
তৌ তত্রোপগতৌ রাজন্ শরদীপ্তৌ মহাবলৌ ॥ ৫০
অযুধ্যেতাং মহাত্মানৌ যথোভৌ বৃত্র-বাসবৌ।
অন্যোন্যং তু মহারাজ পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ৫১
নিগৃহ্য কার্ম্মুকং শ্বেতো ভীষ্মং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
পরাক্রমং ততস্তস্য পরাক্রম্য পরাক্রমী ॥ ৫২
তরসা বারয়ামাস মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্।
শ্বেতঃ শান্তনবং ভূয়ঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৫৩
বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা ॥ ৫৪
স বিদ্ধস্তেন বলবান্ নাকম্পয়ত যথাচলঃ।
বৈরাটিঃ সমরে ক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্ম্মুকম্ ॥ ৫৫
আজঘান ততো ভীষ্মং শ্বেতঃ ক্ষত্রিয়নন্দনঃ।
সম্প্রহস্য ততঃ শ্বেতঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥ ৫৬
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভীষ্মস্য নবভির্দশধা শরৈঃ।
সন্ধায় বিশিখং চৈব শরং লোমপ্রবাহিনম্ ॥ ৫৭
উন্মমাথ ততস্তালং ধ্বজশীর্ষং মহাত্মনঃ।
কেতুং নিপতিতং দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য তনয়াস্তব ॥ ৫৮
হতং ভীষ্মমমন্যন্ত শ্বেতস্য বশমাগতম্।
পাণ্ডবাশ্চাপি সংহৃষ্টা দধ্মুঃ শঙ্খান্ মুদা যুতাঃ ॥ ৫৯
ভীষ্মস্য পতিতং কেতুং দৃষ্ট্বা তালং মহাত্মনঃ।
ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রোধাৎ স্বমনীকমনোদয়ৎ ॥৬০
যত্তা ভীষ্মং পরীপ্সধ্বং রক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ।
মা নঃ প্রপশ্যমানানাং শ্বেতান্মৃত্যুমবাপ্স্যতি ॥ ৬১
ভীষ্মঃ শান্তনবঃ শূরস্তথা সত্যং ব্রবীমি বঃ।
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ত্বরমাণা মহারথাঃ ॥ ৬২

রাজন্! বিরাটপুত্র শ্বেত সেই সময় ক্রোধে মূর্চ্ছিত (জ্ঞানহীন) ছিলেন। তিনি আপনার সৈন্যদিগকে দূর করিয়া দিয়া পুনরায় সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে ভীষ্ম ছিলেন ॥

মহারাজ! সেই দুই মহাশক্তিধর বীর মহাত্মা বাণে উদ্দীপ্ত হইয়া পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় সমীপে আগমন করত বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯-৫১

শ্বেত ধনু আকর্ষণ করিয়া সাতটি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন পরাক্রমশালী ভীষ্মও শ্বেতের সেই পরাক্রমকে স্বয়ং পরাক্রম করিয়া রুদ্ধ করিলেন। তাহাতে মনে হইল—কোন এক মদমত্ত হাতী অন্য এক মদমত্ত হাতীকে রুদ্ধ করিয়াছে ॥

তদনন্তর শ্বেত পুনরায় নতপর্ব্বযুক্ত পঁচিশটি বাণে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্মও দশটি বাণে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সেই বাণের আঘাতেও বলশালী শ্বেত বিচলিত হইলেন না, পরন্তু পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

তারপর ক্ষত্রিয়গণের আনন্দবর্দ্ধন বিরাটপুত্র শ্বেত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে ধনুকে অতিশয় বেগে আকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের উপর পুনরায় বাণের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥

অনন্তর তিনি হাস্য করিয়া মুখের দুই প্রান্তভাগ লেহন করত নয়টি বাণ সন্ধানপূর্ব্বক ভীষ্মের ধনুটিকে দশ খণ্ড করিয়া দিলেন ॥

পুনরায় শিখাশূন্য পক্ষযুক্ত বাণ সন্ধান করিয়া তাহাদ্বারা মহাত্মা ভীষ্মের তালচিহ্নযুক্ত ধ্বজের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলেন ॥

ভীষ্মের ধ্বজকে নিম্নে পতিত দেখিয়া আপনার পুত্রগণ ভীষ্মকে শ্বেতের বশীভূত হইয়া মৃত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥

মহাত্মা ভীষ্মের তালধ্বজ ভূতলে পতিত দেখিয়া পাণ্ডবগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া আনন্দসহকারে শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥

তখন দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন—বীরগণ! সাবধান হইয়া চারিদিক্ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান কর। কখনও এরূপ যেন না নয় যে, আমাদের দৃষ্টিপথের মধ্যেই পিতামহ শ্বেতের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তোমাদিগকে এই কথা সত্য বলিতেছি যে, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শৌর্য্যশালী বীর ॥

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া সকল মহারথী বীরগণ অতিশয় ত্বরা করিয়া সেখানে আসিলেন এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্য বাহিনীর সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

বলেন চতুরঙ্গেণ গাঙ্গেয়মন্বপালয়ন্।
বাহ্লীকঃ কৃতবর্মা চ শলঃ শল্যশ্চ ভারত ॥ ৬৩
জলসন্ধো বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
ত্বরমাণাস্ত্বরাকালে পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৬৪
শস্ত্রবৃষ্টিং সুতুমুলাং শ্বেতস্যোপর্য্যপাতয়ন্।
তান্ ক্রুদ্ধো নিশিতৈর্বাণৈস্ত্বরমাণো মহারথঃ ॥ ৬৫
অবারয়দমেয়াত্মা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
স নিবার্য্য তু তান্ সর্বান্ কেসরী কুঞ্জরানিব ॥ ৬৬
মহতা শরবর্ষেণ ভীষ্মস্য ধনুরাচ্ছিনৎ।
ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় ভীষ্মঃ শান্তনবো যুধি ॥ ৬৭
শ্বেতং বিব্যাধ রাজেন্দ্র কঙ্কপত্রৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো ভীষ্মং বহুভিরায়সৈঃ ॥ ৬৮
বিব্যাধ সমরে রাজন্ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
ততঃ প্রব্যথিতো রাজা ভীষ্মং দৃষ্ট্বা নিবারিতম্ ॥ ৬৯

ভারত! বাহ্লীক, কৃতবর্মা, শল, শল্য, জলসন্ধ, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি—ইঁহারা সকলে ত্বরান্বিত হইবার সময়ে সত্বরতার সহিতই চারিদিক্ হইতে ভীষ্মকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং শ্বেতের উপর ভয়ঙ্কর অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

তখন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহারথী শ্বেত নিজ হস্তের অস্ত্রচালনা নৈপুণ্য দেখাইতে থাকিয়া অতীব দ্রুততার সহিত ক্রোধভরে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই নিবৃত্ত করিয়া দিলেন ॥

যেরূপ সিংহ হস্তিগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ সকল মহারথীকে রুদ্ধ করিয়া বিপুল বাণবর্ষণ করত শ্বেত ভীষ্মের ধনু ছেদন করিলেন ॥

রাজেন্দ্র! তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অপর ধনু লইয়া যুদ্ধস্থলে কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা শ্বেতকে বিদ্ধ করিলেন ॥

রাজন্! তাহাতে সেনাপতি শ্বেত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রণাঙ্গনে বহুতর লৌহময় বাণদ্বারা সকলের দৃষ্টিপথের মধ্যেই ভীষ্মকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন।

শ্বেত সম্পূর্ণ বিশ্ববিখ্যাত বীর ভীষ্মকে যুদ্ধে অগ্রগমন হইতে বিরত করিলেন, ইহা দেখিয়া রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সেই সঙ্গে আপনার সকল সৈন্যের মনেই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৫২-৭০

প্রবীরং সর্বলোকস্য শ্বেতেন যুধি বৈ তদা।
নিষ্ঠানকশ্চ সুমহাংস্তব সৈন্যস্য চাভবৎ ॥ ৭০
তং বীরং বারিতং দৃষ্ট্বা শ্বেতেন শরবিক্ষতম্।
হতং শ্বেতেন মন্যন্তে শ্বেতস্য বশমাগতম্ ॥ ৭১
ততঃ ক্রোধবশং প্রাপ্তঃ পিতা দেবব্রতস্তব।
ধ্বজমুন্মথিতং দৃষ্ট্বা তাঞ্চ সেনাং নিবারিতম্ ॥ ৭২
শ্বেতং প্রতি মহারাজ ব্যসৃজৎ সায়কান্ বহূন্।
তানাবার্য্য রণে শ্বেতো ভীষ্মস্য রথিনাং বরঃ ॥ ৭৩
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন পুনরেব পিতুস্তব।
উৎসৃজ্য কার্ম্মুকং রাজন্ গাঙ্গেয়ঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৭৪
অন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় বিপুলং বলবত্তরম্।
তত্র সন্ধায় বিপুলান্ ভল্লান্ সপ্ত শিলাশিতান্ ॥ ৭৫
চতুর্ভিশ্চ জঘানাশ্বান্ শ্বেতস্য পৃতনাপতেঃ।
ধ্বজং দ্বাভ্যাং তু চিচ্ছেদ সপ্তমেন চ সারথেঃ ॥ ৭৬

শ্বেত বীরবর ভীষ্মকে নিবারিত করিলেন এবং তাঁহার দেহ বাণে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, ভীষ্ম শ্বেতের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারই হস্তে নিহত হইবেন ॥ ৭১

তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম নিজের ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া ভূপতিত ও সৈন্যগণকে নিবারিত হইতে দেখিয়া ক্রোধের বশীভূত হইলেন ॥ ৭২

মহারাজ! তিনি শ্বেতের উপর বহু বাণ বর্ষণ করিলেন, কিন্তু রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেত রণক্ষেত্রে তাঁহার সকল বাণই নিবারিত করিয়া পুনরায় একটি ভল্লাস্ত্রে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মের ধনু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥

রাজন্! ইহা দেখিয়া গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ছিন্ন ধনু পরিহার করিয়া অপর একটি প্রবল ও বিশাল ধনু গ্রহণ করত প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল সাতটি ভল্ল যোজনা করিলেন। তাহার মধ্যে চারটি ভল্লের দ্বারা সেনাপতি শ্বেতের চারিটি অশ্বকে নিহত করিলেন, দুইটি ভল্ল দ্বারা ধ্বজ কাটিয়া ফেলিলেন এবং নিজের অতুলনীয় বিক্রম দেখাইতে দেখাইতে অপর ভল্লটি দ্বারা শ্বেতের সারথির মস্তক ছেদন করিলেন

শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সংক্রুদ্ধো লঘুবিক্রমঃ।
হতাশ্বসূতাৎ স রথাদবপ্লুত্য মহাবলঃ ॥ ৭৭
অমর্ষবশমাপন্নো ব্যাকুলঃ সমপদ্যত।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শ্বেতং দৃষ্ট্বা পিতামহঃ ॥ ৭৮
তাড়য়ামাস নিশিতৈঃ শরসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ।
স তাড্যমানঃ সমরে ভীষ্মচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৯
স্বরথে ধনুরুৎসৃজ্য শক্তিং জগ্রাহ কাঞ্চনীম্।
ততঃ শক্তিং রণে শ্বেতো জগ্রাহোগ্রাং মহাভয়াম্ ॥৮০
কালদণ্ডোপমাং ঘোরাং মৃত্যোর্জিহ্বামিব শ্বসন্।
অব্রবীচ্চ তদা শ্বেতো ভীষ্মং শান্তনবং রণে ॥ ৮১
তিষ্ঠেদানীং সুসংরব্ধঃ পশ্য মাং পুরুষো ভব।
এবমুক্ত্বা মহেষ্বাসো ভীষ্মং যুধি পরাক্রমী ॥ ৮২
ততঃ শক্তিমমেয়াত্মা চিক্ষেপ ভুজগোপমাম্।
পাণ্ডবার্থে পরাক্রান্তস্তবানর্থং চিকীর্ষুকঃ ॥ ৮৩
হাহাকারো মহানাসীৎ পুত্রাণাং তে বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা শক্তিং মহাঘোরাং মৃত্যোর্দণ্ডসমপ্রভাম্ ॥ ৮৪
শ্বেতস্য করনির্মুক্তাং নির্মুক্তোরগসন্নিভাম্।
অপতৎ সহসা রাজন্ মহোল্কেব নভস্তলাৎ ॥ ৮৫
জ্বলন্তীমন্তরীক্ষে তাং জ্বালাভিরিব সংবৃতাম্।
অসম্ভ্রান্তস্তদা রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৮৬
অষ্টভির্নবভির্ভীষ্মঃ শক্তিং চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ।
উৎকৃষ্টহেমবিকৃতাং নিকৃতাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৭
উচ্চুক্রুশুস্ততঃ সর্বে তাবকা ভরতর্ষভ।
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা বৈরাটিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৮৮
কালোপহতচেতাস্তু কর্তব্যং নাভ্যজানত।
ক্রোধসম্মূর্চ্ছিতো রাজন্ বৈরাটিঃ প্রহসন্নিব ॥ ৮৯
গদাং জগ্রাহ সংহৃষ্টো ভীষ্মস্য নিধনং প্রতি।
ক্রোধেন রক্তনয়নো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ৯০
ভীষ্মং সমভিদুদ্রাব জলৌঘ ইব পর্বতম্।
তস্য বেগমসংবার্য্যং মত্বা ভীষ্মঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯১

অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে মহাবল শ্বেত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অমর্ষে বশীভূত হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন॥

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতকে রথহীন দেখিয়া পিতামহ ভীষ্ম চারিদিক্ হইতে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণদ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন॥

সেই রণাঙ্গনে ভীষ্মের ধনুর্মুক্ত বাণসমূহে পীড়িত হইতে থাকিলে শ্বেত স্বীয় ধনুটিকে রথেই রাখিয়া দিয়া একটি স্বুবর্ণ-নির্ম্মিতা শক্তি গ্রহণ করিলেন॥

অত্যন্ত উগ্র, মহাভয়ঙ্কর, কালদণ্ডতুল্য ঘোরতর ও মৃত্যুর জিহ্বাসদৃশ প্রতীয়মান সেই শক্তিকে হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রণক্ষেত্রে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন॥ ৭৭-৮১

ভীষ্ম! তুমি এই সময় সাহসের সহিত অবস্থান কর। আমাকে দেখ এবং পুরুষ হও। এই বলিয়া অমিত আত্মবল-সম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর ও পরাক্রমশালী বীর শ্বেত ভীষ্মের উপর সেই সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন॥ ৮২-৮৩

রাজন্! শ্বেতের হাত হইতে পরিত্যক্ত, যমদণ্ডতুল্য প্রকাশমান ও খোলসমুক্ত সর্পসদৃশ ভয়প্রদ সেই শক্তিকে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। রাজন্! সেই শক্তি আকাশ হইতে বিশাল উল্কার ন্যায় সহসা পতিত হইল॥ ৮৪-৮৫

অন্তরিক্ষে প্রজ্বলিতা ও জ্বালাসমূহে পরিব্যাপ্তা সেই শক্তিকে দেখিয়া আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত তখন অল্পও বিচলিত হইলেন না। তিনি প্রথমে আটটি পরে নয়টি বাণ সন্ধান করিয়া সেই শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম স্বর্ণে নির্ম্মিত সেই শক্তিকে ভীষ্ম তীক্ষ্ণ বাণে নষ্ট করিয়া দিলেন দেখিয়া আপনার পুত্রগণ হর্ষে মহা কোলাহল করিতে লাগিলেন॥

স্বীয় শক্তিকে এইভাবে বিফল হইতে দেখিয়া বিরাটপুত্র শ্বেত ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন কাল তাঁহার বিবেকশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন, সেইজন্য তিনি তখন নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় হাতে একটি গদা গ্রহণ করিলেন॥

সেই সময়ে ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং হাতে দণ্ড ধারণ করায় সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় তাঁহাকে মনে হইতেছিল। যেরূপ মহাজলপ্রবাহ কোন পর্ব্বতকে লক্ষ্য

প্রহারবিপ্রমোক্ষার্থং সহসা ধরণীং গতঃ।
শ্বেতঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভ্রাময়িত্বা তু তাং গদাম্ ॥ ৯২

রথে ভীষ্মস্য চিক্ষেপ যথা দেবো ধনেশ্বরঃ।
তয়া ভীষ্মনিপাতিন্যা স রথো ভস্মসাৎকৃতঃ ॥ ৯৩

সধ্বজঃ সহ সূতেন সাশ্বঃ সযুগবন্ধুরঃ।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং ভীষ্মং দৃষ্ট্বা রথোত্তমাঃ ॥ ৯৪

অভ্যধাবন্ত সহিতাঃ শল্যপ্রভৃতয়ো রথাঃ।
ততোঽন্যং রথমাস্থায় ধনুর্বিস্ফার্য্য দুর্মনাঃ ॥ ৯৫

শনৈঃশনৈরভ্যায়াচ্ছ্বেতং গাঙ্গেয়ঃ প্রহসন্নিব।
এতস্মিন্নন্তরে ভীষ্মঃ শুশ্রাব বিপুলাং গিরম্ ॥ ৯৬

আকাশাদীরিতাং দিব্যামাত্মনো হিতসম্ভবাম্।
ভীষ্ম ভীষ্ম মহাবাহো শীঘ্রং যত্নং কুরুষ্ব বৈ ॥ ৯৭

এষ হ্যস্য জয়ে কালো নির্দিষ্টো বিশ্বযোনিনা।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং দেবদূতেন ভাষিতম্ ॥ ৯৮

সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা বধে তস্য মনো দধে।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শ্বেতং দৃষ্ট্বা পদাতিনম্ ॥ ৯৯

সহিতাস্তভ্যবর্তন্ত পরীপ্সন্তো মহারথাঃ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ১০০

কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ অভিমন্যুশ্চ বীর্য্যবান্।
এতানাপততঃ সর্বান্ দ্রোণ-শল্য-কৃপৈঃ সহ ॥ ১০১

আবারয়দমেয়াত্মা বারিবেগানিবাচলঃ।
সন্নিরুদ্ধেষু সর্বেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥ ১০২

শ্বেতঃ খড়্গমথাকৃষ্য ভীষ্মস্য ধনুরাচ্ছিনৎ।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং ত্বরমাণঃ পিতামহঃ ॥ ১০৩

দেবদূতবচঃ শ্রুত্বা বধে তস্য মনো দধে।
ততঃ প্রচরমাণস্তু পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ১০৪

অন্যৎ কার্মুকমাদায় ত্বরমাণো মহারথঃ।
ক্ষণেন সজ্যমকরোচ্ছক্রচাপসমপ্রভম্ ॥ ১০৫

করিয়া ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও গদাহাতে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন ॥

প্রতাপশালী ভীষ্ম এই গদার বেগকে অনিবার্য্য বুঝিয়া তাহার প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সহসা রথ হইতে ভূতলে লাফাইয়া পড়িলেন।

এদিকে শ্বেত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই গদাকে আকাশে ঘুরাইয়া ভীষ্মের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন, মনে হই—যেন ধনেশ্বর কুবের গদা প্রহার করিলেন ॥

ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় নিক্ষিপ্ত সেই গদার আঘাতে ধ্বজ, সারথি, অশ্ব, যুগ ও ধুরাদির সহিত সম্পূর্ণ রথই ভস্মসাৎ হইয়া যাইল ॥

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে রথহীন হইতে দেখিয়া শল্য প্রভৃতি উত্তম মহারথীরা এক সঙ্গে দৌড়াইয়ে আসিলেন ॥

তখন অপর রথে উপবিষ্ট হইয়া ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম উদাসমনে হাস্য করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্বেতের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন ॥

এই সময়ের মধ্যে ভীষ্ম নিজের হিতসম্বন্ধযুক্ত এক দিব্য ও গম্ভীর আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন—মহাবাহু ভীষ্ম! ভীষ্ম! অতি সত্বর শ্বেতের বধের জন্য যত্ন কর; কারণ, বিশ্বযোনি ব্রহ্মা এই সময়ই শ্বেতকে জয় করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন ॥

দেবদূতকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের মন প্রসন্ন হইল এবং তখনই তিনি শ্বেতকে বধ করিবার পরামর্শ করিলেন ॥

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতকে রথহীন ও পদাতি (পাদচারী) দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এক সঙ্গে বহু মহারথী দৌড়াইয়া আসিলেন ॥

ইঁহাদের নাম হইল—সাত্যকি, ভীমসেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু ও পরাক্রমশালী অভিমন্যু ॥

ইঁহাদের সকলকে আসিতে দেখিয়া অমিতশক্তিশালী ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য, শল্য ও কৃপাচার্য্যের সহিত যাইয়া তাঁহাদের গতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন মনে হইল—কোন পর্ব্বত জলের প্রবাহকে অবরুদ্ধ করিয়াছে ॥

সমস্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলে শ্বেত তরবারি লইয়া ভীষ্মের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন ॥

সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়া পিতামহ ভীষ্ম দেবদূতের কথা চিন্তা করত শ্বেতকে বধের জন্য মনস্থির করিলেন ॥

তারপর আপনার পিতৃতুল্য মহারথ দেবব্রত অতি সত্বর অপর ধনু লইয়া সেখানে বিচরণ করিতে করিতে ক্ষণকালের মধ্যেই তাহাতে গুণযোজনা করিলেন। তখন সেই ধনু ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৮৬-১০৫

পিতা তে ভরতশ্রেষ্ঠ শ্বেতং দৃষ্ট্বা মহারথৈঃ।
বৃতং তং মনুজব্যাঘ্রৈর্ভীমসেনপুরোগমৈঃ ॥ ১০৬
অভ্যবর্তত গাঙ্গেয়ঃ শ্বেতং সেনাপতিং দ্রুতম্।
আপতন্তং ততো ভীষ্মো ভীমসেনং প্রতাপবান্ ॥ ১০৭
আজঘ্নে বিশিখৈঃ ষষ্ট্যা সেনান্যং স মহারথঃ।
অভিমন্যুঞ্চ সমরে পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ১০৮
আজঘ্নে ভরতশ্রেষ্ঠস্ত্রিভিঃ সন্নতপর্বভিঃ।
সাত্যকিঞ্চ শতেনাজৌ ভরতানাং পিতামহঃ ॥ ১০৯
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ বিংশত্যা কৈকেয়ঞ্চাপি পঞ্চভিঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্বাসান্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ১১০
বারয়িত্বা শরৈর্ঘোরৈঃ শ্বেতমেবাভিদুদ্রুবে।
ততঃ শরং মৃত্যুসমং ভারসাধনমুত্তমম্ ॥ ১১১
বিকৃষ্য বলবান্ ভীষ্মঃ সমাধত্ত দুরাসদম্।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ সুসংযুক্তং তং শরং লোমবাহিনম্ ॥ ১১২
দদৃশুর্দেব-গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ।
স তস্য কবচং ভিত্ত্বা হৃদয়ঞ্চামিতৌজসঃ ॥ ১১৩
জগাম ধরণীং বাণো মহাশনিরিব জ্বলন্।
অস্তং গচ্ছন্ যথাদিত্যঃ প্রভামাদায় সত্বরঃ ॥ ১১৪
এবং জীবিতমাদায় শ্বেতদেহাজ্জগাম হ।
তং ভীষ্মেণ নরব্যাঘ্রং তথা বিনিহতং যুধি ॥ ১১৫
প্রপতন্তমপশ্যাম গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্।
অশোচন্ পাণ্ডবাস্তত্র ক্ষত্রিয়াশ্চ মহারথাঃ ॥ ১১৬
প্রহৃষ্টাশ্চ সুতস্তভ্যং কুরবশ্চাপি সর্বশঃ।
ততো দুঃশাসনো রাজন্ শ্বেতং দৃষ্ট্বা নিপাতিতম্ ॥ ১১৭
বাদিত্রনিনদৈর্ঘোরৈর্নৃত্যতি স্ম সমন্ততঃ।
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে ভীষ্মেণাহবশোভিনা ॥ ১১৮
প্রাবেপন্ত মহেষ্বাসাঃ শিখণ্ডিপ্রমুখা রথাঃ।
ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ বার্ষ্ণেয়শ্চাপি সর্বশঃ ॥ ১১৯
অবহারং শনৈশ্চক্রুর্নিহতে বাহিনীপতৌ।
ততোঽবহারঃ সৈন্যানাং তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ১২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পিতৃতুল্য গঙ্গানন্দন ভীষ্ম নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন প্রভৃতি মহারথিগণ পরিবৃত হইয়া শ্বেতকে লক্ষ করিতে করিতে অতি দ্রুত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

সেই সময় সেনানায়ক ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী ভীষ্ম তাঁহাকে ষাট্ বাণে আহত করিলেন ॥

সেই সমরাঙ্গণে আপনার পিতৃতুল্য ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম আনতপর্ব্ব যুক্ত তিনটি বাণে অভিমন্যুকে আহত করিলেন ॥

ভরতবংশীয়গণের পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধে একশত বাণে সাত্যকিকে, বিশটি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচবাণে কেকয়রাজকুমারকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। এইভাবে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম স্বীয় ভয়ঙ্কর বাণসমূহে সেই মহাধনুর্দ্ধরগণকে নিবারিত করিয়া পুনরায় শ্বেতের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তদনন্তর মহাবল ভীষ্ম ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করত তাহার উপর মৃত্যুতুল্য ভয়ঙ্কর, ভারযুক্ত, লক্ষ্য বেধনে সমর্থ, উত্তম, দুঃসহ ও পক্ষযুক্ত একটি বাণ স্থাপন করিলেন, পুনরায় উহা ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সন্ধান করিলেন ॥ ১০৬-১১২

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ দেখিলেন যে, সেই বাণ মহাবজ্রের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অমিতবলশালী শ্বেতের কবচ ও হৃদয় ভেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥

যেরূপ অস্তোন্মুখ সূর্য্য স্বীয় প্রভাপুঞ্জের সহিতই অস্ত গমন করেন, সেইরূপ এই বাণ শ্বেতের শরীরে প্রবেশ করত তাহার প্রাণ হরণপূর্ব্বক চলিয়া যাইল ॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিহত নরশ্রেষ্ঠ শ্বেত যুদ্ধস্থলে পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় পড়িয়া আছেন—ইহা আমরা দর্শন করিলাম।

মহারথ পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের পক্ষের অন্যান্য ক্ষত্রিয়বৃন্দ শ্বেতের জন্য শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং আপনার পুত্র সমস্ত কৌরবগণ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥

রাজন্! শ্বেত নিহত হইয়াছেন দেখিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন ভয়ঙ্কর বাদ্যধ্বনির সহিত চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥

সংগ্রামে শোভাশালী ভীষ্ম কর্তৃক মহাধনুর্দ্ধর শ্বেত নিহত হইলে শিখণ্ডী প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর রথিগণ কাঁপিতে লাগিলেন ॥

রাজন্! তখন সেনাপতি শ্বেত হইলে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে নিজের সৈন্যগণকে যুদ্ধভূমি হইতে ফিরাইয়া লইলেন।

ভারত! তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগেরও তখন যুদ্ধবিরতি হইয়াছিল ॥ ১১৩-১২

তাবকানাং পরেষাঞ্চ নর্দতাঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
পার্থা বিমনসো ভূত্বা ন্যবর্তন্ত মহারথাঃ।
চিন্তয়ন্তো বধং ঘোরং দ্বৈরথেন পরন্তপাঃ॥ ১২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি শ্বেতবধে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮

সেই সময় আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যগণও বারংবার গর্জন করিতেছিল। সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর জনসংহার হইয়াছিল, তাহার জন্য শত্রুতাপন পাণ্ডব মহারথীরা চিন্তা করিতে করিতে উদাসমনে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে শ্বেতবধবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শঙ্খস্য যুদ্ধম্, ভীষ্মস্য প্রচণ্ডপরাক্রমঃ, প্রথমদিনস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

ধৃষ্টরাষ্ট্র উবাচ।
শ্বেতে সেনাপতৌ তাত সংগ্রামে নিহতে পরৈঃ।
কিমকুর্বন্ মহেষ্বাসাঃ পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ॥ ১
সেনাপতিং সমাকর্ণ্য শ্বেতং যুধি নিপাতিতম্।
তদর্থং যততাঞ্চাপি পরেষাং প্রপলায়িনাম্॥ ২
মনঃ প্রীণাতি মে বাক্যং জয়ং সঞ্জয় শৃণ্বতঃ।
প্রত্যুপায়ং চিন্তয়তো লজ্জাং প্রাপ্নোতি মে নহি॥ ৩
স হি বীরোঽনুরক্তশ্চ বৃদ্ধঃ কুরুপতিস্তদা।
কৃতং বৈরং সদা তেন পিতুঃ পুত্রেণ ধীমতা॥ ৪
তস্যোদ্বেগভয়াচ্চাপি সংশ্রিতঃ পাণ্ডবান্ পুরা।
সর্বং বলং পরিত্যজ্য দুর্গং সংশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥ ৫
পাণ্ডবানাং প্রতাপেন দুর্গং দেশং নিবেশ্য চ।
সপত্নান্ সততং বাধন্নার্যাবৃত্তিমনুষ্ঠিতঃ॥ ৬
আশ্চর্য্যং বৈ সদা তেষাং পুরা রাজ্ঞাং সুদুর্মতিঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরে ভক্তঃ কথং সঞ্জয় সূদিতঃ॥ ৭
প্রক্ষিপ্তঃ সম্মতঃ ক্ষুদ্রঃ পুত্রো মে পুরুষাধমঃ।
ন যুদ্ধং রোচয়েদ্ ভীষ্মো ন চাচার্যাঃ কথঞ্চন॥ ৮

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[শঙ্খের যুদ্ধ, ভীষ্মের প্রচণ্ড পরাক্রম এবং প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত! সেনাপতি শ্বেত শত্রুগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধস্থলে নিহত হওয়ার পর মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ও পাণ্ডবগণ কি করিলেন? সঞ্জয়! সেনাপতি শ্বেত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তাহার রক্ষার জন্য প্রযত্ন করিয়াও শত্রুগণকে পলায়ন করিতে হয় এবং আমাদের বিজয় লাভ হয়—এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছে। শত্রুগণের প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে আমি নিজ পক্ষের দ্বারা কৃত অনীতির বিষয় স্মরণ করিয়াও লজ্জা অনুভব করিতেছি না। ১-৩

সেই বৃদ্ধ বীর কুরুরাজ ভীষ্ম আমাদের উপর সদা অনুরক্ত আছেন। (কারণ, তিনিই শ্বেতের সহিত এই অন্যায় করিয়াছেন।) সেই বুদ্ধিমান্ বিরাটপুত্র শ্বেত স্বীয় পিতার সহিত পূর্ব্বে শত্রুতা করিয়াছিল। ৪

সেইজন্য পিতার নিকট হইতে ভয় ও উদ্বেগের কথা চিন্তা করিয়া এই শ্বেত প্রথমেই পাণ্ডবগণের শরণ লইয়াছিল। পূর্ব্বেই ত' সে সমস্ত সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকীই দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছিল। তারপর পাণ্ডবগণের প্রতাপে দুর্গম প্রদেশে থাকিয়া নিরন্তর শত্রুপক্ষের বাধাস্বরূপ হইয়া সদাচারপালনে তৎপর ছিল। ৫-৬

কারণ, পূর্ব্বে নিজের সহিত বিরোধকারী নৃপগণের উপর তাহার দুর্বুদ্ধি বিদ্যমান ছিল; কিন্তু সঞ্জয়! ইহা ত' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ শ্বেত—যে যুধিষ্ঠিরের ভক্ত ছিল, সে কিভাবে নিহত হইল? ৭

আমার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষুদ্রস্বভাব। সে কর্ণ প্রভৃতির প্রিয় এবং চঞ্চলমতি। আমার দৃষ্টিতে সে সমস্ত মানুষের মধ্যে অধম। (এইজন্যই তাহার মনে এরূপ যুদ্ধের আগ্রহ বিদ্যমান।) সঞ্জয়! আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও গান্ধারী—ইঁহাদের কেহই কোনরূপে যুদ্ধ চান না।

ন কৃপো ন চ গান্ধারী নাহং সঞ্জয় রোচয়ে।
ন বাসুদেবো বার্ষ্ণেয়ো ধর্ম্মরাজশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ৯
ন ভীমো নার্জুনশ্চৈব ন যমৌ পুরুষর্ষভৌ।
বার্য্যমাণো ময়া নিত্যং গান্ধার্য্যা বিদুরেণ চ ॥ ১০
জামদগ্ন্যেন রামেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা।
দুর্য্যোধনো যুধ্যমানো নিত্যমেব হি সঞ্জয় ॥ ১১
কর্ণস্য মতমাস্থায় সৌবলস্য চ পাপকৃৎ।
দুঃশাসনস্য চ তথা পাণ্ডবান্ নান্বচিন্তয়ৎ ॥ ১২
তস্যাহং ব্যসনং ঘোরং মন্যে প্রাপ্তং তু সঞ্জয়।
শ্বেতস্য চ বিনাশেন ভীষ্মস্য বিজয়েন চ ॥ ১৩
সংক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণসহিতঃ পার্থঃ কিমকরোদ্ যুধি।
অর্জুনাদ্ধি ভয়ং ভূয়স্তন্মে তাত ন শাম্যতি ॥ ১৪
স হি শূরশ্চ কৌন্তেয়ঃ ক্ষিপ্রকারী ধনঞ্জয়ঃ।
মন্যে শরৈঃ শরীরাণি শত্রূণাং প্রমথিষ্যতি ॥ ১৫
ঐন্দ্রিমিন্দ্রানুজসমং মহেন্দ্রসদৃশং বলে।
অমোঘক্রোধসঙ্কল্পং দৃষ্ট্বা বঃ কিমভূন্মনঃ ॥ ১৬
তথৈব বেদবিচ্ছূরো জ্বলনার্কসমদ্যুতিঃ।
ইন্দ্রাস্ত্রবিদমেয়াত্মা প্রপতন্ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥ ১৭
বজ্রসংস্পর্শরূপাণামস্ত্রাণাঞ্চ প্রযোজকঃ।
স খড়্গাক্ষেপহস্তস্তু ঘোষং চক্রে মহারথঃ ॥ ১৮
স সঞ্জয় মহাপ্রাজ্ঞো দ্রুপদস্যাত্মজো বলী।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কিমকরোচ্ছ্বেতে যুধি নিপাতিতে ॥ ১৯
পুরা চৈবাপরাধেন বধেন চ চমূপতেঃ।
মন্যে মনঃ প্রজজ্বাল পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২০
তেষাং ক্রোধং চিন্তয়ংস্তু অহঃসু চ নিশাসু চ।
ন শান্তিমধিগচ্ছামি দুর্য্যোধনকৃতেন হি।
কথমভূন্মহাযুদ্ধং সর্বমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২১

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা তবাপনয়নো মহান্।
ন চ দুর্য্যোধনে দোষমিমমাধাতুমর্হসি ॥ ২২

বৃষ্ণিবংশভূষণ বাসুদেব, পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন ও পুরুষরত্ন নকুল-সহদেবও যুদ্ধের অভিলাষী নহে ॥

আমি, গান্ধারী ও বিদুর সর্ব্বদাই তাহাকে নিষেধ করিয়াছি। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ও মহাত্মা ব্যাসদেবও তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতে থাকিয়া পাপী দুর্য্যোধন সদা যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করিত। সে পাণ্ডবগণকে কোনরূপ চিন্তাই করে না ॥ ৮-১২

সঞ্জয়! আমার ত' এই বিশ্বাস আছে যে, দুর্য্যোধনের উপর ঘোর সঙ্কট পতিত হইবে। শ্বেত নিহত হইলে এবং ভীষ্মের জয় হইলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুন যুদ্ধস্থলে কি করিলেন?

তাত! অর্জুন হইতেই আমার ভয় বেশী হইতেছে এবং সেই ভয় কোনরূপেই শান্ত হইতেছে না; কারণ, কুন্তীনন্দন অর্জুন বীর এবং শীঘ্রতা সহকারে অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারে। আমি মনে করি, সে নিজ বাণসমূহে শত্রুদিগের শরীরসকল মথিত করিয়া ফেলিবে ॥ ১৩-১৫

ইন্দ্রনন্দন অর্জুন ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমী ও মহেন্দ্রতুল্য বলবান্। তাহার ক্রোধ ও সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হয় না। তাহাকে দেখিয়া তোমাদের মনে কিরূপ প্রশ্ন জাগিতেছে? ১৬

অর্জুন বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, ইন্দ্রের জ্ঞাত সমস্ত অস্ত্রেই অভিজ্ঞ অথবা ইন্দ্রাস্ত্রের জ্ঞাতা, অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন, বেগপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে সমর্থ ও যুদ্ধে সদা বিজয়লাভই করে। সে এরূপ অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করে, যাহাদের স্পর্শ বজ্রসদৃশ কঠিন। মহারথ অর্জুন স্বীয় হস্তে সদা তরবারি ধারণ করিয়া রাখে এবং উচ্চ প্রহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া থাকে ॥ ১৭-১৮

সঞ্জয়! দ্রুপদের পরম বুদ্ধিমান্ পুত্র বলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে শ্বেতের মৃত্যু হইলে কি করিয়াছিল? ১৯

একে ত' কৌরবগণ পাণ্ডবদের অপরাধ করিয়াছিল, তাহার উপর সেনাপতি শ্বেত বিনষ্ট হইলে আমি মনে করি—মহাত্মা পাণ্ডবদের মন অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল ॥ ২০

দুর্য্যোধনের জন্য পাণ্ডবগণের মনে যে ক্রোধ আছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমি না দিনে না রাত্রিতে শান্তিলাভ করিতেছি। সঞ্জয়! সেই মহাযুদ্ধ কিভাবে হইয়াছে, তাহা সবই আমাকে বল ॥ ২১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধের জন্য যে মহা অন্যায় হইবে, তাহা আপনার উপরই বর্ত্তাইবে। আপনি এই দোষ দুর্য্যোধনের উপর আরোপ করিতে পারেন না ॥ ২২

গতোদকে সেতুবন্ধো যাদৃক্ তাদৃঙ্মতিস্তব।
সন্দীপ্তে ভবনে যদ্বৎ কূপস্য খননং তথা ॥ ২৩
গতপূর্বাহ্নভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি দারুণে।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ পুনর্যুদ্ধমবর্তত ॥ ২৪
শ্বেতং তু নিহতং দৃষ্ট্বা বিরাটস্য চমূপতিম্।
কৃতবর্মণা চ সহিতং দৃষ্ট্বা শল্যমবস্থিতম্ ॥ ২৫
শঙ্খঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল হবিষা হব্যবাড়িব।
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপং শক্রচাপোপমং বলী ॥ ২৬
অভ্যধাবজ্জিঘাংসন্ বৈ শল্যং মদ্রাধিপং যুধি।
মহতা রথসঙ্ঘেন সমন্তাৎ পরিরক্ষিতঃ ॥ ২৭
সৃজন্ বাণময়ং বর্ষং প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মত্তবারণবিক্রমম্ ॥ ২৮
তাবকানাং রথাঃ সপ্ত সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
মদ্ররাজং পরীপ্সন্তো মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতম্ ॥ ২৯
বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যো জয়ৎসেনশ্চ মাগধঃ।
তথা রুক্মরথো রাজন্ পুত্রঃ শল্যস্য মানিতঃ ॥ ৩০
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
বৃহৎক্ষত্রস্য দায়াদঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ॥ ৩১
নানাধাতুবিচিত্রাণি কার্মুকাণি মহাত্মনাম্।
বিস্ফারিতান্যদৃশ্যন্ত তোয়দেষ্বিব বিদ্যুতঃ ॥ ৩২
তে তু বাণময়ং বর্ষং শঙ্খমূর্ধ্নি ন্যপাতয়ন্।
নিদাঘান্তেঽনিলোদ্ধূতা মেঘা ইব নগে জলম্ ॥ ৩৩
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেষ্বাসঃ সপ্তভল্লৈঃ সুতেজনৈঃ।
ধনূংষি তেষামাচ্ছিদ্য ননর্দ পৃতনাপতিঃ ॥ ৩৪
ততো ভীষ্মো মহাবাহুর্বিনদ্য জলদো যথা।
তালমাত্রং ধনুর্গৃহ্য শঙ্খমভ্যদ্রবদ্ রণে ॥ ৩৫
তমুদ্যন্তমুদীক্ষ্যাথ মহেষ্বাসং মহাবলম্।
সন্ত্রস্তা পাণ্ডবী সেনা বাতবেগহতেব নৌঃ ॥ ৩৬
ততোঽর্জুনঃ সংত্বরিতঃ শঙ্খস্যাসীৎ পুরঃসরঃ।
ভীষ্মাদ্ রক্ষ্যোঽয়মদ্যেতি ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩৭

যেরূপ প্রবল জলোচ্ছ্বাস চলিয়া যাইবার পর বাঁধ দিবার চেষ্টা করা অথবা গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পর কূপখননের চেষ্টা করা (দুর্বুদ্ধির পরিচায়ক), সেইরূপ আপনারও এই বুদ্ধি (দেখিতেছি)। ২৩

সেই ভয়ঙ্কর দিনের পূর্বভাগ অধিকাংশ ব্যতীত হইয়া যাইলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৪

বিরাটের সেনাপতি শ্বেত নিহত হইয়াছেন ও রাজা শল্যকে কৃতবর্মার সহিত রথে উপবিষ্ট দেখিয়া ঘৃতাহুতি পাইলে অগ্নি যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, সেরূপ শঙ্খও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

সেই বলবান্ বীর শঙ্খ ইন্দ্রধনুতুল্য স্বীয় বিশাল ধনুকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

বিশাল রথসৈন্যদল দ্বারা চারিদিকে রক্ষিত অবস্থায় শঙ্খ বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শল্যের রথের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমপ্রকাশকারী শঙ্খকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার সপ্তরথী বীর মৃত্যুর দন্তসংলগ্ন মদ্ররাজ শল্যকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫-২৯

রাজন্! সেই সপ্ত রথীর নাম হইল—কোশলপতি বৃহদ্বল, মগধদেশীয় জয়ৎসেন, শল্যের প্রতাপশালী পুত্র রুক্মরথ, অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এবং বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ ॥ ৩০-৩১

এই মহাত্মা বীরগণের বিস্ফারিত ও নানাধাতুতে বিচিত্র ধনুসমূহ বর্ষণশীল মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় দেখা যাইল ॥ ৩২

ইঁহারা সকলে শঙ্খের মস্তকে সেইভাবে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালের শেষে বায়ুচালিত মেঘসমূহ পর্বতের উপরে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩৩

সেই সময় মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি শঙ্খ কুপিত হইয়া অত্যন্ত তেজস্বী সাতটি ভল্লাস্ত্রে সেই সাত রথীর ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

তারপর মহাবাহু ভীষ্ম চারি হাত লম্বা ধনু গ্রহণ করত মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে শঙ্খের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

সেই সময় মহাধনুর্দ্ধর মহাবল ভীষ্মকে উদ্যত দেখিয়া বায়ুবেগে আহত নৌকার ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ॥ ৩৬

ইহা দেখিয়া অর্জুন অতিক্রুত শঙ্খের আগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অগ্রে আসিবার কারণ হইল ভীষ্মের হাত হইতে শঙ্খকে রক্ষা করা। তখন উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৭

হাহাকারো মহানাসীদ্ যোধানাং যুধি যুধ্যতাম্।
তেজস্তেজসি সম্প্রক্রমিত্যেবং বিস্ময়ং যযুঃ॥ ৩৮
অথ শল্যো গদাপাণিরবতীর্য্য মহারথাৎ।
শঙ্খস্য চতুরো বাহানহনদ্ ভরতর্ষভ॥ ৩৯
স হতাশ্বাদ্ রথাৎ তূর্ণং খড়্গমাদায় বিদ্রুতঃ।
বীভৎসোশ্চ রথং প্রাপ্য পুনঃ শান্তিমবিন্দত॥ ৪০
ততো ভীষ্মরথাৎ তূর্ণমুৎপতন্তি পতত্রিণঃ।
যৈরন্তরিক্ষং ভূমিশ্চ সর্বতঃ সমবস্তৃতা॥ ৪১
পাঞ্চালানথ মৎস্যাংশ্চ কেকয়াংশ্চ প্রভদ্রকান্।
ভীষ্মঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ পাতয়ামাস পত্রিভিঃ॥ ৪২
উৎসৃজ্য সমরে রাজন্ পাণ্ডবং সব্যসাচিনম্।
অভ্যদ্রবত পাঞ্চাল্যং দ্রুপদং সেনয়া বৃতম্॥ ৪৩
প্রিয়ং সম্বন্ধিনং রাজন্ শরানবকিরন্ বহূন্।
অগ্নিনেব প্রদগ্ধানি বনানি শিশিরাত্যয়ে॥ ৪৪

সেই সময় যুদ্ধস্থলে যুদ্ধরত সকল যোদ্ধার মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। তেজের সহিত তেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মিলিত হইয়াছে—এই কথা বলিয়া সকলে বিস্মিত হইল॥ ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় রাজা শল্য হস্তে গদা লইয়া নিজ রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং গদাঘাতে শঙ্খের চারিটি অশ্বকে নিহত করিলেন॥ ৩৯

অশ্ব নিহত হইলে শঙ্খ হাতে তরবারি লইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অর্জুনের রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় শান্তিলাভ করিলেন॥ ৪০

তারপর ভীষ্মের রথ হইতে অতিক্রান্ত পক্ষযুক্ত বাণপক্ষিসমূহ উড়িতে লাগিল, যাহারা তখন সমগ্র পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে চারিদিকে আবৃত করিয়াছিল॥ ৪১

যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রক বীরগণকে নিজ বাণসমূহে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিলেন॥ ৪২

রাজন্! ভীষ্ম সমরাঙ্গণে সব্যসাচী অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যে পরিবৃত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দিকে ধাবিত হইলেন এবং নিজের প্রিয় সম্বন্ধীর উপর বহু বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যেরূপ গ্রীষ্ম ঋতুতে অগ্নি দ্বারা সমগ্র বনভূমি দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দ্রুপদের সমস্ত সৈন্য ভীষ্মের বাণসমূহে দগ্ধ হইতেছে দেখা যাইল।

শরদগ্ধান্যদৃশ্যন্ত সৈন্যানি দ্রুপদস্য হ।
অত্যতিষ্ঠদ্ রণে ভীষ্মো বিধূম ইব পাবকঃ॥ ৪৫
মধ্যংদিনে যথাদিত্যং তপন্তমিব তেজসা।
ন শেকুঃ পাণ্ডবেয়স্য যোধা ভীষ্মং নিরীক্ষিতুম্॥ ৪৬
বীক্ষাঞ্চক্রুঃ সমন্তাৎ তে পাণ্ডবা ভয়পীড়িতাঃ।
ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত গাবঃ শীতার্দিতা ইব॥ ৪৭
সা তু যৌধিষ্ঠিরী সেনা গাঙ্গেয়শরপীড়িতা।
সিংহেনেব বিনির্ভিন্না শুক্লা গৌরিব গোপতে॥ ৪৮
হতে বিপ্রদ্রুতে সৈন্যে নিরুৎসাহে বিমর্দিতে।
হাহাকারো মহানাসীৎ পাণ্ডুসৈন্যেষু ভারত॥ ৪৯
ততো ভীষ্মঃ শান্তনবো নিত্যং মণ্ডলকার্মুকঃ।
মুমোচ বাণান্ দীপ্তাগ্রানহীনাশীবিষানিব॥ ৫০
শরৈরেকায়নীকুর্বন্ দিশঃ সর্বা যতব্রতঃ।
জঘান পাণ্ডবরথানাদিশ্যাদিশ্য ভারত॥ ৫১

সেই সময় ভীষ্ম রণভূমিতে ধূমহীন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। যেরূপ মধ্যাহ্নকালে স্বীয় তেজে সন্তপ্ত সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যের পক্ষেও তখন ভীষ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার কোন সামর্থ্য ছিল না॥ ৪৫-৪৬

পাণ্ডবযোদ্ধারা ভয়ে পীড়িত হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই সময় শীতপীড়িত গোসকলের ন্যায় নিজেদের কোন রক্ষক পাইল না॥ ৪৭

ভূপাল! গঙ্গানন্দন ভীষ্মের বাণে পীড়িত সেই যুধিষ্ঠিরের (শ্বেতবস্ত্র পরিহিত) সৈন্যবাহিনী সিংহকর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন শ্বেতবর্ণা ধেনুর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল॥ ৪৮

ভারত! পাণ্ডববাহিনীর বহু সৈন্য সেই সময় নিহত হইল, কতক পলাইয়া গেল এবং কতক বিমর্দ্দিত হইল এবং কতক উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িল। এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যগণের মধ্যে মহা হাহাকার রব উঠিল॥ ৪৯

সেই শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিজের ধনু নিরন্তর আকর্ষণ করিতে করিতে গোলাকার করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদ্বারা বিষাক্ত সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিতাগ্র বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৫০

ভারত! নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালনকারী ভীষ্ম সকল দিকে প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া কেবল একটি পথই (বাণপথই) প্রস্তুত করিলেন এবং পাণ্ডব-রথিগণের নাম উল্লেখ করিতে করিতে তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন॥ ৫১

ততঃ সৈন্যেষু ভগ্নেষু মথিতেষু চ সর্বশঃ।
প্রাপ্তে চাস্তং দিনকরে ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৫২
ভীষ্মঞ্চ সমুদীর্য্যন্তং দৃষ্ট্বা পার্থা মহাহবে।
অবহারমকুর্বন্ত সৈন্যানাং ভরতর্ষভ ॥ ৫৩

তারপর যখন সমগ্র সৈন্যবাহিনী মথিত হইয়া পড়িল, ব্যূহ ভগ্ন হইল এবং সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, এই অবস্থায় তখন আর কিছুই জানা গেল না ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি শঙ্খযুদ্ধে প্রথমদিবসাবহারে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এদিকে সেই মহাযুদ্ধে ভীষ্মের বেগকে ক্রমবর্দ্ধমান দেখিয়া কুন্তীপুত্রগণ স্বীয় বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইলেন ॥ ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে শঙ্খের যুদ্ধ ও প্রথমদিনের যুদ্ধের উপসংহারবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাশ্বাসদানম্, ধৃষ্টদ্যুম্নস্যোৎসাহঃ, দ্বিতীয়দিবসস্য যুদ্ধায় ক্রৌঞ্চারুণব্যূহনির্মাণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
কৃতেঽবহারে সৈন্যানাং প্রথমে ভরতর্ষভ।
ভীষ্মে চ যুদ্ধসংরব্ধে হৃষ্টে দুর্য্যোধনে তথা ॥ ১
ধর্মরাজস্ততস্তূর্ণমভিগম্য জনার্দনম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈঃ সর্বৈশ্চৈব জনেশ্বরৈঃ ॥ ২
শুচা পরময়া যুক্তশ্চিন্তয়ানঃ পরাজয়ম্।
বার্ষ্ণেয়মব্রবীদ্ রাজন্ দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য বিক্রমম্ ॥ ৩
কৃষ্ণ পশ্য মহেষ্বাসং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্।
শরৈর্দহন্তং সৈন্যং মে গ্রীষ্মে কক্ষমিবানলম্ ॥ ৪

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসদান, ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎসাহ এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের জন্য ক্রৌঞ্চারুণ-ব্যূহনির্ম্মাণ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রথম দিনের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবসেনা পশ্চাদপসারণ করে, ভীষ্মের যুদ্ধ বিষয়ক উৎসাহ বাড়িয়া যায় এবং দুর্য্যোধন যখন অতিরিক্ত হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দ ও সম্পূর্ণ রাজমণ্ডলীর সহিত অতিসত্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং অত্যন্ত শোকে সন্তপ্ত হইয়া ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করত নিজের পরাজয়ের কথা চিন্তা করিতে করিতে বৃষ্ণিবংশভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১-৩

হে কৃষ্ণ! আপনি নিরীক্ষণ করুন—মহাধনুর্দ্ধর ও ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীষ্ম স্বীয় বাণসমূহে আমার সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে দগ্ধ করিতেছেন, যেরূপ গ্রীষ্মঋতুতে সংলগ্ন অগ্নি তৃণগুল্মাদিকে দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৪

কথমেনং মহাত্মানং শক্ষ্যামঃ প্রতিবীক্ষিতুম্।
লেলিহ্যমানং সৈন্যং মে হবিষ্মন্তমিবানলম্ ॥ ৫
এতং হি পুরুষব্যাঘ্রং ধনুষ্মন্তং মহাবলম্।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতং সৈন্যং সমরে মার্গণাহতম্ ॥ ৬
শক্যো জেতুং যমঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিশ্চ সংযুগে।
বরুণঃ পাশভৃদ্ বাপি কুবেরো বা গদাধরঃ ॥ ৭
ন তু ভীষ্মো মহাতেজাঃ শক্যো জেতুং মহাবলঃ
সোঽহমেবংগতে মগ্নো ভীষ্মাগাধজলেঽপ্লবে ॥ ৮

যেরূপ অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া ঘৃতাহুতি গ্রহণ করেন, সেইরূপ মহাত্মা ভীষ্মও স্বীয় বাণরূপ জিহ্বাতে আমার সৈন্যগণকে লেহন করিতেছেন। আমরা কিভাবে প্রতীকারের জন্য ইঁহাকে দেখিতে পারি—কিভাবে আমরা ইঁহার সম্মুখীন হইব? ৫

হস্তে ধনু গ্রহণকারী এই মহাবল পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে দেখিয়া এবং রণাঙ্গনে তাঁহার বাণসমূহে আহত হইয়া আমার সৈন্যেরা পলায়ন করিতেছে ॥ ৬

ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপাণি ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ অথবা গদাধারী কুবেরকে যদিও কখনও যুদ্ধে জয় করা সম্ভব হয়, তথাপি এই মহাতেজস্বী ও মহাবল ভীষ্মকে জয় করা কখনই সম্ভব হইবে না ॥

কেশব! এরূপ অবস্থায় আমি স্বীয় বুদ্ধির দুর্ব্বলতাবশতঃ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া ভীষ্মরূপ অগাধজলরাশিতে নৌকা ব্যতীত নিমগ্ন হইয়া যাইতেছি ॥

আত্মনো বুদ্ধিদৌর্বল্যাদ্ ভীষ্মমাসাদ্য কেশব।
বনং যাস্যামি বার্ষ্ণেয় শ্রেয়ো মে তত্র জীবিতুম্ ॥ ৯

ন ত্বেতান্ পৃথিবীপালান্ দাতুং ভীষ্মায় মৃত্যবে।
ক্ষপয়িষ্যতি সেনাং মে কৃষ্ণ ভীষ্মো মহাস্ত্রবিৎ ॥ ১০

যথানলং প্রজ্বলিতং পতঙ্গাঃ সমভিদ্রুতাঃ।
বিনাশায়োপগচ্ছন্তি তথা মে সৈনিকো জনঃ ॥ ১১

ক্ষয়ং নীতোঽস্মি বার্ষ্ণেয় রাজ্যহেতোঃ পরাক্রমী।
ভ্রাতরশ্চৈব মে বীরাঃ কর্শিতাঃ শরপীড়িতাঃ ॥ ১২

মৎকৃতে ভ্রাতৃহার্দেন রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টাস্তথা সুখাৎ।
জীবিতং বহু মন্যেঽহং জীবিতং হ্যদ্য দুর্লভম্ ॥ ১৩

জীবিতস্য চ শেষেণ তপস্তপ্স্যামি দুশ্চরম্।
ন ঘাতয়িষ্যামি রণে মিত্রাণীমানি কেশব ॥ ১৪

রথান্ মে বহুসাহস্রান্ দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহাবলঃ।
ঘাতয়ত্যনিশং ভীষ্মঃ প্রবরাণাং প্রহারিণাম ॥ ১৫

কিং নু কৃত্বা হিতং মে স্যাদ্ ব্রূহি মাধব মাচিরম্।
মধ্যস্থমিব পশ্যামি সমরে সব্যসাচিনম্ ॥ ১৬

একো ভীমঃ পরং শক্ত্যা যুধ্যত্যেব মহাভুজঃ।
কেবলং বাহুবীর্য্যেণ ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্ ॥ ১৭

গদয়া বীরঘাতিন্যা যথোৎসাহং মহামনাঃ।
করোত্যসুকরং কর্ম রথাশ্ব-নর-দন্তিষু ॥ ১৮

নালমেষ ক্ষয়ং কর্তুং পরসৈন্যস্য মারিষ।
আর্জবেনৈব যুদ্ধেন বীর বর্ষশতৈরপি ॥ ১৯

একোঽস্ত্রবিৎ সখা তেঽয়ং সোঽপ্যস্মান্ সমুপেক্ষতে
নির্দহ্যমানান্ ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা ॥ ২০

দিব্যান্যস্ত্রাণি ভীষ্মস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ।
ধক্ষ্যন্তি ক্ষত্রিয়ান্ সর্বান্ প্রযুক্তানি পুনঃ পুনঃ ॥ ২১

কৃষ্ণ ভীষ্মঃ সুসংরব্ধঃ সহিতঃ সর্বপার্থিবৈঃ।
ক্ষপয়িষ্যতি নো নূনং যাদৃশোঽস্য পরাক্রমঃ ॥ ২২

হে বৃষ্ণিকুলতিলক গোবিন্দ! এখন আমি বনে চলিয়া যাইব। সেখানে জীবনযাপন করাই আমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে। এই ভূপতিগণকে বৃথা ভীষ্মরূপ মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর হইবে না ॥

হে কৃষ্ণ! ভীষ্ম মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ। তিনি আমার সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিয়া ফেলিবেন। যেরূপ পতঙ্গগণ বিনাশের জন্যই প্রজ্বলিত অগ্নিতে লাফাইয়া পড়ে, সেইরূপ আমার সৈন্যেরাও নিজেদের বিনাশের জন্যই ভীষ্মের নিকটে গমন করিতেছে ॥ ৭-১১

বৃষ্ণিবংশসম্ভূত কৃষ্ণ! রাজ্যের জন্য পরাক্রম করত আমি সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণ হইয়া পড়িব। আমার বীর ভ্রাতৃগণ বাণসমূহে পীড়িত হইয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া যাইবে ॥ ১২

ইহারা বন্ধুজনোচিত সৌহার্দ্দবশতঃ আমার জন্য রাজ্য ও সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছে। এই সময়ে আমি ইহাদের ও আমার জীবনকেই অধিক বলিয়া মনে করি, কারণ, আজ আমাদের জীবনও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৩

কেশব! যদি জীবন অবশিষ্ট থাকে, তবে আমি দুষ্কর তপস্যা করিব; তথাপি এই রণক্ষেত্রে আমি মিত্রদিগকে বৃথা হত্যা করাইব না ॥ ১৪

মহাবল ভীষ্ম স্বীয় দিব্য অস্ত্রসমূহে আমার পক্ষের শ্রেষ্ঠ কয়েক সহস্র রথীকে নিরন্তর সংহার করিয়া যাইতেছেন ॥ ১৫

মাধব! শীঘ্র বলুন—কি করিলে আমাদের হিত হইবে? সব্যসাচী অর্জুনকে ত' আমি এই যুদ্ধে মধ্যস্থ (উদাসীন) দেখিতেছি ॥ ১৬

একমাত্র মহাবাহু ভীমসেনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেবল বাহুবলেরই আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ণশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে ॥ ১৭

মহামনা ভীমসেন নিজের বীরঘাতিনী গদাদ্বারা রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তিদিগের উপর স্বীয় দুষ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে ॥

মাননীয় বীর শ্রীকৃষ্ণ! যদি এরূপ সরলতার সহিত যুদ্ধ করা হয়, তবে শতবর্ষেও ভীমসেন একাকী শত্রুসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে পারিবে না ॥ ১৮-১৯

কেবল আপনার সখা অর্জুনই দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, কিন্তু সে-ও মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক আমাদিগকে দগ্ধ হইতে দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে ॥ ২০

মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের দিব্য অস্ত্রসমূহ পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হইয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকেই ভস্ম করিয়া ফেলিবে। ২১

শ্রীকৃষ্ণ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীষ্ম স্বপক্ষের সকল ভূপতিবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন। ইঁহার যেরূপ পরাক্রম, ইহাতে তাহাই সূচিত হইতেছে ॥ ২২

স ত্বং পশ্য মহাভাগ যোগেশ্বর মহারথম্।
ভীষ্মং যঃ শময়েৎ সংখ্যে দাবাগ্নিং জলদো যথা ২৩
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ পাণ্ডবা নিহতদ্বিষঃ।
স্বরাজ্যমনুসম্প্রাপ্তা মোদিষ্যন্তে সবান্ধবাঃ ॥ ২৪
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থো ধ্যায়ন্নাস্তে মহামনাঃ।
চিরমন্তর্মনা ভূত্বা শোকোপহতচেতনঃ।
শোকার্ত্তং তমধো জ্ঞাত্বা দুঃখোপহতচেতসম্ ॥ ২৫
অব্রবীৎ তত্র গোবিন্দো হর্ষয়ন্ সর্বপাণ্ডবান্।
মা শুচো ভরতশ্রেষ্ঠ ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬
যস্য তে ভ্রাতরঃ শূরাঃ সর্বলোকেষু ধন্বিনঃ।
অহঞ্চ প্রিয়কৃদ্ রাজন্ সাত্যকিশ্চ মহাযশাঃ॥ ২৭
বিরাট-দ্রুপদৌ চেমৌ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
তথৈব সবলাশ্চেমে রাজানো রাজসত্তম ॥ ২৮
ত্বৎপ্রসাদং প্রতীক্ষন্তে ত্বদ্ভক্তাশ্চ বিশাম্পতে।
এষ তে পার্ষতো নিত্যং হিতকামঃ প্রিয়ে রতঃ ॥ ২৯
সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্তো ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ।
শিখণ্ডী চ মহাবাহো ভীষ্মস্য নিধনং কিল ॥ ৩০
(করিষ্যতি ন সন্দেহো নৃপাণাং যুধি পশ্যতাম্)
এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারথম্।
অব্রবীৎ সমিতৌ তস্যাং বাসুদেবস্য শৃণ্বতঃ ॥ ৩১
ধৃষ্টদ্যুম্ন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি মারিষ।
নাতিক্রম্যং ভবেৎ তচ্চ বচনং মম ভাষিতম্ ॥ ৩২
ভবান্ সেনাপতির্মহ্যং বাসুদেবেন সম্মিতঃ।
কার্ত্তিকেয়ো যথা নিত্যং দেবানামভবৎ পুরা ॥ ৩৩
তথা ত্বমপি পাণ্ডূনাং সেনানীঃ পুরুষর্ষভ।
(তচ্ছ্রুত্বা জহৃষুঃ পার্থাঃ পার্থিবাশ্চ মহারথাঃ।
সাধু সাধ্বিতি তদ্বাক্যমূচুঃ সর্বে মহীক্ষিতঃ॥
পুনরপ্যব্রবীদ্ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নং মহাবলম্ ॥)

মহাভাগ যোগেশ্বর! আপনি সেরূপ কোন একজন যোদ্ধাকে অন্বেষণ করুন, যিনি রণাঙ্গনে ভীষ্মকে সেইভাবে শান্ত করিতে পারিবেন, যেরূপ জলবর্ষণকারী মেঘ দাবানলকে শান্ত করিয়া থাকে ॥ ২৩

গোবিন্দ! আপনারই করুণায় পাণ্ডবেরা শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া স্বরাজ্যলাভ করত বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত সুখী হইবে ॥২৪

এই কথা বলিয়া মহামনা যুধিষ্ঠির শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া দীর্ঘক্ষণ পর্য্যন্ত মনকে অন্তর্মুখ করত ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠিরকে শোকপীড়িত ও দুঃখে ব্যথিতচিত্ত জানিয়া গোবিন্দ সমস্ত পাণ্ডবগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি শোক করিবেন না। এভাবে শোক-প্রকাশ করা আপনার উচিত নয়। আপনার এই সব বীর ভ্রাতারা সর্ব্বলোকেই বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর। রাজন্! আমিও আপনার প্রিয়কারী। নৃপশ্রেষ্ঠ! মহাযশস্বী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সৈন্যসহ অন্যান্য সকল রাজারাও আপনার কৃপাপ্রসাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহারাজ! ইঁহারা সকলেই আপনার ভক্ত ॥

এই দ্রুপদপুত্র মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নও সদা আপনার হিতকামী এবং আপনার প্রিয়সাধনে তৎপর থাকিয়া ইনিই প্রধান সেনাপতির গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মহাবাহো! সমস্ত নরপতি-গণের দৃষ্টিপথের মধ্যেই এই শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৯-৩০

ইহা শুনিয়া তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইতে শুনাইতে সেই সভায় মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ॥ ৩১

আদরণীয় বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। আমার এই কথিত বাক্য তুমি উল্লঙ্ঘন করিও না ॥ ৩২

তুমি আমার সেনাপতি এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমী। পুরুষশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় যেরূপ দেবতাগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও পাণ্ডবগণের সেনাপতি হও। (যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ ও মহারথ ভূপতিবৃন্দ সকলেই 'সাধু, সাধু' বলিয়া তাঁহার এই বাক্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন।) পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বীয় পরাক্রমপ্রকাশ করিয়া কৌরবগণকে নাশ কর। পুরুষরত্ন! আমি, ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অন্য প্রধান প্রধান ভূপতিগণ কবচ ধারণ করত তোমার অনুগমন করিব ॥

স ত্বং পুরুষশার্দুল বিক্রম্য জহি কৌরবান্ ॥ ৩৪
অহঞ্চ তেঽনুযাস্যামি ভীমঃ কৃষ্ণশ্চ মারিষ।
মাদ্রীপুত্রৌ চ সহিতৌ দ্রৌপদেয়াশ্চ দংশিতাঃ ॥ ৩৫
যে চান্যে পৃথিবীপালাঃ প্রধানাঃ পুরুষর্ষভ।
তত উদ্ধর্ষয়ন্ সর্বান্ ধৃষ্টদ্যুম্নোঽভ্যভাষত ॥ ৩৬
অহং দ্রোণান্তকঃ পার্থ বিহিতঃ শম্ভুনা পুরা।
রণে ভীষ্মং কৃপং দ্রোণং তথা শল্যং জয়দ্রথম্ ॥ ৩৭
সর্বানদ্য রণে দৃপ্তান্ প্রতিযোৎস্যামি পার্থিব।
অথোৎক্রুষ্টং মহেষ্বাসৈঃ পাণ্ডবৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ ॥ ৩৮
সমুদ্যতে পার্থিবেন্দ্রে পার্ষতে শত্রুসূদনে।
তমব্রবীৎ ততঃ পার্থঃ পার্ষতং পৃতনাপতিম্ ॥ ৩৯
ব্যূহঃ ক্রৌঞ্চারুণো নাম সর্বশত্রুনিবর্হণঃ।
যং বৃহস্পতিরিন্দ্রায় তদা দেবাসুরেঽব্রবীৎ ॥ ৪০
তং যথাবৎ প্রতিব্যূহ পরানীকবিনাশনম্।
অদৃষ্টপূর্বং রাজানঃ পশ্যন্তু কুরুভিঃ সহ ॥ ৪১
যথোক্তঃ স নৃদেবেন বিষ্ণুর্বজ্রভৃতা যথা।
(বার্হস্পত্যেন বিধিনা ব্যূহমার্গবিচক্ষণঃ)
প্রভাতে সর্বসৈন্যানামগ্রে চক্রে ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪২
আদিত্যপথগঃ কেতুস্তস্যাদ্ভুতমনোরমঃ।
শাসনাৎ পুরুহূতস্য নির্মিতো বিশ্বকর্মণা ॥ ৪৩
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ।
আকাশগ ইবাকাশে গন্ধর্বনগরোপমঃ ॥ ৪৪
নৃত্যমান ইবাভাতি রথচর্য্যাসু মারিষ।
তেন রত্নবতা পার্থঃ স চ গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৪৫
বভূব পরমোপেতঃ সুমেরুরিব ভানুনা।
শিরোঽভূদ্ দ্রুপদো রাজন্ মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ৪৬
কুন্তিভোজশ্চ চৈদ্যশ্চ চক্ষুর্ভ্যাং তৌ জনেশ্বরৌ।
দাশার্ণকাঃ প্রভদ্রাশ্চ দাশেরকগণৈঃ সহ ॥ ৪৭

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন,—পার্থ! আমাকে ভগবান্ শঙ্কর পূর্ব্ব হইতেই দ্রোণাচার্য্যের কালরূপে উৎপন্ন করিয়াছেন। ভূপতে! আজ আমি রণাঙ্গনে ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, শল্য ও জয়দ্রথ—এই সকল অভিমানী যোদ্ধাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব।

ইহা শুনিয়া যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন এবং শত্রুনাশন নৃপশ্রেষ্ঠ দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন এইভাবে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেনাপতি দ্রুপদতনয়কে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩-৩৯

সেনাপতি! ক্রৌঞ্চারুণনামক ব্যূহ সকল শত্রুকে সংহার করে; যাহা বৃহস্পতি দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৪০

শত্রুসৈন্যনাশক সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহকে তুমি যথাযথরূপে নির্ম্মাণ কর, আজ সমস্ত রাজারা কৌরবগণের সহিত এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যূহকে স্বচক্ষে অবলোকন করুন ॥ ৪১

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে স্ব-বক্তব্য বলিয়া থাকেন, সেইরূপ নরদেব যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলে পর ব্যূহরচনায় নিপুণ ধৃষ্টদ্যুম্ন বৃহস্পতিকথিত বিধি অনুসারে প্রাতঃকালেই (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে) সমস্ত সৈন্যের ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন, সেখানে সকল সৈন্যের অগ্রভাগে অর্জ্জুনকে স্থাপিত করিলেন ॥ ৪২

অর্জ্জুনের অদ্ভুত ও মনোরম ধ্বজ সূর্য্যের পথে (উচ্চ আকাশে) উড়িতে ছিল। ইন্দ্রের আদেশে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

ইন্দ্রধনুতুল্য বর্ণবিশিষ্ট পতাকাসমূহে সেই ধ্বজের আরও শোভা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ ধ্বজ আকাশে আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় বিনা আধারেই চলিতেছিল, তখন ইহা যেন অপর একটি গন্ধর্ব্বনগররূপে প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪৪

আর্য্য! রথের মার্গে অর্জ্জুনের ঐ ধ্বজ যেন নৃত্য করিতেছে বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এই রত্নমণ্ডিত ধ্বজ দ্বারা অর্জ্জুন এবং গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ঐ ধ্বজ সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, যেরূপ সূর্য্যদ্বারা সুমেরু পর্ব্বত ও সুমেরু পর্ব্বতের দ্বারা সূর্য্য শোভাপ্রাপ্ত হন।

রাজন্! আপনার বিশাল সৈন্যের সহিত রাজা দ্রুপদ সেই ব্যূহের শিরস্থানে আছেন। কুন্তিভোজ ও ধৃষ্টকেতু—এই দুই নরপতি ব্যূহের নেত্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! দাশার্ণক, দাশেরকসমূহের সহিত প্রভদ্রক, অনূপক ও কিরাতগণ গ্রীবাস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনূপকাঃ কিরাতাশ্চ গ্রীবায়াং ভরতর্ষভ।
পটচ্চরৈশ্চ পৌণ্ড্রৈশ্চ রাজন্ পৌরবকৈস্তথা॥ ৪৮
নিষাদৈঃ সহিতশ্চাপি পৃষ্ঠমাসীদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
পক্ষৌ তু ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ॥ ৪৯
দ্রৌপদেয়াভিমন্যুশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পিশাচা দারদাশ্চৈব পুণ্ড্রাঃ কুণ্ডীবিষৈঃ সহ॥ ৫০
মারুতা ধেনুকাশ্চৈব তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ।
বাহ্লিকাস্তিত্তিরাশ্চৈব চোলাঃ পাণ্ড্যাশ্চ ভারত॥ ৫১
এতে জনপদা রাজন্ দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিতাঃ।
অগ্নিবেশ্যাস্তু হুণ্ডাশ্চ মালবা দানভারয়ঃ॥ ৫২
শবরা উদ্ভসাশ্চৈব বৎসাশ্চ সহ নাকুলৈঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ বামং পক্ষং সমাশ্রিতাঃ॥৫৩
রথানামযুতং পক্ষৌ শিরস্তু নিযুতং তথা।
পৃষ্ঠমর্বুদমেবাসীৎ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ॥ ৫৪
গ্রীবায়াং নিযুতঞ্চাপি সহস্রাণি চ সপ্ততিঃ।
পক্ষকোটিপ্রপক্ষেষু পক্ষান্তেষু চ বারণাঃ॥ ৫৫
জগ্মুঃ পরিবৃতা রাজংশ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ।
জঘনং পালয়ামাস বিরাটঃ সহ কেকয়ৈঃ॥ ৫৬
কাশিরাজশ্চ শৈব্যশ্চ রথানামযুতৈস্ত্রিভিঃ।
এবমেনং মহাব্যূহং ব্যূহ্য ভারত পাণ্ডবাঃ॥ ৫৭
সূর্য্যোদয়ং ত ইচ্ছন্তঃ স্থিতা যুদ্ধায় দংশিতাঃ।
তেষামাদিত্যবর্ণানি বিমলানি মহান্তি চ।
শ্বেতচ্ছত্রাণ্যশোভন্ত বারণেষু রথেষু চ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ক্রৌঞ্চব্যূহনির্মাণে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০

পটচ্চর, পৌণ্ড্র, পৌরব ও নিষাদগণের সহিত স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির পৃষ্ঠভাগে বিরাজমান রহিলেন। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চব্যূহের দুই পক্ষের স্থানে নিযুক্ত থাকিলেন। রাজন্! দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু ও মহারথী সাত্যকির সহিত পিশাচ, দারদ, পুণ্ড্র, কুণ্ডীবিষ, মারুত, ধেনুক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লিক তিত্তির, চোল ও পাণ্ড্য—এই জনপদসমূহের সৈন্যরা দক্ষিণপক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন॥

অগ্নিবেশ্য, হুণ্ড, মালব, দানভারি, শবর, উদ্ভস, বৎস ও নাকুল জনপদবাসিগণের সহিত দুই ভ্রাতা নকুল এবং সহদেব বাম পক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৪৫-৫৩

সেই ক্রৌঞ্চপক্ষীর পক্ষ ভাগে দশ হাজার, শিরোভাগে এক লক্ষ (কাহারও মতে দশ লক্ষ), পৃষ্ঠভাগে এক অর্বুদ (দশ কোটি) বিশ হাজার এবং গ্রীবাদেশে এক লক্ষ (কাহারও মতে দশ লক্ষ) সত্তর হাজার সৈন্য নিযুক্ত ছিল॥

রাজন্! পক্ষ, কোটি (অগ্রভাগ), প্রপক্ষ (পক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ) ও পক্ষান্ত ভাগে চলমান পর্ব্বতসমূহের ন্যায় হস্তিগণ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া গমন করিল॥

রাজা বিরাট কেকয়রাজকুমারগণের সহিত সেই ব্যূহের জঘন (কটির অগ্রভাগ) প্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশিরাজ ও শৈব্য ত্রিশ হাজার রথী বীরের সহিত উহার রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন॥

ভারত! এইভাবে পাণ্ডবগণ ক্রৌঞ্চারুণনামক মহাব্যূহ রচনা করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য কবচ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন॥ ৫৪-৫৭

ইঁহাদের হস্তী ও রথসমূহের উপর সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান, নির্ম্মল ও বিশাল শ্বেতচ্ছত্র শোভা পাইতে লাগিল॥ ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহা-ভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ-বিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[কৌরবসৈন্যানাং ব্যূহরচনা, উভয়পক্ষমধ্যে শঙ্খধ্বনিঃ, সিংহনাদশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ক্রৌঞ্চং দৃষ্ট্বা ততো ব্যূহমভেদ্যং তনয়স্তব ।
রক্ষ্যমাণং মহাঘোরং পার্থেনামিততেজসা ॥ ১
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য কৃপং শল্যঞ্চ পার্থিব ।
সৌমদত্তিং বিকর্ণঞ্চ সোঽশ্বত্থামানমেব চ ॥ ২
দুঃশাসনাদীন্ ভ্রাতৄংশ্চ সর্বানেব চ ভারত ।
অন্যাংশ্চ সুবহূন্ শূরান্ যুদ্ধায় সমুপাগতান্ । ৩
প্রাহেদং বচনং কালে হর্ষয়ংস্তনয়স্তব ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৪
একৈকশঃ সমর্থা হি যূয়ং সর্বে মহারথাঃ ।
পাণ্ডুপুত্রান্ রণে হন্তুং সসৈন্যান্ কিমু সংহতাঃ ॥ ৫
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তমিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ৬
সংস্থানাঃ শূরসেনাশ্চ বেত্রিকাঃ কুকুরাস্তথা ।
আরোচকাস্ত্রিগর্তাশ্চ মদ্রকা যবনাস্তথা ॥ ৭
শত্রুঞ্জয়েন সহিতাস্তথা দুঃশাসনেন চ ।
বিকর্ণেন চ বীরেণ তথা নন্দোপনন্দকৈঃ ॥ ৮
চিত্রসেনেন সহিতাঃ সহিতাঃ পারিভদ্রকৈঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু সহসৈন্যপুরস্কৃতাঃ ॥ ৯

(সঞ্জয় উবাচ ।

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহারথাঃ
তথেত্যেনং নৃপা উচুস্তদা দ্রোণপুরোগমাঃ ॥)

ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ তব পুত্রাশ্চ মারিষ ।
অব্যূহন্ত মহাব্যূহং পাণ্ডূনাং প্রতিবাধনম্ ॥ ১০
ভীষ্মঃ সৈন্যেন মহতা সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ।
যযৌ প্রকর্ষন্ মহতীং বাহিনীং সুররাড়িব ॥ ১১
তমন্বয়ান্মহেষ্বাসো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
কুন্তলৈশ্চ দশার্ণৈশ্চ মাগধৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ১২

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[কৌরবসৈন্যের ব্যূহরচনা এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অভেদ্য ক্রৌঞ্চব্যূহকে অমিততেজস্বী অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসনাদি সকল ভ্রাতা এবং যুদ্ধের জন্য সমবেত অন্যান্য বহু বীরগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন—হে বীরগণ ! আপনারা সকলেই নানাপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ॥ ১-৪

আপনারা সকলেই মহারথ। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক যোদ্ধাই সৈন্যসহ পাণ্ডবগণকে বধ করিতে সমর্থ, সুতরাং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবেন, ইহাতে আর বলিবার কি আছে ? ৫

ভীষ্ম পিতামহকর্তৃক সুরক্ষিত আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সর্ব্বথা অজেয়, কিন্তু ভীমসেন কর্তৃক সুরক্ষিত এই পাণ্ডববাহিনীকে জয় করা সুগম, অতএব আমার মতে সংস্থান, শূরসেন, বেত্রিক, কুকুর, আরোচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবন প্রভৃতি দেশবাসী বীরগণ শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বীর বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রসেন ও পারিভদ্রক বীরবৃন্দের সহিত যাইয়া নিজ সৈন্যদিগকে অগ্রভাগে স্থাপন করত ভীষ্মকেই রক্ষা করুন ॥ ৬-৯

(সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া দ্রোণাদি সকল মহারথী বীরগণ এবং নৃপগণ সেই সময় "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য মানিয়া লইলেন ।)

আর্য্য ! তারপর ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ মিলিতভাবে স্বীয় সৈন্যের এক মহা ব্যূহরচনা করিলেন। এই ব্যূহ পাণ্ডববাহিনীর পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়াছিল ॥ ১০

তদনন্তর বিরাট সৈন্যবাহিনীতে চারিদিকে পরিবৃত হইয়া ভীষ্ম দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১১

তাঁহার পশ্চাতে প্রতাপশালী বীর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন। মহারাজ ! সেই সময় কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেকল ও কর্ণ প্রাবরণাদি দেশবাসী সৈন্যগণের সহিত গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, শিবি ও বসাতি দেশের বীর ক্ষত্রিয়বৃন্দ যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।

বিদর্ভৈর্মেকলৈশ্চৈব কর্ণপ্রাবরণৈরপি।
সহিতাঃ সর্বসৈন্যেন ভীষ্মমাহবশোভিনম্ ॥ ১৩

গান্ধারাঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ শিবয়োঽথ বসাতয়ঃ।
শকুনিশ্চ সসৈন্যেন ভারদ্বাজমপালয়ৎ ॥ ১৪

ততো দুর্যোধনো রাজা সহিতঃ সর্বসোদরৈঃ।
অশ্বাতকৈর্বিকর্ণৈশ্চ তথা চাম্বষ্ঠ-কোশলৈঃ ॥ ১৫

দরদৈশ্চ শকৈশ্চৈব তথা ক্ষুদ্রক-মালবৈঃ।
অভ্যরক্ষত সংহৃষ্টঃ সৌবলেয়স্য বাহিনীম্ ॥ ১৬

ভূরিশ্রবাঃ শলঃ শল্যো ভগদত্তশ্চ মারিষঃ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ বামং পার্শ্বমপালয়ন্ ॥ ১৭

সৌমদত্তিঃ সুশর্মা চ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাচ্যুতায়ুশ্চ দক্ষিণং পক্ষমাস্থিতাঃ ॥ ১৮

অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্ধং সেনাপৃষ্ঠে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৯

পৃষ্ঠগোপাস্তু তস্যাসন্ নানাদেশ্যা জনেশ্বরাঃ।
কেতুমান্ বসুদানশ্চ পুত্রঃ কাশ্যস্য চাভিভূঃ ॥ ২০

শকুনি নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত দ্রোণাচার্যের রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া অশ্বাতক, বিকর্ণ, অম্বষ্ঠ, কোশল, দরদ, শক, ক্ষুদ্রক ও মালবাদি দেশসমূহের যোদ্ধাদিগের সহিত সুবলপুত্র শকুনির সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১২-১৬

ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, মাননীয় রাজা ভগদত্ত এবং অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ সেই সমগ্র সৈন্যবাহিনীর বামভাগ রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্মা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু—ইঁহারা দক্ষিণভাগের সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্মা নিজ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত কৌরবসৈন্যের পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া তাহাদের রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন ॥ ১৯

কেতুমান্, বসুদান, কাশিরাজের পুত্র অভিভূ ও অন্য বহু দেশের নরপতিগণ কৌরববাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন ॥ ২০

ভারত! তারপর আপনার সকল সৈন্যই হর্ষে উল্লসিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ২১

ততস্তে তাবকাঃ সর্বে হৃষ্টা যুদ্ধায় ভারত।
দধ্মুঃ শঙ্খান্ মুদা যুক্তাঃ সিংহনাদাংস্তথোন্নদন্ ॥ ২১

তেষাং শ্রুত্বা তু হৃষ্টানাং বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ২২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবা বিবিধাঃ পরে।
আনকাশ্চাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ২৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
প্রদধ্মতুঃ শঙ্খবরৌ হেমরত্নপরিষ্কৃতৌ ॥ ২৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ২৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ২৬

কাশিরাজশ্চ শৈব্যশ্চ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২৭

পাঞ্চাল্যাশ্চ মহেষ্বাসা দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ।
সর্বে দধ্মুর্মহাশঙ্খান্ সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে ॥ ২৮

তাহাদের হর্ষধ্বনি শুনিয়া কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ প্রতাপশালী ভীষ্ম উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তারপর শঙ্খ, ভেরী, নানাপ্রকার পণব ও আনকাদি বাদ্যসমূহ সহসা বাদিত হইতে লাগিল এবং এই সকলের সম্মিলিত শব্দ চারিদিকে তুমুল হইয়া প্রকাশ পাইল ॥ ২৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত বিশাল রথে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন স্বর্ণভূষিত দুইটি শ্রেষ্ঠ শঙ্খ (পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত) বাজাইতে লাগিলেন ॥ ২৪

ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন ॥ ২৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথী সাত্যকি, পাঞ্চাল বীরগণ এবং মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—ইঁহারাও সকলে মহাশঙ্খসমূহ বাজাইতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ করিলেন ॥ ২৭-২৮

স ঘোষঃ সুমহাংস্তত্র বীরৈস্তৈঃ সমুদীরিতঃ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ৎ ॥ ২৯
এবমেতে মহারাজ প্রহৃষ্টাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ।
পুনর্যুদ্ধায় সংজগ্মুস্তাপয়ানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি কৌরবব্যূহরচনায়ামেক-পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

তখন এই সব বীরগণের দ্বারা কৃত শব্দ তুমুল হইয়া পৃথিবী ও আকাশকে নিনাদিত করিতে লাগিল ॥ ২৯

মহারাজ! এইরূপে অতিশয় হৃষ্ট কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরকে সন্তাপিত করিতে করিতে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে কৌরবগণের ব্যূহরচনাবিষয়ক এক-পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীষ্মার্জুনয়োর্যুদ্ধবর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
এবং ব্যূঢ়েষ্বনীকেষু মামকেষ্বিতরেষু চ।
কথং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ১
সঞ্জয় উবাচ।
(তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং যথাযুধ্যন্ত তচ্ছৃণু)
সমং ব্যূঢ়েষ্বনীকেষু সংনদ্ধরুচিরধ্বজম্।
অপারমিব সংদৃশ্য সাগরপ্রতিমং বলম্ ॥ ২
তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
অব্রবীৎ তাবকান্ সর্বান্ যুধ্যধ্বমিতি দংশিতাঃ ॥ ৩
তে মনঃ ক্রূরমাধায় সর্বভিত্যক্তজীবিতাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্তন্ত সর্ব এবোচ্ছ্রিতধ্বজাঃ ॥ ৪
ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্ ॥ ৫
মুক্তাস্তু রথিভির্বাণা রুক্মপুঙ্খাঃ সুতেজসঃ।
সন্নিপেতুরকুণ্ঠাগ্রা নাগেষু চ হয়েষু চ ॥ ৬
তথা প্রবৃত্তে সংগ্রামে ধনুরুদ্যম্য দংশিতঃ।
অভিপত্য মহাবাহুর্ভীষ্মো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৭
সৌভদ্রে ভীমসেনে চ সাত্যকৌ চ মহারথে।
কৈকেয়ে চ বিরাটে চ ধৃষ্টদ্যুম্নে চ পার্ষতে ॥ ৮

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধবর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে আমার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের ব্যূহ রচনা সম্পূর্ণ হইলে সেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা কিভাবে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—(পাণ্ডবগণের সহিত আপনার পুত্রেরা যেভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।) যখন সকল সৈন্যের ব্যূহরচনা শেষ হইল, তখন সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়া এক মহাসাগরের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। সেই সময় চারিদিকে রথ প্রভৃতিতে বদ্ধ বহু সুন্দর ধ্বজ উড়িতেছিল। তাহা দেখিয়া সৈন্যগণের মধ্যে দণ্ডায়মান আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আপনার সকল যোদ্ধাকেই এই কথা বলিলেন—কবচধারী বীরগণ! যুদ্ধ আরম্ভ করুন। ॥ ২-৩

তখন তাঁহারা সকলে মনকে কঠোর করিয়া প্রাণের মোহ ত্যাগ করত উচ্চধ্বজলক্ষিত পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের রোমাঞ্চকারী ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। সেই সময় উভয়পক্ষের রথ ও পরস্পরের প্রতি যুদ্ধে সংসক্ত হইল ॥ ৫

রথী বীরগণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণময় পঙ্খভূষিত তেজস্বী বাণসমূহ কোথাও [illegible]ত (বাধাপ্রাপ্ত) না হইয়া হস্তী ও অশ্ব সকলের মধ্যে পড়িতে লাগিল ॥ ৬

এইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইলে পর ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ও কুরুকুলের প্রভাবশালী বৃদ্ধ পিতামহ মহাবাহু ভীষ্ম ধনু উত্তোলিত করিয়া কবচ বন্ধনকরত সহসা অগ্রসর হইলেন এবং অভিমন্যু,

এতেষু নরবীরেষু চেদি-মৎস্যেষু চাভিভূঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ ॥ ৯

অভিদ্যত ততো ব্যূহস্তস্মিন্ বীরসমাগমে।
সর্বেষামেব সৈন্যানামাসীদ্ ব্যতিকরো মহান্ ॥ ১০

সাদিনো ধ্বজিনশ্চৈব হতাঃ প্রবরবাজিনঃ।
বিপ্রক্রুতরথানীকাঃ সমপদ্যন্ত পাণ্ডবাঃ ॥ ১১

অর্জুনস্তু নরব্যাঘ্রো দৃষ্ট্বা ভীষ্মং মহারথম্।
বার্ষ্ণেয়মব্রবীদ্ ক্রুদ্ধো যাহি যত্র পিতামহঃ ॥ ১২

এষ ভীষ্মঃ সুসংক্রুদ্ধো বার্ষ্ণেয় মম বাহিনীম্।
নাশয়িষ্যতি সুব্যক্তং দুর্য্যোধনহিতে রতঃ ॥ ১৩

এষ দ্রোণঃ কৃপঃ শল্যো বিকর্ণশ্চ জনার্দন।
ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ সহিতা দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ ॥ ১৪

পাঞ্চালান্ নিহনিষ্যন্তি রক্ষিতা দৃঢ়ধন্বনা।
সোঽহং ভীষ্মং বধিষ্যামি সৈন্যহেতোর্জনার্দন ॥ ১৫

তমব্রবীদ্ বাসুদেবো যত্তো ভব ধনঞ্জয়।
এষ ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি পিতামহরথং প্রতি ॥ ১৬

এবমুক্ত্বা ততঃ শৌরী রথং তং লোকবিশ্রুতম্।
প্রাপয়ামাস ভীষ্মস্য রথং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৭

চলদ্বহুপতাকেন বলাকাবর্ণবাজিনা।
সমুচ্ছ্রিতমহাভীমনদদ্বানরকেতুনা ॥ ১৮

মহতা মেঘনাদেন রথেনামিততেজসা।
বিনিঘ্নন্ কৌরবানীকং শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১৯

প্রায়াচ্ছরণদঃ শীঘ্রং সুহৃদাং হর্ষবর্ধনঃ।
তমাপতন্তং বেগেন প্রভিন্নমিব বারণম্ ॥ ২০

ত্রাসয়ন্তং রণে শূরান্ মর্দয়ন্তঞ্চ সায়কৈঃ।
সৈন্ধবপ্রমুখৈর্গুপ্তঃ প্রাচ্যসৌবীর-কেকয়ৈঃ ॥ ২১

সহসা প্রত্যুদীয়ায় ভীষ্মঃ শান্তনবোঽর্জুনম্।
কো হি গাণ্ডীবধন্বানমন্যঃ কুরুপিতামহাৎ ॥ ২২

দ্রোণ-বৈকর্তনাভ্যাং বা রথী সংযাতুমর্হতি।
ততো ভীষ্মো মহারাজ সর্বলোকমহারথঃ ॥ ২৩

ভীমসেন, মহারথী সাত্যকি, কেকয়, বিরাট ও দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই সব নরবীরগণের উপর এবং চেদি ও মৎস্যদেশীয় সৈন্যের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭-৯

বীরগণের এই সজ্ঘর্ষে সৈন্যদিগের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িল ও সকল সৈন্যেরা পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে গভীরভাবে মিশিয়া যাইল ॥ ১০

বহু অশ্বারোহী, ধ্বজধারী সৈনিক ও উত্তম অশ্ব নিহত হইল। পাণ্ডবগণের রথসৈন্যেরা পলাইতে লাগিল ॥ ১১

তখন নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোধসহকারে বলিলেন,—বার্ষ্ণেয়! (বৃষ্ণিবংশোৎপন্ন কৃষ্ণ!) যেখানে পিতামহ ভীষ্ম আছেন, সেইস্থানে চলুন। তাহা না হইলে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই আমার সকল সৈন্যকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন; কারণ, তিনি বর্তমানে দুর্য্যোধনের হিতে নিরত আছেন ॥ ১২-১৩

জনার্দন! সুদৃঢ় ধনুর্ধারণকারী ভীষ্মকর্তৃক সুরক্ষিত এই দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধনাদি সকল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ মিলিত হইয়া পাঞ্চালযোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিবেন। অতএব সৈন্যদিগের রক্ষার জন্য সেই আমি ভীষ্মকে বধ করিব ॥ ১৪-১৫

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধনঞ্জয়! তুমি সাবধান হও। আমি তোমাকে ভীষ্মের রথের নিকট উপস্থিত করিয়া দিতেছি ॥

জনেশ্বর! এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশ্ববিখ্যাত রথকে ভীষ্মের রথের সমীপে লইয়া গেলেন ॥ ১৬-১৭

ঐ রথে বহু পতাকা সঞ্চালিত হইতেছিল। উহাতে বক-শ্রেণীর ন্যায় চারিটি শ্বেতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল। ইহার অত্যন্ত উচ্চে অবস্থিত ধ্বজের উপরে এক বানর ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। এই রথের চক্রধারার ঘর্ঘরশব্দ মেঘের গর্জনসদৃশ গম্ভীর এবং ঐ রথ অত্যন্ত তেজ (কান্তি)-সম্পন্ন ছিল। এই বিশাল রথে আরোহণ করিয়া সকলের শরণদাতা ও সুহৃদ্‌গণের আনন্দবর্দ্ধন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন কৌরবসেনা ও শূরসেনদেশীয় যোদ্ধা-দিগকে বধ করিতে করিতে অতি দ্রুত ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥

মদধারাবাহী গজরাজের তুল্য তাঁহাকে বেগে আসিতে এবং রণাঙ্গনে সায়কসমূহে বীর যোদ্ধাদিগকে মর্দন করত তাহাদিগকে ভয়ভীত করিতে দেখিয়া জয়দ্রথ প্রভৃতি নৃপগণ এবং পূর্ব্বদেশ, সৌবীর রাজ্য ও কেকয়প্রদেশের যোদ্ধাবর্গে সুরক্ষিত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সহসা অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥

মহারাজ! কুরুকুলের পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ

অর্জুনং সপ্তসপ্তত্যা নারাচানাং সমাচিনোৎ।
দ্রোণশ্চ পঞ্চবিংশত্যা কৃপঃ পঞ্চাশতা শরৈঃ ॥২৪
দুর্য্যোধনশ্চতুঃষষ্ট্যা শল্যশ্চ নবভিঃ শরৈঃ।
সৈন্ধবো নবভিশ্চৈব শকুনিশ্চাপি পঞ্চভিঃ ॥ ২৫
বিকর্ণো দশভির্ভল্লৈ রাজন্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্।
স তৈর্বিদ্ধো মহেষ্বাসঃ সমন্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
ন বিব্যথে মহাবাহুর্ভিদ্যমান ইবাচলঃ।
স ভীষ্মং পঞ্চবিংশত্যা কৃপঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ২৭
দ্রোণং ষষ্ট্যা নরব্যাঘ্রো বিকর্ণঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
শল্যঞ্চৈব ত্রিভির্বাণৈ রাজানঞ্চৈব পঞ্চভিঃ ॥ ২৮
প্রত্যবিধ্যদমেয়াত্মা কিরীটী ভরতর্ষভ।
তং সাত্যকির্বিরাটশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২৯
দ্রৌপদেয়াঽভিমন্যুশ্চ পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্।
ততো দ্রোণং মহেষ্বাসং গাঙ্গেয়স্য প্রিয়ে রতম্ ॥ ৩০
অভ্যবর্তত পাঞ্চাল্যঃ সংযুক্তঃ সহ সোমকৈঃ।

ব্যতীত এরূপ কোন বীর আছেন যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

মহারাজ! তারপর সমগ্র বিশ্বে বিখ্যাত মহারথী ভীষ্ম অর্জুনের উপর সাতাত্তরটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপ দ্রোণাচার্য্য পঁচিশ, কৃপাচার্য্য পঞ্চাশ, দুর্য্যোধন চৌষট্টি, শল্য নয়, জয়দ্রথ নয়, শকুনি পাঁচটি বাণ এবং বিকর্ণ দশটি ভল্ল অস্ত্রে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন॥

এই সমস্ত তীক্ষ্ণবাণে চারিদিক্ হইতে বিদ্ধ হইয়াও মহাধনুর্দ্ধর মহাবাহু অর্জুন ব্যথিত হইলেন না, পরন্তু তিনি বাণবিদ্ধ পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন কিরীটধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ভীষ্মকে পঁচিশ, কৃপাচার্য্যকে নয়, দ্রোণকে যাট্, বিকর্ণকে তিন, শল্যকে তিন এবং দুর্য্যোধনকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন॥

সেই সময় সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অভিমন্যু—ইঁহারা সকলে অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন॥

তারপর গঙ্গানন্দন ভীষ্মের প্রিয়কার্য্যে নিরত মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যের উপর সোমকগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন আক্রমণ করিলেন॥

ভীষ্মস্তু রথিনাং শ্রেষ্ঠো রাজন্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ॥ ৩১
অশীত্যা নিশিতৈর্বাণৈস্ততোঽক্রোশন্ত তাবকাঃ।
তেষাং তু নিনদং শ্রুত্বা সহিতানাং প্রহৃষ্টবৎ ॥ ৩২
প্রবিবেশ ততো মধ্যং নরসিংহঃ প্রতাপবান্।
তেষাং মহারথানাং স মধ্যং প্রাপ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৩
চিক্রীড় ধনুষা রাজঁল্লক্ষ্যং কৃত্বা মহারথান্।
ততো দুর্যোধনো রাজা ভীষ্মমাহ জনেশ্বরঃ ॥ ৩৪
পীড্যমানং স্বকং সৈন্যং দৃষ্ট্বা পার্থেন সংযুগে।
এষ পাণ্ডুসুতস্তাত কৃষ্ণেন সহিতো বলী ॥ ৩৫
যততাং সর্বসৈন্যানাং মূলং নঃ পরিকৃন্ততি।
ত্বয়ি জীবতি গাঙ্গেয় দ্রোণে চ রথিনাং বরে ॥ ৩৬
ত্বৎকৃতে চৈব কর্ণোঽপি ন্যস্তশস্ত্রো বিশাম্পতে।
ন যুধ্যতি রণে পার্থং হিতকামঃ সদা মম ॥ ৩৭
স তথা কুরু গাঙ্গেয় যথা হন্যেত ফাল্গুনঃ।
এবমুক্তস্ততো রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তদা ॥ ৩৮

রাজন্! তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে আশীটি ধারাল বাণে বিদ্ধ করিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার সৈন্যবাহিনী হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল॥

সেই সব কৌরবগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজন্! সেই মহারথী বীরগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্জুন তাঁহাদের সকলকে স্বীয় বাণের লক্ষ্য করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তখন প্রজাপালক রাজা দুর্য্যোধন অর্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধে স্বীয় সৈন্যগণকে পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীষ্মকে বলিলেন॥

তাত! এই পাণ্ডুপুত্র বলবান্ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত আসিয়া সর্ব্বপ্রকারে যুদ্ধে যত্নপরায়ণ আমাদের সকল সৈন্যের মূলোচ্ছেদ করিতেছে। গঙ্গানন্দন! আপনি এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতেও আমার সৈন্যগণ নিহত হইতেছে। ১৮-৩৬

প্রজানাথ! আপনার জন্যই কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে এবং সে রণাঙ্গনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে না। কর্ণ সর্ব্বদাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। ৩৭

গঙ্গানন্দন! আপনি এরূপ প্রযত্ন করুন, যাহাতে অর্জুন নিহত হয়। রাজন্! দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে আপনার

ধিক্ ক্ষাত্রং ধর্মমিত্যুক্ত্বা প্রায়াৎ পার্থরথং প্রতি।
উভৌ শ্বেতহয়ৌ রাজন্ সংসক্তৌ প্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ ॥ ৩৯
সিংহনাদান্ ভৃশং চক্রুঃ শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ মারিষ।
দ্রৌণির্দুর্য্যোধনশ্চৈব বিকর্ণশ্চ তবাত্মজঃ ॥ ৪০
পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং স্থিতা যুদ্ধায় মারিষ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪১
স্থিতা যুদ্ধায় মহতে ততো যুদ্ধমবর্তত।
গাঙ্গেয়স্তু রণে পার্থমানর্চ্ছন্নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৪২
তমর্জুনঃ প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্মর্মভেদিভিঃ।
ততঃ শরসহস্রেণ সুপ্রযুক্তেন পাণ্ডবঃ ॥ ৪৩
অর্জুনঃ সমরশ্লাঘী ভীষ্মস্যাবারয়দ্ দিশঃ।
শরজালং ততস্তং তু শরজালেন মারিষ ॥ ৪৪
বারয়ামাস পার্থস্য ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা।
উভৌ পরমসংহৃষ্টাবুভৌ যুদ্ধাভিনন্দিনৌ ॥ ৪৫
নির্বিশেষমযুধ্যেতাং কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
ভীষ্মচাপবিমুক্তানি শরজালানি সজ্ঘশঃ ॥ ৪৬
শীর্য্যমাণান্যদৃশ্যন্ত ভিন্নান্যর্জুনসায়কৈঃ।
তথৈবার্জুনমুক্তানি শরজালানি সর্বশঃ ॥ ৪৭
গাঙ্গেয়শরনুন্নানি প্রাপতন্ত মহীতলে।
অর্জুনঃ পঞ্চবিংশত্যা ভীষ্মমার্চ্ছচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৮
ভীষ্মোঽপি সমরে পার্থং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অন্যোন্যস্য হয়ান্ বিদ্ধা ধ্বজৌ চ সুমহাবলৌ ॥ ৪৯
রথেষাং রথচক্রে চ চিক্রীড়তুররিন্দমৌ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ভীষ্মঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৫০
বাসুদেবং ত্রিভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে।
ভীষ্মচাপচ্যুতৈস্তৈস্তু নির্বিদ্ধো মধুসূদনঃ ॥ ৫১
বিররাজ রণে রাজন্ সপুষ্প ইব কিংশুকঃ।
ততোঽর্জুনো ভৃশং ক্রুদ্ধো নির্বিদ্ধং প্রেক্ষ্য মাধবম্ ॥৫২
সারথিং কুরুবৃদ্ধস্য নির্বিভেদ শিতৈঃ শরৈঃ।
যতমানৌ তু তৌ বীরাবন্যোন্যস্য বধং প্রতি ॥ ৫৩

পিতৃতুল্য ভীষ্ম 'ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে ধিক্' এই কথা বলিয়া অর্জুনের রথের দিকে গমন করিলেন ॥

মহারাজ! তখন উভয়েরই রথে শ্বেতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল। আর্য্য! ইঁহাদের উভয়কে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইতে দেখিয়া সকল রাজাই উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥

আর্য্য! সেই সময় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও আপনার পুত্র বিকর্ণ ইঁহারা সকলে রণাঙ্গনে ভীষ্মকে ঘিরিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

এইরূপ সমস্ত পাণ্ডবও অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিলেন, সুতরাং তখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥

গঙ্গানন্দন ভীষ্ম সেই রণাঙ্গনে নয়টি বাণে অর্জুনকে তীব্রভাবে আঘাত করিলেন। তখন অর্জুনও তাঁহাকে দশটি মর্ম্মভেদী বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥

তারপর সমরশ্লাঘী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন উত্তমরূপে প্রযুক্ত এক হাজার বাণে ভীষ্মকে সর্ব্বদিক্ দিয়া রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥

মাননীয় রাজন্! তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অর্জুনের এই বাণসমূহ নিবারণ করিলেন ॥

এই দুই বীরই তখন অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন এবং যুদ্ধকে অভিনন্দন করিতেছিলেন। উভয়েই উভয়ের কৃত বাণপ্রহারের প্রতীকার করিতে করিতে সমানভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণজাল অর্জুনের বাণজালে ছিন্নভিন্ন হইয়া এদিকে ওদিকে পড়িতে লাগিল ॥

এইরূপ অর্জুনেরও ধনু হইতে মুক্ত বাণসমূহ ভীষ্মের বাণসমূহে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলের চারিদিকে পতিত হইল ॥

অর্জুন পাঁচশটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীষ্মকে পীড়িত করিলেন। সেইরূপ ভীষ্মও স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥

এই দুই শত্রুদমন বীর মহাবলশালী ছিলেন। অতএব উভয়েই উভয়ের অশ্ব, রথের ঈষাদণ্ড ও চক্রকে বাণবিদ্ধ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥

মহারাজ! তারপর প্রহারকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া তিনটি বাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥

রাজন্! তখন ভীষ্মের ধনু হইতে নির্গত সেই বাণে বিদ্ধ হইয়া ভগবান্ মধুসূদন রণাঙ্গনে রক্তরঞ্জিত অবস্থায় বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আহত হইতে দেখিয়া অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে কুরুকুলবৃদ্ধ ভীষ্মের সারথিকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥

এইভাবে সেই সময় এই দুই বীর পরস্পরকে বধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাঁহারা রণাঙ্গনে পরস্পরকে অভিসন্ধান (প্রাণনাশী বাণপ্রহার) করিতে সফল হইলেন না ॥

ন শক্তৌ তাং তদান্যোন্যমভিসন্ধাতুমাহবে।
তৌ মণ্ডলানি চিত্রাণি গতা প্রত্যাগতানি চ ॥ ৫৪
অদর্শয়েতাং বহুধা সুতসামর্থ্যলাঘবাৎ।
অন্তরঞ্চ প্রহারেষু তর্কয়ন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৫৫
রাজন্নন্তরমার্গস্থৌ স্থিতাবাস্তাং মুহুর্মুহুঃ।
উভৌ সিংহরবোন্মিশ্রং শঙ্খশব্দঞ্চ চক্রতুঃ ॥ ৫৬
তথৈব চাপনির্ঘোষং চক্রতুস্তৌ মহারথৌ।
তয়োঃ শঙ্খনিনাদেন রথনেমিস্বনেন চ ॥ ৫৭
দারিতা সহসা ভূমিশ্চকম্পে চ ননাদ চ।
নোভয়োরন্তরং কশ্চিদ্ দদৃশে ভরতর্ষভ ॥ ৫৮
বলিনৌ যুদ্ধতুর্ধর্ষাবন্যোন্যসদৃশাবুভৌ।
চিহ্নমাত্রেণ ভীষ্মং তু প্রজজ্ঞুস্তত্র কৌরবাঃ ॥ ৫৯
তথা পাণ্ডুসুতাঃ পার্থং চিহ্নমাত্রেণ জজ্ঞিরে।
তয়োর্নৃবরয়োর্দৃষ্ট্বা তাদৃশং তং পরাক্রমম্ ॥ ৬০
বিস্ময়ং সর্বভূতানি জগ্মুর্ভারত সংযুগে।
ন তয়োর্বিবরং কশ্চিদ্ রণে পশ্যতি ভারত ॥ ৬১
ধর্মে স্থিতস্য হি যথা ন কশ্চিদ্ বৃজিনং কচিৎ।
উভৌ চ শরজালেন তাবদৃশ্যৌ বভূবতুঃ ॥ ৬২
প্রকাশৌ চ পুনস্তূর্ণং বভূবতুরুভৌ রণে।
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাশ্চারণাশ্চর্ষিভিঃ সহ ॥ ৬৩
অন্যোন্যং প্রত্যভাষন্ত তয়োর্দৃষ্ট্বা পরাক্রমম্।
ন শক্যৌ যুধি সংরব্ধৌ জেতুমেতৌ কথঞ্চন ॥ ৬৪
সদেবাসুর-গন্ধর্বৈর্লোকৈরপি মহারথৌ।
আশ্চর্য্য-ভূতং লোকেষু যুদ্ধমেতন্মহাদ্ভুতম্ ॥ ৬৫
নৈতাদৃশানি যুদ্ধানি ভবিষ্যন্তি কথঞ্চন।
ন হি শক্যো রণে জেতুং ভীষ্মঃ পার্থেন ধীমতা ॥ ৬৬
সধনুঃ সরথঃ সাশ্বঃ প্রবপন্ সায়কান্ রণে।
তথৈব পাণ্ডবং যুদ্ধে দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৬৭
ন বিজেতুং রণে ভীষ্ম উৎসহেত ধনুর্ধরম্।
আলোকাদপি যুদ্ধং হি সমমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৬৮

ইঁহারা উভয়ে সারথির শক্তি ও শীঘ্রতার জন্য নানাপ্রকার বিচিত্র মণ্ডল, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ প্রভৃতি বহুপ্রকার যুদ্ধাবস্থা দেখাইতে লাগিলেন ॥

রাজন্! উভয়ই উভয়কে প্রহার করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করত সর্ব্বদা সতর্ক ছিলেন। তখন তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সুযোগসন্ধানেই সংলগ্ন রহিলেন ॥

এই দুই মহারথী বীর সিংহনাদমিশ্রিত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সেইভাবে ধনুষ্টঙ্কারও করিতে লাগিলেন ॥

তাঁহাদের শঙ্খধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী যেন সহসা বিদীর্ণ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই দুই বীর বলবান্, যুদ্ধে দুর্জ্জয় ও পরস্পরের অনুরূপ ছিলেন। অতএব সুযোগের সন্ধান করিতে থাকিলেও কেহই কাহারও কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না ॥

সেই কৌরবগণ ভীষ্মের তালধ্বজাদি চিহ্নেই ভীষ্মকে জানিতে পারিতে ছিলেন। এইরূপ পাণ্ডবেরাও কপিধ্বজাদি চিহ্নেই অর্জ্জুনকে জানিতে পারিয়াছিলেন ॥

ভারত! সেই সংগ্রামে এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের এতাদৃশ পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই বিস্মিত হইয়া পড়িল ॥

ভরতনন্দন! যেরূপ কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের মধ্যে কোথাও কোনরূপ কেহ পাপ দেখিতে পায় না, সেইরূপ রণক্ষেত্রে এই দুই যোদ্ধার মধ্যে কেহই কোন ছিদ্র দেখিতে পাইল না ॥

উভয়েই সংগ্রামস্থলে পরস্পরের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া অদৃশ্য হইতে লাগিলেন এবং পরে উহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আবার প্রকাশিত হইয়াও যাইতেন ॥

সেখানে সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ এই দুই বীরের পরাক্রম দেখিয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই দুই মহারথী বীর যুদ্ধে অতিশয় রুষ্ট হইয়া গিয়াছেন; অতএব দেবতা, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহও ইঁহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন না ॥

এই অত্যন্ত অদ্ভুত যুদ্ধ সকল লোকেরই অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। ভবিষ্যতেও এইরূপ যুদ্ধ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই। বুদ্ধিমান্ পার্থ রণভূমিতে ভীষ্মকে কখনই জয় করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ, ইনি সমরাঙ্গণে রথ, অশ্ব ও ধনুসহ উপস্থিত থাকিয়া বাণসমূহরূপ বীজ বপন করিতেছেন বলিয়া প্রতীত হইতেছেন ॥

এইরূপ ভীষ্মও যুদ্ধে দেবগণের পক্ষেও দুর্জ্জয় গাণ্ডীবধারী পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি ইঁহারা উভয়ে যুদ্ধই করিতে থাকেন, তবে যে পর্য্যন্ত এই জগৎ বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত এই দুইজনের যুদ্ধ সমভাবে চলিতে থাকিবে ॥ ৩৭-৬৮

ইতি স্ম বাচোঽশ্রূয়ন্ত প্রোচ্চরন্ত্যস্ততস্ততঃ।
গাঙ্গেয়ার্জুনয়োঃ সংখ্যে স্তবযুক্তা বিশাম্পতে ॥ ৬৯
ত্বদীয়াস্তু তদা যোধাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ভারত।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তয়োস্তত্র পরাক্রমে ॥ ৭০
শিতধারৈস্তথা খড়্গৈর্বিমলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
শরৈরন্যৈশ্চ বহুভিঃ শস্ত্রৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ৭১

উভয়োঃ সেনয়োঃ শূরাঃ ন্যকৃন্তন্ত পরস্পরম্।
বর্তমানে তথা ঘোরে তস্মিন্ যুদ্ধে সুদারুণে।
দ্রোণ-পাঞ্চাল্যয়ো রাজন্ মহানাসীৎ সমাগমঃ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মার্জুনযুদ্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

প্রজানাথ! এইরূপে রণাঙ্গনে ভীষ্ম ও অর্জুনের স্তুতিপ্রশংসা-যুক্ত বহু বাক্য এদিকে ওদিকে লোকগণের মুখ হইতে নির্গত হইতেছে শুনা যাইল ॥ ৬৯

ভারত! সেই সময় যুদ্ধে এই দুই বীরের পরাক্রমপ্রকাশের সময়ে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের অন্যান্য যোদ্ধারাও পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল। ৭০

তীক্ষ্ণ ধারাল খড়্গ, চক্‌চকে পরশু, অন্য বহুবিধ বাণ এবং আরও অন্যপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা উভয় পক্ষের বীর সৈন্যরা পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৭১

রাজন্! যখন একদিকে এরূপ ভয়ানক ও অত্যন্ত দারুণ যুদ্ধ চলিতেছে, তখন অন্যদিকেও দ্রোণাচার্য্য এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয়ঙ্কর সংগ্রামে নিরত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণাচার্য্যয়োর্যুদ্ধম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং দ্রোণো মহেষ্বাসঃ পাঞ্চাল্যশ্চাপি পার্ষতঃ।
উভৌ সমীয়তুর্যত্তৌ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ১
দিষ্টমেব পরং মন্যে পৌরুষাদিতি মে মতিঃ।
যত্র শান্তনবো ভীষ্মো নাতরদ্ যুধি পাণ্ডবম্ ॥২
ভীষ্মো হি সমরে ক্রুদ্ধো হন্যাল্লোকাংশ্চরাচরান্।
স কথং পাণ্ডবং যুদ্ধে নাতরদ্ সঞ্জয়ৌজসা ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা যুদ্ধমেতৎ সুদারুণম্।
ন শক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৪
দ্রোণস্তু নিশিতৈর্বাণৈর্ধৃষ্টদ্যুম্নমবিধ্যত।
সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥ ৫
তথাশ্বস্য চতুরো বাহাংশ্চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ।
পীড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য মারিষ ॥ ৬

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য ও দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দুই বীর কিরূপ প্রচেষ্টা চালাইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, উহা আমাকে বল। ১

আমি ত' পুরুষার্থ হইতে ভাগ্যকেই অধিক প্রবলরূপে মনে করি এবং তাহারই উপর বিশ্বাস করি; যাহার জন্য শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন হইতে নিস্তার পান নাই। ২

সঞ্জয়! যদি ভীষ্ম রণাঙ্গনে কুপিত হন, তবে চরাচর প্রাণী-সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহকে বিনাশ করিতে পারেন। তখন তিনি কেন স্বীয় পরাক্রমে যুদ্ধে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রসহ সকল দেবতারাও জয় করিতে সমর্থ নন্। এখন আপনি এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বৃত্তান্ত স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। ৪

দ্রোণাচার্য্য নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সারথিকে ভল্লাস্ত্রে নিহত করিয়া রথে তাহার আসন হইতে নিম্নে পাতিত করিলেন। ৫

আর্য্য! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চারিটি উত্তম সায়কে (বাণে) ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিটি অশ্বকেও গুরুতর পীড়িত করিলেন। ৬

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো দ্রোণং নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ প্রহসন্ বীরস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৭
ততঃ পুনরমেয়াত্মা ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
শরৈঃ প্রচ্ছাদয়ামাস ধৃষ্টদ্যুম্নমমর্ষণম্ ॥ ৮
আদদে চ শরং ঘোরং পার্ষতান্তচিকীর্ষয়া।
শক্রাশনিসমস্পর্শং কালদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৯
হাহাকারো মহানাসীৎ সর্বসৈন্যেষু ভারত।
তমিষুং সন্ধিতং দৃষ্ট্বা ভারদ্বাজেন সংযুগে ॥ ১০
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পৌরুষম্।
যদেকঃ সমরে বীরস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১১
তঞ্চ দীপ্তং শরং ঘোরমায়ান্তং মৃত্যুমাত্মনঃ।
চিচ্ছেদ শরবৃষ্টিঞ্চ ভারদ্বাজে মুমোচ হ ॥ ১২
তত উচ্চুক্রুশুঃ সর্বে পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
দ্যুম্নেন তৎ কর্ম কৃতং দৃষ্ট্বা সুদুষ্করম্ ॥ ১৩

ততঃ শক্তিং মহাবেগাং স্বর্ণবৈদূর্য্যভূষিতাম্।
দ্রোণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী চিক্ষেপ স পরাক্রমী ॥ ১৪
তামাপতন্তীং সহসা শক্তিং কনকভূষিতাম্।
ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে ভারদ্বাজো হসন্নিব ॥ ১৫
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্টা ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
ববর্ষ শরবর্ষাণি দ্রোণং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৬
শরবর্ষং ততস্তৎ তু সন্নিবার্য্য মহাযশাঃ।
দ্রোণো দ্রুপদপুত্রস্য মধ্যে চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্ ॥ ১৭
স ছিন্নধন্বা সমরে গদাং গুর্বীং মহাযশাঃ।
দ্রোণায় প্রেষয়ামাস গিরিসারময়ীং বলী ॥ ১৮
সা গদা বেগবন্মুক্তা প্রায়াদ্ দ্রোণজিঘাংসয়া।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভারদ্বাজস্য বিক্রমম্ ॥ ১৯
লাঘবাদ্ ব্যংসয়ামাস গদাং হেমবিভূষিতাম্।
ব্যংসয়িত্বা গদাং তাঞ্চ প্রেষয়ামাস পার্ষতম্ ॥ ২০

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হাস্য করিতে করিতে নব্বইটি তীক্ষ্ণ ধারাল বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ৭

তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য পুনরায় অমর্ষশীল ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বীয় বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় কালদণ্ডতুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইলেন, যাহার স্পর্শ ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ কঠোর ছিল ॥ ৯

ভরতনন্দন! যুদ্ধে ভরদ্বাজবংশধর দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক সেই বাণ সংযোজিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের সকল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ১০

সেই সময় আমি সেখানে ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। সেই বীর সমরাঙ্গণে একাকীই পর্ব্বততুল্য অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ১১

নিজের মৃত্যুস্বরূপ ভয়ঙ্কর তেজস্বী সেই বাণকে আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

ধৃষ্টদ্যুম্নকৃত সেই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া পাণ্ডবগণসহ সমস্ত পাঞ্চালবীরগণ হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

তারপর দ্রোণাচার্য্যের প্রাণনাশক পরাক্রমশালী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার উপর সুবর্ণ ও বৈদুর্য্যমণিভূষিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪

সেই সুবর্ণভূষিত শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সমরভূমিতে যেন হাস্য করিতে করিতেই তিন খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৫

জনেশ্বর! স্বীয় শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া প্রতাপী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের উপর পুনরায় বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৬

তখন মহাযশস্বী দ্রোণাচার্য্য সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া দ্রুপদপুত্রের ধনুর মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

ধনু ছিন্ন হইলে মহাযশস্বী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরভূমিতে দ্রোণাচার্য্যের উপর এক লৌহনির্ম্মিত ভারী গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮

দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় বেগে নিক্ষিপ্ত সেই গদা দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় আমরা দ্রোণাচার্য্যের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ১৯

তিনি স্বীয় কৌশলে সেই স্বর্ণভূষিত গদাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এইভাবে সেই গদাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়া দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ও ভয়ঙ্কর

ভল্লান্ সুনিশিতান্ পীতান্ রুক্মপুঙ্খান্ সুদারুণান্।
তে তস্য কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে ॥ ২১
অথান্যদ্ ধনুরাদায় ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
দ্রোণং যুধি পরাক্রম্য শরৈর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২২
রুধিরাক্তৌ ততস্তৌ তু শুশুভাতে নরর্ষভৌ।
বসন্তসময়ে রাজন্ পরাক্রম্য চমূমুখে।
দ্রোণো দ্রুপদপুত্রস্য পুনশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্ ॥ ২৪
অথৈনং ছিন্নধন্বানং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা বৃষ্ট্যা মেঘ ইবাচলম্ ॥ ২৫
সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ।
অথাস্য চতুরো বাহাংশ্চতুর্ভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
পাতয়ামাস সমরে সিংহনাদং ননাদ চ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন হস্তাচ্চাপমথাচ্ছিনৎ ॥ ২৭
স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
গদাপাণিরবারোহৎ খ্যাপয়ন্ পৌরুষং মহৎ ॥ ২৮

ভল্লনামক বাণ সন্ধান করিলেন ; সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের কবচ ভেদ করিয়া রণস্থলে তাঁহার রক্ত পান করিতে লাগিল। ২০-২১

তখন মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন অপর ধনু লইয়া যুদ্ধে পরাক্রম পূর্ব্বক পাঁচটি বাণদ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। ২২

রাজন্! সেই সময় এই দুই বীর রক্তাপ্লুত হইয়া বসন্ত ঋতুতে বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তখন সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করত অমর্ষপূর্ণ দ্রোণাচার্য্য পরাক্রমপ্রকাশ করিয়া পুনরায় ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ২৪

তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে তাঁহার উপর আনতপর্ব্বযুক্ত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তখন মনে হইল মেঘ পর্ব্বতে বারিবর্ষণ করিতেছে ॥২৫

সেই সঙ্গে তিনি ভল্লাস্ত্রে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথিকে বিনাশ করিয়া রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন এবং চারিটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকেও নিধন করিলেন। তারপর দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গণে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় অপর এক ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে স্থিত দ্বিতীয় ধনুটিকেও ছেদন করিলেন। ২৬-২৭

এইভাবে ধনু ছিন্ন হইলে এবং অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদা লইয়া রথ হইতে নামিতে চেষ্টা করিলেন।

তামস্য বিশিখৈস্তূর্ণং পাতয়ামাস ভারত।
রথাদনবরূঢস্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৯
ততঃ স বিপুলং চর্ম শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
খড়্গঞ্চ বিপুলং দিব্যং প্রগৃহ্য সুভুজো বলী ॥ ৩০
অভিদুদ্রাব বেগেন দ্রোণস্য বধকাঙ্ক্ষয়া।
আমিষার্থী যথা সিংহো বনে মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৩১
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভারদ্বাজস্য পৌরুষম্।
লাঘবং চাস্ত্রযোগঞ্চ বলং বাহ্বোশ্চ ভারত ॥ ৩২
যদেনং শরবর্ষেণ বারয়ামাস পার্ষতম্।
ন শশাক ততো গন্তুং বলবানপি সংযুগে ॥ ৩৩
নিবারিতস্তু দ্রোণেন ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
ন্যবারয়চ্ছরৌঘাংস্তাংশ্চর্মণা কৃতহস্তবৎ ॥ ৩৪
ততো ভীমো মহাবাহুঃ সহসাভ্যপতদ্ বলী।
সাহায্যকারী সমরে পার্ষতস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৫

ভারত! সেই সময়ে দ্রোণাচার্য্য অতিক্রত বাণ নিক্ষেপ করিয়া রথ হইতে নামিবার সময়েই তাঁহার হাত হইতে গদাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। তখন ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ২৮-২৯

অনন্তর সুন্দরবাহু বলবান্ বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন চন্দ্রতুল্য শতবিম্বে সুশোভিত, তেজস্বী ও বিস্তৃত চর্ম্ম (ঢাল) এবং দিব্য ও বিশাল খড়্গ হাতে লইয়া দ্রোণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর সবেগে সেইরূপে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ মাংসকামী সিংহ বনে কোন এক মদমত্ত হাতীর উপর ধাবিত হয়। ৩০-৩১

ভারত! সেই সময় আমরা সেখানে দ্রোণাচার্য্যের অদ্ভুত হস্তনৈপুণ্য, অস্ত্রপ্রয়োগ, বাহুবল ও পুরুষার্থ প্রত্যক্ষ করিলাম। ৩২

তিনি তখন স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের সহসা অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অতএব তিনি বলবান্ হইয়াও যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ৩৩

দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন সিদ্ধহস্ত বীর পুরুষের ন্যায় নিজের ঢালের সাহায্যেই তাঁহার বাণসমূহ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তখন বলবান্ বীর মহাবাহু ভীম সহসা সমরাঙ্গণে মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহায়তা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৫

স দ্রোণং নিশিতৈর্বাণৈ রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
পার্ষতঞ্চ রথং তূর্ণং স্বকমারোহৎ তদা ॥ ৩৬
ততো দুর্য্যোধনো রাজন্ ভানুমন্তমচোদয়ৎ।
সৈন্যেন মহতা যুক্তং ভারদ্বাজস্য রক্ষণে ॥ ৩৭
ততঃ সা মহতী সেনা কলিঙ্গানাং জনেশ্বর।
ভীমমভ্যুদ্যযৌ তূর্ণং তব পুত্রস্য শাসনাৎ ॥ ৩৮
পাঞ্চাল্যমথ সন্ত্যজ্য দ্রোণোহপি রথিনাং বরঃ।
বিরাট-দ্রুপদৌ বৃদ্ধৌ বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৯

রাজন্! তিনি সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি সত্বর নিজ রথে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩৬

মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ ভানুমান্‌কে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন ॥ ৩৭

জনেশ্বর! সেই সময় আপনার পুত্রের আজ্ঞায় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণের সেই বিশাল সৈন্য অতিক্রুত ভীমসেনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৮

ধৃষ্টদ্যুম্নোহপি সমরে ধর্মরাজানমভ্যয়াৎ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪০
কলিঙ্গানাঞ্চ সমরে ভীমস্য চ মহাত্মনঃ।
জগতঃ প্রক্ষয়করং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণযুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যও ধৃষ্টদ্যুম্নকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধস্থলে বিরাট ও দ্রুপদ এই দুই বৃদ্ধ নরপতিকে অগ্রগমনে বাধা দিলেন ॥ ৩৯

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই রণাঙ্গনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে চলিয়া গেলেন। তারপর সমরস্থলে কলিঙ্গদেশীয় যোদ্ধাদিগের ও মহামনস্বী ভীমসেনের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ জগতের বিনাশকর ঘোরস্বরূপ ও মহাভয়প্রদ ছিল ॥ ৪০-৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

[কলিঙ্গৈর্নিষাদৈশ্চ সহ ভীমসেনস্য যুদ্ধম্, ভীমসেনেন শক্রদেব-ভানুমৎ-কেতুমতাং বিনাশঃ, তেষাং সৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রতিসমাদিষ্টঃ কালিঙ্গো বাহিনীপতিঃ।
কথমদ্ভুতকর্মাণং ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ১
চরন্তং গদয়া বীরং দণ্ডহস্তমিবান্তকম্।
যোধয়ামাস সমরে কালিঙ্গঃ সহ সেনয়া ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

পুত্রেণ তব রাজেন্দ্র স তথোক্তো মহাবলঃ।
মহত্যা সেনয়া গুপ্তঃ প্রায়াদ্ ভীমরথং প্রতি ॥ ৩
তামাপতন্তীং মহতীং কলিঙ্গানাং মহাচমূম্।
রথাশ্ব-নাগকলিলাং প্রগৃহীতমহায়ুধাম্ ॥ ৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কলিঙ্গ ও নিষাদগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ, ভীমসেন কর্তৃক শক্রদেব, ভানুমান্ ও কেতুমানের বিনাশ এবং তাঁহাদের বহু সৈন্য সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের সেরূপ আজ্ঞা পাইয়া সেনাপতি কলিঙ্গরাজ অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাবল ভীমসেনের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিলেন? ১

বীরবর ভীমসেন যখন হাতে গদা লইয়া বিচরণ করিতে থাকে, তখন তাহাকে দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় মনে হয়। তাহার সহিত সৈন্যসহ কলিঙ্গরাজ কিরূপে যুদ্ধ করিলেন? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনার পুত্রের পূর্ব্বোক্ত আদেশ পাইয়া স্বীয় বিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত মহাবল কলিঙ্গরাজ ভীমসেনের রথের নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩

ভারত! রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক বাহিনীতে পূর্ণ কলিঙ্গরাজের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে হস্তে বড় বড় অস্ত্রসমূহ ধারণ করত আসিতে দেখিয়া চেদিদেশীয় সৈন্যগণের সহিত

ভীমসেনঃ কলিঙ্গানামার্চ্ছদ্ ভারত বাহিনীম্।
কেতুমন্তঞ্চ নৈষাদিমায়ান্তং সহ চেদিভিঃ॥ ৫
ততঃ শ্রুতায়ুঃ সংক্রুদ্ধো রাজ্ঞা কেতুমতা সহ।
আসসাদ রণে ভীমং ব্যূঢানীকেষু চেদিষু॥ ৬
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ কলিঙ্গানাং নরাধিপ।
অযুতেন গজানাঞ্চ নিষাদৈঃ সহ কেতুমান্॥ ৭
ভীমসেনং রণে রাজন্ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ।
চেদি-মৎস্য-করূষাশ্চ ভীমসেনপদানুগাঃ॥ ৮
অভ্যধাবন্ত সমরে নিষাদান্ সহ রাজভিঃ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্॥ ৯
ন প্রাজানন্ত যোধাঃ স্বান্ পরস্পরজিঘাংসয়া।
ঘোরমাসীৎ ততো যুদ্ধং ভীমস্য সহসা পরৈঃ॥ ১০
যথেন্দ্রস্য মহারাজ মহত্যা দৈত্যসেনয়া।
তস্য সৈন্যস্য সংগ্রামে যুধ্যমানস্য ভারত॥ ১১

বভূব সুমহান্ শব্দঃ সাগরস্যেব গর্জতঃ।
অন্যোন্যং স্ম তদা যোধা বিকর্ষন্তো বিশাম্পতে॥ ১২
মহীং চক্রুশ্চিতাং সর্বাং শশলোহিতসন্নিভাম্।
যোধাংশ্চ স্বান্ পরান্ বাপি নাভ্যজানন্ জিঘাংসয়া॥ ১৩
স্বানপ্যাদদতে স্বাশ্চ শূরাঃ পরমদুর্জয়াঃ।
বিমর্দঃ সুমহানাসীদল্পানাং বহুভিঃ সহ॥ ১৪
কলিঙ্গৈঃ সহ চেদীনাং নিষাদৈশ্চ বিশাম্পতে।
কৃত্বা পুরুষকারং তু যথাশক্তি মহাবলাঃ॥ ১৫
ভীমসেনং পরিত্যজ্য সংন্যবর্তন্ত চেদয়ঃ।
সর্বৈঃ কলিঙ্গৈরাসন্নঃ সংনিবৃত্তেষু চেদিষু॥ ১৬
স্ববাহুবলমাস্থায় ন ন্যবর্তত পাণ্ডবঃ।
ন চচাল রথোপস্থাদ্ ভীমসেনো মহাবলঃ॥ ১৭
শিতৈরবাকিরদ্ বাণৈঃ কলিঙ্গানাং বরূথিনীম্।
কালিঙ্গস্তু মহেষ্বাসঃ পুত্রশ্চাস্য মহারথঃ॥ ১৮

ভীমসেন তাহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আগত নিষাদরাজ কেতুমান্‌কেও বাণ বিদ্ধ করিলেন॥ ৪-৫

তখন রাজা কেতুমানের সহিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শ্রুতায়ুও ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে চেদিদেশীয় সৈন্যগণ ব্যূহবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। ৬

নরশ্রেষ্ঠ! কলিঙ্গদেশের কয়েক সহস্র রথ ও দশ হাজার হস্তী এবং নিষাদদিগের সহিত কেতুমান্ সেই রণাঙ্গনে ভীমসেনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

তখন ভীমসেনের পদাঙ্ক অনুসরণকারী চেদি, মৎস্য ও করূষদেশের ক্ষত্রিয়গণ সমরাঙ্গণে নিষাদ ও তাহাদের নৃপগণের উপর আক্রমণ করিলেন। তখন উভয়পক্ষের মধ্যে ঘোরতর ও ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥ ৭-৯

মহারাজ! সেই সময় পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সকল যোদ্ধাই নিজের ও শত্রুর কাহাকেও চিনিতে পারিল না। শত্রুদিগের সহিত ভীমসেনের এই যুদ্ধ সহসা তাদৃশ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যেরূপ বিশাল দৈত্যসৈন্যের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল।

হে ভারত! সংগ্রামস্থলে যুদ্ধরত সেই কলিঙ্গ-সৈন্যগণের মহাকোলাহল সমুদ্র গর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল।

রাজন্! সেই সময় সকল যোদ্ধা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে সমগ্র রণভূমি রক্তরঞ্জিত শবদেহে পূর্ণ করিয়া দিলেন। সেই ভূমি তখন শশের (খরগোশের) রক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

পরম দুর্জয় শূরসৈনিকগণ শত্রুসৈন্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় তখন এমন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল যে, নিজের ও পরের সৈন্য বিষয়ে কিছুই তাহাদের বোধ ছিল না। তাহারা নিজেরা নিজেরাই বহুবার নিজেদের সৈন্যগণকেই বধ করিবার জন্য ধরিয়া ফেলিয়াছিল॥

রাজন্! এইরূপে সেখানে বহুসংখ্যক কলিঙ্গ ও নিষাদগণের সহিত অল্পসংখ্যক চেদিদেশীয় সৈন্যবাহিনীর অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল॥

মহাবল চেদিসৈন্যরা যথাশক্তি পুরুষার্থ দেখাইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করত নিবর্ত্তিত হইল।

চেদিদেশীয় সৈন্যগণ নিবর্ত্তিত হইলে সমস্ত কলিঙ্গ-সৈন্যরা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল। তখন পাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেন নিজের বাহুবলের উপর ভরসা করিয়া পশ্চাদপসরণ করিলেন না এবং রথের উপর বসিয়া অল্পও বিচলিত হইলেন না॥ ১০-১৭

তিনি কলিঙ্গসৈন্যের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কলিঙ্গরাজ ও তাঁহার মহারথ পুত্র

শক্রদেবো ইতি খ্যাতো জঘ্নতুঃ পাণ্ডবং শরৈঃ।
ততো ভীমো মহাবাহুর্বিধুন্বন্ রুচিরং ধনুঃ ॥ ১৯
যোধয়ামাস কালিঙ্গং স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ।
শক্রদেবস্তু সমরে বিসৃজন্ সায়কান্ বহূন্ ॥ ২০
অশ্বান্ জঘান সমরে ভীমসেনস্য সায়কৈঃ।
তং দৃষ্ট্বা বিরথং তত্র ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ২১
শক্রদেবোঽভিদুদ্রাব শরৈরবকিরন্ শিতৈঃ।
ভীমস্যোপরি রাজেন্দ্র শক্রদেবো মহাবলঃ ॥ ২২
ববর্ষ শরবর্ষাণি তপান্তে জলদো যথা।
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ২৩
শক্রদেবায় চিক্ষেপ সর্ব্বশৈক্যায়সীং গদাম্।
স তয়া নিহতো রাজন্ কালিঙ্গতনয়ো রথাৎ ॥ ২৪
সধ্বজঃ সহসূতেন জগাম ধরণীতলম্।
হতমাত্মসুতং দৃষ্ট্বা কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ ॥ ২৫
রথৈরনেকসাহস্রৈর্ভীমস্যাবারয়দ্ দিশঃ।

শক্রদেব উভয়ে মিলিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের উপর বাণপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্ববাহুবলের আশ্রয় করত সুন্দর ধনু টঙ্কারিত করিতে করিতে কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

শক্রদেব বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া সেই অস্ত্রসমূহে ভীমসেনের অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন ॥

শত্রুদমন ভীমসেনকে সেখানে রথহীন দেখিয়া শক্রদেব তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

রাজেন্দ্র! যেরূপ গ্রীষ্মকালের শেষে বর্ষাকালে জলবর্ষী মেঘ প্রভূত জলরাশি বর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবল শক্রদেব ভীমসেনের উপর বাণশ্রেণী বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

যাহার অশ্ব নিহত হইয়াছে, সেই রথের উপরেই দাঁড়াইয়া মহাবলশালী ভীমসেন শক্রদেবকে লক্ষ্য করত সম্পূর্ণভাগ লৌহে নির্ম্মিত স্বীয় গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥

রাজন্! সেই গদার আঘাতে কলিঙ্গরাজকুমার শক্রদেব প্রাণ হারাইয়া স্বীয় সারথি ও ধ্বজের সহিত রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥

নিজ পুত্রকে নিহত দেখিয়া কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু বহু হাজার রথের দ্বারা ভীমসেনকে চারিদিক্ দিয়া রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥

ততো ভীমো মহাবেগাং ত্যক্ত্বা গুর্বীং মহাগদাম্ ॥২৬
নিস্ত্রিংশমাদদে ঘোরং চিকীর্ষুঃ কর্ম দারুণম্।
চর্ম চাপ্রতিমং রাজন্নার্ষভং পুরুষর্ষভ ॥ ২৭
নক্ষত্রৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ শাতকুম্ভময়ৈশ্চিতম্।
কালিঙ্গস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধনুর্জ্যামবমৃজ্য চ ॥ ২৮
প্রগৃহ্য চ শরং ঘোরমেকং সর্পবিষোপমম্।
প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় বধাকাঙ্ক্ষী জনেশ্বরঃ ॥ ২৯
তমাপতন্তং বেগেন প্রেরিতং নিশিতং শরম্।
ভীমসেনো দ্বিধা রাজংশ্চিচ্ছেদ বিপুলাসিনা ॥ ৩০
উদক্রোশচ্চ সংহৃষ্টস্ত্রাসয়ানো বরূথিনীম্।
কালিঙ্গোঽথ ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনায় সংযুগে ॥ ৩১
তোমরান্ প্রাহিণোচ্ছীঘ্রং চতুর্দশ শিলাশিতান্।
তানপ্রাপ্তান্ মহাবাহুঃ স্বগতানেব পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
চিচ্ছেদ সহসা রাজন্নসম্ভ্রান্তো বরাসিনা।
নিকৃত্য তু রণে ভীমস্তোমরান্ বৈ চতুর্দ্দশ ॥ ৩৩

নরশ্রেষ্ঠ! তখন ভীমসেন অত্যন্ত বেগশালিনী ও গুরুতরা গদাকে সেখানে ত্যাগ করিয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং ঋষভের চর্ম্মনির্ম্মিত অনুপম একটি ঢাল লইলেন। রাজন্! এই ঢাল সুবর্ণময় নক্ষত্র ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার ফুলিঙ্গ বিজড়িত ছিল ॥

এদিকে ক্রুদ্ধ কলিঙ্গরাজ ধনুর গুণকে ঘর্ষণ করিয়া সর্পবিষতুল্য ভয়ঙ্কর একটি বাণ গ্রহণ করত ভীমসেনের বধ কামনাপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮-২৯

রাজন্! ভীমসেন নিজের বিশাল খড়্গের দ্বারা তাঁহার সবেগে চালিত তীক্ষ্ণ বাণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যবাহিনীকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন ॥

তখন কলিঙ্গরাজ রণাঙ্গনে অতিশয় কুপিত হইয়া ভীমসেনের উপর অতিক্রুত চৌদ্দটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন, যাহাদিগকে পূর্ব্বে শিলাতে সান দিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল করা হইয়াছিল ॥

রাজন্! সেই তোমরগুলি ভীমসেনের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন বিভ্রান্ত না হইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ তরবারি দ্বারা সহসা আকাশেই সেগুলিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥

ভানুমন্তং ততো ভীমঃ প্রাদ্রবৎ পুরুষর্ষভঃ।
ভানুমাংস্তু ততো ভীমং শরবর্ষেণ ছাদয়ন্॥ ৩৪
ননাদ বলবন্নাদং নাদয়ানো নভস্তলম্।
ন চ তং মমৃষে ভীমঃ সিংহনাদং মহাহবে॥ ৩৫
ততঃ শব্দেন মহতা বিননাদ মহাস্বনঃ।
তেন নাদেন বিত্রস্তা কলিঙ্গানাং বরূথিনী॥ ৩৬
ন ভীমং সমরে মেনে মানুষং ভরতর্ষভ।
ততো ভীমো মহাবাহুর্নদিত্বা বিপুলং স্বনম্॥ ৩৭
সাসির্বেগবদাপ্লুত্য দন্তাভ্যাং বারণোত্তমম্।
আরুরোহ ততো মধ্যং নাগরাজস্য মারিষ॥ ৩৮
ততো মুমোচ কালিঙ্গঃ শক্তিং তামকরোদ্ দ্বিধা।
খড়্গেন পৃথুনা মধ্যে ভানুমন্তমথাচ্ছিনৎ॥ ৩৯
সোঽন্তরায়ুধিনং হত্বা রাজপুত্রমরিন্দমঃ।
[illegible]ং ভারসহং স্কন্ধে নাগস্যাসিমপাতয়ৎ॥ ৪০

ছিন্নস্কন্ধঃ স বিনদন্ পপাত গজযূথপঃ।
আরুগ্নঃ সিন্ধুবেগেন সানুমানিব পর্বতঃ॥ ৪১
ততস্তস্মাদবপ্লুত্য গজাদ্ ভারত ভারতঃ।
খড়্গপাণিরদীনাত্মা তস্থৌ ভূমৌ সুদংশিতঃ॥ ৪২
স চচার বহূন্ মার্গানভিতঃ পাতয়ন্ গজান্।
অগ্নিচক্রমিবাবিদ্ধং সর্বতঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৪৩
অশ্ববৃন্দেষু নাগেষু রথানীকেষু চাভিভূঃ।
পদাতীনাঞ্চ সঙ্ঘেষু বিনিঘ্নন্ শোণিতোক্ষিতঃ॥ ৪৪
শ্যেনবদ্ ব্যচরদ্ ভীমো রণেঽরিষু বলোৎকটঃ।
ছিন্দংস্তেষাং শরীরাণি শিরাংসি চ মহাবলঃ॥ ৪৫
খড়্গেন শিতধারেণ সংযুগে গজযোধিনাম্।
পদাতিরেকঃ সংক্রুদ্ধঃ শত্রূণাং ভয়বর্ধনঃ॥ ৪৬
সম্মোহয়ামাস স তান্ কালান্তকযমোপমঃ।
মূঢ়াশ্চ তে তমেবাজৌ বিনদন্তঃ সমাদ্রবন্॥ ৪৭

এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন রণাঙ্গনে সেই চৌদ্দটি তোমরকে ছিন্ন করিয়া ভানুমানের প্রতি ধাবিত হইলেন॥

ইহা দেখিয়া ভানুমান্ স্বীয় বাণবর্ষণ করত ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে ভানুমানের উক্ত সিংহনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। ৩০-৩৫

তখন তিনি আরও অধিক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই গর্জনে কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া উঠিল॥ ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন কলিঙ্গসৈন্যরা যুদ্ধে ভীমসেনকে মনুষ্য নহে, দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। আর্য! তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে হাতে তরবারি লইয়া সবেগে লম্ফ প্রদান করত গজরাজের দন্তদ্বয়ের সাহায্যে তাহার মস্তকে আরোহণ করিলেন॥ ৩৭-৩৮

এই অবসরে কলিঙ্গরাজকুমার ভানুমান্ তাঁহার উপর শক্তি-নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ভীমসেন উহাকেও দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন এবং স্বীয় বিশাল খড়্গের দ্বারা ভানুমানের শরীরের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৯

এইরূপে হাতীতে আরোহণ করত যুদ্ধরত কলিঙ্গরাজকুমার ভানুমান্‌কে নিহত করিয়া শত্রুদমন ভীমসেন ভার সহ্য করিতে সমর্থ স্বীয় বিশাল তরবারিকে সেই হস্তীর স্কন্ধের উপর পাতিত করিলেন॥ ৪০

তাহাতে স্কন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইলে গজযূথপতি তখন উৎকট চীৎকার করিতে করিতে সমুদ্রের বেগে ভগ্ন শিখরযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল॥ ৪১

ভারত! তারপর কবচধারী, খড়্গপাণি, উদারহৃদয় ও ভরত-বংশধর ভীমসেন সেই হস্তী হইতে সহসা লাফাইয়া পড়িয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন॥ ৪২

অনন্তর তিনি উভয়দিকে হস্তিগণকে পাতিত করিতে করিতে নানা মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঘূর্ণি ও অলাতচক্রের ন্যায় তাঁহাকে চারিদিকেই দেখা যাইতে লাগিল॥ ৪৩

শক্তিশালী ভীমসেন অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিক সৈন্যসকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন॥ ৪৪

উৎকট বলশালী ও মহাশক্তিধর ভীমসেন শত্রুগণের মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদের শরীর ও মস্তকসমূহ ছেদন করিতে করিতে বাজপক্ষীসদৃশ রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলেন॥ ৪৫

সেই রণস্থলে গজারূঢ় হইয়া যুদ্ধরত যোদ্ধাদিগের মস্তকসমূহ স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারির সাহায্যে ছেদন করিতে করিতে ভীমসেন একাকীই ক্রুদ্ধ হইয়া পদব্রজে বিচরণ করিতে এবং শত্রুদিগের ভয় বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। কালান্তক যমতুল্য এই ভীম তখন সেই সৈন্যগণকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিলেন।

সাসিমুত্তমবেগেন বিচরন্তং মহারণে।
নিকৃত্য রথিনাং চাঙ্গৌ রথেষাশ্চ যুগানি চ ॥ ৪৮
জঘান রথিনশ্চাপি বলবান্ রিপুমর্দ্দনঃ।
ভীমসেনশ্চরন্ মার্গান্ সুবহূন্ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৯
ভ্রান্তমাবিদ্ধমুদ্ভ্রান্তমাপ্লুতং প্রসৃতং প্লুতম্।
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ দর্শয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥ ৫০
কেচিদগ্রাসিনা ছিন্নাঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
বিনেদুর্ভিন্নমর্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ ॥ ৫১
ছিন্নদন্তাগ্রহস্তাশ্চ ভিন্নকুম্ভাস্তথা পরে।
বিযোধাঃ স্বান্যনীকানি জঘ্নুর্ভারত বারণাঃ ॥ ৫২
নিপেতুরুর্ব্যাঞ্চ তথা বিনদন্তো মহারবান্।
ছিন্নাংশ্চ তোমরান্ রাজন্ মহামাত্রশিরাংসি চ ॥ ৫৩

তখন মূঢ় সৈন্যরা গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহারই নিকটে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল (এবং মৃত্যুবরণ করিল)। ভীমসেন হাতে তরবারি লইয়া সেই মহাসংগ্রামস্থলে দ্রুতবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥

শত্রুমর্দ্দন বলশালী ভীমসেন যুদ্ধে রথারোহিগণের রথসমূহের ঈষাদণ্ড ও যুগ (জুয়াল)-সকল ছেদন করিয়া রথিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে নানামার্গে বিচরণ করিতে দেখা যাইল। তিনি খড়্গযুদ্ধের ভ্রান্ত (তরবারিকে মণ্ডলাকারে ঘুরানর নাম ভ্রান্ত), আবিদ্ধ (উহা অধিক পরিশ্রমসাধ্য হইলে আবিদ্ধ বলা হয়), উদ্ভ্রান্ত (ঊর্দ্ধদিকে তরবারিকে ঘুরানর নাম উদ্ভ্রান্ত), আপ্লুত (তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে উপরে লাফাইয়া উঠার নাম—আপ্লুত), প্রসৃত (সর্ব্বদিকে তরবারির প্রক্ষেপের নাম—প্রসৃত), প্লুত (তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর হওয়ার নাম—প্লুত), সম্পাত (তরবারির বেগকে সম্পাত বলা হয়) ও সমুদীর্ণ (শত্রুদিগের উপর তরবারি প্রহার ও আঘাত করিবার উদ্যমকে বলা হয়—সমুদীর্ণ) প্রভৃতি নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৫০

পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা ভীমসেন শ্রেষ্ঠ তরবারির অগ্রভাগের আঘাতে বহু হাতীর অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল, কাহারও মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ হইল এবং তাহারা তখন উৎকট চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥ ৫১

ভরতনন্দন! কোন কোন গজরাজের দন্ত ও শুণ্ডের

পরিস্তোমান্ বিচিত্রাংশ্চ কক্ষ্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ।
গ্রৈবেয়াণ্যথ শক্তীশ্চ পতাকাঃ কণপাংস্তথা ॥ ৫৪
তূণীরানথ যন্ত্রাণি বিচিত্রাণি ধনূংষি চ।
ভিন্দিপালানি শুভ্রাণি তোত্রাণি চাঙ্কুশৈঃ সহ ॥ ৫৫
ঘণ্টাশ্চ বিবিধা রাজন্ হেমগর্ভাংস্তরূনপি।
পততঃ পাতিতাংশ্চৈব পশ্যামঃ সহ সাদিভিঃ ॥ ৫৬
ছিন্নগাত্রাবরকরৈর্নিহতৈশ্চাপি বারণৈঃ।
আসীদ্ ভূমিঃ সমাস্তীর্ণা পতিতৈর্ভূধরৈরিব ॥ ৫৭
বিমৃদ্যৈবং মহানাগান্ মমর্দান্যান্ মহাবলঃ।
অশ্বারোহবরাংশ্চৈব পাতয়ামাস সংযুগে ॥ ৫৮
তদ্ ঘোরমভবদ্ যুদ্ধং তস্য তেষাঞ্চ ভারত।
খলীনান্যথ যোক্ত্রাণি কক্ষ্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ ॥ ৫৯

অগ্রভাগ কাটিয়া যাইল এবং কাহারও আবার কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। এই অবস্থায় তাহারা এদিক্ ওদিক্ যাইয়া উন্মত্ততাবশতঃ যুদ্ধরত নিজেদের বহু সৈন্যকে বিনষ্ট করিল এবং সেই সৈন্যরা তখন মহাশব্দে চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল ॥

রাজন্! আমরা সেখানে দেখিলাম—বহু তোমর ও হস্তিপকদিগের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, হস্তিগণের পৃষ্ঠের উপরে বিছান বিচিত্র বিচিত্র পাতনবস্ত্র পড়িয়া আছে। হস্তীদিগকে বন্ধন করিবার যোগ্য স্বর্ণভূষিত উজ্জ্বল রজ্জুসমূহ পতিত আছে, হস্তী ও অশ্বগণের গলদেশের আভরণ, শক্তি, পতাকা, কণপ (মুদ্গর), তূণ, বিচিত্র যন্ত্র, ধনু, শ্বেতবর্ণ ভিন্দীপাল, তোত্র (লাগাম), অঙ্কুশ, বিবিধ ঘণ্টা ও স্বর্ণজড়ান খড়্গমুষ্টি—এই সব বস্তু আরোহীসহ পতনোন্মুখ এবং পতিত হইয়াছে ॥ ৫২-৫৬

কোথাও ছিন্ন হস্তিগণের শরীরের ঊর্দ্ধভাগ পড়িয়া আছে। কোথাও উহার অধোভাগ পড়িয়া আছে। কোথাও ছিন্ন শুণ্ড পতিত আছে, আবার কোথাও মৃত হাতীর দেহ পড়িয়া আছে। এই সবে আচ্ছাদিত সেই রণভূমি পর্ব্বতে আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৫৭

ভারত! এইরূপে মহাবল ভীমসেন বহু গজরাজগণকে বিনষ্ট করিয়া অন্য আরও প্রাণীদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিলেন তিনি সমরাঙ্গণে বহু প্রধান অশ্বারোহীদিগকেও নিহত করিলেন। এই ভাবে ভীমসেন ও কলিঙ্গসৈন্যগণের সেই যুদ্ধ অত্যন্ত ঘোরতররূপ ধারণ করিল ॥

পরিস্তোমাশ্চ প্রাসাশ্চ ঋষ্টয়শ্চ মহাধনাঃ।
কবচাণ্যথ চর্মাণি চিত্রাণ্যাস্তরণানি চ ॥ ৬০
তত্র তত্রাপবিদ্ধানি ব্যদৃশ্যন্ত মহাহবে।
প্রাসৈর্খড়্গৈর্বিচিত্রৈশ্চ শস্ত্রৈশ্চ বিমলৈস্তথা ॥ ৬১
স চক্রে বসুধাং কীর্ণাং শবলৈঃ কুসুমৈরিব।
আপ্লুত্য রথিনঃ কাংশ্চিৎ পরামৃশ্য মহাবলঃ ॥ ৬২
পাতয়ামাস খড়্গেন সধ্বজানপি পাণ্ডবঃ।
মুহুরুৎপততো দিক্ষু ধাবতশ্চ যশস্বিনঃ ৬৩
মার্গাংশ্চ চরতশ্চিত্রং ব্যস্ময়ন্ত রণে জনাঃ।
স জঘান পদা কাংশ্চিদ্ ব্যাক্ষিপ্যান্যানপোথয়ৎ ॥ ৬৪
খড়্গেনান্যাংশ্চ চিচ্ছেদ নাদেনান্যাংশ্চ ভীষয়ন্।
ঊরুবেগেন চাপ্যন্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৫
অপরে চৈনমালোক্য ভয়াৎ পঞ্চত্বমাগতাঃ।
এবং সা বহুলা সেনা কলিঙ্গানাং তরস্বিনাম্ ॥ ৬৬
পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং ভীমসেনমুপাদ্রবৎ।
ততঃ কালিঙ্গসৈন্যানাং প্রমুখে ভরতর্ষভ ॥ ৬৭
শ্রুতায়ুষমভিপ্রেক্ষ্য ভীমসেনঃ সমভ্যয়াৎ।
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য কালিঙ্গো নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৬৮
ভীমসেনমমেয়াত্মা প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
কালিঙ্গবাণাভিহতস্তোত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ ॥ ৬৯
ভীমসেনঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেনাগ্নিরিবেধিতঃ।
অথাশোকঃ সমাদায় রথং হেম-পরিষ্কৃতম্ ॥ ৭০
ভীমং সম্পাদয়ামাস রথেন রথসারথিঃ।
তমারুহ্য রথং তূর্ণং কৌন্তেয়ঃ শত্রুসূদনঃ ॥ ৭১
কালিঙ্গমভিদুদ্রাব তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ততঃ শ্রুতায়ুর্বলবান্ ভীমায় নিশিতান্ শরান্ ॥ ৭২
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
স কার্ম্মুকবরোৎসৃষ্টৈর্নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৩
সমাহতো মহারাজ কালিঙ্গেন মহাত্মনা।
সঞ্চুক্রুশে ভৃশং ভীমো দণ্ডাহত ইবোরগঃ ॥ ৭৪

সেই মহাযুদ্ধে অশ্বগণের লাগাম, জোয়াল, স্বর্ণভূষিত উজ্জ্বল রজ্জু, পৃষ্ঠে বদ্ধ পরিস্তোম (পালঙ্ক—গদী), প্রাস, বহুমূল্য ঋষ্টি, কবচ, ঢাল ও নানাপ্রকার বিচিত্র আস্তরণসমূহ এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া আছে দেখা যাইল।

ভীমসেন বহু প্রাস, বিচিত্র খড়্গ ও চকচকে অস্ত্রসমূহে সেই-স্থান পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহাতে মনে হইল—সেই স্থান পুষ্পসমূহে আচ্ছাদিত আছে।

মহাবল পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন লম্ফপ্রদান করত বহু রথীর নিকটেই যাইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ধ্বজার সহিত তরবারির সাহায্যে ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন।

তিনি পুনঃ পুনঃ লম্ফপ্রদান করিতে, চারিদিকে দৌড়াইতে এবং যুদ্ধের বিচিত্র নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যশস্বী ভীমসেনের এই পরাক্রম দেখিয়া সকল মানুষই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল।

তিনি বহু যোদ্ধাকে পদাঘাতে বধ করিলেন, কাহাদিগকে উপরে তুলিয়া সবেগে নিম্নে প্রোথিত করিয়া দিলেন, কাহাদিগকে তরবারিতে ছেদন করিলেন, অন্য সকল যোদ্ধাকে নিজের ভীষণ গর্জ্জনেই ভীত করিয়া ফেলিলেন এবং কত যোদ্ধাকে নিজের প্রবল বেগে ভূতলে পাতিত করিলেন। ৫৮-৬৫

অপর অনেক যোদ্ধা ইঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে পঞ্চত্ব (মৃত্যু) লাভ করিল। এইভাবে মৃত্যুবরণ করিতে থাকিলেও বেগশালী কালিঙ্গ বীরগণের সেই বিশাল বাহিনী রণক্ষেত্রে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে আবৃত করিয়া পুনরায় ভীমসেনের উপর ধাবিত হইল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! কলিঙ্গসৈন্যের অগ্রভাগে শ্রুতায়ুকে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অমিত আত্মবলসম্পন্ন কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ভীমসেনের বক্ষে নয়টি বাণে আঘাত করিলেন। কলিঙ্গ-রাজের বাণে আহত ভীমসেন তখন অঙ্কুশের প্রহারে পীড়িত হাতীর ন্যায় ক্রোধে ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন।

এই সময় ভীমসেনের রথ সারথি অশোক একটি স্বর্ণভূষিত রথ লইয়া ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে রথ-সম্পন্ন করিল।

শত্রুসূদন কুন্তীনন্দন ভীমসেন অতিক্রত সেই রথে আরোহণ করিয়া কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—যুদ্ধে অবস্থান কর অবস্থান কর।

তখন বলবান্ শ্রুতায়ু কুপিত হইয়া হস্তের অস্ত্রচালনানৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ভীমসেনের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মহাত্মা কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুকর্তৃক শ্রেষ্ঠ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে আহত হইয়া ভীমসেন দণ্ডের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৬৬-৭৪

ক্রুদ্ধশ্চ চাপমায়ম্য বলবদ্ বলিনাং বরঃ।
কালিঙ্গমবধীৎ পার্থো ভীমঃ সপ্তভিরায়সৈঃ ॥ ৭৫
ক্ষুরাভ্যাং চক্ররক্ষৌ চ কালিঙ্গস্য মহাবলৌ।
সত্যদেবঞ্চ সত্যঞ্চ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৭৬
ততঃ পুনরমেয়াত্মা নারাচৈর্নিশিতৈস্ত্রিভিঃ।
কেতুমন্তং রণে ভীমোঽগময়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৭৭
ততঃ কলিঙ্গাঃ সংক্রুদ্ধা ভীমসেনমমর্ষণম্।
অনীকৈর্বহুসাহস্রৈঃ ক্ষত্রিয়াঃ সমবারয়ন্ ॥ ৭৮
ততঃ শক্তি-গদা-খঙ্গ-তোমরর্ষ্টি-পরশ্বধৈঃ।
কলিঙ্গাশ্চ ততো রাজন্ ভীমসেনমবাকিরন্ ॥ ৭৯
সংনিবার্য্য স তাং ঘোরাং শরবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্।
গদামাদায় তরসা সংনিপত্য মহাবলঃ ॥ ৮০
ভীমঃ সপ্ত শতান্ বীরাননয়দ্ যমসাদনম্।
পুনশ্চৈব দ্বিসাহস্রান্ কলিঙ্গানরিমর্দনঃ ॥ ৮১
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
এবং স তান্যনীকানি কলিঙ্গানাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২
বিভেদ সমরে তূর্ণং প্রেক্ষ্য ভীষ্মং মহারথম্।
হতারোহাশ্চ মাতঙ্গাঃ পাণ্ডবেন কৃতা রণে ॥ ৮৩
বিপ্রজগ্মুরনীকেষু মেঘা বাতহতা ইব।
মৃদ্গন্তঃ স্বান্যনীকানি বিনদন্তঃ শরাতুরাঃ ॥ ৮৪
ততো ভীমো মহাবাহুঃ খঙ্গহস্তো মহাভুজ।
সম্প্রহৃষ্টো মহাঘোষং শঙ্খং প্রাধ্মাপয়দ্ বলী ॥ ৮৫
সর্ব্বকালিঙ্গ-সৈন্যানাং মনাংসি সমকম্পয়ৎ।
মোহশ্চাপি কলিঙ্গানামাবিবেশ পরন্তপ ॥ ৮৬
প্রাকম্পন্ত চ সৈন্যানি বাহনানি চ সর্ব্বশঃ।
ভীমেন সমরে রাজন্ গজেন্দ্রেণেব সর্ব্বশঃ ॥৮৭
মার্গান্ বহুন্ বিচরতা ধাবতা চ ততস্ততঃ।
মুহুরুৎপততা চৈব সম্মোহঃ সমপদ্যত ॥ ৮৮
ভীমসেনভয়ত্রস্তং সৈন্যঞ্চ সমকম্পয়ৎ।
ক্ষোভ্যমাণমসম্বাধং গ্রাহেণেব মহৎ সরঃ ॥ ৮৯
ত্রাসিতেষু চ সর্ব্বেষু ভীমেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
পুনরাবর্ত্তমানেষু বিদ্রবৎসু চ সঙ্ঘশঃ ॥ ৯০

বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সুদৃঢ় ধনুকে সবলে আকর্ষণ করত লৌহনির্ম্মিত সাতটি বাণে কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুকে আহত করিলেন ॥ ৭৫

তারপর দুইটি ক্ষুরনামক বাণে কলিঙ্গরাজের চক্ররক্ষক মহাবল সত্যদেব ও সত্যকে যমলোকে পাঠাইলেন ॥ ৭৬

অনন্তর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ভীমসেন তিনটি তীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা রণক্ষেত্রে কেতুমান্‌কে নিহত করিয়া যমলোকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৭৭

তখন কলিঙ্গদেশীয় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কয়েক হাজার সৈন্যের সহিত আসিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত অমর্ষশীল ভীমসেনের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন ॥ ৭৮

রাজন্! সেই সময় কলিঙ্গযোদ্ধারা ভীমসেনের উপর শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশু বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭৯

সেই সমুত্থিত প্রচণ্ড বাণবর্ষণকে নিবারিত করিয়া মহাবল ভীমসেন হাতে গদা লইয়া সবেগে কলিঙ্গসৈন্যদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। তারপর সেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুমর্দ্দন ভীমসেন প্রথমে সাতশত বীরকে যমলোকে পাঠাইলেন। পুনরায় দুই হাজার কলিঙ্গসৈন্যকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

এইরূপে ভীমসেন মহারথী ভীষ্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলিঙ্গদেশের সৈন্যগণকে বারংবার সমরভূমিতে অতিদ্রুত বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥

সেই রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন কর্ত্তৃক আরোহীরা নিহত হইলে পর বহু মদমত্ত হস্তী বায়ুদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত মেঘের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং নিজেদেরই সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে বাণের দ্বারা পীড়িত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৮০-৮৪

তারপর মহাবাহু ভীমসেন হাতে খড়্গ লইয়া অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনিদ্বারা সমস্ত কলিঙ্গসৈন্যের চিত্ত কম্পিত করিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা তখন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৮৫-৮৭

রাজন্! সেই সমরাঙ্গণে গজরাজের ন্যায় বিভিন্ন মার্গে বিচরণকারী এবং এদিক্ ওদিকে ধাবিত ভীমসেনের ভয়ে সমস্ত সৈন্যগণ ও বাহনসকল কাঁপিতে লাগিল। ভীমসেন বারবার লাফাইতে থাকিলে সকলেই ভয়ে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥৮৭-৮৮

যেরূপ কোন বৃহৎ সরোবর গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) কর্ত্তৃক নির্বাধে মথিত হইলে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ এই বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীমসেনকর্ত্তৃক নির্বাধে মথিত হইয়া ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল ॥৮৯

অদ্ভুত কর্ম্মকারী ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত করিয়া দিলে কলিঙ্গদেশের সৈন্যরা যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে পলায়ন করিতে লাগিল

সর্বকালিঙ্গ-যোধেষু পাণ্ডূনাং ধ্বজিনীপতিঃ।
অব্রবীৎ স্বান্যনীকানি যুধ্যধ্বমিতি পার্ষতঃ ॥ ৯১
সেনাপতিবচঃ শ্রুত্বা শিখণ্ডিপ্রমুখা গণাঃ।
ভীমমেবাভ্যবর্ত্তন্ত রথানীকৈঃ প্রহারিভিঃ ॥ ৯২
ধর্মরাজশ্চ তান্ সর্বানুপজগ্রাহ পাণ্ডবঃ।
মহতা মেঘবর্ণেন নাগানীকেন পৃষ্ঠতঃ ॥ ৯৩
এবং সংনোদ্য সর্বাণি স্বান্যনীকানি পার্ষতঃ।
ভীমসেনস্য জগ্রাহ পার্ষ্ণিং সৎপুরুষৈর্বৃতঃ ॥ ৯৪
ন হি পাঞ্চালরাজস্য লোকে কশ্চন বিদ্যতে।
ভীম-সাত্যকয়োরন্যঃ প্রাণেভ্যঃ প্রিয়কৃত্তমঃ ॥ ৯৫
সোঽপশ্যচ্চ কলিঙ্গেষু চরন্তমরিসূদনঃ।
ভীমসেনং মহাবাহুং পার্ষতঃ পরবীরহা ॥ ৯৬
ননর্দ বহুধা রাজন্ হৃষ্টশ্চাসীৎ পরন্তপঃ।
শঙ্খং দধ্মৌ চ সমরে সিংহনাদং ননাদ চ ॥ ৯৭

এবং কিয়দ্দূর পলাইয়া (রাজভয়ে) আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল, তখন পাণ্ডবসেনাপতি দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেদের সকল সৈন্যকে বলিলেন,—বীরগণ! উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৯০-৯১

সেনাপতির বাক্য শুনিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথগণ প্রহার-কুশল রথী সৈন্যদের সহিত ভীমসেনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ৯২

তারপর পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হস্তিগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া তাঁহাদের সকলের সহায়তা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩

এইরূপে দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের সমগ্র সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সহিত ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিবার ভার সহস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ৯৪

জগতে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট ভীমসেন ও সাত্যকি ব্যতীত এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইতে পারে ॥ ৯৫

শত্রুবীরগণনাশক অরিহন্তা দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবাহু ভীমসেনকে কলিঙ্গসৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন। ৯৬

রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়াই শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নের হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার গর্জন করিতে লাগিলেন এবং সমরাঙ্গণে শঙ্খধ্বনি করিলেন ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯৭

স চ পারাবতাশ্বস্য রথে হেমপরিষ্কৃতে।
কোবিদারধ্বজং দৃষ্ট্বা ভীমসেনঃ সমাশ্বসৎ ॥ ৯৮
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু তং দৃষ্ট্বা কলিঙ্গৈঃ সমভিদ্রুতম্।
ভীমসেনমমেয়াত্মা ত্রাণায়াজৌ সমভ্যয়াৎ ॥ ৯৯
তৌ দূরাৎ সাত্যকিং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন-বৃকোদরৌ।
কলিঙ্গান্ সমরে বীরৌ যোধয়েতাং মনস্বিনৌ ॥ ১০০
স তত্র গত্বা শৈনেয়ো জবেন জয়তাং বরঃ।
পার্থ-পার্ষতয়োঃ পার্ষ্ণিং জগ্রাহ পুরুষর্ষভঃ ॥ ১০১
স কৃত্বা দারুণং কর্ম প্রগৃহীতশরাসনঃ।
আস্থিতো রৌদ্রমাত্মানং কলিঙ্গানন্ববৈক্ষত ॥ ১০২
কলিঙ্গপ্রভবাং চৈব মাংস-শোণিতকর্দমাম্।
রুধিরস্যন্দিনীং তত্র ভীমঃ প্রাবর্ত্তয়ন্নদীম্ ॥ ১০৩
অন্তরেণ কলিঙ্গানাং পাণ্ডবানাঞ্চ বাহিনীম্।
তাং সন্ততার দুস্তারাং ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ১০৪

পারাবতের (পায়রা) ন্যায় ধূসর বর্ণের অশ্ব যাঁহার রথে যোজিত ছিল, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের স্বর্ণভূষিত রথে কোবিদার-বৃক্ষের চিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতে দেখিয়া ভীমসেন আশ্বাসিত হইলেন। ৯৮

কলিঙ্গসৈন্যরা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইয়াছে দেখিয়া অপরিসীম আত্মবলসম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৯৯

সেই সমরাঙ্গণে মনস্বী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন সাত্যকিকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া অধিক উৎসাহভরে কলিঙ্গসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০০

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান সাত্যকি অতি দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত হইয়া ভীমসেন ও সাত্যকির পৃষ্ঠ-পোষণ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ ইঁহাদের উভয়ের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১০১

তিনি হাতে ধনু লইয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় রৌদ্ররূপ ধারণ করত কলিঙ্গসৈন্যগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ১০২

ভীমসেন এই স্থানে এক ভয়ঙ্কর নদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহা কলিঙ্গসৈন্যরূপ উৎপত্তি-স্থান হইতে নির্গত হইতেছিল। উহাতে মাংস ও শোণিত ছিল কর্দমস্বরূপ এবং ঐ নদী রক্তের ধারা বহন করিতেছিল। ১০৩

কলিঙ্গ ও পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যভাগে প্রবাহিতা রক্তে দুস্তরা ঐ নদীকে মহাবল ভীমসেন স্বীয় পরাক্রমে পার হইয়াছিলেন। ১০৪

ভীমসেনং তথা দৃষ্ট্বা প্রাক্রোশংস্তাবকা নৃপ।
কালোঽয়ং ভীমরূপেণ কলিঙ্গৈঃ সহ যুধ্যতে ॥ ১০৫
ততঃ শান্তনবো ভীষ্মঃ শ্রুত্বা তং নিনদং রণে।
অভ্যয়াৎ ত্বরিতো ভীমং ব্যূঢ়ানীকঃ সমন্ততঃ ॥ ৬
তং সাত্যকির্ভীমসেনো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
অভ্যদ্রবন্ত ভীষ্মস্য রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ১০৭
পরিবার্য্য তু তে সর্বে গাঙ্গেয়ং তরসা রণে।
ত্রিভিস্ত্রিভিঃ শরৈর্ঘোরৈর্ভীষ্মমানচ্ছুরোজসা ॥ ১০৮
প্রত্যবিধ্যত তান্ সর্বান্ পিতা দেবব্রতস্তব।
যতমানান্ মহেষ্বাসাংস্ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ১০৯
ততঃ শরসহস্রেণ সংনিবার্য্য মহারথান্।
হয়ান্ কাঞ্চনসন্নাহান্ ভীমস্য ন্যহনচ্ছরৈঃ ॥ ১১০
হতাশ্বে স রথে তিষ্ঠন্ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
শক্তিং চিক্ষেপ তরসা গাঙ্গেয়স্য রথং প্রতি ॥ ১১১
অপ্রাপ্তামথ তাং শক্তিং পিতা দেবব্রতস্তব।
ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে সা পৃথিব্যামশীর্য্যত ॥ ১১২
ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্বীং প্রগৃহ্য বলবান্ গদাম্।
ভীমসেনস্ততস্তূর্ণং পুপ্লুবে মনুজর্ষভ ॥ ১১৩
সাত্যকোঽপি ততস্তূর্ণং ভীমস্য প্রিয়কাম্যয়া।
গাঙ্গেয়সারথিং তূর্ণং পাতয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ১১৪
ভীষ্মস্তু নিহতে তস্মিন্ সারথৌ রথিনাং বরঃ।
বাতায়মানৈস্তৈরশ্বৈরপনীতো রণাজিরাৎ ॥ ১১৫
ভীমসেনস্ততো রাজন্নপযাতে মহাব্রতে।
প্রজজ্বাল যথা বহ্নির্দহন্ কক্ষমিবৈধিতঃ ॥ ১১৬
স হত্বা সর্বকালিঙ্গান্ সেনামধ্যে ব্যতিষ্ঠত।
নৈনমভ্যুৎসহন্ কেচিৎ তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ১১৭
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তমারোপ্য স্বরথে রথিনাং বরঃ।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানামপোবাহ যশস্বিনম্ ॥ ১১৮
সম্পূজ্যমানঃ পাঞ্চালৈর্মৎস্যৈশ্চ ভরতর্ষভ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং পরিষ্বজ্য সমেয়াদথ সাত্যকিম্ ॥ ১১৯

রাজন্! ভীমসেনকে সেইরূপে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—সাক্ষাৎ কালই এই ভীমসেনের রূপ ধারণ করিয়া কলিঙ্গসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ১০৫

তারপর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রণভূমিতে সেই কোলাহল শুনিয়া নিজ সৈন্যগণকে সর্ব্বদিকে ব্যূহবদ্ধ করত অতি সত্বর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১০৬

ভীষ্মের সেই স্বর্ণভূষিত রথের উপর সাত্যকি, ভীমসেন ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন একত্রে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০৭

তাঁহারা সকলে রণস্থলে গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে সবেগে আবৃত করিয়া তিনটি তিনটি করিয়া ভয়ঙ্কর বাণে তাঁহাকে যথাশক্তি পীড়িত করিলেন ॥ ১০৮

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সেখানে যুদ্ধের জন্য যত্নপরায়ণ ঐ সব মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদিগকে সরলগামী তিনটি তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন ॥ ১০৯

অনন্তর এক সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই তিন মহারথীকে নিবারণ করত স্বর্ণভূষায় সজ্জিত ভীমসেনের অশ্বগুলিকে স্বীয় বাণসমূহে নিহত করিলেন ॥ ১১০

অশ্ব নিহত হইলে সেই রথেই অবস্থান করত প্রতাপশালী ভীমসেন ভীষ্মের রথের উপর সবেগে একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১১

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নিজের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সেই শক্তিকে তিনখণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ঐ শক্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ১১২

নরশ্রেষ্ঠ! তখন বলবান্ ভীমসেন সমগ্র অংশই লৌহের সারভাগ দিয়া নির্ম্মিত ভারবহা গদা হাতে লইয়া অতি দ্রুত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ১১৩

এদিকে সাত্যকিও ভীমসেনের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় অতি সত্বর ভীষ্মের সারথিকে স্বীয় বাণসমূহে বিনাশ করিলেন ॥ ১১৪

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সারথি নিহত হইলে বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা রণভূমি হইতে অপনীত হইলেন ॥ ১১৫

রাজন্! মহাব্রতধারী ভীষ্ম রণভূমি হইতে চলিয়া যাইলে ভীমসেন তৃণাদিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন ॥ ১১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন সকল কলিঙ্গ-সেনাকে সংহার করিয়া সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে থাকিলে, স্বীয় সৈন্যদেরও কেহ তাঁহার নিকট যাইতে সাহস পাইল না ॥ ১১৭

তারপর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন যশস্বী ভীমসেনকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া সকল সৈন্যের প্রত্যক্ষেই নিজ সৈন্য দলমধ্যে লইয়া যাইলেন ॥ ১১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাদিগের

অথাব্রবীদ্ ভীমসেনং সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
প্রহর্ষয়ন্ যদুব্যাঘ্রো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পশ্যতঃ॥ ১২০
দিষ্ট্যা কলিঙ্গরাজশ্চ রাজপুত্রশ্চ কেতুমান্।
শক্রদেবশ্চ কালিঙ্গঃ কলিঙ্গাশ্চ মৃধে হতাঃ॥ ১২১
স্ববাহুবলবীর্য্যেণ নাগাশ্ব-রথসঙ্কুলঃ।
মহাপুরুষভূয়িষ্ঠো ধীরযোধনিষেবিতঃ॥ ১২২
মহাব্যূহঃ কলিঙ্গানামেকেন মৃদিতস্ত্বয়া।
এবমুক্ত্বা শিনের্নপ্তা দীর্ঘবাহুররিন্দম।
রথাদ্ রথমভিক্রত্য পর্য্যষ্বজত পাণ্ডবম্॥ ১২৩
ততঃ স্বরথমাস্থায় পুনরেব মহারথঃ।
তাবকানবধীৎ ক্রুদ্ধো ভীমস্য বলমাদধৎ॥ ১২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বিতীয়ে যুদ্ধদিবসে কলিঙ্গরাজবধে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পর মিলিত হইলেন॥ ১১৯

সেই সময় সত্যপরাক্রমী যদুকুলশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখেই ভীমসেনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এইরূপ বলিলেন॥ ১২০

বীরবর! অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় যে, কলিঙ্গরাজ, ভানুমান্, রাজকুমার কেতুমান্, কলিঙ্গবীর শক্রদেব ও অন্যান্য বহুসংখ্যক কলিঙ্গ-সৈন্য আপনার দ্বারা নিহত হইয়াছে॥ ১২১

আপনি একাকীই স্বীয় বাহুর বল ও পরাক্রমে কলিঙ্গদেশের সেই বিশাল সৈন্যব্যূহকে বিধ্বস্ত করিয়া মৃত্তিকায় পরিণত করিয়াছেন, যে মহাব্যূহমধ্যে বহু হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ ছিল। ইহাতে অধিকাংশ সৈন্যই মহাপুরুষ ছিলেন। অগণিত ধীর বীর যোদ্ধা ঐ মহাব্যূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন॥ ১২২

শত্রুদমন নরেশ! এই কথা বলিয়া শিনির নাতী দীর্ঘবাহু সাত্যকি নিজ রথ হইতে লাফাইয়া ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন॥ ১২৩

তারপর ক্রুদ্ধ মহারথ সাত্যকি পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ করত ভীমসেনের বলবর্দ্ধন করিতে করিতে আপনার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ১২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বিতীয়-দিবসের যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ-বধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোরর্জুনস্য চ পরাক্রমঃ, দ্বিতীয়দিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

গতপূর্বাহ্নভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি ভারত।
রথ-নাগাশ্ব-পত্তীনাং সাদিনাঞ্চ মহাক্ষয়ে॥ ১
দ্রোণপুত্রেণ শল্যেন কৃপেণ চ মহাত্মনা।
সমসজ্জত পাঞ্চাল্যস্ত্রিভিরেতৈর্মহারথৈঃ॥ ২
স লোকবিদিতানশ্বান্ নিজঘান মহাবলঃ।
দ্রৌণেঃ পাঞ্চালদায়াদঃ শিতৈর্দশভিরাশুগৈঃ॥ ৩
ততঃ শল্যরথং তূর্ণমাস্থায় হতবাহনঃ।
দ্রৌণিঃ পাঞ্চালদায়াদমভ্যবর্ষদথেষুভিঃ॥৪
ধৃষ্টদ্যুম্নং তু সংযুক্তং দ্রৌণিনা বীক্ষ্য ভারত।
সৌভদ্রোঽভ্যপতৎ তূর্ণং বিকীরন্ নিশিতান্ শরান্॥ ৫

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অভিমন্যু ও অর্জুনের পরাক্রম এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধসমাপ্তি।]

সঞ্জয় কহিলেন,—ভারত! সেই দ্বিতীয় দিনে যখন পূর্ব্বাহ্নের অধিক ভাগই অতীত হইয়া যাইল এবং বহুসংখ্যক রথ, হস্তী, পদাতিক সৈন্য ও আরোহীদিগের গুরুতর সংহার হইতে থাকিল, সেই সময় পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন একাকীই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, শল্য ও মহাত্মা কৃপাচার্য্য এই তিন মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ১-২

মহাবল পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দশটি শীঘ্রগামী বাণে অশ্বত্থামার বিশ্ববিখ্যাত অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন॥৩

বাহনসকল নিহত হইলে অশ্বত্থামা শীঘ্রই শল্যের রথে আরোহণ করিলেন এবং সেখান হইতেই ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন॥ ৪

ভরতনন্দন! ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধরত দেখিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রুত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ৫

স শল্যং পঞ্চবিংশত্যা কৃপঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ।
অশ্বত্থামানমষ্টাভির্বিব্যাধ পুরুষর্ষভঃ॥ ৬

আর্জুনিং তু ততস্তূর্ণং দ্রৌণির্বিব্যাধ পত্রিণা।
শল্যোঽথ দশভিশ্চৈব কৃপশ্চ নিশিতৈস্ত্রিভিঃ॥ ৭

লক্ষ্মণস্তব পৌত্রস্তু সৌভদ্রং সমবস্থিতম্।
অভ্যবর্ত্তত সংহৃষ্টস্ততো যুদ্ধমবর্ত্তত॥ ৮

দৌর্য্যধনিঃ সুসংক্রুদ্ধঃ সৌভদ্রং পরবীরহা।
বিব্যাধ সমরে রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৯

অভিমন্যুঃ সুসংক্রুদ্ধো ভ্রাতরং ভরতর্ষভ।
শরৈঃ পঞ্চশতা রাজন্ ক্ষিপ্রহস্তোঽভ্যবিধ্যত॥ ১০

লক্ষ্মণোঽপি পুনস্তস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ পত্রিণা।
মুষ্টিদেশে মহারাজ ততস্তে চুক্রুশুর্জনাঃ॥ ১১

তদ্ বিহায় ধনুশ্ছিন্নং সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অন্যদাদত্তবাংশ্চিত্রং কার্মুকং বেগবত্তরম্॥ ১২

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু শল্যকে পাঁচশ, কৃপাচার্য্যকে নয় এবং অশ্বত্থামাকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ৬

তখন অশ্বত্থামা অতিসত্বর একটি বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর শল্য দশ ও কৃপাচার্য্য তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে আঘাত করিলেন॥ ৭

তদনন্তর আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া হর্ষ ও উৎসাহের সহিত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥ ৮

রাজন্! শত্রুবীরনাশী দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমরাঙ্গণে (অনেক বাণে) অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল॥ ৯

মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা দেখিয়া শীঘ্রতাসহকারে হস্তচালনায় নিপুণ বীর অভিমন্যু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পঞ্চাশটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ১০

রাজন্! তখন লক্ষ্মণও পুনরায় একটি বাণদ্বারা ধনুর মুষ্টিদেশে ছেদন করিলেন। সেই সময় আপনার সৈন্যগণ হর্ষে কোলাহল করিয়া উঠিল॥ ১১

শত্রুবীরনাশী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ও বিচিত্র ধনু গ্রহণ করিলেন॥ ১২

তৌ তত্র সমরে যুক্তৌ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
অন্যোন্যং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্জঘ্নতুঃ পুরুষর্ষভৌ॥ ১৩

ততো দুর্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা পুত্রং মহারথম্।
পীড়িতং তব পৌত্রেণ প্রায়াৎ তত্র প্রজেশ্বরঃ॥ ১৪

সংনিবৃত্তে তব সুতে সর্ব এব জনাধিপাঃ।
আর্জুনিং রথবংশেন সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্॥ ১৫

স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূরো যুধি সুদুর্জয়ৈঃ।
ন স্ম প্রব্যথতে রাজন্ কৃষ্ণতুল্যপরাক্রমঃ॥ ১৬

সৌভদ্রমথ সংসক্তং দৃষ্ট্বা তত্র ধনঞ্জয়ঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন ত্রাতুকামঃ স্বমাত্মজম্॥ ১৭

ততঃ সরথ-নাগাশ্বা ভীষ্ম-দ্রোণপুরোগমাঃ।
অভ্যবর্ত্তন্ত রাজানঃ সহিতাঃ সব্যসাচিনম্॥ ১৮

উদ্ভূতং সহসা ভৌমং নাগাশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ।
দিবাকররথং প্রাপ্য রজস্তীব্রমদৃশ্যত॥ ১৯

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই যুদ্ধস্থলে পরস্পরের অস্ত্রসমূহ নিবারণ ও প্রতীকার করিবার ইচ্ছা রাখিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ১৩

তখন প্রজেশ্বর রাজা দুর্য্যোধন নিজ মহারথী পুত্রকে আপনার পৌত্র অভিমন্যুকর্ত্তৃক পীড়িত দেখিয়া সেখানে স্বয়ংই উপস্থিত হইলেন॥ ১৪

আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কৌরবপক্ষের সকল নরপতিগণ বিশাল রথসেনাদ্বারা অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে চারিদিকে আবৃত করিলেন॥ ১৫

রাজন্ অভিমন্যুর পরাক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ ছিল। তিনি যুদ্ধে অত্যন্ত দুর্জয় সেই বীরগণকর্ত্তৃক আবৃত হইলেও ব্যথিত বা চিন্তিত হইলেন না॥ ১৬

এই সময় অর্জুন স্বপুত্র অভিমন্যুকে সেইস্থলে যুদ্ধে নিরত দেখিয়া উঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অতিবেগে সেখানে আসিলেন॥ ১৭

ইহা দেখিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রভৃতি সকল কৌরবপক্ষীয় রাজারা রথ, অশ্ব ও হস্তীতে পূর্ণ সৈন্যবাহিনীর সহিত একসঙ্গে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১৮

সেই সময় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্যবাহিনীকর্ত্তৃক উত্থাপিত পৃথিবীর তীব্র ধূলিতে সহসা সূর্য্যের রথ পর্য্যন্ত যাইয়া সর্ব্বদিক্ ব্যাপ্ত হইতে দেখা যাইল॥ ১৯

তানি নাগসহস্রাণি ভূমিপালশতানি চ।
তস্য বাণপথং প্রাপ্য নাভ্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥ ২০
প্রণেদুঃ সর্বভূতানি বভূবুস্তিমিরা দিশঃ।
কুরূণাং চানয়স্তীব্রঃ সমদৃশ্যত দারুণঃ ॥ ২১
নাপ্যন্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমির্ন চ ভাস্করঃ।
প্রজজ্ঞে ভরতশ্রেষ্ঠ শস্ত্রসঙ্ঘৈঃ কিরীটিনঃ ॥ ২২
সাদিতা রথ-নাগাশ্চ হতাশ্বা রথিনো রণে।
বিপ্রক্রুতরথাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে রথযূথপাঃ ॥ ২৩
বিরথা রথিনশ্চান্যে ধাবমানাঃ সমন্ততঃ।
তত্র তত্রৈব দৃশ্যন্তে সায়ুধাঃ সাঙ্গদৈর্ভুজৈঃ ॥২৪
হয়ারোহা হয়াংস্ত্যক্ত্বা গজারোহাশ্চ দন্তিনঃ।
অর্জুনস্য ভয়াদ্ রাজন্ সমন্তাদ্ বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৫
রথেভ্যশ্চ গজেভ্যশ্চ হয়েভ্যশ্চ নরাধিপাঃ।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তেঽর্জুনসায়কৈঃ ॥২৬
সগদানুদ্যতান্ বাহূন্ সখঙ্গাংশ্চ বিশাম্পতে।
সপ্রাসাংশ্চ সতূণীরান্ সশরান্ সশরাসনান্ ॥ ২২

সাঙ্কুশান্ সপতাকাংশ্চ তত্র তত্রার্জুনো নৃণাম্।
নিচকর্ত শরৈরুগ্রৈ রৌদ্রং বপুরধারয়ৎ ॥ ২৮
পরিঘানাং প্রদীপ্তানাং মুদ্গরাণাঞ্চ মারিষ।
প্রাসানাং ভিন্দিপালানাং নিস্ত্রিংশানাঞ্চ সংযুগে ॥২৯
পরশ্বধানাং তীক্ষ্ণানাং তোমরাণাঞ্চ ভারত।
বর্মণাং চাপবিদ্ধানাং কাঞ্চনানাঞ্চ ভূমিপ ॥ ৩০
ধ্বজানাং চর্মণাঞ্চৈব ব্যজনানাঞ্চ সর্বশঃ।
ছত্রাণাং হেমদণ্ডানাং তোমরাণাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
প্রতোদানাঞ্চ যোক্ত্রাণাং কশানাঞ্চৈব মারিষ।
রাশয়ঃ স্মাত্র দৃশ্যন্তে বিনিকীর্ণা রণক্ষিতৌ ॥ ৩২
নাসীৎ তত্র পুমান্ কশ্চিৎ তব সৈন্যস্য ভারতঃ।
যোঽর্জুনং সমরে শূরং প্রত্যুদ্যায়াৎ কথঞ্চন ॥ ৩৩
যো যো হি সমরে পার্থং প্রত্যুদ্যাতি বিশাম্পতে।
স সংখ্যে বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরলোকায় নীয়তে ॥৩৪
তেষু বিদ্রবমাণেষু তব যোধেষু সর্বশঃ।
অর্জুনো বাসুদেবশ্চ দধ্মতুর্বারিজোত্তমৌ ॥ ৩৫

এদিকে সহস্র হস্তী ও শত নরপতি অর্জুনের বাণসমূহের পথ-মধ্যে আসিয়া কোনরূপেই আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সেই সময় সমস্ত প্রাণী আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন কৌরবগণের দুঃসহ ও ভয়ঙ্কর অন্যায়ের পরিণাম প্রত্যক্ষ দেখা যাইল। কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহে সব কিছু আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ায় আকাশ, দিক্, পৃথিবী ও সূর্য্য কোন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ২০-২২

সেই রণভূমিতে বহুসংখ্যক রথ ভাঙ্গিয়া পড়িল, বহু হস্তী নিহত হইল এবং বহু রথযূথপতিগণকে রথ লইয়া পলায়ন করিতে দেখা যাইল ॥ ২৩

অন্যান্যও বহু রথী রথহীন হইয়া অঙ্গদভূষিত বাহুতে অস্ত্র ধারণ করত যেখানে সেখানে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন—দেখিতে পাওয়া যাইল ॥ ২৪

মহারাজ! অর্জুনের ভয়ে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বগণকে এবং হস্ত্যারোহী যোদ্ধারা হস্তীদিগকে ত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ২৫

সেখানে বহু নরপতিকে অর্জুনের বাণে নিহত হইয়া রথসমূহ এবং হস্তী ও অশ্বসকল হইতে পতিত হইতে এবং পতনোন্মুখ অবস্থায় দেখা যাইল ॥ ২৬

প্রজানাথ! অর্জুন সেই রণাঙ্গনে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় উগ্র বাণসমূহে যোদ্ধাদিগের উপরে উত্তোলিত হস্তগুলিকে, যাহাদের মধ্যে গদা, খড়্গ, প্রাস, তূণীর, ধনুর্বাণ, অঙ্কুশ ও ধ্বজপতাকাদি শোভা পাইতেছিল, ছেদন করিলেন ॥ ২৭-২৮

আর্য্য! ভরতনন্দন! ভূপাল! সেই রণভূমিতে পতিত প্রদীপ্ত পরিঘ, মুদ্গর, প্রাস, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশু, তীক্ষ্ণ তোমর, স্বর্ণময় কবচ, ধ্বজ, ঢাল, স্বর্ণদণ্ডে বিভূষিত ছত্র, ব্যজন, প্রতোদ (চাবুক), যোক্ত্র (জোয়াল), কশা ও অঙ্কুশের রাশি দেখিতে পাওয়া যাইল ॥ ২৯-৩২

ভারত! সেই সময় আপনার সৈন্যমধ্যে কোন এরূপ পুরুষ ছিলেন না, যিনি সমরে বীরবর অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেন ॥ ৩৩

প্রজানাথ! সেই রণাঙ্গনে যে যে বীর অর্জুনের দিকে অগ্রগমন করিয়াছেন, তিনি সেই সেই বীরকেই তীক্ষ্ণবাণসমূহে পরলোকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩৪

তারপর আপনার যোদ্ধারা রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া অর্জুন ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ৩৫

তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা পিতা দেবব্রতস্তব।
অব্রবীৎ সমরে শূরং ভারদ্বাজং স্ময়ন্নিব ॥ ৩৬
এষ পাণ্ডুসুতো বীরঃ কৃষ্ণেন সহিতো বলী।
তথা করোতি সৈন্যানি যথা কুর্য্যাদ্ ধনঞ্জয়ঃ ॥৩৭
ন হ্যেষ সমরে শক্যো বিজেতুং হি কথঞ্চন।
যথাস্য দৃশ্যতে রূপং কালান্তকযমোপমম্ ॥ ৩৮
ন নিবর্তয়িতুঞ্চাপি শক্যেয়ং মহতী চমূঃ।
অন্যোন্যপ্রেক্ষয়া পশ্য দ্রবতীয়ং বরূথিনী ॥ ৩৯
এষ চাস্তং গিরিশ্রেষ্ঠং ভানুমান্ প্রতিপদ্যতে।
চক্ষূংষি সর্বলোকস্য সংহরন্নিব সর্বথা ॥ ৪০
তত্রাবহারং সম্প্রাপ্তং মন্যেঽহং পুরুষর্ষভ।
শ্রান্তা ভীতাশ্চ নো যোধা ন যোৎস্যন্তি কথঞ্চন ॥ ৪১

কৌরবসৈন্যগণকে এইরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম বীরবর দ্রোণাচার্য্যকে যেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই বলবান্ বীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন কৌরবসৈন্যদের সেইরূপ অবস্থা করিল, যাহা তাহার করিবার যোগ্য ছিল ॥ ৩৭

ইহাকে কোনরূপেই এখন জয় করা যাইবে না, কারণ, ইহার রূপ বর্ত্তমানে প্রলয়কালের যমরাজের ন্যায় দেখা যাইতেছে ॥ ৩৮

এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে এখন নিবৃত্ত করাও যাইবে না। দেখুন—সমস্ত সৈন্যই পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুত পলায়ন করিতেছে ॥ ৩৯

এদিকে এই ভগবান্ সূর্য্যদেব সমগ্র জগদ্বাসীর নয়নের জ্যোতি সর্ব্বপ্রকারে হরণ করিতে করিতে গিরিশ্রেষ্ঠ অস্তাচলে গমন করিতেছেন ॥ ৪০

এবমুক্ত্বা ততো ভীষ্মো দ্রোণমাচার্য্যসত্তমম্।
অবহারমথো চক্রে তাবকানাং মহারথঃ ॥ ৪২
(ততঃ সরথ-নাগাশ্বা জয়ং প্রাপ্য সসোমকাঃ।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব প্রণেদুশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
প্রযযুঃ শিবিরায়ৈব ধনঞ্জয়পুরস্কৃতাঃ।
বাদিত্রঘোষৈঃ সংহৃষ্টাঃ প্রনৃত্যন্তো মহারথাঃ ॥)
অতোঽবহারঃ সৈন্যানাং তব তেষাঞ্চ ভারত।
অস্তং গচ্ছতি সূর্য্যেঽভূৎ সন্ধ্যাকালে চ বর্ততি ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বিতীয়দিবসযুদ্ধাবহারে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

নরশ্রেষ্ঠ! অতএব আমি বর্ত্তমানে সমস্ত সৈন্যকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। আমাদের সকল যোদ্ধাই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহারা কোনরূপেই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৪১

আচার্য্যপ্রবর দ্রোণকে এই কথা বলিয়া মহারথী ভীষ্ম আপনার সকল সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইলেন ॥ ৪২

(তারপর রথ, হস্তী ও অশ্বসকলের সহিত সোমক, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বীরগণ বিজয়লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সব মহারথীরা বিজয়সূচক বাদ্যধ্বনির সহিত অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অর্জুনকে অগ্রে রাখিয়া শিবির অভিমুখে গমন করিলেন)

ভারত! এই রূপে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে সন্ধ্যার সময় আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যবাহিনী শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বিতীয়দিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[তৃতীয়-দিবসে কৌরবাণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ব্যূহনির্ম্মাণম্, যুদ্ধারম্ভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

প্রভাতায়াঞ্চ শর্ব্বর্য্যাং ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা।
অনীকান্যনুসংযানে ব্যাদিদেশাথ ভারত ॥ ১

গারুড়ঞ্চ মহাব্যূহং চক্রে শান্তনবস্তদা।
পুত্রাণাং তে জয়াকাঙ্ক্ষী ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ ॥ ২

গরুড়স্য স্বয়ং তুণ্ডে পিতাদেবব্রতস্তব।
চক্ষুষী চ ভরদ্বাজঃ কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৩

অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব শীর্ষমাস্তাং যশস্বিনৌ।
ত্রৈগর্তৈরথ কৈকেয়ৈর্বাটধানৈশ্চ সংযুগে ॥ ৪

ভূরিশ্রবাঃ শলঃ শল্যো ভগদত্তশ্চ মারিষ।
মদ্রকাঃ সিন্ধুসৌবীরাস্তথা পাঞ্চনদাশ্চ যে ॥ ৫

জয়দ্রথেন সহিতা গ্রীবায়াং সংনিবেশিতাঃ।
পৃষ্ঠে দুর্য্যোধনো রাজা সোদর্য্যৈঃ সানুগৈর্বৃতঃ ॥ ৬

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজাশ্চ শকৈঃ সহ।
পুচ্ছমাসন্ মহারাজ শূরসেনাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৭

মাগধাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ দাসেরকগণৈঃ সহ।
দক্ষিণং পক্ষমাসাদ্য স্থিতা ব্যূহস্য দংশিতাঃ ॥ ৮

কারূষাশ্চ বিকুঞ্জাশ্চ মুণ্ডাঃ কুণ্ডীবৃষাস্তথা।
বৃহদ্বলেন সহিতা বামং পার্শ্বমবস্থিতাঃ ॥ ৯

ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা তু তৎ সৈন্যং সব্যসাচী পরন্তপঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নেন সহিতঃ প্রত্যব্যূহত সংযুগে ॥ ১০

অর্দ্ধচন্দ্রেণ ব্যূহেন ব্যূহং তমতিদারুণম্।
দক্ষিণং শৃঙ্গমাস্থায় ভীমসেনো ব্যরোচত ॥ ১১

নানাশস্ত্রৌঘসম্পন্নৈর্নানাদেশ্যৈর্নৃপৈর্বৃতঃ।
তদন্বেব বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ১২

তদনন্তরমেবাসীন্নীলো নীলায়ুধৈঃ সহ।
নীলাদনন্তরশ্চৈব ধৃষ্টকেতুর্মহাবলঃ ॥ ১৩

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[তৃতীয় দিনে—কৌরব-পাণ্ডবগণের ব্যূহরচনা ও যুদ্ধারম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাত হইল, তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধভূমিতে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন ॥ ১

সেই সময় কুরুকুলের পিতামহ শান্তনুসুত ভীষ্ম আপনার পুত্রগণের বিজয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় গরুড়ব্যূহনামক মহাব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ২

আপনার পিতৃতুল্য স্বয়ং ভীষ্ম সেই ব্যূহের অগ্রভাগে চঞ্চুস্থানে রহিলেন। আচার্য্য দ্রোণ ও যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মা উভয়ে নেত্রদ্বয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩

যশস্বী বীর অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ব্যূহের শিরোভাগে থাকিলেন। ইঁহাদের সহিত ত্রিগর্ত্ত, কেকয় এবং বাটধানও যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত ছিলেন ॥ ৪

আর্য্য! ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত—ইঁহারা জয়দ্রথের সহিত গ্রীবাভাগে নিযুক্ত থাকিলেন। ইঁহাদের সহিত মদ্র, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদ দেশের যোদ্ধারাও ছিলেন ॥

স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও অনুচরবৃন্দের সহিত রাজা দুর্য্যোধন পৃষ্ঠভাগে রহিলেন। মহারাজ! অবন্তিদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কাম্বোজ, শক ও শূরসেন দেশের যোদ্ধারা সেই মহাব্যূহের পুচ্ছভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৭

মগধ ও কলিঙ্গদেশের যোদ্ধারা সেই দাসেরকগণের সহিত কবচ ধারণ করত ব্যূহের দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকিলেন ॥ ৮

কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডীবৃষ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ রাজা বৃহদ্বলের সহিত বামপক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

শত্রুতাপন সব্যসাচী অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যের সেই ব্যূহরচনা দেখিয়া যুদ্ধভূমিতে ইঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সঙ্গে লইয়া নিজ সৈন্যের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহনির্ম্মাণ করিলেন। ইহার দক্ষিণশিখরে ভীমসেন বিরাজমান রহিলেন ॥ ১০-১১

তাঁহার সহিত নানাপ্রকার অস্ত্ররাশিসম্পন্ন বিভিন্ন দেশের নরপতিগণ ছিলেন। ভীমসেনের পশ্চাতে রাজা বিরাট ও মহারথী দ্রুপদ অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তদনন্তর নীলবর্ণ অস্ত্রধারী সৈন্যগণের সহিত রাজা নীল এবং তাহার পর মহাবল ধৃষ্টকেতু নিযুক্ত রহিলেন ॥ ১৩

চেদি-কাশি-করূষৈশ্চ পৌরবৈরপি সংবৃতঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাঞ্চালাশ্চ প্রভদ্রকাঃ॥ ১৪
মধ্যে সৈন্যস্য মহতঃ স্থিতা যুদ্ধায় ভারত।
তত্রৈব ধর্মরাজোঽপি গজানীকেন সংবৃতঃ॥ ১৫
ততস্তু সাত্যকী রাজন্ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ।
অভিমন্যুস্ততঃ শূর ইরাবাংশ্চ ততঃ পরম্॥ ১৬
ভৈমসেনিস্ততো রাজন্ কেকয়াংশ্চ মহারথাঃ।
ততোঽভূদ্ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো বামং পার্শ্বমুপাশ্রিতঃ॥১৭
সর্বস্য জগতো গোপ্তা গোপ্তা যস্য জনার্দ্দনঃ।
এবমেতং মহাব্যূহং প্রত্যব্যূহন্ত পাণ্ডবাঃ॥ ১৮
বধার্থং তব পুত্রাণাং তৎপক্ষং যে চ সঙ্গতাঃ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্॥১৯
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নিঘ্নতামিতরেতরম্।
হয়ৌঘাশ্চ রথৌঘাশ্চ তত্র তত্র বিশাম্পতে॥ ২০
সম্পতন্তো ব্যদৃশ্যন্ত নিঘ্নন্তস্তে পরস্পরম্।
ধাবতাঞ্চ রথৌঘানাং নিঘ্নতাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ ২১
বভূব তুমুলঃ শব্দো বিমিশ্রো দুন্দুভিস্বনৈঃ।
দিবস্পৃঙ্ নরবীরাণাং নিঘ্নতামিতরেতরম্।
সম্প্রহারে সুতুমুলে তব তেষাঞ্চ ভারত॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে পরস্পর-ব্যূহরচনায়াং ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭

ভারত! ধৃষ্টকেতুর সহিত চেদি, কাশী, করূষ ও পৌরবাদি দেশবাসী সৈন্যগণ ছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ যুদ্ধের জন্য সেই বিশাল সৈন্যের মধ্যভাগে রহিলেন। হস্তিগণের সৈন্যে পরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সেখানে ছিলেন॥ ১৪-১৫

রাজন্! তদনন্তর সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রহিলেন। তাহারপর বীরবর অভিমন্যু ও অভিমন্যুর পর ইরাবান্ ছিলেন॥

নরেশ্বর! ইরাবানের পর ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ এবং মহারথ কেকয় রহিলেন্। তাহারপর মনুষ্যগণশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই ব্যূহের বামপার্শ্বে বা শিখরস্থানে বিরাজমান রহিলেন, যাঁহার রক্ষক সমগ্র জগতের পালন কর্ত্তা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ॥ ১৬-১৭

এইভাবে পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রবৃন্দের ও তাঁহাদের পক্ষে আগত অন্যান্য ভূপালগণের বধের জন্য এই মহাব্যূহ রচনা করিলেন॥

তারপর পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত আপনার ও শত্রুপক্ষের মধ্যে তখন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন সেখানে রথের দ্বারা রথ ও হাতীর দ্বারা হাতী আক্রান্ত হইতে লাগিল।

প্রজানাথ! যেখানে সেখানে চারিদিকে অশ্ব ও রথসমূহ পরস্পরের আঘাতে পতিত হইতে এবং পরস্পরকে প্রহার করিতে দেখা যাইল॥ ১৮-২০

দৌড়াইতে দৌড়াইতে এবং পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রহার করিতে করিতে রথসমূহের শব্দ দুন্দুভিসকলের ধ্বনির সহিত মিশ্রিয়া আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। আপনার এবং পাণ্ডবগণের এই অতিশয় তুমুল যুদ্ধে পরস্পর আঘাত-প্রত্যাঘাতকারী নরবীরগণের ভয়ানক শব্দ আকাশেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল॥ ২১-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে তৃতীয়দিবসের যুদ্ধে পরস্পর ব্যূহরচনা-বিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুল-যুদ্ধবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ব্যূঢেষ্বনীকেষু তাবকেষু পরেষু চ।
ধনঞ্জয়ো রথানীকমবধীৎ তব ভারত ॥ ১
শরৈরতিরথো যুদ্ধে দারয়ন্ রথযূথপান্।
তে বধ্যমানাঃ পার্থেন কালেনেব যুগক্ষয়ে ॥ ২
ধার্তরাষ্ট্রা রণে যত্নাৎ পাণ্ডবান্ প্রত্যযোধয়ন্।
প্রার্থয়ানা যশো দীপ্তং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৩
একাগ্রমনসো ভূত্বা পাণ্ডবানাং বরূথিনীম্।
বভঞ্জুর্বহুশো রাজংস্তে চাসজ্জন্ত সংযুগে ॥ ৪
দ্রবদ্ভিরথ ভগ্নৈশ্চ পরিবর্তদ্ভিরেব চ।
পাণ্ডবৈঃ কৌরবেয়ৈশ্চ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৫
উদতিষ্ঠদ্ রজো ভৌমং ছাদয়ানং দিবাকরম্।
ন দিশঃ প্রদিশো বাপি তত্র হন্যুঃ কথং নরাঃ ॥ ৬
অনুমানেন সংজ্ঞাভির্নামগোত্রৈশ্চ সংযুগে।
বর্ততে চ তথা যুদ্ধং তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ৭
ন ব্যূহো ভিদ্যতে তত্র কৌরবাণাং কথঞ্চন।
রক্ষিতঃ সত্যসন্ধেন ভারদ্বাজেন সংযুগে ॥ ৮
তথৈব পাণ্ডবানাঞ্চ রক্ষিতঃ সব্যসাচিনা।
নাভিদ্যত মহাব্যূহো ভীমেন চ সুরক্ষিতঃ ॥ ৯
সেনাগ্রাদপি নিষ্পত্য প্রযুধ্যংস্তত্র মানবাঃ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপাঃ ॥ ১০
হয়ারোহৈর্হয়ারোহাঃ পাত্যন্তে স্ম মহাহবে।
ঋষ্টিভির্বিমলাভিশ্চ প্রাসৈরপি চ সংযুগে ॥ ১১
রথী রথিনমাসাদ্য শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
পাতয়ামাস সমরে তস্মিন্নতিভয়ঙ্করে ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধবর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! আপনার এবং পাণ্ডবগণের পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যূহরচনা সম্পন্ন হইলে অর্জুন আপনার রথিসৈন্য-দিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

তিনি অতিরথ বীর ছিলেন, সুতরাং স্বীয় বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে রথযূথপতিগণকেও বিদারিত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন; যদিও যুগান্তকালের ন্যায় সেই যুদ্ধে কুন্তীনন্দন অর্জুনকর্ত্তৃক আপনার সৈন্যদিগের ভয়ঙ্কর বিনাশ হইতে লাগিল, তথাপি তাঁহারা যত্নসহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

তাঁহারা উজ্জ্বল যশোলাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন, অতএব তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া ছিলেন যে, এখন মৃত্যুই আমাদের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে, তাই তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজন্! তাঁহারা যুদ্ধে এরূপ তৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে পাণ্ডব-সৈন্যগণ বার বার ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল ॥ ২-৪

এইরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে থাকিলে পাণ্ডব-সৈন্য ও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। ৫

তখন ভূতলে এরূপ ধূলি উত্থিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে সূর্য্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন এবং দিক্ বিদিক্‌সমূহ সম্বন্ধে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। এরূপ অবস্থায় সেখানে যুদ্ধনিরত মনুষ্যগণ কিভাবে কাহারই উপর আঘাত করিবে? ৬

প্রজানাথ! সেই রণক্ষেত্রে অনুমানে, সঙ্কেতে এবং নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষ এবং পরপক্ষ নিশ্চয় করত সেখানে যুদ্ধ স্থানে স্থানে হইতে থাকিল ॥ ৭

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকায় কৌরবসৈন্যের ব্যূহ কোনরূপেই ভঙ্গ হইল না। ॥ ৮

এইরূপ সব্যসাচী অর্জুন ও ভীমসেন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত পাণ্ডব-সৈন্যের মহাব্যূহও কোনরূপে ভিন্ন হইল না। ৯

সেখানে বহু বীর মানুষ সেনাগ্রভাগ হইতে বাহির হইয়া (ব্যূহ ত্যাগ করত) যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজন্! উভয়পক্ষের রথ ও হস্তী সকলের মধ্যেও যুদ্ধ বাধিয়া যাইল। ১০

সেই মহাযুদ্ধে অশ্বারোহীরা অশ্বারোহীদিগকে নির্ম্মল ঋষ্টি ও প্রাসসমূহের দ্বারা নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিল ॥ ১১

সেই অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রামে রথিগণ রথীদিগের সম্মুখে যাইয়া স্বর্ণভূষিত বাণে তাহাদিগকে নিহত করত ভূতলে পাতিত করিতে থাকিলেন ॥ ১২

গজারোহা গজারোহান্ নারাচ-শর-তোমরৈঃ।
সংসক্তান্ পাতয়ামাসুস্তব তেষাঞ্চ সর্বশঃ॥ ১৩
কশ্চিদুৎপত্য সমরে বরবারণমাস্থিতঃ।
কেশপক্ষে পরামৃশ্য জহার সমরে শিরঃ॥ ১৪
অন্যে দ্বিরদদন্তাগ্রনির্ভিন্নহৃদয়া রণে।
বেমুশ্চ রুধিরং বীরা নিঃশ্বসন্তঃ সমন্ততঃ॥ ১৫
কশ্চিৎ করিবিষাণস্থো বীরো রণবিশারদঃ।
প্রাবেপচ্ছক্তিনির্ভিন্নো গজশিক্ষাস্ত্রবেদিনা॥ ১৬
পত্তিসঙ্ঘা রণে পত্তীন্ ভিন্দিপাল-পরশ্বধৈঃ।
ন্যপাতয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ পরস্পরকৃতাগসঃ॥ ১৭
রথী চ সমরে রাজন্নাসাদ্য গজযূথপম্।
স গজং পাতয়ামাস গজী চ রথিনাং বরম্॥ ১৮
রথিনঞ্চ হয়ারোহঃ প্রাসেন ভরতর্ষভ।
পাতয়ামাস সমরে রথী চ হয়সাদিনম্॥ ১৯

পদাতী রথিনং সংখ্যে রথী চাপি পদাতিনম্।
ন্যপাতয়চ্ছিতৈঃ শস্ত্রৈঃ সেনয়োরুভয়োরপি॥ ২০
গজারোহা হয়ারোহান্ পাতয়াঞ্চক্রিরে তদা।
হয়ারোহা গজস্থাংশ্চ তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ২১
গজারোহবরৈশ্চাপি তত্র তত্র পদাতয়ঃ।
পাতিতাঃ সমদৃশ্যন্ত তৈশ্চাপি গজযোধিনঃ॥ ২২
পত্তিসঙ্ঘা হয়ারোহৈঃ সাদিসঙ্ঘাশ্চ পত্তিভিঃ।
পাত্যমানা ব্যদৃশ্যন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৩
ধ্বজৈস্তত্রাপবিদ্ধৈশ্চ কার্মুকৈস্তোমরৈস্তথা।
প্রাসৈস্তথা গদাভিশ্চ পরিঘৈঃ কম্পনৈস্তথা॥ ২৪
শক্তিভিঃ কবচৈশ্চিত্রৈঃ কণপৈরঙ্কুশৈরপি।
নিস্ত্রিংশৈর্বিমলৈশ্চাপি স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শরৈস্তথা॥ ২৫
পরিস্তোমৈঃ কুথাভিশ্চ কম্বলৈশ্চ মহাধনৈঃ।
ভূর্ভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ স্রগ্দামৈরিব চিত্রিতা॥ ২৬

আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের গজারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধনিরত বিপক্ষ গজারোহী যোদ্ধাদিগকে চারিদিক্ হইতে নারাচ, বাণ ও তোমরসমূহের আঘাতে ধরাশায়ী করিতে লাগিল॥ ১৩

কোনও যোদ্ধা রণস্থলে লাফাইয়া শ্রেষ্ঠ হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন এবং বিপক্ষ যোদ্ধার কেশ ধারণ করত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ১৪

যুদ্ধস্থলে বহু বীর হাতীর দন্তাগ্রভাগে স্ব-স্ব হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় চারিদিক্ হইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রক্তবমন করিতে লাগিলেন॥ ১৫

কোন রণবিশারদ বীর হাতীর দাঁতের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। এই সময় আবার গজশিক্ষা ও অস্ত্র-বিদ্যায় অভিজ্ঞ কোন বিপক্ষ যোদ্ধা তাঁহার উপর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তির আঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় সেই মৃত্যুপথগামী বীর সেখানে কাঁপিতে লাগিলেন॥ ১৬

হর্ষ ও উল্লাসে পূর্ণ পদাতিকবাহিনী পরস্পরের উপর অপরাধ-জনক কার্য্য করিতে থাকিয়া ভিন্দিপাল ও পরশুর আঘাতে পদাতিক সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল॥ ১৭

রাজন্! সেই সমরাঙ্গণে কোন রথী কোন এক গজযূথপতির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সেই হস্তী ও তাহার আরোহীকে নিহত করত ধরাশায়ী করিলেন। সেইরূপ গজারোহীও আবার রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথীকে বধ করিলেন॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সংগ্রামে অশ্বারোহী যোদ্ধা রথী বীরকে এবং কোন স্থলে রথী বীর আবার অশ্বারোহী যোদ্ধাকে কে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন॥ ১৯

উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে পদাতিক সৈন্য বীর রথীকে এবং রথী যোদ্ধা পদাতিক সৈন্যকে স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যুদ্ধে নিপাতিত করিলেন॥ ২০

গজারোহী অশ্বারোহীকে ও অশ্বারোহী গজারোহীকে যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিয়া পাতিত করিতে লাগিলেন। ইহা যেন তখন এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ২১

সেই রণাঙ্গনে যেখানে সেখানে শ্রেষ্ঠ গজারোহিগণকর্তৃক ভূপাতিত পদাতিকবাহিনী এবং পদাতিকবাহিনীকর্তৃক ভূপাতিত গজারোহী যোদ্ধাদিগকে দেখা যাইল॥ ২২

অশ্বারোহীকর্তৃক পদাতিক সৈন্যসকল এবং পদাতিক সৈন্য-দলের দ্বারা আশ্বারোহীরা শত শত ও হাজার হাজার সংখ্যায় পতিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে এদিক্ ওদিক্ পতিত ধ্বজ, ধনু, তোমর, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, বিচিত্র কবচ, কণপ, অঙ্কুশ, নির্মল খড়্গ, স্বর্ণপক্ষশোভিত বাণ, শূল, গদী ও বহুমূল্য কম্বল-সমূহে আচ্ছাদিত সেখানকার ভূমি নানাবিধ পুষ্পোপহারে বিচিত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল॥ ২৪-২৬

নরাশ্বকায়ৈঃ পতিতৈর্দন্তিভিশ্চ মহাহবে।
অগম্যরূপা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দমা ॥ ২৭
প্রশশাম রজো ভৌমং ব্যুক্ষিতং রণশোণিতৈঃ।
দিশশ্চ বিমলাঃ সর্বাঃ সম্বভূবুর্জনেশ্বর ॥ ২৮
উত্থিতান্যগণেয়ানি কবন্ধানি সমন্ততঃ।
চিহ্নভূতানি জগতো বিনাশার্থায় ভারত ॥ ২৯
তস্মিন্ যুদ্ধে মহারৌদ্রে বর্তমানে সুদারুণে।
প্রত্যদৃশ্যন্ত রথিনো ধাবমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩০
ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ।
পুরুমিত্রো জয়ো ভোজঃ শল্যশ্চাপি সসৌবলঃ ॥ ৩১
এতে সমরদুর্ধর্ষাঃ সিংহতুল্যপরাক্রমাঃ।
পাণ্ডবানামনীকানি বভঞ্জুঃ স্ম পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২
তথৈব ভীমসেনোঽপি রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত ॥ ৩৩
তাবকাংস্তব পুত্রাংশ্চ সহিতান্ সর্বরাজভিঃ।
দ্রাবয়ামাসুরাজৌ তে ত্রিদশা দানবানিব ॥ ৩৪

তথা তে সমরেঽন্যোন্যং নিঘ্নন্তঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
রক্তোক্ষিতা ঘোররূপা বিরেজুর্দানবা ইব ॥ ৩৫
বিনির্জিত্য রিপূন্ বীরাঃ সেনয়োরুভয়োরপি।
ব্যদৃশ্যন্ত মহামাত্রা গ্রহা ইব নভস্তলে ॥ ৩৬
ততো রথসহস্রেণ পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
অভ্যয়াৎ পাণ্ডবং যুদ্ধে রাক্ষসঞ্চ ঘটোৎকচম্ ॥ ৩৭
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে মহত্যা সেনয়া সহ।
দ্রোণ-ভীষ্মৌ রণে যত্তৌ প্রত্যুদ্যযুররিন্দমৌ ॥ ৩৮
কিরীটী চ যযৌ ক্রুদ্ধঃ সমন্তাৎ পার্থিবোত্তমান্।
আর্জুনিঃ সাত্যকিশ্চৈব যযতুঃ সৌবলং বলম্ ॥ ৩৯
ততঃ প্রববৃতে ভূয়ঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সমরে বিজয়ৈষিণাম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

সেই মহাসংগ্রামে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের বহু মৃত দেহ পড়িয়া আছে। সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইল। সেখানকার ভূমিতে যাওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ২৭

জনেশ্বর! রণভূমিতে প্রবাহিত রক্তের সংমিশ্রণে পৃথিবীর ধূলি বসিয়া যাইল এবং সকল দিক্ নির্মল হইল ॥ ২৮

ভারত! সেই সময় জগতের বিনাশের চিহ্নসূচক অসংখ্য কবন্ধ চারিদিকে উঠিতে লাগিল ॥ ২৯

এই অত্যন্ত দারুণ ও মহাভয়ঙ্কর সংগ্রামে রথী যোদ্ধাদিগকে চারিদিকে দৌড়াইতে দেখা যাইল ॥ ৩০

তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, শল্য ও শকুনি—ইঁহারা সিংহতুল্য পরাক্রমী রণদুর্জয় বীর পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের ব্যূহ বারে বারে ভঙ্গ করিতে লাগিলেন ॥৩১-৩২

ভরতনন্দন! এইরূপ ভীমসেন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—ইঁহারাও সকলে মিলিত হইয়া দেবগণকর্তৃক দানবদিগকে বিতাড়িত করার ন্যায় সমস্ত নরপতিবৃন্দের সহিত আপনার পুত্রসকলকে রণভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ॥ ৩৩-৩৪

সংগ্রামস্থলে পরস্পরকে আঘাত করত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীরগণ রক্তরঞ্জিত হইয়া ভয়ানক রূপধারী দানবদিগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫

উভয়পক্ষের বীর সৈন্যদিগকে শত্রুগণকে জয় করত আকাশে সমুদিত হইয়া প্রকাশিত বিশাল গ্রহতুল্য দেখা যাইল ॥ ৩৬

তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্যোধন সহস্র রথী বীরের সহিত পাণ্ডববংশীয় বীর রাক্ষস ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

এইরূপ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সমস্ত পাণ্ডবগণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত শত্রুদমন দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন ॥ ৩৮

কিরীটধারী ক্রুদ্ধ অর্জুন সর্বদিকে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। অভিমন্যু ও সাত্যকি শকুনির সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

এইরূপে যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছুক আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে তৃতীয় দিনের ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডববীরাণাং পরাক্রমঃ, কৌরবসৈন্যমধ্যে দুর্য্যোধন-ভীষ্ময়োরালাপশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তে পার্থিবাঃ ক্রুদ্ধাঃ ফাল্গুনং বীক্ষ্য সংযুগে ।
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১
অথৈনং রথবৃন্দেন কোষ্ঠকীকৃত্য ভারত ।
শরৈঃ সুবহুসাহস্রৈঃ সমন্তাদভ্যবারয়ন্ ॥ ২
শক্তীশ্চ বিমলাস্তীক্ষ্ণা গদাশ্চ পরিঘৈঃ সহ ।
প্রাসান্ পরশ্বধাংশ্চৈব মুদ্গরান্ মুসলানপি ॥ ৩
চিক্ষিপুঃ সমরে ক্রুদ্ধাঃ ফাল্গুনস্য রথং প্রতি ।
শস্ত্রাণামথ তাং বৃষ্টিং শলভানামিবায়তিম্ ॥ ৪
রুরোধ সর্বতঃ পার্থঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ।
তত্র তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা বীভৎসোরতিমানুষম্ ॥ ৫
দেবদানবগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ।
সাধু সাধ্বিতি রাজেন্দ্র ফাল্গুনং প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৬
সাত্যকিশ্চাভিমন্যুশ্চ মহত্যা সেনয়া বৃতৌ ।
গান্ধারান্ সমরে শূরান্ জগ্মতুঃ সহসৌবলান্ ॥ ৭
তত্র সৌবলকাঃ ক্রুদ্ধা বার্ষ্ণেয়স্য রথোত্তমম্ ।
তিলশশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রোধাচ্ছস্ত্রৈর্নানাবিধৈর্যুধি ॥ ৮
সাত্যকিস্তু রথং ত্যক্ত্বা বর্তমানে ভয়াবহে ।
অভিমন্যো রথং তূর্ণমারুরোহ পরন্তপঃ ॥ ৯
তাবেকরথসংযুক্তৌ সৌবলেয়স্য বাহিনীম্ ।
বাধমেতাং শিতৈস্তূর্ণং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ১০
দ্রোণভীষ্মৌ রণে যত্তৌ ধর্মরাজস্য বাহিনীম্ ।
নাশয়েতাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রপরিচ্ছদৈঃ ॥ ১১
ততো ধর্মসুতো রাজা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ।
মিষতাং সর্বসৈন্যানাং দ্রোণানীকমুপাদ্রবন্ ॥ ১২
তত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
যথা দেবাসুরং যুদ্ধং পূর্বমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ১৩
কুর্বাণৌ সুমহৎ কর্ম ভীমসেনঘটোৎকচৌ ।
(দুর্য্যোধনস্য মহতীং দ্রাবয়ামাস বাহিনীম্ ।)
দুর্য্যোধনস্ততোঽভ্যেত্য তাবুভাবপ্যবারয়ৎ ॥ ১৪

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[পাণ্ডববীরগণের পরাক্রম, কৌরব সৈন্য মধ্যে দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের আলোচনা ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! তদনন্তর সেই সমস্ত ভূপাল সমরভূমিতে অর্জ্জুনকে দেখিয়াই অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তাঁহারা বহু সহস্র রথী সৈন্যদ্বারা তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥১

হে ভারত ! সেই সমস্ত ভূপালগণ অর্জ্জুনকে রথসমূহ দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর বহু সহস্র বাণ বর্ষণকরত আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ২

তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে অর্জ্জুনের রথের উপর নির্ম্মল শক্তি, দুঃসহ গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশু, মুদ্গর ও মুষলাদি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥

পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় সেই সমস্ত অস্ত্রবর্ষণ অর্জুন স্বীয় স্বর্ণভূষিত বাণসমূহে চারিদিক্ হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥

রাজেন্দ্র ! অর্জুনের সেই অলৌকিক নৈপুণ্য দেখিয়া দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ 'সাধু, সাধু' বলিয়া অর্জুনকে প্রশংসিত করিলেন ॥ ৩-৬

এদিকে বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সাত্যকি ও অভিমন্যু সুবলপুত্রগণসহ গান্ধারদেশীয় বীরবর্গের উপর আক্রমণ করিলেন ॥৭

তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সুবলপুত্রগণ যুদ্ধস্থলে নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা সাত্যকির শ্রেষ্ঠ রথকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন ॥ ৮

তাহাতে শত্রুতাপন সাত্যকি সেই সময় আরব্ধ ভয়াবহ সংগ্রামে ছিন্ন রথকে পরিত্যাগ করিয়া অতিদ্রুত অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৯

তখন একই রথে উপবিষ্ট দুই বীর নতপর্ব্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সত্বরতার সহিত সুবলপুত্র শকুনির সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০

এই সময় অন্য একদিকে আসিয়া যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা সতর্ক দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম কঙ্কপক্ষীর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

তখন ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব সমস্ত সৈন্যগণের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই দ্রোণাচার্য্যের সেনার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ১২

যেরূপ পূর্ব্বকালে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ তখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১৩

অন্য একদিকে ভীমসেন ও ঘটোৎকচ মহাপরাক্রম দেখাইতে

তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম হৈড়িম্বস্য পরাক্রমম্।
অতীত্য পিতরং যুদ্ধে যদযুধ্যত ভারত ॥ ১৫
ভীমসেনস্তু সংক্রুদ্ধো দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
হৃদ্যবিধ্যৎ পৃষৎকেন প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ ॥ ১৬
ততো দুর্য্যোধনো রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ।
নিষসাদ রথোপস্থে কশ্মলঞ্চ জগাম হ ॥ ১৭
তং বিসংজ্ঞং বিদিত্বা তু ত্বরমাণোঽস্য সারথিঃ।
অপোবাহ রণাদ্ রাজংস্ততঃ সৈন্যমভজ্যত ॥ ১৮
ততস্তাং কৌরবীং সেনাং দ্রবমাণাং সমন্ততঃ।
নিঘ্নন্ ভীমঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরনুবব্রাজ পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৯
পার্ষতশ্চ রথশ্রেষ্ঠো ধর্মপুত্রশ্চ পাণ্ডবঃ।
দ্রোণস্য পশ্যতঃ সৈন্যং গাঙ্গেয়স্য চ পশ্যতঃ ॥ ২০
জঘ্নতুর্বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরানীকবিনাশনৈঃ।
দ্রবমাণস্তু তৎ সৈন্যং তব পুত্রস্য সংযুগে ॥ ২১
নাশক্নুতাং বারয়িতুং ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ।
বার্য্যমাণঞ্চ ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা ॥ ২২
বিদ্রবত্যেব তৎ সৈন্যং পশ্যতো দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ।
ততো রথসহস্রেষু বিদ্রবৎসু ততস্ততঃ ॥ ২৩
তাবাস্থিতাবেকরথং সৌভদ্র-শিনিপুঙ্গবৌ।
সৌবলীং সমরে সেনাং শাতয়েতাং সমন্ততঃ ॥ ২৪
শুশুভাতে তদা তৌ তু শৈনেয়-কুরুপুঙ্গবৌ।
অমাবস্যাং গতৌ তদ্বৎ সোম-সূর্য্যৌ নভস্তলে ॥ ২৫
অর্জুনস্তু ততঃ ক্রুদ্ধস্তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
ববর্ষ শরবর্ষেণ ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥ ২৬
বধ্যমানং ততস্তত্র শরৈঃ পার্থস্য সংযুগে।
দুদ্রাব কৌরবং সৈন্যং বিষাদভয়কম্পিতম্ ॥ ২৭
দ্রবতস্তান্ সমালক্ষ্য ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ।
ন্যবারয়েতাং সংরব্ধৌ দুর্যোধনহিতৈষিণৌ ॥ ২৮
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সমাশ্বস্য বিশাম্পতে।
ন্যবর্তয়ত তৎ সৈন্যং দ্রবমাণং সমন্ততঃ ॥ ২৯

দেখাইতে দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন সম্মুখে আসিয়া সেই দুই বীরকে নিবারিত করিলেন ॥ ১৪

ভারত! সেখানে আমরা হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়াছি। সেই যুদ্ধে ঘটোৎকচ পিতা ভীমসেন হইতেও অধিক পরাক্রম দেখাইয়া যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ১৫

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন যেন হাস্য করিতে করিতেই একটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া অমর্ষশীল দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

তখন সেই বাণের গুরুতর আঘাতে পীড়িত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই মোহগ্রস্ত হইলেন ॥ ১৭

রাজন্! তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন জানিয়া সারথি অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাকে রণস্থল হইতে বাহিরে লইয়া গেল। তখন তাঁহার সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৮

সেই সময় চারিদিকে পলায়নপর সৈন্যগণের মধ্যে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া ভীমসেন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

অন্য একদিকে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুসৈন্যনাশী তীক্ষ্ণ বাণসমূহে দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের দৃষ্টিগোচরেই কৌরবসৈন্যগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২০

মহারাজ! সেই যুদ্ধে আপনার পুত্রের পলায়নপর সৈন্যগণকে মহারথী দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মও নিবারিত করিতে পারিলেন না। মহাত্মা ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্য নিবারণ করিতে থাকিলেও তাঁহাদের সম্মুখেই সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল ॥

এদিকে সহস্র রথী বীরগণ যখন এদিক ওদিক পলায়ন করিতেছিলেন, তখন একই রথে উপবিষ্ট অভিমন্যু ও সাত্যকি সুবলপুত্রের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১-২৪

সেই সময় একই রথে উপবিষ্ট সাত্যকি অভিমন্যু তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ অমবস্যা তিথিতে আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র একই দিনে শোভাপ্রাপ্ত হন ॥ ২৫

প্রজানাথ! তদনন্তর কোপপূর্ণ অর্জুন আপনার সৈন্যদিগের উপর সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন, যেরূপ জলবর্ষণোন্মুখ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৬

তখন কুন্তীনন্দন অর্জুনের বাণসমূহে সংগ্রাম স্থলে পীড়িত হইয়া কৌরবসৈন্যরা বিষাদ ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে এদিক্ ওদিকে পলাইতে লাগিল ॥ ২৭

সেই যোদ্ধাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য ক্রোধের সহিত তাহাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

প্রজানাথ! ইহারই মধ্যে রাজা দুর্য্যোধনের মোহভঙ্গ

যত্র যত্র সুতস্তুভ্যং যং যং পশ্যতি ভারত।
তত্র তত্র ন্যবর্তন্ত ক্ষত্রিয়াণাং মহারথাঃ ॥ ৩০
তান্ নিবৃত্তান্ সমীক্ষ্যৈব ততোঽন্যেঽপীতরে জনাঃ
অন্যোন্যস্পর্ধয়া রাজল্লঁজ্জয়া চাবতস্থিরে ॥ ৩১
পুনরাবর্ততাং তেষাং বেগ আসীদ্ বিশাম্পতে।
পূর্যতঃ সাগরস্যেব চন্দ্রস্যোদয়নং প্রতি ॥ ৩২
সন্নিবৃত্তাংস্ততস্তাংস্তু দৃষ্ট্বা রাজা সুযোধনঃ।
অব্রবীৎ ত্বরিতো গত্বা ভীষ্মং শান্তনবং বচঃ ॥ ৩৩
পিতামহ নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি ভারত।
নানুরূপমহং মন্যে ত্বয়ি জীবতি কৌরব ॥ ৩৪
দ্রোণে চাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠে সপুত্রে সসুহৃজ্জনে।
কৃপে চৈব মহেষ্বাসে দ্রবতে যদ্ বরূথিনী ॥ ৩৫
ন পাণ্ডবান্ প্রতিবলাংস্তব মন্যে কথঞ্চন।
তথা দ্রোণস্য সংগ্রামে দ্রৌণেশ্চৈব কৃপস্য চ ॥ ৩৬

অনুগ্রাহ্যাঃ পাণ্ডুসুতাস্তব নূনং পিতামহ।
যথেমাং ক্ষমসে বীর বধ্যমানাং বরূথিনীম্ ॥ ৩৭
সোঽস্মি বাচ্যস্ত্বয়া রাজন্ পূর্বমেব সমাগমে।
ন যোৎস্যে পাণ্ডবান্ সংখ্যে নাপি পার্ষত-সাত্যকী ॥৩৮
শ্রুত্বা তু বচনং তুভ্যমাচার্যস্য কৃপস্য চ।
কর্ণেন সহিতঃ কৃত্যং চিন্তয়ানস্তদৈব হি ॥ ৩৯
যদি নাহং পরিত্যাজ্যো যুবাভ্যামিহ সংযুগে।
বিক্রমেণানুরূপেণ যুধ্যেতাং পুরুষর্ষভৌ ॥ ৪০
এতচ্ছ্রুত্বা ততো ভীষ্মঃ প্রহসন্ বৈ মুহুর্মুহুঃ।
অব্রবীৎ তনয়ং তুভ্যং ক্রোধাদুদ্‌বৃত্য চক্ষুষী ॥ ৪১
বহুশোঽসি ময়া রাজংস্তথ্যমুক্তো হিতং বচঃ।
অজেয়াঃ পাণ্ডবা যুদ্ধে দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৪২
যৎ তু শক্যং ময়া কর্তুং বৃদ্ধেনাদ্য নৃপোত্তম।
করিষ্যামি যথাশক্তি প্রেক্ষেদানীং সবান্ধবঃ ॥ ৪৩

হইল। তিনি আশ্বস্ত হইয়া চারিদিকে পলায়নরত সৈন্যদিগকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিলেন ॥ ২৯

ভারত! আপনার পুত্র যেদিকে যেদিকে যাহার যাহার উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান হইতে তাদৃশ যোদ্ধারাও ফিরিয়া আসিলেন, যাঁহারা ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মহারথী বীর ছিলেন ॥ ৩০

রাজন্! তাঁহাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অন্য সব যোদ্ধারাও পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা ও লজ্জাবশতঃ যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩১

মহারাজ! প্রত্যাবর্ত্তনরত সেই সব যোদ্ধাদিগের মহাবেগ চন্দ্রোদয়ের সময় বর্দ্ধিত মহাসাগরের ন্যায় প্রতীতি হইতেছিল ॥ ৩২

তখন সেই সব যোদ্ধাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন অতি সত্বর শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩

পিতামহ ভরতবংশভূষণ! আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, উহা শ্রবণ করুন। কুরুনন্দন! আপনি, অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ও পুত্র এবং সুহৃদ্‌বর্গ-সহ মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য বাঁচিয়া থাকিতেই আমার সৈন্যরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, ইহা আপনাদের পক্ষে যোগ্য কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি না ॥ ৩৪-৩৫

আমি কোনরূপেই ইহা মানি না যে, পাণ্ডবগণ সংগ্রামে আপনার এবং দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার সমান বলবান্ ॥ ৩৬

বীর পিতামহ! নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণ আপনার কৃপাপাত্র, তাহা না হইলে আমার সৈন্যরা বিনষ্ট হইতেছে, আর আপনি নীরবে তাহাদের দুর্দশা সহ্য করিয়া যাইতেছেন ॥ ৩৭

মহারাজ! যদি পাণ্ডবগণের উপর আপনি দয়াই করিবেন, তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমাকে কেন বলিয়া দেন নাই যে, আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডুপুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিব না ॥ ৩৮

সেই অবস্থায় আমি আপনার ও আচার্য্য দ্রোণ এবং কৃপাচার্য্যের কথা শুনিয়া কর্ণের সহিত সেই সময় পরামর্শ করত নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতাম ॥ ৩৯

যদিও যুদ্ধে আপনাদের দুইজনকে পরিত্যাগ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করিতেছি না, তাই দ্রোণাচার্য্য ও আপনি উভয় শ্রেষ্ঠপুরুষে স্বীয় যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করত যুদ্ধ করুন ॥ ৪০

এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম বারংবার হাস্য করত তারপর ক্রোধে দুই চক্ষু বক্রভাবে ঘুরাইয়া আপনার পুত্রকে বলিলেন ॥ ৪১

রাজন্! আমি তোমাকে বহুবার এই সত্য ও হিতকর কথা বলিয়াছি যে, যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দও জয় করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪২

অদ্য পাণ্ডুসুতানেকঃ সসৈন্যান্ সহ বন্ধুভিঃ।
সোঽহং নিবারয়িষ্যামি সর্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ৪৪
এবমুক্তে তু ভীষ্মেণ পুত্রাস্তব জনেশ্বর।
দধ্মুঃ শঙ্খান্ মুদাযুক্তা ভেরীঃ সংজঘ্নিরে ভৃশম্॥ ৪৫
পাণ্ডবা হি ততো রাজন্ শ্রুত্বা তং নিনদং মহৎ।
দধ্মুঃ শঙ্খাংশ্চ ভেরীশ্চ মুরজাংশ্চাপ্যনাদয়ন্॥ ৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে ভীষ্ম-দুর্য্যোধনসংবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮

নৃপশ্রেষ্ঠ! তথাপি আমি বৃদ্ধ হইয়াও আমার পক্ষে যাহা করার যোগ্য, উহা আমি অদ্য যথাশক্তি করিব। তুমি এখন তোমার বন্ধুগণের সহিত উহা দর্শন কর॥ ৪৩

আজ আমি একাকীই সকলের সম্মুখে সৈন্যবাহিনী ও বন্ধুবর্গের সহিত পাণ্ডবগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিব॥ ৪৪

জনেশ্বর! ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া আপনার পুত্রগণ আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ-বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং ডঙ্কা বাজাইতে লাগিলেন॥ ৪৫

রাজন্! তাঁহাদের সেই মহতী শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ শঙ্খবাদ্য, নাগড়া ও ঢোল বাদ্য করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মস্য পরাক্রমঃ, তং হন্তুং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোদ্যোগঃ, অর্জুনস্য প্রতিজ্ঞা, তৎকর্তৃকঃ কৌরবসৈন্যানাং পরাজয়ঃ, তৃতীয়দিবসস্য যুদ্ধ সমাপ্তিশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
প্রতিজ্ঞাতে ততস্তস্মিন্ যুদ্ধে ভীষ্মেণ দারুণে।
ক্রোধিতো মম পুত্রেণ দুঃখিতেন বিশেষতঃ॥ ১
ভীষ্মঃ কিমকরোৎ তত্র পাণ্ডবেয়েষু সংযুগে।
পিতামহে বা পঞ্চালাস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ২
সঞ্জয় উবাচ।
গতপূর্বাহ্নভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি ভারত।
পশ্চিমাং দিশমাস্থায় স্থিতে চাপি দিবাকরে॥ ৩
জয়ং প্রাপ্তেষু হৃষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
সর্বধর্মবিশেষজ্ঞঃ পিতা দেবব্রতস্তব॥ ৪
অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
মহত্যা সেনয়া গুপ্তস্তব পুত্রৈশ্চ সর্বশঃ॥ ৫
প্রাবর্তত ততো যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
অস্মাকং পাণ্ডবৈঃ সার্ধমনয়াৎ তব ভারত॥ ৬
ধনুষাং কূজতাং তত্র তলানাং চাভিহন্যতাম্।
মহান্ সমভবচ্ছব্দো গিরীণামিব দীর্য্যতাম্॥ ৭

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মের পরাক্রম, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, তৎকর্তৃক কৌরবসৈন্যদের পরাজয় এবং তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যখন ভীষ্ম আমার সবিশেষ দুঃখিত পুত্রের ক্রোধমোচনের প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন তিনি যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবগণের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন? পাঞ্চাল যোদ্ধাগণই বা পিতামহ ভীষ্মের উপর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন? তুমি এই সমস্ত আমাকে বল॥ ১-২

সঞ্জয় কহিলেন,—ভারত! সেই দিনের যখন পূর্ব্বাহ্নকালের অধিকভাগই অতিক্রান্ত হইয়াছে, সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিজয়প্রাপ্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, সেই সময় সর্ব্বধর্ম্মে বিশেষজ্ঞ আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত বিশাল সৈন্যবাহিনীও চলিল এবং আপনার পুত্রগণ চরিদিক্ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ৩-৫

ভারত! তদনন্তর আপনার অন্যায়ের জন্য আমাদের পাণ্ডবগণের সহিত রোমাঞ্চকারী ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল॥ ৬

সেই সময় সেখানে ধনুসমূহের টঙ্কারধ্বনিতে এবং বহু হস্ততলের আঘাতে পর্ব্বতসকলের বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে শব্দ হইতে লাগিল॥ ৭

তিষ্ঠ স্থিতোঽস্মি বিদ্ধ্যেনং নিবর্তস্ব স্থিরো ভব।
স্থিরোঽস্মি প্রহরস্বেতি শব্দোঽশ্রূয়ত সর্বশঃ॥ ৮

কাঞ্চনেষু তনুত্রেষু কিরীটেষু ধ্বজেষু চ।
শিলানামিব শৈলেষু পতিতানামভূদ্ ধ্বনিঃ॥ ৯

পতিতান্যুত্তমাঙ্গানি বাহবশ্চ বিভূষিতাঃ।
ব্যচেষ্টন্ত মহীং প্রাপ্য শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১০

হৃতোত্তমাঙ্গাঃ কেচিৎ তু তথৈবোদ্যতকার্মুকাঃ।
প্রগৃহীতায়ুধাশ্চাপি তস্থুঃ পুরুষসত্তমাঃ॥ ১১

প্রাবর্তত মহাবেগা নদী রুধিরবাহিনী।
মাতঙ্গাঙ্গশিলা রৌদ্রা মাংস-শোণিতকর্দমা॥ ১২

বরাশ্ব-নর নাগানাং শরীরপ্রভবা তদা।
পরলোকার্ণবমুখী গৃধ্র-গোমায়ুমেদিনী॥ ১৩

ন দৃষ্টং ন শ্রুতং বাপি যুদ্ধমেতাদৃশং নৃপ।
যথা তব সুতানঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত॥ ১৪

নাসীদ্ রথপথস্তত্র যোধৈর্যুধি নিপাতিতৈঃ।
গজৈশ্চ পতিতৈর্নীলৈর্গিরিশৃঙ্গৈরিবাবৃতঃ॥ ১৫

বিকীর্ণৈঃ কবচৈশ্চিত্রৈঃ শিরস্ত্রাণৈশ্চ মারিষ।
শুশুভে তদ্ রণস্থানং শরদীব নভস্তলম্॥ ১৬

বিনির্ভিন্নাঃ শরৈঃ কেচিদন্ত্রাপীড়প্রকর্ষিণঃ।
অভীতাঃ সমরে শত্রূনভ্যধাবন্ত দর্পিতাঃ॥ ১৭

তাত ভ্রাতঃ সখে বন্ধো বয়স্য মম মাতুল।
মা মাং পরিত্যজেত্যন্যে চুক্রুশুঃ পতিতা রণে॥ ১৮

অথাভ্যেহি ত্বমাগচ্ছ কিং ভীতোঽসি ক্ব যাস্যসি।
স্থিতোঽহং সমরে মা ভৈরিতি চান্যে বিচুক্রুশুঃ॥ ১৯

তত্র ভীষ্মঃ শান্তনবো নিত্যং মণ্ডলকার্মুকঃ।
মুমোচ বাণান্ দীপ্তাগ্রানহীনাশীবিষানিব॥ ২০

তখন "দাঁড়াও, দাঁড়াইয়া আছি, ইহাকে বিদ্ধ কর, ফিরিয়া চল, স্থিরভাবে অবস্থান কর, হাঁ, হাঁ স্থিরভাবে আছি" এইরূপ শব্দ চারিদিকে শুনা যাইতে লাগিল॥ ৮

যখন স্বর্ণের কবচসমূহ, কিরীটসকল এবং ধ্বজগুলির উপর সমস্ত যোদ্ধাদিগের অস্ত্রসমূহ পড়িতে লাগিল, তখন পর্ব্বতসকলের উপর পর্ব্বতসমূহের বিদীর্ণ হইয়া পতনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল॥ ৯

সৈন্যগণের শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও স্বর্ণভূষিত বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং ধড়পড় করিতে থাকিল॥ ১০

বহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণের মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইলেও তাঁহাদের মস্তকহীন দেহ পূর্ব্ববৎ ধনুর্ব্বাণ ও অন্য সকল অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল॥ ১১

তখন রণাঙ্গনে মহাবেগে রক্তের নদী বহিয়া চলিল। হস্তিগণের শরীর তাহার মধ্যে শিলাখণ্ডসমূহের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হইল। বড় বড় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীরসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই রক্তনদী পরলোকরূপ সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া চলিল। রক্ত-মাংসের এই নদী শকুনি ও শৃগালদের আনন্দদায়িনী হইল॥ ১২-১৩

ভারত! নরেশ্বর! পাণ্ডবগণ এবং আপনার পুত্রগণের মধ্যে সেই দিন যেরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে কখনও দেখা যাই নাই এবং শুনাও যাই নাই॥ ১৪

সেই যুদ্ধস্থলে পতিতযোদ্ধাগণ ও পর্ব্বতের শ্যামবর্ণ শিখরসমূহের ন্যায় হস্তিসকলে অবরুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় রথগুলির যাতায়াতের পথ থাকিল না॥ ১৫

মাননীয় মহারাজ! এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ (লোহার টুপি)-সমূহে এই রণভূমি শরদ্ ঋতুতে তারকাবলিশোভিত আকাশতুল্য শোভা পাইতে লাগিল॥ ১৬

কোন কোন বীরগণ বাণে বিদীর্ণ হইয়া অস্ত্রের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকিলেও সমরাঙ্গণে নির্ভয় ও সদর্পে শত্রুদিগের প্রতি দৌড়াইতে লাগিলেন॥ ১৭

কতক যোদ্ধা রণস্থলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এইরূপ বলিয়া স্বজনগণকে ডাকিলেন—'তাত! ভ্রাতঃ! সখে! বন্ধো! আমার মিত্র! আমার মাতুল'! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না॥ ১৮

অপর সৈন্যগণ এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিল—এস, আমার নিকট এস, কেন ভীত হইতেছ? কোথায় যাইবে? আমি সংগ্রামে অবস্থান করিতেছি, তুমি ভয় করিও না॥ ১৯

সেখানে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বীয় ধনুকে মণ্ডলাকার করত বিষধর সর্পসকলের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত বাণসমূহ নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২০

শরৈরেকায়নীকুর্বন্ দিশঃ সর্বা যতব্রতঃ।
জঘান পাণ্ডবরথানাদিশ্য ভরতর্ষভ ॥ ২১
স নৃত্যন্ বৈ রথোপস্থে দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
অলাতচক্রবদ্ রাজংস্তত্র তত্র স্ম দৃশ্যতে ॥ ২২
তমেকং সমরে শূরং পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ।
অনেকশতসাহস্রং সমপশ্যন্ত লাঘবাৎ ॥ ২৩
মায়াকৃতাত্মানমিব ভীষ্মং তত্র স্ম মেনিরে।
পূর্বস্যাং দিশি তং দৃষ্ট্বা প্রতীচ্যাং দদৃশুর্জনাঃ ॥ ২৪
উদীচ্যাং চৈবমালোক্য দক্ষিণস্যাং পুনঃ প্রভো।
এবং স সমরে শূরো গাঙ্গেয়ঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৫
ন চৈবং পাণ্ডবেয়ানাং কশ্চিচ্ছক্নোতি বীক্ষিতুম্।
বিশিখানেব পশ্যন্তি ভীষ্মচাপচ্যুতান্ বহূন্ ॥ ২৬
কুর্বাণং সমরে কর্ম সূদয়ানঞ্চ বাহিনীম্।
ব্যাক্রোশন্ত রণে তত্র নরা বহুবিধা বহু ॥ ২৭
অমানুষেণ রূপেণ চরন্তং পিতরং তব।
শলভা ইব রাজানঃ পতন্তি বিধিচোদিতাঃ ॥ ২৮
ভীষ্মাগ্নিমভিসংক্রুদ্ধং বিনাশায় সহস্রশঃ।
ন হি মোঘঃ শরঃ কশ্চিদাসীদ্ ভীষ্মস্য সংযুগে ॥ ২৯
নর-নাগাশ্বকায়েষু বহুত্বাল্লোঘুযোধিনঃ।
(প্রচ্ছাদয়ন্ শরান্ ভীষ্মো নিশিতান্ কঙ্কপত্রিণঃ।)
ভিনত্ত্যেকেন বাণেন সুমুখেন পতত্রিণা ॥ ৩০
গজকণ্টকসন্নদ্ধং বজ্রেণেব শিলোচ্চয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনপি গজারোহান্ পিণ্ডিতান্ বর্মিতানপি ॥ ৩১
নারাচেন সুমুক্তেন নিজঘান পিতা তব।
যো যো ভীষ্মং নরব্যাঘ্রমভ্যেতি যুধি কশ্চন ॥ ৩২
মুহূর্তদৃষ্টঃ স ময়া পতিতো ভুবি দৃশ্যতে।
এবং সা ধর্মরাজস্য বধ্যমানা মহাচমূঃ ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম ব্রতপালনকারী ভীষ্ম সকল দিক্‌কে বাণাবলিতে পরিপূর্ণ করিতে করিতে পাণ্ডবপক্ষীয় রথী বীরগণকে নিজের নাম শুনাইতে শুনাইতে তাঁহাদিগকে বধ করিতে থাকিলেন ॥২১

রাজন্! সেই সময় ভীষ্ম স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে রথে বসিয়া যেন নৃত্য করিতেছিলেন। চারিদিকে ঘূর্ণিত অলাতচক্রের ন্যায় তিনি যেখানে সেখানে সর্বত্র দৃষ্ট হইতে থাকিলেন ॥ ২২

যদিও ভীষ্ম যুদ্ধে একাকী ছিলেন, তথাপি সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবগণ তাঁহার নৈপুণ্যবশতঃ সেই সময় কয়েক লক্ষরূপে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩

লোকসমূহের সেই সময় মনে হইতে লাগিল যে, ভীষ্ম রণাঙ্গনে মায়াদ্বারা নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে পূর্বদিকে দেখিতেছিলেন, তাঁহারা আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া তাঁহাকে পশ্চিম দিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৪

প্রভো! বহু লোক আবার তাঁহাকে উত্তর দিকে দেখিয়া পরক্ষণেই দক্ষিণ দিকে দর্শন করিতে লাগিল। এইভাবে সেই রণাঙ্গনে বীরবর ভীষ্ম সর্বদিকে দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ২৫

তখন পাণ্ডবগণের কোন যোদ্ধাই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। কেবল সকল যোদ্ধা তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বহু বাণশ্রেণীই দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬

সেই রণভূমিতে অদ্ভুত কর্ম করিতে করিতে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম অমানুষরূপে বিচরণ করত পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেখানে তখন বহুপ্রকার মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

সেস্থলে বিধাতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পতঙ্গ শ্রেণীতুল্য সহস্র সহস্র রাজা ক্রোধবেগে ভীষ্মরূপ প্রচণ্ড অগ্নিতে স্বীয় বিনাশের জন্য স্বয়ংই পতিত হইতে লাগিলেন ॥

যুদ্ধে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণের শরীর সকলের উপর নিক্ষিপ্ত ভীষ্মের কোন বাণই ব্যর্থ হইল না। তখন তাঁহার নিকট বহু বাণ ছিল এবং তিনিও ঐ সকলকে অতিশয় নিপুণতার সহিত প্রয়োগ করিতেছিলেন ॥

ভীষ্ম কঙ্কপক্ষীর পক্ষভূষিত বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণবাণ যুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি একটি মাত্র পক্ষভূষিত সরল বাণে লৌহাস্তরণযুক্ত হস্তীকেও সেইরূপভাবে বিদীর্ণ করিতেছিলেন, যেরূপ ইন্দ্র পর্বতশ্রেষ্ঠকে বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥

আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত একটি নারাচে একস্থানে স্থিত কবচযুক্ত দুই তিনটি হস্ত্যারোহীকেও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥

যে কোনও যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে, তাঁহাকে আমি মুহূর্তকাল দেখিতে পাইলেও পরক্ষণেই দেখি—তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়াছেন ॥

এইরূপ অতুলনীয় পরাক্রমশালী ভীষ্মকর্তৃক নিহত হইতে হইতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইয়া যাইল ॥

ভীষ্মেণাতুলবীর্য্যেণ ব্যশীর্য্যত সহস্রধা।
প্রাকম্পত মহাসেনা শরবর্ষেণ তাপিতা ॥ ৩৪
পশ্যতো বাসুদেবস্য পার্থস্যাথ শিখণ্ডিনঃ।
বর্তমানোঽপি তে বীরা দ্রবমাণান্ মহারথান্ ॥ ৩৫
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতান্।
মহেন্দ্রসমবীর্য্যেণ বধ্যমানা মহাচমূঃ ॥ ৩৬
অভজ্যত মহারাজ ন চ দ্বৌ সহ ধাবতঃ।
আবিদ্ধনর-নাগাশ্বং পতিতধ্বজ-কূবরম্ ॥ ৩৭
অনীকং পাণ্ডুপুত্রাণ্যং হাহাভূতমচেতনম্।
জঘানাত্র পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা ॥ ৩৮
প্রিয়ং সখায়ং চাক্রন্দে সখা দৈববলাৎ কৃতঃ।
বিমুচ্য কবচান্যন্যে পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকাঃ ॥ ৩৯
বিমুক্তকেশা ধাবন্তঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত ভারত।
তদ্ গোকুলমিবোদ্ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তরথযূথপম্ ॥ ৪০

তাঁহার বাণবর্ষণে সন্তপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের সেই বিশাল সেনাবাহিনী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও শিখণ্ডীর সম্মুখেই কাঁপিতে লাগিল।

এই সব বীরগণ সেখানে উপস্থিত থাকিতেও ভীষ্মের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পলায়নরত স্বীয় মহারথীদিগকেও নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না॥

মহারাজ! মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীষ্মের নিকট আঘাত পাইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল যে, তাহাদের মধ্যে কোথাও একত্রে দুইজন যাইতে সমর্থ হইল না॥

মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণ সকলেই তখন বাণে ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল। রথের ধ্বজ ও কূবর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে পাণ্ডবগণের সকল সৈন্য অচেতন হইয়া হাহাকার করিতে থাকিল।

এই যুদ্ধে দৈবের বশীভূত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে এবং মিত্র প্রিয় মিত্রকে সংহার করিতে লাগিল॥

ভারত! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের বহু সৈন্যকেই কবচ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তকেশে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে দেখা যাইল॥

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে ব্যাকুল হইয়া উদ্ভ্রান্ত গো-সকলের ন্যায় আর্ত্তস্বরে হাহাকার করিতে দেখা গেল। বহু রথযূথপতিগণও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ধাবিত

দদৃশে পাণ্ডুপুত্রস্য সৈন্যমার্তস্বরং তদা।
প্রভজ্যমানং সৈন্যং তু দৃষ্ট্বা যাদবনন্দনঃ ॥৪১
উবাচ পার্থং বীভৎসুং নিগৃহ্য রথমুত্তমম্।
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ পার্থ যস্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ ॥ ৪২
প্রহরস্ব নরব্যাঘ্র ন চেন্মোহাদ্ বিমুহ্যসে।
যৎ ত্বয়া কথিতং বীর পুরা রাজ্ঞাং সমাগমে ॥ ৪৩
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্বান্ ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকান্।
সানুবন্ধান্ হনিষ্যামি যে মাং যোৎস্যন্তি সংযুগে ॥ ৪৪
ইতি তৎ কুরু কৌন্তেয় সত্যং বাক্যমরিন্দম।
বীভৎসো পশ্য সৈন্যং স্বং ভজ্যমানং ততস্ততঃ ॥ ৪৫
দ্রবতশ্চ মহীপালান্ পশ্য যৌধিষ্ঠিরে বলে।
দৃষ্ট্বা হি ভীষ্মং সমরে ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥ ৪৬
ভয়ার্তাঃ প্রপলায়ন্তে সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগা ইব।
এমমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বাসুদেবং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৭

হইতে লাগিলেন। নিজ সৈন্যদলের মধ্যে এরূপ ভাঙ্গন দেখিয়া যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উত্তম রথকে সজ্জিত করিয়া কুন্তীপুত্র অর্জুনকে বলিলেন॥

নরোত্তম! যাহার জন্য তুমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অভিলাষ করিয়া আসিতেছ, বর্ত্তমানে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি মোহে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া না পড়, তবে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ কর॥

বীর! পূর্ব্বে নৃপমণ্ডলীর মধ্যে তুমি এই কথা বলিয়াছিলে যে, যাঁহারা আমার সহিত সংগ্রাম, ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, দুর্য্যোধনের সেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি সমস্ত সৈন্যদিগকে আমি অনুগামীসহ বিনাশ করিব॥ ২৭-৪৪

শত্রুদমন কুন্তীপুত্র! তুমি তোমার সেই কথাকে আজ সত্য করিয়া দেখাও। অর্জুন! দেখ তোমার সকল সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতেছে॥ ৪৫

সমরাঙ্গণে এখন মুখবিস্তৃত সাক্ষাৎ কালের ন্যায় ভীষ্মকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের মধ্যে পলায়নপর এই সব রাজাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ইহারা সিংহ হইতে ভীত ক্ষুদ্র মৃগদিগের সদৃশ ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন॥

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন তাঁহাকে এইরূপ উত্তরপ্রদান করিলেন,—ভগবন্! এই অশ্বগণকে সেখানে

নোদয়াশ্বান্ যতো ভীষ্মো বিগাহৈতদ্ বলার্ণবম্।
পাতয়িষ্যামি দুর্ধর্ষং বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্ ॥ ৪৮

সঞ্জয় উবাচ।

ততোঽশ্বান্ রজতপ্রখ্যান্ নোদয়ামাস মাধবঃ।
যতো ভীষ্মরথো রাজন্ দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিবানিব ॥ ৪৯
ততস্তৎ পুনরাবৃত্তং যুধিষ্ঠিরবলং মহৎ।
দৃষ্ট্বা পার্থং মহাবাহুং ভীষ্মায়োদ্যতমাহবে ॥ ৫০
ততো ভীষ্মঃ কুরুশ্রেষ্ঠ সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ।
ধনঞ্জয়রথং শীঘ্রং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৫১
ক্ষণেন স রথস্তস্য সহায়ঃ সহসারথিঃ।
শরবর্ষেণ মহতা সঞ্ছন্নো ন প্রকাশতে ॥ ৫২
বাসুদেবস্ত্বসম্ভ্রান্তো ধৈর্য্যমাস্থায় সত্ত্ববান্।
চোদয়ামাস তানশ্বান্ বিচিত্রান্ ভীষ্মসায়কৈঃ ॥ ৫৩
ততঃ পার্থো ধনুর্গৃহ্য দিব্যং জলদনিঃস্বনম্।
পাতয়ামাস ভীষ্মস্য ধনুশ্ছিত্ত্বা ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৫৪
স ছিন্নধন্বা কৌরব্যঃ পুনরন্যন্মহদ্ ধনুঃ।
নিমিষান্তরমাত্রেণ সজ্যং চক্রে পিতা তব ॥ ৫৫
বিচকর্ষ ততো দোর্ভ্যাং ধনুর্জলদনিঃস্বনম্।
অথাস্য তদপি ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ ধনুরর্জুনঃ ॥ ৫৬
তস্য তৎ পূজয়ামাস লাঘবং শান্তনোঃ সুতঃ।
সাধু পার্থো মহাবাহো সাধু ভোঃ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫৭
ত্বয্যেবৈতদ্ যুক্তরূপং মহৎ কর্ম ধনঞ্জয়।
প্রীতোঽস্মি সুভৃশং পুত্র কুরু যুদ্ধং ময়া সহ ॥ ৫৮
ইতি পার্থং প্রশস্যাথ প্রগৃহ্যান্যন্মহদ্ ধনুঃ।
মুমোচ সমরে বীরঃ শরান্ পার্থরথং প্রতি ॥ ৫৯
অদর্শয়দ্ বাসুদেবো হয়যানে পরং বলম্।
মোঘান্ কুর্বন্ শরাংস্তস্য মণ্ডলান্যচরল্লঘু ॥ ৬০
তথা ভীষ্মস্তু সুদৃঢ়ং বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বগাত্রেষু ভারত ॥ ৬১

লইয়া চলুন, যেখানে ভীষ্ম আছেন। এই সৈন্যরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করুন। আজ আমি কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ দুর্দ্ধর্ষ বীর ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিব ॥ ৪৬-৪৮

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রজতসদৃশ শুভ্র অশ্বগণকে সেই দিকে চালনা করিলেন, যে দিকে ভীষ্মের রথ বর্ত্তমান ছিল। ভীষ্মের এই রথ কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় দুর্দর্শনীয় ছিল ॥ ৪৯

সেই সময় মহাবাহু অর্জুনকে সমরাঙ্গণে ভীষ্মের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের বিশাল সৈন্যবাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল ॥৫০

কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ভীষ্ম সিংহসদৃশ মুহুর্মুহুঃ গর্জন করিতে করিতে অর্জুনের রথের উপর শীঘ্রতার সহিত বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৫১

সেই প্রভূত বাণবর্ষণের ফলে ক্ষণকালের মধ্যেই অশ্ব ও সারথি-সহ অর্জুনের রথ আচ্ছাদিত হইয়া সকলের দৃষ্টির অগোচর হইয়া যাইল ॥ ৫২

পরন্তু শক্তিশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অল্পও বিভ্রান্ত না হইয়া ধৈর্য্য-সহকারে ভীষ্মের বাণ যাহাদের সকল অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; সেই অশ্বগুলিকে চালনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

তখন অর্জুন মেঘতুল্য গম্ভীর শব্দকারী দিব্য ধনু হস্তে গ্রহণ করিয়া তিনটি বাণ নিক্ষেপ করত তাহাদের দ্বারা ভীষ্মের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৪

ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নিমেষের মধ্যেই পুনরায় অপর একটি ধনুতে গুণযোজনা করিলেন ॥ ৫৫

তাহার পর মেঘ-সদৃশ গম্ভীর শব্দকারী সেই ধনুকে দুই হাতে আকর্ষণ করিলেন। এই সময়ের মধ্যেই ক্রুদ্ধ অর্জুন তাঁহার সেই ধনুও কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬

অর্জুনের এই নৈপুণ্য দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন,—মহাবাহু কুন্তীকুমার! তোমায় ধন্যবাদ। পুত্র! তোমার এই হস্তনৈপুণ্যে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ধনঞ্জয়! এইরূপ মহৎ কর্ম্ম করা তোমারই যোগ্য। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৫৭-৫৮

এইভাবে কুন্তীনন্দন অর্জুনের প্রশংসা করিয়া পুনরায় অপর বিশাল ধনু হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বীরবর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে তাঁহার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বচালনা-বিষয়ে তখন পরম বল দেখাইলেন। তিনি ভীষ্মের বাণসমূহ ব্যর্থ করিতে করিতে অতিশয় নিপুণতার সহিত রথকে মণ্ডলাকারে চালাইতে লাগিলেন ॥ ৬০

ভারত! তথাপি ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সমগ্র দেহে তীক্ষ্ণবাণসমূহ বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৬১

শুশুভাতে নরব্যাঘ্রৌ তৌ ভীষ্মশরবিক্ষতৌ।
গোবৃষাবিব সংরব্ধৌ বিষাণৈর্লিখিতাঙ্কিতৌ ॥ ৬২
পুনশ্চাপি সুসংরব্ধঃ শরৈঃ শতসহস্রশঃ।
কৃষ্ণয়োর্যুধি সংরব্ধো ভীষ্মোঽথাবারয়দ্ দিশঃ ॥৬৩
বার্ষ্ণেয়ঞ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কম্পয়ামাস রোষিতঃ।
মুহুরভ্যর্দয়ন্ ভীষ্মঃ প্রহস্য স্বনবৎ তদা ॥ ৬৪
ততস্তু কৃষ্ণঃ সমরে দৃষ্ট্বা ভীষ্মপরাক্রমম্।
সম্প্রেক্ষ্য চ মহাবাহুঃ পার্থস্য মৃদুযুদ্ধতাম্ ॥ ৬৫
ভীষ্মঞ্চ শরবর্ষাণি সৃজন্তমনিশং যুধি।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং মধ্যমাসাদ্য সেনয়োঃ ॥ ৬৬
বরান্ বরান্ বিনিঘ্নন্তং পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকান্।
যুগান্তমিব কুর্ব্বাণং ভীষ্মং যৌধিষ্ঠিরে বলে ॥ ৬৭
অমৃষ্যমাণো ভগবান্ কেশবঃ পরবীরহা।
অচিন্তয়দমেয়াত্মা নাস্তি যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ৬৮
একাহ্না হি রণে ভীষ্মো নাশয়েদ্ দেব-দানবান্।
কিং নু পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে সবলান্ সপদানুগান্ ॥ ৬৯
দ্রবতে চ মহাসৈন্যং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
এতে চ কৌরবাস্তূর্ণং প্রভগ্নান্ বীক্ষ্য সোমকান্ ॥৭০
প্রাদ্রবন্তি রণে দৃষ্টা হর্ষয়ন্তঃ পিতামহম্।
সোঽহং ভীষ্মং নিহন্ম্যদ্য পাণ্ডবার্থায় দংশিতঃ ॥ ৭১
ভারমেতং বিনেষ্যামি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
অর্জ্জুনো হি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বধ্যমানোঽপি সংযুগে ॥ ৭২
কর্তব্যং নাভিজানাতি রণে ভীষ্মস্য গৌরবাৎ।
তথা চিন্তয়তস্তস্য ভূয় এব পিতামহঃ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শরান্ পার্থরথং প্রতি ॥ ৭৩
তেষাং বহুত্বাৎ তু ভৃশং শরাণাং
দিশশ্চ সর্ব্বাঃ পিহিতা বভূবুঃ।
ন চান্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমি-
র্ন ভাস্করোঽদৃশ্যত রশ্মিমালী।
ববুশ্চ বাতাস্তুমুলাঃ সধূমা
দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ক্ষুভিতা বভূবুঃ ॥ ৭৪

ভীষ্মের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শৃঙ্গের আঘাতে ক্ষত চিহ্নযুক্ত দুইটি বৃষের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তারপর অত্যন্ত রোষাবিষ্ট ভীষ্ম পুনরায় লক্ষ লক্ষ বাণ বর্ষণ করত যুদ্ধ-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে চারিদিক্ দিয়া আবৃত ও অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ৬৩

কেবল ইহাই নহে, কুপিত ভীষ্ম উচ্চহাস্য করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বারংবার পীড়িত করিতে করিতে বৃষ্ণিকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে কাঁপাইয়া তুলিলেন ॥ ৬৪

তদনন্তর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমরাঙ্গণে ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন যে, অর্জুন কোমলতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছে এবং ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে নিরন্তর বাণসমূহ বর্ষণ করিয়াই চলিতেছেন। তিনি উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থাকিয়া তাপদানকারী সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে প্রলয়কালের দৃশ্য উপস্থিত করিতেছেন ॥ ৬৫-৬৭

এই সমস্ত দেখিয়া ও বিচার করিয়া শত্রুবীরসংহারকারী অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে পরামর্শ করিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সেনাবাহিনীর অস্তিত্বই লোপ হইতে বসিয়াছে। ভীষ্ম রণাঙ্গনে একাকী একদিনের মধ্যেই সমস্ত দেবতা ও দানবগণকেও বিনাশ করিতে পারেন। সেস্থলে সৈন্য ও সেবকবৃন্দের সহিত পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করা ইহার পক্ষে আর কি অধিক কার্য্য হইতে পারে ? ৬৮-৬৯

মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে এবং কৌরবেরা যুদ্ধস্থলে সোমকগণকে দ্রুততার সহিত পলায়ন করিতে দেখিয়া পিতামহের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে ; অতএব আজ পাণ্ডবগণের জন্য কবচ ধারণ করত আমি স্বয়ংই যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে নিহত করিব ॥ ৭০-৭১

মহাত্মা পাণ্ডবগণের এই গুরুতর ভারকে আমি দূর করিব। অর্জুন এই যুদ্ধে তীক্ষ্ণবাণসমূহে আহত হইয়াও ভীষ্মের উপর গুরুত্ব বুদ্ধির জন্য স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে বুঝিতে পারিতেছে না ॥ ৭২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এরূপ চিন্তা করিবার সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম অর্জুনের রথের উপর পুনরায় বহু বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ৭৩

এই বাণসমূহের সংখ্যা অত্যধিক হওয়া উহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ দিক্ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। তখন না আকাশকে দেখা যাইল, না দিক্‌সমূহ ; এরূপ পৃথিবীকেও তখন দেখা যাইতেছিল না ; এমন কি প্রখর কিরণশালী ভগবান্ সূর্য্যদেবকেও সেই সময়

দ্রোণো বিকর্ণোঽথ জয়দ্রথশ্চ
ভূরিশ্রবাঃ কৃতবর্মা কৃপশ্চ।
শ্রুতায়ুরম্বষ্ঠপতিশ্চ রাজা
বিন্দানুবিন্দৌ চ সুদক্ষিণশ্চ ॥ ৭৫
প্রাচ্যাশ্চ সৌবীরগণাশ্চ সর্বে
বসাতয়ঃ ক্ষুদ্রক-মালবাশ্চ।
কিরীটিনং ত্বরমাণাঽভিসস্রু-
র্নিদেশগাঃ শান্তনবস্য রাজ্ঞঃ ॥ ৭৬
তং বাজি-পাদাত-রথৌঘজালৈ-
রনেকসাহস্রশতৈর্দদর্শ।
কিরীটিনং সম্পরিবার্য্যমাণং
শিনের্নপ্তা বারণযূথপৈশ্চ ॥ ৭৭
ততস্তু দৃষ্ট্বার্জ্জুন-বাসুদেবৌ
পদাতিনাগাশ্বরথৈঃ সমন্তাৎ।
অভিক্রুতৌ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠৌ
শিনিপ্রবীরোঽভিসসার তূর্ণম্ ॥ ৭৮
স তান্যনীকানি মাহধনুষ্মান্-
শিনিপ্রবীরঃ সহসাভিপত্য।
চকার সাহায্যমথার্জ্জুনস্য
বিষ্ণুর্যথা বৃত্রনিষূদনস্য ॥ ৭৯
বিশীর্ণনাগাশ্ব-রথ-ধ্বজৌঘং
ভীষ্মেণ বিত্রাসিতসর্বযোধম্।
যুধিষ্ঠিরানীকমভিদ্রবন্তং
প্রোবাচ সংদৃশ্য শিনিপ্রবীর ॥ ৮০
ক্ব ক্ষত্রিয়া যাস্যথ নৈষ ধর্মঃ
সতাং পুরস্তাৎ কথিতঃ পুরাণৈঃ।
মা স্বাং প্রতিজ্ঞাং ত্যজত প্রবীরাঃ
স্বং বীরধর্মং পরিপালয়ধ্বম্ ॥ ৮১
তান্ বাসবানন্তরজো নিশাম্য
নরেন্দ্রমুখ্যান্ দ্রবতঃ সমস্তাৎ।
পার্থস্য দৃষ্ট্বা মৃদুযুদ্ধতাঞ্চ
ভীষ্মঞ্চ সংখ্যে সমুদীর্য্যমাণম্ ॥ ৮২
অমৃষ্যমাণঃ স ততো মহাত্মা
যশস্বিনং সর্বদশার্হভর্তা।
উবাচ শৈনেয়মভিপ্রশংসন্
দৃষ্ট্বা কুরূনাপততঃ সমগ্রান্ ॥ ৮৩

দেখা যাইতেছিল না। তখন ধূমযুক্ত ভয়ঙ্কর বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল এবং দিক্‌সমূহ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৭৪

সেই সময় দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, রাজা অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, পূর্ব্বদেশীয় নরপতিগণ, সৌবীরদেশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ, বসাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ—ইঁহারা সকলে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের আজ্ঞানুসারে চলিতে চলিতে অতি সত্বরই কিরীটধারী অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৫-৭৬

সাত্যকি দূর হইতে দেখিলেন যে, কিরীটধারী অর্জ্জুন অশ্ব, পদাতিক ও রথী সৈন্যসমূহ সহ কয়েক লক্ষ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পড়িয়াছেন। গজরাজ যূথপতিগণও তাঁহার সর্ব্বদিক্ ঘিরিয়া রাখিয়াছে ॥ ৭৭

তারপর শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে পদাতিক, হস্তী, অশ্ব ও রথ সৈন্যসমূহ চারিদিক্ দিয়া আক্রান্ত হইতে দেখিয়া শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি অতিক্রুত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৮

শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি সহসা সেই সৈন্যগণের নিকট আসিয়া অর্জ্জুনকে সেইরূপভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন, যেরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বৃত্রাসুরনাশী দেবরাজ ইন্দ্রকে সহায়তা করিয়াছিলেন ॥ ৭৯

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীর হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজসমূহ পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িল। ভীষ্ম সেই সময় সমগ্র যোদ্ধাদিগকেই ভীত করিয়া তুলিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ৮০

হে ক্ষত্রিয়গণ! কোথায় যাইতেছ? প্রাচীন মহাপুরুষগণ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগের এরূপ ধর্ম্ম বলেন নাই। শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ! স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না। নিজেদের বীরধর্ম্ম পালন কর ॥ ৮১

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রেষ্ঠ নৃপগণকে চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, অর্জ্জুন বিনয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছে—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং ভীষ্ম সংগ্রামস্থলে ক্রমশঃ অধিক প্রচণ্ড হইয়া যাইতেছেন—ইহা অবলোকন করত সমস্ত যদুকুলের ভরণ-পোষণকর্ত্তা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

যে যান্তি তে যান্তু শিনিপ্রবীর
যেঽপি স্থিতাঃ সাত্বত তেঽপি যান্তু।
ভীষ্মং রথাৎ পশ্য নিপাত্যমানং
দ্রোণঞ্চ সংখ্যে সগণং ময়াদ্য ॥ ৮৪

ন মে রথী সাত্বত কৌরবাণাং
ক্রুদ্ধস্য মুচ্যেত রণেঽদ্য কশ্চিৎ।
তস্মাদহং গৃহ্য রথাঙ্গমুগ্রং
প্রাণং হরিষ্যামি মহাব্রতস্য ॥ ৮৫

নিহত্য ভীষ্মং সগণং তথাজৌ
দ্রোণঞ্চ শৈনেয় রথপ্রবীরৌ।
প্রীতিং করিষ্যামি ধনঞ্জয়স্য
রাজ্ঞশ্চ ভীমস্য তথাশ্বিনোশ্চ ॥ ৮৬

নিহত্য সর্বান্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাং-
স্তৎপক্ষিণো যে চ নরেন্দ্রমুখ্যাঃ।
রাজ্যেন রাজানমজাতশত্রুং
সম্পাদয়িষ্যাম্যহমদ্য হৃষ্টঃ ॥ ৮৭

তিনি সমগ্র কৌরববাহিনীকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিতে দেখিয়া যশস্বী বীর সাত্যকিকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৮২-৮৩

শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্বতবংশভূষণ সাত্যকি! যাহারা পলায়ন করিতেছে, তাহারা যাউক। যাহারা এখনও যুদ্ধে অবস্থান করিতেছে, তাহারাও চলিয়া যাউক (আমি ইহাদের কোন ভরসা করি না)। তুমি দেখ, আমি এখনই সংগ্রামভূমিতে সহায়কগণের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে রথ হইতে ভূপাতিত করিব ॥ ৮৪

সাত্বতকুলতিলক! আজ কৌরবসেনার কোন রথী বীরই ক্রুদ্ধ আমি শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবে না। আমি স্বীয় ভয়ঙ্কর চক্র লইয়া মহাব্রতধারী ভীষ্মের প্রাণ হরণ করিব ॥ ৮৫

শিনিবংশভূষণ সাত্যকে! সহায়কগণের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণ—এই দুই বীর মহারথীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমি অর্জুন, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও নকুল-সহদেবকে প্রসন্ন করিব ॥ ৮৬

ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র এবং তাহাদের পক্ষে আগত সমস্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিবৃন্দকে বধ করিয়া আমি প্রসন্নতার সহিত আজ অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশালী করিব ॥ ৮৭

সঞ্জয় উবাচ।

(ইতীদমুক্ত্বা স মহানুভাবঃ
সস্মার চক্রং নিশিতং পুরাণম্।
সুদর্শনং চিন্তিতমাত্রমেব
তস্যাগ্রহস্তং স্বয়মারুরোহ ॥)

ততঃ সুনাভং বসুদেবপুত্রঃ
সূর্য্যপ্রভং বজ্রসমপ্রভাবম্।
ক্ষুরান্তমুদ্যম্য ভুজেন চক্রং
রথাদবপ্লুত্য বিসৃজ্য বাহান্ ॥ ৮৮

সঙ্কম্পয়ন্ গাং চরণৈর্মহাত্মা
বেগেন কৃষ্ণঃ প্রসসার ভীষ্মম্।
মদান্ধমাজৌ সমুদীর্ণদর্পং
সিংহো জিঘাংসন্নিব বারণেন্দ্রম্ ॥ ৮৯

সোঽভিদ্রবন্ ভীষ্মমনীকমধ্যে
ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রাবরজঃ প্রমাথী।
ব্যালম্বিপীতান্তপটশ্চকাশে
ঘনো যথা খে তড়িতাবনদ্ধঃ ॥ ৯০

সঞ্জয় বলিলেন,—(এই কথা বলিয়া মহানুভাব শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পুরাতন ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার চিন্তা করিবামাত্রই সেই চক্র স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের হস্তের অগ্রভাগে আসিয়া প্রস্তুত থাকিলেন)॥

এই চক্রের নাভিদেশ অতিশয় সুন্দর ছিল। ইহার প্রকাশ সূর্য্যসদৃশ এবং প্রভাব বজ্রতুল্য ছিল। তাঁহার সীমান্তভাগ ক্ষুরের ন্যায় ধারাল। বসুদেবনন্দন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণকে পরিত্যাগ করত হস্তে সেই চক্রকে উত্তোলিত করিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং যেরূপ সিংহ বর্দ্ধিতগর্ব্ব, মদান্ধ ও উন্মত্ত গজরাজকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ তিনিও স্বীয় পাদভারে পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের অভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৮-৮৯

দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শত্রুগণকেই মথিত করিতে পারেন। তিনি সেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগে কুপিত হইয়া যে সময় ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন, সেই সময় তাঁহার শ্যামবিগ্রহ বায়ুর বেগে আন্দোলিত পীতবস্ত্রে এরূপ শোভা পাইতেছিলেন, যেরূপ আকাশে বিদ্যুৎ পরিবেষ্টিত শ্যাম মেঘ শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৯০

সুদর্শনং চাস্য ররাজ শৌরে-
স্তচ্চক্রপদ্মং সুভুজোরুনালম্।
যথাদিপদ্মং তরুণার্কবর্ণং
ররাজ নারায়ণনাভিজাতম্ ॥ ৯১

তৎ কৃষ্ণকোপোদয়সূর্য্যবুদ্ধং
ক্ষুরান্ততীক্ষ্ণাগ্রসুজাতপত্রম্।
তস্যৈব দেহোরুসরঃপ্ররূঢ়ং
ররাজ নারায়ণবাহুনালম্ ॥ ৯২

তমাত্তচক্রং প্রণদন্তমুচ্চৈঃ
ক্রুদ্ধং মহেন্দ্রাবরজং সমীক্ষ্য।
সর্বাণি ভূতানি ভৃশং বিনেদুঃ
ক্ষয়ং কুরূণামিব চিন্তয়িত্বা ॥ ৯৩

স বাসুদেবঃ প্রগৃহীতচক্রঃ
সংবর্তয়িষ্যন্নিব সর্বলোকম্।
অভ্যুৎপতল্লোকগুরুর্বভাসে
ভূতানি ধক্ষ্যন্নিব ধূমকেতুঃ ॥ ৯৪

তমাদ্রবন্তং প্রগৃহীতচক্রং
দৃষ্ট্বা দেবং শান্তনবস্তদানীম্।
অসম্ভ্রমং তদ্ বিচকর্ষ দোর্ভ্যাং
মহাধনুর্গাণ্ডিবতুল্যঘোষম্ ॥ ৯৫

উবাচ ভীষ্মস্তমনন্তপৌরুষং
গোবিন্দমাজাববিমূঢ়চেতাঃ।
এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তু তে মাধব চক্রপাণে ॥ ৯৬

প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ
রথোত্তমাৎ সর্বশরণ্য সংখ্যে ॥ ৯৭

ত্বয়া হতস্যাপি মমাদ্য কৃষ্ণ
শ্রেয়ঃ পরস্মিন্নিহ চৈব লোকে।
সম্ভাবিতোঽস্ম্যন্ধক-বৃষ্ণিনাথ
লোকৈস্ত্রিভির্বীর তবাভিযানাৎ ॥৯৮

রথাদবপ্লুত্য ততস্ত্বরাবান্
পার্থোঽপ্যনুদ্রুত্য যদুপ্রবীরম্।
জগ্রাহ পীনোত্তমলম্ববাহুং
বাহ্বোর্হরিং ব্যায়তপীনবাহুঃ ॥ ৯৯

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বাহুরূপ বিশালনালে সুশোভিত এই সুদর্শন চক্র কমলসদৃশ এরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে মনে হইল—ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে উৎপন্ন প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ আদিকমল প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ৯১

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধরূপ সূর্যোদয় হইতে এই কমল বিকসিত হইয়াছেন। ইঁহার সীমান্তভাগ ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ধারাল ছিল এবং ইহাই ছিল তাঁহার সুন্দর দল। ভগবানের শ্রীবিগ্রহরূপ মহাসরোবরে ইনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন এবং নারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাহুরূপ নাল উঁহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন ॥ ৯২

মহেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া হস্তে চক্র উত্তোলন করত অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপে দেখিয়া কৌরবগণের সংহারের কথা চিন্তা করত সকল প্রাণীই হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ৯৩

এই জগদ্গুরু বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হাতে চক্র লইয়া যেন সমগ্র জগৎকেই সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি তখন সমস্ত প্রাণিজগৎকে ভস্মসাৎ করিবার ইচ্ছায় উত্থিত ধূমকেতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯৪

ভগবান্‌কে চক্র লইয়া স্বীয়াভিমুখে সবেগে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বল্পও ভীত কিংবা বিভ্রান্ত না হইয়া দুই হস্তে গাণ্ডীবধনুতুল্য গম্ভীরশব্দকারী স্বীয় বিশাল ধনুকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫

সেই সময় যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের চিত্তে অল্পও মোহ ছিল না। তিনি তখন অনন্ত পুরুষার্থশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে বলিলেন,—আসুন, আসুন, দেবেশ্বর! জগন্নিবাস! আপনাকে নমস্কার। হস্তে চক্র লইয়া আগত মাধব! সকলের শরণদাতা লোকনাথ! আজ যুদ্ধভূমিতে বলপূর্ব্বক আমাকে নিহত করিয়া এই উত্তম রথ হইতে ভূপাতিত করুন ॥ ৯৬-৯৭

হে কৃষ্ণ! আজ আপনার হস্তে যদি আমি নিহত হই, তবে ইহলোক ও পরলোকে আমার কল্যাণ হইবে। অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশের রক্ষক বীর! আপনার এই আক্রমণে ত্রিভুবনে আমার গৌরব বর্দ্ধিত হইল ॥ ৯৮

স্থূল (মোটা), লম্বা ও উত্তম বাহুশোভিত, যদুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে ধাবিত হইতে দেখিয়া অর্জুন অতিশয়

নিগৃহ্যমাণশ্চ তদাদিদেবো
ভৃশং সরোষঃ কিল চাত্মযোগী।
আদায় বেগেন জগাম বিষ্ণু-
র্জিষ্ণুং মহাবাত ইবৈকবৃক্ষম্॥ ১০০
পার্থস্তু বিষ্টভ্য বলেন পাদৌ
ভীষ্মান্তিকং তূর্ণমভিদ্রবন্তম্।
বলান্নিজগ্রাহ হরিং কিরীটী
পদেঽথ রাজন্ দশমে কথঞ্চিৎ॥ ১০১
অবাস্থিতঞ্চ প্রণিপত্য কৃষ্ণং
প্রীতোঽর্জুনঃ কাঞ্চনচিত্রমালী।
উবাচ কোপং প্রতিসংহরেতি
গতির্ভবান্ কেশব পাণ্ডবানাম্॥ ১০২
ন হাস্যতে কর্ম যথাপ্রতিজ্ঞং
পুত্রৈঃ শপে কেশব সোদরৈশ্চ।
অন্তং করিষ্যামি যথা কুরূণাং
ত্বয়াহমিন্দ্রানুজ সম্প্রযুক্তঃ॥ ১০৩

ব্যগ্রতার সহিত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন এবং নিকটে যাইয়া তাঁহার দুই বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। অর্জুনেরও বাহু স্থূল (মোটা) ও বিশাল ছিল॥ ৯৯

আদিদেব আত্মযোগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অত্যন্ত রোষাবিষ্ট ছিলেন। তিনি অর্জুনকর্তৃক ধৃত হইয়াও নিবারিত হইতে পারিলেন না। যেরূপ ঝঞ্ঝাবাত কোন বৃক্ষকে তুলিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে লইয়াই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ১০০

রাজন্! তখন কিরীটধারী অর্জুন ভীষ্মের দিকে দ্রুতবেগে গমনকারী শ্রীহরির চরণযুগল দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিলেন এবং কোনরূপে দশপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহাকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন॥ ১০১

যখন শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তখন স্বর্ণের বিচিত্রহারে বিভূষিত অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করত বলিলেন,—কেশব! আপনি আপনার ক্রোধ শান্ত করুন। প্রভো! আপনি পাণ্ডবগণের পরম আশ্রয়॥ ১০২

কেশব! এখন আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে কর্তব্যপালন করিব, উহা কখনই ত্যাগ করিব না। এই কথা আমি আমার

ততঃ প্রতিজ্ঞাং সময়ঞ্চ তস্য
জনার্দনঃ প্রীতমনা নিশম্য।
স্থিতঃ প্রিয়ে কৌরবসত্তমস্য
রথং সচক্রঃ পুনরারুরোহ॥ ১০৪
স তানভীষূন্ পুনরাদদানঃ
প্রগৃহ্য শঙ্খং দ্বিষতাং নিহন্তা।
নিনাদয়ামাস ততো দিশশ্চ
স পাঞ্চজন্যস্য রবেণ শৌরিঃ॥ ১০৫
ব্যাবিদ্ধনিষ্কাঙ্গদ-কুণ্ডলং তং
রজোবিকীর্ণাঞ্চিতপদ্মনেত্রম্।
বিশুদ্ধদংষ্ট্রং প্রগৃহীতশঙ্খং
বিচুক্রুশুঃ প্রেক্ষ্য কুরুপ্রবীরাঃ॥ ১০৬
মৃদঙ্গ-ভেরী-পণবপ্রণাদা
নেমিস্বনা দুন্দুভিনিঃস্বনাশ্চ।
স সিংহনাদাশ্চ বভূবুরুগ্রাঃ
সর্বেষ্বনীকেষু ততঃ কুরূণাম্॥ ১০৭

পুত্র ও ভ্রাতৃগণের শপথ লইয়াই বলিতেছি। উপেন্দ্র! আপনার আজ্ঞা পাইলেই আমি কৌরবসকলকে বিনাশ করিব॥ ১০৩

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ও কর্তব্যপালনের নিশ্চয়তা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। তিনি কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনের প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়া চক্রসহ পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন॥ ১০৪

শত্রুগণের হন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অশ্বসমূহের রজ্জু (লাগাম) ধারণ করিলেন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ লইয়া উহার ধ্বনিতে সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন॥ ১০৫

সেই সময় তাঁহার কণ্ঠস্থিত হার, বাহুর অঙ্গদ (বলয়) এবং কর্ণের কুণ্ডল দুলিতে লাগিল, তাঁহার কমলসদৃশ সুন্দর নেত্রের উপর সৈন্যোত্থিত ধূলি পতিত হইতেছিল। তাঁহার দন্তাবলি শুদ্ধ ও স্বচ্ছ ছিল এবং তিনি নিজ হস্তে শঙ্খ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরগণ কোলাহল করিয়া উঠিলেন॥ ১০৬

তারপর কৌরবগণের সমস্ত সৈন্যদলেই মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও দুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। রথসমূহের চক্রধারায় ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। এই সমস্ত শব্দ বীরগণের সিংহধ্বনির সহিত মিলিয়া অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিল॥ ১০৭

গাণ্ডীবঘোষঃ স্তনয়িত্নুকল্পো
জগাম পার্থস্য নভো দিশশ্চ।
জগ্মুশ্চ বাণা বিমলাঃ প্রসন্নাঃ
সর্বা দিশঃ পাণ্ডবচাপমুক্তাঃ ॥ ১০৮

তং কৌরবাণামধিপো জবেন
ভীষ্মেণ ভূরিশ্রবসা চ সার্ধম্।
অভ্যুদ্যযাবুদ্যতবাণপাণিঃ
কক্ষং দিধক্ষন্নিব ধূমকেতুঃ ॥ ১০৯

অথার্জুনায় প্রজিঘায় ভল্লান্
ভূরিশ্রবাঃ সপ্ত সুবর্ণপুঙ্খান্।
দুর্যোধনস্তোমরমুগ্রবেগং
শল্যো গদাং শান্তনবশ্চ শক্তিম্ ॥ ১১

স সপ্তভিঃ সপ্ত শরপ্রবেকান্
সংবার্য্য ভূরিশ্রবসা বিসৃষ্টান্।
শিতেন দুর্য্যোধনবাহুমুক্তং
ক্ষুরেণ তৎ তোমরমুন্মমাথ ॥ ১১

ততঃ শুভামাপততীং স শক্তিং
বিদ্যুৎপ্রভাং শান্তনবেন মুক্তাম্।
গদাঞ্চ মদ্রাধিপবাহুমুক্তাং
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং নিচকর্ত বীরঃ ॥ ১১২

ততো ভুজাভ্যাং বলবদ্ বিকৃষ্য
চিত্রং ধনুর্গাণ্ডিবমপ্রমেয়ম্।
মাহেন্দ্রমস্ত্রং বিধিবদ্ সুঘোরং
প্রাদুশ্চকারাদ্ভুতমন্তরিক্ষে ॥ ১১৩

তেনোত্তমাস্ত্রেণ ততো মহাত্মা
সর্বাণ্যনীকানি মহাধনুষ্মান্।
শরৌঘজালৈর্বিমলাগ্নিবর্ণৈ-
র্নিবারয়ামাস কিরীটমালী ॥ ১১৪

শিলীমুখাঃ পার্থধনুঃপ্রমুক্তা
রথান্ ধ্বজাগ্রাণি ধনূংষি বাহূন্।
নিকৃত্য দেহান্ বিবিশুঃ পরেষাং
নরেন্দ্র-নাগেন্দ্র-তুরঙ্গমাণাম ॥ ১১৫

ততো দিশঃ সোঽনুদিশশ্চ পার্থঃ
শরৈঃ সুধারৈঃ সমরে বিতত্য।
গাণ্ডীবশব্দেন মনাংষি তেষাং
কিরীটমালী ব্যথযাঞ্চকার ॥ ১১৬

অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুর গম্ভীর শব্দ মেঘগর্জনের ন্যায় আকাশ ও সকলদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নির্মল ও স্বচ্ছ বাণসমূহ সকল দিক আবৃত করিল ॥ ১০৮

সেই সময় কৌরবরাজ দুর্যোধন হাতে ধনু ও বাণ লইয়া দ্রুতবেগে অর্জুনের সম্মুখে আসিলেন, তাহাতে মনে হইল তৃণাদিতে নির্মিত কক্ষসমূহ দগ্ধ করিবার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহার সহিত ভীষ্ম ও ভূরিশ্রবাও ছিলেন ॥ ১০৯

অনন্তর ভূরিশ্রবা স্বর্ণপক্ষযুক্ত সাতটি ভল্ল অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। দুর্যোধন ভয়ঙ্কর বেগশালী একটি তোমর প্রহার করিলেন ॥ ১১০

তখন অর্জুন সাতটি বাণে ভূরিশ্রবার নিক্ষিপ্ত সাতটি ভল্লকে ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ ক্ষুরাস্ত্রে দুর্যোধনের বাহুমুক্ত সেই তোমরকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১১

তারপর বীরবর অর্জুন শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত বিদ্যুতের ন্যায় প্রস্ফুরিতা ও শোভাময়ী শক্তিকে এবং মদ্ররাজ শল্যের বাহুমুক্ত গদাকেও দুই বাণে কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ১১২

তদনন্তর অপ্রমেয় বলসম্পন্ন বিচিত্র ধনুকে দুই হস্তে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া অর্জুন বিধি অনুসারে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহেন্দ্র অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। সেই অদ্ভুত অস্ত্র তখন অন্তরিক্ষে প্রকাশিত হইয়া উঠিল ॥ ১১৩

তারপর পুনরায় কিরীটধারী মহাত্মা মহাধনুর্দ্ধর অর্জুন সেই উত্তম অস্ত্র দ্বারা নির্মল ও অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত বাণসমূহের জাল বিস্তৃত করিয়া কৌরবগণের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১১৪

অর্জুনের ধনু হইতে মুক্ত বাণসমূহ শত্রুগণের রথ, ধ্বজাগ্র, ধনু ও বাহু ছেদন করিয়া নরপতি, গজরাজ ও অশ্বসকলের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১১৫

তদনন্তর তীক্ষ্ণ ধারাল বাণশ্রেণীতে যুদ্ধস্থলে সম্পূর্ণ দিক্ ও কোণসমূহ আচ্ছাদিত করিয়া অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে কৌরবদিগের মনে ভয়ানক ব্যথার সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১৬

তস্মিংস্তথা ঘোরতমে প্রবৃত্তে
শঙ্খস্বনা দুন্দুভিনিঃস্বনাশ্চ।
অন্তর্হিতা গাণ্ডিবনিঃস্বনেন
বভূবুরুগ্রাশ্ব-রথপ্রণাদাঃ ॥ ১১৭
গাণ্ডীবশব্দং তমথো বিদিত্বা
বিরাটরাজপ্রমুখাঃ প্রবীরাঃ।
পাঞ্চালরাজো দ্রুপদশ্চ বীর-
স্তং দেশমাজগ্মুরদীনসত্ত্বাঃ ১১৮
সর্বাণি সৈন্যানি তু তাবকানি
যতো যতো গাণ্ডিবজঃ প্রণাদঃ।
ততস্ততঃ সন্নতিমেব জগ্মু-
র্ন তং প্রতীপোঽভিসসার কশ্চিৎ ॥ ১১৯
তস্মিন্ সুঘোরে নৃপসম্প্রহারে
হতাঃ প্রবীরাঃ সরথাশ্ব-সূতাঃ।
গজাশ্চ নারাচনিপাততপ্তা
মহাপতাকাঃ শুভরুক্মকক্ষ্যাঃ ॥ ১২০
পরীতসত্ত্বাঃ সহসা নিপেতুঃ
কিরীটিনা ভিন্নতনুত্রকায়াঃ।
দৃঢ়ং হতাঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ
পার্থেন ভল্লৈর্বিমলৈঃ শিতাগ্রৈঃ ॥ ১২১
নিকৃত্তযন্ত্রা নিহতেন্দ্রকীলা
ধ্বজা মহান্তো ধ্বজিনীমুখেষু।
পদাতিসঙ্ঘাশ্চ রথাশ্চ সংখ্যে
হয়াশ্চ নাগাশ্চ ধনঞ্জয়েন ॥ ১২২
বাণাহতাস্তূর্ণমপেতসত্ত্বা
বিষ্টভ্য গাত্রাণি নিপেতুরুর্ব্যাম্।
ঐন্দ্রেণ তেনাস্ত্রবরেণ রাজন্
মহাহবে ভিন্নতনুত্রদেহাঃ ॥ ২২৩
ততঃ শরৌঘৈর্নিশিতৈঃ কিরীটিনা
নৃদেহশস্ত্রক্ষতলোহিতোদা।
নদী সুঘোরা নরমেদফেনা
প্রবর্তিতা তত্র রণাজিরে বৈ ॥ ১২৪
বেগেন সাতীব পৃথুপ্রবাহা
পরেতনাগাশ্বশরীররোধা।
নরেন্দ্রমজ্জোচ্ছ্রিতমাংসপঙ্ক-
প্রভূতরক্ষোগণভূতসেবিতা ॥ ১২৫

এইরূপে সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিধ্বনি, অশ্ব ও রথসমূহের চক্রসকলের ভয়ানক শব্দ গাণ্ডীবধনুর সেই টঙ্কার-ধ্বনিতে অভিভূত হইয়া যাইল ॥ ১১৭

তথাপি গাণ্ডীবধনুর শব্দকে বুঝিতে পারিয়া রাজা বিরাট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বীরগণ এবং বীরবর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ—এই সব উদারচরিত নরপতিরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥১১৮

যেখানে যেখানে গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি হইতেছিল, সেখানে সেখানে আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী মস্তক নত করিয়া গমন করিতে লাগিল। কেহই তখন তাঁহার প্রতিকূলে আক্রমণ করে নাই ॥ ১১৯

নৃপগণের দারুণ যুদ্ধে রথ, অশ্ব ও সারথি সহ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ নিহত হইলেন। সুন্দর স্বর্ণ রজ্জুতে বদ্ধ, বড় বড় পতাকাশোভিত বহু হাতী নারাচসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া শক্তি ও চেতনা হারাইয়া সহসা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। কুন্তীকুমার অর্জুনের ভয়ঙ্কর বেগগামী তীক্ষ্ণ ও পক্ষযুক্ত নির্মল ভল্লে গভীরভাবে আহত হইয়া কবচ এবং শরীর উভয়ই বিদীর্ণ হওয়ায় কৌরব-সৈন্যরা সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করত ভূপতিত হইতে লাগিল ॥ ১২০-১২১

যুদ্ধের সম্মুখে যাহাদের যন্ত্র নষ্ট হইয়াছে এবং ইন্দ্রজাল ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ বড় বড় ধ্বজগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই সংগ্রামে অর্জুনের বাণে আহত পদাতিক সৈন্য-বাহিনী, রথ, অশ্ব ও হস্তী সকল সত্ত্বশূন্য (নিস্তেজ) হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে নিজ নিজ অঙ্গসমূহ চাপিয়া ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে পড়িতে আরম্ভ করিল। রাজন্! সেই মহান্ ঐন্দ্রাস্ত্রে সমরাঙ্গণে সকল সৈন্যেরই শরীর ও কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল ॥ ১২২-১২৩

সেই সময় যুদ্ধস্থলে কিরীটধারী অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণবাণসমূহে যোদ্ধাদিগের শরীরে প্রাপ্ত আঘাতে নির্গত রক্তের এক ভয়ঙ্কর নদী বহাইয়া দিলেন; যে নদীতে মনুষ্যগণের মেদ ফেনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ১২৪

এই নদী তীব্রবেগে বহিতেছিল। উহার প্রবাহও বিশাল ছিল। মৃত হস্তী ও অশ্বদিগের শরীরসমূহ এই নদীর তীররূপে প্রতীত হইতে লাগিল। নৃপগণের মজ্জা ও মাংস তাহার কর্দমে পরিণত হইয়াছিল। বহু রাক্ষস ও ভূতসকল উহা সেবন করিতেছিল ॥ ১২৫

শিরঃকপালাকুলকেশশাদ্বলা
শরীরসঙ্ঘাতসহস্রবাহিনী।
বিশীর্ণনানাকবচোর্মিসঙ্কুলা
নরাশ্বনাগাস্থিনিকৃত্তশর্করা ॥ ১২৬

শ্ব-কঙ্ক-শালাবৃক-গৃধ্র-কাকৈঃ
ক্রব্যাদসঙ্ঘৈশ্চ তরক্ষুভিশ্চ।
উপেতকূলাং দদৃশুর্মনুষ্যাঃ
ক্রূরাং মহাবৈতরণীপ্রকাশাম্ ॥ ১২৭

প্রবর্তিতামর্জুনবাণসঙ্ঘৈ-
র্মেদোবসাসৃক্‌প্রবহাং সুভীমাম্।
হতপ্রবীরাঞ্চ তথৈব দৃষ্ট্বা
সেনাং কুরূণামথ ফাল্গুনেন ॥ ১২৮

তে চেদি পাঞ্চাল-করূষ-মৎস্যাঃ
পার্থাশ্চ সর্বে সহিতাঃ প্রণেদুঃ।
জয়প্রগল্‌ভাঃ পুরুষপ্রবীরাঃ
সন্ত্রাসয়ন্তঃ কুরুবীরযোধান্ ॥ ১২৯

হতপ্রবীরাণি বলানি দৃষ্ট্বা
কিরীটিনা শত্রুভয়াবহেন।

মৃতের মস্তকখণ্ডের কেশসমূহ ব্যাপ্ত হইয়া এই নদীর শেওলা রূপে পরিণত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র মৃতদেহগুলি উহাতে জল-জন্তুর ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত কবচসমূহ উহার তরঙ্গরূপে সর্বদিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের কর্তিত অস্থিগুলি ছোট ছোট কাঁকর বলিয়া ভ্রম হইতেছিল ॥ ১২৬

এই নদীর উভয় তীরে কুকুর, কঙ্ক, শালবৃক, গৃধ্র, কাক, তরক্ষু এবং অন্যান্য মাংসাশী জন্তুগণ উপস্থিত ছিল। এই ভয়ানক নদীকে তখন সকল মানুষই মহাবৈতরণী নদীর ন্যায় মনে করিতেছিল ॥ ১২৭

অর্জুনের বাণসমূহ হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ইহা চর্বী, মজ্জা ও রক্ত বহন করিতে থাকায় অতিশয় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছিল। এইরূপে কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বীরগণ অর্জুনকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া চেদি, পাঞ্চাল, করূষ ও মৎস্যদেশের ক্ষত্রিয় এবং কুন্তীর পুত্র—এই সব নরবীরগণ বিজয় লাভ করত নির্ভয় হইয়া কৌরব-যোদ্ধাদিগকে ভয়ভীত করিতে করিতে এক সঙ্গে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১২৮-১২৯

বিত্রাস্য সেনাং ধ্বজিনীপতীনাং
সিংহো মৃগাণামিব যূথসঙ্ঘান্ ॥ ১৩০

বিনেদতুস্তাবতিহর্ষযুক্তৌ
গাণ্ডীবধন্বা চ জনার্দনশ্চ।
ততো রবিং সংবৃতরশ্মিজালং
দৃষ্ট্বা ভৃশং শস্ত্রপরিক্ষতাঙ্গাঃ ॥ ১৩১

তদৈন্দ্রমস্ত্রং বিততঞ্চ ঘোর-
মসহ্যমুদ্বীক্ষ্য যুগান্তকল্পম্।
অথাপযানং কুরবঃ সভীষ্মাঃ
সদ্রোণ-দুর্যোধন-বাহ্লিকাশ্চ ॥ ১৩২

চক্রুর্নিশাং সন্ধিগতাং সমীক্ষ্য
বিভাবসোর্লোহিতরাগযুক্তাম্।
অবাপ্য কীর্তিঞ্চ যশশ্চ লোকে
বিজিত্য শত্রূংশ্চ ধনঞ্জয়োঽপি ॥ ১৩৩

যযৌ নরেন্দ্রৈঃ সহ সোদরৈশ্চ
সমাপ্তকর্মা শিবিরং নিশায়াম্।
ততঃ প্রজজ্ঞে তুমুলঃ কুরূণাং
নিশামুখে ঘোরতমঃ প্রণাদঃ ॥ ১৩৪

শত্রুগণের ভয়প্রদ কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বহু বীরকে নিহত দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষের সকলেই অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। গাণ্ডীবধারী অর্জুন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিংহদ্বারা মৃগসকলের দলসমূহকে ভীত করার ন্যায় কৌরবসেনাপতিদিগকে ভীত করিয়া অত্যন্ত হর্ষের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥

তদনন্তর অস্ত্রসমূহের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষতদেহ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, বাহ্লীক ও অন্যান্য কৌরবযোদ্ধারা সূর্য্যদেবকে স্বীয় কিরণাবলিসংহৃত দেখিয়া এবং ভয়ঙ্কর ঐন্দ্রাস্ত্রকে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিতুল্য সর্বত্র ব্যাপ্ত ও অসহ্য জানিয়া সূর্য্যের রক্তিম কিরণে সংযুক্ত সন্ধ্যা এবং রাত্রির আরম্ভকাল করত সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লইলেন।

ধনঞ্জয়ও শত্রুগণকে জয় করিয়া এবং লোকসমাজে সুযশ ও সুকীর্তি লাভ করিয়া ভ্রাতা এবং নৃপগণের সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ পূর্বক রাত্রি আরম্ভে নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥

সেই সময় রাত্রির প্রারম্ভে কৌরবপক্ষের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল। তাহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, আজ অর্জুন রণাঙ্গনে দশ হাজার রথী বীর

রণে রথানামযুতং নিহত্য
হতা গজাঃ সপ্তশতার্জুনেন।
প্রাচ্যাশ্চ সৌবীরগণাশ্চ সর্বে
নিপাতিতাঃ ক্ষুদ্রক-মালবাশ্চ ॥ ১৩৫
মহৎ কৃতং কর্ম ধনঞ্জয়েন
কর্তুং যথা নার্হতি কশ্চিদন্যঃ।
শ্রুতায়ুরম্বষ্ঠপতিশ্চ রাজা
তথৈব দুর্মর্ষণ-চিত্রসেনৌ ॥ ১৩৬
দ্রোণঃ কৃপঃ সৈন্ধব-বাহ্লিকৌ চ
ভূরিশ্রবাঃ শল্য-শলৌ চ রাজন্।
অন্যে চ যোধা শতশঃ সমেতাঃ
ক্রুদ্ধেন পার্থেন রণস্য মধ্যে ॥ ১৩৭
স্ববাহুবীর্য্যেণ জিতাঃ সভীষ্মাঃ
কিরীটিনা লোকমহারথেন।
ইতি ব্রুবন্তঃ শিবিরাণি জগ্মুঃ
সর্বে গণা ভারত যে ত্বদীয়াঃ ॥ ১৩৮
উল্কাসহস্রৈশ্চ সুসম্প্রদীপ্তৈ—
র্বিভ্রাজমানৈশ্চ তথা প্রদীপৈঃ।
কিরীটিবিত্রাসিতসর্বযোধা
চক্রে নিবেশং ধ্বজিনী কুরূণাম্ ॥ ১৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়দিবসাবহারে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

সৈন্য বিনাশ করত সাতশত হস্তীকে নিহত করিয়াছে। প্রাচ্য, সৌবীর, ক্ষুদ্রক ও মালব সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকেই সে বধ করিয়াছে। ধনঞ্জয় আজ যে মহাপরাক্রম করিয়াছে, উহা অন্য কোন বীরই করিতে সমর্থ হইবে না॥

শ্রুতায়ু, রাজা অম্বষ্ঠপতি, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, শল্য ও শল—ইঁহাদিগকে এবং আরও যে সমস্ত শত শত যোদ্ধা যুদ্ধে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে, জগতে মহারথরূপে খ্যাত ও ক্রুদ্ধ কিরীটধারী কুন্তীকুমার অর্জুন স্বীয় বাহুর পরাক্রমে ভীষ্মসহ সকলকে পরাজিত করিয়াছেন॥

ভারত! পূর্বোক্ত বাক্য আলোচনা করিতে করিতে আপনার সমস্ত সৈন্যগণ সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত মশালে আলোকিত ও প্রজ্বলিত দীপসমূহে প্রকাশিত নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল। কৌরবসৈন্যের সকল সেনার মধ্যেই অর্জুনের ভীতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই সকল সৈন্য রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে লাগিল ॥ ১৩০-১৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তৃতীয় দিনের যুদ্ধের পর সৈন্যপ্রত্যাহারবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[চতুর্থদিবসে উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ব্যূহনির্ম্মাণম্, ভীষ্মার্জুনয়োর্দ্বৈরথং যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
ব্যুষ্টাং নিশাং ভারত ভারতানা-
মনীকিনীনাং প্রমুখে মহাত্মা।
যযৌ সপত্নান্ প্রতি জাতকোপো
বৃতঃ সমগ্রেণ বলেন ভীষ্মঃ ॥ ১
তং দ্রোণ-দুর্য্যোধন-বাহ্লিকাশ্চ
তথৈব দুর্মর্ষণ-চিত্রসেনৌ।
জয়দ্রথশ্চাতিবলো বলৌঘৈ—
র্নৃপাস্তথান্যে প্রযযুঃ সমন্তাৎ ॥ ২

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[চতুর্থ দিনে উভয়পক্ষের সৈন্যগণের ব্যূহ নির্ম্মাণ এবং ভীষ্ম ও অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইল, তখন ভরতবংশীয় সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে স্থিত মহাত্মা ভীষ্ম সমগ্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। সেই সময় তিনি শত্রুগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন ॥ ১

তাঁহার সহিত চারিদিকে দ্রোণ, দুর্য্যোধন, বাহ্লীক, দুর্মর্ষণ,

স তৈর্মহদ্ভিশ্চ মহারথৈশ্চ
তেজস্বিভির্বীর্য্যবদ্ভিশ্চ রাজন্।
ররাজ রাজা স তু রাজমুখ্যৈ-
র্বৃতঃ স দেবৈরিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৩

তস্মিন্ননীকপ্রমুখে বিষক্তা
দোধূয়মানাশ্চ মহাপতাকাঃ।

মহাগজস্কন্ধগতা বিরেজুঃ ॥ ৪

সা বাহিনী শান্তনবেন গুপ্তা
মহারথৈর্বারণবাজিভিশ্চ।
বভৌ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুকল্পা
জলাগমে দ্যৌরিব জাতমেঘা ॥ ৫

ততো রণায়াভিমুখী প্রযাতা
প্রত্যর্জুনং শান্তনবাভিগুপ্তা।
সেনা মহোগ্রা সহসা কুরূণাং
বেগো যথা ভীম ইবাপগায়াঃ ॥ ৬

তং ব্যালনানাবিধগূঢ়সারং
গজাশ্ব-পাদাত-রথৌঘপক্ষম্।
ব্যূহং মহামেঘসমং মহাত্মা
দদর্শ দূরাৎ কপিরাজকেতুঃ ॥ ৭

বিনির্যযৌ কেতুমতা রথেন
নরর্ষভঃ শ্বেতহয়েন বীরঃ।
বরূথিনা সৈন্যমুখে মহাত্মা
বধে ধৃতঃ সর্বসপত্নযূনাম্ ॥ ৮

সূপস্করং সোত্তরবন্ধুরেষং
যত্তং যদূনামৃষভেণ সংখ্যে।
কপিধ্বজং প্রেক্ষ্য বিষেদুরাজৌ
সহৈব পুত্রৈস্তব কৌরবেয়াঃ ॥ ৯

প্রকর্ষতা গুপ্তমুদায়ুধেন
কিরীটিনা লোকমহারথেন।
তং ব্যূহরাজং দদৃশুস্তদীয়া-
শ্চতুশ্চতুর্ব্যালসহস্রকর্ণম্ ॥ ১০

চিত্রসেন, অতিশয় বলবান্ জয়দ্রথ এবং অন্যান্য নরপতিগণ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ২

রাজন্! এই সব মহান্, তেজস্বী, পরাক্রমী ও মহারথী বীর নৃপবৃন্দে পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন দেবতাগণে পরিবৃত বজ্রপাণি ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩

এই সব সৈন্যের অগ্রভাগে বড় বড় গজরাজ সকলের স্কন্ধে স্থাপিত অতিশয় রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণের উড্ডীয়মান ধ্বজসমূহ শোভা পাইতেছিল ॥ ৪

শান্তনুনন্দন ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী বড় বড় রথ, হস্তী ও অশ্বসকলে এইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ বর্ষাকালে জলবর্ষণশীল মেঘে আচ্ছাদিত আকাশ বিদ্যুতের সহিত শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৫

তারপর নদীর ভয়ঙ্কর বেগের ন্যায় কৌরবপক্ষের সেই অতিশয় ভয়ানক সৈন্যবাহিনী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধের জন্য সহসা অর্জুনের দিকে গমন করিতে লাগিল ॥ ৬

মহাত্মা কপিধ্বজ অর্জুন দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, কৌরবসৈন্যরা ব্যালনামক ব্যূহে আবদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগকে বহু প্রকার দেখাইতেছে। তাহাদের শক্তিও গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে। উহাদের মধ্যে হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও রথসমূহ পূর্ণরূপে আছে। কৌরবসৈন্যদের এই ব্যূহ মহামেঘের ন্যায় দেখা যাইতেছে ॥ ৭

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীর অর্জুন সমস্ত শত্রুপক্ষীয় যুবকগণের বধ সঙ্কল্প করিয়া শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত, ধ্বজ ও আবরণে সংযুক্ত রথে আরোহণ করত শত্রু-সৈন্যের সম্মুখে চলিলেন ॥ ৮

যাহার মধ্যে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী সুন্দররূপে স্থাপিত হইয়াছে, উত্তমরূপে বদ্ধ থাকিবার ফলে যাহার ঈষা অতিশয় মনোহর দেখাইতেছে এবং যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ যাহার চালনা করিতেছেন, সেই বানরচিহ্ন-যুক্ত ধ্বজাসুশোভিত রথকে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা বিষাদ-মগ্ন হইয়া পড়িল ॥ ৯

লোকবিখ্যাত মহারথী কিরীটধারী অর্জুন অস্ত্রের সাহায্যে যাহাকে সুরক্ষিতভাবে নিজের সহিত লইয়া আসিতেছেন এবং যাহার মধ্যে চার চার হাজার মদমত্ত হস্তী প্রত্যেক দিকে দণ্ডায়মান আছে, সেই ব্যূহরাজকে আপনার সৈন্যগণ দর্শন করিল ॥ ১০

যথা হি পূর্ব্বেঽহনি ধর্মরাজ্ঞা
ব্যূহঃ কৃতঃ কৌরবসত্তমেন।
তথা ন ভূতো ভুবি মানুষেষু
ন দৃষ্টপূর্ব্বো ন চ সংশ্রুতশ্চ ॥ ১১॥
ততো যথাদেশমুপেত্য তস্থুঃ
পাঞ্চালমুখ্যাঃ সহ চেদিমুখ্যৈঃ।
ততঃ সমাদেশসমাহতানি
ভেরীসহস্রাণি বিনেদুরাজৌ ॥ ১২
শঙ্খস্বনাস্তূর্য্যরবস্বনাশ্চ
সর্ব্বেষনীকেষু সসিংহনাদাঃ।
ততঃ সবাণানি মহাস্বনানি
বিস্ফার্য্যমাণানি ধনূংষি বীরৈঃ ॥ ১৩
ক্ষণেন ভেরী-পণবপ্রণাদা-
নন্তর্দধুঃ শঙ্খমহাস্বনাশ্চ।
তচ্ছঙ্খশব্দাবৃতমন্তরিক্ষ-
মুদ্ভূতভৌমক্রতরেণুজালম্ ॥ ১৪
মহানুভাবাশ্চ ততঃ প্রকাশ-
মালোক্য বীরাঃ সহসাভিপেতুঃ।
রথী রথেনাভিহতঃ সসূতঃ
পপাত সাশ্বঃ সরথঃ সকেতুঃ ॥ ১৫

গজো গজেনাভিহতঃ পপাত
পদাতিনা চাভিহতঃ পদাতিঃ।
আবর্তমানান্যভিবর্তমানৈ—
র্ঘোরীকৃতান্যদ্ভুতদর্শনানি ॥
প্রাসৈশ্চ খড্গৈশ্চ সমাহতানি
সদশ্ববৃন্দানি সদশ্ববৃন্দৈঃ ॥ ১৬
সুবর্ণতারাগণভূষিতানি
সূর্য্যপ্রভাভানি শরাবরাণি।
বিদার্য্যমাণানি পরশ্বধৈশ্চ
প্রাসৈশ্চ খড্গৈশ্চ নিপেতুরুর্ব্যাম্ ॥ ১৭
গজৈর্বিষাণৈর্বরহস্তরুগ্নাঃ
কেচিৎ সসূতা রথিনঃ প্রপেতুঃ।
গজর্ষভাশ্চাপি রথর্ষভেণ
নিপাতিতা বাণহতাঃ পৃথিব্যাম্ ॥ ১৮
গজৌঘবেগোদ্ধতসাদিতানাং
শ্রুত্বা বিষেদুঃ সহসা মনুষ্যাঃ।
আর্তস্বনং সাদিপদাতিযূনাং
বিষাণগাত্রাবরতাড়িতানাম্ ॥ ১৯

কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রথম দিনে যেরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, এই ব্যূহও সেইরূপই ছিল। এরূপ ব্যূহ এই ভূতলে মনুষ্যগণের সৈন্যের মধ্যে কখনও পূর্ব্বে দেখা যায় নাই এবং কখনও ইহা শুনাও যায় নাই। ১১

তারপর সেনাপতির আদেশ অনুসারে যথোচিত স্থানে যাইয়া চেদি ও পাঞ্চালদেশের প্রধান প্রধান বীরগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর এই রণাঙ্গনে প্রধান পুরুষের আজ্ঞা পাইয়া সহস্র সহস্র রণভেরী একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। ১২

তখন সকল সৈন্যের মধ্যেই শঙ্খনাদ, তূর্য্যনাদ এবং বীরগণের সিংহনাদের সহিত রথসমূহের ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল। তারপর বীরগণের দ্বারা আকর্ষিত বাণ-সহ ধনুর মহাটঙ্কারধ্বনিও উত্থিত হইল। ১৩

ক্ষণকালের মধ্যেই ভেরী ও প্রণব প্রভৃতির ধ্বনিকে মহাশঙ্খনাদ দাবাইয়া দিল এবং এই শঙ্খধ্বনিতে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশে (পৃথিবী হইতে) উত্থিত ধূলির ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১৪

তদনন্তর মহাপ্রভাবশালী বীরগণ সূর্য্যদেবের প্রকাশ দেখিয়া সহসা শত্রুমণ্ডলীর উপর আক্রমণ করিলেন। রথী বীর রথীর সহিত মিলিত হইয়া সারথি, অশ্ব, রথ, ধ্বজসহ নিহত অবস্থায় ভূপাতিত হইতে লাগিলেন। ১৫

হস্তী হস্তীর আঘাতে এবং পদাতিক সৈন্য পদাতিকসৈন্যের অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী হইল। শ্রেষ্ঠ অশ্বসকলের উপর শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহের আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ হইতে থাকিল। ইহারা আরোহীদিগের কৃত খড়্গ ও প্রাসসমূহের আঘাতে আহত হইয়া ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত দেখাইতেছিল। স্বর্ণময় তারকাচিহ্নসকলে শোভিত সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান কবচগুলি পরশু, খড়্গ ও প্রাসসমূহের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ১৬-১৭

দন্তর হস্তীদিগের দন্তসমূহ ও বিশাল শুণ্ডের আঘাতে রথ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাওয়ায় বহু রথী সারথির সহিত ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। কত শ্রেষ্ঠ রথী বড় বড় হাতীগুলিকেও স্বীয় বাণসমূহে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিল। ১৮

হাতিগণের বেগে নিপাতিত হইয়া বহু অশ্বারোহী ও

সম্ভ্রান্তনাগাশ্বরথে মুহূর্ত্তে
মহাক্ষয়ে সাদিপদাতিযূনাম্।
মহারথৈঃ সম্পরিবার্য্যমাণো
দদর্শ ভীষ্মঃ কপিরাজকেতুম্ ॥ ২০

তং পঞ্চতালোচ্ছ্রিততালকেতুঃ
সদশ্ববেগাদ্ভুতবীর্য্যযানঃ।
মহাস্ত্রবাণাশনিদীপ্তিমন্তং
কিরীটিনং শান্তনবোঽভ্যধাবৎ ॥ ২১

তথৈব শক্রপ্রতিমপ্রভাব-
মিন্দ্রাত্মজং দ্রোণমুখা বিসস্রুঃ।
কৃপশ্চ শল্যশ্চ বিবিংশতিশ্চ
দুর্য্যোধনঃ সৌমদত্তিশ্চ রাজন্ ॥ ২২

ততো রথানাং প্রমুখাদুপেত্য
সর্বাস্ত্রবিৎ কাঞ্চনচিত্রবর্মা।
জবেন শূরোঽভিসসার সর্বাং-
স্তানর্জুনস্যাত্মসুতোঽভিমন্যুঃ ॥ ২৩

তেষাং মহাস্ত্রাণি মহারথানা-
মসহ্যকর্মা বিনিহত্য কার্ষ্ণিঃ।
বভৌ মহামন্ত্রহুতার্চিমালী
সদোগতঃ সন্ ভগবানিবাগ্নিঃ ॥ ২৪

ততঃ স তূর্ণং রুধিরোদফেনাং
কৃত্বা নদীমাশু রণে রিপূণাম্।
জগাম সৌভদ্রমতীত্য ভীষ্মো
মহারথং পার্থমদীনসত্ত্বঃ ॥ ২৫

ততঃ প্রহস্যাদ্ভুতবিক্রমেণ
গাণ্ডীবমুক্তেন শিলাশিতেন।
বিপাঠজালেন মহাস্ত্রজালং
বিনাশয়ামাস কিরীটমালী ॥ ২৬

তমুত্তমং সর্বধনুর্ধরাণা-
মসক্তকর্মা কপিরাজকেতুঃ।
ভীষ্মং মহাত্মাভিববর্ষ তূর্ণং
শরৌঘজালৈর্বিমলৈশ্চ ভল্লৈঃ ॥ ২৭

পদাতিক যুবক বিনষ্ট হইল। তাহারা স্বীয় দন্তে ও নিয়াজে বিধ্বস্ত করিয়া বহু মানুষকে হতাহত করিয়া ফেলিল। সহসা ইহাদের আর্ত্ত চীৎকার শ্রবণ করিয়া সকল লোকেরই মনে অতিশয় খেদ উপস্থিত হইল ॥ ১৯

সেই মুহূর্ত্তে যখন অশ্বারোহী ও পদাতিক যুবকগণের গুরুতর সংহার চলিতেছিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথী বীরগণ সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন মহারথী বীরগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্ম বানরচিহ্নযুক্ত ধ্বজশোভিত অর্জুনকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২০

ভীষ্মের ধ্বজ পাঁচটি তালবৃক্ষ চিহ্নিত ও অতিশয় উচ্চ ছিল। তাঁহার রথ উত্তম অশ্বসমূহে যোজিত ছিল। ইহাদের বেগে এই রথ অদ্ভুত শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতেছিল। এই রথেই আরোহণ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কিরীটধারী অর্জুনের উপর ধাবিত হইলেন। তখন অর্জুন বাণ ও অশনি (বজ্র) প্রভৃতি দিব্য মহাস্ত্রসমূহে উদ্দীপ্ত ছিলেন ॥ ২১

রাজন্! এতাদৃশ ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের উপর দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শল্য, বিবিংশতি, দুর্য্যোধন ও ভূরিশ্রবা এক সঙ্গে আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

তখন সর্বপ্রকার অস্ত্রে অভিজ্ঞ, স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র কবচধারী, পরাক্রমশালী বীর অর্জুনপুত্র অভিমন্যু এক শ্রেষ্ঠ রথের সাহায্যে সবেগে আসিয়া সেই সমস্ত কৌরব মহারথী বীরগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৩

অর্জুননন্দন অভিমন্যুর পরাক্রম অপরের পক্ষে অসহ্য ছিল। তিনি সেই সব কৌরব মহারথীদিগের মহাস্ত্রসমূহকেও নষ্ট করিয়া যজ্ঞমণ্ডপে মহামন্ত্রদ্বারা আহুতি পাইয়া প্রজ্বলিত শিখাবলিযুক্ত ভগবান্ অগ্নিদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর উদার শক্তিশালী ভীষ্ম রণাঙ্গনে অতিক্রান্ত শত্রুদিগের রক্তরূপী জল ও ফেনপূর্ণ নদী প্রবাহিত করিয়া সুভদ্রাসুত অভিমন্যুকে অতিক্রম করত মহারথী অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৫

তখন কিরীটধারী অর্জুন হাস্য করত অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ও শিলাতে ঘষিয়া ধারালকৃত বিপাঠনামক বাণসমূহে শত্রুদিগের মহাস্ত্রসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২৬

তারপর অপ্রতিহত পরাক্রমী মহাত্মা কপিধ্বজ অর্জুন ধনুর্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের উপর ক্ষিপ্রতার সহিত নির্মল ভল্লসমূহ ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তথৈব ভীষ্মাহতমন্তরিক্ষে
মহাস্ত্রজালং কপিরাজকেতোঃ।
বিশীর্য্যমাণং দদৃশুস্ত্বদীয়া
দিবাকরেণেব তমোঽভিভূতম্ ॥ ২৮

এবংবিধং কার্ম্মুকভীমনাদ-
মদীনবৎ সৎপুরুষোত্তমাভ্যাম্।
দদর্শ লোকঃ কুরু-সৃঞ্জয়াশ্চ
তদ্ দ্বৈরথং ভীষ্ম-ধনঞ্জয়াভ্যাম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি ভীষ্মার্জ্জুনদ্বৈরথে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

সেইরূপ আপনার সৈন্যরাও দেখিতে পাইলেন যে, আকাশে কপিধ্বজ অর্জ্জুনের মহাস্ত্রজালকে ভীষ্ম নিজ অস্ত্রসমূহে সেইভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, যেরূপে ভগবান্ সূর্য্যদেব অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

সৎপুরুষগণের মধ্যে এইরূপ ভয়ঙ্কর ধনুকের টঙ্কারযুক্ত, দৈন্য-হীন দ্বৈরথযুদ্ধ চলিতে লাগিল, যাহা কৌরব ও সৃঞ্জয় বীরগণ এবং অন্যান্য সকলেও দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(অভিমন্যোঃ পরাক্রমঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন শল-পুত্রস্য বিনাশশ্চ ।)

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌণির্ভূরিশ্রবাঃ শল্যশ্চিত্রসেনশ্চ মারিষ।
পুত্রঃ সংযমনেশ্চৈব সৌভদ্রং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১

সংসক্তমতিতেজোভিস্তমেকং দদৃশুর্জনাঃ।
পঞ্চভির্মনুজব্যাঘ্রৈর্গজৈঃ সিংহশিশুং যথা ॥ ২

নাভিলক্ষ্যতয়া কশ্চিন্ন শৌর্য্যে ন পরাক্রমে।
বভূব সদৃশঃ কার্ষ্ণের্নাস্ত্রেণাপি চ লাঘবে ॥ ৩

তথা তমাত্মজং যুদ্ধে বিক্রমন্তমরিন্দমম্।
দৃষ্ট্বা পার্থঃ সুসংযত্তঃ সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৪

পীড়য়ানং তু তৎ সৈন্যং পৌত্রং তব বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা ত্বদীয়া রাজেন্দ্র সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৫

ধ্বজিনীং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং দীনশত্রুরদীনবৎ।
প্রত্যুদ্যযৌ স সৌভদ্রস্তেজসা চ বলেন চ ॥৬

তস্য লাঘবমার্গস্থমাদিত্যসদৃশপ্রভম্।
ব্যদৃশ্যন্ত মহচ্চাপং সমরে যুধ্যতঃ পরৈঃ ॥ ৭

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পরাক্রম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক শলের পুত্রকে বিনাশ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মাননীয় রাজন্! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও শলের পুত্র সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর অগ্রগতি রোধ করিয়া দিলেন ॥ ১

যেরূপ সিংহশাবক পাঁচটি হাতীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুও সেই অত্যন্ত তেজস্বী পঞ্চ পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহা সেখানকার সকল লোকেই প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে লাগিলেন ॥ ২

লক্ষ্যবেধ, শৌর্য্য (বীরত্ব) প্রকাশ, পরাক্রমপ্রদর্শন, অস্ত্রজ্ঞান বিজ্ঞাপন ও হস্তের নৈপুণ্য দেখান বিষয়ে কেহই অভিমন্যুর সদৃশ ছিলেন না ॥ ৩

স্বীয় শত্রুদমন পুত্র অভিমন্যুকে এইরূপ প্রযত্নসহকারে পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সিংহতুল্য গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

প্রজানাথ! রাজেন্দ্র! আপনার পৌত্র অভিমন্যুকর্তৃক কৌরবসৈন্যগণকে পীড়িত হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ৫

নিজ শত্রুদিগকে দীনতায় পরিণতকারী সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু স্বয়ং দীনতাশূন্য হইয়া স্বীয় তেজ ও বলে কৌরবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬

সমরাঙ্গণে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধরত অভিমন্যুর বিশাল ধনু অস্ত্রচালনানৈপুণ্যমার্গে থাকিয়া সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৭

১০ম বর্ষ, আষাঢ়মাস ১৩৭৮]   [প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

*   *   *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
রিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
কিঙ্কর বিমলানন্দ
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কার্য্যালয় ঃ—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা   প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[গীতামাহাত্ম্যম্, যুধিষ্ঠিরেণ ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-শল্যানামনুজ্ঞামাদায় যুদ্ধায়োদ্যোগশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥ ১
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সবতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ ॥ ২
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে।
চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩
ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ ॥ ৪
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে।
ভারতামৃতসর্বস্বগীতায়াঃ মথিতস্য চ।
সারমুদ্‌ধৃত্য কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে হুতম্ ॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ধনঞ্জয়ং দৃষ্ট্বা বাণগাণ্ডীবধারিণম্।
পুনরেব মহানাদং ব্যসৃজন্ত মহারথাঃ ॥ ৬
পাণ্ডবাঃ সোমকাশ্চৈব যে চৈষামনুযায়িনঃ।
দধ্মুশ্চ মুদিতাঃ শঙ্খান্ বীরাঃ সাগরসম্ভবান্ ॥ ৭
ততো ভের্য্যশ্চ পেশ্যশ্চ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত ততঃ শব্দো মহানভূৎ ॥ ৮
তথা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিতরশ্চ জনাধিপ।
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘাশ্চ সমীয়ুস্তে দিদৃক্ষয়া ॥ ৯
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্।
সমীয়ুস্তত্র সহিতা দ্রষ্টুং তদ্ বৈশসং মহৎ ॥ ১০

(ভীষ্মবধ পর্ব্ব।)

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[গীতামাহাত্ম্য, যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! অন্য বহু শাস্ত্র সংগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন আছে? গীতাই উত্তমরূপে গান (শ্রবণ, কীর্ত্তন, পঠন-পাঠন, মনন ও ধারণ) করা কর্ত্তব্য; কারণ, এই গীতা পদ্মনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে নির্গতা হইয়াছেন। ১

গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী (গীতায় সকল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে), শ্রীহরি সর্ব্বদেবময়, গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী এবং মনু (অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতা) সর্ব্ববেদময়। ২

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—"গ"কার আদিতে আছে, এতাদৃশ এই চারিটি নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলে মনুষ্যকে পুনরায় আর এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৩

এই শ্রীগীতামধ্যে ছয়শত বিশটি (৬২০) শ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সাতান্নটি (৫৭) শ্লোক অর্জ্জুন বলিয়াছেন, সাতষট্টিটি (৬৭) শ্লোক সঞ্জয় বলিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছে একটি (১) শ্লোক—ইহাই গীতার শ্লোকের পরিমাণ (সর্ব্বসাকুল্যে সাতশত সাতচল্লিশ ৭৪৭। কিন্তু শ্রীশ্রীগীতায় ৭০০ সাতশত শ্লোক আছে)। ৪

ভারতরূপ অমৃতরাশির সর্ব্বস্ব সারভূতা গীতাকে মন্থন করিয়া তাহারও সার বাহির করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে (কর্ণপথ দিয়া মন-বুদ্ধিতে) ঢালিয়া দিয়াছেন। ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! তারপর অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু ও বাণ ধারণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-মহারথিগণ, সোমকগণ ও তাঁহার অনুগামী সৈন্যরা পুনরায় অতি বেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে এই সব বীরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সমুদ্র হইতে উৎপন্ন শঙ্খসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ৬-৭

তদনন্তর ভেরী, পেশী, ক্রকচ ও নরসিংহাদি বাদ্য সহসা বাজিতে লাগিল। তাহাতে সেখানে অতিশয় শব্দ সমুত্থিত হইল। ৮

নরনাথ! সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ এবং সিদ্ধ, চারণ ও মহাভাগ মহর্ষিবৃন্দ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া এই ভীষণ হানাহানি যুদ্ধ দেখিবার জন্য একত্রে সেখানে আসিলেন।

রাজন্! তদনন্তর বীর রাজা যুধিষ্ঠির সমুদ্রের ন্যায় বিশাল উভয় পক্ষের সেই সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ও চঞ্চল দেখিয়া কবচ উন্মোচন পূর্ব্বক স্বীয় উত্তম অস্ত্রসমূহ ত্যাগ করত রথ হইতে শীঘ্রতার সহিত নামিয়া পদব্রজে কৃতাঞ্জলি সহকারে

ততো যুধিষ্ঠিরো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমবস্থিতে।
তে সেনে সাগরপ্রখ্যে মুহুঃ প্রচলিতে নৃপ ॥ ১১
বিমুচ্য কবচং বীরো নিক্ষিপ্য চ বরায়ুধম্।
অবরুহ্য রথাৎ ক্ষিপ্রং পদ্ভ্যামেব কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২
পিতামহমভিপ্রেক্ষ্য ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
বাগ্‌যতঃ প্রযযৌ যেন প্রাঙ্মুখো রিপুবাহিনীম্ ॥ ১৩
তং প্রয়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽন্বয়াৎ ॥ ১৪
বাসুদেবশ্চ ভগবান্ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম তম্।
তথা মুখ্যাশ্চ রাজানস্তচ্চিত্তা জগ্মুরুৎসুকাঃ ॥ ১৫

অর্জুন উবাচ।

কিং তে ব্যবসিতং রাজন্ যদস্মানপহায় বৈ।
পদ্ভ্যামেব প্রযাতোঽসি প্রাঙ্মুখো রিপুবাহিনীম্ ॥ ১৬

ভীমসেন উবাচ।

ক্ব গমিষ্যসি রাজেন্দ্র নিক্ষিপ্তকবচায়ুধঃ।
দংশিতেষ্বরিসৈন্যেষু ভ্রাতৄনুৎসৃজ্য পার্থিব ॥ ১৭

নকুল উবাচ।

এবং গতে ত্বয়ি জ্যেষ্ঠে মম ভ্রাতরি ভারত।
ভীর্মে দুনোতি হৃদয়ং ব্রূহি গন্তা ভবান্ ক্ব নু ॥ ১৮

সহদেব উবাচ।

অস্মিন্ রণসমূহে বৈ বর্তমানে মহাভয়ে।
উৎসৃজ্য ক্ব নু গন্তাসি শত্রূনভিমুখো নৃপ ॥ ১৯

সঞ্জয় উবাচ।

এবমাভাষ্যমাণোঽপি ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দনঃ।
নোবাচ বাগ্‌যতঃ কিঞ্চিদ্ গচ্ছত্যেব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২০
তানুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাসুদেবো মহামনাঃ।
অভিপ্রায়োঽস্য বিজ্ঞাতো ময়েতি প্রহসন্নিব ॥ ২১
এষ ভীষ্মং তথা দ্রোণং গৌতমং শল্যমেব চ।
অনুমান্য গুরূন্ সর্বান্ যোৎস্যতে পার্থিবোঽরিভিঃ ॥২২
শ্রূয়তে হি পুরাকল্পে গুরূননমুমান্য যঃ।
যুধ্যতে স ভবেদ্ ব্যক্তমপধ্যাতো মহত্তরৈঃ ॥ ২৩
অনুমান্য যথাশাস্ত্রং যস্তু যুধ্যেন্মহত্তরৈঃ।
ধ্রুবস্তস্য জয়ো যুদ্ধে ভবেদিতি মতির্মম ॥ ২৪

পিতামহ ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন কিছু কথা না বলিয়া পূর্ব্বমুখে শত্রুবাহিনীর দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ৯-১৩

কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তাঁহাকে শত্রুসেনার দিকে যাইতে দেখিয়া অতি সত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন এবং তদ্‌গতচিত্ত প্রধান প্রধান রাজারাও উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত চলিলেন ॥ ১৪-১৫

অর্জুন বলিলেন,—আপনি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদিগকে পরিহার করিয়া আপনি পদব্রজেই শত্রুসেনার দিকে যাইতেছেন? ভীমসেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! ভূপাল! কবচ ও অস্ত্রমোচন পূর্ব্বক ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কবচাদিতে সুসজ্জিত শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপনি কোথায় যাইবেন? নকুল প্রশ্ন করিলেন,—ভরতবংশভূষণ! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনি এইভাবে শত্রুসৈন্যের দিকে যাইতে থাকায় আমার হৃদয় ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। বলুন—আপনি কোথায় যাইবেন? ১৬-১৮

সহদেবও জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপ! এই রণস্থলে যেখানে বহু শত্রুসৈন্য সমবেত হইয়াছে এবং মহাভয় সম্মুখে আসিয়াছে, এরূপ এক পরিস্থিতির মধ্যে আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া শত্রুগণের দিকে কোথায় যাইবেন? ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভ্রাতারা এইরূপ বলিলেও কুরুকুলের আনন্দপ্রদ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে কিছুই বলিলেন না, পরন্তু নীরবে যাইতে লাগিলেন। তখন পরম বুদ্ধিমান্ মহামনা ভগবান্ বাসুদেব সেই চারি ভ্রাতাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন —ইঁহার অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি ॥ ২০-২১

এই রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও শল্য—এই সমস্ত গুরুজনের অনুমতি লইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥২২

প্রাচীনকাল হইতে শুনা যায়—যে ব্যক্তি গুরুজনগণের অনুমতি না লইয়া যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই সব মাননীয় পুরুষদিগের দৃষ্টি হইতে অপসারিত হয় ॥ ২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধানানুসারে মাননীয় পুরুষগণের অনুমতি লইয়া যুদ্ধ করে, তাহার যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ হইয়া থাকে—ইহাই আমার ধারণা ॥ ২৪

এবং ব্রুবতি কৃষ্ণেঽত্র ধার্তরাষ্ট্রচমূং প্রতি।
(নেত্রৈরনিমিষৈঃ সর্বৈঃ প্রেক্ষন্তে স্ম যুধিষ্ঠিরম্)
হাহাকারো মহানাসীন্নিঃশব্দাস্তপরেঽভবন্ ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং দূরাদ্ ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকাঃ।
মিথঃ সংকথয়াঞ্চক্রুরেষো হি কুলপাংশনঃ ॥ ২৬
ব্যক্তং ভীত ইবাভ্যেতি রাজাসৌ ভীষ্মমন্তিকম্।
যুধিষ্ঠিরঃ সসোদর্য্যঃ শরণার্থং প্রযাচকঃ ॥ ২৭
ধনঞ্জয়ে কথং নাথে পাণ্ডবে চ বৃকোদরে।
নকুলে সহদেবে চ ভীতিরভ্যেতি পাণ্ডবম্ ॥ ২৮
ন নূনং ক্ষত্রিয়কুলে জাতঃ সম্প্রথিতে ভুবি।
যথাস্য হৃদয়ং ভীতমল্পসত্ত্বস্য সংযুগে ॥ ২৯
ততস্তে সৈনিকাঃ সর্বে প্রশংসন্তি স্ম কৌরবান্।
হৃষ্টাঃ সুমনসো ভূত্বা চৈলানি দুধুবুশ্চ হ ॥ ৩০
ব্যনিন্দংশ্চ তথা সর্বে যোধাস্তব বিশাম্পতে।
যুধিষ্ঠিরং সসোদর্য্যং সহিতং কেশবেন হি ॥ ৩১
ততস্তৎ কৌরবং সৈন্যং ধিক্কৃত্বা তু যুধিষ্ঠিরম্।
নিঃশব্দমভবৎ তূর্ণং পুনরেব বিশাম্পতে ॥ ৩২
কিং নু বক্ষ্যতি রাজাসৌ কিং ভীষ্মঃ প্রতিবক্ষ্যতি
কিং ভীমঃ সমরশ্লাঘী কিং নু কৃষ্ণার্জুনাবিতি ॥ ৩৩
বিবক্ষিতং কিমস্যেতি সংশয়ঃ সুমহানভূৎ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ যুধিষ্ঠিরকৃতে তদা ॥ ৩৪
সোঽবগাহ্য চমূং শত্রোঃ শরশক্তিসমাকুলাম্।
ভীষ্মমেবাভ্যয়াৎ তূর্ণং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৫
তমুবাচ ততঃ পাদৌ করাভ্যাং পীড্য পাণ্ডবঃ।
ভীষ্মং শান্তনবং রাজা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আমন্ত্রয়ে ত্বাং দুর্ধর্ষ ত্বয়া যোৎস্যামহে সহ।
অনুজানীহি মাং তাত আশিষশ্চ প্রযোজয় ॥ ৩৭

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, সেই সময় দুর্যোধনের সৈন্যের অভিমুখে গমনরত যুধিষ্ঠিরকে সকলেই অপলকনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে কোন কোন স্থলে অতিশয় হাহাকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল এবং কোথাও আবার কেহই কোন শব্দই করিলেন না ॥ ২৫

যুধিষ্ঠিরকে দূর হইতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের সৈন্যগণ পরস্পর এরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন যে, এই যুধিষ্ঠিরকে ত' দেখিতেছি—কুলের কলঙ্ক-স্বরূপ ॥ ২৬

দেখ,—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই রাজা যুধিষ্ঠির যেন ভীত হইয়াই ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত ভীষ্মের নিকট শরণার্থী হইয়া ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন ॥ ২৭

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়, বৃকোদর ভীম ও নকুল-সহদেবের ন্যায় সহায়কগণ থাকিতে এই যুধিষ্ঠিরের মনে এত ভয় কোথা হইতে আসিল ? ২৮

নিশ্চয়ই এই ভূমণ্ডলে প্রখ্যাত ক্ষত্রিয়কুলে ইহার জন্ম হয় নাই ; কারণ, ইহার মানসিক বল অতিশয় অল্প ; তাই এই যুদ্ধের সময় আসিলে ইহার হৃদয়ে এত ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৯

তারপর সেই সমস্ত সৈন্যগণ কৌরবদিগের প্রশংসা করিতে থাকিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া প্রসন্নমনে স্ব-স্ব বস্ত্র দুলাইতে লাগিলেন ॥ ৩০

প্রজানাথ! আপনার এই সব যোদ্ধারাই তখন ভ্রাতৃগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরের বিশেষরূপে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

রাজন্! এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার প্রদান করিয়া সমস্ত কৌরবসৈন্য পুনরায় অতি সত্বরই নীরব হইয়া যাইলেন ॥ ৩২

তখন সকল লোকেই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিবেন এবং ভীষ্মই বা তাহার কি উত্তর দিবেন ? যুদ্ধের প্রশংসাকারী ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনই বা কি বলিবেন ? ৩৩

রাজন্! সেই সময় উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের বিষয়ে মহাসংশয় দেখা দিল। সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ? ৩৪

বাণ ও শক্তিসমূহে পূর্ণ শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠির অতি সত্বর ভীষ্মের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

সেখানে যাইয়া সেই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ উভয় হস্তে পিতামহ ভীষ্মের চরণদ্বয় গাঢ়ভাবে ধরিয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত সেই শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দুর্দ্ধর্ষ বীর পিতামহ! আমি আপনার নিকট অনুমতি চাহিতেছি, আমাকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তাত! ইহার জন্য আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন এবং আশীর্বাদ প্রদান করুন ॥ ৩৭

ভীষ্ম উবাচ ।

যদ্যেবং নাভিগচ্ছেথা যুধি মাং পৃথিবীপতে ।
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভবায় ভারত ॥ ৩৮

প্রীতোঽহং পুত্র যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি পাণ্ডব ।
যৎ তেঽভিলষিতং চান্যৎ তদবাপ্নুহি সংযুগে ॥ ৩৯

ব্রিয়তাঞ্চ বরঃ পার্থ কিমস্মত্তোঽভিকাঙ্ক্ষসি ।
এবংগতে মহারাজ ন তবাস্তি পরাজয়ঃ ॥ ৪০

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৪১

অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ বাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন ।
ভৃতোঽস্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মন্ত্রয়স্ব মহাবাহো হিতৈষী মম নিত্যশঃ ।
যুধ্যস্ব কৌরবস্যার্থে মমৈষ সততং বরঃ ॥ ৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,—পৃথিবীপতে ভরতবংশভূষণ মহারাজ! যদি এই যুদ্ধের সময় তুমি এইভাবে আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে পরাজিত হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করিতাম ॥ ৩৮

পাণ্ডুনন্দন! পুত্র! আমি এখন প্রসন্ন হইয়াছি এবং তোমাকে আজ্ঞাপ্রদান করিতেছি,— তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়ী হও। ইহা ব্যতীত, তোমার আরও যাহা অভিলাষ আছে, তাহাও তুমি এই যুদ্ধ-ভূমিতে লাভ কর ॥ ৩৯

পার্থ! বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার নিকট হইতে কি চাও? মহারাজ! এরূপ অবস্থায় তোমার পরাজয় হইবে না ॥৪০

মহারাজ! মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নহে। এই কথাই যথার্থ সত্য। আমি কৌরবগণের দ্বারা অর্থে বদ্ধ হইয়াছি ॥ ৪১

কুরুনন্দন! সেইজন্য আজ আমি তোমার সম্মুখে নপুংসকের ন্যায় (দীনতাপূর্ণ) বাক্য বলিতেছি। কুরুকুলভূষণ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ধনের দ্বারা আমাকে ভরণ-পোষণ করিয়াছে; সেইজন্য (তোমার পক্ষাবলম্বী হইয়া) তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্য কি প্রার্থনা করিতে চাহিতেছ, তাহা বল ॥ ৪২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! আপনি সর্ব্বদা আমার হিতকামী হইয়া পরামর্শ প্রদান করুন এবং দুর্য্যোধনের জন্য যুদ্ধ

ভীষ্ম উবাচ ।

রাজন্ কিমত্র সাহ্যং তে করোমি কুরুনন্দন ।
কামং যোৎস্যে পরস্যার্থে ব্রূহি যৎ তে বিবক্ষিতম্ ॥৪৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্ ।
এতন্মে মন্ত্রয় হিতং যদি শ্রেয়ঃ প্রপশ্যসি ॥ ৪৫

ভীষ্ম উবাচ ।

নৈনং পশ্যামি কৌন্তেয় যো মাং যুধ্যন্তমাহবে ।
বিজয়েত পুমান্ কশ্চিৎ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

হন্ত পৃচ্ছামি তস্মাৎ ত্বাং পিতামহ নমোঽস্তু তে ।
বধোপায়ং ব্রবীহি ত্বমাত্মনঃ সমরে পরৈঃ ॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ ।

ন স্ম তং তাত পশ্যামি সমরে যো জয়েত মাম্ ।
ন তাবন্মৃত্যুকালোঽপি পুনরাগমনং কুরু ॥ ৪৮

করুন। আমি এই বর সদা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ কুরুনন্দন! আমি তোমার কি সহায়তা করিব? যুদ্ধ ত' আমি ইচ্ছানুসারে তোমার শত্রুর পক্ষেই করিব, অতএব তুমি বল, কি বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ॥ ৪৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি ত' যুদ্ধে সর্ব্বদা অপরাজিতই থাকেন, সুতরাং আমি যুদ্ধে আপনাকে কিরূপে পরাজিত করিব? যদি আপনি আমার কল্যাণ দেখিয়া থাকেন এবং চিন্তা করেন, তবে আপনি আমাকে আমার হিতকর পরামর্শদান করুন ॥ ৪৫

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! আমি এরূপ কোন বীরকেই দেখিতে পাইতেছি না, যে যুদ্ধ-নিরত আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে। যুদ্ধকালে কোন ব্যক্তিই, এমন কি সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনাকে নমস্কার। সেই জন্যই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে যুদ্ধে শত্রুগণদ্বারা আপনার বধের উপায় বলুন ॥ ৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস! যে ব্যক্তি যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ কোন বীরকে আমি দেখিতেছি না। এখন আমার মৃত্যুর সময়ও আসে নাই, অতএব এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য অন্য কোন একদিন তুমি পুনরায় আসিও ॥ ৪৮

সঞ্জয় উবাচ।
ততো যুধিষ্ঠিরো বাক্যং ভীষ্মস্য কুরুনন্দন।
শিরসা প্রতিজগ্রাহ ভূয়স্তমভিবাদ্য চ ॥ ৪৯
প্রায়াৎ পুনর্মহাবাহুরাচার্য্যস্য রথং প্রতি।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং মধ্যেন ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৫০
স দ্রোণমভিবাদ্যাথ কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্।
উবাচ রাজা দুর্ধর্ষমাত্মনিঃশ্রেয়সং বচঃ ॥ ৫১
আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভগবন্ যোৎস্যে বিগতকল্মষঃ।
কথং জয়ে রিপূন্ সর্বাননুজ্ঞাতস্ত্বয়া দ্বিজ ॥ ৫২
দ্রোণ উবাচ।
যদি মাং নাভিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভাবায় সর্বশঃ ॥ ৫৩
তদ্ যুধিষ্ঠির তুষ্টোঽস্মি পূজিতশ্চ ত্বয়ানঘ।
অনুজানামি যুধ্যস্ব বিজয়ং সমবাপ্নুহি ॥ ৫৪
করবাণি চ তে কামং ব্রূহি ত্বমভিকাঙ্ক্ষিতম্।
এবংগতে মহারাজ যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৫৫
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৫৬
ব্রবীম্যেতৎ ক্লীববৎ ত্বাং যুধ্যাদন্যৎ কিমিচ্ছসি।
যোৎস্যেঽহং কৌরবস্যার্থে তবাশাস্যো জয়ো ময়া ॥৫৭
যুধিষ্ঠির উবাচ।
জয়মাশাস্ব মে ব্রহ্মন্ মন্ত্রয়স্ব চ মদ্ধিতম্।
যুদ্ধ্যস্ব কৌরবস্যার্থে বর এষ বৃতো ময়া ॥৫৮
দ্রোণ উবাচ।
ধ্রুবস্তে বিজয়ো রাজন্ যস্য মন্ত্রী হরিস্তব।
অহং ত্বামভিজানামি রণে শত্রূন্ বিমোক্ষ্যসে ॥ ৫৯
যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
যুধ্যস্ব গচ্ছ কৌন্তেয় পৃচ্ছ মাং কিং ব্রবীমি তে ॥ ৬০
যুধিষ্ঠির উবাচ।
পৃচ্ছামি ত্বাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৃণু যন্মেঽভিকাঙ্ক্ষিতম্।
কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্ ॥ ৬১

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দ্রোণাচার্য্যের রথের দিকে গমন করিলেন। সমস্ত সৈন্য দেখিতে লাগিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করত দুর্দ্ধর্ষ বীরচূড়ামণি দ্রোণাচার্য্যকে নিজের হিতকর বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৯-৫১

ভগবন্! আমি পরামর্শ প্রার্থনা করিতেছি যে, কি উপায়ে আপনার সহিত নিরপরাধ হইয়া যুদ্ধ করিব? আপনার আজ্ঞায় আমি সকল শত্রুগণকে কিরূপে জয় করিব? ৫২

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—মহারাজ! যদি যুদ্ধের নিশ্চয় করিয়া লইবার পর তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে পরাজিত হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করিতাম ॥ ৫৩

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার উপর অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছ। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয় লাভ কর ॥৫৪

মহারাজ! আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব। তোমার অভীষ্ট মনোরথ কি? বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমি তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ ত' আর করিতে পারি না। সুতরাং উহা ব্যতীত তুমি অন্য কি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? ৫৫

মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহাই প্রকৃত সত্য। আমি কৌরবগণের দ্বারা সেই অর্থে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৫৬

সেই কারণে আজ নপুংসকের ন্যায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত আমার নিকট হইতে অন্য কি কামনা করিতেছ? আমি দুর্য্যোধনের হইয়া যুদ্ধ করিব, কিন্তু তোমার জন্য আমি জয় প্রার্থনা করিব ॥ ৫৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি আমার বিজয়কামনা করুন এবং আমার হিতের জন্য পরামর্শদান করুন, পরন্তু দুর্য্যোধনের হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকুন। এই বর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৫৮

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! তোমার বিজয় ত' নিশ্চিতই হইবে; কারণ, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার মন্ত্রী। আমি আজ্ঞা দিতেছি যে, তুমি যুদ্ধে শত্রুদিগের প্রাণ হরণ করিবে ॥ ৫৯

যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ; আর যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেইখানে জয়। কুন্তীনন্দন! তুমি যাও, যুদ্ধ কর। আরও যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে বল, আমি তোমাকে কি উত্তর দিব? ৬০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমার মনোবাঞ্ছিত প্রশ্ন শ্রবণ

দ্রোণ উবাচ।

ন তেঽস্তি বিজয়স্তাবদ্ যুধ্যাম্যহং রণে।
মমাশু নিধনে রাজন্ যতস্ব সহ সোদরৈঃ ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হন্ত তস্মান্মহাবাহো বধোপায়ং বদাত্মনঃ।
আচার্য্য প্রণিপত্যৈষ পৃচ্ছামি ত্বাং নমোঽস্তু তে ॥ ৬৩

দ্রোণ উবাচ।

ন শত্রুং তাত পশ্যামি যো মাং হন্যাদ্ রথে স্থিতম্।
যুধ্যমানং সুসংরব্ধং শরবর্ষৌঘবর্ষিণম্ ॥ ৬৪

ঋতে প্রায়গতং রাজন্ ন্যস্তশস্ত্রমচেতনম্।
হন্যান্মাং যুধি যোধানাং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬৫

শস্ত্রং চাহং রণে জহ্যাং শ্রুত্বা তু মহদপ্রিয়ম্।
শ্রদ্ধেয়বাক্যাৎ পুরুষাদেতৎ সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৬

করুন। আপনি যুদ্ধে সর্ব্বদা অপরাজিত, সুতরাং আপনাকে আমি কিভাবে জয় করিব? ৬১

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! আমি যে পর্য্যন্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিব, সে পর্য্যন্ত তোমাদের জয়লাভ হইবে না। তুমি স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত এরূপ প্রচেষ্টা কর, যাহাতে অতি সত্বর আমার মৃত্যু হয় ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহু আচার্য্য! সেইজন্য আপনি আপনার বধের উপায় আমাকে বলুন। আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার চরণে প্রণাম করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছি ॥ ৬৩

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! যখন আমি রথে উপবেশন করত কুপিত হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিব, তখন যে ব্যক্তি আমাকে বধ করিতে পারিবে, এরূপ কোন শত্রুকেই আমি দেখিতে পাইতেছি না। ॥ ৬৪

রাজন্! যখন আমি অস্ত্র ত্যাগ করত অচেতন হইয়া আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট হইব, এরূপ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময়েই কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এতাদৃশ এক বিশেষ অবস্থায় কোন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আমাকে নিহত করিতে পারিবে। ইহা আমি তোমাকে সত্য কথা বলিয়া দিলাম ॥ ৬৫

যদি আমি কোন বিশ্বাসযোগ্য পুরুষের নিকট হইতে যুদ্ধস্থলে কোন অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাই, তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করিব। আমি তোমাকে এই সত্য সমাচার বলিলাম ॥ ৬৬

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ ভারদ্বাজস্য ধীমতঃ।
অনুমান্য তমাচার্য্যং প্রায়াচ্ছারদ্বতং প্রতি ॥ ৬৭

সোঽভিবাদ্য কৃপং রাজা কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
উবাচ দুর্দ্ধর্ষতমং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ॥ ৬৮

অনুমানয়ে ত্বাং যোৎস্যেঽহং গুরো বিগতকল্মষঃ।
জয়েয়ঞ্চ রিপূন্ সর্বানন্নুজ্ঞাতস্ত্বয়ানঘ ॥ ৬৯

কৃপ উবাচ।

যদি মাং নাভিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভাবায় সর্বশঃ ॥ ৭০

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৭১

তেষামর্থে মহারাজ যোদ্ধব্যমিতি মে মতিঃ।
অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ ব্রূয়াং যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৭২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরম বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সম্মান করত রাজা যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৭

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবার পর বাক্যবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির দুর্দ্ধর্ষ বীর কৃপাচার্য্যকে বলিলেন ॥ ৬৮

নিষ্পাপ গুরুদেব! আমি যাহাতে নিরপরাধ হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, তাহার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনার আদেশ পাইলে আমি সমস্ত শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিব ॥ ৬৯

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—মহারাজ যদি যুদ্ধ করিবার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া আমার নিকট তুমি না আসিতে, তবে আমি যাহাতে তোমার সর্ব্বপ্রকারে পরাজয় হয়, তাহার জন্য শাপদান করিতাম ॥ ৭০

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা অতি সত্য কথা। সেইজন্য আমি কৌরবদিগের দ্বারা অর্থে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৭১

মহারাজ! অতএব আমি বিবেচনা করত স্থির করিয়াছি যে, আমি কৌরবগণের হইয়াই যুদ্ধ করিব; সেইজন্য আজ নপুংসকের ন্যায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—যুদ্ধবিষয়ক সহযোগিতা ছাড়া তুমি অন্য আর কিছু আমার কি কামনা করিতেছ? ৭২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হন্ত পৃচ্ছামি তে তস্মাদাচার্য্য শৃণু মে বচঃ।
ইত্যুক্ত্বা ব্যথিতো রাজা নোবাচ গতচেতনঃ ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

তং গৌতমঃ প্রত্যুবাচ বিজ্ঞায়াস্য বিবক্ষিতম্।
অবধ্যোঽহং মহীপাল যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি ॥ ৭৪
প্রীতস্তেঽভিগমেনাহং জয়ং তব নরাধিপ।
আশাসিষ্যে সদোত্থায় সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৭৫
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ গৌতমস্য বিশাম্পতে।
অনুমান্য কৃপং রাজা প্রযযৌ যেন মদ্ররাট্ ॥ ৭৬
স শল্যমভিবাদ্যাথ কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্।
উবাচ রাজা দুর্ধর্ষমাত্মনিঃশ্রেয়সং বচঃ ॥ ৭৭
অনুমানয়ে ত্বাং দুর্ধর্ষ যোৎস্যে বিগতকল্মষঃ।
জয়েয়ং তু পরান্ রাজন্ননুজ্ঞাতস্ত্বয়া রিপূন্ ॥ ৭৮

শল্য উবাচ।

যদি মাং নাধিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভাবায় বৈ রণে ॥ ৭৯
তুষ্টোঽস্মি পূজিতশ্চাস্মি যৎ কাঙ্ক্ষসি তদস্তু তে।
অনুজানামি চৈব ত্বাং যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি ॥ ৮০
ব্রূহি চৈব পরং বীর কেনার্থঃ কিং দদামি তে।
এবংগতে মহারাজ যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৮১
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৮২
করিষ্যামি হি তে কামং ভাগিনেয় যথেপ্সিতম্।
ব্রবীম্যতঃ ক্লীববৎ ত্বাং যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৮৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মন্ত্রয়স্ব মহারাজ নিত্যং মদ্ধিতমুত্তমম্।
কামং যুধ্য পরস্যার্থে বরমেতং বৃণোম্যহম্ ॥ ৮৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আচার্য্য! এইজন্য এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ব্যথিত হইলেন এবং তখন যেন তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল ও তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহীপাল! কৃপাচার্য্য সেই সময় বুঝিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির কি বলিতে চাহে; তাই তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—রাজন্! আমি অবধ্য। যাও, যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও। ৭৪

নরনাথ! তোমার এই আগমনে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তোমার বিজয়ের জন্য শুভ কামনা করিব, এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিলাম। ৭৫

মহারাজ প্রজানাথ! কৃপাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনুজ্ঞাগ্রহণ করত যেখানে মদ্ররাজ শল্য আছেন, সেই দিকে চলিলেন। ৭৬

দুর্দ্ধর্ষ বীর শল্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে পরিক্রমা করিবার পর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিজের হিতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭৭

দুর্দ্ধর্ষ বীর! আমি নির্দোষ হইয়া যাহাতে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, সেই জন্য আমি আপনার অনুমতি চাহিতেছি। রাজন্! আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি সকল শত্রুদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিব। ৭৮

শল্য বলিলেন,—মহারাজ! যুদ্ধের জন্য স্থির সঙ্কল্প করিবার পর যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি যুদ্ধে পরাজিত হইবার জন্য তোমাকে অভিশাপদান করিতাম। ৭৯

আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমায় অতিশয় সম্মান করিয়াছ। তুমি যাহা কামনা করিতেছ, তোমার তাহা পূর্ণ হউক। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও। ৮০

বীর! তুমি আরও কিছু বল, কিরূপে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে? আমি তোমাকে কি দান করিব? মহারাজ! এরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সহযোগিতা ছাড়া আর কি তুমি আমার নিকট আশা করিতেছ? ৮১

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা সত্য কথা। আমি কৌরবগণের দ্বারা অর্থে বদ্ধ হইয়াছি। ৮২

এইজন্য আমি তোমাকে নপুংসকের ন্যায় বলিতেছি। বল, তুমি যুদ্ধবিষয়ক সহযোগিতা ব্যতীত অন্য আর কি আমার নিকট কামনা করিতেছ? ভাগিনেয়! আমি তোমার অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিব। ৮৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই বরপ্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রতিদিন আমাকে উত্তম হিতকর পরামর্শ প্রদান করিবেন। স্বীয় ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ আপনি অন্যের হইয়া করুন। ৮৪

শল্য উবাচ।

কিমত্র ব্রূহি সাহ্যং তে করোমি নৃপসত্তম।
কামং যোৎস্যে পরস্যার্থে বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥৮৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স এব মে বরঃ শল্য উদ্যোগে যস্ত্বয়া কৃতঃ।
সূতপুত্রস্য সংগ্রামে কার্য্যস্তেজোবধস্ত্বয়া ॥ ৮৬
(ত্বাং হি যোক্ষ্যতি সূতত্বে সূতপুত্রস্য মাতুল।
দুর্য্যোধনো রণে শূরমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ)

শল্য উবাচ।

সম্পৎস্যত্যেষ তে কামঃ কুন্তীপুত্র যথেপ্সিতম্।
গচ্ছ যুধ্যস্ব বিশ্রব্ধঃ প্রতিজানে বচস্তব ॥ ৮৭

সঞ্জয় উবাচ।

অনুমান্যাথ কৌন্তেয়ো মাতুলং মদ্রকেশ্বরম্।
নির্জগাম মহাসৈন্যাদ্ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮৮
বাসুদেবস্তু রাধেয়মাহবেঽভিজগাম বৈ।
তত এনমুবাচেদং পাণ্ডবার্থে গদাগ্রজঃ ॥ ৮৯
শ্রুতং মে কর্ণ ভীষ্মস্য দ্বেষাৎ কিল ন যোৎস্যতে।
অস্মান্ বরয় রাধেয় যাবদ্ ভীষ্মো ন হন্যতে ॥ ৯০
হতে তু ভীষ্মে রাধেয় পুনরেষ্যসি সংযুগম্।
ধার্তরাষ্ট্রস্য সাহায্যং যদি পশ্যসি চেৎ সমম্ ॥ ৯১

কর্ণ উবাচ।

ন বিপ্রিয়ং করিষ্যামি ধার্তরাষ্ট্রস্য কেশব।
ত্যক্তপ্রাণং হি মাং বিদ্ধি দুর্য্যোধনহিতৈষিণম্ ॥ ৯২

সঞ্জয় উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং কৃষ্ণঃ সংন্যবর্তত ভারত।
যুধিষ্ঠিরপুরোগৈশ্চ পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৯৩
অথ সৈন্যস্য মধ্যে তু প্রাক্রোশৎ পাণ্ডবাগ্রজঃ।
যোঽস্মান্ বৃণোতি তমহং বরয়ে সাহ্যকারণাৎ ॥ ৯৪
অথ তান্ সমভিপ্রেক্ষ্য যুযুৎসুরিদমব্রবীৎ।
প্রীতাত্মা ধর্মরাজানং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৯৫

শল্য বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! বল, এ বিষয়ে আমি তোমার কি সহায়তা করিব? কৌরবগণের অর্থে আমি বাঁধা আছি; সুতরাং আমি নিজের ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ ত তোমার বিপক্ষের হইয়াই করিব ॥ ৮৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মামা! যখন যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ চলিতেছে, তখন আপনি আমাকে যে বর দিয়াছিলেন, সেই বর আজও আমার পক্ষে আবশ্যক। যে সময় সূতপুত্র কর্ণের সহিত আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেই সময় আপনি তাহার উৎসাহপূর্ণ প্রতাপ নষ্ট করিয়া দিবেন ॥ ৮৬

(মামা! আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তখনকার সেই কর্ণার্জুনের যুদ্ধে দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই আপনার ন্যায় পরাক্রমশালী বীরকে অবশ্যই সূতপুত্র কর্ণের সারথিকর্ম্ম করিবার করিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন।)

শল্য বলিলেন,—কুন্তীপুত্র! তোমার এই অভীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ কর। আমি তোমার বাক্য পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলাম ॥ ৮৭

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! এইরূপে নিজের মামা মদ্ররাজ শল্যের অনুমতি লইয়া ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৮৮

এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধস্থলে রাধানন্দন কর্ণের নিকট গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের হিতের জন্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮৯

কর্ণ! আমি শুনিয়াছি যে, তুমি ভীষ্মের সহিত দ্বেষবশতঃ যুদ্ধ করিবে না। রাধানন্দন! এরূপ পরিস্থিতিতে যতকাল না ভীষ্ম নিহত হন, ততকাল তুমি আমাদের পক্ষ গ্রহণ কর ॥ ৯০

রাধাসুত! যখন ভীষ্ম নিহত হইবেন, সেই সময় তুমি যদি বুঝিয়া থাক, তবে পুনরায় দুর্য্যোধনের সহায়তার জন্য চলিয়া আসিবে ॥ ৯১

কর্ণ বলিলেন,—কেশব! আপনার জানা উচিত যে, আমি দুর্য্যোধনের একজন হিতৈষী। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য আমি স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া দিব, তথাপি তাঁহার অপ্রিয় আমি কখনই করিতে পারিব না ॥ ৯২

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! কর্ণের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৯৩

তদনন্তর জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তারস্বরে বলিলেন—যদি কোন বীর সহায়তার জন্য আমাদের পক্ষ গ্রহণ করেন, তবে আমিও তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইব ॥ ৯৪

সেই সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবগণের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রীতচিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ৯৫

অহং যোৎস্যামি ভবতঃ সংযুগে ধৃতরাষ্ট্রজান্।
যুষ্মদর্থং মহারাজ যদি মাং বৃণুষেঽনঘ ॥ ৯৬
যুধিষ্ঠির উবাচ।
এহ্যেহি সর্বে যোৎস্যামস্তব ভ্রাতৄনপণ্ডিতান্।
যুযুৎসো বাসুদেবশ্চ বয়ঞ্চ ব্রূম সর্বশঃ ॥ ৯৭
বৃণোমি ত্বাং মহাবাহো যুধ্যস্ব মম কারণাৎ।
ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ তন্তুশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য দৃশ্যতে ॥ ৯৮
ভজস্বাস্মান্ রাজপুত্র ভজমানান্ মহাদ্যুতে।
ন ভবিষ্যতি দুর্বুদ্ধির্ধার্তরাষ্ট্রোঽত্যমর্ষণঃ ॥ ৯৯
সঞ্জয় উবাচ।
ততো যুযুৎসুঃ কৌরব্যান্ পরিত্যজ্য সুতাংস্তব।
(স সত্যমিতি মন্বানো যুধিষ্ঠিরবচস্তদা)
জগাম পাণ্ডুপুত্রাণাং সেনাং বিশ্রাব্য দুন্দুভিম্ ॥ ১০০
(অবসদ্ ধার্তরাষ্ট্রস্য কুৎসয়ন্ কর্ম দুষ্কৃতম্।
সেনামধ্যে হি তৈঃ সাকং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥)

নিষ্পাপ মহারাজ! যদি আপনি আমাকে গ্রহণ করেন, তবে আমি, এই যুদ্ধে আপনাদের হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণেরসহিত সংগ্রাম করিব ॥ ৯৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যুযুৎসু! তুমি এস, এস। আমারা সকলে মিলিত হইয়া তোমার এই মূর্খ ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিব। এই কথা আমরা ও বাসুদেব সকলেই বলিতেছি ॥ ৯৭

মহাবাহো! আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তুমি আমার জন্য যুদ্ধ কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বংশপরম্পরা ও পিণ্ডোদক ক্রিয়া (শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি) তোমাকে অবলম্বন করিয়াই থাকিবে দেখিতেছি ॥ ৯৮

মহাতেজস্বী রাজকুমার! আমরা তোমাকে নিজের করিয়া লইলাম। তুমিও আমাদিগকে স্বীকার কর। অত্যন্ত ক্রোধী দুর্মতি দুর্য্যোধন এখন আর এ সংসারে জীবিত থাকিবে না ॥ ৯৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর যুযুৎসু যুধিষ্ঠিরের কথা সত্য মনে করিয়া আপনার সকল পুত্রকে ত্যাগ করত ডঙ্কাধ্বনি করিতে করিতে পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে চলিয়া যাইলেন ॥ ১০০

(তিনি তখন দুর্য্যোধনের পাপকর্ম্মের নিন্দা করিতে করিতে যুদ্ধের নিশ্চয় করত পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদেরই সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।)

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সম্প্রহৃষ্টঃ সহানুজঃ।
জগ্রাহ কবচং ভূয়ো দীপ্তিমৎ কনকোজ্জ্বলম্ ॥ ১০১
প্রত্যপদ্যন্ত তে সর্বে স্বরথান্ পুরুষর্ষভাঃ।
ততো ব্যূহং যথাপূর্বং প্রত্যব্যূহন্ত তে পুনঃ ॥ ১০২
অবাদয়ন্ দুন্দুভীংশ্চ শতশশ্চৈব পুষ্করান্।
সিংহনাদাংশ্চ বিবিধান্ বিনেদুঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১০৩
রথস্থান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ পাণ্ডবান্ প্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সর্বে পুনর্জহৃষিরে তদা ॥ ১০৪
গৌরবং পাণ্ডুপুত্রাণাং মান্যান্ মানয়তাঞ্চ তান্।
দৃষ্ট্বা মহীক্ষিতস্তত্র পূজয়াঞ্চক্রিরে ভৃশম্ ॥ ১০৫
সৌহৃদঞ্চ কৃপাং চৈব প্রাপ্তকালং মহাত্মনাম্।
দয়াঞ্চ জ্ঞাতিষু পরাং কথয়াঞ্চক্রিরে নৃপাঃ ॥ ১০৬
সাধু সাধ্বিতি সর্বত্র নিশ্চেরুঃ স্তুতিসংহিতাঃ।
বাচঃ পুণ্যাঃ কীর্তিমতাং মনোহৃদয়হর্ষণাঃ ॥ ১০৭

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত চাকচিক্যময় কবচধারণ করিলেন ॥ ১০১

তারপর এইসব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ নিজ নিজ রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পুনরায় শত্রুদিগকে রুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় নিজ সৈন্যবাহিনীর ব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ১০২

সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শত শত দুন্দুভি ও নাগাড়া বাজাইতে লাগিলেন এবং নানাবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে পুনরায় রথে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভূপতিবৃন্দ হৃষ্ট হইলেন ॥ ১০৪

মাননীয় পুরুষগণের সম্মানকারী পাণ্ডবদিগের সেই গৌরব দেখিয়া সমস্ত মহীপতিগণই তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫

তখন নৃপগণ মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সৌহার্দ্দ, কৃপা, সময়োচিত কর্ত্তব্যপালন এবং জ্ঞাতিবৃন্দের প্রতি অতিশয় দয়া—এই সব আলোচনা করিতে থাকিলেন ॥ ১০৬

যশস্বী পাণ্ডবগণের জন্য সর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহাদের স্তুতিমূলক ও প্রশংসাপূর্ণ "সাধু সাধু" এই কথা বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা এরূপ পবিত্র বহু বাক্য শুনিতে থাকিলেন যে, যাহা মন ও হৃদয়ের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥ ১০৭

ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে তত্র দদৃশুঃ শুশ্রুবুস্তথা।
বৃত্তং তৎ পাণ্ডুপুত্ত্রাণাং রুরুদুস্তে সগদ্গদাঃ ॥ ১০৮
ততো জঘ্নুর্মহাভেরীঃ শতশশ্চ সহস্রশঃ।
শঙ্খাংশ্চ গোক্ষীরনিভান্ দধ্মুর্হৃষ্টা মনস্বিনঃ ॥ ১০৯

সেখানে যে যে ম্লেচ্ছ ও আর্য্যগণ পাণ্ডবদিগের সেই ব্যাপার দেখিলেন ও শুনিলেন, তাঁহারা সকলেই গদ্গদ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মাদিসম্মাননে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

তদনন্তর হৃষ্ট মনস্বী পুরুষগণ শত শত ও সহস্র সহস্র অতি বৃহৎ বৃহৎ ভেরী ও গোদুগ্ধতুল্য শ্বেতবর্ণ বহু শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ১০৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্মাদির সমাদর-বিষয়ক ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবানাং প্রথমদিনস্থ যুদ্ধারম্ভবর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
এবং ব্যূঢ়েষনীকেষু মামকেষিতরেষু চ।
কে পূর্বং প্রাহরংস্তত্র কুরবঃ পাণ্ডবা নু কিম্ ॥ ১
সঞ্জয় উবাচ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
ভীষ্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা প্রযয়ৌ সহ সেনয়া ॥ ২
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে ভীমসেনপুরোগমাঃ।
ভীষ্মেণ যুদ্ধমিচ্ছন্তঃ প্রযযুর্হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৩
ক্ষ্বেড়াঃ কিলকিলাশব্দাঃ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ।
ভেরীমৃদঙ্গমুরজা হয়কুঞ্জরনিঃস্বনাঃ ॥ ৪
উভয়োঃ সেনয়োস্ত্যাসংস্ততস্তেঽস্মান্ সমাদ্রবন্।
বয়ং তান্ প্রতিনর্দন্তস্তদাসীৎ তুমুলং মহৎ ॥ ৫
মহান্ত্যনীকানি মহাসমুচ্ছ্রয়ে
সমাগমে পাণ্ডব-ধার্তরাষ্ট্রয়োঃ।
চকম্পিরে শঙ্খ-মৃদঙ্গনিঃস্বনৈঃ
প্রকম্পিতানীব বনানি বায়ুনা ॥ ৬
নরেন্দ্র-নাগাশ্ব-রথাকুলানা-
মভ্যাগতানামশিবে মুহূর্তে।
বভূব ঘোষস্তুমুলশ্চমূনাং
বাতোদ্ধূতানামিব সাগরাণাম্ ॥ ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-পাণ্ডবগণের প্রথম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবেরা নিজ নিজ সৈন্যদিগকে যখন ব্যূহাকারে স্থাপিত করিল, তখন সেখানে প্রথমে কাহারা প্রহার করিল, কৌরবেরা কিংবা পাণ্ডবেরা? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ২

এই প্রকার সমস্ত পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় প্রসন্নমনে অগ্রগমন করিলেন ॥ ৩

তারপর সেই উভয়পক্ষের সৈন্য মধ্যে সিংহনাদ, কিলকিলাশব্দ ক্রকচ, নরসিংহ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও ঢোল প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি এবং অশ্ব ও হস্তিগণের গর্জনধ্বনি উত্থিত হইল। পাণ্ডব সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করিল এবং আমরাও বিকট গর্জন করিতে করিতে তাহাদের উপর ধাবিত হইলাম। এইভাবে তখন অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। ৪-৫

ভীষণ মার-দাঙ্গাযুক্ত সেই মহাযুদ্ধে সম্মিলিত আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড বায়ুতে কম্পিত বনের ন্যায় শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। ৬

নরপতি, হস্তী ও অশ্বগণে এবং রথসমূহে পূর্ণ উভয়পক্ষের সৈন্যবৃন্দ সেই অমঙ্গলময় মুহূর্তে যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল, তখন বায়ুতে উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় তাহাদের ভয়ঙ্কর কোলাহল চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ৭

তস্মিন্ সমুত্থিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ প্রাণদদ্ গোবৃষো যথা ॥ ৮
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষং বারণানাঞ্চ বৃংহিতম্।
সিংহনাদঞ্চ সৈন্যানাং ভীমসেনরবোঽভ্যভূৎ ॥ ৯
হয়ানাং হ্রেষমাণানামনীকেষু সহস্রশঃ।
সর্বানভ্যভবচ্ছব্দান্ ভীমস্য নদতঃ স্বনঃ ॥ ১০
তং শ্রুত্বা নিনদং তস্য সৈন্যাস্তব বিতত্রসুঃ।
জীমূতস্যেব নদতঃ শক্রাশনিসমস্বনম্ ॥ ১১
বাহনানি চ সর্বাণি শকৃন্মূত্রং প্রসুস্রুবুঃ।
শব্দেন তস্য বীরস্য সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ ॥ ১২
দর্শয়ন্ ঘোরমাত্মানং মহাভ্রমিব নাদয়ন্।
বিভীষয়ংস্তব সুতান্ ভীমসেনঃ সমভ্যয়াৎ ॥ ১৩
তমায়ান্তং মহেষ্বাসং সোদর্য্যাঃ পর্য্যবারয়ন্।
ছাদয়ন্তঃ শরব্রাতৈর্মেঘা ইব দিবাকরম্ ॥ ১৪
দুর্য্যোধনশ্চ পুত্রস্তে দুর্মুখো দুঃশলঃ শলঃ।
দুঃশাসনশ্চাতিরথস্তথা দুর্মর্ষণো নৃপ ॥ ১৫
বিবিংশতিশ্চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ মহারথঃ।
পুরুমিত্রো জয়ো ভোজঃ সৌমদত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৬
মহাচাপানি ধুন্বন্তো মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ।
আদদানাশ্চ নারাচান্ নির্মুক্তাশীবিষোপমান্ ॥ ১৭
(অগ্রতঃ পাণ্ডুসেনায়া হ্যতিষ্ঠন্ পৃথিবীক্ষিতঃ ॥)
অথ তে দ্রৌপদীপুত্রাঃ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ১৮
ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রতিযযুরর্দয়ন্তঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
বজ্রৈরিব মহাবেগৈঃ শিখরাণি ধরাভৃতাম্ ॥ ১৯
তস্মিন্ প্রথমসংগ্রামে ভীমজ্যাতলনিঃস্বনে।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ২০
লাঘবং দ্রোণশিষ্যাণামপশ্যং ভরতর্ষভ।
নিমিত্তবেধিনাং চৈব শরানুৎসৃজতাং ভৃশম্ ॥ ২১

সেই রোমাঞ্চকারী ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইলেই মহাবাহু ভীমসেন বৃষভের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

ভীমসেনের সেই গর্জন শঙ্খ ও দুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনি, গজরাজগণের বৃংহিত রব এবং অন্যান্য সৈন্যদিগের সিংহনাদকে দাবাইয়া দিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৯

সেই সৈন্যগণমধ্যে হাজার হাজার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি হইতেছিল, কিন্তু ভীমসেনের সিংহনাদ সেই শব্দকেও দাবাইয়া দিয়া শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১০

তিনি মেঘের সদৃশ গম্ভীরস্বরে তর্জন-গর্জন করিতেছিলেন। তাঁহার এই গর্জন ইন্দ্রের বজ্রধ্বনিতুল্য ভয়ানক ছিল। তাঁহার এই সিংহনাদ শুনিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িল ॥ ১১

যেরূপ সিংহের শব্দ শুনিয়া অন্য বনজাত পশুরা ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বীর ভীমসেনের গর্জনে ভীত হইয়া কৌরব সৈন্যের সমস্ত বাহনেরা মল-মূত্রত্যাগ করিয়া ফেলিল ॥ ১২

মহামেঘের ন্যায় নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে দেখাইতে, গর্জন করিতে করিতে এবং আপনার পুত্রগণকে ভয় প্রদর্শন করিতে করিতে ভীমসেন কৌরবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩

মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অন্যান্য বীরগণ মেঘ কর্তৃক সূর্য্যকে আচ্ছাদন করার ন্যায় নিজ নিজ বাণশ্রেণীতে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

হে নৃপ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, দুর্মুখ, দুঃশল, অতিরথ দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ ও পরাক্রমশালী ভূরিশ্রবা—ইঁহারা সকলে নিজ নিজ বিশাল ধনুকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ও ধাবিত বিষধর সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান বাণকে হাতে গ্রহণ করিয়া বিদ্যুৎ প্রস্ফুরিত মেঘের সদৃশ প্রতীত হইতে লাগিলেন। এই সমস্ত ভূপালগণই পাণ্ডবসৈন্যের সম্মুখে (ভীমসেনকে ঘিরিয়া) দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৫-১৭

তারপর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথ অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই সব যোদ্ধারা বজ্রতুল্য মহাবেগশালী তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা পর্ব্বতসকলের শিখরশ্রেণীর ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে পীড়া দান করিতে করিতে তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৮-১৯

সেই প্রথম সংগ্রামে যখন ভয়ানক ধনুষ্টঙ্কার ও তালপ্রদান শব্দ হইতে লাগিল, তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদলের কোন যোদ্ধাই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন না ॥ ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই শিষ্যগণের

নোপশাম্যতি নির্ঘোষো ধনুষাং কূজতাং তথা।
বিনিশ্চেরুঃ শরা দীপ্তা জ্যোতীংষীব নভস্তলাৎ॥ ২২
সর্বে ত্বন্যে মহীপালাঃ প্রেক্ষকা ইব ভারত।
দদৃশুর্দর্শনীয়ং তং ভীমং জ্ঞাতিসমাগমম্॥ ২৩
ততস্তে জাতসংরম্ভাঃ পরস্পরকৃতাগসঃ।
অন্যোন্যস্পর্ধয়া রাজন্ ব্যাযচ্ছন্ত মহারথাঃ॥ ২৪
কুরু-পাণ্ডবসেনে তে হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলে।
শুশুভাতে রণেঽতীব পটে চিত্রার্পিতে ইব॥ ২৫
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
সহসৈন্যাঃ সমাপেতুঃ পুত্রস্য তব শাসনাৎ॥ ২৬
যুধিষ্ঠিরেণ চাদিষ্টাঃ পার্থিবাস্তে সহস্রশঃ।
বিনদন্তঃ সমাপেতুঃ পুত্রস্য তব বাহিনীম্॥ ২৭
উভয়োঃ সেনয়োস্তীব্রঃ সৈন্যানাং স সমাগমঃ।
অন্তর্ধীয়ত চাদিত্যঃ সৈন্যেন রজসাবৃতঃ॥ ২৮
প্রযুদ্ধানাং প্রভগ্নানাং পুনরাবর্তিনামপি।
নাত্র স্বেষাং পরেষাং বা বিশেষঃ সমদৃশ্যত॥ ২৯
তস্মিংস্তু তুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে।
অতিসর্বাণ্যনীকানি পিতা তেঽভিব্যরোচত॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি যুদ্ধারম্ভে
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪

অস্ত্রচালনায় দক্ষতা দেখিলাম। তাঁহারা অতিশয় তীব্র গতিতে বাণ নিক্ষেপ করিতে ও লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২১

সেখানে তখন টঙ্কারধ্বনিপূর্ণ ধনুসমূহের শব্দ কখনও শান্ত হইল না। আকাশে নক্ষত্রাবলির ন্যায় সেই সব ধনু হইতে প্রদীপ্ত বাণসমূহ অবিরত বাহির হইতে লাগিল॥ ২২

হে ভারত! অন্য সব ভূপতিগণ সেই জ্ঞাতিবর্গের ভয়ঙ্কর দর্শনীয় সংগ্রামকে দর্শকের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন॥ ২৩

রাজন্! বাল্যাবস্থায় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বহু অপরাধ করিয়াছিলেন। তখন সেই সব বিষয় স্মরণ হইতে থাকিলে এই মহারথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন॥ ২৪

বহু হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ কৌরব-পাণ্ডবগণের এই সৈন্য-বাহিনী পটে অঙ্কিত চিত্রময় সৈন্যসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ২৫

তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আদেশে অন্য সব রাজারাও হস্তে ধনুর্বাণ গ্রহণ করত সৈন্যবাহিনীর সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ২৬

এইরূপে যুধিষ্ঠিরেরও অনুমতি পাইয়া সহস্র সহস্র নরপতি গর্জন করিতে করিতে আপনার পুত্রের সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২৭

এই উভয় পক্ষের সৈন্যগণের সেই সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিল। তখন সৈন্যোত্থিত ধূলিজালে আচ্ছাদিত হইয়া সূর্য্যদেব অদৃশ্য হইয়া যাইলেন॥ ২৮

সেই সময় কিছু যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে ছিল, কিছু আবার পলায়ন করিতেছিল এবং কিছু যোদ্ধা পলাইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই বিষয়ে আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যাইল না॥ ২৯

যে সময় সেই অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল, সেই সময় আপনার জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বীয় তেজে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে যুদ্ধারম্ভবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষীয়-সৈন্যানাং দ্বন্দযুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

পূর্বাহ্নে তস্য রৌদ্রস্য যুদ্ধমহ্নো বিশাম্পতে।
প্রাবর্তত মহাঘোরং রাজ্ঞাং দেহাবকর্তনম্॥ ১

কুরূণাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ জিগীষূণাং পরস্পরম্।
সিংহানামিব সংহ্রাদো দিবমুর্বীঞ্চ নাদয়ন্॥ ২

আসীৎ কিলকিলাশব্দস্তলশঙ্খরবৈঃ সহ।
জজ্ঞিরে সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং প্রতিগর্জতাম্॥ ৩

তলত্রাভিহতাশ্চৈব জ্যাশব্দা ভরতর্ষভ।
পত্তীনাং পাদশব্দশ্চ বাজিনাঞ্চ মহাস্বনঃ॥ ৪

তোত্রাঙ্কুশনিপাতশ্চ আয়ুধানাঞ্চ নিঃস্বনঃ।
ঘণ্টাশব্দশ্চ নাগানামন্যোন্যমভিধাবতাম্॥ ৫

তস্মিন্ সমুদিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে।
বভূব রথনির্ঘোষঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ॥ ৬

তে মনঃ ক্রূরমাধায় সমভিত্যক্তজীবিতাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্তন্ত সর্ব এবোচ্ছ্রিতধ্বজাঃ॥ ৭

অথ শান্তনবো রাজন্নভ্যধাবদ্ ধনঞ্জয়ম্।
প্রগৃহ্য কার্মুকং ঘোরং কালদণ্ডোপমং রণে॥ ৮

অর্জুনোঽপি ধনুর্গৃহ্য গাণ্ডীবং লোকবিশ্রুতম্।
অভ্যধাবত তেজস্বী গাঙ্গেয়ং রণমূর্ধনি॥ ৯

তাবুভৌ কুরুশার্দূলৌ পরস্পরবধৈষিণৌ।
গাঙ্গেয়স্তু রণে পার্থং বিদ্ধা নাকম্পয়দ্ বলী॥ ১০

তথৈব পাণ্ডবো রাজন্ ভীষ্মং নাকম্পয়দ্ যুধি।
সাত্যকিস্তু মহেষ্বাসঃ কৃতবর্মাণমভ্যয়াৎ॥ ১১

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
সাত্যকিঃ কৃতবর্মাণং কৃতবর্মা চ সাত্যকিম্॥ ১২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[উভয় পক্ষ সৈন্যের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! সেই ভয়ঙ্কর দিনের প্রথমভাগে মহাভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তাহাতে রাজাদিগের শরীর উচ্ছেদ হইতেছিল॥ ১

কৌরব ও সৃঞ্জয়বংশীয় বীরগণ পরস্পর পরস্পরকে জয়লাভ করিবার জন্য সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই সিংহনাদ পৃথিবী ও আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল॥ ২

সেই সময় তল ও শঙ্খের ধ্বনির সহিত সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইতেছিল। পরস্পরের প্রতি গর্জনকারী শূরগণের সিংহনাদও হইতে লাগিল॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! তলত্রাণের আঘাতে উত্থিত গুণের শব্দ, পদাতি সৈন্যগণের পাদক্ষেপণ শব্দ, উচ্চৈঃস্বরে কৃত অশ্বসকলের হ্রেষাধ্বনি, হস্তীদিগের তোত্র (কশা) ও অঙ্কুশের শব্দ, অস্ত্রসমূহের ঝনঝন শব্দ এবং পরস্পরের প্রতি ধাবিত গজরাজগণের ঘণ্টানাদ—এই সব শব্দ মিলিত হইয়া এমন এক ভয়ঙ্কর রব উঠিল, যাহা শরীরে রোমাঞ্চ জন্মাইয়া দেয়। সেই অবস্থায় রথসমূহের ধ্বনি মেঘের বিকট গর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল॥ ৪-৬

সেই সমস্ত কৌরব সৈন্যরা নিজের মনকে কঠোর করিয়া প্রাণের পণ করত উচ্চ ধ্বজ বাঁধিয়া পাণ্ডবগণের উপর ধাবিত হইলেন॥ ৭

রাজন্! তদনন্তর শক্রনন্দন ভীষ্ম সেই যুদ্ধভূমিতে কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ ধনু গ্রহণ করত অর্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন॥ ৮

এদিকে মহাতেজস্বী অর্জুনও স্বীয় লোকবিখ্যাত গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধের সম্মুখভাগে গঙ্গানন্দন ভীষ্মের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন॥ ৯

তখন এই কুরুকুলশ্রেষ্ঠ উভয়েই পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। বলবান্ ভীষ্ম যুদ্ধে অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই॥ ১০

রাজন্! সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধে কম্পিত করিতে সমর্থ হন নাই। অপর দিকে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি কৃতবর্ম্মার অভিমুখে ধাবিত হইলেন॥ ১১

তখন ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময় কখনও সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে এবং কখনও কৃতবর্ম্মা সাত্যকিকে ভয়ানক বাণসমূহে আঘাত করিতে করিতে পরস্পরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন।

আনর্চ্ছতুঃ শরৈর্ঘোরৈস্তক্ষমাণৌ পরস্পরম্।
তৌ শরার্চিতসর্বাঙ্গৌ শুশুভাতে মহাবলৌ ॥ ১৩
বসন্তে পুষ্প-শবলৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।
অভিমন্যুর্মহেষ্বাসং বৃহদ্বলমযোধয়ৎ ॥ ১৪
ততঃ কোশলরাজাসাবভিমন্যোর্বিশাম্পতে।
ধ্বজং চিচ্ছেদ সমরে সারথিঞ্চ ন্যপাতয়ৎ ॥ ১৫
সৌভদ্রস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাতিতে রথসারথৌ।
বৃহদ্বলং মহারাজ বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ১৬
অথাপরাভ্যাং ভল্লাভ্যাং শিতাভ্যামরিমর্দনঃ।
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ পাষ্ণিমেকেন সারথিম্ ॥ ১৭
অন্যোন্যঞ্চ শরৈঃ ক্রুদ্ধৌ ততক্ষাতে পরস্পরম্।
মানিনং সমরে দৃপ্তং কৃতবৈরং মহারথম্ ॥ ১৮
ভীমসেনস্তব সুতং দুর্য্যোধনমযোধয়ৎ।
তাবুভৌ নরশার্দূলৌ কুরুমুখ্যৌ মহাবলৌ ॥ ১৯
অন্যোন্যং শরবর্ষাভ্যাং ববৃষাতে রণাজিরে।

এই দুই মহাবলশালী বীর তখন সর্ব্বাঙ্গে বাণসমূহে ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় বসন্ত ঋতুতে বিকসিত পুষ্পে পরিপূর্ণ দুইটি পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

অভিমন্যু মহাধনুর্দ্ধর বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। প্রজানাথ! কোশলরাজ বৃহদ্বল সেই যুদ্ধে অভিমন্যুর ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সারথিকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১২-১৫

মহারাজ! স্বীয় রথের সারথি নিহত হইলে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি বৃহদ্বলকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

তারপর শত্রুমর্দ্দন অভিমন্যু অন্য দুই তীক্ষ্ণ বাণে বৃহদ্বলের ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং অন্য এক বাণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও অপর এক বাণে সারথিকে বধ করিলেন ॥ ১৭

তখন উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। যুদ্ধে অভিমানপ্রকাশকারী গর্ব্বিত ও পূর্ব্ব হইতে শত্রুতাবদ্ধ আপনার মহারথ পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত ভীমসেন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥

এই দুই নরশ্রেষ্ঠ মহাবল বীর কুরুকুলের প্রধান ছিলেন। ইঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তৌ বীক্ষ্য তু মহাত্মানৌ কৃতিনৌ চিত্রযোধিনৌ ॥ ২০
বিস্ময়ঃ সর্বভূতানাং সমপদ্যত ভারত।
দুঃশাসনস্তু নকুলং প্রত্যুদ্যায় মহাবলম্ ॥ ২১
অবিদ্ধন্নিশিতৈর্বাণৈর্বহুভির্মর্মভেদিভিঃ।
তস্য মাদ্রীসুতঃ কেতুং সশরঞ্চ শরাসনম্ ॥ ২২
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রহসন্নিব ভারত।
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ ॥ ২৩
পুত্রস্তু তব দুর্ধর্ষো নকুলস্য মহাহবে।
তুরঙ্গাংশ্চিচ্ছিদে বাণৈর্ধ্বজং চৈবাভ্যপাতয়ৎ ॥ ২৪
দুর্মুখঃ সহদেবঞ্চ প্রত্যুদ্যায় মহাবলম্।
বিব্যাধ শরবর্ষেণ যতমানং মহাহবে ॥ ২৫
সহদেবস্ততো বীরো দুর্মুখস্য মহারণে।
শরেণ ভৃশতীক্ষ্ণেন পাতয়ামাস সারথিম্ ॥ ২৬
তাবন্যোন্যং সমাসাদ্য সমরে যুদ্ধদুর্মদৌ।
ত্রাসয়েতাং শরৈর্ঘোরৈঃ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ ॥ ২৭

ভারত! এই দুই মহাত্মা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে পারিতেন। সেই সময় ইঁহাদের দেখিয়া সমস্ত প্রাণীরই অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল ॥

দুঃশাসন অগ্রগমন করিয়া মর্ম্মস্থান বিদীর্ণকারক নিজ বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা মহাবল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥

ভারত! তখন মাদ্রীনন্দন নকুলও যেন হাস্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে দুঃশাসনে ধনুর্বাণ ও ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং পঞ্চবিংশতি (২৫) বাণ প্রহার করিয়া আহত করিলেন ॥

তারপর আপনার দুর্দ্ধর্ষ পুত্র দুঃশাসন সেই মহাযুদ্ধে নকুলের অশ্বগণকে ছেদন করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজকে ভূপাতিত করিলেন ॥ ১৮-২৪

মহাবল সহদেব সেই মহারণে স্বীয় বিজয়লাভের জন্য অতিশয় প্রযত্ন করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে আপনার পুত্র দুর্মুখ ধাবিত হইয়া স্বীয় বাণবর্ষণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫

তখন বীর সহদেব সেই মহাযুদ্ধে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল বাণ দ্বারা দুর্মুখের সারথিকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৬

এই দুইজন যুদ্ধদুর্মদ বীর সমরাঙ্গণে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পূর্ব্বকৃত শত্রুতার প্রতীকারকল্পে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে ভীত করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

যুধিষ্ঠিরঃ স্বয়ং রাজা মদ্ররাজানমভ্যয়াৎ।
তস্য মদ্রাধিপশ্চাপং দ্বিধা চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ২৮

তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অন্যৎ কার্মুকমাদায় বেগবদ্ বলবত্তরম্ ॥ ২৯

ততো মদ্রেশ্বরং রাজা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ছাদয়ামাস সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩০

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো দ্রোণমভ্যদ্রবত ভারত।
তস্য দ্রোণঃ সুসংক্রুদ্ধঃ পরাসুকরণং দৃঢ়ম্ ॥ ৩১

ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে পাঞ্চাল্যস্য তু কার্মুকম্।
শরং চৈব মহাঘোরং কালদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৩২

প্রেষয়ামাস সমরে সোঽস্য কায়ে ন্যমজ্জত।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় সায়কাংশ্চ চতুর্দশ ॥ ৩৩

দ্রোণং দ্রুপদপুত্রস্তু প্রতিবিব্যাধ সংযুগে।
তাবন্যোন্যং সুসংক্রুদ্ধৌ চক্রতুঃ সুভৃশং রণম্ ॥ ৩৪

সৌমদত্তিং রণে শঙ্খো রভসং রভসো যুধি।
প্রত্যুদ্যযৌ মহারাজ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৫

তস্য বৈ দক্ষিণং বীরো নির্বিভেদ রণে ভুজম্।
সৌমদত্তিস্তথা শঙ্খং জত্রুদেশে সমাহনৎ ॥ ৩৬

তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে।
দৃপ্তয়োঃ সমরে পূর্বং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥ ৩৭

বাহ্লীকং তু রণে ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধরূপো বিশাম্পতে।
অভ্যদ্রবদমেয়াত্মা ধৃষ্টকেতুর্মহারথঃ ॥ ৩৮

বাহ্লীকস্তু রণে রাজন্ ধৃষ্টকেতুমমর্ষণঃ।
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছৎ সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৩৯

চেদিরাজস্তু সংক্রুদ্ধো বাহ্লীকং নবভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ সমরে তূর্ণং মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৪০

তৌ তত্র সমরে ক্রুদ্ধৌ নর্দন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ।
সমীয়তুঃ সুসংক্রুদ্ধাবঙ্গারক-বুধাবিব ॥ ৪১

স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! তখন মদ্ররাজ শল্য তাঁহার ধনুটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ২৮

তারপর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন ধনুকে ফেলিয়া দিয়া অপর একটি বেগযুক্ত ও প্রবলতর ধনু গ্রহণ করিলেন এবং নতপর্বযুক্ত তীক্ষ্ণ ধারাল বাণদ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—দাঁড়াও ॥ ২৯-৩০

হে ভারত! অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অপরকে নিহত করিবার সাধনভূত ধৃষ্টদ্যুম্নের সুদৃঢ় ধনুকে তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন ॥

তারপর সেই যুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিলেন। এই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥

তারপর দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বিতীয় ধনু লইয়া চতুর্দ্দশ (১৪)-টি সায়ক ক্ষেপণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩৪

মহারাজ! বেগবান্ শঙ্খ সেই যুদ্ধে বেগশালী সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করিলেন এবং বলিলেন—তুমি যুদ্ধে স্থির থাক, স্থির থাক ॥ ৩৫

বীর শঙ্খ এই যুদ্ধে ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, তখন ভূরিশ্রবাও শঙ্খের স্কন্ধের সন্ধিস্থানে বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৩৬

রাজন্! সমরাঙ্গণে এইভাবে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় সেই দুই অভিমানী বীরের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৭

প্রজানাথ! রণক্ষেত্রে কুপিত বাহ্লীকের উপরে অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহারথী ধৃষ্টকেতু ক্রোধের সহিত আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

রাজন্! অমর্ষশীল বাহ্লীক সমরাঙ্গণে বহু বাণ দ্বারা ধৃষ্টকেতুকে পীড়িত করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৩৯

তখন চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদমত্ত গজরাজ কর্তৃক অন্য এক মদমত্ত গজরাজের উপর আক্রমণের ন্যায় অতি দ্রুত নয়টি বাণ প্রহার করিয়া সেই যুদ্ধে বাহ্লীককে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

সেই রণস্থলে এই দুই বীর পরস্পর অতিশয় কুপিত হইয়া মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

রাক্ষসং রৌদ্রকর্মাণং ক্রূরকর্মা ঘটোৎকচঃ।
অলম্বুষং প্রত্যুদিয়াদ্ বলং শক্র ইবাহবে ॥ ৪২
ঘটোৎকচস্ততঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসং তং মহাবলম্।
নবত্যা সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্দারয়ামাস ভারত ॥ ৪৩
অলম্বুষস্তু সমরে ভৈমসেনিং মহাবলম্।
বহুধা দারয়ামাস শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৪৪
ব্যভ্রাজেতাং ততস্তৌ তু সংযুগে শরবিক্ষতৌ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বল-শক্রৌ মহাবলৌ ॥ ৪৫
শিখণ্ডী সমরে রাজন্ দ্রৌণিমভ্যুদ্যযৌ বলী।
অশ্বত্থামা ততঃ ক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডিনমুপস্থিতম্ ॥ ৪৬
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন ভৃশং বিদ্ধ্বা হ্যকম্পয়ৎ।
শিখণ্ড্যপি ততো রাজন্ দ্রোণপুত্রমতাড়য়ৎ ॥ ৪৭
সায়কেন সুপীতেন তীক্ষ্ণেন নিশিতেন চ।
তৌ জঘ্নতুস্তদান্যোন্যং শরৈর্বহুবিধৈর্মৃধে ॥ ৪৮

যেরূপ ইন্দ্র যুদ্ধে বলনামক দৈত্যের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচ ভয়ানক কর্ম্মকারী অলম্বুষনামক রাক্ষসের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৪২

হে ভারত! ক্রোধে পূর্ণ ঘটোৎকচ নব্বইটি বাণে সেই মহাশক্তিশালী অলম্বুষকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ৪৩

তখন অলম্বুষও মহাবলবান্ ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচকে নত পর্ব্বযুক্ত বাণদ্বারা যুদ্ধে বহুভাবে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৪

যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে মহাবল বলাসুর ও ইন্দ্র অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ এই যুদ্ধে পরস্পরের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অলম্বুষ ও ঘটোৎকচ শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ৪৫

রাজন্! যখন বলশালী শিখণ্ডী রণক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামার উপর ধাবিত হইলেন, তখন অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া একটি তীক্ষ্ণ নারাচের দ্বারা নিকটে আগত শিখণ্ডীকে দারুণভাবে আঘাত করত কম্পিত করিয়া দিলেন। মহারাজ! তখন শিখণ্ডীও পীতবর্ণের একটি তীক্ষ্ণ ধারাল সায়ক দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে তাড়িত করিলেন। তারপর তাঁহারা উভয়েই সেই সময় যুদ্ধে নানাবিধ বাণ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৮

রাজন্! সেনাপতি বিরাট এই যুদ্ধে বীরবর ভগদত্তকে

ভগদত্তং রণে শূরং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
অভ্যয়াৎ ত্বরিতো রাজংস্ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৪৯
বিরাটো ভগদত্তং তু শরবর্ষেণ ভারত।
অভ্যবর্ষৎ সুসংক্রুদ্ধো মেঘো বৃষ্ট্যা ইবাচলম্ ॥ ৫০
ভগদত্তস্ততস্তূর্ণং বিরাটং পৃথিবীপতিম্।
ছাদয়ামাস সমরে মেঘঃ সূর্য্যমিবোদিতম্ ॥ ৫১
বৃহৎক্ষত্রং তু কৈকেয়ং কৃপঃ শারদ্বতো যযৌ।
তং কৃপঃ শরবর্ষেণ ছাদয়ামাস ভারত ॥ ৫২
গৌতমং কৈকেয়ঃ ক্রুদ্ধঃ শরবৃষ্ট্যাভ্যপূরয়ৎ।
তাবন্যোন্যং হয়ান্ হত্বা ধনুষী ছিত্ত্বা চ ভারত ॥ ৫৩
বিরথাবসিযুদ্ধায় সমীয়তুরমর্ষণৌ।
তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং সুদারুণম্ ॥ ৫৪
দ্রুপদস্তু ততো রাজন্ সৈন্ধবং বৈ জয়দ্রথম্।
অভ্যুদ্যযৌ হৃষ্টরূপো হৃষ্টরূপং পরন্তপঃ ॥ ৫৫

অতিশয় দ্রুততার সহিত আক্রমণ করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ৪৯

ভারত! বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের উপর স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল মেঘ পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করিতেছে॥ ৫০

যেরূপ মেঘ ঘনীভূত হইয়া সূর্য্যকে আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ তখন ভগদত্ত সমরস্থলে নিজের বাণবর্ষণের দ্বারা পৃথিবীপতি বিরাটকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫১

হে ভারত! কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রের উপর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য আক্রমণ করিলেন এবং স্বীয় বাণবর্ষণে কৃপাচার্য্য তাঁহাকে আবৃত করিলেন ॥ ৫২

তখন কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বাণবৃষ্টির দ্বারা কৃপাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিলেন। ভারত! এই দুই বীর তখন পরস্পরের অশ্বগণকে ও ধনুকে ছেদন করিয়া ফেলিলে রথহীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গের দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দারুণ যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ৫৩-৫৪

রাজন্! অপরদিকে শত্রুতাপন দ্রুপদ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন জয়দ্রথও অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন ॥ ৫৫

ততঃ সৈন্ধবকো রাজা দ্রুপদং বিশিখৈস্ত্রিভিঃ।
তাড়য়ামাস সমরে স চ তং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৫৬

তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং সুদারুণম্।
ঈক্ষণপ্রীতিজননং শুক্রাঙ্গারকয়োরিব ॥ ৫৭

বিকর্ণস্তু সুতস্তুভ্যং সুতসোমং মহাবলম্।
অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্বৈস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৫৮

বিকর্ণঃ সুতসোমং তু বিদ্ধ্বা নাকম্পয়চ্ছরৈঃ।
সুতসোমো বিকর্ণঞ্চ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫৯

সুশর্মাণং নরব্যাঘ্রশ্চেকিতানো মহারথঃ।
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী ॥ ৬০

সুশর্মা তু মহারাজ চেকিতানং মহারথম্।
মহতা শরবর্ষেণ বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৬১

চেকিতানোঽপি সংরব্ধঃ সুশর্মাণং মহাহবে।
প্রাচ্ছাদয়ৎ তমিষুভির্মহামেঘ ইবাচলম্ ॥ ৬২

শকুনিঃ প্রতিবিন্ধ্যং তু পরাক্রান্তং পরাক্রমী।
অভ্যদ্রবত রাজেন্দ্র মত্তঃ সিংহ ইব দ্বিপম্ ॥ ৬৩

যৌধিষ্ঠিরস্তু সংক্রুদ্ধঃ সৌবলং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ব্যদারয়ত সংগ্রামে মঘবানিব দানবম্ ॥ ৬৪

শকুনিঃ প্রতিবিন্ধ্যং তু প্রতিবিধ্যন্তমাহবে।
ব্যদারয়ন্মহাপ্রাজ্ঞঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৬৫

সুদক্ষিণং তু রাজেন্দ্র কাম্বোজানাং মহারথম্।
শ্রুতকর্মা পরাক্রান্তমভ্যদ্রবত সংযুগে ॥ ৬৬

সুদক্ষিণস্তু সমরে সাহদেবিং মহারথম্।
বিদ্ধ্বা নাকম্পয়ত বৈ মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ৬৭

শ্রুতকর্মা ততঃ ক্রুদ্ধঃ কাম্বোজানাং মহারথম্।
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছদ্ দারয়ন্নিব সর্বশঃ ॥ ৬৮

ইরাবানথ সংক্রুদ্ধঃ শ্রুতায়ুষমরিন্দমম্।
প্রত্যুদ্যযৌ রণে যত্তো যত্তরূপং পরন্তপঃ ॥ ৬৯

তারপর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই রণাঙ্গণে তিনটি বাণদ্বারা দ্রুপদকে গভীর ভাবে আঘাত করিলেন। দ্রুপদও প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৬

এই উভয়ের অত্যন্ত তীব্র ও ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধ তখন শুক্র ও মঙ্গলগ্রহের যুদ্ধের ন্যায় নয়নের তৃপ্তিদায়ক হইয়াছিল ॥ ৫৭

আপনার পুত্র বিকর্ণ বেগগামী অশ্বগণের সাহায্যে ভীমপুত্র মহাবলবান্ সুতসোমের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাহাতে তখন তাঁহাদের মধ্যেও যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৫৮

বিকর্ণ নিজ বাণসমূহে সুতসোমকে বিদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপ সুতসোমও বিকর্ণকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের এই পরাক্রম তখন অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ৫৯

নরশ্রেষ্ঠ! পরাক্রমী মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের জন্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া সুশর্মার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৬০

মহারাজ! সুশর্মা তখন ঘোরতর বাণবর্ষণ করিয়া মহারথ চেকিতানকে যুদ্ধে অগ্রগতি হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৬১

তখন চেকিতানও অতিশয় রুষ্ট হইয়া সেই মহাযুদ্ধে নিজ বাণসমূহে সুশর্মাকে সেইরূপভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মহামেঘ জলবর্ষণে পর্ব্বতকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৬২

রাজেন্দ্র! পরাক্রমী শকুনি পরাক্রমশালী প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি মদমত্ত সিংহকর্ত্তৃক হস্তীর উপর আক্রমণের ন্যায় আক্রমণ করিলেন ॥৬৩

যেরূপ ইন্দ্র সংগ্রামস্থলে দানবকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া সুবলপুত্র শকুনিকে নিজ তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥৬৪

যুদ্ধে বাণবিদ্ধকারী প্রতিবিন্ধ্যকে পরম বুদ্ধিমান্ শকুনি নতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

রাজেন্দ্র! অর্জুনপুত্র শ্রুতকর্ম্মা সহদেবপুত্র শ্রুতসেনের সহিত মিলিত হইয়া কাম্বোজদেশের রাজা পরাক্রমশালী মহারথ সুদক্ষিণের উপর রণাঙ্গণে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬৬

যদিও তখন সুদক্ষিণ সমরাঙ্গণে সহদেবপুত্র মহারথ শ্রুতসেনকে অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৭

তারপর শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ কাম্বোজরাজকে সর্ব্বদিকেই যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে নিজের বহুসংখ্যক বাণদ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

অপর দিকে শত্রুদমন যত্নপরায়ণ ইরাবান্ যুদ্ধে কুপিত হইয়া শত্রুতাপন শ্রুতায়ুষের দিকে ধাবিত হইলেন। শ্রুতায়ুষও যত্নের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ৬৯

আর্জুনিস্তস্য সমরে হয়ান্ হত্বা মহারথঃ।
ননাদ বলবন্নাদং তৎ সৈন্যং প্রত্যপূরয়ৎ ॥ ৭০
শ্রুতায়ুস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ ফাল্গুনেঃ সমরে হয়ান্।
নিজঘান গদাগ্রেণ ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৭১
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কুন্তিভোজং মহারথম্।
সসেনং সসুতং বীরং সংসসজ্জতুরাহবে ॥ ৭২
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তয়োর্ঘোরং পরাক্রমম্।
অযুধ্যেতাং স্থিরৌ ভূত্বা মহত্যা সেনয়া সহ ॥ ৭৩
অনুবিন্দস্তু গদয়া কুন্তিভোজমতাড়য়ৎ।
কুন্তিভোজশ্চ তং তূর্ণং শরব্রাতৈরবাকিরৎ ॥ ৭৪
কুন্তিভোজসুতশ্চাপি বিন্দং বিব্যাধ সায়কৈঃ।
স চ তং প্রতিবিব্যাধ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫৭
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ গান্ধারান্ পঞ্চ মারিষ।
সসৈন্যাস্তে সসৈন্যাংশ্চ যোধয়ামাসুরাহবে ॥ ৭৬

অর্জুনের এই মহারথ পুত্র ইরাবান্ সমরক্ষেত্রে শ্রুতায়ুষের অশ্বগণকে নিহত করিয়া অতিশয় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণকে বাণে ঢাকিয়া ফেলিলেন ॥ ৭০

ইহা দেখিয়া শ্রুতায়ু ক্রোধভরে রণভূমিতে অর্জুনপুত্র ইরাবানের অশ্বগণকে গদাঘাতে নিহত করিলেন। তারপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আরও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৭১

অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্যগণ ও পুত্রের সহিত বীর মহারথ কুন্তিভোজের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭২

আমি তখন তাঁহাদের উভয়ের অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর পরাক্রম দেখিয়াছি। তাঁহারা উভয়ে স্বীয় বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত স্থিরতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩

অনুবিন্দ কুন্তিভোজের উপর গদার দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন কুন্তিভোজও অতি দ্রুত নিজ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৭৪

সেই সঙ্গে কুন্তিভোজের পুত্র বিন্দকেও নিজ সায়কসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিন্দও তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কুন্তিভোজপুত্রকে অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তখন ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৭৫

রাজন্! পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ সসৈন্যে আসিয়া স্বীয় বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত উপস্থিত গান্ধারদেশীয় পঞ্চবীরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৬

বীরবাহুশ্চ তে পুত্রো বৈরাটিং রথসত্তমম্।
উত্তরং যোধয়ামাস বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৭
উত্তরশ্চাপি তং বীরং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চেদিরাট্ সমরে রাজন্নুলূকং সমভিদ্রবৎ ॥ ৭৮
তথৈব শরবর্ষেণ উলূকং সমবিধ্যত।
উলূকশ্চাপি তং বাণৈর্নিশিতৈর্লোমবাহিভিঃ ॥ ৭৯
তয়োর্যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোররূপং বিশাম্পতে।
দারয়েতাং সুসংক্রুদ্ধাবন্যোন্যমপরাজিতৌ ॥ ৮০
এবং দ্বন্দ্বসহস্রাণি রথ-বারণ-বাজিনাম্।
পদাতীনাঞ্চ সমরে তব তেষাঞ্চ সঙ্কুলে ॥ ৮১
মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধমাসীন্মধুরদর্শনম্।
তত উন্মত্তবদ্ রাজন্ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৮২
গজো গজেন সমরে রথিনঞ্চ রথী যযৌ।
অশ্বোঽশ্বং সমভিপ্রায়াৎ পদাতিশ্চ পদাতিনম্ ॥ ৮৩

আপনার পুত্র বীরবাহু বিরাটের শ্রেষ্ঠ পুত্র উত্তরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭৭

উত্তরও সেই বীর বীরবাহুকে নিশিতবাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজন্! চেদিরাজ সমরাঙ্গণে উলূকের উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে বাণবর্ষণ করিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। সেইরূপ উলূকও পক্ষশোভিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে চেদিরাজকে গুরুতর আহত করিলেন ॥ ৭৮-৭৯

প্রজানাথ! তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপরাজিত এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০

এইভাবে সেই সুতীব্র যুদ্ধে আপনার ও পাণ্ডবগণের রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যবাহিনীর সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৮১

মহারাজ! মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ দেখিতে মধুর বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু তাহার পরই এই যুদ্ধ উন্মত্তের ন্যায় বিকট চলিতে লাগিল। সেই সময় কাহারও কিছুই বুঝিবার শক্তি ছিল না ॥ ৮২

সেই সমরভূমিতে হস্তী হস্তীর সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত এবং পদাতি-সৈন্য পদাতির সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৩

ততো যুদ্ধং সুহুর্দ্ধর্ষং ব্যাকুলং সমপদ্যত।
শূরাণাং সমরে তত্র সমাসাদ্যেতরেতরম্ ॥ ৮৪
তত্র দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ সমাগতাঃ।
প্রৈক্ষন্ত তদ্ রণং ঘোরং দেবাসুরসমং ভুবি ॥ ৮৫
ততো দন্তিসহস্রাণি রথানাং চাপি মারিষ।
অশ্বৌঘাঃ পুরুষৌঘাশ্চ বিপরীতং সমাযযুঃ ॥ ৮৬

তারপর অনতিবিলম্বের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের এই সমরাঙ্গণে বীর সৈন্যগণ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সুতীব্র যুদ্ধ চালাইতে লাগিল ॥ ৮৪

যুদ্ধ দেখিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমবেত দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ ভূতলে আরব্ধ এই যুদ্ধকে দেবাসুর-সংগ্রামের সদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

তত্র তত্র প্রদৃশ্যন্তে রথ-বারণ-পত্তয়ঃ।
সাদিনশ্চ নরব্যাঘ্র যুধ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫

রাজন্! তারপর সহস্র সহস্র হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পূর্ব্বোক্ত ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া সকলেই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৬

নরশ্রেষ্ঠ! যেখানে যেখানেই দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানে সেখানেই রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণ বারংবার যুদ্ধ করিতেছে দেখা যাইল ॥ ৮৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবানাং সুতীব্রং যুদ্ধম্]

সঞ্জয় উবাচ

রাজন্ শতসহস্রাণি তত্র তত্র পদাতিনাম্।
নির্মর্য্যাদং প্রযুদ্ধানি তৎ তে বক্ষ্যামি ভারত ॥ ১
ন পুত্রঃ পিতরং জজ্ঞে পিতা বা পুত্রমৌরসম্।
ন ভ্রাতা ভ্রাতরং তত্র স্বস্রীয়ং ন চ মাতুলঃ ॥ ২
ন মাতুলঞ্চ স্বস্রীয়ো ন সখায়ং সখা তথা।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

[কৌরব-পাণ্ডবগণের সুতীব্র যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতবংশভূষণ রাজন্! সেই রণাঙ্গনে যেখানে সেখানেই লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মর্য্যাদাশূন্য (নিয়মবহির্ভূত) যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি তৎসমস্তই আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১

তখন পুত্র পিতাকে চিনিতে পারিতেছিল না এবং পিতাও ঔরসজাত পুত্রকে চিনিতে পারিতে ছিলেন না। এইরূপ ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও মাতুল নিজ ভাগিনেয়কে চিনিতে পারিতে ছিলেন না ॥ ২

আবার ভাগিনেয়ও মাতুলকে জানিতে পারে নাই এবং

আবিষ্টা ইব যুধ্যন্তে পাণ্ডবাঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৩
রথানীকং নরব্যাঘ্রাঃ কেচিদভ্যপতন্ রথৈঃ।
অভজ্যন্ত যুগৈরেব যুগানি ভরতর্ষভ ॥৪
রথেষাশ্চ রথেষাভিঃ কূবরা রথকূবরৈঃ।
সঙ্গতৈঃ সহিতাঃ কেচিৎ পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ৫

মিত্র মিত্রকে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। সেই সময় পাণ্ডব-যোদ্ধারা কৌরব-সৈন্যের সহিত যেন কোন গ্রহাদিকর্তৃক আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩

কিছু নরশ্রেষ্ঠ বীর নিজ নিজ রথসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের রথসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় কত রথের যুগসমূহ (অশ্বের স্কন্ধে স্থাপিত কাষ্ঠকে যুগ বলে।) বিপক্ষের রথের যুগের দ্বারা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ॥ ৪

রথগুলির ঈষাদণ্ড ও কূবরসকল সম্মুখে আগত বিপক্ষের রথসমূহের ঈষাদণ্ড ও কূবরশ্রেণীর দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। পরস্পরকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় বহু রথ শত্রুপক্ষের রথগুলির সম্মুখীন হইয়া ইতস্ততঃ একটুও চলিতে সমর্থ হইল না ॥

ন শেকুশ্চলিতং কেচিৎ সন্নিপত্য রথা রথৈঃ।
প্রভিন্নাস্তু মহাকায়াঃ সন্নিপত্য গজা গজৈঃ ॥ ৬
বহুধা দারয়ন্ ক্রুদ্ধা বিষাণৈরিতরেতরম্।
সতোরণ-পতাকৈশ্চ বারণা বরবারণৈঃ ॥ ৭
অভিসৃত্য মহারাজ বেগবদ্ভির্মহাগজৈঃ।
দন্তৈরভিহতাস্তত্র চুক্রুশুঃ পরমাতুরাঃ ॥ ৮
অভিনীতাশ্চ শিক্ষাভিস্তোত্রাঙ্কুশসমাহতাঃ।
অপ্রভিন্নাঃ প্রভিন্নানাং সম্মুখাভিমুখা যযুঃ ॥ ৯
প্রভিন্নৈরপি সংসক্তাঃ কেচিৎ তত্র মহাগজাঃ।
ক্রৌঞ্চবন্নিনদং কৃত্বা দুদ্রুবুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ১০
সম্যক্ প্রণীতা নাগাশ্চ প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
ঋষ্টি-তোমর-নারাচৈর্নির্বিদ্ধা বরবারণাঃ ॥ ১১
প্রণেদুর্ভিন্নমর্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ।
প্রাদ্রবন্ত দিশঃ কেচিন্নদন্তো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ১২
গজানাং পাদরক্ষাস্তু ব্যূঢ়োরস্কাঃ প্রহারিণঃ।
ঋষ্টিভিশ্চ ধনুর্ভিশ্চ বিমলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ১৩
গদাভির্মুসলৈশ্চৈব ভিন্দিপালৈঃ সতোমরৈঃ।
আয়সৈঃ পরিঘৈশ্চৈব নিস্ত্রিংশৈর্বিমলৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৪
প্রগৃহীতৈঃ সুসংরব্ধা দ্রবমাণাস্ততস্ততঃ।
ব্যদৃশ্যন্ত মহারাজ পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ১৫
রাজমানাশ্চ নিস্ত্রিংশাঃ সংসিক্তা নরশোণিতৈঃ।
প্রত্যদৃশ্যন্ত শূরাণামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥ ১৬
অবক্ষিপ্তাবধূতানামসীনাং বীরবাহুভিঃ।
সংজজ্ঞে তুমুলঃ শব্দঃ পততাং পরমর্মসু ॥ ১৭
গদা-মুসল-রুগ্নানাং ভিন্নানাঞ্চ বরাসিভিঃ।
দন্তিদন্তাবভিন্নানাং মৃদিতানাঞ্চ দন্তিভিঃ ॥ ১৮
তত্র তত্র নরৌঘাণাং ক্রোশতামিতরেতরম্।
শুশ্রুবুর্দারুণা বাচঃ প্রেতানামিব ভারত ॥ ১৯
হয়ৈরপি হয়ারোহাশ্চামরাপীড়ধারিভিঃ।
হংসৈরিব মহাবেগৈরন্যোন্যমভিবিদ্রুতাঃ ॥ ২০

গণ্ডস্থল হইতে মদধারাবহনকারী বিশালদেহ গজগণ কুপিত হইয়া অপর পক্ষের গজদিগের সহিত যুদ্ধার্থে মিলিত হইয়া ক্রোধভরে নিজ নিজ দন্তের সাহায্যে পরস্পরকে নানাভাবে বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥

মহারাজ! কত হাতী তোরণ ও পতাকাযুক্ত, বেগশালী এবং বিশালকায় শ্রেষ্ঠ হাতীদিগের সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া তাহাদের দাঁতের আঘাতে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করত বিকটাকার চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৫-৮

যাহারা নানাভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং যাহাদের মদধারা এখনও ক্ষরিত হয় নাই, এরূপ হাতীরা তোত্র ও অঙ্কুশের প্রহার খাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান মদস্রাবী গজরাজগণের সহিত যুদ্ধে সংযুক্ত থাকিয়া আঘাত লাভ করত ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে নানাদিকে পলায়ন করিল ॥ ৯-১০

উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু হাতী এবং যাহাদের গণ্ডস্থল হইতে মদধারা বহিয়া যাইতেছে এরূপ বহু শ্রেষ্ঠ হাতী, ঋষ্টি, তোমর ও নারাচসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ হইয়া যাইলে চীৎকার করিতে লাগিল এবং প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কত হাতী ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ১১-১২

মহারাজ! হাতীদিগের পাদ-রক্ষাকারী যোদ্ধারা, যাহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল ও বিস্তৃত ছিল, ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল এবং হস্তে ধৃত ঋষ্টি, ধনু, নির্ম্মল পরশু, গদা, মুসল, ভিন্দিপাল, তোমর, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ এবং তীক্ষ্ণ ধারাল চক্‌চকে খড়্গ আদি অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে বধ করিবার জন্য উৎসুক দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ১৩-১৫

পরস্পরের দিকে ধাবিত বীরগণের চক্‌চকে খড়্গগুলি মনুষ্যগণের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে দেখা যাইল ॥ ১৬

বীরগণের বাহুদ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া চালিত তরবারিগুলি যখন অপরের মর্ম্মস্থানে আঘাত করিতেছিল, তখন তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১৭

এই যুদ্ধস্থলে গদা ও মুসলের আঘাতে কতক মানুষের অঙ্গ ছিন্ন হইয়াছিল, কতক মানুষের শরীর উত্তম তরবারির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং কতক মানুষের দেহ হস্তিগণের দাঁতে দাবিত হইয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল, আবার কতক মানুষের অঙ্গ হস্তীরাই বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। এইভাবে অসংখ্য মনুষ্যবর্গ অর্দ্ধমৃত হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতেছিল। ভারত! তাহাদের সেই ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ প্রেতগণের কোলাহলের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতেছিল ॥ ১৮-১৯

চামর ও হারাদি ভূষণে সুশোভিত হংসতুল্য শুভ্র ও মহাবেগশালী অশ্বে উপবিষ্ট হইয়া বহু অশ্বারোহী বিপক্ষের অশ্বারোহিগণের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২০

তৈর্বিমুক্তা মহাপ্রাসা জাম্বুনদবিভূষণাঃ।
আশুগা বিমলাস্তীক্ষ্ণাঃ সম্পেতুর্ভুজগোপমাঃ ॥ ২১
অশ্বৈরগ্র্যজবৈঃ কেচিদাপ্লুত্য মহতো রথান্।
শিরাংস্যাদদিরে বীরা রথিনামশ্বসাদিনঃ ॥ ২২
বহূনপি হয়ারোহান্ ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
রথী জঘান সম্প্রাপ্য বাণগোচরমাগতান্ ॥ ২৩
নবমেঘপ্রতীকাশাশ্চাক্ষিপ্য তুরগান্ গজাঃ।
পাদৈরেব বিমৃদ্নন্তি মত্তাঃ কনকভূষণাঃ ॥ ২৪
পাট্যমানেষু কুম্ভেষু পার্শ্বেষ্বপি চ বারণাঃ।
প্রাসৈর্বিনিহতা কেচিদ্ বিনেদুঃ পরমাতুরাঃ ॥ ২৫
সাশ্বারোহান্ হয়ান্ কাংশ্চিদুন্মথ্য বরবারণাঃ।
সহসা চিক্ষিপুস্তত্র সঙ্কুলে ভৈরবে সতি ॥ ২৬
সাশ্বারোহান্ বিষাণাগ্রৈরুৎক্ষিপ্য তুরগান্ গজাঃ।
রথৌঘানভিমৃদ্নন্তঃ সধ্বজানভিচক্রমুঃ ॥ ২৭

পুংস্ত্বাদতিমদত্বাচ্চ কেচিৎ তত্র মহাগজাঃ।
সাশ্বারোহান্ হয়ান্ জঘ্নুঃ করৈঃ সচরণৈস্তথা ॥ ২৮
অশ্বারোহৈশ্চ সমরে হস্তিসাদিভিরেব চ।
প্রতিমানেষু গাত্রেষু পার্শ্বেষ্বভি চ বারণান্ ॥
আশুগা বিমলাস্তীক্ষ্ণাঃ সম্পেতুর্ভুজগোপমাঃ ॥ ২৯
নরাশ্বকায়ান্ নির্ভিদ্য লৌহানি কবচানি চ।
নিপেতুর্বিমলাঃ শক্ত্যো বীরবাহুভিরর্পিতাঃ ॥ ৩০
মহোল্কাপ্রতিমা ঘোরাস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
দ্বীপিচর্মাবনদ্ধৈশ্চ ব্যাঘ্রচর্মচ্ছদৈরপি ॥ ৩১
বিকোশৈর্বিমলৈঃ খড়্গৈরভিজঘ্নুঃ পরান্ রণে।
অভিপ্লুতমভিক্রুদ্ধমেকপার্শ্বাবদারিতম্ ॥ ৩২
বিদর্শয়ন্তঃ সম্পেতুঃ খড়্গ-চর্ম-পরশ্বধৈঃ।
কেচিদাক্ষিপ্য করিণঃ সাশ্বানপি রথান্ করৈঃ ॥ ৩৩

তাহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত নির্মল ও তীক্ষ্ণ ধারাল শীঘ্রগামী মহাপ্রাস অস্ত্রগুলি সর্পের ন্যায় যাইয়া বিপক্ষের উপরে পতিত হইল ॥ ২১

কতক বীর অশ্বারোহী অশ্বের দ্বারা ধাবিত হইয়া বিশাল বিশাল রথের উপর যাইয়া লাফাইয়া পড়িল এবং রথীদিগের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ২২

এইরূপ কোন কোন রথী আনতপর্ব্বযুক্ত ভল্লনামক বাণসমূহে আয়ত্তের মধ্যে স্থিত অশ্বারোহীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ২৩

নূতন মেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত স্বর্ণভূষিত মদমত্ত হস্তীরা বহু অশ্বকেই শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া আনিয়া পদের সাহায্যে পিষ্ট করিয়া ফেলিল ॥ ২৪

কতক হাতী প্রাসের আঘাত পাইয়া কুম্ভস্থল ও পার্শ্বভাগ বিদীর্ণ হইয়া যাইলে গুরুতর পীড়া অনুভব করিতে করিতে বিকট চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২৫

আবার বহু বড় বড় হাতী অনেক অশ্বারোহীর সহিত অশ্বকে পদের দ্বারা মথিত করিয়া সহসা ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ২৬

কতক হাতী নিজের দন্তের অগ্রভাগে বহু অশ্বারোহীর সহিত অশ্বকে উৎক্ষেপণ করিয়া ও ধ্বজসহ রথশ্রেণীকে পাদের দ্বারা পেষণ করিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৭

সেখানে বহু মহাগজই অত্যন্ত মদোন্মত্ত ও পুরুষ হওয়ায় শুণ্ড ও পদ দ্বারা অশ্ব ও অশ্বারোহিগণকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ২৮

যুদ্ধে অশ্বারোহী ও গজারোহীদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নির্মল, তীক্ষ্ণ ও সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর শীঘ্রগামী বাণগুলি হস্তিসকলের ললাট, অন্যান্য দেহ ও পার্শ্বভাগে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২৯

বীরগণের বাহুদ্বারা চালিত নির্মল শক্তিসমূহ মনুষ্য ও অশ্বগণের দেহগুলি এবং লৌহময় কবচসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। প্রজানাথ! সেখানে পতিত হইবার সময় ভয়ঙ্কর শক্তিসমূহকে বিশাল উল্কার ন্যায় মনে হইতেছিল।

নির্মল (চকচকে) বহু তরবারি প্রথমে চিতাবাঘ কিংবা সাধারণ বাঘের চর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত কোষে বদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে যুদ্ধস্থলে কোষ হইতে নির্গত করিয়া বীর পুরুষগণ রণভূমিতে বিপক্ষ সৈন্যগণকে ছেদন করিয়া বধ করিতে লাগিলেন ॥

বহু যোদ্ধা ঢাল, তরবারি ও পরশু দ্বারা নির্ভয় হইয়া শত্রুর সম্মুখে গমন করিল, ক্রোধ সহকারে দাঁতের দ্বারা ওষ্ঠ পেষণ করিতে লাগিল এবং বামভাগে আঘাতকরত বিদীর্ণ করিবার প্রচেষ্টা দেখাইয়া শত্রুর উপর আক্রমণ করিল ॥

বিকর্ষন্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্পেতুঃ সর্বশব্দগাঃ।
শঙ্কুভির্দারিতা কেচিৎ সম্ভিন্নাশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৩৪

হস্তিভির্ম্দিতাঃ কেচিৎ ক্ষুণ্ণাশ্চান্যে তুরঙ্গমৈঃ।
রথনেমিনিকৃত্তাশ্চ নিকৃত্তাশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৩৫

ব্যাক্রোশন্ত নরা রাজংস্তত্র তত্র স্ম বান্ধবান্।
পুত্রানন্যে পিতৄনন্যে ভ্রাতৄংশ্চ সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৩৬

মাতুলান্ ভাগিনেয়াংশ্চ পরানপি চ সংযুগে।
বিকীর্ণান্ত্রাঃ সুবহবো ভগ্নসক্থাশ্চ ভারত ॥ ৩৭

বাহুভিশ্চাপরে ছিন্নৈঃ পার্শ্বেষু চ বিদারিতাঃ।
ক্রন্দন্তঃ সমদৃশ্যন্ত তৃষিতা জীবিতেপ্সবঃ ॥ ৩৮

তৃষা পরিগতাঃ কেচিদল্পসত্ত্বা বিশাম্পতে।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সংখ্যে মৃগয়াঞ্চক্রিরে জলম্ ॥ ৩৯

রুধিরৌঘপরিক্লিন্নাঃ ক্লিশ্যমানাশ্চ ভারত।
ব্যনিন্দন্ ভৃশমাত্মানং তব পুত্রাংশ্চ সঙ্গতান্ ॥ ৪০

অপরে ক্ষত্রিয়াঃ শূরাঃ কৃতবৈরাঃ পরস্পরম্।
নৈব শস্ত্রং বিমুঞ্চন্তি নৈব ক্রন্দন্তি মারিষ ॥ ৪১

তর্জয়ন্তি চ সংহৃষ্টাস্তত্র তত্র পরস্পরম্।
আদশ্য দশনৈশ্চাপি ক্রোধাৎ সরদনচ্ছদম্ ॥ ৪২

ভ্রুকুটীকুটিলৈর্বক্ত্রৈঃ প্রেক্ষন্তি চ পরস্পরম্।
অপরে ক্লিশ্যমানাস্তু শরার্তা ব্রণপীড়িতাঃ ॥ ৪৩

নিষ্কূজাঃ সমপদ্যন্ত দৃঢ়সত্ত্বা মহাবলাঃ।
অন্যে চ বিরথাঃ শূরা রথমন্যস্য সংযুগে ॥ ৪৪

প্রার্থয়ানা নিপতিতাঃ সংক্ষুণ্ণা বরবারণৈঃ।
অশোভন্ত মহারাজ সপুষ্পা ইব কিংশুকাঃ ॥ ৪৫

সম্বভূবুরনীকেষু বহবো ভৈরবস্বনাঃ।
বর্তমানে মহাভীমে তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে ॥ ৪৬

নিজঘান পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং রণে।
স্বস্রীয়ো মাতুলং চাপি স্বস্রীয়ং চাপি মাতুলঃ ॥ ৪৭

প্রতিশব্দের অভিমুখে গমনকারী বহু হাতী অশ্বের সহিত রথকে নিজ শুণ্ডে উত্তোলিত করিয়া তাহাদের লইয়াই চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল।

কিছু মানুষ বাণে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, কিছু পরশুর আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কতক মানুষ হাতীর পদে পিষ্ট হইয়াছে, কতক মানুষ অশ্বের দ্বারা মথিত হইয়াছে, কতক মানুষের শরীর রথের চক্রে ছিন্ন হইয়াছে এমং কতক রথের কুবরে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে ॥ ৩০-৩৫

রাজন্! রণভূমিতে যেখানে সেখানে পতিত অসংখ্য মানুষ নিজের আত্মীয়গণকে আহ্বান করিতেছে। কেহ পুত্রকে, কেহ পিতাকে, কেহ ভাই-বন্ধুকে, কেহ মামা-ভাগ্নাকে এবং কেহ কেহ অপরের নাম লইয়া বিলাপ করিতেছে। ভারত! বহু মানুষের অন্ত্রগুলি বহির্গত হইয়াছে, জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও বাহু বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাহারও পার্শ্বভাগ বিদারিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ আহত অবস্থায় পিপাসাতে পীড়িত হইয়া জীবনের লোভে ক্রন্দন করিতেছে—দেখা যাইল ॥ ৩৬-৩৮

রাজন্! কেহ কেহ পৃথিবীতে আহত হইয়া পতিত হইল। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি অল্প হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা পিপাসায় কাতর হইয়া জলের অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৩৯

হে ভারত! প্রচুর রক্তধারায় আপ্লুত হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত সৈন্যেরা নিজের ও আপনার পুত্রগণের নিন্দা করিতেছিল ॥ ৪০

মহারাজ! অন্য বীর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হইয়া সেই আহত অবস্থাতেও নিজ নিজ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন না এবং ক্রন্দন করিতেছিলেন না ॥ ৪১

তাঁহারা বারংবার উৎসাহিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধসহকারে দন্তের দ্বারা ওষ্ঠ পেষণ করিয়া ভ্রূকুটি করত পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥

দৃঢ়তার সহিত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অপর মহাবল বীরগণ বাণের আঘাতে পীড়িত হইয়া ক্লেশ সহ্য করিতে করিতে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন—স্বীয় বেদনা প্রকাশ করিলেন না ॥

মহারাজ! কোন কোন বীরপুরুষ নিজ নিজ রথ ভগ্ন হইয়া যাইলে যুদ্ধে ভূতলে নামিয়া অপরের রথ প্রার্থনা করিতে লাগিলে সেই অবস্থায় বড় বড় হস্তীর পাদপেষণে নিষ্পেষিত হইয়া যাইলেন। সেই সময় রক্তরঞ্জিত তাঁহাদের শরীর বিকশিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪২-৪৫

সেই সৈন্যগণের মধ্যে বহু সৈন্যেরই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতেছিল। শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই মহাভয়ানক সংগ্রামে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগ্না মামাকে, মামা ভাগ্নাকে, মিত্র মিত্রকে এবং সম্বন্ধী নিজ বান্ধবকে বধ করিতে লাগিলেন ॥

সখা সখায়ঞ্চ তথা সম্বন্ধী বান্ধবং তথা।
এবং যুযুধিরে তত্র কুরবঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৪৮
বর্ত্তমানে তথা তস্মিন্ নির্ম্মর্য্যাদে ভয়ানকে।
ভীষ্মমাসাদ্য পার্থানাং বাহিনী সমকম্পত ॥ ৪৯
কেতুনা পঞ্চতারেণ তালেন ভরতর্ষভ।

এইরূপ মর্য্যাদাশূন্য ভয়ানক সংগ্রামে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় কুন্তী-পুত্রগণের সৈন্যবাহিনী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৪৮-৪৯

রাজতেন মহাবাহুরুচ্ছ্রিতেন মহারথে।
বভৌ ভীষ্মস্তদা রাজংশ্চন্দ্রমা ইব মেরুণা ॥ ৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবাহু ভীষ্ম স্বীয় বিশাল রথে উপবিষ্ট থাকিয়া রৌপ্যনির্ম্মিত পাঁচটি তারাযুক্ত তালবৃক্ষাঙ্কিত ধ্বজদ্বারা মেরু-পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ সহাভিমন্যোর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, শল্যেনোত্তরকুমারস্য বধঃ, শ্বেতস্য পরাক্রমশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
গতপূর্ব্বাহ্নভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি দারুণে।
বর্ত্তমানে তথা রৌদ্রে মহাবীরবরক্ষয়ে ॥ ১
দুর্ম্মুখঃ কৃতবর্ম্মা চ কৃপঃ শল্যো বিবিংশতিঃ।
ভীষ্মং জুগুপুরাসাদ্য তব পুত্রেণ চোদিতাঃ ॥ ২
এতৈরতিরথৈর্গুপ্তঃ পঞ্চভির্ভরতর্ষভঃ।
পাণ্ডবানামনীকানি বিজগাহে মহারথঃ ॥ ৩
চেদি-কাশি-করূষেষু পঞ্চালেষু চ ভারত।
ভীষ্মস্য ধ্বজধা তালশ্চলৎকেতুরদৃশ্যত ॥ ৪
স শিরাংসি রণেঽরীণাং রথাংশ্চ সযুগ-ধ্বজান্।
নিচকর্ত মহাবেগৈর্ভল্লৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৫
নৃত্যতো রথমার্গেষু ভীষ্মস্য ভরতর্ষভ।
ভৃশমার্ত্তস্বরং চক্রুর্নাগা মর্ম্মণি তাড়িতাঃ ॥ ৬
অভিমন্যুঃ সুসংক্রুদ্ধঃ পিশঙ্গৈস্তুরগোত্তমৈঃ।
সংযুক্তং রথমাস্থায় প্রায়াদ্ ভীষ্মরথং প্রতি ॥ ৭
জাম্বূনদবিচিত্রেণ কর্ণিকারেণ কেতুনা।
অভ্যবর্ত্তত ভীষ্মঞ্চ তাংশ্চৈব রথসত্তমান্ ॥ ৮

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্মের সহিত অভিমন্যুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, শল্যকর্ত্তৃক উত্তর-কুমারের বধ এবং শ্বেতের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দিনের পূর্ব্ব ভাগ যখন প্রায় অতিক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশকর এই ভয়ানক সংগ্রামে আপনার পুত্রের আজ্ঞায় দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও বিবিংশতি আসিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১-২

এই পাঁচ অতিরথ বীরে সুরক্ষিত হইয়া ভরতবংশভূষণ মহারথ ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩

ভারত! চেদি, কাশি, করূষ ও পাঞ্চালগণের মধ্যে বিচরণ-কারী ভীষ্মের তালবৃক্ষচিহ্নিত চঞ্চল পতাকাশোভিত রথ অনেক প্রকার বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৪

তিনি নতপর্ব্বযুক্ত মহাবেগশালী ভল্লাস্ত্রসমূহে শত্রুগণের মস্তক, রথ, যুগ (অশ্বের স্কন্ধে স্থাপনযোগ্যকাষ্ঠবিশেষ) ও ধ্বজ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! রথের মার্গের উপর তখন ভীষ্ম যেন নৃত্য করিতেছিলেন। তাঁহার বাণে মর্ম্মস্থানে তাড়িত হইয়া হস্তিগণ ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ৬

ইহা দেখিয়া অভিমন্যু অত্যন্ত কুপিত হইয়া পিঙ্গলবর্ণের শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহে বাহিত রথে উপবেশন করত ভীষ্মের রথের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার এই রথ কর্ণিকারবৃক্ষ চিহ্নিত ও

স তালকেতোস্তীক্ষ্নেন কেতুমাহত্য পত্রিণা।
ভীষ্মেণ যুযুধে বীরস্তস্য চানুরথৈঃ সহ ॥ ৯
কৃতবর্মাণমেকেন শল্যং পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
বিদ্ধ্বা নবভিরানর্চ্ছ তীক্ষ্নাগ্রৈঃ প্রপিতামহম্ ॥ ১০
পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন সম্যক্ প্রণিহিতেন চ।
ধ্বজমেকেন বিব্যাধ জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১১
দুর্মুখস্য তু ভল্লেন সর্বাবরণভেদিনা।
জহার সারথেঃ কায়াচ্ছিরঃ সন্নতপর্বণা ॥ ১২
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন কার্তস্বরবিভূষিতম্।
কৃপস্য নিশিতাগ্রেণ তাংশ্চ তীক্ষ্নমুখৈঃ শরৈঃ ॥ ১৩
জঘান পরমক্রুদ্ধো নৃত্যন্নিব মহারথঃ।
তস্য লাঘবমুদ্বীক্ষ্য তুতুষুর্দেবতা অপি ॥ ১৪
লব্ধলক্ষতয়া কার্ষ্ণেঃ সর্বে ভীষ্মমুখা রথাঃ।

স্বর্ণনির্ম্মিত বিচিত্র ধ্বজে সুশোভিত ছিল। তিনি তখন ভীষ্মের উপর এবং ভীষ্মকে যাঁহারা রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সব শ্রেষ্ঠ রথিগণের উপরও আক্রমণ করিলেন। ৭-৮

বীর অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বাণে সেই তালচিহ্নিত ধ্বজকে ছেদন করিলেন এবং ভীষ্ম ও তাঁহার অনুগামী রথিগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ৯

তিনি এক বাণে কৃতবর্ম্মাকে ও পাঁচ শীঘ্রগামী বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল নয়টি বাণে প্রপিতামহ ভীষ্মকেও আঘাত করিলেন ॥ ১০

তারপর ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া পূর্ণ মনোযোগের সহিত নিক্ষিপ্ত এক বাণে তাঁহার স্বর্ণভূষিত ধ্বজকেও বিদ্ধ করিলেন। ১১

তারপর নতপর্ব্বযুক্ত এবং সর্ব্বপ্রকার আবরণকে ভেদ করিতে সমর্থ একটি ভল্লের দ্বারা অভিমন্যু দুর্মুখের সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১২

সেই সঙ্গে কৃপাচার্য্যের স্বর্ণভূষিত ধনুকও একটি তীক্ষ্ণাগ্র ভল্লে ছিন্ন করিলেন। তারপর চারিদিকে বিচরণপূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতেই মহারথী অভিমন্যু অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীব্র ধারাল মুখযুক্ত বাণসমূহে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত সকল মহারথীকেই আহত করিয়া ফেলিলেন। অভিমন্যুর এই হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া দেবগণও তুষ্ট হইলেন। ১৩-১৪

সত্ত্ববন্তমমন্যন্ত সাক্ষাদিব ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৫
তস্য লাঘবমার্গস্থমলাতসদৃশপ্রভম্।
দিশঃ পর্য্যপতচ্চাপং গাণ্ডীবমিব ঘোষবৎ ॥১৬
তমাসাদ্য মহাবেগৈর্ভীষ্মো নবভিরাশুগৈঃ।
বিব্যাধ সমরে তূর্ণমার্জুনিং পরবীরহা ॥ ১৭
ধ্বজং চাস্য ত্রিভির্ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ পরমৌজসঃ।
সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরাজঘান যতব্রতঃ ॥ ১৮
তথৈব কৃতবর্মা চ কৃপঃ শল্যশ্চ মারিষ।
বিদ্ধ্বা নাকম্পয়ৎ কার্ষ্ণিং মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ১৯
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরো ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি কার্ষ্ণিঃ পঞ্চ রথান্ প্রতি ॥ ২০
ততস্তেষাং মহাস্ত্রাণি সংবার্য্য শরবৃষ্টিভিঃ।
ননাদ বলবান্ কার্ষ্ণির্ভীষ্মায় বিসৃজন্ শরান্ ॥২১

অর্জুননন্দন অভিমন্যুর এই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের সফলতায় প্রভাবিত ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত মহারথিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ অর্জুনের ন্যায় শক্তিশালী মনে করিলেন। ১৫

অভিমন্যুর এই ধনু গাণ্ডীবধনুর ন্যায় টঙ্কার ধ্বনি করিয়া থাকে, হস্তের অস্ত্রচালননৈপুণ্য দেখাইবার উপযুক্ত স্থান এবং আকর্ষণ করিলে অলাতচক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ধনুখানি তখন চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৬

অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে পাইয়া শত্রুবীরগণহন্তা ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে অতিদ্রুত নয়টি শীঘ্রগামী ও মহাবেগশালী বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭

সেই সঙ্গে মহাতেজস্বী বীর অভিমন্যুর ধ্বজও তিনটি বাণে ছিন্ন করিলেন। কেবল ইহাই নহে, নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনকারী ভীষ্ম অপর তিনটি বাণে অভিমন্যুর সারথিকেও বধ করিলেন। ১৮

আর্য্য! এইরূপ কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও শল্য মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে বাণে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হন নাই। ১৯

দুর্য্যোধনের এই মহারথ বীরগণে আবৃত হইয়া পড়িলে বীরবর অর্জুনকুমার সেই পাঁচ রথীর উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তারপর স্বীয় বাণবৃষ্টিদ্বারা সেই সব বীরগণের মহাস্ত্রসমূহ প্রতিরোধ করিয়া বলবান্ অর্জুনকুমার ভীষ্মের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ২০-২১

তত্রাস্য সুমহদ্ রাজন্ বাহ্বোর্বলমদৃশ্যত।
যতমানস্য সমরে ভীষ্মমর্দয়তঃ শরৈঃ ॥ ২২

পরাক্রান্তস্য তস্যৈব ভীষ্মোঽপি প্রাহিণোচ্ছরান্।
স তাংশ্চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মচাপচ্যুতান্ শরান্ ॥ ২৩

ততো ধ্বজমমোঘেষুর্ভীষ্মস্য নবভিঃ শরৈঃ।
চিচ্ছেদ সমরে বীরস্তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ ॥ ২৪

স রাজতো মহাস্কন্ধস্তালো হেমবিভূষিতঃ।
সৌভদ্রবিশিখৈশ্ছিন্নঃ পপাত ভুবি ভারত ॥ ২৫

তং তু সৌভদ্রবিশিখৈঃ পাতিতং ভরতর্ষভ।
দৃষ্ট্বা ভীমো ননাদোচ্চৈঃ সৌভদ্রমভিহর্ষয়ন্ ॥ ২৬

অথ ভীষ্মো মহাস্ত্রাণি দিব্যানি সুবহূনি চ।
প্রাদুশ্চক্রে মহারৌদ্রে রণে তস্মিন্ মহাবলঃ ॥ ২৭

ততঃ শতসহস্রেণ সৌভদ্রং প্রপিতামহঃ।
অবাকিরদমেয়াত্মা তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৮

ততো দশ মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
রক্ষার্থমভ্যধাবন্ত সৌভদ্রং ত্বরিতা রথৈঃ ॥ ২৯

বিরাটঃ সহ পুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
ভীমশ্চ কেকয়াশ্চৈব সাত্যকিশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৩০

তেষাং জবেনাপততাং ভীষ্মঃ শান্তনবো রণে।
পাঞ্চাল্যং ত্রিভিরানর্চ্ছৎ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৩১

পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন ক্ষুরেণ নিশিতেন চ।
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ ভীমসেনস্য পত্রিণা ॥ ৩২

জাম্বূনদময়ঃ শ্রীমান্ কেসরী চ নরোত্তম।
পপাত ভীমসেনস্য ভীষ্মেন মথিতো রথাৎ ॥ ৩৩

ততো ভীমস্ত্রিভিবিদ্ধ্বা ভীষ্মং শান্তনবং রণে।
কৃপমেকেন বিব্যাধ কৃতবর্মাণমষ্টভিঃ ॥ ৩৪

প্রগৃহীতাগ্রহস্তেন বৈরাটিরপি দন্তিনা।
অভ্যদ্রবত রাজানং মদ্রাধিপতিমুত্তরঃ ॥ ৩৫

রাজন্! এই সময় সমরাঙ্গণে প্রযত্নপূর্ব্বক স্বীয় বাণে ভীষ্মকে পীড়াদানকারী অভিমন্যুর বাহুর অতিশয় বল প্রত্যক্ষ দেখা যাইল ॥ ২২

তখন ভীষ্মও পরাক্রমশালী সেই বীরের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু অভিমন্যু রণক্ষেত্রে ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সকল বাণই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

অভিমন্যুর বাণ অব্যর্থ ছিল। সেই বীর সমরে নয়টি বাণে ভীষ্মের ধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন সকল লোকই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল ॥ ২৪

হে ভারত! সেই রজতনির্ম্মিত, স্বর্ণভূষিত, অত্যন্ত উচ্চ তালবৃক্ষচিহ্নিত ভীষ্মের ধ্বজ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! অভিমন্যুর বাণসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে সেই ধ্বজকে দেখিয়া ভীমসেন সুভদ্রানন্দনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

তখন মহাবল ভীষ্ম সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুতর দিব্য মহাস্ত্রসকল আবিষ্কার করিলেন ॥ ২৭

তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন প্রপিতামহ ভীষ্ম সুভদ্রা-সুতের উপর সহস্র বাণবর্ষণ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ২৮

রাজন্! সেই সময় পুত্রসহ বিরাট, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ ও সাত্যকি—পাণ্ডবপক্ষের এই দশ মহারথী বীর অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য অতিদ্রুত সেস্থলে দৌড়াইয়া আসিলেন ॥ ২৯-৩০

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রণাঙ্গনে সেই সময় সবেগে আক্রমণকারী দশ মহারথীর মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণে ও সাত্যকিকে নয়টি বাণে গুরুতর আঘাত করিলেন ॥ ৩১

পুনরায় ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত পক্ষযুক্ত একটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীমসেনের রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩২

হে নরোত্তম! ভীমসেনের সেই সুবর্ণময় সুন্দর ধ্বজ সিংহের চিহ্নে চিহ্নিত ছিল। উহা ভীষ্মকর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। ৩৩

তখন ভীমসেন সেই রণক্ষেত্রে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে তিন বাণে আহত করিয়া কৃপাচার্য্যকে এক বাণে ও কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৪

এই সময় যে হাতীটি নিজের শুঁড়কে চক্রাকার করিয়া উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই দন্তযুক্ত হাতীর উপর আরোহণ করত বিরাটপুত্র উত্তর মদ্রদেশের অধিপতি রাজা শল্যের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

তস্য বারণরাজস্য জবেনাপততো রথে।
শল্যো নিবারয়ামাস বেগমপ্রতিমং শরৈঃ ॥ ৩৬
তস্য ক্রুদ্ধঃ স নাগেন্দ্রো বৃহতঃ সাধুবাহিনঃ।
পদা যুগমধিষ্ঠায় জঘান চতুরো হয়ান্ ॥ ৩৭
স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ মদ্রাধিপতিরায়সীম্।
উত্তরান্তকরীং শক্তিং চিক্ষেপ ভুজগোপমাম্ ॥ ৩৮
তয়া ভিন্নতনুত্রাণঃ প্রবিশ্য বিপুলং তমঃ।
স পপাত গজস্কন্ধাৎ প্রমুক্তাঙ্কুশ-তোমরঃ ॥ ৩৯
অসিমাদায় শল্যোঽপি অবপ্লুত্য রথোত্তমাৎ।
তস্য বারণরাজস্য চিচ্ছেদাথ মহাকরম্ ॥ ৪০
ভিন্নমর্মা শরশতৈশ্ছিন্নহস্তঃ স বারণঃ।
ভীমমার্তস্বরং কৃত্বা পপাত চ মমার চ ॥ ৪১
এতদীদৃশকং কৃত্বা মদ্ররাজো নরাধিপ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং ভাস্বরং কৃতবর্ম্মণঃ ॥ ৪২
উত্তরং বৈ হতং দৃষ্ট্বা বৈরাটির্ভ্রাতরং তদা।
কৃতবর্ম্মণা চ সহিতং দৃষ্ট্বা শল্যমবস্থিতম্ ॥ ৪৩
শ্বেতঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল হবিষা হব্যবাড়িব।
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপং শক্রচাপোপমং বলী ॥৪৫
অভ্যধাবজ্জিঘাংসন্ বৈ শল্যং মদ্রাধিপং বলী।
মহতা রথবংশেন সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫
মুঞ্চন্ বাণময়ং বর্ষং প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মত্তবারণবিক্রমম্ ॥ ৪৬
তাবকানাং রথাঃ সপ্ত সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
মদ্ররাজমভীপ্সন্তো মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতম্ ॥ ৪৭
বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যো জয়ৎসেনশ্চ মাগধঃ।
তথা রুক্মরথো রাজন্ শল্যপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৮
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
বৃহৎক্ষত্রস্য দায়াদঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ॥ ৪৯
নানাবর্ণবিচিত্রাণি ধনূংষি চ মহাত্মনাম্।
বিস্ফারিতানি দৃশ্যন্তে তোয়দেষ্বিব বিদ্যুতঃ ॥ ৫০

সেই গজরাজ অতিশয় বেগে আসিয়া শল্যরাজের রথের নিকট উপস্থিত হইল। এই সময় শল্য স্বীয় বাণসমূহে ঐ হাতীর অতুলনীয় বেগকে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৩৬

ইহাতে গজেন্দ্র শল্যের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং নিজের একটি চরণ রথের যুগের উপর রাখিয়া উত্তমরূপে বহনকারী চারিটি বিরাট অশ্বকে নিহত করিল ॥ ৩৭

অশ্বগুলি নিহত হইলেও সেই রথেই মদ্ররাজ শল্য উপবিষ্ট থাকিয়া লৌহনির্ম্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। এই শক্তি সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর এবং রাজকুমার উত্তরের বিনাশকর ছিল ॥ ৩৮

এই শক্তি উত্তরের কবচ ছিন্ন করিল। তাহার আঘাতে উত্তর অত্যন্ত মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত হইতে তখন অঙ্কুশ ও তোমর পতিত হইল এবং তিনিও অচেতন হইয়া গজের পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৯

এই সময় শল্য হাতে তরবারি লইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তাহাদ্বারা গজরাজের বিশাল শুঁড়টি কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

শত শত বাণে সেই হাতীর তখন মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইয়াছিল তাহার উপর আবার শুঁড়টিও ছিন্ন হইল। ইহাতে সেই গজরাজ ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল এবং মৃত্যুবরণ করিল ॥ ৪১

নরাধিপ! মদ্ররাজ শল্য এইরূপ পরাক্রম করিয়া অতিশয় কৃতবর্ম্মার তেজোময় রথে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন ॥ ৪২

স্বীয় ভ্রাতা উত্তরকে নিহত এবং শল্যকে কৃতবর্ম্মার রথে উত্থিত দেখিয়া বিরাটপুত্র শ্বেত ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। তখন মনে হইতেছিল—অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি দেওয়া হইয়াছে।

সেই বলবান্ বীর শ্বেত ইন্দ্রধনুতুল্য নিজের বিশাল ধনু কর্ণ পর্য্যন্ত টানিয়া মদ্ররাজ শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন।

মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী শ্বেতকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার সাতজন রথী বীর মৃত্যুর দন্তের মধ্যে পতিত মদ্ররাজ শল্যকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে (শ্বেতকে) চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩-৪৭

রাজন্ সেই সপ্ত রথীর নাম হইল—কোশলরাজ বৃহদ্বল, মগধরাজ জয়ৎসেন, শল্যের প্রতাপশালী পুত্র রুক্মরথ, অবন্তি-দেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজপতি সুদক্ষিণ এবং বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ॥ ৪৮-৪৯

এই সব মহাত্মা বীরগণের বিস্ফারিত নানা বর্ণের বিচিত্র ধনুগুলি জলবর্ষণরত মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫০

তে তু বাণময়ং বর্ষং শ্বেতমূর্দ্ধন্যপাতয়ন্ ।
নিদাঘান্তেঽনিলোদ্ধূতা মেঘা ইব নগে জলম্ ৫১ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেষ্বাসঃ সপ্তভল্লৈঃ সুতেজনৈঃ ।
ধনূংষি তেষামাচ্ছিদ্য মমর্দ পৃতনাপতিঃ ॥ ৫২
নিকৃত্তান্যেব তানি স্ম সমদৃশ্যন্ত ভারত ।
ততস্তে তু নিমেষার্ধাৎ প্রত্যপদ্যন্ ধনূংষি চ ॥ ৫৩
সপ্ত চৈব পৃষৎকাংশ্চ শ্বেতস্যোপর্য্যপাতয়ন্ ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা ভল্লৈঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ ।
নিচকর্ত মহাবাহুস্তেষাং চাপানি ধন্বিনাম্ ॥ ৫৪
তে নিকৃত্তমহাচাপাস্ত্বরমাণা মহারথাঃ ।
রথশক্তীঃ পরামৃশ্য বিনেদুর্ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৫৫
[illegible]সৃজুর্ভরতশ্রেষ্ঠ সপ্ত শ্বেতরথং প্রতি ।
ততস্তা জ্বলিতাঃ সপ্ত মহেন্দ্রাশনিনিঃস্বনাঃ ॥ ৫৬
অপ্রাপ্তাঃ সপ্তভির্ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ পরমাস্ত্রবিৎ ।
ততঃ সমাদায় শরং সর্বকায়বিদারণম্ ॥ ৫৭
প্রাহিণোদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ শ্বেতো রুক্মরথং প্রতি ।
তস্য দেহে নিপতিতো বাণো বজ্রাতিগো মহান্ ॥৫৮
ততো রুক্মরথো রাজন্ সায়কেন দৃঢ়াহতঃ ।
নিষসাদ রথোপস্থে কশ্মলং চাবিশন্মহৎ ॥ ৫৯
তং বিসংজ্ঞং বিমনসং ত্বরমাণস্তু সারথিঃ ।
অপোবাহ ন সম্ভ্রান্তঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৬০
ততোঽন্যান্ ষট্ সমাদায় শ্বেতো হেমবিভূষিতান্ ।
তেষাং ষণ্ণাং মহাবাহুর্ধ্বজশীর্ষাণ্যপাতয়ৎ ॥ ৬১
হয়াংশ্চ তেষাং নির্ভিদ্য সারথীংশ্চ পরন্তপ ।
শরৈশ্চৈতান্ সমাকীর্য্য প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি ॥ ৬২
ততো হলহলাশব্দস্তব সৈন্যেষু ভারত ।
দৃষ্ট্বা সেনাপতিং তূর্ণং যান্তং শল্যরথং প্রতি ॥ ৬৩
ততো ভীষ্মং পুরস্কৃত্য তব পুত্রো মহাবলঃ ।
বৃতস্তু সর্বসৈন্যেন প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি ॥ ৬৪

ইঁহারা সকলেই শ্বেতের মস্তকে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন মনে হইতে লাগিল—গ্রীষ্ম ঋতুর শেষে বর্ষাকালে বায়ু কর্তৃক উত্থাপিত মেঘ পর্ব্বতে বারি বর্ষণ করিতেছে ॥ ৫১

সেই সময় মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি শ্বেত কুপিত হইয়া তেজস্বী সাতটি ভল্লনামক বাণদ্বারা সেই সাত রথীরই ধনু ছেদন করত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫২

ভারত! সেই সাতটি ধনুকেই তখন ছিন্ন ভিন্ন দেখা যাইল। তারপর তাঁহারা সকলেই অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যে অপর ধনু গ্রহণ করিলেন এবং শ্বেতের উপর একসঙ্গে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহাবাহু শ্বেত পুনরায় দ্রুতগামী সাতটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া সেই ধনুর্দ্ধরগণের সকল ধনুকেই ছিন্ন করিলেন ॥ ৫৩-৫৪

নিজেদের বিশাল ধনুগুলি ছিন্ন হইয়া যাইলে সেই সাত মহারথী ব্যগ্রতাসহকারে রথশক্তিসমূহ ধারণ করত ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সাতটি শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে শ্বেতের রথের দিকে একসঙ্গে যাইতে লাগিল ॥ ৫৬

কিন্তু শ্বেত উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তখন সাতটি ভল্ল ক্ষেপণ করিয়া নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সেই সাতটি শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর শ্বেত সকলেরই দেহবিদারক একটি বাণ লইয়া উহা রুক্মরথের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

বজ্র হইতেও অধিক প্রভাবশালী সেই মহাবাণটি রুক্মরথের শরীরে যাইয়া পতিত হইল। রাজন্! এই বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া রুক্মরথ নিজ রথের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং গুরুতর মোহাচ্ছন্ন হইলেন ॥ ৫৭-৫৯

তাঁহাকে অচৈতন্য ও বিমনা দেখিয়া সারথি অল্পও বিভ্রান্ত না হইয়া অতি সত্বর সকলের দৃষ্টিগোচরেই রণভূমি হইতে তাঁহাকে দূরে লইয়া যাইল ॥ ৬০

তখন মহাবাহু শ্বেত অপর স্বর্ণভূষিত ছয়টি বাণ লইয়া সেই ছয় রথীর ধ্বজের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৬১

পরন্তপ! তারপর তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাদের শরীরের মধ্যেও বহু বাণ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শ্বেত শল্যের রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬২

ভারত! তখন সেনাপতি শ্বেতকে দ্রুত শল্যের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যাইল ॥ ৬৩

তখন আপনার মহাবল পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া

মৃত্যোরাস্যমনুপ্রাপ্তং মদ্ররাজমমোচয়ৎ।
ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৫
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্।
সৌভদ্রে ভীমসেনে চ সাত্যকৌ চ মহারথে ॥ ৬৬
কৈকেয়ে চ বিরাটে চ ধৃষ্টদ্যুম্নে চ পার্ষতে।

সমস্ত সৈন্যের সহিত শ্বেতের রথের উপর অক্রমণ করিলেন এবং মৃত্যুর মুখে পতিত শল্যকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥

তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তখন রথের দ্বারা রথ এবং হাতীর দ্বারা হাতী আক্রান্ত হইল ॥

এতেষু নরসিংহেষু চেদি-মৎস্যেষু চৈব হ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ॥ ৬৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি শ্বেতযুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

পাণ্ডবপক্ষের দিকে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, ভীমসেন, মহারথী সাত্যকি, কেকয়রাজকুমার, রাজা বিরাট ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ এবং চেদি ও মৎস্য দেশের ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করিতেছিলেন। কুরুকুলের বৃদ্ধপুরুষ পিতামহ ভীষ্ম ইঁহাদের সকলের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৪-৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে শ্বেতের যুদ্ধবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্বেতস্য মহাভয়ঙ্করপরাক্রমপ্রদর্শনম্, ভীষ্মেণ তস্য বিনাশশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ
এবং শ্বেতে মহেষ্বাসে প্রাপ্তে শল্যরথং প্রতি।
কুরবঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১
ভীষ্মঃ শান্তনবঃ কিং বা তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ।
সঞ্জয় উবাচ।
রাজন্ শতসহস্রাণি ততঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ॥ ২
শ্বেতং সেনাপতিং শূরং পুরস্কৃত্য মহারথাঃ।
রাজ্ঞো বলং দর্শয়ন্তস্তব পুত্রস্য ভারত ॥ ৩
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ত্রাতুমৈচ্ছন্মহারথাঃ।
অভ্যবর্তন্ত ভীষ্মস্য রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৪
জিঘাংসন্তং যুধাং শ্রেষ্ঠং তদাসীৎ তুমুলং মহৎ।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি মহাবৈশসমদ্ভুতম্ ॥ ৫
তাবকানাং পরেষাঞ্চ যথা যুদ্ধমবর্তত।
তত্রাকরোদ্ রথোপস্থান্ শূন্যান্ শান্তনবো বহূন্ ॥৬
তত্রাদ্ভুতং মহচ্চক্রে শরৈরার্চ্ছদ্ রথোত্তমান্।
সমাবৃণোচ্ছরৈরর্কমর্কতুল্যপ্রতাপবান্ ॥ ৭

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

[শ্বেতের মহাভয়ঙ্কর পরাক্রমপ্রদর্শন এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক তাহার বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর শ্বেতকে শল্যের রথের নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণ কি করিল? ১

শান্তনুনন্দন ভীষ্মই বা তখন কি করিলেন? আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তৎসমস্তই আমাকে বল। সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবপক্ষের লক্ষ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীর সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রে করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে নিজেদের বল দেখাইতে দেখাইতে শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করত ভীষ্মের স্বর্ণভূষিত রথের উপর আক্রমণ করিলেন।

ভারত! ইঁহারা সকলে শ্বেতকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সেইজন্য শ্বেতকে বধ করিতে উদ্যত যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে, তাঁহারা আক্রমণ করিলেন। তখন মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে যেরূপ লোকক্ষয়কারী অদ্ভুত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, আমি উহা সেইরূপই বর্ণনা করিব ॥

সেই যুদ্ধে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রথি-উপবিষ্ট বহু রথকে রথিশূন্য করিয়া দিলেন। তিনি তখন অতিশয় অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বীয় বাণসমূহে তিনি বহু শ্রেষ্ঠ রথীকেও পীড়া দিয়াছিলেন। সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ভীষ্ম নিজ অস্ত্রসমূহে সূর্য্যদেবকেও সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২-৭

সুদন্ সমন্তাৎ সমরে রবিরুচ্ছন্ যথা তমঃ।
তেনাজৌ প্রেষিতা রাজন্ শরাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৮
ক্ষত্রিয়ান্তকরাঃ সংখ্যে মহাবেগা মহাবলাঃ।
শিরাংসি পাতয়ামাসুর্বীরাণাং শতশো রণে॥ ৯
গজান্ কণ্টকসন্নাহান্ বজ্রেণেব শিলোচ্চয়ান্।
রথা রথেষু সংসক্তা ব্যদৃশ্যন্ত বিশাম্পতে॥ ১০
একে রথং পর্য্যবহংস্তুরগাঃ সতুরঙ্গমম্।
যুবানং নিহতং বীরং লম্বমানং সকার্মুকম্॥ ১১
উদীর্ণাশ্চ হয়া রাজন্ বহুস্তত্র তত্র হ।
বদ্ধখঙ্গনিষঙ্গাশ্চ বিধ্বস্তশিরসো হতাঃ॥ ১২
শতশঃ পতিতা ভূমৌ বীরশয্যাসু শেরতে।
পরস্পরেণ ধাবন্তঃ পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ॥ ১৩
উত্থায় চ প্রধাবন্তো দ্বন্দ্বযুদ্ধমবাপ্নুবন্।
পীড়িতাঃ পুনরন্যোন্যং লুঠন্তো রণমূর্ধনি॥ ১৪
সচাপাঃ সনিষঙ্গাশ্চ জাতরূপপরিষ্কৃতাঃ।
বিস্রব্ধহতবীরাশ্চ শতশঃ পরিপীড়িতাঃ॥ ১৫
তেন তেনাভ্যধাবন্ত বিসৃজন্তশ্চ ভারত।
মত্তো গজঃ পর্য্যবর্তদ্ধয়াংশ্চ হতসাদিনঃ॥ ১৬
সরথা রথিনশ্চাপি বিমৃদ্গন্তঃ সমন্ততঃ।
স্যন্দনাদপতৎ কশ্চিন্নিহতোঽন্যেন সায়কৈঃ॥ ১৭
হতসারথিরপ্যুচ্চৈঃ পপাত কাষ্ঠবদ্ রথঃ।
যুধ্যমানস্য সংগ্রামে ব্যূঢ়ে রজসি চোত্থিতে॥ ১৮
ধনুঃ কূজিতবিজ্ঞানং তত্রাসীৎ প্রতিযুধ্যতঃ।
গাত্রস্পর্শেন যোধানাং ব্যজ্ঞাস্ত পরিপন্থিনম্॥ ১৯
যুধ্যমানং শরৈ রাজন্ সিঞ্জিনীধ্বজিনীরবাৎ।
অন্যোন্যং বীরসংশব্দো নাশ্রূয়ত ভটৈঃ কৃতঃ॥ ২০

যেরূপ সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করেন, সেইরূপ তিনি সমরভূমির চারিদিকে বিচরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ বাণ নিক্ষেপ করত শত্রুসৈন্যকে নাশ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তাঁহার ঐ বাণগুলি মহাবেগশালী ও মহাবলসম্পন্ন ছিল। যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী ভীষ্মের সেই বাণসমূহ শত শত বীরের মস্তক ছেদন করিয়া রণভূমিতে পাতিত করিল। ৮-৯

সেই বাণগুলি বজ্রাঘাতে পর্ব্বতসমূহের বিদারণের ন্যায় কণ্টকপূর্ণ কবচসুশোভিত হস্তিগণকেও ধরাশায়ী করিতে লাগিল। প্রজানাথ! সেই সময় রথসমূহ অপর রথসমূহে বিলগ্ন হইয়া আছে দেখা যাইল। ১০

বহু অশ্ব রথকে রণস্থল হইতে দূরে লইয়া যাইল এবং সেই রথে নিহত বীর যুবক ধনুর সহিত লম্বা হইয়া পতিত ছিল। ১১

রাজন্! সেই প্রচণ্ড অশ্বগণ রথকে লইয়া যেখানে সেখানে ঘুরিতে লাগিল। কটিতে (কোমরে) তরবারি ও পৃষ্ঠে তূণবদ্ধ শত শত বীর মস্তক ছিন্ন হওয়ায় পৃথিবীতে পতিত হইয়া বীরোচিত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন॥

পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত বহু সৈন্যই কখনও ভূতলে পড়িয়া যাইল, আবার তাহারা কখনও উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা দাঁড়াইয়াই দৌড়াইতে দৌড়াইতে পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনরায় পরস্পরের প্রহারে পীড়িত হইয়া যুদ্ধের অগ্রভূমিতে লুটিয়া পড়িল। ১২-১৪

ভারত! শত শত বীর ধনু ও তূণ লইয়া সুবর্ণময় ভূষণে ভূষিত হইয়া কত যে শত্রুপক্ষের বীরগণকে বিশ্বস্তভাবে বিনাশ করিল, স্বয়ংও শত্রুদিগের প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিল এবং তাহারপর নানারূপ অস্ত্র প্রহার করিতে করিতে নিজেও বিভিন্ন পথ দিয়া এদিকে ওদিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল॥

মদমত্ত হস্তী সেই অশ্বগণের পশ্চাতে পতিত হইল, যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে। এইরূপ রথসহ রথিগণও চারিদিকে ভূতলে পতিত শবদেহগুলিকে পিষ্ট করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥

কত বীর শত্রুপক্ষের বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। কোন স্থলে রথের সারথি নিহত হইলে রথটি সাধারণ কাষ্ঠের ন্যায় উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া যাইল॥

সেই যুদ্ধরত সংগ্রামস্থলে ব্যূহমধ্যে এতাদৃশ ধূলি উড়িতেছিল যে, কিছুই বুঝা যাইল না। কেবল ধনুর টঙ্কার ধ্বনিতে ইহাই জানা যাইতেছিল যে, প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধ করিতেছে। বহু যোদ্ধা অপর যোদ্ধাদিগের দেহ স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিল যে, ইহারা শত্রুপক্ষের। ১৫-১৯

রাজন্! তখন কিছু লোক ধনুর টঙ্কারধ্বনি ও সৈন্যগণের কোলাহল শুনিয়া ইহাই বুঝিতে পারিল যে, কোন যোদ্ধা বাণসমূহে যুদ্ধ করিতেছে। যোদ্ধারা পরস্পরের প্রতি যে বীরোচিত গর্জ্জন করিতেছিল, উহাও সেই সময় স্পষ্টরূপে শোনা যাইতেছিল না। ২০

শব্দায়মানে সংগ্রামে পটহে কর্ণদারিণি।
যুধ্যমানস্য সংগ্রামে কুর্বতঃ পৌরুষং স্বকম্॥ ২১
নাশ্রৌষং নাম-গোত্রাণি কীর্তনঞ্চ পরস্পরম্।
ভীষ্মচাপচ্যুতৈর্বাণৈরার্তানাং যুধ্যতাং মৃধে॥ ২২
পরস্পরেষাং বীরাণাং মনাংসি সমকম্পয়ন্।
তস্মিন্নত্যাকুলে যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে॥ ২৩
পিতা পুত্রঞ্চ সমরে নাভিজানাতি কশ্চন।
চক্রে ভগ্নে যুগে ছিন্নে একধুর্য্যে হয়ে হতঃ॥ ২৪
আক্ষিপ্তঃ স্যন্দনাদ্ বীরঃ সসারথিরজিহ্মগৈঃ।
এবঞ্চ সমরে সর্বে বীরাশ্চ বিরথীকৃতাঃ॥ ২৫
তেন তেন স্ম দৃশ্যন্তে ধাবমানাঃ সমন্ততঃ।
গজো হতঃ শিরশ্ছিন্নং মর্ম ভিন্নং হয়ো হতঃ॥ ২৬
অহতঃ কোঽপি নৈবাসীদ্ ভীষ্মে নিঘ্নতি শাত্রবান্।
শ্বেতঃ কুরূণামকরোৎ ক্ষয়ং তস্মিন্ মহাহবে॥ ২৭

রাজপুত্রান্ রথোদারানবধীচ্ছতসঙ্ঘশঃ।
চিচ্ছেদ রথিনাং বাণৈঃ শিরাংসি ভরতর্ষভ॥ ২৮
সাঙ্গদা বাহবশ্চৈব ধনূংষি চ সমন্ততঃ।
রথেষাং রথচক্রাণি তূণীরাণি যুগানি চ॥ ২৯
ছত্রাণি চ মহার্হাণি পতাকাশ্চ বিশাম্পতে।
হয়ৌঘাশ্চ রথৌঘাশ্চ নরৌঘাশ্চৈব ভারত॥ ৩০
বারণাঃ শতশশ্চৈব হতাঃ শ্বেতেন ভারত।
বয়ং শ্বেতভয়াদ্ ভীতা বিহায় রথসত্তমম্॥ ৩১
অপযাতাস্তথা পশ্চাদ্ বিভুং পশ্যাম ধৃষ্ণবঃ।
শরপাতমতিক্রম্য কুরবঃ কুরুনন্দন॥ ৩২
ভীষ্মং শান্তনবং যুদ্ধে স্থিতাঃ পশ্যাম সর্বশঃ।
অদীনো দীনসমরে ভীষ্মোঽস্মাকং মহাহবে॥ ৩৩
একস্তস্থৌ নরব্যাঘ্রো গিরির্মেরুরিবাচলঃ।
আদদান ইব প্রাণান্ সবিতা শিশিরাত্যয়ে॥ ৩৪

তখন কর্ণবিদারক ডঙ্কার নিনাদে সমস্ত রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য সেখানে নিজের পুরুষার্থপ্রকাশকারী কোন যোদ্ধারই কথা আমার শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। তাহারা তখন যে পরস্পর নাম-গোত্রের উল্লেখ করিতেছিল, তাহাও আমি শুনিতে পাই নাই॥

যুদ্ধে ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে সকল যোদ্ধারাই পীড়া অনুভব করিতেছিলেন। ঐ বাণগুলি পরস্পর সমস্ত বীরেরই হৃদয় কম্পিত করিতেছিল॥

সেই যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, রোমাঞ্চকারী ও সকলের ব্যাকুলকর ছিল। ঐ সময় কোন পিতাই নিজ পুত্রকেও চিনিতে পারেন নাই॥

তখন ভীষ্মের বাণে চক্র ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, যুগ (বহনের সময় বাহনযোজিত করিবার কাষ্ঠবিশেষ—জোয়াল) নষ্ট হইয়াছিল এবং একমাত্র রক্ষিত রথের অশ্বও নিহত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় রথের উপরে উপবিষ্ট সারথির সহিত বীর রথীও ভীষ্মের সরলগামী বাণে আহত হইয়া স্বর্গগমন করিল॥

এইরূপে সেই সমরাঙ্গণে রথহীন হইয়া সকল বীর ভিন্ন-ভিন্ন পথে চারিদিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল॥

কাহারও হস্তী নিহত হইল, কাহারও মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল, কাহারও মর্মস্থান বিদীর্ণ হইল এবং কাহারও অশ্ব বিনষ্ট হইল। যখন ভীষ্ম শত্রুগণকে সংহার করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সম্মুখে আগত কোন এরূপ বিপক্ষ বীর ছিলেন না, যিনি তাঁহার বাণে আহত না হইয়াছেন॥

এইরূপে সেই মহাযুদ্ধে শ্বেতও কৌরবগণকে সংহার করিতেছিলেন। তিনি তখন শত শত দলবদ্ধ রথী রাজকুমারগণকে বধ করিয়াছিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! শ্বেত নিজ বাণসমূহে তখন বহু রথীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন॥ ২১-২৮

তিনি সর্ব্বদিকেই বাণক্ষেপ করিয়া বহু যোদ্ধার ধনু ও অঙ্গদ-ভূষণভূষিত বাহু ছেদন করিয়াছিলেন। রথের ঈষাদণ্ড, রথচক্র, তূণীর এবং যুগ তিনি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন॥ ২৯

রাজন্! বহুমূল্য ছত্র ও পতাকাসমূহও তাঁহার বাণে খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারত! শ্বেত অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণের বহু সঙ্ঘকে ত' বিনাশ করিয়াই ছিলেন, তাহার উপর তিনি তখন শত শত হস্তীকেও নিহত করিয়াছিলেন॥

কুরুনন্দন! আমরাও শ্বেতের ভয়ে মহারথী ভীষ্মকে একাকী রাখিয়া পলাইয়া যাইলাম। সেইজন্যই আজ জীবিত থাকিয়া মহারাজকে দর্শন করিতে পারিলাম। সকল কৌরব আমরা শ্বেতের বাণ যতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারিত, ততদূর পর্য্যন্ত যুদ্ধভূমি ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং দর্শকের ন্যায় শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে দেখিতে লাগিলাম॥

সেই মহাসংগ্রামে যদিও আমাদের পক্ষে কাতরতার সময় আসিয়াছিল, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম একাকী দীনতাশূন্য হইয়া মেরুপর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন॥

গভস্তিভিরিবাদিত্যস্তস্থৌ শরমরীচিমান্।
স মুমোচ মহেষ্বাসঃ শরসঙ্ঘাননেকশঃ ॥ ৩৫
নিঘ্নন্নমিত্রান্ সমরে বজ্রপাণিরিবাসুরান্।
তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ প্রজহুস্তং মহাবলম্ ॥ ৩৬
স্বযূথাদিব তে যূথামুক্তং ভূমিষু দারুণম্।
তমেবমুপলক্ষ্যৈকো হৃষ্টঃ পুষ্টঃ পরন্তপ ॥ ৩৭
দুর্য্যোধনপ্রিয়ে যুক্তঃ পাণ্ডবান্ পরিশোচয়ন্।
জীবিতং দুস্ত্যজং ত্যক্ত্বা ভয়ঞ্চ সুমহাহবে ॥ ৩৮
পাতয়ামাস সৈন্যানি পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
প্রহরন্তমনীকানি পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা সেনাপতিং ভীষ্মস্ত্বরিতঃ শ্বেতমভ্যয়াৎ।
স ভীষ্মং শরজালেন মহতা সমবাকিরৎ ॥ ৪০
শ্বেতং চাপি তথা ভীষ্মঃ শরৌঘৈঃ সমবাকিরৎ।
তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ মত্তাবিব মহাদ্বিপৌ ॥ ৪১
ব্যাঘ্রাবিব সুসংরব্ধাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য ততস্তৌ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৪২
ভীষ্মঃ শ্বেতশ্চ যুযুধে পরস্পরবধৈষিণৌ।
একাহ্না নির্দহেদ্ ভীষ্মঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ৪৩
শরৈঃ পরমসংক্রুদ্ধো যদি শ্বেতো ন পালয়েৎ।
পিতামহং ততো দৃষ্ট্বা শ্বেতেন বিমুখীকৃতম্ ॥ ৪৪
প্রহর্ষং পাণ্ডবা জগ্মুঃ পুত্রস্তে বিমনাভবৎ।
ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ পার্থিবৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫
সসৈন্যঃ পাণ্ডবানীকমভ্যদ্রবত সংযুগে।
দুর্মুখঃ কৃতবর্ম্মা চ কৃপঃ শল্যো বিশাম্পতিঃ ॥ ৪৬
ভীষ্মং জুগুপুরাসাদ্য তব পুত্রেণ নোদিতাঃ।
দৃষ্ট্বা তু পার্থিবৈঃ সর্ব্বৈর্দুর্য্যোধনপুরোগমৈঃ ॥ ৪৭

যেরূপ সূর্য্যদেব শীতকালের শেষে গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর জল শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যের প্রাণহরণ করিতেছিলেন। কিরণসুশোভিত সূর্য্যের তুল্য ভীষ্ম স্বীয় বাণরূপ রশ্মিতে সুশোভিত হইয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন।

যেরূপ বজ্রপাণি ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করেন, সেইরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম সেই রণক্ষেত্রে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে বারংবার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন

মহাবল ভীষ্ম স্বীয় দল হইতে বহির্গত হস্তীর ন্যায় নিজ সৈন্যগণ হইতে মুক্ত হইয়া সেই রণভূমিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অস্ত্রের প্রহারে শত্রুগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

পরন্তপ! শ্বেতকে পূর্ব্বোক্তরূপে কৌরবসেনাকে সংহার করিতে দেখিয়া একাকী ভীষ্মই উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত হইয়া পাণ্ডবগণকে শোকে নিমগ্ন করিতে করিতে জীবনের মোহ ও ভয় পরিহার করত সেই মহাসমরে দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্যে নিরত রহিলেন। ৩৩-৩৮

রাজন্! ভীষ্ম পাণ্ডবগণের বহু সৈন্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত যখন দেখিলেন যে, সেনাপতি শ্বেত আমাদের সৈন্যের উপর অস্ত্র প্রহার করিতেছেন, তখন তিনি অতিসত্বর তাঁহার সম্মুখে আসিলেন।

সেই সময় শ্বেত বীর অসংখ্য বাণের জাল বিস্তার করিয়া ভীষ্মকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীষ্মও তাঁহার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই দুই বীর গর্জনকারী বৃষ, মদোন্মত্ত গজরাজ এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় পরস্পরের উপর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন।

তারপর ঐ দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও শ্বেত নিজ অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র রুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যদি তখন শ্বেত পাণ্ডবসৈন্যগণকে রক্ষা না করিতেন, তবে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী সেই দিনেই তাহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন।

তারপর পিতামহ ভীষ্মকে শ্বেতকর্তৃক যুদ্ধস্থলে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মন উদাস হইয়া পড়িল।

তখন দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধচিত্তে ভূপতিগণে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে সেই যুদ্ধভূমিতে পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন।

দুর্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও রাজা শল্য আপনার পুত্রের আজ্ঞায় সমবেত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনাদি নৃপগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যদিগকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া শ্বেত গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে ত্যাগকরত আপনার পুত্রের সৈন্যবৃন্দকে সেইভাবে বিনাশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু স্বীয় বলে বৃক্ষসকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

পাণ্ডবানামনীকানি বধ্যমানানি সংযুগে।
শ্বেতো গাঙ্গেয়মুৎসৃজ্য তব পুত্রস্য বাহিনীম্ ॥ ৪৮
নাশয়ামাস বেগেন বায়ুর্বৃক্ষানিবৌজসা।
দ্রাবয়িত্বা চমূং রাজন্ বৈরাটিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪৯
আপতৎ সহসা ভূয়ো যত্র ভীষ্মো ব্যবস্থিতঃ।
তৌ তত্রোপগতৌ রাজন্ শরদীপ্তৌ মহাবলৌ ॥ ৫০
অযুধ্যেতাং মহাত্মানৌ যথোভৌ বৃত্র-বাসবৌ।
অন্যোন্যং তু মহারাজ পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ৫১
নিগৃহ্য কার্ম্মুকং শ্বেতো ভীষ্মং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
পরাক্রমং ততস্তস্য পরাক্রম্য পরাক্রমী ॥ ৫২
তরসা বারয়ামাস মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্।
শ্বেতঃ শান্তনবং ভূয়ঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৫৩
বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা ॥ ৫৪
স বিদ্ধস্তেন বলবান্ নাকম্পয়ত যথাচলঃ।
বৈরাটিঃ সমরে ক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্ম্মুকম্ ॥ ৫৫
আজঘান ততো ভীষ্মং শ্বেতঃ ক্ষত্রিয়নন্দনঃ।
সম্প্রহস্য ততঃ শ্বেতঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥ ৫৬
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভীষ্মস্য নবভির্দশধা শরৈঃ।
সন্ধায় বিশিখং চৈব শরং লোমপ্রবাহিনম্ ॥ ৫৭
উন্মমাথ ততস্তালং ধ্বজশীর্ষং মহাত্মনঃ।
কেতুং নিপতিতং দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য তনয়াস্তব ॥ ৫৮
হতং ভীষ্মমমন্যন্ত শ্বেতস্য বশমাগতম্।
পাণ্ডবাশ্চাপি সংহৃষ্টা দধ্মুঃ শঙ্খান্ মুদা যুতাঃ ॥ ৫৯
ভীষ্মস্য পতিতং কেতুং দৃষ্ট্বা তালং মহাত্মনঃ।
ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রোধাৎ স্বমনীকমনোদয়ৎ ॥৬০
যত্তা ভীষ্মং পরীপ্সধ্বং রক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ।
মা নঃ প্রপশ্যমানানাং শ্বেতান্মৃত্যুমবাপ্স্যতি ॥ ৬১
ভীষ্মঃ শান্তনবঃ শূরস্তথা সত্যং ব্রবীমি বঃ।
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ত্বরমাণা মহারথাঃ ॥ ৬২

রাজন্! বিরাটপুত্র শ্বেত সেই সময় ক্রোধে মূর্চ্ছিত (জ্ঞানহীন) ছিলেন। তিনি আপনার সৈন্যদিগকে দূর করিয়া দিয়া পুনরায় সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে ভীষ্ম ছিলেন ॥

মহারাজ! সেই দুই মহাশক্তিধর বীর মহাত্মা বাণে উদ্দীপ্ত হইয়া পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় সমীপে আগমন করত বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯-৫১

শ্বেত ধনু আকর্ষণ করিয়া সাতটি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন পরাক্রমশালী ভীষ্মও শ্বেতের সেই পরাক্রমকে স্বয়ং পরাক্রম করিয়া রুদ্ধ করিলেন। তাহাতে মনে হইল—কোন এক মদমত্ত হাতী অন্য এক মদমত্ত হাতীকে রুদ্ধ করিয়াছে ॥

তদনন্তর শ্বেত পুনরায় নতপর্ব্বযুক্ত পঁচিশটি বাণে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্মও দশটি বাণে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সেই বাণের আঘাতেও বলশালী শ্বেত বিচলিত হইলেন না, পরন্তু পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

তারপর ক্ষত্রিয়গণের আনন্দবর্দ্ধন বিরাটপুত্র শ্বেত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে ধনুকে অতিশয় বেগে আকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের উপর পুনরায় বাণের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥

অনন্তর তিনি হাস্য করিয়া মুখের দুই প্রান্তভাগ লেহন করত নয়টি বাণ সন্ধানপূর্ব্বক ভীষ্মের ধনুটিকে দশ খণ্ড করিয়া দিলেন ॥

পুনরায় শিখাশূন্য পক্ষযুক্ত বাণ সন্ধান করিয়া তাহাদ্বারা মহাত্মা ভীষ্মের তালচিহ্নযুক্ত ধ্বজের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলেন ॥

ভীষ্মের ধ্বজকে নিম্নে পতিত দেখিয়া আপনার পুত্রগণ ভীষ্মকে শ্বেতের বশীভূত হইয়া মৃত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥

মহাত্মা ভীষ্মের তালধ্বজ ভূতলে পতিত দেখিয়া পাণ্ডবগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া আনন্দসহকারে শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥

তখন দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন—বীরগণ! সাবধান হইয়া চারিদিক্ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান কর। কখনও এরূপ যেন না নয় যে, আমাদের দৃষ্টিপথের মধ্যেই পিতামহ শ্বেতের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তোমাদিগকে এই কথা সত্য বলিতেছি যে, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শৌর্য্যশালী বীর ॥

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া সকল মহারথী বীরগণ অতিশয় ত্বরা করিয়া সেখানে আসিলেন এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্য বাহিনীর সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

বলেন চতুরঙ্গেণ গাঙ্গেয়মনুপালয়ন্।
বাহ্লীকঃ কৃতবর্মা চ শলঃ শল্যশ্চ ভারত ॥ ৬৩

জলসন্ধো বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
ত্বরমাণাস্ত্বরাকালে পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৬৪

শস্ত্রবৃষ্টিং সুতুমুলাং শ্বেতস্যোপর্য্যপাতয়ন্।
তান্ ক্রুদ্ধো নিশিতৈর্বাণৈস্ত্বরমাণো মহারথঃ ॥ ৬৫

অবারয়দমেয়াত্মা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
স নিবার্য্য তু তান্ সর্বান্ কেসরী কুঞ্জরানিব ॥ ৬৬

মহতা শরবর্ষেণ ভীষ্মস্য ধনুরাচ্ছিনৎ।
ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় ভীষ্মঃ শান্তনবো যুধি ॥ ৬৭

শ্বেতং বিব্যাধ রাজেন্দ্র কঙ্কপত্রৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো ভীষ্মং বহুভিরায়সৈঃ ॥ ৬৮

বিব্যাধ সমরে রাজন্ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
ততঃ প্রব্যথিতো রাজা ভীষ্মং দৃষ্ট্বা নিবারিতম্ ॥ ৬৯

প্রবীরং সর্বলোকস্য শ্বেতেন যুধি বৈ তদা।
নিষ্ঠানকশ্চ সুমহাংস্তব সৈন্যস্য চাভবৎ ॥ ৭০

তং বীরং বারিতং দৃষ্ট্বা শ্বেতেন শরবিক্ষতম্।
হতং শ্বেতেন মন্যন্তে শ্বেতস্য বশমাগতম্ ॥ ৭১

ততঃ ক্রোধবশং প্রাপ্তঃ পিতা দেবব্রতস্তব।
ধ্বজমুন্মথিতং দৃষ্ট্বা তাঞ্চ সেনাং নিবারিতম্ ॥ ৭২

শ্বেতং প্রতি মহারাজ ব্যসৃজৎ সায়কান্ বহূন্।
তানাবার্য্য রণে শ্বেতো ভীষ্মস্য রথিনাং বরঃ ॥ ৭৩

ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন পুনরেব পিতুস্তব।
উৎসৃজ্য কার্মুকং রাজন্ গাঙ্গেয়ঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৭৪

অন্যৎ কার্মুকমাদায় বিপুলং বলবত্তরম্।
তত্র সন্ধায় বিপুলান্ ভল্লান্ সপ্ত শিলাশিতান্ ॥ ৭৫

চতুর্ভিশ্চ জঘানাশ্বান্ শ্বেতস্য পৃতনাপতেঃ।
ধ্বজং দ্বাভ্যাং তু চিচ্ছেদ সপ্তমেন চ সারথেঃ ॥ ৭৬

ভারত! বাহ্লীক, কৃতবর্ম্মা, শল, শল্য, জলসন্ধ, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি—ইঁহারা সকলে ত্বরান্বিত হইবার সময়ে সত্বরতার সহিতই চারিদিক্ হইতে ভীষ্মকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং শ্বেতের উপর ভয়ঙ্কর অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

তখন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহারথী শ্বেত নিজ হস্তের অস্ত্রচালনা নৈপুণ্য দেখাইতে থাকিয়া অতীব দ্রুততার সহিত ক্রোধভরে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই নিবৃত্ত করিয়া দিলেন ॥

যেরূপ সিংহ হস্তিগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ সকল মহারথীকে রুদ্ধ করিয়া বিপুল বাণবর্ষণ করত শ্বেত ভীষ্মের ধনু ছেদন করিলেন ॥

রাজেন্দ্র! তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অপর ধনু লইয়া যুদ্ধস্থলে কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা শ্বেতকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ॥

রাজন্! তাহাতে সেনাপতি শ্বেত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রণাঙ্গনে বহুতর লৌহময় বাণদ্বারা সকলের দৃষ্টিপথের মধ্যেই ভীষ্মকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন।

শ্বেত সম্পূর্ণ বিশ্ববিখ্যাত বীর ভীষ্মকে যুদ্ধে অগ্রগমন হইতে বিরত করিলেন, ইহা দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সেই সঙ্গে আপনার সকল সৈন্যের মনেই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৫২-৭০

শ্বেত বীরবর ভীষ্মকে নিবারিত করিলেন এবং তাঁহার দেহ বাণে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, ভীষ্ম শ্বেতের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারই হস্তে নিহত হইবেন ॥ ৭১

তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম নিজের ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া ভূপতিত ও সৈন্যগণকে নিবারিত হইতে দেখিয়া ক্রোধের বশীভূত হইলেন ॥ ৭২

মহারাজ! তিনি শ্বেতের উপর বহু বাণ বর্ষণ করিলেন, কিন্তু রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেত রণক্ষেত্রে তাঁহার সকল বাণই নিবারিত করিয়া পুনরায় একটি ভল্লাস্ত্রে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মের ধনু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥

রাজন্! ইহা দেখিয়া গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ছিন্ন ধনু পরিহার করিয়া অপর একটি প্রবল ও বিশাল ধনু গ্রহণ করত প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল সাতটি ভল্ল যোজনা করিলেন। তাহার মধ্যে চারটি ভল্লের দ্বারা সেনাপতি শ্বেতের চারিটি অশ্বকে নিহত করিলেন, দুইটি ভল্ল দ্বারা ধ্বজ কাটিয়া ফেলিলেন এবং নিজের অতুলনীয় বিক্রম দেখাইতে দেখাইতে অপর ভল্লটি দ্বারা শ্বেতের সারথির মস্তক ছেদন করিলেন

শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সংক্রুদ্ধো লঘুবিক্রমঃ।
হতাশ্বসূতাৎ স রথাদবপ্লুত্য মহাবলঃ ॥ ৭৭
অমর্ষবশমাপন্নো ব্যাকুলঃ সমপদ্যত।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শ্বেতং দৃষ্ট্বা পিতামহঃ ॥ ৭৮
তাড়য়ামাস নিশিতৈঃ শরসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ।
স তাড্যমানঃ সমরে ভীষ্মচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৯
স্বরথে ধনুরুৎসৃজ্য শক্তিং জগ্রাহ কাঞ্চনীম্।
ততঃ শক্তিং রণে শ্বেতো জগ্রাহোগ্রাং মহাভয়াম্ ॥৮০
কালদণ্ডোপমাং ঘোরাং মৃত্যোর্জিহ্বামিব শ্বসন্।
অব্রবীচ্চ তদা শ্বেতো ভীষ্মং শান্তনবং রণে ॥ ৮১
তিষ্ঠেদানীং সুসংরব্ধঃ পশ্য মাং পুরুষো ভব।
এবমুক্ত্বা মহেষ্বাসো ভীষ্মং যুধি পরাক্রমী ॥ ৮২
ততঃ শক্তিমমেয়াত্মা চিক্ষেপ ভুজগোপমাম্।
পাণ্ডবার্থে পরাক্রান্তস্তবানর্থং চিকীর্ষুকঃ ॥ ৮৩
হাহাকারো মহানাসীৎ পুত্রাণাং তে বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা শক্তিং মহাঘোরাং মৃত্যোর্দণ্ডসমপ্রভাম্ ॥ ৮৪
শ্বেতস্য করনির্মুক্তাং নির্মুক্তোরগসন্নিভাম্।
অপতৎ সহসা রাজন্ মহোল্কেব নভস্তলাৎ ॥ ৮৫
জ্বলন্তীমন্তরীক্ষে তাং জ্বালাভিরিব সংবৃতাম্।
অসম্ভ্রান্তস্তদা রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৮৬
অষ্টভির্নবভির্ভীষ্মঃ শক্তিং চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ।
উৎকৃষ্টহেমবিকৃতাং নিকৃতাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৭
উচ্চুক্রুশুস্ততঃ সর্বে তাবকা ভরতর্ষভ।
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা বৈরাটিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৮৮
কালোপহতচেতাস্তু কর্তব্যং নাভ্যজানত।
ক্রোধসম্মূর্চ্ছিতো রাজন্ বৈরাটিঃ প্রহসন্নিব ॥ ৮৯
গদাং জগ্রাহ সংহৃষ্টো ভীষ্মস্য নিধনং প্রতি।
ক্রোধেন রক্তনয়নো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ৯০
ভীষ্মং সমভিদুদ্রাব জলৌঘ ইব পর্বতম্।
তস্য বেগমসংবার্য্যং মত্বা ভীষ্মঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯১

অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে মহাবল শ্বেত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অমর্ষে বশীভূত হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতকে রথহীন দেখিয়া পিতামহ ভীষ্ম চারিদিক্ হইতে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণদ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন॥

সেই রণাঙ্গনে ভীষ্মের ধনুর্মুক্ত বাণসমূহে পীড়িত হইতে থাকিলে শ্বেত স্বীয় ধনুটিকে রথেই রাখিয়া দিয়া একটি স্বুবর্ণ-নির্মিতা শক্তি গ্রহণ করিলেন॥

অত্যন্ত উগ্র, মহাভয়ঙ্কর, কালদণ্ডতুল্য ঘোরতর ও মৃত্যুর জিহ্বাসদৃশ প্রতীয়মান সেই শক্তিকে হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রণক্ষেত্রে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন॥ ৭৯-৮১

ভীষ্ম! তুমি এই সময় সাহসের সহিত অবস্থান কর। আমাকে দেখ এবং পুরুষ হও। এই বলিয়া অমিত আত্মবল-সম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর ও পরাক্রমশালী বীর শ্বেত ভীষ্মের উপর সেই সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন॥ ৮২-৮৩

রাজন্! শ্বেতের হাত হইতে পরিত্যক্ত, যমদণ্ডতুল্য প্রকাশমান ও খোলসমুক্ত সর্পসদৃশ ভয়প্রদ সেই শক্তিকে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। রাজন্! সেই শক্তি আকাশ হইতে বিশাল উল্কার ন্যায় সহসা পতিত হইল॥ ৮৪-৮৫

অন্তরিক্ষে প্রজ্বলিতা ও জ্বালাসমূহে পরিব্যাপ্তা সেই শক্তিকে দেখিয়া আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত তখন অল্পও বিচলিত হইলেন না। তিনি প্রথমে আটটি পরে নয়টি বাণ সন্ধান করিয়া সেই শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম স্বর্ণে নির্ম্মিত সেই শক্তিকে ভীষ্ম তীক্ষ্ণ বাণে নষ্ট করিয়া দিলেন দেখিয়া আপনার পুত্রগণ হর্ষে মহা কোলাহল করিতে লাগিলেন॥

স্বীয় শক্তিকে এইভাবে বিফল হইতে দেখিয়া বিরাটপুত্র শ্বেত ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন কাল তাঁহার বিবেকশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন, সেইজন্য তিনি তখন নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় হাতে একটি গদা গ্রহণ করিলেন॥

সেই সময়ে ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং হাতে দণ্ড ধারণ করায় সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় তাঁহাকে মনে হইতেছিল। যেরূপ মহাজলপ্রবাহ কোন পর্ব্বতকে লক্ষ্য

প্রহারবিপ্রমোক্ষার্থং সহসা ধরণীং গতঃ।
শ্বেতঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভ্রাময়িত্বা তু তাং গদাম্ ॥ ৯২

রথে ভীষ্মস্য চিক্ষেপ যথা দেবো ধনেশ্বরঃ।
তয়া ভীষ্মনিপাতিন্যা স রথো ভস্মসাৎকৃতঃ ॥ ৯৩

সধ্বজঃ সহ সূতেন সাশ্বঃ সযুগবন্ধুরঃ।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং ভীষ্মং দৃষ্ট্বা রথোত্তমাঃ ॥ ৯৪

অভ্যধাবন্ত সহিতাঃ শল্যপ্রভৃতয়ো রথাঃ।
ততোঽন্যং রথমাস্থায় ধনুর্বিস্ফার্য্য দুর্মনাঃ ॥ ৯৫

শনকৈরভ্যয়াচ্ছ্বেতং গাঙ্গেয়ঃ প্রহসন্নিব।
এতস্মিন্নন্তরে ভীষ্মঃ শুশ্রাব বিপুলাং গিরম্ ॥ ৯৬

আকাশাদীরিতাং দিব্যামাত্মনো হিতসম্ভবাম্।
ভীষ্ম ভীষ্ম মহাবাহো শীঘ্রং যত্নং কুরুষ্ব বৈ ॥ ৯৭

এষ হ্যস্য জয়ে কালো নির্দিষ্টো বিশ্বযোনিনা।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং দেবদূতেন ভাষিতম্ ॥ ৯৮

সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা বধে তস্য মনো দধে।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শ্বেতং দৃষ্ট্বা পদাতিনম্ ॥ ৯৯

সহিতাস্ত্বভ্যবর্তন্ত পরীপ্সন্তো মহারথাঃ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ১০০

কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ অভিমন্যুশ্চ বীর্য্যবান্।
এতানাপততঃ সর্বান্ দ্রোণ-শল্য-কৃপৈঃ সহ ॥ ১০১

আবারয়দমেয়াত্মা বারিবেগানিবাচলঃ।
সন্নিরুদ্ধেষু সর্বেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥ ১০২

শ্বেতঃ খড়্গমথাকৃষ্য ভীষ্মস্য ধনুরাচ্ছিনৎ।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং ত্বরমাণঃ পিতামহঃ ॥ ১০৩

দেবদূতবচঃ শ্রুত্বা বধে তস্য মনো দধে।
ততঃ প্রচরমাণস্তু পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ১০৪

অন্যৎ কার্মুকমাদায় ত্বরমাণো মহারথঃ।
ক্ষণেন সজ্যমকরোচ্ছক্রচাপসমপ্রভম্ ॥ ১০৫

করিয়া ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও গদাহাতে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন।

প্রতাপশালী ভীষ্ম এই গদার বেগকে অনিবার্য্য বুঝিয়া তাহার প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সহসা রথ হইতে ভূতলে লাফাইয়া পড়িলেন।

এদিকে শ্বেত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই গদাকে আকাশে ঘুরাইয়া ভীষ্মের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন, মনে হই—যেন ধনেশ্বর কুবের গদা প্রহার করিলেন।

ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় নিক্ষিপ্ত সেই গদার আঘাতে ধ্বজ, সারথি, অশ্ব, যুগ ও ধুরাদির সহিত সম্পূর্ণ রথই ভস্মসাৎ হইয়া যাইল।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে রথহীন হইতে দেখিয়া শল্য প্রভৃতি উত্তম মহারথীরা এক সঙ্গে দৌড়াইয়ে আসিলেন।

তখন অপর রথে উপবিষ্ট হইয়া ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম উদাসমনে হাস্য করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্বেতের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

এই সময়ের মধ্যে ভীষ্ম নিজের হিতসম্বন্ধযুক্ত এক দিব্য ও গম্ভীর আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন—মহাবাহু ভীষ্ম! ভীষ্ম! অতি সত্বর শ্বেতের বধের জন্য যত্ন কর; কারণ, বিশ্বযোনি ব্রহ্মা এই সময়ই শ্বেতকে জয় করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

দেবদূতকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের মন প্রসন্ন হইল এবং তখনই তিনি শ্বেতকে বধ করিবার পরামর্শ করিলেন।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতকে রথহীন ও পদাতি (পাদচারী) দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এক সঙ্গে বহু মহারথী দৌড়াইয়া আসিলেন।

ইঁহাদের নাম হইল—সাত্যকি, ভীমসেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু ও পরাক্রমশালী অভিমন্যু।

ইঁহাদের সকলকে আসিতে দেখিয়া অমিতশক্তিশালী ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য, শল্য ও কৃপাচার্য্যের সহিত যাইয়া তাঁহাদের গতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন মনে হইল—কোন পর্ব্বত জলের প্রবাহকে অবরুদ্ধ করিয়াছে।

সমস্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলে শ্বেত তরবারি লইয়া ভীষ্মের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন।

সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়া পিতামহ ভীষ্ম দেবদূতের কথা চিন্তা করত শ্বেতকে বধের জন্য মনস্থির করিলেন।

তারপর আপনার পিতৃতুল্য মহারথ দেবব্রত অতি সত্বর অপর ধনু লইয়া সেখানে বিচরণ করিতে করিতে ক্ষণকালের মধ্যেই তাহাতে গুণযোজনা করিলেন। তখন সেই ধনু ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল। ৮৬-১০৫

পিতা তে ভরতশ্রেষ্ঠ শ্বেতং দৃষ্ট্বা মহারথৈঃ।
বৃতং তং মনুজব্যাঘ্রৈর্ভীমসেনপুরোগমৈঃ ॥ ১০৬
অভ্যবর্ত্তত গাঙ্গেয়ঃ শ্বেতং সেনাপতিং দ্রুতম্।
আপতন্তং ততো ভীষ্মো ভীমসেনং প্রতাপবান্ ॥ ১০৭
আজঘ্নে বিশিখৈঃ ষষ্ট্যা সেনান্যং স মহারথঃ।
অভিমন্যুঞ্চ সমরে পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ১০৮
আজঘ্নে ভরতশ্রেষ্ঠস্ত্রিভিঃ সন্নতপর্বভিঃ।
সাত্যকিঞ্চ শতেনাজৌ ভরতানাং পিতামহঃ ॥ ১০৯
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ বিংশত্যা কৈকেয়ঞ্চাপি পঞ্চভিঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্বাসান্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ১১০
বারয়িত্বা শরৈর্ঘোরৈঃ শ্বেতমেবাভিদুদ্রুবে।
ততঃ শরং মৃত্যুসমং ভারসাধনমুত্তমম্ ॥ ১১১
বিকৃষ্য বলবান্ ভীষ্মঃ সমাধত্ত দুরাসদম্।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ সুসংযুক্তং তং শরং লোমবাহিনম্ ॥ ১১২
দদৃশুর্দেব-গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ।

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পিতৃতুল্য গঙ্গানন্দন ভীষ্ম নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন প্রভৃতি মহারথিগণ পরিবৃত হইয়া শ্বেতকে লক্ষ করিতে করিতে অতি দ্রুত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

সেই সময় সেনানায়ক ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী ভীষ্ম তাঁহাকে যাট্ বাণে আহত করিলেন ॥

সেই সমরাঙ্গণে আপনার পিতৃতুল্য ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম আনতপর্ব্ব যুক্ত তিনটি বাণে অভিমন্যুকে আহত করিলেন ॥

ভরতবংশীয়গণের পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধে একশত বাণে সাত্যকিকে, বিশটি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচবাণে কেকয়রাজকুমারকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। এইভাবে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম স্বীয় ভয়ঙ্কর বাণসমূহে সেই মহাধনুর্দ্ধরগণকে নিবারিত করিয়া পুনরায় শ্বেতের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তদনন্তর মহাবল ভীষ্ম ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করত তাহার উপর মৃত্যুতুল্য ভয়ঙ্কর, ভারযুক্ত, লক্ষ্য বেধনে সমর্থ, উত্তম, দুঃসহ ও পক্ষযুক্ত একটি বাণ স্থাপন করিলেন; পুনরায় উহা ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সন্ধান করিলেন ॥ ১০৬-১১২

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ দেখিলেন যে, সেই বাণ মহাবজ্রের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অমিতবলশালী

স তস্য কবচং ভিত্ত্বা হৃদয়ঞ্চামিতৌজসঃ ॥ ১১৩
জগাম ধরণীং বাণো মহাশনিরিব জ্বলন্।
অস্তং গচ্ছন্ যথাদিত্যঃ প্রভামাদায় সত্বরঃ ॥ ১১৪
এবং জীবিতমাদায় শ্বেতদেহাজ্জগাম হ।
তং ভীষ্মেণ নরব্যাঘ্রং তথা বিনিহতং যুধি ॥ ১১৫
প্রপতন্তমপশ্যাম গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্।
অশোচন্ পাণ্ডবাস্তত্র ক্ষত্রিয়াশ্চ মহারথাঃ ॥ ১১৬
প্রহৃষ্টাশ্চ সুতস্তুভ্যং কুরবশ্চাপি সর্বশঃ।
ততো দুঃশাসনো রাজন্ শ্বেতং দৃষ্ট্বা নিপাতিতম্ ॥ ১১৭
বাদিত্রনিনদৈর্ঘোরৈর্নৃত্যতি স্ম সমন্ততঃ।
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে ভীষ্মেণাহবশোভিনা ॥ ১১৮
প্রাবেপন্ত মহেষ্বাসাঃ শিখণ্ডিপ্রমুখা রথাঃ।
ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ বার্ষ্ণেয়শ্চাপি সর্বশঃ ॥ ১১৯
অবহারং শনৈশ্চক্রুর্নিহতে বাহিনীপতৌ।
ততোঽবহারঃ সৈন্যানাং তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ১২০

শ্বেতের কবচ ও হৃদয় ভেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥

যেরূপ অস্তোন্মুখ সূর্য্য স্বীয় প্রভাপুঞ্জের সহিতই অস্ত গমন করেন, সেইরূপ এই বাণ শ্বেতের শরীরে প্রবেশ করত তাহার প্রাণ হরণপূর্ব্বক চলিয়া যাইল ॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিহত নরশ্রেষ্ঠ শ্বেত যুদ্ধস্থলে পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় পড়িয়া আছেন—ইহা আমরা দর্শন করিলাম ॥

মহারথ পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের পক্ষের অন্যান্য ক্ষত্রিয়বৃন্দ শ্বেতের জন্য শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং আপনার পুত্র সমস্ত কৌরবগণ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥

রাজন্! শ্বেত নিহত হইয়াছেন দেখিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন ভয়ঙ্কর বাদ্যধ্বনির সহিত চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥

সংগ্রামে শোভাশালী ভীষ্ম কর্ত্তৃক মহাধনুর্দ্ধর শ্বেত নিহত হইলে শিখণ্ডী প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর রথিগণ কাঁপিতে লাগিলেন ॥

রাজন্! তখন সেনাপতি শ্বেত হইলে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে নিজের সৈন্যগণকে যুদ্ধভূমি হইতে ফিরাইয়া লইলেন। ভারত! তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগেরও তখন যুদ্ধবিরতি হইয়াছিল ॥ ১১৩-১২০

তাবকানাং পরেষাঞ্চ নর্দতাঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
পার্থা বিমনসো ভূত্বা ন্যবর্তন্ত মহারথাঃ।
চিন্তয়ন্তো বধং ঘোরং দ্বৈরথেন পরন্তপাঃ॥ ১২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি শ্বেতবধে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮

সেই সময় আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যগণও বারংবার গর্জন করিতেছিল। সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর জনসংহার হইয়াছিল, তাহার জন্য শত্রুতাপন পাণ্ডব মহারথীরা চিন্তা করিতে করিতে উদাসমনে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে শ্বেতবধবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শঙ্খস্য যুদ্ধম্, ভীষ্মস্য প্রচণ্ডপরাক্রমঃ, প্রথমদিনস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
শ্বেতে সেনাপতৌ তাত সংগ্রামে নিহতে পরৈঃ।
কিমকুর্বন্ মহেষ্বাসাঃ পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ॥ ১
সেনাপতিং সমাকর্ণ্য শ্বেতং যুধি নিপাতিতম্।
তদর্থং যততাঞ্চাপি পরেষাং প্রপলায়িনাম্॥ ২
মনঃ প্রীণাতি মে বাক্যং জয়ং সঞ্জয় শৃণ্বতঃ।
প্রত্যুপায়ং চিন্তয়তো লজ্জাং প্রাপ্নোতি মে নহি॥ ৩
স হি বীরোঽনুরক্তশ্চ বৃদ্ধঃ কুরুপতিস্তদা।
কৃতং বৈরং সদা তেন পিতুঃ পুত্রেণ ধীমতা॥ ৪
তস্যোদ্বেগভয়াচ্চাপি সংশ্রিতঃ পাণ্ডবান্ পুরা।
সর্বং বলং পরিত্যজ্য দুর্গং সংশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥ ৫
পাণ্ডবানাং প্রতাপেন দুর্গং দেশং নিবেশ্য চ।
সপত্নান্ সততং বাধন্নার্য্যবৃত্তিমনুষ্ঠিতঃ॥ ৬
আশ্চর্য্যং বৈ সদা তেষাং পুরা রাজ্ঞাং সুদুর্মতিঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরে ভক্তঃ কথং সঞ্জয় সূদিতঃ॥ ৭
প্রক্ষিপ্তঃ সম্মতঃ ক্ষুদ্রঃ পুত্রো মে পুরুষাধমঃ।
ন যুদ্ধং রোচয়েদ্ ভীষ্মো ন চাচার্য্যঃ কথঞ্চন॥ ৮

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[শঙ্খের যুদ্ধ, ভীষ্মের প্রচণ্ড পরাক্রম এবং প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত! সেনাপতি শ্বেত শত্রুগণ কর্তৃক যুদ্ধস্থলে নিহত হওয়ার পর মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ও পাণ্ডবগণ কি করিলেন? সঞ্জয়! সেনাপতি শ্বেত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তাহার রক্ষার জন্য প্রযত্ন করিয়াও শত্রুগণকে পলায়ন করিতে হয় এবং আমাদের বিজয় লাভ হয়—এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছে। শত্রুগণের প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে আমি নিজ পক্ষের দ্বারা কৃত অনীতির বিষয় স্মরণ করিয়াও লজ্জা অনুভব করিতেছি না। ১-৩

সেই বৃদ্ধ বীর কুরুরাজ ভীষ্ম আমাদের উপর সদা অনুরক্ত আছেন। (কারণ, তিনিই শ্বেতের সহিত এই অন্যায় করিয়াছেন।) সেই বুদ্ধিমান্ বিরাটপুত্র শ্বেত স্বীয় পিতার সহিত পূর্ব্বে শত্রুতা করিয়াছিল। ৪

সেইজন্য পিতার নিকট হইতে ভয় ও উদ্বেগের কথা চিন্তা করিয়া এই শ্বেত প্রথমেই পাণ্ডবগণের শরণ লইয়াছিল। পূর্ব্বেই ত' সে সমস্ত সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকীই দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছিল। তারপর পাণ্ডবগণের প্রতাপে দুর্গম প্রদেশে থাকিয়া নিরন্তর শত্রুপক্ষের বাধাস্বরূপ হইয়া সদাচারপালনে তৎপর ছিল। ৫-৬

কারণ, পূর্ব্বে নিজের সহিত বিরোধকারী নৃপগণের উপর তাহার দুর্ব্বুদ্ধি বিদ্যমান ছিল; কিন্তু সঞ্জয়! ইহা ত' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ শ্বেত—যে যুধিষ্ঠিরের ভক্ত ছিল, সে কিভাবে নিহত হইল? ৭

আমার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষুদ্রস্বভাব। সে কর্ণ প্রভৃতির প্রিয় এবং চঞ্চলমতি। আমার দৃষ্টিতে সে সমস্ত মানুষের মধ্যে অধম। (এইজন্যই তাহার মনে এরূপ যুদ্ধের আগ্রহ বিদ্যমান।) সঞ্জয়! আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও গান্ধারী—ইহাদের কেহই কোনরূপে যুদ্ধ চান না।

ন কৃপো ন চ গান্ধারী নাহং সঞ্জয় রোচয়ে।
ন বাসুদেবো বার্ষ্ণেয়ো ধর্ম্মরাজশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ৯
ন ভীমো নার্জুনশ্চৈব ন যমৌ পুরুষর্ষভৌ।
বার্য্যমাণো ময়া নিত্যং গান্ধার্য্যা বিদুরেণ চ ॥ ১০
জামদগ্ন্যেন রামেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা।
দুর্যোধনো যুধ্যমানো নিত্যমেব হি সঞ্জয় ॥ ১১
কর্ণস্য মতমাস্থায় সৌবলস্য চ পাপকৃৎ।
দুঃশাসনস্য চ তথা পাণ্ডবান্ নান্বচিন্তয়ৎ ॥ ১২
তস্যাহং ব্যসনং ঘোরং মন্যে প্রাপ্তং তু সঞ্জয়।
শ্বেতস্য চ বিনাশেন ভীষ্মস্য বিজয়েন চ ॥ ১৩
সংক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণসহিতঃ পার্থঃ কিমকরোদ্ যুধি।
অর্জুনাদ্ধি ভয়ং ভূয়স্তন্মে তাত ন শাম্যতি ॥ ১৪
স হি শূরশ্চ কৌন্তেয়ঃ ক্ষিপ্রকারী ধনঞ্জয়ঃ।
মন্যে শরৈঃ শরীরাণি শত্রূণাং প্রমথিষ্যতি ॥ ১৫
ঐন্দ্রিমিন্দ্রানুজসমং মহেন্দ্রসদৃশং বলে।
অমোঘক্রোধসঙ্কল্পং দৃষ্ট্বা বঃ কিমভূন্মনঃ ॥ ১৬
তথৈব বেদবিচ্ছূরো জ্বলনার্কসমদ্যুতিঃ।
ইন্দ্রাস্ত্রবিদমেয়াত্মা প্রপতন্ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥ ১৭
বজ্রসংস্পর্শরূপাণামস্ত্রাণাঞ্চ প্রযোজকঃ।
স খড়্গাক্ষেপহস্তস্তু ঘোষং চক্রে মহারথঃ ॥ ১৮
স সঞ্জয় মহাপ্রাজ্ঞো দ্রুপদস্যাত্মজো বলী।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কিমকরোচ্ছ্বেতে যুধি নিপাতিতে ॥ ১৯
পুরা চৈবাপরাধেন বধেন চ চমূপতেঃ।
মন্যে মনঃ প্রজজ্বাল পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২০
তেষাং ক্রোধং চিন্তয়ংস্তু অহঃসু চ নিশাসু চ।
ন শান্তিমধিগচ্ছামি দুর্য্যোধনকৃতেন হি।
কথঞ্চাভূন্মহাযুদ্ধং সর্ব্বমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২১

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা তবাপনয়নো মহান্।
ন চ দুর্য্যোধনে দোষমিমমাধাতুমর্হসি ॥ ২২

বৃষ্ণিবংশভূষণ বাসুদেব, পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন ও পুরুষরত্ন নকুল-সহদেবও যুদ্ধের অভিলাষী নহে।

আমি, গান্ধারী ও বিদুর সর্ব্বদাই তাহাকে নিষেধ করিয়াছি। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ও মহাত্মা ব্যাসদেবও তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; তথাপি কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতে থাকিয়া পাপী দুর্য্যোধন সদা যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করিত। সে পাণ্ডবগণকে কোনরূপ চিন্তাই করে না ॥ ৮-১২

সঞ্জয়! আমার ত' এই বিশ্বাস আছে যে, দুর্য্যোধনের উপর ঘোর সঙ্কট পতিত হইবে। শ্বেত নিহত হইলে এবং ভীষ্মের জয় হইলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুন যুদ্ধস্থলে কি করিলেন?

তাত! অর্জুন হইতেই আমার ভয় বেশী হইতেছে এবং সেই ভয় কোনরূপেই শান্ত হইতেছে না; কারণ, কুন্তীনন্দন অর্জুন বীর এবং শীঘ্রতা সহকারে অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারে। আমি মনে করি, সে নিজ বাণসমূহে শত্রুদিগের শরীরসকল মথিত করিয়া ফেলিবে ॥ ১৩-১৫

ইন্দ্রনন্দন অর্জুন ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমী ও মহেন্দ্রতুল্য বলবান্। তাহার ক্রোধ ও সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হয় না। তাহাকে দেখিয়া তোমাদের মনে কিরূপ প্রশ্ন জাগিতেছে? ১৬

অর্জুন বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, ইন্দ্রের জাত সমস্ত অস্ত্রেই অভিজ্ঞ অথবা ইন্দ্রাস্ত্রের জ্ঞাতা, অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন, বেগপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে সমর্থ ও যুদ্ধে সদা বিজয়লাভই করে। সে এরূপ অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করে, যাহাদের স্পর্শ বজ্রসদৃশ কঠিন। মহারথ অর্জুন স্বীয় হস্তে সদা তরবারি ধারণ করিয়া রাখে এবং উহা প্রহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া থাকে ॥ ১৭-১৮

সঞ্জয়! দ্রুপদের পরম বুদ্ধিমান্ পুত্র বলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে শ্বেতের মৃত্যু হইলে কি করিয়াছিল? ১৯

একে ত' কৌরবগণ পাণ্ডবদের অপরাধ করিয়াছিল, তাহার উপর সেনাপতি শ্বেত বিনষ্ট হইলে আমি মনে করি—মহাত্মা পাণ্ডবদের মন অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল ॥ ২০

দুর্য্যোধনের জন্য পাণ্ডবগণের মনে যে ক্রোধ আছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমি না দিনে না রাত্রিতে শান্তিলাভ করিতেছি। সঞ্জয়! সেই মহাযুদ্ধ কিভাবে হইয়াছে, তাহা সবই আমাকে বল ॥ ২১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধের জন্য যে মহা অন্যায় হইবে, তাহা আপনার উপরই বর্ত্তাইবে। আপনি এই দোষ দুর্য্যোধনের উপর আরোপ করিতে পারেন না ॥ ২২

গতোদকে সেতুবন্ধো যাদৃক্ তাদৃগভিত্তব।
সন্দীপ্তে ভবনে যদ্বৎ কূপস্ত খননং তথা ॥ ২৩
গতপূর্বাহ্ণভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি দারুণে।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ পুনর্যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ২৪
শ্বেতং তু নিহতং দৃষ্ট্বা বিরাটস্ত চমূপতিম্।
কৃতবর্মণা চ সহিতং দৃষ্ট্বা শল্যমবস্থিতম্ ॥ ২৫
শঙ্খঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল হবিষা হব্যবাড়িব।
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপং শক্রচাপোপমং বলী ॥ ২৬
অভ্যধাবজ্জিঘাংসন্ বৈ শল্যং মদ্রাধিপং যুধি।
মহতা রথসঙ্ঘেন সমন্তাৎ পরিরক্ষিতঃ ॥ ২৭
সৃজন্ বাণময়ং বর্ষং প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি।
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য মত্তবারণবিক্রমম্ ॥ ২৮
তাবকানাং রথাঃ সপ্ত সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
মদ্ররাজং পরীপ্সন্তো মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতম্ ॥ ২৯
বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যো জয়ৎসেনশ্চ মাগধঃ।
তথা রুক্সরথো রাজন্ পুত্রঃ শল্যস্ত মানিতঃ ॥ ৩০
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
বৃহৎক্ষত্রস্ত দায়াদঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ॥ ৩১
নানাধাতুবিচিত্রাণি কার্ম্মুকাণি মহাত্মনাম্।
বিস্ফারিতান্যদৃশ্যন্ত তোয়দেম্বিব বিদ্যুতঃ ॥ ৩২
তে তু বাণময়ং বর্ষং শঙ্খমূর্দ্ধি ন্যপাতয়ন্।
নিদাঘান্তেঽনিলোদ্ধূতা মেঘা ইব নগে জলম্ ॥ ৩৩
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেষ্বাসঃ সপ্তভল্লৈঃ সুতেজনৈঃ।
ধনূংষি তেষামাচ্ছিদ্য ননর্দ পৃতনাপতিঃ ॥ ৩৪
ততো ভীষ্মো মহাবাহুর্বিনদ্য জলদো যথা।
তালমাত্রং ধনুর্গৃহ্য শঙ্খমভ্যদ্রবদ্ রণে ॥ ৩৫
তমুদ্যন্তমুদীক্ষ্যাথ মহেষ্বাসং মহাবলম্।
সন্ত্রস্তা পাণ্ডবী সেনা বাতবেগহতেব নৌঃ ॥ ৩৬
ততোঽর্জ্জুনঃ সংত্বরিতঃ শঙ্খস্যাসীৎ পুরঃসরঃ।
ভীষ্মাদ্ রক্ষ্যোঽয়মদ্যেতি ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৩৭

যেরূপ প্রবল জলোচ্ছ্বাস চলিয়া যাইবার পর বাঁধ দিবার চেষ্টা করা অথবা গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পর কূপখননের চেষ্টা করা (দুর্বুদ্ধির পরিচায়ক), সেইরূপ আপনারও এই বুদ্ধি (দেখিতেছি)। ২৩

সেই ভয়ঙ্কর দিনের পূর্ব্বভাগ অধিকাংশ ব্যতীত হইয়া যাইলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ২৪

বিরাটের সেনাপতি শ্বেত নিহত হইয়াছেন ও রাজা শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত রথে উপবিষ্ট দেখিয়া ঘৃতাহুতি পাইলে অগ্নি যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, সেরূপ শঙ্খও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

সেই বলবান্ বীর শঙ্খ ইন্দ্রধনুতুল্য স্বীয় বিশাল ধনুকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

বিশাল রথসৈন্যদল দ্বারা চারিদিকে রক্ষিত অবস্থায় শঙ্খ বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শল্যের রথের উপর আক্রমণ করিলেন।

মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমপ্রকাশকারী শঙ্খকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার সপ্তরথী বীর মৃত্যুর দন্তসংলগ্ন মদ্ররাজ শল্যকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ২৫-২৯

রাজন্! সেই সপ্ত রথীর নাম হইল—কোশলপতি বৃহদ্বল, মগধদেশীয় জয়ৎসেন, শল্যের প্রতাপশালী পুত্র রুক্সরথ, অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এবং বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ। ৩০-৩১

এই মহাত্মা বীরগণের বিস্ফারিত ও নানাধাতুতে বিচিত্র ধনুসমূহ বর্ষণশীল মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় দেখা যাইল। ৩২

ইঁহারা সকলে শঙ্খের মস্তকে সেইভাবে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালের শেষে বায়ুচালিত মেঘসমূহ পর্ব্বতের উপরে বাণবর্ষণ করিয়া থাকে। ৩৩

সেই সময় মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি শঙ্খ কুপিত হইয়া অত্যন্ত তেজস্বী সাতটি ভল্লাস্ত্রে সেই সাত রথীর ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৩৪

তারপর মহাবাহু ভীষ্ম চারি হাত লম্বা ধনু গ্রহণ করত মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে শঙ্খের প্রতি ধাবিত হইলেন। ৩৫

সেই সময় মহাধনুর্দ্ধর মহাবল ভীষ্মকে উদ্যত দেখিয়া বায়ুবেগে আহত নৌকার ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ৩৬

ইহা দেখিয়া অর্জ্জুন অতিক্রুত শঙ্খের আগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অগ্রে আসিবার কারণ হইল ভীষ্মের হাত হইতে শঙ্খকে রক্ষা করা। তখন উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৩৭

হাহাকারো মহানাসীদ্ যোধানাং যুধি যুধ্যতাম্।
তেজস্তেজসি সম্পৃক্তমিত্যেবং বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ৩৮
অথ শল্যো গদাপাণিরবতীর্য্য মহারথাৎ।
শঙ্খস্য চতুরো বাহানহনদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৩৯
স হতাশ্বাদ্ রথাৎ তূর্ণং খড়্গমাদায় বিদ্রুতঃ।
বীভৎসোশ্চ রথং প্রাপ্য পুনঃ শান্তিমবিন্দত ॥ ৪০
ততো ভীষ্মরথাৎ তূর্ণমুৎপতন্তি পতত্রিণঃ।
যৈ রন্তরিক্ষং ভূমিশ্চ সর্বতঃ সমবস্তৃতা ॥ ৪১
পাঞ্চালানথ মৎস্যাংশ্চ কেকয়াংশ্চ প্রভদ্রকান্।
ভীষ্মঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ পাতয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ৪২
উৎসৃজ্য সমরে রাজন্ পাণ্ডবং সব্যসাচিনম্।
অভ্যদ্রবত পাঞ্চাল্যং দ্রুপদং সেনয়া বৃতম্ ॥ ৪৩
প্রিয়ং সম্বন্ধিনং রাজন্ শরানবকিরন্ বহূন্।
অগ্নিনেব প্রদগ্ধানি বনানি শিশিরাত্যয়ে ॥ ৪৪

সেই সময় যুদ্ধস্থলে যুদ্ধরত সকল যোদ্ধার মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। তেজের সহিত তেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মিলিত হইয়াছে—এই কথা বলিয়া সকলে বিস্মিত হইল ॥ ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় রাজা শল্য হস্তে গদা লইয়া নিজ রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং গদাঘাতে শঙ্খের চারিটি অশ্বকে নিহত করিলেন ॥ ৩৯

অশ্ব নিহত হইলে শঙ্খ হাতে তরবারি লইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অর্জুনের রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় শান্তিলাভ করিলেন ॥ ৪০

তারপর ভীষ্মের রথ হইতে অতিক্রত পক্ষযুক্ত বাণপক্ষিসমূহ উড়িতে লাগিল, যাহারা তখন সমগ্র পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে চারিদিকে আবৃত করিয়াছিল ॥ ৪১

যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রক বীরগণকে নিজ বাণসমূহে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

রাজন্! ভীষ্ম সমরাঙ্গণে সব্যসাচী অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যে পরিবৃত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দিকে ধাবিত হইলেন এবং নিজের প্রিয় সম্বন্ধীর উপর বহু বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

যেরূপ গ্রীষ্ম ঋতুতে অগ্নি দ্বারা সমগ্র বনভূমি দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দ্রুপদের সমস্ত সৈন্য ভীষ্মের বাণসমূহে দগ্ধ হইতেছে দেখা যাইল ॥

শরদগ্ধান্যদৃশ্যন্ত সৈন্যানি দ্রুপদস্য হ।
অত্যতিষ্ঠদ্ রণে ভীষ্মো বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ৪৫
মধ্যংদিনে যথাদিত্যং তপন্তমিব তেজসা।
ন শেকুঃ পাণ্ডবেয়স্য যোধা ভীষ্মং নিরীক্ষিতুম্ ॥ ৪৬
বীক্ষাঞ্চক্রুঃ সমন্তাৎ তে পাণ্ডবা ভয়পীড়িতাঃ।
ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত গাবঃ শীতার্দিতা ইব ॥ ৪৭
সা তু যৌধিষ্ঠিরী সেনা গাঙ্গেয়শরপীড়িতা।
সিংহেনেব বিনির্ভিন্না শুক্লা গৌরিব গোপতে ॥ ৪৮
হতে বিপ্রদ্রুতে সৈন্যে নিরুৎসাহে বিমর্দিতে।
হাহাকারো মহানাসীৎ পাণ্ডুসৈন্যেষু ভারত ॥ ৪৯
ততো ভীষ্মঃ শান্তনবো নিত্যং মণ্ডলকার্মুকঃ।
মুমোচ বাণান্ দীপ্তাগ্রানহীনাশীবিষানিব ॥ ৫০
শরৈরেকায়নীকুর্বন্ দিশঃ সর্বা যতব্রতঃ।
জঘান পাণ্ডবরথানাদিশ্যাদিশ্য ভারত ॥ ৫১

সেই সময় ভীষ্ম রণভূমিতে ধূমহীন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। যেরূপ মধ্যাহ্নকালে স্বীয় তেজে সন্তপ্ত সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যের পক্ষেও তখন ভীষ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার কোন সামর্থ্য ছিল না ॥ ৪৫-৪৬

পাণ্ডবযোদ্ধারা ভয়ে পীড়িত হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই সময় শীতপীড়িত গোসকলের ন্যায় নিজেদের কোন রক্ষক পাইল না ॥ ৪৭

ভূপাল! গঙ্গানন্দন ভীষ্মের বাণে পীড়িত সেই যুধিষ্ঠিরের (শ্বেতবস্ত্র পরিহিত) সৈন্যবাহিনী সিংহকর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন শ্বেতবর্ণা ধেনুর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৮

ভারত! পাণ্ডববাহিনীর বহু সৈন্য সেই সময় নিহত হইল, কতক পলাইয়া গেল এবং কতক বিমর্দ্দিত হইল এবং কতক উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িল। এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যগণের মধ্যে মহা হাহাকার রব উঠিল ॥ ৪৯

সেই শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিজের ধনু নিরন্তর আকর্ষণ করিতে করিতে গোলাকার করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদ্বারা বিষাক্ত সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিতাগ্র বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

ভারত! নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালনকারী ভীষ্ম সকল দিকে প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া কেবল একটি পথই (বাণপথই) প্রস্তুত করিলেন এবং পাণ্ডব-রথিগণের নাম উল্লেখ করিতে করিতে তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

ততঃ সৈন্যেষু ভগ্নেষু মথিতেষু চ সর্বশঃ।
প্রাপ্তে চাস্তং দিনকরে ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৫২
ভীষ্মঞ্চ সমুদীর্য্যন্তং দৃষ্ট্বা পার্থা মহাহবে।
অবহারমকুর্বন্ত সৈন্যানাং ভরতর্ষভ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি শঙ্খযুদ্ধে প্রথমদিবসাবহারে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

তারপর যখন সমগ্র সৈন্যবাহিনী মথিত হইয়া পড়িল, ব্যূহ ভগ্ন হইল এবং সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, এই অবস্থায় তখন আর কিছুই জানা গেল না ॥ ৫২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এদিকে সেই মহাযুদ্ধে ভীষ্মের বেগকে ক্রমবর্দ্ধমান দেখিয়া কুন্তীপুত্রগণ স্বীয় বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইলেন ॥ ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে শঙ্খের যুদ্ধ ও প্রথমদিনের যুদ্ধের উপসংহারবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাশ্বাসদানম্, ধৃষ্টদ্যুম্নস্যোৎসাহঃ, দ্বিতীয়দিবসস্য যুদ্ধায় ক্রৌঞ্চারুণব্যূহনির্মাণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
কৃতেঽবহারে সৈন্যানাং প্রথমে ভরতর্ষভ।
ভীষ্মে চ যুদ্ধসংরব্ধে হৃষ্টে দুর্য্যোধনে তথা ॥ ১
ধর্মরাজস্ততস্তূর্ণমভিগম্য জনার্দনম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈঃ সর্বৈশ্চৈব জনেশ্বরৈঃ ॥ ২
শুচা পরময়া যুক্তশ্চিন্তয়ানঃ পরাজয়ম্।
বার্ষ্ণেয়মব্রবীদ্ রাজন্ দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য বিক্রমম্ ॥ ৩
কৃষ্ণ পশ্য মহেষ্বাসং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্।
শরৈর্দহন্তং সৈন্যং মে গ্রীষ্মে কক্ষমিবানলম্ ॥ ৪
কথমেনং মহাত্মানং শক্ষ্যামঃ প্রতিবীক্ষিতুম্।
লেলিহ্যমানং সৈন্যং মে হবিষ্মন্তমিবানলম্ ॥ ৫
এতং হি পুরুষব্যাঘ্রং ধনুষ্মন্তং মহাবলম্।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতং সৈন্যং সমরে মার্গণাহতম্ ॥ ৬
শক্যো জেতুং যমঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিশ্চ সংযুগে।
বরুণঃ পাশভৃদ্ বাপি কুবেরো বা গদাধরঃ ॥ ৭
ন তু ভীষ্মো মহাতেজাঃ শক্যো জেতুং মহাবলঃ।
সোঽহমেবংগতে মগ্নো ভীষ্মাগাধজলেঽপ্লবে ॥ ৮

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসদান, ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎসাহ এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের জন্য ক্রৌঞ্চারুণ-ব্যূহনির্ম্মাণ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রথম দিনের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবসেনা পশ্চাদপসারণ করে, ভীষ্মের যুদ্ধ বিষয়ক উৎসাহ বাড়িয়া যায় এবং দুর্য্যোধন যখন অতিরিক্ত হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দ ও সম্পূর্ণ রাজমণ্ডলীর সহিত অতিসত্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং অত্যন্ত শোকে সন্তপ্ত হইয়া ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করত নিজের পরাজয়ের কথা চিন্তা করিতে করিতে বৃষ্ণিবংশভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১-৩

হে কৃষ্ণ ! আপনি নিরীক্ষণ করুন—মহাধনুর্দ্ধর ও ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীষ্ম স্বীয় বাণসমূহে আমার সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে দগ্ধ করিতেছেন, যেরূপ গ্রীষ্মঋতুতে সংলগ্ন অগ্নি তৃণগুল্মাদিকে দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৪

যেরূপ অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া ঘৃতাহুতি গ্রহণ করেন, সেইরূপ মহাত্মা ভীষ্মও স্বীয় বাণরূপ জিহ্বাতে আমার সৈন্যগণকে লেহন করিতেছেন। আমরা কিভাবে প্রতীকারের জন্য ইঁহাকে দেখিতে পারি—কিভাবে আমরা ইঁহার সম্মুখীন হইব ?

হস্তে ধনু গ্রহণকারী এই মহাবল পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে দেখিয়া এবং রণাঙ্গণে তাঁহার বাণসমূহে আহত হইয়া আমার সৈন্যরা পলায়ন করিতেছে ॥ ৬

ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপাণি ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ অথবা গদাধারী কুবেরকে যদিও কখনও যুদ্ধে জয় করা সম্ভব হয়, তথাপি এই মহাতেজস্বী ও মহাবল ভীষ্মকে জয় করা কখনই সম্ভব হইবে না।

কেশব ! এরূপ অবস্থায় আমি স্বীয় বুদ্ধির দুর্ব্বলতাবশতঃ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া ভীষ্মরূপ অগাধজলরাশিতে নৌকা ব্যতীত নিমগ্ন হইয়া যাইতেছি।

আত্মনো বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যাদ্ ভীষ্মমাসাদ্য কেশব।
বনং যাস্যামি বার্ষ্ণেয় শ্রেয়ো মে তত্র জীবিতুম্ ॥ ৯
ন হ্যেতান্ পৃথিবীপালান্ দাতুং ভীষ্মায় মৃত্যবে।
ক্ষপয়িষ্যতি সেনাং মে কৃষ্ণ ভীষ্মো মহাস্ত্রবিৎ ॥ ১০
যথানলং প্রজ্বলিতং পতঙ্গাঃ সমভিদ্রুতাঃ।
বিনাশায়োপগচ্ছন্তি তথা মে সৈনিকো জনঃ ॥ ১১
ক্ষয়ং নীতোঽস্মি বার্ষ্ণেয় রাজ্যহেতোঃ পরাক্রমী।
ভ্রাতরশ্চৈব মে বীরাঃ কর্শিতাঃ শরপীড়িতাঃ ॥ ১২
মৎকৃতে ভ্রাতৃহার্দেন রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টাস্তথা সুখাৎ।
জীবিতং বহু মন্যেঽহং জীবিতং হ্যদ্য দুর্লভম্ ॥ ১৩
জীবিতস্য চ শেষেণ তপস্তপ্স্যামি দুশ্চরম্।
ন ঘাতয়িষ্যামি রণে মিত্রাণীমানি কেশব ॥ ১৪
রথান্ মে বহুসাহস্রান্ দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহাবলঃ।
ঘাতয়ত্যনিশং ভীষ্মঃ প্রবরাণাং প্রহারিণাম্ ॥ ১৫

হে বৃষ্ণিকুলতিলক গোবিন্দ! এখন আমি বনে চলিয়া যাইব। সেখানে জীবনযাপন করাই আমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে। এই ভূপতিগণকে বৃথা ভীষ্মরূপ মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর হইবে না ॥

হে কৃষ্ণ! ভীষ্ম মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ। তিনি আমার সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিয়া ফেলিবেন। যেরূপ পতঙ্গগণ বিনাশের জন্যই প্রজ্বলিত অগ্নিতে লাফাইয়া পড়ে, সেইরূপ আমার সৈন্যেরাও নিজেদের বিনাশের জন্যই ভীষ্মের নিকটে গমন করিতেছে ॥ ৭-১১

বৃষ্ণিবংশসম্ভূত কৃষ্ণ! রাজ্যের জন্য পরাক্রম করত আমি সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণ হইয়া পড়িব। আমার বীর ভ্রাতৃগণ বাণসমূহে পীড়িত হইয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া যাইবে ॥ ১২

ইহারা বন্ধুজনোচিত সৌহার্দ্দবশতঃ আমার জন্য রাজ্য ও সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছে। এই সময়ে আমি ইহাদের ও আমার জীবনকেই অধিক বলিয়া মনে করি; কারণ, আজ আমাদের জীবনও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৩

কেশব! যদি জীবন অবশিষ্ট থাকে, তবে আমি দুষ্কর তপস্যা করিব; তথাপি এই রণক্ষেত্রে আমি মিত্রদিগকে বৃথা হত্যা করাইব না ॥ ১৪

মহাবল ভীষ্ম স্বীয় দিব্য অস্ত্রসমূহে আমার পক্ষের শ্রেষ্ঠ কয়েক সহস্র রথীকে নিরন্তর সংহার করিয়া যাইতেছেন ॥ ১৫

কিং নু কৃত্বা হিতং মে স্যাদ্ ব্রূহি মাধব মাচিরম্।
মধ্যস্থমিব পশ্যামি সমরে সব্যসাচিনম্ ॥ ১৬
একো ভীমঃ পরং শক্ত্যা যুধ্যত্যেব মহাভুজঃ।
কেবলং বাহুবীর্য্যেণ ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্ ॥ ১৭
গদয়া বীরঘাতিন্যা যথোৎসাহং মহামনাঃ।
করোত্যসুকরং কর্ম রথাশ্ব-নর-দন্তিষু ॥ ১৮
নালমেষ ক্ষয়ং কর্তুং পরসৈন্যস্য মারিষ।
আর্জবেনৈব যুদ্ধেন বীর বর্ষশতৈরপি ॥ ১৯
একোঽস্ত্রবিৎ সখা তেঽয়ং সোঽপ্যস্মান্ সমুপেক্ষতে
নির্দহ্যমানান্ ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা ॥ ২০
দিব্যান্যস্ত্রাণি ভীষ্মস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ।
ধক্ষ্যন্তি ক্ষত্রিয়ান্ সর্বান্ প্রযুক্তানি পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
কৃষ্ণ ভীষ্মঃ সুসংরব্ধঃ সহিতঃ সর্বপার্থিবৈঃ।
ক্ষপয়িষ্যতি নো নূনং যাদৃশোঽস্য পরাক্রমঃ ॥ ২২

মাধব! শীঘ্র বলুন—কি করিলে আমাদের হিত হইবে? সব্যসাচী অর্জ্জুনকে ত' আমি এই যুদ্ধে মধ্যস্থ (উদাসীন) দেখিতেছি ॥ ১৬

একমাত্র মহাবাহু ভীমসেনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেবল বাহুবলেরই আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ণশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে ॥ ১৭

মহামনা ভীমসেন নিজের বীরঘাতিনী গদাদ্বারা রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তিদিগের উপর স্বীয় দুষ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে ॥

মাননীয় বীর শ্রীকৃষ্ণ! যদি এরূপ সরলতার সহিত যুদ্ধ করা হয়, তবে শতবর্ষেও ভীমসেন একাকী শত্রুসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে পারিবে না ॥ ১৮-১৯

কেবল আপনার সখা অর্জ্জুনই দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, কিন্তু সে-ও মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক আমাদিগকে দগ্ধ হইতে দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে ॥ ২০

মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের দিব্য অস্ত্রসমূহ পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হইয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকেই ভস্ম করিয়া ফেলিবে। ২১

শ্রীকৃষ্ণ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীষ্ম স্বপক্ষের সকল ভূপতিবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন। ইঁহার যেরূপ পরাক্রম, ইহাতে তাহাই সূচিত হইতেছে ॥ ২২

স ত্বং পশ্য মহাভাগ যোগেশ্বর মহারথম্।
ভীষ্মং যঃ শময়েৎ সংখ্যে দাবাগ্নিং জলদো যথা ২৩
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ পাণ্ডবা নিহতদ্বিষঃ।
স্বরাজ্যমনুসম্প্রাপ্তা মোদিষ্যন্তে সবান্ধবাঃ ॥ ২৪
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থো ধ্যায়মানস্তে মহামনাঃ।
চিরমন্তর্মনা ভূত্বা শোকোপহতচেতনঃ।
শোকার্তং তমথো জ্ঞাত্বা দুঃখোপহতচেতসম্ ॥ ২৫
অব্রবীৎ তত্র গোবিন্দো হর্ষয়ন্ সর্বপাণ্ডবান্।
মা শুচো ভরতশ্রেষ্ঠ ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬
যস্য তে ভ্রাতরঃ শূরাঃ সর্বলোকেষু ধন্বিনঃ।
অহঞ্চ প্রিয়কৃদ্ রাজন্ সাত্যকিশ্চ মহাযশাঃ ॥ ২৭
বিরাট-দ্রুপদৌ চেমৌ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
তথৈব সবলাশ্চেমে রাজানো রাজসত্তম ॥ ২৮
ত্বৎপ্রসাদং প্রতীক্ষন্তে ভক্তাশ্চ বিশাম্পতে।
এষ তে পার্ষতো নিত্যং হিতকামঃ প্রিয়ে রতঃ ॥ ২৯
সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্তো ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ।
শিখণ্ডী চ মহাবাহো ভীষ্মস্য নিধনং কিল ॥ ৩০
(করিষ্যতি ন সন্দেহো নৃপাণাং যুধি পশ্যতাম্)
এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারথম্।
অব্রবীৎ সমিতৌ তস্যাং বাসুদেবস্য শৃণ্বতঃ ॥ ৩১
ধৃষ্টদ্যুম্ন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি মারিষ।
নাতিক্রম্যং ভবেৎ তচ্চ বচনং মম ভাষিতম্ ॥ ৩২
ভবান্ সেনাপতির্মহ্যং বাসুদেবেন সম্মিতঃ।
কার্ত্তিকেয়ো যথা নিত্যং দেবানামভবৎ পুরা ॥ ৩৩
তথা ত্বমপি পাণ্ডূনাং সেনানীঃ পুরুষর্ষভ।
(তচ্ছ্রুত্বা জহৃষুঃ পার্থাঃ পার্থিবাশ্চ মহারথাঃ।
সাধু সাধ্বিতি তদ্বাক্যমূচুঃ সর্বে মহীক্ষিতঃ ॥
পুনরপ্যব্রবীদ্ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নং মহাবলম্ ॥)

মহাভাগ যোগেশ্বর! আপনি সেরূপ কোন একজন যোদ্ধাকে অন্বেষণ করুন, যিনি রণাঙ্গনে ভীষ্মকে সেইভাবে শান্ত করিতে পারিবেন, যেরূপ জলবর্ষণকারী মেঘ দাবানলকে শান্ত করিয়া থাকে। ২৩

গোবিন্দ! আপনারই করুণায় পাণ্ডবেরা শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া স্বরাজ্যলাভ করত বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত সুখী হইবে ॥২৪

এই কথা বলিয়া মহামনা যুধিষ্ঠির শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মনকে অন্তর্মুখ করত ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠিরকে শোকপীড়িত ও দুঃখে ব্যথিতচিত্ত জানিয়া গোবিন্দ সমস্ত পাণ্ডবগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি শোক করিবেন না। এভাবে শোক-প্রকাশ করা আপনার উচিত নয়। আপনার এই সব বীর ভ্রাতারা সর্বলোকেই বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর। রাজন্! আমিও আপনার প্রিয়কারী। নৃপশ্রেষ্ঠ! মহাযশস্বী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সৈন্যসহ অন্যান্য সকল রাজারাও আপনার কৃপাপ্রসাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহারাজ! ইঁহারা সকলেই আপনার ভক্ত।

এই দ্রুপদপুত্র মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নও সদা আপনার হিতকামী এবং আপনার প্রিয়সাধনে তৎপর থাকিয়া ইনিই প্রধান সেনাপতির গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মহাবাহো! সমস্ত নরপতি-গণের দৃষ্টিপথের মধ্যেই এই শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৫-৩০

ইহা শুনিয়া তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইতে শুনাইতে সেই সভায় মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন। ৩১

আদরণীয় বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। আমার এই কথিত বাক্য তুমি উল্লঙ্ঘন করিও না। ৩২

তুমি আমার সেনাপতি এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমী। পুরুষশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় যেরূপ দেবতাগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও পাণ্ডবগণের সেনাপতি হও। (যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ ও মহারথ ভূপতিবৃন্দ সকলেই 'সাধু, সাধু' বলিয়া তাঁহার এই বাক্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন।) পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বীয় পরাক্রমপ্রকাশ করিয়া কৌরবগণকে নাশ কর। পুরুষরত্ন! আমি, ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অন্য প্রধান প্রধান ভূপতিগণ কবচ ধারণ করত তোমার অনুগমন করিব।

স ত্বং পুরুষশার্দূল বিক্রম্য জহি কৌরবান্ ॥ ৩৪
অহঞ্চ তেঽনুযাস্যামি ভীমঃ কৃষ্ণশ্চ মারিষ।
মাদ্রীপুত্রৌ চ সহিতৌ দ্রৌপদেয়াশ্চ দংশিতাঃ ॥ ৩৫
যে চান্যে পৃথিবীপালাঃ প্রধানাঃ পুরুষর্ষভ।
তত উদ্ধর্ষয়ন্ সর্বান্ ধৃষ্টদ্যুম্নোঽভ্যভাষত ॥ ৩৬
অহং দ্রোণান্তকঃ পার্থ বিহিতঃ শম্ভুনা পুরা।
রণে ভীষ্মং কৃপং দ্রোণং তথা শল্যং জয়দ্রথম্ ॥ ৩৭
সর্বানদ্য রণে দৃপ্তান্ প্রতিযোৎস্যামি পার্থিব।
অথোৎক্রুষ্টং মহেষ্বাসৈঃ পাণ্ডবৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ ॥ ৩৮
সমুদ্যতে পার্থিবেন্দ্রে পার্ষতে শত্রুসূদনে।
তমব্রবীৎ ততঃ পার্থঃ পার্ষতং পৃতনাপতিম্ ॥ ৩৯
ব্যূহঃ ক্রৌঞ্চারুণো নাম সর্বশত্রুনিবর্হণঃ।
যং বৃহস্পতিরিন্দ্রায় তদা দেবাসুরেঽব্রবীৎ ॥ ৪০
তং যথাবৎ প্রতিব্যূহ পরানীকবিনাশনম্।

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন,—পার্থ! আমাকে ভগবান্ শঙ্কর পূর্ব্ব হইতেই দ্রোণাচার্য্যের কালরূপে উৎপন্ন করিয়াছেন। ভূপতে! আজ আমি রণাঙ্গনে ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, শল্য ও জয়দ্রথ—এই সকল অভিমানী যোদ্ধাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব।

ইহা শুনিয়া যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন এবং শত্রুনাশন নৃপশ্রেষ্ঠ দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন এইভাবে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেনাপতি দ্রুপদতনয়কে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩-৩৯

সেনাপতি! ক্রৌঞ্চারুণনামক ব্যূহ সকল শত্রুকে সংহার করে; যাহা বৃহস্পতি দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৪০

শত্রুসৈন্যনাশক সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহকে তুমি যথাযথরূপে নির্ম্মাণ কর, আজ সমস্ত রাজারা কৌরবগণের সহিত এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যূহকে স্বচক্ষে অবলোকন করুন ॥ ৪১

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে স্ব-বক্তব্য বলিয়া থাকেন, সেইরূপ নরদেব যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলে পর ব্যূহরচনায় নিপুণ ধৃষ্টদ্যুম্ন বৃহস্পতিকথিত বিধি অনুসারে প্রাতঃকালেই (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে) সমস্ত সৈন্যের ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন; সেখানে সকল সৈন্যের অগ্রভাগে অর্জ্জুনকে স্থাপিত করিলেন ॥ ৪২

অদৃষ্টপূর্বং রাজানঃ পশ্যন্তু কুরুভিঃ সহ ॥ ৪১
যথোক্তঃ স নৃদেবেন বিষ্ণুর্বজ্রভৃতা যথা।
(বার্হস্পত্যেন বিধিনা ব্যূহমার্গবিচক্ষণঃ)
প্রভাতে সর্বসৈন্যানামগ্রে চক্রে ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪২
আদিত্যপথগঃ কেতুস্তস্যাদ্ভুতমনোরমঃ।
শাসনাৎ পুরুহূতস্য নির্মিতো বিশ্বকর্মণা ॥ ৪৩
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ।
আকাশগ ইবাকাশে গন্ধর্বনগরোপমঃ ॥ ৪৪
নৃত্যমান ইবাভাতি রথচর্য্যাসু মারিষ।
তেন রত্নবতা পার্থঃ স চ গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৪৫
বভূব পরমোপেতঃ সুমেরুরিব ভানুনা।
শিরোঽভূদ্ দ্রুপদো রাজন্ মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ৪৬
কুন্তিভোজশ্চ চৈদ্যশ্চ চক্ষুর্ভ্যাং তৌ জনেশ্বরৌ।
দাশার্ণকাঃ প্রভদ্রাশ্চ দাশেরকগণৈঃ সহ ॥ ৪৭

অর্জ্জুনের অদ্ভুত ও মনোরম ধ্বজ সূর্য্যের পথে (উচ্চ আকাশে) উড়িতে ছিল। ইন্দ্রের আদেশে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

ইন্দ্রধনুতুল্য বর্ণবিশিষ্ট পতাকাসমূহে সেই ধ্বজের আরও শোভা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ ধ্বজ আকাশে আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় বিনা আধারেই চলিতেছিল, তখন ইহা যেন অপর একটি গন্ধর্ব্বনগররূপে প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪৪

আর্য্য! রথের মার্গে অর্জ্জুনের ঐ ধ্বজ যেন নৃত্য করিতেছে বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এই রত্নমণ্ডিত ধ্বজ দ্বারা অর্জ্জুন এবং গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ঐ ধ্বজ সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, যেরূপ সূর্য্যদ্বারা সুমেরু পর্ব্বত ও সুমেরু পর্ব্বতের দ্বারা সূর্য্য শোভাপ্রাপ্ত হন ॥

রাজন্! আপনার বিশাল সৈন্যের সহিত রাজা দ্রুপদ সেই ব্যূহের শিরস্থানে আছেন। কুন্তিভোজ ও ধৃষ্টকেতু—এই দুই নরপতি ব্যূহের নেত্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! দাশার্ণক, দাশেরকসমূহের সহিত প্রভদ্রক, অনূপক ও কিরাতগণ গ্রীবাস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

অনূপকাঃ কিরাতাশ্চ গ্রীবায়াং ভরতর্ষভ।
পটচ্চরৈশ্চ পৌণ্ড্রৈশ্চ রাজন্ পৌরবকৈস্তথা ॥ ৪৮
নিষাদৈঃ সহিতশ্চাপি পৃষ্ঠমাসীদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
পক্ষৌ তু ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৪৯
দ্রৌপদেয়াভিমন্যুশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পিশাচা দারদাশ্চৈব পুণ্ড্রাঃ কুণ্ডীবিষৈঃ সহ ॥ ৫০
মারুতা ধেনুকাশ্চৈব তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ।
বাহ্লিকাস্তিত্তিরাশ্চৈব চোলাঃ পাণ্ড্যাশ্চ ভারত ॥ ৫১
এতে জনপদা রাজন্ দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিতাঃ।
অগ্নিবেশ্যাস্তু হুণ্ডাশ্চ মালবা দানভারয়ঃ ॥ ৫২
শবরা উদ্ভসাশ্চৈব বৎসাশ্চ সহ নাকুলৈঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ বামং পক্ষং সমাশ্রিতাঃ ॥৫৩
রথানাময়ুতং পক্ষৌ শিরস্তু নিযুতং তথা।
পৃষ্ঠমর্বুদমেবাসীৎ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ॥ ৫৪
গ্রীবায়াং নিযুতঞ্চাপি সহস্রাণি চ সপ্ততিঃ।
পক্ষকোটিপ্রপক্ষেষু পক্ষান্তেষু চ বারণাঃ ॥ ৫৫
জগ্মুঃ পরিবৃতা রাজংশ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ।
জঘনং পালয়ামাস বিরাটঃ সহ কেকয়ৈঃ ॥ ৫৬
কাশিরাজশ্চ শৈব্যশ্চ রথানাময়ুতৈস্ত্রিভিঃ।
এবমেনং মহাব্যূহং ব্যূহ্য ভারত পাণ্ডবাঃ ॥ ৫৭
সূর্য্যোদয়ং ত ইচ্ছন্তঃ স্থিতা যুদ্ধায় দংশিতাঃ।
তেষামাদিত্যবর্ণানি বিমলানি মহান্তি চ।
শ্বেতচ্ছত্রাণ্যশোভন্ত বারণেষু রথেষু চ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ক্রৌঞ্চব্যূহনির্মাণে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

পটচ্চর, পৌণ্ড্র, পৌরব ও নিষাদগণের সহিত স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির পৃষ্ঠভাগে বিরাজমান রহিলেন। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চব্যূহের দুই পক্ষের স্থানে নিযুক্ত থাকিলেন। রাজন্! দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু ও মহারথী সাত্যকির সহিত পিশাচ, দারদ, পুণ্ড্র, কুণ্ডীবিষ, মারুত, ধেনুক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লিক তিত্তির, চোল ও পাণ্ড্য—এই জনপদসমূহের সৈন্যরা দক্ষিণপক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥

অগ্নিবেশ্য, হুণ্ড, মালব, দানভারি, শবর, উদ্ভস, বৎস ও নাকুল জনপদবাসিগণের সহিত দুই ভ্রাতা নকুল এবং সহদেব বাম পক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫-৫৩

সেই ক্রৌঞ্চপক্ষীর পক্ষ ভাগে দশ হাজার, শিরোভাগে এক লক্ষ (কাহারও মতে দশ লক্ষ), পৃষ্ঠভাগে এক অর্বুদ (দশ কোটি) বিশ হাজার এবং গ্রীবাদেশে এক লক্ষ (কাহারও মতে দশ লক্ষ) সত্তর হাজার সৈন্য নিযুক্ত ছিল ॥

রাজন্! পক্ষ, কোটি (অগ্রভাগ), প্রপক্ষ (পক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ) ও পক্ষান্ত ভাগে চলমান পর্ব্বতসমূহের ন্যায় হস্তিগণ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া গমন করিল ॥

রাজা বিরাট কেকয়রাজকুমারগণের সহিত সেই ব্যূহের জঘন (কটির অগ্রভাগ) প্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশিরাজ ও শৈব্য ত্রিশ হাজার রথী বীরের সহিত উহার রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন ॥

ভারত! এইভাবে পাণ্ডবগণ ক্রৌঞ্চারুণনামক মহাব্যূহ রচনা করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য কবচ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৫৪-৫৭

ইঁহাদের হস্তী ও রথসমূহের উপর সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান, নির্ম্মল ও বিশাল শ্বেতচ্ছত্র শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহা-ভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ-বিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসৈন্যানাং ব্যূহরচনা, উভয়পক্ষমধ্যে শঙ্খধ্বনিঃ, সিংহনাদশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা ততো ব্যূহমভেদ্যং তনয়স্তব।
রক্ষ্যমাণং মহাঘোরং পার্থেনামিততেজসা ॥ ১
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য কৃপং শল্যঞ্চ পার্থিব।
সৌমদত্তিং বিকর্ণঞ্চ সোঽশ্বত্থামানমেব চ ॥ ২
দুঃশাসনাদীন্ ভ্রাতৄংশ্চ সর্বানেব চ ভারত।
অন্যাংশ্চ সুবহূন্ শূরান্ যুদ্ধায় সমুপাগতান্ ॥ ৩
প্রাহেদং বচনং কালে হর্ষয়ংস্তনয়স্তব।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৪
একৈকশঃ সমর্থা হি যূয়ং সর্বে মহারথাঃ।
পাণ্ডুপুত্রান্ রণে হন্তুং সসৈন্যান্ কিমু সংহতাঃ ॥ ৫
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তমিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ৬
সংস্থানাঃ শূরসেনাশ্চ বেত্রিকাঃ কুকুরাস্তথা।
আরোচকাস্ত্রিগর্তাশ্চ মদ্রকা যবনাস্তথা ॥ ৭
শত্রুঞ্জয়েন সহিতাস্তথা দুঃশাসনেন চ।
বিকর্ণেন চ বীরেণ তথা নন্দোপনন্দকৈঃ ॥ ৮
চিত্রসেনেন সহিতাঃ সহিতাঃ পারিভদ্রকৈঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত সহসৈন্যপুরস্কৃতাঃ ॥ ৯

(সঞ্জয় উবাচ।

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহারথাঃ
তথেত্যেনং নৃপা ঊচুস্তদা দ্রোণপুরোগমাঃ ॥)
ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ তব পুত্রাশ্চ মারিষ।
অব্যূহন্ত মহাব্যূহং পাণ্ডূনাং প্রতিবাধনম্ ॥ ১০
ভীষ্মঃ সৈন্যেন মহতা সমন্তাৎ পরিবারিতঃ।
যযৌ প্রকর্ষন্ মহতীং বাহিনীং সুররাড়িব ॥ ১১
তমন্বয়ান্মহেষ্বাসো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
কুন্তলৈশ্চ দশার্ণৈশ্চ মাগধৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ১২

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৌরবসৈন্যের ব্যূহরচনা এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অভেদ্য ক্রৌঞ্চব্যূহকে অমিততেজস্বী অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসনাদি সকল ভ্রাতা এবং যুদ্ধের জন্য সমবেত অন্যান্য বহু বীরগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন—হে বীরগণ! আপনারা সকলেই নানাপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ। ১-৪

আপনারা সকলেই মহারথ। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক যোদ্ধাই সৈন্যসহ পাণ্ডবগণকে বধ করিতে সমর্থ, সুতরাং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবেন; ইহাতে আর বলিবার কি আছে? ৫

ভীষ্ম পিতামহকর্তৃক সুরক্ষিত আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সর্বথা অজেয়, কিন্তু ভীমসেন কর্তৃক সুরক্ষিত এই পাণ্ডববাহিনীকে জয় করা সুগম, অতএব আমার মতে সংস্থান, শূরসেন, বেত্রিক, কুকুর, আরোচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবন প্রভৃতি দেশবাসী বীরগণ শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বীর বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রসেন ও পারিভদ্রক বীরবৃন্দের সহিত যাইয়া নিজ সৈন্যদিগকে অগ্রভাগে স্থাপন করত ভীষ্মকেই রক্ষা করুন। ৬-৯

(সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া দ্রোণাদি সকল মহারথী বীরগণ এবং নৃপগণ সেই সময় "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য মানিয়া লইলেন।)

আর্য্য! তারপর ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ মিলিত-ভাবে খীয় সৈন্যের এক মহা ব্যূহরচনা করিলেন। এই ব্যূহ পাণ্ডববাহিনীর পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়াছিল। ১০

তদনন্তর বিরাট সৈন্যবাহিনীতে চারিদিকে পরিবৃত হইয়া ভীষ্ম দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিলেন। ১১

তাঁহার পশ্চাতে প্রতাপশালী বীর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন। মহারাজ! সেই সময় কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেকল ও কর্ণ প্রাবরণাদি দেশবাসী সৈন্যগণের সহিত গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, শিবি ও বসাতি দেশের বীর ক্ষত্রিয়বৃন্দ যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিদর্ভৈর্মেকলৈশ্চৈব কর্ণপ্রাবরণৈরপি।
সহিতাঃ সর্বসৈন্যেন ভীষ্মমাহবশোভিনম্॥ ১৩

গান্ধারাঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ শিবয়োঽথ বসাতয়ঃ।
শকুনিশ্চ সসৈন্যেন ভারদ্বাজমপালয়ৎ॥ ১৪

ততো দুর্য্যোধনো রাজা সহিতঃ সর্বসোদরৈঃ।
অশ্বাতকৈর্বিকর্ণৈশ্চ তথা চাম্বষ্ঠ-কোশলৈঃ॥ ১৫

দরদৈশ্চ শকৈশ্চৈব তথা ক্ষুদ্রক-মালবৈঃ।
অভ্যরক্ষত সংহৃষ্টঃ সৌবলেয়স্য বাহিনীম্॥ ১৬

ভূরিশ্রবাঃ শলঃ শল্যো ভগদত্তশ্চ মারিষঃ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ বামং পার্শ্বমপালয়ন্॥ ১৭

সৌমদত্তিঃ সুশর্মা চ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাচ্যুতায়ুশ্চ দক্ষিণং পক্ষমাস্থিতাঃ॥ ১৮

অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্ধং সেনাপৃষ্ঠে ব্যবস্থিতাঃ॥ ১৯

পৃষ্ঠগোপাস্তু তস্যাসন্ নানাদেশ্যা জনেশ্বরাঃ।
কেতুমান্ বসুদানশ্চ পুত্রঃ কাশ্যস্য চাভিভূঃ॥ ২০

ততস্তে তাবকাঃ সর্বে হৃষ্টা যুদ্ধায় ভারত।
দধ্মুঃ শঙ্খান্ মুদা যুক্তাঃ সিংহনাদাংস্তথোন্নদন্॥ ২১

তেষাং শ্রুত্বা তু হৃষ্টানাং বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ২২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবা বিবিধাঃ পরে।
আনকাশ্চাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ২৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
প্রদধ্মতুঃ শঙ্খবরৌ হেমরত্নপরিষ্কৃতৌ॥ ২৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ২৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ॥ ২৬

কাশিরাজশ্চ শৈব্যশ্চ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ॥ ২৭

পাঞ্চাল্যাশ্চ মহেষ্বাসা দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ।
সর্বে দধ্মুর্মহাশঙ্খান্ সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে॥ ২৮

শকুনি নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত দ্রোণাচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া অশ্বাতক, বিকর্ণ, অম্বষ্ঠ, কোশল, দরদ, শক, ক্ষুদ্রক ও মালবাদি দেশসমূহের যোদ্ধাদিগের সহিত সুবলপুত্র শকুনির সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১২-১৬

ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, মাননীয় রাজা ভগদত্ত এবং অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ সেই সমগ্র সৈন্যবাহিনীর বামভাগ রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু—ইঁহারা দক্ষিণভাগের সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৭-১৮

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা নিজ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত কৌরবসৈন্যের পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া তাহাদের রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। ১৯

কেতুমান্, বসুদান, কাশিরাজের পুত্র অভিভূ ও অন্য বহু দেশের নরপতিগণ কৌরববাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। ২০

ভারত! তারপর আপনার সকল সৈন্যই হর্ষে উল্লসিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। ২১

তাহাদের হর্ষধ্বনি শুনিয়া কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ প্রতাপশালী ভীষ্ম উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ২২

তারপর শঙ্খ, ভেরী, নানাপ্রকার পণব ও আনকাদি বাদ্যসমূহ সহসা বাদিত হইতে লাগিল এবং এই সকলের সম্মিলিত শব্দ চারিদিকে তুমুল হইয়া প্রকাশ পাইল। ২৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত বিশাল রথে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন স্বর্ণভূষিত দুইটি শ্রেষ্ঠ শঙ্খ (পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত) বাজাইতে লাগিলেন। ২৪

ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। ২৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন। ২৬

কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথী সাত্যকি, পাঞ্চাল বীরগণ এবং মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—ইঁহারাও সকলে মহাশঙ্খসমূহ বাজাইতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ করিলেন। ২৭-২৮

স ঘোষঃ সুমহাংস্তত্র বীরৈস্তৈঃ সমুদীরিতঃ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ৎ ॥ ২৯
এবমেতে মহারাজ প্রহৃষ্টাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ।
পুনর্যুদ্ধায় সংজগ্মুস্তাপয়ানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি কৌরবব্যূহরচনায়ামেক-পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

তখন এই সব বীরগণের দ্বারা কৃত শব্দ তুমুল হইয়া পৃথিবী ও আকাশকে নিনাদিত করিতে লাগিল ॥ ২৯

মহারাজ! এইরূপে অতিশয় হৃষ্ট কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরকে সন্তাপিত করিতে করিতে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে কৌরবগণের ব্যূহরচনাবিষয়ক এক-পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীষ্মার্জুনয়োর্যুদ্ধবর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
এবং ব্যূঢ়েষনীকেষু মামকেম্বিতরেষু চ
কথং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।
(তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং যথাযুধ্যন্ত তচ্ছৃণু)
সমং ব্যূঢ়েষনীকেষু সংনদ্ধরুচিরধ্বজম্।
অপারমিব সংদৃশ্য সাগরপ্রতিমং বলম্ ॥ ২
তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
অব্রবীৎ তাবকান্ সর্বান্ যুধ্যধ্বমিতি দংশিতাঃ ॥ ৩
তে মনঃ ক্রূরমাধায় সমভিত্যক্তজীবিতাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্ত্তন্ত সর্ব এবোচ্ছ্রিতধ্বজাঃ ॥৪
ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্ ॥ ৫
মুক্তাস্তু রথিভির্বাণা রুক্মপুঙ্খাঃ সুতেজসঃ।
সন্নিপেতুরকুণ্ঠাগ্রা নাগেষু চ হয়েষু চ ॥ ৬
তথা প্রবৃত্তে সংগ্রামে ধনুরুদ্যম্য দংশিতঃ।
অভিপত্য মহাবাহুর্ভীষ্মো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৭
সৌভদ্রে ভীমসেনে চ সাত্যকৌ চ মহারথে।
কৈকেয়ে চ বিরাটে চ ধৃষ্টদ্যুম্নে চ পার্ষতে ॥ ৮

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধবর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে আমার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের ব্যূহ রচনা সম্পূর্ণ হইলে সেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা কিভাবে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—(পাণ্ডবগণের সহিত আপনার পুত্রেরা যেভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।) যখন সকল সৈন্যের ব্যূহরচনা শেষ হইল, তখন সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়া এক মহাসাগরের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। সেই সময় চারিদিকে রথ প্রভৃতিতে বহু বহু সুন্দর ধ্বজ উড়িতেছিল। তাহা দেখিয়া সৈন্যগণের মধ্যে দণ্ডায়মান আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আপনার সকল যোদ্ধাকেই এই কথা বলিলেন—কবচধারী বীরগণ! যুদ্ধ আরম্ভ করুন ॥ ২-৩

তখন তাঁহারা সকলে মনকে কঠোর করিয়া প্রাণের মোহ ত্যাগ করত উচ্চ ধ্বজলক্ষিত পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের রোমাঞ্চকারী ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। সেই সময় উভয়পক্ষের রথ ও হস্তী পরস্পরের প্রতি যুদ্ধে সংসক্ত হইল ॥ ৫

রথী বীরগণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণময় পক্ষভূষিত তেজস্বী বাণসমূহ কোথাও কুণ্ঠিত (বাধাপ্রাপ্ত) না হইয়া হস্তী ও অশ্ব সকলের মধ্যে পড়িতে লাগিল ॥ ৬

এইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইলে পর ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ও কুরুকুলের প্রভাবশালী বৃদ্ধ পিতামহ মহাবাহু ভীষ্ম ধনু উত্তোলিত করিয়া কবচ বন্ধনকরত সহসা অগ্রসর হইলেন এবং অভিমন্যু,

এতেষু নরবীরেষু চেদি-মৎস্যেষু চাভিভূঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ ॥ ৯

অভিদ্যত ততো ব্যূহস্তস্মিন্ বীরসমাগমে।
সর্বেষামেব সৈন্যানামাসীদ্ ব্যতিকরো মহান্ ॥ ১০

সাদিনো ধ্বজিনশ্চৈব হতাঃ প্রবরবাজিনঃ।
বিপ্রদ্রুতরথানীকাঃ সমপদ্যন্ত পাণ্ডবাঃ ॥ ১১

অর্জুনস্তু নরব্যাঘ্রো দৃষ্ট্বা ভীষ্মং মহারথম্।
বার্ষ্ণেয়মব্রবীদ্ ক্রুদ্ধো যাহি যত্র পিতামহঃ ॥ ১২

এষ ভীষ্মঃ সুসংক্রুদ্ধো বার্ষ্ণেয় মম বাহিনীম্।
নাশয়িষ্যতি সুব্যক্তং দুর্য্যোধনহিতে রতঃ ॥ ১৩

এষ দ্রোণঃ কৃপঃ শল্যো বিকর্ণশ্চ জনার্দন।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ সহিতা দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ ॥ ১৪

পাঞ্চালান্ নিহনিষ্যন্তি রক্ষিতা দৃঢ়ধন্বনা।
সোঽহং ভীষ্মং বধিষ্যামি সৈন্যহেতোর্জনার্দন ॥ ১৫

তমব্রবীদ্ বাসুদেবো যত্তো ভব ধনঞ্জয়।
এষ ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি পিতামহরথং প্রতি ॥ ১৬

এবমুক্ত্বা ততঃ শৌরী রথং তং লোকবিশ্রুতম্।
প্রাপয়ামাস ভীষ্মস্য রথং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৭

চলদ্বহুপতাকেন বলাকাবর্ণবাজিনা।
সমুচ্ছ্রিতমহাভীমনদদ্বানরকেতুনা ॥ ১৮

মহতা মেঘনাদেন রথেনামিততেজসা।
বিনিঘ্নন্ কৌরবানীকং শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১৯

প্রায়াচ্ছরণদঃ শীঘ্রং সুহৃদাং হর্ষবর্ধনঃ।
তমাপতন্তং বেগেন প্রভিন্নমিব বারণম্ ॥ ২০

ত্রাসয়ন্তং রণে শূরান্ মর্দয়ন্তঞ্চ সায়কৈঃ।
সৈন্ধবপ্রমুখৈর্গুপ্তঃ প্রাচ্যসৌবীর-কেকয়ৈঃ ॥ ২১

সহসা প্রত্যুদীয়ায় ভীষ্মঃ শান্তনবোঽর্জুনম্।
কো হি গাণ্ডীবধন্বানমন্যঃ কুরুপিতামহাৎ ॥ ২২

দ্রোণ-বৈকর্ত্তনাভ্যাং বা রথী সংযাতুমর্হতি।
ততো ভীষ্মো মহারাজ সর্বলোকমহারথঃ ॥ ২৩

ভীমসেন, মহারথী সাত্যকি, কেকয়, বিরাট ও দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই সব নরবীরগণের উপর এবং চেদি ও মৎস্যদেশীয় সৈন্যের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭-৯

বীরগণের এই সজ্ঘর্ষে সৈন্যদিগের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িল ও সকল সৈন্যেরা পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে গভীরভাবে মিশিয়া যাইল। ১০

বহু অশ্বারোহী, ধ্বজধারী সৈনিক ও উত্তম অশ্ব নিহত হইল। পাণ্ডবগণের রথসৈন্যেরা পলাইতে লাগিল। ১১

তখন নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোধসহকারে বলিলেন,—বার্ষ্ণেয়! (বৃষ্ণিবংশোৎপন্ন কৃষ্ণ!) যেখানে পিতামহ ভীষ্ম আছেন, সেইস্থানে চলুন। তাহা না হইলে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই আমার সকল সৈন্যকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন; কারণ, তিনি বর্ত্তমানে দুর্য্যোধনের হিতে নিরত আছেন। ১২-১৩

জনার্দ্দন! সুদৃঢ় ধনুর্ধারণকারী ভীষ্মকর্ত্তৃক সুরক্ষিত এই দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধনাদি সকল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ মিলিত হইয়া পাঞ্চালযোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিবেন। অতএব সৈন্যদিগের রক্ষার জন্য সেই আমি ভীষ্মকে বধ করিব। ১৪-১৫

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধনঞ্জয়! তুমি সাবধান হও। আমি তোমাকে ভীষ্মের রথের নিকট উপস্থিত করিয়া দিতেছি।

জনেশ্বর! এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশ্ববিখ্যাত রথকে ভীষ্মের রথের সমীপে লইয়া গেলেন। ১৬-১৭

ঐ রথে বহু পতাকা সঞ্চালিত হইতেছিল। উহাতে বক-শ্রেণীর ন্যায় চারিটি শ্বেতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল। ইহার অত্যন্ত উচ্চে অবস্থিত ধ্বজের উপরে এক বানর ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। এই রথের চক্রধারার ঘর্ঘরশব্দ মেঘের গর্জনসদৃশ গম্ভীর এবং ঐ রথ অত্যন্ত তেজ (কান্তি)-সম্পন্ন ছিল। এই বিশাল রথে আরোহণ করিয়া সকলের শরণদাতা ও সুহৃদগণের আনন্দবর্দ্ধন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন কৌরবসেনা ও শূরসেনদেশীয় যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে করিতে অতি দ্রুত ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

মদধারাবাহী গজরাজের তুল্য তাঁহাকে বেগে আসিতে এবং রণাঙ্গনে সায়কসমূহে বীর যোদ্ধাদিগকে মর্দ্দন করত তাহাদিগকে ভয়ভীত করিতে দেখিয়া জয়দ্রথ প্রভৃতি নৃপগণ এবং পূর্ব্বদেশ, সৌবীর রাজ্য ও কেকয়প্রদেশের যোদ্ধাবর্গে সুরক্ষিত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সহসা অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মহারাজ! কুরুকুলের পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ

অর্জুনং সপ্তসপ্তত্যা নারাচানাং সমাচিনোৎ।
দ্রোণশ্চ পঞ্চবিংশত্যা কৃপঃ পঞ্চাশতা শরৈঃ ॥২৪
দুর্য্যোধনশ্চতুঃষষ্ট্যা শল্যশ্চ নবভিঃ শরৈঃ।
সৈন্ধবো নবভিশ্চৈব শকুনিশ্চাপি পঞ্চভিঃ ॥ ২৫
বিকর্ণো দশভির্ভল্লৈ রাজন্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্।
স তৈর্বিদ্ধো মহেষ্বাসঃ সমন্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
ন বিব্যথে মহাবাহুর্ভিদ্যমান ইবাচলঃ।
স ভীষ্মং পঞ্চবিংশত্যা কৃপঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ২৭
দ্রোণং ষষ্ট্যা নরব্যাঘ্রো বিকর্ণঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
শল্যঞ্চৈব ত্রিভির্বাণৈ রাজানঞ্চৈব পঞ্চভিঃ ॥ ২৮
প্রত্যবিধ্যদমেয়াত্মা কিরীটী ভরতর্ষভ।
তং সাত্যকির্বিরাটশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২৯
দ্রৌপদেয়াঽভিমন্যুশ্চ পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্।
ততো দ্রোণং মহেষ্বাসং গাঙ্গেয়স্য প্রিয়ে রতম্ ॥ ৩০
অভ্যবর্ত্তত পাঞ্চাল্যঃ সংযুক্তঃ সহ সোমকৈঃ।

ভীষ্মস্তু রথিনাং শ্রেষ্ঠো রাজন্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ॥ ৩১
অশীত্যা নিশিতৈর্বাণৈস্ততোঽক্রোশন্ত তাবকাঃ।
তেষাং তু নিনদং শ্রুত্বা সহিতানাং প্রহৃষ্টবৎ ॥ ৩২
প্রবিবেশ ততো মধ্যং নরসিংহঃ প্রতাপবান্।
তেষাং মহারথানাং স মধ্যং প্রাপ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৩
চিক্রীড় ধনুষা রাজঁল্লক্ষ্যং কৃত্বা মহারথান্।
ততো দুর্যোধনো রাজা ভীষ্মমাহ জনেশ্বরঃ ॥ ৩৪
পীড্যমানং স্বকং সৈন্যং দৃষ্ট্বা পার্থেন সংযুগে।
এষ পাণ্ডুসুতস্তাত কৃষ্ণেন সহিতো বলী ॥ ৩৫
যততাং সর্বসৈন্যানাং মূলং নঃ পরিকৃন্ততি।
ত্বয়ি জীবতি গাঙ্গেয় দ্রোণে চ রথিনাং বরে ॥ ৩৬
ত্বৎকৃতে চৈব কর্ণোঽপি ন্যস্তশস্ত্রো বিশাম্পতে।
ন যুধ্যতি রণে পার্থং হিতকামঃ সদা মম ॥ ৩৭
স তথা কুরু গাঙ্গেয় যথা হন্যেত ফাল্গুনঃ।
এবমুক্তস্ততো রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৩৮

ব্যতীত এরূপ কোন বীর আছেন যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

মহারাজ! তারপর সমগ্র বিশ্বে বিখ্যাত মহারথী ভীষ্ম অর্জুনের উপর সাতাত্তরটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপ দ্রোণাচার্য্য পঁচিশ, কৃপাচার্য্য পঞ্চাশ, দুর্য্যোধন চৌষট্টি, শল্য নয়, জয়দ্রথ নয়, শকুনি পাঁচটি বাণ এবং বিকর্ণ দশটি ভল্ল অস্ত্রে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন॥

এই সমস্ত তীক্ষ্ণবাণে চারিদিক্ হইতে বিদ্ধ হইয়াও মহাধনুর্দ্ধর মহাবাহু অর্জুন ব্যথিত হইলেন না, পরন্তু তিনি বাণবিদ্ধ পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন কিরীটধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ভীষ্মকে পঁচিশ, কৃপাচার্য্যকে নয়, দ্রোণকে ষাট্, বিকর্ণকে তিন, শল্যকে তিন এবং দুর্য্যোধনকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন॥

সেই সময় সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অভিমন্যু—ইঁহারা সকলে অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন॥

তারপর গঙ্গানন্দন ভীষ্মের প্রিয়কার্য্যে নিরত মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যের উপর সোমকগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন আক্রমণ করিলেন॥

রাজন্! তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে আশীটি ধারাল বাণে বিদ্ধ করিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার সৈন্যবাহিনী হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল॥

সেই সব কৌরবগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজন্! সেই মহারথী বীরগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্জুন তাঁহাদের সকলকে স্বীয় বাণের লক্ষ্য করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তখন প্রজাপালক রাজা দুর্য্যোধন অর্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধে স্বীয় সৈন্যগণকে পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীষ্মকে বলিলেন॥

তাত! এই পাণ্ডুপুত্র বলবান্ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত আসিয়া সর্ব্বপ্রকারে যুদ্ধে যত্নপরায়ণ আমাদের সকল সৈন্যের মূলোচ্ছেদ করিতেছে। গঙ্গানন্দন! আপনি এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতেও আমার সৈন্যগণ নিহত হইতেছে। ১৮-৩৬

প্রজানাথ! আপনার জন্যই কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে এবং সে রণাঙ্গনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে না। কর্ণ সর্ব্বদাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। ৩৭

গঙ্গানন্দন! আপনি এরূপ প্রযত্ন করুন, যাহাতে অর্জুন নিহত হয়। রাজন্! দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে আপনার

ধিক্ ক্ষাত্রং ধর্মমিত্যুক্ত্বা প্রায়াৎ পার্থরথং প্রতি ।
উভৌ শ্বেতহয়ৌ রাজন্ সংসক্তৌ প্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ ॥ ৩৯
সিংহনাদান্ ভৃশং চক্রুঃ শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ মারিষ ।
দ্রৌণির্দুর্য্যোধনশ্চৈব বিকর্ণশ্চ তবাত্মজঃ ॥ ৪০
পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং স্থিতা যুদ্ধায় মারিষ ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪১
স্থিতা যুদ্ধায় মহতে ততো যুদ্ধমবর্তত ।
গাঙ্গেয়স্তু রণে পার্থমানর্চ্ছন্নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৪২
তমর্জুনঃ প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্মর্মভেদিভিঃ ।
ততঃ শরসহস্রেণ সুপ্রযুক্তেন পাণ্ডবঃ ॥ ৪৩
অর্জুনঃ সমরশ্লাঘী ভীষ্মস্যাবারয়দ্ দিশঃ ।
শরজালং ততস্তৎ তু শরজালেন মারিষ ॥ ৪৪
বারয়ামাস পার্থস্য ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা ।
উভৌ পরমসংহৃষ্টাবুভৌ যুদ্ধাভিনন্দিনৌ ॥ ৪৫
নির্বিশেষমযুধ্যেতাং কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ ।

পিতৃতুল্য ভীষ্ম 'ক্ষত্রিয় ধর্মকে ধিক্' এই কথা বলিয়া অর্জুনের রথের দিকে গমন করিলেন ॥

মহারাজ! তখন উভয়েরই রথে শ্বেতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল। আর্য্য! ইঁহাদের উভয়কে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইতে দেখিয়া সকল রাজাই উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥

আর্য্য! সেই সময় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও আপনার পুত্র বিকর্ণ ইঁহারা সকলে রণাঙ্গনে ভীষ্মকে ঘিরিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

এইরূপ সমস্ত পাণ্ডবও অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিলেন, সুতরাং তখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥

গঙ্গানন্দন ভীষ্ম সেই রণাঙ্গনে নয়টি বাণে অর্জুনকে তীব্রভাবে আঘাত করিলেন। তখন অর্জুনও তাঁহাকে দশটি মর্মভেদী বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥

তারপর সমরশ্লাঘী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন উত্তমরূপে প্রযুক্ত এক হাজার বাণে ভীষ্মকে সর্ব্বদিক্ দিয়া রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥

মাননীয় রাজন্! তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অর্জুনের এই বাণসমূহ নিবারণ করিলেন ॥

এই দুই বীরই তখন অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন এবং যুদ্ধকে অভিনন্দন করিতেছিলেন। উভয়েই উভয়ের কৃত বাণপ্রহারের

ভীষ্মচাপবিমুক্তানি শরজালানি সঙ্ঘশঃ ॥ ৪৬
শীর্য্যমাণান্যদৃশ্যন্ত ভিন্নান্যর্জুনসায়কৈঃ ।
তথৈবার্জুনমুক্তানি শরজালানি সর্বশঃ ॥ ৪৭
গাঙ্গেয়শরনুন্নানি প্রাপতন্ত মহীতলে ।
অর্জুনঃ পঞ্চবিংশত্যা ভীষ্মমার্চ্ছচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৮
ভীষ্মোঽপি সমরে পার্থং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
অন্যোন্যস্য হয়ান্ বিদ্ধ্বা ধ্বজৌ চ সুমহাবলৌ ॥ ৪৯
রথেষাং রথচক্রে চ চিক্রীড়তুররিন্দমৌ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ভীষ্মঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৫০
বাসুদেবং ত্রিভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে ।
ভীষ্মচাপচ্যুতৈস্তৈস্তু নির্বিদ্ধো মধুসূদনঃ ॥ ৫১
বিররাজ রণে রাজন্ সপুষ্প ইব কিংশুকঃ ।
ততোঽর্জুনো ভৃশং ক্রুদ্ধো নির্বিদ্ধং প্রেক্ষ্য মাধবম্ ॥৫২
সারথিং কুরুবৃদ্ধস্য নির্বিভেদ শিতৈঃ শরৈঃ ।
যতমানৌ তু তৌ বীরাবন্যোন্যস্য বধং প্রতি ॥ ৫৩

প্রতীকার করিতে করিতে সমানভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণজাল অর্জুনের বাণজালে ছিন্নভিন্ন হইয়া এদিকে ওদিকে পড়িতে লাগিল ॥

এইরূপ অর্জুনেরও ধনু হইতে মুক্ত বাণসমূহ ভীষ্মের বাণসমূহে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলের চারিদিকে পতিত হইল ॥

অর্জুন পঁচিশটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীষ্মকে পীড়িত করিলেন; সেইরূপ ভীষ্মও স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥

এই দুই শত্রুদমন বীর মহাবলশালী ছিলেন। অতএব উভয়েই উভয়ের অশ্ব, রথের ঈষাদণ্ড ও চক্রকে বাণবিদ্ধ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥

মহারাজ! তারপর প্রহারকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া তিনটি বাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥

রাজন্! তখন ভীষ্মের ধনু হইতে নির্গত সেই বাণে বিদ্ধ হইয়া ভগবান্ মধুসূদন রণাঙ্গনে রক্তরঞ্জিত অবস্থায় বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আহত হইতে দেখিয়া অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে কুরুকুলবৃদ্ধ ভীষ্মের সারথিকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥

এইভাবে সেই সময় এই দুই বীর পরস্পরকে বধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাঁহারা রণাঙ্গনে পরস্পরকে অভিসন্ধান (প্রাণনাশী বাণপ্রহার) করিতে সফল হইলেন না ॥

ন শক্তাং তদান্যোন্যমভিসন্ধাতুমাহবে।
তৌ মণ্ডলানি চিত্রাণি গতা প্রত্যাগতানি চ ॥ ৫৪
অদর্শয়েতাং বহুধা সূতসামর্থ্যলাঘবাৎ।
অন্তরঞ্চ প্রহারেষু তর্কয়ন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৫৫
রাজন্নন্তরমার্গস্থৌ স্থিতাবাস্তাং মুহুর্মুহুঃ।
উভৌ সিংহরবোন্মিশ্রং শঙ্খশব্দঞ্চ চক্রতুঃ ॥ ৫৬
তথৈব চাপনির্ঘোষং চক্রতুস্তৌ মহারথৌ।
তয়োঃ শঙ্খনিনাদেন রথনেমিস্বনেন চ ॥ ৫৭
দারিতা সহসা ভূমিশ্চকম্পে চ ননাদ চ।
নোভয়োরন্তরং কশ্চিদ্ দদৃশে ভরতর্ষভ ॥ ৫৮
বলনৌ যুদ্ধদুর্ধর্ষাবন্যোন্যসদৃশাবুভৌ।
চিহ্নমাত্রেণ ভীষ্মং তু প্রজজ্ঞুস্তত্র কৌরবাঃ ॥ ৫৯
তথা পাণ্ডুসুতাঃ পার্থং চিহ্নমাত্রেণ জজ্ঞিরে।
তয়োর্নৃবরয়োদৃষ্ট্বা তাদৃশং তং পরাক্রমম্ ॥ ৬০
বিস্ময়ং সর্বভূতানি জগ্মুর্ভারত সংযুগে।
ন তয়োর্বিবরং কশ্চিদ্ রণে পশ্যতি ভারত ॥ ৬১
ধর্মে স্থিতস্য হি যথা ন কশ্চিদ্ বৃজিনং কচিৎ।
উভৌ চ শরজালেন তাবদৃশ্যৌ বভূবতুঃ ॥ ৬২
প্রকাশৌ চ পুনস্তূর্ণং বভূবতুরুভৌ রণে।
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাশ্চারণাশ্চর্ষিভিঃ সহ ॥ ৬৩
অন্যোন্যং প্রত্যভাষন্ত তয়োর্দৃষ্ট্বা পরাক্রমম্।
ন শক্যৌ যুধি সংরব্ধৌ জেতুমেতৌ কথঞ্চন ॥ ৬৪
সদেবাসুর-গন্ধর্বৈর্লোকৈরপি মহারথৌ।
আশ্চর্য্য-ভূতং লোকেষু যুদ্ধমেতন্মহাদ্ভুতম্ ॥ ৬৫
নৈতাদৃশানি যুদ্ধানি ভবিষ্যন্তি কথঞ্চন।
ন হি শক্যো রণে জেতুং ভীষ্মঃ পার্থেন ধীমতা ॥ ৬৬
সধনুঃ সরথঃ সাশ্বঃ প্রবপন্ সায়কান্ রণে।
তথৈব পাণ্ডবং যুদ্ধে দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৬৭
ন বিজেতুং রণে ভীষ্ম উৎসহেত ধনুর্ধরম্।
আলোকাদপি যুদ্ধং হি সমমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৬৮

ইঁহারা উভয়ে সারথির শক্তি ও শীঘ্রতার জন্য নানাপ্রকার বিচিত্র মণ্ডল, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ প্রভৃতি বহুপ্রকার যুদ্ধাবস্থা দেখাইতে লাগিলেন ॥

রাজন্! উভয়ই উভয়কে প্রহার করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করত সর্ব্বদা সতর্ক ছিলেন। তখন তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সুযোগসন্ধানেই সংলগ্ন রহিলেন ॥

এই দুই মহারথী বীর সিংহনাদমিশ্রিত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সেইভাবে ধনুষ্টঙ্কারও করিতে লাগিলেন ॥

তাঁহাদের শঙ্খধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী যেন সহসা বিদীর্ণ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই দুই বীর বলবান্, যুদ্ধে দুর্জ্জয় ও পরস্পরের অনুরূপ ছিলেন। অতএব সুযোগের সন্ধান করিতে থাকিলেও কেহই কাহারও কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না ॥

সেই কৌরবগণ ভীষ্মের তালধ্বজাদি চিহ্নেই ভীষ্মকে জানিতে পারিতে ছিলেন। এইরূপ পাণ্ডবেরাও কপিধ্বজাদি চিহ্নেই অর্জ্জুনকে জানিতে পারিয়াছিলেন ॥

ভারত! সেই সংগ্রামে এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের এতাদৃশ পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই বিস্মিত হইয়া পড়িল ॥

ভরতনন্দন! যেরূপ কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের মধ্যে কোথাও কোনরূপ কেহ পাপ দেখিতে পায় না, সেইরূপ রণক্ষেত্রে এই দুই যোদ্ধার মধ্যে কেহই কোন ছিদ্র দেখিতে পাইল না ॥

উভয়েই সংগ্রামস্থলে পরস্পরের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া অদৃশ্য হইতে লাগিলেন এবং পরে উহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আবার প্রকাশিত হইয়াও যাইতেন ॥

সেখানে সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ এই দুই বীরের পরাক্রম দেখিয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই দুই মহারথী বীর যুদ্ধে অতিশয় রুষ্ট হইয়া গিয়াছেন; অতএব দেবতা, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহও ইঁহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন না ॥

এই অত্যন্ত অদ্ভুত যুদ্ধ সকল লোকেরই অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। ভবিষ্যতেও এইরূপ যুদ্ধ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই। বুদ্ধিমান্ পার্থ রণভূমিতে ভীষ্মকে কখনই জয় করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ, ইনি সমরাঙ্গণে রথ, অশ্ব ও ধনুসহ উপস্থিত থাকিয়া বাণসমূহরূপ বীজ বপন করিতেছেন বলিয়া প্রতীত হইতেছেন ॥

এইরূপ ভীষ্মও যুদ্ধে দেবগণের পক্ষেও দুর্জ্জয় গাণ্ডীবধারী পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি ইঁহারা উভয়ে যুদ্ধই করিতে থাকেন, তবে যে পর্য্যন্ত এই জগৎ বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত এই দুইজনের যুদ্ধ সমভাবে চলিতে থাকিবে ॥ ৩৭-৬৮

ইতি স্ম বাচোঽশ্রূয়ন্ত প্রোচ্চরন্ত্যস্ততস্ততঃ।
গাঙ্গেয়ার্জুনয়োঃ সংখ্যে স্তবযুক্তা বিশাম্পতে ॥ ৬৯
ত্বদীয়াস্তু তদা যোধাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ভারত।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তয়োস্তত্র পরাক্রমে ॥ ৭০
শিতধারৈস্তথা খড়্গৈর্বিমলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
শরৈরন্যৈশ্চ বহুভিঃ শস্ত্রৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ৭১

উভয়োঃ সেনয়োঃ শূরাঃ ন্যকৃন্তন্ত পরস্পরম্।
বর্তমানে তথা ঘোরে তস্মিন্ যুদ্ধে সুদারুণে।
দ্রোণ-পাঞ্চাল্যয়ো রাজন্ মহানাসীৎ সমাগমঃ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মার্জুনযুদ্ধে
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

প্রজানাথ! এইরূপে রণাঙ্গনে ভীষ্ম ও অর্জুনের স্তুতিপ্রশংসা-যুক্ত বহু বাক্য এদিকে ওদিকে লোকগণের মুখ হইতে নির্গত হইতেছে শুনা যাইল ॥ ৬৯

ভারত! সেই সময় যুদ্ধে এই দুই বীরের পরাক্রমপ্রকাশের সময়ে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের অন্যান্য যোদ্ধারাও পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল ॥ ৭০

তীক্ষ্ণ ধারাল খড়্গ, চক্‌চকে পরশু, অন্য বহুবিধ বাণ এবং আরও অন্যপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা উভয় পক্ষের বীর সৈন্যরা পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৭১

রাজন্! যখন একদিকে এরূপ ভয়ানক ও অত্যন্ত দারুণ যুদ্ধ চলিতেছে, তখন অন্যদিকেও দ্রোণাচার্য্য এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয়ঙ্কর সংগ্রামে নিরত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণাচার্য্যয়োর্যুদ্ধম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং দ্রোণো মহেষ্বাসঃ পাঞ্চাল্যশ্চাপি পার্ষতঃ।
উভৌ সমীয়তুর্যত্তৌ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ১
দিষ্টমেব পরং মন্যে পৌরুষাদিতি মে মতিঃ।
যত্র শান্তনবো ভীষ্মো নাতরদ্ যুধি পাণ্ডবম্ ॥২
ভীষ্মো হি সমরে ক্রুদ্ধো হন্যাল্লোকাংশ্চরাচরান্।
স কথং পাণ্ডবং যুদ্ধে নাতরদ সঞ্জয়ৌজসা ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা যুদ্ধমেতৎ সুদারুণম্।
ন শক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৪
দ্রোণস্তু নিশিতৈর্বাণৈর্ধৃষ্টদ্যুম্নমবিধ্যত।
সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥ ৫
তথাশ্বস্য চতুরো বাহাংশ্চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ।
পীড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য মারিষ ॥ ৬

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য ও দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দুই বীর কিরূপ প্রচেষ্টা চালাইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, উহা আমাকে বল ॥ ১

আমি ত' পুরুষার্থ হইতে ভাগ্যকেই অধিক প্রবলরূপে মনে করি এবং তাহারই উপর বিশ্বাস করি; যাহার জন্য শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন হইতে নিস্তার পান নাই ॥ ২

সঞ্জয়! যদি ভীষ্ম রণাঙ্গনে কুপিত হন, তবে চরাচর প্রাণী-সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহকে বিনাশ করিতে পারেন। তখন তিনি কেন স্বীয় পরাক্রমে যুদ্ধে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রসহ সকল দেবতারাও জয় করিতে সমর্থ নন্। এখন আপনি এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বৃত্তান্ত স্থির হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ৪

দ্রোণাচার্য্য নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সারথিকে ভল্লাস্ত্রে নিহত করিয়া রথে তাহার আসন হইতে নিম্নে পাতিত করিলেন ॥ ৫

আর্য্য! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চারিটি উত্তম সায়কে (বাণে) ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিটি অশ্বকেও গুরুতর পীড়িত করিলেন ॥ ৬

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো দ্রোণং নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ প্রহসন্ বীরস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৭
ততঃ পুনরমেয়াত্মা ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
শরৈঃ প্রচ্ছাদয়ামাস ধৃষ্টদ্যুম্নমমর্ষণম্ ॥ ৮
আদদে চ শরং ঘোরং পার্ষতান্তচিকীর্ষয়া।
শক্রাশনিসমস্পর্শং কালদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৯
হাহাকারো মহানাসীৎ সর্বসৈন্যেষু ভারত।
তমিষুং সন্ধিতং দৃষ্ট্বা ভারদ্বাজেন সংযুগে ॥ ১০
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পৌরুষম্।
যদেকঃ সমরে বীরস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১১
তঞ্চ দীপ্তং শরং ঘোরমায়ান্তং মৃত্যুমাত্মনঃ।
চিচ্ছেদ শরবৃষ্টিঞ্চ ভারদ্বাজে মুমোচ হ ॥ ১২
তত উচ্চুক্রুশুঃ সর্বে পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
ধৃষ্টদ্যুম্নেন তৎ কর্ম কৃতং দৃষ্ট্বা সুদুষ্করম্ ॥ ১৩

ততঃ শক্তিং মহাবেগাং স্বর্ণবৈদূর্য্যভূষিতাম্।
দ্রোণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী চিক্ষেপ স পরাক্রমী ॥১৪
তামাপতন্তীং সহসা শক্তিং কনকভূষিতাম্।
ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে ভারদ্বাজো হসন্নিব ॥ ১৫
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
ববর্ষ শরবর্ষাণি দ্রোণং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৬
শরবর্ষং ততস্তৎ তু সন্নিবার্য্য মহাযশাঃ।
দ্রোণো দ্রুপদপুত্রস্য মধ্যে চিচ্ছেদ কার্মুকম্ ॥ ১৭
স ছিন্নধন্বা সমরে গদাং গুর্বীং মহাযশাঃ।
দ্রোণায় প্রেষয়ামাস গিরিসারময়ীং বলী ॥ ১৮
সা গদা বেগবন্মুক্তা প্রায়াদ্ দ্রোণজিঘাংসয়া।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভারদ্বাজস্য বিক্রমম্ ॥ ১৯
লাঘবাদ্ ব্যংসয়ামাস গদাং হেমবিভূষিতাম্।
ব্যংসয়িত্বা গদাং তাঞ্চ প্রেষয়ামাস পার্ষতম্ ॥ ২০

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হাস্য করিতে করিতে নব্বইটি তীক্ষ্ণ ধারাল বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ৭

তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য পুনরায় অমর্ষশীল ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বীয় বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় কালদণ্ডতুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইলেন, যাহার স্পর্শ ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ কঠোর ছিল ॥ ৯

ভরতনন্দন! যুদ্ধে ভরদ্বাজবংশধর দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক সেই বাণ সংযোজিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের সকল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ১০

সেই সময় আমি সেখানে ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। সেই বীর সমরাঙ্গণে একাকীই পর্ব্বততুল্য অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ১১

নিজের মৃত্যুস্বরূপ ভয়ঙ্কর তেজস্বী সেই বাণকে আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

ধৃষ্টদ্যুম্নকৃত সেই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া পাণ্ডবগণসহ সমস্ত পাঞ্চালবীরগণ হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

তারপর দ্রোণাচার্য্যের প্রাণনাশক পরাক্রমশালী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার উপর স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যমণিভূষিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪

সেই স্বর্ণভূষিত শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সমরভূমিতে যেন হাস্য করিতে করিতেই তিন খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৫

জনেশ্বর! স্বীয় শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া প্রতাপী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের উপর পুনরায় বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৬

তখন মহাযশস্বী দ্রোণাচার্য্য সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া দ্রুপদপুত্রের ধনুর মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

ধনু ছিন্ন হইলে মহাযশস্বী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরভূমিতে দ্রোণাচার্য্যের উপর এক লৌহনির্ম্মিত ভারী গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮

দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় বেগে নিক্ষিপ্ত সেই গদা দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় আমরা দ্রোণাচার্য্যের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ১৯

তিনি স্বীয় কৌশলে সেই স্বর্ণভূষিত গদাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এইভাবে সেই গদাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়া দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ও ভয়ঙ্কর

ভল্লান্ সুনিশিতান্ পীতান্ রুক্মপুঙ্খান্ সুদারুণান্।
তে তস্য কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে ॥ ২১

অথান্যদ্ ধনুরাদায় ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
দ্রোণং যুধি পরাক্রম্য শরৈর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২২

রুধিরাক্তৌ ততস্তৌ তু শুশুভাতে নরর্ষভৌ।
বসন্তসময়ে রাজন্ পরাক্রম্য চমূমুখে।
দ্রোণো দ্রুপদপুত্রস্য পুনশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্ ॥ ২৪

অথৈনং ছিন্নধন্বানং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা বৃষ্ট্যা মেঘ ইবাচলম্ ॥ ২৫

সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ।
অথাস্য চতুরো বাহাংশ্চতুর্ভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬

পাতয়ামাস সমরে সিংহনাদং ননাদ চ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন হস্তাচ্চাপমথাচ্ছিনৎ ॥ ২৭

স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
গদাপাণিরবারোহৎ খ্যাপয়ন্ পৌরুষং মহৎ ॥ ২৮

তামস্য বিশিখৈস্তূর্ণং পাতয়ামাস ভারত।
রথাদনবরূঢ়স্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৯

ততঃ স বিপুলং চর্ম শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
খড়্গঞ্চ বিপুলং দিব্যং প্রগৃহ্য সুভুজো বলী ॥ ৩০

অভিদুদ্রাব বেগেন দ্রোণস্য বধকাঙ্ক্ষয়া।
আমিষার্থী যথা সিংহো বনে মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৩১

তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভারদ্বাজস্য পৌরুষম্।
লাঘবং চাস্ত্রযোগঞ্চ বলং বাহ্বোশ্চ ভারত ॥ ৩২

যদেনং শরবর্ষেণ বারয়ামাস পার্ষতম্।
ন শশাক ততো গন্তুং বলবানপি সংযুগে ॥ ৩৩

নিবারিতস্তু দ্রোণেন ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
ন্যবারয়চ্ছরৌঘাংস্তাংশ্চর্মণা কৃতহস্তবৎ ॥ ৩৪

ততো ভীমো মহাবাহুঃ সহসাভ্যপতদ্ বলী।
সাহায্যকারী সমরে পার্ষতস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৫

ভল্লনামক বাণ সন্ধান করিলেন। সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের কবচ ভেদ করিয়া রণস্থলে তাঁহার রক্ত পান করিতে লাগিল। ২০-২১

তখন মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন অপর ধনু লইয়া যুদ্ধে পরাক্রম পূর্ব্বক পাঁচটি বাণদ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। ২২

রাজন্! সেই সময় এই দুই বীর রক্তাপ্লুত হইয়া বসন্ত ঋতুতে বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তখন সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করত অমর্ষপূর্ণ দ্রোণাচার্য্য পরাক্রমপ্রকাশ করিয়া পুনরায় ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ২৪

তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে তাঁহার উপর আনতপর্ব্বযুক্ত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তখন মনে হইল মেঘ পর্ব্বতে বারিবর্ষণ করিতেছে ॥২৫

সেই সঙ্গে তিনি ভল্লাস্ত্রে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথিকে বিনাশ করিয়া রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন এবং চারিটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকেও নিধন করিলেন। তারপর দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গণে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় অপর এক ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে স্থিত দ্বিতীয় ধনুটিকেও ছেদন করিলেন। ২৬-২৭

এইভাবে ধনু ছিন্ন হইলে এবং অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদা লইয়া রথ হইতে নামিতে চেষ্টা করিলেন।

ভারত! সেই সময়ে দ্রোণাচার্য্য অতিক্রত বাণ নিক্ষেপ করিয়া রথ হইতে নামিবার সময়েই তাঁহার হাত হইতে গদাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। তখন ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ২৮-২৯

অনন্তর সুন্দরবাহু বলবান্ বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন চন্দ্রতুল্য শতকিরণে সুশোভিত, তেজস্বী ও বিস্তৃত চর্ম (ঢাল) এবং দিব্য ও বিশাল খড়্গ হাতে লইয়া দ্রোণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর সবেগে সেইরূপে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ মাংসকামী সিংহ বনে কোন এক মদমত্ত হাতীর উপর ধাবিত হয়। ৩০-৩১

ভারত! সেই সময় আমরা সেখানে দ্রোণাচার্য্যের অদ্ভুত হস্তনৈপুণ্য, অস্ত্রপ্রয়োগ, বাহুবল ও পুরুষার্থ প্রত্যক্ষ করিলাম। ৩২

তিনি তখন স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের সহসা অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অতএব তিনি বলবান্ হইয়াও যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ৩৩

দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক রুদ্ধ হইয়া মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন সিদ্ধহস্ত বীর পুরুষের ন্যায় নিজের ঢালের সাহায্যেই তাঁহার বাণসমূহ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তখন বলবান্ বীর মহাবাহু ভীম সহসা সমরাঙ্গণে মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহায়তা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৫

স দ্রোণং নিশিতৈর্বাণৈ রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
পার্ষতঞ্চ রথং তূর্ণং স্বকমারোহৎ তদা ॥ ৩৬
ততো দুর্য্যোধনো রাজন্ ভানুমন্তমচোদয়ৎ।
সৈন্যেন মহতা যুক্তং ভারদ্বাজস্য রক্ষণে ॥ ৩৭
ততঃ সা মহতী সেনা কলিঙ্গানাং জনেশ্বর।
ভীমমভ্যুদ্যযৌ তূর্ণং তব পুত্রস্য শাসনাৎ ॥ ৩৮
পাঞ্চাল্যমথ সন্ত্যজ্য দ্রোণোঽপি রথিনাং বরঃ।
বিরাট-দ্রুপদৌ বৃদ্ধৌ বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৯
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি সমরে ধর্মরাজানমভ্যয়াৎ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪০
কলিঙ্গানাঞ্চ সমরে ভীমস্য চ মহাত্মনঃ।
জগতঃ প্রক্ষয়করং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণযুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

রাজন্! তিনি সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি সত্বর নিজ রথে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩৬

মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ ভানুমান্‌কে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন ॥ ৩৭

জনেশ্বর! সেই সময় আপনার পুত্রের আজ্ঞায় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণের সেই বিশাল সৈন্য অতিক্রান্ত ভীমসেনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৮

তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যও ধৃষ্টদ্যুম্নকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধস্থলে বিরাট ও দ্রুপদ এই দুই বৃদ্ধ নরপতিকে অগ্রগমনে বাধা দিলেন ॥ ৩৯

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই রণাঙ্গনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে চলিয়া গেলেন। তারপর সমরস্থলে কলিঙ্গদেশীয় যোদ্ধাদিগের ও মহামনস্বী ভীমসেনের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ জগতের বিনাশকর ঘোরস্বরূপ ও মহাভয়প্রদ ছিল ॥ ৪০-৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কলিঙ্গৈর্নিষাদৈশ্চ সহ ভীমসেনস্য যুদ্ধম্, ভীমসেনেন শক্রদেব-ভানুমৎ-কেতুমতাং বিনাশঃ, তেষাং সৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রতিসমাদ্দিষ্টঃ কালিঙ্গো বাহিনীপতিঃ।
কথমদ্ভুতকর্মাণং ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ১
চরন্তং গদয়া বীরং দণ্ডহস্তমিবান্তকম্।
যোধয়ামাস সমরে কালিঙ্গঃ সহ সেনয়া ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

পুত্রেণ তব রাজেন্দ্র স তথোক্তো মহাবলঃ।
মহত্যা সেনয়া গুপ্তঃ প্রায়াদ্ ভীমরথং প্রতি ॥ ৩
তামাপতন্তীং মহতীং কলিঙ্গানাং মহাচমূম্।
রথাশ্ব-নাগকলিলাং প্রগৃহীতমহায়ুধাম্ ॥ ৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কলিঙ্গ ও নিষাদগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ, ভীমসেন কর্তৃক শক্রদেব, ভানুমান্ ও কেতুমানের বিনাশ এবং তাঁহাদের বহু সৈন্য সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের সেরূপ আজ্ঞা পাইয়া সেনাপতি কলিঙ্গরাজ অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাবল ভীমসেনের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিলেন? ১

বীরবর ভীমসেন যখন হাতে গদা লইয়া বিচরণ করিতে থাকে, তখন তাহাকে দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় মনে হয়। তাহার সহিত সৈন্যসহ কলিঙ্গরাজ কিরূপে যুদ্ধ করিলেন? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনার পুত্রের পূর্ব্বোক্ত আদেশ পাইয়া স্বীয় বিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত মহাবল কলিঙ্গরাজ ভীমসেনের রথের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৩

ভারত! রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক বাহিনীতে পূর্ণ কলিঙ্গরাজের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে হস্তে বড় বড় অস্ত্রসমূহ ধারণ করত আসিতে দেখিয়া চেদিদেশীয় সৈন্যগণের সহিত

ভীমসেনঃ কলিঙ্গানামার্চ্ছদ্ ভারত বাহিনীম্।
কেতুমন্তঞ্চ নৈষাদিমায়ান্তং সহ চেদিভিঃ ॥ ৫
ততঃ শ্রুতায়ুঃ সংক্রুদ্ধো রাজ্ঞা কেতুমতা সহ।
আসসাদ রণে ভীমং ব্যূঢানীকেষু চেদিষু ॥ ৬
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ কলিঙ্গানাং নরাধিপ।
অযুতেন গজানাঞ্চ নিষাদৈঃ সহ কেতুমান্ ॥ ৭
ভীমসেনং রণে রাজন্ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ।
চেদি-মৎস্য-করূষাশ্চ ভীমসেনপদানুগাঃ ॥ ৮
অভ্যধাবন্ত সমরে নিষাদান্ সহ রাজভিঃ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ৯
ন প্রাজানন্ত যোধাঃ স্বান্ পরস্পরজিঘাংসয়া।
ঘোরমাসীৎ ততো যুদ্ধং ভীমস্য সহসা পরৈঃ ॥ ১০
যথেন্দ্রস্য মহারাজ মহত্যা দৈত্যসেনয়া।
তস্য সৈন্যস্য সংগ্রামে যুধ্যমানস্য ভারত ॥ ১১
বভূব সুমহান্ শব্দঃ সাগরস্যেব গর্জতঃ।
অন্যোন্যং স্ম তদা যোধা বিকর্ষন্তো বিশাম্পতে ॥ ১২
মহীং চক্রুশ্চিতাং সর্বাং শশলোহিতসন্নিভাম্।
যোধাংশ্চ স্বান্ পরান্ বাপি নাভ্যজানন্ জিঘাংসয়া ॥১৩
স্বানপ্যাদদতে স্বাশ্চ শূরাঃ পরমদুর্জয়াঃ।
বিমর্দঃ সুমহানাসীদল্পানাং বহুভিঃ সহ ॥ ১৪
কলিঙ্গৈঃ সহ চেদীনাং নিষাদৈশ্চ বিশাম্পতে।
কৃত্বা পুরুষকারং তু যথাশক্তি মহাবলাঃ ॥ ১৫
ভীমসেনং পরিত্যজ্য সংন্যবর্তন্ত চেদয়ঃ।
সর্বৈঃ কলিঙ্গৈরাসন্নঃ সংনিবৃত্তেষু চেদিষু ॥ ১৬
স্ববাহুবলমাস্থায় ন ন্যবর্তত পাণ্ডবঃ।
ন চচাল রথোপস্থাদ্ ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ১৭
শিতৈরবাকিরদ্ বাণৈঃ কলিঙ্গানাং বরূথিনীম্।
কালিঙ্গস্তু মহেষ্বাসঃ পুত্রশ্চাস্য মহারথঃ ॥ ১৮

ভীমসেন তাহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আগত নিষাদরাজ কেতুমান্‌কেও বাণ বিদ্ধ করিলেন। ৩-৫

তখন রাজা কেতুমানের সহিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শ্রুতায়ুও ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে চেদিদেশীয় সৈন্যগণ ব্যূহবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। ৬

নরশ্রেষ্ঠ! কলিঙ্গদেশের কয়েক সহস্র রথ ও দশ হাজার হস্তী এবং নিষাদদিগের সহিত কেতুমান্ সেই রণাঙ্গনে ভীমসেনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

তখন ভীমসেনের পদাঙ্ক অনুসরণকারী চেদি, মৎস্য ও করূষদেশের ক্ষত্রিয়গণ সমরাঙ্গনে নিষাদ ও তাহাদের নৃপগণের উপর আক্রমণ করিলেন। তখন উভয়পক্ষের মধ্যে ঘোরতর ও ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৭-৯

মহারাজ! সেই সময় পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সকল যোদ্ধাই নিজের ও শত্রুর কাহাকেও চিনিতে পারিল না। শত্রুদিগের সহিত ভীমসেনের এই যুদ্ধ সহসা তাদৃশ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যেরূপ বিশাল দৈত্যসৈন্যের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল।

হে ভারত! সংগ্রামস্থলে যুদ্ধরত সেই কলিঙ্গ-সৈন্যগণের মহাকোলাহল সমুদ্র গর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল।

রাজন্! সেই সময় সকল যোদ্ধা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে সমগ্র রণভূমি রক্তরঞ্জিত শবদেহে পূর্ণ করিয়া দিলেন। সেই ভূমি তখন শশের (খরগোশের) রক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

পরম দুর্জয় শূরসৈনিকগণ শত্রুসৈন্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় তখন এমন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল যে, নিজের ও পরের সৈন্য বিষয়ে কিছুই তাহাদের বোধ ছিল না। তাহারা নিজেরা নিজেরাই বহুবার নিজেদের সৈন্যগণকেই বধ করিবার জন্য ধরিয়া ফেলিয়াছিল।

রাজন্! এইরূপে সেখানে বহুসংখ্যক কলিঙ্গ ও নিষাদগণের সহিত অল্পসংখ্যক চেদিদেশীয় সৈন্যবাহিনীর অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

মহাবল চেদিসৈন্যরা যথাশক্তি পুরুষার্থ দেখাইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করত নিবর্তিত হইল।

চেদিদেশীয় সৈন্যগণ নিবর্তিত হইলে সমস্ত কলিঙ্গ-সৈন্যরা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল। তখন পাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেন নিজের বাহুবলের উপর ভরসা করিয়া পশ্চাদপসরণ করিলেন না এবং রথের উপর বসিয়া অল্পও বিচলিত হইলেন না। ১০-১৭

তিনি কলিঙ্গসৈন্যের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কলিঙ্গরাজ ও তাঁহার মহারথ পুত্র

শক্রদেবো ইতি খ্যাতো জঘ্নতুঃ পাণ্ডবং শরৈঃ।
ততো ভীমো মহাবাহুর্বিধুন্বন্ রুচিরং ধনুঃ ॥ ১৯
যোধয়ামাস কালিঙ্গং স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ।
শক্রদেবস্তু সমরে বিসৃজন্ সায়কান্ বহূন্ ॥ ২০
অশ্বান্ জঘান সমরে ভীমসেনস্য সায়কৈঃ।
তং দৃষ্ট্বা বিরথং তত্র ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ২১
শক্রদেবোঽভিদুদ্রাব শরৈরবকিরন্ শিতৈঃ।
ভীমস্যোপরি রাজেন্দ্র শক্রদেবো মহাবলঃ ॥ ২২
ববর্ষ শরবর্ষাণি তপান্তে জলদো যথা।
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ২৩
শক্রদেবায় চিক্ষেপ সর্বশৈক্যায়সীং গদাম্।
স তয়া নিহতো রাজন্ কালিঙ্গতনয়ো রথাৎ ॥ ২৪
সধ্বজঃ সহসূতেন জগাম ধরণীতলম্।
হতমাত্মসুতং দৃষ্ট্বা কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ ॥ ২৫
রথৈরনেকসাহস্রৈর্ভীমস্যাবারয়দ্ দিশঃ।

শক্রদেব উভয়ে মিলিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের উপর বাণপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্ববাহুবলের আশ্রয় করত সুন্দর ধনু টঙ্কারিত করিতে করিতে কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

শক্রদেব বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া সেই অস্ত্রসমূহে ভীমসেনের অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন

শত্রুদমন ভীমসেনকে সেখানে রথহীন দেখিয়া শক্রদেব তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

রাজেন্দ্র! যেরূপ গ্রীষ্মকালের শেষে বর্ষাকালে জলবর্ষী মেঘ প্রভৃত জলরাশি বর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবল শক্রদেব ভীমসেনের উপর বাণশ্রেণী বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

যাহার অশ্ব নিহত হইয়াছে, সেই রথের উপরেই দাঁড়াইয়া মহাবলশালী ভীমসেন শক্রদেবকে লক্ষ্য করত সম্পূর্ণভাগ লৌহে নির্ম্মিত স্বীয় গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥

রাজন্! সেই গদার আঘাতে কলিঙ্গরাজকুমার শক্রদেব প্রাণ হারাইয়া স্বীয় সারথি ও ধ্বজের সহিত রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥

নিজ পুত্রকে নিহত দেখিয়া কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু বহু হাজার রথের দ্বারা ভীমসেনকে চারিদিক্ দিয়া রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥

ততো ভীমো মহাবেগাং ত্যক্ত্বা গুর্বীং মহাগদাম্ ॥২৬
নিস্ত্রিংশমাদদে ঘোরং চিকীর্ষুঃ কর্ম দারুণম্।
চর্ম চাপ্রতিমং রাজন্নার্ষভং পুরুষর্ষভ ॥ ২৭
নক্ষত্রৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ শাতকুম্ভময়ৈশ্চিতম্।
কালিঙ্গস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধনুর্জ্যামবমৃজ্য চ ॥ ২৮
প্রগৃহ্য চ শরং ঘোরমেকং সর্পবিষোপমম্।
প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় বধাকাঙ্ক্ষী জনেশ্বরঃ ॥ ২৯
তমাপতন্তং বেগেন প্রেরিতং নিশিতং শরম্।
ভীমসেনো দ্বিধা রাজংশ্চিচ্ছেদ বিপুলাসিনা ॥ ৩০
উদক্রোশচ্চ সংহৃষ্টস্ত্রাসয়ানো বরূথিনীম্।
কালিঙ্গোঽথ ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনায় সংযুগে ॥ ৩১
তোমরান্ প্রাহিণোচ্ছিঘ্রং চতুর্দশ শিলাশিতান্।
তানপ্রাপ্তান্ মহাবাহুঃ খগতানেব পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
চিচ্ছেদ সহসা রাজন্নসম্ভ্রান্তো বরাসিনা।
নিকৃত্য তু রণে ভীমস্তোমরান্ বৈ চতুর্দ্দশ ॥ ৩৩

নরশ্রেষ্ঠ! তখন ভীমসেন অত্যন্ত বেগশালিনী ও গুরুতরা গদাকে সেখানে ত্যাগ করিয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং ঋষভের চর্ম্মনির্ম্মিত অনুপম একটি ঢাল লইলেন। রাজন্! এই ঢাল স্বর্ণময় নক্ষত্র ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্ফুলিঙ্গ বিজড়িত ছিল ॥

এদিকে ক্রুদ্ধ কলিঙ্গরাজ ধনুর গুণকে ঘর্ষণ করিয়া সর্পবিষতুল্য ভয়ঙ্কর একটি বাণ গ্রহণ করত ভীমসেনের বধ কামনাপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮-২৯

রাজন্! ভীমসেন নিজের বিশাল খড়্গের দ্বারা তাঁহার সবেগে চালিত তীক্ষ্ণ বাণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যবাহিনীকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন ॥

তখন কলিঙ্গরাজ রণাঙ্গনে অতিশয় কুপিত হইয়া ভীমসেনের উপর অতিক্রত চৌদ্দটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন, যাহাদিগকে পূর্ব্বে শিলাতে সান দিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল করা হইয়াছিল ॥

রাজন্! সেই তোমরগুলি ভীমসেনের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন বিভ্রান্ত না হইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ তরবারি দ্বারা সহসা আকাশেই সেগুলিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥

ভানুমন্তং ততো ভীমঃ প্রাদ্রবৎ পুরুষর্ষভঃ।
ভানুমাংস্তু ততো ভীমং শরবর্ষেণ ছাদয়ন্ ॥ ৩৪
ননাদ বলবন্নাদং নাদয়ানো নভস্তলম্।
ন চ তং মমৃষে ভীমঃ সিংহনাদং মহাহবে ॥ ৩৫
ততঃ শব্দেন মহতা বিননাদ মহাস্বনঃ।
তেন নাদেন বিত্রস্তা কলিঙ্গানাং বরূথিনী ॥ ৩৬
ন ভীমং সমরে মেনে মানুষং ভরতর্ষভ।
ততো ভীমো মহাবাহুর্নদিত্বা বিপুলং স্বনম্ ॥ ৩৭
সাসির্বেগবদাপ্লুত্য দন্তাভ্যাং বারণোত্তমম্।
আরুরোহ ততো মধ্যং নাগরাজস্য মারিষ ॥ ৩৮
ততো মুমোচ কালিঙ্গঃ শক্তিং তামকরোদ্ দ্বিধা।
খড়্গেন পৃথুনা মধ্যে ভানুমন্তমথাচ্ছিনৎ ॥ ৩৯
সোঽন্তরায়ুধিনং হত্বা রাজপুত্রমরিন্দমঃ।
গুরুং ভারসহং স্কন্ধে নাগস্যাসিমপাতয়ৎ ॥ ৪০
ছিন্নস্কন্ধঃ স বিনদন্ পপাত গজযূথপঃ।
আরুগ্ণঃ সিন্ধুবেগেন সানুমানিব পর্বতঃ ॥ ৪১
ততস্তস্মাদবপ্লুত্য গজাদ্ ভারত ভারতঃ।
খড়্গপাণিরদীনাত্মা তস্থৌ ভূমৌ সুদংশিতঃ ॥ ৪২
স চচার বহূন্ মার্গানভিতঃ পাতয়ন্ গজান্।
অগ্নিচক্রমিবাবিদ্ধং সর্বতঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৩
অশ্ববৃন্দেষু নাগেষু রথানীকেষু চাভিভূঃ।
পদাতীনাঞ্চ সঙ্ঘেষু বিনিঘ্নন্ শোণিতোক্ষিতঃ ॥ ৪৪
শ্যেনবদ্ ব্যচরদ্ ভীমো রণেঽরিষু বলোৎকটঃ।
ছিন্দংস্তেষাং শরীরাণি শিরাংসি চ মহাবলঃ ॥ ৪৫
খড়্গেন শিতধারেণ সংযুগে গজযোধিনাম্।
পদাতিরেকঃ সংক্রুদ্ধঃ শত্রূণাং ভয়বর্ধনঃ ॥ ৪৬
সম্মোহয়ামাস স তান্ কালান্তকযমোপমঃ।
মূঢাশ্চ তে তমেবাজৌ বিনদন্তঃ সমাদ্রবন্ ॥ ৪৭

এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন রণাঙ্গনে সেই চৌদ্দটি তোমরকে ছিন্ন করিয়া ভানুমানের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥

ইহা দেখিয়া ভানুমান্ স্বীয় বাণবর্ষণ করত ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে ভানুমানের উক্ত সিংহনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। ৩০-৩৫

তখন তিনি আরও অধিক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই গর্জনে কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া উঠিল ॥ ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন কলিঙ্গসৈন্যেরা যুদ্ধে ভীমসেনকে মনুষ্য নহে, দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। আর্য! তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে হাতে তরবারি লইয়া সবেগে লম্ফ প্রদান করত গজরাজের দন্তদ্বয়ের সাহায্যে তাহার মস্তকে আরোহণ করিলেন ॥ ৩৭-৩৮

এই অবসরে কলিঙ্গরাজকুমার ভানুমান্ তাঁহার উপর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ভীমসেন উহাকেও দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন এবং স্বীয় বিশাল খড়্গের দ্বারা ভানুমানের শরীরের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯

এইরূপে হাতীতে আরোহণ করত যুদ্ধরত কলিঙ্গরাজকুমার ভানুমান্‌কে নিহত করিয়া শত্রুদমন ভীমসেন ভার সহ্য করিতে সমর্থ স্বীয় বিশাল তরবারিকে সেই হস্তীর স্কন্ধের উপর পাতিত করিলেন ॥ ৪০

তাহাতে স্কন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইলে গজযূথপতি তখন উৎকট চীৎকার করিতে করিতে সমুদ্রের বেগে ভগ্ন শিখরযুক্ত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল ॥ ৪১

ভারত! তারপর কবচধারী, খড়্গপাণি, উদারহৃদয় ও ভরতবংশধর ভীমসেন সেই হস্তী হইতে সহসা লাফাইয়া পড়িয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৪২

অনন্তর তিনি উভয়দিকে হস্তিগণকে পাতিত করিতে করিতে নানা মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঘূর্ণিত অলাতচক্রের ন্যায় তাঁহাকে চারিদিকেই দেখা যাইতে লাগিল ॥৪৩

শক্তিশালী ভীমসেন অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিক সৈন্যসকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

উৎকট বলশালী ও মহাশক্তিধর ভীমসেন শত্রুগণের মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদের শরীর ও মস্তকসমূহ ছেদন করিতে করিতে বাজপক্ষীসদৃশ রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ৪৫

সেই রণস্থলে গজারূঢ় হইয়া যুদ্ধরত যোদ্ধাদিগের মস্তকসমূহ স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারির সাহায্যে ছেদন করিতে করিতে ভীমসেন একাকীই ক্রুদ্ধ হইয়া পদব্রজে বিচরণ করিতে এবং শত্রুদিগের ভয় বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। কালান্তক যমতুল্য এই ভীম তখন সেই সৈন্যগণকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিলেন

সাসিমুত্তমবেগেন বিচরন্তং মহারণে।
নিকৃত্য রথিনাং চাঙ্গৌ রথেষাশ্চ যুগানি চ ॥ ৪৮
জঘান রথিনশ্চাপি বলবান্ রিপুমর্দনঃ।
ভীমসেনশ্চরন্ মার্গান্ সুবহূন্ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৯
ভ্রান্তমাবিদ্ধমুদ্ভ্রান্তমাপ্লুতং প্রসৃতং প্লুতম্।
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ দর্শয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥ ৫০
কেচিদগ্রাসিনা ছিন্নাঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
বিনেদুর্ভিন্নমর্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ ॥ ৫১
ছিন্নদন্তাগ্রহস্তাশ্চ ভিন্নকুম্ভাস্তথা পরে।
বিযোধাঃ স্বান্যনীকানি জঘ্নুর্ভারত বারণাঃ ॥ ৫২
নিপেতুরুর্ব্যাঞ্চ তথা বিনদন্তো মহারবান্।
ছিন্নাংশ্চ তোমরান্ রাজন্ মহামাত্রশিরাংসি চ ॥ ৫৩

তখন মূঢ় সৈন্যরা গর্জন করিতে করিতে তাঁহারই নিকটে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল (এবং মৃত্যুবরণ করিল)। ভীমসেন হাতে তরবারি লইয়া সেই মহাসংগ্রামস্থলে দ্রুতবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥

শত্রুমর্দন বলশালী ভীমসেন যুদ্ধে রথারোহিগণের রথসমূহের ঈষাদণ্ড ও যুগ (জুয়াল)-সকল ছেদন করিয়া রথিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে নানামার্গে বিচরণ করিতে দেখা যাইল। তিনি খড়্গযুদ্ধের ভ্রান্ত (তরবারিকে মণ্ডলাকারে ঘুরানর নাম ভ্রান্ত), আবিদ্ধ (উহা অধিক পরিশ্রমসাধ্য হইলে আবিদ্ধ বলা হয়), উদ্ভ্রান্ত (উর্দ্ধদিকে তরবারিকে ঘুরানর নাম উদ্ভ্রান্ত), আপ্লুত (তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে উপরে লাফাইয়া উঠার নাম—আপ্লুত), প্রসৃত (সর্ব্বদিকে তরবারি প্রক্ষেপের নাম—প্রসৃত), প্লুত (তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর হওয়ার নাম—প্লুত), সম্পাত (তরবারির বেগকে সম্পাত বলা হয়) ও সমুদীর্ণ (শত্রুদিগের উপর তরবারি প্রহার ও আঘাত করিবার উদ্যমকে বলা হয়—সমুদীর্ণ) প্রভৃতি নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৫০

পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা ভীমসেন শ্রেষ্ঠ তরবারির অগ্রভাগের আঘাতে বহু হাতীর অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল, কাহারও মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ হইল এবং তাহারা তখন উৎকট চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥ ৫১

ভরতনন্দন! কোন কোন গজরাজের দন্ত ও শুণ্ডের

পরিস্তোমান্ বিচিত্রাংশ্চ কক্ষ্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ।
গ্রৈবেয়াণ্যথ শক্তীশ্চ পতাকাঃ কণকপাংস্তথা ॥ ৫৪
তূণীরানথ যন্ত্রাণি বিচিত্রাণি ধনূংষি চ।
ভিন্দিপালানি শুভ্রাণি তোত্রাণি চাঙ্কুশৈঃ সহ ॥ ৫৫
ঘণ্টাশ্চ বিবিধা রাজন্ হেমগর্ভাংস্তরূনপি।
পততঃ পাতিতাংশ্চৈব পশ্যামঃ সহ সাদিভিঃ ॥ ৫৬
ছিন্নগাত্রাবরকরৈর্নিহতৈশ্চাপি বারণৈঃ।
আসীদ্ ভূমিঃ সমাস্তীর্ণা পতিতৈর্ভূধরৈরিব ॥ ৫৭
বিমৃদ্যৈবং মহানাগান্ মমর্দাশ্বান্ মহাবলঃ।
অশ্বারোহবরাংশ্চৈব পাতয়ামাস সংযুগে ॥ ৫৮
তদ্ ঘোরমভবদ্ যুদ্ধং তস্য তেষাঞ্চ ভারত।
খলীনান্যথ যোক্ত্রাণি কক্ষ্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ ॥ ৫৯

অগ্রভাগ কাটিয়া যাইল এবং কাহারও আবার কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। এই অবস্থায় তাহারা এদিক্ ওদিক্ যাইয়া উন্মত্ততাবশতঃ যুদ্ধরত নিজেদের বহু সৈন্যকে বিনষ্ট করিল এবং সেই সৈন্যরা তখন মহাশব্দে চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল ॥

রাজন্! আমরা সেখানে দেখিলাম—বহু তোমর ও হস্তিপকদিগের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, হস্তিগণের পৃষ্ঠের উপরে বিছান বিচিত্র বিচিত্র পাতনবস্ত্র পড়িয়া আছে। হস্তীদিগকে বন্ধন করিবার যোগ্য স্বর্ণভূষিত উজ্জ্বল রজ্জুসমূহ পতিত আছে, হস্তী ও অশ্বগণের গলদেশের আভরণ, শক্তি, পতাকা, কণপ (মুদ্গর), তূণ, বিচিত্র যন্ত্র, ধনু, শ্বেতবর্ণ ভিন্দীপাল, তোত্র (লাগাম), অঙ্কুশ, বিবিধ ঘণ্টা ও স্বর্ণজড়ান খড়্গমুষ্টি—এই সব বস্তু আরোহীসহ পতনোন্মুখ এবং পতিত হইয়াছে ॥ ৫২-৫৬

কোথাও ছিন্ন হস্তিগণের শরীরের উর্দ্ধভাগ পড়িয়া আছে। কোথাও উহার অধোভাগ পড়িয়া আছে। কোথাও ছিন্ন শুণ্ড পতিত আছে, আবার কোথাও মৃত হাতীর দেহ পড়িয়া আছে। এই সবে আচ্ছাদিত সেই রণভূমি পর্ব্বতে আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৫৭

ভারত! এইরূপে মহাবল ভীমসেন বহু গজরাজগণকে বিনষ্ট করিয়া অন্য আরও প্রাণীদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি সমরাঙ্গণে বহু প্রধান অশ্বারোহীদিগকেও নিহত করিলেন। এই ভাবে ভীমসেন ও কলিঙ্গসৈন্যগণের সেই যুদ্ধ অত্যন্ত ঘোরতররূপ ধারণ করিল ॥

পরিস্তোমাশ্চ প্রাসাশ্চ ঋষ্টয়শ্চ মহাধনাঃ।
কবচাণ্যথ চর্মাণি চিত্রাণ্যাস্তরণানি চ ॥ ৬০
তত্র তত্রাপবিদ্ধানি ব্যদৃশ্যন্ত মহাহবে।
প্রাসৈর্যন্ত্রৈর্বিচিত্রৈশ্চ শস্ত্রৈশ্চ বিমলৈস্তথা ॥ ৬১
স চক্রে বসুধাং কীর্ণাং শবলৈঃ কুসুমৈরিব।
আপ্লুত্য রথিনঃ কাংশ্চিৎ পরামৃশ্য মহাবলঃ ॥ ৬২
পাতয়ামাস খঙ্গেন সধ্বজানপি পাণ্ডবঃ।
মুহুরুৎপততো দিক্ষু ধাবতশ্চ যশস্বিনঃ ৬৩
মার্গাংশ্চ চরতশ্চিত্রং ব্যস্ময়ন্ত রণে জনাঃ।
স জঘান পদা কাংশ্চিদ্ ব্যাক্ষিপ্যাম্ন্যানপোথয়ৎ ॥ ৬৪
খঙ্গেনান্যাংশ্চ চিচ্ছেদ নাদেনান্যাংশ্চ ভীষয়ন্।
উরুবেগেন চাপ্যন্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৫
অপরে চৈনমালোক্য ভয়াৎ পঞ্চত্বমাগতাঃ।
এবং সা বহুলা সেনা কলিঙ্গানাং তরস্বিনাম্ ॥ ৬৬
পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং ভীমসেনমুপাদ্রবৎ।

সেই মহাযুদ্ধে অশ্বগণের লাগাম, জোয়াল, স্বর্ণভূষিত উজ্জ্বল রজ্জু, পৃষ্ঠে বদ্ধ পরিস্তোম (পালক—গদী), প্রাস, বহুমূল্য ঋষ্টি, কবচ, ঢাল ও নানাপ্রকার বিচিত্র আস্তরণসমূহ এ দিকে ওদিকে ছড়াইয়া আছে দেখা যাইল ॥

ভীমসেন বহু প্রাস, বিচিত্র যন্ত্র ও চকচকে অস্ত্রসমূহে সেই-স্থান পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহাতে মনে হইল—সেই স্থান পুষ্পসমূহে আচ্ছাদিত আছে ॥

মহাবল পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন লম্ফপ্রদান করত বহু রথীর নিকটেই যাইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ধ্বজার সহিত তরবারির সাহায্যে ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন।

তিনি পুনঃ পুনঃ লম্ফপ্রদান করিতে, চারিদিকে দৌড়াইতে এবং যুদ্ধের বিচিত্র নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যশস্বী ভীমসেনের এই পরাক্রম দেখিয়া সকল মানুষই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল।

তিনি বহু যোদ্ধাকে পদাঘাতে বধ করিলেন, কাহাদিগকে উপরে তুলিয়া সবেগে নিম্নে প্রোথিত করিয়া দিলেন, কাহাদিগকে তরবারিতে ছেদন করিলেন, অন্য সকল যোদ্ধাকে নিজের ভীষণ গর্জনেই ভীত করিয়া ফেলিলেন এবং কত যোদ্ধাকে নিজের প্রবল বেগে ভূতলে পাতিত করিলেন। ৫৮-৬৫

অপর অনেক যোদ্ধা ইঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে পঞ্চত্ব (মৃত্যু) লাভ করিল। এইভাবে মৃত্যুবরণ করিতে থাকিলেও বেগশালী

ততঃ কালিঙ্গসৈন্যানাং প্রমুখে ভরতর্ষভ ॥ ৬৭
শ্রুতায়ুষমভিপ্রেক্ষ্য ভীমসেনঃ সমভ্যয়াৎ।
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য কালিঙ্গো নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৬৮
ভীমসেনমমেয়াত্মা প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
কালিঙ্গবাণাভিহতস্তোত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ ॥ ৬৯
ভীমসেনঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেনাগ্নিরিবেধিতঃ।
অথাশোকঃ সমাদায় রথং হেম-পরিষ্কৃতম্ ॥ ৭০
ভীমং সম্পাদয়ামাস রথেন রথসারথিঃ।
তমারুহ্য রথং তূর্ণং কৌন্তেয়ঃ শত্রুসূদনঃ ॥ ৭১
কালিঙ্গমভিদুদ্রাব তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ততঃ শ্রুতায়ুর্বলবান্ ভীমায় নিশিতান্ শরান্ ॥ ৭২
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
স কার্মুকবরোৎসৃষ্টৈর্নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৩
সমাহতো মহারাজ কালিঙ্গেন মহাত্মনা।
সংক্রুক্রুশে ভৃশং ভীমো দণ্ডাহত ইবোরগঃ ॥ ৭৪

কালঙ্গ বীরগণের সেই বিশাল বাহিনী রণক্ষেত্রে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে আবৃত করিয়া পুনরায় ভীমসেনের উপর ধাবিত হইল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! কলিঙ্গসৈন্যের অগ্রভাগে শ্রুতায়ুকে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অমিত আত্মবলসম্পন্ন কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ভীমসেনের বক্ষে নয়টি বাণে আঘাত করিলেন। কলিঙ্গরাজের বাণে আহত ভীমসেন তখন অঙ্কুশের প্রহারে পীড়িত হাতীর ন্যায় ক্রোধে ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন।

এই সময় ভীমসেনের রথ সারথি অশোক একটি স্বর্ণভূষিত রথ লইয়া ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে রথ-সম্পন্ন করিল।

শত্রুসূদন কুন্তীনন্দন ভীমসেন অতিক্রত সেই রথে আরোহণ করিয়া কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—যুদ্ধে অবস্থান কর অবস্থান কর ॥

তখন বলবান্ শ্রুতায়ু কুপিত হইয়া হস্তের অস্ত্রচালনানৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ভীমসেনের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥

মহারাজ! মহাত্মা কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুকর্তৃক শ্রেষ্ঠ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে আহত হইয়া ভীমসেন দণ্ডের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৬৬-৭৪

ক্রুদ্ধশ্চ চাপমায়ম্য বলবদ্ বলিনাং বরঃ।
কালিঙ্গমবধীৎ পার্থো ভীমঃ সপ্তভিরায়সৈঃ ॥ ৭৫
ক্ষুরাভ্যাং চক্ররক্ষৌ চ কালিঙ্গস্য মহাবলৌ।
সত্যদেবঞ্চ সত্যঞ্চ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৭৬
ততঃ পুনরমেয়াত্মা নারাচৈর্নিশিতৈস্ত্রিভিঃ।
কেতুমন্তং রণে ভীমোঽগময়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৭৭
ততঃ কলিঙ্গাঃ সংরদ্ধা ভীমসেনমমর্ষণম্।
অনীকৈর্বহুসাহস্রৈঃ ক্ষত্রিয়াঃ সমবারয়ন্ ॥ ৭৮
ততঃ শক্তি-গদা-খড়্গ-তোমরর্ষ্টি-পরশ্বধৈঃ।
কলিঙ্গাশ্চ ততো রাজন্ ভীমসেনমবাকিরন্ ॥ ৭৯
সংনিবার্য্য স তাং ঘোরাং শরবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্।
গদামাদায় তরসা সংনিপত্য মহাবলঃ ॥ ৮০
ভীমঃ সপ্ত শতান্ বীরাননয়দ্ যমসাদনম্।
পুনশ্চৈব দ্বিসাহস্রান্ কালিঙ্গানরিমর্দনঃ ॥ ৮১
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
এবং স তান্যনীকানি কলিঙ্গানাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২
বিভেদ সমরে তূর্ণং প্রেক্ষ্য ভীষ্মং মহারথম্।
হতারোহাশ্চ মাতঙ্গাঃ পাণ্ডবেন কৃতা রণে ॥ ৮৩
বিপ্রজগ্মুরনীকেষু মেঘা বাতহতা ইব।
মৃদ্নন্তঃ স্বান্যনীকানি বিনদন্তঃ শরাতুরাঃ ॥ ৮৪
ততো ভীমো মহাবাহুঃ খড়্গহস্তো মহাভুজ।
সম্প্রহৃষ্টো মহাঘোষং শঙ্খং প্রাধ্মাপয়দ্ বলী ॥ ৮৫
সর্বকালিঙ্গ-সৈন্যানাং মনাংসি সমকম্পয়ৎ।
মোহশ্চাপি কলিঙ্গানামাবিবেশ পরন্তপ ॥ ৮৬
প্রাকম্পন্ত চ সৈন্যানি বাহনানি চ সর্বশঃ।
ভীমেন সমরে রাজন্ গজেন্দ্রেণেব সর্বশঃ ॥৮৭
মার্গান্ বহূন্ বিচরতা ধাবতা চ ততস্ততঃ।
মুহুরুৎপততা চৈব সম্মোহঃ সমপদ্যত ॥ ৮৮
ভীমসেনভয়ত্রস্তং সৈন্যঞ্চ সমকম্পয়ৎ।
ক্ষোভ্যমাণমসম্বাধং গ্রাহেণেব মহৎ সরঃ ॥ ৮৯
ত্রাসিতেষু চ সর্বেষু ভীমেনাদ্ভুতকর্মণা।
পুনরাবর্তমানেষু বিদ্রবৎসু চ সঙ্ঘশঃ ॥ ৯০

বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সুদৃঢ় ধনুকে সবলে আকর্ষণ করত লৌহনির্ম্মিত সাতটি বাণে কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুকে আহত করিলেন ॥ ৭৫

তারপর দুইটি ক্ষুরনামক বাণে কলিঙ্গরাজের চক্ররক্ষক মহাবল সত্যদেব ও সত্যকে যমলোকে পাঠাইলেন ॥ ৭৬

অনন্তর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ভীমসেন তিনটি তীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা রণক্ষেত্রে কেতুমান্‌কে নিহত করিয়া যমলোকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৭৭

তখন কলিঙ্গদেশীয় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কয়েক হাজার সৈন্যের সহিত আসিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত অমর্ষশীল ভীমসেনের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন ॥ ৭৮

রাজন্! সেই সময় কলিঙ্গযোদ্ধারা ভীমসেনের উপর শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশু বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭৯

সেই সমুত্থিত প্রচণ্ড বাণবর্ষণকে নিবারিত করিয়া মহাবল ভীমসেন হাতে গদা লইয়া সবেগে কলিঙ্গসৈন্যদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। তারপর সেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুমর্দ্দন ভীমসেন প্রথমে সাতশত বীরকে যমলোকে পাঠাইলেন। পুনরায় দুই হাজার কলিঙ্গসৈন্যকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

এইরূপে ভীমসেন মহারথী ভীষ্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলিঙ্গদেশের সৈন্যগণকে বারংবার সমরভূমিতে আক্রমণ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥

সেই রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন কর্তৃক আরোহীরা নিহত হইলে পর বহু মদমত্ত হস্তী বায়ুদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত মেঘের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং নিজেদেরই সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে বাণের দ্বারা পীড়িত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৮০-৮৪

তারপর মহাবাহু ভীমসেন হাতে খড়্গ লইয়া অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনিদ্বারা সমস্ত কলিঙ্গসৈন্যের চিত্ত কম্পিত করিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা তখন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৮৫-৮৭

রাজন্! সেই সমরাঙ্গণে গজরাজের ন্যায় বিভিন্ন মার্গে বিচরণকারী এবং এদিক্ ওদিকে ধাবিত ভীমসেনের ভয়ে সমস্ত সৈন্যগণ ও বাহনসকল কাঁপিতে লাগিল। ভীমসেন বারবার লাফাইতে থাকিলে সকলেই ভয়ে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥৮৭-৮৮

যেরূপ কোন বৃহৎ সরোবর গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) কর্তৃক নির্বাধে মথিত হইলে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ এই বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীমসেনকর্তৃক নির্বাধে মথিত হইয়া ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল ॥৮৯

অদ্ভুত কর্ম্মকারী ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত করিয়া দিলে কলিঙ্গদেশের সৈন্যরা যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে পলায়ন করিতে লাগিল

সর্বকালিঙ্গ-যোধেষু পাণ্ডূনাং ধ্বজিনীপতিঃ।
অব্রবীৎ স্বাননীকানি যুধ্যধ্বমিতি পার্ষতঃ॥ ৯১

সেনাপতিবচঃ শ্রুত্বা শিখণ্ডিপ্রমুখা গণাঃ।
ভীমমেবাভ্যবর্তন্ত রথানীকৈঃ প্রহারিভিঃ॥ ৯২

ধর্মরাজশ্চ তান্ সর্বানুপজগ্রাহ পাণ্ডবঃ।
মহতা মেঘবর্ণেন নাগানীকেন পৃষ্ঠতঃ॥ ৯৩

এবং সংনোদ্য সর্বাণি স্বাননীকানি পার্ষতঃ।
ভীমসেনস্য জগ্রাহ পার্ষ্ণিং সংপুরুষৈর্বৃতঃ॥ ৯৪

ন হি পাঞ্চালরাজস্য লোকে কশ্চন বিদ্যতে।
ভীম-সাত্যকয়োরন্যঃ প্রাণেভ্যঃ প্রিয়কৃত্তমঃ॥ ৯৫

সোঽপশ্যচ্চ কলিঙ্গেষু চরন্তমরিসূদনঃ।
ভীমসেনং মহাবাহুং পার্ষতঃ পরবীরহা॥ ৯৬

ননর্দ বহুধা রাজন্ হৃষ্টশ্চাসীৎ পরন্তপঃ।
শঙ্খং দধ্মৌ চ সমরে সিংহনাদং ননাদ চ॥ ৯৭

এবং কিয়দ্দূর পলাইয়া (রাজভয়ে) আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল, তখন পাণ্ডবসেনাপতি দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেদের সকল সৈন্যকে বলিলেন,—বীরগণ! উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর॥ ৯০-৯১

সেনাপতির বাক্য শুনিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথগণ প্রহারকুশল রথী সৈন্যদের সহিত ভীমসেনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন॥ ৯২

তারপর পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হস্তিগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া তাঁহাদের সকলের সহায়তা করিতে লাগিলেন॥ ৯৩

এইরূপে দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের সমগ্র সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সহিত ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিবার ভার সহস্তে গ্রহণ করিলেন॥ ৯৪

জগতে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট ভীমসেন ও সাত্যকি ব্যতীত এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইতে পারে॥ ৯৫

শত্রুবীরগণনাশক অরিহন্তা দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবাহু ভীমসেনকে কলিঙ্গসৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন॥ ৯৬

রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়াই শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নের হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার গর্জন করিতে লাগিলেন এবং সমরাঙ্গণে শঙ্খধ্বনি করিলেন ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৯৭

স চ পারাবতাশ্বস্য রথে হেমপরিষ্কৃতে।
কোবিদারধ্বজং দৃষ্ট্বা ভীমসেনঃ সমাশ্বসৎ॥ ৯৮

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু তং দৃষ্ট্বা কলিঙ্গৈঃ সমভিদ্রুতম্।
ভীমসেনমমেয়াত্মা ত্রাণায়াজৌ সমভ্যয়াৎ॥ ৯৯

তৌ দূরাৎ সাত্যকিং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন-বৃকোদরৌ।
কলিঙ্গান্ সমরে বীরৌ যোধয়েতাং মনস্বিনৌ॥ ১০০

স তত্র গত্বা শৈনেয়ো জবেন জয়তাং বরঃ।
পার্থ-পার্ষতয়োঃ পার্ষ্ণিং জগ্রাহ পুরুষর্ষভঃ॥ ১০১

স কৃত্বা দারুণং কর্ম প্রগৃহীতশরাসনঃ।
আস্থিতো রৌদ্রমাত্মানং কলিঙ্গানন্ববৈক্ষত॥ ১০২

কলিঙ্গপ্রভবাং চৈব মাংস-শোণিতকর্দমাম্।
রুধিরস্যন্দিনীং তত্র ভীমঃ প্রাবর্ত্তয়ন্নদীম্॥ ১০৩

অন্তরেণ কলিঙ্গানাং পাণ্ডবানাঞ্চ বাহিনীম্।
তাং সন্তুতার দুস্তারাং ভীমসেনো মহাবলঃ॥ ১০৪

পারাবতের (পায়রা) ন্যায় ধূসর বর্ণের অশ্ব যাঁহার রথে যোজিত ছিল, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের স্বর্ণভূষিত রথে কোবিদার-বৃক্ষের চিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতে দেখিয়া ভীমসেন আশ্বাসিত হইলেন॥ ৯৮

কলিঙ্গসৈন্যরা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইয়াছে দেখিয়া অপরিসীম আত্মবলসম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ৯৯

সেই সমরাঙ্গণে মনস্বী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন সাত্যকিকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া অধিক উৎসাহভরে কলিঙ্গসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ১০০

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান সাত্যকি অতি দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত হইয়া ভীমসেন ও সাত্যকির পৃষ্ঠপোষণ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ ইঁহাদের উভয়ের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ১০১

তিনি হাতে ধনু লইয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় রৌদ্ররূপ ধারণ করত কলিঙ্গসৈন্যগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন॥ ১০২

ভীমসেন এই স্থানে এক ভয়ঙ্কর নদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহা কলিঙ্গসৈন্যরূপ উৎপত্তি-স্থান হইতে নির্গত হইতেছিল। উহাতে মাংস ও শোণিত ছিল কর্দ্দমস্বরূপ এবং ঐ নদী রক্তের ধারা বহন করিতেছিল॥ ১০৩

কলিঙ্গ ও পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যভাগে প্রবাহিতা রক্তে দুস্তরা ঐ নদীকে মহাবল ভীমসেন স্বীয় পরাক্রমে পার হইয়াছিলেন॥ ১০৪

ভীমসেনং তথা দৃষ্ট্বা প্রাক্রোশংস্তাবকা নৃপ।
কালোঽয়ং ভীমরূপেণ কলিঙ্গৈঃ সহ যুধ্যতে ॥ ১০৫
ততঃ শান্তনবো ভীষ্মঃ শ্রুত্বা তং নিনদং রণে।
অভ্যায়াৎ ত্বরিতো ভীমং ব্যূঢ়ানীকঃ সমন্ততঃ ॥ ১০৬
তং সাত্যকির্ভীমসেনো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
অভ্যদ্রবন্ত ভীষ্মস্য রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ১০৭
পরিবার্য্য তু তে সর্ব্বে গাঙ্গেয়ং তরসা রণে।
ত্রিভিস্ত্রিভিঃ শরৈর্ঘোরৈর্ভীষ্মমানচ্ছুরোজসা ॥ ১০৮
প্রত্যবিধ্যত তান্ সর্ব্বান্ পিতা দেবব্রতস্তব।
যতমানান্ মহেষ্বাসাংস্ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ১০৯
ততঃ শরসহস্রেণ সংনিবার্য্য মহারথান্।
হয়ান্ কাঞ্চনসন্নাহান্ ভীমস্য ন্যহনচ্ছরৈঃ ॥ ১১০
হতাশ্বে স রথে তিষ্ঠন্ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
শক্তিং চিক্ষেপ তরসা গাঙ্গেয়স্য রথং প্রতি ॥ ১১১
অপ্রাপ্তামথ তাং শক্তিং পিতা দেবব্রতস্তব।

রাজন্! ভীমসেনকে সেইরূপে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—সাক্ষাৎ কালই এই ভীমসেনের রূপ ধারণ করিয়া কলিঙ্গসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ১০৫

তারপর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রণভূমিতে সেই কোলাহল শুনিয়া নিজ সৈন্যগণকে সর্ব্বদিকে ব্যূহবদ্ধ করত অতি সত্বর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১০৬

ভীষ্মের সেই স্বর্ণভূষিত রথের উপর সাত্যকি, ভীমসেন ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন একত্রে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০৭

তাঁহারা সকলে রণস্থলে গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে সবেগে আবৃত করিয়া তিনটি তিনটি করিয়া ভয়ঙ্কর বাণে তাঁহাকে যথাশক্তি পীড়িত করিলেন ॥ ১০৮

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সেখানে যুদ্ধের জন্য যত্নপরায়ণ ঐ সব মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদিগকে সরলগামী তিনটি তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন ॥ ১০৯

অনন্তর এক সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই তিন মহারথীকে নিবারণ করত স্বর্ণভূষায় সজ্জিত ভীমসেনের অশ্বগুলিকে স্বীয় বাণসমূহে নিহত করিলেন ॥ ১১০

অশ্ব নিহত হইলে সেই রথেই অবস্থান করত প্রতাপশালী ভীমসেন ভীষ্মের রথের উপর সবেগে একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১১

ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে সা পৃথিব্যামশীর্য্যত ॥ ১১২
ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্ব্বীং প্রগৃহ্য বলবান্ গদাম্।
ভীমসেনস্ততস্তূর্ণং পুপ্লুবে মনুজর্ষভ ॥ ১১৩
সাত্যকোঽপি ততস্তূর্ণং ভীমস্য প্রিয়কাম্যয়া।
গাঙ্গেয়সারথিং তূর্ণং পাতয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ১১৪
ভীষ্মস্তু নিহতে তস্মিন্ সারথৌ রথিনাং বরঃ।
বাতায়মানৈস্তৈরশ্বৈরপনীতো রণাজিরাৎ ॥ ১১৫
ভীমসেনস্ততো রাজন্নপযাতে মহাব্রতে।
প্রজজ্বাল যথা বহ্নির্দহন্ কক্ষমিবৈধিতঃ ॥ ১১৬
স হত্বা সর্ব্বকালিঙ্গান্ সেনামধ্যে ব্যতিষ্ঠত।
নৈনমভ্যুৎসহন্ কেচিৎ তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ১১৭
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তমারোপ্য স্বরথে রথিনাং বরঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বসৈন্যানামপোবাহ যশস্বিনম্ ॥ ১১৮
সম্পূজ্যমানঃ পাঞ্চাল্যৈর্মৎস্যৈশ্চ ভরতর্ষভ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং পরিষ্বজ্য সমেয়াদথ সাত্যকিম্ ॥ ১১৯

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নিজের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সেই শক্তিকে তিনখণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ঐ শক্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ১১২

নরশ্রেষ্ঠ! তখন বলবান্ ভীমসেন সমগ্র অংশই লৌহের সারভাগ দিয়া নির্ম্মিতা ভারবহা গদা হাতে লইয়া অতি দ্রুত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ১১৩

এদিকে সাত্যকিও ভীমসেনের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় অতি সত্বর ভীষ্মের সারথিকে স্বীয় বাণসমূহে বিনাশ করিলেন ॥ ১১৪

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সারথি নিহত হইলে বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা রণভূমি হইতে অপনীত হইলেন ॥ ১১৫

রাজন্! মহাব্রতধারী ভীষ্ম রণভূমি হইতে চলিয়া যাইলে ভীমসেন তৃণাদিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন ॥ ১১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন সকল কলিঙ্গ-সেনাকে সংহার করিয়া সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে থাকিলে, স্বীয় সৈন্যদেরও কেহ তাঁহার নিকট যাইতে সাহস পাইল না ॥ ১১৭

তারপর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন যশস্বী ভীমসেনকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া সকল সৈন্যের প্রত্যক্ষেই নিজ সৈন্য দলমধ্যে লইয়া যাইলেন ॥ ১১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাদিগের

অথাব্রবীদ্ ভীমসেনং সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
প্রহর্ষয়ন্ যদুব্যাঘ্রো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পশ্যতঃ॥ ১২০
দিষ্ট্যা কলিঙ্গরাজশ্চ রাজপুত্রশ্চ কেতুমান্।
শক্রদেবশ্চ কালিঙ্গঃ কলিঙ্গাশ্চ মৃধে হতাঃ॥ ১২১
স্ববাহুবলবীর্য্যেণ নাগাশ্ব-রথসঙ্কুলঃ।
মহাপুরুষভূয়িষ্ঠো ধীরযোধনিষেবিতঃ॥ ১২২
মহাব্যূহঃ কলিঙ্গানামেকেন মৃদিতস্ত্বয়া।
এবমুক্ত্বা শিনের্নপ্তা দীর্ঘবাহুররিন্দম।
রথাদ্ রথমভিক্রুত্য পর্য্যষ্বজত পাণ্ডবম্॥ ১২৩
ততঃ স্বরথমাস্থায় পুনরেব মহারথঃ।
তাবকানবধীৎ ক্রুদ্ধো ভীমস্য বলমাদধৎ॥ ১২৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি দ্বিতীয়ে যুদ্ধদিবসে
কলিঙ্গরাজবধে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পর মিলিত হইলেন। ১১৯

সেই সময় সত্যপরাক্রমী যদুকুলশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখেই ভীমসেনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এইরূপ বলিলেন॥ ১২০

বীরবর! অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় যে, কলিঙ্গরাজ, ভানুমান্, রাজকুমার কেতুমান্, কলিঙ্গবীর শক্রদেব ও অন্যান্য বহুসংখ্যক কলিঙ্গ-সৈন্য আপনার দ্বারা নিহত হইয়াছে॥ ১২১

আপনি একাকীই স্বীয় বাহুর বল ও পরাক্রমে কলিঙ্গদেশের সেই বিশাল সৈন্যব্যূহকে বিধ্বস্ত করিয়া মৃত্তিকায় পরিণত করিয়াছেন, যে মহাব্যূহমধ্যে বহু হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ ছিল। ইহাতে অধিকাংশ সৈন্যই মহাপুরুষ ছিলেন। অগণিত ধীর বীর যোদ্ধা ঐ মহাব্যূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন॥ ১২২

শক্রদমন নরেশ! এই কথা বলিয়া শিনির নাতী দীর্ঘবাহু সাত্যকি নিজ রথ হইতে লাফাইয়া ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন॥ ১২৩

তারপর ক্রুদ্ধ মহারথ সাত্যকি পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ করত ভীমসেনের বলবর্দ্ধন করিতে করিতে আপনার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ১২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বিতীয়-দিবসের যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ-বধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোরর্জুনস্য চ পরাক্রমঃ, দ্বিতীয়দিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

গতপূর্ব্বাহ্নভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি ভারত।
রথ-নাগাশ্ব-পত্তীনাং সাদিনাঞ্চ মহাক্ষয়ে॥ ১
দ্রোণপুত্রেণ শল্যেন কৃপেণ চ মহাত্মনা।
সমসজ্জত পাঞ্চাল্যস্ত্রিভিরেতৈর্মহারথৈঃ॥ ২
স লোকবিদিতানশ্বান্ নিজঘান মহাবলঃ।
দ্রৌণেঃ পাঞ্চালদায়াদঃ শিতৈর্দশভিরাশুগৈঃ॥ ৩
ততঃ শল্যরথং তূর্ণমাস্থায় হতবাহনঃ।
দ্রৌণিঃ পাঞ্চাল্যদায়াদমভ্যবর্ষদথেষুভিঃ॥৪
ধৃষ্টদ্যুম্নং তু সংযুক্তং দ্রৌণিনা বীক্ষ্য ভারত।
সৌভদ্রোঽভ্যপতৎ তূর্ণং বিকীরন্ নিশিতান্ শরান্॥ ৫

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অভিমন্যু ও অর্জ্জুনের পরাক্রম এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধসমাপ্তি।]

সঞ্জয় কহিলেন,—ভারত! সেই দ্বিতীয় দিনে যখন পূর্ব্বাহ্নের অধিক ভাগই অতীত হইয়া যাইল এবং বহুসংখ্যক রথ, হস্তী, পদাতিক সৈন্য ও আরোহীদিগের গুরুতর সংহার হইতে থাকিল, সেই সময় পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন একাকীই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, শল্য ও মহাত্মা কৃপাচার্য্য এই তিন মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ১-২

মহাবল পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দশটি শীঘ্রগামী বাণে অশ্বত্থামার বিশ্ববিখ্যাত অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন॥৩

বাহনসকল নিহত হইলে অশ্বত্থামা শীঘ্রই শল্যের রথে আরোহণ করিলেন এবং সেখান হইতেই ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণ-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন॥ ৪

ভরতনন্দন! ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধরত দেখিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রুত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ৫

স শল্যং পঞ্চবিংশত্যা কৃপঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ।
অশ্বত্থামানমষ্টাভির্বিব্যাধ পুরুষর্ষভঃ॥ ৬

আর্জুনিং তু ততস্তূর্ণং দ্রৌণির্বিব্যাধ পত্রিণা।
শল্যোঽথ দশভিশ্চৈব কৃপশ্চ নিশিতৈস্ত্রিভিঃ॥ ৭

লক্ষ্মণস্তব পৌত্রস্তু সৌভদ্রং সমবস্থিতম্।
অভ্যবর্ত্তত সংহৃষ্টস্ততো যুদ্ধমবর্ত্তত॥ ৮

দৌর্য্যধনিঃ সুসংক্রুদ্ধঃ সৌভদ্রং পরবীরহা।
বিব্যাধ সমরে রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৯

অভিমন্যুঃ সুসংক্রুদ্ধো ভ্রাতরং ভরতর্ষভ।
শরৈঃ পঞ্চশতা রাজন্ ক্ষিপ্রহস্তোঽভ্যবিধ্যত॥ ১০

লক্ষ্মণোঽপি পুনস্তস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ পত্রিণা।
মুষ্টিদেশে মহারাজ ততস্তে চুক্রুশুর্জনাঃ॥ ১১

তদ্ বিহায় ধনুশ্ছিন্নং সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অন্যদাদত্তবাংশ্চিত্রং কার্মুকং বেগবত্তরম্॥ ১২

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু শল্যকে পঁচিশ, কৃপাচার্য্যকে নয় এবং অশ্বত্থমাকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ৬

তখন অশ্বত্থামা অতিসত্বর একটি বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর শল্য দশ ও কৃপাচার্য্য তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে আঘাত করিলেন॥ ৭

তদনন্তর আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া হর্ষ ও উৎসাহের সহিত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥ ৮

রাজন্! শত্রুবীরনাশী দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমরাঙ্গণে (অনেক বাণে) অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল॥ ৯

মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা দেখিয়া শীঘ্রতাসহকারে হস্তচালনায় নিপুণ বীর অভিমন্যু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পঞ্চাশটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ১০

রাজন্! তখন লক্ষ্মণও পুনরায় একটি বাণদ্বারা ধনুর মুষ্টিদেশে ছেদন করিলেন। সেই সময় আপনার সৈন্যগণ হর্ষে কোলাহল করিয়া উঠিল॥ ১১

শত্রুবীরনাশী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ও বিচিত্র ধনু গ্রহণ করিলেন॥ ১২

তৌ তত্র সমরে যুক্তৌ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
অন্যোন্যং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্জঘ্নতুঃ পুরুষর্ষভৌ॥ ১৩

ততো দুর্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা পুত্রং মহারথম্।
পীড়িতং তব পৌত্রেণ প্রায়াৎ তত্র প্রজেশ্বরঃ॥ ১৪

সংনিবৃত্তে তব সুতে সর্ব্ব এব জনাধিপাঃ।
আর্জুনিং রথবংশেন সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্॥ ১৫

স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূরো যুধি সুদুর্জয়ৈঃ।
ন স্ম প্রব্যথতে রাজন্ কৃষ্ণতুল্যপরাক্রমঃ॥ ১৬

সৌভদ্রমথ সংসক্তং দৃষ্ট্বা তত্র ধনঞ্জয়ঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন ত্রাতুকামঃ স্বমাত্মজম্॥ ১৭

ততঃ সরথ-নাগাশ্বা ভীষ্ম-দ্রোণপুরোগমাঃ।
অভ্যবর্ত্তন্ত রাজানঃ সহিতাঃ সব্যসাচিনম্॥ ১৮

উদ্ধূতং সহসা ভৌমং নাগাশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ।
দিবাকররথং প্রাপ্য রজস্তীব্রমদৃশ্যত॥ ১৯

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই যুদ্ধস্থলে পরস্পরের অস্ত্রসমূহ নিবারণ ও প্রতীকার করিবার ইচ্ছা রাখিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ১৩

তখন প্রজেশ্বর রাজা দুর্য্যোধন নিজ মহারথী পুত্রকে আপনার পৌত্র অভিমন্যুকর্ত্তৃক পীড়িত দেখিয়া সেখানে স্বয়ংই উপস্থিত হইলেন॥ ১৪

আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কৌরবপক্ষের সকল নরপতিগণ বিশাল রথসেনাদ্বারা অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে চারিদিকে আবৃত করিলেন॥ ১৫

রাজন্ অভিমন্যুর পরাক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ ছিল। তিনি যুদ্ধে অত্যন্ত দুর্জয় সেই বীরগণকর্ত্তৃক আবৃত হইলেও ব্যথিত বা চিন্তিত হইলেন না॥ ১৬

এই সময় অর্জুন স্বপুত্র অভিমন্যুকে সেইস্থলে যুদ্ধে নিরত দেখিয়া উঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অতিবেগে সেখানে আসিলেন॥ ১৭

ইহা দেখিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রভৃতি সকল কৌরবপক্ষীয় রাজারা রথ, অশ্ব ও হস্তীতে পূর্ণ সৈন্যবাহিনীর সহিত একসঙ্গে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১৮

সেই সময় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্যবাহিনীকর্ত্তৃক উত্থাপিত পৃথিবীর তীব্র ধূলিতে সহসা সূর্য্যের রথ পর্য্যন্ত যাইয়া সর্ব্বদিক্ ব্যাপ্ত হইতে দেখা যাইল॥ ১৯

তানি নাগসহস্রাণি ভূমিপালশতানি চ।
তস্য বাণপথং প্রাপ্য নাভ্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥ ২০
প্রণেদুঃ সর্বভূতানি বভূবুস্তিমিরা দিশঃ।
কুরূণাং চানয়স্তীব্রঃ সমদৃশ্যত দারুণঃ ॥ ২১
নাপ্যন্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমির্ন চ ভাস্করঃ।
প্রজজ্ঞে ভরতশ্রেষ্ঠ শস্ত্রসঙ্ঘৈঃ কিরীটিনঃ ॥ ২২
সাদিতা রথ-নাগাশ্চ হতাশ্বা রথিনো রণে।
বিপ্রদ্রুতরথাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে রথযূথপাঃ ॥ ২৩
বিরথা রথিনশ্চান্যে ধাবমানাঃ সমন্ততঃ।
তত্র তত্রৈব দৃশ্যন্তে সায়ুধাঃ সাঙ্গদৈর্ভুজৈঃ ॥২৪
হয়ারোহা হয়াংস্ত্যক্ত্বা গজারোহাশ্চ দন্তিনঃ।
অর্জুনস্য ভয়াদ্ রাজন্ সমন্তাদ্ বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৫
রথেভ্যশ্চ গজেভ্যশ্চ হয়েভ্যশ্চ নরাধিপাঃ।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তেঽর্জুনসায়কৈঃ ॥২৬
সগদানুদ্যতান্ বাহূন্ সখড়্গাংশ্চ বিশাম্পতে।
সপ্রাসাংশ্চ সতূণীরান্ সশরান্ সশরাসনান্ ॥ ২২
সাঙ্কুশান্ সপতাকাংশ্চ তত্র তত্রার্জুনো নৃণাম্।
নিচকর্ত শরৈরুগ্রৈ রৌদ্রং বপুরধারয়ৎ ॥ ২৮
পরিঘানাং প্রদীপ্তানাং মুদ্গরাণাঞ্চ মারিষ।
প্রাসানাং ভিন্দিপালানাং নিস্ত্রিংশানাঞ্চ সংযুগে ॥২৯
পরশ্বধানাং তীক্ষ্ণানাং তোমরাণাঞ্চ ভারত।
বর্মণাং চাপবিদ্ধানাং কাঞ্চনানাঞ্চ ভূমিপ ॥ ৩০
ধ্বজানাং চর্মণাঞ্চৈব ব্যজনানাঞ্চ সর্বশঃ।
ছত্রাণাং হেমদণ্ডানাং তোমরাণাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
প্রতোদানাঞ্চ যোক্ত্রাণাং কশানাঞ্চৈব মারিষ।
রাশয়ঃ স্মাত্র দৃশ্যন্তে বিনিকীর্ণা রণক্ষিতৌ ॥ ৩২
নাসীৎ তত্র পুমান্ কশ্চিৎ তব সৈন্যস্য ভারতঃ।
যোঽর্জুনং সমরে শূরং প্রত্যুদ্‌যায়াৎ কথঞ্চন ॥ ৩৩
যো যো হি সমরে পার্থং প্রত্যুদ্‌যাতি বিশাম্পতে।
স সংখ্যে বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরলোকায় নীয়তে ॥৩৪
তেষু বিদ্রবমাণেষু তব যোধেষু সর্বশঃ।
অর্জুনো বাসুদেবশ্চ দধ্মতুর্বারিজোত্তমৌ ॥ ৩৫

এদিকে সহস্র হস্তী ও শত নরপতি অর্জুনের বাণসমূহের পথ-মধ্যে আসিয়া কোনরূপেই আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সেই সময় সমস্ত প্রাণী আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন কৌরবগণের দুঃসহ ও ভয়ঙ্কর অন্যায়ের পরিণাম প্রত্যক্ষ দেখা যাইল। কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহে সব কিছু আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ায় আকাশ, দিক্, পৃথিবী ও সূর্য্য কোন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ২০-২২

সেই রণভূমিতে বহুসংখ্যক রথ ভাঙ্গিয়া পড়িল, বহু হস্তী নিহত হইল এবং বহু রথযূথপতিগণকে রথ লইয়া পলায়ন করিতে দেখা যাইল ॥ ২৩

অন্যান্যও বহু রথী রথহীন হইয়া অঙ্গদভূষিত বাহুতে অস্ত্র ধারণ করত যেখানে সেখানে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন—দেখিতে পাওয়া যাইল ॥ ২৪

মহারাজ! অর্জুনের ভয়ে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বগণকে এবং হস্ত্যারোহী যোদ্ধারা হস্তীদিগকে ত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ২৫

সেখানে বহু নরপতিকে অর্জুনের বাণে নিহত হইয়া রথসমূহ এবং হস্তী ও অশ্বসকল হইতে পতিত হইতে এবং পতনোন্মুখ অবস্থায় দেখা যাইল ॥ ২৬

প্রজানাথ! অর্জুন সেই রণাঙ্গনে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় উগ্র বাণসমূহে যোদ্ধাদিগের উপরে উত্তোলিত হস্তগুলিকে, যাহাদের মধ্যে গদা, খড়্গ, প্রাস, তূণীর, ধনুর্বাণ, অঙ্কুশ ও ধ্বজাপতাকাদি শোভা পাইতেছিল, ছেদন করিলেন ॥ ২৭-২৮

আর্য্য! ভরতনন্দন! ভূপাল! সেই রণভূমিতে পতিত প্রদীপ্ত পরিঘ, মুদ্গর, প্রাস, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশু, তীক্ষ্ণ তোমর, সুবর্ণময় কবচ, ধ্বজ, ঢাল, স্বর্ণদণ্ডে বিভূষিত ছত্র, ব্যজন, প্রতোদ (চাবুক), যোক্ত্র (জোয়াল), কশা ও অঙ্কুশের রাশি দেখিতে পাওয়া যাইল ॥ ২৯-৩২

ভারত! সেই সময় আপনার সৈন্যমধ্যে কোন এরূপ পুরুষ ছিলেন না, যিনি সমরে বীরবর অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেন ॥ ৩৩

প্রজানাথ! সেই রণাঙ্গনে যে যে বীর অর্জুনের দিকে অগ্রগমন করিয়াছেন, তিনি সেই সেই বীরকেই তীক্ষ্ণবাণসমূহে পরলোকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩৪

তারপর আপনার যোদ্ধারা রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া অর্জুন ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ৩৫

চেদি-কাশি-করূষৈশ্চ পৌরবৈরপি সংবৃতঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাঞ্চালাশ্চ প্রভদ্রকাঃ ॥ ১৪
মধ্যে সৈন্যস্য মহতঃ স্থিতা যুদ্ধায় ভারত।
তত্রৈব ধর্মরাজোঽপি গজানীকেন সংবৃতঃ ॥ ১৫
ততস্তু সাত্যকী রাজন্ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ।
অভিমন্যুস্ততঃ শূর ইরাবাংশ্চ ততঃ পরম্ ॥ ১৬
ভৈমসেনিস্ততো রাজন্ কেকয়াংশ্চ মহারথাঃ।
ততোঽভূদ্ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো বামং পার্শ্বমুপাশ্রিতঃ ॥১৭
সর্বস্য জগতো গোপ্তা গোপ্তা যস্য জনার্দ্দনঃ।
এবমেতং মহাব্যূহং প্রত্যব্যূহন্ত পাণ্ডবাঃ ॥ ১৮
বধার্থং তব পুত্রাণাং তৎপক্ষং যে চ সঙ্গতাঃ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্ ॥১৯
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নিঘ্নতামিতরেতরম্।
হয়ৌঘাশ্চ রথৌঘাশ্চ তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ২০
সম্পতন্তো ব্যদৃশ্যন্ত নিঘ্নন্তস্তে পরস্পরম্।
ধাবতাঞ্চ রথৌঘানাং নিঘ্নতাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২১
বভূব তুমুলঃ শব্দো বিমিশ্রো দুন্দুভিস্বনৈঃ।
দিবস্পৃঙ্ নরবীরাণাং নিঘ্নতামিতরেতরম্।
সম্প্রহারে সুতুমুলে তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে পরস্পর-ব্যূহরচনায়াং ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

ভারত! ধৃষ্টকেতুর সহিত চেদি, কাশী, করূষ ও পৌরবাদি দেশবাসী সৈন্যগণ ছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ যুদ্ধের জন্য সেই বিশাল সৈন্যের মধ্যভাগে রহিলেন। হস্তিগণের সৈন্যে পরিবৃত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সেখানে ছিলেন ॥ ১৪-১৫

রাজন্! তদনন্তর সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রহিলেন। তাহারপর বীরবর অভিমন্যু ও অভিমন্যুর পর ইরাবান্ ছিলেন ॥

নরেশ্বর! ইরাবানের পর ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ এবং মহারথ কেকয় রহিলেন। তাহারপর মনুষ্যগণশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই ব্যূহের বামপার্শ্বে বা শিখরস্থানে বিরাজমান রহিলেন, যাঁহার রক্ষক সমগ্র জগতের পালন কর্ত্তা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৬-১৭

এইভাবে পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রবৃন্দের ও তাঁহাদের পক্ষে আগত অন্যান্য ভূপালগণের বধের জন্য এই মহাব্যূহ রচনা করিলেন ॥

তারপর পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত আপনার ও শত্রুপক্ষের মধ্যে তখন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন সেখানে রথের দ্বারা রথ ও হাতীর দ্বারা হাতী আক্রান্ত হইতে লাগিল।

প্রজানাথ! যেখানে সেখানে চারিদিকে অশ্ব ও রথসমূহ পরস্পরের আঘাতে পতিত হইতে এবং পরস্পরকে প্রহার করিতে দেখা যাইল ॥ ১৮-২০

দৌড়াইতে দৌড়াইতে এবং পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রহার করিতে করিতে রথসমূহের শব্দ দুন্দুভিসকলের ধ্বনির সহিত মিশিয়া আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। আপনার এবং পাণ্ডবগণের এই অতিশয় তুমুল যুদ্ধে পরস্পর আঘাত-প্রত্যাঘাতকারী নরবীরগণের ভয়ানক শব্দ আকাশেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ২১-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে তৃতীয়দিবসের যুদ্ধে পরস্পর ব্যূহরচনা-বিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুল-যুদ্ধবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ব্যূঢেষ্বনীকেষু তাবকেষু পরেষু চ।
ধনঞ্জয়ো রথানীকমবধীৎ তব ভারত ॥ ১
শরৈরতিরথো যুদ্ধে দারয়ন্ রথযূথপান্।
তে বধ্যমানাঃ পার্থেন কালেনেব যুগক্ষয়ে ॥ ২
ধার্তরাষ্ট্রা রণে যত্নাৎ পাণ্ডবান্ প্রত্যযোধয়ন্।
প্রার্থয়ানা যশো দীপ্তং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৩
একাগ্রমনসো ভূত্বা পাণ্ডবানাং বরূথিনীম্।
বভঞ্জুর্বহুশো রাজংস্তে চাসজ্জন্ত সংযুগে ॥ ৪
দ্রবদ্ভিরথ ভগ্নৈশ্চ পরিবর্তদ্ভিরেব চ।
পাণ্ডবৈঃ কৌরবেয়ৈশ্চ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৫
উদতিষ্ঠদ্ রজো ভৌমং ছাদয়ানং দিবাকরম্।
ন দিশঃ প্রদিশো বাপি তত্র হন্যুঃ কথং নরাঃ ॥ ৬
অনুমানেন সংজ্ঞাভির্নামগোত্রৈশ্চ সংযুগে।
বর্ততে চ তথা যুদ্ধং তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ৭
ন ব্যূহো ভিদ্যতে তত্র কৌরবাণাং কথঞ্চন।
রক্ষিতঃ সত্যসন্ধেন ভারদ্বাজেন সংযুগে ॥ ৮
তথৈব পাণ্ডবানাঞ্চ রক্ষিতঃ সব্যসাচিনা।
নাভিদ্যত মহাব্যূহো ভীমেন চ সুরক্ষিতঃ ॥ ৯
সেনাগ্রাদপি নিষ্পত্য প্রযুধ্যংস্তত্র মানবাঃ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপাঃ ॥ ১০
হয়ারোহৈর্হয়ারোহাঃ পাত্যন্তে স্ম মহাহবে।
ঋষ্টিভির্বিমলাভিশ্চ প্রাসৈরপি চ সংযুগে ॥ ১১
রথী রথিনমাসাদ্য শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
পাতয়ামাস সমরে তস্মিন্নতিভয়ঙ্করে ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধবর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! আপনার এবং পাণ্ডবগণের পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যূহরচনা সম্পন্ন হইলে অর্জ্জুন আপনার রথিসৈন্য-দিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১

তিনি অতিরথ বীর ছিলেন, সুতরাং স্বীয় বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে রথযূথপতিগণকেও বিদারিত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন। যদিও যুগান্তকালের ন্যায় সেই যুদ্ধে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনকর্ত্তৃক আপনার সৈন্যদিগের ভয়ঙ্কর বিনাশ হইতে লাগিল, তথাপি তাঁহারা যত্নসহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

তাঁহারা উজ্জ্বল যশোলাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন, অতএব তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া ছিলেন যে, এখন মৃত্যুই আমাদের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে, তাই তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজন্! তাঁহারা যুদ্ধে এরূপ তৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে পাণ্ডব-সৈন্যগণ বার বার ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল ॥ ২-৪

এইরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে থাকিলে পাণ্ডব-সৈন্য ও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৫

তখন ভূতলে এরূপ ধূলি উত্থিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে সূর্য্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন এবং দিক্ বিদিক্সমূহ সম্বন্ধে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। এরূপ অবস্থায় সেখানে যুদ্ধনিরত মনুষ্যগণ কিভাবে কাহারই উপর আঘাত করিবে? ৬

প্রজানাথ! সেই রণক্ষেত্রে অনুমানে, সঙ্কেতে এবং নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষ এবং পরপক্ষ নিশ্চয় করত সেখানে যুদ্ধ স্থানে স্থানে হইতে থাকিল ॥ ৭

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকায় কৌরবসৈন্যের ব্যূহ কোনরূপেই ভঙ্গ হইল না ॥ ৮

এইরূপ সব্যসাচী অর্জ্জুন ও ভীমসেন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত পাণ্ডব-সৈন্যের মহাব্যূহও কোনরূপে ভিন্ন হইল না ॥ ৯

সেখানে বহু বীর মানুষ সেনাগ্রভাগ হইতে বাহির হইয়া (ব্যূহ ত্যাগ করত) যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজন্! উভয়পক্ষের রথ ও হস্তী সকলের মধ্যেও যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ১০

সেই মহাযুদ্ধে অশ্বারোহীরা অশ্বারোহীদিগকে নির্ম্মল ঋষ্টি ও প্রাসসমূহের দ্বারা নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিল ॥ ১১

সেই অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রামে রথিগণ রথীদিগের সম্মুখে যাইয়া স্বর্ণভূষিত বাণে তাহাদিগকে নিহত করত ভূতলে পাতিত করিতে থাকিলেন ॥ ১২

গজারোহা গজারোহান্ নারাচ-শর-তোমরৈঃ।
সংসক্তান্ পাতয়ামাসুস্তব তেষাঞ্চ সর্বশঃ॥ ১৩
কশ্চিদুৎপত্য সমরে বরবারণমাস্থিতঃ।
কেশপক্ষে পরামৃশ্য জহার সমরে শিরঃ॥ ১৪
অন্যে দ্বিরদদন্তাগ্রনির্ভিন্নহৃদয়া রণে।
বেমুশ্চ রুধিরং বীরা নিঃশ্বসন্তঃ সমন্ততঃ॥ ১৫
কশ্চিৎ করিবিষাণস্থো বীরো রণবিশারদঃ।
প্রাবেপচ্ছক্তিনির্ভিন্নো গজশিক্ষাস্ত্রবেদিনা॥ ১৬
পত্তিসঙ্ঘা রণে পত্তীন্ ভিন্দিপাল-পরশ্বধৈঃ।
ন্যপাতয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ পরস্পরকৃতাগসঃ॥ ১৭
রথী চ সমরে রাজন্নাসাদ্য গজযূথপম্।
স গজং পাতয়ামাস গজী চ রথিনাং বরম্॥ ১৮
রথিনঞ্চ হয়ারোহঃ প্রাসেন ভরতর্ষভ।
পাতয়ামাস সমরে রথী চ হয়সাদিনম্॥ ১৯

পদাতী রথিনং সংখ্যে রথী চাপি পদাতিনম্।
ন্যপাতয়চ্ছিতৈঃ শস্ত্রৈঃ সেনয়োরুভয়োরপি॥ ২০
গজারোহা হয়ারোহান্ পাতয়াঞ্চক্রিরে তদা।
হয়ারোহা গজস্থাংশ্চ তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ২১
গজারোহবরৈশ্চাপি তত্র তত্র পদাতয়ঃ।
পাতিতাঃ সমদৃশ্যন্ত তৈশ্চাপি গজযোধিনঃ॥ ২২
পত্তিসঙ্ঘা হয়ারোহৈঃ সাদিসঙ্ঘাশ্চ পত্তিভিঃ।
পাত্যমানা ব্যদৃশ্যন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৩
ধ্বজৈস্তত্রাপবিদ্ধৈশ্চ কার্ম্মুকৈস্তোমরৈস্তথা।
প্রাসৈস্তথা গদাভিশ্চ পরিঘৈঃ কম্পনৈস্তথা॥ ২৪
শক্তিভিঃ কবচৈশ্চিত্রৈঃ কণপৈরঙ্কুশৈরপি।
নিস্ত্রিংশৈর্বিমলৈশ্চাপি স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শরৈস্তথা॥ ২৫
পরিস্তোমৈঃ কুথাভিশ্চ কম্বলৈশ্চ মহাধনৈঃ।
ভূর্ভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ স্রগ্দামৈরিব চিত্রিতা॥ ২৬

আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের গজারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধনিরত বিপক্ষ গজারোহী যোদ্ধাদিগকে চারিদিক্ হইতে নারাচ, বাণ ও তোমরসমূহের আঘাতে ধরাশায়ী করিতে লাগিল॥ ১৩

কোনও যোদ্ধা রণস্থলে লাফাইয়া শ্রেষ্ঠ হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন এবং বিপক্ষ যোদ্ধার কেশ ধারণ করত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ১৪

যুদ্ধস্থলে বহু বীর হাতীর দন্তাগ্রভাগে স্ব-স্ব হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় চারিদিক্ হইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রক্তবমন করিতে লাগিলেন॥ ১৫

কোন রণবিশারদ বীর হাতীর দাঁতের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। এই সময় আবার গজশিক্ষা ও অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ কোন বিপক্ষ যোদ্ধা তাঁহার উপর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তির আঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় সেই মৃত্যুপথগামী বীর সেখানে কাঁপিতে লাগিলেন॥ ১৬

হর্ষ ও উল্লাসে পূর্ণ পদাতিকবাহিনী পরস্পরের উপর অপরাধজনক কার্য্য করিতে থাকিয়া ভিন্দিপাল ও পরশুর আঘাতে পদাতিক সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল॥ ১৭

রাজন্! সেই সমরাঙ্গণে কোন রথী কোন এক গজযূথপতির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সেই হস্তী ও তাহার আরোহীকে নিহত করত ধরাশায়ী করিলেন। সেইরূপ গজারোহীও আবার রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথীকে বধ করিলেন॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সংগ্রামে অশ্বারোহী যোদ্ধা রথী বীরকে এবং কোন স্থলে রথী বীর আবার অশ্বারোহী যোদ্ধাকে কে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন॥ ১৯

উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে পদাতিক সৈন্য বীর রথীকে এবং রথী যোদ্ধা পদাতিক সৈন্যকে স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যুদ্ধে নিপাতিত করিলেন॥ ২০

গজারোহী অশ্বারোহীকে ও অশ্বারোহী গজারোহীকে যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিয়া পাতিত করিতে লাগিলেন। ইহা যেন তখন এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ২১

সেই রণাঙ্গনে যেখানে সেখানে শ্রেষ্ঠ গজারোহিগণকর্ত্তৃক ভূপাতিত পদাতিকবাহিনী এবং পদাতিকবাহিনীকর্ত্তৃক ভূপাতিত গজারোহী যোদ্ধাদিগকে দেখা যাইল॥ ২২

অশ্বারোহীকর্ত্তৃক পদাতিক সৈন্যসকল এবং পদাতিক সৈন্যদলের দ্বারা অশ্বারোহীরা শত শত ও হাজার হাজার সংখ্যায় পতিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে এদিক্ ওদিক্ পতিত ধ্বজ, ধনু, তোমর, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, বিচিত্র কবচ, কণপ, অঙ্কুশ, নির্মল খড়্গ, স্বর্ণপঙ্খশোভিত বাণ, শূল, গদী ও বহুমূল্য কম্বলসমূহে আচ্ছাদিত সেখানকার ভূমি নানাবিধ পুষ্পোপহারে বিচিত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল॥ ২৪-২৬

নরাশ্বকায়ৈঃ পতিতৈর্দন্তিভিশ্চ মহাহবে।
অগম্যরূপা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দমা ॥ ২৭
প্রশশাম রজো ভৌমং ব্যুক্ষিতং রণশোণিতৈঃ।
দিশশ্চ বিমলাঃ সর্বাঃ সম্বভূবুর্জনেশ্বর ॥ ২৮
উত্থিতান্যগণেয়ানি কবন্ধানি সমন্ততঃ।
চিহ্নভূতানি জগতো বিনাশার্থায় ভারত ॥ ২৯
তস্মিন্ যুদ্ধে মহারৌদ্রে বর্তমানে সুদারুণে।
প্রত্যদৃশ্যন্ত রথিনো ধাবমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩০
ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ।
পুরুমিত্রো জয়ো ভোজঃ শল্যশ্চাপি সসৌবলঃ ॥ ৩১
এতে সমরদুর্ধর্ষাঃ সিংহতুল্যপরাক্রমাঃ।
পাণ্ডবানামনীকানি বভঞ্জুঃ স্ম পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২
তথৈব ভীমসেনোঽপি রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত ॥ ৩৩
তাবকাংস্তব পুত্রাংশ্চ সহিতান্ সর্বরাজভিঃ।
দ্রাবয়ামাসুরাজৌ তে ত্রিদশা দানবানিব ॥ ৩৪
তথা তে সমরেঽন্যোন্যং নিঘ্নন্তঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
রক্তোক্ষিতা ঘোররূপা বিরেজুর্দানবা ইব ॥ ৩৫
বিনির্জিত্য রিপূন্ বীরাঃ সেনয়োরুভয়োরপি।
ব্যদৃশ্যন্ত মহামাত্রা গ্রহা ইব নভস্তলে ॥ ৩৬
ততো রথসহস্রেণ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
অভ্যয়াৎ পাণ্ডবং যুদ্ধে রাক্ষসঞ্চ ঘটোৎকচম্ ॥ ৩৭
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে মহত্যা সেনয়া সহ।
দ্রোণ-ভীষ্মৌ রণে যত্তৌ প্রত্যুদ্যযুররিন্দমৌ ॥ ৩৮
কিরীটী চ যযৌ ক্রুদ্ধঃ সমন্তাৎ পার্থিবোত্তমান্।
আর্জুনিঃ সাত্যকিশ্চৈব যযতুঃ সৌবলং বলম্ ॥ ৩৯
ততঃ প্রববৃতে ভূয়ঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সমরে বিজয়ৈষিণাম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

সেই মহাসংগ্রামে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের বহু মৃত দেহ পড়িয়া আছে। সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হইল। সেখানকার ভূমিতে যাওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ২৭

জনেশ্বর! রণভূমিতে প্রবাহিত রক্তের সংমিশ্রণে পৃথিবীর ধূলি বসিয়া যাইল এবং সকল দিক্ নির্ম্মল হইল ॥ ২৮

ভারত! সেই সময় জগতের বিনাশের চিহ্নসূচক অসংখ্য কবন্ধ চারিদিকে উঠিতে লাগিল ॥ ২৯

এই অত্যন্ত দারুণ ও মহাভয়ঙ্কর সংগ্রামে রথী যোদ্ধাদিগকে চারিদিকে দৌড়াইতে দেখা যাইল ॥ ৩০

তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, শল্য ও শকুনি—ইঁহারা সিংহতুল্য পরাক্রমী রণদুর্জ্জয় বীর পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের ব্যূহ বারে বারে ভঙ্গ করিতে লাগিলেন ॥৩১-৩২

ভরতনন্দন! এইরূপ ভীমসেন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—ইঁহারাও সকলে মিলিত হইয়া দেবগণকর্ত্তৃক দানবদিগকে বিতাড়িত করার ন্যায় সমস্ত নরপতিবৃন্দের সহিত আপনার পুত্রসকলকে রণভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ॥ ৩৩-৩৪

সংগ্রামস্থলে পরস্পরকে আঘাত করত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীরগণ রক্তরঞ্জিত হইয়া ভয়ানক রূপধারী দানবদিগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫

উভয়পক্ষের বীর সৈন্যদিগকে শত্রুগণকে জয় করত আকাশে সমুদিত হইয়া প্রকাশিত বিশাল গ্রহতুল্য দেখা যাইল ॥ ৩৬

তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সহস্র রথী বীরের সহিত পাণ্ডববংশীয় বীর রাক্ষস ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

এইরূপ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সমস্ত পাণ্ডবগণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত শত্রুদমন দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন ॥ ৩৮

কিরীটধারী ক্রুদ্ধ অর্জুন সর্ব্বদিকে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। অভিমন্যু ও সাত্যকি শকুনির সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

এইরূপে যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছুক আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তৃতীয় দিনের ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডববীরাণাং পরাক্রমঃ, কৌরবসৈন্যমধ্যে দুর্য্যোধন-ভীষ্ময়োরালাপশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে পার্থিবাঃ ক্রুদ্ধাঃ ফাল্গুনং বীক্ষ্য সংযুগে।
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্॥ ১
অথৈনং রথবৃন্দেন কোষ্ঠকীকৃত্য ভারত।
শরৈঃ সুবহুসাহস্রৈঃ সমন্তাদভ্যবারয়ন্॥ ২
শক্তীশ্চ বিমলাস্তীক্ষ্ণা গদাশ্চ পরিঘৈঃ সহ।
প্রাসান্ পরশ্বধাংশ্চৈব মুদ্গরান্ মুসলানপি॥ ৩
চিক্ষিপুঃ সমরে ক্রুদ্ধাঃ ফাল্গুনস্য রথং প্রতি।
শস্ত্রাণামথ তাং বৃষ্টিং শলভানামিবায়তিম্॥ ৪
রুরোধ সর্বতঃ পার্থঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
তত্র তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা বীভৎসোরতিমানুষম্॥ ৫
দেবদানবগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
সাধু সাধ্বিতি রাজেন্দ্র ফাল্গুনং প্রত্যপূজয়ন্॥ ৬
সাত্যকিশ্চাভিমন্যুশ্চ মহত্যা সেনয়া বৃতৌ।
গান্ধারান্ সমরে শূরান্ জগ্মতুঃ সহসৌবলান্॥ ৭
তত্র সৌবলকাঃ ক্রুদ্ধা বার্ষ্ণেয়স্য রথোত্তমম্।
তিলশশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রোধাচ্ছস্ত্রৈর্নানাবিধৈর্যুধি॥ ৮
সাত্যকিস্তু রথং ত্যক্ত্বা বর্তমানে ভয়াবহে।
অভিমন্যো রথং তূর্ণমারুরোহ পরন্তপঃ॥ ৯
তাবেকরথসংযুক্তৌ সৌবলেয়স্য বাহিনীম্।
ব্যধমেতাং শিতৈস্তূর্ণং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥ ১০
দ্রোণভীষ্মৌ রণে যত্তৌ ধর্মরাজস্য বাহিনীম্।
নাশয়েতাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রপরিচ্ছদৈঃ॥ ১১
ততো ধর্মসুতো রাজা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
মিষতাং সর্বসৈন্যানাং দ্রোণানীকমুপাদ্রবন্॥ ১২
তত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
যথা দেবাসুরং যুদ্ধং পূর্বমাসীৎ সুদারুণম্॥ ১৩
কুর্বাণৌ সুমহৎ কর্ম ভীমসেনঘটোৎকচৌ।
(দুর্য্যোধনস্য মহতীং দ্রাবয়ামাস বাহিনীম্।)
দুর্য্যোধনস্ততোঽভ্যেত্য তাবুভাবপ্যবারয়ৎ॥ ১৪

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[পাণ্ডববীরগণের পরাক্রম, কৌরব সৈন্য মধ্যে দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের আলোচনা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সেই সমস্ত ভূপাল সমর-ভূমিতে অর্জুনকে দেখিয়াই অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তাঁহারা বহু সহস্র রথী সৈন্যদ্বারা তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন॥১

হে ভারত! সেই সমস্ত ভূপালগণ অর্জুনকে রথসমূহ দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর বহু সহস্র বাণ বর্ষণকরত আচ্ছাদিত করিলেন॥২

তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে অর্জুনের রথের উপর নির্ম্মল শক্তি, দুঃসহ গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশু, মুদ্গর ও মুসলাদি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন॥

পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় সেই সমস্ত অস্ত্রবর্ষণ অর্জুন স্বীয় স্বর্ণভূষিত বাণসমূহে চারিদিক্ হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলেন॥

রাজেন্দ্র! অর্জুনের সেই অলৌকিক নৈপুণ্য দেখিয়া দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ 'সাধু, সাধু' বলিয়া অর্জুনকে প্রশংসিত করিলেন॥৩-৬

এদিকে বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সাত্যকি ও অভিমন্যু সুবলপুত্রগণসহ গান্ধারদেশীয় বীরবর্গের উপর আক্রমণ করিলেন॥৭

তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সুবলপুত্রগণ যুদ্ধস্থলে নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা সাত্যকির শ্রেষ্ঠ রথকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন॥৮

তাহাতে শত্রুতাপন সাত্যকি সেই সময় আরব্ধ ভয়াবহ সংগ্রামে ছিন্ন রথকে পরিত্যাগ করিয়া অতিক্রত অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন॥৯

তখন একই রথে উপবিষ্ট দুই বীর নতপর্ব্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণ-সমূহে সত্বরতার সহিত সুবলপুত্র শকুনির সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন॥১০

এই সময় অন্য একদিকে আসিয়া যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা সতর্ক দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম কঙ্কপক্ষীর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন॥১১

তখন ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব সমস্ত সৈন্যগণের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই দ্রোণাচার্য্যের সেনার প্রতি ধাবিত হইলেন॥১২

যেরূপ পূর্ব্বকালে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ তখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতে লাগিল॥১৩

অন্য একদিকে ভীমসেন ও ঘটোৎকচ মহাপরাক্রম দেখাইতে

তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম হৈড়িম্বস্য পরাক্রমম্।
অতীত্য পিতরং যুদ্ধে যদযুধ্যত্ত ভারত ॥ ১৫
ভীমসেনস্তু সংক্রুদ্ধো দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
হৃদ্যবিধ্যৎ পৃষৎকেন প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ ॥ ১৬
ততো দুর্য্যোধনো রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ।
নিষসাদ রথোপস্থে কশ্মলঞ্চ জগাম হ ॥ ১৭
তং বিসংজ্ঞং বিদিত্বা তু ত্বরমাণোঽস্য সারথিঃ।
অপোবাহ রণাদ্ রাজংস্ততঃ সৈন্যমভজ্যত ॥ ১৮
ততস্তাং কৌরবীং সেনাং দ্রবমাণাং সমন্ততঃ।
নিঘ্নন্ ভীমঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরনুবব্রাজ পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৯
পার্ষতশ্চ রথশ্রেষ্ঠো ধর্মপুত্রশ্চ পাণ্ডবঃ।
দ্রোণস্য পশ্যতঃ সৈন্যং গাঙ্গেয়স্য চ পশ্যতঃ ॥ ২০
জঘ্নতুর্বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরানীকবিনাশনৈঃ।
দ্রবমাণস্তু তৎ সৈন্যং তব পুত্রস্য সংযুগে ॥ ২১
নাশক্নুতাং বারয়িতুং ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ।
বার্য্যমাণঞ্চ ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা ॥ ২২
বিদ্রবত্যেব তৎ সৈন্যং পশ্যতো দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ।
ততো রথসহস্রেষু বিদ্রবৎসু ততস্ততঃ ॥ ২৩
তাবাস্থিতাবেকরথং সৌভদ্র-শিনিপুঙ্গবৌ।
সৌবলীং সমরে সেনাং শাতয়েতাং সমন্ততঃ ॥ ২৪
শুশুভাতে তদা তৌ তু শৈনেয়-কুরুপুঙ্গবৌ।
অমাবস্যাং গতৌ তদ্বৎ সোম-সূর্য্যৌ নভস্তলে ॥ ২৫
অর্জুনস্তু ততঃ ক্রুদ্ধস্তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
ববর্ষ শরবর্ষেণ ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥ ২৬
বধ্যমানং ততস্তত্র শরৈঃ পার্থস্য সংযুগে।
দুদ্রাব কৌরবং সৈন্যং বিষাদভয়কম্পিতম্ ॥ ২৭
দ্রবতস্তান্ সমালক্ষ্য ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ।
ন্যবারয়েতাং সংরব্ধৌ দুর্যোধনহিতৈষিণৌ ॥ ২৮
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সমাশ্বস্য বিশাম্পতে।
ন্যবর্তয়ত তৎ সৈন্যং দ্রবমাণং সমন্ততঃ ॥ ২৯

দেখাইতে দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন সম্মুখে আসিয়া সেই দুই বীরকে নিবারিত করিলেন ॥ ১৪

ভারত! সেখানে আমরা হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়াছি। সেই যুদ্ধে ঘটোৎকচ পিতা ভীমসেন হইতেও অধিক পরাক্রম দেখাইয়া যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ১৫

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন যেন হাস্য করিতে করিতেই একটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া অমর্ষশীল দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

তখন সেই বাণের গুরুতর আঘাতে পীড়িত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই মোহগ্রস্ত হইলেন ॥ ১৭

রাজন্! তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন জানিয়া সারথি অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাকে রণস্থল হইতে বাহিরে লইয়া গেল। তখন তাঁহার সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৮

সেই সময় চারিদিকে পলায়নপর সৈন্যগণের মধ্যে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া ভীমসেন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

অন্য একদিকে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুসৈন্যনাশী তীক্ষ্ণ বাণসমূহে দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের দৃষ্টিগোচরেই কৌরবসৈন্যগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২০

মহারাজ! সেই যুদ্ধে আপনার পুত্রের পলায়নপর সৈন্যগণকে মহারথী দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মও নিবারিত করিতে পারিলেন না। মহাত্মা ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্য নিবারণ করিতে থাকিলেও তাঁহাদের সম্মুখেই সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল।

এদিকে সহস্র রথী বীরগণ যখন এদিক ওদিক পলায়ন করিতেছিলেন, তখন একই রথে উপবিষ্ট অভিমন্যু ও সাত্যকি সুবলপুত্রের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১-২৪

সেই সময় একই রথে উপবিষ্ট সাত্যকি অভিমন্যু তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ অমবস্যা তিথিতে আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র একই দিনে শোভাপ্রাপ্ত হন ॥ ২৫

প্রজানাথ! তদনন্তর কোপপূর্ণ অর্জুন আপনার সৈন্যদিগের উপর সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন, যেরূপ জলবর্ষণোন্মুখ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৬

তখন কুন্তীনন্দন অর্জুনের বাণসমূহে সংগ্রাম স্থলে পীড়িত হইয়া কৌরবসৈন্যরা বিষাদ ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে এদিক্ ওদিকে পলাইতে লাগিল ॥ ২৭

সেই যোদ্ধাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য ক্রোধের সহিত তাহাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

প্রজানাথ! ইহারই মধ্যে রাজা দুর্য্যোধনের মোহভঙ্গ

যত্র যত্র সুতস্তুভ্যং যং যং পশ্যতি ভারত।
তত্র তত্র ন্যবর্তন্ত ক্ষত্রিয়াণাং মহারথাঃ ॥ ৩০
তান্ নিবৃত্তান্ সমীক্ষ্যৈব ততোঽন্যেঽপীতরে জনাঃ
অন্যোন্যস্পর্ধয়া রাজল্লঁজ্জয়া চাবতস্থিরে ॥ ৩১
পুনরাবর্ত্ততাং তেষাং বেগ আসীদ্ বিশাম্পতে।
পূর্য্যতঃ সাগরস্যেব চন্দ্রস্যোদয়নং প্রতি ॥ ৩২
সন্নিবৃত্তাংস্ততস্তাংস্তু দৃষ্ট্বা রাজা সুযোধনঃ।
অব্রবীৎ ত্বরিতো গত্বা ভীষ্মং শান্তনবং বচঃ ॥ ৩৩
পিতামহ নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি ভারত।
নানুরূপমহং মন্যে ত্বয়ি জীবতি কৌরব ॥ ৩৪
দ্রোণে চাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠে সপুত্রে সসুহৃজ্জনে।
কৃপে চৈব মহেষ্বাসে দ্রবতে যদ্ বরূথিনী ॥ ৩৫
ন পাণ্ডবান্ প্রতিবলাংস্তব মন্যে কথঞ্চন।
তথা দ্রোণস্য সংগ্রামে দ্রৌণেশ্চৈব কৃপস্য চ ॥ ৩৬
অনুগ্রাহ্যাঃ পাণ্ডুসুতাস্তব নূনং পিতামহ।
যথেমাং ক্ষমসে বীর বধ্যমানাং বরূথিনীম্ ॥ ৩৭
সোঽস্মি বাচ্যস্ত্বয়া রাজন্ পূর্বমেব সমাগমে।
ন যোৎস্যে পাণ্ডবান্ সংখ্যে নাপি পার্ষত-সাত্যকী ॥৩৮
শ্রুত্বা তু বচনং তুভ্যমাচার্য্যস্য কৃপস্য চ।
কর্ণেন সহিতঃ কৃত্যং চিন্তয়ানস্তদৈব হি ॥ ৩৯
যদি নাহং পরিত্যাজ্যো যুবাভ্যামিহ সংযুগে।
বিক্রমেণানুরূপেণ যুধ্যেতাং পুরুষর্ষভৌ ॥ ৪০
এতচ্ছ্রুত্বা ততো ভীষ্মঃ প্রহসন্ বৈ মুহুর্মুহুঃ।
অব্রবীৎ তনয়ং তুভ্যং ক্রোধাদুদ্‌বৃত্য চক্ষুষী ॥ ৪১
বহুশোঽসি ময়া রাজংস্তথ্যমুক্তো হিতং বচঃ।
অজেয়াঃ পাণ্ডবা যুদ্ধে দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৪২
যৎ তু শক্যং ময়া কর্তুং বৃদ্ধেনাদ্য নৃপোত্তম।
করিষ্যামি যথাশক্তি প্রেক্ষেদানীং সবান্ধবঃ ॥ ৪৩

হইল। তিনি আশ্বস্ত হইয়া চারিদিকে পলায়নরত সৈন্যদিগকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিলেন ॥ ২৯

ভারত! আপনার পুত্র যেদিকে যেদিকে যাহার যাহার উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান হইতে তাদৃশ যোদ্ধারাও ফিরিয়া আসিলেন, যাঁহারা ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মহারথী বীর ছিলেন ॥ ৩০

রাজন্! তাঁহাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অন্য সব যোদ্ধারাও পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা ও লজ্জাবশতঃ যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩১

মহারাজ! প্রত্যাবর্ত্তনরত সেই সব যোদ্ধাদিগের মহাবেগ চন্দ্রোদয়ের সময় বর্দ্ধিত মহাসাগরের ন্যায় প্রতীতি হইতেছিল ॥ ৩২

তখন সেই সব যোদ্ধাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন অতি সত্বর শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩

পিতামহ ভরতবংশভূষণ! আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, উহা শ্রবণ করুন। কুরুনন্দন! আপনি, অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ও পুত্র এবং সুহৃদ্‌বর্গ-সহ মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য বাঁচিয়া থাকিতেই আমার সৈন্যরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, ইহা আপনাদের পক্ষে যোগ্য কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি না ॥ ৩৪-৩৫

আমি কোনরূপেই ইহা মানি না যে, পাণ্ডবগণ সংগ্রামে আপনার এবং দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার সমান বলবান্ ॥ ৩৬

বীর পিতামহ! নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণ আপনার কৃপাপাত্র, তাহা না হইলে আমার সৈন্যরা বিনষ্ট হইতেছে, আর আপনি নীরবে তাহাদের দুর্দশা সহ্য করিয়া যাইতেছেন ॥ ৩৭

মহারাজ! যদি পাণ্ডবগণের উপর আপনি দয়াই করিবেন, তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমাকে কেন বলিয়া দেন নাই যে, আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডুপুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিব না ॥ ৩৮

সেই অবস্থায় আমি আপনার ও আচার্য্য দ্রোণ এবং কৃপাচার্য্যের কথা শুনিয়া কর্ণের সহিত সেই সময় পরামর্শ করত নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতাম ॥ ৩৯

যদিও যুদ্ধে আপনাদের দুইজনকে পরিত্যাগ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করিতেছি না, তাই দ্রোণাচার্য্য ও আপনি উভয় শ্রেষ্ঠপুরুষে স্বীয় যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করত যুদ্ধ করুন ॥ ৪০

এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম বারংবার হাস্য করত তারপর ক্রোধে দুই চক্ষু বক্রভাবে ঘুরাইয়া আপনার পুত্রকে বলিলেন ॥ ৪১

রাজন্! আমি তোমাকে বহুবার এই সত্য ও হিতকর কথা বলিয়াছি যে, যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দও জয় করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪২

অদ্য পাণ্ডুসুতানেকঃ সসৈন্যান্ সহ বন্ধুভিঃ।
সোঽহং নিবারয়িষ্যামি সর্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ৪৪
এবমুক্তে তু ভীষ্মেণ পুত্রাস্তব জনেশ্বর।
দধ্মুঃ শঙ্খান্ মুদাযুক্তা ভেরীঃ সংজঘ্নিরে ভৃশম্॥ ৪৫

পাণ্ডবা হি ততো রাজন্ শ্রুত্বা তং নিনদং মহৎ।
দধ্মুঃ শঙ্খাংশ্চ ভেরীশ্চ মুরজাংশ্চাপ্যনাদয়ন্॥ ৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে ভীষ্ম-দুর্য্যোধনসংবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮

নৃপশ্রেষ্ঠ! তথাপি আমি বৃদ্ধ হইয়াও আমার পক্ষে যাহা করার যোগ্য, উহা আমি অদ্য যথাশক্তি করিব। তুমি এখন তোমার বন্ধুগণের সহিত উহা দর্শন কর॥ ৪৩

আজ আমি একাকীই সকলের সম্মুখে সৈন্যবাহিনী ও বন্ধুবর্গের সহিত পাণ্ডবগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিব॥ ৪৪

জনেশ্বর! ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া আপনার পুত্রগণ আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ-বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং ডঙ্কা বাজাইতে লাগিলেন॥ ৪৫

রাজন্! তাঁহাদের সেই মহতী শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ শঙ্খবাদ্য, নাগড়া ও ঢোল বাদ্য করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মস্য পরাক্রমঃ, তং হন্তুং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোদ্যোগঃ, অর্জুনস্য প্রতিজ্ঞা, তৎকর্তৃকঃ কৌরবসৈন্যানাং পরাজয়ঃ, তৃতীয়দিবসস্য যুদ্ধ সমাপ্তিশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
প্রতিজ্ঞাতে ততস্তস্মিন্ যুদ্ধে ভীষ্মেণ দারুণে।
ক্রোধিতো মম পুত্রেণ দুঃখিতেন বিশেষতঃ॥ ১
ভীষ্মঃ কিমকরোৎ তত্র পাণ্ডবেয়েষু সংযুগে।
পিতামহে বা পঞ্চালাস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ২
সঞ্জয় উবাচ।
গতপূর্বাহ্ণভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি ভারত।
পশ্চিমাং দিশমাস্থায় স্থিতে চাপি দিবাকরে॥ ৩

জয়ং প্রাপ্তেষু হৃষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
সর্বধর্মবিশেষজ্ঞঃ পিতা দেবব্রতস্তব॥ ৪
অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
মহত্যা সেনয়া গুপ্তস্তব পুত্রৈশ্চ সর্বশঃ॥ ৫
প্রাবর্তত ততো যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
অস্মাকং পাণ্ডবৈঃ সার্ধমনয়াৎ তব ভারত॥ ৬
ধনুষাং কূজতাং তত্র তলানাং চাভিহন্যতাম্।
মহান্ সমভবচ্ছব্দো গিরীণামিব দীর্য্যতাম্॥ ৭

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মের পরাক্রম, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, তৎকর্তৃক কৌরবসৈন্যদের পরাজয় এবং তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যখন ভীষ্ম আমার সবিশেষ দুঃখিত পুত্রের ক্রোধমোচনের প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন তিনি যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবগণের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন? পাঞ্চাল যোদ্ধাগণই বা পিতামহ ভীষ্মের উপর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন? তুমি এই সমস্ত আমাকে বল॥ ১-২

সঞ্জয় কহিলেন,—ভারত! সেই দিনের যখন পূর্ব্বাহ্ণকালের অধিকভাগই অতিক্রান্ত হইয়াছে, সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিজয়প্রাপ্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, সেই সময় সর্ব্বধর্মে বিশেষজ্ঞ আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত বিশাল সৈন্যবাহিনীও চলিল এবং আপনার পুত্রগণ চরিদিক্ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ৩-৫

ভারত! তদনন্তর আপনার অন্যায়ের জন্য আমাদের পাণ্ডবগণের সহিত রোমাঞ্চকারী ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল॥ ৬

সেই সময় সেখানে ধনুসমূহের টঙ্কারধ্বনিতে এবং বহু হস্ততলের আঘাতে পর্ব্বতসকলের বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে শব্দ হইতে লাগিল॥ ৭

তিষ্ঠ স্থিতোঽস্মি বিদ্ধ্যেনং নিবর্ত্তস্ব স্থিরো ভব।
স্থিরোঽস্মি প্রহরস্বেতি শব্দোঽশ্রূয়ত সর্বশঃ॥ ৮

কাঞ্চনেষু তনুত্রেষু কিরীটেষু ধ্বজেষু চ।
শিলানামিব শৈলেষু পতিতানামভূদ্ ধ্বনিঃ॥ ৯

পতিতান্যুত্তমাঙ্গানি বাহবশ্চ বিভূষিতাঃ।
ব্যচেষ্টন্ত মহীং প্রাপ্য শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১০

হৃতোত্তমাঙ্গাঃ কেচিৎ তু তথৈবোদ্যতকার্মুকাঃ।
প্রগৃহীতায়ুধাশ্চাপি তস্থুঃ পুরুষসত্তমাঃ॥ ১১

প্রাবর্ত্তত মহাবেগা নদী রুধিরবাহিনী।
মাতঙ্গাঙ্গশিলা রৌদ্রা মাংস-শোণিতকর্দমা॥ ১২

বরাশ্ব-নর নাগানাং শরীরপ্রভবা তদা।
পরলোকার্ণবমুখী গৃধ্র-গোমায়ুমেদিনী॥ ১৩

ন দৃষ্টং ন শ্রুতং বাপি যুদ্ধমেতাদৃশং নৃপ।
যথা তব সুতানঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত॥ ১৪

নাসীদ্ রথপথস্তত্র যোধৈর্যুধি নিপাতিতৈঃ।
গজৈশ্চ পতিতৈর্নীলৈর্গিরিশৃঙ্গৈরিবাবৃতঃ॥ ১৫

বিকীর্ণৈঃ কবচৈশ্চিত্রৈঃ শিরস্ত্রাণৈশ্চ মারিষ।
শুশুভে তদ্ রণস্থানং শরদীব নভস্তলম্॥ ১৬

বিনির্ভিন্নাঃ শরৈঃ কেচিদন্ত্রাপীড়প্রকর্ষিণঃ।
অভীতাঃ সমরে শত্রূনভ্যধাবন্ত দর্পিতাঃ॥ ১৭

তাত ভ্রাতঃ সখে বন্ধো বয়স্য মম মাতুল।
মা মাং পরিত্যজেত্যন্যে চুক্রুশুঃ পতিতা রণে॥ ১৮

অথাভ্যেহি ত্বমাগচ্ছ কিং ভীতোঽসি ক্ব যাস্যসি।
স্থিতোঽহং সমরে মা ভৈরিতি চান্যে বিচুক্রুশুঃ॥ ১৯

তত্র ভীষ্মঃ শান্তনবো নিত্যং মণ্ডলকার্মুকঃ।
মুমোচ বাণান্ দীপ্তাগ্রানহীনাশীবিষানিব॥ ২০

তখন "দাঁড়াও, দাঁড়াইয়া আছি, ইহাকে বিদ্ধ কর, ফিরিয়া চল, স্থিরভাবে অবস্থান কর, হাঁ, হাঁ স্থিরভাবে আছি" এইরূপ শব্দ চারিদিকে শুনা যাইতে লাগিল॥ ৮

যখন স্বর্ণের কবচসমূহ, কিরীটসকল এবং ধ্বজগুলির উপর সমস্ত যোদ্ধাদিগের অস্ত্রসমূহ পড়িতে লাগিল, তখন পর্ব্বতসকলের উপর পর্ব্বতসমূহের বিদীর্ণ হইয়া পতনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল॥ ৯

সৈন্যগণের শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও স্বর্ণভূষিত বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং ধড়পড় করিতে থাকিল॥ ১০

বহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণের মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইলেও তাঁহাদের মস্তকহীন দেহ পূর্ব্ববৎ ধনুর্ব্বাণ ও অন্য সকল অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল॥ ১১

তখন রণাঙ্গনে মহাবেগে রক্তের নদী বহিয়া চলিল। হস্তিগণের শরীর তাহার মধ্যে শিলাখণ্ডসমূহের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হইল। বড় বড় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীরসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই রক্তনদী পরলোকরূপ সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া চলিল। রক্ত-মাংসের এই নদী শকুনি ও শৃগালদের আনন্দদায়িনী হইল॥ ১২-১৩

ভারত! নরেশ্বর! পাণ্ডবগণ এবং আপনার পুত্রগণের মধ্যে সেই দিন যেরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে কখনও দেখা যাই নাই এবং শুনাও যাই নাই॥ ১৪

সেই যুদ্ধস্থলে পতিতযোদ্ধাগণ ও পর্ব্বতের শ্যামবর্ণ শিখরসমূহের ন্যায় হস্তিসকলে অবরুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় রথগুলির যাতায়াতের পথ থাকিল না॥ ১৫

মাননীয় মহারাজ! এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ (লোহার টুপি)-সমূহে এই রণভূমি শরদ্ ঋতুতে তারকাবলিশোভিত আকাশতুল্য শোভা পাইতে লাগিল॥ ১৬

কোন কোন বীরগণ বাণে বিদীর্ণ হইয়া অন্ত্রের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকিলেও সমরাঙ্গণে নির্ভয় ও সদর্পে শত্রুদিগের প্রতি দৌড়াইতে লাগিলেন॥ ১৭

কতক যোদ্ধা রণস্থলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এইরূপ বলিয়া স্বজনগণকে ডাকিলেন—'তাত! ভ্রাতঃ! সখে! বন্ধো! আমার মিত্র! আমার মাতুল'! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না॥ ১৮

অপর সৈন্যগণ এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিল—এস, আমার নিকট এস, কেন ভীত হইতেছ? কোথায় যাইবে? আমি সংগ্রামে অবস্থান করিতেছি, তুমি ভয় করিও না॥ ১৯

সেখানে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বীয় ধনুকে মণ্ডলাকার করত বিষধর সর্পসকলের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত বাণসমূহ নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২০

শরৈরেকায়নীকুর্বন্ দিশঃ সর্বা যতব্রতঃ।
জঘান পাণ্ডবরথানাদিশ্য ভরতর্ষভ ॥ ২১
স নৃত্যন্ বৈ রথোপস্থে দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
অলাতচক্রবদ্ রাজংস্তত্র তত্র স্ম দৃশ্যতে ॥ ২২
তমেকং সমরে শূরং পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ।
অনেকশতসাহস্রং সমপশ্যন্ত লাঘবাৎ ॥ ২৩
মায়াকৃতাত্মানমিব ভীষ্মং তত্র স্ম মেনিরে।
পূর্বস্যাং দিশি তং দৃষ্ট্বা প্রতীচ্যাং দদৃশুর্জনাঃ ॥ ২৪
উদীচ্যাং চৈবমালোক্য দক্ষিণস্যাং পুনঃ প্রভো।
এবং স সমরে শূরো গাঙ্গেয়ঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৫
ন চৈবং পাণ্ডবেয়ানাং কশ্চিচ্ছক্নোতি বীক্ষিতুম্।
বিশিখানেব পশ্যন্তি ভীষ্মচাপচ্যুতান্ বহূন্ ॥ ২৬
কুর্বাণং সমরে কর্ম সূদয়ানঞ্চ বাহিনীম্।
ব্যাক্রোশন্ত রণে তত্র নরা বহুবিধা বহু ॥ ২৭

অমানুষেণ রূপেণ চরন্তং পিতরং তব।
শলভা ইব রাজানঃ পতন্তি বিধিচোদিতাঃ ॥ ২৮
ভীষ্মাগ্নিমভিসংক্রুদ্ধং বিনাশায় সহস্রশঃ।
ন হি মোঘঃ শরঃ কশ্চিদাসীদ্ ভীষ্মস্য সংযুগে ॥ ২৯
নর-নাগাশ্বকায়েষু বহুত্বাল্লোঘুযোধিনঃ।
(প্রচ্ছাদয়ন্ শরান্ ভীষ্মো নিশিতান্ কঙ্কপত্রিণঃ।)
ভিনত্ত্যেকেন বাণেন সুমুখেন পতত্রিণা ॥ ৩০
গজকণ্টকসন্নদ্ধং বজ্রেণেব শিলোচ্চয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনপি গজারোহান্ পিণ্ডিতান্ বর্মিতানপি ॥ ৩১
নারাচেন সুমুক্তেন নিজঘান পিতা তব।
যো যো ভীষ্মং নরব্যাঘ্রমভ্যেতি যুধি কশ্চন ॥ ৩২
মুহূর্তদৃষ্টঃ স ময়া পাতিতো ভুবি দৃশ্যতে।
এবং সা ধর্মরাজস্য বধ্যমানা মহাচমূঃ ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম ব্রতপালনকারী ভীষ্ম সকল দিক্‌কে বাণাবলিতে পরিপূর্ণ করিতে করিতে পাণ্ডবপক্ষীয় রথী বীরগণকে নিজের নাম শুনাইতে শুনাইতে তাহাদিগকে বধ করিতে থাকিলেন ॥২১

রাজন্! সেই সময় ভীষ্ম স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে রথে বসিয়া যেন নৃত্য করিতেছিলেন। চারিদিকে ঘূর্ণিত অলাতচক্রের ন্যায় তিনি যেখানে সেখানে সর্বত্র দৃষ্ট হইতে থাকিলেন। ২২

যদিও ভীষ্ম যুদ্ধে একাকী ছিলেন, তথাপি সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবগণ তাঁহার নৈপুণ্যবশতঃ সেই সময় কয়েক লক্ষরূপে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ২৩

লোকসমূহের সেই সময় মনে হইতে লাগিল যে, ভীষ্ম রণাঙ্গনে মায়াদ্বারা নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে পূর্বদিকে দেখিতেছিলেন; তাঁহারা আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া তাঁহাকে পশ্চিম দিকে দেখিতে পাইলেন। ২৪

প্রভো! বহু লোক আবার তাঁহাকে উত্তর দিকে দেখিয়া পরক্ষণেই দক্ষিণ দিকে দর্শন করিতে লাগিল। এইভাবে সেই রণাঙ্গনে বীরবর ভীষ্ম সর্বদিকে দৃষ্ট হইতেছিলেন। ২৫

তখন পাণ্ডবগণের কোন যোদ্ধাই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। কেবল সকল যোদ্ধা তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বহু বাণশ্রেণীই দেখিতে পাইলেন। ২৬

সেই রণভূমিতে অদ্ভুত কর্ম করিতে করিতে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম অমানুষরূপে বিচরণ করত পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেখানে তখন বহুপ্রকার মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৭

সেস্থলে বিধাতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পতঙ্গ শ্রেণীতুল্য সহস্র সহস্র রাজা ক্রোধবেগে ভীষ্মরূপ প্রচণ্ড অগ্নিতে স্বীয় বিনাশের জন্য স্বয়ংই পতিত হইতে লাগিলেন। ২৮

যুদ্ধে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণের শরীর সকলের উপর নিক্ষিপ্ত ভীষ্মের কোন বাণই ব্যর্থ হইল না। তখন তাঁহার নিকট বহু বাণ ছিল এবং তিনিও ঐ সকলকে অতিশয় নিপুণতার সহিত প্রয়োগ করিতেছিলেন। ২৯

ভীষ্ম কঙ্কপক্ষীর পক্ষভূষিত বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণবাণ যুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি একটি মাত্র পক্ষভূষিত সরল বাণে লৌহাস্তরণযুক্ত হস্তীকেও সেইরূপভাবে বিদীর্ণ করিতেছিলেন, যেরূপ ইন্দ্র পর্বতশ্রেষ্ঠকে বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। ৩০

আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত একটি নারাচে একস্থানে স্থিত কবচযুক্ত দুই তিনটি হস্ত্যারোহীকেও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৩১

যে কোনও যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে, তাঁহাকে আমি মুহূর্তকাল দেখিতে পাইলেও পরক্ষণেই দেখি—তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়াছেন। ৩২

এইরূপ অতুলনীয় পরাক্রমশালী ভীষ্মকর্তৃক নিহত হইতে হইতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইয়া যাইল। ৩৩

ভীষ্মেণাতুলবীর্য্যেণ ব্যশীর্য্যত সহস্রধা।
প্রাকম্পত মহাসেনা শরবর্ষেণ তাপিতা ॥ ৩৪
পশ্যতো বাসুদেবস্য পার্থস্যাথ শিখণ্ডিনঃ।
বর্তমানোঽপি তে বীরা দ্রবমাণান্ মহারথান্ ॥ ৩৫
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতান্।
মহেন্দ্রসমবীর্য্যেণ বধ্যমানা মহাচমূঃ ॥ ৩৬
অভজ্যত মহারাজ ন চ দ্বৌ সহ ধাবতঃ।
আবিদ্ধনর-নাগাশ্বং পতিতধ্বজ-কূবরম্ ॥ ৩৭
অনীকং পাণ্ডুপুত্রাণাং হাহাভূতমচেতনম্।
জঘানাত্র পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা ॥ ৩৮
প্রিয়ং সখায়ং চাক্রন্দে সখা দৈববলাৎ কৃতঃ।
বিমুচ্য কবচান্যন্যে পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকাঃ ॥ ৩৯
বিমুক্তকেশা ধাবন্তঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত ভারত।
তদ্ গোকুলমিবোদ্ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তরথযূথপম্ ॥ ৪০
দদৃশে পাণ্ডুপুত্রস্য সৈন্যমার্তস্বরং তদা।
প্রভজ্যমানং সৈন্যং তু দৃষ্ট্বা যাদবনন্দনঃ ॥৪১
উবাচ পার্থং বীভৎসুং নিগৃহ্য রথমুত্তমম্।
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ পার্থ যস্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ ॥ ৪২
প্রহরস্ব নরব্যাঘ্র ন চেন্মোহাদ্ বিমুহ্যসে।
যৎ ত্বয়া কথিতং বীর পুরা রাজ্ঞাং সমাগমে ॥ ৪৩
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্বান্ ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকান্।
সানুবন্ধান্ হনিষ্যামি যে মাং যোৎস্যন্তি সংযুগে ॥ ৪৪
ইতি তৎ কুরু কৌন্তেয় সত্যং বাক্যমরিন্দম।
বীভৎসো পশ্য সৈন্যং স্বং ভজ্যমানং ততস্ততঃ ॥ ৪৫
দ্রবতশ্চ মহীপালান্ পশ্য যৌধিষ্ঠিরে বলে।
দৃষ্ট্বা হি ভীষ্মং সমরে ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥ ৪৬
ভয়ার্তাঃ প্রপলায়ন্তে সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগা ইব।
এমমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বাসুদেবং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৭

তাঁহার বাণবর্ষণে সন্তপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের সেই বিশাল সেনাবাহিনী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও শিখণ্ডীর সম্মুখেই কাঁপিতে লাগিল ॥

এই সব বীরগণ সেখানে উপস্থিত থাকিতেও ভীষ্মের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পলায়নরত স্বীয় মহারথীদিগকেও নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥

মহারাজ! মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীষ্মের নিকট আঘাত পাইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল যে, তাহাদের মধ্যে কোথাও একত্রে দুইজন যাইতে সমর্থ হইল না ॥

মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণ সকলেই তখন বাণে ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল। রথের ধ্বজ ও কূবর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে পাণ্ডবগণের সকল সৈন্য অচেতন হইয়া হাহাকার করিতে থাকিল ॥

এই যুদ্ধে দৈবের বশীভূত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে এবং মিত্র প্রিয় মিত্রকে সংহার করিতে লাগিল ॥

ভারত! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের বহু সৈন্যকেই কবচ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তকেশে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে দেখা যাইল ॥

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে ব্যাকুল হইয়া উদ্ভ্রান্ত গো-সকলের ন্যায় আর্তস্বরে হাহাকার করিতে দেখা গেল। বহু রথযূথপতিগণও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া ধাবিত হইতে লাগিলেন। নিজ সৈন্যদলের মধ্যে এরূপ ভাঙ্গন দেখিয়া যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উত্তম রথকে সজ্জিত করিয়া কুন্তীপুত্র অর্জুনকে বলিলেন ॥

নরোত্তম! যাহার জন্য তুমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অভিলাষ করিয়া আসিতেছ, বর্তমানে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি মোহে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া না পড়, তবে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ কর ॥

বীর! পূর্ব্বে নৃপমণ্ডলীর মধ্যে তুমি এই কথা বলিয়াছিলে যে, যাঁহারা আমার সহিত সংগ্রাম, ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, দুর্য্যোধনের সেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি সমস্ত সৈন্যদিগকে আমি অনুগামীসহ বিনাশ করিব ॥ ২৭-৪৪

শত্রুদমন কুন্তীপুত্র! তুমি তোমার সেই কথাকে আজ সত্য করিয়া দেখাও। অর্জুন! দেখ তোমার সকল সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতেছে ॥ ৪৫

সমরাঙ্গণে এখন মুখবিস্তৃত সাক্ষাৎ কালের ন্যায় ভীষ্মকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের মধ্যে পলায়নপর এই সব রাজাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ইহারা সিংহ হইতে ভীত ক্ষুদ্র মৃগদিগের সদৃশ ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন ॥

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন তাঁহাকে এইরূপ উত্তরপ্রদান করিলেন,—ভগবন্! এই অশ্বগণকে সেখানে

নোদয়াশ্বান্ যতো ভীষ্মো বিগাহৈতদ্ বলার্ণবম্।
পাতয়িষ্যামি দুর্ধর্ষং বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্ ॥ ৪৮

সঞ্জয় উবাচ।

ততোঽশ্বান্ রজতপ্রখ্যান্ নোদয়ামাস মাধবঃ।
যতো ভীষ্মরথো রাজন্ দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিবানিব ॥ ৪৯
ততস্তৎ পুনরাবৃত্তং যুধিষ্ঠিরবলং মহৎ।
দৃষ্ট্বা পার্থং মহাবাহুং ভীষ্মায়োদ্যতমাহবে ॥ ৫০
ততো ভীষ্মঃ কুরুশ্রেষ্ঠ সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ।
ধনঞ্জয়রথং শীঘ্রং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৫১
ক্ষণেন স রথস্তস্য সহয়ঃ সহসারথিঃ।
শরবর্ষেণ মহতা সঞ্ছন্নো ন প্রকাশতে ॥ ৫২
বাসুদেবস্ত্বসম্ভ্রান্তো ধৈর্য্যমাস্থায় সত্ত্ববান্।
চোদয়ামাস তানশ্বান্ বিচিত্রান্ ভীষ্মসায়কৈঃ ॥ ৫৩
ততঃ পার্থো ধনুর্গৃহ্য দিব্যং জলদনিঃস্বনম্।
পাতয়ামাস ভীষ্মস্য ধনুশ্ছিত্ত্বা ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৫৪

লইয়া চলুন, যেখানে ভীষ্ম আছেন। এই সৈন্যরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করুন। আজ আমি কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ দুর্দ্ধর্ষ বীর ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিব ॥ ৪৬-৪৮

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রজতসদৃশ শুভ্র অশ্বগণকে সেই দিকে চালনা করিলেন, যে দিকে ভীষ্মের রথ বর্ত্তমান ছিল। ভীষ্মের এই রথ কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় দুর্দ্দর্শনীয় ছিল ॥ ৪৯

সেই সময় মহাবাহু অর্জ্জুনকে সমরাঙ্গণে ভীষ্মের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের বিশাল সৈন্যবাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল ॥ ৫০

কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ভীষ্ম সিংহসদৃশ মুহুর্মুহুঃ গর্জন করিতে করিতে অর্জ্জুনের রথের উপর শীঘ্রতার সহিত বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৫১

সেই প্রভূত বাণবর্ষণের ফলে অল্পকালের মধ্যেই অশ্ব ও সারথি-সহ অর্জ্জুনের রথ আচ্ছাদিত হইয়া সকলের দৃষ্টির অগোচর হইয়া যাইল ॥ ৫২

পরন্তু শক্তিশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অল্পও বিভ্রান্ত না হইয়া ধৈর্য্য-সহকারে ভীষ্মের বাণ যাহাদের সকল অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; সেই অশ্বগুলিকে চালনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

তখন অর্জ্জুন মেঘতুল্য গম্ভীর শব্দকারী দিব্য ধনু হস্তে গ্রহণ করিয়া তিনটি বাণ নিক্ষেপ করত তাহাদের দ্বারা ভীষ্মের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৪

স ছিন্নধন্বা কৌরব্যঃ পুনরন্যন্মহদ্ ধনুঃ।
নিমিষান্তরমাত্রেণ সজ্যং চক্রে পিতা তব ॥ ৫৫
বিচকর্ষ ততো দোর্ভ্যাং ধনুর্জলদনিঃস্বনম্।
অথাস্য তদপি ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ ধনুরর্জুনঃ ॥ ৫৬
তস্য তৎ পূজয়ামাস লাঘবং শান্তনোঃ সুতঃ।
সাধু পার্থো মহাবাহো সাধু ভোঃ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫৭
ত্বয্যেবৈতদ্ যুক্তরূপং মহৎ কর্ম ধনঞ্জয়।
প্রীতোঽস্মি সুভৃশং পুত্র কুরু যুদ্ধং ময়া সহ ॥ ৫৮
ইতি পার্থং প্রশস্যাথ প্রগৃহ্যান্যন্মহদ্ ধনুঃ।
মুমোচ সমরে বীরঃ শরান্ পার্থরথং প্রতি ॥ ৫৯
অদর্শয়দ্ বাসুদেবো হয়যানে পরং বলম্।
মোঘান্ কুর্বন্ শরাংস্তস্য মণ্ডলান্যাচরল্লঘু ॥ ৬০
তথা ভীষ্মস্তু সুদৃঢ়ং বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বগাত্রেষু ভারত ॥ ৬১

ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নিমেষের মধ্যেই পুনরায় অপর একটি ধনুতে গুণযোজনা করিলেন ॥ ৫৫

তাহার পর মেঘ-সদৃশ গম্ভীর শব্দকারী সেই ধনুকে দুই হাতে আকর্ষণ করিলেন। এই সময়ের মধ্যেই ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন তাঁহার সেই ধনুও কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬

অর্জ্জুনের এই নৈপুণ্য দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন,—মহাবাহু কুন্তীকুমার! তোমায় ধন্যবাদ। পুত্র! তোমার এই হস্তনৈপুণ্যে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ধনঞ্জয়! এইরূপ মহৎ কর্ম্ম করা তোমারই যোগ্য। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৫৭-৫৮

এইভাবে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের প্রশংসা করিয়া পুনরায় অপর বিশাল ধনু হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বীরবর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে তাঁহার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বচালনা-বিষয়ে তখন পরম বল দেখাইলেন। তিনি ভীষ্মের বাণসমূহ ব্যর্থ করিতে করিতে অতিশয় নিপুণতার সহিত রথকে মণ্ডলাকারে চালাইতে লাগিলেন ॥ ৬০

ভারত! তথাপি ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমগ্র দেহে তীব্র তীক্ষ্ণবাণসমূহ বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৬১

শুশুভাতে নরব্যাঘ্রৌ তৌ ভীষ্মশরবিক্ষতৌ।
গোবৃষাবিব সংরব্ধৌ বিষাণৈর্লিখিতাঙ্কিতৌ ॥ ৬২
পুনশ্চাপি সুসংরব্ধঃ শরৈঃ শতসহস্রশঃ।
কৃষ্ণয়োর্যুধি সংরব্ধো ভীষ্মোঽথাবারয়দ্ দিশঃ ॥৬৩
বার্ষ্ণেয়ঞ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কম্পয়ামাস রোষিতঃ।
মুহুরভ্যর্দয়ন্ ভীষ্মঃ প্রহস্য স্বনবৎ তদা ॥ ৬৪
ততস্তু কৃষ্ণঃ সমরে দৃষ্ট্বা ভীষ্মপরাক্রমম্।
সম্প্রেক্ষ্য চ মহাবাহুঃ পার্থস্য মৃদুযুদ্ধতাম্ ॥ ৬৫
ভীষ্মঞ্চ শরবর্ষাণি সৃজন্তমনিশং যুধি।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং মধ্যমাসাদ্য সেনয়োঃ ॥ ৬৬
বরান্ বরান্ বিনিঘ্নন্তং পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকান্।
যুগান্তমিব কুর্বাণং ভীষ্মং যৌধিষ্ঠিরে বলে ॥ ৬৭
অমৃষ্যমাণো ভগবান্ কেশবঃ পরবীরহা।
অচিন্তয়দমেয়াত্মা নাস্তি যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ৬৮
একাহ্না হি রণে ভীষ্মো নাশয়েদ্ দেব-দানবান্।

ভীষ্মের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শৃঙ্গের আঘাতে ক্ষত চিহ্নযুক্ত দুইটি বৃষের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৬২

তারপর অত্যন্ত রোষাবিষ্ট ভীষ্ম পুনরায় লক্ষ লক্ষ বাণ বর্ষণ করত যুদ্ধ-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে চারিদিক্ দিয়া আবৃত ও অবরুদ্ধ করিলেন। ৬৩

কেবল ইহাই নহে, কুপিত ভীষ্ম উচ্চহাস্য করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বারংবার পীড়িত করিতে করিতে বৃষ্ণিকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। ৬৪

তদনন্তর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমরাঙ্গণে ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন যে, অর্জুন কোমলতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছে এবং ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে নিরন্তর বাণসমূহ বর্ষণ করিয়াই চলিতেছেন। তিনি উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থাকিয়া তাপদানকারী সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে প্রলয়কালের দৃশ্য উপস্থিত করিতেছেন। ৬৫-৬৭

এই সমস্ত দেখিয়া ও বিচার করিয়া শত্রুবীরসংহারকারী অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে পরামর্শ করিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সেনাবাহিনীর অস্তিত্বই লোপ হইতে বসিয়াছে। ভীষ্ম রণাঙ্গনে একাকী একদিনের মধ্যেই সমস্ত দেবতা ও দানবগণকেও বিনাশ করিতে

কিং নু পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে সবলান্ সপদানুগান্ ॥ ৬৯
দ্রবতে চ মহাসৈন্যং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
এতে চ কৌরবাস্তূর্ণং প্রভগ্নান্ বীক্ষ্য সোমকান্ ॥৭০
প্রাদ্রবন্তি রণে দৃষ্টা হর্ষয়ন্তঃ পিতামহম্।
সোঽহং ভীষ্মং নিহন্ম্যদ্য পাণ্ডবার্থায় দংশিতঃ ॥ ৭১
ভারমেতং বিনেষ্যামি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
অর্জুনো হি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বধ্যমানোঽপি সংযুগে ॥ ৭২
কর্তব্যং নাভিজানাতি রণে ভীষ্মস্য গৌরবাৎ।
তথা চিন্তয়তস্তস্য ভূয় এব পিতামহঃ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শরান্ পার্থরথং প্রতি ॥ ৭৩
তেষাং বহুত্বাৎ তু ভৃশং শরাণাং
দিশশ্চ সর্বাঃ পিহিতা বভূবুঃ।
ন চান্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমি-
র্ন ভাস্করোঽদৃশ্যত রশ্মিমালী।
ববুশ্চ বাতাস্তুমুলাঃ সধূমা
দিশশ্চ সর্বাঃ ক্ষুভিতা বভূবুঃ ॥ ৭৪

পারেন। সেস্থলে সৈন্য ও সেবকবৃন্দের সহিত পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করা ইহার পক্ষে আর কি অধিক কার্য্য হইতে পারে? ৬৮-৬৯

মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে এবং কৌরবেরা যুদ্ধস্থলে সোমকগণকে দ্রুততার সহিত পলায়ন করিতে দেখিয়া পিতামহের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে; অতএব আজ পাণ্ডবগণের জন্য কবচ ধারণ করত আমি স্বয়ংই যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে নিহত করিব। ৭০-৭১

মহাত্মা পাণ্ডবগণের এই গুরুতর ভারকে আমি দূর করিব। অর্জুন এই যুদ্ধে তীক্ষ্ণবাণসমূহে আহত হইয়াও ভীষ্মের উপর গুরুত্ব বুদ্ধির জন্য স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে বুঝিতে পারিতেছে না। ৭২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এরূপ চিন্তা করিবার সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম অর্জুনের রথের উপর পুনরায় বহু বাণবর্ষণ করিলেন। ৭৩

এই বাণসমূহের সংখ্যা অত্যধিক হওয়া উহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ দিক্ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। তখন না আকাশকে দেখা যাইল, না দিক্‌সমূহ; এরূপ পৃথিবীকেও তখন দেখা যাইতেছিল না; এমন কি প্রখর কিরণশালী ভগবান্ সূর্য্যদেবকেও সেই সময়

দ্রোণো বিকর্ণোঽথ জয়দ্রথশ্চ
ভূরিশ্রবাঃ কৃতবর্মা কৃপশ্চ।
শ্রুতায়ুরম্বষ্ঠপতিশ্চ রাজা
বিন্দানুবিন্দৌ চ সুদক্ষিণশ্চ ॥ ৭৫

প্রাচ্যাশ্চ সৌবীরগণাশ্চ সর্বে
বসাতয়ঃ ক্ষুদ্রক-মালবাশ্চ।
কিরীটিনং ত্বরমাণাঽভিসস্রু-
র্নিদেশগাঃ শান্তনবস্য রাজ্ঞঃ ॥ ৭৬

তং বাজি-পাদাত-রথৌঘজালৈ-
রনেকসাহস্রশতৈর্দদর্শ।
কিরীটিনং সম্পরিবার্য্যমাণং
শিনের্নপ্তা বারণযূথপৈশ্চ ॥ ৭৭

ততস্তু দৃষ্ট্বার্জ্জুন-বাসুদেবৌ
পদাতিনাগাশ্বরথৈঃ সমন্তাৎ।
অভিদ্রুতৌ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠৌ
শিনিপ্রবীরোঽভিসসার তূর্ণম্ ॥ ৭৮

স তান্যনীকানি মাহধন্বান্-
শিনিপ্রবীরঃ সহসাভিপত্য।
চকার সাহায্যমথার্জ্জুনস্য
বিষ্ণুর্যথা বৃত্রনিষূদনস্য ॥ ৭৯

বিশীর্ণনাগাশ্ব-রথ-ধ্বজৌঘং
ভীষ্মেণ বিত্রাসিতসর্বযোধম্।
যুধিষ্ঠিরানীকমভিদ্রবন্তং
প্রোবাচ সংদৃশ্য শিনিপ্রবীর ॥ ৮০

ক্ব ক্ষত্রিয়া যাস্যথ নৈষ ধর্মঃ
সতাং পুরস্তাৎ কথিতঃ পুরাণৈঃ।
মা স্বাং প্রতিজ্ঞাং ত্যজত প্রবীরাঃ
স্বং বীরধর্মং পরিপালয়ধ্বম্ ॥ ৮১

তান্ বাসবানন্তরজো নিশাম্য
নরেন্দ্রমুখ্যান্ দ্রবতঃ সমন্তাৎ।
পার্থস্য দৃষ্ট্বা মৃদুযুদ্ধতাঞ্চ
ভীষ্মঞ্চ সংখ্যে সমুদীর্য্যমাণম্ ॥ ৮২

অমৃষ্যমাণঃ স ততো মহাত্মা
যশস্বিনং সর্বদশার্হভর্তা।
উবাচ শৈনেয়মভিপ্রশংসন্
দৃষ্ট্বা কুরূনাপততঃ সমগ্রান্ ॥ ৮৩

দেখা যাইতেছিল না। তখন ধূমযুক্ত ভয়ঙ্কর বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল এবং দিক্‌সমূহ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৭৪

সেই সময় দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, রাজা অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, পূর্ব্বদেশীয় নরপতিগণ, সৌবীরদেশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ, বসাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ —ইঁহারা সকলে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের আজ্ঞানুসারে চলিতে চলিতে অতি সত্বরই কিরীটধারী অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৫-৭৬

সাত্যকি দূর হইতে দেখিলেন যে, কিরীটধারী অর্জ্জুন অশ্ব, পদাতিক ও রথী সৈন্যসমূহ সহ কয়েক লক্ষ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পড়িয়াছেন। গজরাজ যূথপতিগণও তাঁহার সর্ব্বদিক্ ঘিরিয়া রাখিয়াছে ॥ ৭৭

তারপর শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে পদাতিক, হস্তী, অশ্ব ও রথ সৈন্যসমূহ চারিদিক্ দিয়া আক্রান্ত হইতে দেখিয়া শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি অতিক্রত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৮

শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি সহসা সেই সৈন্যগণের নিকট আসিয়া অর্জ্জুনকে সেইরূপভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন, যেরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বৃত্রাসুরনাশী দেবরাজ ইন্দ্রকে সহায়তা করিয়াছিলেন ॥ ৭৯

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীর হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজসমূহ পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িল। ভীষ্ম সেই সময় সমগ্র যোদ্ধাদিগকেই ভীত করিয়া তুলিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ৮০

হে ক্ষত্রিয়গণ! কোথায় যাইতেছ? প্রাচীন মহাপুরুষগণ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগের এরূপ ধর্ম্ম বলেন নাই। শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ! স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না। নিজেদের বীরধর্ম্ম পালন কর ॥ ৮১

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রেষ্ঠ নৃপগণকে চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, অর্জ্জুন বিনয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছে— ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং ভীষ্ম সংগ্রামস্থলে ক্রমশঃ অধিক প্রচণ্ড হইয়া যাইতেছেন—ইহা অবলোকন করত সমস্ত যদুকুলের ভরণ-পোষণকর্ত্তা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

যে যান্তি তে যান্তু শিনিপ্রবীর
যেঽপি স্থিতাঃ সাত্বত তেঽপি যান্তু
ভীষ্মং রথাৎ পশ্য নিপাত্যমানং
দ্রোণঞ্চ সংখ্যে সগণং ময়াদ্য ॥ ৮৪

ন মে রথী সাত্বত কৌরবাণাং
ক্রুদ্ধস্য মুচ্যেত রণেঽদ্য কশ্চিৎ।
তস্মাদহং গৃহ্য রথাঙ্গমুগ্রং
প্রাণং হরিষ্যামি মহাব্রতস্য ॥ ৮৫

নিহত্য ভীষ্মং সগণং তথাজৌ
দ্রোণঞ্চ শৈনেয় রথপ্রবীরৌ।
প্রীতিং করিষ্যামি ধনঞ্জয়স্য
রাজ্ঞশ্চ ভীমস্য তথাশ্বিনোশ্চ ॥ ৮৬

নিহত্য সর্বান্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাং-
স্তৎপক্ষিণো যে চ নরেন্দ্রমুখ্যাঃ।
রাজ্যেন রাজানমজাতশত্রুং
সম্পাদয়িষ্যাম্যহমদ্য হৃষ্টঃ ॥ ৮৭

তিনি সমগ্র কৌরববাহিনীকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিতে দেখিয়া যশস্বী বীর সাত্যকিকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৮২-৮৩

শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্বতবংশভূষণ সাত্যকি! যাহারা পলায়ন করিতেছে, তাহারা যাউক। যাহারা এখনও যুদ্ধে অবস্থান করিতেছে, তাহারাও চলিয়া যাউক (আমি ইহাদের কোন ভরসা করি না)। তুমি দেখ, আমি এখনই সংগ্রামভূমিতে সহায়কগণের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে রথ হইতে ভূপাতিত করিব ॥ ৮৪

সাত্বতকুলতিলক! আজ কৌরবসেনার কোন রথী বীরই ক্রুদ্ধ আমি শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবে না। আমি স্বীয় ভয়ঙ্কর চক্র লইয়া মহাব্রতধারী ভীষ্মের প্রাণ হরণ করিব ॥ ৮৫

শিনিবংশভূষণ সাত্যকে! সহায়কগণের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণ—এই দুই বীর মহারথীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমি অর্জুন, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও নকুল-সহদেবকে প্রসন্ন করিব ॥ ৮৬

ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র এবং তাহাদের পক্ষে আগত সমস্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিবৃন্দকে বধ করিয়া আমি প্রসন্নতার সহিত আজ অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশালী করিব ॥ ৮৭

সঞ্জয় উবাচ।

(ইতীদমুক্ত্বা স মহানুভাবঃ
সস্মার চক্রং নিশিতং পুরাণম্।
সুদর্শনং চিন্তিতমাত্রমেব
তস্যাগ্রহস্তং স্বয়মারুরোহ ॥)

ততঃ সুনাভং বসুদেবপুত্রঃ
সূর্য্যপ্রভং বজ্রসমপ্রভাবম্।
ক্ষুরান্তমুদ্যম্য ভুজেন চক্রং
রথাদবপ্লুত্য বিসৃজ্য বাহান্ ॥ ৮৮

সঙ্কম্পয়ন্ গাং চরণৈর্মহাত্মা
বেগেন কৃষ্ণঃ প্রসসার ভীষ্মম্।
মদান্ধমাজৌ সমুদীর্ণদর্পং
সিংহো জিঘাংসন্নিব বারণেন্দ্রম্ ॥ ৮৯

সোঽভিদ্রবন্ ভীষ্মমনীকমধ্যে
ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রাবরজঃ প্রমাথী।
ব্যালম্বিপীতান্তপটশ্চকাশে
ঘনো যথা খে তড়িতাবনদ্ধঃ ॥ ৯০

সঞ্জয় বলিলেন,—(এই কথা বলিয়া মহানুভাব শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পুরাতন ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার চিন্তা করিবামাত্রই সেই চক্র স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের হস্তের অগ্রভাগে আসিয়া প্রস্তুত থাকিলেন)॥

এই চক্রের নাভিদেশ অতিশয় সুন্দর ছিল। ইহার প্রকাশ সূর্য্যসদৃশ এবং প্রভাব বজ্রতুল্য ছিল। তাঁহার সীমান্তভাগ ক্ষুরের ন্যায় ধারাল। বসুদেবনন্দন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণকে পরিত্যাগ করত হস্তে সেই চক্রকে উত্তোলিত করিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং যেরূপ সিংহ বর্দ্ধিতগর্ব্ব, মদান্ধ ও উন্মত্ত গজরাজকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ তিনিও স্বীয় পাদভারে পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের অভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৮-৮৯

দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শত্রুগণকেই মথিত করিতে পারেন। তিনি সেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগে কুপিত হইয়া যে সময় ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন, সেই সময় তাঁহার শ্যামবিগ্রহ বায়ুর বেগে আন্দোলিত পীতবস্ত্রে এরূপ শোভা পাইতেছিলেন, যেরূপ আকাশে বিদ্যুৎ পরিবেষ্টিত শ্যাম মেঘ শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৯০

সুদর্শনং চাস্য ররাজ শৌরে-
স্তচ্চক্রপদ্মং সুভুজোরুনালম্।
যথাদিপদ্মং তরুণার্কবর্ণং
ররাজ নারায়ণনাভিজাতম্ ॥ ৯১

তং কৃষ্ণকোপোদয়সূর্য্যবুদ্ধং
ক্ষুরান্ততীক্ষ্ণাগ্রসুজাতপত্রম্।
তস্যৈব দেহোরুসরঃপ্রর‍ূঢ়ং
ররাজ নারায়ণবাহুনালম্ ॥ ৯২

তমাত্তচক্রং প্রণদন্তমুচ্চৈঃ
ক্রুদ্ধং মহেন্দ্রাবরজং সমীক্ষ্য।
সর্বাণি ভূতানি ভৃশং বিনেদুঃ
ক্ষয়ং কুরূণামিব চিন্তয়িত্বা ॥ ৯৩

স বাসুদেবঃ প্রগৃহীতচক্রঃ
সংবর্তয়িষ্যন্নিব সর্বলোকম্।
অভ্যুৎপতল্লোঁকগুরুর্বভাসে
ভূতানি ধক্ষ্যন্নিব ধূমকেতুঃ ॥ ৯৪

তমাদ্রবন্তং প্রগৃহীতচক্রং
দৃষ্ট্বা দেবং শান্তনবস্তদানীম্।
অসম্ভ্রমং তদ্ বিচকর্ষ দোর্ভ্যাং
মহাধনুর্গাণ্ডিবতুল্যঘোষম্ ॥ ৯৫

উবাচ ভীষ্মস্তমনন্তপৌরুষং
গোবিন্দমাজাববিমূঢ়চেতাঃ।
এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তু তে মাধব চক্রপাণে ॥ ৯৬

প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ
রথোত্তমাৎ সর্বশরণ্য সংখ্যে ॥ ৯৭

ত্বয়া হতস্যাপি মমাস্থ কৃষ্ণ
শ্রেয়ঃ পরস্মিন্নিব চৈব লোকে।
সম্ভাবিতোঽস্ম্যন্ধক-বৃষ্ণিনাথ
লোকৈস্ত্রিভির্বীর তবাভিযানাৎ ॥৯৮

রথাদবপ্লুত্য ততস্ত্বরাবান্
পার্থোঽপ্যনুক্রুত্য যদুপ্রবীরম্।
জগ্রাহ পীনোত্তমলম্ববাহুং
বাহ্বোর্হরিং ব্যায়তপীনবাহুঃ ॥ ৯৯

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বাহুরূপ বিশালনালে সুশোভিত এই সুদর্শন চক্র কমলসদৃশ এরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে মনে হইল—ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে উৎপন্ন প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ আদিকমল প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ৯১

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধরূপ সূর্য্যোদয় হইতে এই কমল বিকসিত হইয়াছেন। ইহার সীমান্তভাগ ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ধারাল ছিল এবং ইহাই ছিল তাঁহার সুন্দর দল। ভগবানের শ্রীবিগ্রহরূপ মহাসরোবরে ইনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন এবং নারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাহুরূপ নাল উঁহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন ॥ ৯২

মহেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া হস্তে চক্র উত্তোলন করত অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপে দেখিয়া কৌরবগণের সংহারের কথা চিন্তা করত সকল প্রাণীই হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ৯৩

এই জগদ্গুরু বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হাতে চক্র লইয়া যেন সমগ্র জগৎকেই সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি তখন সমস্ত প্রাণিজগৎকে ভস্মসাৎ করিবার ইচ্ছায় উত্থিত ধূমকেতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯৪

ভগবান্‌কে চক্র লইয়া স্বীয়াভিমুখে সবেগে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বল্পও ভীত কিংবা বিভ্রান্ত না হইয়া দুই হস্তে গাণ্ডীবধনুতুল্য গম্ভীরশব্দকারী স্বীয় বিশাল ধনুকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫

সেই সময় যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের চিত্তে অল্পও মোহ ছিল না। তিনি তখন অনন্ত পুরুষার্থশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে বলিলেন,—আসুন, আসুন, দেবেশ্বর! জগন্নিবাস! আপনাকে নমস্কার। হস্তে চক্র লইয়া আগত মাধব! সকলের শরণদাতা লোকনাথ! আজ যুদ্ধভূমিতে বলপূর্ব্বক আমাকে নিহত করিয়া এই উত্তম রথ হইতে ভূপাতিত করুন ॥ ৯৬-৯৭

হে কৃষ্ণ! আজ আপনার হস্তে যদি আমি নিহত হই, তবে ইহলোক ও পরলোকে আমার কল্যাণ হইবে। অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশের রক্ষক বীর! আপনার এই আক্রমণে ত্রিভুবনে আমার গৌরব বর্দ্ধিত হইল ॥ ৯৮

স্থূল (মোটা), লম্বা ও উত্তম বাহুশোভিত, যদুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে ধাবিত হইতে দেখিয়া অর্জুন অতিশয়

নিগৃহ্যমাণশ্চ তদাদিদেবো
ভৃশং সরোষঃ কিল চাত্মযোগী।
আদায় বেগেন জগাম বিষ্ণু-
র্জিষ্ণুং মহাবাত ইবৈকবৃক্ষম্॥ ১০০
পার্থস্তু বিষ্টভ্য বলেন পাদৌ
ভীষ্মান্তিকং তূর্ণমভিদ্রবন্তম্।
বলান্নিজগ্রাহ হরিং কিরীটী
পদেঽথ রাজন্ দশমে কথঞ্চিৎ॥ ১০১
অবাস্থিতঞ্চ প্রণিপত্য কৃষ্ণং
প্রীতোঽর্জুনঃ কাঞ্চনচিত্রমালী।
উবাচ কোপং প্রতিসংহরেতি
গতির্ভবান্ কেশব পাণ্ডবানাম্॥ ১০২
ন হাস্যতে কর্ম যথাপ্রতিজ্ঞং
পুত্রৈঃ শপে কেশব সোদরৈশ্চ।
অন্তং করিষ্যামি যথা কুরূণাং
ত্বয়াহমিন্দ্রানুজ সম্প্রযুক্তঃ॥ ১০৩

ততঃ প্রতিজ্ঞাং সময়ঞ্চ তস্য
জনার্দনঃ প্রীতমনা নিশম্য।
স্থিতঃ প্রিয়ে কৌরবসত্তমস্য
রথং সচক্রঃ পুনরারুরোহ॥ ১০৪
স তানভীষূন্ পুনরাদদানঃ
প্রগৃহ্য শঙ্খং দ্বিষতাং নিহন্তা।
নিনাদয়ামাস ততো দিশশ্চ
স পাঞ্চজন্যস্য রবেণ শৌরিঃ॥ ১০৫
ব্যাবিদ্ধনিষ্কাঙ্গদ-কুণ্ডলং তং
রজোবিকীর্ণাঞ্চিতপদ্মনেত্রম্।
বিশুদ্ধদংষ্ট্রং প্রগৃহীতশঙ্খং
বিচুক্রুশুঃ প্রেক্ষ্য কুরুপ্রবীরাঃ॥ ১০৬
মৃদঙ্গ-ভেরী-পণবপ্রণাদা
নেমিস্বনা দুন্দুভিনিঃস্বনাশ্চ।
স সিংহনাদাশ্চ বভূবুরুগ্রাঃ
সর্ব্বেষনীকেষু ততঃ কুরূণাম্॥ ১০৭

ব্যগ্রতার সহিত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন এবং নিকটে যাইয়া তাঁহার দুই বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনেরও বাহু স্থূল (মোটা) ও বিশাল ছিল॥ ৯৯

আদিদেব আত্মযোগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অত্যন্ত রোষাবিষ্ট ছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াও নিবারিত হইতে পারিলেন না। যেরূপ ঝঞ্ঝাবাত কোন বৃক্ষকে তুলিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে লইয়াই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ১০০

রাজন্! তখন কিরীটধারী অর্জ্জুন ভীষ্মের দিকে দ্রুতবেগে গমনকারী শ্রীহরির চরণযুগল দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিলেন এবং কোনরূপে দশপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহাকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন॥ ১০১

যখন শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তখন স্বর্ণের বিচিত্রহারে বিভূষিত অর্জ্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করত বলিলেন,—কেশব! আপনি আপনার ক্রোধ শান্ত করুন। প্রভো! আপনি পাণ্ডবগণের পরম আশ্রয়॥ ১০২

কেশব! এখন আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে কর্ত্তব্যপালন করিব, উহা কখনই ত্যাগ করিব না। এই কথা আমি আমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণের শপথ লইয়াই বলিতেছি। উপেন্দ্র! আপনার আজ্ঞা পাইলেই আমি কৌরবসকলকে বিনাশ করিব॥ ১০৩

অর্জ্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্যপালনের নিশ্চয়তা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। তিনি কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়া চক্রসহ পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন॥ ১০৪

শত্রুগণের হন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অশ্বসমূহের রজ্জু (লাগাম) ধারণ করিলেন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ লইয়া উহার ধ্বনিতে সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন॥ ১০৫

সেই সময় তাঁহার কণ্ঠস্থিত হার, বাহুর অঙ্গদ (বলয়) এবং কর্ণের কুণ্ডল দুলিতে লাগিল, তাঁহার কমলসদৃশ সুন্দর নেত্রের উপর সৈন্যোত্থিত ধূলি পতিত হইতেছিল। তাঁহার দন্তাবলি শুদ্ধ ও স্বচ্ছ ছিল এবং তিনি নিজ হস্তে শঙ্খ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরগণ কোলাহল করিয়া উঠিলেন॥ ১০৬

তারপর কৌরবগণের সমস্ত সৈন্যদলেই মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও দুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। রথসমূহের চক্রধারার ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। এই সমস্ত শব্দ বীরগণের সিংহধ্বনির সহিত মিলিয়া অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিল॥ ১০৭

গাণ্ডীবঘোষ: স্তনয়িত্নুকল্পো
জগাম পার্থস্ত নভো দিশশ্চ।
জগ্মুশ্চ বাণা বিমলা: প্রসন্না:
সর্বা দিশ: পাণ্ডবচাপমুক্তা: ॥ ১০৮
তং কৌরবাণামধিপো জবেন
ভীষ্মেণ ভূরিশ্রবসা চ সার্ধম্।
অভ্যুদ্যযাবুদ্যতবাণপাণি:
কক্ষং দিধক্ষন্নিব ধূমকেতু: ॥ ১০৯
অথার্জুনায় প্রজিঘায় ভল্লান্
ভূরিশ্রবা: সপ্ত সুবর্ণপুঙ্খান্।
দুর্যোধনস্তোমরমুগ্রবেগং
শল্যো গদাং শান্তনবশ্চ শক্তিম্ ॥ ১১০
স সপ্তভি: সপ্ত শরপ্রবেকান্
সংবার্য্য ভূরিশ্রবসা বিসৃষ্টান্।
শিতেন দুর্যোধনবাহুমুক্তং
ক্ষুরেণ তৎ তোমরমুন্মমাথ ॥ ১১১
তত: শুভামাপততীং স শক্তিং
বিদ্যুৎপ্রভাং শান্তনবেন মুক্তাম্।
গদাঞ্চ মদ্রাধিপবাহুমুক্তাং
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং নিচকর্ত বীর: ॥ ১১২
ততো ভুজাভ্যাং বলবদ্ বিকৃষ্য
চিত্রং ধনুর্গাণ্ডিবমপ্রমেয়ম্।
মাহেন্দ্রমস্ত্রং বিধিবদ্ সুঘোরং
প্রাদুশ্চকারাদ্ভুতমন্তরিক্ষে ॥ ১১৩
তেনোত্তমাস্ত্রেণ ততো মহাত্মা
সর্বাণ্যনীকানি মহাধনুষ্মান্।
শরৌঘজালৈর্বিমলাগ্নিবর্ণৈ-
র্নিবারয়ামাস কিরীটমালী ॥ ১১৪
শিলীমুখা: পার্থধনু:প্রমুক্তা
রথান্ ধ্বজাগ্রাণি ধনূংষি বাহূন্।
নিকৃত্য দেহান্ বিবিশু: পরেষাং
নরেন্দ্র-নাগেন্দ্র-তুরঙ্গমাণাম্ ॥ ১১৫
ততো দিশ: সোহনুদিশশ্চ পার্থ:
শরৈ: সুধারৈ: সমরে বিতত্য।
গাণ্ডীবশব্দেন মনাংষি তেষাং
কিরীটমালী ব্যথয়াঞ্চকার ॥ ১১৬

অর্জুনের গাণ্ডীব-ধনুর গম্ভীর শব্দ মেঘগর্জনের ন্যায় আকাশ ও সকলদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নির্মল ও স্বচ্ছ বাণসমূহ সকল দিক্ আবৃত করিল ॥ ১০৮

সেই সময় কৌরবরাজ দুর্যোধন হাতে ধনু ও বাণ লইয়া দ্রুতবেগে অর্জুনের সম্মুখে আসিলেন, তাহাতে মনে হইল তৃণাদিতে নির্মিত কক্ষসমূহ দগ্ধ করিবার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহার সহিত ভীষ্ম ও ভূরিশ্রবাও ছিলেন ॥ ১০৯

অনন্তর ভূরিশ্রবা স্বর্ণপক্ষযুক্ত সাতটি ভল্ল অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। দুর্যোধন ভয়ঙ্কর বেগশালী একটি তোমর প্রহার করিলেন ॥ ১১০

তখন অর্জুন সাতটি বাণে ভূরিশ্রবার নিক্ষিপ্ত সাতটি ভল্লকে ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ ক্ষুরাস্ত্রে দুর্যোধনের বাহুমুক্ত সেই তোমরকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১১

তারপর বীরবর অর্জুন শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত বিদ্যুতের ন্যায় প্রস্ফুরিতা ও শোভাময়ী শক্তিকে এবং মদ্ররাজ শল্যের বাহুমুক্ত গদাকেও দুই বাণে কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ১১২

তদনন্তর অপ্রমেয় বলসম্পন্ন বিচিত্র ধনুকে দুই হস্তে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অর্জুন বিধি অনুসারে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহেন্দ্র অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। সেই অদ্ভুত অস্ত্র তখন অন্তরিক্ষে প্রকাশিত হইয়া উঠিল ॥ ১১৩

তারপর পুনরায় কিরীটধারী মহাত্মা মহাধনুর্দ্ধর অর্জুন সেই উত্তম অস্ত্র দ্বারা নির্মল ও অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত বাণসমূহের জাল বিস্তৃত করিয়া কৌরবগণের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১১৪

অর্জুনের ধনু হইতে মুক্ত বাণসমূহ শত্রুগণের রথ, ধ্বজাগ্র, ধনু ও বাহু ছেদন করিয়া নরপতি, গজরাজ ও অশ্বসকলের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১১৫

তদনন্তর তীক্ষ্ণ ধারাল বাণশ্রেণীতে যুদ্ধস্থলে সম্পূর্ণ দিক্ ও কোণসমূহ আচ্ছাদিত করিয়া অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে কৌরবদিগের মনে ভয়ানক ব্যথার সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১৬

তস্মিংস্তথা ঘোরতমে প্রবৃত্তে
শঙ্খস্বনা দুন্দুভিনিঃস্বনাশ্চ।
অন্তর্হিতা গাণ্ডিবনিঃস্বনেন
বভূবুরুগ্রাশ্ব-রথপ্রণাদাঃ ॥ ১১৭
গাণ্ডীবশব্দং তমথো বিদিত্বা
বিরাটরাজপ্রমুখাঃ প্রবীরাঃ।
পাঞ্চালরাজো দ্রুপদশ্চ বীর-
স্তং দেশমাজগ্মুরদীনসত্ত্বাঃ ১১৮
সর্বাণি সৈন্যানি তু তাবকানি
যতো যতো গাণ্ডিবজঃ প্রণাদঃ।
ততস্ততঃ সন্নতিমেব জগ্মু-
র্ন তং প্রতীপোঽভিসসার কশ্চিৎ ॥ ১১৯
তস্মিন্ সুঘোরে নৃপসম্প্রহারে
হতাঃ প্রবীরাঃ সরথাশ্ব-সূতাঃ।
গজাশ্চ নারাচনিপাততপ্তা
মহাপতাকাঃ শুভরুক্মকক্ষ্যাঃ ॥ ১২০
পরীতসত্ত্বাঃ সহসা নিপেতুঃ
কিরীটিনা ভিন্নতনুত্রকায়াঃ।
দৃঢ়ং হতাঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ
পার্থেন ভল্লৈর্বিমলৈঃ শিতাগ্রৈঃ ॥ ১২১
নিকৃত্তযন্ত্রা নিহতেন্দ্রকীলা
ধ্বজা মহান্তো ধ্বজিনীমুখেষু।
পদাতিসঙ্ঘাশ্চ রথাশ্চ সংখ্যে
হয়াশ্চ নাগাশ্চ ধনঞ্জয়েন ॥ ১২২
বাণাহতাস্তূর্ণমপেতসত্ত্বা
বিষ্টভ্য গাত্রাণি নিপেতুরুর্ব্যাম্।
ঐন্দ্রেণ তেনাস্ত্রবরেণ রাজন্
মহাহবে ভিন্নতনুত্রদেহাঃ ॥ ১২৩
ততঃ শরৌঘৈর্নিশিতৈঃ কিরীটিনা
নৃদেহশস্ত্রক্ষতলোহিতোদা।
নদী সুঘোরা নরমেদফেনা
প্রবর্তিতা তত্র রণাজিরে বৈ ॥ ১২৪
বেগেন সাতীব পৃথুপ্রবাহা
পরেতনাগাশ্বশরীররোধা।
নরেন্দ্রমজ্জোচ্ছ্রিতমাংসপঙ্ক-
প্রভূতরক্ষোগণভূতসেবিতা ॥ ১২৫

এইরূপে সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিধ্বনি, অশ্ব ও রথসমূহের চক্রসকলের ভয়ানক শব্দ গাণ্ডীবধনুর সেই টঙ্কার-ধ্বনিতে অভিভূত হইয়া যাইল ॥ ১১৭

তথাপি গাণ্ডীবধনুর শব্দকে বুঝিতে পারিয়া রাজা বিরাট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বীরগণ এবং বীরবর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ—এই সব উদারচরিত নরপতিরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥১১৮

যেখানে যেখানে গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি হইতেছিল, সেখানে সেখানে আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী মস্তক নত করিয়া গমন করিতে লাগিল। কেহই তখন তাঁহার প্রতিকূলে আক্রমণ করে নাই ॥ ১১৯

নৃপগণের দারুণ যুদ্ধে রথ, অশ্ব ও সারথি সহ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ নিহত হইলেন। সুন্দর স্বর্ণ রজ্জুতে বদ্ধ, বড় বড় পতাকাশোভিত বহু হাতী নারাচসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া শক্তি ও চেতনা হারাইয়া সহসা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। কুন্তীকুমার অর্জুনের ভয়ঙ্কর বেগগামী তীক্ষ্ণ ও পক্ষযুক্ত নির্মল ভল্লে গভীরভাবে আহত হইয়া কবচ এবং শরীর উভয়ই বিদীর্ণ হওয়ায় কৌরব-সৈন্যরা সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করত ভূপতিত হইতে লাগিল ॥ ১২০-১২১

যুদ্ধের সম্মুখে যাহাদের যন্ত্র নষ্ট হইয়াছে এবং ইন্দ্রজাল ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ বড় বড় ধ্বজগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই সংগ্রামে অর্জুনের বাণে আহত পদাতিক সৈন্য-বাহিনী, রথ, অশ্ব ও হস্তী সকল সত্ত্বশূন্য (নিস্তেজ) হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে নিজ নিজ অঙ্গসমূহ চাপিয়া ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে পড়িতে আরম্ভ করিল। রাজন্! সেই মহান্ ঐন্দ্রাস্ত্রে সমরাঙ্গণে সকল সৈন্যেরই শরীর ও কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল ॥ ১২২-১২৩

সেই সময় যুদ্ধস্থলে কিরীটধারী অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণবাণসমূহে যোদ্ধাদিগের শরীরে প্রাপ্ত আঘাতে নির্গত রক্তের এক ভয়ঙ্কর নদী বহাইয়া দিলেন; যে নদীতে মনুষ্যগণের মেদ ফেনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ১২৪

এই নদী তীব্রবেগে বহিতেছিল। উহার প্রবাহও বিশাল ছিল। মৃত হস্তী ও অশ্বদিগের শরীরসমূহ এই নদীর তীররূপে প্রতীত হইতে লাগিল। নৃপগণের মজ্জা ও মাংস তাহার কর্দমে পরিণত হইয়াছিল। বহু রাক্ষস ও ভূতসকল উহা সেবন করিতেছিল ॥ ১২৫

শিরঃকপালাকুলকেশশাদ্বলা
শরীরসঙ্ঘাতসহস্রবাহিনী।
বিশীর্ণনানাকবচোর্মিসঙ্কুলা
নরাশ্বনাগাস্থিনিকৃত্তশর্করা ॥ ১২৬

শ্ব-কঙ্ক-শালাবৃক-গৃধ্র-কাকৈঃ
ক্রব্যাদসঙ্ঘৈশ্চ তরক্ষুভিশ্চ।
উপেতকূলাং দদৃশুর্মনুষ্যাঃ
ক্রূরাং মহাবৈতরণীপ্রকাশাম্ ॥ ১২৭

প্রবর্তিতামর্জুনবাণসঙ্ঘৈ-
র্মেদোবসাসৃক্‌প্রবহাং সুভীমাম্।
হতপ্রবীরাঞ্চ তথৈব দৃষ্ট্বা
সেনাং কুরূণামথ ফাল্গুনেন ॥ ১২৮

তে চেদি পাঞ্চাল-করূষ-মৎস্যাঃ
পার্থাশ্চ সর্বে সহিতাঃ প্রণেদুঃ।
জয়প্রগল্‌ভাঃ পুরুষপ্রবীরাঃ
সন্ত্রাসয়ন্তঃ কুরুবীরযোধান্ ॥ ১২৯

হতপ্রবীরাণি বলানি দৃষ্ট্বা
কিরীটিনা শত্রুভয়াবহেন।

মৃতের মস্তকখণ্ডের কেশসমূহ ব্যাপ্ত হইয়া এই নদীর শেওলা রূপে পরিণত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র মৃতদেহগুলি উহাতে জলজন্তুর ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত কবচসমূহ উহার তরঙ্গরূপে সর্বদিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের কর্তিত অস্থিগুলি ছোট ছোট কাঁকর বলিয়া ভ্রম হইতেছিল ॥ ১২৬

এই নদীর উভয় তীরে কুকুর, কঙ্ক, শালবৃক, গৃধ্র, কাক, তরক্ষু এবং অন্যান্য মাংসাশী জন্তুগণ উপস্থিত ছিল। এই ভয়ানক নদীকে তখন সকল মানুষই মহাবৈতরণী নদীর ন্যায় মনে করিতেছিল ॥ ১২৭

অর্জুনের বাণসমূহ হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ইহা চর্বী, মজ্জা ও রক্ত বহন করিতে থাকায় অতিশয় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছিল। এইরূপে কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বীরগণ অর্জুনকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া চেদি, পাঞ্চাল, করূষ ও মৎস্যদেশের ক্ষত্রিয় এবং কুন্তীর পুত্র—এই সব নরবীরগণ বিজয় লাভ করত নির্ভয় হইয়া কৌরব-যোদ্ধাদিগকে ভয়ভীত করিতে করিতে এক সঙ্গে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১২৮-১২৯

বিত্রাস্য সেনাং ধ্বজিনীপতীনাং
সিংহো মৃগাণামিব যূথসঙ্ঘান্ ॥ ১৩০

বিনেদতুস্তাবতিহর্ষযুক্তৌ
গাণ্ডীবধন্বা চ জনার্দনশ্চ।
ততো রবিং সংবৃতরশ্মিজালং
দৃষ্ট্বা ভৃশং শস্ত্রপরিক্ষতাঙ্গাঃ ॥ ১৩১

তদৈন্দ্রমস্ত্রং বিততঞ্চ ঘোর-
মসহ্যমুদ্বীক্ষ্য যুগান্তকল্পম্।
অথাপযানং কুরবঃ সভীষ্মাঃ
সদ্রোণ-দুর্যোধন-বাহ্লিকাশ্চ ॥ ১৩২

চক্রুর্নিশাং সন্ধিগতাং সমীক্ষ্য
বিভাবসোর্লোহিতরাগযুক্তাম্।
অবাপ্য কীর্তিঞ্চ যশশ্চ লোকে
বিজিত্য শত্রূংশ্চ ধনঞ্জয়োঽপি ॥ ১৩৩

যযৌ নরেন্দ্রৈঃ সহ সোদরৈশ্চ
সমাপ্তকর্মা শিবিরং নিশায়াম্।
ততঃ প্রজজ্ঞে তুমুলঃ কুরূণাং
নিশামুখে ঘোরতমঃ প্রণাদঃ ॥ ১৩৪

শত্রুগণের ভয়প্রদ কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বহু বীরকে নিহত দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষের সকলেই অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। গাণ্ডীবধারী অর্জুন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিংহদ্বারা মৃগসকলের দলসমূহকে ভীত করার ন্যায় কৌরবসেনাপতিদিগকে ভীত করিয়া অত্যন্ত হর্ষের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর অস্ত্রসমূহের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষতদেহ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, বাহ্লীক ও অন্যান্য কৌরবযোদ্ধারা সূর্য্যদেবকে স্বীয় কিরণাবলিসংহত দেখিয়া এবং ভয়ঙ্কর ঐন্দ্রাস্ত্রকে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিতুল্য সর্বত্র ব্যাপ্ত ও অসহ্য জানিয়া সূর্য্যের রক্তিম কিরণে সংযুক্ত সন্ধ্যা এবং রাত্রির আরম্ভকাল করত সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লইলেন।

ধনঞ্জয়ও শত্রুগণকে জয় করিয়া এবং লোকসমাজে সুযশ ও সুকীর্তি লাভ করিয়া ভ্রাতা এবং নৃপগণের সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ পূর্বক রাত্রি আরম্ভে নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সেই সময় রাত্রির প্রারম্ভে কৌরবপক্ষের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল। তাহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, আজ অর্জুন রণাঙ্গনে দশ হাজার রথী বীর

রণে রথানাময়ুতং নিহত্য
হতা গজাঃ সপ্তশতার্জ্জুনেন।
প্রাচ্যাশ্চ সৌবীরগণাশ্চ সর্বে
নিপাতিতাঃ ক্ষুদ্রক-মালবাশ্চ ॥ ১৩৫
মহৎ কৃতং কর্ম ধনঞ্জয়েন
কর্তুং যথা নার্হতি কশ্চিদন্যঃ।
শ্রুতায়ুরম্বষ্ঠপতিশ্চ রাজা
তথৈব দুর্মর্ষণ-চিত্রসেনৌ ॥ ১৩৬
দ্রোণঃ কৃপঃ সৈন্ধব-বাহ্লিকৌ চ
ভূরিশ্রবাঃ শল্য-শলৌ চ রাজন্।
অন্যে চ যোধা শতশঃ সমেতাঃ
ক্রুদ্ধেন পার্থেন রণস্য মধ্যে ॥ ১৩৭
স্ববাহুবীর্য্যেণ জিতাঃ সভীষ্মাঃ
কিরীটিনা লোকমহারথেন।
ইতি ব্রুবন্তঃ শিবিরাণি জগ্মুঃ
সর্বে গণা ভারত যে ত্বদীয়াঃ ॥ ১৩৮
উল্কাসহস্রৈশ্চ সুসম্প্রদীপ্তৈ—
র্বিভ্রাজমানৈশ্চ তথা প্রদীপৈঃ।
কিরীটিবিত্রাসিতসর্বযোধা
চক্রে নিবেশং ধ্বজিনী কুরূণাম্ ॥ ১৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়দিবসাবহারে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

সৈন্য বিনাশ করত সাতশত হস্তীকে নিহত করিয়াছে। প্রাচ্য, সৌবীর, ক্ষুদ্রক ও মালব সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকেই সে বধ করিয়াছে। ধনঞ্জয় আজ যে মহাপরাক্রম করিয়াছে, উহা অন্য কোন বীরই করিতে সমর্থ হইবে না।

শ্রুতায়ু, রাজা অম্বষ্ঠপতি, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা শল্য ও শল—ইঁহাদিগকে এবং আরও যে সমস্ত শত শত যোদ্ধা যুদ্ধে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে, জগতে মহারথরূপে খ্যাত ও ক্রুদ্ধ কিরীটধারী কুন্তীকুমার অর্জ্জুন স্বীয় বাহুর পরাক্রমে ভীষ্মসহ সকলকে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারত! পূর্বোক্ত বাক্য আলোচনা করিতে করিতে আপনার সমস্ত সৈন্যগণ সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত মশালে আলোকিত ও প্রজ্বলিত দীপসমূহে প্রকাশিত নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল। কৌরবসৈন্যের সকল সেনার মধ্যেই অর্জ্জুনের ভীতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই সকল সৈন্য রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে লাগিল। ১৩০-১৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তৃতীয় দিনের যুদ্ধের পর সৈন্যপ্রত্যাহারবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[চতুর্থদিবসে উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ব্যূহনির্ম্মাণম্, ভীষ্মার্জ্জুনয়োর্দ্বৈরথং যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
ব্যুষ্টাং নিশাং ভারত ভরতানা-
মনীকিনীনাং প্রমুখে মহাত্মা।
যযৌ সপত্নান্ প্রতি জাতকোপো
বৃতঃ সমগ্রেণ বলেন ভীষ্মঃ ॥ ১
তং দ্রোণ-দুর্য্যোধন-বাহ্লিকাশ্চ
তথৈব দুর্মর্ষণ-চিত্রসেনৌ।
জয়দ্রথশ্চাতিবলো বলৌঘৈ—
র্নৃপাস্তথান্যে প্রযযুঃ সমন্তাৎ ॥ ২

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[চতুর্থ দিনে উভয়পক্ষের সৈন্যগণের ব্যূহ নির্ম্মাণ এবং ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইল, তখন ভরতবংশীয় সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে স্থিত মহাত্মা ভীষ্ম সমগ্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। সেই সময় তিনি শত্রুগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। ১

তাঁহার সহিত চারিদিকে দ্রোণ, দুর্য্যোধন, বাহ্লীক, দুর্মর্ষণ,

স তৈর্মহদ্ভিশ্চ মহারথৈশ্চ
তেজস্বিভির্বীর্য্যবদ্ভিশ্চ রাজন্।
ররাজ রাজা স তু রাজমুখ্যৈ-
র্বৃতঃ স দেবৈরিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৩

তস্মিন্ননীকপ্রমুখে বিষক্তা
দোধূয়মানাশ্চ মহাপতাকাঃ।
সুরক্তপীতসিতপাণ্ডুরাভা
মহাগজস্কন্ধগতা বিরেজুঃ ॥ ৪

সা বাহিনী শান্তনবেন গুপ্তা
মহারথৈর্বারণবাজিভিশ্চ।
বভৌ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুকল্পা
জলাগমে দ্যৌরিব জাতমেঘা ॥ ৫

ততো রণায়াভিমুখী প্রযাতা
প্রত্যর্জুনং শান্তনবাভিগুপ্তা।
সেনা মহোগ্রা সহসা কুরূণাং
বেগো যথা ভীম ইবাপগায়াঃ ॥ ৬

তং ব্যালনানাবিধগূঢ়সারং
গজাশ্ব-পাদাত-রথৌঘপক্ষম্।
ব্যূহং মহামেঘসমং মহাত্মা
দদর্শ দূরাৎ কপিরাজকেতুঃ ॥ ৭

বিনির্যযৌ কেতুমতা রথেন
নরর্ষভঃ শ্বেতহয়েন বীরঃ।
বরূথিনা সৈন্যমুখে মহাত্মা
বধে ধৃতঃ সর্বসপত্নযূনাম্ ॥ ৮

সূপস্করং সোত্তরবন্ধুরেষং
যত্তং যদূনামৃষভেণ সংখ্যে।
কপিধ্বজং প্রেক্ষ্য বিষেদুরাজৌ
সহৈব পুত্রৈস্তব কৌরবেয়াঃ ॥ ৯

প্রকর্ষতা গুপ্তমুদায়ুধেন
কিরীটিনা লোকমহারথেন।
তং ব্যূহরাজং দদৃশুস্তদীয়া-
শ্চতুশ্চতুর্ব্যালসহস্রকর্ণম্ ॥ ১০

চিত্রসেন, অতিশয় বলবান্ জয়দ্রথ এবং অন্যান্য নরপতিগণ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ২

রাজন্! এই সব মহান্, তেজস্বী, পরাক্রমী ও মহারথী বীর নৃপবৃন্দে পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন দেবতাগণে পরিবৃত বজ্রপাণি ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩

এই সব সৈন্যের অগ্রভাগে বড় বড় গজরাজ সকলের স্কন্ধে স্থাপিত অতিশয় রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণের উড্ডীয়মান ধ্বজসমূহ শোভা পাইতেছিল ॥ ৪

শান্তনুনন্দন ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী বড় বড় রথ, হস্তী ও অশ্বসকলে এইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ বর্ষাকালে জলবর্ষণশীল মেঘে আচ্ছাদিত আকাশ বিদ্যুতের সহিত শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৫

তারপর নদীর ভয়ঙ্কর বেগের ন্যায় কৌরবপক্ষের সেই অতিশয় ভয়ানক সৈন্যবাহিনী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধের জন্য সহসা অর্জুনের দিকে গমন করিতে লাগিল ॥ ৬

মহাত্মা কপিধ্বজ অর্জুন দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, কৌরবসৈন্যরা ব্যালনামক ব্যূহে আবদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগকে বহু প্রকার দেখাইতেছে। তাহাদের শক্তিও গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে। উহাদের মধ্যে হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও রথসমূহ পূর্ণরূপে আছে। কৌরবসৈন্যদের এই ব্যূহ মহামেঘের ন্যায় দেখা যাইতেছে ॥ ৭

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীর অর্জুন সমস্ত শত্রুপক্ষীয় যুবকগণের বধ সঙ্কল্প করিয়া শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত, ধ্বজ ও আবরণে সংযুক্ত রথে আরোহণ করত শত্রু-সৈন্যের সম্মুখে চলিলেন ॥ ৮

যাহার মধ্যে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী সুন্দররূপে স্থাপিত হইয়াছে, উত্তমরূপে বদ্ধ থাকিবার ফলে যাহার ঈষা অতিশয় মনোহর দেখাইতেছে এবং যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ যাহার চালনা করিতেছেন, সেই বানরচিহ্ন-যুক্ত ধ্বজাসুশোভিত রথকে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা বিষাদ-মগ্ন হইয়া পড়িল ॥ ৯

লোকবিখ্যাত মহারথী কিরীটধারী অর্জুন অস্ত্রের সাহায্যে যাহাকে সুরক্ষিতভাবে নিজের সহিত লইয়া আসিতেছেন এবং যাহার মধ্যে চার চার হাজার মদমত্ত হস্তী প্রত্যেক দিকে দণ্ডায়মান আছে, সেই ব্যূহরাজকে আপনার সৈন্যগণ দর্শন করিল ॥ ১০

যথা হি পূর্ব্বেঽহনি ধর্মরাজ্ঞা
ব্যূহঃ কৃতঃ কৌরবসত্তমেন।
তথা ন ভূতো ভুবি মানুষেষু
ন দৃষ্টপূর্ব্বো ন চ সংশ্রুতশ্চ ॥ ১১॥
ততো যথাদেশমুপেত্য তস্থুঃ
পাঞ্চালমুখ্যাঃ সহ চেদিমুখ্যৈঃ।
ততঃ সমাদেশসমাহতানি
ভেরীসহস্রাণি বিনেদুরাজৌ ॥ ১২
শঙ্খস্বনাস্তূর্য্যরথস্বনাশ্চ
সর্ব্বেষ্বনীকেষু সসিংহনাদাঃ।
ততঃ সবাণানি মহাস্বনানি
বিস্ফার্য্যমাণানি ধনূংষি বীরৈঃ ॥ ১৩
ক্ষণেন ভেরী-পণবপ্রণাদা-
নন্তর্দধুঃ শঙ্খমহাস্বনাশ্চ।
তচ্ছঙ্খশব্দাবৃতমন্তরিক্ষ-
মুদ্ভূতভৌমদ্রুতরেণুজালম্ ॥ ১৪
মহানুভাবাশ্চ ততঃ প্রকাশ-
মালোক্য বীরাঃ সহসাভিপেতুঃ।
রথী রথেনাভিহতঃ সসূতঃ
পপাত সাশ্বঃ সরথঃ সকেতুঃ ॥ ১৫
গজো গজেনাভিহতঃ পপাত
পদাতিনা চাভিহতঃ পদাতিঃ।
আবর্তমানান্যভিবর্তমানৈ—
র্ঘোরীকৃতান্যদ্ভুতদর্শনানি ॥
প্রাসৈশ্চ খড়্গৈশ্চ সমাহতানি
সদশ্ববৃন্দানি সদশ্ববৃন্দৈঃ ॥ ১৬
সুবর্ণতারাগণভূষিতানি
সূর্য্যপ্রভাভানি শরাবরাণি।
বিদার্য্যমাণানি পরশ্বধৈশ্চ
প্রাসৈশ্চ খড়্গৈশ্চ নিপেতুরুর্ব্যাম্ ॥১৭
গজৈর্বিষাণৈর্বরহস্তরুগ্নাঃ
কেচিৎ সসূতা রথিনঃ প্রপেতুঃ।
গজর্ষভাশ্চাপি রথর্ষভেণ
নিপাতিতা বাণহতাঃ পৃথিব্যাম্ ॥ ১৮
গজৌঘবেগোদ্ধতসাদিতানাং
শ্রুত্বা বিষেদুঃ সহসা মনুষ্যাঃ।
আর্তস্বনং সাদিপদাতিযূনাং
বিষাণগাত্রাবরতাড়িতানাম্ ॥ ১৯

কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রথম দিনে যেরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, এই ব্যূহও সেইরূপই ছিল। এরূপ ব্যূহ এই ভূতলে মনুষ্যগণের সৈন্যের মধ্যে কখনও পূর্ব্বে দেখা যায় নাই এবং কখনও ইহা শুনাও যায় নাই। ১১

তারপর সেনাপতির আদেশ অনুসারে যথোচিত স্থানে যাইয়া চেদি ও পাঞ্চালদেশের প্রধান প্রধান বীরগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর এই রণাঙ্গনে প্রধান পুরুষের আজ্ঞা পাইয়া সহস্র সহস্র রণভেরী একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। ১২

তখন সকল সৈন্যের মধ্যেই শঙ্খনাদ, তূর্য্যনাদ এবং বীরগণের সিংহনাদের সহিত রথসমূহের ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল। তারপর বীরগণের দ্বারা আকর্ষিত বাণ-সহ ধনুর মহাটঙ্কারধ্বনিও উত্থিত হইল। ১৩

ক্ষণকালের মধ্যেই ভেরী ও প্রণব প্রভৃতির ধ্বনিকে মহা-শঙ্খনাদ দাবাইয়া দিল এবং এই শঙ্খধ্বনিতে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশে (পৃথিবী হইতে) উত্থিত ধূলির ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১৪

তদনন্তর মহাপ্রভাবশালী বীরগণ সূর্য্যদেবের প্রকাশ দেখিয়া সহসা শত্রুমণ্ডলীর উপর আক্রমণ করিলেন। রথী বীর রথীর সহিত মিলিত হইয়া সারথি, অশ্ব, রথ, ধ্বজসহ নিহত অবস্থায় ভূপাতিত হইতে লাগিলেন। ১৫

হস্তী হস্তীর আঘাতে এবং পদাতিক সৈন্য পদাতিকসৈন্যের অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী হইল। শ্রেষ্ঠ অশ্বসকলের উপর শ্রেষ্ঠ অশ্ব-সমূহের আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ হইতে থাকিল। ইহারা আরোহী-দিগের কৃত খড়্গ ও প্রাসসমূহের আঘাতে আহত হইয়া ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত দেখাইতেছিল। স্বর্ণময় তারকাচিহ্নসকলে শোভিত সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান কবচগুলি পরশু, খড়্গ ও প্রাসসমূহের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ১৬-১৭

দন্তর হস্তীদিগের দন্তসমূহ ও বিশাল শুণ্ডের আঘাতে রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ায় বহু রথী সারথির সহিত ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। কত শ্রেষ্ঠ রথী বড় বড় হাতীগুলিকেও স্বীয় বাণসমূহে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিল। ১৮

হাতিগণের বেগে নিপাতিত হইয়া বহু অশ্বারোহী ও

সম্ভ্রান্তনাগাশ্বরথে মুহূর্তে
মহাক্ষয়ে সাদিপদাতিযূনাম্।
মহারথৈঃ সম্পরিবার্য্যমাণো
দদর্শ ভীষ্মঃ কপিরাজকেতুম্॥ ২০

তং পঞ্চতালোচ্ছ্রিততালকেতুঃ
সদশ্ববেগাদ্ভুতবীর্য্যযানঃ।
মহাস্ত্রবাণাশনিদীপ্তিমন্তং
কিরীটিনং শান্তনবোঽভ্যধাবৎ॥ ২১

তথৈব শক্রপ্রতিমপ্রভাব-
মিন্দ্রাত্মজং দ্রোণমুখা বিসস্রুঃ।
কৃপশ্চ শল্যশ্চ বিবিংশতিশ্চ
দুর্য্যোধনঃ সৌমদত্তিশ্চ রাজন্॥ ২২

ততো রথানাং প্রমুখাদুপেত্য
সর্বাস্ত্রবিৎ কাঞ্চনচিত্রবর্মা।
জবেন শূরোঽভিসসার সর্বাং-
স্তানর্জুনস্যাত্মসুতোঽভিমন্যুঃ॥ ২৩

তেষাং মহাস্ত্রাণি মহারথানা-
মসহ্যকর্মা বিনিহত্য কার্ষ্ণিঃ।
বভৌ মহামন্ত্রহুতার্চিমালী
সদোগতঃ সন্ ভগবানিবাগ্নিঃ॥ ২৪

ততঃ স তূর্ণং রুধিরোদফেনাং
কৃত্বা নদীমাশু রণে রিপূণাম্।
জগাম সৌভদ্রমতীত্য ভীষ্মো
মহারথং পার্থমদীনসত্ত্বঃ॥ ২৫

ততঃ প্রহস্যাদ্ভুতবিক্রমেণ
গাণ্ডীবমুক্তেন শিলাশিতেন।
বিপাঠজালেন মহাস্ত্রজালং
বিনাশয়ামাস কিরীটমালী॥ ২৬

তমুত্তমং সর্বধনুর্ধরাণা-
মসক্তকর্মা কপিরাজকেতুঃ।
ভীষ্মং মহাত্মাভিববর্ষ তূর্ণং
শরৌঘজালৈর্বিমলৈশ্চ ভল্লৈঃ॥ ২৭

পদাতিক যুবক বিনষ্ট হইল। তাহারা স্বীয় দন্ত ও নিয়াজে বিধ্বস্ত করিয়া বহু মানুষকে হতাহত করিয়া ফেলিল। সহসা ইহাদের আর্ত্ত চীৎকার শ্রবণ করিয়া সকল লোকেরই মনে অতিশয় খেদ উপস্থিত হইল॥ ১৯

সেই মুহূর্ত্তে যখন অশ্বারোহী ও পদাতিক যুবকগণের গুরুতর সংহার চলিতেছিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথী বীরগণ সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন মহারথী বীরগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্ম বানরচিহ্নযুক্ত ধ্বজশোভিত অর্জুনকে দেখিতে পাইলেন॥ ২০

ভীষ্মের ধ্বজ পাঁচটি তালবৃক্ষ চিহ্নিত ও অতিশয় উচ্চ ছিল। তাঁহার রথ উত্তম অশ্বসমূহে যোজিত ছিল। ইহাদের বেগে এই রথ অদ্ভুত শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতেছিল। এই রথেই আরোহণ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কিরীটধারী অর্জুনের উপর ধাবিত হইলেন। তখন অর্জুন বাণ ও অশনি (বজ্র) প্রভৃতি দিব্য মহাস্ত্রসমূহে উদ্দীপ্ত ছিলেন॥ ২১

রাজন্! এতাদৃশ ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের উপর দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শল্য, বিবিংশতি, দুর্য্যোধন ও ভূরিশ্রবা এক সঙ্গে আক্রমণ করিলেন॥ ২২

তখন সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে অভিজ্ঞ, স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র কবচধারী, পরাক্রমশালী বীর অর্জুনপুত্র অভিমন্যু এক শ্রেষ্ঠ রথের সাহায্যে সবেগে আসিয়া সেই সমস্ত কৌরব মহারথী বীরগণের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ২৩

অর্জুননন্দন অভিমন্যুর পরাক্রম অপরের পক্ষে অসহ্য ছিল। তিনি সেই সব কৌরব মহারথীদিগের মহাস্ত্রসমূহকেও নষ্ট করিয়া যজ্ঞমণ্ডপে মহামন্ত্রদ্বারা আহুতি পাইয়া প্রজ্বলিত শিখাবলিযুক্ত ভগবান্ অগ্নিদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ২৪

তারপর উদার শক্তিশালী ভীষ্ম রণাঙ্গনে অতিক্রান্ত শত্রুদিগের রক্তরূপী জল ও ফেনপূর্ণ নদী প্রবাহিত করিয়া সুভদ্রাসুত অভিমন্যুকে অতিক্রম করত মহারথী অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২৫

তখন কিরীটধারী অর্জুন হাস্য করত অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ও শিলাতে ঘষিয়া ধারালকৃত বিপাঠনামক বাণসমূহে শত্রুদিগের মহাস্ত্রসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন॥ ২৬

তারপর অপ্রতিহত পরাক্রমী মহাত্মা কপিধ্বজ অর্জুন ধনুর্দ্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের উপর ক্ষিপ্রতার সহিত নির্মল ভল্লসমূহ ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২৭

তথৈব ভীষ্মাহতমন্তরিক্ষে
মহাস্ত্রজালং কপিরাজকেতোঃ।
বিশীর্য্যমাণং দদৃশুস্ত্বদীয়া
দিবাকরেণেব তমোঽভিভূতম্ ॥ ২৮
এবংবিধং কার্ম্মুকভীমনাদ-
মদীনবৎ সৎপুরুষোত্তমাভ্যাম্।
দদর্শ লোকঃ কুরু-সৃঞ্জয়াশ্চ
তদ্ দ্বৈরথং ভীষ্ম-ধনঞ্জয়াভ্যাম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি
ভীষ্মার্জ্জুনদ্বৈরথে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

সেইরূপ আপনার সৈন্যরাও দেখিতে পাইলেন যে, আকাশে কপিধ্বজ অর্জ্জুনের মহাস্ত্রজালকে ভীষ্ম নিজ অস্ত্রসমূহে সেইভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, যেরূপে ভগবান্ সূর্য্যদেব অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

সৎপুরুষগণের মধ্যে এইরূপ ভয়ঙ্কর ধনুকের টঙ্কারযুক্ত, দৈন্য-হীন দ্বৈরথযুদ্ধ চলিতে লাগিল, যাহা কৌরব ও সৃঞ্জয় বীরগণ এবং অন্যান্য সকলেও দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(অভিমন্যোঃ পরাক্রমঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন শল-পুত্রস্য বিনাশশ্চ ।)

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌণির্ভূরিশ্রবাঃ শল্যশ্চিত্রসেনশ্চ মারিষ।
পুত্রঃ সংযমনেশ্চৈব সৌভদ্রং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১
সংসক্তমতিতেজোভিস্তমেকং দদৃশুর্জনাঃ।
পঞ্চভির্মনুজব্যাঘ্রৈর্গজৈঃ সিংহশিশুং যথা ॥ ২
নাভিলক্ষ্যতয়া কশ্চিন্ন শৌর্য্যে ন পরাক্রমে।
বভূব সদৃশঃ কার্ষ্ণের্নাস্ত্রেণাপি চ লাঘবে ॥ ৩
তথা তমাত্মজং যুদ্ধে বিক্রমন্তমরিন্দমম্।
দৃষ্ট্বা পার্থঃ সুসংযত্তং সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৪
পীড়য়ানং তু তৎ সৈন্যং পৌত্রং তব বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা ত্বদীয়া রাজেন্দ্র সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৫
ধ্বজিনীং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং দীনশত্রুরদীনবৎ।
প্রত্যুদ্যযৌ স সৌভদ্রস্তেজসা চ বলেন চ ॥৬
তস্য লাঘবমার্গস্থমাদিত্যসদৃশপ্রভম্।
ব্যদৃশ্যত মহচ্চাপং সমরে যুধ্যতঃ পরৈঃ ॥ ৭

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পরাক্রম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শলের পুত্রকে বিনাশ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মাননীয় রাজন্! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও শলের পুত্র সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর অগ্রগতি রোধ করিয়া দিলেন ॥ ১

যেরূপ সিংহশাবক পাঁচটি হাতীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুও সেই অত্যন্ত তেজস্বী পঞ্চ পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহা সেখানকার সকল লোকেই প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে লাগিলেন ॥ ২

লক্ষ্যবেধ, শৌর্য্য (বীরত্ব) প্রকাশ, পরাক্রমপ্রদর্শন, অস্ত্রজ্ঞান বিজ্ঞাপন ও হস্তের নৈপুণ্য দেখান বিষয়ে কেহই অভিমন্যুর সদৃশ ছিলেন না ॥ ৩

স্বীয় শত্রুদমন পুত্র অভিমন্যুকে এইরূপ প্রযত্নসহকারে পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সিংহতুল্য গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

প্রজানাথ! রাজেন্দ্র! আপনার পৌত্র অভিমন্যুকর্ত্তৃক কৌরবসৈন্যগণকে পীড়িত হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ৫

নিজ শত্রুদিগকে দীনতায় পরিণতকারী সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু স্বয়ং দীনতাশূন্য হইয়া স্বীয় তেজ ও বলে কৌরবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬

সমরাঙ্গণে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধরত অভিমন্যুর বিশাল ধনু অস্ত্রচালনানৈপুণ্যমার্গে থাকিয়া সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৭

১০ম বর্ষ, শ্রাবণমাস ১৩৭৮] [দ্বিতীয় সংখ্যা—শাল্বনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রা[illegible]কে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা [illegible]ন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**

শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড

কলিকাতা—৩৫

স দ্রৌণিমিষুণৈকেন বিদ্ধ্বা শল্যঞ্চ পঞ্চভিঃ।
ধ্বজং সাংযমনেশ্চৈব সোঽষ্টাভিশ্চিচ্ছিদে ততঃ ॥ ৮
রুক্মদণ্ডাং মহাশক্তিং প্রেষিতাং সৌমদত্তিনা।
শিতেনোরগসঙ্কাশাং পত্রিণাপজহার তাম্ ॥ ৯
শল্যস্য চ মহাবেগানস্যতঃ সমরে শরান্।
(ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন তীব্রবেগেন ফাল্গুনিঃ)
নিবার্য্যার্জুনদায়াদো জঘান চতুরো হয়ান্ ॥ ১০
ভূরিশ্রবাশ্চ শল্যশ্চ দ্রৌণিঃ সাংযমনিঃ শলঃ।
নাভ্যবর্ত্তন্ত সংরব্ধাঃ কার্ষ্ণের্বাহুবলোদয়ম্ ॥ ১১
ততস্ত্রিগর্ত্তা রাজেন্দ্র মদ্রাশ্চ সহ কেকয়ৈঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ ॥ ১২
ধনুর্বেদবিদো মুখ্যা অজেয়াঃ শত্রুভির্যুধি।
সহপুত্রং জিঘাংসন্তং পরিবব্রুঃ কিরীটিনম্ ॥ ১৩
তৌ তু তত্র পিতাপুত্রৌ পরিক্ষিপ্তৌ মহারথৌ।
দদর্শ রাজন্ পাঞ্চাল্যঃ সেনাপতিররিন্দম ॥ ১৪
স বারণরথৌঘানাং সহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ।
বাজিভিঃ পত্তিভিশ্চৈব বৃতঃ শতসহস্রশঃ ॥ ১৫
ধনুর্বিস্ফার্য্য সংক্রুদ্ধো নোদয়িত্বা চ বাহিনীম্।
যযৌ তং মদ্রকানীকং কেকয়াংশ্চ পরন্তপ ॥ ১৬
তেন কীর্ত্তিমতা গুপ্তমনীকং দৃঢ়ধন্বনা।
সংরব্ধরথনাগাশ্বং যোৎস্যমানমশোভত ॥ ১৭
সোঽর্জুনপ্রমুখে যান্তং পাঞ্চালকুলবর্ধনঃ।
ত্রিভিঃ শারদ্বতং বাণৈর্জক্রুদেশে সমার্পয়ৎ ॥ ১৮
ততঃ স মদ্রকান্ হত্বা দশৈব দশভিঃ শরৈঃ।
পৃষ্ঠরক্ষং জঘানাশু ভল্লেন কৃতবর্মণঃ ॥ ১৯
দমনং চাপি দায়াদং পৌরবস্য মহাত্মনঃ।
জঘান বিমলাগ্রেণ নারাচেন পরন্তপঃ ॥ ২০
ততঃ সাংযমনেঃ পুত্রঃ পাঞ্চাল্যং যুদ্ধদুর্মদম্।
অবিধ্যৎ ত্রিংশতাবাণৈর্দশভিশ্চাস্য সারথিম্ ॥২১
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্।
ভল্লেন ভৃশতীক্ষ্ণেন নিচকর্তাস্য কার্মুকম্ ॥ ২২

তিনি অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পাঁচ বাণে আহত করিয়া শলের ধ্বজকে আট বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮

তারপর ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণদণ্ডভূষিত সর্পসদৃশী মহাশক্তিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৯

সমরা[illegible] মহাবেগশালী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, অ[illegible] অভিমন্যু তাব্র বেগযুক্ত ভল্লাস্ত্রে তাঁহার ধনুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিয়া পার্থকুমার তাঁহার চারিটি অশ্বকেও বিনাশ করিলেন ॥ ১০

ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সংযমন (সোমদত্ত)-পুত্র শল— ইঁহারা সকলেই যদিও তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা অভিমন্যুর বাহুবলবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না ॥ ১১

রাজেন্দ্র! তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ত্রিগর্ত্ত ও কেকয়গণের সহিত মদ্রদেশের পঁচিশ হাজার যোদ্ধা শত্রুবধের ইচ্ছা রাখিয়া পুত্রসহ কিরীটধারী অর্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। এই সকল যোদ্ধা ধনুর্বেদে বিশেষজ্ঞ ও যুদ্ধস্থলে শত্রুগণকর্ত্তৃক অজেয় ছিলেন ॥ ১২-১৩

শত্রুদমন নরেশ! পিতা-পুত্র মহারথ অর্জুন ও অভিমন্যুকে শত্রুগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইতে দেখিয়া পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েক হাজার হস্তী ও রথ এবং লক্ষ লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যে আবৃত হইয়া স্বীয় বিশাল বাহিনীকে অগ্রবর্দ্ধন করাইতে করাইতে এবং ক্রোধের সহিত ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে মদ্র ও কেকয়সৈন্যদিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪-১৬

সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধারী যশস্বী ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত এই সৈন্যবাহিনী রণাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিল, এই বাহিনীর রথারোহী, হস্ত্যারোহী সকল সৈন্যই তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ ছিল ॥ ১৭

পাঞ্চালবংশবর্দ্ধন ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনের সম্মুখে গমনোদ্যত কৃপাচার্য্যের কণ্ঠের উপরিভাগে (স্কন্ধের সন্ধিস্থলে) তিনটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১৮

তারপর দশটি বাণে দশজন মদ্রদেশীয় যোদ্ধাকে নিহত করিয়া অতিক্রুত একটি ভল্লে কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ১৯

তাহার পর শত্রুসন্তাপক পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট নারাচে মহাত্মা পৌরবের পুত্র দমনকে বিনাশ করিলেন ॥

তখন শলের পুত্র ত্রিশটি বাণে রণদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দশটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০-২১

এইভাবে গুরুতর আহত হইয়া স্বীয় মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে করিতে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে শলের পুত্রের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষিপ্রমেব সমার্পয়ৎ।
অশ্বাংশ্চাস্যাবধীদ্ রাজন্নুভৌ তৌ পার্ষ্ণিসারথী ॥ ২৩

স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ দদর্শ ভরতর্ষভ।
পুত্রঃ সাংযমনেঃ পুত্রং পাঞ্চাল্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৪

স প্রগৃহ্য মহাঘোরং নিস্ত্রিংশবরমায়সম্।
পদাতিস্তূর্ণমানর্চ্ছদ্ রথস্থং পুরুষর্ষভঃ ॥ ২৫

তং মহৌঘমিবায়ান্তং খাৎ পতন্তমিবোরগম্।
ভ্রান্তাবরণনিস্ত্রিংশং কালোৎসৃষ্টমিবান্তকম্ ॥ ২৬

দীপ্যমানমিবাদিত্যং মত্তবারণবিক্রমম্।
অপশ্যন্ পাণ্ডবাস্তত্র ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২৭

তস্য পাঞ্চালদায়াদঃ প্রতীপমভিধাবতঃ।
শিতনিস্ত্রিংশহস্তস্য শরাবরণধারিণঃ ॥ ২৮

বাণবেগমতীতস্য তথাভ্যাসমুপেয়ুষঃ।
ত্বরন্ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো বিভেদ গদয়া শিরঃ ॥২৯

তস্য রাজন্ সনিস্ত্রিংশং সুপ্রভঞ্চ শরাবরম্।
হতস্য পততো হস্তাদ্ বেগেন ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ৩০

তং নিহত্য গদাগ্রেণ স লেভে পরমাং মুদম্।
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য মহাত্মা ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩১

তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে রাজপুত্রে মহারথে।
হাহাকারো মহানাসীৎ তব সৈন্যস্য মারিষ ॥ ৩২

ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বা নিহতমাত্মজম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন পাঞ্চাল্যং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩৩

তৌ তত্র সমরে শূরৌ সমেতৌ যুদ্ধদুর্মদৌ।
দদৃশুঃ সর্বরাজানঃ কুরবঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ৩৪

ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধঃ পার্ষতং পরবীরহা।
আজঘান ত্রিভির্বাণৈস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ৩৫

রাজন্! তারপর তিনি অতি সত্বর পঁচিশটি বাণে শলপুত্রকে আহত করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকে ও দুইজন পৃষ্ঠরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে রথের অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছে, সেই রথেই অবস্থান করিয়া শলের পুত্র মহাত্মা পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ শলপুত্র অতিদ্রুত একটি ভয়ঙ্কর লৌহ-নির্ম্মিত তরবারি লইয়া পায়ে হাঁটিয়া রথে উপবিষ্ট পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫

এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখিতে লাগিলেন যে, মদমত্ত গজরাজের ন্যায় পরাক্রমী এবং সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান শলপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে) আসিতেছেন। তখন তিনি মহা-বেগশালী জলপ্রবাহ, আকাশ হইতে পতিত সর্প এবং কালপ্রেরিত মৃত্যুসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। তাঁহার হাতে আবরণমুক্ত (খোলা) তরবারি ছিল ॥ ২৬-২৭

তিনি সেই সময় বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া ধাবিত হইতে-ছিলেন। তাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি ছিল। তিনি স্বীয় অঙ্গে কবচধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমশঃ বাণের বেগ লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ অবস্থায় পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া অতিদ্রুত গদা দ্বারা আঘাত করত তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ২৮-২৯

রাজন্! তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শরীর হইতে অতিশয় প্রভামণ্ডিত কবচ ও হস্ত হইতে তরবারি তাঁহার পতনের সহিতই সবেগে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩০

পাঞ্চালরাজের ভয়ানক পরাক্রমশালী পুত্র মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন গদার অগ্রভাগে শলপুত্রকে নিহত করিয়া [illegible] আনন্দিত হইলেন ॥ ৩১

আর্য্য! সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথী রাজকুমার নিহত হইলে আপনার সৈন্যদের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৩২

স্বীয় পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সংযমনকুমার শল রণদুর্মদ পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৩

যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামরত এই দুই বীর তখন পরস্পরের উপর আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের সমস্ত ভূপতিগণ সেই সময় ইঁহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তারপর শত্রুবীরনাশী শল কোন মাহুত যেরূপ কোন এক মহান্ গজরাজকে অঙ্কুশের আঘাত করে, সেইরূপ দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে ক্রোধের সহিত তিনটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ৩৫

তথৈবং পার্ষতং শূরং শল্যঃ সমিতিশোভনঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধস্ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি চতুর্থযুদ্ধদিবসে সাংযমনিপুত্রবধে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

এইরূপ সংগ্রামশোভী শল্যও ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রমী বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তাহার পরও তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে শলের পুত্রবধ-বিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(উভয়পক্ষয়োর্ধৃষ্টদ্যুম্ন-শল্য-প্রভৃতীনাং বীরাণাং যুদ্ধম্, ভীমসেনেন গজসেনানাং সংহারশ্চ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষাদপি সঞ্জয়।
যৎ সৈন্যং মম পুত্রস্য পাণ্ডুসৈন্যেন বাধ্যতে ॥ ১
নিত্যং হি মামকাংস্তাত হতানেব হি শংসসি।
অব্যগ্রাংশ্চ প্রহৃষ্টাংশ্চ নিত্যং শংসসি পাণ্ডবান্ ॥ ২
হীনান্ পুরুষকারেণ মামকানদ্য সঞ্জয়।
পাতিতান্ পাত্যমানাংশ্চ হতানেব চ শংসসি ॥ ৩
যুধ্যমানান্ যথাশক্তি ঘটমানান্ জয়ং প্রতি।
পাণ্ডবা হি জয়ন্ত্যেব জীয়ন্তে চৈব মামকাঃ ॥ ৪
সোঽহং তীব্রাণি দুঃখানি দুর্য্যোধনকৃতানি চ।
শ্রোষ্যামি সততং তাত দুঃসহানি বহূনি চ ॥ ৫
তমুপায়ং ন পশ্যামি জীয়েরন্ যেন পাণ্ডবাঃ।
মামকা বিজয়ং যুদ্ধে প্রাপ্নুয়ুর্যেন সঞ্জয় ॥ ৬
সঞ্জয় উবাচ।
ক্ষয়ং মনুষ্যদেহানাং গজ-বাজি-রথক্ষয়ম্।
শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা তবৈবাপনয়ো মহান্ ॥ ৭
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু শল্যেন পীড়িতো নবভিঃ শরৈঃ।
পীড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো মদ্রাধিপতিমায়সৈঃ ॥ ৮
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম পার্ষতস্য পরাক্রমম্।
ন্যবারয়ত যত্তূর্ণং শল্যং সমিতিশোভনম্ ॥ ৯

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[উভ[illegible] ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শল্য প্রভৃতি বীরগণের মধ্যে যুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্ত্তৃক গজসৈন্য সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি পুরুষার্থ অপেক্ষা দৈবকেই প্রধান বলিয়া মনে করি, যাহার জন্য আমার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্য পাণ্ডবগণের সৈন্য কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছে ॥ ১

তাত! তুমি প্রতিদিন আমারই সৈন্যগণের নিধনসংবাদ বলিতেছ এবং পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদা ব্যগ্রতাশূন্য ও হর্ষোল্লাসে পরিপূর্ণ জানাইতেছ ॥ ২

সঞ্জয়! এখন আমার পুত্রগণ পুরুষকারহীন, শত্রু কর্ত্তৃক ভূপাতিত, প্রায় মৃত্যুকবলিত ও নিহত হইতেছে—এরূপ সংবাদই জানাইতেছ ॥ ৩

আমার পুত্র বিজয়লাভের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে ও যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি পাণ্ডবেরাই বিজয়ী হইতেছে এবং আমার পুত্রগণ পরাজিত হইতেছে ॥ ৪

তাত! আমার মনে হইতেছে, দুর্য্যোধনের কৃত কর্ম্মের জন্য আমাকে সদা অত্যন্ত দুঃসহ ও তীব্র দুঃখেরই বহু কথা শুনিতে হইবে ॥ ৫

সঞ্জয়! আমি এরূপ কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না, যাহাতে যুদ্ধে পাণ্ডবেরা পরাজিত হইতে পারে এবং আমার পুত্রগণ জয়লাভ করিতে পারে ॥ ৬

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! সেই যুদ্ধে মানব-দেহসমূহের ভয়ানক ক্ষয় হইয়াছিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসকল বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন; কারণ, ইহা আপনারই গুরুতর অন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ॥৭

শল্যের বাণে পীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় কুপিত হইলেন। তখন তিনি লৌহনির্ম্মিত নয়টি বাণে মদ্ররাজ শল্যকে গভীর পীড়াদান করিলেন ॥ ৮

সেখানে আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি সংগ্রামশোভী রাজা শল্যকে অতিসত্বর অগ্রগমন হইতে নিবারিত করিলেন ॥ ৯

নান্তরং দৃশ্যতে তত্র তয়োশ্চ রথিনোস্তদা।
মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধং তয়োঃ সমমিবাভবৎ॥ ১০

ততঃ শল্যো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ॥ ১১

অথৈনং শরবর্ষেণ চ্ছাদয়ামাস সংযুগে।
গিরিং জলাগমে যদ্বজ্জলদা জলবৃষ্টিভিঃ॥ ১২

অভিমন্যুস্ততঃ ক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নে চ পীড়িতে।
অভিদুদ্রাব বেগেন মদ্ররাজরথং প্রতি॥ ১৩

ততো মদ্রাধিপরথং কাঞ্চিঃ প্রাপ্যাতিকোপনঃ।
আর্তায়নিমমেয়াত্মা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ১৪

ততস্তু তাবকা রাজন্ পরীপ্সন্তোঽর্জুনিং রণে।
মদ্ররাজরথং তূর্ণং পরিবার্য্যাবতস্থিরে॥ ১৫

দুর্য্যোধনো বিকর্ণশ্চ দুঃশাসন-বিবিংশতী।
দুর্মর্ষণো দুঃসহশ্চ চিত্রসেনোঽথ দুর্মুখঃ॥ ১৬

সত্যব্রতশ্চ ভদ্রং তে পুরুমিত্রশ্চ ভারত।
এতে মদ্রাধিপরথং পালয়ন্তঃ স্থিতা রণে॥ ১৭

তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
দ্রৌপদেয়াঽভিমন্যুশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ॥ ১৮

ধার্তরাষ্ট্রান্ দশ রথান্ দশৈব প্রত্যবারয়ন্।
নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো বিশাম্পতে॥ ১৯

অভ্যবর্তন্ত সংহৃষ্টাঃ পরস্পরবধৈষিণঃ।
তে বৈ সমেয়ুঃ সংগ্রামে রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব॥ ২০

তস্মিন্ দশরথে ক্রুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে।
তাবকানাং পরেষাং বা প্রেক্ষকা রথিনোঽভবন্॥ ২১

শস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ।
অন্যোন্যমভিমর্দন্তঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে॥ ২২

তে তদা জাতসংরম্ভাঃ সর্বেঽন্যোন্যং জিঘাংসবঃ।
অন্যোন্যমভিমর্দন্তঃ স্পর্ধমানাঃ পরস্পরম্॥ ২৩

সেই সময় এই দুই মহারথীর মধ্যে পরাক্রমের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা যাইল না। মুহূর্তকাল (দুই ঘটিকা) পর্য্যন্ত উভয়ে সমানভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ১০

মহারাজ! তদনন্তর রাজা শল্য সমরাঙ্গণে একটি ধারাল পীতবর্ণের ভল্লের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিলে[illegible] ১১

তারপর যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বতের [illegible]র বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণ বর্ষ[illegible] করত তাঁহাকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ১২

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন পীড়িত হইয়া পড়িলে ক্রুদ্ধ অভিমন্যু মদ্ররাজ শল্যের রথের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন॥ ১৩

মদ্ররাজের রথের নিকট উপস্থিত হইয়া অতিশয় কুপিত ও অনন্ত আত্মবলসম্পন্ন অর্জুননন্দন অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ঋতায়নপুত্র রাজা শল্যকে আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ১৪

রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ রণাঙ্গনে অভিমন্যুকে বন্দী করিবার ইচ্ছায় অতিদ্রুত সেখানে আগমন করিলেন এবং মদ্ররাজ শল্যের রথকে চারিদিকে ঘিরিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১৫

ভারত! আপনার মঙ্গল হউক। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্র—এই সকল আপনার পুত্র মদ্ররাজের রথ রক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধ-ভূমিতে অবস্থিত রহিলেন॥ ১৬-১৭

আপনার এই দশ মহারথী পুত্রকে অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মাদ্রীকুমার পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব, পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীসুত ও অভিমন্যু—এই দশ মহারথী অবরোধ করিলেন। প্রজানাথ! তখন ইঁহারা সকলেই নানাপ্রকার [illegible]সমূহ বর্ষণ করিতেছিলেন॥ ১৮-১৯

রাজন্! ইঁহারা সকলে তখন পরস্পর [illegible]পরকে বধ করিবার বাসনায় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। আপনারই কুমন্ত্রণার ফলে এইসব যোদ্ধাকে সংগ্রামে এইভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে॥ ২০

যে সময় এই দশ মহারথী ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন, সেই সময় আপনার ও পাণ্ডবগণের অন্য সকল সৈন্যই সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ২১

তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের এই মহারথী বীরবৃন্দ পরস্পরের উপর নানাপ্রকারের অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিয়া গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২২

সেই সময় ইঁহারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার জন্য অভিলাষী ছিলেন। সকলে পরস্পরের উপর স্পর্দ্ধা দেখাইতে দেখাইতে পরস্পরকে মর্দিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন॥ ২৩

অন্যোন্যস্পর্ধয়া রাজন্ জ্ঞাতয়ঃ সঙ্গতা মিথঃ।
মহাস্ত্রাণি বিমুঞ্চন্তঃ সমাপেতুরমর্ষিণঃ ॥ ২৪
দুর্যোধনস্তু সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারণে।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈশ্চতুর্ভিঃ সমরে দ্রুতম্ ॥ ২৫
দুর্মর্ষণশ্চ বিংশত্যা চিত্রসেনশ্চ পঞ্চভিঃ।
দুর্মুখো নবভির্বাণৈর্দুঃসহশ্চাপি সপ্তভিঃ ॥ ২৬
বিবিংশতিঃ পঞ্চভিশ্চ ত্রিভির্দুঃশাসনস্তথা।
তান্ প্রত্যবিধ্যদ্ রাজেন্দ্র পার্ষতঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ২৭
একৈকং পঞ্চবিংশত্যা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
সত্যব্রতঞ্চ সমরে পুরুমিত্রঞ্চ ভারত ॥ ২৮
অভিমন্যুরবিধ্যৎ তু দশভির্দশভিঃ শরৈঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ তু সমরে মাতুলং মাতৃনন্দনৌ ॥ ২৯
অবিধ্যেতাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ততঃ শল্যো মহারাজ স্বস্রীয়ৌ রথিনাং বরৌ ॥ ৩০
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছৎ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
ছাদ্যমানৌ ততস্তৌ তু মাদ্রীপুত্রৌ ন চেলতুঃ ॥ ৩১

মহারাজ! ইঁহারা সকলে পরস্পরের জ্ঞাতি—ভাই-বন্ধু ছিলেন, কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্পর্দ্ধা থাকায় ইঁহারা যুদ্ধ করিতেছিলেন। সকলেই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাস্ত্রসমূহ ক্ষেপণ করত তখন পরস্পরের উপর আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতেছিলেন ॥ ২৪

দুর্য্যো[illegible]ক্রোধে অত্যন্ত কুপিত হইয়া এই মহাযুদ্ধে চারিটি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা [illegible]তিক্রুত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫

দুর্মর্ষণ বিশ, চিত্রসেন পাঁচ, দুর্মুখ নয়, দুঃসহ সাত, বিবিংশতি পাঁচ ও দুঃশাসন তিনটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রাজেন্দ্র! তখন শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় হস্তের নৈপুণ্য দেখাইয়া দুর্যোধন প্রভৃতি প্রত্যেককে পঁচিশটি করিয়া বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥

ভারত! অভিমন্যু সমরাঙ্গণে সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে দশটি দশটি বাণে আহত করিলেন ॥

মাতাকে আনন্দদানকারী নকুল ও সহদেব নিজ মামা শল্যকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

মহারাজ! তদনন্তর শল্য কৃতপ্রহারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুই বীর ভাগিনেয়কে বহু বাণে পীড়িত করিলেন। তাঁহার বাণসমূহে আহত হইয়াও নকুল-সহদেব বিচলিত হইলেন না ॥ ২৬-৩১

অথ দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনো মহাবলঃ।
বিধিৎসুঃ কলহস্যান্তং গদাং জগ্রাহ পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
ভীমসেনং মহাবাহুং পুত্রাস্তে প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৩৩
দুর্য্যোধনস্তু সংক্রুদ্ধো মাগধং সমচোদয়ৎ।
অনীকং দশসাহস্রং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্ ॥ ৩৪
গজানীকেন সহিতস্তেন রাজা সুযোধনঃ।
মাগধং পুরতঃ কৃত্বা ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ ॥ ৩৫
আপতন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা গজানীকং বৃকোদরঃ।
গদাপাণিরবারোহদ্ রথাৎ সিংহ ইবোন্নদন্ ॥ ৩৬
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
অভ্যধাবদ্ গজানীকং ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৩৭
স গজান্ গদয়া নিঘ্নন্ ব্যচরৎ সমরে বলী।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ সবজ্র ইব বাসবঃ ॥ ৩৮
তস্য নাদেন মহতা মনোহৃদয়কম্পিনা।
ব্যত্যচেষ্টন্ত সংহত্য গজা ভীমস্য গর্জতঃ ॥ ৩৯

তদনন্তর মহাবল পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন দুর্য্যোধনকে দেখিয়া বিবাদের অন্তকরিবার ইচ্ছায় হাতে গদাগ্রহণ করিলেন ॥ ৩২

গদা উত্তোলিত করিয়া মহাবাহু ভীমসেনকে একটি শিখরযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপনার সকল পুত্রগণ ভয়ে [illegible] পলায়ন করিলেন ॥ ৩৩

তখন দু[illegible]ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মগধদেশের দশ হাজার বেগশালী হস্তী[illegible]ন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৪

এই গজসৈন্যের সহিত মগধরাজকে অগ্রে করিয়া দুর্য্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫

সেই গজসৈন্যকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন হস্তে গদা ধারণ করত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে রথ হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িলেন ॥ ৩৬

লৌহনির্ম্মিত সেই বিশাল ও ভারী গদাকে লইয়া ভীমসেন মুখবিস্তারকারী কালের তুল্য গজসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥

বলবান্ মহাবাহু ভীমসেন বজ্রধারী ইন্দ্রের সদৃশ গদাঘাতে গজসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭-৩৮

মন ও হৃদয়কে কম্পিতকারী গর্জনরত ভীমসেনের তীব্র সিংহনাদে সেই সকল হস্তী সৈন্য ভয়ে একত্রে সমবেত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥৩৯

ততস্তু দ্রৌপদীপুত্রাঃ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥
পৃষ্ঠং ভীমস্য রক্ষন্তঃ শরবর্ষেণ বারণান্।
অভ্যবর্ষন্ত ধাবন্তো মেঘা ইব গিরীন্ যথা ॥ ৪১
ক্ষুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্ভল্লৈশ্চ পীতৈশ্চাঞ্জলিকৈঃ শিতৈঃ।
ব্যহরন্নুত্তমাঙ্গানি পাণ্ডবা গজযোধিনাম্ ॥ ৪২
শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চ বাহুভিশ্চ বিভূষিতৈঃ।
অশ্মবৃষ্টিরিবাভাতি পাণিভিশ্চ সহাঙ্কুশৈঃ ॥ ৪৩
হৃতোত্তমাঙ্গাঃ স্কন্ধেষু গজানাং গজযোধিনঃ।
অদৃশ্যন্তাচলাগ্রেষু দ্রুমা ভগ্নশিখা ইব ॥ ৪৪
ধৃষ্টদ্যুম্নহতানন্যানপশ্যাম মহাগজান্।
পততঃ পাত্যমানাংশ্চ পার্ষতেন মহাত্মনা ॥ ৪৫
মাগধোঽথ মহীপালো গজমৈরাবণোপমম্।
প্রেষয়ামাস সমরে সৌভদ্রস্য রথং প্রতি ॥ ৪৬

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মাগধস্য মহাগজম্।
জঘানৈকেষুণা বীরঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥ ৪৭
তস্যাবর্জিতনাগস্য কার্ষ্ণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
রাজ্ঞো রজতপুঙ্খেন ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ৪৮
বিগাহ্য তদ্ গজানীকং ভীমসেনোঽপি পাণ্ডবঃ।
ব্যচরৎ সমরে মৃদ্নন্ গজানিন্দ্রো গিরীনিব ॥ ৪৯
একপ্রহারনিহতান্ ভীমসেনেন দন্তিনঃ।
অপশ্যাম রণে তস্মিন্ গিরীন্ বজ্রহতানিব ॥ ৫০
ভগ্নদন্তান্ ভগ্নকরান্ ভগ্নসক্‌থাংশ্চ বারণান্।
ভগ্নপৃষ্ঠত্রিকানন্যান্ নিহতান্ পর্বতোপমান্ ॥ ৫১
নদতঃ সীদতশ্চান্যান্ বিমুখান্ সমরে গতান্।
বিক্রোশতান্ ভয়সংবিগ্নাংস্তথা বিশকৃতোঽপরান্ ॥ ৫২
ভীমসেনস্য মার্গেষু পতিতান্ পর্বতোপমান্।
অপশ্যং নিহতান্ নাগান্ রাজন্ নিষ্ঠীবতোঽপরান্ ॥ ৫৩

তারপর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথী অভিমন্যু, নকুল-সহদেব এবং দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইঁহারা সকলে ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে করিতে হস্তী সৈন্যদের উপর ... সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেভাবে মেঘ ...র উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৪০-৪১

পাণ্ডব-রথীরা ক্ষুর, ক্ষুরপ, পীতবর্ণের একটি আঞ্জলিক-নামক বাণসমূহে গজারোহী সৈন্যদের ...ছেদন করিতে থাকিলেন ॥ ৪২

যখন তাহাদের মস্তক, বিভূষিত বা... ...সহ হস্তসমূহ পতিত হইতেছিল, তখন মনে হইতে লাগিল যে, আকাশ হইতে বৃষ্টিসহ প্রস্তর বর্ষণ হইতেছে ॥ ৪৩

মস্তক ছিন্ন হইলেও হস্তীদিগের পৃষ্ঠে স্থিত গজারোহী যোদ্ধা-গণের দেহ (ধড়)—সকল পর্ব্বতের শিখরে স্থিত শাখাহীন বৃক্ষসমূহের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৪৪

আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক নিহত বহু হাতীকেও দেখিয়াছি। তখন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রহারে বহু হাতী ভূপাতিত হইয়া পতিত হইতেছিল ॥ ৪৫

এই সময় মগধদেশের ভূপাল যুদ্ধস্থলে অভিমন্যুর রথের দিকে ঐরাবততুল্য এক বিশাল হাতীকে প্রেরিত করিলেন ॥ ৪৬

মগধরাজের সেই বিশাল হাতীকে আসিতে দেখিয়া শত্রুবীর-নাশী বীর সুভদ্রানন্দন তাহাকে একটি বাণেই নিহত করিলেন ॥

শত্রুনগরবিজয়ী অর্জুনপুত্র অভিমন্যু তখন নিহত হইলেও হস্তীকে ত্যাগ না করিয়া অবস্থিত মগধরাজের মস্তক রজতময় পক্ষযুক্ত একটি ভল্লাস্ত্রে দেহচ্যুত করিলেন ॥ ৪৮

এদিকে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনও গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণকারী ইন্দ্রের ন্যায় হস্তীদিগকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯

মহারাজ! এই সমরাঙ্গণে আমরা বজ্রপ্রহারে বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় একবার প্রহারেই দন্তুর হস্তিগণকে নিহত হইতে দেখিয়াছি ॥ ৫০

তখন কতক হস্তীর দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইল, শুণ্ড ছিন্ন হইল, কতকগুলির জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইল, কতক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইয়া যাইল এবং কতক পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ গজরাজ বিনষ্ট হইল। কতক হাতী চীৎকার করিতেছিল, কতক কষ্টে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কতক আবার যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইল এবং কতক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। এ সমস্তই আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ॥ ৫১-৫২

সেই সময় নানা যুদ্ধপথে ভীমসেনের দ্বারা নিহত পর্ব্বততুল্য বিশাল বহু হাতীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। রাজন্! অন্য বহু হাতীকে আমি নিজ মুখ হইতে ফেনা নিঃসারণ করিতেও দেখিয়াছি ॥ ৫৩

বমন্তো রুধিরং চান্যে ভিন্নকুম্ভা মহাগজাঃ।
বিহ্বলন্তো গতা ভূমিং শৈলা ইব ধরাতলে ॥ ৫৪
মেদোরুধিরদিগ্ধাঙ্গো বসামজ্জাসমুক্ষিতঃ।
ব্যচরৎ সমরে ভীমো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ৫৫
গজানাং রুধিরক্লিন্নাং গদাং বিভ্রদ্ বৃকোদরঃ।
ঘোরঃ প্রতিভয়শ্চাসীৎ পিনাকীব পিনাকধৃক্ ॥ ৫৬
সম্মথ্যমানাঃ ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন দন্তিনঃ।
সহসা প্রাদ্রবন্ ক্লিষ্টা মৃদ্নন্তস্তব বাহিনীম্ ॥ ৫৭
তং হি বীরং মহেষ্বাসং সৌভদ্রপ্রমুখা রথাঃ।
পর্য্যরক্ষন্ত যুধ্যন্তং বজ্রায়ুধমিবামরাঃ ॥ ৫৮
শোণিতাক্তাং গদাং বিভ্রদুক্ষিতাং গজশোণিতৈঃ।
কৃতান্ত ইব রৌদ্রাত্মা ভীমসেনো ব্যদৃশ্যত ॥ ৫৯
ব্যায়চ্ছমানং গদয়া দিক্ষু সর্বাসু ভারত।
অপশ্যাম রণে ভীমং নৃত্যন্তমিব শঙ্করম্ ॥ ৬০
যমদণ্ডোপমাং গুর্বীমিন্দ্রাশনিসমস্বনাম্।
অপশ্যাম মহারাজ রৌদ্রাং বিশসনীং গদাম্ ॥ ৬১
বিমিশ্রাং কেশমজ্জাভিঃ প্রদিগ্ধাং রুধিরেণ চ।
পিনাকমিব রুদ্রস্য ক্রুদ্ধস্যাভিঘ্নতঃ পশূন্ ॥ ৬২
যথা পশূনাং সঙ্ঘাতং যষ্ট্যা পালঃ প্রকালয়েৎ।
তথা ভীমো গজানীকং গদয়া সমকালয়ৎ ॥ ৬৩
গদয়া বধ্যমানাস্তে মার্গণৈশ্চ সমন্ততঃ।
স্বান্যনীকানি মৃদ্নন্তঃ প্রাদ্রবন্ কুঞ্জরাস্তব ॥ ৬৪
মহাবাত ইবাভ্রাণি বিধমিত্বা স বারণান্।
অতিষ্ঠৎ তুমুলে ভীমঃ শ্মশান ইব শূলভৃৎ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি চতুর্থদিবসে ভীমযুদ্ধে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

তখন অন্য বহু বিশাল হাতী রক্তবমন করিতেছিল এবং তাহাদের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বহু হাতী ব্যাকুল হইয়া সেই রণভূমিতে পর্ব্বতসমূহের ন্যায় পড়িয়াছিল ॥ ৫৪

ভীমসেনের সমগ্র শরীর তখন মেদ ও রক্তে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বসা ও মজ্জাতে যেন স্নাত হইয়াছিলেন এবং হাতে গদা লইয়া দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় যুদ্ধভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ৫৫

হস্তীদিগের রক্তে ক্লিন্ন গদা ধারণ করিয়া ভীমসেন পিনাকধারী ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় ঘোর ও ভয়ঙ্কর হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৫৬

ক্রুদ্ধ ভীমসেন তখন হস্তীদিগকে মথিত করিতেছিলেন; সেইজন্য তাহারা গুরুতর ক্লিষ্ট হইয়া আপনার সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিতে করিতে সহসা যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫৭

যেরূপ দেবগণ বজ্রধারী ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব যোদ্ধারা যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া মহাধনুর্দ্ধর বীর ভীমসেনকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৫৮

রক্তাক্ত ও হস্তিগণের রক্তে গাঢ় লিপ্ত গদাকে ধারণ করিয়া রুদ্ররূপধারী ভীমসেন যমরাজের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥ ৫৯

ভারত! ভীমসেন গদা লইয়া যেন চারিদিকে ব্যায়াম করিতেছিলেন। সমরাঙ্গণে আমরা ভীমকে তাণ্ডবনৃত্যকারী ভগবান্ শঙ্করের ন্যায় দেখিতেছিলাম ॥ ৬০

মহারাজ! ভীমসেনের এই ভারবহা ও ভয়ঙ্করী গদা সকলের সংহার-কারিণী ছিল। আমার নিকট ত' উহা যমদণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইতে ছিল। প্রহার করিলে এই গদার বজ্রের তুল্য শব্দ হইয়া থাকে ॥ ৬১

রক্তে লিপ্তা এবং কেশ ও মজ্জায় মিশ্রিতা সেই গদাকে প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত পশুকে (জীবকে) সংহারকারী রুদ্রদেবের পিনাকের সদৃশ বলিয়া আমাদের ভ্রম হইতেছিল ॥ ৬২

যেরূপ পশুপালক বিচরণরত পশুসমূহকে যষ্টি দ্বারা (লাঠিদ্বারা) দমন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনও স্বীয় গদা দ্বারা গজসৈন্যদিগকে দমন করিলেন ॥ ৬৩

মহারাজ! চারিদিক্ হইতে গদা ও বাণসমূহের আঘাত পাইয়া আপনার সৈন্য মধ্যস্থিত সেই সব হস্তীরা আপনার সৈন্যদিগকে মর্দ্দন করিতে করিতে ধাবিত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৬৪

যেরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ ভীমসেন সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে হস্তী সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে শ্মশানভূমিতে ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে চতুর্থদিবসে ভীমের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রণাঙ্গনে প্রচণ্ডপরাক্রমশালিনা ভীমসেনেন সহ ভীষ্মস্য যুদ্ধম্, সাত্যকি-ভূরিশ্রবসোঃ পরাক্রমশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

হতে তস্মিন্ গজানীকে পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
ভীমসেনং ঘ্নতেত্যেবং সর্বসৈন্যান্যচোদয়ৎ॥ ১

ততঃ সর্বাণ্যনীকানি তব পুত্রস্য শাসনাৎ।
অভ্যদ্রবন্ ভীমসেনং নদন্তং ভৈরবান্ রবান্॥

তং বলৌঘমপর্য্যন্তং দেবৈরপি সুদুঃসহম্।
আপতন্তং সুদুষ্পারং সমুদ্রমিব পর্বণি॥ ৩

রথ-নাগাশ্বকলিলং শঙ্খ-দুন্দুভিনাদিতম্।
অনন্তরথপাদাতং রজসা সর্বতো বৃতম্॥ ৪

তং ভীমসেনঃ সমরে মহোদধিমিবাপরম্।
সেনাসাগরমক্ষোভ্যং বেলেব সমবারয়ৎ॥ ৫

তদাশ্চর্য্যমপশ্যাম পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
ভীমসেনস্য সমরে রাজন্ কর্মাতিমানুষম॥ ৬

উদীর্ণান্ পার্থিবান্ সর্বান্ সাশ্বান্ সরথ-কুঞ্জরান্।
অসম্ভ্রমং ভীমসেনো গদয়া সমবারয়ৎ॥ ৭

স সংবার্য্য বলৌঘাংস্তান্ গদয়া রথিনাং বরঃ।
অতিষ্ঠৎ তুমুলে ভীমো গিরির্মেরুরিবাচলঃ॥ ৮

তস্মিন্ সুতুমুলে ঘোরে কালে পরমদারুণে।
ভ্রাতরশ্চৈব পুত্রাশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ॥ ৯

দ্রৌপদেয়াঽভিমন্যুশ্চ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ।
ন প্রাজহন্ ভীমসেনং ভয়ে জাতে মহাবলম্॥ ১০

ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্বীং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
অধাবৎ তাবকান্ যোধান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ॥ ১১

পোথয়ন্ রথবৃন্দানি বাজিবৃন্দানি চাভিভূঃ। -
কর্ষয়ন্ রথবৃন্দানি বাহুবেগেন পাণ্ডবঃ॥ ১২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

[যুদ্ধস্থলে প্রচণ্ড পরাক্রমী ভীমসেনের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ এবং সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই হস্তী সৈন্য নিহত হইয়া যাইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আদেশ দিলেন যে, সমস্ত সৈন্য মিলিত হইয়া ভীমসেনকে বধ কর॥ ১

তারপর আপনার পুত্রের আদেশে সমস্ত সৈন্যগণ ভৈরব স্বরে গর্জন করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিল॥ ২

সৈন্যগণের সেই অপরিসীম বেগ দেবতাদিগেরও দুঃসহ ছিল। পূর্ণিমায় সংবর্দ্ধিত সাগরের ন্যায় তখন যেন এই সৈন্যবাহিনী দুষ্পার বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৩

এই সৈন্য-সমুদ্র রথ, হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ ছিল এবং দুন্দুভি ও শঙ্খসমূহের ধ্বনিতে উহা কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। উহাতে স্থিত রথ ও পদাতি সৈন্যের সংখ্যা বলিবার শক্তি আমার নাই এবং সৈন্যের দ্বারা চারিদিক্ ধূলিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল॥ ৪

অপর এক মহাসাগরের ন্যায় সেই অক্ষোভ্য সৈন্যসমুদ্রকে যুদ্ধে ভীমসেন তীরের সদৃশ প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন॥ ৫

রাজন্! সেই সময় সংগ্রামভূমিতে আমরা মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের অত্যন্ত আশ্চর্য্যময় অতিমানুষ কর্ম্ম স্বচক্ষে দর্শন করিতে লাগিলাম

অশ্ব, হস্তী ও রথসহ যত ভূপালগণই অগ্রে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, তাহাদের সকলকেই ভীমসেন কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই রুদ্ধ করিলেন॥ ৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই সমগ্র সৈন্যবাহিনী গদাদ্বারা প্রতিরোধ করিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থলে মেরু-পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৮

সেই সুতুমুল ও অত্যন্ত দারুণ ভয়ঙ্কর সময়ে মহাবল ভীমসেনকে তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্রগণ, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু ও অপরাজিত বীর শিখণ্ডী—ইঁহারা কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না॥ ৯-১০

তারপর যাহার সম্পূর্ণ অংশ লৌহসারের (ইস্পাতের) দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই বিশাল এবং ভারবহ গদা হাতে লইয়া ভীমসেন সাক্ষাৎ দণ্ডপাণি যমরাজের তুল্য আপনার সৈন্য-বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১১

অনন্তর প্রভাবশালী বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন রথী ও অশ্বারোহী বীর সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে স্বীয় বাহু-বেগে রথসকলকে আকর্ষণ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে প্রলয়কালে যমরাজের ন্যায় রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥

বিনিঘ্নন্ ব্যচরৎ সংখ্যে যুগান্তে কালবদ্ বিভুঃ।
উরুবেগেন সংকর্ষন্ রথজালানি পাণ্ডবঃ ॥ ১৩
বলানি সম্মর্দাশু নড্বলানীব কুঞ্জরঃ।
মৃদ্গন্ রথেভ্যো রথিনো গজেভ্যো গজযোধিনঃ ॥১৪
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাতিনঃ।
গদয়া ব্যধমৎ সর্বান্ বাতো বৃক্ষানিবৌজসা ॥ ১৫
ভীমসেনো মহাবাহুস্তব পুত্রস্য বৈ বলে।
সাপি মজ্জাবসামাংসৈঃ প্রদিগ্ধা রুধিরেণ চ ॥ ১৬
অদৃশ্যত মহারৌদ্রা গদা নাগাশ্বপাতনী।
তত্র তত্র হতৈশ্চাপি মনুষ্য-গজ-বাজিভিঃ ॥ ১৭
রণাঙ্গনং সমভবন্মৃত্যোরাবাসসন্নিভম্।
পিনাকমিব রুদ্রস্য ক্রুদ্ধস্যাভিঘ্নতঃ পশূন্ ॥ ১৮
যমদণ্ডোপমামুগ্রামিন্দ্রাশনিসমস্বনাম্।
দদৃশুর্ভীমসেনস্য রৌদ্রীং বিশসনীং গদাম্ ॥ ১৯
আবিধ্যতো গদাং তস্য কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
বভৌ রূপং মহাঘোরং কালস্যেব যুগক্ষয়ে ॥ ২০

পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নিজ প্রবলবেগে রথসমূহকে তুলিয়া লইয়া ধ্বংস করিতে লাগিলেন এবং দ্রুততার সহিত সমগ্র সৈন্যকে সেইভাবে মর্দ্দিত করিতে থাকিলেন, যেরূপ হাতী মানবগণকে মর্দ্দিত করিয়া থাকে ॥

মহাবাহু ভীমসেন আপনার পুত্রের রথসমূহে রথী বীরগণকে, হাতি সকলের দ্বারা হস্ত্যারোহীদিগকে, অশ্বগণের পৃষ্ঠের দ্বারা অশ্বারোহিবৃন্দকে এবং ভূতলে পাদচারী সৈন্যদিগকে গদাঘাতে সেই ভাবে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রবলবায়ু স্ববেগে বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়া থাকে ॥

হস্তী ও অশ্বগণকে নিহতকারিণী ভীমসেনের সেই গদাও মজ্জা, বসা, মাংস এবং রক্তে লিপ্ত হইয়া মহাভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল ॥

যেখানে সেখানে নিহত হইয়া পতিত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে সেই সমগ্র রণভূমি মৃত্যুর নিবাসস্থানের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥

ভীমসেনের সেই সংহারকারিণী ভয়ঙ্করী গদাকে সকল মানুষই প্রলয়কালে পশুগণকে (জীবগণকে) সংহারকারী রুদ্রদেবের পিনাক ও যমদণ্ডের সদৃশ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ইহার শব্দও বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিল ॥ ১২-১৯

স্বীয় গদাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে মহাত্মা কুন্তীনন্দন ভীমসেনের রূপ তখন যুগান্তকালে যমরাজের সমান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল ॥ ২০

তং তথা মহতীং সেনাং দ্রাবয়ন্তং পুনঃ পুনঃ।
দৃষ্ট্বা মৃত্যুমিবায়ান্তং সর্বে বিমনসোঽভবন্ ॥ ২১
যতো যতঃ প্রেক্ষতে স্ম গদামুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
তেন তেন স্ম দীর্য্যন্তে সর্বসৈন্যানি ভারত ॥২২
প্রদারয়ন্তং সৈন্যানি বলেনামিতবিক্রমম্।
গ্রসমানমনীকানি ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥ ২৩
তং তথা ভীমকর্মাণং প্রগৃহীতমহাগদম্।
দৃষ্ট্বা বৃকোদরং ভীষ্মঃ সহসৈব সমভ্যয়াৎ ॥ ২৪
মহতা রথঘোষেণ রথেনাদিত্যবর্চসা।
ছাদয়ন্ শরবর্ষেণ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ২৫
তমায়ান্তং তথা দৃষ্ট্বা ব্যাত্তাননমিবান্তকম্।
ভীষ্মং ভীমো মহাবাহুঃ প্রত্যুদীয়াদমর্ষিতঃ ॥ ২৬
তস্মিন্ ক্ষণে সাত্যকিঃ সত্যসন্ধঃ
শিনিপ্রবীরোঽভ্যপতৎ পিতামহম্।
নিঘ্নন্নমিত্রান্ ধনুষা দৃঢ়েন
সংকম্পয়ংস্তব পুত্রস্য সৈন্যম্ ॥ ২৭

সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বারংবার বিদ্রাবিতকারী ভীমসেনকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সমস্ত যোদ্ধাদিগের মন উদাসীন হইয়া যাইল ॥ ২১

ভারত! ভীমসেন গদা তুলিয়া যে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, সেই সেই দিকের সমগ্র সৈন্যই বিদীর্ণ হইয়া যাইল (অর্থাৎ সৈন্যরা পলাইয়া গিয়া স্থান শূন্য করিয়া দিল) ॥২২

স্বীয় বলে সৈন্যগণকে বিদীর্ণকারী ভীমসেন সমগ্র সৈন্য-বাহিনীকে গ্রাস করিবার ইচ্ছায় মুখবিস্তারকারী সাক্ষাৎ কালের তুল্য বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই সময় অতিশয় ভারযুক্তা গদাকে উত্তোলনকারী ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনকে দেখিয়া ভীষ্ম সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩-২৪

তিনি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এবং চক্রসকলের গম্ভীর শব্দযুক্ত বিশাল রথে আরোহণ করিয়া বর্ষণরত মেঘসদৃশ বাণসমূহ বর্ষণ করত সমস্ত দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫

মুখব্যাদিত যমরাজের ন্যায় ভীষ্মকে আসিতে দেখিয়া মহাবাহু ভীমসেন অমর্ষপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন ॥ ২৬

সেই সময় শিনিবংশের প্রধান বীর সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকি স্বীয় সুদৃঢ় ধনু দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে আপনার

তং যান্তমশ্বৈ রজতপ্রকাশৈঃ
শরান্ বপন্তং নিশিতান্ সুপুঙ্খান্।
নাশক্নুবন্ ধারয়িতুং তদানীং
সর্ব্বে গণা ভারত যে ত্বদীয়াঃ ॥২৮
অবিধ্যদেনং দশভিঃ পৃষৎকৈ-
রলম্বুষো রাক্ষসোঽসৌ তদানীম্।
শরৈশ্চতুর্ভিঃ প্রতিবিধ্য তঞ্চ
নপ্তা শিনেরভ্যপতদ্ রথেন ॥ ২৯
অন্বাগতং বৃষ্ণিবরং নিশম্য
তং শত্রুমধ্যে পরিবর্তমানম্।
প্রদ্রাবয়ন্তং কুরুপুঙ্গবাংশ্চ
পুনঃ পুনশ্চ প্রণদন্তমাজৌ ॥ ৩০
যোধাস্ত্বদীয়াঃ শরবর্ষৈরবর্ষন্
মেঘা যথা ভূধরমম্বুবেগৈঃ।
তথাপি তং ধারয়িতুং ন শেকু-
র্মধ্যন্দিনে সূর্য্যমিবাতপন্তম্ ॥ ৩১
ন তত্র কশ্চিন্নবিষণ্ন আসী-
দৃতে রাজন্ সোমদত্তস্য পুত্রাৎ।
স বৈ সমাদায় ধনুর্মহাত্মা
ভূরিশ্রবা ভারত সৌমদত্তিঃ ॥ ৩২
দৃষ্ট্বা রথান্ স্বান্ ব্যপনীয়মানান্
প্রত্যুদ্যযৌ সাত্যকিং যোদ্ধুমিচ্ছন্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সাত্যকি-ভূরিশ্রবঃ-সমাগমে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

পুত্রের সৈন্যবাহিনীকে কম্পিত করত পিতামহ ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৭

ভারত! রজততুল্য শুভ্র অশ্বে বাহিত ও সুন্দর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণবাণসমূহ বর্ষণকারী সাত্যকিকে সেই সময় আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৮

কেবল অলম্বুষনামক রাক্ষসই তখন তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে শিনির পৌত্র সাত্যকিও এই রাক্ষসকে চারিটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধগ্রহণ করিলেন এবং রথের দ্বারা ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯

বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি আসিয়া শত্রুগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধস্থলে কৌরবসৈন্যের মুখ্য মুখ্য বীরবৃন্দকে পলাইতে বাধ্য করিয়া বারংবার গর্জন করিতে থাকিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা তাঁহার উপর সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। তথাপি তাঁহারা মধ্যাহ্নকালীন প্রখর তাপযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ইঁহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩০-৩১

রাজন্! সেই সময় সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ব্যতীত এরূপ অন্য কোন যোদ্ধা ছিলেন না, যিনি বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন নাই। ভারত! সোমদত্তপুত্র মহাত্মা ভূরিশ্রবা স্বীয় রথী বীরগণকে বিবশ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধের ইচ্ছায় সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩২-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে সাত্যকি-ভূরিশ্রবার যুদ্ধে সমাগমবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য ঘটোৎকচস্য চ পরাক্রমঃ, কৌরবাণাং পরাজয়ঃ, চতুর্থদিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ভূরিশ্রবা রাজন্ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ।
প্রাবিধ্যদ্ ভৃশসংক্রুদ্ধস্তোত্ত্রৈরিব মহাদ্বিপম্॥ ১
কৌরবং সাত্যকিশ্চৈব শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অবারয়দমেয়াত্মা সর্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ২
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সোদর্য্যৈঃ পরিবারিতঃ।
সৌমদত্তিং রণে যত্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ॥ ৩
তং চৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে সাত্যকিং রভসং রণে।
পরিবার্য্য স্থিতাঃ সংখ্যে সমন্তাৎ সুমহৌজসঃ॥৪
ভীমসেনস্তু সংক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য ভারত।
দুর্য্যোধনমুখান্ সর্বান্ পুত্রাংস্তে পর্য্যবারয়ৎ॥ ৫
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ।
নন্দকস্তব পুত্রস্তু ভীমসেনং মহাবলম্॥ ৬
বিব্যাধ বিশিখৈঃ ষড়্ভিঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ
দুর্য্যোধনশ্চ সমরে ভীমসেনং মহারথম্॥ ৭
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো মার্গণৈর্নবভিঃ শিতৈঃ।
ততো ভীমো মহাবাহুঃ স্বরথং সুমহাবলঃ॥ ৮
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং বিশোকং চেদমব্রবীৎ।
এতে মহারথাঃ শূরা ধার্তরাষ্ট্রাঃ সমাগতাঃ॥ ৯
মামেব ভৃশসংক্রুদ্ধা হন্তুমভ্যুদ্যতা যুধি।
মনোরথক্রমোঽস্মাকং চিন্তিতো বহুবার্ষিকঃ॥ ১০
সফলঃ সূত চাদ্যেহ যোঽহং পশ্যামি সোদরান্।
যত্রাশোক সমুৎক্ষিপ্তা রেণবো রথনেমিভিঃ॥ ১১
প্রযান্তস্ত্যান্তরিক্ষং হি শরবৃন্দৈর্দিগন্তরে।
তত্র তিষ্ঠতি সন্নদ্ধঃ স্বয়ং রাজা সুযোধনঃ॥ ১২
ভ্রাতরশ্চাস্য সন্নদ্ধাঃ কুলপুত্রা মদোৎকটাঃ।
এতানদ্য হনিষ্যামি পশ্যতস্তে ন সংশয়ঃ॥ ১৩

তম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও ঘটোৎকচের পরাক্রম, কৌরবগণের পরাজয় এবং চতুর্থ দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখন ভূরিশ্রবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে নয়টি বাণে সেইভাবে বিদ্ধ করিলেন, যেরূপ গজরাজকে অঙ্কুশদ্বারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে॥ ১

সেই সময় অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সাত্যকিও আনতপর্ব্ব বাণসমূহে সকল লোকের দৃষ্টিগোচরেই কুরুবংশীয় ভূরিশ্রবাকে প্রতিরোধ করিলেন॥ ২

ইহা দেখিয়া সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া ভূরিশ্রবাকে চারিদিকে আবৃত করত তাঁহার রক্ষায় তৎপর রহিলেন॥ ৩

এদিকে অতিশয় মহাতেজস্বী পাণ্ডবগণও যুদ্ধভূমিতে সবেগে অগ্রে বর্দ্ধিত সাত্যকিকে চারিদিকে ঘিরিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৪

ভারত! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া আপনার দুর্য্যোধনাদি সকল পুত্রকেই একাকীই রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন॥ ৫

তখন ক্রোধ ও অমর্ষে পূর্ণ আপনার পুত্র নন্দক বহু হাজার রথী বীর সৈন্যের সহিত আসিয়া শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত কঙ্কপত্রযুক্ত ছয়টি বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন॥

কুপিত দুর্য্যোধনও সেই যুদ্ধে মহারথী ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে নয়টি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন॥

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথি বিশোককে এই কথা বলিলেন॥

এই মহারথী বীর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বধ করিবার জন্য উদ্যম করত এখানে উপস্থিত হইয়াছে॥

সূত! আমার মনে বহু বর্ষ ধরিয়া যাহার চিন্তা হইতেছে, সেই মনোরথরূপী বৃক্ষ আজ সফল হইতে চলিয়াছে; কারণ, এই সময় আমি এই যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধনকে ভ্রাতৃগণের সহিত একত্রিত হইতে দেখিতেছি॥

বিশোক! যেখানে রথের চক্রপাদের দ্বারা উত্থিত ধূলি বাণসমূহের সহিত অন্তরিক্ষ ও দিগন্ত সকলকে ব্যাপ্ত করিতেছে, সেই স্থানেই স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে॥ ৬-১২

উহার কুলীন ও মদোন্মত্ত ভ্রাতারাও কবচ বন্ধন করিয়া ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতেছে। আজ তোমার চোখের সামনেই আমি ইহাদের সকলকেই বিনাশ করিব,—ইহাতে কোনই সংশয়

তস্মাদশ্বান্ সংগ্রামে যত্তঃ সংযচ্ছ সারথে।
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থস্তব পুত্রং বিশাম্পতে ॥১৪
বিব্যাধ দশভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
নন্দকঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরভ্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥ ১৫
তং তু দুর্য্যোধনঃ ষষ্ট্যা বিদ্ধ্বা ভীমং মহাবলম্।
ত্রিভিরন্যৈঃ সুনিশিতৈর্বিশোকং প্রত্যবিধ্যত ॥ ১৬
ভীমস্য চ রণে রাজন্ ধনুশ্চিচ্ছেদ ভাস্বরম্।
মুষ্টিদেশে ভৃশং তীক্ষ্ণৈস্ত্রিভির্ভল্লৈর্হসন্নিব ॥ ১৭
সমরে প্রেক্ষ্য যন্তারং বিশোকং তু বৃকোদরঃ।
পীড়িতং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈস্তব পুত্রেণ ধন্বিনা ॥ ১৮
অমৃষ্যমাণঃ সংরব্ধো ধনুর্দিব্যং পরামৃশৎ।
পুত্রস্য তে মহারাজ বধার্থং ভরতর্ষভ ॥ ১৯
সমাধত্ত সুসংক্রুদ্ধঃ ক্ষুরপ্রং লোমবাহিনম্।
তেন চিচ্ছেদ নৃপতের্ভীমঃ কার্মুকমুত্তমম্ ॥ ২০
সোঽপবিদ্ধ্য ধনুশ্ছিন্নং পুত্রস্তে ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অন্যৎ কার্মুকমাদত্ত সত্বরং বেগবত্তরম্ ॥ ২১
সন্দধে বিশিখং ঘোরং কালমৃত্যুসমপ্রভম্।
তেনাজঘান সংক্রুদ্ধো ভীমসেনং স্তনান্তরে ॥ ২২
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতঃ স্যন্দনোপস্থ আবিশৎ।
স নিষণ্ণো রথোপস্থে মূর্চ্ছামভিজগাম হ ॥ ২৩
তং দৃষ্ট্বা ব্যথিতং ভীমমভিমন্যুপুরোগমাঃ।
নামৃষ্যন্ত মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ২৪
ততস্তু তুমুলাং বৃষ্টিং শস্ত্রাণাং তীগ্মতেজসাম্।
পাতয়ামাসুরব্যগ্রাঃ পুত্রস্য তব মূর্ধনি ॥ ২৫
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ভীমসেনো মহাবলঃ।
দুর্য্যোধনং ত্রিভির্বিদ্ধা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২৬
শল্যঞ্চ পঞ্চবিংশত্যা শরৈর্বিব্যাধ পাণ্ডবঃ।
রুক্মপুঙ্খৈর্মহেষ্বাসঃ স বিদ্ধো ব্যপয়াদ্ রণাৎ ॥ ২৭
প্রত্যুদ্যযুস্ততো ভীমং তব পুত্রাশ্চতুর্দশ।
সেনাপতিঃ সুষেণশ্চ জলসন্ধঃ সুলোচনঃ ॥ ২৮

নাই। অতএব সারথি! তুমি সাবধান হইয়া অশ্বগণকে সংযত করিয়া রাখ।

রাজন্! এই কথা বলিয়া কুন্তীপুত্র ভীমসেন স্বর্ণভূষিত দশটি বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন এবং নন্দকের বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ১৩-১৫

ইহা দেখিয়া দুর্য্যোধন ষাট বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া অন্য তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে সারথি বিশোককেও আঘাত করিলেন। ১৬

রাজন্! তাহার পর দুর্য্যোধন যুদ্ধস্থলে তিনটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ভল্লের দ্বারা হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনের তেজস্বী ধনুকের মধ্যভাগ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্র দ্বারা সমরাঙ্গণে স্বীয় সারথি বিশোককে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অতিশয় কুপিত হইয়া স্বীয় দিব্য ধনু গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! পুনরায় আপনার পুত্রকে বধ করিবার বাসনায় অতিশয় ক্রোধভরে তিনি পক্ষযুক্ত ক্ষুরপ্রবাণ সন্ধান (যোজনা) করিলেন এবং তাহাদ্বারা রাজা দুর্য্যোধনের উত্তম ধনুকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮-২০

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি ছিন্ন ধনুকে পরিত্যাগ করিয়া অতি সত্বর তাহা হইতেও অধিক বেগশালী অপর একটি ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ২১

তারপর উহাতে কাল ও মৃত্যুতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা দ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ২২

সেই বাণে গুরুতর আহত হইয়া ভীমসেন ব্যথিতচিত্তে রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ২৩

ভীমসেনকে প্রহারে পীড়িত হইতে দেখিয়া অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব মহারথিগণ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২৪

তখন তাহারা সকলে আপনার পুত্রের মস্তকে নির্ভয়চিত্তে তেজস্বী অস্ত্রসকল প্রবলভাবে বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে প্রথমে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ২৬

তাহার পর মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত পঁচিশটি বাণে রাজা শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণে আহত হইয়া তিনি রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ২৭

রাজন্! তখন আপনার চৌদ্দজন পুত্র ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাদের নাম হইল—সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ,

উগ্রো ভীমরথো ভীমো বীরবাহুরলোলুপঃ।
দুর্মুখো দুষ্প্রধর্ষশ্চ বিবিৎসুর্বিকটঃ সমঃ ॥ ২৯
বিসৃজন্তো বহূন্ বাণান্ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ।
ভীমসেনমভিক্রুত্য বিব্যধুঃ সহিতা ভৃশম্ ॥ ৩০
পুত্রাংস্তু তব সম্প্রেক্ষ্য ভীমসেনো মহাবলঃ।
সৃক্কিণী বিলিহন্ বীরঃ পশুমধ্যে যথা বৃকঃ ॥ ৩১
অভিপত্য মহাবাহুর্গরুত্মানিব বেগিতঃ।
সেনাপতেঃ ক্ষুরপ্রেণ শিরশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
সম্প্রহস্য চ হৃষ্টাত্মা ত্রিভির্বাণৈর্মহাভুজঃ।
জলসন্ধং বিনির্ভিদ্য সোঽনয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৩৩
সুষেণঞ্চ ততো হত্বা প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
উগ্রস্য সশিরস্ত্রাণং শিরশ্চন্দ্রোপমং ভুবি ॥ ৩৪
পাতয়ামাস ভল্লেন কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্।
বীরবাহুঞ্চ সপ্তত্যা সাশ্বকেতুং সসারথিম্ ॥ ৩৫
নিনায় সমরে বীরঃ পরলোকায় পাণ্ডবঃ।

দুর্মুখ দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম। ইঁহারা সকলে ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া বহু বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন এবং একত্রিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-৩০

মহাবলী মহাবাহু বীর ভীমসেন আপনার পুত্রগণকে দেখিয়া পশুগণের মধ্যে অবস্থিত বৃকের (ব্যাঘ্রবিশেষ) ন্যায় স্বীয় মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে করিতে গরুড়তুল্য তীব্রবেগে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি ক্ষুরপ্রনামক বাণে সেনাপতির মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৩১-৩২

তারপর প্রসন্নচিত্ত হইয়া মহাবাহু ভীমসেন হাস্য করিতে করিতে জলসন্ধকে তিনটি বাণে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৩

তদনন্তর সুষেণকে বধ করিয়া মৃত্যুলোকে পাঠাইয়া দিলেন এবং উগ্রের কুণ্ডলমণ্ডিত চন্দ্রতুল্য মস্তককে একটি ভল্লের দ্বারা শিরস্ত্রাণ সহ ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিলেন ॥

অতঃপর পাণ্ডুনন্দন বীরবর ভীমসেন সমরাঙ্গণে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিসহ বীরবাহুকে সত্তর বাণে নিহত করিয়া পরলোকে প্রেরণ করিলেন ॥

ভীম-ভীমরথৌ চোভৌ ভীমসেনো হসন্নিব ॥৩৬
পুত্রৌ তে দুর্মদৌ রাজন্নয়দ্ যমসাদনম্।
ততঃ সুলোচনং ভীমঃ ক্ষুরপ্রেণ মহামৃধে ॥৩৭
মিষতাং সর্বসৈন্যানামনয়দ্ যমসাদনম্।
পুত্রাস্তু তব তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনপরাক্রমম্ ॥ ৩৮
শেষা যেঽন্যেঽভবংস্তত্র তে ভীমস্য ভয়ার্দিতাঃ।
বিপ্রদ্রুতা দিশো রাজন্ বধ্যমানা মহাত্মনা ॥ ৩৯
ততোঽব্রবীচ্ছান্তনবঃ সর্বানেব মহারথান্।
এষ ভীমো রণে ক্রুদ্ধো ধার্তরাষ্ট্রান্ মহারথান্ ॥ ৪০
যথা প্রাগ্র্যান্ যথা জ্যেষ্ঠান্ যথা শূরাংশ্চ সঙ্গতান্।
নিপাতয়ত্যুগ্রধন্বা তং প্রগৃহ্ণীত মাচিরম্ ॥ ৪১
এবমুক্তাস্ততঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধা ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ৪২
ভগদত্তঃ প্রভিন্নেন কুঞ্জরেণ বিশাম্পতে।
অভ্যয়াৎ সহসা তত্র যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৩

রাজন্! তাহার পর ভীমসেন আপনার যে দুই পুত্র যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই দুই পুত্র ভীম এবং ভীমরথকেও নিহত করিয়া যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥

অনন্তর সেই মহাযুদ্ধে ভীমসেন সমগ্র সৈন্যবাহিনীর নয়নপথেই ক্ষুরপ্রবাণ প্রহার করিয়া সুলোচনকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥

রাজন্! তাহার পর আপনার যে সমস্ত পুত্র অবশিষ্ট ছিলেন, তাহারা ভীমসেনের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার ভয়ে পীড়িতচিত্তে মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনের বাণপ্রহারে জর্জরিত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন ॥ ৩৪-৩৯

তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সকল মহারথী বীরগণকে বলিলেন,—এই ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর ভীমসেন যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে আগত শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, বীর মহারথী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতেছে, অতএব তোমরা সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে শীঘ্র বন্দী কর ॥ ৪০-৪১

তিনি এই কথা বলিলে পর দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৪২

প্রজানাথ! রাজা ভগদত্ত মদবর্ষী গজরাজের উপর আরোহণ করিয়া সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৪৩

আপতন্নেব চ রণে ভীমসেনং শিলীমুখৈঃ ।
অদৃশ্যং সমরে চক্রে জীমূত ইব ভাস্করম্ ॥ ৪৪
অভিমন্যুমুখাস্তৎ তু নামৃষ্যন্ত মহারথাঃ ।
ভীমস্যাচ্ছাদনং সংখ্যে স্ববাহুবলমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৫
ত এনং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ।
গজঞ্চ শরবৃষ্ট্যা তু বিভিদুস্তে সমন্ততঃ ॥ ৪৬
স শস্ত্রবৃষ্ট্যাভিহতঃ সমস্তৈস্তৈর্মহারথৈঃ ।
প্রাগ্জ্যোতিষগজো রাজন্ নানালিঙ্গৈঃ সুতেজনৈঃ ॥৪৭
সঞ্জাতরুধিরোৎপীড়ঃ প্রেক্ষণীয়োঽভবদ্ রণে ।
গভস্তিভিরিবার্কস্য সংস্যূতো জলদো মহান্ ॥ ৪৮
সঞ্চোদিতো মদস্রাবী ভগদত্তেন বারণঃ ।
অভ্যধাবত তান্ সর্বান্ কালোৎসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ৪৯
দ্বিগুণং জবমাস্থায় কম্পয়ংশ্চরণৈর্মহীম্ ।
তস্য তৎ সুমহদ্ রূপং দৃষ্ট্বা সর্বে মহারথাঃ ॥ ৫০
অসহ্যং মন্যমানাশ্চ নাতিপ্রমনসোঽভবন্ ।
ততস্তু নৃপতিঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনং স্তনান্তরে ॥ ৫১
আজঘান মহারাজ শরেণানতপর্বণা ।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসস্তেন রাজ্ঞা মহারথঃ ॥ ৫২
মূর্চ্ছয়াভিপরীতাত্মা ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রয়ৎ ।
তাংস্তু ভীতান্ সমালক্ষ্য ভীমসেনঞ্চ মূর্চ্ছিতম্ ॥ ৫৩
ননাদ বলবন্নাদং ভগদত্তঃ প্রতাপবান্ ।
ততো ঘটোৎকচো রাজন্ প্রেক্ষ্য ভীমং তথাগতম্ ॥৫৪
সংক্রুদ্ধো রাক্ষসো ঘোরস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
স কৃত্বা দারুণাং মায়াং ভীরূণাং ভয়বর্ধিনীম্ ॥ ৫৫
অদৃশ্যত নিমেষার্ধাদ্ ঘোররূপং সমাস্থিতঃ ।
ঐরাবণং সমারূঢ়ঃ স বৈ মায়াকৃতং স্বয়ম্ ॥ ৫৬
(কৈলাসগিরিসঙ্কাশং বজ্রপাণিরিবাভ্যয়াৎ ।)
তস্য চান্যেঽপি দিঙ্নাগা বভূবুরনুযায়িনঃ ।
অঞ্জনো বামনশ্চৈব মহাপদ্মশ্চ সুপ্রভঃ ॥ ৫৭

যুদ্ধে আসিয়াই তিনি স্বীয় বাণসমূহে ভীমসেনকে সেইভাবে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে অদৃশ্য করিয়া থাকে ॥ ৪৪

সেই সময় অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথী বীরগণ ভীমসেন এই ভাবে যুদ্ধে বাণে আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়াকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা নিজ নিজ বাহুবলের সাহায্যে যুদ্ধে ভগদত্তের উপর চারিদিক্ হইতে বাণ বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজ বাণসমূহের বর্ষণে ভগদত্তের হস্তীটিকে সর্ব্বদিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৫-৪৬

রাজন্! যাঁহারা নানাপ্রকার চিহ্নধারণকারী ও অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন, সেই সমস্ত মহারথী বীরগণ কর্ত্তৃক কৃত অস্ত্রবর্ষণে নানাভাবে আহত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তের সেই হস্তীর মস্তক রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠায় রণক্ষেত্রে সেইরূপ অতিশয় দর্শনীয় হইল, যেরূপ সূর্য্যদেবের রক্তিমকিরণে ব্যাপ্ত মহামেঘ দর্শনীয় হইয়া থাকে ॥ ৪৭-৪৮

ভগদত্তকর্ত্তৃক চালিত হইয়া কালপ্রেরিত যমরাজতুল্য ভয়ঙ্কর সেই মদস্রাবী গজরাজ দ্বিগুণ বেগের আশ্রয় লইয়া স্বীয় পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তাঁহাদের সকলের প্রতি

মূর্চ্ছা

তাহার সেই বিশাল রূপ দেখিয়া সকল মহারথীরাই নিজেদের পক্ষে অসহ্য মনে করত হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন ॥

মহারাজ! তাহার পর ভগদত্ত কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত হানিলেন ॥

রাজা ভগদত্ত কর্ত্তৃক এইভাবে গুরুতর আহত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর মহারথী ভীমসেন মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া ধ্বজদণ্ডকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥

সেই সব মহারথী বীরগণকে ভয়ভীত ও ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া প্রতাপশালী ভগদত্ত সবেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥

রাজন্! তারপর ভীমসেনকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেস্থানেই অদৃশ্য হইয়া পড়িল ॥

তাহার পর ভীরু কাপুরুষগণের ভয়বর্দ্ধনকারিণী দারুণ মায়া সৃজন করিল। সে তখন অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। ঘটোৎকচ স্বীয় মায়াদ্বারা নির্ম্মিত কৈলাসপর্ব্বততুল্য শ্বেতবর্ণ বিশাল ঐরাবতের উপর আরোহণ করিয়া বজ্রধারী ইন্দ্রসদৃশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪৯-৫৬

তাহার পশ্চাতে আরও অঞ্জন, বামন ও উত্তমকান্তিযুক্ত মহাপদ্ম—এই তিনটি দিগ্গজ ছিল। ইহাদের উপরে ঘটোৎকচের সহায়ক রাক্ষসগণ উপবিষ্ট ছিল ॥

ত্রয় এতে মহানাগা রাক্ষসৈঃ সমধিষ্ঠিতাঃ।
মহাকায়াস্ত্রিধা রাজন্ প্রস্রবন্তো মদং বহু ॥ ৫৮
তেজো-বীর্য্য-বলোপেতা মহাবলপরাক্রমাঃ।
ঘটোৎকচস্তু স্বং নাগং চোদয়ামাস তং তদা ॥ ৫৯
সগজং ভগদত্তং তু হন্তুকামঃ পরন্তপঃ।
তে চান্যে চোদিতা নাগা রাক্ষসৈস্তৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৬০
পরিপেতুঃ সুসংরব্ধাশ্চতুর্দংষ্ট্রাশ্চতুর্দিশম্।
ভগদত্তস্য তং নাগং বিষাণৈরভ্যপীড়য়ন্ ॥ ৬১
স পীড্যমানস্তৈর্নাগৈর্বেদনার্তঃ শরাহতঃ।
অনদৎ সুমহানাদমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্ ॥ ৬২
তস্য তং নদতো নাদং সুঘোরং ভীমনিঃস্বনম্।
শ্রুত্বা ভীষ্মোঽব্রবীদ্ দ্রোণং রাজানঞ্চ সুযোধনম্ ॥৬৩
এষ যুধ্যতি সংগ্রামে হৈড়িম্বেন দুরাত্মনা।
ভগদত্তো মহেষ্বাসঃ কৃচ্ছ্রে চ পরিবর্ততে ॥ ৬৪

রাক্ষসশ্চ মহাকায়ঃ স চ রাজাতিকোপনঃ।
এতৌ সমেতৌ সমরে কাল-মৃত্যুসমাবুভৌ ॥৬৫
শ্রূয়তে চৈব হৃষ্টানাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনঃ।
হস্তিনশ্চৈব সুমহান্ ভীতস্য রুদিতধ্বনিঃ ॥ ৬৬
তত্র গচ্ছাম ভদ্রং বো রাজানং পরিরক্ষিতুম্।
অরক্ষ্যমাণঃ সমরে ক্ষিপ্রং প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি ॥ ৬৭
তে ত্বরধ্বং মহাবীর্য্যাঃ কিং চিরেণ প্রয়ামহে।
মহান্ হি বর্ততে রৌদ্রঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ॥ ৬৮
ভক্তশ্চ কুলপুত্রশ্চ শূরশ্চ পৃতনাপতিঃ।
যুক্তং তস্য পরিত্রাণং কর্তুমস্মাভিরচ্যুত ॥ ৬৯
ভীষ্মস্য তদ্ বচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহারথাঃ।
দ্রোণ-ভীষ্মৌ পুরস্কৃত্য ভগদত্তপরীপ্সয়া ॥ ৭০
উত্তমং জবমাস্থায় প্রযযুর্যত্র সোঽভবৎ।
তান্ প্রযাতান্ সমালোক্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ৭১

রাজন্! এই সমস্ত বিশালদেহ দিগ্‌গজ তিন স্থানে প্রচুর মদধারা ক্ষরণ করিতেছিল এবং ইহারা তেজ, বীর্য্য ও বলসম্পন্ন এবং মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমী ছিল॥

শত্রুসন্তাপক ঘটোৎকচ নিজ হস্তীকে গজারূঢ় রাজা ভগদত্তের দিকে চালিত করিল। তখন সে হস্তীর সহিত তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল॥

মহাবলশালী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চারিটি করিয়া দন্তবিশিষ্ট অন্যান্য দিগ্‌গজগণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিল।

ইহারা সকলেই ভগদত্তের হাতীকে নিজ নিজ দন্ত দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিল। পূর্ব্বে হইতেই সে বাণের দ্বারা গুরুতর আহত হইয়াছিল, তাহার উপর এই সব হাতীর দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলে বেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রবলবেগে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার এই চীৎকার তখন ইন্দ্রের বজ্রপতনের শব্দের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৫৭-৬২

ভয়ঙ্কর চীৎকারের সহিত অত্যন্ত ঘোর শব্দকারী হাতীর সেই আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য ও রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন। ৬৩

এই মহাধনুর্দ্ধর রাজা ভগদত্ত দুরাত্মা হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এবং মহাসঙ্কটে পড়িয়াছেন। ৬৪

এই রাক্ষস বিশাল দেহধারী এবং রাজা ভগদত্তও বর্ত্তমানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। ইহারা উভয়ে যুদ্ধে কাল ও মৃত্যুর ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। ৬৫

দেখ, হৃষ্ট পাণ্ডবগণের মহাসিংহনাদ শুনা যাইতেছে এবং ভগদত্তের ভীত হস্তীর রোদনধ্বনিও তীব্রবেগে শ্রুতিগোচর হইতেছে। ৬৬

তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক। আমরা রাজা ভগদত্তকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে যাইব, অন্যথায় অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে তিনি সমরাঙ্গণে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিবেন। ৬৭

মহাপরাক্রমী বীরগণ! সত্বর চল। বিলম্ব করিয়া কি লাভ হইবে? আমাদের সত্বর যাওয়া উচিত; কারণ, এই সংগ্রাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী। ৬৮

রাজা ভগদত্ত কুলীন, পরাক্রমশালী বীর, আমাদের ভক্ত ও সেনাপতি। স্বীয় প্রভাব হইতে অবিচ্যুত দুর্য্যোধন! অতএব তাঁহাকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে। ৬৯

ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত মহারথী বীরগণ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া ভগদত্তকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্রবেগে সেখানে আসিলেন, সেখানে রাজা ভগদত্ত রহিয়াছেন।

তাঁহাদের যাইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চালগণও শত্রুদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্ধং পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ পরান্।
তাস্তনীকান্যথালোক্য রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্॥ ৭২
ননাদ সুমহানাদং বিস্ফোটমশনেরিব।
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা নাগাংশ্চ যুধ্যতঃ॥ ৭৩
ভীষ্মঃ শান্তনবো ভূয়ো ভারদ্বাজমভাষত।
ন রোচতে মে সংগ্রামো হৈড়িম্বেন দুরাত্মনা॥ ৭৪
বলবীর্য্যসমাবিষ্টঃ সসহায়শ্চ সাম্প্রতম্।
নৈষ শক্যো যুধা জেতুমপি বজ্রভৃতা স্বয়ম্॥ ৭৫
লব্ধলক্ষ্যঃ প্রহারী চ বয়ঞ্চ শ্রান্তবাহনাঃ।
পাঞ্চালৈঃ পাণ্ডবেয়ৈশ্চ দিবসং ক্ষত-বিক্ষতাঃ॥৭৬
তন্ন মে রোচতে যুদ্ধং পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ।
ঘুষ্যতামবহারোঽদ্য শ্বো যোৎস্যামঃ পরৈঃ সহ॥ ৭৭
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা তথা চক্রুঃ স্ম কৌরবাঃ।
উপায়েনাপযানং তে ঘটোৎকচভয়ার্দিতাঃ॥ ৭৮

কৌরবেষু নিবৃত্তেষু পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ।
সিংহনাদান্ ভৃশং চক্রুঃ শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ ভারত॥ ৭৯
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং দিবসং ভরতর্ষভ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ পুরস্কৃত্য ঘটোৎকচম্॥ ৮০
কৌরবাস্তু ততো রাজন্ প্রযযুঃ শিবিরং স্বকম্।
ব্রীড়মানা নিশাকালে পাণ্ডবেয়ৈঃ পরাজিতাঃ॥ ৮১
শরবিক্ষতগাত্রাস্তু পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ।
যুদ্ধে সুমনসো ভূত্বা জগ্মুঃ স্বশিবিরং প্রতি॥ ৮২
পুরস্কৃত্য মহারাজ ভীমসেন-ঘটোৎকচৌ।
পূজয়ন্তস্তদান্যোন্যং মুদা পরময়া যুতাঃ॥ ৮৩
নদন্তো বিবিধান্ নাদাংস্তূর্য্যস্বনবিমিশ্রিতান্।
সিংহনাদাংশ্চ কুর্বন্তো বিমিশ্রান্ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ॥ ৮৪
বিনদন্তো মহাত্মানঃ কম্পয়ন্তশ্চ মেদিনীম্।
ঘট্টয়ন্তশ্চ মর্মাণি তব পুত্রস্য মারিষ॥

সেই সৈন্যগণকে আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অতিশয় বেগে বজ্রস্ফোটনের ন্যায় সিংহধ্বনি করিতে লাগিল॥

ঘটোৎকচের সেই গর্জন শ্রবণ করিয়া এবং যুদ্ধরত হাতীদিগকে দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন॥

আমার এই সময় দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে না; কারণ, সে বল ও পরাক্রমসম্পন্ন এবং এই সময় সে প্রবল সহায়কগণকেও পাইয়াছে॥

এইরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও ইহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। ঘটোৎকচ অস্ত্রপ্রহারে নিপুণ ও লক্ষ্য ভেদ করিতেও পটু। এদিকে আমাদের বাহনগুলি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সারাদিনেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের দ্বারা অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে॥ ৭০-৭৬

সেইজন্য বিজয়সুশোভিত পাণ্ডবগণের সহিত বর্ত্তমানে যুদ্ধ করা আমার মতে সমীচীন নহে। আজ যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করা হউক। আগামীকাল আমরা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব॥ ৭৭

পিতামহ ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া কৌরবগণ উপায়ানুসারে যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইবার কথা স্বীকার করিয়া লইলেন; কারণ, সেই সময় তাঁহারা সকলেই ঘটোৎকচের ভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন॥ ৭৮

ভারত! কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে পর বিজয়ে উল্লসিত হইয়া পাণ্ডবেরা পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং শঙ্খবাদ্য করিলেন॥ ৭৯

এইরূপে সেইদিনে সম্পূর্ণ দিবসব্যাপী ঘটোৎকচকে অগ্রে করিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ চলিয়াছিল॥ ৮০

রাজন্! তদনন্তর রাত্রির প্রারম্ভকালে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কৌরবেরা সলজ্জভাবে নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন॥ ৮১

মহারথী পাণ্ডবগণেরও শরীর যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাঁহারা প্রসন্নমনে নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন॥ ৮২

মহারাজ! ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে অগ্রে রাখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে প্রসন্নতার সহিত নানাপ্রকার সিংহনাদ করত (শিবির অভিমুখে) চলিলেন। তাঁহাদের সেই গর্জনধ্বনির সহিত বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিও হইতেছিল॥ ৮৩-৮৪

শত্রুসন্তাপক শ্রেষ্ঠ নরেশ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ গর্জন করিতে করিতে, পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে এবং আপনার পুত্রের মর্মস্থানে আঘাত হানিতে হানিতে রাত্রিকালে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন॥ ৮৫

প্রয়াতাঃ শিবিরায়ৈব নিশাকালে পরন্তপ ॥৮৫
দুর্য্যোধনস্তু নৃপতির্দীনো ভ্রাতৃবধেন চ।
মুহূর্ত্তং চিন্তয়ামাস বাষ্পশোকসমাকুলঃ ॥৮৬
ততঃ কৃত্বা বিধিং সর্ব্বং শিবিরস্য যথাবিধি।
প্রদধ্যৌ শোকসন্তপ্তো ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতঃ ॥ ৮৭

স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুতে রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত দীন হইয়া পড়িলেন। তিনি নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করিতে করিতে শোকব্যাকুলচিত্তে মুহূর্ত্তকাল চিন্তামগ্ন হইলেন ॥ ৮৬

তারপর শিবিরের সমস্ত কার্য্যের যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া ভ্রাতৃগণের বিনাশে দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত হইয়া বিশেষভাবে চিন্তানিমগ্ন হইলেন ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি তৃতীয়দিবসাবহারে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে চতুর্থদিবসের যুদ্ধবিরতিবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়য়োঃ সংবাদপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধনেন পাণ্ডববিজয়কারণপৃষ্টস্য ভীষ্মস্য ব্রহ্মকৃতভগবৎস্তুতিকথনম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
ভয়ং মে সুমহজ্জাতং বিস্ময়শ্চৈব সঞ্জয়।
শ্রুত্বা পাণ্ডুকুমারাণাং কর্ম্ম দেবৈঃ সুদুষ্করম্ ॥ ১
পুত্রাণাঞ্চ পরাভাবং শ্রুত্বা সঞ্জয় সর্ব্বশঃ।
চিন্তা মে মহতী সূত ভবিষ্যতি কথং ত্বিতি ॥ ২
ধ্রুবং বিদুরবাক্যানি ধক্ষ্যন্তি হৃদয়ং মম।
যথা হি দৃশ্যতে সর্ব্বং দৈবযোগেন সঞ্জয় ॥ ৩
যত্র ভীষ্মমুখান্ সর্ব্বান্ শস্ত্রজ্ঞান্ যোধসত্তমান্।
পাণ্ডবানামনীকেষু যোধয়ন্তি প্রহারিণঃ ॥৪
কেনাবধ্যা মহাত্মানঃ পাণ্ডুপুত্রা মহাবলাঃ।
কেন দত্তবরাস্তাত কিং বা জ্ঞানং বিদন্তি তে ॥৫
যেন ক্ষয়ং ন গচ্ছন্তি দিবি তারাগণা ইব।
পুনঃ পুনর্ন মৃষ্যামি হতং সৈন্যং তু পাণ্ডবৈঃ ॥ ৬
ময্যেব দণ্ডঃ পততি দৈবাৎ পরমদারুণঃ।
যথাবধ্যাঃ পাণ্ডুসুতা যথা বধ্যাশ্চ মে সুতাঃ ॥ ৭
এতন্মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব যাথাতথ্যেন সঞ্জয়।
ন হি পারং প্রপশ্যামি দুঃখস্যাস্য কথঞ্চন ॥ ৮

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের সংবাদপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের বিজয়ের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্মের ব্রহ্মকৃত ভগবৎস্তুতি-কথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের দেবতাদিগের পক্ষেও দুষ্কর পরাক্রমের কথা শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতেছে এবং আমি বিস্মিত হইতেছি ॥ ১

সূত সঞ্জয়! স্বীয় পুত্রগণের সর্ব্বপ্রকারে পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া আমার চিন্তা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। ভাবিতেছি অতঃপর কি হইবে ॥২

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই বিদুরের বাক্য আমার হৃদয়কে জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিবে, কারণ, সে যাহা বলিয়াছিল, দৈবযোগে তাহাই হইয়া চলিয়াছে দেখিতেছি ॥ ৩

পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে এরূপ সব প্রহারকুশল যোদ্ধারা আছে, যাহারা শস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ॥ ৪

তাত! মহাবল মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ কি কারণে অবধ্য হইয়াছে? কোন ব্যক্তি তাঁহাদের বর দিয়াছেন অথবা কি জ্ঞান তাহাদের আছে? ৫

যাহার জন্য আকাশের তারার ন্যায় তাহারা বিনষ্ট হইতেছে না। আমি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বারংবার আমাদের সৈন্যবাহিনীর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া উহা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ৬

দৈববশে আমারই উপর অতিশয় ভয়ঙ্কর দণ্ড পতিত হইল। সঞ্জয়! কেন পাণ্ডবগণ অবধ্য এবং আমার পুত্রগণ নিহত হইতেছে? এ সমস্ত তুমি আমার নিকট যথাযথ ভাবে বল ॥

যেরূপ মানুষ নিজ হস্তে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যাইয়া তাহার পার পায় না, সেইরূপ আমিও এই দুঃখের শেষ কোন রূপেই দেখিতে পাইতেছিনা ॥

সমুদ্রস্যেব মহতো ভুজাভ্যাং প্রতরন্ নরঃ।
পুত্রাণাং ব্যসনং মন্যে ধ্রুবং প্রাপ্তং সুদারুণম্ ॥ ৯
ঘাতয়িষ্যতি মে সর্বান্ পুত্রান্ ভীমো ন সংশয়ঃ।
ন হি পশ্যামি তং বীরং যো মে রক্ষেৎ সুতান্ রণে ॥১০
ধ্রুবং বিনাশঃ সম্প্রাপ্তঃ পুত্রাণাং মম সঞ্জয়।
তস্মান্মে কারণং সূত শক্তিং চৈব বিশেষতঃ ॥ ১১
পৃচ্ছতো বৈ যথাতত্ত্বং সর্বমাখ্যাতুমর্হসি।
দুর্য্যোধনশ্চ যচ্চক্রে দৃষ্ট্বা স্বান্ বিমুখান্ রণে ॥ ১২
ভীষ্ম-দ্রোণৌ কৃপশ্চৈব সৌবলশ্চ জয়দ্রথঃ।
দ্রৌণির্বাপি মহেষ্বাসো বিকর্ণো বা মহাবলঃ ॥ ১৩
নিশ্চয়ো বাপি কস্তেষাং তদা হ্যাসীন্মহাত্মনাম্।
বিমুখেষু মহাপ্রাজ্ঞ মম পুত্রেষু সঞ্জয় ॥ ১৪

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতঃ শ্রুত্বা চৈবাবধারয়।
নৈব মন্ত্রকৃতং কিঞ্চিন্নৈব মায়াং তথাবিধাম্ ॥ ১৫

ন বৈ বিভীষিকাং কাঞ্চিদ্ রাজন্ কুর্বন্তি পাণ্ডবাঃ।
যুধ্যন্তি তে যথান্যায়াঃ শক্তিমন্তশ্চ সংযুগে ॥ ১৬
ধর্মেণ সর্বকার্য্যাণি জীবিতাদীনি ভারত।
আরভন্তে সদা পার্থাঃ প্রার্থয়ানা মহদ্ যশঃ ॥ ১৭
ন তে যুদ্ধান্নিবর্তন্তে ধর্মোপেতা মহাবলাঃ।
শ্রিয়া পরময়া যুক্তা যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১৮
তেনাবধ্যা রণে পার্থা জয়যুক্তাশ্চ পার্থিব।
তব পুত্রা দুরাত্মানঃ পাপেষভিরতাঃ সদা ॥ ১৯
নিষ্ঠুরা হীনকর্মাণস্তেন হীয়ন্তি সংযুগে।
সুবহূনি নৃশংসানি পুত্রৈস্তব জনেশ্বর ॥ ২০
নিকৃতানীহ পাণ্ডূনাং নীচৈরিব যথা নরৈঃ।
সর্বঞ্চ তদনাদৃত্য পুত্রাণাং তব কিল্বিষম্ ॥ ২১
সাপহ্নবাঃ সদৈবাসন্ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বজ।
ন চৈতান্ বহু মন্যন্তে পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ॥২২

নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের উপর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সঙ্কট পতিত হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে—ভীমসেন আমার সকল পুত্রকেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে ॥

আমি এরূপ কোন বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি রণক্ষেত্রে আমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সঞ্জয়! নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের বিনাশকাল আসিয়া পড়িয়াছে ॥

সূত! অতএব আমি (পাণ্ডবগণের) শক্তি এবং (আমার পুত্রগণের পরাজয়ের) কারণ বিষয়ে যে বিশেষ প্রশ্ন করিতেছি, তুমি উহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর ॥

যুদ্ধে নিজ সৈন্যগণকে বিমুখ হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন কি করিল? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, শকুনি, জয়দ্রথ, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা ও মহাবল বিকর্ণই বা কি করিলেন? মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! আমার পুত্রগণ বিমুখ হইয়া যাইলে মহাত্মা মহারথী বীর পাণ্ডবেরাই বা কি সিদ্ধান্ত করিল? ৭-১৪

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন এবং শুনিয়া স্বয়ংই আপনি পাণ্ডবগণের শক্তি ও নিজের পরাজয়ের কারণ বিষয়ে নিশ্চয় করুন। পাণ্ডবগণের মধ্যে না কোন মন্ত্রপ্রভাব আছে এবং না কোন মায়াও তাহাদের আছে ॥১৫

রাজন্! পাণ্ডবেরা রণাঙ্গনে কোন বিভীষিকাও দেখান নাই অর্থাৎ তাঁহারা কোনরূপে ভয়ভীত করিবার চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছেন, সুতরাং শক্তিশালী ত' তাঁহারা হইবেনই ॥ ১৬

ভারত! কুন্তীপুত্রগণ জীবন-নির্ব্বাহাদি সকল কার্য্যই সদা ধর্ম্মানুসারে আরম্ভ করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা জগতে নিজেদের যশ বিস্তার করিতে অভিলাষী আছেন ॥ ১৭

তাঁহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না। ধর্ম্মবলসম্পন্ন বলিয়া তাঁহারা অতিশয় বলবান্ ও উত্তম সমৃদ্ধিশালী। যেখানে ধর্ম্ম আছেন, সেইখানে জয় হয় ॥ ১৮

মহারাজ! ধর্ম্মের জন্যই কুন্তীপুত্রগণ যুদ্ধে অবধ্য ও বিজয়ী। আর এদিকে আপনার দুরাত্মা পুত্রসকল সর্ব্বদা পাপেই আসক্ত। তাহার উপর তাঁহারা নির্দয় বলিয়া সদা নিকৃষ্ট কর্ম্মেই নিরত আছেন। এই কারণে যুদ্ধে তাহাদের ক্ষয় হইতেছে ॥

জনেশ্বর! আপনার পুত্রগণ নীচ মনুষ্যের ন্যায় পাণ্ডবদিগের প্রতি বহু ক্রুরতাপূর্ণ ব্যবহার এবং ছল-কপটতা করিয়াছেন, কিন্তু আপনার পুত্রগণের সেই সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া পাণ্ডবেরা সেই সব দোষ গোপন করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ! তথাপি আপনার পুত্রগণ এই পাণ্ডবদিগকে অধিক সমাদর করেন নাই ॥ ১৯-২২

তস্য পাপস্য সততং ক্রিয়মাণস্য কর্মণঃ।
সাম্প্রতং সুমহদ্ ঘোরং ফলং প্রাপ্তং জনেশ্বর ॥ ২৩
স ত্বং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মহারাজ সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ।
নাববুধ্যসি যদ্ রাজন্ বার্য্যমাণঃ সুহৃজ্জনৈঃ ॥ ২৪
বিদুরেণাথ ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা।
তথা ময়া চাপ্যসকৃদ্ বার্য্যমাণো ন বুধ্যসে ॥ ২৫
বাক্যং হিতঞ্চ পথ্যঞ্চ মর্ত্ত্যাঃ পথ্যমিবৌষধম্।
পুত্রাণাং মতমাজ্ঞায় জিতান্ মন্যসি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬
শৃণু ভূয়ো যথা তত্ত্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
কারণং ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবানাং জয়ং প্রতি ॥ ২৭
তৎ তেঽহং কথয়িষ্যামি যথাশ্রুতমরিন্দম।
দুর্য্যোধনেন সম্পৃষ্ট এতমর্থং পিতামহঃ ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা ভ্রাতৄন্ রণে সর্বান্ নির্জ্জিতাংস্তু মহারথান্।
শোকসম্মূঢ়হৃদয়ো নিশাকালে স্ম কৌরবঃ ॥ ২৯
পিতামহং মহাপ্রাজ্ঞং বিনয়েনোপগম্য হ।
যদব্রবীৎ সুতস্তেঽসৌ তন্মে শৃণু জনেশ্বর ॥ ৩০

দুর্য্যোধন উবাচ।

দ্রোণশ্চ ত্বঞ্চ শল্যশ্চ কৃপো দ্রৌণিস্তথৈব চ।
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ॥ ৩১
ভূরিশ্রবা বিকর্ণশ্চ ভগদত্তশ্চ বীর্য্যবান্।
মহারথাঃ সমাখ্যাতাঃ কুলপুত্রাস্তনুত্যজঃ ॥ ৩২
ত্রয়াণামপি লোকানাং পর্য্যাপ্তা ইতি মে মতিঃ।
পাণ্ডবানাং সমস্তাশ্চ নাতিষ্ঠন্ত পরাক্রমে ॥ ৩৩
তত্র মে সংশয়ো জাতস্তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ।
যং সমাশ্রিত্য কৌন্তেয়া জয়ন্ত্যস্মান্ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩৪

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন্ বচো মহ্যং যথা বক্ষ্যামি কৌরব।
বহুশশ্চ ময়োক্তোঽসি ন চ মে তৎ ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৩৫
ক্রিয়তাং পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং শমো ভরতসত্তম।
এতৎ ক্ষেমমহং মন্যে পৃথিব্যাস্তব বা বিভো ॥ ৩৬

জনেশ্বর! নিরন্তর কৃত সেই পাপ-কর্ম্মের বর্ত্তমানে এই নিদারুণ ফল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩

মহারাজ! সুহৃদ্‌গণ নিষেধ করিলেও যাহা আপনি পূর্ব্বে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহার জন্য আপনি স্বয়ংই পুত্র ও সুহৃদ্বর্গের সহিত স্বীয় অনীতির ফল ভোগ করুন ॥ ২৪

বিদুর, ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণ এবং আমিও বারংবার আপনাকে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু আপনি কখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই ॥ ২৫

যেরূপ মরণাসন্ন মানুষ হিতকর ঔষধকেও ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ আপনিও আমাদের কথিত লাভজনক ও হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেবল আপনি নিজের পুত্রদের কথা শুনিয়া ইহাই মনে করিয়া লইয়াছেন যে, আমরা পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া ফেলিয়াছি ॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি পাণ্ডবগণের বিজয় ও নিজের পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সুতরাং সেই বিষয়ে যথার্থ কারণ শ্রবণ করুন ॥ ২৭

শত্রুদমন! দুর্য্যোধন এই কথা পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে সেই সময় আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিব।

মহারাজ! যুদ্ধে নিজের সমস্ত মহারথী বীর ভ্রাতৃবৃন্দকে পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধনের হৃদয় শোকে মোহিত হইয়া যাইল। তিনি রাত্রিতে মহাজ্ঞানী পিতামহ ভীষ্মের নিকট যাইয়া বিনয় সহকারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,' তাহা বলিতেছি—আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন ॥ ২৭-৩০

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতামহ! আপনি, দ্রোণাচার্য্য, শল্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মা, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও পরাক্রমশালী ভগদত্ত—ইঁহাদের সকলকে মহারথী বলা হইয়া থাকে। সকলেই কুলীন এবং যুদ্ধে আমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছেন ॥ ৩১-৩২

আমার ত' এরূপ ধারণা আছে যে, আপনারা সকলে যদি মিলিত হন, তবে তিন লোককেও আপনারা জয় করিতে পারেন; কিন্তু পাণ্ডবগণের সম্মুখে আপনারা কেন অবস্থান করিতে পারিতেছেন না —ইহার কারণ কি? ৩৩

এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করুন। কাহার আশ্রয় লইয়া পাণ্ডবগণ প্রতিক্ষণে আমাদিগকে জয় করিতেছে? ৩৪

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন! রাজন্! আমি যে কথা বলিব আমার বাক্য শ্রবণ কর। এ বিষয়ে আমি বহুবার তোমাকে যথার্থ কথা বলিয়াছি, কিন্তু তুমি পালন কর নাই ॥ ৩৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর।

ভুঙ্‌ক্ষ্বেমাং পৃথিবীং রাজন্ ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সুখী।
সুহৃদ্দস্তাপয়ন্ সর্বান্ নন্দয়ংশ্চাপি বান্ধবান্ ॥ ৩৭
ন চ মে ক্রোশতস্তাত শ্রুতবানসি বৈ পুরা।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং যৎ পাণ্ডুনবমন্যসে ॥ ৩৮
যশ্চ হেতুরবধ্যত্বে তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্।
তং শৃণুষ্ব মহাবাহো মম কীর্তয়তঃ প্রভো ॥ ৩৯
নাস্তি লোকেষু তদ্ ভূতং ভবিতা ন ভবিষ্যতি।
যো জয়েৎ পাণ্ডবান সর্বান পালিতান্ শার্ঙ্গধন্বনা ॥ ৪০
(সসুরাসুরমর্ত্যেষু যো বিদ্যাৎ তত্ত্বতো হরিম্)
যত্তু মে কথিতং তাত মুনিভির্ভাবিতাত্মভিঃ।
পুরাণগীতং ধর্মজ্ঞ তচ্ছৃণুষ্ব যথাতথম্ ॥ ৪১
পুরা কিল সুরাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ।
পিতামহমুপাসেদুঃ পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৪২

তেষাং মধ্যে সমাসীনঃ প্রজাপতিরপশ্যত।
বিমানং প্রজ্বলদ্ ভাসা স্থিতং প্রবরমম্বরে ॥ ৪৩
ধ্যানেনাবেদ্য তদ্ ব্রহ্মা কৃত্বা চ নিয়তোঽঞ্জলিম্।
নমশ্চকার হৃষ্টাত্মা পুরুষং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪
ঋষয়স্ত্বথ দেবাশ্চ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমুত্থিতম্।
স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে পশ্যন্তো মহদদ্ভুতম্ ॥ ৪৫
যথাবচ্চ তমভ্যর্চ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
জগাদ জগতঃ স্রষ্টা পরং পরমধর্মবিৎ ॥ ৪৬
বিশ্বাবসুর্বিশ্বমূর্তির্বিশ্বেশো
বিষ্বক্‌সেনো বিশ্বকর্মা বশী চ।
বিশ্বেশ্বরো বাসুদেবোঽসি তস্মাদ্
যোগাত্মানং দৈবতং ত্বামুপৈমি ॥ ৪৭
জয় বিশ্ব মহাদেব জয় লোকহিতে রত।
জয় যোগীশ্বর বিভো জয় যোগপরাবর ॥ ৪৮

প্রভো! ইহাতেই আমি তোমার ও সমগ্র ভূমণ্ডলের কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে করি ॥ ৩৬

রাজন্! তুমি নিজ সমস্ত শত্রুগণের সন্তাপ ও বন্ধু-বান্ধবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া সুখী হও এবং এই পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর ॥ ৩৭

বৎস! এরূপ পরামর্শ আমি সমস্বরে পূর্ব্বেও তোমাকে দিয়াছি, কিন্তু তুমি উহার অনুসরণ কর নাই। তুমি যে পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া আসিতেছ, আজ তাহারই ফল প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৩৮

মহাবাহো! প্রভো! অনায়াসে মহৎ কর্ম্ম করিতে সক্ষম পাণ্ডবগণের অবধ্যত্ব বিষয়ে যে কারণ আছে, উহা বলিতেছি—শ্রবণ কর ॥ ৩৯

লোকসমূহে এরূপ কোনও প্রাণী উৎপন্ন হয় নাই এবং হইবে না, যিনি শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সুরক্ষিত এই সব পাণ্ডবগণকে জয়লাভ করিতে পারেন। (দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদিগের মধ্যে এরূপ কেহই নাই, যিনি এই শ্রীহরিকে যথার্থরূপে জানিতে সক্ষম হইবেন।) ৪০

তাত! ধর্ম্মজ্ঞ! পবিত্রচিত্ত মুনিগণ আমাকে যে পুরাণ-প্রতিপাদিত যথার্থ কথা বলিয়াছেন, উহা এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪১

ইহা বহু কালের পুরাণ বিষয়, সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪২

সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে উপাবষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মা আকাশে অবস্থিত এক শ্রেষ্ঠ বিমান দেখিলেন, যাহা তখন স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইতেছিল ॥ ৪৩

স্বীয় মনকে সংযমে রাখিতে সমর্থ ব্রহ্মা সেই সময় ধ্যানদ্বারা যথার্থ বিষয় অবগত হইয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলেন ॥ ৪৪

ঋষিগণ এবং দেবগণ ব্রহ্মাকে উত্থিত (ও কৃতাঞ্জলি) হইতে দেখিয়া নিজেরাও সেই পরম অদ্ভুত তেজকে দর্শন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্থিত হইলেন ॥ ৪৫

ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরম ধর্ম্মজ্ঞ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা সেই তেজোময় পরমপুরুষকে বিধি অনুসারে পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

প্রভো! আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে আচ্ছাদনকারী বিশ্বরূপ ও বিশ্বপতি। সর্ব্বদিক আপনার সেনা এবং এই বিশ্ব আপনার কার্য্য। আপনি সকলকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সেইজন্য আপনাকে বিশ্বেশ্বর ও বাসুদেব বলা হয়। আপনি যোগস্বরূপ দেবতা, আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৭

বিশ্বরূপ মহাদেব! আপনার জয় হউক। লোকহিতে রত পরমেশ্বর আপনার জয় হউক। সর্ব্বব্যাপক যোগীশ্বর! আপনার জয় হউক। যোগের আদি ও অন্তস্বরূপ ভগবান্! আপনার জয় হউক ॥ ৪৮

পদ্মগর্ভ বিশালাক্ষ জয় লোকেশ্বরেশ্বর।
ভূতভব্যভবন্নাথ জয় সৌম্যাত্মজাত্মজ ॥ ৪৯
অসংখ্যেয় গুণাধার জয় সর্বপরায়ণ।
নারায়ণ সুদুষ্পার জয় শার্ঙ্গধনুর্ধর ॥ ৫০
জয় সর্বগুণোপেত বিশ্বমূর্তে নিরাময়।
বিশ্বেশ্বর মহাবাহো জয় লোকার্থতৎপর ॥ ৫১
মহোরগ বরাহাদ্য হরিকেশ বিভো জয়।
হরিবাস দিশামীশ বিশ্ববাসামিতাব্যয় ॥ ৫২
ব্যক্তাব্যক্তামিতস্থান নিয়তেন্দ্রিয় সৎক্রিয়।
অসংখ্যেয়াত্মভাবজ্ঞ জয় গম্ভীর কামদ ॥ ৫৩
অনন্তবিদিত ব্রহ্মন্ নিত্য ভূতবিভাবন।
কৃতকার্য্য কৃতপ্রজ্ঞ ধর্মজ্ঞ বিজয়াবহ ॥ ৫৪
গুহ্যাত্মন্ সর্বযোগাত্মন্ স্ফুটং সম্ভূত সম্ভব।
ভূতাদ্য লোকতত্ত্বেশ জয় ভূতবিভাবন ॥ ৫৫
আত্মযোনে মহাভাগ কল্পসংক্ষেপতৎপর।
উদ্ভাবন মনোভাব জয় ব্রহ্ম জনপ্রিয় ॥ ৫৬
নিসর্গসর্গনিরত কামেশ পরমেশ্বর।
অমৃতোদ্ভব সদ্ভাব মুক্তাত্মন্ বিজয়প্রদ ॥ ৫৭
প্রজাপতিপতে দেব পদ্মনাভ মহাবল।
আত্মভূত মহাভূত সত্ত্বাত্মন্ জয় সর্বদা ॥ ৫৮
পাদৌ তব ধরা দেবী দিশো বাহু দিবং শিরঃ।
মূর্তিস্তেঽহং সুরাঃ কায়শ্চন্দ্রাদিত্যৌ চ চক্ষুষী ॥ ৫৯
বলং তপশ্চ সত্যঞ্চ কর্ম ধর্মাত্মকং তব।
তেজোঽগ্নিঃ পবনঃ শ্বাস আপস্তে স্বেদসম্ভবাঃ ॥ ৬০

আপনার নাভি হইতে আদি কমলের উৎপত্তি হইয়াছে, আপনার নেত্র বিশাল, আপনি লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর। আপনার জয় হউক। ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানের অধিপতি! আপনার জয় হউক। আপনার স্বরূপ সৌম্য, স্বয়ম্ভূ আপনার পুত্র ॥ ৪৯

আপনি অসংখ্য গুণের আধার এবং সকলের শরণদাতা, আপনার জয় হউক। শার্ঙ্গধনুধারণকারী নারায়ণ!, আপনার মহিমার পার পাওয়া কঠিন, আপনার জয় হউক ॥ ৫০

আপনি সমস্ত কল্যাণময় গুণসমূহে সম্পন্ন, বিশ্বমূর্ত্তি ও সকল উপদ্রবরহিত পরমেশ্বর! আপনার জয় হউক। জগতের অভীষ্ট সাধনকারী মহাবাহু বিশ্বেশ্বর! আপনার জয় হউক। ৫১

আপনি মহান্ শেষনাগ ও মহাবরাহ রূপধারণকারী, সকলের আদি কারণ। হরিকেশ! প্রভো! আপনার জয় হউক। আপনি পীতবস্ত্র পরিধানকারী, দিক্‌সমূহের অধিপতি, বিশ্বের আধার, অপ্রমেয় ও অবিনাশী। ৫২

ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সবই আপনার স্বরূপ। আপনার থাকিবার স্থান অনন্ত-অসীম, আপনি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক। আপনার সকল কর্ম্মই শুভময়। আপনার কোনই ইয়ত্তা নাই। আপনিই আপনার স্বরূপের জ্ঞাতা, স্বভাবতঃ গম্ভীর ও ভক্তগণের কামনাপূরণকারী, আপনার জয় হউক। ৫৩

ব্রহ্মন্! আপনি অনন্তবোধস্বরূপ, নিত্য ও সম্পূর্ণ ভূতসমূহের উৎপাদক। আপনার সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া হইয়াছে, আপনার বুদ্ধি পবিত্র, আপনি ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন এবং আপনি বিজয়প্রদ। ৫৪

পূর্ণযোগস্বরূপ পরাত্মন্! আপনার স্বরূপ গূঢ় হইলেও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে দেখা যায়। আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহা হইতেছে, তৎসমস্তই আপনার রূপ। আপনি সমস্ত ভূতগণের আদি কারণ ও লোকতত্ত্বের অধিপতি। হে ভূতভাবন! আপনার জয় হউক। ৫৫

আপনি স্বয়ম্ভূ, আপনার সৌভাগ্যও মহান্। আপনি এই কল্পের সংহারক এবং বিশুদ্ধ পরমব্রহ্ম। ধ্যান করিলে অন্তঃকরণে আপনার আবির্ভাব হয়, আপনি জীবমাত্রের প্রিয়তম পরব্রহ্ম, আপনার জয় হউক। ৫৬

আপনি স্বভাবতঃ সংসারের সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত আছেন। আপনি সমস্ত কামনার অধিপতি পরমেশ্বর। আপনি অমৃতের উৎপত্তি-স্থান, সত্যস্বরূপ, মুক্তাত্মা ও বিজয়দাতা। ॥ ৫৭

দেব! আপনি প্রজাপতিগণেরও পতি, পদ্মনাভ এবং মহাবলবান্। আপনিই সকলের আত্মস্বরূপ ও মহাভূত। সত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মন্! আপনার সর্ব্বদা জয় হউক। ৫৮

পৃথিবীদেবী আপনার চরণ, দিক্‌সমূহ বাহু ও দ্যুলোক আপনার মস্তক। ব্রহ্মা আমি আপনার শরীর, দেবতাগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য নেত্র। ৫৯

তপ ও সত্য আপনার বল এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্ম আপনার স্বরূপ। অগ্নি আপনার তেজ, বায়ু শ্বাস এবং জল স্বেদ (ঘর্ম্ম)। ৬০

অশ্বিনৌ শ্রবণৌ নিত্যং দেবী জিহ্বা সরস্বতী।
বেদাঃ সংস্কারনিষ্ঠা হি ত্বয়ীদং জগদাশ্রিতম্ ॥ ৬১
ন সংখ্যানং পরিমাণং ন তেজো ন পরাক্রমম্।
ন বলং যোগযোগীশ জানীমস্তে ন সম্ভবম্ ॥ ৬২
ত্বদ্ভক্তিনিরতাদেব নিয়মৈস্ত্বাং সমাশ্রিতাঃ।
অর্চয়ামঃ সদা বিষ্ণো পরমেশং মহেশ্বরম্ ॥ ৬৩
ঋষয়ো দেব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
পিশাচা মানুষাশ্চৈব মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপাঃ ॥৬৪
এবমাদি ময়া সৃষ্টং পৃথিব্যাং ত্বৎপ্রসাদজম্।
পদ্মনাভ বিশালাক্ষ কৃষ্ণ দুঃখপ্রণাশন ॥ ৬৫
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং ত্বং নেতা ত্বং জগদ্গুরুঃ।
ত্বৎপ্রসাদেন দেবেশ সুখিনো বিবুধাঃ সদা ॥ ৬৬
পৃথিবী নির্ভয়াদেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সদাভবৎ।
তস্মাদ্ ভব বিশালাক্ষ যদুবংশবিবর্ধনঃ ॥ ৬৭

অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনার কর্ণ, সরস্বতী দেবী আপনার জিহ্বা এবং বেদ আপনার সংস্কারনিষ্ঠা। এই জগৎ সদা আপনার আধারেরই উপর স্থিত আছে ॥ ৬১

হে যোগেশ্বর ও যোগীশ্বর! আমরা আপনার সংখ্যা জানি না এবং পরিমাণও জানি না। আপনার তেজ, পরাক্রম ও বল সম্বন্ধেও আমাদের কোন জ্ঞান নাই। আমরা ইহাও অবগত নহি যে, কিরূপে আপনার আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৬২

দেব! আমরা ত' কেবল আপনার উপাসনাতেই নিরত আছি। আপনার নিয়মপালন করিতে করিতে আপনারই শরণগ্রহণ করিয়াছি। বিষ্ণো! আমরা সর্ব্বদা পরমেশ্বর ও মহেশ্বর আপনারই পূজা করি। আপনার কৃপাতেই আমরা পৃথিবীতে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপ কীটাদির সৃষ্টি করিয়া থাকি।

পদ্মনাভ! বিশাললোচন! দুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই সকল প্রাণীর আশ্রয় ও নেতা। আপনি সংসারের সকল জীবের গুরু (উপদেষ্টা)। হে দেবেশ্বর! আপনার কৃপাপ্রসাদেই দেবগণ সর্ব্বদা সুখে বিরাজ করেন ॥ ৬৩-৬৬

দেব! আপনার কৃপাতেই পৃথিবী সদা নির্ভয়ে থাকেন। হে বিশাললোচন! সেইজন্ত আপনি পুনরায় পৃথিবীতে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া ইঁহার কীর্ত্তি বর্দ্ধন করুন ॥ ৬৭

ধর্মসংস্থাপনার্থায় দৈত্যানাঞ্চ বধায় চ।
জগতো ধারণার্থায় বিজ্ঞাপ্যং কুরু মে বিভো ॥ ৬৮
যৎ তৎ পরমকং গুহ্যং ত্বৎপ্রসাদাদিদং বিভো।
বাসুদেব তদেতৎ তে ময়োক্তং তং যথাতথম্ ॥ ৬৯
সৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণং দেবং স্বয়মাত্মানমাত্মনা।
কৃষ্ণ ত্বমাত্মনাস্রাক্ষীঃ প্রদ্যুম্নং চাত্মসম্ভবম্ ॥ ৭০
প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধং ত্বং যং বিদুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
অনিরুদ্ধোঽসৃজন্মাং বৈ ব্রহ্মাণং লোকধারিণম্ ॥ ৭১
বাসুদেবময়ঃ সোঽহং ত্বয়ৈবাস্মি বিনির্মিতঃ।
(তস্মাদ্ যাচামি লোকেশ চতুরাত্মানমাত্মনা)
বিভজ্য ভাগশোঽঽত্মানং ব্রজ মানুষতাং বিভো ॥ ৭২
তত্রাসুরবধং কৃত্বা সর্বলোকসুখায় বৈ।
ধর্মং প্রাপ্য যশঃ প্রাপ্য যোগং প্রাপ্স্যসি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৩

প্রভো! ধর্ম্মের স্থাপনা, দৈত্যদিগের বিনাশ ও জগতের রক্ষার জন্ম আপনি আমার এই প্রার্থনা স্বীকার করুন ॥ ৬৮

বাসুদেব! আপনিই পূর্ণতম পরমেশ্বর। আপনার যে পরমগুহ্য যথার্থস্বরূপ, উহাই এখানে আপনার করুণায় আমি গান (স্তুতিমুখে বর্ণনা) করিলাম ॥ ৬৯

হে কৃষ্ণ! আপনি স্বয়ংই স্বীয় আত্মাদ্বারা নিজেকে সঙ্কর্ষণ দেবরূপে প্রকটিত করিয়া স্বীয় আত্মাদ্বারা আত্মজস্বরূপ প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৭০

সেই প্রদ্যুম্ন হইতেই আপান সেই অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহাকে জ্ঞানিগণ অবিনাশী বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া জানেন। সেই বিষ্ণুস্বরূপ অনিরুদ্ধই লোকধাতা ব্রহ্মা আমাকে সৃজন করিয়াছেন ॥ ৭১

প্রভো! এই কারণে আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনা হইতে অভিন্ন হওয়ায় আমিও বাসুদেবময়। লোকেশ্বর! সেই কারণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি স্বয়ংই আত্মাদ্বারা নিজেকে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই) চারি মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া মানবশরীর ধারণ করুন ॥ ৭২

সেখানে সকল লোকের সুখের জন্ম অসুরগণকে বধ করত ধর্ম্ম ও যশ বিস্তার করুন। সর্ব্বশেষে অবতারের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া আপনি পুনরায় স্বীয় পারমার্থিক স্বরূপে সংযুক্ত হইবেন ॥ ৭৩

ত্বাং হি ব্রহ্মর্ষয়ো লোকে দেবাশ্চামিতবিক্রম।
তৈস্তৈর্হি নামভির্যুক্তা গায়ন্তি পরমাত্মকম্ ॥ ৭৪
স্থিতাশ্চ সর্বে ত্বয়ি ভূতসঙ্ঘাঃ
কৃত্বাশ্রয়ং ত্বাং বরদং সুবাহো।
অনাদিমধ্যান্তমপারযোগং
লোকস্য সেতুং প্রবদন্তি বিপ্রাঃ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশ্বোপাখ্যানে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

অমিতপরাক্রমশালী পরমেশ্বর! সংসারে মহর্ষি ও দেবগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লীলানুসারী নামসমূহে আপনার পরমাত্মস্বরূপের গান করিবেন ॥ ৭৪

হে সুবাহো! বরদায়ক প্রভু আপনারই শরণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত প্রাণিসমুদায় আপনাতেই স্থিত আছে। ব্রাহ্মণগণ আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সম্বন্ধশূন্য (অসীম) এবং লোকমর্য্যাদার রক্ষার জন্য সেতুস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৭৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে বিশ্বের উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নারায়ণাবতারস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নরাবতারস্য ধনঞ্জয়স্য চ মহিমবর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স ভগবান্ দেবো লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ।
ব্রহ্মাণং প্রত্যুবাচেদং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১
বিদিতং তাত যোগান্মে সর্বমেতৎ তবেপ্সিতম্।
তথা তদ্ ভবিতেত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
কৌতূহলপরাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্ ॥ ৩
কো ন্বয়ং যো ভগবতা প্রণম্য বিনয়াদ্ বিভো।
বাগ্‌ভিঃ স্তুতো বরিষ্ঠাভিঃ শ্রোতুমিচ্ছাম তং বয়ম্ ॥ ৪
এবমুক্তস্তু ভগবান্ প্রত্যুবাচ পিতামহঃ।
দেব-ব্রহ্মর্ষিগন্ধর্বান্ সর্বান্ মধুরয়া গিরা ॥ ৫
যৎ তৎ পরং ভবিষ্যঞ্চ ভবিতব্যঞ্চ যৎ পরম্।
ভূতাত্মা চ প্রভুশ্চৈব ব্রহ্ম যচ্চ পরং পদম্ ॥ ৬
তেনাস্মি কৃতসংবাদঃ প্রসন্নেন সুরর্ষভাঃ।
জগতোঽনুগ্রহার্থায় যাচিতো মে জগৎপতিঃ ॥ ৭
মানুষং লোকমাতিষ্ঠ বাসুদেব ইতি শ্রুতঃ।
অসুরাণাং বধার্থায় সম্ভবস্ব মহীতলে ॥ ৮

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[নারায়ণ- অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও নর-অবতার অর্জ্জুনের মহিমাকথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—দুর্য্যোধন! তখন লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর দিব্যরূপধারী শ্রীভগবান্ স্নেহপূর্ণ মধুর গম্ভীর বাণীতে ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

তাত! "তোমার মনে যেরূপ বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা আমি যোগবলে জ্ঞাত আছি। তদনুসারেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে" এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ সে-স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২

তখন দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সকলেই সেই সময় অতিশয় উৎসুক হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

প্রভো! আপনি বিনয়সহকারে প্রণাম করত শ্রেষ্ঠ বাক্যসমূহে যাঁহার স্তুতি করিলেন, ইনি কোন্ পুরুষ? আমরা তাঁহার বিষয় শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৪

তাঁহারা এরূপ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা সকল দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণকে মধুর বাণীতে বলিলেন ॥ ৫

শ্রেষ্ঠ দেবগণ! যিনি পরমতত্ত্ব; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালই যাঁহার উৎকৃষ্টস্বরূপ এবং যিনি এই সমস্ত হইতেই বিলক্ষণ, যিনি সকল ভূতের আত্মা ও সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু বলিয়া কথিত, যিনি পরমব্রহ্ম ও পরমপদনামে বিখ্যাত, সেই পরমাত্মাই আমাকে দর্শনদান করিয়া প্রসন্নচিত্তে আমার সহিত বার্ত্তালাপ করিলেন। আমি সেই জগদীশ্বরের সহিত সমগ্র জগতের উপর কৃপা করিবার জন্য এই প্রার্থনা করিলাম যে, প্রভো! আপনি বাসুদেবনামে বিখ্যাত হইয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত

সংগ্রামে নিহতা যে তে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ।
ত ইমে নৃষু সম্ভূতা ঘোররূপা মহাবলাঃ ॥ ৯
তেষাং বধার্থং ভগবান্ নরেণ সহিতো বশী।
মানুষীং যোনিমাস্থায় চরিষ্যতি মহীতলে ॥ ১০
নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণবৃষিসত্তমৌ।
সহিতৌ মানুষে লোকে সম্ভূতাবমিতদ্যুতী ॥ ১১
অজেয়ৌ সমরে যত্তৌ সহিতৈরমরৈরপি।
মূঢ়াস্ত্বেতৌ ন জানন্তি নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ১২
তস্যাহমগ্রজঃ পুত্রঃ সর্বস্য জগতঃ প্রভুঃ।
বাসুদেবোঽর্চনীয়ো বঃ সর্বলোকমহেশ্বরঃ। ১৩
তথা মনুষ্যোঽয়মিতি কদাচিৎ সুরসত্তমাঃ
নাবজ্ঞেয়ো মহাবীর্য্যঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ। ১৪
এতৎ পরমকং গুহ্যমেতৎ পরমকং পদম।
এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ ॥ ১৫
এতদক্ষরমব্যক্তমেতদ্ বৈ শাশ্বতং মহঃ।
যৎ তৎ পুরুষসংজ্ঞং বৈ গীয়তে জ্ঞায়তে ন চ ॥ ১৬
এতৎ পরমকং তেজ এতৎ পরমকং সুখম্।
এতৎ পরমকং সত্যং কীর্তিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ১৭
তস্মাৎ সেন্দ্রৈঃ সুরৈঃ সর্বৈর্লোকৈশ্চামিতবিক্রমঃ।
নাবজ্ঞেয়ো বাসুদেবো মানুষোঽয়মিতি প্রভুঃ ॥ ১৮
যশ্চ মানুষমাত্রোঽয়মিতি ব্রূয়াৎ স মন্দধীঃ।
হৃষীকেশমবজ্ঞানাৎ তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥ ১৯
যোগিনং তং মহাত্মানং প্রবিষ্টং মানুষীং তনুম্।
অবমন্যেদ্ বাসুদেবং তমাহুস্তামসং জনাঃ ॥ ২০
দেবং চরাচরাত্মানং শ্রীবৎসাঙ্কং সুবর্চসম্।
পদ্মনাভং ন জানাতি তমাহুস্তামসং বুধাঃ ॥ ২১
কিরীট-কৌস্তুভধরং মিত্রাণামভয়ঙ্করম।
অবজানন্ মহাত্মানং ঘোরে তমসি মজ্জতি ॥ ২২
এবং বিদিত্বা তত্ত্বার্থং লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ।
বাসুদেবো নমস্কার্য্যঃ সর্বলোকৈঃ সুরোত্তমাঃ ॥২৩

মনুষ্যলোকে বিরাজ করুন এবং অসুরগণকে বধ করিবার জন্য এই ভূতলে অবতীর্ণ হউন ॥ ৬-৮

যে যে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ রণাঙ্গনে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অত্যন্ত বলশালী হইয়া জগতের পক্ষে ভয়ঙ্কর হইয়াছে ॥ ৯

তাহাদের সকলকে বধ করিবার জন্য বশে রাখিতে সমর্থ ভগবান্ নারায়ণ নরের সহিত মনুষ্য-যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন ॥ ১০

ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরাতন মহর্ষি ও অতি তেজস্বী নর এবং নারায়ণ—ইঁহারা যদি বিজয়লাভের জন্য যত্নবান্ হন, তবে সমগ্র দেবমণ্ডলীও তাঁহাদেরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। মূঢ় মনুষ্যগণ এই নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে জানিতে পারিবে না ॥১১-১২

জগতের প্রভু ব্রহ্মা আমিও এই ভগবানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তোমাদের সকলেরও সেই সর্ব্বলোক মহেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করা উচিত ॥ ১৩

দেবশ্রেষ্ঠবৃন্দ! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী মহাপরাক্রমী সেই ভগবান্ বাসুদেবকে "ইনি মনুষ্য" এরূপ বুঝিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে ॥ ১৪

এই ভগবান্‌ই পরমগুহ্য, ইনিই পরম পদ, ইনিই পরমব্রহ্ম এবং ইনিই পরম যশস্বরূপ ॥ ১৫

ইনিই অক্ষর, অব্যক্ত ও সনাতন তেজ। যদিও ইঁহাকে পুরুষ নামে বলা হইয়া থাকে, তথাপি ইঁহার বাস্তবিক রূপ জানিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইনিই পরমসুখ, পরম তেজ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১৬-১৭

সেইজন্য 'ইনি মনুষ্য' এরূপ বোধ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সংসারের সকল মনুষ্যদিগের পক্ষেই অমিতপরাক্রমী ভগবান্ বাসুদেবকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নয় ॥ ১৮

যে ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এই ভগবান্ বাসুদেবকে কেবল মনুষ্য বলিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি মূর্খ। ভগবান্‌কে অবহেলা করার জন্য সেই মানুষকে নরাধম বলা হয় ॥ ১৯

ভগবান্ বাসুদেব সাক্ষাৎ পরমাত্মা ও যোগশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তিনি মানবশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবহেলা করে, জ্ঞানী পুরুষ তাহাকে তমোগুণী বলিয়া থাকেন ॥২০

যে মানুষ চরাচরস্বরূপ, শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত ও উত্তম কান্তিসম্পন্ন ভগবান্ পদ্মনাভকে জানে না, বিদ্বান্ পুরুষগণ তাহাকে তমোগুণী বলেন ॥ ২১

কিরীট ও কৌস্তুভমণি-ধারণকারী এবং মিত্রগণের (ভক্তগণের) অভয়দাতা পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি অবহেলা করে, সে মানুষ ঘোর নরকে মজ্জিত হয় ॥ ২২

সুরশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া সকল

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ দেবান্ সর্ষিগণান্ পুরা।
বিসৃজ্য সর্বভূতাত্মা জগাম ভবনং স্বকম্ ॥ ২৪
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা মুনয়োঽপ্সরসোঽপি চ।
কথাং তাং ব্রহ্মণা গীতাং শ্রুত্বা প্রীতা দিবং যযুঃ ॥ ২৫
এতচ্ছ্রুতং ময়া তাত ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
বাসুদেবং কথয়তাং সমবায়ে পুরাতনম্ ॥ ২৬
রামস্য জামদগ্ন্যস্য মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
ব্যাস-নারদয়োশ্চাপি সকাশাদ্ ভরতর্ষভ ॥ ২৭
এতমর্থঞ্চ বিজ্ঞায় শ্রুত্বা চ প্রভুমব্যয়ম্।
বাসুদেবং মহাত্মানং লোকানামীশ্বরেশ্বরম্ ॥ ২৮
(জানামি ভরতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণং নারায়ণং প্রভুম্।)
যস্য চৈবাত্মজো ব্রহ্মা সর্বস্য জগতঃ পিতা।
কথং ন বাসুদেবোঽয়মর্চ্যশ্চেজ্যশ্চ মানবৈঃ ॥ ২৯

বারিতোঽসি ময়া তাত মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
মা গচ্ছ সংযুগং তেন বাসুদেবেন ধন্বিনা ॥ ৩০
মা পাণ্ডবৈঃ সার্ধমিতি তৎ ত্বং মোহান্ন বুধ্যসে।
মন্যে ত্বাং রাক্ষসং ক্রূরং তথা চাসি তমোবৃতঃ ॥ ৩১
যস্মাদ্ দ্বিষসি গোবিন্দং পাণ্ডবং তং ধনঞ্জয়ম্।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ কোঽন্যো দ্বিষ্যাদ্ধি মানবঃ ॥ ৩২
তস্মাদ্ ব্রবীমি তে রাজন্নেষ বৈ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
সর্বলোকময়ো নিত্যঃ শাস্তা ধাত্রীধরো ধ্রুবঃ ॥ ৩৩
যো ধারয়তি লোকাংস্ত্রীংশ্চরাচরগুরুঃ প্রভুঃ।
যোদ্ধা জয়শ্চ জেতা চ সর্বপ্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥ ৩৪
রাজন্ সর্বময়ো হ্যেষ তমোরাগবিবর্জিতঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৩৫
তস্য মাহাত্ম্যযোগেন যোগেনাত্মময়েন চ।
ধৃতাঃ পাণ্ডুসুতা রাজন্ জয়শ্চৈষাং ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

ব্যক্তিরই লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করা উচিত ॥ ২৩

ভীষ্ম বলিলেন,—দুর্যোধন! দেবতা ও ঋষিগণকে এই কথা বলিয়া পুরাকালে সর্বভূতাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিয়া স্বীয় ভবনে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ২৪

তারপর ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত এই পরমার্থের আলোচনা শ্রবণ করিয়া দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ—ইঁহারা সকলে প্রীত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ২৫

তাত! এক সময় পবিত্রান্তঃকরণ ঋষিগণের এক সমাজ ...ত্রিত হইয়াছিলেন, সেইস্থানে এই পুরাতন ভগবান্ বাসুদেবের ...থা আলোচিত হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের মুখ... এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২৬

...শ্রেষ্ঠ! এতদ্ব্যতীত জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, পরমজ্ঞানী ...্যাস এবং নারদও আমাকে এই কথা শুনাইয়াছেন ॥ ২৭

...ধন! এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ও বিশেষভাবে ...বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবিনাশী, প্রভু, পরম...শ্বরগণেরও ঈশ্বর ও সর্বশক্তিমান্ নারায়ণ বলিয়া জানি ॥

সমগ্র... ...পিতা ব্রহ্মা যাঁহার পুত্র, সেই ভগবান্ বাসুদেব মানবগণের ...ও পূজনীয় কেন হইবেন না? ২৯

তাত! বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ মহর্ষিগণ ও আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম যে, তুমি ধনুর্দ্ধর ভগবান্ বাসুদেবের সহিত বিরোধ করিও না, পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিও না, কিন্তু মোহবশতঃ তুমি সেই কথার কোন তাৎপর্য্য বুঝিতেই পার নাই। আমি মনে করি, তুমি কোন ক্রূর রাক্ষস; কারণ, রাক্ষসদের ন্যায় তোমার বুদ্ধি সর্বদা তমোগুণে আচ্ছন্ন আছে ॥ ৩০-৩১

তুমি ভগবান্ গোবিন্দ ও পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের উপর দ্বেষ করিতেছ। ইঁহারা উভয়েই নর ও নারায়ণ দেবতা। তুমি ব্যতীত অন্য কোন্ মানুষ ইঁহাদের দ্বেষ করিতে সমর্থ হইবে? ৩২

রাজন্! সেইজন্য তোমাকে বলিতেছি যে, এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সনাতন, অবিনাশী, সর্বলোকস্বরূপ, নিত্যশাসক, ধরণীধর এবং অবিচল সত্যস্বরূপ ॥ ৩৩

এই চরাচর জগতের গুরু ভগবান্ শ্রীহরি তিন লোককেই ধারণ করিয়া আছেন। ইনিই বিজয়ী পুরুষ ও সকলের কারণভূত পরমেশ্বরও ইনিই ॥ ৩৪

রাজন্! শ্রীহরি সর্বস্বরূপ এবং তম ও রাগবর্জিত। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম, এবং যেখানে ধর্ম, সেখানেই বিজয় ॥ ৩৫

তাঁহার মাহাত্ম্য-যোগে ও আত্মস্বরূপ-যোগে সমস্ত পাণ্ডবই সুরক্ষিত। রাজন্! এইজন্য ইহাদের (পাণ্ডবদের) জয় হইবেই ॥ ৩৬

শ্রেয়োযুক্তাং সদা বুদ্ধিং পাণ্ডবানাং দধাতি যঃ।
বলঞ্চৈব রণে নিত্যং ভয়েভ্যশ্চৈব রক্ষতি ॥ ৩৭
স এষ শাশ্বতো দেবঃ সর্বগুহ্যময়ঃ শিবঃ।
বাসুদেব ইতি জ্ঞেয়ো যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত ॥ ৩৮
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ।
সেব্যতেঽভ্যর্চ্যতে চৈব নিত্যযুক্তৈঃ স্বকর্মভিঃ ॥ ৩৯
দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে আদৌ কলিযুগস্য চ।
সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন বৈ ॥ ৪০
(কৃষ্ণেতি নাম্না বিখ্যাত ইমং লোকং স রক্ষতি।)
স এষ সর্বং সুরমর্ত্যলোকং
সমুদ্রকক্ষ্যান্তরিতাং পুরীঞ্চ।
যুগে যুগে মানুষঞ্চৈব বাসং
পুনঃ পুনঃ সৃজতে বাসুদেবঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশ্বোপাখ্যানে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

তিনি পাণ্ডবগণকে সর্ব্বদা কল্যাণময়ী বুদ্ধি প্রদান করিতেছেন, যুদ্ধে বল দান করিতেছেন এবং সকল ভয় হইতে তাহাদিগকে নিত্য রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩৭

ভারত! যাঁহার বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই সনাতন দেবতা সর্ব্বগুহ্যময় কল্যাণস্বরূপ পরমাত্মাই "বাসুদেব" এই নামে জানিবার যোগ্য ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুভলক্ষণসম্পন্ন শূদ্র—ইঁহারা সকলেই নিত্য তৎপর হইয়া স্বীয় বর্ণোচিত কর্ম্মসমূহে ইঁহারই সেবা পূজা করিয়া থাকেন ৩৯

দ্বাপর যুগের শেষে ও কলিযুগের আদিতে সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণোপাসনার বিধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। (এই শ্রীকৃষ্ণনামেই বিখ্যাত হইয়া স্বয়ং নারায়ণ লোকরক্ষা করিতেছেন) ॥ ৪০

এই ভগবান্ বাসুদেবই যুগে যুগে দেবলোক, মনুষ্যলোক ও সমুদ্রপরিবেষ্টিত দ্বারকানগরী নির্ম্মাণ করেন এবং ইনিই পুনঃ পুনঃ মনুষ্যলোকে নিজের মানুষ-অবতার সৃজন করেন ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে বিশ্বোপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমকথনম্।]

দুর্য্যোধন উবাচ।
বাসুদেবো মহদ্ ভূতং সর্বলোকেষু কথ্যতে।
তস্যাগমং প্রতিষ্ঠাঞ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছে পিতামহ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
বাসুদেবো মহদ্ ভূতং সর্বদৈবতদৈবতম্।
ন পরং পুণ্ডরীকাক্ষাদ্ দৃশ্যতে ভরতর্ষভ ॥ ২
মার্কণ্ডেয়শ্চ গোবিন্দে কথয়ত্যদ্ভুতং মহৎ।
সর্বভূতানি ভূতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩
আপো বায়ুশ্চ তেজশ্চ ত্রয়মেতদকল্পয়ৎ।
স সৃষ্ট্বা পৃথিবীং দেবীং সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৪
অপ্সু বৈ শয়নং চক্রে মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
সবতেজোময়ো দেবো যোগাৎ সুষ্বাপ তত্র হ ॥ ৫

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—পিতামহ! বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সকল লোকেই মহান্ পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অতএব আমি তাঁহার উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক মহান্ পুরুষ। তিনি দেবগণের দেবতা। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। ২

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভগবান্ গোবিন্দের বিষয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। এই ভগবানই সর্ব্বভূতময় এবং তিনিই আত্মস্বরূপ মহাত্মা পুরুষোত্তম। ৩

সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পরমাত্মাই জল, বায়ু ও তেজ—এই তিন ভূত এবং সমস্ত প্রাণীকে সৃজন করিয়াছেন। সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভু ভগবান্ পৃথিবীদেবীকে সৃষ্টি করিয়া জলে শয়ন করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা পুরুষোত্তম সর্ব্বতেজোময় দেবতা স্বীয় যোগশক্তির বলে সেই জলে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ৪-৫

মুখতঃ সোঽগ্নিমসৃজৎ প্রাণাদ্ বায়ুমথাপি চ।
সরস্বতীঞ্চ বেদাংশ্চ মনসঃ সসৃজেঽচ্যুতঃ ॥ ৬
এষ লোকান্ সসর্জাদৌ দেবাংশ্চ ঋষিভিঃ সহ।
নিধনঞ্চৈব মৃত্যুঞ্চ প্রজানাং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ৭
এষ ধর্মশ্চ ধর্মজ্ঞো বরদঃ সর্বকামদঃ।
এষ কর্তা চ কার্য্যঞ্চ পূর্বদেবঃ স্বয়ম্প্রভুঃ ॥ ৮
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ পূর্বমেতদকল্পয়ৎ।
উভে সন্ধ্যে দিশঃ খঞ্চ নিয়মাংশ্চ জনার্দনঃ ॥ ৯
ঋষীংশ্চৈব হি গোবিন্দস্তপশ্চৈবাভ্যকল্পয়ৎ।
স্রষ্টারং জগতশ্চাপি মহাত্মা প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ১০
অগ্রজং সর্বভূতানাং সঙ্কর্ষণমকল্পয়ৎ।
তস্মান্নারায়ণো জজ্ঞে দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১১
নাভৌ পদ্মং বভূবাস্য সর্বলোকস্য সম্ভবাৎ।
তস্মাৎ পিতামহো জাতস্তস্মাজ্জাতাস্ত্বিমাঃ প্রজাঃ ॥১২

সেই অচ্যুত নিজ মুখ হইতে অগ্নিকে, প্রাণ হইতে বায়ুকে এবং মন হইতে সরস্বতীদেবীকে ও বেদসমূহকে সৃজন করিয়াছেন ॥ ৬

ইনিই সৃষ্টির আদিতে সমস্ত লোকসমূহ এবং ঋষিগণের সহিত দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি প্রলয়ের অধিষ্ঠান ও মৃত্যুস্বরূপ। প্রজাগণের উৎপত্তি এবং বিনাশও ইঁহার দ্বারাই হইয়া থাকে ॥ ৭

ইনি ধর্মজ্ঞ, বরদাতা, সমস্ত কামনাপূর্ণকারী এবং ধর্মস্বরূপ। ইনিই কর্ত্তা, কর্ম্ম ও আদিদেব এবং সর্ব্বসমর্থ ॥ ৮

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের সৃষ্টিও ইঁহার দ্বারা হইয়াছিল। এই জনার্দন (দুষ্টজনপীড়ক) দুই সন্ধ্যা (প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা), দশ দিক্ (উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, ঈশান, অগ্নি, নৈঋর্ত ও বায়ু), আকাশ এবং নিয়মসমূহ রচনা করিয়াছেন ॥ ৯

মহাত্মা অবিনাশী প্রভু গোবিন্দ ঋষিগণ ও তপস্যাকে সৃজন করিয়াছেন। জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও ইনিই উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ১০

এই পূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সমস্ত ভূতগণের অগ্রজ সঙ্কর্ষণকে সৃজন করিয়াছেন, তারপর তাঁহা হইতে সনাতন দেবাধিদেব নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন ॥ ১১

এই নারায়ণের নাভিপ্রদেশ হইতে একটি কমল প্রকটিত হয়। সমস্ত জগতের উৎপত্তির স্থানভূত সেই কমল হইতে পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং সেই ব্রহ্মাই সকল প্রজাকে সৃজন করেন ॥ ১২

শেষং চাকল্পয়দ্ দেবমনন্তং বিশ্বরূপিণম্।
যো ধারয়তি ভূতানি ধরাং চেমাং সপর্বতাম্ ॥ ১৩
ধ্যানযোগেন বিপ্রাশ্চ তং বিদন্তি মহৌজসম্।
কর্ণস্রোতোদ্ভবং চাপি মধুং নাম মহাসুরম্ ॥ ১৪
তমুগ্রমুগ্রকর্মাণমুগ্রাং বুদ্ধিং সমাস্থিতম্।
ব্রহ্মণোঽপচিতিং কুর্বন্ জঘান পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫
তস্য তাত বধাদেব দেব-দানব-মানবাঃ।
মধুসূদনমিত্যাহুঋর্ষয়শ্চ জনার্দনম্ ॥ ১৬
বরাহশ্চৈব সিংহশ্চ ত্রিবিক্রমগতিঃ প্রভুঃ।
এষ মাতা পিতা চৈব সর্বেষাং প্রাণিনাং হরিঃ ॥ ১৭
পরং হি পুণ্ডরীকাক্ষান্ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
মুখতঃ সোঽসৃজদ্ বিপ্রান্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা ॥১৮
বৈশ্যাংশ্চাপ্যূরুতো রাজন্ শূদ্রান্ বৈ পাদতস্তথা।
তপসা নিয়তো দেবং বিধানং সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৯

যিনি ভূতগণকে এবং পর্ব্বতসমূহের সহিত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহাকে বিশ্বরূপী অনন্তদেব ও শেষ বলা হইয়াছে, তাঁহাকেও এই পরমাত্মাই উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ১৩

ব্রাহ্মণগণ ধ্যান-যোগের দ্বারা এই পরম তেজস্বী বাসুদেবের জ্ঞানলাভ করেন। জলশায়ী নারায়ণের কর্ণমল হইতে মহাসুর মধু প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই মধু অতিশয় উগ্রস্বভাব ও ক্রূরকর্ম্মা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বুদ্ধির আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মার সমাদর করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম এই মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৪-১৫

তাত! এই মধু দৈত্যকে বধ করার জন্যই দেবতা, দানব, মনুষ্য ও ঋষিগণ শ্রীজনার্দ্দনকে মধুসূদন বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

এই ভগবান্ই সময়ে সময়ে (প্রয়োজনানুসারে) বরাহ, নৃসিংহ ও বামনরূপে অবতীর্ণ হন। এই শ্রীহরিই সমস্ত প্রাণীদিগের পিতা ও মাতা ॥ ১৭

এই কমলনয়ন ভগবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছুই নাই এবং হইবেও না। রাজন্! ইনিই নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রগণকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥

যে মানুষ তপস্যানিরত হইয়া সংযম-নিয়ম পালন করিতে করিতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতিথিতে সমস্ত দেহধারিগণের

ব্রহ্মভূতমমাবাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং তথৈব চ।
যোগভূতং পরিচরন্ কেশবং মহদাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
কেশবঃ পরমং তেজঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
এনমাহুর্হৃষীকেশং মুনয়ো বৈ নরাধিপ ॥ ২১
এবমেনং বিজানীহি আচার্য্যং পিতরং গুরুম্।
কৃষ্ণো যস্য প্রসীদেত লোকাস্তেনাক্ষয়া জিতাঃ ॥ ২২
যশ্চৈবৈনং ভয়স্থানে কেশবং শরণং ব্রজেৎ।
সদা নরঃ পঠংশ্চেদং স্বস্তিমান্ স সুখী ভবেৎ ॥ ২৩

আশ্রয়, ব্রহ্ম ও যোগস্বরূপ, ভগবান্ কেশবের (কেশব শব্দের ব্যুৎপত্তি হইল,—ক-ব্রহ্মা, অ-বিষ্ণু, ঈশ—শিব যাঁহার বপু, তিনি হইলেন কেশব।) আরাধনা করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৮-২০

নরেশ্বর! সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম তেজ। মুনিগণ ইঁহাকেই হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন ॥ ২১

এইরূপ এই ভগবান্ গোবিন্দকেই তুমি আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জানিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার উপর প্রসন্ন হন, তিনি অক্ষয় লোকসমূহ জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২২

যে চ কৃষ্ণং প্রপদ্যন্তে তেন মুহ্যন্তি মানবাঃ।
ভয়ে মহতি মগ্নাংশ্চ পাতি নিত্যং জনার্দনঃ ॥ ২৪
স তং যুধিষ্ঠিরো জ্ঞাত্বা যাথাতথ্যেন ভারত।
সর্বাত্মনা মহাত্মানং কেশবং জগদীশ্বরম্।
প্রপন্নঃ শরণং রাজন্ যোগানাং প্রভুমীশ্বরম্ ॥ ২৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশ্বোপাখ্যানে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি ভয়ের সময় এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন ও সর্ব্বদা ইঁহার স্তুতি পাঠ করেন, তিনি সুখী এবং কল্যাণভাগী হন ॥ ২৩

যে মানুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন, তিনি কখনও মোহগ্রস্ত হন না। ভগবান্ জনার্দ্দন মহাভয়ে পতিত সেই মানুষকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন ॥ ২৪

ভরতবংশীয় নরেশ! এই কথা বিশেষভাবে জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ হৃদয়ে যোগসমূহের প্রভু, সর্ব্বসামর্থ্যশালী, জগদীশ্বর ও মহাত্মা ভগবান্ কেশবের শরণগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে বিশ্বোপাখ্যান-বিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মভূতস্তোত্রম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োর্মহত্ত্বকথনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।
শৃণু চেদং মহারাজ ব্রহ্মভূতং স্তবং মম।
ব্রহ্মর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ যঃ পুরা কথিতো ভুবি ॥ ১
সাধ্যানামপি দেবানাং দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
লোকভাবনভাবজ্ঞ ইতি ত্বাং নারদোঽব্রবীৎ ॥ ২

অধ্যায়।

[ব্রহ্মভূতস্তোত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মহত্ত্বকথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ দুর্য্যোধন! পুরাকালে এই ভূতলে ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাগণ ইঁহার যে ব্রহ্মভূত স্তোত্র বলিয়াছেন, উহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১

প্রভো! আপনি সাধ্যগণ ও দেবতাদিগেরও প্রভু এবং দেবদেবেশ্বর। আপনি সকল লোকের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন। আপনার বিষয়ে নারদ এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ২

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ মার্কণ্ডেয়োঽভ্যুবাচ হ।
যজ্ঞং ত্বাং চৈব যজ্ঞানাং তপশ্চ তপসামপি ॥ ৩
দেবানামপি দেবঞ্চ ত্বামাহ ভগবান্ ভৃগুঃ।
পুরাণং চৈব পরমং বিষ্ণো রূপং তবেতি চ ॥ ৪
বাসুদেবো বসুনাং ত্বং শক্রং স্থাপয়িতা তথা।
দেব দেবোঽসি দেবানামিতি দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় আপনাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানস্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আপনাকে যজ্ঞসমূহের যজ্ঞ এবং সকল তপস্যার সারভূত তপস্যা বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩

ভগবান্ ভৃগু আপনাকে দেবতাগণেরও দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণো! আপনার রূপ অত্যন্ত পুরাতন ও উৎকৃষ্ট ॥ ৪

প্রভো! আপনি বসুগণের বাসুদেব এবং ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন। দেব! আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা। মহর্ষি

পূর্বে প্রজানিসর্গে চ দক্ষমাহুঃ প্রজাপতিম্।
স্রষ্টারং সর্বলোকানামঙ্গিরাস্ত্বাং তথাব্রবীৎ ॥ ৬
অব্যক্তং তে শরীরোত্থং ব্যক্তং তে মনসি স্থিতম্।
দেবাস্ত্বৎসম্ভবাশ্চৈব দেবলস্ত্বসিতোঽব্রবীৎ ॥ ৭
শিরসা তে দিবং ব্যাপ্তং বাহুভ্যাং পৃথিবী তথা।
জঠরং তে ত্রয়ো লোকাঃ পুরুষোঽসি সনাতনঃ ॥৮
এবং ত্বামভিজানন্তি তপসা ভাবিতা নরাঃ।
আত্মদর্শনতৃপ্তানামৃষীণাং চাসি সত্তমঃ ॥ ৯
রাজর্ষীণামুদারাণামাহবেষ্বনিবর্তিনাম্।
সর্বধর্মপ্রধানানাং ত্বং গতির্মধুসূদন ॥ ১০
ইতি নিত্যং যোগবিদ্ভির্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ স্তূয়তেঽভ্যর্চতে হরিঃ ॥ ১১
এষ তে বিস্তরস্তাত সংক্ষেপশ্চ প্রকীর্তিতঃ।
কেশবস্য যথাতত্ত্বং সুপ্রীতো ভজ কেশবম্ ॥ ১২

দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) আপনার বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ৫

প্রথম প্রজাসৃষ্টির সময় আপনাকেই দক্ষ প্রজাপতি বলা হইয়াছে। আপনিই সকল লোকসমূহের স্রষ্টা—এইরূপ কথা অঙ্গিরামুনি আপনার বিষয়ে বলিয়াছিলেন ॥ ৬

অব্যক্ত (প্রকৃতি) আপনার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্ত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যবর্গ আপনার মনে স্থিত এবং সকল দেবতা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন—ইহা অসিত ও দেবল মুনি বলিয়াছেন ॥ ৭

আপনার মস্তকের দ্বারা দ্যুলোক এবং বাহুদ্বারা ভূলোক ব্যাপ্ত আছে। তিন লোক আপনার উদরে স্থিত। আপনিই সনাতন পুরুষ। তপস্যাপূতহৃদয় মহাত্মা পুরুষগণ আপনাকে এইরূপেই জানেন। আত্মসাক্ষাৎকারে তৃপ্ত জ্ঞানী মহর্ষিবৃন্দের দৃষ্টিতে আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৮-৯

মধুসূদন! যাঁহারা সকল ধর্ম্মসমূহের প্রধান এবং সংগ্রাম হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই উদার রাজর্ষিগণের পরম আশ্রয়ও আপনি ॥ ১০

এইরূপে যোগসম্বন্ধে অভিজ্ঞ সনৎকুমারাদিগণ সর্ব্বদা পাপহারী ভগবান্ পুরুষোত্তম আপনারই স্তুতি ও পূজা করেন ॥১১

তাত দুর্য্যোধন! এইভাবে বিস্তারের সহিত ও সংক্ষেপে আমি তোমাকে ভগবান্ কেশবের যথার্থ মহিমা বলিলাম। এখন তুমি অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার ভজনা কর ॥ ১২

সঞ্জয় উবাচ।
পুণ্যং শ্রুত্বৈতদাখ্যানং মহারাজ সুতস্তব।
কেশবং বহু মেনে স পাণ্ডবাংশ্চ মহারথান্ ॥ ১৩
তমব্রবীন্মহারাজ ভীষ্মঃ শান্তনবঃ পুনঃ।
মাহাত্ম্যং তে শ্রুতং রাজন্ কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪
নরস্য চ যথাতত্ত্বং যন্মাং ত্বং পৃচ্ছসে নৃপ।
যদর্থং নৃষু সম্ভূতৌ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ১৫
অবধ্যৌ চ যথা বীরৌ সংযুগেষ্বপরাজিতৌ।
যথা চ পাণ্ডবা রাজন্নবধ্যা যুধি কস্যচিৎ ॥ ১৬
প্রীতিমান্ হি দৃঢ়ং কৃষ্ণঃ পাণ্ডবেষু যশস্বিষু।
তস্মাদ্ ব্রবীমি রাজেন্দ্র শমো ভবতু পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৭
পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্ষ্ব সহিতো ভ্রাতৃভির্বলিভির্বশী।
নর-নারায়ণৌ দেবাববজ্ঞায় নশিষ্যসি ॥ ১৮
এবমুক্ত্বা তব পিতা তূষ্ণীমাসীদ্ বিশাম্পতে।
ব্যসর্জয়চ্চ রাজানং শয়নঞ্চ বিবেশ হ ॥ ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীষ্মের মুখে এই পবিত্র উপাখ্যান শুনিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণ ও মহারথী পাণ্ডবগণকে অতিশয় মহত্ত্বশালী বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১৩

রাজন্! সেই সময় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—নরেশ্বর! তুমি মহাত্মা কেশব ও নরস্বরূপ অর্জুনের যথার্থ মাহাত্ম্য, যে বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, উহা তুমি আমার নিকট হইতে উত্তমরূপে শ্রবণ করিলে ॥

ঋষি নর ও নারায়ণ যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই দুই অপরাজিত বীর যেরূপে যুদ্ধে অবধ্য এবং যে প্রকারে অন্যান্য পাণ্ডবগণও যুদ্ধে কাহারও বধ্য নহে, সেই সব বিষয়ও তুমি আমার নিকট হইতে ভালভাবে শ্রবণ করিলে ॥ ১৪-১৬

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যশস্বী পাণ্ডবগণের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন আছেন। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, পাণ্ডবদিগের সহিত তোমার সন্ধি স্থাপিত হউক ॥ ১৭

তাহারা তোমার বলবান্ ভ্রাতা। তুমি নিজ মনকে স্ববশে রাখিয়া তাহাদের সহিত মিলিতভাবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর। ভগবান্ নর-নারায়ণ (অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ)-কে অবহেলা করিয়া তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে ॥ ১৮

প্রজানাথ! এই কথা বলিয়া আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নীরব

রাজা চ শিবিরং প্রায়াৎ প্রণিপত্য মহাত্মনে।
শিশ্যে চ শয়নে শুভ্রে রাত্রিং তাং ভরতর্ষভ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি বিশ্বোপাখ্যানে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হইলেন। তারপর তিনি রাজা দুর্য্যোধনকে বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং শয়ন করিবার জন্য শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্য্যোধনও মহাত্মা ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন এবং নিজের শুভ্র শয্যায় শয়ন করত সেই রাত্রিতে নিদ্রা যাইলেন ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে বিশ্বোপাখ্যান-বিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবৈর্মকরব্যূহস্য পাণ্ডবৈঃ শ্যেনব্যূহস্য চ নির্ম্মাণম্, পঞ্চমদিবসযুদ্ধারম্ভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ব্যুষিতায়াং তু শর্ব্বর্য্যামুদিতে চ দিবাকরে।
উভে সেনে মহারাজ যুদ্ধায়ৈব সমীয়তুঃ ॥ ১
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরজিগীষবঃ।
তে সর্ব্বে সহিতা যুদ্ধে সমালোক্য পরস্পরম্ ॥
পাণ্ডবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ রাজন্ দুর্ম্মন্ত্রিতে তব।
ব্যূহৌ চ ব্যূহ্য সংরব্ধাঃ সম্প্রহৃষ্টাঃ প্রহারিণঃ ॥ ২
অরক্ষন্মকরব্যূহং ভীষ্মো রাজন্ সমন্ততঃ।
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্নরক্ষন্ ব্যূহমাত্মনঃ ॥ ৪
(অজাতশত্রুঃ শত্রূণাং মনাংসি সমকম্পয়ৎ।
শ্যেনবদ্ ব্যূহ্য তং ব্যূহং ধৌম্যস্য বচনাৎ স্বয়ম্।
স হি তস্য সুবিজ্ঞাত অগ্নিচিত্যেষু ভারত।
মকরস্তু মহাব্যূহস্তব পুত্রস্য ধীমতঃ ॥
স্বয়ং সর্ব্বেণ সৈন্যেন দ্রোণেনানুমতস্তদা।
যথাব্যূহং শান্তনবঃ সোঽন্ববর্ত্তত তং পুনঃ ॥)
স নির্যযৌ মহারাজ পিতা দেবব্রতস্তব।
মহতা রথবংশেন সংবৃতো রথিনাং বরঃ ॥ ৫
ইতরেতরমন্বীয়ুর্যথাভাগমবস্থিতা।
রথিনঃ পত্তয়শ্চৈব দন্তিনঃ সাদিনস্তথা ॥ ৬
তান্ দৃষ্ট্বাভ্যুদ্যতান্ সংখ্যে পাণ্ডবা হি যশস্বিনঃ।
শ্যেনেন ব্যূহরাজেন তেনাজয্যেন সংযুগে ॥ ৭

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কৌরবগণের মকরব্যূহ ও পাণ্ডবগণের শ্যেনব্যূহ নির্ম্মাণ এবং পঞ্চম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—সেই রাত্রি ব্যতীত হইয়া প্রভাত হইলে যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন উভয়পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১

তারপর সকলে পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিল। রাজন্! আপনারই কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ সকলে পরস্পরকে দেখিয়া কুপিত-চিত্তে নিজ নিজ সহায়কবৃন্দের সহিত আসিয়া ব্যূহ রচনা করত হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২-৩,

রাজন্! ভীষ্ম সৈন্যবাহিনীর মকরব্যূহ রচনা করিয়া চারিদিক্ দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ পাণ্ডবগণও স্বীয় সৈন্যবাহিনীর শ্যেনব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪

(স্বয়ং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ধৌম্যমুনির আজ্ঞায় শ্যেনব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুদিগের হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিলেন। ভারত! অগ্নিচয়নবিষয়ক কর্ম্মসমূহে নিরত থাকিয়া তিনি শ্যেনব্যূহ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। আপনার বুদ্ধিমান্ পুত্র দুর্য্যোধনের মকরনামক মহাব্যূহ রচিত হইল। দ্রোণাচার্য্যের অনুমতি লইয়া তিনি স্বয়ংই সমগ্র সৈন্যের সেই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তারপর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ব্যূহের বিধি অনুসারে নির্ম্মিত সেই মহাব্যূহকে স্বয়ংও অনুসরণ করিয়াছিলেন।)

মহারাজ! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম বিশাল রথী সৈন্যবাহিনীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন ॥ ৫

তারপর যথাস্থানে দণ্ডায়মান রথী, পদাতিক, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল ॥ ৬

শত্রুদিগকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত দেখিয়া যশস্বী পাণ্ডবগণ যুদ্ধে

অশোভত মুখে তস্য ভীমসেনো মহাবলঃ।
নেত্রে শিখণ্ডী দুর্ধর্ষো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ॥ ৮
শীর্ষে তস্যাভবদ্ বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
বিধুন্বন্ গাণ্ডিবং পার্থো গ্রীবায়ামভবৎ তদা॥ ৯
অক্ষৌহিণ্যা সমং তত্র বামপক্ষোঽভবৎ তদা।
মহাত্মা দ্রুপদঃ শ্রীমান্ সহ পুত্রেণ সংযুগে॥ ১০
দক্ষিণশ্চাভবৎ পক্ষঃ কৈকেয়োঽক্ষৌহিণীপতিঃ।
পৃষ্ঠতো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৌভদ্রশ্চাপি বীর্য্যবান্॥ ১১
পৃষ্ঠে সমভবচ্ছ্রীমান্ স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভ্যাং সহিতো বীরো যমাভ্যাং চারুবিক্রমঃ॥১২
প্রবিশ্য তু রণে ভীমো মকরং মুখতস্তদা।
ভীষ্মমাসাদ্য সংগ্রামে ছাদয়ামাস সায়কৈঃ॥ ১৩
ততো ভীষ্মো মহাস্ত্রাণি পাতয়ামাস ভারত।
মোহয়ন্ পাণ্ডুপুত্রাণাং ব্যূঢ়ং সৈন্যং মহাহবে॥ ১৪

অজেয় ব্যূহাকারে সংগঠিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই ব্যূহের মুখভাগে মহাবল ভীমসেন শোভিত হইয়া বিরাজমান রহিলেন। নেত্রদ্বয়ের স্থানে দুর্ধর্ষ বীর শিখণ্ডী ও দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দণ্ডায়মান থাকিলেন॥ ৭-৮

শিরোভাগে সত্যপরাক্রমী বীর সাত্যকি ও গ্রীবাভাগে গাণ্ডীবধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে কুন্তীনন্দন অর্জুন অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৯

পুত্রসহ শ্রীমান্ মহাত্মা দ্রুপদ এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যূহের বাম পার্শ্বে স্থিত রহিলেন॥ ১০

এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি কেকয়রাজ দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরাক্রমী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু—ইঁহারা পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন॥ ১১

উত্তম পরাক্রমসম্পন্ন স্বয়ং শ্রীমান্ বীর রাজা যুধিষ্ঠিরও দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেবের সহিত এই পৃষ্ঠ ভাগেই শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১২

তদনন্তর ভীমসেন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করত মকরব্যূহের মুখভাগে দণ্ডায়মান ভীষ্মকে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ১৩

ভারত! তখন সেই মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণের সেই ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদিগকে মোহিত করিতে করিতে ভীষ্ম তাঁহার উপর মহাস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন॥ ১৪

সম্মুহ্যতি তদা সৈন্যে ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ।
ভীষ্মং শরসহস্রেণ বিব্যাধ রণমূর্ধনি॥ ১৫
প্রতিসংবার্য্য চাস্ত্রাণি ভীষ্মমুক্তানি সংযুগে।
স্বেনানীকেন হৃষ্টেন যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ॥ ১৬
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ভারদ্বাজমভাষত।
পূর্বং দৃষ্ট্বা বধং ঘোরং বলস্য বলিনাং বরঃ॥ ১৭
ভ্রাতৄণাঞ্চ বধং যুদ্ধে স্মরমাণো মহারথঃ।
আচার্য্য সততং হি ত্বং হিতকামো মমানঘ॥ ১৮
বয়ং হি ত্বাং সমাশ্রিত্য ভীষ্মং চৈব পিতামহম্।
দেবানপি রণে জেতুং প্রার্থয়ামো ন সংশয়ঃ॥ ১৯
কিমু পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে হীনবীর্য্যপরাক্রমান্।
স তথা কুরু ভদ্রং তে যথা বধ্যন্তি পাণ্ডবাঃ॥ ২০
এবমুক্তস্ততো দ্রোণস্তব পুত্রেণ মারিষ।
(উবাচ তত্র রাজানং সংক্রুদ্ধ ইব নিঃশ্বসন্।

সেই সময় স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে মোহিত হইতে দেখিয়া অর্জুন অতিশয় সত্বরতার সহিত যুদ্ধের সম্মুখভাগে এক হাজার বাণ বর্ষণ করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১৫

সংগ্রামে ভীষ্মকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রকেই নিবারণ করিয়া স্বীয় সৈন্যের সহিত হৃষ্টচিত্তে অর্জুন যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন॥১৬

তখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আপনার যে সমস্ত সৈন্যের ভয়ঙ্কর সংহার হইয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং যুদ্ধে ভ্রাতৃগণের বধের বিষয় স্মরণ করিয়া ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন,—নিষ্পাপ আচার্য্য! আপনার কল্যাণ হউক। আপনি এরূপ প্রযত্ন করুন, যাহাতে পাণ্ডবেরা নিহত হয়॥ ১৭-১৮

আমরা আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের শরণ লইয়া দেবগণকেও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে আশা রাখি—ইহাতে কোন সংশয় নাই। সেস্থলে বল ও পরাক্রমে হীন পাণ্ডবদিগকে জয় করার কথা আর কি বলিবার আছে। আপনার কল্যাণ হউক। অতএব আপনি এরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হয়॥ ১৯-২০

আর্য্য! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপ কথা বলিলে দ্রোণাচার্য্য কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন॥

দ্রোণ উবাচ।

বালিশস্ত্বং ন জানীষে পাণ্ডবানাং পরাক্রমম্।
ন শক্যা হি যথা জেতুং পাণ্ডবা হি মহাবলাঃ॥
যথাবলং যথাবীর্য্যং কর্ম কুর্য্যামহং হি তে।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তে সুতং রাজন্নভ্যপদ্যত বাহিনীম্।)
অভিনৎ পাণ্ডবানীকং প্রেক্ষমাণস্য সাত্যকেঃ॥ ২১
সাত্যকিস্তু ততো দ্রোণং বারয়ামাস ভারত।
তয়োঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্॥ ২২
শৈনেয়ং তু রণে ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
অবিধ্যন্নিশিতৈর্বাণৈর্জক্রুদেশে হসন্নিব॥ ২৩
ভীমসেনস্ততঃ ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজমবিধ্যত।
সংরক্ষন্ সাত্যকিং রাজন্ দ্রোণাচ্ছস্ত্রভৃতাং বরাৎ॥২৪
ততো দ্রোণশ্চ ভীষ্মশ্চ তথা শল্যশ্চ মারিষ।
ভীমসেনং রণে ক্রুদ্ধাশ্ছাদয়াঞ্চক্রিরে শরৈঃ॥ ২৫

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—তুমি মূর্খ! সেজন্য পাণ্ডবগণ কিরূপ পরাক্রমশালী, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। মহাবল পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব, তথাপি আমি স্বীয় বল ও পরাক্রম অনুসারে তোমার কার্য্য করিয়া যাইব॥

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্রকে এরূপ বলিয়া দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের সৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করিলেন। তিনি সাত্যকির সাক্ষাতেই পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন॥ ২১

ভারত! সেই সময় সাত্যকি অগ্রে গমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল॥ ২২

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে কুপিত হইয়া সাত্যকির কণ্ঠের উপরিভাগে যেন হাসিতে হাসিতেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৩

রাজন্! তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে করিতে আচার্য্যকে নিজ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২৪

আর্য্য! তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও শল্য—ইঁহারা তিনজনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ বাণে ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ২৫

তত্রাভিমন্যুঃ সংক্রুদ্ধো দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ।
বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বাংস্তানুদ্যতায়ুধান্॥ ২৬
দ্রোণ-ভীষ্মৌ তু সংক্রুদ্ধাবাপতন্তৌ মহাবলৌ।
প্রত্যুদ্যযৌ শিখণ্ডী তু মহেষ্বাসো মহাহবে॥ ২৭
প্রগৃহ্য বলবদ্ বীরো ধনুর্জলদনিঃস্বনম্।
অভ্যবর্ষচ্ছরৈস্তূর্ণং ছাদয়ানো দিবাকরম্॥ ২৮
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য ভরতানাং পিতামহঃ।
অবর্জয়ত সংগ্রামং স্ত্রীত্বং তস্যানুসংস্মরন্॥ ২৯
ততো দ্রোণো মহারাজ অভ্যদ্রবত তং রণে।
রক্ষমাণস্তদা ভীষ্মং তব পুত্রেণ চোদিতঃ॥ ৩০
শিখণ্ডী তু সমাসাদ্য দ্রোণং শস্ত্রভৃতাং বরম্।
অবর্জয়ত সন্ত্রস্তো যুগান্তাগ্নিমিবোল্বণম্॥ ৩১
ততো বলেন মহতা পুত্রস্তব বিশাম্পতে।
জুগোপ ভীষ্মমাসাদ্য প্রার্থয়ানো মহদ্ যশঃ॥ ৩২

মহারাজ! তখন সেস্থলে অতিশয় ক্রুদ্ধ অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে অবস্থিত সেই সব কৌরব মহারথীদিগকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২৬

সেই সময় মহাসংগ্রামস্থলে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আক্রমণরত মহাবল দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে যুদ্ধে রুদ্ধ করিবার জন্য মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী অগ্রসর হইলেন॥ ২৭

এই বীর মেঘতুল্য গম্ভীর শব্দকারী নিজ ধনুকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অতিদ্রুত এত বাণ বর্ষণ করিলেন যে, তাহাতে সূর্য্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন॥ ২৮

ভরতকুলতিলক পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্ত্রীত্বের কথা বারংবার স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন॥ ২৯

মহারাজ! ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে আপনার পুত্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য শিখণ্ডীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন॥৩০

শিখণ্ডী প্রলয়কালের প্রচণ্ড অগ্নির সদৃশ তেজস্বী ও শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে পড়িয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করত চলিয়া যাইলেন॥ ৩১

প্রজানাথ! তারপর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মহাযশ লাভ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় বিশাল সৈন্যের সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ৩২

তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ পুরস্কৃত্য ধনঞ্জয়ম্।
ভীষ্মমেবাভ্যবর্তন্ত জয়ে কৃত্বা দৃঢ়াং মতিম্॥ ৩৩
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দেবানাং দানবৈরিব।
জয়মাকাঙ্ক্ষতাং সংখ্যে যশশ্চ সুমহাদ্ভুতম্॥ ৩৪

রাজন্! এইরূপ পাণ্ডবগণও বিজয়প্রাপ্তির জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া অর্জ্জুনকে অগ্রে করত ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন॥৩৩

এই যুদ্ধে বিজয় ও অত্যন্ত অদ্ভুত যশোলাভের অভিলাষকারী পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবগণের সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ দেবগণের দানবদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি পঞ্চমদিবসযুদ্ধারম্ভে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে পঞ্চমদিবসের যুদ্ধআরম্ভবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্ম-ভীমসেনয়োস্তুমুলং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

অকরোৎ তুমুলং যুদ্ধং ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা।
ভীমসেনভয়াদিচ্ছন্ পুত্রাংস্তারয়িতুং তব॥ ১
পূর্বাহ্ণে তন্মহারৌদ্রং রাজ্ঞাং যুদ্ধমবর্ত্তত।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ মুখ্যশূরবিনাশনম্॥
তস্মিন্নাকুলসংগ্রামে বর্তমানে মহাভয়ে।
অভবৎ তুমুলঃ শব্দঃ সংস্পৃশন্ গগনং মহৎ॥ ৩
নদদ্ভিশ্চ মহানাগৈর্হ্রেষমাণৈশ্চ বাজিভিঃ।
ভেরী-শঙ্খনিনাদৈশ্চ তুমুলং সমপদ্যত॥ ৪
যুযুৎসবস্তে বিক্রান্তা বিজয়ায় মহাবলাঃ।
অন্যোন্যমভিগর্জন্তো গোষ্ঠেষ্বিব মহর্ষভাঃ॥ ৫
শিরসাং পাত্যমানানাং সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ
অশ্মবৃষ্টিরিবাকাশে বভূব ভরতর্ষভ॥ ৬
কুণ্ডলোষ্ণীষধারীণি জাতরূপোজ্জ্বলানি চ।
পতিতানি স্ম দৃশ্যন্তে শিরাংসি ভরতর্ষভ॥ ৭
বিশিখোন্মথিতৈর্গাত্রৈর্বাহুভিশ্চ সকার্ম্মুকৈঃ।
সহস্তাভরণৈশ্চান্যৈরভবচ্ছাদিতা মহী॥ ৮
কবচোপহিতৈর্গাত্রৈর্হস্তৈশ্চ সমলঙ্কৃতৈঃ।
মুখৈশ্চ চন্দ্রসঙ্কাশৈ রক্তান্তনয়নৈঃ শুভৈঃ॥ ৯

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও ভীমসেনের তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্রগণকে ভীমসেনের ভয় হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সেই দিন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন॥ ১

পূর্ব্বাহ্ণকালে কৌরব-পাণ্ডবগণের নরপতিদিগের এই মহা-ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যাহাতে প্রধান প্রধান শৌর্য্যশালী বীরবৃন্দ বিনাশ প্রাপ্ত হন॥ ২

সেই অত্যন্ত মহাভয়জনক তুমুল সংগ্রামে অতি ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল, যাহা অনন্ত আকাশেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল॥৩

গর্জনকারী গজরাজ ও হ্রেষাধ্বনিকারী অশ্বসকল এবং ভেরী ও শঙ্খধ্বনিতে তখন অতিশয় তুমুল শব্দ হইতে লাগিল॥ ৪

যেরূপ মহাবৃষগণ গোচারণভূমিতে গর্জন করিতে করিতে পরস্পরের উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ পরাক্রমশালী ও মহাবল সৈন্যগণ বিজয়লাভের জন্য যুদ্ধের ইচ্ছা রাখিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সমরাঙ্গণে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ছিন্ন বহু মস্তক ভূপতিত হইতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল—যেন আকাশ হইতে প্রস্তরবৃষ্টি হইতেছে॥ ৬

ভরতবংশীয় নরেশ! কুণ্ডল ও উষ্ণীষ (পাগড়ী)-ধারণকারী ও স্বর্ণময় মুকুট প্রভৃতিতে সুশোভিত অগণিত মস্তক খণ্ডিত হইয়া ধরাতলে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইল॥ ৭

সমগ্র রণভূমি ছিন্নভিন্ন শবদেহ, ধনু ও হস্তাভরণসহ ছিন্ন বাহুতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল॥ ৮

ভূপাল! মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ রণভূমি কবচ আচ্ছাদিত দেহ, আভূষণভূষিত হস্ত, চন্দ্রতুল্য সুন্দর বদন, যাহাদের প্রান্তভাগ

গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং সর্বগাত্রৈশ্চ ভূপতে।
আসীৎ সর্বা সমাস্তীর্ণা মুহূর্তেন বসুন্ধরা ॥ ১০
রজোমেঘৈশ্চ তুমুলৈঃ শস্ত্রবিদ্যুৎপ্রকাশিভিঃ।
আয়ুধানাঞ্চ নির্ঘোষঃ স্তনয়িত্নুসমোঽভবৎ ॥ ১১
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ কটুকঃ শোণিতোদকঃ।
প্রাবর্তত কুরূণাঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ১২
তস্মিন্ মহাভয়ে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে।
ববৃষুঃ শরবর্ষাণি ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ১৩
আক্রোশন্ কুঞ্জরাস্তত্র শরবর্ষপ্রতাপিতাঃ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংযুগে ভরতর্ষভ ॥ ১৪
সংরব্ধানাঞ্চ বীরাণাং ধীরাণামমিতৌজসাম্।
ধনুর্জ্যাতলশব্দেন ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৫
উত্থিতেষু কবন্ধেষু সবতঃ শোণিতোদকে।
সমরে পর্য্যধাবন্ত নৃপা রিপুবধোদ্যতাঃ ॥১৬
শর-শক্তি-গদাভিস্তে খড়্গৈশ্চামিততেজসঃ।
নিজঘ্নুঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ১৭
বভ্রমুঃ কুঞ্জরাশ্চাত্র শরৈর্বিদ্ধা নিরঙ্কুশাঃ।
অশ্বাশ্চ পর্য্যধাবন্ত হতারোহা দিশো দশ ॥১৮
উৎপত্য নিপতন্ত্যন্যে শরঘাতপ্রপীড়িতাঃ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ যোধা ভরতসত্তম ॥ ১৯
বাহানামুত্তমাঙ্গানাং কার্মুকাণাঞ্চ ভারত।
গদানাং পরিঘাণাঞ্চ হস্তানাং চোরুভিঃ সহ ॥ ২০
পাদানাং ভূষণানাঞ্চ কেয়ূরাণাঞ্চ সঙ্ঘশঃ।
রাশয়স্তত্র দৃশ্যন্তে ভীষ্ম-ভীমসমাগমে ॥ ২১
অশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ রথানাং চানিবর্তিনাম্।
সঙ্ঘাতাঃ স্ম প্রদৃশ্যন্তে তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ২২
গদাভিরসিভিঃ প্রাসৈর্বাণৈশ্চ নতপর্বভিঃ।
জঘ্নুঃ পরস্পরং তত্র ক্ষত্রিয়াঃ কাল আগতে ॥ ২৩
অপরে বাহুভির্বীরা নিযুদ্ধকুশলা যুধি।
বহুধা সমসজ্জন্ত আয়সৈঃ পরিঘৈরিব ॥ ২৪

ঈষদ্ রক্তবর্ণ ছিল, এরূপ নয়নসমূহ এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৯-১০

ধূলির ভয়ঙ্কর মেঘে রণাঙ্গন আচ্ছাদিত হইল। তাহাতে অস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছিল এবং ধনু প্রভৃতি অস্ত্রের যে গম্ভীর শব্দ হইতেছিল, উহাই মেঘ গর্জনতুল্য হইয়াছিল ॥ ১১

ভারত! কৌরব ও পাণ্ডবগণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অতিশয় কটু ও রক্তরূপ জলবহনকারী ছিল ॥ ১২

সেই গুরুতর ভয়প্রদ, ঘোর, রোমাঞ্চকারী এবং তুমুল সংগ্রামে রণদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! বাণসমূহের বর্ষণে পীড়িত হইয়া আপনার ও পাণ্ডবগণের হস্তীরা এই যুদ্ধে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ১৪

অতিশয় ক্রুদ্ধ অমিততেজস্বী ধীরস্বভাব বীরগণের ধনুসমূহের টঙ্কারধ্বনির দ্বারা অন্য কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ১৫

তখন চারিদিকে কেবল কবন্ধ (মস্তকহীন দেহ-) -সমূহ উত্থিত ছিল এবং জলের ন্যায় রক্তের প্রবাহ বহিতেছিল। শত্রুদিগকে বধ করিবার জন্য উদ্যত নরপতিগণ সমরাঙ্গণে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিলেন ॥ ১৬

পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) বাহুসমন্বিত অমিততেজস্বী শৌর্য্যশালী বীরগণ বাণ, শক্তি ও গদাসমূহে এবং খড়্গাসকলে রণক্ষেত্রে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, তাদৃশ হস্তীরা অঙ্কুশরহিত বাণবিদ্ধ হইয়া সেখানে এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিল। আরোহী নিহত হইলে অশ্বগণও শরাঘাতে পীড়িত হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার ও শত্রুপক্ষের বহু যোদ্ধাই বাণের গুরুতর আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভূতলে লাফাইয়া পড়িতে লাগিলেন ॥ ১৯

ভারত! ভীষ্ম ও ভীমসেনের এই সংগ্রামে মৃত বাহনসকল, ছিন্ন মস্তক, ধনু, গদা, পরিঘ, হস্ত, জঙ্ঘা, চরণ, অলঙ্কার ও কেয়ূরসমূহ রাশি আকারে দেখা যাইতেছিল ॥ ২০-২১

প্রজানাথ! সেই যুদ্ধস্থলে যেখানে সেখানে পতিত বহু অশ্ব, হস্তী এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত রথসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ২২

ক্ষত্রিয়গণ গদা, খড়্গ, প্রাস ও আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে পরস্পরকে বধ করিতেছিলেন, কারণ, তখন উঁহাদের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৩

মল্লযুদ্ধে নিপুণ বহু বীর এই যুদ্ধস্থলে লৌহনির্মিত পরিঘসদৃশ স্বীয় স্থূল বাহুদ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধের জন্য মিলিত হইয়া নানা প্রকারের কৌশল দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ২৪

মুষ্টিভির্জানুভিশ্চৈব তলৈশ্চৈব বিশাম্পতে।
অন্যোন্যং জঘ্নিরে বীরাস্তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ২৫
পতিতৈঃ পাত্যমানৈশ্চ বিচেষ্টদ্ভিশ্চ ভূতলে।
ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে তত্র তত্র জনেশ্বর ॥ ২৬
বিরথা রথিনশ্চাত্র নিস্ত্রিংশবরধারিণঃ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তঃ পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ২৭
ততো দুর্য্যোধনো রাজা কলিঙ্গৈর্বহুভির্বৃতঃ।
পুরস্কৃত্য রণে ভীষ্মং পাণ্ডবানভ্যবর্তত ॥ ২৮
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরিবার্য্য বৃকোদরম্
ভীষ্মমভ্যদ্রবন্ ক্রুদ্ধাস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি
সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

প্রজানাথ! আপনার বীর সৈন্যরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় মুষ্টি (ঘুঁসি), জানু ও হস্ততলের (চাপড়) দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতেছিলেন ॥ ২৫

জনেশ্বর! কিছু সৈন্য ভূতলে পতিত হইতেছিল, কিছু সৈন্য পূর্ব্বেই পতিত হইয়াছিল এবং কিছু সৈন্য ভূপতিত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। এইভাবে যেখানে সেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ২৬

বহু রথী রথহীন হইয়া হাতে সুদৃঢ় তরবারি ধারণ করত পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় পরস্পরের উপর ধাবিত হইল ॥ ২৭

সেই সময় বহুসংখ্যক কলিঙ্গ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধে ভীষ্মকে অগ্রে রাখিয়া পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৮

এইরূপ ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মার্জুনাদি-যোদ্ধৃণাং তুমুল-যুদ্ধবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা ভীষ্মেণ সংসক্তান্ ভ্রাতৃনন্যাংশ্চ পার্থিবান্।
সমভ্যধাবদ্ গাঙ্গেয়মুদ্যতাস্ত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষং ধনুষো গাণ্ডিবস্য চ।
ধ্বজঞ্চ দৃষ্ট্বা পার্থস্য সর্বান্ নো ভয়মাবিশৎ ॥ ২
সিংহ-লাঙ্গূলমাকাশে জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
অসজ্জমানং বৃক্ষেষু ধূমকেতুমিবোত্থিতম্ ॥ ৩
বহুবর্ণং বিচিত্রঞ্চ দিব্যং বানরলক্ষণম্।
অপশ্যাম মহারাজ ধ্বজং গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ৪
বিদ্যুতং মেঘমধ্যস্থাং ভ্রাজমানামিবাম্বরে।
দদৃশুর্গাণ্ডিবং যোধা রুক্মপৃষ্ঠং মহামৃধে ॥ ৫
অশুশ্রুম ভৃশং চাস্য শক্রস্যেবাভিগর্জতঃ।
সুঘোরং তলয়োঃ শব্দং নিঘ্নতস্তব বাহিনীম্ ॥ ৬

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম, অর্জুনাদি যোদ্ধাদিগের তুমুল যুদ্ধবর্ণন।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! নিজ ভ্রাতৃগণকে ও অন্যান্য নৃপদিগকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত দেখিয়া অস্ত্র উত্তোলন করত অর্জুনও গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১

পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীব ধনুর শব্দ শুনিয়া এবং অর্জুনের ধ্বজকে দেখিয়া আমাদের সকল সৈন্যের মনে ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২

মহারাজ! অর্জুনের ধ্বজ সিংহপুচ্ছসদৃশ বানরপুচ্ছের দ্বারা যুক্ত ছিল। উহা প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল। এই ধ্বজ বৃক্ষের দ্বারা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় (আটকাইয়া যায়) না এবং আকাশে উদিত ধূমকেতুর তুল্যরূপে প্রতীত হইতেছিল। উহা বহু বর্ণে সুশোভিত, বিচিত্র, দিব্য ও বানর চিহ্নে যুক্ত ছিল। এইরূপে আমরা গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সেই ধ্বজ দেখিলাম ॥ ৩-৪

সেই মহাসংগ্রামে আমাদের পক্ষের যোদ্ধারা স্বর্ণময় পৃষ্ঠযুক্ত গাণ্ডীব ধনুকে আকাশমধ্যে মেঘের আবির্ভাবে প্রস্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় দেখিতে লাগিল ॥ ৫

অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া ইন্দ্রসদৃশ

চণ্ডবাতো যথা মেঘঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্।
দিশঃ সংপ্লাবয়ন্ সর্বাঃ শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৭
সমভ্যধাবদ্ গাঙ্গেয়ং ভৈরবাস্ত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
দিশং প্রাচীং প্রতীচীঞ্চ ন জানীমোঽস্ত্রমোহিতাঃ ॥ ৮
কাংদিগ্ভূতাঃ শ্রান্তপত্রা হতাশ্বা হতচেতসঃ।
অন্যোন্যমভিসংশ্লিষ্য যোধাস্তে ভরতর্ষভ ॥ ৯
ভীষ্মমেবাভ্যলীয়ন্ত সহ সর্বৈস্তবাত্মজৈঃ।
তেষামার্ত্তায়নমভূদ্ ভীষ্মঃ শান্তনবো রণে ॥ ১০
সমুৎপতন্তি বিত্রস্তা রথেভ্যো রথিনস্তথা।
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাতয়ঃ ॥ ১১
শ্রুত্বা গাণ্ডীবনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
সর্বসৈন্যানি ভীতানি ব্যবালীয়ন্ত ভারত ॥ ১২
অথ কাম্বোজজৈরশ্বৈর্মহদ্ভিঃ শীঘ্রগামিভিঃ।

গর্জন করিতে লাগিলেন। এই সময় আমরা তাঁহার দুই হস্ততলের এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিলাম ॥ ৬

ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী ছিলেন অর্জুন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুতুল্য, বিদ্যুৎ ও গর্জনযুক্ত মেঘের ন্যায় তিনি চারিদিক্ স্বীয় বাণবর্ষণে প্লাবিত করিতে করিতে গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন।

সেই সময় আমরা সকলে তাঁহার অস্ত্রে এরূপ মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমরা কেহই পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কোন দিক্ই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার সকল যোদ্ধাই বিভ্রান্ত হইয়া ইহা চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমরা কোন্ দিক্ দিয়া যাইব। তাহাদের বাহনসকলও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। বহু যোদ্ধার অশ্ব নিহত হইল। তখন তাহাদের সকলেরই হার্দ্দিক উৎসাহ নষ্ট হইল। তাহারা পরস্পরকে ধরাধরি করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত ভীষ্মের শরণাপন্ন হইল। সেই যুদ্ধস্থলে পীড়িত সৈন্যগণের একমাত্র শান্তনুনন্দন ভীষ্মই কেবল শরণদাতারূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৮-১০

তখন তাহারা এমন অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল যে, রথীরা রথের উপর হইতে এবং অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতে লাগিল ও পদাতি সৈন্যরাও ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল ॥ ১১

ভারত! বজ্রের সহিত বিদ্যুতের গম্ভীর শব্দের ন্যায় গাণ্ডীবের গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিয়া আমাদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং এদিকে ওদিকে লুকাইয়া পড়িল ॥ ১২

অনন্তর কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ কাম্বোজদেশীয় বিশাল ও

গোপানাং বহুসাহস্রৈর্বলৈর্গোপায়নৈর্বৃতঃ ॥ ১৩
মদ্র-সৌবীর-গান্ধারৈস্ত্রৈগর্ত্তৈশ্চ বিশাম্পতে।
সর্বকালিঙ্গমুখ্যৈশ্চ কলিঙ্গাধিপতির্বৃতঃ ॥ ১৪
নানানরগণৌঘৈশ্চ দুঃশাসনপুরঃসরঃ।
জয়দ্রথশ্চ নৃপতিঃ সহিতঃ সর্বরাজভিঃ ॥ ১৫
হয়ারোহবরাশ্চৈব তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
চতুর্দশ সহস্রাণি সৌবলং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১৬
ততস্তে সহিতাঃ সর্বে বিভক্তরথবাহনাঃ।
অর্জুনং সমরে জঘ্নুস্তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ১৭
(চেদি-কাশি-পদাতৈশ্চ রথৈঃ পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়ৈঃ।
সহিতাঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥
তাবকান্ সমরে জঘ্নুর্ধর্মপুত্রেণ চোদিতাঃ।)
রথিভির্বারণৈরশ্বৈঃ পাদাতৈশ্চ সমীরিতম্।
ঘোরমায়োধনং চক্রে মহাভ্রসদৃশং রজঃ ॥ ১৮

শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। তখন তাঁহার সাহিত গোপায়ননামক কয়েক হাজার গোপ সৈন্য ছিল ॥ ১৩

প্রজানাথ! সমস্ত কলিঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কলিঙ্গরাজও যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাহার সহিত মদ্র, সৌবীর, গান্ধার ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় যোদ্ধারাও ছিল ॥ ১৪

ইহা ব্যতীত রাজা জয়দ্রথ সম্পূর্ণ নরপতিগণকে সঙ্গে লইয়া দুঃশাসনকে অগ্রে স্থাপন করত যুদ্ধে চলিলেন। ইঁহার সহিতও বহু জনপদের বিশাল পদাতিক সৈন্যবাহিনী ছিল ॥ ১৫

আপনার পুত্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চৌদ্দ হাজার উত্তম অশ্বারোহী যোদ্ধা সুবলপুত্র শকুনিকে ঘিরিয়া যুদ্ধের জন্য সাজ্জিত রহিল ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর পৃথক্ পৃথক্ বাহন ও রথ লইয়া আপনার পক্ষের এই সব মহারথী যোদ্ধারা সমরাঙ্গণে অর্জুনের উপর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল ॥ ১৭

(এদিকে, চেদি ও কাশিদেশের পদাতিক সৈন্যরা এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দেশীয় রথী বীরগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডববীরগণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রণাঙ্গনে আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥)

১. অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত

তোমর-প্রাস-নারাচ-গজাশ্ব-রথযোধিনাম্।
বলেন মহতা ভীষ্মঃ সমসজ্জৎ কিরীটিনা ॥ ১৯

আবন্ত্যঃ কাশিরাজেন ভীমসেনেন সৈন্ধবঃ।
অজাতশত্রুর্মদ্রাণামৃষভেণ যশস্বিনা ॥ ২০

সহপুত্রঃ সহামাত্যঃ শল্যেন সমসজ্জত।
বিকর্ণঃ সহদেবেন চিত্রসেনঃ শিখণ্ডিনা ॥ ২১

মৎস্যা দুর্য্যোধনং জগ্মুঃ শকুনিঞ্চ বিশাম্পতে।
দ্রুপদশ্চেকিতানশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২২

দ্রোণেন সমসজ্জন্ত সপুত্রেণ মহাত্মনা।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ ধৃষ্টদ্যুম্নমভিদ্রুতৌ ॥ ২৩

এবং প্রব্রজিতাশ্বানি ভ্রান্তনাগরথানি চ।
সৈন্যানি সমসজ্জন্ত প্রযুদ্ধানি সমন্ততঃ ॥ ২৪

নিরভ্রে বিদ্যুতস্তীব্রা দিশশ্চ রজসাবৃতাঃ।
প্রাদুরাসন্ মহোল্কাশ্চ সনির্ঘাতা বিশাম্পতে ॥ ২৫

ধূলিরাশি মহামেঘ সদৃশ হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইল এবং এই যুদ্ধকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল ॥ ১৮

ভীষ্ম তোমর, নারাচ ও প্রাসাদি অস্ত্রসমূহ ধারণকারী হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাগণের বিশাল বাহিনীর সহিত কিরীটধারী অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১৯

তখন অবন্তীদেশপতি কাশীরাজের সহিত, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমসেনের সহিত এবং পুত্র ও মন্ত্রিবর্গের সহিত অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির যশস্বী মদ্ররাজ শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

প্রজানাথ! বিকর্ণ সহদেবের সহিত এবং চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মৎস্যদেশীয় যোদ্ধারা দুর্য্যোধন ও শকুনির সহিত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন। দ্রুপদ, চেকিতান ও মহারথী সাত্যকি—ইঁহারা অশ্বত্থামার সহিত মহাত্মা দ্রোণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করিয়া রাখিলেন ॥

কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা—ইঁহারা উভয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিলেন। এইরূপে নিজ নিজ অশ্বসমূহকে অগ্রে বদ্ধিত করিয়া এবং হস্তী ও রথসকলকে চারিদিকে ধুরাইতে থাকিয়া সমস্ত সৈন্যরা চারিদিকেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২৪

প্রজানাথ! তখন বিনা মেঘেই দুঃসহ বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল; সারা দিক্ ধূলিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের সহিত বিশাল বিশাল উল্কাপাত হইতে লাগিল ॥ ২৫

প্রাদুর্ভূতো মহাবাতঃ পাংসুবর্ষং পপাত চ।
নভস্যন্তর্দধে সূর্য্যঃ সৈন্যেন রজসাবৃতঃ ॥ ২৬

প্রমোহঃ সর্বসত্ত্বানামতীব সমপদ্যত।
রজসা চাভিভূতানামস্ত্রজালৈশ্চ তুদ্যতাম্ ॥ ২৭

বীরবাহুবিসৃষ্টানাং সর্বাবরণভেদিনাম্।
সঙ্ঘাতঃ শরজালানাং তুমুলঃ সমপদ্যত ॥ ২৮

প্রকাশং চক্রুরাকাশমুদ্যতানি ভুজোত্তমৈঃ।
নক্ষত্রবিমলাভানি শস্ত্রাণি ভরতর্ষভ ॥ ২৯

আর্ষভাণি বিচিত্রাণি রুক্মজালাবৃতানি চ।
সম্পেতুর্দিক্ষু সর্বাসু চর্মাণি ভরতর্ষভ ॥ ৩০

সূর্য্যবর্ণৈশ্চ নিস্ত্রিংশৈঃ পাত্যমানানি সর্বশঃ।
দিক্ষু সর্বাস্বদৃশ্যন্ত শরীরাণি শিরাংসি চ ॥ ৩১

ভগ্নচক্রাক্ষনীড়াশ্চ নিপাতিতমহাধ্বজাঃ।
হতাশ্বাঃ পৃথিবীং জগ্মুস্তত্র তত্র মহারথাঃ ॥ ৩২

ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত উদ্ভূত হইল। ধূলিবর্ষণ হইতে লাগিল। সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে আকাশে সূর্য্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬

সেই সময় সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে গুরুতর মোহ উপস্থিত হইল; কারণ, তাহারা ত' ধূলিজালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অস্ত্রসমূহেও পীড়িত হইতেছিল ॥ ২৭

বীরগণের বাহু হইতে পরিত্যক্ত সর্ব্বপ্রকারের আবরণসমূহ (কবচ প্রভৃতি)কে ভেদকারী বাণরাশির তুমুল আঘাত চারিদিকেই হইতেছিল ॥ ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম বাহুসমূহ দ্বারা উপরে উত্তোলিত নক্ষত্রতুল্য নির্ম্মল ও চকচকে অস্ত্রসকল আকাশে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৯

ভরতভূষণ! স্বর্ণজালে আচ্ছাদিত ও ঋষভচর্ম্মে নির্ম্মিত বিচিত্র ঢালগুলি সমগ্র দিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩০

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী খড়্গসমূহে ছিন্ন হইয়া সর্ব্বদিকে পতিত শরীর ও মস্তকগুলি চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ৩১

বহু মহারথীর রথসমূহের চক্র, অক্ষ ও মধ্যস্থিত বসিবার আসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বড় বড় ধ্বজগুলি খণ্ডিত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছিল। অশ্ব নিহত হইলে মহারথীরাও মৃত্যুবরণ করত ধরাশায়ী হইয়াছিলেন ॥ ৩২

পরিপেতুর্হয়াশ্চাত্র কেচিচ্ছস্ত্রকৃতব্রণাঃ।
রথান্ বিপরিকর্ষন্তো হতেষু রথযোধিষু ॥ ৩৩
শরাহতা ভিন্নদেহা বদ্ধযোক্ত্রা হয়োত্তমাঃ।
যুগানি পর্য্যকর্ষন্ত তত্র তত্র স্ম ভারত ॥৩৪
অদৃশ্যন্ত সসূতাশ্চ সাশ্বাঃ সরথযোধিনঃ।
একেন বলিনা রাজন্ বারণেন বিমর্দিতাঃ ॥ ৩৫
গন্ধহস্তি-মদস্রাবমাঘ্রায় বহবো রণে।
সন্নিপাতে বলৌঘানাং বীতমাদদিরে গজাঃ ॥ ৩৬
সতোমরৈর্মহামাত্রৈর্নিপতদ্ভির্গতাসুভিঃ।
বভূবায়োধনং ছন্নং নারাচাভিহতৈর্গজৈঃ ॥ ৩৭
সন্নিপাতে বলৌঘানাং প্রেষিতৈর্বরবারণৈঃ।
নিপেতুর্যুধি সম্ভগ্নাঃ সযোধাঃ সধ্বজা গজাঃ ॥ ৩৮
নাগরাজোপমৈর্হস্তৈর্নাগৈরাক্ষিপ্য সংযুগে।
ব্যদৃশ্যন্ত মহারাজ সম্ভগ্না রথকূবরাঃ ॥ ৩৯
বিশীর্ণরথসঙ্ঘাশ্চ কেশেষ্বাক্ষিপ্য দন্তিভিঃ।
দ্রুমশাখা ইবাবিধ্য নিষ্পিষ্টা রথিনো রণে ॥ ৪০
রথেষু চ রথান্ যুদ্ধে সংসক্তান্ বরবারণাঃ।
বিকর্ষন্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্পেতুঃ সর্বশব্দগাঃ ॥ ৪১
তেষাং তথা কর্ষতাং তু গজানাং রূপমাবভৌ।
সরঃসু নলিনীজালং বিষক্তমিব কর্ষতাম্ ॥ ৪২
এবং সঞ্চাদিতং তত্র বভূবায়োধনং মহৎ।
সাদিভিশ্চ পদাতৈশ্চ সধ্বজৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

এই যুদ্ধস্থলে বহু অশ্ব অস্ত্রের আঘাতে আহত হইয়া স্বীয় রথীর মৃত্যু হওয়ার পরও বহন করিতে করিতে পলাইতে লাগিল এবং কিছুদূর গিয়া আবার ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৩

ভারত! যদিও বহু উত্তম অশ্বের শরীর বাণে আহত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা রথের সহিত রজ্জুতে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য যোক্ত্ (যোয়াল) এদিকে ওদিকে টানিতে ছিল ॥ ৩৪

রাজন্! বহু রথারোহী যোদ্ধাকে যুদ্ধস্থলে একটি মহাবল গজরাজ কর্ত্তৃক অশ্ব ও সারথির সহিত বিমর্দ্দিত হইতে দেখা যাইল ॥ ৩৫

সমস্ত সৈন্যের মধ্যে তখন ভীষণ হানাহানি চলিতে লাগিল এবং বহু হস্তী গন্ধযুক্ত গজরাজের মদধারা আঘ্রাণ করিয়া তাহারই ভ্রমে নির্ব্বল হাতীকেও নিহত করিবার জন্য ধরিতে লাগিল ॥ ৩৬

তোমরের সহিত প্রাণশূন্য হইয়া পতিত বহু মাহুত ও নারাচের দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত বহু হস্তীতে এই রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৩৭

সৈন্যগণের সেই ভীষণ সংঘর্ষে অগ্রভাগস্থিত বহু বড় বড় হস্তীর আঘাতে ছোট ছোট হস্তীগুলির অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আরোহী ও ধ্বজের সহিত ধরাশায়ী হইল ॥ ৩৮

মহারাজ! সেই যুদ্ধে বহু হস্তী কর্ত্তৃক বিশাল সর্পরাজের ন্যায় শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া নিক্ষিপ্ত রথসকলের ধ্বজ ও কূবরগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধরাতলে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৩৯

বহু দন্তার হস্তী রথসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট রথী বীরগণের কেশে ধরিয়া তুলিয়া ফেলিল এবং বৃক্ষ-শাখার ন্যায় চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভূতলে আছড়াইয়া পিষ্ট করিতে লাগিল ॥ ৪০

কত যে বড় বড় গজরাজ রথসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধরত রথসমূহকে ধরিয়া তুলিল এবং সর্ব্বপ্রকার শব্দের অনুসরণ করিতে করিতে চারিদিকে সেই রথগুলিকে তুলিয়া লইয়াই দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪১

এইভাবে রথসহ রথী বীরগণকে উত্তোলনকারী হস্তীদিগের স্বরূপ এমন হইল, যেন তাহারা সরোবরসমূহে বিকসিত পদ্ম-সকলকে তুলিতেছে ॥ ৪২

এইরূপে আরোহী, পদাতিক ও ধ্বজের সহিত মহারথী বীর-গণের শরীরে সেই বিশাল রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষস্থিতসৈন্যানাং ঘোরতরং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

শিখণ্ডী সহ মৎস্যেন বিরাটেন বিশাম্পতে।
ভীষ্মমাশু মহেষ্বাসমাসসাদ সুদুর্জয়ম্॥ ১

দ্রোণং কৃপং বিকর্ণঞ্চ মহেষ্বাসং মহাবলম্।
রাজ্ঞশ্চান্যান্ রণে শূরান্ বহূনার্চ্ছদ্ ধনঞ্জয়ঃ॥ ২

সৈন্ধবঞ্চ মহেষ্বাসং সামাত্যং সহ বন্ধুভিঃ।
প্রাচ্যাংশ্চ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ ভূমিপান্ ভূমিপর্ষভ॥ ৩

পুত্রঞ্চ তে মহেষ্বাসং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
দুঃসহং চৈব সমরে ভীমসেনোঽভ্যবর্ত্তত॥ ৪

সহদেবস্তু শকুনিমুলূকঞ্চ মহারথম্।
পিতাপুত্রৌ মহেষ্বাসাবভ্যবর্ত্তত দুর্জ্জয়ৌ॥ ৫

যুধিষ্ঠিরো মহারাজ গজানীকং মহারথঃ।
সমবর্ত্তত সংগ্রামে পুত্রেণ নিকৃতস্তব॥ ৬

মাদ্রীপুত্রস্তু নকুলঃ শূরসংক্রন্দনো যুধি।
ত্রিগর্ত্তানাং বলৈঃ সার্দ্ধং সমসজ্জত পাণ্ডবঃ॥৭

অভ্যবর্ত্তন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সমরে শাল্ব-কেকয়ান্।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ॥ ৮

ধৃষ্টকেতুশ্চ সমরে রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
(নাকুলিশ্চ শতানীকঃ সমরে রথপুঙ্গবঃ)
পুত্রাণাং তে রথানীকং প্রত্যুদ্‌যাতাঃ সুদুর্জ্জয়াঃ॥৯

সেনাপতিরমেয়াত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ।
দ্রোণেন সমরে রাজন্ সমিয়ায়োগ্রকর্ম্মণা॥ ১০

এবমেতে মহেষ্বাসাস্তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
সমেত্য সমরে শূরাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে॥ ১১

মধ্যংদিনগতে সূর্য্যে নভস্যাকুলতাং গতে।
কুরবঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ নিজঘ্নুরিতরেতরম্॥ ১২

ধ্বজিনো হেমচিত্রাঙ্গা বিচরন্তো রণাজিরে।
সপতাকা রথা রেজুর্বৈয়াঘ্রপরিবারণাঃ॥ ১৩

সমেতানাঞ্চ সমরে জিগীষূণাং পরস্পরম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দঃ সিংহানামিব নর্দতাম্॥ ১৪

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত মিলিত হইয়া শিখণ্ডী অত্যন্ত দুর্জ্জয় মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মের উপর দ্রুত আক্রমণ করিলেন। ১

সেই সময় অর্জুন এই রণাঙ্গনে মহাধনুর্দ্ধর এবং মহাবল দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিকর্ণ এবং অন্যান্য শৌর্য্যশালী নরপতিগণকে স্বীয় বাণে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ২

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ মন্ত্রী ও বন্ধুবর্গের সহিত মহাধনুর্দ্ধর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের উপর, পূর্ব্বে ও দক্ষিণদেশীয় ভূপতিবৃন্দের উপর এবং আপনার অমর্ষশীল পুত্র মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন ও দুঃসহের উপর ভীমসেন আক্রমণ করিলেন। ৩-৪

সহদেব শকুনি ও মহারথ উলূক এই দুই দুর্জ্জয় মহাধনুর্দ্ধর পিতা-পুত্রের উপর ধাবিত হইলেন। ৫

মহারাজ! আপনার পুত্রের দ্বারা প্রতারিত মহারথী রাজা যুধিষ্ঠির গজসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬

মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুকুমার নকুল যুদ্ধে বড় বড় বীরগণকেও কাঁদাইয়া দিতেন। তিনি ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন। ৭

সাত্যকি, চেকিতান ও মহারথী অভিমন্যু সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া শাল্ব ও কেকয়গণের উপর ধাবিত হইলেন। ৮

ধৃষ্টকেতু, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও নকুলপুত্র শ্রেষ্ঠ রথী শতানীক—এই সব দুর্জ্জয় বীরবৃন্দ রণাঙ্গনে আপনার রথী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৯

রাজন্! অতিশয় আত্মবলসম্পন্ন পাণ্ডব-সেনাপতি মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী দ্রোণাচার্য্যের সহিত মিলিত হইলেন। ১০

এইভাবে আপনার এই সব মহাধনুর্দ্ধর বীর যোদ্ধারা পাণ্ডবগণের সহিত সমরভূমিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১

যখন সূর্য্যদেব দিনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন এবং আকাশকে তাপিত করিতে লাগিলেন, তখনও কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করিতে থাকিলেন। ১২

যাহাদের উপর ধ্বজা ও পতাকা উড়িতে ছিল, যাহাদের প্রতিটি অঙ্গই স্বর্ণভূষিত হইয়া বিচিত্র শোভা পাইতেছিল এবং যাহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রচর্ম্মের আবরণ ছিল, এরূপ বহু রথ সেই সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল। যুদ্ধে পরস্পর

তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম সম্প্রহারং সুদারুণম্।
যদকুর্ব্বন্ রণে শূরাঃ সৃঞ্জয়াঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ১৫
নৈব খং ন দিশো রাজন্ ন সূর্য্যং শত্রুতাপন।
বিদিশো বাপি পশ্যামঃ শরৈর্মুক্তৈঃ সমন্ততঃ ॥১৬
শক্তীনাং বিমলাগ্রাণাং তোমরাণাং তথাস্ততাম্।
নিস্ত্রিংশানাঞ্চ পীতানাং নীলোৎপলনিভাঃ প্রভাঃ ॥ ১৭
কবচানাং বিচিত্রাণাং ভূষণানাং প্রভাস্তথা।
খং দিশঃ প্রদিশশ্চৈব ভাসয়ামাসুরোজসা ॥ ১৮
বপুর্ভিশ্চ নরেন্দ্রাণাং চন্দ্র-সূর্য্যসমপ্রভৈঃ।
বিররাজ তদা রাজংস্তত্র তত্র রণাঙ্গনম্ ॥ ১৯
রথসঙ্ঘা নরব্যাঘ্রাঃ সমায়াস্তশ্চ সংযুগে।
বিরেজুঃ সমরে রাজন্ গ্রহা ইব নভস্তলে ॥ ২০
ভীষ্মস্তু রথিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমসেনং মহাবলম্।
অবারয়ত সংক্রুদ্ধঃ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ২১
ততো ভীষ্মবিনির্মুক্তা রুক্মপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ।
অভ্যঘ্নন্ সমরে ভীমং তৈলধৌতাঃ সুতেজনাঃ ॥ ২২
তস্য শক্তিং মহাবেগাং ভীমসেনো মহাবলঃ।
ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কাশাং প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ২৩
তামাপতন্তীং সহসা রুক্মদণ্ডাং দুরাসদাম্।
চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
ততোঽপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ।
কার্মুকং ভীমসেনস্য দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৫
(অপাস্য তু ধনুশ্ছিন্নং ভীমসেনো মহাবলঃ।
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছদ্ ভীষ্মং শান্তনবং যুধি ॥)
সাত্যকিস্তু ততস্তূর্ণং ভীষ্মমাসাদ্য সংযুগে।
আকর্ণপ্রহিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিশিতৈস্তিগ্মতেজনৈঃ ॥ ২৬
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছৎ পিতরং তে জনেশ্বর।
ততঃ সন্ধায় বৈ তীক্ষ্ণং শরং পরমদারুণম্ ॥ ২৭
বার্ষ্ণেয়স্য রথাদ্ ভীষ্মঃ পাতয়ামাস সারথিম্।
তস্যাশ্বাঃ প্রদ্রুতা রাজন্ নিহতে রথসারথৌ ॥ ২৮

পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া জয়লাভের আশাপোষণ করিতে করিতে বীর যোদ্ধারা সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছিলেন। তাঁহাদের এই তুমুল শব্দ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥১৩-১৪

রাজন্! আমরা সেখানে অতিশয় ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত সংগ্রাম দেখিয়াছি, রণবীর সৃঞ্জয়গণ কৌরবদের সহিত এই যুদ্ধ করিতেছিলেন। শত্রুসন্তাপক ভূপাল! সেখানে চারিদিকে এত বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ায় আমরা আকাশ, সূর্য্য, দিক্ এবং বিদিক্সমূহ (কোণসমূহ) দেখিতে পাই নাই ॥ ১৫-১৬

নির্ম্মল ধারাল অগ্রভাগযুক্ত শক্তি, নিক্ষিপ্ত তোমর ও পীতবর্ণের তরবারিগুলির প্রভা নীলপদ্মের প্রভার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ১৭

বিচিত্র কবচ ও অলঙ্কারের প্রভাসমূহ আকাশ, দিক্ ও কোণসমূহকে স্বীয় তেজে প্রকাশিত করিতেছিল ॥ ১৮

রাজন্! চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান নৃপগণের শরীরসমূহ সেই রণাঙ্গনের সর্ব্বত্রই শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯

রাজন্! রথসকল ও নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ যুদ্ধে আসিতে আসিতে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত থাকে ॥ ২০

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কুপিত হইয়া সকল সৈন্যের প্রত্যক্ষেই মহাবল ভীমসেনকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২১

সেই সময় প্রস্তরে ঘসিয়া (শাণ দিয়া) ধারালকৃত সুবর্ণ পক্ষযুক্ত ও তৈলধৌত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ভীষ্মকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া রণাঙ্গনে ভীমসেনকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২২

ভারত! তখন মহাবল ভীমসেন ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগশালিনী একটি শক্তি ভীষ্মের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩

তাহাতে স্বর্ণের দণ্ড ছিল এবং ইহাকে সহ্য করা অতিশয় কঠিন ছিল। এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া ভীষ্ম আনত পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে সমরস্থলে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥২৪

ভরতনন্দন! তারপর একটি তীক্ষ্ণ ও পীত বর্ণের ভল্লদ্বারা ভীমসেনের ধনুটিকে দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥ ২৫

(মহাবল ভীমসেন সেই ছিন্ন ধনু ফেলিয়া দিয়া অপর ধনু গ্রহণ করত বহুসংখ্যক বাণে যুদ্ধস্থলে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে অত্যন্ত পীড়াদান করিলেন) ॥

জনেশ্বর! তারপর সেই যুদ্ধে সাত্যকি অতি সত্বর আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত ধনু আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বহু তীক্ষ্ণ ও তেজোময় বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন।

তখন ভীষ্মও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণ যোজনা করিয়া সাত্যকির রথ হইতে তাঁহার সারথিকে বধ করিয়া ভূপাতিত

তেন তেনৈব ধাবন্তি মনোমারুতরংহসঃ।
ততঃ সর্বস্য সৈন্যস্য নিস্বনস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ২৯
হাহাকারশ্চ সংজজ্ঞে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
অভ্যদ্রবত গৃহ্ণীত হয়ান্ যচ্ছত ধাবত ॥ ৩০
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দো যুযুধানরথং প্রতি।
এতস্মিন্নেব কালে তু ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা ॥ ৩১
ন্যহনৎ পাণ্ডবীং সেনামাসুরীমিব বৃত্রহা।
তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ পাঞ্চালাঃ সোমকৈঃ সহ ॥৩২

করিলেন। রাজন্! রথ-সারথি নিহত হইলে সাত্যকির অশ্বগণ সেখান হইতে পলায়ন করিল ॥ ২৬-২৮

মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী সেই অশ্বগুলি যেদিকে যেদিকে পথ পাইল, সেই দিকে সেই দিকেই দৌড়াইতে লাগিল। ইহাতে সমগ্র সৈন্যের মধ্যেই তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৯

মহাত্মা পাণ্ডবগণের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। "অরে! দৌড়াইয়া যাও, ধরিয়া ফেল, অশ্বগণকে প্রতিরোধ কর, পলাইয়া যাও" সাত্যকির রথের দিকে এরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥

ইহার মধ্যে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সেইরূপে

স্থিরাং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা ভীষ্মমেবাভিদুদ্রুবুঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখাশ্চাপি পার্থাঃ শান্তনবং রণে ॥ ৩৩
অভ্যধাবন্ জিগীষন্তস্তব পুত্রস্য বাহিনীম্।
তথৈব কৌরবা রাজন্ ভীষ্ম-দ্রোণপুরোগমাঃ ॥ ৩৪
অভ্যধাবন্ত বেগেন ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চমদিবসযুদ্ধে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

বিনাশ করিতে থাকিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অসুর-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥

ভীষ্ম কর্তৃক পীড়িত হইয়া পাঞ্চাল ও সোমক যোদ্ধারা যুদ্ধের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করত ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনার পুত্রের সৈন্যগণকে জয় করিবার বাসনায় যুদ্ধে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের উপরই আক্রমণ করিলেন ॥

রাজন্! এইরূপ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব-যোদ্ধারাও বেগের সহিত পাণ্ডব-সৈন্যের উপর ধাবিত হইলেন, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৩০-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে পঞ্চম দিবসের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাট-ভীষ্ময়োঃ, অশ্বত্থামার্জুনয়োঃ, দুর্য্যোধন-ভীমসেনয়োঃ, অভিমন্যু-লক্ষ্মণয়োশ্চ মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।
বিরাটোঽথ ত্রিভির্বাণৈর্ভীষ্মমার্চ্ছন্মহারথম্।
বিব্যাধ তুরগাংশ্চাস্য ত্রিভির্বাণৈর্মহারথঃ ॥ ১
তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্ভীষ্মঃ শান্তনবঃ শরৈঃ।
রুক্মপুঙ্খৈর্মহেষ্বাসঃ কৃতহস্তো মহাবলঃ ॥ ২

দ্রৌণির্গাণ্ডীবধন্বানং ভীমধন্বা মহারথঃ
অবিধ্যদিষুভিঃ ষড়্ভির্দৃঢ়হস্তঃ স্তনান্তরে ॥ ৩
কার্ম্মুকং তস্য চিচ্ছেদ ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
অবিধ্যচ্চ ভৃশং তীক্ষ্ণৈঃ পত্রিভিঃ শত্রুকর্শনঃ ॥ ৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[বিরাট-ভীষ্ম, অশ্বত্থামা-অর্জুন, দুর্য্যোধন-ভীমসেন এবং অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহারথী রাজা বিরাট তিনটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া মহারথী ভীষ্মকে পীড়িত করিলেন এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগুলিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তখন মহাধনুর্দ্ধর, মহাবল ও শীঘ্রতার সহিত হস্তচালনায় দক্ষ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বর্ণপক্ষ যুক্ত দশটি বাণক্ষেপণ করিয়া বিরাটকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ২

ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর মহারথী অশ্বত্থামা স্বীয় হস্তের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বক্ষঃস্থলে ছয়টি বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন শত্রুবীরনাশী ও শত্রুসূদন অর্জুন অশ্বত্থামার ধনু কাটিয়া ফেলিলেন এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহাকে গুরুতর আহত করিলেন। রাজন্! এই যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক ধনুচ্ছেদের ঘটনা

সোঽন্তং কার্মুকমাদায় বেগবান্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অমৃষ্যমাণঃ পার্থেন কার্মুকচ্ছেদমাহবে ॥ ৫
অবিধ্যৎ ফাল্গুনং রাজন্ নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বাসুদেবঞ্চ সপ্তত্যা বিব্যাধ পরমেষুভিঃ ॥ ৬
ততঃ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষঃ কৃষ্ণেন সহফাল্গুনঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
ধনুঃ প্রপীড্য বামেন করেণামিত্রকর্শনঃ।
গাণ্ডীবধন্বা সংক্রুদ্ধঃ শিতান্ সন্নতপর্বণঃ ॥ ৮
জীবিতান্তকরান্ ঘোরান্ সমাদত্ত শিলীমুখান্।
তৈস্তূর্ণং সমরেঽবিধ্যদ্ দ্রৌণিং বলবতাং বরঃ ॥ ৯
তস্য তে কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে।
ন বিব্যথে চ নির্ভিন্নো দ্রৌণির্গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ১০
তথৈব চ শরান্ দ্রৌণিঃ প্রবিমুঞ্চন্নবিহ্বলঃ।
তস্থৌ স সমরে রাজংস্ত্রাতুমিচ্ছন্ মহাব্রতম্ ॥ ১১
তস্য তৎ সুমহৎ কর্ম শশংসুঃ কুরুসত্তমাঃ।
যৎ কৃষ্ণাভ্যাং সমেতাভ্যামভ্যাপতত সংযুগে ॥ ১২
(তথার্জুনোঽপি সংহৃষ্টঃ অশ্বত্থামানমাহবে।
শশংস সর্বভূতানাং শৃণ্বতামপি ভারত ॥)
স হি নিত্যমনীকেষু যুধ্যতেঽভয়মাস্থিতঃ।
অস্ত্রগ্রামং সসংহারং দ্রোণাৎ প্রাপ্য সুদুর্লভম্ ॥ ১৩
মমৈষ আচার্য্যসুতো দ্রোণস্যাপি প্রিয়ঃ সুতঃ।
ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষেণ মাননীয়ো মমেতি চ ॥ ১৪
সমাস্থায় মতিং বীরো বীভৎসুঃ শত্রুতাপনঃ।
কৃপাং চক্রে রথশ্রেষ্ঠো ভারদ্বাজসুতং প্রতি ॥ ১৫
দ্রৌণিং ত্যক্ত্বা ততো যুদ্ধে কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ।
যুযুধে তাবকান্ নিঘ্নংস্ত্বরমাণঃ পরাক্রমী ॥ ১৬
দুর্য্যোধনস্তু দশভির্গার্ধ্রপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভীমসেনং মহেষ্বাসং রুক্মপুঙ্খৈঃ সমার্পয়ৎ ॥ ১৭
ভীমসেনঃ সুসংক্রুদ্ধঃ পরাসুকরণং দৃঢ়ম্।
চিত্রং কার্মুকমাদত্ত শরাংশ্চ নিশিতান্ দশ ॥ ১৮

অশ্বত্থামা সহ্য করিতে পারিলেন না। এই বেগশালী বীর ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অতি সত্বর অন্য ধনু লইয়া নব্বইটি ধারাল বাণে অর্জুনকে এবং সত্তরটি শ্রেষ্ঠ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪-৬

তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুন ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া বারংবার দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চিন্তা করিবার পর স্বীয় ধনুটিকে বাম হস্ত দ্বারা দাবাইয়া ধরিলেন। তারপর শত্রুনাশন গাণ্ডীবধারী পার্থ কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত কয়েকটি ভয়ঙ্কর প্রাণান্তকারী বাণ হাতে লইলেন। বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই বাণের দ্বারা অতিক্রুত সমরাঙ্গণে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭-৯

এই বাণগুলি তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া যুদ্ধস্থলে তাঁহার শরীরের রক্তপান করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হইলেও কিন্তু অশ্বত্থামা ব্যথিত হইলেন না ॥ ১০

রাজন্! দ্রোণকুমার অল্পও বিহ্বল না হইয়া পূর্ব্ববৎ যুদ্ধস্থলে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন এবং নিজ মহান্ ব্রতকে রক্ষা করিবার বাসনায় যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রতিহত করিতেছিলেন, তাঁহার এই সুমহৎ কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ কৌরবগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১২

(ভারত! অর্জুনও অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রণভূমিতে শ্রবণরত সমস্ত ভূতগণের সম্মুখেই অশ্বত্থামার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন ॥)

তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে উপসংহার সহিত সুদুর্লভ অস্ত্রসমুদায় শিক্ষালাভ করত নির্ভয় হইয়া সর্ব্বদাই পাণ্ডব-সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৩

শত্রুসন্তাপক রথিগণশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অশ্বত্থামা আমার আচার্য্যের পুত্র, দ্রোণের অতিশয় প্রিয় এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি বিশেষতঃ আমার মাননীয়; তাই তিনি দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার উপর কৃপা করিলেন ॥ ১৪-১৫

তারপর শ্বেতাশ্ববাহন কুন্তীকুমার অর্জুন অশ্বত্থামাকে যুদ্ধস্থলের সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর আপনার অপর সৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

দুর্য্যোধন শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত গৃধ্রপক্ষযুক্ত ও স্বর্ণ পক্ষযুক্ত দশটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে আঘাত করিলেন ॥ ১৭

ইহাতে ভীমসেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি এক বিচিত্র ধনু হাতে লইলেন, যাহা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও শত্রুগণের

আকর্ণপ্রহিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বেগবদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
অবিধ্যৎ তূর্ণমব্যগ্রঃ কুরুরাজং মহোরসি ॥ ১৯

তস্য কাঞ্চনসূত্রস্থঃ শরৈঃ সঞ্ছাদিতো মণিঃ।
ররাজোরসি খে সূর্য্যো গ্রহৈরিব সমাবৃতঃ ॥ ২০

পুত্রস্তু তব তেজস্বী ভীমসেনেন তাড়িতঃ।
নামৃষ্যত যথা নাগস্তলশব্দং মদোৎকটঃ ॥ ২১

ততঃ শরৈর্মহারাজ রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভীমং বিব্যাধ সংক্রুদ্ধঃ ত্রাসয়ানো বরূথিনীম্ ॥ ২২

তৌ যুধ্যমানৌ সমরে ভৃশমন্যোন্যবিক্ষতৌ।
পুত্রৌ তে দেবসঙ্কাশৌ ব্যরোচেতাং মহাবলৌ ॥ ২৩

চিত্রসেনং নরব্যাঘ্রং সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈঃ পুরুমিত্রঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৪

সত্যব্রতঞ্চ সপ্তত্যা বিদ্ধ্বা শক্রসমো যুধি।
নৃত্যন্নিব রণে বীর আর্ত্তিং নঃ সমজীজনৎ ॥ ২৫

তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভিশ্চিত্রসেনঃ শিলীমুখৈঃ।
সত্যব্রতশ্চ নবভিঃ পুরুমিত্রশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৬

স বিদ্ধো বিক্ষরন্ রক্তং শক্রসংবারণং মহৎ।
চিচ্ছেদ চিত্রসেনস্য চিত্রং কার্ম্মুকমার্জুনিঃ ॥ ২৭

ভিত্ত্বা চাস্য তনুত্রাণং শরেণোরস্যতাড়য়ৎ।
ততস্তে তাবকা বীরা রাজপুত্রা মহারথাঃ ॥ ২৮

সমেত্য যুধি সংরব্ধা বিব্যধুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ২৯

তস্য দৃষ্ট্বা তু তৎ কর্ম পরিবব্রুঃ সুতাস্তব।
দহন্তং সমরে সৈন্যং বনে কক্ষং যথোল্বণম্ ॥ ৩০

অপেতশিশিরে কালে সমিদ্ধমিব পাবকম্।
অত্যরোচত সৌভদ্রস্তব সৈন্যানি নাশয়ন্ ॥৩১

তৎ তস্য চরিতং দৃষ্ট্বা পৌত্রস্তব বিশাম্পতে।
লক্ষ্মণোঽভ্যপতৎ তূর্ণং সাত্বতীপুত্রমাহবে ॥ ৩২

প্রাণান্তকর ছিল। তিনি এই ধনুর উপর দশটি তীক্ষ্ণ বাণ রাখিলেন, তারপর ধনুটিকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সেই বাণগুলি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সরলগামী, বেগবান্ ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ভীমসেন কোনরূপ ব্যগ্রতা না দেখাইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল গভীরভাবে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮-১৯

দুর্য্যোধনের বক্ষে একটি মণি শোভা পাইতেছিল, উহা স্বুবর্ণময় সূত্রে বদ্ধ ছিল। এই মণিটি ভীমসেনের বাণে আচ্ছাদিত হইয়া সেইরূপ শোভিত হইল, যেরূপ আকাশে গ্রহগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যদেব সুশোভিত হন ॥ ২০

ভীমসেনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া আপনার তেজস্বী পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার দ্বারা কৃত এই আঘাত সেইভাবে সহ্য করিতে পারিলেন না, যেরূপ হস্ততালির শব্দ মদমত্ত হস্তী সহ্য করিতে পারে না ॥ ২১

মহারাজ! তদনন্তর প্রস্তরে ঘসিয়া ধারালকৃত স্বর্ণ পক্ষভূষিত বাণসমূহে ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ভীত করিয়া তুলিলেন ॥ ২২

সেই সমরাঙ্গণে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত আপনার দুই মহাবল পুত্র দুর্য্যোধন ও ভীমসেন দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

শত্রুবীরনাশী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু নরশ্রেষ্ঠ চিত্রসেনকে দশ ও পুরুমিত্রকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বীর অভিমন্যু সত্যব্রতকে সত্তর বাণে আহত করিয়া রণাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে করিতে আমাদের সকল সৈন্যকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তখন চিত্রসেন দশ বাণের প্রহারে আহত হইয়া স্বীর শরীর হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতে করিতেই অর্জুনপুত্র অভিমন্যু চিত্রসেনের শত্রুনিবারক মহান্ ও বিচিত্র ধনুটিকে ছেদন করিলেন ॥ ২৬-২৭

সেই সঙ্গে চিত্রসেনের কবচ বিদীর্ণ করিয়া উহার বক্ষঃস্থলেও একটি বাণ বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার বীর ও মহারথী পুত্রগণ একত্র হইয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তম অস্ত্রে অভিজ্ঞ অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯

যেরূপ বনে সন্দীপিত প্রচণ্ড অগ্নি তৃণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহকে অনায়াসে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ অভিমন্যুও এই রণাঙ্গনে কৌরবসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার এই মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০

অভিমন্যুস্তু সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
বিব্যাধ নিশিতৈঃ ষড়্ভিঃ সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥৩৩
তথৈব লক্ষ্মণো রাজন্ সৌভদ্রং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অবিধ্যত্ত মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩৪
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সারথিঞ্চ মহাবলঃ।
অভ্যদ্রবত সৌভদ্রো লক্ষ্মণং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৫
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠঁল্লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
শক্তিং চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধঃ সৌভদ্রস্য রথং প্রতি ॥ ৩৬
তামাপতন্তীং সহসা ঘোররূপাং দুরাসদাম্।
অভিমন্যুঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ ভুজগোপমাম্ ॥৩৭
ততঃ স্বরথমারোপ্য লক্ষ্মণং গৌতমস্তদা।
অপোবাহ রথেনাজৌ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥৩৮
ততঃ সমাকুলে তস্মিন্ বর্তমানে মহাভয়ে।
অভ্যদ্রবন্ জিঘাংসন্তঃ পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ৩৯
তাবকাশ্চ মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ।
জুহ্বন্তঃ সমরে প্রাণান্ নিজঘ্নুরিতরেতরম্ ॥ ৪০
মুক্তকেশা বিকবচা বিরথাশ্ছিন্নকার্মুকাঃ।
বাহুভিঃ সমযুধ্যন্ত সৃঞ্জয়াঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৪১
ততো ভীষ্মো মহাবাহুঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
সেনাং জঘান সংক্রুদ্ধো দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহাবলঃ ॥ ৪২
হতৈরশ্বৈর্গজৈস্তত্র নরৈরশ্বৈশ্চ পাতিতৈঃ।
রথিভিঃ সাদিভিশ্চৈব সমাস্তীর্য্যত মেদিনী ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৩

মহারাজ! আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া সুভদ্রাসুত অভিমন্যু গ্রীষ্ম-ঋতুতে প্রজ্বলিত প্রচণ্ড অগ্নি হইতেও অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩১

প্রজানাথ! তাঁহার এই পরাক্রম দেখিয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অতি দ্রুত যুদ্ধে সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। ৩২

তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ অভিমন্যু উত্তম লক্ষণসমূহে যুক্ত লক্ষ্মণকে ছয়টি এবং তাঁহার সারথিকে তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন।৩৩

রাজন্! এইরূপ লক্ষ্মণও অভিমন্যুকে নিজ ধারাল বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ৩৪

ইহা দেখিয়া মহাবলী সুভদ্রাকুমার লক্ষ্মণের চারিটি অশ্ব ও সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহারও উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আক্রমণ করিলেন। ৩৫

শত্রুবীরনাশী লক্ষ্মণ তখন সেই অশ্বহীন রথে থাকিয়াই অতিশয় ক্রোধভরে অভিমন্যুর রথের দিকে একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৩৬

সেই ভয়ঙ্কর ও দুর্জয় সর্পিণীতুল্য শক্তিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৩৭

তখন কৃপাচার্য্য সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই লক্ষ্মণকে নিজ রথে তুলিয়া লইয়া যুদ্ধভূমি হইতে অন্যত্র সরাইয়া লইলেন। ৩৮

তদনন্তর তারপর সেই মহাভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষে সব যোদ্ধা বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনা করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া পরস্পরের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩৯

আপনার এবং পাণ্ডবগণের মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বীরগণ সমরাঙ্গনে প্রাণকে আহুতি দিতে দিতে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। ৪০

কবচ ও রথহীন অবস্থায় ধনু ছিন্ন হইলে মুক্তকেশে বহু সৃঞ্জয় বীর কৌরবগণের সহিত কেবল বাহুদ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল। ৪১

তখন মহাবল মহারথী ভীষ্ম অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বীয় দিব্যাস্ত্রসমূহে মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্যকে বধ করিতে থাকিলেন। ৪২

সেই সময় সেখানে নিহত ও পতিত বহু হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য, রথী ও আরোহী সৈন্যদ্বারা সমগ্র রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। ৪৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকি-ভূরিশ্রবসোর্যুদ্ধম্, ভূরিশ্রবসা সাত্যকের্দশসংখ্যকানাং পুত্রাণাং নিধনম্, অর্জুনস্য পরাক্রমঃ, পঞ্চমদিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

অথ রাজন্ মহাবাহুঃ সাত্যকির্যুদ্ধদুর্মদঃ।
বিকৃষ্য চাপং সমরে ভারসাহমনুত্তমম্ ॥ ১
প্রামুঞ্চৎ পুঙ্খসংযুক্তান্ শরানাশীবিষোপমান্।
প্রগাঢ়ং লঘুচিত্রঞ্চ দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ॥ ২
(যৎ তৎ সখ্যুস্তু পূর্বেণ অর্জুনাদুপশিক্ষিতম্।)
তস্য বিক্ষিপতশ্চাপং শরানন্যাংশ্চ মুঞ্চতঃ।
আদদানস্য ভূয়শ্চ সন্দধানস্য চাপরান্ ॥ ৩
ক্ষিপতশ্চ পরাংস্তস্য রণে শত্রূন্ বিনিঘ্নতঃ।
দদৃশে রূপমত্যর্থং মেঘস্যেব প্রবর্ষতঃ ॥ ৪
তমুদীর্য্যন্তমালোক্য রাজা দুর্য্যোধনস্ততঃ।
রথানামযুতং তস্য প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫
তাংস্তু সর্বান্ মহেষ্বাসান্ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ
জঘান পরমেষ্বাসো দিব্যেনাস্ত্রেণ বীর্য্যবান্ ॥৬
স কৃত্বা দারুণং কর্ম প্রগৃহীতশরাসনঃ।
আসসাদ ততো বীরো ভূরিশ্রবসমাহবে ॥ ৭
স হি সন্দৃশ্য সেনাং তে যুযুধানেন পাতিতাম্।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ কুরূণাং কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ৮
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণং তু বিস্ফার্য্য সুমহদ্ ধনুঃ।
সৃষ্টবান্ বজ্রসঙ্কাশান্ শরানাশীবিষোপমান্ ॥ ৯
সহস্রশো মহারাজ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
শরাংস্তান্ মৃত্যুসংস্পর্শান্ সাত্যকেশ্চ পদানুগাঃ। ১০
ন বিষেহুস্তদা রাজন্ দুদ্রুবুস্তে সমন্ততঃ।
বিহায় সাত্যকিং রাজন্ সমরে যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ১১
তং দৃষ্ট্বা যুযুধানস্য সুতা দশ মহাবলাঃ।
মহারথাঃ সমাখ্যাতাশ্চিত্রবর্মায়ুধধ্বজাঃ ॥ ১২

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার যুদ্ধ, ভূরিশ্রবাকর্তৃক সাত্যকির দশ পুত্র নিধন, অর্জুনের পরাক্রম এবং পঞ্চমদিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! মহাবাহু সাত্যকি যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করেন। তিনি যুদ্ধে ভারবহন করিতে সমর্থ ও অতিশয় উত্তম ধনু বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর পক্ষযুক্ত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বাণসমূহ নিক্ষেপ করিবার সময় সাত্যকি স্বীয় প্রগাঢ়, শীঘ্রকারী হস্তের নৈপুণ্যের পরিচয় দান করিতেছিলেন, যাহা তিনি পূর্ব্বে নিজ সখা অর্জুনের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১-২

যখন তিনি আকর্ষণ করিতেছিলেন, অন্যান্য বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং পুনরায় বহু নব নব বাণ হাতে লইতেছিলেন, যখন তাহাদিগকে ধনুর উপর স্থাপনা করিতেছিলেন, শত্রুগণের উপর নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং তাহাদিগকে সংহার করিতেছিলেন, তখন বর্ষণরত মেঘের ন্যায় তাঁহার স্বরূপ অতিশয় অদ্ভুত দেখাইতেছিল। ৩-৪

ভারত! সেই সময় তাঁহাকে যুদ্ধে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার প্রতিরোধের জন্য দশ হাজার রথী সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। ৫

কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর সত্যপরাক্রমী শক্তিশালী সাত্যকি সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদিগকে নিজ দিব্যাস্ত্র সমূহে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। ৬

এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিয়া পুনরায় ধনু ধারণ করত সাত্যকি যুদ্ধস্থলে ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিলেন। ৭

সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতেছেন—ইহা দেখিয়া কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভূরিশ্রবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। ৮

তাঁহার বিশাল ধনু ইন্দ্রধনুর ন্যায় বহুবর্ণের ছিল। মহারাজ! সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া ভূরিশ্রবা স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে বজ্রতুল্য দুঃসহ ও বিষাক্ত সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

এই সকল বাণের স্পর্শ ই মৃত্যুর তুল্য ছিল। রাজন্! সেই সময় সাত্যকির সহিত আগত সৈন্যগণ সেই বাণের বেগ সহ্য করিতে পারিল না। নরেশ্বর! যুদ্ধভূমিতে তাহারা রণদুর্ম্মদ সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ৯-১১

সাত্যকির দশ মহাবলবান্ পুত্র ছিল। তাহাদের কবচ, ধ্বজ ও অস্ত্রসমূহ সবই বিচিত্র। তাহাদের সকলকেই মহারথী বীর বলা হইত। তাহারা যুদ্ধস্থলে যূপচিহ্নযুক্ত ধ্বজশোভিত

সমাসাদ্য মহেষ্বাসং ভূরিশ্রবসমাহবে।
উচুঃ সর্বে সুসংরব্ধা যূপকেতুং মহারণে ॥ ১৩
ভো ভোঃ কৌরবদায়াদ সহাস্মাভির্মহাবল।
এহি যুধ্যস্ব সংগ্রামে সমস্তৈঃ পৃথগেব বা ॥ ১৪
অস্মান্ বা ত্বং পরাজিত্য যশঃ প্রাপ্নুহি সংযুগে।
বয়ং বা ত্বাং পরাজিত্য প্রীতিং ধাস্যামহে পিতুঃ ॥ ১৫
এবমুক্তস্তদা শূরৈস্তানুবাচ মহাবলঃ।
বীর্য্যশ্লাঘী নরশ্রেষ্ঠস্তান্ দৃষ্ট্বা সমবস্থিতান্ ॥১৬
সাধ্বিদং কথ্যতে বীরা যদ্যেবং মতিরদ্য বঃ।
যুধ্যধ্বং সহিতা যত্তা নিহনিষ্যামি বো রণে ॥ ১৭
এবমুক্তা মহেষ্বাসাস্তে বীরাঃ ক্ষিপ্রকারিণঃ।
মহতা শরবর্ষেণ অভ্যধাবন্নরিন্দমম্ ॥ ১৮
সোঽপরাহ্ণে মহারাজ সংগ্রামস্তমুলোঽভবৎ।
একস্য চ বহূনাঞ্চ সমেতানাং রণাজিরে ॥ ১৯
তমেকং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শরৈস্তে সমবাকিরন্।
প্রাবৃষীব যথা মেরুং সিষিচুর্জলদা নৃপ ॥ ২০
তৈস্তু মুক্তান্ শরান্ ঘোরান্ যমদণ্ডাশনিপ্রভান্।
অসম্প্রাপ্তানসম্ভ্রান্তশ্চিচ্ছেদাশু মহারথঃ ॥ ২১
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম সৌমদত্তেঃ পরাক্রমম্।
যদেকো বহুভির্যুদ্ধে সমসজ্জদভীতবৎ ॥ ২২
বিসৃজ্য শরবৃষ্টিং তাং দশ রাজন্ মহারথাঃ।
পরিবার্য্য মহাবাহুং নিহন্তুমুপচক্রমুঃ ॥ ২৩
সৌমদত্তিস্ততঃ ক্রুদ্ধস্তেষাং চাপানি ভারত।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ যুধ্যমানো মহারথৈঃ ॥ ২৪
অথৈষাং ছিন্নধনুষাং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ শিরাংসি ভরতর্ষভ ॥ ২৫
তে হতা ন্যপতন্ রাজন্ বজ্রভগ্না ইব দ্রুমাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ বীরো রণে পুত্রান্ মহাবলান্ ॥২৬

মহারথী ভূরিশ্রবাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং অতিশয় ক্রোধের সহিত তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ১২-১৩

মহাবল কৌরবপুত্র! এস, এই রণস্থলে আমাদের সকলের সহিত অথবা পৃথক্ পৃথক্ এক এক জনের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১৪

হয় তুমি যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া যশ লাভ কর, না হয় আমরা তোমাকে পরাভূত করিয়া পিতার প্রসন্নতা বিধান করিব ॥ ১৫

সেই শূরগণ এইরূপ বলিলে পর সেই সময় স্বীয় পরাক্রমের প্রশংসাকারী মহাবল নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন ॥ ১৬

বীরগণ! যদি তোমাদের এরূপ বুদ্ধিই হইয়া থাকে, তবে ইহা অতিশয় উত্তম কথা বলিতেছ। তোমরা সকলে একত্রে সাবধান হইয়া যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ কর। আমি এই রণভূমিতে তোমাদের সকলকে বধ করিব ॥ ১৭

ভূরিশ্রবা এইরূপ বলিলে পর ক্ষিপ্রকারী সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ প্রভৃত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শত্রুদমন ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৮

মহারাজ! অপরাহ্ণকালে সেই রণাঙ্গনে একত্রিত বহু বীরের সহিত এক বীরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৯

নরেশ্বর! যেরূপ মেঘ বর্ষাকালে মেরুপর্ব্বতের উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা সকলে মিলিত হইয়া রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একাকী ভূরিশ্রবার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২০

তাহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড ও বজ্রতুল্য প্রকাশিত ভয়ঙ্কর বাণসমূহকে নিজের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই মহারথী ভূরিশ্রবা কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই দ্রুত ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

সেখানে আমরা সকলেই সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবার অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। তিনি একাকী হইয়াও বহু বীরগণের সহিত নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজন্! সেই দশ মহারথী বহু বাণ বর্ষণ করিয়া মহাবাহু ভূরিশ্রবাকে চারিদিক্ দিয়া পরিবেষ্টন করত তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল ॥ ২৩

ভরতবংশীয় রাজন্! সেই সময় ক্রুদ্ধ ভূরিশ্রবা সেই মহারথিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে তাহাদের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহাদের ধনু ছিন্ন হইলে আনত পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে ভূরিশ্রবা তাহাদের মস্তকও রণস্থলে ছেদন করিলেন ॥ ২৫

রাজন্! সেই দশ বীর বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় রণভূমিতে নিহত হইয়া পতিত হইল। সেই মহাবল পুত্রগণকে সংগ্রামে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া বীরবর সাত্যকি গর্জন করিতে করিতে সেখানে ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিলেন ॥

বাহ্নেয়ো বিনদন্ রাজন্ ভূরিশ্রবসমভ্যয়াৎ।
রথং রথেন সমরে পীড়য়িত্বা মহাবলৌ ॥ ২৭

তাবন্যোঽন্যং হি সমরে নিহত্য রথ-বাজিনঃ।
বিরথাবভিবল্গন্তৌ সমেয়াতাং মহারথৌ ॥ ২৮

প্রগৃহীতমহাখড়্গৌ তৌ চর্মবরধারিণৌ।
শুশুভাতে নরব্যাঘ্রৌ যুদ্ধায় সমবস্থিতৌ ॥ ২৯

(খড়্গপ্রহারৈঃ সুভৃশং জঘ্নতুশ্চ পরস্পরম্।
পীড়িতৌ খড়্গঘাতাভ্যাং স্রবদ্ রক্তৌ ক্ষিতৌ ভৃশম্ ॥
শুশুভাতে মহাবীর্য্যাবুভৌ সমরদুর্জয়ৌ।
অসৃগুক্ষিতসর্বাঙ্গৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥)

ততঃ সাত্যকিমভ্যেত্য নিস্ত্রিংশবরধারিণম্।
ভীমসেনস্ত্বরন্ রাজন্ রথমারোপয়ৎ তদা ॥ ৩০

তবাপি তনয়ো রাজন্ ভূরিশ্রবসমাহবে।
আরোপয়দ্ রথং তূর্ণং পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৩১

তস্মিংস্তথা বর্তমানে রণে ভীষ্মং মহারথম্।
অযোধয়ন্ত সংরব্ধাঃ পাণ্ডবা ভরতর্ষভ ॥ ৩২

লোহিতায়তি চাদিত্যে ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রান্ নিজঘান মহারথান্ ॥ ৩৩

তে হি দুর্য্যোধনাদিষ্টাস্তদা পার্থনিবর্হণে।
সম্প্রাপ্যৈব গতা নাশং শলভা ইব পাবকম্ ॥ ৩৪

ততো মৎস্যাঃ কেকয়াশ্চ ধনুর্বেদবিশারদাঃ।
পরিবব্রুস্তদা পার্থং সহপুত্রং মহারথম্ ॥ ৩৫

এতস্মিন্নেব কালে তু সূর্য্যোঽস্তমুপগচ্ছতি।
সর্বেষাঞ্চৈব সৈন্যানাং প্রমোহঃ সমজায়ত ॥ ৩৬

অবহারং ততশ্চক্রে পিতা দেবব্রতস্তব।
সন্ধ্যাকালে মহারাজ সৈন্যানাং শ্রান্তবাহনঃ ॥ ৩৭

পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ পরস্পরসমাগমে।
তে সেনে ভৃশসংবিগ্নে যযতুঃ স্বং নিবেশনম্ ৩৮

ততঃ স শিবিরং গত্বা ন্যবিশংস্তত্র ভারত।
পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সার্ধং কুরবশ্চ যথাবিধি ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চমদিবসাবহারে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

তখন সেই মহাবল দুই বীর সমরাঙ্গণে নিজ রথের দ্বারা অপরের রথকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের রথ ও অশ্ব নষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপ রথহীন হইয়াও এই দুই মহারথী লাফাইতে লাফাইতে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ২৬-২৮

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর হাতে বড় বড় তরবারি ও সুন্দর ঢাল লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ২৯

(তাঁহারা তরবারির আঘাতে পরস্পরকে আহত করিতে লাগিলেন। খড়্গের আঘাতে পীড়িত হইয়া উভয়েই ভূতলে রক্তনিঃসারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল শরীরই রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। অতএব এই দুই রণদুর্জয় মহাপরাক্রমী বীর বিকসিত পলাশপুষ্পের ন্যায় অত্যন্ত সুশোভিত হইলেন।)

রাজন্! তদনন্তর উত্তম খড়্গধারণকারী সাত্যকির নিকট যাইয়া ভীমসেন সেই সময় দ্রুত তাঁহাকে নিজ রথে তুলিয়া লইলেন। ৩০

মহারাজ! সেইরূপ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনও যুদ্ধস্থলে সকল ধনুর্দ্ধরগণের সাক্ষাতেই ভূরিশ্রবাকে অতি সত্বর স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন। ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ এই যুদ্ধস্থলে [মহা]রথী ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ৩২

যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলের দিকে যাইয়া রক্তবর্ণ হইলেন, সেই সময় অর্জুন অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত বাণবর্ষণ করত পঁচিশ হাজার মহারথী বীরকে বধ করিলেন। ৩৩

ইহারা সকলে দুর্য্যোধনের আদেশে অর্জুনকে সংহার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইহারা সকলেই অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় অর্জুনের নিকট আসিতেই নষ্ট হইয়া যাইলেন। ৩৪

তদনন্তর ধনুর্বিদ্যায় প্রবীণ মৎস্য ও কেকয়দেশের বীরগণ এবং পুত্র অভিমন্যু প্রভৃতিতে যুক্ত অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য কৌরব-যোদ্ধারা ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৩৫

এই সময়ে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন আপনার সমস্ত সৈন্যরা মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ৩৬

মহারাজ! তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সন্ধ্যার সময় স্বীয় বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করাইয়া লইলেন। ইঁহার বাহনগুলি সেই সময় অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ৩৭

পাণ্ডব ও কৌরবগণ পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা স্ব স্ব শিবির অভিমুখে গমন করিলেন। ৩৮

ভারত! তদনন্তর সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবেরা এবং কৌরব-সকল নিজ নিজ শিবিরে যাইয়া বিধি অনুসারে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে পঞ্চমদিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ষষ্ঠদিবসস্য যুদ্ধারম্ভঃ, পাণ্ডব-কৌরবসেনানাং যথাক্রমং মকরব্যূহং ক্রৌঞ্চব্যূহঞ্চ নির্ম্মায় যুদ্ধে প্রবৃত্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তে বিশ্রম্য ততো রাজন্ সহিতাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ।
ব্যতীতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং পুনর্যুদ্ধায় নির্যযুঃ ॥১

তত্র শব্দো মহানাসীৎ তব তেষাঞ্চ ভারত।
যুজ্যতাং রথমুখ্যানাং কল্প্যতাং চৈব দন্তিনাম্ ॥ ২

সংনহ্যতাং পদাতীনাং হয়ানাঞ্চৈব ভারত।
শঙ্খদুন্দুভিনাদশ্চ তুমুলঃ সর্বতোঽভবৎ ৩

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নমভাষত।
ব্যূহং ব্যূহ মহাবাহো মকরং শত্রুনাশনম্।

এবমুক্তস্তু পার্থেন ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
ব্যাদিদেশ মহারাজ রথিনো রথিনাং বরঃ

শিরোঽভূদ্ দ্রুপদস্তস্য পাণ্ডবশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
চক্ষুষী সহদেবশ্চ নকুলশ্চ মহারথঃ ॥ ৬

তুণ্ডমাসীন্মহারাজ ভীমসেনো মহাবলঃ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ

সাত্যকির্ধর্মরাজশ্চ ব্যূহগ্রীবাং সমাস্থিতাঃ।
পৃষ্ঠমাসীন্মহারাজ বিরাটো বাহিনীপতিঃ ॥ ৮

ধৃষ্টদ্যুম্নেন সহিতো মহত্যা সেনয়াবৃতঃ।
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ বামপার্শ্বং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৯

ধৃষ্টকেতুর্নরব্যাঘ্রশ্চেকিতানশ্চ বীর্য্যবান্।
দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিত্য স্থিতো ব্যূহস্য রক্ষণে ॥ ১০

পাদয়োস্তু মহারাজ স্থিতঃ শ্রীমান্ মহারথঃ।
কুন্তিভোজঃ শতানীকো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১১

শিখণ্ডী তু মহেষ্বাসঃ সোমকৈঃ সংবৃতো বলী।
ইরাবাংশ্চ ততঃ পুচ্ছে মকরস্য ব্যবস্থিতৌ ॥ ১২

এবমেতং মহাব্যূহং ব্যূহ্য ভারত পাণ্ডবাঃ।
সূর্য্যোদয়ে মহারাজ পুনর্যুদ্ধায় দংশিতাঃ ॥১৩

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ষষ্টদিনের যুদ্ধ আরম্ভ, পাণ্ডব ও কৌরবসেনার যথাক্রমে মকরব্যূহ এবং ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রাত্রিতে বিশ্রাম করিবার পর যখন রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন ॥ ১

ভারত! সেই সময় যুদ্ধস্থলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল। কিছু লোক শ্রেষ্ঠ রথসমূহকে যোজনা করিতে লাগিল, কিছু লোক হস্তিগণকে সজ্জিত করিতে থাকিল, কোথাও পদাতি সৈন্য ও অশ্বসকল কবচ বাঁধিয়া রণসজ্জা ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের অতি উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি হইতে লাগিল। এই শব্দের সম্মিলিত ধ্বনি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥ ২-৩

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন,—মহাবাহো! তুমি শত্রুনাশক মকরব্যূহ রচনা কর ॥ ৪

মহারাজ! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশ করিলে পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ সমস্ত রথী সৈন্যগণকে মকর-ব্যূহ রচনা করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৫

এই মকরব্যূহের শিরঃস্থানে রাজা দ্রুপদ ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুন রহিলেন। মহারথী নকুল ও সহদেব নেত্রস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬

মহারাজ! মহাবল ভীমসেন ইহার মুখভাগে থাকিলেন। সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ইঁহারা সকলে মকর-ব্যূহের গ্রীবাভাগে রহিলেন ॥

সেনাপতি বিরাট বিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত এই ব্যূহের পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন ॥

পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়-রাজকুমারগণ ইহার বামভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু পরাক্রমী চেকিতান এই ব্যূহের দক্ষিণভাগে থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৭-১০

মহারাজ! এই ব্যূহের দুই চরণস্থানে মহারথী শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও বিশাল সৈন্যের সহিত শতানীক রহিলেন ॥ ১১

সোমকগণে পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী এবং বলশালী ইরাবান্—ইঁহারা উভয়ে এই ব্যূহের পুচ্ছভাগে থাকিলেন ॥ ১২

মহারাজ ভরতনন্দন! এই মহামকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণ কবচবন্ধন করত সূর্য্যোদয়ের সময় পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ১৩

কৌরবানভ্যয়ুস্তূর্ণং হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ।
সমুচ্ছ্রিতৈর্ধ্বজৈশ্ছত্রৈঃ শস্ত্রৈশ্চ বিমলৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৪
ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা তু তৎ সৈন্যং পিতা দেবব্রতস্তব।
ক্রৌঞ্চেন মহতা রাজন্ প্রত্যব্যূহত বাহিনীম্ ॥ ১৫
তস্য তুণ্ডে মহেষ্বাসো ভারদ্বাজো ব্যরোচত।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব চক্ষুরাসীন্নরেশ্বর ॥ ১৬
কৃতবর্মা তু সহিতঃ কাম্বোজবরবাহ্লিকৈঃ।
শিরস্যাসীন্নরশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥ ১৭
গ্রীবায়াং শূরসেনশ্চ তব পুত্রশ্চ মারিষ।
দুর্যোধনো মহারাজ রাজভির্বহুভির্বৃতঃ ॥১৮
প্রাগ্জ্যোতিষস্তু সহিতো মদ্র-সৌবীর-কেকয়ৈঃ।
উরস্যভূন্নরশ্রেষ্ঠ মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১৯
স্বসেনয়া চ সহিতঃ সুশর্মা প্রস্থলাধিপঃ।
বামপক্ষং সমাশ্রিত্য দংশিতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ২০
তুষারা যবনাশ্চৈব শকাশ্চ সহ চুচুপৈঃ।
দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিত্য স্থিতা ব্যূহস্য ভারত ॥ ২১
শ্রুতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চ সৌমদত্তিশ্চ মারিষ।
ব্যূহস্য জঘনে তস্থূ রক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২২
ততো যুদ্ধায় সংজগ্মুঃ পাণ্ডবাঃ কৌরবৈঃ সহ।
সূর্যোদয়ে মহারাজ ততো যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥ ২৩
প্রতীয়ু রথিনো নাগা নাগাংশ্চ রথিনো যযুঃ।
হয়ারোহান্ রথারোহা রথিনশ্চাপি সাদিনঃ ॥ ২৪
সাদিনশ্চ হয়ান্ রাজন্ রথিনশ্চ মহারণে।
হস্ত্যারোহান্ হয়ারোহা রথিনঃ সাদিনস্তথা ॥ ২৫
রথিনঃ পত্তিভিঃ সার্ধং সাদিনশ্চাপি পত্তিভিঃ।
অন্যোন্যং সমরে রাজন্ প্রত্যধাবন্নমর্ষিতাঃ ॥ ২৬
ভীমসেনার্জুন-যমৈর্গুপ্তা চান্যৈর্মহারথৈঃ।
শুশুভে পাণ্ডবী সেনা নক্ষত্রৈরিব শর্বরী ॥ ২৭

উচ্চ উচ্চ ধ্বজ ও ছত্রসমূহে এবং নির্মল (চকচকে) ও ধারাল অস্ত্রসমূহে যুক্ত হস্তী, রথ ও পদাতিক সৈন্যের চতুরঙ্গবাহিনীর সহিত পাণ্ডবেরা অতিদ্রুত কৌরবগণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সেই ব্যূহ দেখিয়া তাহার প্রতিবিধানকল্পে স্বীয় সৈন্যবাহিনীর মহাক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ১৫

এই ব্যূহের চঞ্চুভাগে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সুশোভিত রহিলেন। নরেশ্বর! অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য নেত্রস্থানে থাকিলেন ॥ ১৬

কাম্বোজ ও বাহ্লীকদেশের উত্তম সৈন্যবাহিনীর সহিত সমস্ত ধনুর্দ্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপপ্রবর কৃতবর্ম্মা ব্যূহের শিরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

আর্য্য! মহারাজ! রাজা শূরসেন ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন—ইঁহারা উভয়ে বহু নৃপগণের সহিত ক্রৌঞ্চব্যূহের গ্রীবাভাগে বিরাজিত রহিলেন ॥ ১৮

নরশ্রেষ্ঠ! মদ্র, সৌবীর ও কেকয়যোদ্ধাদিগের সহিত বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত সেই ব্যূহের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

প্রস্থলাধিপতি (ত্রিগর্ত্তরাজ) সুশর্ম্মা কবচধারণ করত স্বীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত ব্যূহের বামপক্ষভাগ আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ২০

ভারত! তুষার, যবন, শক ও চুচুপদেশের সৈন্যগণ ব্যূহের দক্ষিণ ভাগ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মহামান্য! শ্রুতায়ু, শতায়ু ও সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা—ইঁহারা পরস্পর পরস্পকে রক্ষা করিতে থাকিয়া ব্যূহের জঘনদেশে রহিলেন ॥ ২২

মহারাজ! তারপর সূর্য্যোদয়কালে পাণ্ডবগণ কৌরবদের সহিত যুদ্ধের জন্য তাঁহাদের সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন উভয়পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩

রথী বীরগণের দিকে হস্তীরা ও হস্তীদিগের প্রতি রথী বীরগণ ধাবিত হইলেন। অশ্বারোহীদের উপর রথারোহীরা এবং রথারোহীদিগের উপর অশ্বারোহী বীরগণ আক্রমণ করিলেন ॥ ২৪

রাজন্! সেই মহাযুদ্ধে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপ অশ্বারোহীরা গজারোহী ও রথী বীরগণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ২৫

কোথাও রথী ও অশ্বারোহী বীরগণ পদাতিকবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! এইভাবে অমর্ষে পূর্ণ সমস্ত সৈন্যরা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ২৬

ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এবং অন্যান্য মহারথী

তথা ভীষ্ম-কৃপ-দ্রোণ-শল্য-দুর্য্যোধনাদিভিঃ।
তথাপি চ বভৌ সেনা গ্রহৈর্দ্যৌরিব সংবৃতাঃ ॥ ২৮
ভীমসেনস্তু কৌন্তেয়ো দ্রোণং দৃষ্ট্বা পরাক্রমী।
অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্বৈর্ভারদ্বাজস্য বাহিনীম্ ॥ ২৯
দ্রোণস্তু সমরে ক্রুদ্ধো ভীমং নবভিরায়সৈঃ।
বিব্যাধ সমরশ্লাঘী মর্ম্মাণ্যুদ্দিশ্য বীর্য্যবান্ ॥ ৩০
দৃঢ়াহতস্ততো ভীমো ভারদ্বাজস্য সংযুগে।
সারথিং প্রেষয়ামাস যমস্য সদনং প্রতি ॥ ৩১
স সংগৃহ্য স্বয়ং বাহান্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
ব্যধমৎ পাণ্ডবীং সেনাং তূলরাশিমিবানলঃ ॥ ৩২
তে বধ্যমানা দ্রোণেন ভীষ্মেণ চ নরোত্তমাঃ।
সৃঞ্জয়াঃ কেকয়ৈঃ সার্দ্ধং পলায়নপরাঽভবন্ ॥ ৩৩
তথৈব তাবকং সৈন্যং ভীমার্জ্জুনপরিক্ষতম্।
মুহূর্ত্তে তত্র তত্রৈব সমদেব বরাঙ্গনা ॥ ৩৪
অভিদ্যেতাং ততো ব্যূহৌ তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে।
আসীদ্ ব্যতিকরো ঘোরস্তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ৩৫
তদদ্ভুতমপশ্যাম তাবকানাং পরৈঃ সহ।
একায়নগতাঃ সর্বে যদযুধ্যন্ত ভারত ॥ ৩৬
প্রতিসংবার্য্য চাস্ত্রাণি তেঽন্যোন্যস্য বিশাম্পতে
যুযুধুঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কৌরবাশ্চ মহাবলাঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠদিবসযুদ্ধারম্ভে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

বীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডববাহিনী নক্ষত্রসমূহে পরিবেষ্টিত রাত্রির ন্যায় সুশোভিত হইলেন ॥ ২৭

এইরূপ ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, শল্য ও দুর্য্যোধনাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত আপনার সৈন্যরা গ্রহমণ্ডলীতে বেষ্টিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

পরাক্রমী কুন্তীনন্দন ভীমসেন দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া বেগশালী অশ্বসমূহের দ্বারা ভরদ্বাজ-বংশধর দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যবাহিনীর উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

সমরশ্লাঘী পরাক্রমী দ্রোণাচার্য্য রণভূমিতে কুপিত হইয়া ভীমসেনের মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

তখন যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যদ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া ভীমসেন তাঁহার সারথিকে যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩১

তখন প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য নিজেই অশ্বের রজ্জু ধারণ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যকে সেইভাবে সংহার করিতে লাগিলেন, যেরূপ অগ্নি তুলারাশিকে ভস্ম করিয়া থাকে ॥ ৩২

সেই নরশ্রেষ্ঠ সৃঞ্জয় ও কেকয়দেশীয় যোদ্ধারা দ্রোণাচার্য্য এবং ভীষ্মকর্তৃক প্রহৃত হইয়া রণভূমি হইতে পলাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩

এইরূপ ভীমসেন ও অর্জ্জুনের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার সৈন্যবাহিনীও যেখানে সেখানে মত্তা রমণীর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৪

ভারত! শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই যুদ্ধে উভয়পক্ষের ব্যূহ নষ্ট হইয়া যাইল এবং আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংমিশ্রণ হইয়া গেল ॥ ৩৫

ভরতনন্দন! আমরা সেই দিন আপনার পুত্রগণের শত্রুদিগের সহিত অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই একই শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩৬

প্রজানাথ! মহাবল পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ পরস্পর পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধ-আরম্ভবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য চিন্তা ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

এবং বহুগুণং সৈন্যমেবং বহুবিধং পুরা ।
ব্যূঢ়মেবং যথাশাস্ত্রমমোঘঞ্চৈব সঞ্জয় ॥ ১
হৃষ্টমস্মাকমত্যন্তমভিকামঞ্চ নঃ সদা ।
প্রহ্বমব্যসনোপেতং পুরস্তাদ্ দৃষ্টবিক্রমম্ ॥ ২
নাতিবৃদ্ধমবালঞ্চ ন কৃশং ন চ পীবরম্ ।
লঘুবৃত্তায়তপ্রায়ং সারযোধমনাময়ম্ ॥ ৩
আত্তসন্নাহশস্ত্রঞ্চ বহুশস্ত্রপরিগ্রহম্ ।
অসিযুদ্ধে নিযুদ্ধে চ গদাযুদ্ধে চ কোবিদম্ ॥ ৪
প্রাসর্ষ্টিতোমরেষাজৌ পরিঘেষ্বায়সেষু চ ।
ভিন্দিপালেষু শক্তীষু মুসলেষু চ সর্বশঃ ॥ ৫
কম্পনেষু চ চাপেষু কণপেষু চ সর্বশঃ ।
ক্ষেপণীয়েষু চিত্রেষু মুষ্টিযুদ্ধেষু চ ক্ষমম্ ॥ ৬
অপরোক্ষঞ্চ বিদ্যাসু ব্যায়ামে চ কৃতশ্রমম্ ।
শস্ত্রগ্রহণবিদ্যাসু সর্বাসু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৭
আরোহে পর্য্যবস্কন্দে সরণে সান্তরপ্লুতে ।
সম্যক্ প্রহরণে যানে ব্যপযানে চ কোবিদম্ ॥ ৮
নাগাশ্ব-রথযানেষু বহুশঃ সুপরীক্ষিতম্ ।
পরীক্ষ্য চ যথান্যায়ং বেতনেনোপপাদিতম্ ॥ ৯
ন গোষ্ঠ্যা নোপকারেণ ন চ বন্ধুনিমিত্ততঃ ।
ন সৌহৃদবলৈর্বাপি নাকুলীনপরিগ্রহৈঃ ॥ ১০
সমৃদ্ধজনমার্য্যঞ্চ তুষ্টসৎকৃতবান্ধবম্ ।
কৃতোপকারং ভূমিষ্ঠং যশস্বি চ মনস্বি চ ॥ ১১

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! আমার সৈন্যগণ এইরূপ বহুগুণ-সম্পন্ন, বহু অঙ্গে (রথ, হস্তী প্রভৃতি) যুক্ত এবং বহু প্রকারে সংগঠিত ও শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে উহার ব্যূহরচনা করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা অমোঘ (বিজয় লাভ করিতে সমর্থ) ॥ ১

আমার এই সৈন্যবাহিনী সর্ব্বদা আমাদের উপর প্রসন্ন ও অনুরক্ত। ইহারা সতত আমাদের প্রতি বিনীতভাব দেখাইয়া থাকে। ইহারা কোনও ব্যসনে আসক্ত নহে। পূর্ব্বে ইহাদের বিক্রম দেখা গিয়াছে ॥ ২

এই সৈন্যমধ্যে কেহ অত্যন্ত বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল ও অতিশয় স্থূল (মোটা) নয়। ইহাদের মধ্যে সকলেই শীঘ্র কর্ম্ম করিতে সমর্থ এবং প্রায় সকলেই উন্নত (লম্বা পুরুষ)। এই সৈন্যগণ সকলেই সারবান্ (শক্তিশালী) যোদ্ধা ও নীরোগ ॥ ৩

ইহারা সকলে কবচ ও অস্ত্র ধারণ করিয়া আছে। বহু প্রকারের অসংখ্য অস্ত্রও ইহারা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় প্রতি যোদ্ধাই খড়্গযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ ও গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ ॥ ৪

এই সব সৈনিক প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লোহময় পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুসল, কম্পন, ধনু ও কণপ প্রভৃতি অপরের উপর নিক্ষেপণযোগ্য বিচিত্র অস্ত্রসমূহ যুদ্ধে প্রয়োগ করিতে অভিজ্ঞ এবং মুষ্টি-যুদ্ধেও সর্ব্বপ্রকারে সমর্থ ॥ ৫-৬

আমার এই সৈন্যবাহিনীর ধনুর্বেদের প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছে। এই সৈন্যগণ ব্যায়ামেও (অস্ত্রসমূহের অভ্যাসেও) অধিক পরিশ্রম করিয়াছে। ইহারা অস্ত্রগ্রহণসম্বন্ধীয় সকল বিদ্যায় পারদর্শী ॥ ৭

ইহারা হস্তী অশ্বাদি সর্ব্ববিধ বাহনে আরোহণ করিতে, সেইসব বাহন হইতে নামিতে, তাহাদিগকে অগ্রসর করিতে, মধ্যে মধ্যে লম্ফপ্রদান করাইতে, উত্তমরূপে অস্ত্র প্রহার করিতে, আক্রমণ করিতে এবং পশ্চাদপসরণ করিতেও নিপুণ ॥ ৮

হস্তী, অশ্ব ও রথাদি যানে করিয়া রণযাত্রা করিবার বিষয়ে ইহাদিগকে বহুভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার পর প্রত্যেক সৈন্যকেই তাহাদের যোগ্যতানুসারে বেতনও প্রদান করা হইয়াছে ॥ ৯

ইহাদের মধ্যে কাহাকেও মিত্রগোষ্ঠী হইতে আনয়ন, সামান্য উপকার করিয়া, ভ্রাতৃ-বন্ধু-সম্বন্ধবশতঃ, সৌহাদবশতঃ কিংবা বল-প্রয়োগ করিয়া সম্মিলিত করা হয় নাই। কুলীন নহে, এরূপ ব্যক্তিকেও এই সৈন্যমধ্যে সংগ্রহ করা হয় নাই ॥ ১০

আমাদের সৈন্যমধ্যে যে সমস্ত লোক আছে, তাহারা সকলেই সমৃদ্ধিশালী ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাহাদের সম্বন্ধী, বন্ধু-বান্ধব সকলেই সন্তুষ্ট আছে। ইহারা সকলেই আমাদের বহু উপকার করিয়াছে এবং ইহারা যশস্বী ও মনস্বী ॥ ১১

স্বজনৈস্ত নরৈর্মুখ্যৈর্বহুশো দৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
লোকপালোপমৈস্তাত পালিতং লোকবিশ্রুতম্॥ ১২
বহুভিঃ ক্ষত্রিয়ৈর্গুপ্তং পৃথিব্যাং লোকসম্মতৈঃ।
অস্মানভিগতৈঃ কামাৎ সবলৈঃ সপদানুগৈঃ॥ ১৩
মহোদধিমিবাপূর্ণমাপগাভিঃ সমন্ততঃ।
অপক্ষৈঃ পক্ষিসঙ্কাশৈঃ রথৈর্নাগৈশ্চ সংবৃতম্॥ ১৪
নানাযোধজলং ভীমং বাহনোর্মিতরঙ্গিণম্।
ক্ষেপণ্যসি-গদা-শক্তি-শর-প্রাসসমাকুলম্॥ ১৫
ধ্বজভূষণসম্বাধং রত্নপট্টসুসঞ্চিতম্।
পরিধাবাদ্ভিরশ্বৈশ্চ বায়ুবেগবিকম্পিতম্॥ ১৬
অপারমিব গর্জন্তং সাগরপ্রতিমং মহৎ।
দ্রোণ-ভীষ্মাভিসংগুপ্তং গুপ্তঞ্চ কৃতবর্ম্মণা॥ ১৭
কৃপ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ জয়দ্রথমুখৈস্তথা।
ভগদত্তবিকর্ণাভ্যাং দ্রৌণিসৌবলবাহ্লিকৈঃ॥ ১৮
গুপ্তং প্রবীরৈর্লোকৈশ্চ সারবদ্ভির্মহাত্মভিঃ।
যদহন্যত সংগ্রামে দৈবমত্র পুরাতনম্॥ ১৯
নৈতাদৃশং সমুদ্যোগং দৃষ্টবন্তো হি মানুষাঃ।
ঋষয়ো বা মহাভাগাঃ পুরাণা ভুবি সঞ্জয়॥ ২০
ঈদৃশোঽপি বলৌঘস্তু সংযুক্তঃ শস্ত্রসম্পদা।
বধ্যতে যত্র সংগ্রামে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ॥ ২১
বিপরীতমিদং সর্ব্বং প্রতিভাতি হি সঞ্জয়।
যত্রেদৃশং বলং ঘোরং পাণ্ডবান্নাতরদ্ রণে॥ ২২
পাণ্ডবার্থায় নিয়তং দেবাস্তত্র সমাগতাঃ।
যুধ্যন্তে মামকং সৈন্যং যথাবধ্যত সঞ্জয়॥ ২৩
উক্তো হি বিদুরেণাহং হিতং পথ্যঞ্চ নিত্যশঃ।
ন চ জগ্রাহ তন্মন্দঃ পুত্রো দুর্য্যোধনো মম॥ ২৪

তাত! যাহাদের কার্য্য ও ব্যবহার কয়েক বার দেখা হইয়াছে, এরূপ মুখ্য মুখ্য স্বজনগণের দ্বারা, যাহারা লোকপালদিগের ন্যায় পরাক্রমশালী ও লোকসমূহে বিখ্যাত, তাহাদিগকেই এই সৈন্যমধ্যে পালন-পোষণ করা হইতেছে॥ ১২

যাহারা নিজেদের বীরত্বের জন্য জগতে প্রখ্যাত এবং সকল লোকের সম্মানিত, এরূপ বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় স্বীয় ইচ্ছাতেই নিজ সৈন্য ও সেবকগণের সহিত আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই সব ক্ষত্রিয়বৃন্দের দ্বারাই কৌরব-সৈন্যবাহিনী সর্ব্বদা সুরক্ষিত॥ ১৩

আমার সৈন্যবাহিনী মহাসাগরের ন্যায় সর্ব্বদিকেই পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় তীব্রবেগে গমন করিতে সমর্থ রথ ও হস্তিসকল সেইভাবে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, যেভাবে সমুদ্রে চারিদিক্ হইতে নদীসমূহ আসিয়া মিলিত হয়॥ ১৪

নানা প্রকারের যোদ্ধারাই এই সৈন্যরূপ ভয়ঙ্কর মহাসাগরের জল এবং বাহনসকলই ইহার ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারে উত্থিত তরঙ্গমালা। ইহাতে ক্ষেপণী, খড়্গ, গদা, শক্তি বাণ ও প্রাসাদি অস্ত্রসমূহ জলজন্তুগণের ন্যায় পূর্ণ হইয়া আছে॥ ১৫

ধ্বজ ও অলঙ্কারসমূহে পূর্ণ এই সৈন্যসমুদ্র রত্নজটিতপতাকা-শ্রেণীতে ব্যাপ্ত। ধাবমান অশ্বগুলিতে এই সৈন্যের যে চাঞ্চল্য, তাহাই হইল এই সমুদ্রের বায়ুবেগজনিত কম্পন। সাগরসদৃশ এই বিশাল সৈন্য দেখিতে অপার এবং নিরন্তর গর্জনরত॥

দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, বাহ্লীক ও শকুনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণ এবং অন্যান্য শক্তিশালী মহাত্মা বীরগণকর্ত্তৃক আমার এই সেনা সর্ব্বদা সুরক্ষিত।' এইরূপ সৈন্যরাও যদি সংগ্রামে নিহত হয়, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আমাদের পুরাতন প্রারব্ধই কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে॥ ১৬-১৯

সঞ্জয়! এই ভূতলে এত বিশাল সৈন্য-সমাবেশ মনুষ্যগণ কখনও দেখে নাই কিংবা প্রাচীন মহাভাগ ঋষিগণও ইহা কখনও দেখেন নাই॥ ২০

এরূপ বিশাল সৈন্যসমুদায় অস্ত্র-সম্পত্তিতে যুক্ত হইয়াও যদি সংগ্রামে বিনষ্ট হইতে থাকে, তবে ইহা ভাগ্য ব্যতীত আর কি কারণ থাকিতে পারে? ২১

সঞ্জয়! এই সব কিছুই আমার বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে যে, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সৈন্যসমূহও সেখানে যুদ্ধে পাণ্ডবগণের নিকট হইতে পার পাইবে না॥ ২২

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের জন্য দেবতারা আসিয়া আমার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, সেই জন্যই প্রত্যহ আমার সৈন্যরা নিহত হইতেছে॥ ২৩

বিদুর নিত্যই হিতকর ও লাভজনক উপদেশ আমাকে দিয়াছে, কিন্তু আমার মূর্খ পুত্র দুর্য্যোধন উহা গ্রাহ্য করে নাই। তাত! আমি মনে করি, মহাত্মা বিদুর সর্ব্বজ্ঞ; সেই কারণে প্রথমেই তাহার বুদ্ধিতে এ-সব বিষয় প্রকাশ পাইয়াছিল। আজ

তস্য মন্যে মতিঃ পূর্বং সর্বজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
আসীদ্ যথাগতং তাত যেন দৃষ্টমিদং পুরা ॥ ২৫
অথবা ভাব্যমেবং হি সঞ্জয়ৈতেন সর্বথা।
পুরা ধাত্রা যথা সৃষ্টং তৎ তথা নৈতদন্যথা ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রচিন্তায়াং ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

যাহা কিছু আমরা ফলভোগ করিতেছি, এ সমস্তই পূর্ব্বে বিদুরের দৃষ্টিতে উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৪-২৫

সঞ্জয়! অথবা এই সব কিছু এইরূপেই হইবার ছিল। বিধাতা যাহা পূর্ব্বে যেরূপ বিহিত করিয়াছেন, তৎসমস্ত সেইরূপেই হইয়া থাকে, উহাকে কেহই পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তাবিষয়ক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য, ধৃষ্টদ্যুম্নস্য দ্রোণাচার্য্যস্য চ পরাক্রমঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

আত্মদোষাৎ ত্বয়া রাজন্ প্রাপ্তং ব্যসনমীদৃশম।
ন হি দুর্য্যোধনস্তানি পশ্যতে ভরতর্ষভ ॥ ১
যানি ত্বং দৃষ্টবান্ রাজন্ ধর্মসঙ্করকারিতে।
তব দোষাৎ পুরা বৃত্তং দ্যূতমেব বিশাম্পতে ॥২
তব দোষেণ যুদ্ধঞ্চ প্রবৃত্তং সহ পাণ্ডবৈঃ।
ত্বমেবাদ্য ফলং ভুঙ্‌ক্তে কৃত্বা কিল্বিষমাত্মনা ॥ ৩
আত্মনৈব কৃতং কর্ম আত্মনৈবোপভুজ্যতে।
ইহ চ প্রেত্য বা রাজংস্ত্বয়া প্রাপ্তং যথাতথম্ ॥ ৪
তস্মাদ্ রাজন্ স্থিরো ভূত্বা প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ।
শৃণু যুদ্ধং যথাবৃত্তং শংসতো মে নরাধিপ ॥ ৫
ভীমসেনঃ সুনিশিতৈর্বাণৈর্ভিত্বা মহাচমূম্।
আসসাদ ততো বীরঃ সর্বান্ দুর্য্যোধনানুজান্ ॥ ৬
দুঃশাসনং দুর্বিষহং দুঃসহং দুর্মদং জয়ম্।
জয়ৎসেনং বিকর্ণঞ্চ চিত্রসেনং সুদর্শনম্ ॥ ৭
চারুচিত্রং সুবর্মাণং দুষ্কর্ণং কর্ণমেব চ।
এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূন্ সমীপস্থান্ মহারথান্ ॥ ৮
ধার্তরাষ্ট্রান্ সুসংক্রুদ্ধান্ দৃষ্ট্বা ভীমো মহারথঃ।
ভীষ্মেণ সমরে গুপ্তাং প্রবিবেশ মহাচমূম্ ॥ ৯

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন;—রাজন্! আপনি নিজের দোষেই এই সঙ্কট লাভ করিয়াছেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংমিশ্রণে উৎপন্ন যে দোষকে দেখিতে পান, উহা দুর্য্যোধন দেখিতে সমর্থ হন না। প্রজানাথ! আপনারই অপরাধে প্রথমে দ্যূতক্রীড়ার ঘটনা ঘটিয়াছিল ॥ ১-২

এবং আপনারই দোষে আজ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আপনি স্বয়ংই যে পাপ করিয়াছেন, উহারই ফল আজ আপনি ভোগ করিতেছেন ॥ ৩

রাজন্! ইহলোক অথবা পরলোকে নিজের কৃতকর্ম্মের ফল লোকে নিজেই ভোগ করিতে হয়; অতএব আপনি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, সেইরূপই ফলভোগ করিতেছেন ॥ ৪

রাজন্! নরেশ্বর! আপনি এই মহাসঙ্কট পাইয়াও স্থিরতা সহকারে যুদ্ধের যথার্থ বৃত্তান্ত আমি যেরূপ বর্ণনা করিতেছি, উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন ॥ ৫

বীর ভীমসেন তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আপনার বিশাল সৈনাবাহিনীকে বিদীর্ণ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের সকল ভ্রাতার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৬

দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুঃসহ, দুর্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুমিত্র, সুবর্ম্মা, দুষ্কর্ণ ও কর্ণ—ইঁহারা এবং আরও বহু আপনার যে সব মহারথী পুত্র তখন নিকটে ছিলেন, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত কুপিত দেখিয়া মহারথী ভীমসেন সমরাঙ্গনে ভীষ্মকর্ত্তৃক সুরক্ষিত বিশাল কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭-৯

অথালোক্য প্রবিষ্টং তমূচুস্তে সর্ব এব তু।
জীবগ্রাহং নিগৃহ্ণীমো বয়মেনং নরাধিপাঃ॥ ১০
স তৈঃ পরিবৃতঃ পার্থো ভ্রাতৃভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ।
প্রজাসংহরণে সূর্য্যঃ ক্রূরৈরিব মহাগ্রহৈঃ॥ ১১
সম্প্রাপ্য মধ্যং সৈন্যস্য ন ভীঃ পাণ্ডবমাবিশৎ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে মহেন্দ্রং প্রাপ্য দানবান্॥১২
ততঃ শতসহস্রাণি রথিনাং সর্বশঃ প্রভো।
উদ্যতানি শরৈস্তীব্রৈস্তমেকং পরিবব্রিরে॥ ১৩
স তেষাং প্রবরান্ যোধান্ হস্ত্যশ্ব-রথ-সাদিনঃ।
জঘান সমরে শূরো ধার্তরাষ্ট্রানচিন্তয়ন্॥ ১৪
তেষাং ব্যবসিতং জ্ঞাত্বা ভীমসেনো জিঘৃক্ষতাম্।
সমস্তানাং বধে রাজন্ মতিং চক্রে মহামনাঃ॥ ১৫
ততো রথং সমুৎসৃজ্য গদামাদায় পাণ্ডবঃ।
জঘান ধার্তরাষ্ট্রাণাং তং বলৌঘং মহার্ণবম্॥ ১৬

ভীমসেনকে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সেই সব নরপতিগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, আমরা এই ভীমসেনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিয়া লইব॥ ১০

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল ভ্রাতৃবৃন্দ কুন্তীকুমার ভীমসেনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন; তাহাতে মনে হইতে লাগিল যে, প্রজাসংহারকালে সূর্য্যদেবকে ক্রূর মহাগ্রহগণ পরিবেষ্টন করিয়াছে॥১১

কৌরবসৈন্যের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ভীমসেনের চিত্তে অল্প ভয়ও হইল না, যেরূপ দানবসৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অল্পও ভীত হন নাই॥ ১২

প্রভো! তারপর একাকী ভীমসেনের উপর তীব্র বাণবর্ষণ করিতে করিতে লক্ষ সংখ্যক রথী বীর যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া চারিদিক্ দিয়া তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া ফেলিলেন॥ ১৩

শৌর্য্যশালী বীর ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে কোনরূপ গ্রাহ্য না করিয়াই হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর বসিয়া যুদ্ধরত কৌরবগণের প্রধান প্রধান বীরবর্গকে সমরাঙ্গণে নিহত করিতে লাগিলেন॥১৪

রাজন্! তাঁহাকে বন্দী করিতে ইচ্ছুক সেই ক্ষত্রিয়গণের অভিপ্রায় জানিয়া মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাদের সকলকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন॥ ১৫

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন হস্তে গদা লইয়া রথ পরিত্যাগ তাহাই হইল সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই মহাসাগরতুল্য এই বিশাল সৈন্যকে বিনাশ করিতে লাগিলেন॥ ১৬

(গদয়া ভীমসেনেন তাড়িতা বারণোত্তমাঃ॥
ভিন্নকুম্ভা মহাকায়া ভিন্নপৃষ্ঠাস্তথৈব চ॥
ভিন্নগাত্রাঃ সহারোহাঃ শেরতে পর্বতা ইব।
রথাশ্চ ভগ্নাস্তিলশঃ সযোধাঃ শতশো রণে॥
অশ্বাশ্চ সাদিনশ্চৈব পদাতৈঃ সহ ভারত।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভীমসেনস্য বিক্রমম্॥
যদেকঃ সমরে রাজন্ বহুভিঃ সমযোধয়ৎ।
অন্তকালে প্রজাঃ সর্বা দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ॥)
ভীমসেনে প্রবিষ্টে তু ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি পার্ষতঃ।
দ্রোণমুৎসৃজ্য তরসা প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ॥
নিবার্য্য মহতীং সেনাং তাবকানাং নরর্ষভঃ।
আসসাদ রথং শূন্যং ভীমসেনস্য সংযুগে॥ ১৮
দৃষ্ট্বা বিশোকং সমরে ভীমসেনস্য সারথিম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ দুর্মনা গতচেতনঃ॥ ১৯

(ভীমসেনের গদার আঘাতে বড় বড় বিশালদেহ গজগণের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহাদের এক একটি অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল। এরূপ অবস্থায় তাহারা আরোহীদিগের সহিত ধরাশায়ী হইতে লাগিল, ইহাতে মনে হইল পর্ব্বত ধ্বসিয়া পড়িতেছে॥

ভারত! তিনি সেই রণক্ষেত্রে শত শত রথকে তাহাদের আরোহী যোদ্ধাগণের সহিত তিল তিল করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। অশ্ব ও তাহাদের আরোহিগণকেও পদাতিক সৈন্যের সহিত ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন॥

রাজন্! সেই যুদ্ধে আমরা ভীমসেনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। যেরূপ প্রলয়কালে যমরাজ হাতে দণ্ড লইয়া সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইনিও একাকী আপনার বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন)॥

ভীমসেন কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে পর দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নও দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে শকুনি যুদ্ধ করিতেছিলেন॥ ১৭

সেখানে আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের শূন্য রথের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১৮

মহারাজ! ভীমসেনের সারথি বিশোককে সমরাঙ্গণে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলেন॥ ১৯

অপৃচ্ছদ্ বাষ্পসংরুদ্ধো নিঃশ্বসন্ বাচমীরয়ন্।
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তমঃ ক্ব ভীম ইতি দুঃখিতঃ॥ ২০
বিশোকস্তমুবাচেদং ধৃষ্টদ্যুম্নং কৃতাঞ্জলিঃ।
সংস্থাপ্য মামিহ বলী পাণ্ডবেয়ঃ পরাক্রমী॥ ২১
প্রবিষ্টো ধার্তরাষ্ট্রাণামেতদ্ বলমহার্ণবম্।
মামুক্ত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রীতিযুক্তমিদং বচঃ॥ ২২
প্রতিপালয় মাং সূত নিয়ম্যাশ্বান্ মুহূর্তকম্।
যাবদেতান্ নিহন্ম্যাশু য ইমে মদ্বধোদ্যতাঃ॥ ২৩
ততো দৃষ্ট্বা প্রধাবন্তং গদাহস্তং মহাবলম্।
সর্বেষামেব সৈন্যানাং সংহর্ষঃ সমজায়ত॥ ২৪
তস্মিন্ সুতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে ভয়ানকে।
ভিত্ত্বা রাজন্ মহাব্যূহং প্রবিবেশ বৃকোদরঃ॥ ২৫
বিশোকস্য বচঃ শ্রুত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ পার্ষতঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সূতং রণমধ্যে মহাবলঃ॥ ২৬
ন হি মে জীবিতেনাপি বিদ্যতেঽদ্য প্রয়োজনম্।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অশ্রুসিক্ত হইয়া বাষ্পগদ্গদ্ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশোক! আমার প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় ভীমসেন কোথায়? এই কথা বলিয়াই তিনি দুঃখিত হইয়া পড়িলেন॥ ২০

তখন বিশোক কৃতাঞ্জলি হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিল,—প্রভো! পরাক্রমী ও বলবান্ পাণ্ডুনন্দন আমাকে এখানে রাখিয়া কৌরবগণের এই সৈন্যসাগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন॥

যাইবার সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমাকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে এই কথা বলিলেন যে, সূত! তুমি মুহূর্ত্তকাল এই অশ্বগণকে স্ববশে রাখিয়া এই স্থানে সেই পর্য্যন্ত আমার জন্য প্রতীক্ষা কর, যে পর্য্যন্ত এইসব যোদ্ধা আমাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের আজ বধ করত ফিরিয়া না আসি॥ ২১-২৩

তদনন্তর হাতে গদা লইয়া মহাবল ভীমসেনকে ধাবিত হইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল॥ ২৪

রাজন্! সেই ভয়ঙ্কর ও তুমুল যুদ্ধে ভীমসেন এই মহাব্যূহকে ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ২৫

বিশোকের এই কথা শুনিয়া মহাবল দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সমরাঙ্গণে তাঁহার সারথিকে এই কথা বলিলেন॥ ২৬

সারথে! যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া ও পাণ্ডবগণের স্নেহ পরিহার করিয়া এখন আমার জীবনধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই॥ ২৭

ভীমসেনং রণে হিত্বা স্নেহমুৎসৃজ্য পাণ্ডবৈঃ॥ ২৭
যদি যামি বিনা ভীমং কিং মাং ক্ষত্রং বদিষ্যতি।
একায়নগতে ভীমে ময়ি চাবস্থিতে যুধি॥ ২৮
অস্বস্তি তস্য কুর্বন্তি দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
যঃ সহায়ান্ পরিত্যজ্য স্বস্তিমানাব্রজেদ্ গৃহম্॥ ২৯
মম ভীমঃ সখা চৈব সম্বন্ধী চ মহাবলঃ।
ভক্তোঽস্মান্ ভক্তিমাংশ্চাহং তমপ্যরিনিষূদনম্॥ ৩০
সোঽহং তত্র গমিষ্যামি যত্র যাতো বৃকোদরঃ।
নিঘ্নন্তং মাং রিপূন্ পশ্য দানবানিব বাসবম্॥ ৩১
এবমুক্ত্বা ততো বীরো যযৌ মধ্যেন ভারত।
ভীমসেনস্য মার্গেষু গদাপ্রমথিতৈর্গজৈঃ॥ ৩২
স দদর্শ তদা ভীমং দহন্তং রিপুবাহিনীম্।
বাতো বৃক্ষানিব বলাৎ প্রভঞ্জন্তং রণে রিপূন্॥ ৩৩
তে বধ্যমানাঃ সমরে রথিনঃ সাদিনস্তথা।
পাদাতা দন্তিনশ্চৈব চক্রুরার্তস্বরং মহৎ॥ ৩৪

ভীমসেন একাকী যুদ্ধের পথে চলিয়া গিয়াছেন এবং আমিও এখন সেই যুদ্ধস্থলেই উপস্থিত হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় যদি ভীমসেনকে না লইয়া আমি ফিরিয়া যাই, তবে ক্ষত্রিয়সমাজ আমাকে কি বলিবেন? ২৮

যে ব্যক্তি স্বীয় সহায়কগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কুশলতার সহিত যুদ্ধ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার অনিষ্ট করেন॥ ২৯

মহাবল ভীমসেন আমার সখা ও সম্বন্ধী। তিনি আমাদের সকলের ভক্ত এবং আমিও সেই শত্রুসূদন ভীমসেনের ভক্ত॥ ৩০

অতএব আমিও সেইস্থানে যাইব, যেস্থানে ভীমসেন গিয়াছেন। দেখ, যেরূপ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিব॥ ৩১

ভারত! এই কথা বলিয়া বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই পথের মধ্যে ভীমসেনের গদার আঘাতে বহু হাতী নিহত হইয়া পড়িয়া আছে॥ ৩২

সেই সময় কিছুদূর গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে শত্রুসৈন্য দগ্ধ করিতে দেখিলেন। যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভীমসেনও রণাঙ্গনে শত্রুগণকে সংহার করিতেছিলেন॥ ৩৩

সমরাঙ্গণে ভীমসেন কর্ত্তৃক প্রহৃত (আঘাতপ্রাপ্ত) বহু রথী,

হাহাকারশ্চ সংজজ্ঞে তব সৈন্যস্য মারিষ।
বধ্যতো ভীমসেনেন কৃতিনা চিত্রযোধিনা ॥ ৩৫
ততঃ কৃতাস্ত্রাস্তে সর্বে পরিবার্য্য বৃকোদরম্।
অভীতাঃ সমবর্ত্তন্ত শস্ত্রবৃষ্ট্যা পরন্তপ ॥ ৩৬
অভিদ্রুতং শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠং
সমন্ততঃ পাণ্ডবং লোকবীরঃ।
সৈন্যেন ঘোরেণ সুসংহিতেন
দৃষ্ট্বা বলী পার্ষতো ভীমসেনম্ ॥ ৩৭
অথোপগচ্ছচ্ছরবিক্ষতাঙ্গং
পদাতিনং ক্রোধবিষং বমন্তম্।
আশ্বাসয়ন্ পার্ষতো ভীমসেনং
গদাহস্তং কালমিবান্তকালে ॥ ৩৮
বিশল্যমেনঞ্চ চকার তূর্ণ-
মারোপয়চ্চাত্মরথে মহাত্মা।
ভৃশং পরিষ্বজ্য চ ভীমসেন-
মাশ্বাসয়ামাস চ শত্রুমধ্যে ॥ ৩৯

ভ্রাতৄনথোপেত্য তবাপি পুত্র-
স্তস্মিন্ বিমর্দে মহতি প্রবৃত্তে।
অয়ং দুরাত্মা দ্রুপদস্য পুত্রঃ
সমাগতো ভীমসেনেন সার্ধম্ ॥ ৪০
তং যাম সর্বে মহতা বলেন
মা বো রিপুঃ প্রার্থয়তামনীকম্।
শ্রুত্বা তু বাক্যং তমমৃষ্যমাণা
জ্যেষ্ঠাজ্ঞয়া নোদিতা ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৪১
বধায় নিষ্পেতুরুদায়ুধাস্তে
যুগক্ষয়ে কেতবো যদ্বদুগ্রাঃ।
প্রগৃহ্য চাস্ত্রাণি ধনূংষি বীরা
জ্যাং নেমিঘোষৈঃ প্রবিকম্পয়ন্তঃ ॥ ৪২
শরৈরবর্ষন্ দ্রুপদস্য পুত্রং
যথাম্বুদা ভূধরং বারিজালৈঃ।
নিহত্য তাংশ্চাপি শরৈঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
র্ন বিব্যথে সমরে চিত্রযোধী ॥ ৪৩

অশ্বারোহী, পদাতিক ও আরোহী-সহ হস্তী উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে ॥ ৩৪

আর্য্য! বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধরত বিদ্বান্ ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত আপনার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৩৫

শত্রুতাপন নরেশ! তদনন্তর বহু অস্ত্রে অভিজ্ঞ সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা ভীমসেনকে চারিদিকে ঘিরিয়া অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে নির্ভয় হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল ॥ ৩৬

বিশ্ববিখ্যাত বীর বলবান্ দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখিলেন,—অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর চারিদিক্ হইতে আক্রমণ হইতেছে। অত্যন্ত সংগঠিত হইয়া ভয়ঙ্কর সৈন্যরা তাঁহার উপর ধাবিত হইতেছে॥ ইহা দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে আশ্বাসপ্রদান করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গই বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, তথাপি তিনি পাদচারী হইয়া ক্রোধরূপ বিষ উদ্গিরণ করিতেছেন এবং হাতে গদা লইয়া প্রলয়কালীন যমরাজের ন্যায় দুর্দ্দর্শ হইয়াছেন ॥ ৩৭-৩৮

মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি দ্রুত তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন এবং তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট বাণসমূহ নিঃসারণ করিয়া দিলেন। শত্রুগণের মধ্যেই তিনি ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ॥ ৩৯

সেই মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—এই দুরাত্মা দ্রুপদপুত্র আসিয়া ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ৪০

এখন আমরা বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত ইহাদের উপর আক্রমণ করিব, যাহাতে আমার ও তোমাদের এই শত্রু আমাদের এই সৈন্যের কোনরূপ হানি করিবার ইচ্ছা না করিতে পারে। দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া আপনার সকল পুত্রগণ, যাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের উপস্থিতি সহ্য করিতে পারেন নাই; তাঁহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনের আদেশে প্রেরিত হইয়া প্রলয়কালের ভয়ঙ্কর কেতুর ন্যায় হাতে অস্ত্র গ্রহণকরত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ইঁহারা সকলে নিজ নিজ হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং রথের চক্রকাষ্ঠের ঘর্ঘর শব্দের সহিত ধনুর গুণকেও কম্পিত করিতে করিতে টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২

যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করিয়া প্লাবিত করে, সেইরূপ ইঁহারাও দ্রুপদপুত্রের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে নিপুণ

সমভ্যুদীর্ণাংশ্চ তবাত্মজাংস্তথা
নিশম্য বীরানভিতঃ স্থিতান্ রণে।
জিঘাংসুরুগ্রং দ্রুপদাত্মজো যুবা
প্রমোহনাস্ত্রং যুযুজে মহারথঃ ॥ ৪৪
ক্রুদ্ধো ভৃশং তব পুত্রেষু রাজন্
দৈত্যেষু যদ্বৎ সমরে মহেন্দ্রঃ।
ততো ব্যমুহ্যন্ত রণে নৃবীরাঃ
প্রমোহিনাস্ত্রাহতবুদ্ধিসত্ত্বাঃ ॥ ৪৫
প্রদুদ্রুবুঃ কুরবশ্চৈব সর্বে
সবাজিনাগাঃ সরথাঃ সমন্তাৎ।
পরীতকালানিব নষ্টসংজ্ঞান্
মোহোপেতাংস্তব পুত্রান্ নিশম্য ॥৪৬
এতস্মিন্নেব কালে তু দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
দ্রুপদং ত্রিভিরাসাদ্য শরৈর্বিব্যাধ দারুণৈঃ ॥ ৪৭
সোঽতিবিদ্ধস্ততো রাজন্ রণে দ্রোণেন পার্থিবঃ।
অপায়াদ্ দ্রুপদো রাজন্ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৮
জিত্বা তু দ্রুপদং দ্রোণঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।
তস্য শঙ্খস্বনং শ্রুত্বা বিত্রেসুঃ সর্বসোমকাঃ ॥ ৪৯
অথ শুশ্রাব তেজস্বী দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
প্রমোহনাস্ত্রেণ রণে মোহিতানাত্মজাংস্তব ॥ ৫০
ততো দ্রোণো মহারাজ ত্বরিতোঽভ্যাযযৌ রণাৎ।
তত্রাপশ্যন্মহেষ্বাসো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫১
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ ভীমঞ্চ বিচরন্তৌ মহারণে।
মোহাবিষ্টাংশ্চ তে পুত্রানপশ্যৎ স মহারথঃ ॥ ৫২
ততঃ প্রজ্ঞাস্ত্রমাদায় মোহনাস্ত্রং ব্যনাশয়ৎ।
অথ প্রত্যাগতপ্রাণাস্তব পুত্রা মহারথাঃ ॥ ৫৩
পুনর্যুদ্ধায় সমরে প্রযযুর্ভীমপার্ষতৌ।
ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ সমাহূয় স্বসৈনিকান্ ॥ ৫৪
গচ্ছন্তু পদবীং শক্ত্যা ভীমপার্ষতয়োর্যুধি।
সৌভদ্রপ্রমুখা বীরা রথা দ্বাদশ দংশিতাঃ ॥ ৫৫

ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সমরাঙ্গণে স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই গুরুতর আহত করিয়া স্বয়ং অল্পও ব্যথিত হইলেন না। ৪৩

যুদ্ধের সম্মুখে অবস্থিত আপনার বীর পুত্রদিগকে অগ্রসর হইতে ও প্রচণ্ড হইতে দেখিয়া নবযুবক মহারথী দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগকে বধ করিবার বাসনায় ভয়ঙ্কর প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৪

রাজন্! যেরূপ যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণের উপর কুপিত হন, সেইরূপ আপনার পুত্রদিগের উপর ধৃষ্টদ্যুম্নের ক্রোধ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার মোহনাস্ত্র প্রয়োগে নিজেদের চৈতন্য ও ধৈর্য্য হারাইয়া আপনার নরবীর পুত্রগণ রণস্থলে মোহিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৫

আপনার পুত্রগণকে মোহিত ও মৃততুল্য অচেতন হইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব-সৈন্যরাই হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৬

এই সময় অপর দিকে শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদের নিকট যাইয়া তাঁহাকে তিনটি ভয়ঙ্কর বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৭

রাজন্! তখন রণভূমিতে দ্রোণকর্তৃক গুরুতর আহত হইয়া রাজা দ্রুপদ পূর্ব্বেকার শত্রুতার কথা স্মরণ করত সেখান হইতে দূরে সরিয়া গেলেন ॥ ৪৮

দ্রুপদকে জয় করিয়া প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য স্বীয় শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাঁহার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত সোমক ক্ষত্রিয়গণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯

তদনন্তর শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য শ্রবণ করিলেন যে, আপনার পুত্রগণ রণভূমিতে প্রমোহন অস্ত্রে মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৫০

মহারাজ! ইহা শুনিয়াই মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য অতিসত্বর সেই যুদ্ধস্থল হইতে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে আসিয়া মহারথী দ্রোণাচার্য্য দেখিলেন যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার পুত্রগণ মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৫১-৫২

তখন তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র লইয়া তাহাদ্বারা মোহনাস্ত্রকে নাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে আপনার মহারথী পুত্রগণের মধ্যে পুনরায় চেতনা শক্তি ফিরিয়া আসিল ॥ ৫৩

তারপর তিনি সেই সমরাঙ্গণে পুনরায় যুদ্ধের জন্য ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে চলিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া নিকটে আনাইয়া বলিলেন—তোমরা সকলে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধস্থলে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের

প্রবৃত্তিমধিগচ্ছন্তু ন হি শুধ্যতি মে মনঃ।
ত এবং সমনুজ্ঞাতাঃ শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥ ৫৬
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তু সর্বে পুরুষমানিনঃ।
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে প্রযযুঃ সর্ব এব হি ॥ ৫৭
কেকয়া দ্রৌপদেয়াশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ বীর্য্যবান্।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য মহত্যা সেনয়া বৃতাঃ ॥ ৫৮
তে কৃত্বা সমরব্যূহং সূচীমুখমরিন্দমাঃ।
বিভিদুর্ধার্তরাষ্ট্রাণাং তদ্ রথানীকমাহবে ॥ ৫৯
তান্ প্রযাতান্ মহেষ্বাসানভিমন্যুপুরোগমান্।
ভীমসেনভয়াবিষ্টা ধৃষ্টদ্যুম্নবিমোহিতা ॥ ৬০
ন সংবারয়িতুং শক্তা তব সেনা জনাধিপ।
মদমূর্চ্ছান্বিতাত্মা বৈ প্রমদেবাধ্বনি স্থিতা ॥ ৬১
তেঽভিজাতা মহেষ্বাসাঃ সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ।
পরীপ্সন্তোঽভ্যধাবন্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন-বৃকোদরৌ ॥ ৬২

পথ অনুসরণ কর। অভিমন্যু প্রভৃতি দ্বাদশজন বীর মহারথী কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদসংগ্রহ করুক। কারণ এখন আমার মন ইহাদের বিষয়ে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে ॥

যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ আজ্ঞা পাইয়া পরাক্রমপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত সেই পুরুষমানী সমস্ত শৌর্য্যশালী বীরগণ "আচ্ছা, তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া সূর্য্য দিনের দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হইলে সেই সময় সেখান হইতে যাত্রা করিলেন ॥ ৫৪-৫৭

অভিমন্যুকে অগ্রে রাখিয়া বিশাল সৈন্যপরিবেষ্টিত পঞ্চ কেকয়-রাজকুমার, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরাক্রমী ধৃষ্টকেতু—এই সব শত্রুদমন বীরবরগণ সূচীমুখনামক সমরব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার পুত্রদিগের সৈন্যসমুদায়কে রণক্ষেত্রে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮-৫৯

জনেশ্বর! আপনার সৈন্যরা তখন ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহারা অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। মদ ও মূর্চ্ছার বশীভূতা মদমত্তা স্ত্রীর ন্যায় তাহারা যুদ্ধপথে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ৬০-৬১

সুবর্ণনির্ম্মিত ধ্বজ-সুশোভিত সেই মহাধনুর্দ্ধর কুলীন যোদ্ধারা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্রবেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তৌ চ দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসাবভিমন্যুপুরোগমান্।
বভূবতুর্মুদা যুক্তৌ নিঘ্নন্তৌ তব বাহিনীম্ ॥ ৬৩
(দ্রোণমিষ্বস্ত্রকুশলং সর্ববিদ্যাসু পারগম্)
দৃষ্ট্বা তু সহসায়ান্তং পাঞ্চাল্যো গুরুমাত্মনঃ।
নাশংসত বধং বীরঃ পুত্রাণাং তব ভারত ॥ ৬৪
ততো রথং সমারোপ্য কৈকেয়স্য বৃকোদরম্।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো দ্রোণমিষ্বস্ত্রপারগম্ ॥ ৬৫
তস্যাভিপততস্তূর্ণং ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ বাণেন ধনুঃ শত্রুনিবর্হণঃ ॥ ৬৬
অন্যাংশ্চ শতশো বাণান্ প্রেষয়ামাস পার্ষতে।
দুর্য্যোধনহিতার্থায় ভর্তৃপিণ্ডমনুস্মরন্ ॥ ৬৭
অথান্যদ্ ধনুরাদায় পার্ষতঃ পরবীরহা।
দ্রোণং বিব্যাধ বিংশত্যা রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৬৮

সেই দুই মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেন অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণকে সহায়তার জন্য আসিতে দেখিয়া হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া পড়িলেন এবং আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

ভারত! পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুর্বেদে কুশল ও সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ নিজ গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সহসা সেখানে আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্রদিগের বধের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন ॥ ৬৪

তারপর ভীমসেনকে কেকয়রাজকুমারের রথে আরোহণ করাইয়া দিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্রবিদ্যায় পারগামী বিদ্বান্ দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৫

তখন শত্রুবিনাশক প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়া স্বীয় অভিমুখে আগত ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু অতিসত্বর একবাণে ছিন্ন করিলেন ॥ ৬৬

তাহার পর দুর্য্যোধনের হিতের জন্য ভরণপোষণকারী তাঁহার প্রদত্ত অন্নের বিষয় স্মরণ করিতে করিতে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আরও অন্যবিধ শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৭

অনন্তর শত্রুবীরনাশী ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু গ্রহণ করত প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ন ধারালকৃত ও স্বর্ণনির্ম্মিত পঙ্খভূষিত বিশটি বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬৮

তস্য দ্রোণঃ পুনশ্চাপং চিচ্ছেদামিত্রকর্ষণঃ।
হয়াংশ্চ চতুরস্তূর্ণং চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৬৯
বৈবস্বতক্ষয়ং ঘোরং প্রেষয়ামাস ভারত।
সারথিং চাস্য ভল্লেন প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ৭০
হতাশ্বাৎ স রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য মহারথঃ।
আরুরোহ মহাবাহুরভিমন্যোর্মহারথম্ ॥ ৭১
ততঃ সরথনাগাশ্বা সমকম্পত বাহিনী।
পশ্যতো ভীমসেনস্য পার্ষতস্য চ পশ্যতঃ ॥ ৭২
তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা দ্রোণেনামিততেজসা।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং সমস্তাস্তে মহারথাঃ ॥ ৭৩
বধ্যমানং তু তৎ সৈন্যং দ্রোণেন নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ব্যভ্রমৎ তত্র তত্রৈব ক্ষোভ্যমাণ ইবার্ণবঃ ॥ ৭৪
তথা দৃষ্ট্বা চ তৎ সৈন্যং জহৃষে তাবকং বলম্।
দৃষ্ট্বাচার্য্যং সুসংক্রুদ্ধং পতন্তং রিপুবাহিনীম্।
চুক্রুশুঃ সর্বতো যোধাঃ সাধু সাধ্বিতি ভারত ॥৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে দ্রোণপরাক্রমে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

তখন শত্রুসূদন দ্রোণাচার্য্য পুনরায় ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং চারিটি উত্তম বাণে তাঁহার চার অশ্বকে দ্রুত ভয়ানক যমগৃহে পাঠাইলেন। ভারত! তারপর অন্য একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬৯-৭০

অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে মহারথী মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অভিমন্যুর বিশাল রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৭১

তদনন্তর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দৃষ্টিগোচরেই রথ, অশ্ব ও অশ্বারোহী সহ সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যগণ কাঁপিতে লাগিল ॥ ৭২

অমিততেজস্বী আচার্য্য দ্রোণকর্তৃক স্বীয় সৈন্যের ব্যূহ ভঙ্গ হইতে দেখিয়া সেই সব মহারথী বীরবৃন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ৭৩

দ্রোণাচার্য্যের তীক্ষ্ণবাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৭৪

দ্রোণাচার্য্যকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে এবং পাণ্ডব-সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের অতিশয় আনন্দ হইল। ভারত! তখন আপনার সকল সৈন্য চারিদিক্ হইতে দ্রোণাচার্য্যকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ৭৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহা- ভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রমবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা মোহাৎ প্রত্যাগতস্তদা।
শরবর্ষৈঃ পুনর্ভীমং প্রত্যবারয়দচ্যুতম্ ॥ ১
একীভূতাস্ততশ্চৈব তব পুত্রা মহারথাঃ।
সমেত্য সমরে ভীমং যোধয়ামাসুরুদ্যতাঃ ॥ ২
ভীমসেনোঽপি সমরে সম্প্রাপ্য স্বরথং পুনঃ।
সমারুহ্য মহাবাহুর্যযৌ যেন তবাত্মজঃ ॥ ৩

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর (মোহনাস্ত্রজনিত) মোহ হইতে মুক্ত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন স্বপরাক্রম হইতে অবিচ্যুত ভীমসেনকে পুনরায় বহু বাণবর্ষণে প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তারপর আপনার সকল মহারথী পুত্রগণ সমরাঙ্গণে একত্রিত হইয়া উত্তম সহকারে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২

মহাবাহু ভীমসেনও যুদ্ধস্থলে পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া সেই পথে গমন করিলেন, যে পথে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩

প্রগৃহ্য চ মহাবেগং পরাসুকরণং দৃঢ়ম্।
সজ্জং শরাসনং সংখ্যে শরৈর্বিব্যাধ তে সুতম্ ॥ ৪
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ভীমসেনং মহাবলম্।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন ভৃশং মর্ম্মণ্যতাড়য়ৎ ॥ ৫
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসস্তব পুত্রেণ ধন্বিনা।
ক্রোধসংরক্তনয়নো বেগেনাক্ষিপ্য কার্মুকম্ ॥ ৬
দুর্য্যোধনং ত্রিভির্বাণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
স তত্র শুশুভে রাজা শিখরৈর্গিরিরাড়িব ॥ ৭
তৌ দৃষ্ট্বা সমরে ক্রুদ্ধৌ বিনিঘ্নন্তৌ পরস্পরম্।
দুর্য্যোধনানুজাঃ সর্বে শূরাঃ সন্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ৮
সংস্মৃত্য মন্ত্রিতং পূর্বং নিগ্রহে ভীমকর্ম্মণঃ।
নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা নিগ্রহীতুং প্রচক্রমুঃ ॥ ৯
তানাপতত এবাজৌ ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ মহারাজ গজঃ প্রতিগজানিব ॥ ১০
ভৃশং ক্রুদ্ধশ্চ তেজস্বী নারাচেন সমার্পয়ৎ।
চিত্রসেনং মহারাজ তব পুত্রং মহাযশাঃ ॥ ১১
তথেতরাংস্তব সুতাংস্তাড়য়ামাস ভারত।
শরৈর্বহুবিধৈঃ সংখ্যে রুক্মপুঙ্খৈঃ সুতেজনৈঃ ॥ ১২
ততঃ সংস্থাপ্য সমরে তান্যনীকানি সর্বশঃ।
অভিমন্যুপ্রভৃতয়স্তে দ্বাদশ মহারথাঃ ॥ ১৩
প্রেষিতা ধর্মরাজেন ভীমসেনপদানুগাঃ।
প্রতিজগ্মুর্মহারাজ তব পুত্রান্ মহাবলান্ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা রথস্থাংস্তান্ শূরান্ সূর্য্যাগ্নিসমতেজসঃ।
সর্বানেব মহেষ্বাসান্ ভ্রাজমানান্ শ্রিয়া বৃতান্ ॥ ১৫
মহাহবে দীপ্যমানান্ সুবর্ণমুকুটোজ্জ্বলান্।
তত্যজুঃ সমরে ভীমং তব পুত্রা মহাবলাঃ ॥১৬
তান্ নামৃষ্যত কৌন্তেয়ো জীবমানা গতা ইতি।
অন্বীয় চ পুনঃ সর্বাংস্তব পুত্রানপীড়য়ৎ ॥ ১৭
অথাভিমন্যুং সমরে ভীমসেনেন সঙ্গতম্।
পার্ষতেন চ সম্প্রেক্ষ্য তব সৈন্যে মহারথাঃ ॥ ১৮

তিনি যুদ্ধস্থলে প্রাণান্তকর মহাবেগশালী সুদৃঢ় ধনু লইয়া তাহাতে গুণারোপণ করিলেন এবং প্রভূত বাণ নিক্ষেপ করিয়া আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪

তখন রাজা দুর্য্যোধন মহাবল ভীমসেনের মর্ম্মস্থলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ একটি নারাচে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ৫

আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বেগের সহিত ধনু আকর্ষণ করিলেন এবং তিনটি বাণে দুর্য্যোধনের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। এই তিনটি বাণদ্বারা রাজা দুর্য্যোধন তিনটি শিখরবিশিষ্ট পর্ব্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬-৭

ক্রুদ্ধ এই দুই বীরকে সমরাঙ্গণে পরস্পরের উপর প্রহার করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সকল বীর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দ প্রাণের মায়া ত্যাগ করত ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীমসেনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিবার বিষয়ে পূর্ব্ব পরামর্শ স্মরণ করিয়া এক দৃঢ়নিশ্চয় পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিতে উদ্যোগী হইলেন ॥ ৮-৯

মহারাজ! তিনি যুদ্ধে আক্রমণ করিতে দেখিয়া যেরূপ কোন হস্তী স্বীয় বিপক্ষভূত হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ মহাবল ভীমসেন তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ১০

নরেশ্বর! মহাযশস্বী এবং তেজস্বী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তখন আপনার পুত্র চিত্রসেনের উপর একটি নারাচ প্রহার করিলেন ॥ ১১

ভারত! এইরূপ রণভূমিতে স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত অতিশয় তীক্ষ্ণ বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা আপনার অন্য পুত্রদিগকেও তাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১২

মহারাজ! তাহার পর স্বীয় সৈন্যগণকে সর্ব্বপ্রকারে সমরভূমিতে স্থাপিত করিয়া ভীমসেনের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক গমনরত সেই অভিমন্যু প্রভৃতি বার জন মহারথী, যাঁহাদিগকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনার মহাবল পুত্রগণের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১৩-১৪

ইঁহারা সকলেই রথের উপর উপবিষ্ট, শৌর্য্যশালী বীর, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মহাধনুর্দ্ধর, উত্তম শোভায় প্রকাশমান, সুবর্ণময় মুকুটে সমুজ্জ্বল এবং দেদীপ্যমান ছিলেন। এই মহাসমরে ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহাবল পুত্রগণ ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন ॥ ১৫-১৬

কিন্তু তাঁহারা জীবিত অবস্থায় চলিয়া যাইলেন, ইহা ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখন পুনরায় আপনার পুত্রদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় বাণে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

এদিকে সেই সমরাঙ্গণে অভিমন্যুকে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া সৈন্যমধ্যে আপনার দুর্য্যোধনাদি

দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
ভৃশমশ্বৈঃ প্রজবিতৈঃ প্রযযুর্যত্র তে রথাঃ ॥ ১৯
অপরাহ্ণে মহারাজ প্রাবর্ত্তত মহারণঃ।
তাবকানাঞ্চ বলিনাং পরেষাঞ্চৈব ভারত ॥ ২০
অভিমন্যুর্বিকর্ণস্য হয়ান্ হত্বা মহাহবে।
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ ॥ ২১
হতাশ্বং রথমুৎসৃজ্য বিকর্ণস্তু মহারথঃ।
আরুরোহ রথং রাজংশ্চিত্রসেনস্য ভারত ॥ ২২
স্থিতাবেকরথে তৌ তু ভ্রাতরৌ কুলবর্ধনৌ।
আর্জুনিঃ শরজালেন চ্ছাদয়ামাস ভারত ॥ ২৩
চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ কার্ষ্ণিং পঞ্চভিরায়সৈঃ।
বিব্যাধ তেন চাকম্পৎ কার্ষ্ণির্মেরুরিব স্থিতঃ ॥ ২৪
দুঃশাসনস্তু সমরে কেকয়ান্ পঞ্চ মারিষ।
যোধয়ামাস রাজেন্দ্র তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৫

দ্রৌপদেয়া রণে ক্রুদ্ধা দুর্য্যোধনমবারয়ন্।
শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পুত্রং তব বিশাম্পতে ॥ ২৬
পুত্রোঽপি তব দুর্ধর্ষো দ্রৌপদ্যাস্তনয়ান্ রণে।
সায়কৈর্নিশিতৈ রাজন্নাজঘান পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
তৈশ্চাপি বিদ্ধঃ শুশুভে রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
গিরিঃ প্রস্রবণৈর্যদ্বদ্ গৈরিকাদিবিমিশ্রিতৈঃ ॥ ২৮
ভীষ্মোঽপি সমরে রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
কালয়ামাস বলবান্ পালঃ পশুগণানিব ॥ ২৯
ততো গাণ্ডীবনির্ঘোষঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
দক্ষিণেন বরূথিন্যাঃ পার্থস্যারীন্ বিনিঘ্নতঃ ॥ ৩০
উত্তস্থুঃ সমরে তত্র কবন্ধানি সমন্ততঃ।
কুরূণাঞ্চৈব সৈন্যেষু পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
শোণিতোদং শরাবর্ত্তং গজদ্বীপং হয়োর্মিণম্।
রথনৌভির্নরব্যাঘ্রাঃ প্রতেরুঃ সৈন্যসাগরম্ ॥ ৩২

মহারথী পুত্রগণ হাতে ধনু ধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত বেগশালী অশ্বসমূহে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে সেই পাণ্ডবপক্ষের বার জন মহারথী বীর বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৮-১৯

মহারাজ! ভরতনন্দন! তখন অপরাহ্ণকালে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের অত্যন্ত বলবান্ যোদ্ধাদিগের মধ্যে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ২০

অভিমন্যু সেই মহাযুদ্ধে বিকর্ণের অশ্বগণকে নিহত করিয়া স্বয়ং বিকর্ণকেও পঁচিশ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

রাজন্! ভরতবংশধর! অশ্ব নিহত হইলে মহারথী বিকর্ণ নিজ রথ ত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ২২

হে ভারত! অর্জুননন্দন অভিমন্যু তখন একরথে উপবিষ্ট সেই দুই বংশবর্দ্ধক ভ্রাতাকে স্বীয় বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

চিত্রসেন এবং বিকর্ণও লৌহনির্ম্মিত পাঁচটি বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সেই আঘাতে অর্জুননন্দন অভিমন্যু বিচলিত হইলেন না, বরং মেরুপর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

আর্য্য! রাজেন্দ্র! দুঃশাসন একাকীই সমরভূমিতে পঞ্চ কেকয়রাজকুমারের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহা এক তখন যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২৫

প্রজানাথ! যুদ্ধে কুপিত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিষধর সর্পতুল্য আকারবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর বাণদ্বারা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ২৬

রাজন্! তখন আপনার দুর্দ্ধর্ষ পুত্র দুর্য্যোধনও তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রণাঙ্গনে দ্রৌপদীর পঞ্চ (প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি শতানীক ও শ্রুতসেন) পুত্রের উপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রহার করিলেন ॥ ২৭

আবার তাঁহাদের দ্বারাও অত্যন্ত আহত হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রক্তে পরিপ্লুত হইয়া যাইলেন এবং গেরুয়া প্রভৃতি ধাতুসমূহ মিশ্রিত ঝরণার জলযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

রাজন্! তদনন্তর বলবান্ ভীষ্মও সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সেইভাবে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন, যেভাবে পশুপালক পশুগণকে সজ্যবদ্ধ করিয়া লইয়া যায় ॥ ২৯

প্রজানাথ! তদনন্তর শত্রুসংহারে নিরত অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনিও সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণভাগ হইতে উত্থিত হইল ॥ ৩০

ভারত! সেখানে সমরাঙ্গণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে চারিদিকে কবন্ধসমূহ (মুণ্ডহীন শবদেহসমূহ) উঠিতে লাগিল ॥ ৩১

সেখানে সৈন্যবাহিনী একটি সমুদ্রের ন্যায় ছিল। রক্ত তাহার জল, বাণ আবর্ত্ত, হাতী দ্বীপ এবং অশ্ব তরঙ্গের তুল্য

ছিন্নহস্তা বিকবচা বিদেহাশ্চ নরোত্তমাঃ।
দৃশ্যন্তে পতিতাস্তত্র শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৩৩
নিহতৈর্মত্তমাতঙ্গৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ।
ভূর্ভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতৈরাচিতা যথা॥ ৩৪
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব তেষাঞ্চ ভারত।
ন তত্রাসীৎ পুমান্ কশ্চিদ্ যোযুদ্ধং নাভিকাঙ্‌ক্ষতি॥৩৫
এবং যুযুধিরে বীরাঃ প্রার্থয়ানা মহদ্ যশঃ।
তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধমাকাঙ্‌ক্ষন্তো জয়ং যুধি॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৮

ছিল। রথরূপ নৌকাদ্বারা নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ সেই সৈন্যসাগর পার হইয়া যাইতেছিলেন॥ ৩২

সেখানে শত শত সহস্র সহস্র নরশ্রেষ্ঠ বীরকে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু সৈন্যের হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল, কাহারা আবার কবচহীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং বহু সৈন্যের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিহত হইয়া পতিত মদমত্ত বহু হাতী রক্তে পরিপ্লুত হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারা আবৃত রণভূমি পর্ব্বতব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৩৪

ভারত! আমরা সেখানে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়াছি। তথায় এরূপ কোন পুরুষ ছিলেন না, যিনি যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই॥ ৩৫

এইরূপ মহাযশের প্রার্থী ও যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী আপনার বীর সৈন্যগণ পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন দুর্য্যোধনস্য পরাজয়ঃ, অভিমন্যুনা দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রৈশ্চ সহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাণাং যুদ্ধম্, ষষ্ঠদিবসযুদ্ধ-সমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজা লোহিতায়তি ভাস্করে।
সংগ্রামরভসো ভীমং হন্তুকামোঽভ্যধাবত॥ ১
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য নৃবীরং দৃঢ়বৈরিণম্।
ভীমসেনঃ সুসংক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ২
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো বর্ষপূগাভিবাঞ্ছিতঃ।
অদ্য ত্বাং নিহনিষ্যামি যদি নোৎসৃজসে রণম্॥ ৩
অদ্য কুন্ত্যাঃ পরিক্লেশং বনবাসঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং প্রণেষ্যামি হতে ত্বয়ি॥ ৪
যৎ পুরা মৎসরী ভূত্বা পাণ্ডবানবমন্যসে।
তস্য পাপস্য গান্ধারে পশ্য ব্যসনমাগতম্॥ ৫

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্তৃক দুর্য্যোধনের পরাজয়, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের যুদ্ধ এবং ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধ-সমাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তারপর যখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন, তখন যুদ্ধের জন্য উৎসাহী রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন॥ ১

স্বীয় দৃঢ়শত্রু দুর্য্যোধনকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ২

দুর্য্যোধন! আমি বহু বৎসর ধরিয়া যাহার অভিলাষ ও প্রতীক্ষা করিতেছি, সেই অবসর এখন পাইয়াছি। যদি তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে আজই তোমাকে অবশ্যই বিনাশ করিব॥ ৩

মাতা কুন্তীদেবীকে যে ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, আমরা বনবাসে যে কষ্টভোগ করিয়াছি এবং সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে দুঃখ সহিতে হইয়াছে, তৎসমস্তেরই প্রতিশোধ আজ তোমাকে বধ করিয়া গ্রহণ করিব॥ ৪

গান্ধারীপুত্র! পূর্ব্বে মাৎসর্য্যবশতঃ তুমি যে পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিয়াছ, সেই পাপেরই ফলস্বরূপ এই সঙ্কট আজ তোমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে,—তুমি ইহা অবলোকন কর॥৫

কর্ণস্য মতমাস্থায় সৌবলস্য চ যৎ পুরা।
অচিন্ত্য পাণ্ডবান্ কামাদ্ যথেষ্টং কৃতবানসি ॥ ৬
যাচমানঞ্চ যন্মোহাদ্ দাশার্হমবমন্যসে।
উলূকস্য সমাদেশং যদ্ দদাসি চ হৃষ্টবৎ ॥ ৭
তেন ত্বাং নিহনিষ্যামি সানুবন্ধং সবান্ধবম্।
সমীকরিষ্যে তৎ পাপং যৎ পুরা কৃতবানসি ॥৮
এবমুক্ত্বা ধনুর্ঘোরং বিকৃষ্যোদ্‌ভ্রাম্য চাসকৃৎ।
সমাধত্ত শরান্ ঘোরান্ মহাশনিসমপ্রভান্ ॥ ৯
ষড়্‌বিংশতিমথ ক্রুদ্ধো মুমোচাশু সুযোধনে।
জ্বলিতাগ্নিশিখাকারান্ বজ্রকল্পানজিহ্মগান্ ॥ ১০
ততোঽস্য কার্মুকং দ্বাভ্যাং সূতং দ্বাভ্যাঞ্চ বিব্যধে।
চতুর্ভিরশ্বান্ জবনাননয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ১১
দ্বাভ্যাঞ্চ সুবিকৃষ্টাভ্যাং শরাভ্যামরিমর্দনঃ।
ছত্রং চিচ্ছেদ সমরে রাজ্ঞস্তস্য নরোত্তম ॥ ১২
ষড়্‌ভিশ্চ তস্য চিচ্ছেদ জ্বলন্তং ধ্বজমুত্তমম্।
ছিত্বা তঞ্চ ননাদোচ্চৈস্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ১৩
রথাচ্চ স ধ্বজঃ শ্রীমান্ নানারত্নবিভূষিতাৎ।
পপাত সহসা ভূমৌ বিদ্যুজ্জলধরাদিব ॥১৪
জ্বলন্তং সূর্য্যসঙ্কাশং নাগং মণিময়ং শুভম্।
ধ্বজং কুরুপতেশ্ছিন্নং দদৃশুঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥ ১৫
অথৈনং দশভির্বাণৈস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্।
আজঘান রণে বীরং স্ময়ন্নিব মহারথঃ ॥ ১৬
ততঃ স রাজা সিন্ধূনাং রথশ্রেষ্ঠো মহারথঃ।
দুর্য্যোধনস্য জগ্রাহ পার্ষ্ণিং সৎপুরুষৈর্বৃতঃ ॥ ১৭
কৃপশ্চ রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৌরব্যমমিতৌজসম্।
আরোপয়দ্ রথং রাজন্ দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ১৮

পূর্ব্বে কর্ণ ও শকুনির মতকে অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণকে কোনরূপে গণ্য না করত তুমি নিজের ইচ্ছামত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহবশতঃ তাহাকেও তিরস্কার করিয়াছ এবং তুমি অতিশয় হর্ষের সহিত উলূকের দ্বারা যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলে, তুমি আমাকে ও আমার সকল ভ্রাতাকে বধ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর; আমি তদনুসারে তোমাকে ভ্রাতৃবৃন্দ, বন্ধুবান্ধব এবং অনুচরবর্গের সহিত অবশ্যই বধ করিব। পূর্ব্বে তুমি যে সকল পাপ করিয়াছ, তৎসমস্তই প্রতিশোধ লইয়া সমান করিয়া দিব ॥ ৬-৮

এই কথা বলিয়া ভীমসেন নিজ ভয়ঙ্কর ধনুটিকে বারংবার ঘুরাইয়া উহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করত বজ্রতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ তাহার উপর স্থাপন করিলেন ॥ ৯

সেই সরলগামী বাণগুলিকে বজ্র ও প্রজ্বলিত অগ্নির শিখাতুল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ। ক্রুদ্ধ ভীমসেন অতিক্রুত এই বাণগুলিকে দুর্য্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১০

তারপর ভীমসেন দুই বাণে দুর্য্যোধনের ধনু ছেদন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন এবং চার বাণে তাহার বেগবান্ অশ্বগুলিকে যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১১

হে নরোত্তম! শত্রুমর্দ্দন ভীমসেন পুনরায় ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত দুইটি বাণে সমরাঙ্গণে রাজা দুর্য্যোধনের ছত্রটিকে কাটিয়া দিলেন ॥ ১২

তারপর তাঁহার স্বীয় প্রভায় উদ্‌ভাসিত উত্তম ধ্বজকে ছয় বাণে খণ্ডিত করিলেন। আপনার পুত্রের সাক্ষাতেই সেই ধ্বজকে ছেদন করিয়া ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

দুর্য্যোধনের নানা রত্নবিভূষিত রথ হইতে এই সৌন্দর্য্যশালী ধ্বজ সহসা ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইলে তখন মনে হইতে লাগিল যে, জলবহনকারী মেঘ হইতে ভূমিতে বিদ্যুৎ নিপতিত হইতেছে ॥ ১৪

সকল ভূপতিগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সেই সূর্য্যতুল্য প্রজ্বলিত ও নাগচিহ্নযুক্ত মণিময় সুন্দর ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন ॥ ১৫

তারপর মহারথী ভীমসেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে রণাঙ্গনে বীরবর দুর্য্যোধনকে দশটি বাণে সেইরূপ আঘাত করিলেন, যেরূপ মাহুত অঙ্কুশদ্বারা গজরাজকে আঘাত করিয়া থাকে ॥ ১৬

তদনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কিছু সৎপুরুষে পরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

রাজন্! এইরূপ রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী কৃপাচার্য্য অমর্ষপূর্ণ অমিততেজস্বী কুরুবংশধর দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন ॥ ১৮

স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো ভীমসেনেন সংযুগে।
নিষসাদ রথোপস্থে রাজন্ দুর্য্যোধনস্তদা ॥ ১৯
পরিবার্য্য ততো ভীমং জেতুকামো জয়দ্রথঃ।
রথৈরনেকসাহস্রৈর্ভীমস্তাবারয়দ্ দিশঃ ॥ ২০
ধৃষ্টকেতুস্ততো রাজন্নভিমন্যুশ্চ বীর্য্যবান্।
কেকয়া দ্রৌপদেয়াশ্চ তব পুত্রানযোধয়ন্ ॥ ২১
চিত্রসেনঃ সুচিত্রশ্চ চিত্রাঙ্গশ্চিত্রদর্শনঃ।
চারুচিত্রঃ সুচারুশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ ॥ ২২
অষ্টাবেতে মহেষ্বাসাঃ সুকুমারা যশস্বিনঃ।
অভিমন্যুরথং রাজন্ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥২৩
আজঘান ততস্তূর্ণমভিমন্যুর্মহামনাঃ।
একৈকং পঞ্চভির্বাণৈঃ শিতৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
বজ্রমৃত্যুপ্রতীকাশৈর্বিচিত্রায়ুধনিঃসৃতৈঃ।
অমৃষ্যমাণাস্তে সর্বে সৌভদ্রং রথসত্তমম্ ॥ ২৫

নরেশ্বর! সেই সময় ভীমসেন যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে গুরুতর বাণবিদ্ধ করত ব্যথিত করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি রথের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন ॥ ১৯

তারপর জয়দ্রথ ভীমসেনকে জয় করিবার বাসনা লইয়া কয়েক হাজার রথের সহিত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং চারিদিক্ দিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ২০

মহারাজ! এই সময় ধৃষ্টকেতু, পরাক্রমশালী অভিমন্যু, পঞ্চ কেকয়রাজকুমার এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

এই যুদ্ধে চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্রদর্শন, চারুচিত্র, সুচারু, নন্দ ও উপনন্দ—এই আট জন যশস্বী, সুকুমার ও মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ অভিমন্যুকে রথের চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন। ২২-২৩

তখন মহামনা অভিমন্যু অতিক্রত আনতপর্ব্বযুক্ত পাঁচটি করিয়া বাণদ্বারা প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

এই সবগুলি বাণই বিচিত্র ধনুর্দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং সব বাণই বজ্র ও মৃত্যুসদৃশ ভয়ঙ্কর ছিল। এই সমস্ত বাণের আঘাত আপনার পুত্রগণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা মিলিত হইয়া রথিশ্রেষ্ঠ অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে মনে হইতে লাগিল—জলবর্ষী মেঘ মেরুপর্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করিতেছে।

ববৃষুর্মার্গণৈস্তীক্ষ্ণৈর্গিরিং মেরুমিবাম্বুদাঃ।
স পীড্যমানঃ সমরে কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ২৬
অভিমন্যুর্মহারাজ তাবকান্ সমকম্পয়ৎ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বজ্রপাণির্মহাসুরান্ ॥ ২৭
বিকর্ণস্য ততো ভল্লান্ প্রেষয়ামাস ভারত।
চতুর্দশরথশ্রেষ্ঠো ঘোরানাশীবিষোপমান্ ॥ ২৮
স তৈর্বিকর্ণস্য রথাৎ পাতয়ামাস বীর্য্যবান্।
ধ্বজং সূতং হয়াংশ্চৈব নৃত্যমান ইবাহবে ॥ ২৯
পুনশ্চান্যান্ শরান্ পীতানকুণ্ঠাগ্রান্ শিলাশিতান্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো বিকর্ণায় মহাবলঃ ॥ ৩০
তে বিকর্ণং সমাসাদ্য কঙ্কবর্হিণবাসসঃ।
ভিত্ত্বা দেহং গতা ভূমিং জ্বলন্ত ইব পন্নগাঃ ॥ ৩১
তে শরা হেমপুঙ্খাগ্রা ব্যদৃশ্যন্ত মহীতলে।
বিকর্ণরুধিরক্লিন্না বমন্ত ইব শোণিতম্ ॥ ৩২

মহারাজ! অভিমন্যু অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন। তিনি রণাঙ্গনে বাণসমূহে পীড়িত হইয়াও আপনার সৈন্যদিগের মধ্যে সেইরূপ কম্পন উৎপন্ন করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে বজ্রধারী ইন্দ্র মহাসুরদিগকেও ভয়ে পীড়িত করিয়াছিলেন ॥ ২৫-২৭

ভারত! তদনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী অভিমন্যু বিকর্ণের উপর সর্পতুল্য আকারবিশিষ্ট চৌদ্দটি ভয়ঙ্কর ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাদ্বারা বিকর্ণের রথ হইতে ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নষ্ট করিয়া ভূপাতিত করিলেন। সেই সময় তিনি যেন যুদ্ধে নৃত্য করিতেছিলেন ॥ ২৮-২৯

তারপর সেই মহাবলী বীর অত্যন্ত কুপিত হইয়া শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত অপ্রতিহতাগ্রভাগযুক্ত অন্য বহু পীতবর্ণের বাণ বিকর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩০

এই বাণসমূহের পুচ্ছভাগে ময়ূরের পক্ষ সংযোজিত ছিল। ইহারা বিকর্ণের শরীর ভেদ করত মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেখান হইতেও নির্গত হইয়া প্রজ্বলিত সর্পসমূহের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ৩১

এই বাণসমূহের পুচ্ছ ও অগ্রভাগ স্বর্ণময় ছিল। ইহারা বিকর্ণের রক্তে আর্দ্র হইয়া ভূতলে যেন রক্তবমন করিতেছিল বলিয়া দেখা যাইল ॥ ৩২

বিকর্ণং বীক্ষ্য নির্ভিন্নং তস্যৈবাস্তে সহোদরাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সমরে সৌভদ্রপ্রমুখান্ রথান্ ॥ ৩৩
অভিযাত্বা তথৈবান্যান্ রথাংস্তান্ সূর্য্যবর্চসঃ।
অবিধ্যন্ সমরেঽন্যোন্যং সংরব্ধাদ্ যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ৩৪
দুর্মুখঃ শ্রুতকর্মাণং বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ।
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ সারথিঞ্চাস্য সপ্তভিঃ ॥ ৩৫
অশ্বান্ জাম্বূনদৈর্জালৈঃ প্রচ্ছন্নান্ বাতরংহসঃ।
জঘান ষড়্ভিরাসাদ্য সারথিং চাভ্যপাতয়ৎ ॥ ৩৬
স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ শ্রুতকর্মা মহারথঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধো মহোল্কাং জ্বলিতামিব ॥ ৩৭
সা দুর্মুখস্য বিমলং বর্ম ভিত্ত্বা যশস্বিনঃ।
বিদার্য্য প্রাবিশদ্ ভূমিং দীপ্যমানা স্বতেজসা ॥৩৮
তং দৃষ্ট্বা বিরথং তত্র সুতসোমো মহারথঃ।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং রথমারোপয়ৎ স্বকম্ ॥ ৩৯
শ্রুতকীর্তিস্তথা বীরো জয়ৎসেনং সুতং তব।
অভ্যয়াৎ সমরে রাজন্ হন্তুকামো যশস্বিনম্ ॥ ৪০
তস্য বিক্ষিপতশ্চাপং শ্রুতকীর্তের্মহাস্বনম্।
চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং জয়ৎসেনঃ সুতস্তব ॥ ৪১
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্নেন প্রহসন্নিব ভারত।
তং দৃষ্ট্বা ছিন্নধন্বানং শতানীকঃ সহোদরম্ ॥ ৪২
অভ্যপদ্যত তেজস্বী সিংহবন্নিনদন্ মুহুঃ।
শতানীকস্তু সমরে দৃঢ়ং বিস্ফার্য্য কার্মুকম্ ॥৪৩
বিব্যাধ দশভিস্তূর্ণং জয়ৎসেনং শিলীমুখৈঃ।
ননাদ সুমহানাদং প্রভিন্ন ইব বারণঃ ॥ ৪৪
অথান্যেন সুতীক্ষ্নেন সর্বাবরণভেদিনা।
শতানীকো জয়ৎসেনং বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্ ॥ ৪৫
তথা তস্মিন্ বর্তমানে দুষ্কর্ণো ভ্রাতুরন্তিকে।
চিচ্ছেদ সমরে চাপং নাকুলেঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪৬

বিকর্ণকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য সহোদর ভ্রাতারা সমরাঙ্গণে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু প্রভৃতির উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৩৩

তাঁহারা তখন উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা অন্যান্য রথিগণের উপরও, যাঁহারা (অভিমন্যুসদৃশই) সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ছিলেন, তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৪

দুর্মুখ সাতটি শীঘ্রগামী বাণে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া একটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অপর সাতটি বাণে তাঁহার সারথিকে আঘাত করিলেন ॥ ৩৫

ইঁহার অশ্বগুলি বায়ুতুল্য বেগগামী এবং স্বর্ণজালে ভূষিত ছিল। দুর্মুখ এই অশ্বগুলিকে ছয় বাণে নিহত করেন ও সারথিকেও রথ হইতে ভূপাতিত করেন ॥ ৩৬

মহারথী শ্রুতকর্ম্মা অশ্ব নিহত হইলেও সেই রথে অবস্থান করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্মুখের উপর প্রজ্বলিত উল্কাতুল্য একটি শক্তি নিক্ষেপ করেন ॥ ৩৭

স্বীয় তেজে দেদীপ্যমানা এই শক্তি যশস্বী দুর্মুখের নির্ম্মল কবচকে ভেদ করিয়া পৃথিবীকে বিদীর্ণা করত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩৮

মহারথী সুতসোম স্ব-ভ্রাতা শ্রুতকর্ম্মাকে যুদ্ধে রথহীন হইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণের সাক্ষাতেই নিজ রথে তুলিয়া লইলেন ॥৩৯

রাজন্! এইরূপ বীরবর শ্রুতকীর্ত্তি যুদ্ধস্থলে আপনার যশস্বী পুত্র জয়ৎসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪০

ভারত! শ্রুতকীর্ত্তি যখন অতিশয় বেগে স্বীয় বিশাল ধনুর গম্ভীর টঙ্কারধ্বনি করিতেছিলেন, সেই সময় রণাঙ্গনে আপনার পুত্র জয়ৎসেন হাসিতে হাসিতেই একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণে অতি-দ্রুত তাঁহার ধনুটিকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥

স্বীয় ভ্রাতার ধনুটিকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া তেজস্বী শতানীক বারংবার সিংহতুল্য গর্জন করিতে করিতে সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥

শতানীক রণাঙ্গনে স্বীয় ধনু বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অতি সত্বর দশটি বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর তিনি মদবর্ষী গজরাজের ন্যায় অতি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪৪

অনন্তর সমস্ত আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ অপর একটি তীক্ষ্ণ বাণে শতানীক জয়ৎসেনের বক্ষঃস্থলে গুরুতররূপে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৫

তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত ভ্রাতা দুষ্কর্ণ ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন সমরাঙ্গণে নকুলপুত্র শতানীকের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ৪৬

অথান্যদ্ ধনুরাদায় ভারসাহমনুত্তমম্ ।
সমাদত্ত শরান্ ঘোরান্ শতানীকো মহাবলঃ ॥ ৪৭
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চামন্ত্র্য দুষ্কর্ণং ভ্রাতুরগ্রতঃ ।
মুমোচাস্মৈ শিতান্ বাণান্ জ্বলিতান্ পন্নগানিব ॥ ৪৮
ততোঽস্য ধনুরেকেন দ্বাভ্যাং সূতঞ্চ মারিষ ।
চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং তঞ্চ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৪৯
অশ্বান্ মনোজবাংস্তস্য কর্বুরান্ বাতরংহসঃ ।
জঘান নিশিতৈস্তূর্ণং সর্বান্ দ্বাদশভিঃ শরৈঃ ॥ ৫০
অথাপরেণ ভল্লেন সুযুক্তেনাশুপাতিনা ।
দুষ্কর্ণং সুদৃঢ়ং ক্রুদ্ধো বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্ ॥ ৫১
স পপাত ততো ভূমৌ বজ্রাহত ইব দ্রুমঃ ।
দুষ্কর্ণং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা পঞ্চ রাজন্ মহারথাঃ ॥ ৫২
জিঘাংসন্তঃ শতানীকং সর্বতঃ পর্য্যবারয়ন্ ।
ছাদ্যমানং শরব্রাতৈঃ শতানীকং যশস্বিনম্ ॥ ৫৩

অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ কেকয়াঃ পঞ্চ সোদরাঃ ।
তানভ্যাপততঃ প্রেক্ষ্য তব পুত্রা মহারথাঃ ॥ ৫৪
প্রত্যুদ্‌যযুর্মহারাজ গজানিব মহাগজাঃ ।
দুর্মুখো দুর্জয়শ্চৈব তথা দুর্মর্ষণো যুবা ॥ ৫৫
শত্রুঞ্জয়ঃ শত্রুসহঃ সর্বে ক্রুদ্ধা যশস্বিনঃ ।
প্রত্যুদ্‌যাতা মহারাজ কেকয়ান্ ভ্রাতরঃ সমম্ ॥ ৫৬
রথৈর্নগরসঙ্কাশৈর্হয়ৈর্যুক্তৈর্মনোজবৈঃ ।
নানাবর্ণবিচিত্রাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৫৭
বরচাপধরা বীরা বিচিত্রকবচধ্বজাঃ ।
বিবিশুস্তে পরং সৈন্যং সিংহা ইব বনাদ্ বনম্ ॥ ৫৮
তেষাং সুতুমুলং যুদ্ধং ব্যতিষক্তরথদ্বিপম্ ।
অবর্ত্তত মহারৌদ্রং নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥ ৫৯
অন্যোন্যাগস্কৃতাং রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্ ।
মুহূর্তাস্তমিতে সূর্য্যে চক্রুর্যুদ্ধং সুদারুণম্ ॥ ৬০

তারপর মহাবল শতানীক ভার সহ করিতে সমর্থ অপর একটি সর্ব্বোত্তম ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ যোজনা করিলেন ॥ ৪৭

তিনি ভ্রাতার সম্মুখেই দুষ্কর্ণকে "দাঁড়াও, দাঁড়াও" এই কথা বলিয়া তাঁহার উপর প্রজ্বলিত সর্পতুল্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮

আর্য্য ! তারপর তিনি এক বাণে উঁহার ধনু ছেদন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন এবং অপর সাত বাণে সেই সমরাঙ্গণে স্বয়ং দুষ্কর্ণকেও আহত করিলেন ॥ ৪৯

দুষ্কর্ণের অশ্বগুলি মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী ছিল এবং কর্বুর-সদৃশ শুভ্রবর্ণ ছিল। শতানীক বারটি সেই সব অশ্বকে অতি সত্বর নিহত করিলেন ॥ ৫০

তারপর লক্ষ্যবস্তুকে শীঘ্র ভূপাতিত করিতে সমর্থ ভল্ল-নামক একটি বাণকে উত্তমরূপে প্রয়োগ করিয়া ক্রুদ্ধ শতানীক দুষ্কর্ণের হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ৫১

ইহাতে দুষ্কর্ণ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাজন্ ! দুষ্কর্ণকে আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া পঞ্চ মহারথী বীর শতানীককে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

তাঁহাদের বাণসমূহে শতানীককে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ সেই পঞ্চ মহারথীর দিকে ধাবিত হইলেন ॥

মহারাজ ! তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহারথী পুত্রগণ তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য গজরাজগণের অপর গজরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হওয়ার ন্যায় অগ্রসর হইলেন ॥

নরেশ্বর ! দুর্মুখ, দুর্জয়, যুবক বীর দুর্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ —এই সব যশস্বী বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমার-বৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য একত্রে সমবেতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৫১-৫৬

তাঁহাদের রথগুলি নগরসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে মনের ন্যায় বেগগামী অশ্ব যোজিত ছিল। নানা বর্ণের চিত্রযুক্ত পতাকাসমূহে এই রথগুলি অলঙ্কৃত ছিল। এইরূপ রথে আরোহণ করিয়া সুন্দর ধনু ধারণকরত বিচিত্র কবচ ও ধ্বজসমূহে সুশোভিত সেই বীরগণ শত্রুসৈন্যের মধ্যে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেভাবে সিংহগণ এক বন হইতে অন্য বনে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৫৭-৫৮

তারপর পরস্পর পরস্পরের উপর প্রহাররত সেই সব মহারথী বীরগণের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে রথ রথের সহিত এবং হস্তী হস্তীর সহিত মিলিত হইল ॥ ৫৯

রাজন্ ! পরস্পর পরস্পরের সহিত ক্রোধভরে প্রহাররত সেই মহারথী বীরগণের এই যুদ্ধ যমরাজ্যের বৃদ্ধিকর ছিল। সূর্য্যাস্ত হইবার মুহূর্ত্তকাল পর পর্য্যন্তও এই অতিশয় নিদারুণ যুদ্ধ চলিয়াছিল ॥ ৬০

রথিনঃ সাদিনশ্চাথ ব্যকীর্যন্ত সহস্রশঃ।
ততঃ শান্তনবঃ ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৬১
নাশয়ামাস সেনাং তাং ভীষ্মস্তেষাং মহাত্মনাম্।
পঞ্চালানাঞ্চ সৈন্যানি শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৬২
এবং ভিত্ত্বা মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
কৃত্বাবহারং সৈন্যানাং যযৌ স্বশিবিরং নৃপ ॥ ৬৩
(নাশয়ামাসতুর্বীরৌ ধৃষ্টদ্যুম্নবৃকোদরৌ।
কৌরবাণামনীকানি শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥)

এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র রথী ও অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রাণহীন অবস্থায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা সেই মহাত্মা বীরগণের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে তিনি পাঞ্চালদেশীয় বহু সৈন্যকেই যমলোকে প্রেরণ করিলেন ৬১-৬২

নরেশ্বর! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম এইভাবে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ৬৩

ধর্মরাজোঽপি সম্প্রেক্ষ্য ধৃষ্টদ্যুম্নবৃকোদরৌ।
মূর্ধ্নি চৈতাবুপাঘ্রায় প্রহৃষ্টঃ শিবিরং যযৌ ॥ ৬৪
(অর্জুনো বাসুদেবশ্চ কৌরবাণামনীকিনীম্।
হত্বা বিদ্রাব্য চ শরৈঃ শিবিরায়ৈব জগ্মতুঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠদিবসাবহারে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন—এই উভয় বীরই আনত-পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে কৌরবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।)

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন এই উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ করত অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে শিবির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৪

(অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসৈন্যদিগকে বাণদ্বারা বিনাশ করিতে করিতে তাহাদিগকে রণভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া শিবিরে বিশ্রামের জন্য গমন করিলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধসমাপন-বিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনায় ভীষ্মস্যাশ্বাসদানম্, সপ্তমদিনযুদ্ধায় কৌরবসৈন্যানাং প্রস্থানঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।
অথ শূরা মহারাজ পরস্পরকৃতাগসঃ।
জগ্মুঃ স্বশিবিরাণ্যেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ১
বিশ্রম্য চ যথান্যায়ং পূজয়িত্বা পরস্পরম্।
সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যন্ত ভূয়ো যুদ্ধচিকীর্ষয়া ॥ ২
ততস্তব সুতো রাজংশ্চিন্তয়াভিপরিপ্লুতঃ।
বিস্রবচ্ছোণিতাক্তাঙ্গঃ পপ্রচ্ছেদং পিতামহম্ ॥ ৩

অশীতিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে আশ্বাসদান এবং সপ্তমদিনের যুদ্ধের জন্য কৌরব সৈন্যের প্রস্থান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই সব বীরগণ রক্তে লিপ্ত হইয়া নিজ নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ১

বিধি অনুসারে বিশ্রাম করত পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে ইঁহারা সকলে পুনরায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সজ্জিত হইলেন দেখা যাইল ॥ ২

রাজন্! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বদেহ হইতে প্রবাহিত রক্তধারায় পরিপ্লুত অবস্থায় চিন্তামগ্ন হইয়া পিতামহ ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

সৈন্যানি রৌদ্রাণি ভয়ানকানি
ব্যূঢানি সম্যগ্ বহুলধ্বজানি
বিদার্য্য হত্বা চ নিপীড্য শূরা—
স্তে পাণ্ডবানাং ত্বরিতা মহারথাঃ ॥ ৪

সম্মোহ্য সর্বান্ যুধি কীর্তিমন্তো
ব্যূহঞ্চ তং মকরং বজ্রকল্পম্।
প্রবিশ্য ভীমেন রণে হতোঽস্মি
ঘোরৈঃ শরৈর্মৃত্যুদণ্ডপ্রকাশৈঃ ॥ ৫

ক্রুদ্ধং তমুদ্বীক্ষ্য ভয়েন রাজন্
সম্মূর্চ্ছিতো ন লভে শান্তিমদ্য।
ইচ্ছে প্রসাদাৎ তব সত্যসন্ধ
প্রাপ্তুং জয়ং পাণ্ডবেয়াংশ্চ হন্তুম্ ॥ ৬

তেনৈবমুক্তঃ প্রহসন্ মহাত্মা
দুর্য্যোধনং মন্যুগতং বিদিত্বা।
তং প্রত্যুবাচাবিমনা মনস্বী
গঙ্গাসুতঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৭

পরেণ যত্নেন বিগাহ্য সেনাং
সর্বাত্মনাহং তব রাজপুত্র।
ইচ্ছামি দাতুং বিজয়ং সুখঞ্চ
ন চাত্মানং ছাদয়েঽহং ত্বদর্থে ॥ ৮

এতে তু রৌদ্রা বহবো মহারথা
যশস্বিনঃ শূরতমাঃ কৃতাস্ত্রাঃ।
যে পাণ্ডবানাং সমরে সহায়া
জিতক্লমা রোষবিষং বমন্তি ॥ ৯

তে নৈব শক্যাঃ সহসা বিজেতুং
বীর্য্যোদ্ধতাঃ কৃতবৈরাস্ত্বয়া চ।
অহং সেনাং প্রতিযোৎস্যামি রাজন্
সর্বাত্মনা জীবিতং ত্যজ্য বীর ॥ ১০

রণে তবার্থায় মহানুভাব
ন জীবিতং রক্ষ্যতমং মমাদ্য।
সর্বাংস্তবার্থায় সদেবদৈত্যান্
ঘোরান্ দহেয়ং কিমু শত্রুসেনাম্ ॥ ১১

পিতামহ! আমার সৈন্যগণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং উগ্রমূর্ত্তি। তাহাদের ব্যূহরচনাও সর্ব্বোত্তম। ইহাদের মধ্যে ধ্বজের সংখ্যাও বহু। তথাপি পাণ্ডবগণের বীরবর মহারথীরা এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত তীব্রবেগে আমার সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিয়া, নিহত করিয়া এবং পীড়িত করিয়া চালিয়া যায় ॥ ৪

তাহারা যুদ্ধে সকলকে মোহিত করিয়া নিজ কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। দেখুন, ভীমসেন বজ্রতুল্য দুর্ভেদ্য মকরব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে ॥ ৫

রাজন্! ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠি। আজ আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতামহ! আমি আপনারই কৃপাতে পাণ্ডবগণকে বধ করিতে এবং তাহাদের উপর বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৬

দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর এবং তাঁহাকে ক্রোধপূর্ণ জানিয়া শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনস্বী মহাত্মা গঙ্গানন্দন ভীষ্ম হাস্য করিতে করিতে প্রসন্নমনে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭

রাজকুমার! আমি নিজের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত পাণ্ডবগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করত তোমাকে বিজয় ও সুখপ্রদান করিতে অভিলাষী। আমি তোমার জন্য নিজেকে কোনরূপ গোপন করিয়া রাখি নাই ॥ ৮

যাহারা সমরাঙ্গণে পাণ্ডবগণের সহায়ক, তাহারা সকলেই বীর মহারথী, অতিশয় ভয়ঙ্কর, পরম শৌর্য্যশালী, শস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও যশস্বী। তাহারা ক্লান্তিকে জয় করিয়াছে এবং আমাদের উপর রোষরূপ বিষ উদ্গিরণ করিতেছে ॥ ৯

ইহারা বল ও পরাক্রমে প্রচণ্ড এবং তোমার সহিত শত্রুতা-বদ্ধ। ইহাদিগকে সহসা পরাজিত করা সম্ভব হইবে না। বীরবর রাজন্ দুর্য্যোধন! আমি সর্ব্বপ্রকারে স্বীয় প্রাণের মায়া ত্যাগ করত পাণ্ডবগণের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১০

মহানুভব! তোমার কার্য্যের সিদ্ধির জন্য এখন যুদ্ধে আমার প্রাণরক্ষাকেও আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। আমি তোমার মনোরথ পূরণের জন্য দেবগণের সহিত সমস্ত ভয়ঙ্কর দৈত্যদিগকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ; সুতরাং শত্রুসৈন্যগণের সম্বন্ধে আর কি বলিবার আছে? ১১

তান্ পাণ্ডবান্ যোধয়িষ্যামি রাজন্
　　প্রিয়ঞ্চ তে সর্ব্বমহং করিষ্যে।
শ্রুত্বৈব চৈতদ্ বচনং তদানীং
　　দুর্য্যোধনঃ প্রীতমনা বভূব ॥ ১২
সর্ব্বাণি সৈন্যানি ততঃ প্রহৃষ্টো
　　নির্গচ্ছতেত্যাহ নৃপাংশ্চ সর্ব্বান্।
তদাজ্ঞয়া তানি বিনির্যযুদ্রুতং
　　গজাশ্বপাদাতরথাযুতানি ॥ ১৩
প্রহর্ষযুক্তানি তু তানি রাজন্
　　মহান্তি নানাবিধশস্ত্রবন্তি।
স্থিতানি নাগাশ্বপদাতিমন্তি
　　বিরেজুরাজৌ তব রাজন্ বলানি ॥ ১৪
শস্ত্রাস্ত্রবিদ্ভির্নরবীরযোধৈ-
　　রধিষ্ঠিতাঃ সৈন্যগণাস্ত্বদীয়াঃ।
রথৌঘপাদাতগজাশ্বসঙ্ঘৈঃ
　　প্রয়াস্তিরাজৌ বিধিবৎ প্রণুন্নৈঃ ॥ ১৫
সমুদ্ধতং বৈ তরুণার্কবর্ণং
　　রজো বভৌ চ্ছাদয়ন্ সূর্য্যরশ্মীন্।
রেজুঃ পতাকা রথদন্তিসংস্থা
　　বাতেরিতা ভ্রাম্যমাণাঃ সমন্তাৎ ॥ ১৬
নানারঙ্গাঃ সমরে তত্র রাজন্
　　মেঘৈর্যুতা বিদ্যুতঃ খে যথৈব।
বৃন্দৈঃ স্থিতাশ্চাপি সুসম্প্রযুক্তা-
　　শ্চকাশিরে দন্তিগণাঃ সমন্তাৎ ॥ ১৭
ধনূংষি বিস্ফারয়তাং নৃপাণাং
　　বভূব শব্দস্তুমুলোঽতিঘোরঃ।
বিমথ্যতো দেবমহাসুরৌঘৈ-
　　র্যথার্ণবস্যাদিযুগে তদানীম্ ॥ ১৮
তদুগ্রনাগং বহুরূপবর্ণং
　　তবাত্মজানাং সমুদীর্ণমেবম্।
বভূব সৈন্যং রিপুসৈন্যহন্তৃ
　　যুগান্তমেঘৌঘনিভং তদানীম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি ভীষ্মদুর্য্যোধন-সংবাদে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

রাজন্! আমি সেই পাণ্ডবগণের সহিতও যুদ্ধ করিব এবং তোমার সম্পূর্ণ প্রিয় কার্য্য করিব। সেই সময় ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল ॥ ১২

তদনন্তর দুর্য্যোধন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সমস্ত রাজগণকে ও সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে বলিলেন,—যুদ্ধের জন্য নির্গত হও। রাজা দুর্য্যোধনের আজ্ঞা পাইয়া সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথসমূহে পূর্ণ সমস্ত সৈন্য দ্রুত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল ॥ ১৩

মহারাজ! আপনার এই বিশাল সৈন্যবাহিনী নানাপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত ও অতিশয় আনন্দে যুক্ত ছিল। রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসকলে পূর্ণ রণভূমিতে স্থিত সেই সৈন্যগণের অতিশয় শোভা হইতেছিল ॥ ১৪

আপনার সকল সেনাপতিই অস্ত্রশস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ও নরবীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বিধি অনুসারে অনুশাসিত হইয়া রথসমূহ, পদাতি, হস্তী ও অশ্বগণ যখন যুদ্ধভূমিতে যাইতে লাগিল, তখন তাহাদের পদসমুত্থিত ধূলি সূর্য্যের কিরণাবলিকে আচ্ছাদিত [করিয়া] প্রাতঃকালীন সূর্য্যের কিরণতুল্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকিল। রথসমূহে ও হস্তিসমূহে স্থিত পতাকাগুলি চারিদিকে বায়ুর প্রেরণায় উড়িতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৫-১৬

রাজন্! যেরূপ আকাশে মেঘের সহিত বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে চারিদিকে বিভিন্ন বর্ণের দণ্ডশোভিত হস্তিসমূহের এক একটি দল শোভিত হইতেছিল। ইহারা সুন্দরভাবে সমরাঙ্গণে চালিত হইতেছিল ॥ ১৭

যেরূপ আদিযুগে (সত্যযুগে) দেবতা ও দৈত্যগণের দ্বারা সমুদ্রমন্থনের সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছিল, সেইরূপ এই সময় যুদ্ধস্থলে নিজ নিজ ধনুর টঙ্কারধ্বনিকারী রাজগণের অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছিল ॥ ১৮

মহারাজ! আপনার পুত্রদিগের এই সৈন্যবাহিনী ভয়ঙ্কর গজরাজসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা বিভিন্ন রূপ ও বর্ণবিশিষ্ট ছিল এবং তাহাদের বেগ ক্রমবর্দ্ধমান ছিল। সেই সময় প্রলয়কালীন মেঘসমুদয়ের ন্যায় শত্রুসেনাকে সংহার করিতে সমর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্ম-দুর্য্যোধনসংবাদবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সপ্তমদিবসযুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং মণ্ডল-বজ্রব্যূহৌ নির্ম্মায় ভীষণ-সংগ্রামঃ।]

সঞ্জয় উবাচ

অথাত্মজং তব পুনর্গাঙ্গেয়ো ধ্যানমাস্থিতম্।
অব্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রহর্ষকরং বচঃ॥ ১

অহং দ্রোণশ্চ শল্যশ্চ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ ভগদত্তোঽথ সৌবলঃ॥ ২

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ বাহ্লীকঃ সহ বাহ্লিকৈঃ।
ত্রিগর্তরাজো বলবান্ মাগধশ্চ সুদুর্জয়ঃ॥ ৩

বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যশ্চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
রথাশ্চ বহুসাহস্রাঃ শোভনাশ্চ মহাধ্বজাঃ॥ ৪

দেশজাশ্চ হয়া রাজন্ স্বারূঢ়া হয়সাদিভিঃ।
গজেন্দ্রাশ্চ মদোদ্বৃত্তাঃ প্রভিন্নকরটামুখাঃ॥ ৫

পাদাতাশ্চ তথা শূরা নানাপ্রহরণধ্বজাঃ।
নানাদেশসমুৎপন্নাস্ত্বদর্থে যোদ্ধুমুদ্যতা॥ ৬

এতে চান্যে চ বহবস্ত্বদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
দেবানপি রণে জেতুং সমর্থা ইতি মে মতিঃ॥ ৭

অবশ্যং হি ময়া রাজংস্তব বাচ্যং হিতং সদা।
অশক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ॥ ৮

বাসুদেবসহায়াশ্চ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ।
সর্বথাহং তু রাজেন্দ্র করিষ্যে বচনং তব॥ ৯

পাণ্ডবাংশ্চ রণে জেষ্যে মাং বা জেষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ।
এবমুক্ত্বা দদাবস্মৈ বিশল্যকরণীং শুভাম্॥ ১০

ঔষধীং বীর্য্যসম্পন্নাং বিশল্যশ্চাভবৎ তদা।
ততঃ প্রভাতে বিমলে স্বেন সৈন্যেন বীর্য্যবান্॥ ১১

অব্যূহত স্বয়ং ব্যূহং ভীষ্মো ব্যূহবিশারদঃ।
মণ্ডলং মনুজশ্রেষ্ঠো নানাশস্ত্রসমাকুলম্॥ ১২

সম্পূর্ণং যোধমুখ্যৈশ্চ তথা দন্তিপদাতিভিঃ।
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥ ১৩

একাশীতিতম অধ্যায়।

[সপ্তম দিবসের যুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যগণের মণ্ডল ও বজ্রব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভীষণ সঙ্ঘর্ষ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তাঁহাকে পুনরায় হর্ষবর্দ্ধনকর এই বাক্য বলিলেন

রাজন্! আমি, দ্রোণাচার্য্য, শল্য, যদুবংশের কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভগদত্ত, সুবলপুত্র শকুনি, অবন্তিদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, বাহ্লীকদেশীয় বীরগণের সহিত রাজা বাহ্লীক, বলবান্ ত্রিগর্ত্তরাজ, অত্যন্ত দুর্জ্জয় মগধপতি, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও বিশাল ধ্বজশোভিত পরমসুন্দর কয়েক হাজার রথ, অশ্বারোহীতে পূর্ণ দেশীয় অশ্বসকল, গণ্ডস্থল হইতে মদধারাবাহী মদোন্মত্ত গজরাজগণ এবং বিবিধ অস্ত্র ধ্বজধারণকারী বিভিন্ন দেশীয় শূরবীর পদাতিক সৈন্যবাহিনী তোমার জন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যত॥ ২-৬

ইঁহারা এবং আরও বহু এরূপ সৈন্য আছে, যাহারা তোমার জন্য নিজ নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। আমার ত' এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে দেবতাগণকেও জয় করিতে সমর্থ॥ ৭

রাজন্! আমার পক্ষে সর্ব্বদা তোমার হিতকর বাক্যই বলা উচিত; সেইজন্য বলিতেছি যে, পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রসহ সমগ্র দেবতাবৃন্দও জয় করিতে সমর্থ নন্॥ ৮

রাজেন্দ্র! একে ত' তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, তাহার উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদের সহায়ক, (অতএব ইহাদিগকে জয় করা অসম্ভব), তথাপি আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার বাক্য পালন করিব॥ ৯

আমি হয় পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয় করিব, অথবা পাণ্ডবেরাই আমাকে জয় করিবে—এই কথা বলিয়া ভীষ্ম বিশল্যকরণী নামে শুভ ও শক্তিশালিনী ওষধি প্রদান করিলেন। সেই সময় এই ঔষধির প্রভাবে দুর্য্যোধনের দেহে প্রবিষ্ট বাণসমূহ পীড়াদান করিয়াই নির্গত হইল এবং আঘাতজনিত ক্ষত ও তাহার কষ্ট হইতে দুর্য্যোধন মুক্ত হইলেন॥

তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাতকালে ব্যূহবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী ভীষ্ম স্বীয় সৈন্যগণের দ্বারা স্বয়ংই নানাশাস্ত্রে পূর্ণ মণ্ডলনামক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন॥ ১০-১২

এই ব্যূহ হস্তী ও পদাতি প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণে পরিব্যাপ্ত ছিল। কয়েক হাজার রথী সৈন্যদ্বারা উহা চারিদিকে আবৃত ছিল॥ ১৩

অশ্ববৃন্দৈর্মহস্তিশ্চ ঋষ্টি-তোমরধারিভিঃ।
নাগে নাগে রথাঃ সপ্ত সপ্ত চাশ্বা রথে রথে ॥ ১৪
অন্বশ্বং দশ ধানুকা ধানুষ্কে দশ চর্মিণঃ।
এবং ব্যূঢ়ং মহারাজ তব সৈন্যং মহারথৈঃ ॥ ১৫
স্থিতং রণায় মহতে ভীষ্মেণ যুধি পালিতম্।
দশাশ্বানাং সহস্রাণি দন্তিনাঞ্চ তথৈব চ ॥ ১৬
রথানামযুতং চাপি পুত্রাশ্চ তব দংশিতাঃ।
চিত্রসেনাদয়ঃ শূরা অভ্যরক্ষন্ পিতামহম্ ॥ ১৭
রক্ষ্যমাণঃ স তৈঃ শূরৈর্গোপ্যমানাশ্চ তেন তে।
সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যন্ত রাজানশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১৮
দুর্য্যোধনস্তু সমরে দংশিতো রথমাস্থিতঃ।
ব্যরাজত শ্রিয়া জুষ্টো যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৯
ততঃ শব্দো মহানাসীৎ পুত্রাণাং তব ভারত।
রথঘোষশ্চ বিপুলো বাদিত্রাণাঞ্চ নিস্বনঃ ॥ ২০

ভীষ্মেণ ধার্তরাষ্ট্রাণাং ব্যূঢ়ঃ প্রত্যঙ্মুখো যুধি।
মণ্ডলঃ স মহাব্যূহো দুর্ভেদ্যোঽমিত্রঘাতনঃ ॥ ২১
সর্বতঃ শুশুভে রাজন্ রণেঽরীণাং দুরাসদঃ।
মণ্ডলং তু সমালোক্য ব্যূহং পরমদুর্জয়ম্ ॥ ২২
স্বয়ং যুধিষ্ঠিরো রাজা বজ্রং ব্যূহমথাকরোৎ।
তথা ব্যূঢ়েষ্বনীকেষু যথাস্থানমবস্থিতাঃ ॥ ২৩
রথিনঃ সাদিনঃ সর্বে সিংহনাদমথানদন্।
বিভিৎসবস্ততো ব্যূহং নির্যযুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৪
ইতরেতরতঃ শূরাঃ সহসৈন্যাঃ প্রহারিণঃ।
ভারদ্বাজো যযৌ মৎস্যং দ্রৌণিশ্চাপি শিখণ্ডিনম্ ॥ ২৫
স্বয়ং দুর্য্যোধনো রাজা পার্ষতং সমুপাদ্রবৎ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ মদ্ররাজানমীয়তুঃ ॥ ২৬
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যাবিরাবন্তমভিদ্রুতৌ।
সর্বে নৃপাস্তু সমরে ধনঞ্জয়মযোধয়ন্ ॥ ২৭

ঋষ্টি ও তোমারধারী অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের বিরাট্ দলে এই ব্যূহ পূর্ণ ছিল। এক একটি হস্তীর পশ্চাতে সাত সাতটি করিয়া রথ ছিল। এইরূপ এক একটি রথের পশ্চাতে সাত সাত জন করিয়া অশ্বারোহী যোদ্ধা, প্রত্যেক অশ্বারোহীর পশ্চাতে দশজন করিয়া ধনুর্দ্ধর এবং প্রত্যেক ধনুর্দ্ধরের পশ্চাতে দশজন করিয়া ঢাল তরবারিধারী বীর যোদ্ধা ছিল ॥

মহারাজ! এইরূপ মহারথী বীরগণের দ্বারা ব্যূহবদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল এবং ভীষ্ম রণক্ষেত্রে তাহাদের রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

এইভাবে সেখানে দশ হাজার অশ্ব, দশ হাজার হাতী, দশ হাজার রথ এবং আপনার চিত্রসেনাদি বীর পুত্রগণ কবচ ধারণ করত পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৭

এই সব বীরগণে ভীষ্ম সুরক্ষিত ছিলেন এবং ভীষ্মও আবার তাঁহাদের সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেস্থলে বহু মহাবল রাজা যুদ্ধের জন্য কবচধারণ করত সজ্জিত হইয়া আছেন—দেখা যাইল ॥ ১৮

সৌন্দর্য্যমণ্ডিত রাজা দুর্য্যোধনও যুদ্ধস্থলে কবচধারণ করত রথে আরোহণ করিয়া সেরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে স্বীয় দিব্য প্রভায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১৯

ভারত! তদনন্তর আপনার পুত্রগণের মহান্ সিংহনাদ শব্দ হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে রথ ও বাদ্যসমূহেরও গম্ভীর শব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ২০

ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে কৌরবসৈন্যগণের পশ্চিমাভিমুখে ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। এই মণ্ডলনামক মহাব্যূহ দুর্ভেদ্য ও শত্রুসংহারক ছিল ॥ ২১

রাজন্! সেই রণাঙ্গনে সর্ব্বদিকে এই ব্যূহের অতিশয় শোভা প্রকাশিত হইতেছিল। ইহা শত্রুগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে দুর্গম ছিল। কৌরবগণের অত্যন্ত দুর্জয় মণ্ডলব্যূহকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং স্বীয় সৈন্যগণের জন্য বজ্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন ॥

এইভাবে সৈন্যদের ব্যূহরচনা শেষ হইলে যথাযথ স্থানে স্থিত রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি সমস্ত সৈন্যগণই সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥

তাহার পর প্রহার করিতে অভিজ্ঞ সমস্ত বীর যোদ্ধারা পরস্পরের ব্যূহ ভেদ করিতে এবং পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥

তখন দ্রোণাচার্য্য বিরাটের দিকে এবং অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর দিকে ধাবিত হইলেন। স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন দ্রুপদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

নকুল ও সহদেব নিজের মামা মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন। অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

অন্যান্য সমস্ত নরপতিগণ তখন অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন যুদ্ধে বিচরণ করিতে করিতে কৃতবর্ম্মাকে

ভীমসেনো রণে যান্তং হার্দিক্যং সমবারয়ৎ।
চিত্রসেনং বিকর্ণঞ্চ তথা দুর্মর্ষণং বিভুঃ ॥ ২৮
আর্জুনিঃ সমরে রাজংস্তব পুত্রানযোধয়ৎ।
প্রাগ্জ্যোতিষো মহেষ্বাসো হৈড়িম্বং রাক্ষসোত্তমম্ ॥২৯
অভিদুদ্রাব বেগেন মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্।
অলম্বুষস্তদা রাজন্ সাত্যকিং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩০
সসৈন্যং সমরে ক্রুদ্ধো রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ।
ভূরিশ্রবা রণে যত্তো ধৃষ্টকেতুমযোধয়ৎ ॥ ৩১
শ্রুতায়ুষঞ্চ রাজানং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
চেকিতানশ্চ সমরে কৃপমেবান্বযোধয়ৎ ॥ ৩২
শেষাঃ প্রতিযযুর্যত্তা ভীষ্মমেব মহারথম্।
ততো রাজসমূহাস্তে পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৩
শক্তি-তোমর-নারাচ-গদা-পরিঘপাণয়ঃ।
অর্জুনোঽথ ভৃশং ক্রুদ্ধো বার্ষ্ণেয়মিদমব্রবীৎ ॥ ৩৪

পশ্য মাধব সৈন্যানি ধার্তরাষ্ট্রস্য সংযুগে।
ব্যূঢানি ব্যূহবিদুষা গাঙ্গেয়েন মহাত্মনা ॥ ৩৫
যুদ্ধাভিকামান্ শূরাংশ্চ পশ্য মাধব দংশিতান্।
ত্রিগর্তরাজং সহিতং ভ্রাতৃভিঃ পশ্য কেশব ॥ ৩৬
অদ্যৈতান্ নাশয়িষ্যামি পশ্যতস্তে জনার্দন।
য ইমে মাং যদুশ্রেষ্ঠ যোদ্ধুকামা রণাজিরে ॥ ৩৭
এতদুক্ত্বা তু কৌন্তেয়ো ধনুর্জ্যামবমৃজ্য চ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি নরাধিপগণান্ প্রতি ॥ ৩৮
তেঽপি তং পরমেষ্বাসাঃ শরবর্ষৈরপূরয়ন্।
তড়াগং বারিধারাভির্যথা প্রাবৃষি তোয়দাঃ ॥ ৩৯
হাহাকারো মহানাসীৎ তব সৈন্যে বিশাম্পতে।
ছাদ্যমানৌ রণে কৃষ্ণৌ শরৈর্দৃষ্ট্বা মহারণে ॥ ৪০
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব গন্ধর্বাশ্চ সহোরগৈঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দৃষ্ট্বা কৃষ্ণৌ তথাগতৌ ॥ ৪১

নিবারিত করিলেন। রাজন্! শক্তিশালী অর্জুননন্দন অভিমন্যু সংগ্রামভূমিতে আপনার তিন পুত্র চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত তীব্রবেগে রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচের উপর আক্রমণ করিলেন। তাহাতে মনে হইল—কোন মদমত্ত হস্তী অপর এক মদমত্ত হস্তীর উপর আক্রমণ করিল।

রাজন্! সেই সময় রাক্ষস অলম্বুষ যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামরত সাত্যকির উপর ক্রোধভরে ধাবিত হইয়া আক্রমণ করিল॥

ভূরিশ্রবা রণভূমিতে যত্নসহকারে ধৃষ্টকেতুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা শ্রুতায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥

চেকিতান রণাঙ্গনে কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশিষ্ট যোদ্ধারা যত্নসহকারে মহারথী ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন॥

তারপর আপনার পক্ষের সেই রাজারা কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে সর্ব্বদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতে শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি ছিল॥

তাহার পর অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—মাধব! যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধনের এই সৈন্যগণকে অবলোকন করুন, ব্যূহসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহাত্মা গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ইহাদের ব্যূহ রচনা করিয়াছেন॥ ২২-৩৫

মাধব! যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করিয়া কবচধারণ করত সমাগত এই সব বীর সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করুন। কেশব! আরও দেখুন, ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত এই ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাও এখানে উপস্থিত আছেন॥ ৩৬

জনার্দ্দন! যদুশ্রেষ্ঠ! এই যে যাঁহারা রণাঙ্গনে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, আমি ইঁহাদের সকলকেই আপনার সাক্ষাতেই বিনাশ করিব॥ ৩৭

এই কথা বলিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন স্বীয় গাণ্ডীবধনুর গুণের উপর হস্তমার্জনা করিলেন এবং বিপক্ষীয় নরপতিগণের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ৩৮

যেরূপ বারিবর্ষণশীল মেঘ বর্ষাকালে জলধারা বর্ষণ করিয়া তড়াগকে (বৃহৎ পুষ্করিণীকে) পূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাধনুর্দ্ধর নরপতিগণও বাণবর্ষণের দ্বারা অর্জুনকে পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৯

প্রজানাথ! সেই মহাযুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে মহা-হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল॥ ৪০

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া দেবতা, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও নাগগণের মধ্যে অতিশয় বিস্ময়ের সঞ্চার হইল॥ ৪১

ততঃ ক্রুদ্ধোঽর্জ্জুনো রাজন্নৈন্দ্রমস্ত্রমুদৈরয়ৎ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম বিজয়স্য পরাক্রমম্ ॥ ৪২
শস্ত্রবৃষ্টিং পরৈর্মুক্তাং শরৌঘৈর্যদবারয়ৎ।
ন চ তত্রাপ্যনির্ভিন্নঃ কশ্চিদাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ৪৩
তেষাং রাজসহস্রাণাং হয়ানাং দন্তিনাং তথা।
দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ শরৈশ্চান্যান্ পার্থো বিব্যাধ মারিষ ॥৪৪
তে হন্যমানাঃ পার্থেন ভীষ্মং শান্তনবং যযুঃ।
অগাধে মজ্জমানানাং ভীষ্মঃ পোতোঽভবৎ তদা ॥ ৪৫
আপতদ্ভিস্তু তৈস্তত্র প্রভগ্নং তাবকং বলম্।
সঙ্ক্ষুভে মহারাজ বাতৈরিব মহার্ণবঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তমযুদ্ধদিবসে
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

রাজন্! তখন অর্জুন কুপিত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই সময় আমরা সকলে অর্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৪২

তিনি স্বীয় বাণসমূহে শত্রুগণের কৃত বাণবর্ষণকে নিবারণ করিলেন। মহারাজ! সেই সময় সেখানে এরূপ কোন যোদ্ধাই ছিলেন না, যিনি তাঁহার বাণে ক্ষত-বিক্ষত হন নাই ॥ ৪৩

আর্য্য! কুন্তীকুমার অর্জুন সেই সহস্র রাজগণের মধ্যে এবং অশ্ব ও হস্তিসকলের মধ্যে কাহাকেও দুই দুই বাণে এবং কাহাকেও তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

অর্জুনের বাণে পুনঃ পুনঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সকলে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় অগাধ বিপদ-সাগরে নিমজ্জমান সৈন্যদের পক্ষে ভীষ্ম পোত (জাহাজ)-স্বরূপ হইলেন ॥ ৪৫

মহারাজ! পাণ্ডবগণের আক্রমণে আপনার সৈন্যদের ব্যূহ ভঙ্গ হইয়া যাইল। তখন সেই সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ডবায়ুর বেগে সমুদ্রের ক্ষুব্ধ হওয়ার ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে সপ্তমদিবসের যুদ্ধবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনভয়েন যুদ্ধং বিহায় কৌরবসৈন্যানাং পলায়নম্, দ্রোণাচার্য্যেণ সহ বিরাটস্য সংগ্রামঃ, বিরাটপুত্র-শঙ্খস্য বিনাশঃ, শিখণ্ডিনা সহাশ্বত্থাম্নো যুদ্ধম্, সাত্যকিনালম্বুষস্য পরাজয়ঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন দুর্য্যোধনস্য পরাভবঃ, ভীমসেনেন সহ কৃতবর্ম্মণঃ সঙ্ঘর্ষশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
তথা প্রবৃত্তে সংগ্রামে নিবৃত্তে চ সুশর্মণি।
ভগ্নেষু চাপি বীরেষু পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ১
ক্ষুভ্যমাণে বলে তূর্ণং সাগরপ্রতিমে তব।
প্রত্যুদ্যাতে চ গাঙ্গেয়ে ত্বরিতং বিজয়ং প্রতি ॥
দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনো রাজা রণে পার্থস্য বিক্রমম্
ত্বরমাণঃ সমভ্যেত্য সর্ব্বাংস্তানব্রবীন্নৃপান্ ॥ ৩
তেষাং তু প্রমুখে শূরং সুশর্মাণং মহাবলম্।
মধ্যে সর্ব্বস্য সৈন্যস্য ভৃশং সংহর্ষয়ন্নিব ॥ ৪

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ভয়ে কৌরবসৈন্যগণের যুদ্ধত্যাগ করিয়া পলায়ন, দ্রোণাচার্য্য ও বিরাটের যুদ্ধ, বিরাটপুত্র শঙ্খের বিনাশ, শিখণ্ডী ও অশ্বত্থামার যুদ্ধ, সাত্যকিকর্তৃক অলম্বুষের পরাজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দুর্য্যোধনের পরাভব এবং ভীমসেন ও কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে র মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকর্তৃক পরাজিত হইয়া সুশর্ম্মা যুদ্ধ হইতে দূরে পলায়ন করিলেন এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধারাও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ১

আপনার সমুদ্রতুল্য বিশালবাহিনীর মধ্যে অতিক্রান্ত ক্ষোভের সঞ্চার হইল। সেই সময় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ত্বরিতগতিতে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২

রাজা দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে অর্জুনের পরাক্রম দেখিয়া ব্যগ্রতা-সহকারে নিকটে যাইয়া সমস্ত নৃপগণকে বলিলেন ॥ ৩

সেই নরপতিগণের সম্মুখে সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে বীর মহাবল সুশর্ম্মাকে অতিশয় হর্ষ প্রদান করিতে করিতে দুর্য্যোধন এই কথা বলিলেন ॥ ৪

এব ভীষ্মঃ শান্তনবো যোদ্ধুকামো ধনঞ্জয়ম্।
সর্ব্বাত্মনা কুরুশ্রেষ্ঠস্ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ ॥ ৫
তং প্রযান্তং রণে বীরং সর্বসৈন্যেন ভারতম্।
সংযত্তাঃ সমরে সর্বে পালয়ধ্বং পিতামহম্ ॥ ৬
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তু তান্যনীকানি সর্বশঃ।
নরেন্দ্রাণাং মহারাজ সমাজগ্মুঃ পিতামহম্ ॥ ৭
ততঃ প্রযাতঃ সহসা ভীষ্মঃ শান্তনবোঽর্জুনম্।
রণে ভারতমায়ান্তমাসসাদ মহাবলঃ ॥ ৮
মহাশ্বেতাশ্বযুক্তেন ভীমবানরকেতুনা।
মহতা মেঘনাদেন রথেনাতিবিরাজতা ॥ ৯
সমরে সর্বসৈন্যানামুপযান্তং ধনঞ্জয়ম্।
অভবৎ তুমুলো নাদো ভয়াদ্ দৃষ্ট্বা কিরীটিনম্ ॥ ১০
অভীষুহস্তং কৃষ্ণঞ্চ দৃষ্ট্বাদিত্যমিবাপরম্।
মধ্যন্দিনগতং সংখ্যে ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥ ১১

বীরগণ! এই শান্তনুনন্দন ভীষ্ম খায় জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন ॥ ৫

সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত আমার বীর পিতামহ ভরতনন্দন ভীষ্মকে আপনারা সকলে যত্নসহকারে রক্ষা করুন ॥ ৬

মহারাজ! "আচ্ছা, তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া নরপতিগণের সেই সমস্ত সৈন্যবাহিনী পিতামহ ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন ॥ ৭

তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধভূমিতে সহসা অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভরতবংশীয় ভীষ্মকে আসিতে দেখিয়া মহাবল অর্জ্জুন তাঁহার নিকট গমন করিলেন ॥ ৮

তিনি যে রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই রথ অতিশয় সুশোভিত ছিল। তাহাতে শ্বেতবর্ণের বিশাল অশ্বসমূহ যোজিত ছিল। তাহার উপর ভয়ঙ্কর বানরচিহ্নিত ধ্বজ উড়িতে ছিল এবং এই রথের চক্রসমূহের শব্দ মেঘের ন্যায় গম্ভীর ছিল ॥ ৯

কিরীটধারী অর্জ্জুনকে যুদ্ধের নিকটে আসিতে দেখিয়াই ভয়ে সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১০

হস্তে অশ্বের রজ্জু ধারণ করত মধ্যাহ্নকালীন অপর এক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কোনও যোদ্ধা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিলেন না ॥ ১১

তথা শান্তনবং ভীষ্মং শ্বেতাশ্বং শ্বেতকার্মুকম্।
ন শেকুঃ পাণ্ডবা দ্রষ্টুং শ্বেতং গ্রহমিবোদিতম্ ॥ ১২
স সর্বতঃ পরিবৃতস্ত্রিগর্তৈঃ সুমহাত্মভিঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহপুত্রৈশ্চ তথান্যৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ১৩
ভারদ্বাজস্তু সমরে মৎস্যং বিব্যাধ পত্রিণা।
ধ্বজং চাস্য শরেণাজৌ ধনুশ্চৈকেন চিচ্ছিদে ॥ ১৪
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
অন্যদাদত্ত বেগেন ধনুর্ভারসহং দৃঢ়ম্ ॥ ১৫
শরাংশ্চাশীবিষাকারান্ জ্বলিতান্ পন্নগানিব।
দ্রোণং ত্রিভিশ্চ বিব্যাধ চতুর্ভিশ্চাস্য বাজিনঃ ॥ ১৬
ধ্বজমেকেন বিব্যাধ সারথিং চাস্য পঞ্চভিঃ।
ধনুরেকেষুণা বিদ্ধং তত্রাক্রুধ্যদ্ দ্বিজর্ষভঃ ॥ ১৭
তস্য দ্রোণোঽবধীদশ্বান্ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অষ্টাভির্ভরতশ্রেষ্ঠ সূতমেকেন পত্রিণা ॥ ১৮

এই রূপ শ্বেতঅশ্বযুক্ত ও শ্বেতবর্ণের ধনুঃশোভিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে শ্বেত গ্রহের ন্যায় উদিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহার দিকে তাকাইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১২

মহাত্মা ত্রিগর্ত্ত স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্র ও অন্যান্য মহারথী বীরগণের সহিত উপস্থিত হইয়া ভীষ্মকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ১৩

অপর দিকে দ্রোণাচার্য্য মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে এক বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং এক বাণে ধ্বজ ও আর এক বাণে তাহার ধনু ছিন্ন করিলেন ॥ ১৪

সেনাপতি বিরাট সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া হস্তে অপর একটি সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ করিলেন, যাহা ভার বহন করিতে সমর্থ ছিল ॥ ১৫

তিনি সেই ধনু দ্বারা প্রজ্বলিত সর্পসমূহসদৃশ বিষাক্ত নাগাকৃতিতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিয়া তিন বাণে দ্রোণাচার্য্যকে এবং চার বাণে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

পুনরায় এক বাণে ধ্বজ, পাঁচ বাণে সারথি ও এক বাণে ধনু বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর দ্রোণাচার্য্য আনতপর্ব্বযুক্ত আট বাণে বিরাটের অশ্বগণকে এবং এক বাণে সারথিকে বিনাশ করিলেন। ১৮

স হতাশ্বাদবপ্লুত্য স্যন্দনাদ্ধতসারথিঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং পুত্রস্য রথিনাং বরঃ॥ ১৯
ততস্তু তৌ পিতাপুত্রৌ ভারদ্বাজং রথে স্থিতৌ।
মহতা শরবর্ষেণ বারয়ামাসতুর্বলাৎ॥ ২০
ভারদ্বাজস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরমাশীবিষোপমম্।
চিক্ষেপ সমরে তূর্ণং শঙ্খং প্রতি জনেশ্বর॥ ২১
স তস্য হৃদয়ং ভিত্ত্বা পীত্বা শোণিতমাহবে।
জগাম ধরণীং বাণো লোহিতার্দ্রবরচ্ছদঃ॥ ২২
স পপাত রণে তূর্ণং ভারদ্বাজশরাহতঃ।
ধনুস্ত্যক্ত্বা শরাংশ্চৈব পিতুরেব সমীপতঃ॥ ২৩
হতং তমাত্মজং দৃষ্ট্বা বিরাটঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ।
উৎসৃজ্য সমরে দ্রোণং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্॥ ২৪
ভারদ্বাজস্ততস্তূর্ণং পাণ্ডবানাং মহাচমূম্।
দারয়ামাস সমরে শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৫
শিখণ্ডী তু মহারাজ দ্রৌণিমাসাদ্য সংযুগে।

সারথি ও অশ্ব নিহত হইলে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিরাট অতি দ্রুত নিজ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় পুত্রের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥ ১৯

তারপর পিতা পুত্র উভয়ে একই রথে উপবিষ্ট হইয়া প্রভূত বাণবর্ষণের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন॥ ২০

জনেশ্বর! তখন দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়া সমরাঙ্গণে বিষধর সর্প-তুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ অতি দ্রুত শঙ্খের উপর নিক্ষেপ করিলেন॥ ২১

এই বাণ শঙ্খের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রক্তপান করত রণাঙ্গনে ভূতলে প্রবেশ করিল। এই বাণের শ্রেষ্ঠ পক্ষ রক্তে আর্দ্র হইয়া লোহিত বর্ণ হইয়াছিল॥ ২২

দ্রোণাচার্য্যের বাণে আহত হইয়া শঙ্খ পিতা বিরাটের নিকটেই ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে রণভূমিতে পতিত হইলেন॥ ২৩

নিজ পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া মুখ বিস্তারকারী কালের ন্যায় ভয়ানক দ্রোণাচার্য্যকে সমরস্থলে পরিহার করিয়া বিরাট ভয়বশতঃ পলায়ন করিলেন॥ ২৪

তখন দ্রোণাচার্য্য সংগ্রাম-ভূমিতে অতি দ্রুতগতিতে পাণ্ডবগণের বিশাল বাহিনীকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল॥ ২৫

আজঘান ভ্রুবোর্মধ্যে নারাচৈস্ত্রিভিরাশুগৈঃ॥ ২৬
স বভৌ রথশার্দূলো ললাটে সংস্থিতৈস্ত্রিভিঃ।
শিখরৈঃ কাঞ্চনময়ৈর্মেরুস্ত্রিভিরিবোচ্ছ্রিতৈঃ॥ ২৭
অশ্বত্থামা ততঃ ক্রুদ্ধো নিমেষার্দ্ধাচ্ছিখণ্ডিনঃ।
ধ্বজং সূতমথো রাজংস্তুরগানায়ুধানি চ॥ ২৮
শরৈর্বহুভিরাচ্ছিদ্য পাতয়ামাস সংযুগে।
স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথাদ্ বৈ রথিনাং বরঃ॥ ২৯
খড়্গমাদায় সুশিতং বিমলঞ্চ শরাবরম্।
শ্যেনবদ্ ব্যচরৎ ক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডী শত্রুতাপনঃ॥ ৩০
সখড়্গস্য মহারাজ চরতস্তস্য সংযুগে।
নান্তরং দদৃশে দ্রৌণিস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৩১
ততঃ শরসহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
প্রেষয়ামাস সমরে দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ॥ ৩২
তামাপতন্তীং সমরে শরবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ চিচ্ছেদ বলিনাং বরঃ॥ ৩৩

মহারাজ! অপর দিকে শিখণ্ডী যুদ্ধভূমিতে অশ্বত্থামার নিকট যাইয়া তিনটি শীঘ্রগামী নারাচের দ্বারা তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে আঘাত করিলেন॥ ২৬

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ললাটে সংসক্ত সেই তিনটি বাণের দ্বারা তিনটি উচ্চ সুবর্ণময় শিখরে যুক্ত মেরুপর্ব্বততুল্য শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ২৭

রাজন্! তদনন্তর ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যেই বহু বাণে শিখণ্ডীর ধ্বজ, সারথি, অশ্বগণ ও আয়ুধসমূহকে ছিন্ন করিয়া ভূপাতিত করিলেন॥

রথিগণশ্রেষ্ঠ শত্রুসন্তাপী শিখণ্ডী অশ্ব নিহত হইলে সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মল তরবারি এবং ঢাল হাতে লইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৮-৩০

মহারাজ! তরবারি লইয়া যুদ্ধে বিচরণকারী শিখণ্ডীর অল্পও কোন ছিদ্র অশ্বত্থামা দেখিতে পাইলেন না। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন অতি কোপনস্বভাব অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে শিখণ্ডীর উপর কয়েক হাজার বাণ বর্ষণ করিলেন॥ ৩২

বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী সমরক্ষেত্রে নিজের উপর পতিত অতিশয় ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারিদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৩

ততোঽস্য বিমলং দ্রৌণিঃ শতচন্দ্রং মনোরমম্।
চর্মাচ্ছিনদসিং চাস্য খণ্ডয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৪

শিতৈস্তু বহুশো রাজংস্তঞ্চ বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
শিখণ্ডী তু ততঃ খঙ্গং খণ্ডিতং তেন সায়কৈঃ ॥ ৩৫

আবিধ্য ব্যসৃজৎ তূর্ণং জ্বলন্তমিব পন্নগম্।
তমাপতন্তং সহসা কালানলসমপ্রভম্ ॥ ৩৬

চিচ্ছেদ সমরে দ্রৌণিদর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
শিখণ্ডিনঞ্চ বিব্যাধ শরৈর্বহুভিরায়সৈঃ ॥ ৩৭

শিখণ্ডী তু ভৃশং রাজংস্তাড্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং মাধবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮

সাত্যকিশ্চাপি সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং ক্রূরমাহবে।
অলম্বুষং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিব্যাধ বলিনাং বরঃ ॥ ৩৯

রাক্ষসেন্দ্রস্ততস্তস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ ভারত।
অর্ধচন্দ্রেণ সমরে তঞ্চ বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৪০

তখন অশ্বত্থামা শত চন্দ্রাকারচিহ্নে সুশোভিত শিখণ্ডীর পরম সুন্দর ঢাল ও নির্ম্মল তরবারিকে যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! তারপর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামার অস্ত্রসমূহের আঘাতে খণ্ডিত সেই তরবারিকে শিখণ্ডী সবেগে ঘুরাইয়া অতিসত্বর তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। এই তরবারি তখন প্রজ্বলিত সর্পসদৃশ প্রকাশিত হইয়া উঠিল। নিজের দিকে আগত প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই তরবারিকে অশ্বত্থামা স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইয়া সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বহু লৌহময় বাণের দ্বারা শিখণ্ডীকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫-৩৭

রাজন্! অশ্বত্থামার তীক্ষ্ণবাণে শিখণ্ডী গুরুতর আহত হইয়া অতিক্রুত মহাত্মা সাত্যকির রথের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৩৮

এদিকে বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকিও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সংগ্রামভূমিতে ক্রূর রাক্ষস অলম্বুষকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

ভারত! তখন রাক্ষসরাজ অলম্বুষ রণাঙ্গনে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা সাত্যকির ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল এবং বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪০

মায়াঞ্চ রাক্ষসীং কৃত্বা শরবর্ষৈরবাকিরৎ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম শৈনেয়স্য পরাক্রমম্ ॥ ৪১

অসম্ভ্রমস্তু সমরে বধ্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
ঐন্দ্রমস্ত্রঞ্চ বার্ষ্ণেয়ো যোজয়ামাস ভারত ॥ ৪২

বিজয়াদ্ যদনুপ্রাপ্তং মাধবেন যশস্বিনা
তদস্ত্রং ভস্মসাৎ কৃত্বা মায়াং তাং রাক্ষসীং তদা ॥ ৪৩

অলম্বুষং শরৈরন্যৈরভ্যাকিরত সবতঃ।
পবতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ৪৪

তৎ তথা পীড়িতং তেন মাধবেন যশস্বিনা।
প্রদুদ্রাব ভয়াদ্ রক্ষস্ত্যক্ত্বা সাত্যকিমাহবে ॥ ৫৫

তমজেয়ং রাক্ষসেন্দ্রং সংখ্যে মঘবতা অপি।
শৈনেয়ঃ প্রাণদজ্জিত্বা যোধানাং তব পশ্যতাম্ ॥ ৪৬

ন্যহনৎ তাবকাংশ্চাপি সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
নিশিতৈর্বহুভির্বাণৈস্তেঽদ্রবন্ত ভয়াদিতাঃ ॥ ৪৭

তাহার পর সে রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া তাহার উপর প্রভূত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সময় আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৪১

ভারত! তিনি সমরাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত হইয়াও বিভ্রান্ত হন নাই। সেই যশস্বী যদুকুলভূষণ সাত্যকি অর্জুনের নিকট হইতে যে অস্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সেই ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন।

তখন সেই দিব্যাস্ত্র উক্ত রাক্ষসী মায়াকে ভস্মসাৎ করিয়া অলম্বুষের উপর অন্য সমস্ত বাণ সেইরূপে বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৪২-৪৪

মধুবংশভূষণ যশস্বী সাত্যকি কর্ত্তৃক এইভাবে পীড়িত হইতে থাকিলে সেই রাক্ষস অলম্বুষ ভয়ে সাত্যকিকে যুদ্ধস্থলে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ॥ ৪৫

যাহাকে ইন্দ্রও যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হন্ না, সেই রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে আপনার যোদ্ধাগণের সাক্ষাতেই পরাজিত করিয়া সাত্যকি সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তারপর সত্যপরাক্রম সাত্যকি স্বীয় তীক্ষ্ণবাণসমূহে আপনার অন্য যোদ্ধাদিগকেও বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তাঁহার ভয়ে পীড়িত সকল যোদ্ধারা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৭

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্রুপদস্যাত্মজো বলী।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ পুত্রং তব জনেশ্বরম্ ॥ ৪৮

ছাদয়ামাস সমরে শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
স ছাদ্যমানো বিশিখৈর্ধৃষ্টদ্যুম্নেন ভারত ॥ ৪৯

বিব্যথে ন চ রাজেন্দ্র তব পুত্রো জনেশ্বর।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ সমরে তূর্ণং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ৫০

ষষ্ট্যা চ ত্রিংশতা চৈব তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তস্য সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ৫১

হয়াংশ্চ চতুরঃ শীঘ্রং নিজঘান মহাবলঃ।
শরৈশ্চৈনং সুনিশিতৈঃ ক্ষিপ্রং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৫২

স হতাশ্বান্মহাবাহুরবপ্লুত্য রথাদ্ বলী।
পদাতিরসিমুদ্যম্য প্রাদ্রবৎ পার্ষতং প্রতি ॥ ৫৩

শকুনিস্তং সমভ্যেত্য রাজগৃদ্ধী মহাবলঃ।
রাজানং সর্বলোকস্য রথমারোপয়ৎ স্বকম্ ॥ ৫৪

ততো নৃপং পরাজিত্য পার্ষতঃ পরবীরহা।
ন্যহনৎ তাবকং সৈন্যং বজ্রপাণিরিবাসুরান্ ॥ ৫৫

কৃতবর্ম্মা রণে ভীমং শরৈরার্চ্ছন্মহারথঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস চ তং মহামেঘো রবিং যথা ॥ ৫৬

ততঃ প্রহস্য সমরে ভীমসেনঃ পরন্তপঃ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সায়কান্ কৃতবর্ম্মণে ॥ ৫৭

তৈরর্দ্যমানোঽতিরথঃ সাত্বতঃ সত্যকোবিদঃ।
নাকম্পত মহারাজ ভীমং চার্চ্ছচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৮

তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা ভীমসেনো মহারথঃ।
সারথিং পাতয়ামাস সধ্বজং সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ৫৯

শরৈর্বহুবিধৈশ্চৈনমাচিনোৎ পরবীরহা।
শকলীকৃত সর্বাঙ্গো হতাশ্বঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৬০

হতাশ্বশ্চ ততস্তূর্ণং বৃষকস্য রথং যযৌ।
শ্যালস্য তে মহারাজ তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৬১

মহারাজ! এই সময় দ্রুপদের বলবান্ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে রণস্থলে আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

ভরতনন্দন! রাজেন্দ্র! জনেশ্বর! ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মনে কোন ব্যথা হইল না। তিনি যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল।

আর্য্য! সেই সময় মহাবল পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নও কুপিত হইয়া দুর্য্যোধনের ধনু ছেদন করিলেন এবং অতি দ্রুত তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন। তাহার পর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সাতটি বাণদ্বারা সত্বরতার সহিত দুর্য্যোধনকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৮-৫২

অশ্ব নিহত হইলে বলবান্ মহাবাহু দুর্য্যোধন স্বীয় রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তরবারি উত্তোলিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে পায়ে হাঁটিয়াই দৌড়াইতে লাগিলেন ॥ ৫৩

সেই সময় মহাবল শকুনি, যিনি রাজাকে সর্ব্বপ্রকারে কামনা করেন, তিনি নিকটে আসিয়া জগতের অধিপতি দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৫৪

তখন শত্রুবীরহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিয়া আপনার সৈন্যগণকে সেইরূপ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫

অন্যদিকে মহারথী কৃতবর্ম্মা রণাঙ্গনে ভীমসেনকে স্বীয়-বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং মহামেঘ যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬

তখন শত্রুসন্তাপক ভীমসেন যুদ্ধে হাস্য করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতবর্ম্মার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৭

মহারাজ! সেই বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও অতিরথী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা বিচলিত হইলেন না। তিনি পুনরায় ভীমসেনকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

তখন মহারথী ভীমসেন তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া সুসজ্জিত রথকেও ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ৫৯

তাহার পর শত্রুবীরহন্তা ভীমসেন বহুবিধ বাণের দ্বারা কৃতবর্ম্মার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তাঁহার অশ্বও পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার সকল অঙ্গই ভীমসেনের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে দেখা যাইল ॥ ৬০

মহারাজ! তখন অশ্ব নিহত হইয়া যাইলে কৃতবর্ম্মা আপনার পুত্রের সম্মুখেই নিজের সম্বন্ধী বৃষকের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৬১

ভীমসেনোঽপি সংক্রুদ্ধস্তব সৈন্যমুপাদ্রবৎ।
নিজঘান চ সংক্রুদ্ধো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি দ্বৈরথে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮২

এদিকে ভীমসেনও অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপনার সৈন্যগণের উপর ধাবিত হইলেন এবং দণ্ডপাণি যমের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্তে তাহাদের সংহার করিতে লাগিলেন॥ ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বৈরথ-যুদ্ধবিষয়ক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইরাবতা বিন্দানুবিন্দয়োঃ পরাজয়ঃ, ভগদত্তেন ঘটোৎকচস্য পরাভবঃ, মদ্ররাজ-শল্যং জিত্বা নকুল-সহদেবয়োর্জয়লাভশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বহূনি হি বিচিত্রাণি দ্বৈরথানি স্ম সঞ্জয়।
পাণ্ডূনাং মামকৈঃ সার্ধমশ্রৌষং তব জল্পতঃ॥ ১
ন চৈবং মামকং কিঞ্চিদ্ধৃষ্টং শংসসি সঞ্জয়।
নিত্যং পাণ্ডুসুতান্ হৃষ্টানভগ্নান্ সম্প্রশংসসি॥ ২
জীয়মানান্ বিমনসো মামকান্ বিগতৌজসঃ।
বদসে সংযুগে সূত দিষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

যথাশক্তি যথোৎসাহং যুদ্ধে চেষ্টন্তি তাবকাঃ।
দর্শয়ানাঃ পরং শক্ত্যা পৌরুষং পুরুষর্ষভ॥ ৪
গঙ্গায়াঃ সুরনদ্যা বৈ স্বাদু ভূত্বা যথোদকম্।
মহোদধেগুণাভ্যাসাল্লবণত্বং নিগচ্ছতি॥ ৫
তথা তৎ পৌরুষং রাজংস্তাবকানাং পরন্তপ।
প্রাপ্য পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ ব্যর্থং ভবতি সংযুগে॥ ৬
ঘটমানান্ যথাশক্তি কুর্ব্বাণান্ কর্ম দুষ্করম্।
ন দোষেণ কুরুশ্রেষ্ঠ কৌরবান্ গন্তুমর্হসি॥ ৭
তবাপরাধাৎ সুমহান্ সপুত্রস্য বিশাম্পতে।
পৃথিব্যাঃ প্রক্ষয়ো ঘোরো যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ॥ ৮
আত্মদোষাৎ সমুৎপন্নং শোচিতুং নার্হসে নৃপ।
ন হি রক্ষন্তি রাজানঃ সর্বথাত্রাপি জীবিতম্॥ ৯

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[ইরাবান্ কর্ত্তৃক বিন্দ ও অনুবিন্দের পরাজয়, ভগদত্তের নিকট ঘটোৎকচের পরাভব এবং মদ্ররাজ শল্যকে জয় করিয়া নকুল-সহদেবের বিজয়লাভ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি তোমার মুখ হইতে এখন পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণের আমার পুত্রদের সহিত যে বহু বিচিত্র দ্বৈরথ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা শ্রবণ করিলাম॥ ১

সূত! কিন্তু তুমি আমার পক্ষে সংঘটিত কোন হর্ষজনক বাক্য এখনও বলিলে না; বরং পাণ্ডবগণেরই প্রতিদিন হর্ষপূর্ণ ও অপরাজিত থাকারই সংবাদ বলিতেছ॥ ২

আমার পুত্ররা তেজ ও বলহীন, বিমনা এবং যুদ্ধে পরাজিত —এই কথাই বলিতেছ। সঞ্জয়! এ সমস্ত প্রারব্ধেরই ফল— ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্রগণও পূর্ণ শক্তিতে পুরুষার্থ দেখাইতে দেখাইতে স্বীয় বল ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধে সফলতালাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন॥ ৪

পরন্তপ! নরেশ! যেরূপ দেবনদী গঙ্গার জল স্বাদিষ্ট হইয়াও মহাসাগরের সহিত সংযোগবশতঃ তাহার গুণ সংমিশ্রণ হইয়া যাওয়ায় লবণাক্ত হয়, সেইরূপ আপনার পুত্রদিগের পুরুষার্থ যুদ্ধে বীর পাণ্ডবগণ পর্য্যন্ত যাইয়া ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে॥ ৫-৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! কৌরবগণ যথাশক্তি জয়লাভের জন্য প্রযত্ন করিতেছেন এবং দুষ্কর কর্ম্মও করিতেছেন, অতএব তাহাদের উপর দোষারোপ করা আপনার উচিত নয়॥ ৭

প্রজানাথ! পুত্রসহ আপনার অপরাধেই এই ভূমণ্ডলের মহাভয়ঙ্কর সংহার হইতেছে এবং তাহাতে যমলোক দিনে দিনে বর্দ্ধিতই হইতেছে॥ ৮

নরেশ্বর! আপনি নিজেরই দোষে যে মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য আপনার শোক করা উচিত নয়। (আপনারই অপরাধের জন্য) ভূতলের এই রাজারাও সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াও নিজেদের জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না॥ ৯

যুদ্ধে সুকৃতিনাং লোকানিচ্ছন্তো বসুধাধিপাঃ।
চমূং বিগাহ্য যুধ্যন্তে নিত্যং স্বর্গপরায়ণাঃ ॥ ১০
পূর্বাহ্ণে তু মহারাজ প্রাবর্তত জনক্ষয়ঃ।
তং ত্বমেকমনা ভূত্বা শৃণু দেবাসুরোপমম্ ॥ ১১
আবন্ত্যৌ তু মহেষ্বাসৌ মহাসেনৌ মহাবলৌ।
ইরাবন্তমভিপ্রেক্ষ্য সমেয়াতাং রণোৎকটৌ ॥ ১২
তেষাং প্রবৃত্তে যুদ্ধং সুমহল্লোমহর্ষণম্।
ইরাবাংস্তু সুসংক্রুদ্ধো ভ্রাতরৌ দেবরূপিণৌ ॥ ১৩
বিব্যাধ নিশিতৈস্তূর্ণং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
তাবেনং প্রত্যবিধ্যেতাং সমরে চিত্রযোধিনৌ ॥ ১৪
যুধ্যতাং হি তথা রাজন্ বিশেষো ন ব্যদৃশ্যত।
যততাং শত্রুনাশায় কৃতপ্রতিকৃতৈষিণাম্ ॥ ১৫
ইরাবাংস্তু ততো রাজন্ননুবিন্দস্য সায়কৈঃ।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহাননয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ১৬

এই সব ভূপতিগণ যুদ্ধে পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোকসমূহ লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং স্বর্গই তাঁহাদের তখন পরম লক্ষ্য ছিল ॥ ১০

মহারাজ! সেই দিন পূর্বাহ্ণকালে অতিশয় জনক্ষয় হইয়াছিল। আপনি একাগ্রচিত্ত দেবাসুর-সংগ্রামতুল্য মহাভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করুন ॥ ১১

অবন্তীদেশের মহাবলশালী, মহাধনুর্ধর ও বিশাল সৈন্য-বাহিনীযুক্ত রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সম্মুখে অর্জুনপুত্র ইরাবান্‌কে দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১২

এই তিন বীরের সেই যুদ্ধ অত্যন্ত রোমাঞ্চকারী ছিল। ইরাবান্ কুপিত হইয়া দেবতাদের ন্যায় রূপবান্ বিন্দ ও অনুবিন্দ এই দুই ভ্রাতাকে আনতপর্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ অতিদ্রুত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও উভয়ে সমরাঙ্গণে বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সুতরাং ইঁহারাও ইরাবান্‌কে বাণ-বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪

রাজন্! উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই নিজ নিজ শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে প্রযত্নশীল ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরস্পরের কৃত অস্ত্রপ্রহার নিবারণ করিতে অভিলাষী ছিলেন, সুতরাং যুদ্ধের সময় তাঁহাদের কোন পার্থক্যই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ১৫

রাজন্! সেই সময় ইরাবান্ নিজ চারিটি বাণের দ্বারা অনুবিন্দের চারিটি অশ্বকে যমলোকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৬

ভল্লাভ্যাঞ্চ সুতীক্ষ্ণাভ্যাং ধনুঃ কেতুঞ্চ মারিষ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৭
ত্যক্ত্বানুবিন্দোঽথ রথং বিন্দস্য রথমাস্থিতঃ।
ধনুর্গৃহীত্বা পরমং ভারসাধনমুত্তমম্ ॥ ১৮
তাবেকস্থৌ রণে বীরাবাবন্ত্যৌ রথিনাং বরৌ।
শরান্ মুমুচতুস্তূর্ণমিরাবতি মহাত্মনি ॥ ১৯
তাভ্যাং মুক্তা মহাবেগাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
দিবাকরপথং প্রাপ্য চ্ছাদয়ামাসুরম্বরম্ ॥ ২০
ইরাবাংস্তু রণে ক্রুদ্ধো ভ্রাতরৌ তৌ মহারথৌ।
ববর্ষ শরবর্ষেণ সারথিং চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ২১
তস্মিংস্তু পতিতে ভূমৌ গতসত্ত্বে তু সারথৌ।
রথঃ প্রদুদ্রাব দিশঃ সমুদ্ভ্রান্তহয়স্ততঃ ॥ ২২
তৌ স জিত্বা মহারাজ নাগরাজসুতাসুতঃ।
পৌরুষং খ্যাপয়ংস্তূর্ণং ব্যধমৎ তব বাহিনীম্ ॥ ২৩

আর্য্য! রাজন্! তারপর দুইটি তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা তিনি যুদ্ধে অনুবিন্দের ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যাইল ॥ ১৭

তারপর অনুবিন্দ নিজ রথ পরিত্যাগ করিয়া বিন্দের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন এবং ভারবহন করিতে সমর্থ অন্য একটি অত্যুত্তম ধনু গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই অবন্তীদেশের বীর রণাঙ্গনে একই রথে উপবিষ্ট থাকিয়া অতিদ্রুত গতিতে মহাত্মা ইরাবানের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

এই উভয় বীরের নিক্ষিপ্ত মহাবেগশালী স্বর্ণভূষিত বাণ-সমূহ সূর্যদেবের পথে উপস্থিত হইয়া আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ॥ ২০

তখন ইরাবান্ও রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বীর দুই ভ্রাতার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের সারথিকে ভূপাতিত করিলেন ॥ ২১

সারথি প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে সেই রথের অশ্বগণ বিশেষভাবে বিভ্রান্ত হইয়া চারিদিক্ দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২২

মহারাজ! ইরাবান্ নাগরাজকন্যা উলূপীর পুত্র ছিলেন। তিনি বিন্দ ও অনুবিন্দকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পুরুষার্থ দেখাইতে দেখাইতে অতিসত্বর আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩

সা বধ্যমানা সমরে ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ।
বেগান্ বহুবিধাংশ্চক্রে বিষং পীত্বেব মানবঃ॥ ২৪
হৈড়িম্বো রাক্ষসেন্দ্রস্তু ভগদত্তং সমাদ্রবৎ।
রথেনাদিত্যবর্ণেন সধ্বজেন মহাবলঃ॥ ২৫
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা নাগরাজং সমাস্থিতঃ
যথা বজ্রধরঃ পূর্বং সংগ্রামে তারকাময়ে॥ ২৬
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ।
বিশেষং ন স্ম বিবিদুর্হৈড়িম্ব-ভগদত্তয়োঃ॥ ২৭
যথা সুরপতিঃ শক্রস্ত্রাসয়ামাস দানবান্।
তথৈব সমরে রাজা দ্রাবয়ামাস পাণ্ডবান্॥ ২৮
তেন বিদ্রাব্যমাণাস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বতো দিশম্।
ত্রাতারং নাভ্যগচ্ছন্তঃ স্বেষনীকেষু ভারত॥ ২৯
ভৈমসেনিং রথস্থং তু তত্রাপশ্যাম ভারত।
শেষা বিমনসো ভূত্বা প্রাদ্রবন্ত মহারথাঃ॥ ৩০

নিবৃত্তেষু তু পাণ্ডূনাং পুনঃ সৈন্যেষু ভারত।
আসীন্নিষ্ঠানকো ঘোরস্তব সৈন্যস্য সংযুগে॥ ৩১
ঘটোৎকচস্ততো রাজন্ ভগদত্তং মহারণে।
শরৈঃ প্রচ্ছাদয়ামাস মেরুং গিরিমিবাম্বুদঃ॥ ৩২
নিহত্য তান্ শরান্ রাজা রাক্ষসস্য ধনুশ্চ্যুতান্।
ভৈমসেনিং রণে তূর্ণং সর্বমর্মস্বতাড়য়ৎ॥ ৩৩
স তাড্যমানো বহুভিঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ন বিব্যথে রাক্ষসেন্দ্রো ভিদ্যমান ইবাচলঃ॥ ৩৪
তস্য প্রাগ্‌জ্যোতিষঃ ক্রুদ্ধস্তোমরাংশ্চ চতুর্দশ।
প্রেষয়ামাস সমরে তাংশ্চিচ্ছেদ স রাক্ষসঃ॥ ৩৫
স তাংশ্ছিত্ত্বা মহাবাহুস্তোমরান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভগদত্তঞ্চ বিব্যাধ সপ্তত্যা কঙ্কপত্রিভিঃ॥ ৩৬
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা প্রহসন্নিব ভারত।
তস্যাশ্বাংশ্চতুরঃ সংখ্যে পাতয়ামাস সায়কৈঃ॥ ৩৭

রণাঙ্গনে ইরাবান্ কর্তৃক পীড়িত হইয়া আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী বিষপানকারী মানুষের ন্যায় নানাপ্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। ২৪

অপরদিকে রাক্ষসরাজ মহাবল ঘটোৎকচ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও ধ্বজযুক্ত রথের দ্বারা ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিল। ২৫

যেরূপ পুরাকালে তারকাময় সংগ্রামের সময় বজ্রধারী ইন্দ্র ঐরাবতনামক হাতীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই মহাযুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি রাজা ভগদত্ত এক গজরাজে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন। ২৬

তখন সেখানে যুদ্ধ দেখিবার জন্য সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং ঋষিগণ ঘটোৎকচ ও ভগদত্তের মধ্যে পরাক্রমের কোন পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। ২৭

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে ভীত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগদত্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে ভীত করিয়া তাহাদিগকে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। ২৮

ভারত! ভগদত্ত কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে করিতে নিজেদের মধ্যে কাহাকেও রক্ষাকর্তারূপে পাইল না। ২৯

হে ভারত! সেই সময় সেখানে আমরা কেবল ভীম-পুত্র ঘটোৎকচকেই রথের উপর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। অবশিষ্ট সকল মহারথীরাও বিমনা হইয়া পলায়ন করিলেন। ৩০

ভরতবংশধর! তারপর যখন পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সেই রণক্ষেত্রে আপনার সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল। ৩১

রাজন্! সেই সময় এই মহাযুদ্ধে ঘটোৎকচ স্বীয় বাণসমূহে ভগদত্তকে সেইরূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, যেরূপ জল-বর্ষণশীল মেঘ মেরু পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ৩২

রাজা ভগদত্ত রাক্ষস ঘটোৎকচের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণই ব্যর্থ করিয়া দিয়া রণস্থলে অতিক্রুত ঘটোৎকচের সকল মর্ম্মস্থানের উপর প্রহার করিলেন। ৩৩

আনতপর্ব্বযুক্ত বহু বাণে আহত হইয়াও বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ব্যথিত ও বিচলিত হইল না। ৩৪

তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের উপর চৌদ্দটি তোমর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু এই গুলিকে ঘটোৎকচ রণাঙ্গনে ছেদন করিয়া দিলেন। ৩৫

সেই তোমরগুলিকে তীক্ষ্ণবাণে ছেদন করিয়া মহাবাহু ঘটোৎকচ কঙ্কপত্রযুক্ত সত্তরটি বাণে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৬

ভারত! তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত যেন হাস্য করিতে করিতেই সেই যুদ্ধে স্বীয় বাণসমূহে ঘটোৎকচের চারিটি অশ্বকে ভূতলে পাতিত করিলেন। ৩৭

স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
শক্তিং চিক্ষেপ বেগেন প্রাগ্জ্যোতিষগজং প্রতি ॥ ৩৮
তামাপতন্তীং সহসা হেমদণ্ডাং সুবেগিনীম্।
ত্রিধা চিচ্ছেদ নৃপতিঃ সা ব্যকীর্য্যত মেদিনীম্ ॥ ৩৯
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা হৈড়িম্বঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ।
যথেন্দ্রস্য রণাৎ পূর্বং নমুচির্দৈত্যসত্তমঃ ॥ ৪০
তং বিজিত্য রণে শূরং বিক্রান্তং খ্যাতপৌরুষম্।
অজেয়ং সমরে বীরং যমেন বরুণেন চ ॥ ৪১
পাণ্ডবীং সমরে সেনাং সম্মমর্দ স কুঞ্জরঃ।
যথা বনগজো রাজন্ মৃদ্গংশ্চরতি পদ্মিনীম্ ॥ ৪২
মদ্রেশ্বরস্তু সমরে যমাভ্যাং সমসজ্জত।
স্বস্রীয়ৌ ছাদয়াঞ্চক্রে শরৌঘৈঃ পাণ্ডুনন্দনৌ ॥ ৪৩
সহদেবস্তু সমরে মাতুলং দৃশ্য সঙ্গতম্।
অবারয়চ্ছরৌঘেণ মেঘো যদ্বদ্ দিবাকরম্ ॥ ৪৪

ছাদ্যমানঃ শরৌঘেণ হৃষ্টরূপতরোঽভবৎ।
তয়োশ্চাপ্যভবৎ প্রীতিরতুলা মাতৃকারণাৎ ॥ ৪৫
ততঃ প্রহস্য সমরে নকুলস্য মহারথঃ।
(ধ্বজং চিচ্ছেদ বাণেন ধনুশ্চৈকেন মারিষ ॥
অথৈনং ছিন্নধন্বানং ছাদয়ন্নিব ভারত।
নিজঘান রণে তং তু সূতং চাস্য ন্যপাতয়ৎ ॥)
অশ্বাংশ্চ চতুরো রাজংশ্চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৪৬
প্রেষয়ামাস সমরে যমস্য সদনং প্রতি।
হতাশ্বাৎ তু রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য মহারথঃ ॥ ৪৭
আরুরোহ ততো যানং ভ্রাতুরেব যশস্বিনঃ।
একস্থৌ তু রণে শূরৌ দৃঢ়ে বিক্ষিপ্য কার্মুকৌ ॥ ৪৮
মদ্ররাজরথং তূর্ণং ছাদয়ামাসতুঃ ক্ষণাৎ।
স ছাদ্যমানো বহুভিঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৪৯
স্বস্রীয়াভ্যাং নরব্যাঘ্রো নাকম্পত যথাচলঃ।
প্রহসন্নিব তাং চাপি শস্ত্রবৃষ্টিং জঘান হ ॥ ৫০

অশ্ব নিহত হইলেও সেই রথেই উপবিষ্ট থাকিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ভগদত্তের হস্তীর উপর তীব্রবেগে একটি শক্তি নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৮

এই শক্তি স্বর্ণময় দণ্ডে যুক্ত ছিল। ইহার বেগও ছিল অতিশয়। এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত উহাকে তিনখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উহা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৩৯

নিজ শক্তিকে খণ্ডিত দেখিয়া হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ ভগদত্তের ভয়ে সেইরূপে পলায়ন করিল, যেরূপ পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দৈত্যরাজ নমুচি রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪০

রাজন্! ঘটোৎকচ স্বীয় পৌরুষের জন্য বিখ্যাত পরাক্রমশালী ও বীর ছিলেন। বরুণ এবং যমরাজও এই বীরকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না। এইরূপ বীরকেও রণাঙ্গনে জয় করিয়া ভগদত্তের সেই হাতী সমরভূমিতে পাণ্ডবসৈন্যগণকে সেইভাবে মর্দন করিতে লাগিল, যেরূপ বনহস্তী সরোবরের পদ্মকে মথিত করিতে করিতে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৪১-৪২

অপর দিকে মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধে নিজ ভাগিনেয় (ভগিনীপুত্র) নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি পাণ্ডুকুলের আনন্দপ্রদ দুই ভাগিনেয়কে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩

সহদেব নিজের মাতুল শল্যকে যুদ্ধে আসক্ত দেখিয়া যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও স্বীয় বাণসমূহে শল্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৪

তাঁহার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াও শল্য অতিশয় প্রসন্ন রহিলেন। নিজ জননীর জন্যও নকুল এবং সহদেবের মনে তাঁহার উপর অতুলনীয় প্রীতি ছিল ॥ ৪৫

আর্য্য! তখন মহারথী শল্য রণাঙ্গনে হাস্য করিতে করিতেই এক বাণে নকুলের ধ্বজ এবং অপর বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন। ভারত! ধনু ছিন্ন হইবার পর তাঁহাকে বাণে আচ্ছাদিত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে তাঁহার সারথিকেও বিনাশ করিলেন। রাজন্! তারপর তিনি চারিটি উত্তম বাণের দ্বারা নকুলের চারিটি অশ্বকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন। অশ্ব নিহত হইলে মহারথী নকুল অতিসত্বর সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং যশস্বী ভ্রাতা সহদেবের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥

তদনন্তর একই রথে উপবিষ্ট হইয়া দুই বীর ক্ষণকালের মধ্যেই নিজ নিজ সুদৃঢ় ধনু আকর্ষণ করিয়া রণভূমিতে মদ্ররাজ শল্যের রথকে সত্বর বাণদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥

নিজ দুই ভাগিনেয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত আনতপর্ব্বযুক্ত বহু সংখ্যক

সহদেবস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরমুদ্গৃহ্য বীর্য্যবান্।
মদ্ররাজমভিপ্রেক্ষ্য প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫১
স শরঃ প্রেষিতস্তেন গরুড়ানিলবেগবান্।
মদ্ররাজং বিনির্ভিদ্য নিপপাত মহীতলে ॥ ৫২
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থে মহারথঃ।
নিষসাদ মহারাজ কশ্মলঞ্চ জগাম হ ॥ ৫৩
তং বিসংজ্ঞং নিপতিতং সূতঃ সম্প্রেক্ষ্য সংযুগে।
অপোবাহ রথেনাজৌ যমাভ্যামভিপীড়িতম্ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা মদ্রেশ্বররথং ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ পরাঙ্মুখম্।
সর্ব্বে বিমনসো ভূত্বা নেদমস্তীত্যচিন্তয়ন্ ॥ ৫৫
নির্জ্জিত্য মাতুলং সংখ্যে মাদ্রীপুত্রৌ মহারথৌ।
দধ্মতুর্ম্মুদিতৌ শঙ্খৌ সিংহনাদঞ্চ নেদতুঃ ॥ ৫৬
অভিদুদ্রুবতুর্হৃষ্টৌ তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
যথা দৈত্যচমূং রাজন্নিন্দ্রোপেন্দ্রাবিবামরৌ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি দ্বন্দযুদ্ধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

বাণে আচ্ছাদিত হইয়াও নরশ্রেষ্ঠ শল্য পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তিনি হাস্য করিতে করিতেই তাঁহাদের সেই অস্ত্রবর্ষণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥ ৪৮-৫০

ভারত! তখন পরাক্রমশালী সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া একটি বাণ হাতে লইলেন এবং তাহা মদ্ররাজ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫১

সহদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এই বাণ গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগশালী ছিল। উহা মদ্ররাজ শল্যকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫২

মহারাজ! এই বাণের গভীর আঘাতে পীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মহারথী শল্য রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৫৩

যুদ্ধস্থলে নকুল ও সহদেবের দ্বারা পীড়িত হইয়া তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রথে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া সারথি রথের দ্বারা তাঁহাকে রণভূমির বাহিরে লইয়া যাইল ॥ ৫৪

মদ্ররাজের রথকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ দেখিয়া আপনার পুত্রগণ মনে মনে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মদ্ররাজ শল্যের জীবন শেষ হইয়া যায় নাই ত'? ৫৫

মহারথী মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব নিজের মাতুল শল্যকে পরাজিত করিয়া প্রসন্নতাসহকারে শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

প্রজানাথ! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র (ভগবান্ বিষ্ণু) দৈত্যসৈন্যদিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করেন, সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত নকুল ও সহদেব আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ রাজ্ঞঃ শ্রুতায়ুষঃ পরাজয়ঃ, যুদ্ধে চেকিতান-কৃপাচার্য্যয়োর্মূর্চ্ছা, ভূরিশ্রবসা ধৃষ্টকেতোরভিমন্যুনা চিত্রসেন-প্রভৃতীনাং পরাভবঃ, সুশর্ম্মাদিভিঃ সহার্জুনস্য যুদ্ধারম্ভশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে।
শ্রুতায়ুষমভিপ্রেক্ষ্য প্রেষয়ামাস বাজিনঃ ॥ ১

অভ্যধাবৎ ততো রাজা শ্রুতায়ুষমরিন্দমম্।
বিনিঘ্নন্ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নবভির্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ২

স সংবার্য্য রণে রাজা প্রেষিতান্ ধর্মসূনুনা।
শরান্ সপ্ত মহেষ্বাসঃ কৌন্তেয়ায় সমার্পয়ৎ ॥ ৩

তে তস্য কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে।
অসূনিব বিচিন্বন্তো দেহে তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪

পাণ্ডবস্তু ভৃশং ক্রুদ্ধো বিদ্ধস্তেন মহাত্মনা।
রণে বরাহকর্ণেন রাজানং হৃদ্যবিধ্যত ॥ ৫

অথাপরেণ ভল্লেন কেতুং তস্য মহাত্মনঃ।
রথশ্রেষ্ঠো রথাৎ তূর্ণং ভূমৌ পার্থো ন্যপাতয়ৎ ॥ ৬

কেতুং বিপতিতং দৃষ্ট্বা শ্রুতায়ুঃ স তু পার্থিবঃ।
পাণ্ডবং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈ রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৭

ততঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
যথা যুগান্তে ভূতানি দিধক্ষুরিব পাবকঃ ॥ ৮

ক্রুদ্ধং তু পাণ্ডবং দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব-রাক্ষসাঃ।
প্রবিব্যথুর্মহারাজ ব্যাকুলং চাপ্যভূজ্জগৎ ॥ ৯

সর্বেষাং চৈব ভূতানামিদমাসীন্মনোগতম্।
ত্রীঁল্লোকানদ্য সংক্রুদ্ধো নৃপোঽয়ং ধক্ষ্যতীতি বৈ ॥ ১০

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ চক্রুঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
লোকানাং নৃপ শান্ত্যর্থং ক্রোধিতে পাণ্ডবে তদা ॥ ১১

স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ সৃক্কণী পরিসংলিহন্।
দধারাত্মবপুর্ঘোরং যুগান্তাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ১২

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের দ্বারা রাজা শ্রুতায়ুর পরাজয়, যুদ্ধে চেকিতান ও কৃপাচার্য্যের মূর্চ্ছা, ভূরিশ্রবাকর্তৃক ধৃষ্টকেতু এবং অভিমন্যুদ্বারা চিত্রসেন প্রভৃতির পরাভব ও সুশর্ম্মাদির সহিত অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! যখন সূর্য্যদেব দিবসের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে দেখিয়া তাঁহার দিকে অশ্বগণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১

সেই সময় আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে শত্রুদমন শ্রুতায়ুকে আহত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২

তখন মহাধনুর্দ্ধর রাজা শ্রুতায়ু যুদ্ধে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে নিবারণ করিয়া সেই কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

যুদ্ধস্থলে এই বাণগুলি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের শরীরে তাঁহার প্রাণকে অন্বেষণ করিতে করিতে কবচ ভেদ করত তাঁহার রক্তপান করিতে লাগিল ॥ ৪

মহাত্মা শ্রুতায়ুর বাণে বিদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি রণাঙ্গনে বরাহকর্ণনামক এক বাণ নিক্ষেপ করিয়া রাজা শ্রুতায়ুর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫

তাহার পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভল্লনামক অপর একটি বাণে মহাত্মা শ্রুতায়ুর ধ্বজকে ছেদন করিয়া অতিসত্বর রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৬

রাজন্! ধ্বজকে পতিত দেখিয়া রাজা শ্রুতায়ু স্বীয় সাতটি তীক্ষ্ণবাণে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭

ইহা দেখিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক অগ্নিদেবের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৮

মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কুপিত দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ ব্যথিত হইয়া উঠিলেন এবং সমগ্র জগৎ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল ॥ ৯

সেই সময় সমস্ত প্রাণীদিগের মনে এই প্রশ্ন জাগিল যে, আজ নিশ্চয়ই এই রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিভুবনকেই ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥ ১০

নরেশ্বর! যে সময়ে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া উঠিলেন, সেই সময় সমস্ত লোকসমূহের শান্তির জন্য দেবতা ও ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন ॥ ১১

তিনি ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইয়া মুখের দুই প্রান্ত ভাগ লেহন করিতে করিতে (চাটিতে চাটিতে) নিজের শরীরকে প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিলেন ॥ ১২

ততঃ সৈন্যানি সর্বাণি তাবকানি বিশাম্পতে।
নিরাশান্যভবংস্তত্র জীবিতং প্রতি ভারত ॥ ১৩
স তু ধৈর্য্যেণ তং কোপং সংনিবার্য্য মহাযশাঃ।
শ্রুতায়ুষঃ প্রচিচ্ছেদ মুষ্টিদেশে মহাধনুঃ ॥ ১৪
অথৈনং ছিন্নধন্বানং নারাচেন স্তনান্তরে।
নির্বিভেদ রণে রাজা সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ১৫
সত্বরঞ্চ রণে রাজংস্তস্য বাহান্ মহাত্মনঃ।
নিজঘান শরৈঃ ক্ষিপ্রং সূতঞ্চ সুমহাবলঃ ॥ ১৬
হতাশ্বং তু রথং ত্যক্ত্বা দৃষ্ট্বা রাজ্ঞোঽস্য পৌরুষম্
বিপ্রদুদ্রাব বেগেন শ্রুতায়ুঃ সমরে তদা ॥ ১৭
তস্মিন্ জিতে মহেষ্বাসে ধর্মপুত্রেণ সংযুগে।
দুর্য্যোধনবলং রাজন্ সর্বমাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥ ১৮
এতৎ কৃত্বা মহারাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্যাত্তাননো যথা কালস্তব সৈন্যং জঘান হ ॥ ১৯

প্রজানাথ! ভরতনন্দন! সেই সময় আপনার সকল সৈন্যগণ রণাঙ্গনে নিজ নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ১৩

কিন্তু মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যের সহিত নিজের ক্রোধকে সংবরণ করিলেন এবং যেখানে শ্রুতায়ু ধনুটিকে মুষ্টিদ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে মহাবল রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর বক্ষঃস্থলে একটি নারাচ প্রহার করিলেন। তারপর সকল সৈন্যের দৃষ্টিপথের মধ্যেই রণাঙ্গনে মহাত্মা শ্রুতায়ুর অশ্বগণকে অতি সত্বর বিনাশ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও দ্রুত বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫-১৬

রথের অশ্ব নিহত হইয়াছে—ইহা দেখিয়া এবং যুদ্ধে রাজা যুধিষ্ঠিরের পুরুষার্থ অবলোকন করিয়া শ্রুতায়ু সেই সময় তীব্র বেগে রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ১৭

রাজন্! সংগ্রামে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু পরাজিত হইলে দুর্য্যোধনের সকল সৈন্যই রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল ॥ ১৮

মহারাজ! এইরূপ পরাক্রম করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মুখ বিস্তারকারী কালের ন্যায় আপনার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

অন্যদিকে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত চেকিতান রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্যকে সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই নিজ বাণসমূহে আচ্ছাদিত

চেকিতানস্তু বার্ষ্ণেয়ো গৌতমং রথিনাং বরম্।
প্রেক্ষতাং সর্বসৈন্যানাং ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ২০
সংনিবার্য্য শরাংস্তাংস্তু কৃপঃ শারদ্বতো যুধি।
চেকিতানং রণে যত্তং রাজন্ বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ২১
অথাপরেণ ভল্লেন ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ।
সারথিং চাস্য সমরে ক্ষিপ্রহস্তোঽভ্যপাতয়ৎ ॥ ২২
অশ্বাংশ্চাস্যাবধীদ্ রাজন্নুভৌ তৌ পার্ষ্ণিসারথী।
সোঽবপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণং গদাং জগ্রাহ সাত্বতঃ ॥ ২৩
স তয়া বীরঘাতিন্যা গদয়া গদিনাং বরঃ।
গৌতমস্য হয়ান্ হত্বা সারথিঞ্চ ন্যপাতয়ৎ ॥ ২৪
ভূমিষ্ঠো গৌতমস্তস্য শরান্ চিক্ষেপ ষোড়শ।
শরাস্তে সাত্বতং ভিত্ত্বা প্রাবিশন্ ধরণীতলম্ ॥ ২৫
চেকিতানস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পুনশ্চিক্ষেপ তাং গদাম্।
গৌতমস্য বধাকাঙ্ক্ষী বৃত্রস্যেব পুরন্দরঃ ॥ ২৬

করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

রাজন্! শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য যুদ্ধে সেই সব বাণকে ছেদন করিয়া অতিশয় সাবধানতার সহিত যুদ্ধরত চেকিতানকে পক্ষভূষিত বহু বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২১

আর্য্য! তারপর অন্য একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিলেন এবং স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে সমরাঙ্গণে তাঁহার সারথিকেও বধ করিলেন ॥ ২২

রাজন্! তদনন্তর চেকিতানের চারিটি অশ্ব ও তাঁহার দুই পৃষ্ঠরক্ষককেও নিহত করিলেন। তখন সাত্বতবংশীয় চেকিতান রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অতি সত্বর স্বীয় গদা গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩

গদাধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চেকিতান সেই বীরঘাতিনী গদার দ্বারা কৃপাচার্য্যের অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহার সারথিকেও ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ২৪

তখন কৃপাচার্য্য ভূমিতেই দাঁড়াইয়া চেকিতানের উপর ষোলটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণগুলি সাত্বতবংশধর চেকিতানকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল ॥ ২৫

তখন ক্রুদ্ধ চেকিতান কৃপাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার উপর পুনরায় সেইরূপ গদার প্রহার করিলেন, যেরূপ বৃত্রাসুরের উপর ইন্দ্র অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন ॥ ২৬

তামাপতন্তীং বিমলামশ্মগর্ভাং মহাগদাম্।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্বারয়মাস গৌতমঃ ॥ ২৭
চেকিতানস্ততঃ খড়্গং ক্রোধাদুদ্ধৃত্য ভারত।
লাঘবং পরমাস্থায় গৌতমং সমুপাদ্রবৎ ॥ ২৮
গৌতমোঽপি ধনুস্ত্যক্ত্বা প্রগৃহ্যাসিং সুসংযতঃ।
বেগেন মহতা রাজংশ্চেকিতানমুপাদ্রবৎ ॥ ২৯
তাবুভৌ বলসম্পন্নৌ নিস্ত্রিংশবরধারিণৌ।
নিস্ত্রিংশাভ্যাং সুতীক্ষ্ণাভ্যামন্যোন্যং সন্ততক্ষতুঃ ॥৩০
নিস্ত্রিংশবেগাভিহতৌ ততস্তৌ পুরুষর্ষভৌ।
ধরণীং সমনুপ্রাপ্তৌ সর্বভূতনিষেবিতাম্ ॥ ৩১
মূর্চ্ছয়াভিপরীতাঙ্গৌ ব্যায়ামেন তু মোহিতৌ।
ততোঽভ্যধাবদ্ বেগেন করকর্ষঃ সুহৃত্তয়া ॥ ৩২
চেকিতানং তথাভূতং দৃষ্ট্বা সমরদুর্মদঃ।
রথমারোপয়চ্চৈনং সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৩
তথৈব শকুনিঃ শূরঃ শ্যালস্তব বিশাম্পতে।
আরোপয়দ্ রথং তূর্ণং গৌতমং রথিনাং বরম্ ॥ ৩৪
সৌমদত্তিং তথা ক্রুদ্ধো ধৃষ্টকেতুর্মহাবলঃ।
নবত্যা সায়কৈঃ ক্ষিপ্রং রাজন্ বিব্যাধ বক্ষসি ॥ ৩৫
সৌমদত্তিরুরঃস্থৈস্তৈর্ভৃশং বাণৈরশোভত।
মধ্যন্দিনে মহারাজ রশ্মিভিস্তপনো যথা ॥ ৩৬
ভূরিশ্রবাস্তু সমরে ধৃষ্টকেতুং মহারথম্।
হতসূত-হয়ং চক্রে বিরথং সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৩৭
বিরথং তং সমালোক্য হতাশ্বং হতসারথিম্।
মহতা শরবর্ষেণ চ্ছাদয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৮
স তু তং রথমুৎসৃজ্য ধৃষ্টকেতুর্মহামনাঃ।
আরুরোহ ততো যানং শতানীকস্য মারিষ ॥ ৩৯
চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ রাজন্ দুর্মর্ষণস্তথা।
রথিনো হেমসংনাহাঃ সৌভদ্রমভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৪০
অভিমন্যোস্ততস্তৈস্তু ঘোরং যুদ্ধমবর্তত।
শরীরস্য যথা রাজন্ বাত-পিত্ত-কফৈস্ত্রিভিঃ ॥৪১

সেই নির্মল ও লৌহনির্মিত বিশাল গদাকে নিজের উপর আসিতে দেখিয়া কৃপাচার্য্য বহু সহস্র বাণের দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ২৭

ভারত! তখন চেকিতান ক্রোধবশতঃ স্বীয় তরবারি বাহির করিয়া লইলেন এবং নিপুণতার সহিত কৃপাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৮

রাজন্! ইহা দেখিয়া কৃপাচার্য্যও ধনু পরিত্যাগ করত স্বীয় তরবারি হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং অতিশয় সাবধানতার সহিত তীব্র বেগে চেকিতানের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

ইঁহারা উভয়েই বলবান্ ছিলেন, এবং উভয়েই উত্তম তরবারির দ্বারা পরস্পরকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

সেই তরবারির গভীর আঘাতে আহত হইয়া এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ সকল প্রাণীর নিবাসভূত ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩১

তাঁহাদের সারা অঙ্গ মূর্চ্ছায় আবিষ্ট হইয়া পড়িল এবং অধিক পরিশ্রমের জন্য উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই সময় যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামকারী করকর্ষ চেকিতানকে সেই অবস্থায় পতিত দেখিয়া সৌহার্দ্দবশতঃ তীব্রবেগে দৌড়াইয়া আসিলেন এবং সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩২-৩৩

প্রজানাথ! এইরূপ আপনার শ্যালক (সম্বন্ধী) বীর শকুনি রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্যকেও অতিসত্বর নিজ রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৩৪

রাজন্! অপর দিকে মহাবল ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া নব্বইটি বাণে অতিদ্রুত ভূরিশ্রবার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫

মহারাজ! বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট সেই বাণসমূহে ভূরিশ্রবা তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য স্বীয় কিরণাবলিতে অধিক প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬

তখন ভূরিশ্রবাও সমরাঙ্গণে উত্তম বাণসমূহে মহারথী ধৃষ্টকেতুর অশ্বগণকে ও সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহাকে রথহীন করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

ভূরিশ্রবা অশ্ব ও সারথি নিহত হইবার পর ধৃষ্টকেতুকে রথহীন দেখিয়া প্রভূত বাণবর্ষণে তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

আর্য্য! তাঁহার পর মহামনা ধৃষ্টকেতু সেই রথকে পরিত্যাগ করিয়া শতানীকের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৯

রাজন্! সেই সময় চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণ এই তিন রথী স্বর্ণনির্মিত কবচ ধারণ করত সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪০

রাজন্! তখন তাঁহাদের সহিত অভিমন্যুর সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ বাত, পিত্ত ও কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪১

বিরথাংস্তব পুত্রাংস্তু কৃত্বা রাজন্ মহাহবে।
ন জঘান নরব্যাঘ্রঃ স্মরন্ ভীমবচস্তদা ॥ ৪২
ততো রাজ্ঞাং বহুশতৈর্গজাশ্ব-রথযায়িভিঃ।
সংবৃতং সমরে ভীষ্মং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৪৩
প্রযান্তং শীঘ্রমুদ্বীক্ষ্য পরিত্রাতুং সুতাংস্তব।
অভিমন্যুং সমুদ্দিশ্য বালমেকং মহারথম্ ॥ ৪৪
বাসুদেবমুবাচেদং কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ।
চোদয়াশ্বান্ হৃষীকেশ যত্রৈতে বহুলা রথাঃ ॥ ৪৫
এতে হি বহবঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
যথা হন্যুর্ন নঃ সেনাং তথা মাধব চোদয় ॥ ৪৬
এবমুক্তঃ স বার্ষ্ণেয়ঃ কৌন্তেয়েনামিতৌজসা।
রথং শ্বেতহয়ৈর্যুক্তং প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥ ৪৭
নিষ্ঠানকো মহানাসীৎ তব সৈন্যস্য মারিষ।
যদর্জুনো রণে ক্রুদ্ধঃ সংযাতস্তাবকান্ প্রতি ॥ ৪৮
সমাসাদ্য তু কৌন্তেয়ো রাজ্ঞস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ।
সুশর্মাণমথো রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৯

জানামি ত্বাং যুধাং শ্রেষ্ঠমত্যন্তং পূর্ববৈরিণম্।
অনয়স্যাদ্য সম্প্রাপ্তং ফলং পশ্য সুদারুণম্ ॥ ৫০
অদ্য তে দর্শয়িষ্যামি পূর্বপ্রেতান্ পিতামহান্।
এবং সংজল্পতস্তস্য বীভৎসোঃ শত্রুঘাতিনঃ ॥ ৫১
শ্রুত্বাপি পরুষং বাক্যং সুশর্মা রথযূথপঃ।
ন চৈনমব্রবীৎ কিঞ্চিচ্ছুভং বা যদি বাশুভম্ ॥ ৫২
অভিগম্যার্জুনং বীরং রাজভির্বহুভির্বৃতঃ।
পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতশ্চৈব পার্শ্বতশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৫৩
পরিবার্য্যার্জুনং সংখ্যে তব পুত্রৈর্মহারথঃ।
শরৈঃ সংছাদয়ামাস মেঘৈরিব দিবাকরম্ ॥ ৫৪
ততঃ প্রবৃত্তঃ সুমহান্ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ।
তাবকানাঞ্চ সমরে পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তমযুদ্ধদিবসে সুশর্মার্জুন-সমাগমে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

রাজন্! সেই মহাসংগ্রামে আপনার পুত্রগণকে রথহীন করিয়া নরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু সেই সময় ভীমসেনের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিলেন না ॥ ৪২

তদনন্তর হস্তী, অশ্ব ও রথের সাহায্যে যুদ্ধ-যাত্রাকারী বহুশত রাজগণে পরিবেষ্টিত এবং রণাঙ্গনে দেবতাদিগেরও দুর্জয় ভীষ্ম আপনার পুত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র বালক মহারথী অভিমন্যুকে লক্ষ্য করত তীব্রবেগে গমন করিলেন। তাঁহাকে সেই দিকে যাইতে দেখিয়া শ্বেতবাহন কুন্তীপুত্র অর্জুন বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।

হৃষীকেশ! যেদিকে এই বহু সংখ্যক রথ যাইতেছে, সেই দিকেই আপনি অশ্বচালনা করুন। মাধব! অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও রণদুর্মদ বহু সংখ্যক এই বীরগণ যাহাতে আমাদের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে না পারে, সেইভাবে এই রথকে ঐ দিকেই লইয়া চলুন। ৪৩-৪৬

অমিততেজস্বী কুন্তীকুমার অর্জুন এই কথা বলিলে পর বৃষ্ণি-বংশভূষণ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে শ্বেতবাহনযোজিত সেই রথকে অগ্রসর করিলেন ॥ ৪৭

আর্য্য! যখন রণভূমিতে ক্রুদ্ধ অর্জুন আপনার সৈন্যদের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখন আপনার সৈন্যমধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৪৮

রাজন্! কুন্তীকুমার অর্জুন ভীষ্মকে রক্ষাকারী সেই সব রাজগণের নিকট যাইয়া সুশর্মাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৯

বীর! আমি জানি যে, তুমি পাণ্ডবগণের পূর্ব্ব শত্রু এবং যোদ্ধাদিগের মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। তোমরা যে অন্যায় করিয়াছ, তাহার অতিশয় ভয়ঙ্কর এই ফল আজ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা দেখ। আজ আমি তোমাকে পূর্ব্ব মৃত তোমার পিতামহকে দর্শন করাইব।

এইরূপ বাক্যভাষী শত্রুহন্তা অর্জুনের কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়াও রথযূথপতি সুশর্মা তাঁহাকে শুভ কিংবা অশুভ কোন কিছুই বলিলেন না ॥ ৫০-৫২

বহু নৃপগণে পরিবৃত সেই মহারথী বীর আপনার পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে বীর অর্জুনের সম্মুখে গমন করত তাঁহাকে অগ্রে, পশ্চাতে ও পার্শ্বভাগে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহে অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৫৩-৫৪

ভারত! তাহার পর রণাঙ্গনে আপনার পুত্র ও পাণ্ডবগণের মধ্যে রক্তরূপ জলপ্রবাহকারী ঘোরতর মহাসংগ্রাম বাধিয়া যাইল। ৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে সপ্তম দিবসের যুদ্ধে সুশর্ম্মা ও অর্জুনের সমাগমবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

১০ম বর্ষ, শ্রাবণমাস ১৩৭৮]

[দ্বিতীয় সংখ্যা—শারদী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

*　*　*

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি,লিট্ * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি,লিট

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ　　শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ　　শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয়

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা　　প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

স দ্রৌণিমিষুণৈকেন বিদ্ধ্বা শল্যঞ্চ পঞ্চভিঃ।
ধ্বজং সাংযমনেশ্চৈব সোঽষ্টাভিশ্চিচ্ছিদে ততঃ ॥ ৮
রুক্মদণ্ডাং মহাশক্তিং প্রেষিতাং সৌমদত্তিনা।
শিতেনোরগসঙ্কাশাং পত্রিণাপজহার তাম্ ॥ ৯
শল্যস্তু চ মহাবেগানস্ততঃ সমরে শরান্।
(ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন তীব্রবেগেন ফাল্গুনিঃ)
নিবার্য্যার্জুনদায়াদো জঘান চতুরো হয়ান্ ॥ ১০
ভূরিশ্রবাশ্চ শল্যশ্চ দ্রৌণিঃ সাংযমনিঃ শলঃ।
নাভ্যবর্ত্তন্ত সংরব্ধাঃ কার্ষ্ণের্বাহুবলোদয়ম্ ॥ ১১
ততস্ত্রিগর্তা রাজেন্দ্র মদ্রাশ্চ সহ কেকয়ৈঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ ॥ ১২
ধনুর্বেদবিদো মুখ্যা অজেয়াঃ শত্রুভির্যুধি।
সহপুত্রং জিঘাংসন্তং পরিবব্রুঃ কিরীটিনম্ ॥ ১৩
তৌ তু তত্র পিতাপুত্রৌ পরিক্ষিপ্তৌ মহারথৌ।
দদর্শ রাজন্ পাঞ্চাল্যঃ সেনাপতিররিন্দম ॥ ১৪
স বারণরথৌঘানাং সহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ।
বাজিভিঃ পত্তিভিশ্চৈব বৃতঃ শতসহস্রশঃ ॥ ১৫
ধনুর্বিস্ফার্য্য সংক্রুদ্ধো নোদয়িত্বা চ বাহিনীম্।
যযৌ তং মদ্রকানীকং কেকয়াংশ্চ পরন্তপ ॥ ১৬
তেন কীর্ত্তিমতা গুপ্তমনীকং দৃঢ়ধন্বনা।
সংরব্ধরথনাগাশ্বং যোৎস্যমানমশোভত ॥ ১৭
সোঽর্জুনপ্রমুখে যান্তং পাঞ্চালকুলবর্ধনঃ।
ত্রিভিঃ শারদ্বতং বাণৈর্জত্রুদেশে সমার্পয়ৎ ॥ ১৮
ততঃ স মদ্রকান্ হত্বা দশৈব দশভিঃ শরৈঃ।
পৃষ্ঠরক্ষং জঘানাশু ভল্লেন কৃতবর্মণঃ ॥ ১৯
দমনং চাপি দায়াদং পৌরবস্য মহাত্মনঃ।
জঘান বিমলাগ্রেণ নারাচেন পরন্তপঃ ॥ ২০
ততঃ সাংযমনেঃ পুত্রঃ পাঞ্চাল্যং যুদ্ধদুর্মদম্।
অবিধ্যৎ ত্রিংশতাবাণৈর্দশভিশ্চাস্য সারথিম্ ॥ ২১
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্।
ভল্লেন ভৃশতীক্ষ্ণেন নিচকর্তাস্য কার্মুকম্ ॥ ২২

তিনি অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পাঁচ বাণে আহত করিয়া শলের ধ্বজকে আট বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮

তারপর ভূরিশ্রবা কর্তৃক নিক্ষিপ্তা স্বর্ণদণ্ডভূষিতা সর্পসদৃশী মহাশক্তিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৯

সমরাঙ্গণে শল্য মহাবেগশালী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে-ছিলেন, অর্জুনপুত্র অভিমন্যু তীব্র বেগযুক্ত ভল্লাস্ত্রে তাঁহার ধনুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিয়া পার্থকুমার তাঁহার চারিটি অশ্বকেও বিনাশ করিলেন ॥ ১০

ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সংযমন (সোমদত্ত)-পুত্র শল—ইঁহারা সকলেই যদিও তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা অভিমন্যুর বাহুবলবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না ॥ ১১

রাজেন্দ্র! তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ত্রিগর্ত্ত ও কেকয়গণের সহিত মদ্রদেশের পঁচিশ হাজার যোদ্ধা শত্রুবধের ইচ্ছা রাখিয়া পুত্রসহ কিরীটধারী অর্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। এই সকল যোদ্ধা ধনুর্বেদে বিশেষজ্ঞ ও যুদ্ধস্থলে শত্রুগণকর্তৃক অজেয় ছিলেন ॥ ১২-১৩

শত্রুদমন নরেশ! পিতা-পুত্র মহারথ অর্জুন ও অভিমন্যুকে শত্রুগণকর্তৃক পরিবৃত হইতে দেখিয়া পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েক হাজার হস্তী ও রথ এবং লক্ষ লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যে আবৃত হইয়া স্বীয় বিশাল বাহিনীকে অগ্রবর্দ্ধন করাইতে করাইতে এবং ক্রোধের সহিত ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে মদ্র ও কেকয়সৈন্যদিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪-১৬

সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধারী যশস্বী ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত এই সৈন্যবাহিনী রণাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিল, এই বাহিনীর রথারোহী, হস্ত্যারোহী সকল সৈন্যই তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ ছিল ॥ ১৭

পাঞ্চালবংশবর্দ্ধন ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনের সম্মুখে গমনোদ্যত কৃপাচার্য্যের কণ্ঠের উপরিভাগে (স্কন্ধের সন্ধিস্থলে) তিনটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১৮

তারপর দশটি বাণে দশজন মদ্রদেশীয় যোদ্ধাকে নিহত করিয়া অতিক্রত একটি ভল্লে কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ১৯

তাহার পর শত্রুসন্তাপক পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট নারাচে মহাত্মা পৌরবের পুত্র দমনকে বিনাশ করিলেন ॥

তখন শলের পুত্র ত্রিশটি বাণে রণদুর্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দশটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০-২১

এইভাবে গুরুতর আহত হইয়া স্বীয় মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে করিতে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে শলের পুত্রের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষিপ্রমেব সমার্পয়ৎ।
অশ্বাংশ্চাস্যাবধীদ্ রাজন্নুভৌ তৌ পার্ষ্ণিসারথী ॥ ২৩
স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ দদর্শ ভরতর্ষভ।
পুত্রঃ সাংযমনেঃ পুত্রং পাঞ্চাল্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৪
স প্রগৃহ্য মহাঘোরং নিস্ত্রিংশবরমায়সম্।
পদাতিস্তূর্ণমানর্চ্ছদ্ রথস্থং পুরুষর্ষভঃ ॥ ২৫
তং মহৌঘমিবায়ান্তং খাৎ পতন্তমিবোরগম্।
ভ্রান্তাবরণনিস্ত্রিংশং কালোৎসৃষ্টমিবান্তকম্ ॥ ২৬
দীপ্যমানমিবাদিত্যং মত্তবারণবিক্রমম্।
অপশ্যন্ পাণ্ডবাস্তত্র ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২৭
তস্য পাঞ্চালদায়াদঃ প্রতীপমভিধাবতঃ।
শিতনিস্ত্রিংশহস্তস্য শরাবরণধারিণঃ ॥ ২৮
বাণবেগমতীতস্য তথাভ্যাসমুপেয়ুষঃ।
ত্বরন্ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো বিভেদ গদয়া শিরঃ ॥২৯
তস্য রাজন্ সনিস্ত্রিংশং সুপ্রভঞ্চ শরাবরম্।
হতস্য পততো হস্তাদ্ বেগেন ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ৩০
তং নিহত্য গদাগ্রেণ স লেভে পরমাং মুদম্।
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য মহাত্মা ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩১
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে রাজপুত্রে মহারথে।
হাহাকারো মহানাসীৎ তব সৈন্যস্য মারিষ ॥ ৩২
ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বা নিহতমাত্মজম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন পাঞ্চাল্যং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩৩
তৌ তত্র সমরে শূরৌ সমেতৌ যুদ্ধদুর্মদৌ।
দদৃশুঃ সর্বরাজানঃ কুরবঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ৩৪
ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধঃ পার্ষতং পরবীরহা।
আজঘান ত্রিভির্বাণৈস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ৩৫

রাজন্! তারপর তিনি অতি সত্বর পঁচিশটি বাণে শলপুত্রকে আহত করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকে ও দুইজন পৃষ্ঠরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে রথের অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছে, সেই রথেই অবস্থান করিয়া শলের পুত্র মহাত্মা পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ শলপুত্র অতিদ্রুত একটি ভয়ঙ্কর লৌহ-নির্ম্মিত তরবারি লইয়া পায়ে হাঁটিয়া রথে উপবিষ্ট পাঞ্চালরাজ-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫

এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখিতে লাগিলেন যে, মদমত্ত গজরাজের ন্যায় পরাক্রমী এবং সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান শলপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে) আসিতেছেন। তখন তিনি মহা-বেগশালী জলপ্রবাহ, আকাশ হইতে পতিত সর্প এবং কালপ্রেরিত মৃত্যুসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। তাঁহার হাতে আবরণমুক্ত (খোলা) তরবারি ছিল ॥ ২৬-২৭

তিনি সেই সময় বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া ধাবিত হইতে-ছিলেন। তাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি ছিল। তিনি স্বীয় অঙ্গে কবচধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমশঃ বাণের বেগ লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ অবস্থায় পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া অতিদ্রুত গদা দ্বারা আঘাত করত তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ২৮-২৯

রাজন্! তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শরীর হইতে অতিশয় প্রভামণ্ডিত কবচ ও হস্ত হইতে তরবারি তাঁহার পতনের সহিতই সবেগে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩০

পাঞ্চালরাজের ভয়ানক পরাক্রমশালী পুত্র মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন গদার অগ্রভাগে শলপুত্রকে নিহত করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৩১

আর্য্য! সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথী রাজকুমার নিহত হইলে আপনার সৈন্যদের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৩২

স্বীয় পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সংযমনকুমার শল রণদুর্মদ পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৩

যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামরত এই দুই বীর তখন পরস্পরের উপর আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের সমস্ত ভূপতিগণ সেই সময় ইঁহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তারপর শত্রুবীরনাশী শল কোন মাহুত যেরূপ কোন এক মহান্ গজরাজকে অঙ্কুশের আঘাত করে, সেইরূপ দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে ক্রোধের সহিত তিনটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ৩৫

তথৈবং পার্ষতং শূরং শল্যঃ সমিতিশোভনঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধস্ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি চতুর্থযুদ্ধদিবসে সাংযমনি-পুত্রবধে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

এইরূপ সংগ্রামশোভী শল্যও ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রমী বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তাহার পরও তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে শলের পুত্রবধ-বিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(উভয়পক্ষয়োর্ধৃষ্টদ্যুম্ন-শল্য-প্রভৃতীনাং বীরাণাং যুদ্ধম্, ভীমসেনেন গজসেনানাং সংহারশ্চ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষাদপি সঞ্জয়।
যৎ সৈন্যং মম পুত্রস্য পাণ্ডুসৈন্যেন বাধ্যতে ॥ ১
নিত্যং হি মামকাংস্তাত হতানেব হি শংসসি।
অব্যগ্রাংশ্চ প্রহৃষ্টাংশ্চ নিত্যং শংসসি পাণ্ডবান্ ॥ ২
হীনান্ পুরুষকারেণ মামকানদ্য সঞ্জয়।
পাতিতান্ পাত্যমানাংশ্চ হতানেব চ শংসসি ॥ ৩
যুধ্যমানান্ যথাশক্তি ঘটমানান্ জয়ং প্রতি।
পাণ্ডবা হি জয়ন্ত্যেব জীয়ন্তে চৈব মামকাঃ ॥ ৪
সোঽহং তীব্রাণি দুঃখানি দুর্য্যোধনকৃতানি চ।
শ্রোষ্যামি সততং তাত দুঃসহানি বহূনি চ ॥ ৫
তমুপায়ং ন পশ্যামি জীয়েরন্ যেন পাণ্ডবাঃ।
মামকা বিজয়ং যুদ্ধে প্রাপ্নুয়ুর্যেন সঞ্জয় ॥ ৬

সঞ্জয় উবাচ।
ক্ষয়ং মনুষ্যদেহানাং গজ-বাজি-রথক্ষয়ম্।
শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা তবৈবাপনয়ো মহান্ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু শল্যেন পীড়িতো নবভিঃ শরৈঃ।
পীড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো মদ্রাধিপতিমায়সৈঃ ॥ ৮
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম পার্ষতস্য পরাক্রমম্।
ন্যবারয়ত যত্তূর্ণং শল্যং সমিতিশোভনম্ ॥ ৯

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

[উভয়পক্ষেরই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শল্য প্রভৃতি বীরগণের মধ্যে যুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্ত্তৃক গজসৈন্য সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি পুরুষার্থ অপেক্ষা দৈবকেই প্রধান বলিয়া মনে করি, যাহার জন্য আমার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্য পাণ্ডবগণের সৈন্য কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছে ॥ ১

তাত! তুমি প্রতিদিন আমারই সৈন্যগণের নিধনসংবাদ বলিতেছ এবং পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদা ব্যগ্রতাশূন্য ও হর্ষোল্লাসে পরিপূর্ণ জানাইতেছ ॥ ২

সঞ্জয়! এখন আমার পুত্রগণ পুরুষকারহীন, শত্রু কর্ত্তৃক ভূপাতিত, প্রায় মৃত্যুকবলিত ও নিহত হইতেছে—এরূপ সংবাদই জানাইতেছ ॥ ৩

আমার পুত্র বিজয়লাভের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে ও যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি পাণ্ডবেরাই বিজয়ী হইতেছে এবং আমার পুত্রগণ পরাজিত হইতেছে ॥ ৪

তাত! আমার মনে হইতেছে, দুর্য্যোধনের কৃত কর্ম্মের জন্য আমাকে সদা অত্যন্ত দুঃসহ ও তীব্র দুঃখেরই বহু কথা শুনিতে হইবে ॥ ৫

সঞ্জয়! আমি এরূপ কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না, যাহাতে যুদ্ধে পাণ্ডবেরা পরাজিত হইতে পারে এবং আমার পুত্রগণ জয়লাভ করিতে পারে ॥ ৬

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! সেই যুদ্ধে মানব-দেহসমূহের ভয়ানক ক্ষয় হইয়াছিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসকল বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন; কারণ, ইহা আপনারই গুরুতর অন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ॥৭

শল্যের বাণে পীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় কুপিত হইলেন। তখন তিনি লৌহনির্ম্মিত নয়টি বাণে মদ্ররাজ শল্যকে গভীর পীড়াদান করিলেন ॥ ৮

সেখানে আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি সংগ্রামশোভী রাজা শল্যকে অতিসত্বর অগ্রগমন হইতে নিবারিত করিলেন ॥ ৯

নান্তরং দৃশ্যতে তত্র তয়োশ্চ রথিনোস্তদা।
মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধং তয়োঃ সমমিবাভবৎ ॥ ১০

ততঃ শল্যো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ॥ ১১

অথৈনং শরবর্ষেণ চ্ছাদয়ামাস সংযুগে।
গিরিং জলাগমে যদ্বজ্জলদা জলবৃষ্টিভিঃ ॥ ১২

অভিমন্যুস্ততঃ ক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নে চ পীড়িতে।
অভিদুদ্রাব বেগেন মদ্ররাজরথং প্রতি ॥ ১৩

ততো মদ্রাধিপরথং কার্ষ্ণিঃ প্রাপ্যাতিকোপনঃ।
আর্তায়নিমমেয়াত্মা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪

ততস্তু তাবকা রাজন্ পরীপ্সন্তোঽর্জুনিং রণে।
মদ্ররাজরথং তূর্ণং পরিবার্য্যাবতস্থিরে ॥ ১৫

দুর্য্যোধনো বিকর্ণশ্চ দুঃশাসন-বিবিংশতী।
দুর্মর্ষণো দুঃসহশ্চ চিত্রসেনোঽথ দুর্মুখঃ ॥ ১৬

সত্যব্রতশ্চ ভদ্রং তে পুরুমিত্রশ্চ ভারত।
এতে মদ্রাধিপরথং পালয়ন্তঃ স্থিতা রণে ॥ ১৭

তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
দ্রৌপদেয়াঽভিমন্যুশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ১৮

ধার্তরাষ্ট্রান্ দশ রথান্ দশৈব প্রত্যবারয়ন্।
নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো বিশাম্পতে ॥ ১৯

অভ্যবর্তন্ত সংহৃষ্টাঃ পরস্পরবধৈষিণঃ।
তে বৈ সমেয়ুঃ সংগ্রামে রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ২০

তস্মিন্ দশরথে ক্রুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে।
তাবকানাং পরেষাং বা প্রেক্ষকা রথিনোঽভবন্ ॥ ২১

শস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ।
অন্যোন্যমভিমর্দন্তঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ২২

তে তদা জাতসংরম্ভাঃ সর্বেঽন্যোন্যং জিঘাংসবঃ।
অন্যোন্যমভিমর্দন্তঃ স্পর্ধমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৩

সেই সময় এই দুই মহারথীর মধ্যে পরাক্রমের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা যাইল না। মুহূর্ত্তকাল (দুই ঘটিকা) পর্য্যন্ত উভয়ে সমানভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

মহারাজ! তদনন্তর রাজা শল্য সমরাঙ্গণে একটি ধারাল পীতবর্ণের ভল্লের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১১

তারপর যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণ বর্ষণ করত তাঁহাকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১২

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন পীড়িত হইয়া পড়িলে ক্রুদ্ধ অভিমন্যু মদ্ররাজ শল্যের রথের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩

মদ্ররাজের রথের নিকট উপস্থিত হইয়া অতিশয় কুপিত ও অনন্ত আত্মবলসম্পন্ন অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ঋতায়নপুত্র রাজা শল্যকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ রণাঙ্গনে অভিমন্যুকে বন্দী করিবার ইচ্ছায় অতিক্রুত সেখানে আগমন করিলেন এবং মদ্ররাজ শল্যের রথকে চারিদিকে ঘিরিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

ভারত! আপনার মঙ্গল হউক। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্র—এই সকল আপনার পুত্র মদ্ররাজের রথ রক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধ-ভূমিতে অবস্থিত রহিলেন ॥ ১৬-১৭

আপনার এই দশ মহারথী পুত্রকে অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মাদ্রীকুমার পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব, পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীসুত ও অভিমন্যু—এই দশ মহারথী অবরোধ করিলেন। প্রজানাথ! তখন ইঁহারা সকলেই নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতেছিলেন ॥ ১৮-১৯

রাজন্! ইঁহারা সকলে তখন পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। আপনারই কুমন্ত্রণার ফলে এইসব যোদ্ধাকে সংগ্রামে এইভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ॥ ২০

যে সময় এই দশ মহারথী ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন, সেই সময় আপনার ও পাণ্ডবগণের অন্য সকল সৈন্যই সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের এই মহারথী বীরবৃন্দ পরস্পরের উপর নানাপ্রকারের অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিয়া গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই সময় ইঁহারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার জন্য অভিলাষী ছিলেন। সকলে পরস্পরের উপর স্পর্দ্ধা দেখাইতে দেখাইতে পরস্পরকে মর্দিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ॥ ২৩

অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়া রাজন্ জ্ঞাতয়ঃ সঙ্গতা মিথঃ।
মহাস্ত্রাণি বিমুঞ্চন্তঃ সমাপেতুরমর্ষিণঃ ॥ ২৪
দুর্য্যোধনস্তু সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারণে।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈশ্চতুর্ভিঃ সমরে দ্রুতম্ ॥ ২৫
দুর্মর্ষণশ্চ বিংশত্যা চিত্রসেনশ্চ পঞ্চভিঃ।
দুর্মুখো নবভির্বাণৈর্দুঃসহশ্চাপি সপ্তভিঃ ॥ ২৬
বিবিংশতিঃ পঞ্চভিশ্চ ত্রিভির্দুঃশাসনস্তথা।
তান্ প্রত্যবিধ্যদ্ রাজেন্দ্র পার্ষতঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ২৭
একৈকং পঞ্চবিংশত্যা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
সত্যব্রতঞ্চ সমরে পুরুমিত্রঞ্চ ভারত ॥ ২৮
অভিমন্যুরবিধ্যৎ তু দশভির্দশভিঃ শরৈঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ তু সমরে মাতুলং মাতৃনন্দনৌ ॥ ২৯
অবিধ্যেতাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ততঃ শল্যো মহারাজ স্বস্রীয়ৌ রথিনাং বরৌ ॥ ৩০
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছৎ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
ছাদ্যমানৌ ততস্তৌ তু মাদ্রীপুত্রৌ ন চেলতুঃ ॥ ৩১

মহারাজ! ইঁহারা সকলে পরস্পরের জ্ঞাতি—ভাই-বন্ধু ছিলেন, কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্পর্দ্ধা থাকায় ইঁহারা যুদ্ধ করিতেছিলেন। সকলেই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাস্ত্রসমূহ ক্ষেপণ করত তখন পরস্পরের উপর আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতেছিলেন ॥ ২৪

দুর্য্যোধন রণক্ষেত্রে অত্যন্ত কুপিত হইয়া এই মহাযুদ্ধে চারিটি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা অতিক্রত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫

দুর্মর্ষণ বিশ, চিত্রসেন পাঁচ, দুর্মুখ নয়, দুঃসহ সাত, বিবংশতি পাঁচ ও দুঃশাসন তিনটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রাজেন্দ্র! তখন শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় হস্তের নৈপুণ্য দেখাইয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি প্রত্যেককে পঁচিশটি করিয়া বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥

ভারত! অভিমন্যু সমরাঙ্গণে সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে দশটি দশটি বাণে আহত করিলেন ॥

মাতাকে আনন্দদানকারী নকুল ও সহদেব নিজ মামা শল্যকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

মহারাজ! তদনন্তর শল্য কৃতপ্রহারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুই বীর ভাগিনেয়কে বহু বাণে পীড়িত করিলেন। তাঁহার বাণসমূহে আহত হইয়াও নকুল-সহদেব বিচলিত হইলেন না ॥ ২৬-৩১

অথ দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনো মহাবলঃ।
বিধিৎসুঃ কলহস্যান্তং গদাং জগ্রাহ পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
ভীমসেনং মহাবাহুং পুত্রাস্তে প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৩৩
দুর্য্যোধনস্তু সংক্রুদ্ধো মাগধং সমচোদয়ৎ।
অনীকং দশসাহস্রং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্ ॥ ৩৪
গজানীকেন সহিতস্তেন রাজা সুযোধনঃ।
মাগধং পুরতঃ কৃত্বা ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ ॥ ৩৫
আপতন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা গজানীকং বৃকোদরঃ।
গদাপাণিরবারোহদ্ রথাৎ সিংহ ইবোন্নদন্ ॥ ৩৬
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
অভ্যধাবদ্ গজানীকং ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৩৭
স গজান্ গদয়া নিঘ্নন্ ব্যচরৎ সমরে বলী।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ সবজ্র ইব বাসবঃ ॥ ৩৮
তস্য নাদেন মহতা মনোহৃদয়কম্পিনা।
ব্যত্যচেষ্টন্ত সংহত্য গজা ভীমস্য গর্জতঃ ॥ ৩৯

তদনন্তর মহাবল পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন দুর্য্যোধনকে দেখিয়া বিবাদের অন্ত করিবার ইচ্ছায় হাতে গদাগ্রহণ করিলেন ॥ ৩২

গদা উত্তোলিত করিয়া মহাবাহু ভীমসেনকে একটি শিখরযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপনার সকল পুত্রগণ ভয়ে দ্রুত পলায়ন করিলেন ॥ ৩৩

তখন দুর্য্যোধন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মগধদেশের দশ হাজার বেগশালী হস্তী সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৪

এই গজসৈন্যের সহিত মগধরাজকে অগ্রে করিয়া দুর্য্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫

সেই গজসৈন্যকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন হস্তে গদা ধারণ করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে রথ হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িলেন ॥ ৩৬

লৌহনির্ম্মিত সেই বিশাল ও ভারী গদাকে লইয়া ভীমসেন মুখবিস্তারকারী কালের তুল্য গজসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥

বলবান্ মহাবাহু ভীমসেন বজ্রধারী ইন্দ্রের সদৃশ গদাঘাতে গজসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭-৩৮

মন ও হৃদয়কে কম্পিতকারী গর্জনরত ভীমসেনের তীব্র সিংহনাদে সেই সকল হস্তী সৈন্য ভয়ে একত্রে সমবেত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥ ৩৯

ততস্তু দ্রৌপদীপুত্রাঃ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৪০
পৃষ্ঠং ভীমস্য রক্ষন্তঃ শরবর্ষেণ বারণান্।
অভ্যর্ববস্ত ধাবন্তো মেঘা ইব গিরীন্ যথা ॥ ৪১
ক্ষুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্ভল্লৈশ্চ পীতৈশ্চাঞ্জলিকৈঃ শিতৈঃ।
ব্যহরন্নুত্তমাঙ্গানি পাণ্ডবা গজযোধিনাম্ ॥ ৪২
শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চ বাহুভিশ্চ বিভূষিতৈঃ।
অশ্মবৃষ্টিরিবাভাতি পাণিভিশ্চ সহাঙ্কুশৈঃ ॥ ৪৩
হৃতোত্তমাঙ্গাঃ স্কন্ধেষু গজানাং গজযোধিনঃ।
অদৃশ্যন্তাচলাগ্রেষু দ্রুমা ভগ্নশিখা ইব ॥ ৪৪
ধৃষ্টদ্যুম্নহতানন্যানপশ্যাম মহাগজান্।
পততঃ পাত্যমানাংশ্চ পার্ষতেন মহাত্মনা ॥ ৪৫
মাগধোঽথ মহীপালো গজমৈরাবণোপমম্।
প্রেষয়ামাস সমরে সৌভদ্রস্য রথং প্রতি ॥ ৪৬

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মাগধস্য মহাগজম্।
জঘানৈকেষুণা বীরঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥ ৪৭
তস্যাবর্জিতনাগস্য কার্ষ্ণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
রাজ্ঞো রজতপুঙ্খেন ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ৪৮
বিগাহ্য তদ্ গজানীকং ভীমসেনোঽপি পাণ্ডবঃ।
ব্যচরৎ সমরে মৃদ্নন্ গজানিন্দ্রো গিরীনিব ॥ ৪৯
একপ্রহারনিহতান্ ভীমসেনেন দন্তিনঃ।
অপশ্যাম রণে তস্মিন্ গিরীন্ বজ্রহতানিব ॥ ৫০
ভগ্নদন্তান্ ভগ্নকরান্ ভগ্নসক্থাংশ্চ বারণান্।
ভগ্নপৃষ্ঠত্রিকানন্যান্ নিহতান্ পর্বতোপমান্ ॥ ৫১
নদতঃ সীদতশ্চান্যান্ বিমুখান্ সমরে গতান্।
বিদ্রুতান্ ভয়সংবিগ্নাংস্তথা বিশকৃতোঽপরান্ ॥ ৫২
ভীমসেনস্য মার্গেষু পতিতান্ পর্বতোপমান্।
অপশ্যং নিহতান্ নাগান্ রাজন্ নিষ্ঠীবতোঽপরান্ ॥ ৫৩

তারপর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথী অভিমন্যু, নকুল-সহদেব এবং দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইঁহারা সকলে ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে করিতে হস্তী সৈন্যদের উপর ধাবিত হইয়া সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেভাবে মেঘ পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৪০-৪১

পাণ্ডব-রথীরা ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, পীতবর্ণের ভল্ল ও তীক্ষ্ণ আঞ্জলিক-নামক বাণসমূহে গজারোহী সৈন্যদের মস্তক ছেদন করিতে থাকিলেন ॥ ৪২

যখন তাহাদের মস্তক, বিভূষিত বাহু ও অঙ্কুশসহ হস্তসমূহ পতিত হইতেছিল, তখন মনে হইতে লাগিল যে, আকাশ হইতে বৃষ্টিসহ প্রস্তর বর্ষণ হইতেছে ॥ ৪৩

মস্তক ছিন্ন হইলেও হস্তীদিগের পৃষ্ঠে স্থিত গজারোহী যোদ্ধাগণের দেহ (ধড়)—সকল পর্ব্বতের শিখরে স্থিত শাখাহীন বৃক্ষসমূহের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৪৪

আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক নিহত বহু হাতীকেও দেখিয়াছি। তখন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রহারে বহু হাতী ভূপাতিত হইয়া পতিত হইতেছিল ॥ ৪৫

এই সময় মগধদেশের ভূপাল যুদ্ধস্থলে অভিমন্যুর রথের দিকে ঐরাবততুল্য এক বিশাল হাতীকে প্রেরিত করিলেন ॥ ৪৬

মগধরাজের সেই বিশাল হাতীকে আসিতে দেখিয়া শত্রুবীর-নাশী বীর সুভদ্রানন্দন তাহাকে একটি বাণেই নিহত করিলেন ॥

শত্রুনগরবিজয়ী অর্জুনপুত্র অভিমন্যু তখন নিহত হইলেও হস্তীকে ত্যাগ না করিয়া অবস্থিত মগধরাজের মস্তক রজতময় পক্ষযুক্ত একটি ভল্লাস্ত্রে দেহচ্যুত করিলেন ॥ ৪৮

এদিকে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনও গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণকারী ইন্দ্রের ন্যায় হস্তীদিগকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯

মহারাজ! এই সমরাঙ্গণে আমরা বজ্রের প্রহারে বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় একবার প্রহারেই দন্তুর হস্তিগণকে নিহত হইতে দেখিয়াছি ॥ ৫০

তখন কতক হস্তীর দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইল, শুণ্ড ছিন্ন হইল, কতকগুলির জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইল, কতক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইয়া যাইল এবং কতক পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ গজরাজ বিনষ্ট হইল। কতক হাতী চীৎকার করিতেছিল, কতক কষ্টে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কতক আবার যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইল এবং কতক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। এ সমস্তই আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ॥ ৫১-৫২

সেই সময় নানা যুদ্ধপথে ভীমসেনের দ্বারা নিহত পর্ব্বততুল্য বিশাল বহু হাতীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। রাজন্! অন্য বহু হাতীকে আমি নিজ মুখ হইতে ফেনা নিঃসারণ করিতেও দেখিয়াছি ॥ ৫৩

বমন্তো রুধিরং চান্যে ভিন্নকুম্ভা মহাগজাঃ।
বিহ্বলন্তো গতা ভূমিং শৈলা ইব ধরাতলে ॥ ৫৪
মেদোরুধিরদিগ্ধাঙ্গো বসামজ্জাসমুক্ষিতঃ।
ব্যচরৎ সমরে ভীমো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ৫৫
গজানাং রুধিরক্লিন্নাং গদাং বিভ্রদ্ বৃকোদরঃ।
ঘোরঃ প্রতিভয়শ্চাসীৎ পিনাকীব পিনাকধৃক্ ॥ ৫৬
সম্মথ্যমানাঃ ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন দন্তিনঃ।
সহসা প্রাদ্রবন্ ক্লিষ্টা মৃদ্গন্তস্তব বাহিনীম্ ॥ ৫৭
তং হি বীরং মহেষ্বাসং সৌভদ্রপ্রমুখা রথাঃ।
পর্য্যরক্ষন্ত যুধ্যন্তং বজ্রায়ুধমিবামরাঃ ॥ ৫৮
শোণিতাক্তাং গদাং বিভ্রদুক্ষিতাং গজশোণিতৈঃ।
কৃতান্ত ইব রৌদ্রাত্মা ভীমসেনো ব্যদৃশ্যত ॥ ৫৯
ব্যায়চ্ছমানং গদয়া দিক্ষু সর্বাসু ভারত।
অপশ্যাম রণে ভীমং নৃত্যন্তমিব শঙ্করম্ ॥ ৬০
যমদণ্ডোপমাং গুর্বীমিন্দ্রাশনিসমস্বনাম্।
অপশ্যাম মহারাজ রৌদ্রাং বিশসনীং গদাম্ ॥ ৬১
বিমিশ্রাং কেশমজ্জাভিঃ প্রদিগ্ধাং রুধিরেণ চ।
পিনাকমিব রুদ্রস্য ক্রুদ্ধস্যাভিঘ্নতঃ পশূন্ ॥ ৬২
যথা পশূনাং সঙ্ঘাতং যষ্ট্যা পালঃ প্রকালয়েৎ।
তথা ভীমো গজানীকং গদয়া সমকালয়ৎ ॥ ৬৩
গদয়া বধ্যমানাস্তে মার্গণৈশ্চ সমন্ততঃ।
স্বান্যনীকানি মৃদ্গন্তঃ প্রাদ্রবন্ কুঞ্জরাস্তব ॥ ৬৪
মহাবাত ইবাভ্রাণি বিধমিত্বা স বারণান্।
অতিষ্ঠৎ তুমুলে ভীমঃ শ্মশান ইব শূলভৃৎ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি চতুর্থদিবসে ভীমযুদ্ধে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

তখন অন্য বহু বিশাল হাতী রক্তবমন করিতেছিল এবং তাহাদের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বহু হাতী ব্যাকুল হইয়া সেই রণভূমিতে পর্ব্বতসমূহের ন্যায় পড়িয়াছিল ॥ ৫৪

ভীমসেনের সমগ্র শরীর তখন মেদ ও রক্তে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বসা ও মজ্জাতে যেন স্নাত হইয়াছিলেন এবং হাতে গদা লইয়া দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় যুদ্ধভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ৫৫

হস্তীদিগের রক্তে ক্লিন্ন গদা ধারণ করিয়া ভীমসেন পিনাকধারী ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় ঘোর ও ভয়ঙ্কর হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৫৬

ক্রুদ্ধ ভীমসেন তখন হস্তীদিগকে মথিত করিতেছিলেন; সেইজন্য তাহারা গুরুতর ক্লিষ্ট হইয়া আপনার সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিতে করিতে সহসা যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫৭

যেরূপ দেবগণ বজ্রধারী ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব যোদ্ধারা যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া মহাধনুর্দ্ধর বীর ভীমসেনকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৫৮

রক্তাক্ত ও হস্তিগণের রক্তে গাঢ় লিপ্ত গদাকে ধারণ করিয়া রুদ্ররূপধারী ভীমসেন যমরাজের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥ ৫৯

ভারত! ভীমসেন গদা লইয়া যেন চারিদিকে ব্যায়াম করিতেছিলেন। সমরাঙ্গণে আমরা ভীমকে তাণ্ডবনৃত্যকারী ভগবান্ শঙ্করের ন্যায় দেখিতেছিলাম ॥ ৬০

মহারাজ! ভীমসেনের এই ভারবহা ও ভয়ঙ্করী গদা সকলের সংহার-কারিণী ছিল। আমার নিকট ত' উহা যমদণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইতে ছিল। প্রহার করিলে এই গদার বজ্রের তুল্য শব্দ হইয়া থাকে ॥ ৬১

রক্তে লিপ্তা এবং কেশ ও মজ্জায় মিশ্রিতা সেই গদাকে প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত পশুকে (জীবকে) সংহারকারী রুদ্রদেবের পিনাকের সদৃশ বলিয়া আমাদের ভ্রম হইতেছিল ॥ ৬২

যেরূপ পশুপালক বিচরণরত পশুসমূহকে যষ্টি দ্বারা (লাঠিদ্বারা) দমন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনও স্বীয় গদা দ্বারা গজসৈন্যদিগকে দমন করিলেন ॥ ৬৩

মহারাজ! চারিদিক্ হইতে গদা ও বাণসমূহের আঘাত পাইয়া আপনার সৈন্য মধ্যস্থিত সেই সব হস্তীরা আপনার সৈন্যদিগকে মর্দ্দন করিতে করিতে ধাবিত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৬৪

যেরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ ভীমসেন সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে হস্তী সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে শ্মশানভূমিতে ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে চতুর্থদিবসে ভীমের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রণাঙ্গনে প্রচণ্ডপরাক্রমশালিনা ভীমসেনেন সহ ভীষ্মস্য যুদ্ধম্, সাত্যকি-ভূরিশ্রবসোঃ পরাক্রমশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে তস্মিন্ গজানীকে পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
ভীমসেনং ঘ্নতেত্যেবং সর্বসৈন্যান্যচোদয়ৎ॥ ১
ততঃ সর্বাণ্যনীকানি তব পুত্রস্য শাসনাৎ।
অভ্যদ্রবন্ ভীমসেনং নদন্তং ভৈরবান্ রবান্॥ ২
তং বলৌঘমপর্য্যন্তং দেবৈরপি সুদুঃসহম্।
আপতন্তং সুদুষ্পারং সমুদ্রমিব পর্বণি॥ ৩
রথ-নাগাশ্বকলিলং শঙ্খ-দুন্দুভিনাদিতম্।
অনন্তরথপাদাতং রজসা সর্বতো বৃতম্॥ ৪
তং ভীমসেনঃ সমরে মহোদধিমিবাপরম্।
সেনাসাগরমক্ষোভ্যং বেলেব সমবারয়ৎ॥ ৫
তদাশ্চর্য্যমপশ্যাম পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
ভীমসেনস্য সমরে রাজন্ কর্মাতিমানুষম্॥ ৬
উদীর্ণান্ পার্থিবান্ সর্বান্ সাশ্বান্ সরথ-কুঞ্জরান্।
অসম্ভ্রমং ভীমসেনো গদয়া সমবারয়ৎ॥ ৭
স সংবার্য্য বলৌঘাংস্তান্ গদয়া রথিনাং বরঃ।
অতিষ্ঠৎ তুমুলে ভীমো গিরির্মেরুরিবাচলঃ॥ ৮
তস্মিন্ সুতুমুলে ঘোরে কালে পরমদারুণে।
ভ্রাতরশ্চৈব পুত্রাশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ॥ ৯
দ্রৌপদেয়াঽভিমন্যুশ্চ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ।
ন প্রাজহন্ ভীমসেনং ভয়ে জাতে মহাবলম্॥ ১০
ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্বীং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
অধাবৎ তাবকান্ যোধান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ॥ ১১
পোথয়ন্ রথবৃন্দানি বাজিবৃন্দানি চাভিভূঃ।
কর্ষয়ন্ রথবৃন্দানি বাহুবেগেন পাণ্ডবঃ॥ ১২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[যুদ্ধস্থলে প্রচণ্ড পরাক্রমী ভীমসেনের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ এবং সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই হস্তী সৈন্য নিহত হইয়া যাইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আদেশ দিলেন যে, সমস্ত সৈন্য মিলিত হইয়া ভীমসেনকে বধ কর॥ ১

তারপর আপনার পুত্রের আদেশে সমস্ত সৈন্যগণ ভৈরব স্বরে গর্জন করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিল॥ ২

সৈন্যগণের সেই অপরিসীম বেগ দেবতাদিগেরও দুঃসহ ছিল। পূর্ণিমায় সংবর্দ্ধিত সাগরের ন্যায় তখন যেন এই সৈন্যবাহিনী দুষ্পার বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৩

এই সৈন্য-সমুদ্র রথ, হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ ছিল এবং দুন্দুভি ও শঙ্খসমূহের ধ্বনিতে উহা কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। উহাতে স্থিত রথ ও পদাতি সৈন্যের সংখ্যা বলিবার শক্তি আমার নাই এবং সৈন্যের দ্বারা চারিদিক্ ধূলিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল॥ ৪

অপর এক মহাসাগরের ন্যায় সেই অক্ষোভ্য সৈন্যসমুদ্রকে যুদ্ধে ভীমসেন তীরের সদৃশ প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন॥ ৫

রাজন্! সেই সময় সংগ্রামভূমিতে আমরা মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের অত্যন্ত আশ্চর্য্যময় অতিমানুষ কর্ম স্বচক্ষে দর্শন করিতে লাগিলাম॥ ৬

অশ্ব, হস্তী ও রথসহ যত ভূপালগণই অগ্রে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, তাহাদের সকলকেই ভীমসেন কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই রুদ্ধ করিলেন॥ ৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই সমগ্র সৈন্যবাহিনী গদাদ্বারা প্রতিরোধ করিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থলে মেরু-পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৮

সেই সুতুমুল ও অত্যন্ত দারুণ ভয়ঙ্কর সময়ে মহাবল ভীম-সেনকে তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্রগণ, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু ও অপরাজিত বীর শিখণ্ডী—ইঁহারা কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না॥ ৯-১০

তারপর যাহার সম্পূর্ণ অংশ লৌহসারের (ইস্পাতের) দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই বিশাল এবং ভারবহ গদা হাতে লইয়া ভীমসেন সাক্ষাৎ দণ্ডপাণি যমরাজের তুল্য আপনার সৈন্য-বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১১

অনন্তর প্রভাবশালী বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন রথী ও অশ্বারোহী বীর সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে স্বীয় বাহু-বেগে রথসকলকে আকর্ষণ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে প্রলয়কালে যমরাজের ন্যায় রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥

বিনিঘ্নন্ ব্যচরৎ সংখ্যে যুগান্তে কালবদ্ বিভুঃ।
উরুবেগেন সংকর্ষন্ রথজালানি পাণ্ডবঃ ॥ ১৩
বলানি সম্মর্দাশু নড্বলানীব কুঞ্জরঃ।
মৃদ্গন্ রথেভ্যো রথিনো গজেভ্যো গজযোধিনঃ ॥১৪
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাতিনঃ।
গদয়া ব্যধমৎ সর্বান্ বাতো বৃক্ষানিবৌজসা ॥ ১৫
ভীমসেনো মহাবাহুস্তব পুত্রস্য বৈ বলে।
সাপি মজ্জাবসামাংসৈঃ প্রদিগ্ধা রুধিরেণ চ ॥ ১৬
অদৃশ্যত মহারৌদ্রা গদা নাগাশ্বপাতনী।
তত্র তত্র হতৈশ্চাপি মনুষ্য-গজ-বাজিভিঃ ॥ ১৭
রণাঙ্গনং সমভবন্মৃত্যোরাবাসসন্নিভম্।
পিনাকমিব রুদ্রস্য ক্রুদ্ধস্যাভিঘ্নতঃ পশূন্ ॥ ১৮
যমদণ্ডোপমামুগ্রামিন্দ্রাশনিসমস্বনাম্।
দদৃশুর্ভীমসেনস্য রৌদ্রীং বিশসনীং গদাম্ ॥ ১৯
আবিধ্যতো গদাং তস্য কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
বভৌ রূপং মহাঘোরং কালস্যেব যুগক্ষয়ে ॥ ২০

পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নিজ প্রবলবেগে রথসমূহকে তুলিয়া লইয়া ধ্বংস করিতে লাগিলেন এবং দ্রুততার সহিত সমগ্র সৈন্যকে সেইভাবে মর্দ্দিত করিতে থাকিলেন, যেরূপ হাতী মানবগণকে মর্দ্দিত করিয়া থাকে ॥

মহাবাহু ভীমসেন আপনার পুত্রের রথসমূহে রথী বীরগণকে, হাতি সকলের দ্বারা হস্ত্যারোহীদিগকে, অশ্বগণের পৃষ্ঠের দ্বারা অশ্বারোহিবৃন্দকে এবং ভূতলে পাদচারী সৈন্যদিগকে গদাঘাতে সেই ভাবে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রবলবায়ু স্ববেগে বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়া থাকে ॥

হস্তী ও অশ্বগণকে নিহতকারিণী ভীমসেনের সেই গদাও মজ্জা, বসা, মাংস এবং রক্তে লিপ্ত হইয়া মহাভয়ঙ্করী হইয়া

যেখানে সেখানে নিহত হইয়া পতিত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে সেই সমগ্র রণভূমি মৃত্যুর নিবাসস্থানের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥

ভীমসেনের সেই সংহারকারিণী ভয়ঙ্করী গদাকে সকল মানুষই প্রলয়কালে পশুগণকে (জীবগণকে) সংহারকারী রুদ্রদেবের পিনাক ও যমদণ্ডের সদৃশ বলিয়া মনে করিতে লাগিল! ইহার শব্দও বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিল ॥ ১২-১৯

স্বীয় গদাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে মহাত্মা কুন্তীনন্দন ভীমসেনের রূপ তখন যুগান্তকালে যমরাজের সমান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল ॥ ২০

তং তথা মহতীং সেনাং দ্রাবয়ন্তং পুনঃ পুনঃ।
দৃষ্ট্বা মৃত্যুমিবায়ান্তং সর্বে বিমনসোঽভবন্ ॥ ২১
যতো যতঃ প্রেক্ষতে স্ম গদামুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
তেন তেন স্ম দীর্য্যন্তে সর্বসৈন্যানি ভারত ॥২২
প্রদারয়ন্তং সৈন্যানি বলেনামিতবিক্রমম্।
গ্রসমানমনীকানি ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥ ২৩
তং তথা ভীমকর্মাণং প্রগৃহীতমহাগদম্।
দৃষ্ট্বা বৃকোদরং ভীষ্মঃ সহসৈব সমভ্যয়াৎ ॥ ২৪
মহতা রথঘোষেণ রথেনাদিত্যবর্চসা।
ছাদয়ন্ শরবর্ষেণ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ২৫
তমায়ান্তং তথা দৃষ্ট্বা ব্যাত্তাননমিবান্তকম্।
ভীষ্মং ভীমো মহাবাহুঃ প্রত্যুদীয়াদমর্ষিতঃ ॥ ২৬
তস্মিন্ ক্ষণে সাত্যকিঃ সত্যসন্ধঃ
শিনিপ্রবীরোঽভ্যপতৎ পিতামহম্।
নিঘ্নন্নমিত্রান্ ধনুষা দৃঢ়েন
সংকম্পয়ংস্তব পুত্রস্য সৈন্যম্ ॥ ২৭

সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বারংবার বিদ্রাবিতকারী ভীমসেনকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সমস্ত যোদ্ধাদিগের মন উদাসীন হইয়া যাইল ॥ ২১

ভারত! ভীমসেন গদা তুলিয়া যে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, সেই সেই দিকের সমগ্র সৈন্যই বিদীর্ণ হইয়া যাইল (অর্থাৎ সৈন্যরা পলাইয়া গিয়া স্থান শূন্য করিয়া দিল) ॥২২

স্বীয় বলে সৈন্যগণকে বিদীর্ণকারী ভীমসেন সমগ্র সৈন্য-বাহিনীকে গ্রাস করিবার ইচ্ছায় মুখবিস্তারকারী সাক্ষাৎ কালের তুল্য বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই সময় অতিশয় ভারযুক্তা গদাকে উত্তোলনকারী ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনকে দেখিয়া ভীষ্ম সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩-২৪

তিনি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এবং চক্রসকলের গম্ভীর শব্দযুক্ত বিশাল রথে আরোহণ করিয়া বর্ষণরত মেঘসদৃশ বাণসমূহ বর্ষণ করত সমস্ত দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫

মুখব্যাদিত যমরাজের ন্যায় ভীষ্মকে আসিতে দেখিয়া মহাবাহু ভীমসেন অমর্ষপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন ॥ ২৬

সেই সময় শিনিবংশের প্রধান বীর সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকি স্বীয় সুদৃঢ় ধনু দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে আপনার

তং যান্তমশ্বৈ রজতপ্রকাশৈঃ
শরান্ বপন্তং নিশিতান্ সুপুঙ্খান্ ।
নাশক্নুবন্ ধারয়িতুং তদানীং
সর্বে গণা ভারত যে ত্বদীয়াঃ ॥২৮

অবিধ্যদেনং দশভিঃ পৃষৎকৈ-
রলম্বুষো রাক্ষসোঽসৌ তদানীম্ ।
শরৈশ্চতুর্ভিঃ প্রতিবিধ্য তঞ্চ
নপ্তা শিনেরভ্যপতদ্ রথেন ॥ ২৯

অন্বাগতং বৃষ্ণিবরং নিশম্য
তং শক্রমধ্যে পরিবর্তমানম্ ।
প্রদ্রাবয়ন্তং কুরুপুঙ্গবাংশ্চ
পুনঃ পুনশ্চ প্রণদন্তমাজৌ ॥ ৩০

যোধাস্ত্বদীয়াঃ শরবর্ষৈরবর্ষন্
মেঘা যথা ভূধরমম্বুবেগৈঃ ।
তথাপি তং ধারয়িতুং ন শেকু-
র্মধ্যন্দিনে সূর্য্যমিবাতপন্তম্ ॥ ৩১

ন তত্র কশ্চিন্নবিষন্ন আসী-
দৃতে রাজন্ সোমদত্তস্য পুত্রাৎ ।
স বৈ সমাদায় ধনুর্মহাত্মা
ভূরিশ্রবা ভারত সৌমদত্তিঃ ॥ ৩২

দৃষ্ট্বা রথান্ স্বান্ ব্যপনীয়মানান্
প্রত্যুদ্যযৌ সাত্যকিং যোদ্ধুমিচ্ছন্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সাত্যকি-ভূরিশ্রবঃ-সমাগমে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

পুত্রের সৈন্যবাহিনীকে কম্পিত করত পিতামহ ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৭

ভারত ! রজতভুল্য শুভ্র অশ্বে বাহিত ও সুন্দর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণবাণসমূহ বর্ষণকারী সাত্যকিকে সেই সময় আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৮

কেবল অলম্বুষনামক রাক্ষসই তখন তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে শিনির পৌত্র সাত্যকিও এই রাক্ষসকে চারিটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধগ্রহণ করিলেন এবং রথের দ্বারা ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯

বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি আসিয়া শত্রুগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধস্থলে কৌরবসৈন্যের মুখ্য মুখ্য বীরবৃন্দকে পলাইতে বাধ্য করিয়া বারংবার গর্জন করিতে থাকিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা তাঁহার উপর সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। তথাপি তাঁহারা মধ্যাহ্নকালীন প্রখর তাপযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ইঁহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩০-৩১

রাজন্ ! সেই সময় সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ব্যতীত এরূপ অন্য কোন যোদ্ধা ছিলেন না, যিনি বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন নাই। ভারত ! সোমদত্তপুত্র মহাত্মা ভূরিশ্রবা স্বীয় রথী বীরগণকে বিবশ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধের ইচ্ছায় সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩২-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে সাত্যকি-ভূরিশ্রবার যুদ্ধে সমাগমবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য ঘটোৎকচস্য চ পরাক্রমঃ, কৌরবাণাং পরাজয়ঃ, চতুর্থদিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ভূরিশ্রবা রাজন্ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ।
প্রাবিধ্যদ্ ভৃশসংক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্॥ ১

কৌরবং সাত্যকিশ্চৈব শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অবারয়দমেয়াত্মা সর্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ২

ততো দুর্য্যোধনো রাজা সোদর্য্যৈঃ পরিবারিতঃ।
সৌমদত্তিং রণে যত্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ॥ ৩

তং চৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে সাত্যকিং রভসং রণে।
পরিবার্য্য স্থিতাঃ সংখ্যে সমন্তাৎ সুমহৌজসঃ॥৪

ভীমসেনস্তু সংক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য ভারত।
দুর্য্যোধনমুখান্ সর্বান্ পুত্রাংস্তে পর্য্যবারয়ৎ॥ ৫

রথৈরনেকসাহস্রৈঃ ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ।
নন্দকস্তব পুত্রস্তু ভীমসেনং মহাবলম্॥ ৬

বিব্যাধ বিশিখৈঃ ষড়্ভিঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
দুর্য্যোধনশ্চ সমরে ভীমসেনং মহারথম্॥ ৭

আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো মার্গণৈর্নবভিঃ শিতৈঃ।
ততো ভীমো মহাবাহুঃ স্বরথং সুমহাবলঃ॥ ৮

আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং বিশোকং চেদমব্রবীৎ।
এতে মহারথাঃ শূরা ধার্তরাষ্ট্রাঃ সমাগতাঃ॥ ৯

মামেব ভৃশসংক্রুদ্ধা হন্তুমভ্যুদ্যতা যুধি।
মনোরথদ্রুমোঽস্মাকং চিন্তিতো বহুবার্ষিকঃ॥ ১০

সফলঃ সূত চাদ্যেহ যোঽহং পশ্যামি সোদরান্।
যত্রাশোক সমুৎক্ষিপ্তা রেণবো রথনেমিভিঃ॥ ১১

প্রযাস্তস্ত্যন্তরিক্ষং হি শরবৃন্দৈর্দিগন্তরে।
তত্র তিষ্ঠতি সন্নদ্ধঃ স্বয়ং রাজা সুযোধনঃ॥ ১২

ভ্রাতরশ্চাস্য সন্নদ্ধাঃ কুলপুত্রা মদোৎকটাঃ।
এতানদ্য হনিষ্যামি পশ্যতস্তে ন সংশয়ঃ॥ ১৩

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও ঘটোৎকচের পরাক্রম, কৌরবগণের পরাজয় এবং চতুর্থ দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখন ভূরিশ্রবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে নয়টি বাণে সেইভাবে বিদ্ধ করিলেন, যেরূপ গজরাজকে অঙ্কুশদ্বারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ১

সেই সময় অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সাত্যকিও আনতপর্ব্ব বাণসমূহে সকল লোকের দৃষ্টিগোচরেই কুরুবংশীয় ভূরিশ্রবাকে প্রতিরোধ করিলেন। ২

ইহা দেখিয়া সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া ভূরিশ্রবাকে চারিদিকে আবৃত করত তাঁহার রক্ষায় তৎপর রহিলেন। ৩

এদিকে অতিশয় মহাতেজস্বী পাণ্ডবগণও যুদ্ধভূমিতে সবেগে অগ্রে বর্দ্ধিত সাত্যকিকে চারিদিকে ঘিরিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪

ভারত! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া আপনার দুর্য্যোধনাদি সকল পুত্রকেই একাকীই রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৫

তখন ক্রোধ ও অমর্ষে পূর্ণ আপনার পুত্র নন্দক বহু হাজার রথী বীর সৈন্যের সহিত আসিয়া শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত কঙ্কপত্রযুক্ত ছয়টি বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন।

কুপিত দুর্য্যোধনও সেই যুদ্ধে মহারথী ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে নয়টি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন।

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথি বিশোককে এই কথা বলিলেন।

এই মহারথী বীর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বধ করিবার জন্য উদ্যম করত এখানে উপস্থিত হইয়াছে।

সূত! আমার মনে বহু বর্ষ ধরিয়া যাহার চিন্তা হইতেছে, সেই মনোরথরূপী বৃক্ষ আজ সফল হইতে চলিয়াছে; কারণ, এই সময় আমি এই যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধনকে ভ্রাতৃগণের সহিত একত্রিত হইতে দেখিতেছি।

বিশোক! যেখানে রথের চক্রপাদের দ্বারা উত্থিত ধূলি বাণসমূহের সহিত অন্তরিক্ষ ও দিগন্ত সকলকে ব্যাপ্ত করিতেছে, সেই স্থানেই স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে। ৬-১২

উহার কুলীন ও মদোন্মত্ত ভ্রাতারাও কবচ বন্ধন করিয়া ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতেছে। আজ তোমার চোখের সামনেই আমি ইহাদের সকলকেই বিনাশ করিব,—ইহাতে কোনই সংশয়

তস্মাত্মমাশ্বান্ সংগ্রামে যত্তঃ সংযচ্ছ সারথে।
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থস্তব পুত্রং বিশাম্পতে ॥১৪
বিব্যাধ দশভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
নন্দকঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরভ্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥ ১৫
তং তু দুর্য্যোধনঃ ষষ্ট্যা বিদ্ধ্বা ভীমং মহাবলম্।
ত্রিভিরন্যৈঃ সুনিশিতৈর্বিশোকং প্রত্যবিধ্যত ॥ ১৬
ভীমস্য চ রণে রাজন্ ধনুশ্চিচ্ছেদ ভাস্বরম্।
মুষ্টিদেশে ভৃশং তীক্ষ্ণৈস্ত্রিভির্ভল্লৈর্হসন্নিব ॥ ১৭
সমরে প্রেক্ষ্য যন্তারং বিশোকং তু বৃকোদরঃ।
পীড়িতং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈস্তব পুত্রেণ ধন্বিনা ॥ ১৮
অমৃষ্যমাণঃ সংরব্ধো ধনুর্দিব্যং পরামৃশৎ।
পুত্রস্য তে মহারাজ বধার্থং ভরতর্ষভ ॥ ১৯
সমাধত্ত সুসংক্রুদ্ধঃ ক্ষুরপ্রং লোমবাহিনম্।
তেন চিচ্ছেদ নৃপতের্ভীমঃ কার্ম্মুকমুত্তমম্ ॥ ২০
সোঽপবিদ্ধ্য ধনুশ্ছিন্নং পুত্রস্তে ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অন্যৎ কার্ম্মুকমাদত্ত সত্বরং বেগবত্তরম্ ॥ ২১
সন্দধে বিশিখং ঘোরং কালমৃত্যুসমপ্রভম্।
তেনাজঘান সংক্রুদ্ধো ভীমসেনং স্তনান্তরে ॥ ২২
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতঃ স্যন্দনোপস্থ আবিশৎ।
স নিষণ্ণো রথোপস্থে মূর্চ্ছামভিজগাম হ ॥ ২৩
তং দৃষ্ট্বা ব্যথিতং ভীমমভিমন্যুপুরোগমাঃ।
নামৃষ্যন্ত মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ২৪
ততস্তু তুমুলাং বৃষ্টিং শস্ত্রাণাং তীগ্মতেজসাম্।
পাতয়ামাসুরব্যগ্রাঃ পুত্রস্য তব মূর্দ্ধনি ॥ ২৫
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ভীমসেনো মহাবলঃ।
দুর্য্যোধনং ত্রিভির্বিদ্ধা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২৬
শল্যঞ্চ পঞ্চবিংশত্যা শরৈর্বিব্যাধ পাণ্ডবঃ।
রুক্মপুঙ্খৈর্মহেষ্বাসঃ স বিদ্ধো ব্যপয়াদ্ রণাৎ ॥ ২৭
প্রত্যুদ্যযুস্ততো ভীমং তব পুত্রাশ্চতুর্দশ।
সেনাপতিঃ সুষেণশ্চ জলসন্ধঃ সুলোচনঃ ॥ ২৮

নাই। অতএব সারথি! তুমি সাবধান হইয়া অশ্বগণকে সংযত করিয়া রাখ।

রাজন্! এই কথা বলিয়া কুন্তীপুত্র ভীমসেন স্বর্ণভূষিত দশটি বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন এবং নন্দকের বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ১৩-১৫

ইহা দেখিয়া দুর্য্যোধন ষাট বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া অন্য তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে সারথি বিশোককেও আঘাত করিলেন ॥ ১৬

রাজন্! তাহার পর দুর্য্যোধন যুদ্ধস্থলে তিনটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ভল্লের দ্বারা হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনের তেজস্বী ধনুকের মধ্যভাগ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্র দ্বারা সমরাঙ্গণে স্বীয় সারথি বিশোককে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অতিশয় কুপিত হইয়া স্বীয় দিব্য ধনু গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! পুনরায় আপনার পুত্রকে বধ করিবার বাসনায় অতিশয় ক্রোধভরে তিনি পক্ষযুক্ত ক্ষুরপ্রবাণ সন্ধান (যোজনা) করিলেন এবং তাহাদ্বারা রাজা দুর্য্যোধনের উত্তম ধনুকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮-২০

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি ছিন্ন ধনুকে পরিত্যাগ করিয়া অতি সত্বর তাহা হইতেও অধিক বেগশালী অপর একটি ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ২১

তারপর উহাতে কাল ও মৃত্যুতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা দ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ২২

সেই বাণে গুরুতর আহত হইয়া ভীমসেন ব্যথিতচিত্তে রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ২৩

ভীমসেনকে প্রহারে পীড়িত হইতে দেখিয়া অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব মহারথিগণ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২৪

তখন তাহারা সকলে আপনার পুত্রের মস্তকে নির্ভয়চিত্তে তেজস্বী অস্ত্রসকল প্রবলভাবে বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে প্রথমে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ২৬

তাহার পর মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত পঁচিশটি বাণে রাজা শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণে আহত হইয়া তিনি রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ২৭

রাজন্! তখন আপনার চৌদ্দজন পুত্র ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। ইঁহাদের নাম হইল—সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ,

উগ্রো ভীমরথো ভীমো বীরবাহুরলোলুপঃ।
দুর্মুখো দুষ্প্রধর্ষশ্চ বিবিৎসুর্বিকটঃ সমঃ॥ ২৯
বিসৃজন্তো বহূন্ বাণান্ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ।
ভীমসেনমভিক্রুত্য বিব্যধুঃ সহিতা ভৃশম্॥ ৩০
পুত্রাংস্তু তব সম্প্রেক্ষ্য ভীমসেনো মহাবলঃ।
সৃক্কিণী বিলিহন্ বীরঃ পশুমধ্যে যথা বৃকঃ॥ ৩১
অভিপত্য মহাবাহুর্গরুত্মানিব বেগিতঃ।
সেনাপতেঃ ক্ষুরপ্রেণ শিরশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ॥ ৩২
সম্প্রহস্য চ হৃষ্টাত্মা ত্রিভির্বাণৈর্মহাভুজঃ।
জলসন্ধং বিনির্ভিদ্য সোঽনয়দ্ যমসাদনম্॥ ৩৩
সুষেণঞ্চ ততো হত্বা প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
উগ্রস্য সশিরস্ত্রাণং শিরশ্চন্দ্রোপমং ভুবি॥ ৩৪
পাতয়ামাস ভল্লেন কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্।
বীরবাহুঞ্চ সপ্তত্যা সাশ্বকেতুং সসারথিম্॥ ৩৫
নিনায় সমরে বীরঃ পরলোকায় পাণ্ডবঃ।
ভীম-ভীমরথৌ চোভৌ ভীমসেনো হসন্নিব॥৩৬
পুত্রৌ তে দুর্মদৌ রাজন্নয়দ্ যমসাদনম্।
ততঃ সুলোচনং ভীমঃ ক্ষুরপ্রেণ মহামৃধে॥৩৭
মিষতাং সর্বসৈন্যানামনয়দ্ যমসাদনম্।
পুত্রাস্তু তব তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনপরাক্রমম্॥ ৩৮
শেষা যেঽন্যেঽভবংস্তত্র তে ভীমস্য ভয়ার্দিতাঃ।
বিপ্রদ্রুতা দিশো রাজন্ বধ্যমানা মহাত্মনা॥ ৩৯
ততোঽব্রবীচ্ছান্তনবঃ সর্বানেব মহারথান্।
এষ ভীমো রণে ক্রুদ্ধো ধার্তরাষ্ট্রান্ মহারথান্॥ ৪০
যথা প্রাগ্র্যান্ যথা জ্যেষ্ঠান্ যথা শূরাংশ্চ সঙ্গতান্।
নিপাতয়ত্যুগ্রধন্বা তং প্রগৃহ্ণীত মাচিরম্॥ ৪১
এবমুক্তাস্ততঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধা ভীমসেনং মহাবলম্॥ ৪২
ভগদত্তঃ প্রভিন্নেন কুঞ্জরেণ বিশাম্পতে।
অভ্যয়াৎ সহসা তত্র যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ॥ ৪৩

দুর্মুখ দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম। ইঁহারা সকলে ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া বহু বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন এবং একত্রিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ২৮-৩০

মহাবলী মহাবাহু বীর ভীমসেন আপনার পুত্রগণকে দেখিয়া পশুগণের মধ্যে অবস্থিত বৃকের (ব্যাঘ্রবিশেষ) ন্যায় স্বীয় মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে করিতে গরুড়তুল্য তীব্রবেগে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি ক্ষুরপ্রনামক বাণে সেনাপতির মস্তক ছেদন করিলেন॥ ৩১-৩২

তারপর প্রসন্নচিত্ত হইয়া মহাবাহু ভীমসেন হাস্য করিতে করিতে জলসন্ধকে তিনটি বাণে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন॥ ৩৩

তদনন্তর সুষেণকে বধ করিয়া মৃত্যুলোকে পাঠাইয়া দিলেন এবং উগ্রের কুণ্ডলমণ্ডিত চন্দ্রতুল্য মস্তককে একটি ভল্লের দ্বারা শিরস্ত্রাণ সহ ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিলেন॥

অতঃপর পাণ্ডুনন্দন বীরবর ভীমসেন সমরাঙ্গণে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিসহ বীরবাহুকে সত্তর বাণে নিহত করিয়া পরলোকে প্রেরণ করিলেন॥

রাজন্! তাহার পর ভীমসেন আপনার যে দুই পুত্র যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই দুই পুত্র ভীম এবং ভীমরথকেও নিহত করিয়া যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন॥

অনন্তর সেই মহাযুদ্ধে ভীমসেন সমগ্র সৈন্যবাহিনীর নয়নপথেই ক্ষুরপ্রবাণ প্রহার করিয়া সুলোচনকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন॥

রাজন্! তাহার পর আপনার যে সমস্ত পুত্র অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা ভীমসেনের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার ভয়ে পীড়িতচিত্তে মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনের বাণপ্রহারে জর্জরিত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন॥ ৩৪-৩৯

তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সকল মহারথী বীরগণকে বলিলেন,—এই ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর ভীমসেন যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে আগত শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, বীর মহারথী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতেছে, অতএব তোমরা সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে শীঘ্র বন্দী কর॥ ৪০-৪১

তিনি এই কথা বলিলে পর দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল॥ ৪২

প্রজানাথ! রাজা ভগদত্ত মদবর্ষী গজরাজের উপর আরোহণ করিয়া সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছিলেন॥ ৪৩

আপতন্নেব চ রণে ভীমসেনং শিলীমুখৈঃ।
অদৃশ্যং সমরে চক্রে জীমূত ইব ভাস্করম্ ॥ ৪৪
অভিমন্যুমুখাস্তং তু নামৃষ্যন্ত মহারথাঃ।
ভীমস্যাচ্ছাদনং সংখ্যে স্ববাহুবলমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৫
ত এনং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
গজঞ্চ শরবৃষ্ট্যা তু বিভিদুস্তে সমন্ততঃ ॥ ৪৬
স শস্ত্রবৃষ্ট্যাভিহতঃ সমন্তৈস্তৈর্মহারথৈঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষগজো রাজন্ নানালিঙ্গৈঃ সুতেজনৈঃ॥৪৭
সঞ্জাতরুধিরোৎপীড়ঃ প্রেক্ষণীয়োঽভবদ্ রণে।
গভস্তিভিরিবার্কস্য সংস্যূতো জলদো মহান্ ॥ ৪৮
সঞ্চোদিতো মদস্রাবী ভগদত্তেন বারণঃ।
অভ্যধাবত তান্ সর্বান্ কালোৎসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ৪৯
দ্বিগুণং জবমাস্থায় কম্পয়ংশ্চরণৈর্মহীম্।
তস্য তৎ সুমহদ্ রূপং দৃষ্ট্বা সর্বে মহারথাঃ ॥ ৫০
অসহ্যং মন্যমানাশ্চ নাতিপ্রমনসোঽভবন্।
ততস্তু নৃপতিঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনং স্তনান্তরে ॥ ৫১
আজঘান মহারাজ শরেণানতপর্বণা।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসস্তেন রাজ্ঞা মহারথঃ ॥ ৫২
মূর্চ্ছয়াভিপরীতাত্মা ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রয়ৎ।
তাংস্তু ভীতান্ সমালক্ষ্য ভীমসেনঞ্চ মূর্চ্ছিতম্ ॥ ৫৩
ননাদ বলবন্নাদং ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
ততো ঘটোৎকচো রাজন্ প্রেক্ষ্য ভীমং তথাগতম্॥৫৪
সংক্রুদ্ধো রাক্ষসো ঘোরস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স কৃত্বা দারুণাং মায়াং ভীরূণাং ভয়বর্ধিনীম্ ॥ ৫৫
অদৃশ্যত নিমেষার্ধাদ্ ঘোররূপং সমাস্থিতঃ।
ঐরাবণং সমারূঢ়ঃ স বৈ মায়াকৃতং স্বয়ম্ ॥ ৫৬
(কৈলাসগিরিসঙ্কাশং বজ্রপাণিরিবাভ্যয়াৎ।)
তস্য চান্যেঽপি দিঙ্‌নাগা বভূবুরনুযায়িনঃ।
অঞ্জনো বামনশ্চৈব মহাপদ্মশ্চ সুপ্রভঃ ॥ ৫৭

যুদ্ধে আসিয়াই তিনি স্বীয় বাণসমূহে ভীমসেনকে সেইভাবে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে অদৃশ্য করিয়া থাকে ॥ ৪৪

সেই সময় অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথী বীরগণ ভীমসেন এই ভাবে যুদ্ধে বাণে আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়াকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা নিজ নিজ বাহুবলের সাহায্যে যুদ্ধে ভগদত্তের উপর চারিদিক্ হইতে বাণ বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজ বাণসমূহের বর্ষণে ভগদত্তের হস্তীটিকে সর্ব্বদিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৫-৪৬

রাজন্! যাঁহারা নানাপ্রকার চিহ্নধারণকারী ও অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন, সেই সমস্ত মহারথী বীরগণ কর্ত্তৃক কৃত অস্ত্রবর্ষণে নানাভাবে আহত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তের সেই হস্তীর মস্তক রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠায় রণক্ষেত্রে সেইরূপ অতিশয় দর্শনীয় হইল, যেরূপ সূর্য্যদেবের রক্তিমরশ্মিতে ব্যাপ্ত মহামেঘ দর্শনীয় হইয়া থাকে ॥ ৪৭-৪৮

ভগদত্তকর্ত্তৃক চালিত হইয়া কালপ্রেরিত যমরাজতুল্য ভয়ঙ্কর সেই মদস্রাবী গজরাজ দ্বিগুণ বেগের আশ্রয় লইয়া স্বীয় পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তাঁহাদের সকলের প্রতি ধাবিত হইল ॥

তাহার সেই বিশাল রূপ দেখিয়া সকল মহারথীরাই নিজেদের পক্ষে অসহ্য মনে করত হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন ॥

মহারাজ! তাহার পর ভগদত্ত কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত হানিলেন ॥

রাজা ভগদত্ত কর্ত্তৃক এইভাবে গুরুতর আহত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর মহারথী ভীমসেন মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া ধ্বজদণ্ডকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥

সেই সব মহারথী বীরগণকে ভয়ভীত ও ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া প্রতাপশালী ভগদত্ত সবেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥

রাজন্! তারপর ভীমসেনকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানেই অদৃশ্য হইয়া পড়িল ॥

তাহার পর ভীরু কাপুরুষগণের ভয়বর্দ্ধনকারিণী দারুণা মায়া সৃজন করিল। সে তখন অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। ঘটোৎকচ স্বীয় মায়াদ্বারা নির্ম্মিত কৈলাসপর্ব্বততুল্য শ্বেতবর্ণ বিশাল ঐরাবতের উপর আরোহণ করিয়া বজ্রধারী ইন্দ্রসদৃশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪৯-৫৬

তাহার পশ্চাতে আরও অঞ্জন, বামন ও উত্তমকান্তিযুক্ত মহাপদ্ম—এই তিনটি দিগ্‌গজ ছিল। ইহাদের উপরে ঘটোৎকচের সহায়ক রাক্ষসগণ উপবিষ্ট ছিল ॥

ত্রয় এতে মহানাগা রাক্ষসৈঃ সমধিষ্ঠিতাঃ।
মহাকায়াস্ত্রিধা রাজন্ প্রস্রবন্তো মদং বহু ॥ ৫৮
তেজো-বীর্য্য-বলোপেতা মহাবলপরাক্রমাঃ।
ঘটোৎকচস্তু স্বং নাগং চোদয়ামাস তং তদা ॥ ৫৯
সগজং ভগদত্তং তু হন্তুকামঃ পরন্তপঃ।
তে চান্যে চোদিতা নাগা রাক্ষসৈস্তৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৬০
পরিপেতুঃ সুসংরব্ধাশ্চতুর্দংষ্ট্রাশ্চতুর্দিশম্।
ভগদত্তস্য তং নাগং বিষাণৈরভ্যপীড়য়ন্ ॥ ৬১
স পীড্যমানস্তৈর্নাগৈর্বেদনার্তঃ শরাহতঃ।
অনদৎ সুমহানাদমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্ ॥ ৬২
তস্য তং নদতো নাদং সুঘোরং ভীমনিঃস্বনম্।
শ্রুত্বা ভীষ্মোঽব্রবীদ্ দ্রোণং রাজানঞ্চ সুযোধনম্ ॥৬৩
এষ যুধ্যতি সংগ্রামে হৈড়িম্বেন দুরাত্মনা।
ভগদত্তো মহেষ্বাসঃ কৃচ্ছ্রে চ পরিবর্ত্ততে ॥ ৬৪
রাক্ষসশ্চ মহাকায়ঃ স চ রাজাতিকোপনঃ।
এতৌ সমেতৌ সমরে কাল-মৃত্যুসমাবুভৌ ॥৬৫
শ্রূয়তে চৈব হৃষ্টানাং পাণ্ডবানাং মহাস্বনঃ।
হস্তিনশ্চৈব সুমহান্ ভীতস্য রুদিতধ্বনিঃ ॥ ৬৬
তত্র গচ্ছাম ভদ্রং বো রাজানং পরিরক্ষিতুম্।
অরক্ষ্যমাণঃ সমরে ক্ষিপ্রং প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি ॥ ৬৭
তে ত্বরধ্বং মহাবীর্য্যাঃ কিং চিরেণ প্রয়ামহে।
মহান্ হি বর্ত্ততে রৌদ্রঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ॥ ৬৮
ভক্তশ্চ কুলপুত্রশ্চ শূরশ্চ পৃতনাপতিঃ।
যুক্তং তস্য পরিত্রাণং কর্ত্তুমস্মাভিরচ্যুত ॥ ৬৯
ভীষ্মস্য তদ্ বচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহারথাঃ।
দ্রোণ-ভীষ্মৌ পুরস্কৃত্য ভগদত্তপরীপ্সয়া ॥ ৭০
উত্তমং জবমাস্থায় প্রযযুর্যত্র সোঽভবৎ।
তান্ প্রযাতান্ সমালোক্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ৭১

রাজন্! এই সমস্ত বিশালদেহ দিগ্‌গজ তিন স্থানে প্রচুর মদধারা ক্ষরণ করিতেছিল এবং ইহারা তেজ, বীর্য্য ও বলসম্পন্ন এবং মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমী ছিল ॥

শত্রুসন্তাপক ঘটোৎকচ নিজ হস্তীকে গজারূঢ় রাজা ভগদত্তের দিকে চালিত করিল। তখন সে হস্তীর সহিত তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল ॥

মহাবলশালী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চারিটি করিয়া দন্তবিশিষ্ট অন্যান্য দিগ্‌গজগণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল ॥

ইহারা সকলেই ভগদত্তের হাতীকে নিজ নিজ দন্ত দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই সে বাণের দ্বারা গুরুতর আহত হইয়াছিল, তাহার উপর এই সব হাতীর দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলে বেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রবলবেগে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার এই চীৎকার তখন ইন্দ্রের বজ্র পতনের শব্দের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৫৭-৬২

ভয়ঙ্কর চীৎকারের সহিত অত্যন্ত ঘোর শব্দকারী হাতীর সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য ও রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন ॥ ৬৩

এই মহাধনুর্দ্ধর রাজা ভগদত্ত দুরাত্মা হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এবং মহাসঙ্কটে পড়িয়াছেন ॥ ৬৪

এই রাক্ষস বিশাল দেহধারী এবং রাজা ভগদত্তও বর্ত্তমানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। ইহারা উভয়ে যুদ্ধে কাল ও মৃত্যুর ন্যায় প্রতীত হইতেছেন ॥ ৬৫

দেখ, হৃষ্ট পাণ্ডবগণের মহাসিংহনাদ শুনা যাইতেছে এবং ভগদত্তের ভীত হস্তীর রোদনধ্বনিও তীব্রবেগে শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥ ৬৬

তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক। আমরা রাজা ভগদত্তকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে যাইব, অন্যথায় অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে তিনি সমরাঙ্গণে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিবেন ॥ ৬৭

মহাপরাক্রমী বীরগণ! সত্বর চল। বিলম্ব করিয়া কি লাভ হইবে? আমাদের সত্বর যাওয়া উচিত, কারণ, এই সংগ্রাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী ॥ ৬৮

রাজা ভগদত্ত কুলীন, পরাক্রমশালী বীর, আমাদের ভক্ত ও সেনাপতি। স্বীয় প্রভাব হইতে অবিচ্যুত দুর্য্যোধন! অতএব তাঁহাকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে ॥ ৬৯

ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত মহারথী বীরগণ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া ভগদত্তকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্রবেগে সেখানে আসিলেন, সেখানে রাজা ভগদত্ত রহিয়াছেন ॥

তাঁহাদের যাইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চালগণও শত্রুদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥

পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ পরান্।
তাঞ্চানীকান্যথালোক্য রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭২
ননাদ সুমহানাদং বিস্ফোটমশনেরিব।
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা নাগাংশ্চ যুধ্যতঃ ॥ ৭৩
ভীষ্মঃ শান্তনবো ভূয়ো ভারদ্বাজমভাষত।
ন রোচতে মে সংগ্রামো হৈড়িম্বেন দুরাত্মনা ॥ ৭৪
বলবীর্য্যসমাবিষ্টঃ সসহায়শ্চ সাম্প্রতম্।
নৈষ শক্যো যুধা জেতুমপি বজ্রভৃতা স্বয়ম্ ॥ ৭৫
লব্ধলক্ষ্যঃ প্রহারী চ বয়ঞ্চ শ্রান্তবাহনাঃ।
পাঞ্চালৈঃ পাণ্ডবেয়ৈশ্চ দিবসং ক্ষত-বিক্ষতাঃ ॥৭৬
তন্ন মে রোচতে যুদ্ধং পাণ্ডবৈর্জ্জিতকাশিভিঃ।
ঘুষ্যতামবহারোঽদ্য শ্বো যোৎস্যামঃ পরৈঃ সহ ॥ ৭৭
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা তথা চক্রুঃ স্ম কৌরবাঃ।
উপায়েনাপযানং তে ঘটোৎকচভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ৭৮

সেই সৈন্যগণকে আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অতিশয় বেগে বজ্রস্ফোটনের ন্যায় সিংহধ্বনি করিতে লাগিল ॥

ঘটোৎকচের সেই গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া এবং যুদ্ধরত হাতীদিগকে দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন ॥

আমার এই সময় দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে না; কারণ, সে বল ও পরাক্রমসম্পন্ন এবং এই সময় সে প্রবল সহায়কগণকেও পাইয়াছে ॥

এইরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও ইহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। ঘটোৎকচ অস্ত্রপ্রহারে নিপুণ ও লক্ষ্য ভেদ করিতেও পটু। এদিকে আমাদের বাহনগুলি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সারাদিনেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের দ্বারা অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে ॥ ৭০-৭৬

সেইজন্য বিজয়সুশোভিত পাণ্ডবগণের সহিত বর্ত্তমানে যুদ্ধ করা আমার মতে সমীচীন নহে। আজ যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করা হউক। আগামীকাল আমরা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৭৭

পিতামহ ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া কৌরবগণ উপায়ানুসারে যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইবার কথা স্বীকার করিয়া লইলেন; কারণ, সেই সময় তাঁহারা সকলেই ঘটোৎকচের ভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৭৮

কৌরবেষু নিবৃত্তেষু পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ।
সিংহনাদান্ ভৃশং চক্রুঃ শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ ভারত ॥ ৭৯
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং দিবসং ভরতর্ষভ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ পুরস্কৃত্য ঘটোৎকচম্ ॥ ৮০
কৌরবাস্তু ততো রাজন্ প্রযযুঃ শিবিরং স্বকম্।
ব্রীড়মানা নিশাকালে পাণ্ডবেয়ৈঃ পরাজিতাঃ ॥ ৮১
শরবিক্ষতগাত্রাস্তু পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ।
যুদ্ধে সুমনসো ভূত্বা জগ্মুঃ স্বশিবিরং প্রতি ॥ ৮২
পুরস্কৃত্য মহারাজ ভীমসেন-ঘটোৎকচৌ।
পূজয়ন্তস্তদান্যোন্যং মুদা পরময়া যুতাঃ ॥ ৮৩
নদন্তো বিবিধান্ নাদাংস্তূর্য্যস্বনবিমিশ্রিতান্।
সিংহনাদাংশ্চ কুর্বন্তো বিমিশ্রান্ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ ॥ ৮৪
বিনদন্তো মহাত্মানঃ কম্পয়ন্তশ্চ মেদিনীম্।
ঘট্টয়ন্তশ্চ মর্ম্মাণি তব পুত্রস্য মারিষ ॥

ভারত! কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে পর বিজয়ে উল্লসিত হইয়া পাণ্ডবেরা পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং শঙ্খবাদ্য করিলেন ॥ ৭৯

এইরূপে সেইদিনে সম্পূর্ণ দিবসব্যাপী ঘটোৎকচকে অগ্রে করিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ চলিয়াছিল ॥ ৮০

রাজন্! তদনন্তর রাত্রির প্রারম্ভকালে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কৌরবেরা সলজ্জভাবে নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৮১

মহারথী পাণ্ডবগণেরও শরীর যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাঁহারা প্রসন্নমনে নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৮২

মহারাজ! ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে অগ্রে রাখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে প্রসন্নতার সহিত নানাপ্রকার সিংহনাদ করত (শিবির অভিমুখে) চলিলেন। তাঁহাদের সেই গর্জ্জনধ্বনির সহিত বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিও হইতেছিল ॥ ৮৩-৮৪

শত্রুসন্তাপক শ্রেষ্ঠ নরেশ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ গর্জ্জন করিতে করিতে, পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে এবং আপনার পুত্রের মর্ম্মস্থানে আঘাত হানিতে হানিতে রাত্রিকালে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৮৫

প্রয়াতাঃ শিবিরায়ৈব নিশাকালে পরন্তপ ॥৮৫
দুর্য্যোধনস্তু নৃপতির্দীনো ভ্রাতৃবধেন চ।
মুহূর্ত্তং চিন্তয়ামাস বাষ্পশোকসমাকুলঃ ॥৮৬
ততঃ কৃত্বা বিধিং সর্ব্বং শিবিরস্ত যথাবিধি।
প্রদধ্যৌ শোকসন্তপ্তো ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতঃ ॥ ৮৭

স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুতে রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত দীন হইয়া পড়িলেন। তিনি নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করিতে করিতে শোকব্যাকুলচিত্তে মুহূর্ত্তকাল চিন্তামগ্ন হইলেন ॥ ৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি তৃতীয়দিবসাবহারে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

তারপর শিবিরের সমস্ত কার্য্যের যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া ভ্রাতৃগণের বিনাশে দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত হইয়া বিশেষভাবে চিন্তানিমগ্ন হইলেন ॥ ৮৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে চতুর্থদিবসের যুদ্ধবিরতিবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়য়োঃ সংবাদপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধনেন পাণ্ডববিজয়কারণপৃষ্টস্য ভীষ্মস্য ব্রহ্মকৃতভগবৎস্তুতিকথনম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
ভয়ং মে সুমহজ্জাতং বিস্ময়শ্চৈব সঞ্জয়।
শ্রুত্বা পাণ্ডুকুমারাণাং কর্ম দেবৈঃ সুদুষ্করম্ ॥ ১
পুত্রাণাঞ্চ পরাভাবং শ্রুত্বা সঞ্জয় সর্বশঃ।
চিন্তা মে মহতী সূত ভবিষ্যতি কথং ত্বিতি ॥ ২
ধ্রুবং বিদুরবাক্যানি ধক্ষ্যন্তি হৃদয়ং মম।
যথা হি দৃশ্যতে সর্ব্বং দৈবযোগেন সঞ্জয় ॥ ৩
যত্র ভীষ্মমুখান্ সর্বান্ শস্ত্রজ্ঞান্ যোধসত্তমান্।
পাণ্ডবানামনীকেষু যোধয়ন্তি প্রহারিণঃ ॥৪
কেনাবধ্যা মহাত্মানঃ পাণ্ডুপুত্রা মহাবলাঃ।
কেন দত্তবরাস্তাত কিং বা জ্ঞানং বিদন্তি তে ॥৫
যেন ক্ষয়ং ন গচ্ছন্তি দিবি তারাগণা ইব।
পুনঃ পুনর্ন মৃষ্যামি হতং সৈন্যং তু পাণ্ডবৈঃ ॥ ৬
ময্যেব দণ্ডঃ পততি দৈবাৎ পরমদারুণঃ।
যথাবধ্যাঃ পাণ্ডুসুতা যথা বধ্যাশ্চ মে সুতাঃ ॥ ৭
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব যাথাতথ্যেন সঞ্জয়।
ন হি পারং প্রপশ্যামি দুঃখস্যাস্য কথঞ্চন ॥ ৮

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের সংবাদপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের বিজয়ের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্মের ব্রহ্মকৃত ভগবৎস্তুতি-কথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের দেবতাদিগের পক্ষেও দুষ্কর পরাক্রমের কথা শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতেছে এবং আমি বিস্মিত হইতেছি। ১

সূত সঞ্জয়! স্বীয় পুত্রগণের সর্ব্বপ্রকারে পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া আমার চিন্তা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। ভাবিতেছি অতঃপর কি হইবে ॥২

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই বিদুরের বাক্য আমার হৃদয়কে জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিবে; কারণ, সে যাহা বলিয়াছিল, দৈবযোগে তাহাই হইয়া চলিয়াছে দেখিতেছি। ৩

পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে এরূপ সব প্রহারকুশল যোদ্ধারা আছে, যাহারা শস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ৪

তাত! মহাবল মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ কি কারণে অবধ্য হইয়াছে? কোন ব্যক্তি তাঁহাদের বর দিয়াছেন অথবা কি জ্ঞান তাহাদের আছে? ৫

যাহার জন্য আকাশের তারার ন্যায় তাহারা বিনষ্ট হইতেছে না। আমি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বারংবার আমাদের সৈন্যবাহিনীর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া উহা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। ৬

দৈববশে আমারই উপর অতিশয় ভয়ঙ্কর দণ্ড পতিত হইল। সঞ্জয়! কেন পাণ্ডবগণ অবধ্য এবং আমার পুত্রগণ নিহত হইতেছে? এ সমস্ত তুমি আমার নিকট যথাযথ ভাবে বল।

যেরূপ মানুষ নিজ হস্তে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যাইয়া তাহার পার পায় না, সেইরূপ আমিও এই দুঃখের শেষ কোন রূপেই দেখিতে পাইতেছিনা।

সমুদ্রস্যেব মহতো ভুজাভ্যাং প্রতরন্ নরঃ।
পুত্রাণাং ব্যসনং মন্যে ধ্রুবং প্রাপ্তং সুদারুণম্॥ ৯
ঘাতয়িষ্যতি মে সর্বান্ পুত্রান্ ভীমো ন সংশয়ঃ।
ন হি পশ্যামি তং বীরং যো মে রক্ষেৎ সুতান্ রণে॥১০
ধ্রুবং বিনাশঃ সম্প্রাপ্তঃ পুত্রাণাং মম সঞ্জয়।
তস্মাম্মে কারণং সূত শক্তিং চৈব বিশেষতঃ॥ ১১
পৃচ্ছতো বৈ যথাতত্ত্বং সর্বমাখ্যাতুমর্হসি।
দুর্য্যোধনশ্চ যচ্চক্রে দৃষ্ট্বা স্বান্ বিমুখান্ রণে॥ ১২
ভীষ্ম-দ্রোণৌ কৃপশ্চৈব সৌবলশ্চ জয়দ্রথঃ।
দ্রৌণির্বাপি মহেষ্বাসো বিকর্ণো বা মহাবলঃ॥ ১৩
নিশ্চয়ো বাপি কস্তেষাং তদা হ্যাসীন্মহাত্মনাম্।
বিমুখেষু মহাপ্রাজ্ঞ মম পুত্রেষু সঞ্জয়॥ ১৪

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতঃ শ্রুত্বা চৈবাবধারয়।
নৈব মন্ত্রকৃতং কিঞ্চিন্নৈব মায়াং তথাবিধাম্॥ ১৫
ন বৈ বিভীষিকাং কাঞ্চিদ্ রাজন্ কুর্বন্তি পাণ্ডবাঃ।
যুধ্যন্তি তে যথান্যায়াঃ শক্তিমন্তশ্চ সংযুগে॥ ১৬
ধর্মেণ সর্বকার্য্যাণি জীবিতাদীনি ভারত।
আরভন্তে সদা পার্থাঃ প্রার্থয়ানা মহদ্ যশঃ॥ ১৭
ন তে যুদ্ধান্নিবর্তন্তে ধর্মোপেতা মহাবলাঃ।
শ্রিয়া পরময়া যুক্তা যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ॥ ১৮
তেনাবধ্যা রণে পার্থা জয়যুক্তাশ্চ পার্থিব।
তব পুত্রা দুরাত্মানঃ পাপেষ্বভিরতাঃ সদা॥ ১৯
নিষ্ঠুরা হীনকর্মাণস্তেন হীয়ন্তি সংযুগে।
সুবহূনি নৃশংসানি পুত্রৈস্তব জনেশ্বর॥ ২০
নিকৃতানীহ পাণ্ডূনাং নীচৈরিব যথা নরৈঃ।
সর্বঞ্চ তদনাদৃত্য পুত্রাণাং তব কিল্বিষম্॥ ২১
সাপহ্নবাঃ সদৈবাসন্ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বজ।
ন চৈতান্ বহু মন্যন্তে পুত্রাস্তব বিশাম্পতে॥২২

নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের উপর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সঙ্কট পতিত হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে—ভীমসেন আমার সকল পুত্রকেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে॥

আমি এরূপ কোন বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি রণক্ষেত্রে আমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সঞ্জয়! নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের বিনাশকাল আসিয়া পড়িয়াছে॥

সূত! অতএব আমি (পাণ্ডবগণের) শক্তি এবং (আমার পুত্রগণের পরাজয়ের) কারণ বিষয়ে যে বিশেষ প্রশ্ন করিতেছি, তুমি উহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর॥

যুদ্ধে নিজ সৈন্যগণকে বিমুখ হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন কি করিল? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, শকুনি, জয়দ্রথ, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা ও মহাবল বিকর্ণই বা কি করিলেন? মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! আমার পুত্রগণ বিমুখ হইয়া যাইলে মহাত্মা মহারথী বীর পাণ্ডবেরাই বা কি সিদ্ধান্ত করিল? ৭-১৪

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন এবং শুনিয়া স্বয়ংই আপনি পাণ্ডবগণের শক্তি ও নিজের পরাজয়ের কারণ বিষয়ে নিশ্চয় করুন। পাণ্ডবগণের মধ্যে না কোন মন্ত্রপ্রভাব আছে এবং না কোন মায়াও তাহাদের আছে॥১৫

রাজন্! পাণ্ডবেরা রণাঙ্গনে কোন বিভীষিকাও দেখান নাই অর্থাৎ তাঁহারা কোনরূপে ভয়ভীত করিবার চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছেন, সুতরাং শক্তিশালী ত' তাঁহারা হইবেনই॥ ১৬

ভারত! কুন্তীপুত্রগণ জীবন-নির্ব্বাহাদি সকল কার্য্যই সদা ধর্ম্মানুসারে আরম্ভ করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা জগতে নিজেদের যশ বিস্তার করিতে অভিলাষী আছেন॥ ১৭

তাঁহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না। ধর্ম্মবলসম্পন্ন বলিয়া তাঁহারা অতিশয় বলবান্ ও উত্তম সমৃদ্ধিশালী। যেখানে ধর্ম্ম আছেন, সেইখানে জয় হয়॥ ১৮

মহারাজ! ধর্ম্মের জন্যই কুন্তীপুত্রগণ যুদ্ধে অবধ্য ও বিজয়ী। আর এদিকে আপনার দুরাত্মা পুত্রসকল সর্ব্বদা পাপেই আসক্ত। তাহার উপর তাঁহারা নির্দয় বলিয়া সদা নিকৃষ্ট কর্ম্মেই নিরত আছেন। এই কারণে যুদ্ধে তাহাদের ক্ষয় হইতেছে॥

জনেশ্বর! আপনার পুত্রগণ নীচ মনুষ্যের ন্যায় পাণ্ডবদিগের প্রতি বহু ক্রূরতাপূর্ণ ব্যবহার এবং ছল-কপটতা করিয়াছেন, কিন্তু আপনার পুত্রগণের সেই সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া পাণ্ডবেরা সেই সব দোষ গোপন করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ! তথাপি আপনার পুত্রগণ এই পাণ্ডবদিগকে অধিক সমাদর করেন নাই॥ ১৯-২২

তস্য পাপস্য সততং ক্রিয়মাণস্য কর্মণঃ।
সাম্প্রতং সুমহদ্ ঘোরং ফলং প্রাপ্তং জনেশ্বর ॥ ২৩
স ত্বং ভুঙ্‌ক্ষ মহারাজ সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ।
নাববুধ্যসি যদ্ রাজন্ বার্য্যমাণঃ সুহৃজ্জনৈঃ ॥ ২৪
বিদুরেণাথ ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা।
তথা ময়া চাপ্যসকৃদ্ বার্য্যমাণো ন বুধ্যসে ॥ ২৫
বাক্যং হিতঞ্চ পথ্যঞ্চ মর্ত্ত্যাঃ পথ্যমিবৌষধম্।
পুত্রাণাং মতমাজ্ঞায় জিতান্ মন্যসি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬
শৃণু ভূয়ো যথা তত্ত্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
কারণং ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবানাং জয়ং প্রতি ॥ ২৭
তৎ তেঽহং কথয়িষ্যামি যথাশ্রুতমরিন্দম।
দুর্য্যোধনেন সম্পৃষ্ট এতমর্থং পিতামহঃ ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা ভ্রাতৄন্ রণে সর্বান্ নির্জ্জিতাংস্তু মহারথান্।
শোকসম্মূঢ়হৃদয়ো নিশাকালে স্ম কৌরবঃ ॥ ২৯
পিতামহং মহাপ্রাজ্ঞং বিনয়েনোপগম্য হ।
যদব্রবীৎ সুতস্তেঽসৌ তন্মে শৃণু জনেশ্বর ॥ ৩০

দুর্য্যোধন উবাচ।

দ্রোণশ্চ ত্বঞ্চ শল্যশ্চ কৃপো দ্রৌণিস্তথৈব চ।
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ॥ ৩১
ভূরিশ্রবা বিকর্ণশ্চ ভগদত্তশ্চ বীর্য্যবান্।
মহারথাঃ সমাখ্যাতাঃ কুলপুত্রাস্তনুত্যজঃ ॥ ৩২
ত্রয়াণামপি লোকানাং পর্য্যাপ্তা ইতি মে মতিঃ।
পাণ্ডবানাং সমস্তাশ্চ নাতিষ্ঠন্ত পরাক্রমে ॥ ৩৩
তত্র মে সংশয়ো জাতস্তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ।
যং সমাশ্রিত্য কৌন্তেয়া জয়ন্ত্যস্মান্ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩৪

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন্ বচো মহ্যং যথা বক্ষ্যামি কৌরব।
বহুশশ্চ ময়োক্তোঽসি ন চ মে তৎ ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৩৫
ক্রিয়তাং পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং শমো ভরতসত্তম।
এতৎ ক্ষেমমহং মন্যে পৃথিব্যাস্তব বা বিভো ॥ ৩৬

জনেশ্বর! নিরন্তর কৃত সেই পাপ-কর্ম্মের বর্ত্তমানে এই নিদারুণ ফল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩

মহারাজ! সুহৃদ্‌গণ নিষেধ করিলেও যাহা আপনি পূর্ব্বে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহার জন্য আপনি স্বয়ংই পুত্র ও সুহৃদ্বর্গের সহিত স্বীয় অনীতির ফল ভোগ করুন ॥ ২৪

বিদুর, ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণ এবং আমিও বারংবার আপনাকে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু আপনি কখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই ॥ ২৫

যেরূপ মরণাসন্ন মানুষ হিতকর ঔষধকেও ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ আপনিও আমাদের কথিত লাভজনক ও হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেবল আপনি নিজের পুত্রদের কথা শুনিয়া ইহাই মনে করিয়া লইয়াছেন যে, আমরা পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া ফেলিয়াছি ॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি পাণ্ডবগণের বিজয় ও নিজের পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সুতরাং সেই বিষয়ে যথার্থ কারণ শ্রবণ করুন ॥ ২৭

শত্রুদমন! দুর্য্যোধন এই কথা পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে সেই সময় আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিব ॥

মহারাজ! যুদ্ধে নিজের সমস্ত মহারথী বীর ভ্রাতৃবৃন্দকে পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধনের হৃদয় শোকে মোহিত হইয়া যাইল। তিনি রাত্রিতে মহাজ্ঞানী পিতামহ ভীষ্মের নিকট যাইয়া বিনয় সহকারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,' তাহা বলিতেছি—আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন ॥ ২৭-৩০

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতামহ! আপনি, দ্রোণাচার্য্য, শল্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মা, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও পরাক্রমশালী ভগদত্ত—ইঁহাদের সকলকে মহারথী বলা হইয়া থাকে। সকলেই কুলীন এবং যুদ্ধে আমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছেন ॥ ৩১-৩২

আমার ত' এরূপ ধারণা আছে যে, আপনারা সকলে যদি মিলিত হন, তবে তিন লোককেও আপনারা জয় করিতে পারেন; কিন্তু পাণ্ডবগণের সম্মুখে আপনারা কেন অবস্থান করিতে পারিতেছেন না —ইহার কারণ কি? ৩৩

এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করুন। কাহার আশ্রয় লইয়া পাণ্ডবগণ প্রতিক্ষণে আমাদিগকে জয় করিতেছে? ৩৪

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন! রাজন্! আমি যে কথা বলিব আমার বাক্য শ্রবণ কর। এ বিষয়ে আমি বহুবার তোমাকে যথার্থ কথা বলিয়াছি, কিন্তু তুমি পালন কর নাই। ৩৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর।

ভুঙ্‌ক্ষ্বেমাং পৃথিবীং রাজন্ ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সুখী।
দুর্হৃদস্তাপয়ন্ সর্বান্ নন্দয়ংশ্চাপি বান্ধবান্॥ ৩৭

ন চ মে ক্রোশতস্তাত শ্রুতবানসি বৈ পুরা।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং যৎ পাণ্ডুনবমন্যসে॥ ৩৮

যশ্চ হেতুরবধ্যত্বে তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্।
তং শৃণুষ্ব মহাবাহো মম কীর্তয়তঃ প্রভো॥ ৩৯

নাস্তি লোকেষু তদ্ ভূতং ভবিতা ন ভবিষ্যতি।
যো জয়েৎ পাণ্ডবান সর্বান পালিতান্ শার্ঙ্গধন্বনা॥ ৪০

(সসুরাসুরমর্ত্যেষু যো বিদ্যাৎ তত্ত্বতো হরিম্)
যত্তু মে কথিতং তাত মুনিভির্ভাবিতাত্মভিঃ।
পুরাণগীতং ধর্মজ্ঞ তচ্ছৃণুষ্ব যথাতথম্॥ ৪১

পুরা কিল সুরাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ।
পিতামহমুপাসেদুঃ পর্বতে গন্ধমাদনে॥ ৪২

প্রভো! ইহাতেই আমি তোমার ও সমগ্র ভূমণ্ডলের কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে করি॥ ৩৬

রাজন্! তুমি নিজ সমস্ত শত্রুগণের সন্তাপ ও বন্ধু-বান্ধবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া সুখী হও এবং এই পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর॥ ৩৭

বৎস! এরূপ পরামর্শ আমি সমস্বরে পূর্ব্বেও তোমাকে দিয়াছি, কিন্তু তুমি উহার অনুসরণ কর নাই। তুমি যে পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া আসিতেছে, আজ তাহারই ফল প্রাপ্ত হইয়াছ॥ ৩৮

মহাবাহো! প্রভো! অনায়াসে মহৎ কর্ম্ম করিতে সক্ষম পাণ্ডবগণের অবধ্যত্ব বিষয়ে যে কারণ আছে, উহা বলিতেছি—শ্রবণ কর॥ ৩৯

লোকসমূহে এরূপ কোনও প্রাণী উৎপন্ন হয় নাই এবং হইবে না, যিনি শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত এই সব পাণ্ডবগণকে জয়লাভ করিতে পারেন। (দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদিগের মধ্যে এরূপ কেহই নাই, যিনি এই শ্রীহরিকে যথার্থরূপে জানিতে সক্ষম হইবেন।) ৪০

তাত! ধর্ম্মজ্ঞ! পবিত্রচিত্ত মুনিগণ আমাকে যে পুরাণপ্রতিপাদিত যথার্থ কথা বলিয়াছেন, উহা এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৪১

ইহা বহু কালের পুরাণ বিষয়, সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপবিষ্ট হইলেন॥ ৪২

তেষাং মধ্যে সমাসীনঃ প্রজাপতিরপশ্যত।
বিমানং প্রজ্বলদ্ ভাসা স্থিতং প্রবরমম্বরে॥ ৪৩

ধ্যানেনাবেদ্য তদ্ ব্রহ্মা কৃত্বা চ নিয়তোঽঞ্জলিম্।
নমশ্চকার হৃষ্টাত্মা পুরুষং পরমেশ্বরম্॥ ৪৪

ঋষয়স্ত্বথ দেবাশ্চ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমুত্থিতম্।
স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে পশ্যন্তো মহদদ্ভুতম্॥ ৪৫

যথাবচ্চ তমভ্যর্চ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
জগাদ জগতঃ স্রষ্টা পরং পরমধর্মবিৎ॥ ৪৬

বিশ্বাবসুর্বিশ্বমূর্তির্বিশ্বেশো
বিষ্বক্‌সেনো বিশ্বকর্মা বশী চ।
বিশ্বেশ্বরো বাসুদেবোঽসি তস্মাদ্
যোগাত্মানং দৈবতং ত্বামুপৈমি॥ ৪৭

জয় বিশ্ব মহাদেব জয় লোকহিতে রত।
জয় যোগীশ্বর বিভো জয় যোগপরাবর॥ ৪৮

সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মা আকাশে অবস্থিত এক শ্রেষ্ঠ বিমান দেখিলেন, যাহা তখন স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইতেছিল॥ ৪৩

স্বীয় মনকে সংযমে রাখিতে সমর্থ ব্রহ্মা সেই সময় ধ্যানদ্বারা যথার্থ বিষয় অবগত হইয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলেন॥ ৪৪

ঋষিগণ এবং দেবগণ ব্রহ্মাকে উত্থিত (ও কৃতাঞ্জলি) হইতে দেখিয়া নিজেরাও সেই পরম অদ্ভুত তেজকে দর্শন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্থিত হইলেন॥ ৪৫

ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরম ধর্ম্মজ্ঞ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা সেই তেজোময় পরমপুরুষকে বিধি অনুসারে পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৪৬

প্রভো! আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে আচ্ছাদনকারী বিশ্বরূপ ও বিশ্বপতি। সর্ব্বদিক আপনার সেনা এবং এই বিশ্ব আপনার কার্য্য। আপনি সকলকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সেইজন্য আপনাকে বিশ্বেশ্বর ও বাসুদেব বলা হয়। আপনি যোগস্বরূপ দেবতা, আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম॥ ৪৭

বিশ্বরূপ মহাদেব! আপনার জয় হউক। লোকহিতে রত পরমেশ্বর আপনার জয় হউক। সর্ব্বব্যাপক যোগীশ্বর! আপনার জয় হউক। যোগের আদি ও অন্তস্বরূপ ভগবান্! আপনার জয় হউক॥ ৪৮

পদ্মগর্ভ বিশালাক্ষ জয় লোকেশ্বরেশ্বর।
ভূতভব্যভবন্নাথ জয় সৌম্যাত্মজাত্মজ ॥ ৪৯
অসংখ্যেয় গুণাধার জয় সর্বপরায়ণ।
নারায়ণ সুদুষ্পার জয় শার্ঙ্গধনুর্ধর ॥ ৫০
জয় সর্বগুণোপেত বিশ্বমূর্তে নিরাময়।
বিশ্বেশ্বর মহাবাহো জয় লোকার্থতৎপর ॥ ৫১
মহোরগ বরাহাদ্য হরিকেশ বিভো জয়।
হরিবাস দিশামীশ বিশ্ববাসামিতাব্যয় ॥ ৫২
ব্যক্তাব্যক্তামিতস্থান নিয়তেন্দ্রিয় সৎক্রিয়।
অসংখ্যেয়াত্মভাবজ্ঞ জয় গম্ভীর কামদ ॥ ৫৩
অনন্তবিদিত ব্রহ্মন্ নিত্য ভূতবিভাবন।
কৃতকার্য্য কৃতপ্রজ্ঞ ধর্মজ্ঞ বিজয়াবহ ॥ ৫৪
গুহ্যাত্মন্ সর্বযোগাত্মন্ স্ফুটং সম্ভূত সম্ভব।
ভূতাদ্য লোকতত্ত্বেশ জয় ভূতবিভাবন ॥ ৫৫
আত্মযোনে মহাভাগ কল্পসংক্ষেপতৎপর।
উদ্ভাবন মনোভাব জয় ব্রহ্ম জনপ্রিয় ॥ ৫৬
নিসর্গসর্গনিরত কামেশ পরমেশ্বর।
অমৃতোদ্ভব সদ্ভাব মুক্তাত্মন্ বিজয়প্রদ ॥ ৫৭
প্রজাপতিপতে দেব পদ্মনাভ মহাবল।
আত্মভূত মহাভূত সত্ত্বাত্মন্ জয় সর্বদা ॥ ৫৮
পাদৌ তব ধরা দেবী দিশো বাহু দিবং শিরঃ।
মূর্তিস্তেঽহং সুরাঃ কায়শ্চন্দ্রাদিত্যৌ চ চক্ষুষী ॥ ৫৯
বলং তপশ্চ সত্যঞ্চ কর্ম ধর্মাত্মকং তব।
তেজোঽগ্নিঃ পবনঃ শ্বাস আপস্তে স্বেদসম্ভবাঃ ॥ ৬০

আপনার নাভি হইতে আদি কমলের উৎপত্তি হইয়াছে, আপনার নেত্র বিশাল, আপনি লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর! আপনার জয় হউক। ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানের অধিপতি! আপনার জয় হউক। আপনার স্বরূপ সৌম্য, স্বয়ম্ভূ আপনার পুত্র ॥ ৪৯

আপনি অসংখ্য গুণের আধার এবং সকলের শরণদাতা, আপনার জয় হউক। শার্ঙ্গধনুর্ধারণকারী নারায়ণ! আপনার মহিমার পার পাওয়া কঠিন, আপনার জয় হউক ॥ ৫০

আপনি সমস্ত কল্যাণময় গুণসমূহে সম্পন্ন, বিশ্বমূর্তি ও সকল উপদ্রবরহিত পরমেশ্বর! আপনার জয় হউক। জগতের অভীষ্ট সাধনকারী মহাবাহু বিশ্বেশ্বর! আপনার জয় হউক ॥ ৫১

আপনি মহান্ শেষনাগ ও মহাবরাহ রূপধারণকারী, সকলের আদি কারণ। হরিকেশ! প্রভো! আপনার জয় হউক। আপনি পীতবস্ত্র পরিধানকারী, দিক্‌সমূহের অধিপতি, বিশ্বের আধার, অপ্রমেয় ও অবিনাশী ॥ ৫২

ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সবই আপনার স্বরূপ। আপনার থাকিবার স্থান অনন্ত-অসীম, আপনি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক। আপনার সকল কর্মই শুভময়। আপনার কোনই ইয়ত্তা নাই। আপনিই আপনার স্বরূপের জ্ঞাতা, স্বভাবতঃ গম্ভীর ও ভক্তগণের কামনাপূরণকারী, আপনার জয় হউক ॥ ৫৩

ব্রহ্মন্! আপনি অনন্তবোধস্বরূপ, নিত্য ও সম্পূর্ণ ভূতসমূহের উৎপাদক। আপনার সকল কার্য্যই সম্পন্ন করা হইয়াছে, আপনার বুদ্ধি পবিত্র, আপনি ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন এবং আপনি বিজয়প্রদ ॥ ৫৪

পূর্ণযোগস্বরূপ পরাত্মন্! আপনার স্বরূপ গূঢ় হইলেও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে দেখা যায়। আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহা হইতেছে, তৎসমস্তই আপনার রূপ। আপনি সমস্ত ভূতগণের আদি কারণ ও লোকতত্ত্বের অধিপতি। হে ভূতভাবন! আপনার জয় হউক ॥ ৫৫

আপনি স্বয়ম্ভূ, আপনার সৌভাগ্যও মহান্। আপনি এই কল্পের সংহারক এবং বিশুদ্ধ পরমব্রহ্ম। ধ্যান করিলে অন্তঃকরণে আপনার আবির্ভাব হয়; আপনি জীবমাত্রের প্রিয়তম পরব্রহ্ম, আপনার জয় হউক ॥ ৫৬

আপনি স্বভাবতঃ সংসারের সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত আছেন। আপনি সমস্ত কামনার অধিপতি পরমেশ্বর। আপনি অমৃতের উৎপত্তি-স্থান, সত্যস্বরূপ, মুক্তাত্মা ও বিজয়দাতা ॥ ৫৭

দেব! আপনি প্রজাপতিগণেরও পতি, পদ্মনাভ এবং মহাবলবান্। আপনিই সকলের আত্মস্বরূপ ও মহাভূত। সত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মন্! আপনার সর্বদা জয় হউক ॥ ৫৮

পৃথিবীদেবী আপনার চরণ, দিক্‌সমূহ বাহু ও দ্যুলোক আপনার মস্তক। ব্রহ্মা আমি আপনার শরীর, দেবতাগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য নেত্র ॥ ৫৯

তপ ও সত্য আপনার বল এবং ধর্ম ও কর্ম আপনার স্বরূপ। অগ্নি আপনার তেজ, বায়ু শ্বাস এবং জল স্বেদ (ঘর্ম) ॥ ৬০

অশ্বিনৌ শ্রবণৌ নিত্যং দেবী জিহ্বা সরস্বতী।
বেদাঃ সংস্কারনিষ্ঠা হি ত্বয়ীদং জগদাশ্রিতম্ ॥ ৬১
ন সংখ্যানং পরিমাণং ন তেজো ন পরাক্রমম্।
ন বলং যোগযোগীশ জানীমস্তে ন সম্ভবম্ ॥ ৬২
ত্বদ্ভক্তিনিরতাদেব নিয়মৈস্ত্বাং সমাশ্রিতাঃ।
অর্চয়ামঃ সদা বিষ্ণো পরমেশং মহেশ্বরম্ ॥ ৬৩
ঋষয়ো দেব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
পিশাচা মানুষাশ্চৈব মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপাঃ ॥৬৪
এবমাদি ময়া সৃষ্টং পৃথিব্যাং ত্বৎপ্রসাদজম্।
পদ্মনাভ বিশালাক্ষ কৃষ্ণ দুঃখপ্রণাশন ॥ ৬৫
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং ত্বং নেতা ত্বং জগদ্গুরুঃ।
ত্বৎপ্রসাদেন দেবেশ সুখিনো বিবুধাঃ সদা ॥ ৬৬
পৃথিবী নির্ভয়াদেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সদাভবৎ।
তস্মাদ্ ভব বিশালাক্ষ যদুবংশবিবর্ধনঃ ॥ ৬৭

অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনার কর্ণ, সরস্বতী দেবী আপনার জিহ্বা এবং বেদ আপনার সংস্কারনিষ্ঠা। এই জগৎ সদা আপনার আধারেরই উপর স্থিত আছে। ৬১

হে যোগেশ্বর ও যোগীশ্বর! আমরা আপনার সংখ্যা জানি না এবং পরিমাণও জানি না। আপনার তেজ, পরাক্রম ও বল সম্বন্ধেও আমাদের কোন জ্ঞান নাই। আমরা ইহাও অবগত নহি যে, কিরূপে আপনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৬২

দেব! আমরা ত' কেবল আপনার উপাসনাতেই নিরত আছি। আপনার নিয়মপালন করিতে করিতে আপনারই শরণগ্রহণ করিয়াছি। বিষ্ণো! আমরা সর্ব্বদা পরমেশ্বর ও মহেশ্বর আপনারই পূজা করি। আপনার কৃপাতেই আমরা পৃথিবীতে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপ কীটাদির সৃষ্টি করিয়া থাকি।

পদ্মনাভ! বিশাললোচন! দুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই সকল প্রাণীর আশ্রয় ও নেতা। আপনি সংসারের সকল জীবের গুরু (উপদেষ্টা)। হে দেবেশ্বর! আপনার কৃপাপ্রসাদেই দেবগণ সর্ব্বদা সুখে বিরাজ করেন। ৬৩-৬৬

দেব! আপনার কৃপাতেই পৃথিবী সদা নির্ভয়ে থাকেন। হে বিশাললোচন! সেইজন্য আপনি পুনরায় পৃথিবীতে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া ইহার কীর্ত্তি বর্দ্ধন করুন॥ ৬৭

ধর্মসংস্থাপনার্থায় দৈত্যানাঞ্চ বধায় চ।
জগতো ধারণার্থায় বিজ্ঞাপ্যং কুরু মে বিভো ॥ ৬৮
যৎ তৎ পরমকং গুহ্যং ত্বৎপ্রসাদাদিদং বিভো।
বাসুদেব তদেতৎ তে ময়োক্তং তং যথাতথম্ ॥ ৬৯
সৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণং দেবং স্বয়মাত্মানমাত্মনা।
কৃষ্ণ ত্বমাত্মনাস্রাক্ষীঃ প্রদ্যুম্নং চাত্মসম্ভবম্ ॥ ৭০
প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধং ত্বং যং বিদুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
অনিরুদ্ধোঽসৃজন্মাং বৈ ব্রহ্মাণং লোকধারিণম্ ॥ ৭১
বাসুদেবময়ঃ সোঽহং ত্বয়ৈবাস্মি বিনির্মিতঃ।
(তস্মাদ্ যাচামি লোকেশ চতুরাত্মানমাত্মনা)
বিভজ্য ভাগশোঽঽত্মানং ব্রজ মানুষতাং বিভো ॥ ৭২
তত্রাসুরবধং কৃত্বা সর্বলোকসুখায় বৈ।
ধর্মং প্রাপ্য যশঃ প্রাপ্য যোগং প্রাপ্স্যসি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৩

প্রভো! ধর্ম্মের স্থাপনা, দৈত্যদিগের বিনাশ ও জগতের রক্ষার জন্য আপনি আমার এই প্রার্থনা স্বীকার করুন॥ ৬৮

বাসুদেব! আপনিই পূর্ণতম পরমেশ্বর। আপনার যে পরমগুহ্য যথার্থস্বরূপ, উহাই এখানে আপনার করুণায় আমি গান (স্তুতিমুখে বর্ণনা) করিলাম॥ ৬৯

হে কৃষ্ণ! আপনি স্বয়ংই স্বীয় আত্মাদ্বারা নিজেকে সঙ্কর্ষণ দেবরূপে প্রকটিত করিয়া স্বীয় আত্মাদ্বারা আত্মজস্বরূপ প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ৭০

সেই প্রদ্যুম্ন হইতেই আপান সেই অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহাকে জ্ঞানিগণ অবিনাশী বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া জানেন। সেই বিষ্ণুস্বরূপ অনিরুদ্ধই লোকধাতা ব্রহ্মা আমাকে সৃজন করিয়াছেন॥ ৭১

প্রভো! এই কারণে আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনা হইতে অভিন্ন হওয়ায় আমিও বাসুদেবময়। লোকেশ্বর! সেই কারণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি স্বয়ংই আত্মাদ্বারা নিজেকে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই) চারি মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া মানবশরীর ধারণ করুন॥ ৭২

সেখানে সকল লোকের সুখের জন্য অসুরগণকে বধ করত ধর্ম্ম ও যশ বিস্তার করুন। সর্ব্বশেষে অবতারের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া আপনি পুনরায় স্বীয় পারমার্থিক স্বরূপে সংযুক্ত হইবেন॥ ৭৩

ত্বাং হি ব্রহ্মর্ষয়ো লোকে দেবাশ্চামিতবিক্রম।
তৈস্তৈর্হি নামভির্যুক্তা গায়ন্তি পরমাত্মকম্ ॥ ৭৪

স্থিতাশ্চ সর্বে ত্বয়ি ভূতসঙ্ঘাঃ
কৃত্বাশ্রয়ং ত্বাং বরদং সুবাহো।

অনাদিমধ্যান্তমপারযোগং
লোকস্য সেতুং প্রবদন্তি বিপ্রাঃ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশ্বোপাখ্যানে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

অমিতপরাক্রমশালী পরমেশ্বর! সংসারে মহর্ষি ও দেবগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লীলানুসারী নামসমূহে আপনার পরমাত্ম-স্বরূপের গান করিবেন ॥ ৭৪

হে সুবাহো! বরদায়ক প্রভু আপনারই শরণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত প্রাণিসমুদায় আপনাতেই স্থিত আছে। ব্রাহ্মণগণ আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সম্বন্ধ-শূন্য (অসীম) এবং লোকমর্য্যাদার রক্ষার জন্য সেতুস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৭৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে বিশ্বের উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নারায়ণাবতারস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নরাবতারস্য ধনঞ্জয়স্য চ মহিমবর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স ভগবান্ দেবো লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ।
ব্রহ্মাণং প্রত্যুবাচেদং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১

বিদিতং তাত যোগান্মে সর্বমেতৎ তবেপ্সিতম্।
তথা তদ্ ভবিতেত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২

ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
কৌতূহলপরাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্ ॥ ৩

কো ন্বয়ং যো ভগবতা প্রণম্য বিনয়াদ্ বিভো।
বাগ্‌ভিঃ স্তুতো বরিষ্ঠাভিঃ শ্রোতুমিচ্ছাম তং বয়ম্ ॥ ৪

এবমুক্তস্তু ভগবান্ প্রত্যুবাচ পিতামহঃ।
দেব-ব্রহ্মর্ষিগন্ধর্বান্ সর্বান্ মধুরয়া গিরা ॥ ৫

যৎ তৎ পরং ভবিষ্যঞ্চ ভবিতব্যঞ্চ যৎ পরম্।
ভূতাত্মা চ প্রভুশ্চৈব ব্রহ্ম যচ্চ পরং পদম্ ॥ ৬

তেনাস্মি কৃতসংবাদঃ প্রসন্নেন সুরর্ষভাঃ।
জগতোঽনুগ্রহার্থায় যাচিতো মে জগৎপতিঃ ॥ ৭

মানুষং লোকমাতিষ্ঠ বাসুদেব ইতি শ্রুতঃ।
অসুরাণাং বধার্থায় সম্ভবস্ব মহীতলে ॥ ৮

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[নারায়ণ- অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও নর-অবতার অর্জুনের মহিমাকথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—দুর্য্যোধন! তখন লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর দিব্যরূপধারী শ্রীভগবান্ স্নেহপূর্ণ মধুর গম্ভীর বাণীতে ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

তাত! "তোমার মনে যেরূপ বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা আমি যোগবলে জ্ঞাত আছি। তদনুসারেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে" এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ সে-স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ২

তখন দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সকলেই সেই সময় অতিশয় উৎসুক হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

প্রভো! আপনি বিনয়সহকারে প্রণাম করত শ্রেষ্ঠ বাক্য-সমূহে যাঁহার স্তুতি করিলেন, ইনি কোন্ পুরুষ? আমরা তাঁহার বিষয় শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৪

তাঁহারা এরূপ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা সকল দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণকে মধুর বাণীতে বলিলেন ॥ ৫

শ্রেষ্ঠ দেবগণ! যিনি পরমতত্ত্ব; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালেই যাঁহার উৎকৃষ্টস্বরূপ এবং যিনি এই সমস্ত হইতেই বিলক্ষণ, যিনি সকল ভূতের আত্মা ও সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু বলিয়া কথিত, যিনি পরমব্রহ্ম ও পরমপদনামে বিখ্যাত, সেই পরমাত্মাই আমাকে দর্শনদান করিয়া প্রসন্নচিত্তে আমার সহিত বার্ত্তালাপ করিলেন। আমি সেই জগদীশ্বরের সহিত সমগ্র জগতের উপর কৃপা করিবার জন্য এই প্রার্থনা করিলাম যে, প্রভো! আপনি বাসুদেবনামে বিখ্যাত হইয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত

সংগ্রামে নিহতা যে তে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ।
ত ইমে নৃষু সম্ভূতা ঘোররূপা মহাবলাঃ ॥ ৯
তেষাং বধার্থং ভগবান্ নরেণ সহিতো বশী।
মানুষীং যোনিমাস্থায় চরিষ্যতি মহাতলে ॥ ১০
নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণবৃষিসত্তমৌ।
সহিতৌ মানুষে লোকে সম্ভূতাবমিতদ্যুতী ॥ ১১
অজেয়ৌ সমরে যত্তৌ সহিতৈরমরৈরপি।
মূঢ়াস্ত্বেতৌ ন জানন্তি নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ১২
তস্যাহমগ্রজঃ পুত্রঃ সর্বস্য জগতঃ প্রভুঃ।
বাসুদেবোঽর্চনীয়ো বঃ সর্বলোকমহেশ্বরঃ ॥ ১৩
তথা মনুষ্যোঽয়মিতি কদাচিৎ সুরসত্তমাঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মহাবীর্য্যঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ॥ ১৪
এতৎ পরমকং গুহ্যমেতৎ পরমকং পদম্।
এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ ॥ ১৫
এতদক্ষরমব্যক্তমেতদ্ বৈ শাশ্বতং মহঃ।
যৎ তৎ পুরুষসংজ্ঞং বৈ গীয়তে জ্ঞায়তে ন চ ॥ ১৬
এতৎ পরমকং তেজ এতৎ পরমকং সুখম্।
এতৎ পরমকং সত্যং কীর্তিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ১৭
তস্মাৎ সেন্দ্রৈঃ সুরৈঃ সর্বৈর্লোকৈশ্চামিতবিক্রমঃ।
নাবজ্ঞেয়ো বাসুদেবো মানুষোঽয়মিতি প্রভুঃ ॥ ১৮
যশ্চ মানুষমাত্রোঽয়মিতি ব্রূয়াৎ স মন্দধীঃ।
হৃষীকেশমবজ্ঞানাৎ তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥ ১৯
যোগিনং তং মহাত্মানং প্রবিষ্টং মানুষীং তনুম্।
অবমন্যেদ্ বাসুদেবং তমাহুস্তামসং জনাঃ ॥ ২০
দেবং চরাচরাত্মানং শ্রীবৎসাঙ্কং সুবর্চসম্।
পদ্মনাভং ন জানাতি তমাহুস্তামসং বুধাঃ ॥ ২১
কিরীট-কৌস্তুভধরং মিত্রাণামভয়ঙ্করম্।
অবজানন্ মহাত্মানং ঘোরে তমসি মজ্জতি ॥ ২২
এবং বিদিত্বা তত্ত্বার্থং লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ।
বাসুদেবো নমস্কার্য্যঃ সর্বলোকৈঃ সুরোত্তমাঃ ॥২৩

মনুষ্যলোকে বিরাজ করুন এবং অসুরগণকে বধ করিবার জন্য এই ভূতলে অবতীর্ণ হউন ॥ ৬-৮

যে যে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ রণাঙ্গনে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অত্যন্ত বলশালী হইয়া জগতের পক্ষে ভয়ঙ্কর হইয়াছে ॥ ৯

তাহাদের সকলকে বধ করিবার জন্য বশে রাখিতে সমর্থ ভগবান্ নারায়ণ নরের সহিত মনুষ্য-যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন ॥ ১০

ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরাতন মহর্ষি ও অতি তেজস্বী নর এবং নারায়ণ—ইঁহারা যদি বিজয়লাভের জন্য যত্নবান্ হন, তবে সমগ্র দেবমণ্ডলীও তাঁহাদেরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। মূঢ় মনুষ্যগণ এই নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে জানিতে পারিবে না ॥১১-১২

জগতের প্রভু ব্রহ্মা আমিও এই ভগবানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তোমাদের সকলেরও সেই সর্ব্বলোক মহেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করা উচিত ॥ ১৩

দেবশ্রেষ্ঠবৃন্দ! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী মহাপরাক্রমী সেই ভগবান্ বাসুদেবকে "ইনি মনুষ্য" এরূপ বুঝিয়া অবজ্ঞা করা [illegible]ক নহে ॥ ১৪

হে [illegible] [illegible]নিই পরমগুহ্য, ইনিই পরম পদ, ইনিই পরমব্রহ্ম এবং যদুবংশে অবতীর্ণ [illegible] ॥ ১৫

ইনিই অক্ষর, অব্যক্ত ও সনাতন তেজ। যদিও ইঁহাকে পুরুষ নামে বলা হইয়া থাকে, তথাপি ইঁহার বাস্তবিক রূপ জানিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইনিই পরমসুখ, পরম তেজ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১৬-১৭

সেইজন্য 'ইনি মনুষ্য' এরূপ বোধ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সংসারের সকল মনুষ্যদিগের পক্ষেই অমিতপরাক্রমী ভগবান্ বাসুদেবকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নয় ॥ ১৮

যে ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এই ভগবান্ বাসুদেবকে কেবল মনুষ্য বলিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি মূর্খ। ভগবান্‌কে অবহেলা করার জন্য সেই মানুষকে নরাধম বলা হয় ॥ ১৯

ভগবান্ বাসুদেব সাক্ষাৎ পরমাত্মা ও যোগশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তিনি মানবশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবহেলা করে, জ্ঞানী পুরুষ তাহাকে তমোগুণী বলিয়া থাকেন ॥২০

যে মানুষ চরাচরস্বরূপ, শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত ও উত্তম কান্তিসম্পন্ন ভগবান্ পদ্মনাভকে জানে না, বিদ্বান্ পুরুষগণ তাহাকে তমোগুণী বলেন ॥ ২১

কিরীট ও কৌস্তুভমণি-ধারণকারী এবং মিত্রগণের (ভক্তগণের) অভয়দাতা পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি অবহেলা করে, সে মানুষ ঘোর নরকে মজ্জিত হয় ॥ ২২

সুরশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া সকল

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ দেবান্ সর্ষিগণান্ পুরা।
বিসৃজ্য সর্বভূতাত্মা জগাম ভবনং স্বকম্॥ ২৪
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা মুনয়োঽপ্সরসোঽপি চ।
কথাং তাং ব্রহ্মণা গীতাং শ্রুত্বা প্রীতা দিবং যযুঃ॥ ২৫
এতচ্ছ্রুতং ময়া তাত ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
বাসুদেবং কথয়তাং সমবায়ে পুরাতনম্॥ ২৬
রামস্য জামদগ্ন্যস্য মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
ব্যাস নারদয়োশ্চাপি সকাশাদ্ ভরতর্ষভ॥ ২৭
এতমর্থঞ্চ বিজ্ঞায় শ্রুত্বা চ প্রভুমব্যয়ম্।
বাসুদেবং মহাত্মানং লোকানামীশ্বরেশ্বরম্॥ ২৮
(জানামি ভরতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণং নারায়ণং প্রভুম্।)
যস্য চৈবাত্মজো ব্রহ্মা সর্বস্য জগতঃ পিতা।
কথং ন বাসুদেবোঽয়মর্চ্যশ্চেজ্যশ্চ মানবৈঃ॥ ২৯

ব্যক্তিরই লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করা উচিত॥ ২৩

ভীষ্ম বলিলেন,—দুর্য্যোধন! দেবতা ও ঋষিগণকে এই কথা বলিয়া পুরাকালে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিয়া স্বীয় ভবনে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন॥ ২৪

তারপর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত এই পরমার্থের আলোচনা শ্রবণ করিয়া দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ—ইহারা সকলে প্রীত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন॥ ২৫

তাত! এক সময় পবিত্রান্তঃকরণ ঋষিগণের এক সমাজ একত্রিত হইয়াছিলেন, সেইস্থানে এই পুরাতন ভগবান্ বাসুদেবের মাহাত্ম্যকথা আলোচিত হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের মুখ হইতেই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এতদ্ব্যতীত জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, পরমজ্ঞানী মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদও আমাকে এই কথা শুনাইয়াছেন॥ ২৭

ভরতকুলভূষণ! এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ও বিশেষভাবে বুঝিয়া আমি বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবিনাশী, প্রভু, পরমাত্মা, লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ও সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণ বলিয়া জানি॥ ২৮

সমগ্র জগতের পিতা ব্রহ্মা যাঁহার পুত্র, সেই ভগবান্ বাসুদেব মানবগণের আরাধনীয় ও পূজনীয় কেন হইবেন না? ২৯

বারিতোঽসি ময়া তাত মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
মা গচ্ছ সংযুগং তেন বাসুদেবেন ধন্বিনা॥ ৩০
মা পাণ্ডবৈঃ সার্ধমিতি তৎ ত্বং মোহান্ন বুধ্যসে।
মন্যে ত্বাং রাক্ষসং ক্রূরং তথা চাসি তমোবৃতঃ॥ ৩১
যস্মাদ্ দ্বিষসি গোবিন্দং পাণ্ডবং তং ধনঞ্জয়ম্।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ কোঽন্যো দ্বিষ্যাদ্ধি মানবঃ॥ ৩২
তস্মাদ্ ব্রবীমি তে রাজন্নেষ বৈ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
সর্বলোকময়ো নিত্যঃ শাস্তা ধাত্রীধরো ধ্রুবঃ॥ ৩৩
যো ধারয়তি লোকাংস্ত্রীংশ্চরাচরগুরুঃ প্রভুঃ।
যোদ্ধা জয়শ্চ জেতা চ সর্বপ্রকৃতিরীশ্বরঃ॥ ৩৪
রাজন্ সর্বময়ো হ্যেষ তমোরাগবিবর্জিতঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ॥ ৩৫
তস্য মাহাত্ম্যযোগেন যোগেনাত্মময়েন চ।
ধৃতাঃ পাণ্ডুসুতা রাজন্ জয়শ্চৈষাং ভবিষ্যতি॥ ৩৬

তাত! বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ মহর্ষিগণ ও আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম যে, তুমি ধনুর্দ্ধর ভগবান্ বাসুদেবের সহিত বিরোধ করিও না, পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিও না, কিন্তু মোহবশতঃ তুমি সেই কথার কোন তাৎপর্য্য বুঝিতেই পার নাই। আমি মনে করি, তুমি কোন ক্রূর রাক্ষস; কারণ, রাক্ষসদের ন্যায় তোমার বুদ্ধি সর্ব্বদা তমোগুণে আচ্ছন্ন আছে॥ ৩০-৩১

তুমি ভগবান্ গোবিন্দ ও পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের উপর দ্বেষ করিতেছ। ইহারা উভয়েই নর ও নারায়ণ দেবতা। তুমি ব্যতীত অন্য কোন্ মানুষ ইহাদের দ্বেষ করিতে সমর্থ হইবে? ৩২

রাজন্! সেইজন্য তোমাকে বলিতেছি যে, এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সনাতন, অবিনাশী, সর্ব্বলোকস্বরূপ, নিত্যশাসক, ধরণীধর এবং অবিচল সত্যস্বরূপ॥ ৩৩

এই চরাচর জগতের গুরু ভগবান্ শ্রীহরি তিন লোককেই ধারণ করিয়া আছেন। ইনিই বিজয়ী পুরুষ ও সকলের কারণভূত পরমেশ্বরও ইনিই॥ ৩৪

রাজন্! শ্রীহরি সর্ব্বস্বরূপ এবং তম ও রাগবর্জিত। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম্ম, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই বিজয়॥ ৩৫

তাঁহার মাহাত্ম্য-যোগে ও আত্মস্বরূপ-যোগে সমস্ত পাণ্ডবই সুরক্ষিত। রাজন্! এইজন্য ইহাদের (পাণ্ডবদের) জয় হইবেই॥ ৩৬

শ্রেয়োযুক্তাং সদা বুদ্ধিং পাণ্ডবানাং দধাতি যঃ।
বলঞ্চৈব রণে নিত্যং ভয়েভ্যশ্চৈব রক্ষতি ॥ ৩৭
স এষ শাশ্বতো দেবঃ সর্বগুহ্যময়ঃ শিবঃ।
বাসুদেব ইতি জ্ঞেয়ো যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত ॥ ৩৮
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ।
সেব্যতেঽভ্যর্চ্যতে চৈব নিত্যযুক্তৈঃ স্বকর্মভিঃ ॥ ৩৯
দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে আদৌ কলিযুগস্য চ।
সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন বৈ ॥ ৪০
(কৃষ্ণেতি নাম্না বিখ্যাত ইমং লোকং স রক্ষতি।)
স এষ সর্বং সুরমর্ত্যলোকং
সমুদ্রকক্ষ্যান্তরিতাং পুরীঞ্চ।
যুগে যুগে মানুষঞ্চৈব বাসং
পুনঃ পুনঃ সৃজতে বাসুদেবঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশ্বোপাখ্যানে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

তিনি পাণ্ডবগণকে সর্ব্বদা কল্যাণময়ী বুদ্ধি প্রদান করিতেছেন, যুদ্ধে বল দান করিতেছেন এবং সকল ভয় হইতে তাহাদিগকে নিত্য রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩৭

ভারত! যাঁহার বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই সনাতন দেবতা সর্ব্বগুহ্যময় কল্যাণস্বরূপ পরমাত্মাই "বাসুদেব" এই নামে জানিবার যোগ্য ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুভলক্ষণসম্পন্ন শূদ্র—ইঁহারা সকলেই নিত্য তৎপর হইয়া স্বীয় বর্ণোচিত কর্ম্মসমূহে ইঁহারই সেবা পূজা করিয়া থাকেন ৩৯

দ্বাপর যুগের শেষে ও কলিযুগের আদিতে সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণোপাসনার বিধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। (এই শ্রীকৃষ্ণনামেই বিখ্যাত হইয়া স্বয়ং নারায়ণ লোকরক্ষা করিতেছেন) ॥ ৪০

এই ভগবান্ বাসুদেবই যুগে যুগে দেবলোক, মনুষ্যলোক ও সমুদ্রপরিবেষ্টিত দ্বারকানগরী নির্ম্মাণ করেন এবং ইনিই পুনঃ পুনঃ মনুষ্যলোকে নিজের মানুষ-অবতার সৃজন করেন ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে বিশ্বোপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমকথনম্।]

দুর্য্যোধন উবাচ।
বাসুদেবো মহদ্ ভূতং সর্বলোকেষু কথ্যতে।
তস্যাগমং প্রতিষ্ঠাঞ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছে পিতামহ ॥
ভীষ্ম উবাচ।
বাসুদেবো মহদ্ ভূতং সর্বদৈবতদৈবতম্।
ন পরং পুণ্ডরীকাক্ষাদ্ দৃশ্যতে ভরতর্ষভ ॥ ২
মার্কণ্ডেয়শ্চ গোবিন্দে কথয়ত্যদ্ভুতং মহৎ।
সর্বভূতানি ভূতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩
আপো বায়ুশ্চ তেজশ্চ ত্রয়মেতদকল্পয়ৎ।
স সৃষ্ট্বা পৃথিবীং দেবীং সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৪
অপ্সু বৈ শয়নং চক্রে মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
সবতেজোময়ো দেবো যোগাৎ সুষ্বাপ তত্র হ ॥ ৫

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—পিতামহ! বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সকল লোকেই মহান্ পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অতএব আমি তাঁহার উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক মহান্ পুরুষ। তিনি দেবগণের দেবতা। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। ২

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভগবান্ গোবিন্দের বিষয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। এই ভগবান্ই সর্ব্বভূতময় এবং তিনিই আত্মস্বরূপ মহাত্মা পুরুষোত্তম। ৩

প্রারম্ভে এই পরমাত্মাই জল, বায়ু ও তেজ—এই তিন ভূত এবং সমস্ত প্রাণীকে সৃজন করিয়াছেন। সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভু ভগবান্ পৃথিবীদেবীকে সৃষ্টি করিয়া জলে শয়ন করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা পুরুষোত্তম সর্ব্বতেজোময় দেবতা স্বীয় যোগশক্তির বলে সেই জলে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ৪-৫

মুখতঃ সোঽগ্নিমসৃজৎ প্রাণাদ্ বায়ুমথাপি চ।
সরস্বতীঞ্চ বেদাংশ্চ মনসঃ সসৃজেঽচ্যুতঃ॥ ৬
এষ লোকান্ সসর্জাদৌ দেবাংশ্চ ঋষিভিঃ সহ।
নিধনঞ্চৈব মৃত্যুঞ্চ প্রজানাং প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ৭
এষ ধর্মশ্চ ধর্মজ্ঞো বরদঃ সর্বকামদঃ।
এষ কর্তা চ কার্য্যঞ্চ পূর্বদেবঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥ ৮
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ পূর্বমেতদকল্পয়ৎ।
উভে সন্ধ্যে দিশঃ খঞ্চ নিয়মাংশ্চ জনার্দনঃ॥ ৯
ঋষীংশ্চৈব হি গোবিন্দস্তপশ্চৈবাভ্যকল্পয়ৎ।
স্রষ্টারং জগতশ্চাপি মহাত্মা প্রভুরব্যয়ঃ॥ ১০
অগ্রজং সর্বভূতানাং সঙ্কর্ষণমকল্পয়ৎ।
তস্মান্নারায়ণো জজ্ঞে দেবদেবঃ সনাতনঃ॥ ১১
নাভৌ পদ্মং বভূবাস্য সর্বলোকস্য সম্ভবাৎ।
তস্মাৎ পিতামহো জাতস্তস্মাজ্জাতাস্ত্বিমাঃ প্রজাঃ॥১২

সেই অচ্যুত নিজ মুখ হইতে অগ্নিকে, প্রাণ হইতে বায়ুকে এবং মন হইতে সরস্বতীদেবীকে ও বেদসমূহকে সৃজন করিয়াছেন॥ ৬

ইনিই সৃষ্টির আদিতে সমস্ত লোকসমূহ এবং ঋষিগণের সহিত দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি প্রলয়ের অধিষ্ঠান ও মৃত্যুস্বরূপ। প্রজাগণের উৎপত্তি এবং বিনাশও ইঁহার দ্বারাই হইয়া থাকে॥ ৭

ইনি ধর্ম্মজ্ঞ, বরদাতা, সমস্ত কামনাপূর্ণকারী এবং ধর্ম্মস্বরূপ। ইনিই কর্ত্তা, কর্ম্ম ও আদিদেব এবং সর্ব্বসমর্থ॥ ৮

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের সৃষ্টিও ইঁহার দ্বারা হইয়াছিল। এই জনার্দ্দন (দুষ্টজনপীড়ক) দুই সন্ধ্যা (প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা), দশ দিক্ (উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ু), আকাশ এবং নিয়মসমূহ রচনা করিয়াছেন॥ ৯

মহাত্মা অবিনাশী প্রভু গোবিন্দ ঋষিগণ ও তপস্যাকে সৃজন করিয়াছেন। জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও ইনিই উৎপন্ন করিয়াছেন॥ ১০

এই পূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সমস্ত ভূতগণের অগ্রজ সঙ্কর্ষণকে সৃজন করিয়াছেন, তারপর তাঁহা হইতে সনাতন দেবাধিদেব নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন॥ ১১

এই নারায়ণের নাভিপ্রদেশ হইতে একটি কমল প্রকটিত হয়। সমস্ত জগতের উৎপত্তির স্থানভূত সেই কমল হইতে পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং সেই ব্রহ্মাই সকল প্রজাকে সৃজন করেন॥ ১২

শেষং চাকল্পয়দ্ দেবমনন্তং বিশ্বরূপিণম্।
যো ধারয়তি ভূতানি ধরাং চেমাং সপর্বতাম্॥ ১৩
ধ্যানযোগেন বিপ্রাশ্চ তং বিদন্তি মহৌজসম্।
কর্ণস্রোতোদ্ভবং চাপি মধুং নাম মহাসুরম্॥ ১৪
তমুগ্রমুগ্রকর্মাণমুগ্রাং বুদ্ধিং সমাস্থিতম্।
ব্রহ্মণোঽপচিতিং কুর্বন্ জঘান পুরুষোত্তমঃ॥ ১৫
তস্য তাত বধাদেব দেব-দানব-মানবাঃ।
মধুসূদনমিত্যাহুর্ঋষয়শ্চ জনার্দনম্॥ ১৬
বরাহশ্চৈব সিংহশ্চ ত্রিবিক্রমগতিঃ প্রভুঃ।
এষ মাতা পিতা চৈব সর্বেষাং প্রাণিনাং হরিঃ॥ ১৭
পরং হি পুণ্ডরীকাক্ষান্ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
মুখতঃ সোঽসৃজদ্ বিপ্রান্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা॥১৮
বৈশ্যাংশ্চাপ্যূরুতো রাজন্ শূদ্রান্ বৈ পাদতস্তথা।
তপসা নিয়তো দেবং বিধানং সর্বদেহিনাম্॥ ১৯

যিনি ভূতগণকে এবং পর্ব্বতসমূহের সহিত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহাকে বিশ্বরূপী অনন্তদেব ও শেষ বলা হইয়াছে, তাঁহাকেও এই পরমাত্মাই উৎপন্ন করিয়াছেন॥ ১৩

ব্রাহ্মণগণ ধ্যান-যোগের দ্বারা এই পরম তেজস্বী বাসুদেবের জ্ঞানলাভ করেন। জলশায়ী নারায়ণের কর্ণমল হইতে মহাসুর মধু প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই মধু অতিশয় উগ্রস্বভাব ও ক্রূরকর্ম্মা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বুদ্ধির আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মার সমাদর করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম এই মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন॥ ১৪-১৫

তাত! এই মধু দৈত্যকে বধ করার জন্যই দেবতা, দানব, মনুষ্য ও ঋষিগণ শ্রীজনার্দ্দনকে মধুসূদন বলিয়া থাকেন॥ ১৬

এই ভগবান্‌ই সময়ে সময়ে (প্রয়োজনানুসারে) বরাহ, নৃসিংহ ও বামনরূপে অবতীর্ণ হন। এই শ্রীহরিই সমস্ত প্রাণীদিগের পিতা ও মাতা॥ ১৭

এই কমলনয়ন ভগবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছুই নাই এবং হইবেও না। রাজন্! ইনিই নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রগণকে উৎপন্ন করিয়াছেন॥

যে মানুষ তপস্যানিরত হইয়া সংযম-নিয়ম পালন করিতে করিতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতিথিতে সমস্ত দেহধারিগণের

ব্রহ্মভূতমমাবাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং তথৈব চ।
যোগভূতং পরিচরন্ কেশবং মহদাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
কেশবঃ পরমং তেজঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
এনমাহুর্হৃষীকেশং মুনয়ো বৈ নরাধিপ ॥ ২১
এবমেনং বিজানীহি আচার্য্যং পিতরং গুরুম্।
কৃষ্ণো যস্য প্রসীদেত লোকাস্তেনাক্ষয়া জিতাঃ ॥ ২২
যশ্চৈবৈনং ভয়স্থানে কেশবং শরণং ব্রজেৎ।
সদা নরঃ পঠংশ্চেদং স্বস্তিমান্ স সুখী ভবেৎ ॥ ২৩

আশ্রয়, ব্রহ্ম ও যোগস্বরূপ, ভগবান্ কেশবের (কেশব শব্দের ব্যুৎপত্তি হইল,—ক-ব্রহ্মা, অ-বিষ্ণু, ঈশ—শিব যাঁহার বপু, তিনি হইলেন কেশব।) আরাধানা করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৮-২০

নরেশ্বর! সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম তেজ। মুনিগণ ইঁহাকেই হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন ॥ ২১

এইরূপ এই ভগবান্ গোবিন্দকেই তুমি আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জানিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার উপর প্রসন্ন হন, তিনি অক্ষয় লোকসমূহ জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২২

যে চ কৃষ্ণং প্রপদ্যন্তে তেন মুহ্যন্তি মানবাঃ।
ভয়ে মহতি মগ্নাংশ্চ পাতি নিত্যং জনার্দনঃ ॥ ২৪
স তং যুধিষ্ঠিরো জ্ঞাত্বা যাথাতথ্যেন ভারত!
সর্বাত্মনা মহাত্মানং কেশবং জগদীশ্বরম্।
প্রপন্নঃ শরণং রাজন্ যোগানাং প্রভুমীশ্বরম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশ্বোপাখ্যানে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি ভয়ের সময় এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন ও সর্ব্বদা ইঁহার স্তুতি পাঠ করেন, তিনি সুখী এবং কল্যাণভাগী হন ॥ ২৩

যে মানুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন, তিনি কখনও মোহগ্রস্ত হন না। ভগবান্ জনার্দ্দন মহাভয়ে পতিত সেই মানুষকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন ॥ ২৪

ভরতবংশীয় নরেশ! এই কথা বিশেষভাবে জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ হৃদয়ে যোগসমূহের প্রভু, সর্ব্বসামর্থ্যশালী, জগদীশ্বর ও মহাত্মা ভগবান্ কেশবের শরণগ্রহণ করিয়াছেন ॥২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে বিশ্বোপাখ্যান-বিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মভূতস্তোত্রম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োর্মহত্ত্বকথনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।
শৃণু চেদং মহারাজ ব্রহ্মভূতং স্তবং মম।
ব্রহ্মর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ যঃ পুরা কথিতো ভুবি ॥ ১
সাধ্যানামপি দেবানাং দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
লোকভাবনভাবজ্ঞ ইতি ত্বাং নারদোঽব্রবীৎ ॥ ২

[অষ্ট]ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মভূতস্তোত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মহত্ত্বকথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ দুর্য্যোধন! পুরাকালে এই ভূতলে ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাগণ ইঁহার যে ব্রহ্মভূত স্তোত্র বলিয়াছেন, উহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১

প্রভো! আপনি মাধ্যগণ ও দেবতাদিগেরও প্রভু এবং দেবদেবেশ্বর। আপনি সকল লোকের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন। আপনার বিষয়ে নারদ এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ২

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ মার্কণ্ডেয়োঽভ্যুবাচ হ।
যজ্ঞং ত্বাং চৈব যজ্ঞানাং তপশ্চ তপসামপি ॥ ৩
দেবানামপি দেবঞ্চ ত্বামাহ ভগবান্ ভৃগুঃ।
পুরাণং চৈব পরমং বিষ্ণো রূপং তবেতি চ ॥ ৪
বাসুদেবো বসূনাং ত্বং শক্রং স্থাপয়িতা তথা।
দেব দেবোঽসি দেবানামিতি দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় আপনাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানস্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আপনাকে যজ্ঞসমূহের যজ্ঞ এবং সকল তপস্যার সারভূত তপস্যা বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩

ভগবান্ ভৃগু আপনাকে দেবতাগণেরও দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণো! আপনার রূপ অত্যন্ত পুরাতন ও উৎকৃষ্ট ॥ ৪

প্রভো! আপনি বসুগণের বাসুদেব এবং ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন। দেব! আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা। মহর্ষি

পূর্বে প্রজানিসর্গে চ দক্ষমাহুঃ প্রজাপতিম্।
স্রষ্টারং সর্বলোকানামঙ্গিরাস্ত্বাং তথাব্রবীৎ ॥ ৬

অব্যক্তং তে শরীরোত্থং ব্যক্তং তে মনসি স্থিতম্।
দেবাস্ত্বৎসম্ভবাশ্চৈব দেবলস্ত্বসিতোঽব্রবীৎ ॥ ৭

শিরসা তে দিবং ব্যাপ্তং বাহুভ্যাং পৃথিবী তথা।
জঠরং তে ত্রয়ো লোকাঃ পুরুষোঽসি সনাতনঃ ॥৮

এবং ত্বামভিজানন্তি তপসা ভাবিতা নরাঃ।
আত্মদর্শনতৃপ্তানামৃষীণাং চাসি সত্তমঃ ॥ ৯

রাজর্ষীণামুদারাণামাহবেষ্বনিবর্তিনাম্।
সর্বধর্মপ্রধানানাং ত্বং গতির্মধুসূদন ॥ ১০

ইতি নিত্যং যোগবিদ্ভির্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ স্তূয়তেঽভ্যর্চতে হরিঃ ॥ ১১

এষ তে বিস্তরস্তাত সংক্ষেপশ্চ প্রকীর্তিতঃ।
কেশবস্য যথাতত্ত্বং সুপ্রীতো ভজ কেশবম্ ॥ ১২

দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) আপনার বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ৫

প্রথম প্রজাসৃষ্টির সময় আপনাকেই দক্ষ প্রজাপতি বলা হইয়াছে। আপনিই সকল লোকসমূহের স্রষ্টা—এইরূপ কথা অঙ্গিরামুনি আপনার বিষয়ে বলিয়াছিলেন ॥ ৬

অব্যক্ত (প্রকৃতি) আপনার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্ত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্যবর্গ আপনার মনে স্থিত এবং সকল দেবতা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন—ইহা অসিত ও দেবল মুনি বলিয়াছেন ॥ ৭

আপনার মস্তকের দ্বারা দ্যুলোক এবং বাহুদ্বারা ভূলোক ব্যাপ্ত আছে। তিন লোক আপনার উদরে স্থিত। আপনিই সনাতন পুরুষ। তপস্তাপূতহৃদয় মহাত্মা পুরুষগণ আপনাকে এইরূপেই জানেন। আত্মসাক্ষাৎকারে তৃপ্ত জ্ঞানী মহর্ষিবৃন্দের দৃষ্টিতে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৮-৯

মধুসূদন! যাঁহারা সকল ধর্মসমূহের প্রধান এবং সংগ্রাম হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই উদার রাজর্ষিগণের পরম আশ্রয়ও আপনি ॥ ১০

এইরূপে যোগসম্বন্ধে অভিজ্ঞ সনৎকুমারাদিগণ সর্বদা পাপহারী ভগবান্ পুরুষোত্তম আপনারই স্তুতি ও পূজা করেন ॥১১

তাত দুর্যোধন! এইভাবে বিস্তারের সহিত ও সংক্ষেপে আমি তোমাকে ভগবান্ কেশবের যথার্থ মহিমা বলিলাম। এখন তুমি অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার ভজনা কর ॥ ১২

সঞ্জয় উবাচ।

পুণ্যং শ্রুত্বৈতদাখ্যানং মহারাজ সুতস্তব।
কেশবং বহু মেনে স পাণ্ডবাংশ্চ মহারথান্ ॥ ১৩

তমব্রবীন্মহারাজ ভীষ্মঃ শান্তনবঃ পুনঃ।
মাহাত্ম্যং তে শ্রুতং রাজন্ কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪

নরস্য চ যথাতত্ত্বং যন্মাং ত্বং পৃচ্ছসে নৃপ।
যদর্থং নৃষু সম্ভূতৌ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ১৫

অবধ্যৌ চ যথা বীরৌ সংযুগেষ্বপরাজিতৌ।
যথা চ পাণ্ডবা রাজন্নবধ্যা যুধি কস্যচিৎ ॥ ১৬

প্রীতিমান্ হি দৃঢ়ং কৃষ্ণঃ পাণ্ডবেষু যশস্বিষু।
তস্মাদ্ ব্রবীমি রাজেন্দ্র শমো ভবতু পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৭

পৃথিবীং ভুঙ্ক্ষ্ব সহিতো ভ্রাতৃভির্বলিভির্বশী।
নর-নারায়ণৌ দেবাববজ্ঞায় নশিষ্যসি ॥ ১৮

এবমুক্ত্বা তব পিতা তূষ্ণীমাসীদ্ বিশাম্পতে।
ব্যসর্জয়চ্চ রাজানং শয়নঞ্চ বিবেশ হ ॥ ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীষ্মের মুখে এই পবিত্র উপাখ্যান শুনিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণ ও মহারথী পাণ্ডবগণকে অতিশয় মহত্ত্বশালী বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১৩

রাজন্! সেই সময় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় দুর্যোধনকে বলিলেন,—নরেশ্বর! তুমি মহাত্মা কেশব ও নরস্বরূপ অর্জুনের যথার্থ মাহাত্ম্য, যে বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, উহা তুমি আমার নিকট হইতে উত্তমরূপে শ্রবণ করিলে ॥

ঋষি নর ও নারায়ণ যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই দুই অপরাজিত বীর যেরূপে যুদ্ধে অবধ্য এবং যে প্রকারে অন্যান্য পাণ্ডবগণও যুদ্ধে কাহারও বধ্য নহে, সেই সব বিষয়ও তুমি আমার নিকট হইতে ভালভাবে শ্রবণ করিলে ॥ ১৪-১৬

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যশস্বী পাণ্ডবগণের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন আছেন। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, পাণ্ডবদিগের সহিত তোমার সন্ধি স্থাপিত হউক ॥ ১৭

তাহারা তোমার বলবান্ ভ্রাতা। তুমি নিজ মনকে স্ববশে রাখিয়া তাহাদের সহিত মিলিতভাবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর। ভগবান্ নর-নারায়ণ (অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ)-কে অবহেলা করিয়া তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে ॥ ১৮

প্রজানাথ! এই কথা বলিয়া আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নীরব

রাজা চ শিবিরং প্রায়াৎ প্রণিপত্য মহাত্মনে।
শিশ্যে চ শয়নে শুভ্রে রাত্রিং তাং ভরতর্ষভ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি বিশ্বোপাখ্যানে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হইলেন। তারপর তিনি রাজা দুর্য্যোধনকে বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং শয়ন করিবার জন্য শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্য্যোধনও মহাত্মা ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন এবং নিজের শুভ্র শয্যায় শয়ন করত সেই রাত্রিতে নিদ্রা যাইলেন ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে বিশ্বোপাখ্যান-বিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবৈর্মকরব্যূহস্য পাণ্ডবৈঃ শ্যেনব্যূহস্য চ নির্ম্মাণম্, পঞ্চমদিবসযুদ্ধারম্ভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
ব্যুষিতায়াং তু শর্ব্বর্য্যামুদিতে চ দিবাকরে।
উভে সেনে মহারাজ যুদ্ধায়ৈব সমীয়তুঃ ॥ ১
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরজিগীষবঃ।
তে সর্ব্বে সহিতা যুদ্ধে সমালোক্য পরস্পরম্ ॥ ২
পাণ্ডবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ রাজন্ দুর্ম্মন্ত্রিতে তব।
ব্যূহৌ চ ব্যূহ্য সংরব্ধাঃ সম্প্রহৃষ্টাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৩
অরক্ষন্মকরব্যূহং ভীষ্মো রাজন্ সমন্ততঃ।
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্নরক্ষন্ ব্যূহমাত্মনঃ ॥ ৪
(অজাতশত্রুঃ শত্রূণাং মনাংসি সমকম্পয়ৎ।
শ্যেনবদ্ ব্যূহ্য তং ব্যূহং ধৌম্যস্য বচনাৎ স্বয়ম্ ॥
স হি তস্য সুবিজ্ঞাত অগ্নিচিত্যেষু ভারত।
মকরস্তু মহাব্যূহস্তব পুত্রস্য ধীমতঃ।
স্বয়ং সর্ব্বেণ সৈন্যেন দ্রোণেনানুমতস্তদা।
যথাব্যূহং শান্তনবঃ সোঽন্ববর্ত্তত তং পুনঃ ॥)
স নির্যযৌ মহারাজ পিতা দেবব্রতস্তব।
মহতা রথবংশেন সংবৃতো রথিনাং বরঃ ॥ ৫
ইতরেতরমন্বীয়ুর্যথাভাগমবস্থিতা।
রথিনঃ পত্তয়শ্চৈব দন্তিনঃ সাদিনস্তথা ॥ ৬
তান্ দৃষ্ট্বাভ্যুদ্যতান্ সংখ্যে পাণ্ডবা হি যশস্বিনঃ
শ্যেনেন ব্যূহরাজেন তেনাজয্যেন সংযুগে ॥ ৭

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কৌরবগণের মকরব্যূহ ও পাণ্ডবগণের শ্যেনব্যূহ নির্ম্মাণ এবং পঞ্চম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—সেই রাত্রি ব্যতীত হইয়া প্রভাত হইলে যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন উভয়পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১

তারপর সকলে পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিল। রাজন্! আপনারই কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ সকলে পরস্পরকে দেখিয়া কুপিত-চিত্তে নিজ নিজ সহায়কবৃন্দের সহিত আসিয়া ব্যূহ রচনা করত হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২-৩

রাজন্! ভীষ্ম সৈন্যবাহিনীর মকরব্যূহ রচনা করিয়া চারিদিক্ দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ পাণ্ডবগণও স্বীয় সৈন্যবাহিনীর শ্যেনব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪

(স্বয়ং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ধৌম্যমুনির আজ্ঞায় শ্যেনব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুদিগের হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিলেন। ভারত! অগ্নিচয়নবিষয়ক কর্ম্মসমূহে নিরত থাকিয়া তিনি শ্যেনব্যূহ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। আপনার বুদ্ধিমান্ পুত্র দুর্য্যোধনের মকরনামক মহাব্যূহ রচিত হইল। দ্রোণাচার্য্যের অনুমতি লইয়া তিনি স্বয়ংই সমগ্র সৈন্যের সেই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তারপর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ব্যূহের বিধি অনুসারে নির্ম্মিত সেই মহাব্যূহকে স্বয়ংও অনুসরণ করিয়াছিলেন।)

মহারাজ! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম বিশাল রথী সৈন্যবাহিনীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন ॥ ৫

তারপর যথাস্থানে দণ্ডায়মান রথী, পদাতিক, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল ॥ ৬

শত্রুদিগকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত দেখিয়া যশস্বী পাণ্ডবগণ যুদ্ধে

অশোভত মুখে তস্য ভীমসেনো মহাবলঃ।
নেত্রে শিখণ্ডী দুর্দ্ধর্ষো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৮
শীর্ষে তস্যাভবদ্ বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
বিধুন্বন্ গাণ্ডিবং পার্থো গ্রীবায়ামভবৎ তদা ॥ ৯
অক্ষৌহিণ্যা সমং তত্র বামপক্ষোঽভবৎ তদা।
মহাত্মা দ্রুপদঃ শ্রীমান্ সহ পুত্রেণ সংযুগে ॥ ১০
দক্ষিণশ্চাভবৎ পক্ষঃ কৈকেয়োঽক্ষৌহিণীপতিঃ।
পৃষ্ঠতো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৌভদ্রশ্চাপি বীর্য্যবান্ ॥ ১১
পৃষ্ঠে সমভবচ্ছ্রীমান্ স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভ্যাং সহিতো বীরো যমাভ্যাং চারুবিক্রমঃ ॥১২
প্রবিশ্য তু রণে ভীমো মকরং মুখতস্তদা।
ভীষ্মমাসাদ্য সংগ্রামে ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ১৩
ততো ভীষ্মো মহাস্ত্রাণি পাতয়ামাস ভারত।
মোহয়ন্ পাণ্ডুপুত্রাণাং ব্যূঢ়ং সৈন্যং মহাহবে ॥ ১৪

অজেয় ব্যূহাকারে সংগঠিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই ব্যূহের মুখভাগে মহাবল ভীমসেন শোভিত হইয়া বিরাজমান রহিলেন। নেত্রদ্বয়ের স্থানে দুর্দ্ধর্ষ বীর শিখণ্ডী ও দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দণ্ডায়মান থাকিলেন ॥ ৭-৮

শিরোভাগে সত্যপরাক্রমী বীর সাত্যকি ও গ্রীবাভাগে গাণ্ডীবধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে কুন্তীনন্দন অর্জুন অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

পুত্রসহ শ্রীমান্ মহাত্মা দ্রুপদ এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যূহের বাম পার্শ্বে স্থিত রহিলেন ॥ ১০

এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি কেকয়রাজ দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরাক্রমী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু—ইঁহারা পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন ॥ ১১

উত্তম পরাক্রমসম্পন্ন স্বয়ং শ্রীমান্ বীর রাজা যুধিষ্ঠিরও দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেবের সহিত এই পৃষ্ঠ ভাগেই শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১২

তদনন্তর ভীমসেন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করত মকরব্যূহের মুখভাগে দণ্ডায়মান ভীষ্মকে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

ভারত! তখন সেই মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণের সেই ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদিগকে মোহিত করিতে করিতে ভীষ্ম তাঁহার উপর মহাস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

সম্মুহ্যতি তদা সৈন্যে ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ।
ভীষ্মং শরসহস্রেণ বিব্যাধ রণমূর্দ্ধনি ॥ ১৫
প্রতিসংবার্য্য চাস্ত্রাণি ভীষ্মমুক্তানি সংযুগে।
স্বেনানীকেন হৃষ্টেন যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ১৬
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ভারদ্বাজমভাষত।
পূর্ব্বং দৃষ্ট্বা বধং ঘোরং বলস্য বলিনাং বরঃ ॥ ১৭
ভ্রাতৃণাঞ্চ বধং যুদ্ধে স্মরমাণো মহারথঃ।
আচার্য্য সততং হি ত্বং হিতকামো মমানঘ ॥ ১৮
বয়ং হি ত্বাং সমাশ্রিত্য ভীষ্মং চৈব পিতামহম্।
দেবানপি রণে জেতুং প্রার্থয়ামো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
কিমু পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে হীনবীর্য্যপরাক্রমান্।
স তথা কুরু ভদ্রং তে যথা বধ্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ২০
এবমুক্তস্ততো দ্রোণস্তব পুত্রেণ মারিষ।
উবাচ তত্র রাজানং সংক্রুদ্ধ ইব নিঃশ্বসন্।

সেই সময় স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে মোহিত হইতে দেখিয়া অর্জুন অতিশয় সত্বরতার সহিত যুদ্ধের সম্মুখভাগে এক হাজার বাণ বর্ষণ করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

সংগ্রামে ভীষ্মকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রকেই নিবারণ করিয়া স্বীয় সৈন্যের সহিত হৃষ্টচিত্তে অর্জুন যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন ॥১৬

তখন বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আপনার যে সমস্ত সৈন্যের ভয়ঙ্কর সংহার হইয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং যুদ্ধে ভ্রাতৃগণের বধের বিষয় স্মরণ করিয়া ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন,—নিষ্পাপ আচার্য্য! আপনার কল্যাণ হউক। আপনি এরূপ প্রযত্ন করুন, যাহাতে পাণ্ডবেরা নিহত হয় ॥ ১৭-১৮

আমরা আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের শরণ লইয়া দেবগণকেও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে আশা রাখি—ইহাতে কোন সংশয় নাই। সেস্থলে বল ও পরাক্রমে হীন পাণ্ডবদিগকে জয় করার কথা আর কি বলিবার আছে। আপনার কল্যাণ হউক। অতএব আপনি এরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হয় ॥ ১৯-২০

আর্য্য! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপ কথা বলিলে দ্রোণাচার্য্য কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন ॥

দ্রোণ উবাচ।

বালিশস্ত্বং ন জানীষে পাণ্ডবানাং পরাক্রমম্।
ন শক্যা হি যথা জেতুং পাণ্ডবা হি মহাবলাঃ॥
যথাবলং যথাবীর্য্যং কর্ম কুর্য্যামহং হি তে।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তে সুতং রাজন্নভ্যপদ্যত বাহিনীম্।)
অভিনৎ পাণ্ডবানীকং প্রেক্ষমাণস্য সাত্যকেঃ॥ ২১
সাত্যকিস্তু ততো দ্রোণং বারয়ামাস ভারত।
তয়োঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্॥ ২২
শৈনেয়ং তু রণে ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
অবিধ্যন্নিশিতৈর্বাণৈর্জত্রুদেশে হসন্নিব॥ ২৩
ভীমসেনস্ততঃ ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজমবিধ্যত।
সংরক্ষন্ সাত্যকিং রাজন্ দ্রোণাচ্ছস্ত্রভৃতাং বরাৎ॥২৪
ততো দ্রোণশ্চ ভীষ্মশ্চ তথা শল্যশ্চ মারিষ।
ভীমসেনং রণে ক্রুদ্ধাশ্ছাদয়াঞ্চক্রিরে শরৈঃ॥ ২৫

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—তুমি মূর্খ! সেজন্য পাণ্ডবগণ কিরূপ পরাক্রমশালী, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। মহাবল পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব, তথাপি আমি স্বীয় বল ও পরাক্রম অনুসারে তোমার কার্য্য করিয়া যাইব॥

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্রকে এরূপ বলিয়া দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের সৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করিলেন। তিনি সাত্যকির সাক্ষাতেই পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন॥ ২১

ভারত! সেই সময় সাত্যকি অগ্রে গমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল॥ ২২

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে কুপিত হইয়া সাত্যকির কণ্ঠের উপরিভাগে যেন হাসিতে হাসিতেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৩

রাজন্! তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে করিতে আচার্য্যকে নিজ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২৪

আর্য্য! তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও শল্য—ইঁহারা তিনজনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ বাণে ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ২৫

তত্রাভিমন্যুঃ সংক্রুদ্ধো দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ।
বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বাংস্তানুদ্যতায়ুধান্॥ ২৬
দ্রোণ-ভীষ্মৌ তু সংক্রুদ্ধাবাপতন্তৌ মহাবলৌ।
প্রত্যুদ্যযৌ শিখণ্ডী তু মহেষ্বাসো মহাহবে॥ ২৭
প্রগৃহ্য বলবদ্ বীরো ধনুর্জলদনিঃস্বনম্।
অভ্যবর্ষচ্ছরৈস্তূর্ণং ছাদয়ানো দিবাকরম্॥ ২৮
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য ভরতানাং পিতামহঃ।
অবর্জয়ত সংগ্রামং স্ত্রীত্বং তস্যানুসংস্মরন্॥ ২৯
ততো দ্রোণো মহারাজ অভ্যদ্রবত তং রণে।
রক্ষমাণস্তদা ভীষ্মং তব পুত্রেণ চোদিতঃ॥ ৩০
শিখণ্ডী তু সমাসাদ্য দ্রোণং শস্ত্রভৃতাং বরম্।
অবর্জয়ত সম্ভ্রস্তো যুগান্তাগ্নিমিবোল্বণম্॥ ৩১
ততো বলেন মহতা পুত্রস্তব বিশাম্পতে।
জুগোপ ভীষ্মমাসাদ্য প্রার্থয়ানো মহদ্ যশঃ॥ ৩২

মহারাজ! তখন সেস্থলে অতিশয় ক্রুদ্ধ অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে অবস্থিত সেই সব কৌরব মহারথীদিগকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২৬

সেই সময় মহাসংগ্রামস্থলে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আক্রমণরত মহাবল দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে যুদ্ধে রুদ্ধ করিবার জন্য মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী অগ্রসর হইলেন॥ ২৭

এই বীর মেঘতুল্য গম্ভীর শব্দকারী নিজ ধনুকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অতিদ্রুত এত বাণ বর্ষণ করিলেন যে, তাহাতে সূর্য্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন॥ ২৮

ভরতকুলতিলক পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্ত্রীত্বের কথা বারংবার স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন॥ ২৯

মহারাজ! ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে আপনার পুত্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য শিখণ্ডীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন॥৩০

শিখণ্ডী প্রলয়কালের প্রচণ্ড অগ্নির সদৃশ তেজস্বী ও শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে পড়িয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করত চলিয়া যাইলেন॥ ৩১

প্রজানাথ! তারপর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মহাযশ লাভ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় বিশাল সৈন্যের সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ৩২

তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ পুরস্কৃত্য ধনঞ্জয়ম্।
ভীষ্মমেবাভ্যবর্তন্ত জয়ে কৃত্বা দৃঢ়াং মতিম্॥ ৩৩
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দেবানাং দানবৈরিব।
জয়মাকাঙ্ক্ষতাং সংখ্যে যশশ্চ সুমহাদ্ভুতম্॥ ৩৪

রাজন্! এইরূপ পাণ্ডবগণও বিজয়প্রাপ্তির জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া অর্জুনকে অগ্রে করত ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥৩৩

এই যুদ্ধে বিজয় ও অত্যন্ত অদ্ভুত যশোলাভের অভিলাষকারী পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবগণের সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ দেবগণের দানবদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চমদিবসযুদ্ধারম্ভে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে পঞ্চমদিবসের যুদ্ধআরম্ভবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[ভীষ্ম-ভীমসেনয়োস্তুমুলং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।
অকরোৎ তুমুলং যুদ্ধং ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা।
ভীমসেনভয়াদিচ্ছন্ পুত্রাংস্তারয়িতুং তব॥
পূর্বাহ্নে তন্মহারৌদ্রং রাজ্ঞাং যুদ্ধমবর্তত।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ মুখ্যশূরবিনাশনম্॥
তস্মিন্নাকুলসংগ্রামে বর্তমানে মহাভয়ে।
অভবৎ তুমুলঃ শব্দঃ সংস্পৃশন্ গগনং মহৎ॥ ৩
নদদ্ভিশ্চ মহানাগৈর্হেষমাণৈশ্চ বাজিভিঃ।
ভেরী-শঙ্খনিনাদৈশ্চ তুমুলঃ সমপদ্যত॥ ৪
যুযুৎসবস্তে বিক্রান্তা বিজয়ায় মহাবলাঃ।
অন্যোন্যমভিগর্জন্তো গোষ্ঠেষ্বিব মহর্ষভাঃ॥ ৫
শিরসাং পাত্যমানানাং সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ
অশ্মবৃষ্টিরিবাকাশে বভূব ভরতর্ষভ॥ ৬
কুণ্ডলোষ্ণীষধারীণি জাতরূপোজ্জ্বলানি চ।
পতিতানি স্ম দৃশ্যন্তে শিরাংসি ভরতর্ষভ॥ ৭
বিশিখোন্মথিতৈর্গাত্রৈর্বাহুভিশ্চ সকার্মুকৈঃ।
সহস্তাভরণৈশ্চান্যৈরভবচ্ছাদিতা মহী॥ ৮
কবচোপহিতৈর্গাত্রৈর্হস্তৈশ্চ সমলঙ্কৃতৈঃ।
মুখৈশ্চ চন্দ্রসঙ্কাশৈ রক্তান্তনয়নৈঃ শুভৈঃ॥ ৯

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও ভীমসেনের তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্রগণকে ভীমসেনের ভয় হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সেই দিন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১

পূর্বাহ্ণকালে কৌরব-পাণ্ডবগণের নরপতিদিগের এই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যাহাতে প্রধান প্রধান শৌর্যশালী বীরবৃন্দ বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ২

সেই অত্যন্ত মহাভয়জনক তুমুল সংগ্রামে অতি ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল, যাহা অনন্ত আকাশেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥৩

গর্জনকারী গজরাজ ও হ্রেষাধ্বনিকারী অশ্বসকল এবং ভেরী ও শঙ্খধ্বনিতে তখন অতিশয় তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৪

যেরূপ মহাবৃষগণ গোচারণভূমিতে গর্জন করিতে করিতে পরস্পরের উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ পরাক্রমশালী ও মহাবল সৈন্যগণ বিজয়লাভের জন্য যুদ্ধের ইচ্ছা রাখিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সমরাঙ্গণে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ছিন্ন বহু মস্তক ভূপতিত হইতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল—যেন আকাশ হইতে প্রস্তরবৃষ্টি হইতেছে ॥ ৬

ভরতবংশীয় নরেশ! কুণ্ডল ও উষ্ণীষ (পাগড়ী)-ধারণকারী ও স্বর্ণময় মুকুট প্রভৃতিতে সুশোভিত অগণিত মস্তক পতিত হইয়া ধরাতলে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইল ॥ ৭

সমগ্র রণভূমি ছিন্নভিন্ন শবদেহ, ধনু ও হস্তাভরণসহ ছিন্ন বাহুতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৮

ভূপাল! মুহূর্তকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ রণভূমি কবচ আচ্ছাদিত দেহ, আভূষণভূষিত হস্ত, চন্দ্রতুল্য সুন্দর বদন, যাহাদের প্রান্তভাগ

গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং সর্বগাত্রৈশ্চ ভূপতে।
আসীৎ সর্বা সমাস্তীর্ণা মুহূর্তেন বসুন্ধরা ॥ ১০
রজোমেঘৈশ্চ তুমুলৈঃ শস্ত্রবিদ্যুৎপ্রকাশিভিঃ।
আয়ুধানাঞ্চ নির্ঘোষঃ স্তনয়িত্নুসমোঽভবৎ ॥ ১১
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ কটুকঃ শোণিতোদকঃ।
প্রাবর্তত কুরূণাঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ১২
তস্মিন্ মহাভয়ে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে।
ববৃষুঃ শরবর্ষাণি ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ১৩
আক্রোশন্ কুঞ্জরাস্তত্র শরবর্ষপ্রতাপিতাঃ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংযুগে ভরতর্ষভ ॥ ১৪
সংরব্ধানাঞ্চ বীরাণাং ধীরাণামমিতৌজসাম্।
ধনুর্জ্যাতলশব্দেন ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৫
উত্থিতেষু কবন্ধেষু সর্বতঃ শোণিতোদকে।
সমরে পর্য্যধাবন্ত নৃপা রিপুবধোদ্যতাঃ ॥১৬
শর-শক্তি-গদাভিস্তে খড়্গৈশ্চামিততেজসঃ।
নিজঘ্নুঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ১৭
বভ্রমুঃ কুঞ্জরাশ্চাত্র শরৈর্বিদ্ধা নিরঙ্কুশাঃ।
অশ্বাশ্চ পর্য্যধাবন্ত হতারোহা দিশো দশ ॥১৮
উৎপত্য নিপতন্ত্যন্যে শরঘাতপ্রপীড়িতাঃ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ যোধা ভরতসত্তম ॥ ১৯
বাহানামুত্তমাঙ্গানাং কার্মুকাণাঞ্চ ভারত।
গদানাং পরিঘাণাঞ্চ হস্তানাং চোরুভিঃ সহ ॥ ২০
পাদানাং ভূষণানাঞ্চ কেয়ূরাণাঞ্চ সঙ্ঘশঃ।
রাশয়স্তত্র দৃশ্যন্তে ভীষ্ম-ভীমসমাগমে ॥ ২১
অশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ রথানাং চানিবর্তিনাম্।
সঙ্ঘাতাঃ স্ম প্রদৃশ্যন্তে তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ২২
গদাভিরসিভিঃ প্রাসৈর্বাণৈশ্চ নতপর্বভিঃ।
জঘ্নুঃ পরস্পরং তত্র ক্ষত্রিয়াঃ কাল আগতে ॥ ২৩
অপরে বাহুভির্বীরা নিযুদ্ধকুশলা যুধি।
বহুধা সমসজ্জন্ত আয়সৈঃ পরিঘৈরিব ॥ ২৪

ঈষদ্ রক্তবর্ণ ছিল, এরূপ নয়নসমূহ এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৯-১০

ধূলির ভয়ঙ্কর মেঘে রণাঙ্গন আচ্ছাদিত হইল। তাহাতে অস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছিল এবং ধনু প্রভৃতি অস্ত্রের যে গম্ভীর শব্দ হইতেছিল, উহাই মেঘ গর্জনতুল্য হইয়াছিল ॥ ১১

ভারত! কৌরব ও পাণ্ডবগণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অতিশয় কটু ও রক্তরূপ জলবহনকারী ছিল ॥ ১২

সেই গুরুতর ভয়প্রদ, ঘোর, রোমাঞ্চকারী এবং তুমুল সংগ্রামে রণদুর্মদ ক্ষত্রিয়গণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! বাণসমূহের বর্ষণে পীড়িত হইয়া আপনার ও পাণ্ডবগণের হস্তীরা এই যুদ্ধে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ১৪

অতিশয় ক্রুদ্ধ অমিততেজস্বী ধীরস্বভাব বীরগণের ধনুসমূহের টঙ্কারধ্বনির দ্বারা অন্য কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। ॥ ১৫

তখন চারিদিকে কেবল কবন্ধ (মস্তকহীন দেহ-) -সমূহ উত্থিত ছিল এবং জলের ন্যায় রক্তের প্রবাহ বহিতেছিল। শত্রুদিগকে বধ করিবার জন্য উদ্যত নরপতিগণ সমরাঙ্গণে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিলেন ॥ ১৬

পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) বাহুসমন্বিত অমিততেজস্বী শৌর্য্যশালী বীরগণ বাণ, শক্তি ও গদাসমূহে এবং খড়্গসকলে রণক্ষেত্রে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, তাদৃশ হস্তীরা অঙ্কুশরহিত বাণবিদ্ধ হইয়া সেখানে এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিল। আরোহী নিহত হইলে অশ্বগণও শরাঘাতে পীড়িত হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার ও শত্রুপক্ষের বহু যোদ্ধাই বাণের গুরুতর আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভূতলে লাফাইয়া পড়িতে লাগিলেন ॥ ১৯

ভারত! ভীষ্ম ও ভীমসেনের এই সংগ্রামে মৃত বাহনসকল, ছিন্ন মস্তক, ধনু, গদা, পরিঘ, হস্ত, জঙ্ঘা, চরণ, অলঙ্কার ও কেয়ূরসমূহ রাশি আকারে দেখা যাইতেছিল ॥ ২০-২১

প্রজানাথ! সেই যুদ্ধস্থলে যেখানে সেখানে পতিত বহু অশ্ব, হস্তী এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত রথসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ২২

ক্ষত্রিয়গণ গদা, খড়্গ, প্রাস ও আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে পরস্পরকে বধ করিতেছিলেন; কারণ, তখন উঁহাদের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৩

মল্লযুদ্ধে নিপুণ বহু বীর এই যুদ্ধস্থলে লৌহনির্মিত পরিঘসদৃশ স্বীয় স্থূল বাহুদ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধের জন্য মিলিত হইয়া নানা প্রকারের কৌশল দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ২৪

মুষ্টিভির্জানুভিশ্চৈব তলৈশ্চৈব বিশাম্পতে।
অন্যোন্যং জঘ্নিরে বীরাস্তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ২৫
পতিতৈঃ পাত্যমানৈশ্চ বিচেষ্টদ্ভিশ্চ ভূতলে।
ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে তত্র তত্র জনেশ্বর ॥ ২৬
বিরথা রথিনশ্চাত্র নিস্ত্রিংশবরধারিণঃ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তঃ পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ২৭
ততো দুর্য্যোধনো রাজা কলিঙ্গৈর্বহুভির্বৃতঃ।
পুরস্কৃত্য রণে ভীষ্মং পাণ্ডবানভ্যবর্তত ॥ ২৮
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরিবার্য্য বৃকোদরম্
ভীষ্মমভ্যদ্রবন্ ক্রুদ্ধাস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি
সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

প্রজানাথ! আপনার বীর সৈন্যরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় মুষ্টি (ঘুঁসি), জানু ও হস্ততলের (চাপড়) দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতেছিলেন ॥ ২৫

জনেশ্বর! কিছু সৈন্য ভূতলে পতিত হইতেছিল, কিছু সৈন্য পূর্ব্বেই পতিত হইয়াছিল এবং কিছু সৈন্য ভূপতিত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। এইভাবে যেখানে সেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ২৬

বহু রথী রথহীন হইয়া হাতে সুদৃঢ় তরবারি ধারণ করত পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় পরস্পরের উপর ধাবিত হইল ॥ ২৭

সেই সময় বহুসংখ্যক কলিঙ্গ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধে ভীষ্মকে অগ্রে রাখিয়া পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৮

এইরূপ ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[ভীষ্মার্জুনাদি-যোদ্ধৃণাং তুমুল-যুদ্ধবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।
দৃষ্ট্বা ভীষ্মেণ সংসক্তান্ ভ্রাতৄনন্যাংশ্চ পার্থিবান্।
সমভ্যধাবদ্ গাঙ্গেয়মুদ্যতাস্ত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষং ধনুষো গাণ্ডিবস্য চ।
ধ্বজঞ্চ দৃষ্ট্বা পার্থস্য সর্বান্ নো ভয়মাবিশৎ ॥ ২
সিংহ-লাঙ্গূলমাকাশে জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
অসজ্জমানং বৃক্ষেষু ধূমকেতুমিবোত্থিতম্ ॥ ৩
বহুবর্ণং বিচিত্রঞ্চ দিব্যং বানরলক্ষণম্।
অপশ্যাম মহারাজ ধ্বজং গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ৪
বিদ্যুতং মেঘমধ্যস্থাং ভ্রাজমানামিবাম্বরে।
দদৃশুর্গাণ্ডিবং যোধা রুক্মপৃষ্ঠং মহামৃধে ॥ ৫
অশুশ্রুম ভৃশং চাস্য শক্রস্যেবাভিগর্জতঃ।
সুঘোরং তলয়োঃ শব্দং নিঘ্নতস্তব বাহিনীম্ ॥ ৬

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম, অর্জুনাদি যোদ্ধাদিগের তুমুল যুদ্ধবর্ণন।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! নিজ ভ্রাতৃগণকে ও অন্যান্য নৃপদিগকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত দেখিয়া অস্ত্র উত্তোলন করত অর্জুনও গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১

পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীব ধনুর শব্দ শুনিয়া এবং অর্জুনের ধ্বজকে দেখিয়া আমাদের সকল সৈন্যের মনে ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২

মহারাজ! অর্জুনের ধ্বজ সিংহপুচ্ছসদৃশ বানরপুচ্ছের দ্বারা যুক্ত ছিল। উহা প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল। এই ধ্বজ বৃক্ষের দ্বারা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় (আটকাইয়া যায়) না এবং আকাশে উদিত ধূমকেতুর তুল্যরূপে প্রতীত হইতেছিল। উহা বহু বর্ণে সুশোভিত, বিচিত্র, দিব্য ও বানর চিহ্নে যুক্ত ছিল। এইরূপে আমরা গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সেই ধ্বজ দেখিলাম ॥ ৩-৪

সেই মহাসংগ্রামে আমাদের পক্ষের যোদ্ধারা সুবর্ণময় পৃষ্ঠযুক্ত গাণ্ডীব ধনুকে আকাশমধ্যে মেঘের আবির্ভাবে প্রস্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় দেখিতে লাগিল ॥ ৫

অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া ইন্দ্রসদৃশ

চণ্ডবাতো যথা মেঘঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্।
দিশঃ সংপ্লাবয়ন্ সর্বাঃ শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৭
সমভ্যধাবদ্ গাঙ্গেয়ং ভৈরবাস্ত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
দিশং প্রাচীং প্রতীচীঞ্চ ন জানীমোঽস্ত্রমোহিতাঃ ॥ ৮
কাংদিগ্ভূতাঃ শ্রান্তপত্রা হতাশ্বা হতচেতসঃ।
অন্যোন্যমভিসংশ্লিষ্য যোধাস্তে ভরতর্ষভ ॥ ৯
ভীষ্মমেবাভ্যলীয়ন্ত সহ সর্বৈস্তবাত্মজৈঃ।
তেষামার্তায়নমভূদ্ ভীষ্মঃ শান্তনবো রণে ॥ ১০
সমুৎপতন্তি বিত্রস্তা রথেভ্যো রথিনস্তথা।
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাতয়ঃ ॥ ১১
শ্রুত্বা গাণ্ডীবনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
সর্বসৈন্যানি ভীতানি ব্যবালীয়ন্ত ভারত ॥ ১২
অথ কাম্বোজজৈরশ্বৈর্মহদ্ভিঃ শীঘ্রগামিভিঃ।
গোপানাং বহুসাহস্রৈর্বলৈর্গোপায়নৈর্বৃতঃ ॥ ১৩
মদ্র-সৌবীর-গান্ধারৈস্ত্রৈগর্তৈশ্চ বিশাম্পতে।
সর্বকালিঙ্গমুখ্যৈশ্চ কলিঙ্গাধিপতির্বৃতঃ ॥ ১৪
নানানরগণৌঘৈশ্চ দুঃশাসনপুরঃসরঃ।
জয়দ্রথশ্চ নৃপতিঃ সহিতঃ সর্বরাজভিঃ ॥ ১৫
হয়ারোহবরাশ্চৈব তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
চতুর্দশ সহস্রাণি সৌবলং পর্যবারয়ন্ ॥ ১৬
ততস্তে সহিতাঃ সর্বে বিভক্তরথবাহনাঃ।
অর্জুনং সমরে জগ্মুস্তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ১৭
(চেদি-কাশি-পদাতৈশ্চ রথৈঃ পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়ৈঃ।
সহিতাঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥
তাবকান্ সমরে জগ্মুর্ধর্মপুত্রেণ চোদিতাঃ।)
রথিভির্বারণৈরশ্বৈঃ পাদাতৈশ্চ সমীরিতম্।
ঘোরমায়োধনং চক্রে মহাভ্রসদৃশং রজঃ ॥ ১৮

গর্জন করিতে লাগিলেন। এই সময় আমরা তাঁহার দুই হস্ততলের এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিলাম ॥ ৬

ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী ছিলেন অর্জুন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুতুল্য, বিদ্যুৎ ও গর্জনযুক্ত মেঘের ন্যায় তিনি চারিদিক্ স্বীয় বাণবর্ষণে প্লাবিত করিতে করিতে গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন।

সেই সময় আমরা সকলে তাঁহার অস্ত্রে এরূপ মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমরা কেহই পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কোন দিক্ই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার সকল যোদ্ধাই বিভ্রান্ত হইয়া ইহা চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমরা কোন্ দিক্ দিয়া যাইব। তাঁহাদের বাহনসকলও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। বহু যোদ্ধার অশ্ব নিহত হইল। তখন তাহাদের সকলেরই হার্দ্দিক উৎসাহ নষ্ট হইল। তাহারা পরস্পরকে ধরাধরি করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত ভীষ্মের শরণাপন্ন হইল। সেই যুদ্ধস্থলে পীড়িত সৈন্যগণের একমাত্র শান্তনুনন্দন ভীষ্মই কেবল শরণদাতারূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৮-১০

তখন তাহারা এমন অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল যে, রথীরা রথের উপর হইতে এবং অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতে লাগিল ও পদাতি সৈন্যরাও ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল ॥ ১১

ভারত! বজ্রের সহিত বিদ্যুতের গম্ভীর শব্দের ন্যায় গাণ্ডীবের গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিয়া আমাদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং এদিকে ওদিকে লুকাইয়া পড়িল ॥ ১২

অনন্তর কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ কাম্বোজদেশীয় বিশাল ও শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। তখন তাঁহার সহিত গোপায়ননামক কয়েক হাজার গোপ সৈন্য ছিল ॥ ১৩

প্রজানাথ! সমস্ত কলিঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কলিঙ্গরাজও যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহিত মদ্র, সৌবীর, গান্ধার ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় যোদ্ধারাও ছিল ॥ ১৪

ইহা ব্যতীত রাজা জয়দ্রথ সম্পূর্ণ নরপতিগণকে সঙ্গে লইয়া দুঃশাসনকে অগ্রে স্থাপন করত যুদ্ধে চলিলেন। ইঁহার সহিতও বহু জনপদের বিশাল পদাতিক সৈন্যবাহিনী ছিল ॥ ১৫

আপনার পুত্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া চৌদ্দ হাজার উত্তম অশ্বারোহী যোদ্ধা সুবলপুত্র শকুনিকে ঘিরিয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত রহিল ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর পৃথক্ পৃথক্ বাহন ও রথ লইয়া আপনার পক্ষের এই সব মহারথী যোদ্ধারা সমরাঙ্গণে অর্জুনের উপর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল ॥ ১৭

(এদিকে, চেদি ও কাশিদেশের পদাতিক সৈন্যরা এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দেশীয় রথী বীরগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডববীরগণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রণাঙ্গনে আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।)

রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত

তোমর-প্রাস-নারাচ-গজাশ্ব-রথযোধিনাম্।
বলেন মহতা ভীষ্মঃ সমসজ্জৎ কিরীটিনা ॥ ১৯

আবন্ত্যঃ কাশিরাজেন ভীমসেনেন সৈন্ধবঃ।
অজাতশত্রুর্মদ্রাণামৃষভেণ যশস্বিনা ॥ ২০

সহপুত্রঃ সহামাত্যঃ শল্যেন সমসজ্জত।
বিকর্ণঃ সহদেবেন চিত্রসেনঃ শিখণ্ডিনা ॥ ২১

মৎস্যা দুর্য্যোধনং জগ্মুঃ শকুনিঞ্চ বিশাম্পতে।
দ্রুপদশ্চেকিতানশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২২

দ্রোণেন সমসজ্জন্ত সপুত্রেণ মহাত্মনা।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ ধৃষ্টদ্যুম্নমভিদ্রুতৌ ॥ ২৩

এবং প্রব্রজিতাশ্বানি ভ্রান্তনাগরথানি চ।
সৈন্যানি সমসজ্জন্ত প্রযুদ্ধানি সমন্ততঃ ॥ ২৪

নিরভ্রে বিদ্যুতস্তীব্রা দিশশ্চ রজসাবৃতাঃ।
প্রাদুরাসন্ মহোল্কাশ্চ সনির্ঘাতা বিশাম্পতে ॥ ২৫

ধূলিরাশি মহামেঘ সদৃশ হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইল এবং এই যুদ্ধকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল ॥ ১৮

ভীষ্ম তোমর, নারাচ ও প্রাসাদি অস্ত্রসমূহ ধারণকারী হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাগণের বিশাল বাহিনীর সহিত কিরীটধারী অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১৯

তখন অবন্তীদেশপতি কাশীরাজের সহিত, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমসেনের সহিত এবং পুত্র ও মন্ত্রিবর্গের সহিত অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির যশস্বী মদ্ররাজ শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

প্রজানাথ! বিকর্ণ সহদেবের সহিত এবং চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মৎস্যদেশীয় যোদ্ধারা দুর্য্যোধন ও শকুনির সহিত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন। দ্রুপদ, চেকিতান ও মহারথী সাত্যকি—ইঁহারা অশ্বত্থামার সহিত মহাত্মা দ্রোণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করিয়া রাখিলেন ॥

কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা—ইঁহারা উভয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিলেন। এইরূপে নিজ নিজ অশ্বসমূহকে অগ্রে বদ্ধিত করিয়া এবং হস্তী ও রথসকলকে চারিদিকে ঘুরাইতে থাকিয়া সমস্ত সৈন্যরা চারিদিকেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২৪

প্রজানাথ! তখন বিনা মেঘেই দুঃসহ বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল; সারা দিক্ ধূলিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের সহিত বিশাল বিশাল উল্কাপাত হইতে লাগিল ॥ ২৫

প্রাদুর্ভূতো মহাবাতঃ পাংসুবর্ষং পপাত চ।
নভস্যন্তর্দধে সূর্য্যঃ সৈন্যেন রজসাবৃতঃ ॥ ২৬

প্রমোহঃ সর্বসত্ত্বানামতীব সমপদ্যত।
রজসা চাভিভূতানামস্ত্রজালৈশ্চ তুদ্যতাম্ ॥ ২৭

বীরবাহুবিসৃষ্টানাং সর্বাবরণভেদিনাম্।
সঙ্ঘাতঃ শরজালানাং তুমুলঃ সমপদ্যত ॥ ২৮

প্রকাশং চক্রুরাকাশমুদ্যতানি ভুজোত্তমৈঃ।
নক্ষত্রবিমলাভানি শস্ত্রাণি ভরতর্ষভ ॥ ২৯

আর্ষভাণি বিচিত্রাণি রুক্মজালাবৃতানি চ।
সম্পেতুর্দিক্ষু সর্বাসু চর্মাণি ভরতর্ষভ ॥ ৩০

সূর্য্যবর্ণৈশ্চ নিস্ত্রিংশৈঃ পাত্যমানানি সর্বশঃ।
দিক্ষু সর্বাস্বদৃশ্যন্ত শরীরাণি শিরাংসি চ ॥ ৩১

ভগ্নচক্রাক্ষনীড়াশ্চ নিপাতিতমহাধ্বজাঃ।
হতাশ্বাঃ পৃথিবীং জগ্মুস্তত্র তত্র মহারথাঃ ॥৩২

ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত উদ্ভূত হইল। ধূলিবর্ষণ হইতে লাগিল। সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে আকাশে সূর্য্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬

সেই সময় সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে গুরুতর মোহ উপস্থিত হইল, কারণ, তাহার ত' ধূলিজালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অস্ত্রসমূহেও পীড়িত হইতেছিল ॥ ২৭

বীরগণের বাহু হইতে পরিত্যক্ত সর্ব্বপ্রকারের আবরণসমূহ (কবচ প্রভৃতি)কে ভেদকারী বাণরাশির তুমুল আঘাত চারিদিকেই হইতেছিল ॥ ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম বাহুসমূহ দ্বারা উপরে উত্তোলিত নক্ষত্রতুল্য নির্ম্মল ও চক্চকে অস্ত্রসকল আকাশে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৯

ভরতভূষণ! স্বর্ণজালে আচ্ছাদিত ও ঋষভচর্ম্মে নির্ম্মিত বিচিত্র ঢালগুলি সমগ্র দিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩০

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী খড়্গসমূহে ছিন্ন হইয়া সর্ব্বদিকে পতিত শরীর ও মস্তকগুলি চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ৩১

বহু মহারথীর রথসমূহের চক্র, অক্ষ ও মধ্যস্থিত বসিবার আসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বড় বড় ধ্বজগুলি খণ্ডিত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছিল। অশ্ব নিহত হইলে মহারথীরাও মৃত্যুবরণ করত ধরাশায়ী হইয়াছিলেন ॥ ৩২

পরিপেতুর্হয়াশ্চাত্র কেচিচ্ছস্ত্রকৃতব্রণাঃ।
রথান্ বিপরিকর্ষন্তো হতেষু রথযোধিষু॥ ৩৩
শরাহতা ভিন্নদেহা বদ্ধযোক্ত্রা হয়োত্তমাঃ।
যুগানি পর্য্যকর্ষন্ত তত্র তত্র স্ম ভারত॥৩৪
অদৃশ্যন্ত সসূতাশ্চ সাশ্বাঃ সরথযোধিনঃ।
একেন বলিনা রাজন্ বারণেন বিমর্দিতাঃ॥ ৩৫
গন্ধহস্তি-মদস্রাবমাঘ্রায় বহবো রণে।
সন্নিপাতে বলৌঘানাং বীতমাদদিরে গজাঃ॥ ৩৬
সতোমরৈর্মহামাত্রৈর্নিপতদ্ভির্গতাসুভিঃ।
বভূবায়োধনং ছন্নং নারাচাভিহতৈর্গজৈঃ॥ ৩৭
সন্নিপাতে বলৌঘানাং প্রেষিতৈর্বরবারণৈঃ।
নিপেতুর্যুধি সম্ভগ্নাঃ সযোধাঃ সধ্বজা গজাঃ॥ ৩৮
নাগরাজোপমৈর্হস্তৈর্নাগৈরাক্ষিপ্য সংযুগে।
ব্যদৃশ্যন্ত মহারাজ সম্ভগ্না রথকূবরাঃ॥ ৩৯
বিশীর্ণরথসঙ্ঘাশ্চ কেশেষ্বাক্ষিপ্য দন্তিভিঃ।
দ্রুমশাখা ইবাবিধ্য নিষ্পিষ্টা রথিনো রণে॥ ৪০
রথেষু চ রথান্ যুদ্ধে সংসক্তান্ বরবারণাঃ।
বিকর্ষন্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্পেতুঃ সর্বশব্দগাঃ॥ ৪১
তেষাং তথা কর্ষতাং তু গজানাং রূপমাবভৌ।
সরঃসু নলিনীজালং বিষক্তমিব কর্ষতাম্॥ ৪২
এবং সঞ্ছাদিতং তত্র বভূবায়োধনং মহৎ।
সাদিভিশ্চ পদাতৈশ্চ সধ্বজৈশ্চ মহারথৈঃ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭১

এই যুদ্ধস্থলে বহু অশ্ব অস্ত্রের আঘাতে আহত হইয়া স্বীয় রথীর মৃত্যু হওয়ার পরও বহন করিতে করিতে পলাইতে লাগিল এবং কিছুদূর গিয়া আবার ভূতলে পতিত হইল॥ ৩৩

ভারত! যদিও বহু উত্তম অশ্বের শরীর বাণে আহত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা রথের সহিত রজ্জুতে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য যোক্ত্র (যোয়াল) এদিকে ওদিকে টানিতে ছিল॥ ৩৪

রাজন্! বহু রথারোহী যোদ্ধাকে যুদ্ধস্থলে একটি মহাবল গজরাজ কর্তৃক অশ্ব ও সারথির সহিত বিমর্দ্দিত হইতে দেখা যাইল॥ ৩৫

সমস্ত সৈন্যের মধ্যে তখন ভীষণ হানাহানি চলিতে লাগিল এবং বহু হস্তী গন্ধযুক্ত গজরাজের মদধারা আঘ্রাণ করিয়া তাহারই ভ্রমে নির্ব্বল হাতীকেও নিহত করিবার জন্য ধরিতে লাগিল॥ ৩৬

তোমরের সহিত প্রাণশূন্য হইয়া পতিত বহু মাহুত ও নারাচের দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত বহু হস্তীতে এই রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল॥ ৩৭

সৈন্যগণের সেই ভীষণ সংঘর্ষে অগ্রভাগস্থিত বহু বড় বড় হস্তীর আঘাতে ছোট ছোট হস্তীগুলির অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আরোহী ও ধ্বজের সহিত ধরাশায়ী হইল॥ ৩৮

মহারাজ! সেই যুদ্ধে বহু হস্তী কর্তৃক বিশাল সর্পরাজের ন্যায় শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া নিক্ষিপ্ত রথসকলের ধ্বজ ও কূবরগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধরাতলে ছড়াইয়া পড়িল॥ ৩৯

বহু দন্তার হস্তী রথসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট রথী বীরগণের কেশে ধরিয়া তুলিয়া ফেলিল এবং বৃক্ষশাখার ন্যায় চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভূতলে আছড়াইয়া পিষ্ট করিতে লাগিল॥ ৪০

কত যে বড় বড় গজরাজ রথসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধরত রথসমূহকে ধরিয়া তুলিল এবং সর্ব্বপ্রকার শব্দের অনুসরণ করিতে করিতে চারিদিকে সেই রথগুলিকে তুলিয়া লইয়াই দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল॥ ৪১

এইভাবে রথসহ রথী বীরগণকে উত্তোলনকারী হস্তীদিগের স্বরূপ এমন হইল, যেন তাহারা সরোবরসমূহে বিকসিত পদ্মসকলকে তুলিতেছে॥ ৪২

এইরূপে আরোহী, পদাতিক ও ধ্বজের সহিত মহারথী বীরগণের শরীরে সেই বিশাল রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষস্থিতসৈন্যানাং ঘোরতরং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

শিখণ্ডী সহ মৎস্যেন বিরাটেন বিশাম্পতে।
ভীষ্মমাশু মহেষ্বাসমাসসাদ সুদুর্জয়ম্॥ ১

দ্রোণং কৃপং বিকর্ণঞ্চ মহেষ্বাসং মহাবলম্।
রাজ্ঞশ্চান্যান্ রণে শূরান্ বহূনার্চ্ছদ্ ধনঞ্জয়ঃ॥ ২

সৈন্ধবঞ্চ মহেষ্বাসং সামাত্যং সহ বন্ধুভিঃ।
প্রাচ্যাংশ্চ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ ভূমিপান্ ভূমিপর্ষভ॥ ৩

পুত্রঞ্চ তে মহেষ্বাসং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
দুঃসহং চৈব সমরে ভীমসেনোঽভ্যবর্তত॥ ৪

সহদেবস্তু শকুনিমুলূকঞ্চ মহারথম্।
পিতাপুত্রৌ মহেষ্বাসাবভ্যবর্তত দুর্জয়ৌ॥ ৫

যুধিষ্ঠিরো মহারাজ গজানীকং মহারথঃ।
সমবর্তত সংগ্রামে পুত্রেণ নিকৃতস্তব॥ ৬

মাদ্রীপুত্রস্তু নকুলঃ শূরসংক্রন্দনো যুধি।
ত্রিগর্তানাং বলৈঃ সার্ধং সমসজ্জত পাণ্ডবঃ॥৭

অভ্যবর্তন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সমরে শাল্ব-কেকয়ান্।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ॥ ৮

ধৃষ্টকেতুশ্চ সমরে রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
(নাকুলিশ্চ শতানীকঃ সমরে রথপুঙ্গবঃ)
পুত্রাণাং তে রথানীকং প্রত্যুদ্যাতাঃ সুদুর্জয়াঃ॥৯

সেনাপতিরমেয়াত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ।
দ্রোণেন সমরে রাজন্ সমিয়ায়োগ্রকর্মণা॥ ১০

এবমেতে মহেষ্বাসাস্তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
সমেত্য সমরে শূরাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে॥ ১১

মধ্যংদিনগতে সূর্য্যে নভস্যাকুলতাং গতে।
কুরবঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ নিজঘ্নুরিতরেতরম্॥ ১২

ধ্বজিনো হেমচিত্রাঙ্গা বিচরন্তো রণাজিরে।
সপতাকা রথা রেজুর্বৈয়াঘ্রপরিবারণাঃ॥ ১৩

সমেতানাঞ্চ সমরে জিগীষূণাং পরস্পরম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দঃ সিংহানামিব নর্দতাম্॥ ১৪

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত মিলিত হইয়া শিখণ্ডী অত্যন্ত দুর্জয় মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মের উপর দ্রুত আক্রমণ করিলেন। ১

সেই সময় অর্জুন এই রণাঙ্গনে মহাধনুর্দ্ধর এবং মহাবল দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিকর্ণ এবং অন্যান্য শৌর্য্যশালী নরপতিগণকে স্বীয় বাণে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ২

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ মন্ত্রী ও বন্ধুবর্গের সহিত মহাধনুর্দ্ধর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের উপর, পূর্ব্বে ও দক্ষিণদেশীয় ভূপতিবৃন্দের উপর এবং আপনার অমর্ষশীল পুত্র মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন ও দুঃসহের উপর ভীমসেন আক্রমণ করিলেন। ৩-৪

সহদেব শকুনি ও মহারথ উলূক এই দুই দুর্জয় মহাধনুর্দ্ধর পিতা-পুত্রের উপর ধাবিত হইলেন। ৫

মহারাজ! আপনার পুত্রের দ্বারা প্রতারিত মহারথী রাজা যুধিষ্ঠির গজসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬

মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুকুমার নকুল যুদ্ধে বড় বড় বীরগণকেও কাঁদাইয়া দিতেন। তিনি ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন। ৭

সাত্যকি, চেকিতান ও মহারথী অভিমন্যু সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া শাল্ব ও কেকয়গণের উপর ধাবিত হইলেন। ৮

ধৃষ্টকেতু, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও নকুলপুত্র শ্রেষ্ঠ রথী শতানীক—এই সব দুর্জয় বীরবৃন্দ রণাঙ্গনে আপনার রথী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৯

রাজন্! অতিশয় আত্মবলসম্পন্ন পাণ্ডব-সেনাপতি মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী দ্রোণাচার্য্যের সহিত মিলিত হইলেন। ১০

এইভাবে আপনার এই সব মহাধনুর্দ্ধর বীর যোদ্ধারা পাণ্ডবগণের সহিত সমরভূমিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১

যখন সূর্য্যদেব দিনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন এবং আকাশকে তাপিত করিতে লাগিলেন, তখনও কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করিতে থাকিলেন। ১২

যাহাদের উপর ধ্বজা ও পতাকা উড়িতে ছিল, যাহাদের প্রতিটি অঙ্গই স্বর্ণভূষিত হইয়া বিচিত্র শোভা পাইতেছিল এবং যাহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রচর্ম্মের আবরণ ছিল, এরূপ বহু রথ সেই সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল। যুদ্ধে পরস্পর

তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম সম্প্রহারং সুদারুণম্।
যদকুর্ব্বন্ রণে শূরাঃ সৃঞ্জয়াঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ১৫
নৈব খং ন দিশো রাজন্ ন সূর্য্যং শত্রুতাপন।
বিদিশো বাপি পশ্যামঃ শরৈর্ম্মুক্তৈঃ সমন্ততঃ ॥১৬
শক্তীনাং বিমলাগ্রাণাং তোমরাণাং তথাস্যতাম্।
নিস্ত্রিংশানাঞ্চ পীতানাং নীলোৎপলনিভাঃ প্রভাঃ ॥ ১৭
কবচানাং বিচিত্রাণাং ভূষণানাং প্রভাস্তথা।
খং দিশঃ প্রদিশশ্চৈব ভাসয়ামাসুরোজসা ॥ ১৮
বপুর্ভিশ্চ নরেন্দ্রাণাং চন্দ্র-সূর্য্যসমপ্রভৈঃ।
বিররাজ তদা রাজংস্তত্র তত্র রণাঙ্গনম্ ॥ ১৯
রথসঙ্ঘা নরব্যাঘ্রাঃ সমায়াস্তশ্চ সংযুগে।
বিরেজুঃ সমরে রাজন্ গ্রহা ইব নভস্থলে ॥ ২০
ভীষ্মস্তু রথিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমসেনং মহাবলম্।
অবারয়ত সংক্রুদ্ধঃ সর্ব্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ২১
ততো ভীষ্মবিনির্ম্মুক্তা রুক্মপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ।
অভ্যঘ্নন্ সমরে ভীমং তৈলধৌতাঃ সুতেজনাঃ ॥ ২২
তস্য শক্তিং মহাবেগাং ভীমসেনো মহাবলঃ।
ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কাশাং প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ২৩
তামাপতন্তীং সহসা রুক্মদণ্ডাং দুরাসদাম্।
চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ২৪
ততোঽপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ।
কার্ম্মুকং ভীমসেনস্য দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৫
(অপাস্য তু ধনুশ্ছিন্নং ভীমসেনো মহাবলঃ।
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছদ্ ভীষ্মং শান্তনবং যুধি ॥)
সাত্যকিস্তু ততস্তূর্ণং ভীষ্মমাসাদ্য সংযুগে।
আকর্ণপ্রহিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিশিতৈস্তিগ্মতেজনৈঃ ॥ ২৬
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছৎ পিতরং তে জনেশ্বর।
ততঃ সন্ধায় বৈ তীক্ষ্ণং শরং পরমদারুণম্ ॥ ২৭
বার্ষ্ণেয়স্য রথাদ্ ভীষ্মঃ পাতয়ামাস সারথিম্।
তস্যাশ্বাঃ প্রদ্রুতা রাজন্ নিহতে রথসারথৌ ॥ ২৮

পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া জয়লাভের আশাপোষণ করিতে করিতে বীর যোদ্ধারা সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছিলেন। তাঁহাদের এই তুমুল শব্দ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥১৩-১৪

রাজন্! আমরা সেখানে অতিশয় ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত সংগ্রাম দেখিয়াছি, রণবীর সৃঞ্জয়গণ কৌরবদের সহিত এই যুদ্ধ করিতেছিলেন। শত্রুসন্তাপক ভূপাল! সেখানে চারিদিকে এত বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ায় আমরা আকাশ, সূর্য্য, দিক্ এবং বিদিক্সমূহ (কোণসমূহ) দেখিতে পাই নাই ॥ ১৫-১৬

নির্ম্মল ধারাল অগ্রভাগযুক্ত শক্তি, নিক্ষিপ্ত তোমর ও পীতবর্ণের তরবারিগুলির প্রভা নীলপদ্মের প্রভার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ১৭

বিচিত্র কবচ ও অলঙ্কারের প্রভাসমূহ আকাশ, দিক্ ও কোণসমূহকে স্বীয় তেজে প্রকাশিত করিতেছিল ॥ ১৮

রাজন্! চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান নৃপগণের শরীরসমূহ সেই রণাঙ্গনের সর্ব্বত্রই শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯

রাজন্! রথসকল ও নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ যুদ্ধে আসিতে আসিতে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে গ্রহনক্ষত্র শোভিত থাকে ॥ ২০

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কুপিত হইয়া সকল সৈন্যের প্রত্যক্ষেই মহাবল ভীমসেনকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২১

সেই সময় প্রস্তরে ঘসিয়া (শাণ দিয়া) ধারালকৃত সুবর্ণ পক্ষযুক্ত ও তৈলধৌত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ভীষ্মকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া রণাঙ্গনে ভীমসেনকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২২

ভারত! তখন মহাবল ভীমসেন ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগশালিনী একটি শক্তি ভীষ্মের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩

তাহাতে স্বর্ণের দণ্ড ছিল এবং ইহাকে সহ্য করা অতিশয় কঠিন ছিল। এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া ভীষ্ম আনত পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে সমরস্থলে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥২৪

ভরতনন্দন! তারপর একটি তীক্ষ্ণ ও পীত বর্ণের ভল্লদ্বারা ভীমসেনের ধনুটিকে দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥ ২৫

(মহাবল ভীমসেন সেই ছিন্ন ধনু ফেলিয়া দিয়া অপর ধনু গ্রহণ করত বহুসংখ্যক বাণে যুদ্ধস্থলে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে অত্যন্ত পীড়াদান করিলেন) ॥

জনেশ্বর! তারপর সেই যুদ্ধে সাত্যকি অতি সত্বর আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত ধনু আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বহু তীক্ষ্ণ ও তেজোময় বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন ॥

তখন ভীষ্মও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণ যোজনা করিয়া সাত্যকির রথ হইতে তাঁহার সারথিকে বধ করিয়া ভূপাতিত

তেন তেনৈব ধাবন্তি মনোমারুতরংহসঃ।
ততঃ সর্বস্য সৈন্যস্য নিস্বনস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ২৯
হাহাকারশ্চ সংজজ্ঞে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
অভ্যদ্রবত গৃহ্ণীত হয়ান্ যচ্ছত ধাবত ॥ ৩০
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দো যুযুধানরথং প্রতি।
এতস্মিন্নেব কালে তু ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা ॥ ৩১
ন্যহনৎ পাণ্ডবীং সেনামাসুরীমিব বৃত্রহা।
তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ পাঞ্চালাঃ সোমকৈঃ সহ ॥৩২
স্থিরাং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা ভীষ্মমেবাভিদুদ্রুবুঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখাশ্চাপি পার্থাঃ শান্তনবং রণে ॥ ৩৩
অভ্যধাবন্ জিগীষন্তস্তব পুত্রস্য বাহিনীম্।
তথৈব কৌরবা রাজন্ ভীষ্ম-দ্রোণপুরোগমাঃ ॥ ৩৪
অভ্যধাবন্ত বেগেন ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চমদিবসযুদ্ধে
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

করিলেন। রাজন্! রথ-সারথি নিহত হইলে সাত্যকির অশ্বগণ সেখান হইতে পলায়ন করিল ॥ ২৬-২৮

মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী সেই অশ্বগুলি যেদিকে যেদিকে পথ পাইল, সেই দিকে সেই দিকেই দৌড়াইতে লাগিল। ইহাতে সমগ্র সৈন্যের মধ্যেই তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৯

মহাত্মা পাণ্ডবগণের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। "অরে! দৌড়াইয়া যাও, ধরিয়া ফেল, অশ্বগণকে প্রতিরোধ কর, পলাইয়া যাও" সাত্যকির রথের দিকে এরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥

ইহার মধ্যে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সেইরূপে বিনাশ করিতে থাকিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অসুর-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥

ভীষ্ম কর্তৃক পীড়িত হইয়া পাঞ্চাল ও সোমক যোদ্ধারা যুদ্ধের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করত ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনার পুত্রের সৈন্যগণকে জয় করিবার বাসনায় যুদ্ধে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের উপরই আক্রমণ করিলেন ॥

রাজন্! এইরূপ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব-যোদ্ধারাও বেগের সহিত পাণ্ডব-সৈন্যের উপর ধাবিত হইলেন, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৩০-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে পঞ্চম দিবসের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[বিরাট-ভীষ্ময়োঃ, অশ্বত্থামার্জুনয়োঃ, দুর্যোধন-ভীমসেনয়োঃ, অভিমন্যু-লক্ষ্মণয়োশ্চ মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।
বিরাটোঽথ ত্রিভির্বাণৈর্ভীষ্মমার্চ্ছন্মহারথম্।
বিব্যাধ তুরগাংশ্চাস্য ত্রিভির্বাণৈর্মহারথঃ ॥ ১
তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্ভীষ্মঃ শান্তনবঃ শরৈঃ।
রুক্মপুঙ্খৈর্মহেষ্বাসঃ কৃতহস্তো মহাবলঃ ॥ ২
দ্রৌণির্গাণ্ডীবধন্বানং ভীমধন্বা মহারথঃ।
অবিধ্যদিষুভিঃ ষড়্ভির্দৃঢ়হস্তঃ স্তনান্তরে ॥ ৩
কার্মুকং তস্য চিচ্ছেদ ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
অবিধ্যচ্চ ভৃশং তীক্ষ্ণৈঃ পত্রিভিঃ শত্রুকর্শনঃ ॥ ৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[বিরাট-ভীষ্ম, অশ্বত্থামা-অর্জুন, দুর্যোধন-ভীমসেন এবং অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহারথী রাজা বিরাট তিনটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া মহারথী ভীষ্মকে পীড়িত করিলেন এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগুলিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তখন মহাধনুর্দ্ধর, মহাবল ও শীঘ্রতার সহিত হস্তচালনায় দক্ষ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বর্ণপঙ্খ যুক্ত দশটি বাণক্ষেপণ করিয়া বিরাটকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ২

ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর মহারথী অশ্বত্থামা স্বীয় হস্তের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বক্ষঃস্থলে ছয়টি বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন শত্রুবীরনাশী ও শত্রুসূদন অর্জুন অশ্বত্থামার ধনু কাটিয়া ফেলিলেন এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহাকে গুরুতর আহত করিলেন। রাজন্! এই যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক ধনুচ্ছেদের ঘটনা

সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় বেগবান্ ক্রোধমূর্ছিতঃ।
অমৃষ্যমাণঃ পার্থেন কার্ম্মুকচ্ছেদমাহবে ॥ ৫
অবিধ্যৎ ফাল্গুনং রাজন্ নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বাসুদেবঞ্চ সপ্তত্যা বিব্যাধ পরমেষুভিঃ ॥ ৬
ততঃ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষঃ কৃষ্ণেন সহফাল্গুনঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
ধনুঃ প্রপীড্য বামেন করেণামিত্রকর্শনঃ।
গাণ্ডীবধন্বা সংক্রুদ্ধঃ শিতান্ সন্নতপর্বণঃ ॥ ৮
জীবিতান্তকরান্ ঘোরান্ সমাদত্ত শিলীমুখান্।
তৈস্তূর্ণং সমরেঽবিধ্যদ্ দ্রৌণিং বলবতাং বরঃ ॥ ৯
তস্য তে কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে।
ন বিব্যথে চ নির্ভিন্নো দ্রৌণির্গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ১০
তথৈব চ শরান্ দ্রৌণিঃ প্রবিমুঞ্চন্নবিহ্বলঃ।
তস্থৌ স সমরে রাজংস্ত্রাতুমিচ্ছন্ মহাব্রতম্ ॥ ১১
তস্য তৎ সুমহৎ কর্ম শশংসুঃ কুরুসত্তমাঃ।
যৎ কৃষ্ণাভ্যাং সমেতাভ্যামভ্যাপতত সংযুগে ॥ ১২
(তথার্জুনোঽপি সংহৃষ্টঃ অশ্বত্থামানমাহবে।
শশংস সর্বভূতানাং শৃণ্বতামপি ভারত ॥)
স হি নিত্যমনীকেষু যুধ্যতেঽভয়মাস্থিতঃ।
অস্ত্রগ্রামং সসংহারং দ্রোণাৎ প্রাপ্য সুদুর্লভম্ ॥ ১৩
মমৈষ আচার্য্যসুতো দ্রোণস্যাপি প্রিয়ঃ সুতঃ।
ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষেণ মাননীয়ো মমেতি চ ॥ ১৪
সমাস্থায় মতিং বীরো বীভৎসুঃ শত্রুতাপনঃ।
কৃপাং চক্রে রথশ্রেষ্ঠো ভারদ্বাজসুতং প্রতি ॥ ১৫
দ্রৌণিং ত্যক্ত্বা ততো যুদ্ধে কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ।
যুযুধে তাবকান্ নিঘ্নংস্ত্বরমাণঃ পরাক্রমী ॥ ১৬
দুর্য্যোধনস্তু দশভির্গার্ধ্রপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভীমসেনং মহেষ্বাসং রুক্মপুঙ্খৈঃ সমার্পয়ৎ ॥ ১৭
ভীমসেনঃ সুসংক্রুদ্ধঃ পরাসুকরণং দৃঢ়ম্।
চিত্রং কার্ম্মুকমাদত্ত শরাংশ্চ নিশিতান্ দশ ॥ ১৮

অশ্বত্থামা সহ্য করিতে পারিলেন না। এই বেগশালী বীর ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অতি সত্বর অন্য ধনু লইয়া নব্বইটি ধারাল বাণে অর্জুনকে এবং সত্তরটি শ্রেষ্ঠ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪-৬

তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুন ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া বারংবার দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চিন্তা করিবার পর স্বীয় ধনুটিকে বাম হস্ত দ্বারা দাবাইয়া ধরিলেন। তারপর শত্রুনাশন গাণ্ডীবধারী পার্থ কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত কয়েকটি ভয়ঙ্কর প্রাণান্তকারী বাণ হাতে লইলেন। বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই বাণের দ্বারা অতিক্রত সমরাঙ্গণে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭-৯

এই বাণগুলি তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া যুদ্ধস্থলে তাঁহার শরীরের রক্তপান করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্তৃক বিদীর্ণ হইলেও কিন্তু অশ্বত্থামা ব্যথিত হইলেন না ॥ ১০

রাজন্! দ্রোণকুমার অল্পও বিহ্বল না হইয়া পূর্ব্ববৎ যুদ্ধস্থলে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন এবং নিজ মহান্ ব্রতকে রক্ষা করিবার বাসনায় যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রতিহত করিতেছিলেন, তাঁহার এই সুমহৎ কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ কৌরবগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১২

(ভারত! অর্জুনও অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রণভূমিতে শ্রবণরত সমস্ত ভূতগণের সম্মুখেই অশ্বত্থামার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন ॥)

তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে উপসংহার সহিত সুদুর্লভ অস্ত্রসমুদায় শিক্ষালাভ করত নির্ভয় হইয়া সর্ব্বদাই পাণ্ডব-সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৩

শত্রুসন্তাপক রথিগণশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অশ্বত্থামা আমার আচার্য্যের পুত্র, দ্রোণের অতিশয় প্রিয় এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি বিশেষতঃ আমার মাননীয়; তাই তিনি দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার উপর কৃপা করিলেন ॥ ১৪-১৫

তারপর শ্বেতাশ্ববাহন কুন্তীকুমার অর্জুন অশ্বত্থামাকে যুদ্ধস্থলের সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর আপনার অপর সৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

দুর্য্যোধন শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত গৃধ্রপক্ষযুক্ত ও স্বর্ণ পক্ষযুক্ত দশটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে আঘাত করিলেন ॥ ১৭

ইহাতে ভীমসেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি এক বিচিত্র ধনু হাতে লইলেন, যাহা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও শত্রুগণের

আকর্ণপ্রহিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বেগবদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
অবিধ্যৎ তূর্ণমব্যগ্রঃ কুরুরাজং মহোরসি ॥ ১৯

তস্য কাঞ্চনসূত্রস্থঃ শরৈঃ সঞ্ছাদিতো মণিঃ।
ররাজোরসি খে সূর্য্যো গ্রহৈরিব সমাবৃতঃ ॥ ২০

পুত্রস্তু তব তেজস্বী ভীমসেনেন তাড়িতঃ।
নামৃষ্যত যথা নাগস্তলশব্দং মদোৎকটঃ ॥ ২১

ততঃ শরৈর্মহারাজ রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভীমং বিব্যাধ সংক্রুদ্ধঃ ত্রাসয়ানো বরূথিনীম্ ॥ ২২

তৌ যুধ্যমানৌ সমরে ভৃশমন্যোন্যবিক্ষতৌ।
পুত্রৌ তে দেবসঙ্কাশৌ ব্যরোচেতাং মহাবলৌ ॥ ২৩

চিত্রসেনং নরব্যাঘ্রং সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈঃ পুরুমিত্রঞ্চ সপ্তভিঃ॥ ২৪

সত্যব্রতঞ্চ সপ্তত্যা বিদ্ধ্বা শক্রসমো যুধি।
নৃত্যন্নিব রণে বীর আর্ত্তিং নঃ সমজীজনৎ ॥ ২৫

তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভিশ্চিত্রসেনঃ শিলীমুখৈঃ।
সত্যব্রতশ্চ নবভিঃ পুরুমিত্রশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৬

স বিদ্ধো বিক্ষরন্ রক্তং শক্রসংবারণং মহৎ।
চিচ্ছেদ চিত্রসেনস্য চিত্রং কার্ম্মুকমার্জ্জুনিঃ ॥ ২৭

ভিত্ত্বা চাস্য তনুত্রাণং শরেণোরস্যতাড়য়ৎ।
ততস্তে তাবকা বীরা রাজপুত্রা মহারথাঃ ॥ ২৮

সমেত্য যুধি সংরব্ধা বিব্যধুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ২৯

তস্য দৃষ্ট্বা তু তৎ কর্ম পরিবব্রুঃ সুতাস্তব।
দহন্তং সমরে সৈন্যং বনে কক্ষং যথোল্বণম্ ॥ ৩০

অপেতশিশিরে কালে সমিদ্ধমিব পাবকম্।
অত্যরোচত সৌভদ্রস্তব সৈন্যানি নাশয়ন্ ॥৩১

তং তস্য চরিতং দৃষ্ট্বা পৌত্রস্তব বিশাম্পতে।
লক্ষ্মণোঽভ্যপতৎ তূর্ণং সাত্বতীপুত্রমাহবে ॥ ৩২

প্রাণান্তকর ছিল। তিনি এই ধনুর উপর দশটি তীক্ষ্ণ বাণ রাখিলেন, তারপর ধনুটিকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সেই বাণগুলি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সরলগামী, বেগবান্ ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ভীমসেন কোনরূপ ব্যগ্রতা না দেখাইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল গভীরভাবে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮-১৯

দুর্য্যোধনের বক্ষে একটি মণি শোভা পাইতেছিল, উহা সুবর্ণময় সূত্রে বদ্ধ ছিল। এই মণিটি ভীমসেনের বাণে আচ্ছাদিত হইয়া সেইরূপ শোভিত হইল, যেরূপ আকাশে গ্রহগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যদেব সুশোভিত হন ॥ ২০

ভীমসেনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া আপনার তেজস্বী পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার দ্বারা কৃত এই আঘাত সেইভাবে সহ্য করিতে পারিলেন না, যেরূপ হস্ততালির শব্দ মদমত্ত হস্তী সহ্য করিতে পারে না ॥ ২১

মহারাজ! তদনন্তর প্রস্তরে ঘসিয়া ধারালকৃত স্বর্ণ পঙ্খভূষিত বাণসমূহে ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ভীত করিয়া তুলিলেন ॥ ২২

সেই সমরাঙ্গণে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত আপনার দুই মহাবল পুত্র দুর্য্যোধন ও ভীমসেন দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

শত্রুবীরনাশী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু নরশ্রেষ্ঠ চিত্রসেনকে দশ ও পুরুমিত্রকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বীর অভিমন্যু সত্যব্রতকে সত্তর বাণে আহত করিয়া রণাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে করিতে আমাদের সকল সৈন্যকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তখন চিত্রসেন দশ বাণের প্রহারে আহত হইয়া স্বীয় শরীর হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতে করিতেই অর্জুনপুত্র অভিমন্যু চিত্রসেনের শত্রুনিবারক মহান্ ও বিচিত্র ধনুটিকে ছেদন করিলেন ॥ ২৬-২৭

সেই সঙ্গে চিত্রসেনের কবচ বিদীর্ণ করিয়া উহার বক্ষঃস্থলেও একটি বাণ বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার বীর ও মহারথী পুত্রগণ একত্র হইয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তম অস্ত্রে অভিজ্ঞ অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯

যেরূপ বনে সন্দীপিত প্রচণ্ড অগ্নি তৃণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহকে অনায়াসে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ অভিমন্যুও এই রণাঙ্গনে কৌরবসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার এই মহৎ কর্ম দেখিয়া আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০

অভিমন্যুস্তু সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
বিব্যাধ নিশিতৈঃ ষড়্‌ভিঃ সারাথঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ॥৩৩
তথৈব লক্ষ্মণো রাজন্ সৌভদ্রং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অবিধ্যত মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৩৪
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সারথিঞ্চ মহাবলঃ।
অভ্যদ্রবত সৌভদ্রো লক্ষ্মণং নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৫
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠঁল্লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
শক্তিং চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধঃ সৌভদ্রস্য রথং প্রতি॥ ৩৬
তামাপতন্তীং সহসা ঘোররূপাং দুরাসদাম্।
অভিমন্যুঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ ভুজগোপমাম্॥৩৭
ততঃ স্বরথমারোপ্য লক্ষ্মণং গৌতমস্তদা।
অপোবাহ রথেনাজৌ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ॥৩৮
ততঃ সমাকুলে তস্মিন্ বর্ত্তমানে মহাভয়ে।
অভ্যদ্রবন্ জিঘাংসন্তঃ পরস্পরবধৈষিণঃ॥ ৩৯
তাবকাশ্চ মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ।
জুহ্বন্তঃ সমরে প্রাণান্ নিজঘ্নুরিতরেতরম্॥ ৪০
মুক্তকেশা বিকবচা বিরথাশ্ছিন্নকার্ম্মুকাঃ।
বাহুভিঃ সমযুধ্যন্ত সৃঞ্জয়াঃ কুরুভিঃ সহ॥ ৪১
ততো ভীষ্মো মহাবাহুঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
সেনাং জঘান সংক্রুদ্ধো দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহাবলঃ॥ ৪২
হতৈরশ্বৈর্গজৈস্তত্র নরৈরশ্বৈশ্চ পাতিতৈঃ।
রথিভিঃ সাদিভিশ্চৈব সমাস্তীর্য্যত মেদিনী॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৩

মহারাজ! আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া সুভদ্রাসুত অভিমন্যু গ্রীষ্ম-ঋতুতে প্রজ্বলিত প্রচণ্ড অগ্নি হইতেও অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩১

প্রজানাথ! তাঁহার এই পরাক্রম দেখিয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অতি দ্রুত যুদ্ধে সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। ৩২

তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ অভিমন্যু উত্তম লক্ষণসমূহে যুক্ত লক্ষ্মণকে ছয়টি এবং তাঁহার সারথিকে তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন।৩৩

রাজন্! এইরূপ লক্ষ্মণও অভিমন্যুকে নিজ ধারাল বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ৩৪

ইহা দেখিয়া মহাবলী সুভদ্রাকুমার লক্ষ্মণের চারিটি অশ্ব ও সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহারও উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আক্রমণ করিলেন। ৩৫

শত্রুবীরনাশী লক্ষ্মণ তখন সেই অশ্বহীন রথে থাকিয়াই অতিশয় ক্রোধভরে অভিমন্যুর রথের দিকে একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৩৬

সেই ভয়ঙ্কর ও দুর্জ্জয় সর্পিণীতুল্য শক্তিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৩৭

তখন কৃপাচার্য্য সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই লক্ষ্মণকে নিজ রথে তুলিয়া লইয়া যুদ্ধভূমি হইতে অন্যত্র সরাইয়া লইলেন। ৩৮

তদনন্তর তারপর সেই মহাভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষে সব যোদ্ধা বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনা করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া পরস্পরের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩৯

আপনার এবং পাণ্ডবগণের মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বীরগণ সমরাঙ্গনে প্রাণকে আহুতি দিতে দিতে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। ৪০

কবচ ও রথহীন অবস্থায় ধনু ছিন্ন হইলে মুক্তকেশে বহু সৃঞ্জয় বীর কৌরবগণের সহিত কেবল বাহুদ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল ৪১

তখন মহাবল মহারথী ভীষ্ম অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বীয় দিব্যাস্ত্র-সমূহে মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্যকে বধ করিতে থাকিলেন। ৪২

সেই সময় সেখানে নিহত ও পতিত বহু হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য, রথী ও আরোহী সৈন্যদ্বারা সমগ্র রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকি-ভূরিশ্রবসোর্যুদ্ধম্, ভূরিশ্রবসা সাত্যকের্দশসংখ্যকানাং পুত্রাণাং নিধনম্, অর্জুনস্য পরাক্রমঃ, পঞ্চমদিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

অথ রাজন্ মহাবাহুঃ সাত্যকির্যুদ্ধদুর্মদঃ।
বিকৃষ্য চাপং সমরে ভারসাহমনুত্তমম্ ॥ ১
প্রামুঞ্চৎ পুঙ্খসংযুক্তান্ শরানাশীবিষোপমান্।
প্রগাঢ়ং লঘুচিত্রঞ্চ দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ॥ ২
(যৎ তৎ সখ্যুস্তু পূর্বেণ অর্জুনাদুপশিক্ষিতম্।)
তস্য বিক্ষিপতশ্চাপং শরানন্যাংশ্চ মুঞ্চতঃ।
আদদানস্য ভূয়শ্চ সন্দধানস্য চাপরান্ ॥ ৩
ক্ষিপতশ্চ পরাংস্তস্য রণে শত্রূন্ বিনিঘ্নতঃ।
দদৃশে রূপমত্যর্থং মেঘস্যেব প্রবর্ষতঃ ॥ ৪
তমুদীর্যন্তমালোক্য রাজা দুর্যোধনস্ততঃ।
রথানামযুতং তস্য প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫
তাংস্তু সর্বান্ মহেষ্বাসান্ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
জঘান পরমেষ্বাসো দিব্যেনাস্ত্রেণ বীর্য্যবান্ ॥৬
স কৃত্বা দারুণং কর্ম প্রগৃহীতশরাসনঃ।
আসসাদ ততো বীরো ভূরিশ্রবসমাহবে ॥ ৭
স হি সন্দৃশ্য সেনাং তে যুযুধানেন পাতিতাম্।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ কুরূণাং কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ৮
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণং তু বিস্ফার্য্য সুমহদ্ ধনুঃ।
সৃষ্টবান্ বজ্রসঙ্কাশান্ শরানাশীবিষোপমান্ ॥ ৯
সহস্রশো মহারাজ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
শরাংস্তান্ মৃত্যুসংস্পর্শান্ সাত্যকেশ্চ পদানুগাঃ ১০
ন বিষেহুস্তদা রাজন্ দুদ্রুবুস্তে সমন্ততঃ।
বিহায় সাত্যকিং রাজন্ সমরে যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ১১
তং দৃষ্ট্বা যুযুধানস্য সুতা দশ মহাবলাঃ।
মহারথাঃ সমাখ্যাতাশ্চিত্রবর্মায়ুধধ্বজাঃ ॥ ১২

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার যুদ্ধ, ভূরিশ্রবাকর্তৃক সাত্যকির দশ পুত্র নিধন, অর্জুনের পরাক্রম এবং পঞ্চমদিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! মহাবাহু সাত্যকি যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করেন। তিনি যুদ্ধে ভারবহন করিতে সমর্থ ও অতিশয় উত্তম ধনু বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর পক্ষযুক্ত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বাণসমূহ নিক্ষেপ করিবার সময় সাত্যকি স্বীয় প্রগাঢ়, শীঘ্রকারী হস্তের নৈপুণ্যের পরিচয় দান করিতেছিলেন, যাহা তিনি পূর্ব্বে নিজ সখা অর্জুনের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১-২

যখন তিনি আকর্ষণ করিতেছিলেন, অন্যান্য বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং পুনরায় বহু নব নব বাণ হাতে লইতেছিলেন, যখন তাহাদিগকে ধনুর উপর স্থাপনা করিতেছিলেন, শত্রুগণের উপর নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং তাহাদিগকে সংহার করিতেছিলেন, তখন বর্ষণরত মেঘের ন্যায় তাঁহার স্বরূপ অতিশয় অদ্ভুত দেখাইতেছিল ॥ ৩-৪

ভারত! সেই সময় তাঁহাকে যুদ্ধে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার প্রতিরোধের জন্য দশ হাজার রথী সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫

কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর সত্যপরাক্রমী শক্তিশালী সাত্যকি সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদিগকে নিজ দিব্যাস্ত্র সমূহে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬

এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিয়া পুনরায় ধনু ধারণ করত সাত্যকি যুদ্ধস্থলে ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭

সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতেছেন—ইহা দেখিয়া কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভূরিশ্রবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৮

তাঁহার বিশাল ধনু ইন্দ্রধনুর ন্যায় বহুবর্ণের ছিল। মহারাজ! সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া ভূরিশ্রবা স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে বজ্রতুল্য দুঃসহ ও বিষাক্ত সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥

এই সকল বাণের স্পর্শই মৃত্যুর তুল্য ছিল। রাজন্! সেই সময় সাত্যকির সহিত আগত সৈন্যগণ সেই বাণের বেগ সহ্য করিতে পারিল না। নরেশ্বর! যুদ্ধভূমিতে তাহারা রণদুর্ম্মদ সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ৯-১১

সাত্যকির দশ মহাবলবান্ পুত্র ছিল। তাহাদের কবচ, ধ্বজ ও অস্ত্রসমূহ সবই বিচিত্র। তাহাদের সকলকেই মহারথী বীর বলা হইত। তাহারা যুদ্ধস্থলে যূপচিহ্নযুক্ত ধ্বজশোভিত

সমাসাদ্য মহেষ্বাসং ভূরিশ্রবসমাহবে।
উচুঃ সর্বে সুসংরব্ধা যূপকেতুং মহারণে ॥ ১৩
ভো ভোঃ কৌরবদায়াদ সহাস্মাভির্মহাবল।
এহি যুধ্যস্ব সংগ্রামে সমস্তৈঃ পৃথগেব বা ॥ ১৪
অস্মান্ বা ত্বং পরাজিত্য যশঃ প্রাপ্নুহি সংযুগে।
বয়ং বা ত্বাং পরাজিত্য প্রীতিং ধাস্যামহে পিতুঃ ॥ ১৫
এবমুক্তস্তদা শূরৈস্তানুবাচ মহাবলঃ।
বীর্য্যশ্লাঘী নরশ্রেষ্ঠস্তান্ দৃষ্ট্বা সমবস্থিতান্ ॥১৬
সাধ্বিদং কথ্যতে বীরা যদ্যেবং মতিরদ্য বঃ।
যুধ্যধ্বং সহিতা যত্তা নিহনিষ্যামি বো রণে ॥ ১৭
এবমুক্তা মহেষ্বাসাস্তে বীরাঃ ক্ষিপ্রকারিণঃ।
মহতা শরবর্ষেণ অভ্যধাবন্নরিন্দমম্ ॥ ১৮
সোঽপরাহ্ণে মহারাজ সংগ্রামস্তুমুলোঽভবৎ।
একস্য চ বহূনাঞ্চ সমেতানাং রণাজিরে ॥ ১৯

তমেকং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শরৈস্তে সমবাকিরন্।
প্রাবৃষীব যথা মেরুং সিষিচুর্জলদা নৃপ ॥ ২০
তৈস্তু মুক্তান্ শরান্ ঘোরান্ যমদণ্ডাশনিপ্রভান্।
অসম্প্রাপ্তানসম্ভ্রান্তশ্চিচ্ছেদাশু মহারথঃ ॥ ২১
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম সৌমদত্তেঃ পরাক্রমম্।
যদেকো বহুভির্যুদ্ধে সমসজ্জদভীতবৎ ॥ ২২
বিসৃজ্য শরবৃষ্টিং তাং দশ রাজন্ মহারথাঃ।
পরিবার্য্য মহাবাহুং নিহন্তুমুপচক্রমুঃ ॥ ২৩
সৌমদত্তিস্ততঃ ক্রুদ্ধস্তেষাং চাপানি ভারত।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ যুধ্যমানো মহারথৈঃ ॥ ২৪
অথৈষাং ছিন্নধনুষাং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ শিরাংসি ভরতর্ষভ ॥ ২৫
তে হতা ন্যপতন্ রাজন্ বজ্রভগ্না ইব দ্রুমাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ বীরো রণে পুত্রান্ মহাবলান্ ॥২৬

মহারথী ভূরিশ্রবাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং অতিশয় ক্রোধের সহিত তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ১২-১৩

মহাবল কৌরবপুত্র! এস, এই রণস্থলে আমাদের সকলের সহিত অথবা পৃথক্ পৃথক্ এক এক জনের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১৪

হয় তুমি যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া যশ লাভ কর, না হয় আমরা তোমাকে পরাভূত করিয়া পিতার প্রসন্নতা বিধান করিব ॥ ১৫

সেই শূরগণ এইরূপ বলিলে পর সেই সময় স্বীয় পরাক্রমের প্রশংসাকারী মহাবল নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন ॥ ১৬

বীরগণ! যদি তোমাদের এরূপ বুদ্ধিই হইয়া থাকে, তবে ইহা অতিশয় উত্তম কথা বলিতেছ। তোমরা সকলে একত্রে সাবধান হইয়া যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ কর। আমি এই রণভূমিতে তোমাদের সকলকে বধ করিব ॥ ১৭

ভূরিশ্রবা এইরূপ বলিলে পর ক্ষিপ্রকারী সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ প্রভৃত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শত্রুদমন ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৮

মহারাজ! অপরাহ্ণকালে সেই রণাঙ্গনে একত্রিত বহু বীরের সহিত এক বীরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৯

নরেশ্বর! যেরূপ মেঘ বর্ষাকালে মেরুপর্ব্বতের উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা সকলে মিলিত হইয়া রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একাকী ভূরিশ্রবার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২০

তাহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড ও বজ্রতুল্য প্রকাশিত ভয়ঙ্কর বাণসমূহকে নিজের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই মহারথী ভূরিশ্রবা কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই দ্রুত ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

সেখানে আমরা সকলেই সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবার অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। তিনি একাকী হইয়াও বহু বীরগণের সহিত নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজন্! সেই দশ মহারথী বহু বাণ বর্ষণ করিয়া মহাবাহু ভূরিশ্রবাকে চারিদিক্ দিয়া পরিবেষ্টন করত তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল ॥ ২৩

ভরতবংশীয় রাজন্! সেই সময় ক্রুদ্ধ ভূরিশ্রবা সেই মহারথিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে তাহাদের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহাদের ধনু ছিন্ন হইলে আনত পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে ভূরিশ্রবা তাহাদের মস্তকও রণস্থলে ছেদন করিলেন ॥ ২৫

রাজন্! সেই দশ বীর বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় রণভূমিতে নিহত হইয়া পতিত হইল। সেই মহাবল পুত্রগণকে সংগ্রামে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া বীরবর সাত্যকি গর্জন করিতে করিতে সেখানে ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিলেন ॥

বাক্যৈর্যো বিনদন্ রাজন্ ভূরিশ্রবসমভ্যয়াৎ।
রথং রথেন সমরে পীড়য়িত্বা মহাবলৌ ॥ ২৭
তাবন্যোঽন্যং হি সমরে নিহত্য রথ-বাজিনঃ।
বিরথাবভিবল্গন্তৌ সমেয়াতাং মহারথৌ ॥ ২৮
প্রগৃহীতমহাখড়্গৌ তৌ চর্মবরধারিণৌ।
শুশুভাতে নরব্যাঘ্রৌ যুদ্ধায় সমবস্থিতৌ ॥ ২৯
(খড়্গপ্রহারৈঃ সুভৃশং জঘ্নতুশ্চ পরস্পরম্।
পীড়িতৌ খড়্গঘাতাভ্যাং স্রবদ্ রক্তৌ ক্ষিতৌ ভৃশম্।
শুশুভাতে মহাবীর্য্যাবুভৌ সমরদুর্জ্জয়ৌ।
অসৃগুক্ষিতসর্বাঙ্গৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥)
ততঃ সাত্যকিমভ্যেত্য নিস্ত্রিংশবরধারিণম্।
ভীমসেনস্ত্বরন্ রাজন রথমারোপয়ৎ তদা ॥ ৩০
তবাপি তনয়ো রাজন্ ভূরিশ্রবসমাহবে।
আরোপয়দ রথং তূর্ণং পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম ॥ ৩১
তস্মিংস্তথা বর্তমানে রণে ভীষ্মং মহারথম্।
অযোধয়ন্ত সংরব্ধাঃ পাণ্ডবা ভরতর্ষভ ॥ ৩২

তখন সেই মহাবল দুই বীর সমরাঙ্গণে নিজ রথের দ্বারা অপরের রথকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের রথ ও অশ্ব নষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপ রথহীন হইয়াও এই দুই মহারথী লাফাইতে লাফাইতে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ২৬-২৮

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর হাতে বড় বড় তরবারি ও সুন্দর ঢাল লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৯

(তাঁহারা তরবারির আঘাতে পরস্পরকে আহত করিতে লাগিলেন। খড়্গের আঘাতে পীড়িত হইয়া উভয়েই ভূতলে রক্তনিঃসারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল শরীরই রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। অতএব এই দুই রণদুর্জ্জয় মহাপরাক্রমী বীর বিকসিত পলাশপুষ্পের ন্যায় অত্যন্ত সুশোভিত হইলেন।)

রাজন্! তদনন্তর উত্তম খড়্গধারণকারী সাত্যকির নিকট যাইয়া ভীমসেন সেই সময় দ্রুত তাঁহাকে নিজ রথে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩০

মহারাজ! সেইরূপ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনও যুদ্ধস্থলে সকল ধনুর্দ্ধরগণের সাক্ষাতেই ভূরিশ্রবাকে অতি সত্বর স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ এই যুদ্ধস্থলে মহারথী ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

লোহিতায়তি চাদিত্যে ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রান্ নিজঘান মহারথান্ ॥ ৩৩
তে হি দুর্য্যোধনাদিষ্টাস্তদা পার্থনিবর্হণে।
সম্প্রাপ্যৈব গতা নাশং শলভা ইব পাবকম্ ॥৩৪
ততো মৎস্যাঃ কেকয়াশ্চ ধনুর্বেদবিশারদাঃ।
পরিবব্রুস্তদা পার্থং সহপুত্রং মহারথম্ ॥ ৩৫
এতস্মিন্নেব কালে তু সূর্য্যোঽস্তমুপগচ্ছতি।
সর্বেষাঞ্চৈব সৈন্যানাং প্রমোহঃ সমজায়ত ॥ ৩৬
অবহারং ততশ্চক্রে পিতা দেবব্রতস্তব।
সন্ধ্যাকালে মহারাজ সৈন্যানাং শ্রান্তবাহনঃ ॥ ৩৭
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ পরস্পরসমাগমে।
তে সেনে ভৃশসংবিগ্নে যযতুঃ স্বং নিবেশনম্ ৩৮
ততঃ স শিবিরং গত্বা ন্যবিশংস্তত্র ভারত।
পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সার্ধং কুরবশ্চ যথাবিধি ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চমদিবসাবহারে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলের দিকে যাইয়া রক্তবর্ণ হইলেন, সেই সময় অর্জুন অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত বাণবর্ষণ করত পঁচিশ হাজার মহারথী বীরকে বধ করিলেন ॥ ৩৩

ইঁহারা সকলে দুর্যোধনের আদেশে অর্জুনকে সংহার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা সকলেই অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় অর্জুনের নিকট আসিতেই নষ্ট হইয়া যাইলেন ॥৩৪

তদনন্তর ধনুর্বিদ্যায় প্রবীণ মৎস্য ও কেকয়দেশের বীরগণ এবং পুত্র অভিমন্যু প্রভৃতিতে যুক্ত অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য কৌরব-যোদ্ধারা ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫

এই সময়ে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন আপনার সমস্ত সৈন্যরা মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৩৬

মহারাজ! তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সন্ধ্যার সময় স্বীয় বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করাইয়া লইলেন। ইঁহার বাহনগুলি সেই সময় অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৩৭

পাণ্ডব ও কৌরবগণ পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা স্ব স্ব শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥৩৮

ভারত! তদনন্তর সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবেরা এবং কৌরব-সকল নিজ নিজ শিবিরে যাইয়া বিধি অনুসারে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে পঞ্চমদিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ষষ্ঠদিবসস্য যুদ্ধারম্ভঃ, পাণ্ডব-কৌরবসেনানাং যথাক্রমং মকরব্যূহং ক্রৌঞ্চব্যূহঞ্চ নির্ম্মায় যুদ্ধে প্রবৃত্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তে বিশ্রম্য ততো রাজন্ সহিতাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ।
ব্যতীতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং পুনর্যুদ্ধায় নির্যযুঃ ॥১

তত্র শব্দো মহানাসীৎ তব তেষাঞ্চ ভারত।
যুজ্যতাং রথমুখ্যানাং কল্প্যতাং চৈব দন্তিনাম্ ॥ ২

সংনহ্যতাং পদাতীনাং হয়ানাঞ্চৈব ভারত।
শঙ্খদুন্দুভিনাদশ্চ তুমুলঃ সর্বতোঽভবৎ ॥ ৩

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নমভাষত।
ব্যূহং ব্যূহ মহাবাহো মকরং শত্রুনাশনম্ ॥ ৪

এবমুক্তস্তু পার্থেন ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
ব্যাদিদেশ মহারাজ রথিনো রথিনাং বরঃ ॥ ৫

শিরোঽভূদ্ দ্রুপদস্তস্য পাণ্ডবশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
চক্ষুষী সহদেবশ্চ নকুলশ্চ মহারথঃ ॥ ৬

তুণ্ডমাসীন্মহারাজ ভীমসেনো মহাবলঃ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ৭

সাত্যকির্ধর্মরাজশ্চ ব্যূহগ্রীবাং সমাস্থিতাঃ।
পৃষ্ঠমাসীন্মহারাজ বিরাটো বাহিনীপতিঃ ॥ ৮

ধৃষ্টদ্যুম্নেন সহিতো মহত্যা সেনয়াবৃতঃ।
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ বামপার্শ্বং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৯

ধৃষ্টকেতুর্নরব্যাঘ্রশ্চেকিতানশ্চ বীর্য্যবান্।
দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিত্য স্থিতো ব্যূহস্য রক্ষণে ॥ ১০

পাদয়োস্তু মহারাজ স্থিতঃ শ্রীমান্ মহারথঃ।
কুন্তিভোজঃ শতানীকো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১১

শিখণ্ডী তু মহেষ্বাসঃ সোমকৈঃ সংবৃতো বলী।
ইরাবাংশ্চ ততঃ পুচ্ছে মকরস্য ব্যবস্থিতৌ ॥ ১২

এবমেতং মহাব্যূহং ব্যূহ্য ভারত পাণ্ডবাঃ।
সূর্য্যোদয়ে মহারাজ পুনর্যুদ্ধায় দংশিতাঃ ॥১৩

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ষষ্ঠদিনের যুদ্ধ আরম্ভ, পাণ্ডব ও কৌরবসেনার যথাক্রমে মকরব্যূহ এবং ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রাত্রিতে বিশ্রাম করিবার পর যখন রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন ॥ ১

ভারত! সেই সময় যুদ্ধস্থলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল। কিছু লোক শ্রেষ্ঠ রথসমূহকে যোজনা করিতে লাগিল, কিছু লোক হস্তিগণকে সজ্জিত করিতে থাকিল, কোথাও পদাতি সৈন্য ও অশ্বসকল কবচ বাঁধিয়া রণসজ্জা ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের অতি উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি হইতে লাগিল। এই সবের সম্মিলিত ধ্বনি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥ ২-৩

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন,—মহাবাহো! তুমি শত্রুনাশক মকরব্যূহ রচনা কর ॥ ৪

মহারাজ! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশ করিলে পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ সমস্ত রথী সৈন্যগণকে মকর-ব্যূহ রচনা করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৫

এই মকরব্যূহের শিরঃস্থানে রাজা দ্রুপদ ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুন রহিলেন। মহারথী নকুল ও সহদেব নেত্রস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬

মহারাজ! মহাবল ভীমসেন ইহার মুখভাগে থাকিলেন। সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইঁহারা সকলে মকর-ব্যূহের গ্রীবাভাগে রহিলেন ॥

সেনাপতি বিরাট বিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত এই ব্যূহের পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন ॥

পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়-রাজকুমারগণ ইহার বামভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু পরাক্রমী চেকিতান এই ব্যূহের দক্ষিণভাগে থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৭-১০

মহারাজ! এই ব্যূহের দুই চরণস্থানে মহারথী শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও বিশাল সৈন্যের সহিত শতানীক রহিলেন ॥ ১১

সোমকগণে পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী এবং বলশালী ইরাবান্—ইঁহারা উভয়ে এই ব্যূহের পুচ্ছভাগে থাকিলেন ॥ ১২

মহারাজ ভরতনন্দন! এই মহামকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণ কবচবন্ধন করত সূর্য্যোদয়ের সময় পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ১৩

কৌরবানভ্যয়ুস্তূর্ণং হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ।
সমুচ্ছ্রিতৈর্ধ্বজৈশ্ছত্রৈঃ শস্ত্রৈশ্চ বিমলৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৪
ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা তু তৎ সৈন্যং পিতা দেবব্রতস্তব।
ক্রৌঞ্চেন মহতা রাজন্ প্রত্যব্যূহত বাহিনীম্ ॥ ১৫
তস্য তুণ্ডে মহেষ্বাসো ভারদ্বাজো ব্যরোচত।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব চক্ষুরাসীন্নরেশ্বর ॥ ১৬
কৃতবর্মা তু সহিতঃ কাম্বোজবরবাহ্লিকৈঃ।
শিরস্যাসীন্নরশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥ ১৭
গ্রীবায়াং শূরসেনশ্চ তব পুত্রশ্চ মারিষ।
দুর্যোধনো মহারাজ রাজভির্বহুভির্বৃতঃ ॥১৮
প্রাগ্জ্যোতিষস্তু সহিতো মদ্র-সৌবীর-কেকয়ৈঃ।
উরস্যভূন্নরশ্রেষ্ঠ মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১৯
স্বসেনয়া চ সহিতঃ সুশর্মা প্রস্থলাধিপঃ।
বামপক্ষং সমাশ্রিত্য দংশিতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ২০
তুষারা যবনাশ্চৈব শকাশ্চ সহ চুচুপৈঃ।
দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিত্য স্থিতা ব্যূহস্য ভারত ॥ ২১
শ্রুতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চ সৌমদত্তিশ্চ মারিষ।
ব্যূহস্য জঘনে তস্থূ রক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২২
ততো যুদ্ধায় সংজগ্মুঃ পাণ্ডবাঃ কৌরবৈঃ সহ।
সূর্যোদয়ে মহারাজ ততো যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥ ২৩
প্রতীয়ু রথিনো নাগা নাগাংশ্চ রথিনো যযুঃ।
হয়ারোহান্ রথারোহা রথিনশ্চাপি সাদিনঃ ॥ ২৪
সাদিনশ্চ হয়ান্ রাজন্ রথিনশ্চ মহারণে।
হস্ত্যারোহান্ হয়ারোহা রথিনঃ সাদিনস্তথা ॥ ২৫
রথিনঃ পত্তিভিঃ সার্ধং সাদিনশ্চাপি পত্তিভিঃ।
অন্যোন্যং সমরে রাজন্ প্রত্যধাবন্নমর্ষিতাঃ ॥ ২৬
ভীমসেনার্জুন-যমৈর্গুপ্তা চান্যৈর্মহারথৈঃ।
শুশুভে পাণ্ডবী সেনা নক্ষত্রৈরিব শর্বরী ॥ ২৭

উচ্চ উচ্চ ধ্বজ ও ছত্রসমূহে এবং নির্মল (চকচকে) ও ধারাল অস্ত্রসমূহে যুক্ত হস্তী, রথ ও পদাতিক সৈন্যের চতুরঙ্গবাহিনীর সহিত পাণ্ডবেরা অতি দ্রুত কৌরবগণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সেই ব্যূহ দেখিয়া তাহার প্রতিবিধানকল্পে স্বীয় সৈন্যবাহিনীর মহাক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ১৫

এই ব্যূহের চঞ্চুভাগে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সুশোভিত রহিলেন। নরেশ্বর! অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য নেত্রস্থানে থাকিলেন ॥ ১৬

কাম্বোজ ও বাহ্লীকদেশের উত্তম সৈন্যবাহিনীর সহিত সমস্ত ধনুর্দ্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপপ্রবর কৃতবর্ম্মা ব্যূহের শিরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

আর্য্য! মহারাজ! রাজা শূরসেন ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন—ইঁহারা উভয়ে বহু নৃপগণের সহিত ক্রৌঞ্চব্যূহের গ্রীবাভাগে বিরাজিত রহিলেন ॥ ১৮

নরশ্রেষ্ঠ! মদ্র, সৌবীর ও কেকয়যোদ্ধাদিগের সহিত বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত সেই ব্যূহের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

প্রস্থলাধিপতি (ত্রিগর্ত্তরাজ) সুশর্ম্মা কবচধারণ করত স্বীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত ব্যূহের বামপক্ষভাগ আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ২০

ভারত! তুষার, যবন, শক ও চুচুপদেশের সৈন্যগণ ব্যূহের দক্ষিণ ভাগ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মহামান্য! শ্রুতায়ু, শতায়ু ও সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা—ইঁহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিয়া ব্যূহের জঘনদেশে রহিলেন ॥ ২২

মহারাজ! তারপর সূর্য্যোদয়কালে পাণ্ডবগণ কৌরবদের সহিত যুদ্ধের জন্য তাঁহাদের সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন উভয়পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩

রথী বীরগণের দিকে হস্তীরা ও হস্তীদিগের প্রতি রথী বীরগণ ধাবিত হইলেন। অশ্বারোহীদের উপর রথারোহীরা এবং রথারোহীদিগের উপর অশ্বারোহী বীরগণ আক্রমণ করিলেন ॥ ২৪

রাজন্! সেই মহাযুদ্ধে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপ অশ্বারোহীরা গজারোহী ও রথী বীরগণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ২৫

কোথাও রথী ও অশ্বারোহী বীরগণ পদাতিকবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! এইভাবে অমর্ষে পূর্ণ সমস্ত সৈন্যরা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ২৬

ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এবং অন্যান্য মহারথী

তথা ভীষ্ম-কৃপ-দ্রোণ-শল্য-দুর্য্যোধনাদিভিঃ।
তবাপি চ বভৌ সেনা গ্রহৈর্দ্যৌরিব সংবৃতাঃ ॥ ২৮
ভীমসেনস্তু কৌন্তেয়ো দ্রোণং দৃষ্ট্বা পরাক্রমী।
অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্বৈর্ভারদ্বাজস্য বাহিনীম্ ॥ ২৯
দ্রোণস্তু সমরে ক্রুদ্ধো ভীমং নবভিরায়সৈঃ।
বিব্যাধ সমরশ্লাঘী মর্ম্মাণ্যুদ্দিশ্য বীর্য্যবান্ ॥ ৩০
দৃঢ়াহতস্ততো ভীমো ভারদ্বাজস্য সংযুগে।
সারথিং প্রেষয়ামাস যমস্য সদনং প্রতি ॥ ৩১
স সংগৃহ্য স্বয়ং বাহান্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
ব্যধমৎ পাণ্ডবীং সেনাং তূলরাশিমিবানলঃ ॥ ৩২
তে বধ্যমানা দ্রোণেন ভীষ্মেণ চ নরোত্তমাঃ।
সৃঞ্জয়াঃ কেকয়ৈঃ সার্দ্ধং পলায়নপরাঽভবন্ ॥ ৩৩

বীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডববাহিনী নক্ষত্রসমূহে পরিবেষ্টিত রাত্রির ন্যায় সুশোভিত হইলেন ॥ ২৭

এইরূপ ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, শল্য ও দুর্য্যোধনাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত আপনার সৈন্যরা গ্রহমণ্ডলীতে বেষ্টিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

পরাক্রমী কুন্তীনন্দন ভীমসেন দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া বেগশালী অশ্বসমূহের দ্বারা ভরদ্বাজ-বংশধর দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যবাহিনীর উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

সমরশ্লাঘী পরাক্রমী দ্রোণাচার্য্য রণভূমিতে কুপিত হইয়া ভীমসেনের মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

তখন যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যদ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া ভীমসেন তাঁহার সারথিকে যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩১

তখন প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য নিজেই অশ্বের রজ্জু ধারণ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যকে সেইভাবে সংহার করিতে লাগিলেন, যেরূপ অগ্নি তুলারাশিকে ভস্ম করিয়া থাকে ॥ ৩২

তথৈব তাবকং সৈন্যং ভীমার্জ্জুনপরিক্ষতম্।
মুহূর্তে তত্র তত্রৈব সমদেব বরাঙ্গনা ॥ ৩৪
অভিদ্যেতাং ততো ব্যূহৌ তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে।
আসীদ্ ব্যতিকরো ঘোরস্তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ৩৫
তদদ্ভুতমপশ্যাম তাবকানাং পরৈঃ সহ।
একায়নগতাঃ সর্বে যদযুধ্যন্ত ভারত ॥ ৩৬
প্রতিসংবার্য্য চাস্ত্রাণি তেঽন্যোন্যস্য বিশাম্পতে
যুযুধুঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কৌরবাশ্চ মহাবলাঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠদিবসযুদ্ধারম্ভে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

সেই নরশ্রেষ্ঠ সৃঞ্জয় ও কেকয়দেশীয় যোদ্ধারা দ্রোণাচার্য্য এবং ভীষ্ম কর্তৃক প্রহৃত হইয়া রণভূমি হইতে পলাইতে লাগিলেন ॥৩৩

এইরূপ ভীমসেন ও অর্জ্জুনের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার সৈন্যবাহিনীও যেখানে সেখানে মত্তা রমণীর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৪

ভারত! শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই যুদ্ধে উভয়পক্ষের ব্যূহ নষ্ট হইয়া যাইল এবং আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংমিশ্রণ হইয়া গেল ॥ ৩৫

ভরতনন্দন! আমরা সেই দিন আপনার পুত্রগণের শত্রুদিগের সহিত অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই একই শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩৬

প্রজানাথ! মহাবল পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ পরস্পর পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধ-আরম্ভবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য চিন্তা।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এবং বহুগুণং সৈন্যমেবং বহুবিধং পুরা।
ব্যূঢ়মেবং যথাশাস্ত্রমমোঘঞ্চৈব সঞ্জয় ॥ ১
হৃষ্টমস্মাকমত্যন্তমভিকামঞ্চ নঃ সদা।
প্রহ্বমব্যসনোপেতং পুরস্তাদ্ দৃষ্টবিক্রমম্ ॥ ২
নাতিবৃদ্ধমবালঞ্চ ন কৃশং ন চ পীবরম্।
লঘুবৃত্তায়তপ্রায়ং সারযোধমনাময়ম্ ॥ ৩
আত্তসন্নাহশস্ত্রঞ্চ বহুশস্ত্রপরিগ্রহম্।
অসিযুদ্ধে নিযুদ্ধে চ গদাযুদ্ধে চ কোবিদম্ ॥ ৪
প্রাসর্ষ্টিতোমরেষ্বাজৌ পরিঘেষ্বায়সেষু চ।
ভিন্দিপালেষু শক্তীষু মুসলেষু চ সর্বশঃ ॥ ৫
কম্পনেষু চ চাপেষু কণপেষু চ সর্বশঃ।
ক্ষেপণীয়েষু চিত্রেষু মুষ্টিযুদ্ধেষু চ ক্ষমম্ ॥ ৬
অপরোক্ষঞ্চ বিদ্যাসু ব্যায়ামে চ কৃতশ্রমম্।
শস্ত্রগ্রহণবিদ্যাসু সর্বাসু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৭
আরোহে পর্য্যবস্কন্দে সরণে সান্তরপ্লুতে।
সম্যক্ প্রহরণে যানে ব্যপযানে চ কোবিদম্ ॥ ৮
নাগাশ্ব-রথযানেষু বহুশঃ সুপরীক্ষিতম্।
পরীক্ষ্য চ যথান্যায়ং বেতনেনোপপাদিতম্ ॥ ৯
ন গোষ্ঠ্যা নোপকারেণ ন চ বন্ধুনিমিত্ততঃ।
ন সৌহৃদবলৈর্বাপি নাকুলীনপরিগ্রহৈঃ ॥ ১০
সমৃদ্ধজনমার্য্যঞ্চ তুষ্টসম্বন্ধি-বান্ধবম্।
কৃতোপকারং ভূয়িষ্ঠং যশস্বি চ মনস্বি চ ॥ ১১

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার সৈন্যগণ এইরূপ বহুগুণ-সম্পন্ন, বহু অঙ্গে (রথ, হস্তী প্রভৃতি) যুক্ত এবং বহু প্রকারে সংগঠিত ও শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে উহার ব্যূহরচনা করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা অমোঘ (বিজয় লাভ করিতে সমর্থ)॥ ১

আমার এই সৈন্যবাহিনী সর্ব্বদা আমাদের উপর প্রসন্ন ও অনুরক্ত। ইহারা সতত আমাদের প্রতি বিনীতভাব দেখাইয়া থাকে। ইহারা কোনও ব্যসনে আসক্ত নহে। পূর্ব্বে ইহাদের বিক্রম দেখা গিয়াছে ॥ ২

এই সৈন্যমধ্যে কেহ অত্যন্ত বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল ও অতিশয় স্থূল (মোটা) নয়। ইহাদের মধ্যে সকলেই শীঘ্র কর্ম্ম করিতে সমর্থ এবং প্রায় সকলেই উন্নত (লম্বা পুরুষ)। এই সৈন্যগণ সকলেই সারবান্ (শক্তিশালী) যোদ্ধা ও নীরোগ ॥ ৩

ইহারা সকলে কবচ ও অস্ত্র ধারণ করিয়া আছে। বহু প্রকারের অসংখ্য অস্ত্রও ইহারা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় প্রতি যোদ্ধাই খড়্গযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ ও গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ ॥ ৪

এই সব সৈনিক প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লোহময় পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুসল, কম্পন, ধনু ও কণপ প্রভৃতি অপরের উপর নিক্ষেপণযোগ্য বিচিত্র অস্ত্রসমূহ যুদ্ধে প্রয়োগ করিতে অভিজ্ঞ এবং মুষ্টি-যুদ্ধেতেও সর্ব্বপ্রকারে সমর্থ ॥ ৫-৬

আমার এই সৈন্যবাহিনীর ধনুর্বেদের প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছে। এই সৈন্যগণ ব্যায়ামেও (অস্ত্রসমূহের অভ্যাসেও) অধিক পরিশ্রম করিয়াছে। ইহারা অস্ত্রগ্রহণসম্বন্ধীয় সকল বিদ্যায় পারদর্শী ॥ ৭

ইহারা হস্তী অশ্বাদি সর্ব্ববিধ বাহনে আরোহণ করিতে, সেইসব বাহন হইতে নামিতে, তাহাদিগকে অগ্রসর করিতে, মধ্যে মধ্যে লম্ফপ্রদান করাইতে, উত্তমরূপে অস্ত্র প্রহার করিতে, আক্রমণ করিতে এবং পশ্চাদপসরণ করিতেও নিপুণ ॥ ৮

হস্তী, অশ্ব ও রথাদি যানে করিয়া রণযাত্রা করিবার বিষয়ে ইহাদিগকে বহুভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার পর প্রত্যেক সৈন্যকেই তাহাদের যোগ্যতানুসারে বেতনও প্রদান করা হইয়াছে ॥ ৯

ইহাদের মধ্যে কাহাকেও মিত্রগোষ্ঠী হইতে আনয়ন, সামান্য উপকার করিয়া, ভ্রাতৃ-বন্ধু-সম্বন্ধবশতঃ, সৌহাদবশতঃ কিংবা বল-প্রয়োগ করিয়া সম্মিলিত করা হয় নাই। কুলীন নহে, এরূপ ব্যক্তিকেও এই সৈন্যমধ্যে সংগ্রহ করা হয় নাই ॥ ১০

আমাদের সৈন্যমধ্যে যে সমস্ত লোক আছে, তাহারা সকলেই সমৃদ্ধিশালী ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাহাদের সম্বন্ধী, বন্ধু-বান্ধব সকলেই সন্তুষ্ট আছে। ইহারা সকলেই আমাদের বহু উপকার করিয়াছে এবং ইহারা যশস্বী ও মনস্বী ॥ ১১

অথালোক্য প্রবিষ্টং তমূচুস্তে সর্ব এব তু।
জীবগ্রাহং নিগৃহ্ণীমো বয়মেনং নরাধিপাঃ॥ ১০
স তৈঃ পরিবৃতঃ পার্থো ভ্রাতৃভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ।
প্রজাসংহরণে সূর্য্যঃ ক্রূরৈরিব মহাগ্রহৈঃ॥ ১১
সম্প্রাপ্য মধ্যং সৈন্যস্য ন ভীঃ পাণ্ডবমাবিশৎ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে মহেন্দ্রং প্রাপ্য দানবান্॥১২
ততঃ শতসহস্রাণি রথিনাং সর্বশঃ প্রভো।
উদ্যতানি শরৈস্তীব্রৈস্তমেকং পরিবব্রিরে॥ ১৩
স তেষাং প্রবরান্ যোধান্ হস্ত্যশ্ব-রথ-সাদিনঃ।
জঘান সমরে শূরো ধার্তরাষ্ট্রানচিন্তয়ন্॥ ১৪
তেষাং ব্যবসিতং জ্ঞাত্বা ভীমসেনো জিঘৃক্ষতাম্।
সমস্তানাং বধে রাজন্ মতিং চক্রে মহামনাঃ॥ ১৫
ততো রথং সমুৎসৃজ্য গদামাদায় পাণ্ডবঃ।
জঘান ধার্তরাষ্ট্রাণাং তং বলৌঘং মহার্ণবম্॥ ১৬

ভীমসেনকে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সেই সব নরপতিগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, আমরা এই ভীমসেনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিয়া লইব॥ ১০

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল ভ্রাতৃবৃন্দ কুন্তীকুমার ভীমসেনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন; তাহাতে মনে হইতে লাগিল যে, প্রজা-সংহারকালে সূর্য্যদেবকে ক্রূর মহাগ্রহগণ পরিবেষ্টন করিয়াছে॥১১

কৌরবসৈন্যের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ভীমসেনের চিত্তে অল্প ভয়ও হইল না, যেরূপ দানবসৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অল্পও ভীত হন নাই॥ ১২

প্রভো! তারপর একাকী ভীমসেনের উপর তীব্র বাণবর্ষণ করিতে করিতে লক্ষ সংখ্যক রথী বীর যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া চারিদিক্ দিয়া তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া ফেলিলেন॥ ১৩

শৌর্য্যশালী বীর ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে কোনরূপ গ্রাহ্য না করিয়াই হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর বসিয়া যুদ্ধরত কৌরবগণের প্রধান প্রধান বীরবর্গকে সমরাঙ্গণে নিহত করিতে লাগিলেন॥১৪

রাজন্! তাঁহাকে বন্দী করিতে ইচ্ছুক সেই ক্ষত্রিয়গণের অভিপ্রায় জানিয়া মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাদের সকলকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন॥ ১৫

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন হস্তে গদা লইয়া রথ পরিত্যাগ করত সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই মহাসাগরতুল্য সৈন্যসমুদায়কে বিনাশ করিতে লাগিলেন॥ ১৬

(গদয়া ভীমসেনেন তাড়িতা বারণোত্তমাঃ॥
ভিন্নকুম্ভা মহাকায়া ভিন্নপৃষ্ঠাস্তথৈব চ॥
ভিন্নগাত্রাঃ সহারোহাঃ শেরতে পর্বতা ইব।
রথাশ্চ ভগ্নাস্তিলশঃ সযোধাঃ শতশো রণে॥
অশ্বাশ্চ সাদিনশ্চৈব পদাতৈঃ সহ ভারত।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভীমসেনস্য বিক্রমম্॥
যদেকঃ সমরে রাজন্ বহুভিঃ সমযোধয়ৎ।
অন্তকালে প্রজাঃ সর্বা দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ॥)
ভীমসেনে প্রবিষ্টে তু ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি পার্ষতঃ।
দ্রোণমুৎসৃজ্য তরসা প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ॥
নিবার্য্য মহতীং সেনাং তাবকানাং নরর্ষভঃ।
আসসাদ রথং শূন্যং ভীমসেনস্য সংযুগে॥ ১৮
দৃষ্ট্বা বিশোকং সমরে ভীমসেনস্য সারথিম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ দুর্মনা গতচেতনঃ॥ ১৯

(ভীমসেনের গদার আঘাতে বড় বড় বিশালদেহ গজগণের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহাদের এক একটি অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল। এরূপ অবস্থায় তাহারা আরোহীদিগের সহিত ধরাশায়ী হইতে লাগিল, ইহাতে মনে হইল পর্ব্বত ধ্বসিয়া পড়িতেছে॥

ভারত! তিনি সেই রণক্ষেত্রে শত শত রথকে তাহাদের আরোহী যোদ্ধাগণের সহিত তিল তিল করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। অশ্ব ও তাহাদের আরোহিগণকেও পদাতিক সৈন্যের সহিত ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন॥

রাজন্! সেই যুদ্ধে আমরা ভীমসেনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। যেরূপ প্রলয়কালে যমরাজ হাতে দণ্ড লইয়া সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইনিও একাকী আপনার বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন)॥

ভীমসেন কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে পর দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নও দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে শকুনি যুদ্ধ করিতেছিলেন॥ ১৭

সেখানে আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের শূন্য রথের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১৮

মহারাজ! ভীমসেনের সারথি বিশোককে সমরাঙ্গণে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলেন॥ ১৯

অপৃচ্ছদ্ বাষ্পসংরুদ্ধো নিঃশ্বসন্ বাচমীরয়ন্।
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তমঃ ক ভীম ইতি দুঃখিতঃ॥ ২০
বিশোকস্তমুবাচেদং ধৃষ্টদ্যুম্নং কৃতাঞ্জলিঃ।
সংস্থাপ্য মামিহ বলী পাণ্ডবেয়ঃ পরাক্রমী॥ ২১
প্রবিষ্টো ধার্তরাষ্ট্রাণামেতদ্ বলমহার্ণবম্।
মামুক্ত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রীতিযুক্তমিদং বচঃ॥ ২২
প্রতিপালয় মাং সূত নিয়ম্যাশ্বান্ মুহূর্তকম্।
যাবদেতান্ নিহন্ম্যাশু য ইমে মদ্বধোদ্যতাঃ॥ ২৩
ততো দৃষ্ট্বা প্রধাবন্তং গদাহস্তং মহাবলম্।
সর্বেষামেব সৈন্যানাং সংহর্ষঃ সমজায়ত॥ ২৪
তস্মিন্ সুতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে ভয়ানকে।
ভিত্ত্বা রাজন্ মহাব্যূহং প্রবিবেশ বৃকোদরঃ॥ ২৫
বিশোকস্য বচঃ শ্রুত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ পার্ষতঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সূতং রণমধ্যে মহাবলঃ॥ ২৬
ন হি মে জীবিতেনাপি বিদ্যতেঽদ্য প্রয়োজনম্।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অশ্রুসিক্ত হইয়া বাষ্পগদ্গদ্ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশোক! আমার প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় ভীমসেন কোথায়? এই কথা বলিয়াই তিনি দুঃখিত হইয়া পড়িলেন॥ ২০

তখন বিশোক কৃতাঞ্জলি হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিল,—প্রভো! পরাক্রমী ও বলবান্ পাণ্ডুনন্দন আমাকে এখানে রাখিয়া কৌরবগণের এই সৈন্যসাগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন॥

যাইবার সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমাকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে এই কথা বলিলেন যে, সূত! তুমি মুহূর্ত্তকাল এই অশ্বগণকে স্ববশে রাখিয়া এই স্থানে সেই পর্য্যন্ত আমার জন্য প্রতীক্ষা কর, যে পর্য্যন্ত এইসব যোদ্ধা আমাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের আজ বধ করত ফিরিয়া না আসি॥ ২১-২৩

তদনন্তর হাতে গদা লইয়া মহাবল ভীমসেনকে ধাবিত হইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল॥ ২৪

রাজন্! সেই ভয়ঙ্কর ও তুমুল যুদ্ধে ভীমসেন এই মহাব্যূহকে ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ২৫

বিশোকের এই কথা শুনিয়া মহাবল দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সমরাঙ্গণে তাঁহার সারথিকে এই কথা বলিলেন॥ ২৬

সারথে! যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া ও পাণ্ডবগণের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া এখন আমার জীবনধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই॥ ২৭

ভীমসেনং রণে হিত্বা স্নেহমুৎসৃজ্য পাণ্ডবৈঃ॥ ২৭
যদি যামি বিনা ভীমং কিং মাং ক্ষত্রং বদিষ্যতি।
একায়নগতে ভীমে ময়ি চাবস্থিতে যুধি॥ ২৮
অস্বস্তি তস্য কুর্বন্তি দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
যঃ সহায়ান্ পরিত্যজ্য স্বস্তিমানাব্রজেদ্ গৃহম্॥ ২৯
মম ভীমঃ সখা চৈব সম্বন্ধী চ মহাবলঃ।
ভক্তোঽস্মান্ ভক্তিমাংশ্চাহং তমপ্যরিনিষূদনম্॥ ৩০
সোঽহং তত্র গমিষ্যামি যত্র যাতো বৃকোদরঃ।
নিঘ্নন্তং মাং রিপূন্ পশ্য দানবানিব বাসবম্॥ ৩১
এবমুক্ত্বা ততো বীরো যযৌ মধ্যেন ভারত।
ভীমসেনস্য মার্গেষু গদাপ্রমথিতৈর্গজৈঃ॥ ৩২
স দদর্শ তদা ভীমং দহন্তং রিপুবাহিনীম্।
বাতো বৃক্ষানিব বলাৎ প্রভঞ্জন্তং রণে রিপূন্॥ ৩৩
তে বধ্যমানাঃ সমরে রথিনঃ সাদিনস্তথা।
পাদাতা দন্তিনশ্চৈব চক্রুরার্তস্বরং মহৎ॥ ৩৪

ভীমসেন একাকী যুদ্ধের পথে চলিয়া গিয়াছেন এবং আমিও এখন সেই যুদ্ধস্থলেই উপস্থিত হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় যদি ভীমসেনকে না লইয়া আমি ফিরিয়া যাই, তবে ক্ষত্রিয়সমাজ আমাকে কি বলিবেন? ২৮

যে ব্যক্তি স্বীয় সহায়কগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কুশলতার সহিত যুদ্ধ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার অনিষ্ট করেন॥ ২৯

মহাবল ভীমসেন আমার সখা ও সম্বন্ধী। তিনি আমাদের সকলের ভক্ত এবং আমিও সেই শত্রুসূদন ভীমসেনের ভক্ত॥ ৩০

অতএব আমিও সেইস্থানে যাইব, যেস্থানে ভীমসেন গিয়াছেন। দেখ, যেরূপ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিব॥ ৩১

ভারত! এই কথা বলিয়া বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই পথের মধ্যে ভীমসেনের গদার আঘাতে বহু হাতী নিহত হইয়া পড়িয়া আছে॥ ৩২

সেই সময় কিছুদূর গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে শত্রুসৈন্য দগ্ধ করিতে দেখিলেন। যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভীমসেনও রণাঙ্গনে শত্রুগণকে সংহার করিতেছিলেন॥ ৩৩

সমরাঙ্গণে ভীমসেন কর্ত্তৃক প্রহৃত (আঘাতপ্রাপ্ত) বহু রথী,

হাহাকারশ্চ সংজজ্ঞে তব সৈন্যস্য মারিষ।
বধ্যতো ভীমসেনেন কৃতিনা চিত্রযোধিনা ॥ ৩৫
ততঃ কৃতাস্ত্রাস্তে সর্বে পরিবার্য্য বৃকোদরম্।
অভীতাঃ সমবর্তন্ত শস্ত্রবৃষ্ট্যা পরন্তপ ॥ ৩৬
অভিদ্রুতং শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠং
সমন্ততঃ পাণ্ডবং লোকবীরঃ।
সৈন্যেন ঘোরেণ সুসংহিতেন
দৃষ্ট্বা বলী পার্ষতো ভীমসেনম্ ॥ ৩৭
অথোপগচ্ছচ্ছরবিক্ষতাঙ্গং
পদাতিনং ক্রোধবিষং বমন্তম্।
আশ্বাসয়ন্ পার্ষতো ভীমসেনং
গদাহস্তং কালমিবান্তকালে ॥ ৩৮
বিশল্যমেনঞ্চ চকার তূর্ণ-
মারোপয়চ্চাত্মরথে মহাত্মা।
ভৃশং পরিষ্বজ্য চ ভীমসেন-
মাশ্বাসয়ামাস চ শত্রুমধ্যে ॥ ৩৯

ভ্রাতৄনথোপেত্য তবাপি পুত্র-
স্তস্মিন্ বিমর্দে মহতি প্রবৃত্তে।
অয়ং দুরাত্মা দ্রুপদস্য পুত্রঃ
সমাগতো ভীমসেনেন সার্ধম্ ॥ ৪০
তং যাম সর্বে মহতা বলেন
মা বো রিপুঃ প্রার্থয়তামনীকম্।
শ্রুত্বা তু বাক্যং তমমৃষ্যমাণা
জ্যেষ্ঠাজ্ঞয়া নোদিতা ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৪১
বধায় নিষ্পেতুরুদায়ুধাস্তে
যুগক্ষয়ে কেতবো যদ্বদুগ্রাঃ।
প্রগৃহ্য চাস্ত্রাণি ধনূংষি বীরা
জ্যাং নেমিঘোষৈঃ প্রবিকম্পয়ন্তঃ ॥ ৪২
শরৈরবর্ষন্ দ্রুপদস্য পুত্রং
যথাম্বুদা ভূধরং বারিজালৈঃ।
নিহত্য তাংশ্চাপি শরৈঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
র্ন বিব্যথে সমরে চিত্রযোধী ॥ ৪৩

অশ্বারোহী, পদাতিক ও আরোহী-সহ হস্তী উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে ॥ ৩৪

আর্য্য! বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধরত বিদ্বান্ ভীমসেন কর্তৃক নিহত আপনার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৩৫

শত্রুতাপন নরেশ! তদনন্তর বহু অস্ত্রে অভিজ্ঞ সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা ভীমসেনকে চারিদিকে ঘিরিয়া অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে নির্ভয় হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল ॥ ৩৬

বিশ্ববিখ্যাত বীর বলবান্ দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখিলেন,—অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর চারিদিক্ হইতে আক্রমণ হইতেছে। অত্যন্ত সংগঠিত হইয়া ভয়ঙ্কর সৈন্যরা তাঁহার উপর ধাবিত হইতেছে॥ ইহা দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে আশ্বাসপ্রদান করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গই বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, তথাপি তিনি পাদচারী হইয়া ক্রোধরূপ বিষ উদ্‌গিরণ করিতেছেন এবং হাতে গদা লইয়া প্রলয়কালীন যমরাজের ন্যায় দুর্দর্শ হইয়াছেন ॥ ৩৭-৩৮

মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি দ্রুত তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন এবং তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট বাণসমূহ নিঃসারণ করিয়া দিলেন। শত্রুগণের মধ্যেই তিনি ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ॥ ৩৯

সেই মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—এই দুরাত্মা দ্রুপদপুত্র আসিয়া ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ৪০

এখন আমরা বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত ইহাদের উপর আক্রমণ করিব, যাহাতে আমার ও তোমাদের এই শত্রু আমাদের এই সৈন্যের কোনরূপ হানি করিবার ইচ্ছা না করিতে পারে। দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া আপনার সকল পুত্রগণ, যাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের উপস্থিতি সহ্য করিতে পারেন নাই; তাঁহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনের আদেশে প্রেরিত হইয়া প্রলয়কালের ভয়ঙ্কর কেতুর ন্যায় হাতে অস্ত্র গ্রহণকরত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ইঁহারা সকলে নিজ নিজ হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং রথের চক্রকাষ্ঠের ঘর্ঘর শব্দের সহিত ধনুর গুণকেও কম্পিত করিতে করিতে টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২

যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করিয়া প্লাবিত করে, সেইরূপ ইঁহারাও দ্রুপদপুত্রের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে নিপুণ

সমভ্যুদীর্ণাংশ্চ তবাত্মজাংস্তথা
নিশম্য বীরানভিতঃ স্থিতান্ রণে।
জিঘাংসুরুগ্রং দ্রুপদাত্মজো যুবা
প্রমোহনাস্ত্রং যুযুজে মহারথঃ ॥ ৪৪
ক্রুদ্ধো ভৃশং তব পুত্রেষু রাজন্
দৈত্যেষু যদ্বৎ সমরে মহেন্দ্রঃ।
ততো ব্যমুহ্যন্ত রণে নৃবীরাঃ
প্রমোহনাস্ত্রাহতবুদ্ধিসত্ত্বাঃ ॥ ৪৫
প্রদুদ্রুবুঃ কুরবশ্চৈব সর্বে
সবাজিনাগাঃ সরথাঃ সমন্তাৎ।
পরীতকালানিব নষ্টসংজ্ঞান্
মোহোপেতাংস্তব পুত্রান্ নিশম্য ॥৪৬
এতস্মিন্নেব কালে তু দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
দ্রুপদং ত্রিভিরাসাদ্য শরৈর্বিব্যাধ দারুণৈঃ ॥ ৪৭
সোঽতিবিদ্ধস্ততো রাজন্ রণে দ্রোণেন পার্থিবঃ।
অপায়াদ্ দ্রুপদো রাজন্ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৮
জিত্বা তু দ্রুপদং দ্রোণঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।
তস্য শঙ্খস্বনং শ্রুত্বা বিত্রেসুঃ সর্বসোমকাঃ ॥ ৪৯
অথ শুশ্রাব তেজস্বী দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
প্রমোহনাস্ত্রেণ রণে মোহিতানাত্মজাংস্তব ॥ ৫০
ততো দ্রোণো মহারাজ ত্বরিতোঽভ্যাযযৌ রণাৎ।
তত্রাপশ্যন্মহেষ্বাসো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫১
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ ভীমঞ্চ বিচরন্তৌ মহারণে।
মোহাবিষ্টাংশ্চ তে পুত্রানপশ্যৎ স মহারথঃ ॥ ৫২
ততঃ প্রজ্ঞাস্ত্রমাদায় মোহনাস্ত্রং ব্যনাশয়ৎ।
অথ প্রত্যাগতপ্রাণাস্তব পুত্রা মহারথাঃ ॥ ৫৩
পুনর্যুদ্ধায় সমরে প্রযযুর্ভীমপার্ষতৌ।
ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ সমাহূয় স্বসৈনিকান্ ॥ ৫৪
গচ্ছন্তু পদবীং শক্ত্যা ভীমপার্ষতয়োর্যুধি।
সৌভদ্রপ্রমুখা বীরা রথা দ্বাদশ দংশিতাঃ ॥ ৫৫

ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সমরাঙ্গণে স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই গুরুতর আহত করিয়া স্বয়ং অল্পও ব্যথিত হইলেন না। ৪৩

যুদ্ধের সম্মুখে অবস্থিত আপনার বীর পুত্রদিগকে অগ্রসর হইতে ও প্রচণ্ড হইতে দেখিয়া নবযুবক মহারথী দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগকে বধ করিবার বাসনায় ভয়ঙ্কর প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৪৪

রাজন্! যেরূপ যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণের উপর কুপিত হন, সেইরূপ আপনার পুত্রদিগের উপর ধৃষ্টদ্যুম্নের ক্রোধ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার মোহনাস্ত্র প্রয়োগে নিজেদের চৈতন্য ও ধৈর্য্য হারাইয়া আপনার নরবীর পুত্রগণ রণস্থলে মোহিত হইয়া পড়িলেন। ৪৫

আপনার পুত্রগণকে মোহিত ও মৃততুল্য অচেতন হইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব-সৈন্যরাই হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৪৬

এই সময় অপর দিকে শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদের নিকট যাইয়া তাঁহাকে তিনটি ভয়ঙ্কর বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৪৭

রাজন্! তখন রণভূমিতে দ্রোণকর্তৃক গুরুতর আহত হইয়া রাজা দ্রুপদ পূর্ব্বেকার শত্রুতার কথা স্মরণ করত সেখান হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। ৪৮

দ্রুপদকে জয় করিয়া প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য স্বীয় শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাঁহার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত সোমক ক্ষত্রিয়গণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ৪৯

তদনন্তর শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য শ্রবণ করিলেন যে, আপনার পুত্রগণ রণভূমিতে প্রমোহন অস্ত্রে মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন। ৫০

মহারাজ! ইহা শুনিয়াই মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য অতিসত্বর সেই যুদ্ধস্থল হইতে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে আসিয়া মহারথী দ্রোণাচার্য্য দেখিলেন যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার পুত্রগণ মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন। ৫১-৫২

তখন তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র লইয়া তাহাদ্বারা মোহনাস্ত্রকে নাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে আপনার মহারথী পুত্রগণের মধ্যে পুনরায় চেতনা শক্তি ফিরিয়া আসিল। ৫৩

তারপর তিনি সেই সমরাঙ্গণে পুনরায় যুদ্ধের জন্য ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে চলিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া নিকটে আনাইয়া বলিলেন—তোমরা সকলে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধস্থলে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের

প্রবৃত্তিমধিগচ্ছন্তু ন হি শুধ্যতি মে মনঃ।
ত এবং সমনুজ্ঞাতাঃ শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥ ৫৬
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তু সর্বে পুরুষমানিনঃ।
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে প্রযযুঃ সর্ব এব হি ॥ ৫৭
কেকয়া দ্রৌপদেয়াশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ বীর্য্যবান্।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য মহত্যা সেনয়া বৃতাঃ ॥ ৫৮
তে কৃত্বা সমরব্যূহং সূচীমুখমরিন্দমাঃ।
বিভিদুর্ধার্তরাষ্ট্রাণাং তদ্ রথানীকমাহবে ॥ ৫৯
তান্ প্রযাতান্ মহেষ্বাসানভিমন্যুপুরোগমান্।
ভীমসেনভয়াবিষ্টা ধৃষ্টদ্যুম্নবিমোহিতা ॥ ৬০
ন সংবারয়িতুং শক্তা তব সেনা জনাধিপ।
মদমূর্চ্ছান্বিতাত্মা বৈ প্রমদেবাধ্বনি স্থিতা ॥ ৬১
তেঽভিজাতা মহেষ্বাসাঃ সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ।
পরীপ্সন্তোঽভ্যধাবন্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন-বৃকোদরৌ ॥ ৬২

পথ অনুসরণ কর। অভিমন্যু প্রভৃতি দ্বাদশজন বীর মহারথী কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদসংগ্রহ করুক। কারণ এখন আমার মন ইহাদের বিষয়ে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে॥

যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ আজ্ঞা পাইয়া পরাক্রমপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত সেই পুরুষমানী সমস্ত শৌর্য্যশালী বীরগণ "আচ্ছা, তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া সূর্য্য দিনের দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হইলে সেই সময় সেখান হইতে যাত্রা করিলেন ॥ ৫৪-৫৭

অভিমন্যুকে অগ্রে রাখিয়া বিশাল সৈন্যপরিবেষ্টিত পঞ্চ কেকয়-রাজকুমার, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরাক্রমী ধৃষ্টকেতু—এই সব শত্রুদমন বীরবরগণ সূচীমুখনামক সমরব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার পুত্রদিগের সৈন্যসমুদায়কে রণক্ষেত্রে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮-৫৯

জনেশ্বর! আপনার সৈন্যরা তখন ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহারা অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। মদ ও মূর্চ্ছার বশীভূতা মদমত্তা স্ত্রীর ন্যায় তাহারা যুদ্ধপথে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ৬০-৬১

সুবর্ণনির্ম্মিত ধ্বজ-সুশোভিত সেই মহাধনুর্দ্ধর কুলীন যোদ্ধারা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্রবেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তৌ চ দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসাবভিমন্যুপুরোগমান্।
বভূবতুর্মুদা যুক্তৌ নিঘ্নন্তৌ তব বাহিনীম্ ॥ ৬৩
(দ্রোণমিষ্বস্ত্রকুশলং সর্ববিদ্যাসু পারগম্)
দৃষ্ট্বা তু সহসায়ান্তং পাঞ্চাল্যো গুরুমাত্মনঃ।
নাশংসত বধং বীরঃ পুত্রাণাং তব ভারত ॥ ৬৪
ততো রথং সমারোপ্য কৈকেয়স্য বৃকোদরম্।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো দ্রোণমিষ্বস্ত্রপারগম্ ॥ ৬৫
তস্যাভিপততস্তূর্ণং ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ বাণেন ধনুঃ শত্রুনিবর্হণঃ ॥ ৬৬
অন্যাংশ্চ শতশো বাণান্ প্রেষয়ামাস পার্ষতে।
দুর্য্যোধনহিতার্থায় ভর্তৃপিণ্ডমনুস্মরন্ ॥ ৬৭
অথান্যদ্ ধনুরাদায় পার্ষতঃ পরবীরহা।
দ্রোণং বিব্যাধ বিংশত্যা রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৬৮

সেই দুই মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেন অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণকে সহায়তার জন্য আসিতে দেখিয়া হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া পড়িলেন এবং আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

ভারত! পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুর্বেদে কুশল ও সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ নিজ গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সহসা সেখানে আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্রদিগের বধের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন ॥ ৬৪

তারপর ভীমসেনকে কেকয়রাজ-কুমারের রথে আরোহণ করাইয়া দিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্রবিদ্যায় পারগামী বিদ্বান্ দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৫

তখন শত্রুবিনাশক প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়া স্বীয় অভিমুখে আগত ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু অতিসত্বর একবাণে ছিন্ন করিলেন ॥ ৬৬

তাহার পর দুর্য্যোধনের হিতের জন্য ভরণপোষণকারী তাঁহার প্রদত্ত অন্নের বিষয় স্মরণ করিতে করিতে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আরও অন্যবিধ শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৭

অনন্তর শত্রুবীরনাশী ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু গ্রহণ করত প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারালকৃত ও স্বর্ণনির্ম্মিত পক্ষভূষিত বিশটি বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬৮

তস্য দ্রোণঃ পুনশ্চাপং চিচ্ছেদামিত্রকর্ষণঃ।
হয়াংশ্চ চতুরস্তূর্ণং চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৬৯
বৈবস্বতক্ষয়ং ঘোরং প্রেষয়ামাস ভারত।
সারথিং চাস্য ভল্লেন প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ৭০
হতাশ্বাৎ স রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য মহারথঃ।
আরুরোহ মহাবাহুরভিমন্যোর্মহারথম্ ॥ ৭১
ততঃ সরথনাগাশ্বা সমকম্পত বাহিনী।
পশ্যতো ভীমসেনস্য পার্ষতস্য চ পশ্যতঃ ॥ ৭২
তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা দ্রোণেনামিততেজসা।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং সমস্তাস্তে মহারথাঃ ॥ ৭৩
বধ্যমানং তু তৎ সৈন্যং দ্রোণেন নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ব্যভ্রমৎ তত্র তত্রৈব ক্ষোভ্যমাণ ইবার্ণবঃ ॥ ৭৪
তথা দৃষ্ট্বা চ তৎ সৈন্যং জহৃষে তাবকং বলম্।
দৃষ্ট্বাচার্য্যং সুসংক্রুদ্ধং পতন্তং রিপুবাহিনীম্।
চুক্রুশুঃ সর্বতো যোধাঃ সাধু সাধ্বিতি ভারত ॥৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে দ্রোণপরাক্রমে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

তখন শত্রুসূদন দ্রোণাচার্য্য পুনরায় ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং চারিটি উত্তম বাণে তাঁহার চার অশ্বকে দ্রুত ভয়ানক যমগৃহে পাঠাইলেন। ভারত! তারপর অন্য একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬৯-৭০

অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে মহারথী মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অভিমন্যুর বিশাল রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৭১

তদনন্তর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দৃষ্টিগোচরেই রথ, অশ্ব ও অশ্বারোহী সহ সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যগণ কাঁপিতে লাগিল ॥ ৭২

অমিততেজস্বী আচার্য্য দ্রোণকর্তৃক স্বীয় সৈন্যের ব্যূহ ভঙ্গ হইতে দেখিয়া সেই সব মহারথী বীরবৃন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ৭৩

দ্রোণাচার্য্যের তীক্ষ্ণবাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৭৪

দ্রোণাচার্য্যকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে এবং পাণ্ডব-সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের অতিশয় আনন্দ হইল। ভারত! তখন আপনার সকল সৈন্য চারিদিক্ হইতে দ্রোণাচার্য্যকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ৭৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে তুমুলযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রমবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা মোহাৎ প্রত্যাগতস্তদা।
শরবর্ষৈঃ পুনর্ভীমং প্রত্যবারয়দচ্যুতম্ ॥ ১
একীভূতাস্ততশ্চৈব তব পুত্রা মহারথাঃ।
সমেত্য সমরে ভীমং যোধয়ামাসুরুদ্যতাঃ ॥ ২
ভীমসেনোঽপি সমরে সম্প্রাপ্য স্বরথং পুনঃ।
সমারুহ্য মহাবাহুর্যযৌ যেন তবাত্মজঃ ॥ ৩

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর (মোহনাস্ত্রজনিত) মোহ হইতে মুক্ত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন স্বপরাক্রম হইতে অবিচ্যুত ভীমসেনকে পুনরায় বহু বাণবর্ষণে প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তারপর আপনার সকল মহরথী পুত্রগণ সমরাঙ্গণে একত্রিত হইয়া উত্তম সহকারে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২

মহাবাহু ভীমসেনও যুদ্ধস্থলে পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া সেই পথে গমন করিলেন, যে পথে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩

প্রগৃহ্য চ মহাবেগং পরাসুকরণং দৃঢ়ম্।
সজ্যং শরাসনং সংখ্যে শরৈর্বিব্যাধ তে সুতম্॥ ৪
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ভীমসেনং মহাবলম্।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন ভৃশং মর্মণ্যতাড়য়ৎ॥ ৫
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসস্তব পুত্রেণ ধন্বনা।
ক্রোধসংরক্তনয়নো বেগেনাক্ষিপ্য কার্মুকম্॥ ৬
দুর্য্যোধনং ত্রিভির্বাণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
স তত্র শুশুভে রাজা শিখরৈর্গিরিরাড়িব॥ ৭
তৌ দৃষ্ট্বা সমরে ক্রুদ্ধৌ বিনিঘ্নন্তৌ পরস্পরম্।
দুর্য্যোধনানুজাঃ সর্বে শূরাঃ সন্ত্যক্তজীবিতাঃ॥ ৮
সংস্মৃত্য মন্ত্রিতং পূর্বং নিগ্রহে ভীমকর্মণঃ।
নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা নিগ্রহীতুং প্রচক্রমুঃ॥ ৯
তানাপতত এবাজৌ ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ মহারাজ গজঃ প্রতিগজানিব॥ ১০
ভৃশং ক্রুদ্ধশ্চ তেজস্বী নারাচেন সমার্পয়ৎ।

তিনি যুদ্ধস্থলে প্রাণান্তকর মহাবেগশালী সুদৃঢ় ধনু লইয়া তাহাতে গুণারোপণ করিলেন এবং প্রভূত বাণ নিক্ষেপ করিয়া আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৪

তখন রাজা দুর্য্যোধন মহাবল ভীমসেনের মর্ম্মস্থলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ একটি নারাচে গভীরভাবে আঘাত করিলেন॥ ৫

আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বেগের সহিত ধনু আকর্ষণ করিলেন এবং তিনটি বাণে দুর্য্যোধনের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। এই তিনটি বাণদ্বারা রাজা দুর্য্যোধন তিনটি শিখরবিশিষ্ট পর্ব্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৬-৭

ক্রুদ্ধ এই দুই বীরকে সমরাঙ্গণে পরস্পরের উপর প্রহার করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সকল বীর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দ প্রাণের মায়া ত্যাগ করত ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীমসেনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিবার বিষয়ে পূর্ব্ব পরামর্শ স্মরণ করিয়া এক দৃঢ়নিশ্চয় পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিতে উদ্যোগী হইলেন॥ ৮-৯

মহারাজ! তিনি যুদ্ধে আক্রমণ করিতে দেখিয়া যেরূপ কোন হস্তী স্বীয় বিপক্ষভূত হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ মহাবল ভীমসেন তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন॥ ১০

নরেশ্বর! মহাযশস্বী এবং তেজস্বী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

চিত্রসেনং মহারাজ তব পুত্রং মহাযশাঃ॥ ১১
তথেতরাংস্তব সুতাংস্তাড়য়ামাস ভারত।
শরৈর্বহুবিধৈঃ সংখ্যে রুক্মপুঙ্খৈঃ সুতেজনৈঃ॥ ১২
ততঃ সংস্থাপ্য সমরে স্বান্যনীকানি সর্বশঃ।
অভিমন্যুপ্রভৃতয়স্তে দ্বাদশ মহারথাঃ॥ ১৩
প্রেষিতা ধর্মরাজেন ভীমসেনপদানুগাঃ।
প্রতিজগ্মুর্মহারাজ তব পুত্রান্ মহাবলান্॥ ১৪
দৃষ্ট্বা রথস্থাংস্তান্ শূরান্ সূর্য্যাগ্নিসমতেজসঃ।
সর্বানেব মহেষ্বাসান্ ভ্রাজমানান্ শ্রিয়া বৃতান্॥ ১৫
মহাহবে দীপ্যমানান্ সুবর্ণমুকুটোজ্জ্বলান্।
তত্যজুঃ সমরে ভীমং তব পুত্রা মহাবলাঃ॥১৬
তান্ নামৃষ্যত কৌন্তেয়ো জীবমানা গতা ইতি।
অন্বীয় চ পুনঃ সর্বাংস্তব পুত্রানপীড়য়ৎ॥ ১৭
অথাভিমন্যুং সমরে ভীমসেনেন সঙ্গতম্।
পার্ষতেন চ সম্প্রেক্ষ্য তব সৈন্যে মহারথাঃ॥ ১৮

হইয়া তখন আপনার পুত্র চিত্রসেনের উপর একটি নারাচ প্রহার করিলেন॥ ১১

ভারত! এইরূপ রণভূমিতে স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত অতিশয় তীক্ষ্ণ বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা আপনার অন্য পুত্রদিগকেও তাড়িত করিতে লাগিলেন॥ ১২

মহারাজ! তাহার পর স্বীয় সৈন্যগণকে সর্ব্বপ্রকারে সমরভূমিতে স্থাপিত করিয়া ভীমসেনের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক গমনরত সেই অভিমন্যু প্রভৃতি বার জন মহারথী, যাঁহাদিগকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনার মহাবল পুত্রগণের উপর ধাবিত হইলেন॥ ১৩-১৪

ইঁহারা সকলেই রথের উপর উপবিষ্ট, শৌর্য্যশালী বীর, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মহাধনুর্দ্ধর, উত্তম শোভায় প্রকাশমান, সুবর্ণময় মুকুটে সমুজ্জ্বল এবং দেদীপ্যমান ছিলেন। এই মহাসমরে ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহাবল পুত্রগণ ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন॥ ১৫-১৬

কিন্তু তাঁহারা জীবিত অবস্থায় চলিয়া যাইলেন, ইহা ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখন পুনরায় আপনার পুত্রদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় বাণে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥ ১৭

এদিকে সেই সমরাঙ্গণে অভিমন্যুকে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া সৈন্যমধ্যে আপনার দুর্য্যোধনাদি

দুর্যোধনপ্রভৃতয়ঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
ভৃশমশ্বৈঃ প্রজবিতৈঃ প্রযযুর্যত্র তে রথাঃ ॥ ১৯
অপরাহ্ণে মহারাজ প্রাবর্তত মহারণঃ।
তাবকানাঞ্চ বলিনাং পরেষাঞ্চৈব ভারত ॥ ২০
অভিমন্যুর্বিকর্ণস্য হয়ান্ হত্বা মহাহবে।
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ ॥ ২১
হতাশ্বং রথমুৎসৃজ্য বিকর্ণস্তু মহারথঃ।
আরুরোহ রথং রাজংশ্চিত্রসেনস্য ভারত ॥ ২২
স্থিতাবেকরথে তৌ তু ভ্রাতরৌ কুলবর্ধনৌ।
আর্জুনিঃ শরজালেন চ্ছাদয়ামাস ভারত ॥ ২৩
চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ কার্ষ্ণিং পঞ্চভিরায়সৈঃ।
বিব্যাধ তেন চাকম্পৎ কার্ষ্ণির্মেরুরিব স্থিতঃ ॥ ২৪
দুঃশাসনস্তু সমরে কেকয়ান্ পঞ্চ মারিষ।
যোধয়ামাস রাজেন্দ্র তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৫

মহারথী পুত্রগণ হাতে ধনু ধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত বেগশালী অশ্বসমূহে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে সেই পাণ্ডবপক্ষের বার জন মহারথী বীর বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৮-১৯

মহারাজ! ভরতনন্দন! তখন অপরাহ্ণকালে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের অত্যন্ত বলবান্ যোদ্ধাদিগের মধ্যে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ২০

অভিমন্যু সেই মহাযুদ্ধে বিকর্ণের অশ্বগণকে নিহত করিয়া স্বয়ং বিকর্ণকেও পঁচিশ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

রাজন্! ভরতবংশধর! অশ্ব নিহত হইলে মহারথী বিকর্ণ নিজ রথ ত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ২২

হে ভারত! অর্জুননন্দন অভিমন্যু তখন একরথে উপবিষ্ট সেই দুই বংশবৰ্দ্ধক ভ্রাতাকে স্বীয় বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

চিত্রসেন এবং বিকর্ণও লৌহনির্ম্মিত পাঁচটি বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সেই আঘাতে অর্জুননন্দন অভিমন্যু বিচলিত হইলেন না, বরং মেরুপর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

আর্য্য! রাজেন্দ্র! দুঃশাসন একাকীই সমরভূমিতে পঞ্চ কেকয়রাজকুমারের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহা এক তখন যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২৫

দ্রৌপদেয়া রণে ক্রুদ্ধা দুর্যোধনমবারয়ন্।
শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পুত্রং তব বিশাম্পতে ॥ ২৬
পুত্রোঽপি তব দুর্ধর্ষো দ্রৌপদ্যাস্তনয়ান্ রণে।
সায়কৈর্নিশিতৈ রাজন্নাজঘান পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
তৈশ্চাপি বিদ্ধঃ শুশুভে রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
গিরিঃ প্রস্রবণৈর্যদ্বদ্ গৈরিকাদিবিমিশ্রিতৈঃ ॥ ২৮
ভীষ্মোঽপি সমরে রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
কালয়ামাস বলবান্ পালঃ পশুগণানিব ॥ ২৯
ততো গাণ্ডীবনির্ঘোষঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
দক্ষিণেন বরূথিন্যাঃ পার্থস্যারীন্ বিনিঘ্নতঃ ॥ ৩০
উত্তস্থুঃ সমরে তত্র কবন্ধানি সমন্ততঃ।
কুরূণাঞ্চৈব সৈন্যেষু পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
শোণিতোদং শরাবর্তং গজদ্বীপং হয়োর্মিণম্।
রথনৌভির্নরব্যাঘ্রাঃ প্রতেরুঃ সৈন্যসাগরম্ ॥ ৩২

প্রজানাথ! যুদ্ধে কুপিত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিষধর সর্পতুল্য আকারবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর বাণদ্বারা আপনার পুত্র দুর্যোধনের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ২৬

রাজন্! তখন আপনার দুৰ্দ্ধর্ষ পুত্র দুর্যোধনও তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রণাঙ্গনে দ্রৌপদীর পঞ্চ (প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকীৰ্ত্তি শতানীক ও শ্রুতসেন) পুত্রের উপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রহার করিলেন ॥ ২৭

আবার তাঁহাদের দ্বারাও অত্যন্ত আহত হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন রক্তে পরিপ্লুত হইয়া যাইলেন এবং গেরুয়া প্রভৃতি ধাতুসমূহ মিশ্রিত ঝরণার জলযুক্ত পৰ্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

রাজন্! তদনন্তর বলবান্ ভীষ্মও সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সেইভাবে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন, যেভাবে পশুপালক পশুগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইয়া যায় ॥ ২৯

প্রজনাথ! তদনন্তর শত্রুসংহারে নিরত অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনিও সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণভাগ হইতে উত্থিত হইল ॥ ৩০

ভারত! সেখানে সমরাঙ্গণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে চারিদিকে কবন্ধসমূহ (মুণ্ডহীন শবদেহসমূহ) উঠিতে লাগিল ॥ ৩১

সেখানে সৈন্যবাহিনী একটি সমুদ্রের ন্যায় ছিল। রক্ত তাহার জল, বাণ আবর্ত্ত, হাতী দ্বীপ এবং অশ্ব তরঙ্গের তুল্য

ছিন্নহস্তা বিকবচা বিদেহাশ্চ নরোত্তমাঃ।
দৃশ্যন্তে পতিতাস্তত্র শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৩৩
নিহতৈর্মত্তমাতঙ্গৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ।
ভূর্ভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ পর্বতৈরাচিতা যথা॥ ৩৪
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব তেষাঞ্চ ভারত।
ন তত্রাসীৎ পুমান্ কশ্চিদ্ যো যুদ্ধং নাভিকাঙ্ক্ষতি॥৩৫
এবং যুযুধিরে বীরাঃ প্রার্থয়ানা মহদ্ যশঃ।
তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধমাকাঙ্ক্ষন্তো জয়ং যুধি॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৮

ছিল। রথরূপ নৌকাদ্বারা নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ সেই সৈন্যসাগর পার হইয়া যাইতেছিলেন॥ ৩২

সেখানে শত শত সহস্র সহস্র নরশ্রেষ্ঠ বীরকে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু সৈন্যের হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল, কাহারা আবার কবচহীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং বহু সৈন্যের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিহত হইয়া পতিত মদমত্ত বহু হাতী রক্তে পরিপ্লুত হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারা আবৃত রণভূমি পর্ব্বতব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৩৪

ভারত! আমরা সেখানে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়াছি। তথায় এরূপ কোন পুরুষ ছিলেন না, যিনি যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই॥ ৩৫

এইরূপ মহাযশের প্রার্থী ও যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী আপনার বীর সৈন্যগণ পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন দুর্য্যোধনস্য পরাজয়ঃ, অভিমন্যুনা দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রৈশ্চ সহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাণাং যুদ্ধম্, ষষ্ঠদিবসযুদ্ধ-সমাপ্তিশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজা লোহিতায়তি ভাস্করে
সংগ্রামরভসো ভীমং হন্তুকামোঽভ্যধাবত॥ ১
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য নৃবীরং দৃঢ়বৈরিণম্।
ভীমসেনঃ সুসংক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ২
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো বর্ষপূগাভিবাঞ্ছিতঃ।
অদ্য ত্বাং নিহনিষ্যামি যদি নোৎসৃজসে রণম্॥ ৩
অদ্য কুন্ত্যাঃ পরিক্লেশং বনবাসঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং প্রণেষ্যামি হতে ত্বয়ি॥ ৪
যৎ পুরা মৎসরী ভূত্বা পাণ্ডবানবমন্যসে।
তস্য পাপস্য গান্ধারে পশ্য ব্যসনমাগতম্॥ ৫

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পরাজয়, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের যুদ্ধ এবং ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধ-সমাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তারপর যখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন, তখন যুদ্ধের জন্য উৎসাহী রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন॥ ১

স্বীয় দৃঢ়শত্রু দুর্য্যোধনকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ২

দুর্য্যোধন! আমি বহু বৎসর ধরিয়া যাহার অভিলাষ ও প্রতীক্ষা করিতেছি, সেই অবসর এখন পাইয়াছি। যদি তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে আজই তোমাকে অবশ্যই বিনাশ করিব॥ ৩

মাতা কুন্তীদেবীকে যে ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে; আমরা বনবাসে যে কষ্টভোগ করিয়াছি এবং সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে দুঃখ সহিতে হইয়াছে, তৎসমস্তেরই প্রতিশোধ আজ তোমাকে বধ করিয়া গ্রহণ করিব॥ ৪

গান্ধারীপুত্র! পূর্ব্বে মাৎসর্য্যবশতঃ তুমি যে পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিয়াছ, সেই পাপেরই ফলস্বরূপ এই সঙ্কট আজ তোমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে,—তুমি ইহা অবলোকন কর॥ ৫

কর্ণস্য মতমাস্থায় সৌবলস্য চ যৎ পুরা।
অচিন্ত্য পাণ্ডবান্ কামাদ্ যথেষ্টং কৃতবানসি ॥ ৬
যাচমানঞ্চ যন্মোহাদ্ দাশার্হমবমন্যসে।
উলূকস্য সমাদেশং যদ্ দদাসি চ হৃষ্টবৎ ॥ ৭
তেন ত্বাং নিহনিষ্যামি সানুবন্ধং সবান্ধবম্।
সমীকরিষ্যে তৎ পাপং যৎ পুরা কৃতবানসি ॥৮
এবমুক্ত্বা ধনুর্ঘোরং বিকৃষ্যোদ্‌ভ্রাম্য চাসকৃৎ।
সমাধত্ত শরান্ ঘোরান্ মহাশনিসমপ্রভান্ ॥ ৯
ষড়্‌বিংশতিমথ ক্রুদ্ধো মুমোচাশু সুযোধনে।
জ্বলিতাগ্নিশিখাকারান্ বজ্রকল্পানজিহ্মগান্ ॥ ১০
ততোঽস্য কার্মুকং দ্বাভ্যাং সূতং দ্বাভ্যাঞ্চ বিব্যধে।
চতুর্ভিরশ্বান্ জবনাননয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ১১
দ্বাভ্যাঞ্চ সুবিকৃষ্টাভ্যাং শরাভ্যামরিমর্দনঃ।
ছত্রং চিচ্ছেদ সমরে রাজ্ঞস্তস্য নরোত্তম ॥ ১২
ষড়্‌ভিশ্চ তস্য চিচ্ছেদ জ্বলন্তং ধ্বজমুত্তমম্।
ছিত্ত্বা তঞ্চ ননাদোচ্চৈস্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ১৩
রথাচ্চ স ধ্বজঃ শ্রীমান্ নানারত্নবিভূষিতাৎ।
পপাত সহসা ভূমৌ বিদ্যুজ্জলধরাদিব ॥১৪
জ্বলন্তং সূর্য্যসঙ্কাশং নাগং মণিময়ং শুভম্।
ধ্বজং কুরুপতেশ্ছিন্নং দদৃশুঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥ ১৫
অথৈনং দশভির্বাণৈস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্।
আজঘান রণে বীরং স্ময়ন্নিব মহারথঃ ॥ ১৬
ততঃ স রাজা সিন্ধূনাং রথশ্রেষ্ঠো মহারথঃ।
দুর্য্যোধনস্য জগ্রাহ পার্ষ্ণিং সৎপুরুষৈর্বৃতঃ ॥ ১৭
কৃপশ্চ রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৌরব্যমমিতৌজসম্।
আরোপয়দ্ রথং রাজন্ দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ১৮

পূর্ব্বে কর্ণ ও শকুনির মতকে অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণকে কোনরূপে গণ্য না করত তুমি নিজের ইচ্ছামত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহবশতঃ তাঁহাকেও তিরস্কার করিয়াছ এবং তুমি অতিশয় হর্ষের সহিত উলূকের দ্বারা যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলে, তুমি আমাকে ও আমার সকল ভ্রাতাকে বধ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর, আমি তদনুসারে তোমাকে ভ্রাতৃবৃন্দ, বন্ধুবান্ধব এবং অনুচরবর্গের সহিত অবশ্যই বধ করিব। পূর্ব্বে তুমি যে সকল পাপ করিয়াছ, তৎসমস্তই প্রতিশোধ লইয়া সমান করিয়া দিব ॥ ৬-৮

এই কথা বলিয়া ভীমসেন নিজ ভয়ঙ্কর ধনুটিকে বারংবার ঘুরাইয়া উহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করত বজ্রতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ তাহার উপর স্থাপন করিলেন ॥ ৯

সেই সরলগামী বাণগুলিকে বজ্র ও প্রজ্বলিত অগ্নির শিখাতুল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ। ক্রুদ্ধ ভীমসেন অতিক্রুত এই বাণগুলিকে দুর্য্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১০

তারপর ভীমসেন দুই বাণে দুর্য্যোধনের ধনু ছেদন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন এবং চার বাণে তাহার বেগবান্ অশ্বগুলিকে যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১১

হে নরোত্তম! শত্রুমর্দন ভীমসেন পুনরায় ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত দুইটি বাণে সমরাঙ্গণে রাজা দুর্য্যোধনের ছত্রটিকে কাটিয়া দিলেন ॥ ১২

তারপর তাঁহার স্বীয় প্রভায় উদ্‌ভাসিত উত্তম ধ্বজকে ছয় বাণে খণ্ডিত করিলেন। আপনার পুত্রের সাক্ষাতেই সেই ধ্বজকে ছেদন করিয়া ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

দুর্য্যোধনের নানা রত্নবিভূষিত রথ হইতে এই সৌন্দর্য্যশালী ধ্বজ সহসা ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইলে তখন মনে হইতে লাগিল যে, জলবহনকারী মেঘ হইতে ভূমিতে বিদ্যুৎ নিপতিত হইতেছে ॥ ১৪

সকল ভূপতিগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সেই সূর্য্যতুল্য প্রজ্বলিত ও নাগচিহ্নযুক্ত মণিময় সুন্দর ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন ॥ ১৫

তারপর মহারথী ভীমসেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে রণাঙ্গনে বীরবর দুর্য্যোধনকে দশটি বাণে সেইরূপ আঘাত করিলেন, যেরূপ মাহুত অঙ্কুশদ্বারা গজরাজকে আঘাত করিয়া থাকে ॥ ১৬

তদনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কিছু সৎপুরুষে পরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

রাজন্! এইরূপ রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী কৃপাচার্য্য অমর্ষপূর্ণ অমিততেজস্বী কুরুবংশধর দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন ॥ ১৮

স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো ভীমসেনেন সংযুগে।
নিষসাদ রথোপস্থে রাজন্ দুর্য্যোধনস্তদা ॥ ১৯
পরিবার্য্য ততো ভীমং জেতুকামো জয়দ্রথঃ।
রথৈরনেকসাহস্রৈর্ভীমস্তাবারয়দ্ দিশঃ ॥ ২০
ধৃষ্টকেতুস্ততো রাজন্নভিমন্যুশ্চ বীর্য্যবান্।
কেকয়া দ্রৌপদেয়াশ্চ তব পুত্রানযোধয়ন্ ॥ ২১
চিত্রসেনঃ সুচিত্রশ্চ চিত্রাঙ্গশ্চিত্রদর্শনঃ।
চারুচিত্রঃ সুচারুশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ ॥ ২২
অষ্টাবেতে মহেষ্বাসাঃ সুকুমারা যশস্বিনঃ।
অভিমন্যুরথং রাজন সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥২৩
আজঘান ততস্তূর্ণমভিমন্যুর্মহামনাঃ।
একৈকং পঞ্চভির্বাণৈঃ শিতৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
বজ্রমৃত্যুপ্রতীকাশৈর্বিচিত্রায়ুধনিঃসৃতৈঃ।
অমৃষ্যমাণাস্তে সর্বে সৌভদ্রং রথসত্তমম্ ॥ ২৫

নরেশ্বর! সেই সময় ভীমসেন যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে গুরুতর বাণবিদ্ধ করত ব্যথিত করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন ॥ ১৯

তারপর জয়দ্রথ ভীমসেনকে জয় করিবার বাসনা লইয়া কয়েক হাজার রথের সহিত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং চারিদিক্ দিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ২০

মহারাজ! এই সময় ধৃষ্টকেতু, পরাক্রমশালী অভিমন্যু, পঞ্চ কেকয়রাজকুমার এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

এই যুদ্ধে চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্রদর্শন, চারুচিত্র, সুচারু, নন্দ ও উপনন্দ—এই আট জন যশস্বী, সুকুমার ও মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ অভিমন্যুকে রথের চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন। ২২-২৩

তখন মহামনা অভিমন্যু অতিক্রত আনতপর্ব্বযুক্ত পাঁচটি করিয়া বাণদ্বারা প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

এই সবগুলি বাণই বিচিত্র ধনুদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং সব বাণই বজ্র ও মৃত্যুসদৃশ ভয়ঙ্কর ছিল। এই সমস্ত বাণের আঘাত আপনার পুত্রগণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা মিলিত হইয়া রথিশ্রেষ্ঠ অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে মনে হইতে লাগিল—জলবর্ষী মেঘ মেরুপর্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করিতেছে ॥

ববৃষুর্মার্গণৈস্তীক্ষ্ণৈর্গিরিং মেরুমিবাম্বুদাঃ।
স পীড্যমানঃ সমরে কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ২৬
অভিমন্যুর্মহারাজ তাবকান্ সমকম্পয়ৎ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বজ্রপাণির্মহাসুরান্ ॥ ২৭
বিকর্ণস্য ততো ভল্লান্ প্রেষয়ামাস ভারত।
চতুর্দশরথশ্রেষ্ঠো ঘোরানাশীবিষোপমান্ ॥ ২৮
স তৈর্বিকর্ণস্য রথাৎ পাতয়ামাস বীর্য্যবান্।
ধ্বজং সূতং হয়াংশ্চৈব নৃত্যমান ইবাহবে ॥ ২৯
পুনশ্চান্যান্ শরান্ পীতানকুণ্ঠাগ্রান্ শিলাশিতান্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো বিকর্ণায় মহাবলঃ ॥ ৩০
তে বিকর্ণং সমাসাদ্য কঙ্কবর্হিণবাসসঃ।
ভিত্ত্বা দেহং গতা ভূমিং জ্বলন্ত ইব পন্নগাঃ ॥ ৩১
তে শরা হেমপুঙ্খাগ্রা ব্যদৃশ্যন্ত মহীতলে।
বিকর্ণরুধিরক্লিন্না বমন্ত ইব শোণিতম্ ॥ ৩২

মহারাজ! অভিমন্যু অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন। তিনি রণাঙ্গনে বাণসমূহে পীড়িত হইয়াও আপনার সৈন্যদিগের মধ্যে সেইরূপ কম্পন উৎপন্ন করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে বজ্রধারী ইন্দ্র মহাসুরদিগকেও ভয়ে পীড়িত করিয়াছিলেন ॥ ২৫-২৭

ভারত! তদনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী অভিমন্যু বিকর্ণের উপর সর্পতুল্য আকারবিশিষ্ট চৌদ্দটি ভয়ঙ্কর ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাদ্বারা বিকর্ণের রথ হইতে ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নষ্ট করিয়া ভূপাতিত করিলেন। সেই সময় তিনি যেন যুদ্ধে নৃত্য করিতেছিলেন ॥ ২৮-২৯

তারপর সেই মহাবলী বীর অত্যন্ত কুপিত হইয়া শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত অপ্রতিহতাগ্রভাগযুক্ত অন্য বহু পীতবর্ণের বাণ বিকর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৩০

এই বাণসমূহের পুচ্ছভাগে ময়ূরের পক্ষ সংযোজিত ছিল। ইহারা বিকর্ণের শরীর ভেদ করত মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেখান হইতেও নির্গত হইয়া প্রজ্বলিত সর্পসমূহের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ৩১

এই বাণসমূহের পুচ্ছ ও অগ্রভাগ স্বর্ণময় ছিল। ইহারা বিকর্ণের রক্তে আর্দ্র হইয়া ভূতলে যেন রক্তবমন করিতেছিল বলিয়া দেখা যাইল ॥ ৩২

বিকর্ণং বীক্ষ্য নির্ভিন্নং তস্যৈবাস্যে সহোদরাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সমরে সৌভদ্রপ্রমুখান্ রথান্ ॥ ৩৩
অভিযাত্বা তথৈবান্যান্ রথাংস্তান্ সূর্য্যবর্চসঃ।
অবিধ্যন্ সমরেঽন্যোন্যং সংরব্ধাদ্ যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ৩৪
দুর্মুখঃ শ্রুতকর্মাণং বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ।
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ সারথিঞ্চাস্য সপ্তভিঃ ॥ ৩৫
অশ্বান্ জাম্বূনদৈর্জালৈঃ প্রচ্ছন্নান্ বাতরংহসঃ।
জঘান ষড়্ভিরাসাদ্য সারথিং চাভ্যপাতয়ৎ ॥ ৩৬
স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ শ্রুতকর্মা মহারথঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধো মহোল্কাং জ্বলিতামিব ॥ ৩৭
সা দুর্মুখস্য বিমলং বর্ম ভিত্ত্বা যশস্বিনঃ।
বিদার্য্য প্রাবিশদ্ ভূমিং দীপ্যমানা স্বতেজসা ॥৩৮
তং দৃষ্ট্বা বিরথং তত্র সুতসোমো মহাবলঃ।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং রথমারোপয়ৎ স্বকম্ ॥ ৩৯
শ্রুতকীর্তিস্তথা বীরো জয়ৎসেনং সুতং তব।
অভ্যয়াৎ সমরে রাজন্ হন্তুকামো যশস্বিনম্ ॥ ৪০
তস্য বিক্ষিপতশ্চাপং শ্রুতকীর্তের্মহাত্মনঃ।
চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং জয়ৎসেনঃ সুতস্তব ॥ ৪১
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন প্রহসন্নিব ভারত।
তং দৃষ্ট্বা ছিন্নধন্বানং শতানীকঃ সহোদরম্ ॥ ৪২
অভ্যপদ্যত তেজস্বী সিংহবন্নিনদন্ মুহুঃ।
শতানীকস্তু সমরে দৃঢ়ং বিস্ফার্য্য কার্ম্মুকম্ ॥৪৩
বিব্যাধ দশভিস্তূর্ণং জয়ৎসেনং শিলীমুখৈঃ।
ননাদ সুমহানাদং প্রভিন্ন ইব বারণঃ ॥ ৪৪
অথান্যেন সুতীক্ষ্ণেন সর্বাবরণভেদিনা।
শতানীকো জয়ৎসেনং বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্ ॥ ৪৫
তথা তস্মিন্ বর্তমানে দুষ্কর্ণো ভ্রাতুরন্তিকে।
চিচ্ছেদ সমরে চাপং নাকুলেঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪৬

বিকর্ণকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য সহোদর ভ্রাতারা সমরাঙ্গণে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু প্রভৃতির উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৩৩

তাঁহারা তখন উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা অন্যান্য রথিগণের উপরও, যাঁহারা (অভিমন্যুসদৃশই) সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ছিলেন, তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৪

দুর্মুখ সাতটি শীঘ্রগামী বাণে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া একটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অপর সাতটি বাণে তাঁহার সারথিকে আঘাত করিলেন। ৩৫

ইঁহার অশ্বগুলি বায়ুতুল্য বেগগামী এবং স্বর্ণজালে ভূষিত ছিল। দুর্মুখ এই অশ্বগুলিকে ছয় বাণে নিহত করেন ও সারথিকেও রথ হইতে ভূপাতিত করেন ॥ ৩৬

মহারথী শ্রুতকর্ম্মা অশ্ব নিহত হইলেও সেই রথে অবস্থান করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্মুখের উপর প্রজ্বলিত উল্কাতুল্য একটি শক্তি নিক্ষেপ করেন ॥ ৩৭

স্বীয় তেজে দেদীপ্যমানা এই শক্তি যশস্বী দুর্মুখের নির্ম্মল কবচকে ভেদ করিয়া পৃথিবীকে বিদীর্ণ করত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩৮

মহারথী সুতসোম স্ব-ভ্রাতা শ্রুতকর্ম্মাকে যুদ্ধে রথহীন হইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণের সাক্ষাতেই নিজ রথে তুলিয়া লইলেন ॥৩৯

রাজন্! এইরূপ বীরবর শ্রুতকীর্ত্তি যুদ্ধস্থলে আপনার যশস্বী পুত্র জয়ৎসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪০

ভারত! শ্রুতকীর্ত্তি যখন অতিশয় বেগে স্বীয় বিশাল ধনুর গম্ভীর টঙ্কারধ্বনি করিতেছিলেন, সেই সময় রণাঙ্গনে আপনার পুত্র জয়ৎসেন হাসিতে হাসিতেই একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণে অতি-দ্রুত তাঁহার ধনুটিকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥

স্বীয় ভ্রাতার ধনুটিকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া তেজস্বী শতানীক বারংবার সিংহতুল্য গর্জ্জন করিতে করিতে সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥

শতানীক রণাঙ্গনে স্বীয় ধনু বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অতি সত্বর দশটি বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর তিনি মদবর্ষী গজরাজের ন্যায় অতি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪৪

অনন্তর সমস্ত আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ অপর একটি তীক্ষ্ণ বাণে শতানীক জয়ৎসেনের বক্ষঃস্থলে গুরুতররূপে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৫

তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত ভ্রাতা দুষ্কর্ণ ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন সমরাঙ্গণে নকুলপুত্র শতানীকের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ৪৬

অথান্যদ্ ধনুরাদায় ভারসাহমনুত্তমম্।
সমাদত্ত শরান্ ঘোরান্ শতানীকো মহাবলঃ॥ ৪৭
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চামন্ত্র্য দুষ্কর্ণং ভ্রাতুরগ্রতঃ।
মুমোচাস্মৈ শিতান্ বাণান্ জ্বলিতান্ পন্নগানিব॥ ৪৮
ততোঽস্য ধনুরেকেন দ্বাভ্যাং সূতঞ্চ মারিষ।
চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং তঞ্চ বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥ ৪৯
অশ্বান্ মনোজবাংস্তস্য কর্বুরান্ বাতরংহসঃ।
জঘান নিশিতৈস্তূর্ণং সর্বান্ দ্বাদশভিঃ শরৈঃ॥ ৫০
অথাপরেণ ভল্লেন সুযুক্তেনাশুপাতিনা।
দুষ্কর্ণং সুদৃঢ়ং ক্রুদ্ধো বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্॥ ৫১
স পপাত ততো ভূমৌ বজ্রাহত ইব দ্রুমঃ।
দুষ্কর্ণং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা পঞ্চ রাজন্ মহারথাঃ॥ ৫২
জিঘাংসন্তঃ শতানীকং সর্বতঃ পর্য্যবারয়ন্।
ছাদ্যমানং শরব্রাতৈঃ শতানীকং যশস্বিনম্॥ ৫৩

তারপর মহাবল শতানীক ভার সহ্য করিতে সমর্থ অপর একটি সর্ব্বোত্তম ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ যোজনা করিলেন॥ ৪৭

তিনি ভ্রাতার সম্মুখেই দুষ্কর্ণকে "দাঁড়াও, দাঁড়াও" এই কথা বলিয়া তাঁহার উপর প্রজ্বলিত সর্পতুল্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন॥ ৪৮

আর্য্য! তারপর তিনি এক বাণে উঁহার ধনু ছেদন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন এবং অপর সাত বাণে সেই সমরাঙ্গণে স্বয়ং দুষ্কর্ণকেও আহত করিলেন॥ ৪৯

দুষ্কর্ণের অশ্বগুলি মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী ছিল এবং কর্বুর-সদৃশ শুভ্রবর্ণ ছিল। শতানীক বারটি সেই সব অশ্বকে অতি সত্বর নিহত করিলেন॥ ৫০

তারপর লক্ষ্যবস্তুকে শীঘ্র ভূপাতিত করিতে সমর্থ ভল্ল-নামক একটি বাণকে উত্তমরূপে প্রয়োগ করিয়া ক্রুদ্ধ শতানীক দুষ্কর্ণের হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করিলেন॥ ৫১

ইহাতে দুষ্কর্ণ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাজন্! দুষ্কর্ণকে আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া পঞ্চ মহারথী বীর শতানীককে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন॥

তাঁহাদের বাণসমূহে শতানীককে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ সেই পঞ্চ মহারথীর দিকে ধাবিত হইলেন॥

অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ কেকয়াঃ পঞ্চ সোদরাঃ।
তানভ্যাপততঃ প্রেক্ষ্য তব পুত্রা মহারথাঃ॥ ৫৪
প্রত্যুদ্যযুর্মহারাজ গজানিব মহাগজাঃ।
দুর্মুখো দুর্জয়শ্চৈব তথা দুর্মর্ষণো যুবা॥ ৫৫
শত্রুঞ্জয়ঃ শত্রুসহঃ সর্বে ক্রুদ্ধা যশস্বিনঃ।
প্রত্যুদ্যাতা মহারাজ কেকয়ান্ ভ্রাতরঃ সমম্॥ ৫৬
রথৈর্নগরসঙ্কাশৈর্হয়ৈর্যুক্তৈর্মনোজবৈঃ।
নানাবর্ণবিচিত্রাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতৈঃ॥ ৫৭
বরচাপধরা বীরা বিচিত্রকবচধ্বজাঃ।
বিবিশুস্তে পরং সৈন্যং সিংহা ইব বনাদ্ বনম্॥ ৫৮
তেষাং সুতুমুলং যুদ্ধং ব্যতিষক্তরথদ্বিপম্।
অবর্ত্তত মহারৌদ্রং নিঘ্নতামিতরেতরম্॥ ৫৯
অন্যোন্যাগস্কৃতাং রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্।
মুহূর্তাস্তমিতে সূর্য্যে চক্রুর্যুদ্ধং সুদারুণম্॥ ৬০

মহারাজ! তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহারথী পুত্রগণ তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য গজরাজগণের অপর গজরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হওয়ার ন্যায় অগ্রসর হইলেন॥

নরেশ্বর! দুর্মুখ, দুর্জয়, যুবক বীর দুর্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ—এই সব যশস্বী বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমা-বৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য একত্রে সমবেতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ৫১-৫৬

তাঁহাদের রথগুলি নগরসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে মনের ন্যায় বেগগামী অশ্ব যোজিত ছিল। নানা বর্ণের চিত্রযুক্ত পতাকাসমূহে এই রথগুলি অলঙ্কৃত ছিল। এইরূপ রথে আরোহণ করিয়া সুন্দর ধনু ধারণকরত বিচিত্র কবচ ও ধ্বজসমূহে সুশোভিত সেই বীরগণ শত্রুসৈন্যের মধ্যে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেভাবে সিংহগণ এক বন হইতে অন্য বনে প্রবেশ করিয়া থাকে॥ ৫৭-৫৮

তারপর পরস্পর পরস্পরের উপর প্রহাররত সেই সব মহারথী বীরগণের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে রথ রথের সহিত এবং হস্তী হস্তীর সহিত মিলিত হইল॥৫৯

রাজন্! পরস্পর পরস্পরের সহিত ক্রোধভরে প্রহাররত সেই মহারথী বীরগণের এই যুদ্ধ যমরাজ্যের বৃদ্ধিকর ছিল। সূর্য্যাস্ত হইবার মুহূর্ত্তকাল পর পর্য্যন্তও এই অতিশয় নিদারুণ যুদ্ধ চলিয়াছিল॥ ৬০

রথিনঃ সাদিনশ্চাথ ব্যকীর্যন্ত সহস্রশঃ।
ততঃ শান্তনবঃ ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৬১
নাশয়ামাস সেনাং তাং ভীষ্মস্তেষাং মহাত্মনাম্।
পঞ্চালানাঞ্চ সৈন্যানি শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৬২
এবং ভিত্ত্বা মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
কৃত্বাবহারং সৈন্যানাং যযৌ স্বশিবিরং নৃপ ॥ ৬৩
(নাশয়ামাসতুর্বীরৌ ধৃষ্টদ্যুম্নবৃকোদরৌ।
কৌরবাণামনীকানি শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥)

ধর্মরাজোঽপি সম্প্রেক্ষ্য ধৃষ্টদ্যুম্নবৃকোদরৌ।
মূর্দ্ধি চৈতাবুপাঘ্রায় প্রহৃষ্টঃ শিবিরং যযৌ ॥ ৬৪
(অর্জুনো বাসুদেবশ্চ কৌরবাণামনীকিনীম্।
হত্বা বিদ্রাব্য চ শরৈঃ শিবিরায়ৈব জগ্মতুঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠদিবসাবহারে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র রথী ও অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রাণহীন অবস্থায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা সেই মহাত্মা বীরগণের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে তিনি পাঞ্চালদেশীয় বহু সৈন্যকেই যমলোকে প্রেরণ করিলেন ৬১-৬২

নরেশ্বর! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম এইভাবে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া নিজ শিবিরে গমন করিলেন। ৬৩

(এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন—এই উভয় বীরই আনত-পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে কৌরবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।)

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন এই উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ করত অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে শিবির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৪

(অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসৈন্যদিগকে বাণদ্বারা বিনাশ করিতে করিতে তাহাদিগকে রণভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া শিবিরে বিশ্রামের জন্য গমন করিলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধসমাপন-বিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[দুর্য্যোধনায় ভীষ্মস্যাশ্বাসদানম্, সপ্তমদিনযুদ্ধায় কৌরবসৈন্যানাং প্রস্থানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
অথ শূরা মহারাজ পরস্পরকৃতাগসঃ।
জগ্মুঃ স্বশিবিরাণ্যেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ১
বিশ্রম্য চ যথান্যায়ং পূজয়িত্বা পরস্পরম্।
সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যন্ত ভূয়ো যুদ্ধচিকীর্ষয়া ॥ ২
ততস্তব সুতো রাজংশ্চিন্তয়াভিপরিপ্লুতঃ।
বিস্রবচ্ছোণিতাক্তাঙ্গঃ পপ্রচ্ছেদং পিতামহম্ ॥ ৩

অশীতিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে আশ্বাসদান এবং সপ্তমদিনের যুদ্ধের জন্য কৌরব সৈন্যের প্রস্থান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই সব বীরগণ রক্তে লিপ্ত হইয়া নিজ নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ১

বিধি অনুসারে বিশ্রাম করত পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে ইহারা সকলে পুনরায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সজ্জিত হইলেন দেখা যাইল ॥ ২

রাজন্! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বদেহ হইতে প্রবাহিত রক্তধারায় পরিপ্লুত অবস্থায় চিন্তামগ্ন হইয়া পিতামহ ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

সৈন্যানি রৌদ্রাণি ভয়ানকানি
 ব্যূঢ়ানি সম্যগ্ বহুলধ্বজানি
বিদার্য্য হত্বা চ নিপীড্য শূরা—
 স্তে পাণ্ডবানাং ত্বরিতা মহারথাঃ ॥ ৪

সম্মোহ্য সর্বান্ যুধি কীর্তিমন্তো
 ব্যূহঞ্চ তং মকরং বজ্রকল্পম্।
প্রবিশ্য ভীমেন রণে হতোঽস্মি
 ঘোরৈঃ শরৈর্মৃত্যুদণ্ডপ্রকাশৈঃ ॥ ৫

ক্রুদ্ধং তমুদ্বীক্ষ্য ভয়েন রাজন্
 সম্মূর্চ্ছিতো ন লভে শান্তিমদ্য।
ইচ্ছে প্রসাদাৎ তব সত্যসন্ধ
 প্রাপ্তুং জয়ং পাণ্ডবেয়াংশ্চ হন্তুম্ ॥ ৬

তেনৈবমুক্তঃ প্রহসন্ মহাত্মা
 দুর্য্যোধনং মন্যুগতং বিদিত্বা।
তং প্রত্যুবাচাবিমনা মনস্বী
 গঙ্গাসুতঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৭

পিতামহ! আমার সৈন্যগণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং উগ্রমূর্ত্তি। তাহাদের ব্যূহরচনাও সর্ব্বোত্তম। ইহাদের মধ্যে ধ্বজের সংখ্যাও বহু। তথাপি পাণ্ডবগণের বীরবর মহারথীরা এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত তীব্রবেগে আমার সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিয়া, নিহত করিয়া এবং পীড়িত করিয়া চালিয়া যায় ॥ ৪

তাহারা যুদ্ধে সকলকে মোহিত করিয়া নিজ কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। দেখুন, ভীমসেন বজ্রতুল্য দুর্ভেদ্য মকরব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে ॥ ৫

রাজন্! ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠি। আজ আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতামহ! আমি আপনারই কৃপাতে পাণ্ডবগণকে বধ করিতে এবং তাহাদের উপর বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৬

দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর এবং তাঁহাকে ক্রোধপূর্ণ জানিয়া শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনস্বী মহাত্মা গঙ্গানন্দন ভীষ্ম হাস্য করিতে করিতে প্রসন্নমনে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭

পরেণ যত্নেন বিগাহ্য সেনাং
 সর্বাত্মনাহং তব রাজপুত্র।
ইচ্ছামি দাতুং বিজয়ং সুখঞ্চ
 ন চাত্মানং ছাদয়েঽহং ত্বদর্থে ॥ ৮

এতে তু রৌদ্রা বহবো মহারথা
 যশস্বিনঃ শূরতমাঃ কৃতাস্ত্রাঃ।
যে পাণ্ডবানাং সমরে সহায়া
 জিতক্লমা রোষবিষং বমন্তি ॥ ৯

তে নৈব শক্যাঃ সহসা বিজেতুং
 বীর্য্যোদ্ধতাঃ কৃতবৈরাস্ত্বয়া চ।
অহং সেনাং প্রতিযোৎস্যামি রাজন্
 সর্বাত্মনা জীবিতং ত্যজ্য বীর ॥ ১০

রণে তবার্থায় মহানুভাব
 ন জীবিতং রক্ষ্যতমং মমাদ্য।
সর্বাংস্তবার্থায় সদেবদৈত্যান্
 ঘোরান্ দহেয়ং কিমু শত্রুসেনাম্ ॥ ১১

রাজকুমার! আমি নিজের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত পাণ্ডবগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করত তোমাকে বিজয় ও সুখপ্রদান করিতে অভিলাষী। আমি তোমার জন্য নিজেকে কোনরূপ গোপন করিয়া রাখি নাই ॥ ৮

যাহারা সমরাঙ্গণে পাণ্ডবগণের সহায়ক, তাহারা সকলেই বীর মহারথী, অতিশয় ভয়ঙ্কর, পরম শৌর্য্যশালী, শস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও যশস্বী। তাহারা ক্লান্তিকে জয় করিয়াছে এবং আমাদের উপর রোষরূপ বিষ উদ্‌গিরণ করিতেছে ॥ ৯

ইহারা বল ও পরাক্রমে প্রচণ্ড এবং তোমার সহিত শত্রুতা-বদ্ধ। ইহাদিগকে সহসা পরাজিত করা সম্ভব হইবে না। বীরবর রাজন্ দুর্য্যোধন! আমি সর্ব্বপ্রকারে স্বীয় প্রাণের মায়া ত্যাগ করত পাণ্ডবগণের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১০

মহানুভব! তোমার কার্য্যের সিদ্ধির জন্য এখন যুদ্ধে আমার প্রাণরক্ষাকেও আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। আমি তোমার মনোরথ পূরণের জন্য দেবগণের সহিত সমস্ত ভয়ঙ্কর দৈত্যদিগকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ; সুতরাং শত্রুসৈন্যগণের সম্বন্ধে আর কি বলিবার আছে? ১১

তান্ পাণ্ডবান্ যোধয়িষ্যামি রাজন্
প্রিয়ঞ্চ তে সর্বমহং করিষ্যে।
শ্রুত্বৈব চৈতদ্ বচনং তদানীং
দুর্য্যোধনঃ প্রীতমনা বভূব ॥ ১২
সর্বাণি সৈন্যানি ততঃ প্রহৃষ্টো
নির্গচ্ছতেত্যাহ নৃপাংশ্চ সর্বান্।
তদাজ্ঞয়া তানি বিনির্যযুর্হি তং
গজাশ্বপাদাতরথাযুতানি ॥ ১৩
প্রহর্ষযুক্তানি তু তানি রাজন্
মহান্তি নানাবিধশস্ত্রবন্তি।
স্থিতানি নাগাশ্বপদাতিমন্তি
বিরেজুরাজৌ তব রাজন্ বলানি ॥ ১৪
শস্ত্রাস্ত্রবিদ্ভির্নরবীরযোধৈ-
রধিষ্ঠিতাঃ সৈন্যগণাস্ত্বদীয়াঃ।
রথৌঘপাদাতগজাশ্বসঙ্ঘৈঃ
প্রয়াস্তরাজৌ বিধিবৎ প্রণুন্নৈঃ ॥ ১৫
সমুদ্ধতং বৈ তরুণার্কবর্ণং
রজো বভৌ চ্ছাদয়ন্ সূর্য্যরশ্মীন্।
রেজুঃ পতাকা রথদন্তিসংস্থা
বাতেরিতা ভ্রাম্যমাণাঃ সমন্তাৎ ॥ ১৬
নানারঙ্গাঃ সমরে তত্র রাজন্
মেঘৈর্যুতা বিদ্যুতঃ খে যথৈব।
বৃন্দৈঃ স্থিতাশ্চাপি সুসম্প্রযুক্তা-
শ্চকাশিরে দন্তিগণাঃ সমন্তাৎ ॥ ১৭
ধনূংষি বিস্ফারয়তাং নৃপাণাং
বভূব শব্দস্তুমুলোঽতিঘোরঃ।
বিমথ্যতো দেবমহাসুরৌঘৈ-
র্যথার্ণবস্যাদিযুগে তদানীম্ ॥ ১৮
তদুগ্রনাগং বহুরূপবর্ণং
তবাত্মজানাং সমুদীর্ণমেবম্।
বভূব সৈন্যং রিপুসৈন্যহন্তৃ
যুগান্তমেঘৌঘনিভং তদানীম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মদুর্য্যোধন-
সংবাদে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

রাজন্! আমি সেই পাণ্ডবগণের সহিতও যুদ্ধ করিব এবং তোমার সম্পূর্ণ প্রিয় কার্য্য করিব। সেই সময় ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ১২

তদনন্তর দুর্য্যোধন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সমস্ত রাজগণকে ও সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে বলিলেন,—যুদ্ধের জন্য নির্গত হও। রাজা দুর্য্যোধনের আজ্ঞা পাইয়া সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথসমূহে পূর্ণ সমস্ত সৈন্য দ্রুত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইল। ১৩

মহারাজ! আপনার এই বিশাল সৈন্যবাহিনী নানাপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত ও অতিশয় আনন্দে যুক্ত ছিল। রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসকলে পূর্ণ রণভূমিতে স্থিত সেই সৈন্যগণের অতিশয় শোভা হইতেছিল। ১৪

আপনার সকল সেনাপতিই অস্ত্রশস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ও নরবীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বিধি অনুসারে অনুশাসিত হইয়া রথসমূহ, পদাতি, হস্তী ও অশ্বগণ যখন যুদ্ধভূমিতে যাইতে লাগিল, তখন তাহাদের পদসমুত্থিত ধূলি সূর্য্যের কিরণাবলিকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রাতঃকালীন সূর্য্যের কিরণতুল্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকিল। রথসমূহে ও হস্তিসমূহে স্থিত পতাকাগুলি চারিদিকে বায়ুর প্রেরণায় উড়িতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ১৫-১৬

রাজন্! যেরূপ আকাশে মেঘের সহিত বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে চারিদিকে বিভিন্ন বর্ণের দণ্ডশোভিত হস্তিসমূহের এক একটি দল শোভিত হইতেছিল। ইহারা সুন্দরভাবে সমরাঙ্গণে চালিত হইতেছিল। ১৭

যেরূপ আদিযুগে (সত্যযুগে) দেবতা ও দৈত্যগণের দ্বারা সমুদ্রমন্থনের সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছিল, সেইরূপ এই সময় যুদ্ধস্থলে নিজ নিজ ধনুর টঙ্কারধ্বনিকারী রাজগণের অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছিল। ১৮

মহারাজ! আপনার পুত্রদিগের এই সৈন্যবাহিনী ভয়ঙ্কর গজরাজসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা বিভিন্ন রূপ ও বর্ণবিশিষ্ট ছিল এবং তাহাদের বেগ ক্রমবর্দ্ধমান ছিল। সেই সময় প্রলয়কালীন মেঘসমূদয়ের ন্যায় শত্রুসেনাকে সংহার করিতে সমর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্ম-দুর্য্যোধনসংবাদবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[সপ্তমদিবসযুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং মণ্ডল-বজ্রব্যূহৌ নির্ম্মায় ভীষণ-সংগ্রামঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

অথাত্মজং তব পুনর্গাঙ্গেয়ো ধ্যানমাস্থিতম্ ।
অব্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রহর্ষকরং বচঃ ॥ ১
অহং দ্রোণশ্চ শল্যশ্চ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ ভগদত্তোঽথ সৌবলঃ ॥ ২
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ বাহ্লীকঃ সহ বাহ্লিকৈঃ
ত্রিগর্তরাজো বলবান্ মাগধশ্চ সুদুর্জয়ঃ ॥ ৩
বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যশ্চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ ।
রথাশ্চ বহুসাহস্রাঃ শোভনাশ্চ মহাধ্বজাঃ ॥ ৪
দেশজাশ্চ হয়া রাজন্ স্বারূঢ়া হয়সাদিভিঃ ।
গজেন্দ্রাশ্চ মদোদ্বৃত্তাঃ প্রভিন্নকরটামুখাঃ ॥ ৫
পাদাতাশ্চ তথা শূরা নানাপ্রহরণধ্বজাঃ ।
নানাদেশসমুৎপন্নাস্তদর্থে যোদ্ধুমুদ্যতা ॥ ৬
এতে চান্যে চ বহবস্তদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
দেবানপি রণে জেতুং সমর্থা ইতি মে মতিঃ ॥ ৭
অবশ্যং হি ময়া রাজংস্তব বাচ্যং হিতং সদা ।
অশক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৮
বাসুদেবসহায়াশ্চ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ ।
সর্বথাহং তু রাজেন্দ্র করিষ্যে বচনং তব ॥ ৯
পাণ্ডবাংশ্চ রণে জেষ্যে মাং বা জেষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ ।
এবমুক্ত্বা দদাবস্মৈ বিশল্যকরণীং শুভাম্ ॥ ১০
ঔষধীং বীর্য্যসম্পন্নাং বিশল্যশ্চাভবৎ তদা ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে স্বেন সৈন্যেন বীর্য্যবান্ ॥ ১১
অব্যূহত স্বয়ং ব্যূহং ভীষ্মো ব্যূহবিশারদঃ ।
মণ্ডলং মনুজশ্রেষ্ঠো নানাশস্ত্রসমাকুলম্ ॥ ১২
সম্পূর্ণং যোধমুখ্যৈশ্চ তথা দন্তিপদাতিভিঃ ।
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥ ১৩

একাশীতিতম অধ্যায় ।

[সপ্তম দিবসের যুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যগণের মণ্ডল ও বজ্রব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভীষণ সঙ্ঘর্ষ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তাঁহাকে পুনরায় হর্ষবর্দ্ধনকর এই বাক্য বলিলেন ॥

রাজন্! আমি, দ্রোণাচার্য্য, শল্য, যদুবংশের কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভগদত্ত, সুবলপুত্র শকুনি, অবন্তিদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, বাহ্লীকদেশীয় বীরগণের সহিত রাজা বাহ্লীক, বলবান্ ত্রিগর্ত্তরাজ, অত্যন্ত দুর্জ্জয় মগধপতি, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও বিশাল ধ্বজশোভিত পরমসুন্দর কয়েক হাজার রথ, অশ্বারোহীতে পূর্ণ দেশীয় অশ্বসকল, গণ্ডস্থল হইতে মদধারাবাহী মদোন্মত্ত গজরাজগণ এবং বিবিধ অস্ত্র ধ্বজধারণকারী বিভিন্ন দেশীয় শূরবীর পদাতিক সৈন্যবাহিনী তোমার জন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যত ॥ ২-৬

ইঁহারা এবং আরও বহু এরূপ সৈন্য আছে, যাহারা তোমার জন্য নিজ নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। আমার ত' এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে দেবতাগণকেও জয় করিতে সমর্থ ॥ ৭

রাজন্! আমার পক্ষে সর্ব্বদা তোমার হিতকর বাক্যই বলা উচিত; সেইজন্য বলিতেছি যে, পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রসহ সমগ্র দেবতাবৃন্দও জয় করিতে সমর্থ নন্ ॥ ৮

রাজেন্দ্র! একে ত' তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, তাহার উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহাদের সহায়ক, (অতএব ইহাদিগকে জয় করা অসম্ভব), তথাপি আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার বাক্য পালন করিব ॥ ৯

আমি হয় পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয় করিব, অথবা পাণ্ডবেরাই আমাকে জয় করিবে—এই কথা বলিয়া ভীষ্ম বিশল্যকরণী নামে শুভ ও শক্তিশালিনী ওষধি প্রদান করিলেন। সেই সময় এই ঔষধির প্রভাবে দুর্য্যোধনের দেহে প্রবিষ্ট বাণসমূহ পীড়াদান করিয়াই নির্গত হইল এবং আঘাতজনিত ক্ষত ও তাহার কষ্ট হইতে দুর্য্যোধন মুক্ত হইলেন ॥

তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাতকালে ব্যূহবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী ভীষ্ম স্বীয় সৈন্যগণের দ্বারা স্বয়ংই নানাশাস্ত্রে পূর্ণ মণ্ডলনামক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ১০-১২

এই ব্যূহ হস্তী ও পদাতি প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণে পরিব্যাপ্ত ছিল। কয়েক হাজার রথী সৈন্যদ্বারা উহা চারিদিকে আবৃত ছিল ॥ ১৩

অশ্ববৃন্দৈর্মহদ্ভিশ্চ ঋষ্টি-তোমরধারিভিঃ।
নাগে নাগে রথাঃ সপ্ত সপ্ত চাশ্বা রথে রথে ॥ ১৪
অন্বশ্বং দশ ধানুষ্কা ধানুষ্কে দশ চর্মিণঃ।
এবং বূ্যঢ়ং মহারাজ তব সৈন্যং মহারথৈঃ ॥ ১৫
স্থিতং রণায় মহতে ভীষ্মেণ যুধি পালিতম্।
দশাশ্বানাং সহস্রাণি দন্তিনাঞ্চ তথৈব চ ॥ ১৬
রথানামযুতং চাপি পুত্রাশ্চ তব দংশিতাঃ।
চিত্রসেনাদয়ঃ শূরা অভ্যরক্ষন্ পিতামহম্ ॥ ১৭
রক্ষ্যমাণঃ স তৈঃ শূরৈর্গোপ্যমানাশ্চ তেন তে।
সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যন্ত রাজানশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১৮
দুর্য্যোধনস্তু সমরে দংশিতো রথমাস্থিতঃ।
ব্যরাজত শ্রিয়া জুষ্টো যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৯
ততঃ শব্দো মহানাসীৎ পুত্রাণাং তব ভারত।
রথঘোষশ্চ বিপুলো বাদিত্রাণাঞ্চ নিস্বনঃ ॥ ২০

ঋষ্টি ও তোমারধারী অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের বিরাট্ দলে এই ব্যূহ পূর্ণ ছিল। এক একটি হস্তীর পশ্চাতে সাত সাতটি করিয়া রথ ছিল। এইরূপ এক একটি রথের পশ্চাতে সাত সাত জন করিয়া অশ্বারোহী যোদ্ধা, প্রত্যেক অশ্বারোহীর পশ্চাতে দশজন করিয়া ধনুর্দ্ধর এবং প্রত্যেক ধনুর্দ্ধরের পশ্চাতে দশজন করিয়া ঢাল তরবারিধারী বীর যোদ্ধা ছিল ॥

মহারাজ! এইরূপ মহারথী বীরগণের দ্বারা ব্যূহবদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল এবং ভীষ্ম রণক্ষেত্রে তাহাদের রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

এইভাবে সেখানে দশ হাজার অশ্ব, দশ হাজার হাতী, দশ হাজার রথ এবং আপনার চিত্রসেনাদি বীর পুত্রগণ কবচ ধারণ করত পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৪-১৭

এই সব বীরগণে ভীষ্ম সুরক্ষিত ছিলেন এবং ভীষ্মও আবার তাঁহাদের সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেস্থলে বহু মহাবল রাজা যুদ্ধের জন্য কবচধারণ করত সজ্জিত হইয়া আছেন—দেখা যাইল। ১৮

সৌন্দর্য্যমণ্ডিত রাজা দুর্য্যোধনও যুদ্ধস্থলে কবচধারণ করত রথে আরোহণ করিয়া সেরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে স্বীয় দিব্য প্রভায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥১৯

ভারত! তদনন্তর আপনার পুত্রগণের মহান্ সিংহনাদ শব্দ হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে রথ ও বাদ্যসমূহেরও গম্ভীর শব্দ সমুত্থিত হইল। ২০

ভীষ্মেণ ধার্তরাষ্ট্রাণাং ব্যূঢ়ঃ প্রত্যঙ্মুখো যুধি।
মণ্ডলঃ স মহাব্যূহো দুর্ভেদ্যোঽমিত্রঘাতনঃ ॥ ২১
সর্বতঃ শুশুভে রাজন্ রণেঽরীণাং দুরাসদঃ।
মণ্ডলং তু সমালোক্য ব্যূহং পরমদুর্জয়ম্ ॥ ২২
স্বয়ং যুধিষ্ঠিরো রাজা বজ্রং ব্যূহমথাকরোৎ।
তথা ব্যূঢ়েষ্বনীকেষু যথাস্থানমবস্থিতাঃ ॥ ২৩
রথিনঃ সাদিনঃ সর্বে সিংহনাদমথানদন্।
বিভিৎসবস্ততো ব্যূহং নির্যযুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৪
ইতরেতরতঃ শূরাঃ সহসৈন্যাঃ প্রহারিণঃ।
ভারদ্বাজো যযৌ মৎস্যং দ্রৌণিশ্চাপি শিখণ্ডিনম্ ॥২৫
স্বয়ং দুর্য্যোধনো রাজা পার্ষতং সমুপাদ্রবৎ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ মদ্ররাজানমীয়তুঃ ॥ ২৬
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যাবিরাবন্তমভিদ্রুতৌ।
সর্বে নৃপাস্তু সমরে ধনঞ্জয়মযোধয়ন্ ॥ ২৭

ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে কৌরবসৈন্যগণের পশ্চিমাভিমুখে ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। এই মণ্ডলনামক মহাব্যূহ দুর্ভেদ্য ও শত্রুসংহারক ছিল। ২১

রাজন্! সেই রণাঙ্গনে সর্ব্বদিকে এই ব্যূহের অতিশয় শোভা প্রকাশিত হইতেছিল। ইহা শত্রুগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে দুর্গম ছিল। কৌরবগণের অত্যন্ত দুর্জয় মণ্ডলব্যূহকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং স্বীয় সৈন্যগণের জন্য বজ্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন ॥

এইভাবে সৈন্যদের ব্যূহরচনা শেষ হইলে যথাযথ স্থানে স্থিত রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি সমস্ত সৈন্যগণই সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥

তাহার পর প্রহার করিতে অভিজ্ঞ সমস্ত বীর যোদ্ধারা পরস্পরের ব্যূহ ভেদ করিতে এবং পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥

তখন দ্রোণাচার্য্য বিরাটের দিকে এবং অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর দিকে ধাবিত হইলেন। স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন দ্রুপদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

নকুল ও সহদেব নিজের মামা মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন। অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

অন্যান্য সমস্ত নরপতিগণ তখন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন যুদ্ধে বিচরণ করিতে করিতে কৃতবর্ম্মাকে

ভীমসেনো রণে যান্তং হার্দিক্যং সমবারয়ৎ।
চিত্রসেনং বিকর্ণঞ্চ তথা দুর্মর্ষণং বিভুঃ॥ ২৮
আর্জুনিঃ সমরে রাজংস্তব পুত্রানযোধয়ৎ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষো মহেম্বাসো হৈড়িম্বং রাক্ষসোত্তমম্॥২৯
অভিদুদ্রাব বেগেন মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্।
অলম্বুষস্তদা রাজন্ সাত্যকিং যুদ্ধদুর্মদম্॥ ৩০
সসৈন্যং সমরে ক্রুদ্ধো রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ।
ভূরিশ্রবা রণে যত্তো ধৃষ্টকেতুমযোধয়ৎ॥ ৩১
শ্রুতায়ুষঞ্চ রাজানং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
চেকিতানশ্চ সমরে কৃপমেবান্বযোধয়ৎ॥ ৩২
শেষাঃ প্রতিযযুর্যত্তা ভীষ্মমেব মহারথম্।
ততো রাজসমূহাস্তে পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম॥ ৩৩
শক্তি-তোমর-নারাচ-গদা-পরিঘপাণয়ঃ।
অর্জুনোঽথ ভৃশং ক্রুদ্ধো বার্ষ্ণেয়মিদমব্রবীৎ॥ ৩৪

নিবারিত করিলেন। রাজন্! শক্তিশালী অর্জুননন্দন অভিমন্যু সংগ্রামভূমিতে আপনার তিন পুত্র চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত তীব্রবেগে রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচের উপর আক্রমণ করিলেন। তাহাতে মনে হইল—কোন মদমত্ত হস্তী অপর এক মদমত্ত হস্তীর উপর আক্রমণ করিল।

রাজন্! সেই সময় রাক্ষস অলম্বুষ যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম-রত্ত সাত্যকির উপর ক্রোধভরে ধাবিত হইয়া আক্রমণ করিল॥

ভূরিশ্রবা রণভূমিতে যত্নসহকারে ধৃষ্টকেতুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা শ্রুতায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥

চেকিতান রণাঙ্গনে কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশিষ্ট যোদ্ধারা যত্নসহকারে মহারথী ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন॥

তারপর আপনার পক্ষের সেই রাজারা কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে সর্ব্বদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতে শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি ছিল॥

তাহার পর অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—মাধব! যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধনের এই সৈন্যগণকে অবলোকন করুন, ব্যূহসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহাত্মা গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ইহাদের ব্যূহ রচনা করিয়াছেন॥ ২২-৩৫

পশ্য মাধব সৈন্যানি ধার্তরাষ্ট্রস্য সংযুগে।
ব্যূঢানি ব্যূহবিদুষা গাঙ্গেয়েন মহাত্মনা॥ ৩৫
যুদ্ধাভিকামান্ শূরাংশ্চ পশ্য মাধব দংশিতান্।
ত্রিগর্তরাজং সহিতং ভ্রাতৃভিঃ পশ্য কেশব॥ ৩৬
অদ্যৈতান্ নাশয়িষ্যামি পশ্যতস্তে জনার্দন।
য ইমে মাং যদুশ্রেষ্ঠ যোদ্ধুকামা রণাজিরে॥ ৩৭
এতদুক্ত্বা তু কৌন্তেয়ো ধনুর্জ্যামবমৃজ্য চ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি নরাধিপগণান্ প্রতি॥ ৩৮
তেঽপি তং পরমেষ্বাসাঃ শরবর্ষৈরপূরয়ন্।
তড়াগং বারিধারাভির্যথা প্রাবৃষি তোয়দাঃ॥ ৩৯
হাহাকারো মহানাসীৎ তব সৈন্যে বিশাম্পতে।
ছাদ্যমানৌ রণে কৃষ্ণৌ শরৈর্দৃষ্ট্বা মহারণে॥ ৪০
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব গন্ধর্বাশ্চ সহোরগৈঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দৃষ্ট্বা কৃষ্ণৌ তথাগতৌ॥ ৪১

মাধব! যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করিয়া কবচধারণ করত সমাগত এই সব বীর সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করুন। কেশব! আরও দেখুন, ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত এই ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাও এখানে উপস্থিত আছেন॥ ৩৬

জনার্দ্দন! যদুশ্রেষ্ঠ! এই যে যাঁহারা রণাঙ্গনে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, আমি ইঁহাদের সকলকেই আপনার সাক্ষাতেই বিনাশ করিব॥ ৩৭

এই কথা বলিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন স্বীয় গাণ্ডীবধনুর গুণের উপর হস্তমার্জনা করিলেন এবং বিপক্ষীয় নরপতিগণের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ৩৮

যেরূপ বারিবর্ষণশীল মেঘ বর্ষাকালে জলধারা বর্ষণ করিয়া তড়াগকে (বৃহৎ পুষ্করিণীকে) পূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাধনুর্দ্ধর নরপতিগণও বাণবর্ষণের দ্বারা অর্জুনকে পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৯

প্রজানাথ! সেই মহাযুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে মহা-হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল॥ ৪০

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া দেবতা, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও নাগগণের মধ্যে অতিশয় বিস্ময়ের সঞ্চার হইল॥ ৪১

ততঃ ক্রুদ্ধোঽর্জ্জুনো রাজন্নৈন্দ্রমস্ত্রমুদৈরয়ৎ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম বিজয়স্য পরাক্রমম্ ॥ ৪২
শস্ত্রবৃষ্টিং পরৈর্মুক্তাং শরৌঘৈর্যদবারয়ৎ।
ন চ তত্রাপ্যনির্ভিন্নঃ কশ্চিদাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ৪৩
তেষাং রাজসহস্রাণাং হয়ানাং দন্তিনাং তথা।
দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ শরৈশ্চান্যান্ পার্থো বিব্যাধ মারিষ ॥৪৪
তে হন্যমানাঃ পার্থেন ভীষ্মং শান্তনবং যযুঃ।
অগাধে মজ্জমানানাং ভীষ্মঃ পোতোঽভবৎ তদা ॥ ৪৫
আপতদ্ভিস্তু তৈস্তত্র প্রভগ্নং তাবকং বলম্।
সঞ্চুক্ষুভে মহারাজ বাতৈরিব মহার্ণবঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তমযুদ্ধদিবসে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

রাজন্! তখন অর্জুন কুপিত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই সময় আমরা সকলে অর্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৪২

তিনি স্বীয় বাণসমূহে শত্রুগণের কৃত বাণবর্ষণকে নিবারণ করিলেন। মহারাজ! সেই সময় সেখানে এরূপ কোন যোদ্ধাই ছিলেন না, যিনি তাঁহার বাণে ক্ষত-বিক্ষত হন নাই ॥ ৪৩

আর্য্য! কুন্তীকুমার অর্জুন সেই সহস্র রাজগণের মধ্যে এবং অশ্ব ও হস্তিসকলের মধ্যে কাহাকেও দুই দুই বাণে এবং কাহাকেও তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

অর্জুনের বাণে পুনঃ পুনঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সকলে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় অগাধ বিপদ-সাগরে নিমজ্জমান সৈন্যদের পক্ষে ভীষ্ম পোত (জাহাজ)-স্বরূপ হইলেন ॥ ৪৫

মহারাজ! পাণ্ডবগণের আক্রমণে আপনার সৈন্যদের ব্যূহ ভঙ্গ হইয়া যাইল। তখন সেই সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ডবায়ুর বেগে সমুদ্রের ক্ষুব্ধ হওয়ার ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে সপ্তমদিবসের যুদ্ধবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনভয়েন যুদ্ধং বিহায় কৌরবসৈন্যানাং পলায়নম্, দ্রোণাচার্য্যেণ সহ বিরাটস্য সংগ্রামঃ, বিরাটপুত্র-শঙ্খস্য বিনাশঃ, শিখণ্ডিনা সহাশ্বত্থাম্নো যুদ্ধম্, সাত্যকিনালম্বুষস্য পরাজয়ঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন দুর্য্যোধনস্য পরাভবঃ, ভীমসেনেন সহ কৃতবর্ম্মণঃ সঙ্ঘর্ষশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তথা প্রবৃত্তে সংগ্রামে নিবৃত্তে চ সুশর্মণি।
ভগ্নেষু চাপি বীরেষু পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ১
ক্ষুভ্যমাণে বলে তূর্ণং সাগরপ্রতিমে তব।
প্রত্যুদ্যাতে চ গাঙ্গেয়ে ত্বরিতং বিজয়ং প্রতি ॥ ২
দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনো রাজা রণে পার্থস্য বিক্রমম্
ত্বরমাণঃ সমভ্যেত্য সর্বাংস্তানব্রবীন্নৃপান্ ॥ ৩
তেষাং তু প্রমুখে শূরং সুশর্মাণং মহাবলম্।
মধ্যে সর্বস্য সৈন্যস্য ভৃশং সংহর্ষয়ন্নিব ॥ ৪

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ভয়ে কৌরবসৈন্যগণের যুদ্ধত্যাগ করিয়া পলায়ন, দ্রোণাচার্য্য ও বিরাটের যুদ্ধ, বিরাটপুত্র শঙ্খের বিনাশ, শিখণ্ডী ও অশ্বত্থামার যুদ্ধ, সাত্যকিকর্ত্তৃক অলম্বুষের পরাজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পরাভব এবং ভীমসেন ও কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সুশর্ম্মা যুদ্ধ হইতে দূরে পলায়ন করিলেন এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধারাও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ১

আপনার সমুদ্রতুল্য বিশালবাহিনীর মধ্যে অতিক্রান্ত ক্ষোভের সঞ্চার হইল। সেই সময় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ত্বরিতগতিতে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২

রাজা দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে অর্জুনের পরাক্রম দেখিয়া ব্যগ্রতা-সহকারে নিকটে যাইয়া সমস্ত নৃপগণকে বলিলেন ॥ ৩

সেই নরপতিগণের সম্মুখে সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে বীর মহাবল সুশর্ম্মাকে অতিশয় হর্ষ প্রদান করিতে করিতে দুর্য্যোধন এই কথা বলিলেন ॥ ৪

এষ ভীষ্মঃ শান্তনবো যোদ্ধুকামো ধনঞ্জয়ম্।
সর্বাত্মনা কুরুশ্রেষ্ঠস্ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ ॥ ৫
তং প্রযান্তং রণে বীরং সর্বসৈন্যেন ভারতম্।
সংযত্তাঃ সমরে সর্বে পালয়ধ্বং পিতামহম্ ॥ ৬
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তু তান্যনীকানি সর্বশঃ।
নরেন্দ্রাণাং মহারাজ সমাজগ্মুঃ পিতামহম্ ॥ ৭
ততঃ প্রযাতঃ সহসা ভীষ্মঃ শান্তনবোঽর্জুনম্।
রণে ভারতমায়ান্তমাসসাদ মহাবলঃ ॥ ৮
মহাশ্বেতাশ্বযুক্তেন ভীমবানরকেতুনা।
মহতা মেঘনাদেন রথেনাতিবিরাজতা ॥ ৯
সমরে সর্বসৈন্যানামুপযান্তং ধনঞ্জয়ম্।
অভবৎ তুমুলো নাদো ভয়াদ্ দৃষ্ট্বা কিরীটিনম্ ॥ ১০
অভীষুহস্তং কৃষ্ণঞ্চ দৃষ্ট্বাদিত্যমিবাপরম্।
মধ্যন্দিনগতং সংখ্যে ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥ ১১

বীরগণ! এই শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বীয় জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন ॥ ৫

সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত আমার বীর পিতামহ ভরতনন্দন ভীষ্মকে আপনারা সকলে যত্নসহকারে রক্ষা করুন ॥ ৬

মহারাজ! "আচ্ছা, তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া নরপতিগণের সেই সমস্ত সৈন্যবাহিনী পিতামহ ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন ॥ ৭

তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধভূমিতে সহসা অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভরতবংশীয় ভীষ্মকে আসিতে দেখিয়া মহাবল অর্জুন তাঁহার নিকট গমন করিলেন ॥ ৮

তিনি যে রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই রথ অতিশয় সুশোভিত ছিল। তাহাতে শ্বেতবর্ণের বিশাল অশ্বসমূহ যোজিত ছিল। তাহার উপর ভয়ঙ্কর বানরচিহ্নিত ধ্বজ উড়িতে ছিল এবং এই রথের চক্রসমূহের শব্দ মেঘের ন্যায় গম্ভীর ছিল ॥ ৯

কিরীটধারী অর্জুনকে যুদ্ধের নিকটে আসিতে দেখিয়াই ভয়ে সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১০

হস্তে অশ্বের রজ্জু ধারণ করত মধ্যাহ্নকালীন অপর এক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কোনও যোদ্ধা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিলেন না ॥ ১১

তথা শান্তনবং ভীষ্মং শ্বেতাশ্বং শ্বেতকার্মুকম্।
ন শেকুঃ পাণ্ডবা দ্রষ্টুং শ্বেতং গ্রহমিবোদিতম্ ॥ ১২
স সর্বতঃ পরিবৃতস্ত্রিগর্তৈঃ সুমহাত্মভিঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহপুত্রৈশ্চ তথান্যৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ১৩
ভারদ্বাজস্তু সমরে মৎস্যং বিব্যাধ পত্রিণা।
ধ্বজং চাস্য শরেণাজৌ ধনুশ্চৈকেন চিচ্ছিদে ॥ ১৪
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
অন্যদাদত্ত বেগেন ধনুর্ভারসহং দৃঢ়ম্ ॥ ১৫
শরাংশ্চাশীবিষাকারান্ জ্বলিতান্ পন্নগানিব।
দ্রোণং ত্রিভিশ্চ বিব্যাধ চতুর্ভিশ্চাস্য বাজিনঃ ॥ ১৬
ধ্বজমেকেন বিব্যাধ সারথিং চাস্য পঞ্চভিঃ।
ধনুরেকেষুণাবিধ্যৎ তত্রাক্রুধ্যদ্ দ্বিজর্ষভঃ ॥ ১৭
তস্য দ্রোণোঽবধীদশ্বান্ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অষ্টাভির্ভরতশ্রেষ্ঠ সূতমেকেন পত্রিণা ॥ ১৮

এই রূপ শ্বেতঅশ্বযুক্ত ও শ্বেতবর্ণের ধনুশোভিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে শ্বেত গ্রহের ন্যায় উদিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহার দিকে তাকাইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১২

মহাত্মা ত্রিগর্ত্ত স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্র ও অন্যান্য মহারথী বীরগণের সহিত উপস্থিত হইয়া ভীষ্মকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ১৩

অপর দিকে দ্রোণাচার্য্য মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে এক বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং এক বাণে ধ্বজ ও আর এক বাণে তাহার ধনু ছিন্ন করিলেন ॥ ১৪

সেনাপতি বিরাট সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া হস্তে অপর একটি সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ করিলেন, যাহা ভার বহন করিতে সমর্থ ছিল ॥ ১৫

তিনি সেই ধনু দ্বারা প্রজ্বলিত সর্পসমূহসদৃশ বিষাক্ত নাগাকৃতিতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিয়া তিন বাণে দ্রোণাচার্য্যকে এবং চার বাণে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

পুনরায় এক বাণে ধ্বজ, পাঁচ বাণে সারথি ও এক বাণে ধনু বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর দ্রোণাচার্য্য আনতপর্ব্বযুক্ত আট বাণে বিরাটের অশ্বগণকে এবং এক বাণে সারথিকে বিনাশ করিলেন। ১৮

স হতাশ্বাদবপ্লুত্য স্যন্দনাদ্ধতসারথিঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং পুত্রস্য রথিনাং বরঃ॥ ১৯
ততস্তু তৌ পিতাপুত্রৌ ভারদ্বাজং রথে স্থিতৌ।
মহতা শরবর্ষেণ বারয়ামাসতুর্বলাৎ॥ ২০
ভারদ্বাজস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরমাশীবিষোপমম্।
চিক্ষেপ সমরে তূর্ণং শঙ্খং প্রতি জনেশ্বর॥ ২১
স তস্য হৃদয়ং ভিত্ত্বা পীত্বা শোণিতমাহবে।
জগাম ধরণীং বাণো লোহিতার্দ্রবরচ্ছদঃ॥ ২২
স পপাত রণে তূর্ণং ভারদ্বাজশরাহতঃ।
ধনুস্তক্ত্বা শরাংশ্চৈব পিতুরেব সমীপতঃ॥ ২৩
হতং তমাত্মজং দৃষ্ট্বা বিরাটঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ।
উৎসৃজ্য সমরে দ্রোণং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্॥ ২৪
ভারদ্বাজস্ততস্তূর্ণং পাণ্ডবানাং মহাচমূম্।
দারয়ামাস সমরে শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৫
শিখণ্ডী তু মহারাজ দ্রৌণিমাসাদ্য সংযুগে।

সারথি ও অশ্ব নিহত হইলে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিরাট অতি দ্রুত নিজ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় পুত্রের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥ ১৯

তারপর পিতা পুত্র উভয়ে একই রথে উপবিষ্ট হইয়া প্রভূত বাণবর্ষণের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন॥ ২০

জনেশ্বর! তখন দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়া সমরাঙ্গণে বিষধর সর্প-তুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ অতি দ্রুত শঙ্খের উপর নিক্ষেপ করিলেন॥ ২১

এই বাণ শঙ্খের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রক্তপান করত রণাঙ্গনে ভূতলে প্রবেশ করিল। এই বাণের শ্রেষ্ঠ পক্ষ রক্তে আর্দ্র হইয়া লোহিত বর্ণ হইয়াছিল॥ ২২

দ্রোণাচার্য্যের বাণে আহত হইয়া শঙ্খ পিতা বিরাটের নিকটেই ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে রণভূমিতে পতিত হইলেন॥ ২৩

নিজ পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া মুখ বিস্তারকারী কালের ন্যায় ভয়ানক দ্রোণাচার্য্যকে সমরস্থলে পরিহার করিয়া বিরাট ভয়বশতঃ পলায়ন করিলেন॥ ২৪

তখন দ্রোণাচার্য্য সংগ্রাম-ভূমিতে অতি দ্রুতগতিতে পাণ্ডবগণের বিশাল বাহিনীকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল॥ ২৫

আজঘান ভ্রুবোর্মধ্যে নারাচৈস্ত্রিভিরাশুগৈঃ॥ ২৬
স বভৌ রথশার্দূলো ললাটে সংস্থিতৈস্ত্রিভিঃ।
শিখরৈঃ কাঞ্চনময়ৈর্মেরুস্ত্রিভিরিবোচ্ছ্রিতৈঃ॥ ২৭
অশ্বত্থামা ততঃ ক্রুদ্ধো নিমেষার্দ্ধাচ্ছিখণ্ডিনঃ।
ধ্বজং সূতমথো রাজংস্তুরগানায়ুধানি চ॥ ২৮
শরৈর্বহুভিরাচ্ছিদ্য পাতয়ামাস সংযুগে।
স হতাশ্বাদবপ্লুত্য রথাদ্ বৈ রথিনাং বরঃ॥ ২৯
খড়্গমাদায় সুশিতং বিমলঞ্চ শরাবরম্।
শ্যেনবদ্ ব্যচরৎ ক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডী শত্রুতাপনঃ॥ ৩০
সখড়্গস্য মহারাজ চরতস্তস্য সংযুগে।
নান্তরং দদৃশে দ্রৌণিস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৩১
ততঃ শরসহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
প্রেষয়ামাস সমরে দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ॥ ৩২
তামাপতন্তীং সমরে শরবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ চিচ্ছেদ বলিনাং বরঃ॥ ৩৩

মহারাজ! অপর দিকে শিখণ্ডী যুদ্ধভূমিতে অশ্বত্থামার নিকট যাইয়া তিনটি শীঘ্রগামী নারাচের দ্বারা তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে আঘাত করিলেন॥ ২৬

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ললাটে সংসক্ত সেই তিনটি বাণের দ্বারা তিনটি উচ্চ সুবর্ণময় শিখরে যুক্ত মেরুপর্ব্বততুল্য শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ২৭

রাজন্! তদনন্তর ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যেই বহু বাণে শিখণ্ডীর ধ্বজ, সারথি, অশ্বগণ ও আয়ুধসমূহকে ছিন্ন করিয়া ভূপাতিত করিলেন॥

রথিগণশ্রেষ্ঠ শত্রুসন্তাপী শিখণ্ডী অশ্ব নিহত হইলে সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মল তরবারি এবং ঢাল হাতে লইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৮-৩০

মহারাজ! তরবারি লইয়া যুদ্ধে বিচরণকারী শিখণ্ডীর অল্পও কোন ছিদ্র অশ্বত্থামা দেখিতে পাইলেন না। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন অতি কোপনস্বভাব অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে শিখণ্ডীর উপর কয়েক হাজার বাণ বর্ষণ করিলেন॥ ৩২

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী সমরক্ষেত্রে নিজের উপর পতিত অতিশয় ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারিদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৩

ততোঽস্য বিমলং দ্রৌণিঃ শতচন্দ্রং মনোরমম্।
চর্মাচ্ছিনদসিং চাস্য খণ্ডয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৪
শিতৈস্তু বহুশো রাজংস্তঞ্চ বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
শিখণ্ডী তু ততঃ খড়্গং খণ্ডিতং তেন সায়কৈঃ ॥ ৩৫
আবিধ্য ব্যসৃজৎ তূর্ণং জ্বলন্তমিব পন্নগম্।
তমাপতন্তং সহসা কালানলসমপ্রভম্ ॥ ৩৬
চিচ্ছেদ সমরে দ্রৌণির্দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
শিখণ্ডিনঞ্চ বিব্যাধ শরৈর্বহুভিরায়সৈঃ ॥ ৩৭
শিখণ্ডী তু ভৃশং রাজংস্তাড্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং মাধবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮
সাত্যকিশ্চাপি সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং ক্রূরমাহবে।
অলম্বুষং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিব্যাধ বলিনাং বরঃ ॥ ৩৯
রাক্ষসেন্দ্রস্ততস্তস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ ভারত।
অর্ধচন্দ্রেণ সমরে তঞ্চ বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৪০

তখন অশ্বত্থামা শত চন্দ্রাকারচিহ্নে সুশোভিত শিখণ্ডীর পরম সুন্দর ঢাল ও নির্ম্মল তরবারিকে যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! তারপর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামার অস্ত্রসমূহের আঘাতে খণ্ডিত সেই তরবারিকে শিখণ্ডী সবেগে ঘুরাইয়া অতিসত্বর তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। এই তরবারি তখন প্রজ্বলিত সর্পসদৃশ প্রকাশিত হইয়া উঠিল। নিজের দিকে আগত প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই তরবারিকে অশ্বত্থামা স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইয়া সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বহু লৌহময় বাণের দ্বারা শিখণ্ডীকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫-৩৭

রাজন্! অশ্বত্থামার তীক্ষ্ণবাণে শিখণ্ডী গুরুতর আহত হইয়া অতিক্রুত মহাত্মা সাত্যকির রথের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৩৮

এদিকে বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকিও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সংগ্রামভূমিতে ক্রূর রাক্ষস অলম্বুষকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

ভারত! তখন রাক্ষসরাজ অলম্বুষ রণাঙ্গনে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা সাত্যকির ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল এবং বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪০

মায়াঞ্চ রাক্ষসীং কৃত্বা শরবর্ষৈরবাকিরৎ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম শৈনেয়স্য পরাক্রমম্ ॥ ৪১
অসম্ভ্রমস্তু সমরে বধ্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
ঐন্দ্রমস্ত্রঞ্চ বার্ষ্ণেয়ো যোজয়ামাস ভারত ॥ ৪২
বিজয়াদ্ যদনুপ্রাপ্তং মাধবেন যশস্বিনা
তদস্ত্রং ভস্মসাৎ কৃত্বা মায়াং তাং রাক্ষসীং তদা ॥ ৪৩
অলম্বুষং শরৈরন্যৈরভ্যাকিরত সর্বতঃ।
পর্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ৪৪
তৎ তথা পীড়িতং তেন মাধবেন যশস্বিনা।
প্রদুদ্রাব ভয়াদ্ রক্ষস্ত্যক্ত্বা সাত্যকিমাহবে ॥ ৫৫
তমজেয়ং রাক্ষসেন্দ্রং সংখ্যে মঘবতা অপি।
শৈনেয়ঃ প্রাণদজ্জিত্বা যোধানাং তব পশ্যতাম্ ॥ ৪৬
ন্যহনৎ তাবকাংশ্চাপি সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
নিশিতৈর্বহুভির্বাণৈস্তেঽদ্রবন্ত ভয়াদিতাঃ ॥ ৪৭

তাহার পর সে রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া তাহার উপর প্রভূত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সময় আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৪১

ভারত! তিনি সমরাঙ্গণে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত হইয়াও বিভ্রান্ত হন নাই। সেই যশস্বী যদুকুলভূষণ সাত্যকি অর্জুনের নিকট হইতে যে অস্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সেই ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন।

তখন সেই দিব্যাস্ত্র উক্ত রাক্ষসী মায়াকে ভস্মসাৎ করিয়া অলম্বুষের উপর অন্য সমস্ত বাণ সেইরূপে বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৪২-৪৪

মধুবংশভূষণ যশস্বী সাত্যকি কর্ত্তৃক এইভাবে পীড়িত হইতে থাকিলে সেই রাক্ষস অলম্বুষ ভয়ে সাত্যকিকে যুদ্ধস্থলে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ॥ ৪৫

যাহাকে ইন্দ্রও যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হন্ না, সেই রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে আপনার যোদ্ধাগণের সাক্ষাতেই পরাজিত করিয়া সাত্যকি সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তারপর সত্যপরাক্রম সাত্যকি স্বীয় তীক্ষ্ণবাণসমূহে আপনার অন্য যোদ্ধাদিগকেও বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তাঁহার ভয়ে পীড়িত সকল যোদ্ধারা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৭

এতাস্মিন্নেব কালে তু দ্রুপদস্যাত্মজো বলী।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ পুত্রং তব জনেশ্বরম্ ॥ ৪৮
ছাদয়ামাস সমরে শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
স ছাদ্যমানো বিশিখৈর্ধৃষ্টদ্যুম্নেন ভারত ॥ ৪৯
বিব্যাথে ন চ রাজেন্দ্র তব পুত্রো জনেশ্বর।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ সমরে তূর্ণং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ৫০
ষষ্ট্যা চ ত্রিংশতা চৈব তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তস্য সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ৫১
হয়াংশ্চ চতুরঃ শীঘ্রং নিজঘান মহাবলঃ।
শরৈশ্চৈনং সুনিশিতৈঃ ক্ষিপ্রং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৫২
স হতাশ্বান্মহাবাহুরবপ্লুত্য রথাদ্ বলী।
পদাতিরসিমুদ্যম্য প্রাদ্রবৎ পার্ষতং প্রতি ॥ ৫৩
শকুনিস্তং সমভ্যেত্য রাজগৃদ্ধী মহাবলঃ।
রাজানং সর্বলোকস্য রথমারোপয়ৎ স্বকম্ ॥ ৫৪

মহারাজ! এই সময় দ্রুপদের বলবান্ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে রণস্থলে আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

ভরতনন্দন! রাজেন্দ্র! জনেশ্বর! ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মনে কোন ব্যথা হইল না। তিনি যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল।

আর্য্য! সেই সময় মহাবল পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নও কুপিত হইয়া দুর্য্যোধনের ধনু ছেদন করিলেন এবং অতি দ্রুত তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন। তাহার পর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সাতটি বাণদ্বারা সত্বরতার সহিত দুর্য্যোধনকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৮-৫২

অশ্ব নিহত হইলে বলবান্ মহাবাহু দুর্য্যোধন স্বীয় রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তরবারি উত্তোলিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে পায়ে হাঁটিয়াই দৌড়াইতে লাগিলেন ॥ ৫৩

সেই সময় মহাবল শকুনি, যিনি রাজাকে সর্ব্বপ্রকারে কামনা করেন, তিনি নিকটে আসিয়া জগতের অধিপতি দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৫৪

তখন শত্রুবীরহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিয়া আপনার সৈন্যগণকে সেইরূপ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫

ততো নৃপং পরাজিত্য পার্ষতঃ পরবীরহা।
ন্যহনৎ তাবকং সৈন্যং বজ্রপাণিরিবাসুরান্ ॥ ৫৫
কৃতবর্মা রণে ভীমং শরৈরার্চ্ছন্মহারথঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস চ তং মহামেঘো রবিং যথা ॥ ৫৬
ততঃ প্রহস্য সমরে ভীমসেনঃ পরন্তপঃ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সায়কান্ কৃতবর্মণে ॥ ৫৭
তৈরর্দ্যমানোঽতিরথঃ সাত্বতঃ সত্যকোবিদঃ।
নাকম্পত মহারাজ ভীমং চার্চ্ছচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৮
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা ভীমসেনো মহারথঃ।
সারথিং পাতয়ামাস সধ্বজং সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ৫৯
শরৈর্বহুবিধৈশ্চৈনমাচিনোৎ পরবীরহা।
শকলীকৃত সর্বাঙ্গো হতাশ্বঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৬০
হতাশ্বশ্চ ততস্তূর্ণং বৃষকস্য রথং যযৌ।
শ্যালস্য তে মহারাজ তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৬১

অন্যদিকে মহারথী কৃতবর্ম্মা রণাঙ্গনে ভীমসেনকে স্বীয়-বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং মহামেঘ যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬

তখন শত্রুসন্তাপক ভীমসেন যুদ্ধে হাস্য করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতবর্ম্মার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৭

মহারাজ! সেই বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও অতিরথী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা বিচলিত হইলেন না। তিনি পুনরায় ভীমসেনকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

তখন মহারথী ভীমসেন তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া সুসজ্জিত রথকেও ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ৫৯

তাহার পর শত্রুবীরহন্তা ভীমসেন বহুবিধ বাণের দ্বারা কৃতবর্ম্মার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তাঁহার অশ্বও পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার সকল অঙ্গই ভীমসেনের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে দেখা যাইল ॥ ৬০

মহারাজ! তখন অশ্ব নিহত হইয়া যাইলে কৃতবর্ম্মা আপনার পুত্রের সম্মুখেই নিজের সম্বন্ধী বৃষকের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৬১

ভীমসেনোঽপি সংক্রুদ্ধস্তব সৈনমুপাদ্রবৎ।
নিজঘান চ সংক্রুদ্ধো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বৈরথে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২

এদিকে ভীমসেনও অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপনার সৈন্যগণের উপর ধাবিত হইলেন এবং দণ্ডপাণি যমের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্তে তাহাদের সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বৈরথ-যুদ্ধবিষয়ক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইরাবতা বিন্দানুবিন্দয়োঃ পরাজয়ঃ, ভগদত্তেন ঘটোৎকচস্য পরাভবঃ, মদ্ররাজ-শল্যং জিত্বা নকুল-সহদেবয়োর্জয়লাভশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বহূনি হি বিচিত্রাণি দ্বৈরথানি স্ম সঞ্জয়।
পাণ্ডূনাং মামকৈঃ সার্ধমশ্রৌষং তব জল্পতঃ ॥ ১
ন চৈবং মামকং কিঞ্চিদ্ধৃষ্টং সংশসি সঞ্জয়।
নিত্যং পাণ্ডুসুতান্ হৃষ্টানভগ্নান্ সম্প্রশংসসি ॥ ২
জীয়মানান্ বিমনসো মামকান্ বিগতৌজসঃ।
বদসে সংযুগে সূত দিষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

যথাশক্তি যথোৎসাহং যুদ্ধে চেষ্টন্তি তাবকাঃ।
দর্শয়ানাঃ পরং শক্ত্যা পৌরুষং পুরুষর্ষভ ॥ ৪
গঙ্গায়াঃ সুরনদ্যা বৈ স্বাদু ভূত্বা যথোদকম্।
মহোদধেগুণাভ্যাসাল্লবণত্বং নিগচ্ছতি ॥ ৫
তথা তৎ পৌরুষং রাজংস্তাবকানাং পরন্তপ।
প্রাপ্য পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ ব্যর্থং ভবতি সংযুগে ॥ ৬
ঘটমানান্ যথাশক্তি কুর্বাণান্ কর্ম দুষ্করম্।
ন দোষেণ কুরুশ্রেষ্ঠ কৌরবান গন্তুমর্হসি ॥ ৭
তবাপরাধাৎ সুমহান্ সপুত্রস্য বিশাম্পতে।
পৃথিব্যাঃ প্রক্ষয়ো ঘোরো যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ ॥ ৮
আত্মদোষাৎ সমুৎপন্নং শোচিতুং নার্হসে নৃপ।
ন হি রক্ষন্তি রাজানঃ সর্বথাত্রাপি জীবিতম্ ॥ ৯

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[ইরাবান্ কর্ত্তৃক বিন্দ ও অনুবিন্দের পরাজয়, ভগদত্তের নিকট ঘটোৎকচের পরাভব এবং মদ্ররাজ শল্যকে জয় করিয়া নকুল-সহদেবের বিজয়লাভ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি তোমার মুখ হইতে এখন পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণের আমার পুত্রদের সহিত যে বহু বিচিত্র দ্বৈরথ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা শ্রবণ করিলাম ॥ ১

সূত! কিন্তু তুমি আমার পক্ষে সংঘটিত কোন হর্ষজনক বাক্য এখনও বলিলে না, বরং পাণ্ডবগণেরই প্রতিদিন হর্ষপূর্ণ ও অপরাজিত থাকারই সংবাদ বলিতেছ ॥ ২

আমার পুত্রেরা তেজ ও বলহীন, বিমনা এবং যুদ্ধে পরাজিত —এই কথাই বলিতেছ। সঞ্জয়! এ সমস্ত প্রারব্ধেরই ফল—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্রগণও পূর্ণ শক্তিতে পুরুষার্থ দেখাইতে দেখাইতে স্বীয় বল ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধে সফলতালাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ॥ ৪

পরন্তপ! নরেশ! যেরূপ দেবনদী গঙ্গার জল স্বাদিষ্ট হইয়াও মহাসাগরের সহিত সংযোগবশতঃ তাহার গুণ সংমিশ্রণ হইয়া যাওয়ায় লবণাক্ত হয়, সেইরূপ আপনার পুত্রদিগের পুরুষার্থ যুদ্ধে বীর পাণ্ডবগণ পর্য্যন্ত যাইয়া ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে ॥ ৫-৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! কৌরবগণ যথাশক্তি জয়লাভের জন্য প্রযত্ন করিতেছেন এবং দুষ্কর কর্ম্মও করিতেছেন, অতএব তাহাদের উপর দোষারোপ করা আপনার উচিত নয় ॥ ৭

প্রজানাথ! পুত্রসহ আপনার অপরাধেই এই ভূমণ্ডলের মহাভয়ঙ্কর সংহার হইতেছে এবং তাহাতে যমলোক দিনে দিনে বর্দ্ধিতই হইতেছে ॥ ৮

নরেশ্বর! আপনি নিজেরই দোষে যে মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য আপনার শোক করা উচিত নয়। (আপনারই অপরাধের জন্য) ভূতলের এই রাজারাও সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াও নিজেদের জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না ॥ ৯

যুদ্ধে সুকৃতিনাং লোকানিচ্ছন্তো বসুধাধিপাঃ।
চমূং বিগাহ্য যুধ্যন্তে নিত্যং স্বর্গপরায়ণাঃ ॥ ১০
পূর্বাহ্ণে তু মহারাজ প্রাবর্তত জনক্ষয়ঃ।
তং ত্বমেকমনা ভূত্বা শৃণু দেবাসুরোপমম্ ॥ ১১
আবন্ত্যৌ তু মহেষ্বাসৌ মহাসেনৌ মহাবলৌ।
ইরাবন্তমভিপ্রেক্ষ্য সমেয়াতাং রণোৎকটৌ ॥ ১২
তেষাং প্রববৃতে যুদ্ধং সুমহল্লোমহর্ষণম্।
ইরাবাংস্তু সুসংক্রুদ্ধো ভ্রাতরৌ দেবরূপিণৌ ॥ ১৩
বিব্যাধ নিশিতৈস্তূর্ণং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
তাবেনং প্রত্যবিধ্যেতাং সমরে চিত্রযোধিনৌ ॥ ১৪
যুধ্যতাং হি তথা রাজন্ বিশেষো ন ব্যদৃশ্যত।
যততাং শত্রুনাশায় কৃতপ্রতিকৃতৈষিণাম্ ॥ ১৫
ইরাবাংস্তু ততো রাজন্ননুবিন্দস্য সায়কৈঃ।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহাননয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ১৬

এই সব ভূপতিগণ যুদ্ধে পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোকসমূহ লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং স্বর্গই তাঁহাদের তখন পরম লক্ষ্য ছিল ॥ ১০

মহারাজ! সেই দিন পূর্বাহ্ণকালে অতিশয় জনক্ষয় হইয়াছিল। আপনি একাগ্রচিত্ত দেবাসুর-সংগ্রামতুল্য মহাভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করুন ॥ ১১

অবন্তীদেশের মহাবলশালী, মহাধনুর্দ্ধর ও বিশাল সৈন্যবাহিনীযুক্ত রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সম্মুখে অর্জুনপুত্র ইরাবান্‌কে দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১২

এই তিন বীরের সেই যুদ্ধ অত্যন্ত রোমাঞ্চকারী ছিল। ইরাবান্ কুপিত হইয়া দেবতাদের ন্যায় রূপবান্ বিন্দ ও অনুবিন্দ এই দুই ভ্রাতাকে আনতপর্ব্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অতিদ্রুত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও উভয়ে সমরাঙ্গণে বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সুতরাং ইঁহারাও ইরাবান্‌কে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৩-১৪

রাজন্! উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই নিজ নিজ শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে প্রযত্নশীল ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরস্পরের কৃত অস্ত্রপ্রহার নিবারণ করিতে অভিলাষী ছিলেন, সুতরাং যুদ্ধের সময় তাঁহাদের কোন পার্থক্যই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ১৫

রাজন্! সেই সময় ইরাবান্ নিজ চারিটি বাণের দ্বারা অনুবিন্দের চারিটি অশ্বকে যমলোকে পাঠাইয়া দিলেন। ১৬

ভল্লাভ্যাঞ্চ সুতীক্ষ্ণাভ্যাং ধনুঃ কেতুঞ্চ মারিষ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৭
ত্যক্ত্বানুবিন্দোঽথ রথং বিন্দস্য রথমাস্থিতঃ।
ধনুর্গৃহীত্বা পরমং ভারসাধনমুত্তমম্ ॥ ১৮
তাবেকস্থৌ রণে বীরাবাবন্ত্যৌ রথিনাং বরৌ।
শরান্ মুমুচতুস্তূর্ণমিরাবতি মহাত্মনি ॥ ১৯
তাভ্যাং মুক্তা মহাবেগাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
দিবাকরপথং প্রাপ্য চ্ছাদয়ামাসুরম্বরম্ ॥ ২০
ইরাবাংস্তু রণে ক্রুদ্ধো ভ্রাতরৌ তৌ মহারথৌ।
ববর্ষ শরবর্ষেণ সারথিং চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ২১
তস্মিংস্তু পতিতে ভূমৌ গতসত্ত্বে তু সারথৌ।
রথঃ প্রদুদ্রাব দিশঃ সমুদ্ভ্রান্তহয়স্ততঃ ॥ ২২
তৌ স জিত্বা মহারাজ নাগরাজসুতাসুতঃ।
পৌরুষং খ্যাপয়ংস্তূর্ণং ব্যধমৎ তব বাহিনীম্ ॥ ২৩

আর্য্য! রাজন্! তারপর দুইটি তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা তিনি যুদ্ধে অনুবিন্দের ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যাইল ॥ ১৭

তারপর অনুবিন্দ নিজ রথ পরিত্যাগ করিয়া বিন্দের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন এবং ভারবহন করিতে সমর্থ অন্য একটি অত্যুত্তম ধনু গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই অবন্তীদেশের বীর রণাঙ্গনে একই রথে উপবিষ্ট থাকিয়া অতিদ্রুত গতিতে মহাত্মা ইরাবানের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

এই উভয় বীরের নিক্ষিপ্ত মহাবেগশালী স্বর্ণভূষিত বাণসমূহ সূর্যদেবের পথে উপস্থিত হইয়া আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ॥ ২০

তখন ইরাবান্‌ও রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বীর দুই ভ্রাতার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের সারথিকে ভূপাতিত করিলেন ॥ ২১

সারথি প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে সেই রথের অশ্বগণ বিশেষভাবে বিভ্রান্ত হইয়া চতুর্দিক্ দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২২

মহারাজ! ইরাবান্ নাগরাজকন্যা উলূপীর পুত্র ছিলেন। তিনি বিন্দ ও অনুবিন্দকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পুরুষার্থ দেখাইতে দেখাইতে অতিসত্বর আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৩

সা বধ্যমানা সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ।
বেগান্ বহুবিধাংশ্চক্রে বিষং পীত্বেব মানবঃ ॥ ২৪
হৈড়িম্বো রাক্ষসেন্দ্রস্তু ভগদত্তং সমাদ্রবৎ।
রথেনাদিত্যবর্ণেন সধ্বজেন মহাবলঃ ॥ ২৫
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা নাগরাজং সমাস্থিতঃ।
যথা বজ্রধরঃ পূর্ব্বং সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ২৬
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ।
বিশেষং ন স্ম বিবিদুর্হৈড়িম্ব-ভগদত্তয়োঃ ॥ ২৭
যথা সুরপতিঃ শক্রস্ত্রাসয়ামাস দানবান্।
তথৈব সমরে রাজা দ্রাবয়ামাস পাণ্ডবান্ ॥ ২৮
তেন বিদ্রাব্যমাণাস্তে পাণ্ডবাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
ত্রাতারং নাভ্যগচ্ছন্তঃ স্বেষনীকেষু ভারত ॥ ২৯
ভৈমসেনিং রথস্থং তু তত্রাপশ্যাম ভারত।
শেষা বিমনসো ভূত্বা প্রাদ্রবন্ত মহারথাঃ ॥ ৩০

নিবৃত্তেষু তু পাণ্ডূনাং পুনঃ সৈন্যেষু ভারত।
আসীন্নিষ্ঠানকো ঘোরস্তব সৈন্যস্য সংযুগে ॥ ৩১
ঘটোৎকচস্ততো রাজন্ ভগদত্তং মহারণে।
শরৈঃ প্রচ্ছাদয়ামাস মেরুং গিরিমিবাম্বুদঃ ॥ ৩২
নিহত্য তান্ শরান্ রাজা রাক্ষসস্য ধনুশ্চ্যুতান্।
ভৈমসেনিং রণে তূর্ণং সর্ব্বমর্ম্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ৩৩
স তাড্যমানো বহুভিঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
ন বিব্যথে রাক্ষসেন্দ্রো ভিদ্যমান ইবাচলঃ ॥ ৩৪
তস্য প্রাগ্জ্যোতিষঃ ক্রুদ্ধস্তোমরাংশ্চ চতুর্দ্দশ।
প্রেষয়ামাস সমরে তাংশ্চিচ্ছেদ স রাক্ষসঃ ॥ ৩৫
স তাংশ্ছিত্ত্বা মহাবাহুস্তোমরান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভগদত্তঞ্চ বিব্যাধ সপ্তত্যা কঙ্কপত্রিভিঃ ॥ ৩৬
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা প্রহসন্নিব ভারত।
তস্যাশ্বাংশ্চতুরঃ সংখ্যে পাতয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৩৭

রণাঙ্গনে ইরাবান্ কর্তৃক পীড়িত হইয়া আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী বিষপানকারী মানুষের ন্যায় নানাপ্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ২৪

অপরদিকে রাক্ষসরাজ মহাবল ঘটোৎকচ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও ধ্বজযুক্ত রথের দ্বারা ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিল ॥ ২৫

যেরূপ পুরাকালে তারকাময় সংগ্রামের সময় বজ্রধারী ইন্দ্র ঐরাবতনামক হাতীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই মহাযুদ্ধে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি রাজা ভগদত্ত এক গজরাজে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬

তখন সেখানে যুদ্ধ দেখিবার জন্য সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং ঋষিগণ ঘটোৎকচ ও ভগদত্তের মধ্যে পরাক্রমের কোন পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই ॥ ২৭

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে ভীত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগদত্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে ভীত করিয়া তাহাদিগকে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন ॥ ২৮

ভারত! ভগদত্ত কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে করিতে নিজেদের মধ্যে কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তারূপে পাইল না ॥ ২৯

হে ভারত! সেই সময় সেখানে আমরা কেবল ভীম-পুত্র ঘটোৎকচকেই রথের উপর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। অবশিষ্ট সকল মহারথীরাও বিমনা হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩০

ভরতবংশধর! তারপর যখন পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সেই রণক্ষেত্রে আপনার সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ৩১

রাজন্! সেই সময় এই মহাযুদ্ধে ঘটোৎকচ স্বীয় বাণসমূহে ভগদত্তকে সেইরূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, যেরূপ জল-বর্ষণশীল মেঘ মেরু পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩২

রাক্ষস ঘটোৎকচের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণই রাজা ভগদত্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া রণস্থলে অতিক্রত ঘটোৎকচের সকল মর্ম্মস্থানের উপর প্রহার করিলেন ॥ ৩৩

আনতপর্ব্বযুক্ত বহু বাণে আহত হইয়াও বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ব্যথিত ও বিচলিত হইল না ॥ ৩৪

তখন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের উপর চৌদ্দটি তোমর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু এই গুলিকে ঘটোৎকচ রণাঙ্গনে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৫

সেই তোমরগুলিকে তীক্ষ্ণবাণে ছেদন করিয়া মহাবাহু ঘটোৎকচ কঙ্কপত্রযুক্ত সত্তরটি বাণে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৬

ভারত! তখন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত যেন হাস্য করিতে করিতেই সেই যুদ্ধে স্বীয় বাণসমূহে ঘটোৎকচের চারিটি অশ্বকে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৩৭

স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
শক্তিং চিক্ষেপ বেগেন প্রাগ্জ্যোতিষগজং প্রতি ॥ ৩৮

তামাপতন্তীং সহসা হেমদণ্ডাং সুবেগিনীম্।
ত্রিধা চিচ্ছেদ নৃপতিঃ সা ব্যকীর্য্যত মেদিনীম্ ॥ ৩৯

শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা হৈড়িম্বঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ।
যথেন্দ্রস্য রণাৎ পূর্ব্বং নমুচির্দৈত্যসত্তমঃ ॥ ৪০

তং বিজিত্য রণে শূরং বিক্রান্তং খ্যাতপৌরুষম্।
অজেয়ং সমরে বীরং যমেন বরুণেন চ ॥ ৪১

পাণ্ডবীং সমরে সেনাং সম্মমর্দ্দ স কুঞ্জরঃ।
যথা বনগজো রাজন্ মৃদ্গংশ্চরতি পদ্মিনীম্ ॥ ৪২

মদ্রেশ্বরস্তু সমরে যমাভ্যাং সমসজ্জত।
স্বস্রীয়ৌ ছাদয়াঞ্চক্রে শরৌঘৈঃ পাণ্ডুনন্দনৌ ॥ ৪৩

সহদেবস্তু সমরে মাতুলং দৃশ্য সঙ্গতম্।
অবারয়চ্ছরৌঘেণ মেঘো যদ্বদ্ দিবাকরম্ ॥ ৪৪

ছাদ্যমানঃ শরৌঘেণ হৃষ্টরূপতরোঽভবৎ।
তয়োশ্চাপ্যভবৎ প্রীতিরতুলা মাতৃকারণাৎ ॥ ৪৫

ততঃ প্রহস্য সমরে নকুলস্য মহারথঃ।
(ধ্বজং চিচ্ছেদ বাণেন ধনুশ্চৈকেন মারিষ ॥
অথৈনং হিত্বধমানং ছাদয়ন্নিব ভারত।
নিজঘান রণে তং তু সূতঃ চাস্য ন্যপাতয়ৎ ॥)
অশ্বাংশ্চ চতুরো রাজংশ্চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৪৬

প্রেষয়ামাস সমরে যমস্য সদনং প্রতি।
হতাশ্বাং তু রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য মহারথঃ ॥ ৪৭

আরুরোহ ততো যানং ভ্রাতুরেব যশস্বিনঃ।
একস্থৌ তু রণে শূরৌ দৃঢ়ে বিক্ষিপ্য কার্ম্মুকৌ ॥ ৪৮

মদ্ররাজরথং তূর্ণং ছাদয়ামাসতুঃ ক্ষণাৎ।
স ছাদ্যমানো বহুভিঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৪৯

স্বস্রীয়াভ্যাং নরব্যাঘ্রো নাকম্পত যথাচলঃ।
প্রহসন্নিব তাং চাপি শস্ত্রবৃষ্টিং জঘান হ ॥ ৫০

অশ্ব নিহত হইলেও সেই রথের উপবিষ্ট থাকিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ভগদত্তের হস্তীর উপর তীব্রবেগে একটি শক্তি নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৮

এই শক্তি স্বর্ণময় দণ্ডে যুক্ত ছিল। ইহার বেগও ছিল অতিশয়। এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত উহাকে তিনখণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তখন উহা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৩৯

নিজ শক্তিকে খণ্ডিত দেখিয়া হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ ভগদত্তের ভয়ে সেইরূপে পলায়ন করিল, যেরূপ পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দৈত্যরাজ নমুচি রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪০

রাজন্! ঘটোৎকচ স্বীয় পৌরুষের জন্য বিখ্যাত পরাক্রমশালী ও বীর ছিলেন। বরুণ এবং যমরাজও এই বীরকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না। এইরূপ বীরকেও রণাঙ্গনে জয় করিয়া ভগদত্তের সেই হাতী সমরভূমিতে পাণ্ডবসৈন্যগণকে সেইভাবে মর্দন করিতে লাগিল, যেরূপ বনহস্তী সরোবরের পদ্মকে মথিত করিতে করিতে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৪১-৪২

অপর দিকে মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধে নিজ ভাগিনেয় (ভগিনী-পুত্র) নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি পাণ্ডুকুলের আনন্দপ্রদ দুই ভাগিনেয়কে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩

সহদেব নিজের মাতুল শল্যকে যুদ্ধে আসক্ত দেখিয়া যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও স্বীয় বাণসমূহে শল্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৪

তাঁহার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াও শল্য অতিশয় প্রসন্ন রহিলেন। নিজ জননীর জন্যও নকুল এবং সহদেবের মনে তাঁহার উপর অতুলনীয় প্রীতি ছিল ॥ ৪৫

আর্য্য! তখন মহারথী শল্য রণাঙ্গনে হাস্য করিতে করিতেই এক বাণে নকুলের ধ্বজ এবং অপর বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন। ভারত! ধনু ছিন্ন হইবার পর তাঁহাকে বাণে আচ্ছাদিত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে তাঁহার সারথিকেও বিনাশ করিলেন। রাজন্! তারপর তিনি চারিটি উত্তম বাণের দ্বারা নকুলের চারিটি অশ্বকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন। অশ্ব নিহত হইলে মহারথী নকুল অতিসত্বর সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং যশস্বী ভ্রাতা সহদেবের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥

তদনন্তর একই রথে উপবিষ্ট হইয়া দুই বীর ক্ষণকালের মধ্যেই নিজ নিজ সুদৃঢ় ধনু আকর্ষণ করিয়া রণভূমিতে মদ্ররাজ শল্যের রথকে সত্বর বাণদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥

নিজ দুই ভাগিনেয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত আনতপর্ব্বযুক্ত বহু সংখ্যক

সহদেবস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরমুদ্‌গৃহ্য বীর্য্যবান্।
মদ্ররাজমভিপ্রেক্ষ্য প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫১
স শরঃ প্রেষিতস্তেন গরুড়ানিলবেগবান্।
মদ্ররাজং বিনির্ভিদ্য নিপপাত মহীতলে ॥ ৫২
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থে মহারথঃ।
নিষসাদ মহারাজ কশ্মলঞ্চ জগাম হ ॥ ৫৩
তং বিসংজ্ঞং নিপতিতং সূতঃ সম্প্রেক্ষ্য সংযুগে।
অপোবাহ রথেনাজৌ যমাভ্যামভিপীড়িতম্ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা মদ্রেশ্বররথং ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ পরাঙ্‌মুখম্।
সর্ব্বে বিমনসো ভূত্বা নেদমস্তীত্যচিন্তয়ন্ ॥ ৫৫
নির্জ্জিত্য মাতুলং সংখ্যে মাদ্রীপুত্রৌ মহারথৌ।
দধ্মতুর্ম্মুদিতৌ শঙ্খৌ সিংহনাদঞ্চ নেদতুঃ ॥ ৫৬
অভিদুদ্রুবতুর্হৃষ্টৌ তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
যথা দৈত্যচমূং রাজন্নিন্দ্রোপেন্দ্রাবিবামরৌ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

বাণে আচ্ছাদিত হইয়াও নরশ্রেষ্ঠ শল্য পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তিনি হাস্য করিতে করিতেই তাঁহাদের সেই অস্ত্রবর্ষণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥ ৪৮-৫

ভারত! তখন পরাক্রমশালী সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া একটি বাণ হাতে লইলেন এবং তাহা মদ্ররাজ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫১

সহদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এই বাণ গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগশালী ছিল। উহা মদ্ররাজ শল্যকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ৫২

মহারাজ! এই বাণের গভীর আঘাতে পীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মহারথী শল্য রথের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৫৩

যুদ্ধস্থলে নকুল ও সহদেবের দ্বারা পীড়িত হইয়া তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রথে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া সারথি রথের দ্বারা তাঁহাকে রণভূমির বাহিরে লইয়া যাইল ॥ ৫৪

মদ্ররাজের রথকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ দেখিয়া আপনার পুত্রগণ মনে মনে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মদ্ররাজ শল্যের জীবন শেষ হইয়া যায় নাই ত'? ৫৫

মহারথী মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব নিজের মাতুল শল্যকে পরাজিত করিয়া প্রসন্নতাসহকারে শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

প্রজানাথ! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র (ভগবান্ বিষ্ণু) দৈত্যসৈন্যদিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করেন, সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত নকুল ও সহদেব আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরেণ রাজ্ঞঃ শ্রুতায়ুষঃ পরাজয়ঃ, যুদ্ধে চেকিতান-কৃপাচার্য্যয়োর্মূর্চ্ছা, ভূরিশ্রবসা ধৃষ্টকেতোরভিমন্যুনা চিত্রসেন-প্রভৃতীনাং পরাভবঃ, সুশর্ম্মাদিভিঃ সহার্জুনস্য যুদ্ধারম্ভশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে।
শ্রুতায়ুষমভিপ্রেক্ষ্য প্রেষয়ামাস বাজিনঃ॥ ১

অভ্যধাবৎ ততো রাজা শ্রুতায়ুষমরিন্দমম্।
বিনিঘ্নন্ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নবভির্নতপর্ব্বভিঃ॥ ২

স সংবার্য্য রণে রাজা প্রেষিতান্ ধর্ম্মসূনুনা।
শরান্ সপ্ত মহেষ্বাসঃ কৌন্তেয়ায় সমার্পয়ৎ॥ ৩

তে তস্য কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে।
অসূনিব বিচিন্বন্তো দেহে তস্য মহাত্মনঃ॥ ৪

পাণ্ডবস্তু ভৃশং ক্রুদ্ধো বিদ্ধস্তেন মহাত্মনা।
রণে বরাহকর্ণেন রাজানং হৃদ্যবিধ্যত॥ ৫

অথাপরেণ ভল্লেন কেতুং তস্য মহাত্মনঃ।
রথশ্রেষ্ঠো রথাৎ তূর্ণং ভূমৌ পার্থো ন্যপাতয়ৎ॥ ৬

কেতুং বিপতিতাং দৃষ্ট্বা শ্রুতায়ুঃ স তু পার্থিবঃ।
পাণ্ডবং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈ রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥ ৭

ততঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
যথা যুগান্তে ভূতানি দিধক্ষুরিব পাবকঃ॥ ৮

ক্রুদ্ধং তু পাণ্ডবং দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব-রাক্ষসাঃ।
প্রবিব্যথুর্মহারাজ ব্যাকুলং চাপ্যভূজ্জগৎ॥ ৯

সর্ব্বেষাং চৈব ভূতানামিদমাসীন্মনোগতম্।
ত্রীঁল্লোকানদ্য সংক্রুদ্ধো নৃপোঽয়ং ধক্ষ্যতীতি বৈ॥ ১০

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ চক্রুঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
লোকানাং নৃপ শান্ত্যর্থং ক্রোধিতে পাণ্ডবে তদা॥ ১১

স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্।
দধারাত্মবপুর্ঘোরং যুগান্তাদিত্যসন্নিভম্॥ ১২

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের দ্বারা রাজা শ্রুতায়ুর পরাজয়, যুদ্ধে চেকিতান ও কৃপাচার্য্যের মূর্চ্ছা, ভূরিশ্রবাকর্তৃক ধৃষ্টকেতু এবং অভিমন্যুদ্বারা চিত্রসেন প্রভৃতির পরাভব ও সুশর্ম্মাদির সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! যখন সূর্য্যদেব দিবসের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে দেখিয়া তাঁহার দিকে অশ্বগণকে প্রেরণ করিলেন। ১

সেই সময় আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে শত্রুদমন শ্রুতায়ুকে আহত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।২

তখন মহাধনুর্দ্ধর রাজা শ্রুতায়ু যুদ্ধে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে নিবারণ করিয়া সেই কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩

যুদ্ধস্থলে এই বাণগুলি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের শরীরে তাঁহার প্রাণকে অন্বেষণ করিতে করিতে কবচ ভেদ করত তাঁহার রক্তপান করিতে লাগিল। ৪

মহাত্মা শ্রুতায়ুর বাণে বিদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি রণাঙ্গনে বরাহকর্ণনামক এক বাণ নিক্ষেপ করিয়া রাজা শ্রুতায়ুর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ৫

তাহার পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভল্লনামক অপর একটি বাণে মহাত্মা শ্রুতায়ুর ধ্বজকে ছেদন করিয়া অতিসত্বর রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন। ৬

রাজন্! ধ্বজকে পতিত দেখিয়া রাজা শ্রুতায়ু স্বীয় সাতটি তীক্ষ্ণবাণে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। ৭

ইহা দেখিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক অগ্নিদেবের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ৮

মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কুপিত দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ ব্যথিত হইয়া উঠিলেন এবং সমগ্র জগৎ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ৯

সেই সময় সমস্ত প্রাণীদিগের মনে এই প্রশ্ন জাগিল যে, আজ নিশ্চয়ই এই রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিভুবনকেই ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। ১০

নরেশ্বর! যে সময়ে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া উঠিলেন, সেই সময় সমস্ত লোকসমূহের শান্তির জন্য দেবতা ও ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন। ১১

তিনি ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইয়া মুখের দুই প্রান্ত ভাগ লেহন করিতে করিতে (চাটিতে চাটিতে) নিজের শরীরকে প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিলেন। ১২

ততঃ সৈন্যানি সর্বাণি তাবকানি বিশাম্পতে।
নিরাশান্যভবংস্তত্র জীবিতং প্রতি ভারত ॥ ১৩
স তু ধৈর্য্যেণ তং কোপং সংনিবার্য্য মহাযশাঃ।
শ্রুতায়ুষঃ প্রচিচ্ছেদ মুষ্টিদেশে মহাধনুঃ ॥ ১৪
অথৈনং ছিন্নধন্বানং নারাচেন স্তনান্তরে।
নির্বিভেদ রণে রাজা সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ১৫
সত্বরঞ্চ রণে রাজংস্তস্য বাহান্ মহাত্মনঃ।
নিজঘান শরৈঃ ক্ষিপ্রং সূতঞ্চ সুমহাবলঃ ॥ ১৬
হতাশ্বং তু রথং ত্যক্ত্বা দৃষ্ট্বা রাজ্ঞোঽস্য পৌরুষম্।
বিপ্রদুদ্রাব বেগেন শ্রুতায়ুঃ সমরে তদা ॥ ১৭
তস্মিন্ জিতে মহেষ্বাসে ধর্মপুত্রেণ সংযুগে।
দুর্য্যোধনবলং রাজন্ সর্বমাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥ ১৮
এতৎ কৃত্বা মহারাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্যাত্তাননো যথা কালস্তব সৈন্যং জঘান হ ॥ ১৯

চেকিতানস্তু বার্ষ্ণেয়ো গৌতমং রথিনাং বরম্।
প্রেক্ষতাং সর্বসৈন্যানাং ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ২০
সংনিবার্য্য শরাংস্তাংস্তু কৃপঃ শারদ্বতো যুধি।
চেকিতানং রণে যত্তং রাজন্ বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ২১
অথাপরেণ ভল্লেন ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ।
সারথিং চাস্য সমরে ক্ষিপ্রহস্তোঽভ্যপাতয়ৎ ॥ ২২
অশ্বাংশ্চাস্যাবধীদ্ রাজন্নুভৌ তৌ পার্ষ্ণিসারথী।
সোঽবপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণং গদাং জগ্রাহ সাত্বতঃ ॥ ২৩
স তয়া বীরঘাতিন্যা গদয়া গদিনাং বরঃ।
গৌতমস্য হয়ান্ হত্বা সারথিঞ্চ ন্যপাতয়ৎ ॥ ২৪
ভূমিষ্ঠো গৌতমস্তস্য শরাংশ্চিক্ষেপ ষোড়শ।
শরাস্তে সাত্বতং ভিত্ত্বা প্রাবিশন্ ধরণীতলম্ ॥ ২৫
চেকিতানস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পুনশ্চিক্ষেপ তাং গদাম্।
গৌতমস্য বধাকাঙ্ক্ষী বৃত্রস্যেব পুরন্দরঃ ॥ ২৬

প্রজানাথ! ভরতনন্দন! সেই সময় আপনার সকল সৈন্যগণ রণাঙ্গনে নিজ নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ১৩

কিন্তু মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যের সহিত নিজের ক্রোধকে সংবরণ করিলেন এবং যেখানে শ্রুতায়ু ধনুটিকে মুষ্টিদ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে মহাবল রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর বক্ষঃস্থলে একটি নারাচ প্রহার করিলেন। তারপর সকল সৈন্যের দৃষ্টিপথের মধ্যেই রণাঙ্গনে মহাত্মা শ্রুতায়ুর অশ্বগণকে অতি সত্বর বিনাশ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও দ্রুত বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫-১৬

রথের অশ্ব নিহত হইয়াছে—ইহা দেখিয়া এবং যুদ্ধে রাজা যুধিষ্ঠিরের পুরুষার্থ অবলোকন করিয়া শ্রুতায়ু সেই সময় তীব্র বেগে রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ১৭

রাজন্! সংগ্রামে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু পরাজিত হইলে দুর্য্যোধনের সকল সৈন্যই রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল ॥ ১৮

মহারাজ! এইরূপ পরাক্রম করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মুখ বিস্তারকারী কালের ন্যায় আপনার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

অন্যদিকে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত চেকিতান রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্যকে সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই নিজ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

রাজন্! শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য যুদ্ধে সেই সব বাণকে ছেদন করিয়া অতিশয় সাবধানতার সহিত যুদ্ধরত চেকিতানকে পক্ষভূষিত বহু বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২১

আর্য্য! তারপর অন্য একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিলেন এবং স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে সমরাঙ্গণে তাঁহার সারথিকেও বধ করিলেন ॥ ২২

রাজন্! তদনন্তর চেকিতানের চারিটি অশ্ব ও তাঁহার দুই পৃষ্ঠরক্ষককেও নিহত করিলেন। তখন সাত্বতবংশীয় চেকিতান রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অতি সত্বর স্বীয় গদা গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩

গদাধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চেকিতান সেই বীরঘাতিনী গদার দ্বারা কৃপাচার্য্যের অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহার সারথিকেও ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ২৪

তখন কৃপাচার্য্য ভূমিতেই দাঁড়াইয়া চেকিতানের উপর ষোলটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণগুলি সাত্বতবংশধর চেকিতানকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল ॥ ২৫

তখন ক্রুদ্ধ চেকিতান কৃপাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার উপর পুনরায় সেইরূপ গদায় প্রহার করিলেন, যেরূপ বৃত্রাসুরের উপর ইন্দ্র অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন ॥ ২৬

তামাপতন্তীং বিমলামশ্মগর্ভাং মহাগদাম্।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্বারয়মাস গৌতমঃ ॥ ২৭
চেকিতানস্ততঃ খড়্গং ক্রোধাদুদ্ধৃত্য ভারত।
লাঘবং পরমাস্থায় গৌতমং সমুপাদ্রবৎ ॥ ২৮
গৌতমোঽপি ধনুস্ত্যক্ত্বা প্রগৃহ্যাসিং সুসংযতঃ।
বেগেন মহতা রাজংশ্চেকিতানমুপাদ্রবৎ ॥ ২৯
তাবুভৌ বলসম্পন্নৌ নিস্ত্রিংশবরধারিণৌ।
নিস্ত্রিংশাভ্যাং সুতীক্ষ্ণাভ্যামন্যোন্যং সন্ততক্ষতুঃ ॥৩০
নিস্ত্রিংশবেগাভিহতৌ ততস্তৌ পুরুষর্ষভৌ।
ধরণীং সমনুপ্রাপ্তৌ সর্বভূতনিষেবিতাম্ ॥ ৩১
মূর্চ্ছয়াভিপরীতাঙ্গৌ ব্যায়ামেন তু মোহিতৌ।
ততোঽভ্যধাবদ্ বেগেন করকর্ষঃ সুহৃত্তয়া ॥ ৩২
চেকিতানং তথাভূতং দৃষ্ট্বা সমরদুর্মদঃ।
রথমারোপয়চ্চৈনং সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৩
তথৈব শকুনিঃ শূরঃ শ্যালস্তব বিশাম্পতে।
আরোপয়দ্ রথং তূর্ণং গৌতমং রথিনাং বরম্ ॥ ৩৪
সৌমদত্তিং তথা ক্রুদ্ধো ধৃষ্টকেতুর্মহাবলঃ।
নবত্যা সায়কৈঃ ক্ষিপ্রং রাজন্ বিব্যাধ বক্ষসি ॥ ৩৫
সৌমদত্তিরুরঃস্থৈস্তৈর্ভৃশং বাণৈরশোভত।
মধ্যন্দিনে মহারাজ রশ্মিভিস্তপনো যথা ॥ ৩৬
ভূরিশ্রবাস্তু সমরে ধৃষ্টকেতুং মহারথম্।
হতসূত-হয়ং চক্রে বিরথং সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৩৭
বিরথং তং সমালোক্য হতাশ্বং হতসারথিম্।
মহতা শরবর্ষেণ চ্ছাদয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৮
স তু তং রথমুৎসৃজ্য ধৃষ্টকেতুর্মহামনাঃ।
আরুরোহ ততো যানং শতানীকস্য মারিষ ॥ ৩৯
চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ রাজন্ দুর্মর্ষণস্তথা।
রথিনো হেমসংনাহাঃ সৌভদ্রমভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৪০
অভিমন্যোস্ততস্তৈস্তু ঘোরং যুদ্ধমবর্তত।
শরীরস্য যথা রাজন্ বাত-পিত্ত-কফৈস্ত্রিভিঃ ॥৪১

সেই নির্মল ও লৌহনির্ম্মিত বিশাল গদাকে নিজের উপর আসিতে দেখিয়া কৃপাচার্য্য বহু সহস্র বাণের দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ২৭

ভারত! তখন চেকিতান ক্রোধবশতঃ স্বীয় তরবারি বাহির করিয়া লইলেন এবং নিপুণতার সহিত কৃপাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৮

রাজন্! ইহা দেখিয়া কৃপাচার্য্যও ধনু পরিত্যাগ করত স্বীয় তরবারি হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং অতিশয় সাবধানতার সহিত তীব্র বেগে চেকিতানের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

ইঁহারা উভয়েই বলবান্ ছিলেন, এবং উভয়েই উত্তম তরবারির দ্বারা পরস্পরকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

সেই তরবারির গভীর আঘাতে আহত হইয়া এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ সকল প্রাণীর নিবাসভূত ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩১

তাঁহাদের সারা অঙ্গ মূর্চ্ছায় আবিষ্ট হইয়া পড়িল এবং অধিক পরিশ্রমের জন্য উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই সময় যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামকারী করকর্ষ চেকিতানকে সেই অবস্থায় পতিত দেখিয়া সৌহার্দ্দবশতঃ তীব্রবেগে দৌড়াইয়া আসিলেন এবং সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩২-৩৩

প্রজানাথ! এইরূপ আপনার শ্যালক (সম্বন্ধী) বীর শকুনি রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্যকেও অতিসত্বর নিজ রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৩৪

রাজন্! অপর দিকে মহাবল ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া নব্বইটি বাণে অতিক্রুত ভূরিশ্রবার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫

মহারাজ! বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট সেই বাণসমূহে ভূরিশ্রবা তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য স্বীয় কিরণাবলিতে অধিক প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬

তখন ভূরিশ্রবাও সমরাঙ্গণে উত্তম বাণসমূহে মহারথী ধৃষ্টকেতুর অশ্বগণকে ও সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহাকে রথহীন করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

ভূরিশ্রবা অশ্ব ও সারথি নিহত হইবার পর ধৃষ্টকেতুকে রথহীন দেখিয়া প্রভূত বাণবর্ষণে তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

আর্য্য! তাঁহার পর মহামনা ধৃষ্টকেতু সেই রথকে পরিত্যাগ করিয়া শতানীকের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৯

রাজন্! সেই সময় চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণ এই তিন রথী স্বর্ণনির্ম্মিত কবচ ধারণ করত সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪০

রাজন্! তখন তাঁহাদের সহিত অভিমন্যুর সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ বাত, পিত্ত ও কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪১

বিরথাংস্তব পুত্রাংস্তু কৃত্বা রাজন্ মহাহবে।
ন জঘান নরব্যাঘ্রঃ স্মরন্ ভীমবচস্তদা ॥ ৪২
ততো রাজ্ঞাং বহুশতৈর্গজাশ্ব-রথযায়িভিঃ।
সংবৃতং সমরে ভীষ্মং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৪৩
প্রযান্তং শীঘ্রমুদ্বীক্ষ্য পরিত্রাতুং সুতাংস্তব।
অভিমন্যুং সমুদ্দিশ্য বালমেকং মহারথম্ ॥ ৪৪
বাসুদেবমুবাচেদং কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ।
চোদয়াশ্বান্ হৃষীকেশ যত্রৈতে বহুলা রথাঃ ॥ ৪৫
এতে হি বহবঃ শূরাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
যথা হন্যুর্ন নঃ সেনাং তথা মাধব চোদয় ॥ ৪৬
এবমুক্তঃ স বার্ষ্ণেয়ঃ কৌন্তেয়েনামিতৌজসা।
রথং শ্বেতহয়ৈর্যুক্তং প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥ ৪৭
নিষ্টানকো মহানাসীৎ তব সৈন্যস্য মারিষ।
যদর্জুনো রণে ক্রুদ্ধঃ সংযাতস্তাবকান্ প্রতি ॥ ৪৮
সমাসাদ্য তু কৌন্তেয়ো রাজ্ঞস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ।
সুশর্ম্মাণমথো রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৯
জানামি ত্বাং যুধাং শ্রেষ্ঠমত্যন্তং পূর্ববৈরিণম্।
অনয়স্যাদ্য সম্প্রাপ্তং ফলং পশ্য সুদারুণম্ ॥ ৫০
অদ্য তে দর্শয়িষ্যামি পূর্বপ্রেতান্ পিতামহান্।
এবং সংজল্পতস্তস্য বীভৎসোঃ শত্রুঘাতিনঃ ॥ ৫১
শ্রুত্বাপি পরুষং বাক্যং সুশর্ম্মা রথযূথপঃ।
ন চৈনমব্রবীৎ কিঞ্চিচ্ছুভং বা যদি বাশুভম্ ॥ ৫২
অভিগম্যার্জুনং বীরং রাজভির্বহুভির্বৃতঃ।
পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতশ্চৈব পার্শ্বতশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৫৩
পরিবার্য্যার্জুনং সংখ্যে তব পুত্রৈর্মহারথঃ।
শরৈঃ সংছাদয়ামাস মেঘৈরিব দিবাকরম্ ॥ ৫৪
ততঃ প্রবৃত্তঃ সুমহান্ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ।
তাবকানাঞ্চ সমরে পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তমযুদ্ধদিবসে সুশর্ম্মার্জুন-সমাগমে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

রাজন্! সেই মহাসংগ্রামে আপনার পুত্রগণকে রথহীন করিয়া নরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু সেই সময় ভীমসেনের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিলেন না ॥ ৪২

তদনন্তর হস্তী, অশ্ব ও রথের সাহায্যে যুদ্ধ-যাত্রাকারী বহুশত রাজগণে পরিবেষ্টিত এবং রণাঙ্গনে দেবতাদিগেরও দুর্জ্জয় ভীষ্ম আপনার পুত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র বালক মহারথী অভিমন্যুকে লক্ষ্য করত তীব্রবেগে গমন করিলেন। তাঁহাকে সেই দিকে যাইতে দেখিয়া শ্বেতবাহন কুন্তীপুত্র অর্জুন বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।

হৃষীকেশ! যেদিকে এই বহু সংখ্যক রথ যাইতেছে, সেই দিকেই আপনি অশ্বচালনা করুন। মাধব! অস্ত্রাভ্যাসে পারদর্শী ও রণদুর্মদ বহু সংখ্যক এই বীরগণ যাহাতে আমাদের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে না পারে, সেইভাবে এই রথকে ঐ দিকেই লইয়া চলুন ॥ ৪৩-৪৬

অমিততেজস্বী কুন্তীকুমার অর্জুন এই কথা বলিলে পর বৃষ্ণিবংশভূষণ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে শ্বেতবাহনযোজিত সেই রথকে অগ্রসর করিলেন ॥ ৪৭

আর্য্য! যখন রণভূমিতে ক্রুদ্ধ অর্জুন আপনার সৈন্যদের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখন আপনার সৈন্যমধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৪৮

রাজন্! কুন্তীকুমার অর্জুন ভীষ্মকে রক্ষাকারী সেই সব রাজগণের নিকট যাইয়া সুশর্ম্মাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৯

বীর! আমি জানি যে, তুমি পাণ্ডবগণের পূর্ব্ব শত্রু এবং যোদ্ধাদিগের মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। তোমরা যে অন্যায় করিয়াছ, তাহার অতিশয় ভয়ঙ্কর এই ফল আজ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা দেখ। আজ আমি তোমাকে পূর্ব্বমৃত তোমার পিতামহকে দর্শন করাইব।

এইরূপ বাক্যভাষী শত্রুহন্তা অর্জুনের কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়াও রথযূথপতি সুশর্ম্মা তাঁহাকে শুভ কিংবা অশুভ কোন কিছুই বলিলেন না ॥ ৫০-৫২

বহু নৃপগণে পরিবৃত সেই মহারথী বীর আপনার পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে বীর অর্জুনের সম্মুখে গমন করত তাঁহাকে অগ্রে, পশ্চাতে ও পার্শ্বভাগে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহে অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৩-৫৪

ভারত! তাহার পর রণাঙ্গনে আপনার পুত্র ও পাণ্ডবগণের মধ্যে রক্তরূপ জলপ্রবাহকারী ঘোরতর মহাসংগ্রাম বাধিয়া যাইল ॥ ৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে সপ্তম দিবসের যুদ্ধে সুশর্ম্মা ও অর্জুনের সমাগমবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

১০ম বর্ষ, ভাদ্রমাস ১৩৭৮]　　[তৃতীয় সংখ্যা – দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

*　　*　　*

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

*　　*　　*

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি,লিট্ * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি,লিট

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ　　শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ　　শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয়

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা　　প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড

কলিকাতা—৩৫

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য পরাক্রমঃ, ভীষ্মোপরি পাণ্ডবানামাক্রমণম্ , শিখণ্ডিনং প্রতি যুধিষ্ঠিরস্য তিরস্কারঃ, ভীমস্য পুরুষার্থশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

স তাড্যমানস্তু শরৈর্ধনঞ্জয়ঃ
পদা হতো নাগ ইব শ্বসন্ বলী।
বাণেন বাণেন মহারথানাং
চিচ্ছেদ চাপানি চ রণে প্রসহ্য ॥
সঞ্ছিদ্য চাপানি চ তানি রাজ্ঞাং
তেষাং রণে বীর্য্যবতাং ক্ষণেন।
বিব্যাধ বাণৈর্যুগপন্মহাত্মা
নিঃশেষতাং তেষ্বথ মন্যমানঃ ॥ ২
নিপেতুরাজৌ রুধিরপ্রদিগ্ধা-
স্তে তাড়িতাঃ শক্রসুতেন রাজন্।
বিভিন্নগাত্রাঃ পতিতোত্তমাঙ্গা
গতাসবশ্ছিন্নতনুত্রকায়াঃ ॥ ৩
মহীং গতাঃ পার্থবলাভিভূতা
বিচিত্ররূপা যুগপদ্ বিনেশুঃ।
দৃষ্ট্বা হতাংস্তান্ যুধিরাজপুত্রাং-
স্ত্রিগর্ত্তরাজঃ প্রযযৌ রথেন ॥ ৪
তেষাং রথানামথ পৃষ্ঠগোপা
দ্বাত্রিংশদন্যেঽভ্যপতন্ত পার্থম্।
তথৈব তে তং পরিবার্য্য পার্থং
বিকৃষ্য চাপানি মহারবাণি ॥ ৫
অবীবৃষন্ বাণমহৌঘবৃষ্ট্যা
যথা গিরিং তোয়ধরা জলৌঘৈঃ
সম্পীড্যমানস্তু শরৌঘবৃষ্ট্যা
ধনঞ্জয়স্তান্ যুধি জাতরোষঃ ॥৬
ষষ্ট্যা শরৈঃ সংযতি তৈলধৌতৈ-
র্জঘান তানপ্যথ পৃষ্ঠগোপান্।
রথাংশ্চ তাংস্তানবজিত্য সংখ্যে
ধনঞ্জয়ঃ প্রীতমনা যশস্বী ॥ ৭

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুনের পরাক্রম, ভীষ্মের উপর পাণ্ডবগণের আক্রমণ, যুধিষ্ঠিরের শিখণ্ডীকে তিরস্কার এবং ভীমসেনের পুরুষার্থ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে শত্রুগণের বাণে তাড়িত হইয়া বলবান্ অর্জুন পদাহত সর্পের ন্যায় ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তিনি বলপুর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ বাণ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে সেই মহারথীদিগের প্রত্যেকেরই ধনু ছেদন করিলেন। ১

রণাঙ্গনে সেই পরাক্রমশালী নরপতিগণের ধনু ক্ষণকালের মধ্যেই ছেদন করিয়া মহাত্মা অর্জুন তাঁহাদের পূর্ণরূপে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় একসঙ্গে সকলকে নিজ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২

রাজন্! ইন্দ্রপুত্র অর্জুন কর্তৃক তাড়িত হইয়া সেই সব নরপতিগণ রক্তাপ্লুত অবস্থায় রণাঙ্গনে পতিত হইলেন। তাঁহাদের সকলের অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, মস্তক খণ্ডিত হইয়া দূরে পতিত হইয়াছিল এবং কবচ ও দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল। তাঁহারা এরূপ অবস্থায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৩

পার্থের বলে অভিভূত হইয়া সেই বিচিত্ররূপধারী রাজকুমারগণ একসঙ্গে ভূতলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলেন। সেই রাজপুত্রগণকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা রথের দ্বারা অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। ৪

সেই রাজপুত্রগণের রথসমূহের যে ভিন্ন ভিন্ন বত্রিশ জন পৃষ্ঠরক্ষক ছিলেন, তাঁহারাও সুশর্ম্মার সহিত একসঙ্গে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। এইরূপে ইঁহারা সকলে অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া মহাটঙ্কারধ্বনিকারী নিজ নিজ ধনু আকর্ষণ করত পর্ব্বতের উপর মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাণসমূহের বর্ষণে পীড়িত হইয়া রণাঙ্গনে অর্জুনের হৃদয়ে অতিশয় রোষ উপস্থিত হইল। ৫-৬

তিনি রণক্ষেত্রে তৈলধৌত ষাট্‌টি বাণ নিক্ষেপ করিয়া সেই পৃষ্ঠরক্ষকগণকে সংহার করিলেন। এইভাবে যুদ্ধে সেই সব রথী বীরগণকে জয় করিয়া এবং কৌরবসৈন্যগণকে যুদ্ধে সংহার করত প্রসন্নচিত্ত হইয়া যশস্বী ও বিজয়ী অর্জুন ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য সত্বরতা অবলম্বন করিলেন। ৭

র্বলানি রাজন্ সমরে নিহত্য।
ত্রিগর্তরাজো নিহতান্ সমীক্ষ্য
মহাত্মনা তানথ বন্ধুবর্গান্॥ ৮
রণে পুরস্কৃত্য নরাধিপাংস্তান্
জগাম পার্থং ত্বরিতো বধায়।
অভিদ্রুতং চাস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠং
ধনঞ্জয়ং বীক্ষ্য শিখণ্ডিমুখ্যাঃ॥ ৯
অভ্যুদ্যযুস্তে শিতশস্ত্রহস্তা
রিরক্ষিষন্তো রথমর্জুনস্য।
পার্থোঽপি তানাপততঃ সমীক্ষ্য
ত্রিগর্তরাজ্ঞা সহিতান্ নৃবীরান্॥ ১০
বিধ্বংসয়িত্বা সমরে ধনুষ্মান্
গাণ্ডীবমুক্তৈর্নিশিতৈঃ পৃষৎকৈঃ।
ভীষ্মং যিযাসুর্যুধি সন্দদর্শ
দুর্য্যোধনং সৈন্ধবাদীংশ্চ রাজ্ঞঃ॥ ১১
সংবারয়িষ্ণুনভিবারয়িত্বা
মুহূর্তমায়োধ্য বলেন বীরঃ।
উৎসৃজ্য রাজানমনন্তবীর্য্যো
জয়দ্রথাদীংশ্চ নৃপান্ মহৌজাঃ॥ ১২
যযৌ ততো ভীমবলো মনস্বী
গাঙ্গেয়মাজৌ শরচাপপাণিঃ।
(ভীষ্মোঽপি দৃষ্ট্বা সমরে কৃতাস্ত্রান্
স পাণ্ডবানাং রথিনো হ্যুদারান্।
বিহায় সংগ্রামমুখে ধনঞ্জয়ং
জবেন পার্থং পুনরাজগাম॥)
যুধিষ্ঠিরশ্চ প্রবলো মহাত্মা
সমাযযৌ ত্বরিতো জাতকোপঃ॥ ১৩
মদ্রাধিপং সমভিত্যজ্য সংখ্যে
স্বভাগমাপ্তং তমনন্তকীর্তিঃ।
সার্ধং স মাদ্রীসুতভীমসেনৈ-
র্ভীষ্মং যযৌ শান্তনবং রণায়॥ ১৪
তৈঃ সম্প্রযুক্তৈঃ স মহারথাগ্র্যে-
র্গঙ্গাসুতঃ সমরে চিত্রযোধী।
ন বিব্যথে শান্তনবো মহাত্মা
সমাগতৈঃ পাণ্ডুসুতৈঃ সমস্তৈঃ॥ ১৫

মহাত্মা অর্জুন কর্তৃক স্বীয় বন্ধুবর্গকে নিহত হইতে দেখিয়া ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা সুপ্রসিদ্ধ নরপতিগণকে যুদ্ধের জন্য অগ্রে করিয়া অতিক্রুত অর্জুনের বধের জন্য তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন॥

অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের উপর আক্রমণ হইতে দেখিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথী বীরবৃন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ হস্তে ধারণ করত অগ্রসর হইলেন॥

এদিকে ধনুর্দ্ধর অর্জুনও ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার সহিত সেই নরবীরগণকে আসিতে দেখিয়া সংগ্রামস্থলে গাণ্ডীবধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাদের বিনষ্ট করিয়া ভীষ্মের নিকট যাইতে অভিলাষী হইলেন। তখন সেই রণাঙ্গনে তিনি রাজা দুর্য্যোধন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রভৃতিকেও দেখিতে পাইলেন॥ ৭-১১

দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথাদি যোদ্ধারা অর্জুনকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার কার্য্যে সচেষ্ট ছিলেন, অতএব সেই সময় অনন্ত পরাক্রমশালী ও মহাতেজস্বী বীর অর্জুন মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সকলকে নিবারিত করিলেন। তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথাদি নরপতিগণকে সেই স্থলেই পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর বলশালী ও মনস্বী অর্জুন হাতে ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধস্থলে গঙ্গানন্দন ভীষ্মের দিকে গমন করিতে লাগিলেন॥

(ভীষ্মও অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ও উদার পাণ্ডব রথীদিগকে নিজের সম্মুখে দেখিয়াও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদিগকে পরিহার করিয়া তীব্রবেগে পুনরায় অর্জুনের নিকট আসিলেন)॥

সেই সময় উৎকৃষ্ট বলশালী অনন্তকীর্ত্তি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও যুদ্ধে স্বীয় ভাগে প্রাপ্ত মদ্ররাজ শল্যকে ত্যাগ করিয়া নকুল, সহদেব ও ভীমসেনের সহিত সক্রোধে অতি দ্রুত সেস্থান হইতে গমন করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ১২-১৪

মহারথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমস্ত পাণ্ডবেরা সংগঠিত হইয়া যদিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তথাপি সমরাঙ্গণে বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধকারী গঙ্গাপুত্র শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম ব্যথিত হইলেন না॥ ১৫

অথৈত্য রাজা যুধি সত্যসন্ধো
জয়দ্রথোঽত্যুগ্রবলো মনস্বী।
চিচ্ছেদ চাপানি মহারথানাং
প্রসহ্য তেষাং ধনুষা বরেণ ॥১৬

যুধিষ্ঠিরং ভীমসেনং যমৌ চ
পার্থং কৃষ্ণং যুধি সঞ্জাতকোপঃ।
দুর্য্যোধনঃ ক্রোধবিষো মহাত্মা
জঘান বাণৈরনলপ্রকাশৈঃ ॥ ১৭

কৃপেণ শল্যেন শলেন চৈব
তথা বিভো চিত্রসেনেন চাজৌ।
বিদ্ধাঃ শরৈস্তেঽতিবিবৃদ্ধকোপৈ-
র্দেবা যথা দৈত্যগণৈঃ সমেতৈঃ ॥ ১৮

ছিন্নায়ুধং শান্তনবেন রাজা
শিখণ্ডিনং প্রেক্ষ্য চ জাতকোপঃ।
অজাতশত্রুঃ সমরে মহাত্মা
শিখণ্ডিনং ক্রুদ্ধ উবাচ বাক্যম্ ॥ ১৯

তাহার পর সত্যপ্রতিজ্ঞ, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ও মনস্বী রাজা জয়দ্রথ রণাঙ্গনে সম্মুখে আসিয়া উত্তম ধনুর দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই সব মহারথীর ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬

ক্রোধরূপ বিষ উদ্‌গিরণকারী মহামনস্বী দুর্য্যোধন যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের উপর কুপিত হইয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহ প্রহার করিলেন ॥ ১৭

প্রভো! যেরূপ ক্রুদ্ধ দৈত্যগণ একত্র হইয়া দেবতাদিগকে প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ কৃপাচার্য্য, শল্য, শল এবং চিত্রসেন রণাঙ্গনে অতিশয় কুপিত হইয়া পাণ্ডবগণকে নিজ নিজ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যখন শিখণ্ডীর ধনু ছিন্ন করিয়া দিলেন,* তখন রণাঙ্গনে অজাতশত্রু মহাত্মা যুধিষ্ঠির শিখণ্ডীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে ক্রোধের সহিত ইহা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯

উক্ত্বা তথা ত্বং পিতুরগ্রতো মা-
মহং হনিষ্যামি মহাব্রতং তম্।
ভীষ্মং শরৌঘৈর্বিমলার্কবর্ণৈঃ
সত্যং বদামীতি কৃতা প্রতিজ্ঞা ॥ ২০

ত্বয়া চ নৈনাং সফলাং করোষি
দেবব্রতং যন্ন নিহংসি যুদ্ধে।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো ভব মাত্র বীর
রক্ষ স্বধর্মং স্বকুলং যশশ্চ ॥ ২১

প্রেক্ষস্ব ভীষ্মং যুধি ভীমবেগং
সর্বাংস্তপন্তং মম সৈন্যসঙ্ঘান্।
শরৌঘজালৈরতিতিগ্মবেগৈঃ
কালং যথা কালকৃতং ক্ষণেন ॥ ২২

নিকৃত্তচাপঃ সমরেঽনপেক্ষঃ
পরাজিতঃ শান্তনবেন চাজৌ।
বিহায় বন্ধূনথ সোদরাংশ্চ
ক যাস্যসে নানুরূপং তবেদম্ ॥ ২৩

বীর! তুমি নিজ পিতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে এই কথা বলিয়াছিলে যে, "আমি মহাব্রতধারী ভীষ্মকে নির্ম্মল সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বাণসমূহে অবশ্যই নিহত করিব, এই কথা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা তুমি করিয়াছিলে। কিন্তু তুমি এই প্রতিজ্ঞাকে সফল করিতেছ না, কারণ, তুমি যুদ্ধে দেবব্রত ভীষ্মকে বধ করিতেছ না। মিথ্যা প্রতিজ্ঞাকারী হইও না, তুমি স্বীয় ধর্ম্ম, কুল ও যশকে রক্ষা কর ॥ ২০-২১

যেরূপ যমরাজ সময়ানুসারে উপস্থিত হইয়া দেহধারী সকল প্রাণীকে ক্ষণকালের মধ্যেই বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর বেগশালী ভীষ্ম অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগগামী বাণসমূহে আমার সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেছেন—তুমি ইহা লক্ষ্য কর ॥ ২২

যুদ্ধে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তোমার ধনু ছিন্ন করত তোমাকে পরাজিত করিয়াছেন, তথাপি তুমি নিরপেক্ষভাবে বসিয়া আছ। স্বীয় বন্ধু ও সহোদর ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য্য নহে ॥ ২৩

*ভীষ্ম নিজের উপর শিখণ্ডীকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার ধনুটিকে কেবল ছেদন করিলেন, তাঁহার শরীরে কোনরূপ আঘাত করেন নাই; সুতরাং ইহাতে ভীষ্মের কোন দোষ হয় নাই কিংবা তাঁহার প্রতিজ্ঞাহানিও হয় নাই।

দৃষ্ট্বা হি ভীষ্মং তমনন্তবীর্য্যং
ভগ্নঞ্চ সৈন্যং দ্রবমাণমেবম্।
ভীতোঽসি নূনং দ্রুপদস্য পুত্র
তথা হি তে মুখবর্ণোঽপ্রহৃষ্টঃ॥ ২৪
অজ্ঞায়মানে চ ধনঞ্জয়েঽপি
মহাহবে সম্প্রসক্তে নৃবীরে।
কথং হি ভীষ্মাৎ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং
ভয়ং ত্বমদ্য প্রকরোষি বীর॥ ২৫
স ধর্মরাজস্য বচো নিশম্য
রূক্ষাক্ষরং বিপ্রলাপানুবদ্ধম্।
প্রত্যাদেশং মন্যমানো মহাত্মা
প্রতত্বরে ভীষ্মবধায় রাজন্॥ ২৬
তমাপতন্তং মহতা জবেন
শিখণ্ডিনং ভীষ্মমভিদ্রবন্তম্।
নিবারয়ামাস হি শল্য এন-
মস্ত্রেণ ঘোরেণ সুদুর্জয়েন॥ ২৭
স চাপি দৃষ্ট্বা সমুদীর্য্যমাণ-
মস্ত্রং যুগান্তাগ্নিসমপ্রকাশম্।

ন সম্মুমোহ দ্রুপদস্য পুত্রো
রাজন্ মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাবঃ॥ ২৮
তস্থৌ চ তত্রৈব মহাধনুষ্মান্
শরৈস্তদস্ত্রং প্রতিবাধমানঃ।
অথাদদে বারুণমস্ত্রমস্ত্রং
শিখণ্ড্যথোগ্রং প্রতিঘাতমস্য॥ ২৯
তদস্ত্রমস্ত্রেণ বিদার্য্যমাণং
স্বস্থাঃ সুরা দদৃশুঃ পার্থিবাশ্চ।
ভীষ্মস্তু রাজন্ সমরে মহাত্মা
ধনুশ্চ চিত্রং ধ্বজমেব চাপি॥ ৩০
ছিত্ত্বানদৎ পাণ্ডুসুতস্য বীরো

ততঃ সমুৎসৃজ্য ধনুঃ সবাণং
যুধিষ্ঠিরং বীক্ষ্য ভয়াভিভূতম্॥ ৩১
গদাং প্রগৃহ্যাভিপপাত সংখ্যে
জয়দ্রথং ভীমসেনঃ পদাতিঃ।
তমাপতন্তং সহসা জবেন
জয়দ্রথঃ সগদং ভীমসেনম্॥ ৩২

দ্রুপদনন্দন! অনন্ত পরাক্রমী ভীষ্মকে এবং তাঁহার ভীতিতে এরূপ হতোৎসাহ হইয়া পলায়নপর আমার সৈন্যদিগকে দেখিয়া নিশ্চয়ই তুমি ভীত হইয়া পড়িয়াছ; কারণ, তোমার মুখের বর্ণ সেরূপ অপ্রসন্নই দেখাইতেছে। ২৪

বীর! নরবীর অর্জুন এই মহাযুদ্ধে কোন্ স্থলে যাইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ সময়ে তুমি আজ ভূমণ্ডলের মধ্যে প্রখ্যাত বীর হইয়াও কেন ভীষ্মকে ভয় করিতেছ? ২৫

রাজন্! ধর্ম্মরাজের এই বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরই কঠোরতায় পরিপূর্ণ। ইহার দ্বারা তিনি বহু মনের বিপরীত কথা বলিয়াছেন, তথাপি এই বাক্য শুনিয়া মহাত্মা শিখণ্ডী ইহাকে নিজের উপর ধর্ম্মরাজের আদেশ বলিয়া মনে করিলেন এবং অতিসত্বর ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ২৬

শিখণ্ডীকে তীব্রবেগে আসিতে এবং ভীষ্মের উপর ধাবিত হইতে দেখিয়া শল্য অত্যন্ত দুর্জয় ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ২৭

রাজন্! প্রলয়কালের অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই অস্ত্রকে প্রকটিত হইতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী দ্রুপদকুমার শিখণ্ডী বিভ্রান্ত হইলেন না। ২৮

এই মহাধনুর্দ্ধর বীর স্বীয় বাণসমূহে শল্যের অস্ত্রকে নিবারণ করিতে করিতে সেইস্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তারপর শিখণ্ডী শল্যের অস্ত্রের প্রতিঘাতক অন্য একটি ভয়ঙ্কর বারুণাস্ত্র হাতে লইলেন। ২৯

আকাশে বিদ্যমান দেবগণ এবং রণক্ষেত্রে সমাগত ভূপতিবৃন্দ সকলেই দেখিলেন যে, শিখণ্ডীর দিব্যাস্ত্রে শল্যের অস্ত্র বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। রাজন্! মহাত্মা ও বীর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে অজমীঢ়কুলজাত পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তখন গর্জন করিতে লাগিলেন।

সেই সময় বাণসহ ধনু পরিত্যাগ করিয়া এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভয়াবিষ্ট দেখিয়া ভীমসেন গদা লইয়া যুদ্ধে পদব্রজে রাজা জয়দ্রথের উপর আক্রমণ করিলেন।

এইরূপে সহসা হাতে গদা লইয়া ভীমসেনকে সবেগে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া জয়দ্রথ যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর পাঁচশত তীক্ষ্ণ বাণে চারিদিকেই তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

বিব্যাধ ঘোরৈর্যমদণ্ডকল্পৈঃ
শিতৈঃ শরৈঃ পঞ্চশতৈঃ সমন্তাৎ।
অচিন্তয়িত্বা স শরাংস্তরস্বী
বৃকোদরঃ ক্রোধপরীতচেতাঃ ॥ ৩৩
জঘান বাহান্ সমরে সমন্তাৎ
পারাবতান্ সিন্ধুরাজস্য সংখ্যে।
ততোঽভিবীক্ষ্যাপ্রতিমপ্রভাব-
স্তবাত্মজস্ত্বরমাণো রথেন ॥ ৩৪
অভ্যাযযৌ ভীমসেনং নিহন্তুং
সমুদ্যতাস্ত্রঃ সুররাজকল্পঃ।
ভীমোঽপ্যথৈনং সহসা বিনদ্য
প্রত্যুদ্যযৌ গদয়া তর্জয়ানঃ ॥ ৩৫
(জয়দ্রথো ভগ্নবাহো রথং তং
ত্যক্ত্বা যযৌ যত্র রাজা কুরূণাম্।
স সৌবলঃ সানুগঃ সানুজশ্চ
দৃষ্ট্বা ভীমং মূঢ়চেতাঃ ভয়ার্তঃ ॥
ভীমোঽপ্যথৈনং সহসা বিনদ্য
প্রত্যুদ্যযৌ গদয়া হন্তুকামঃ।
স সৌবলং তব পুত্রং নিরীক্ষ্য
দুর্য্যোধনং সানুজং রোষযুক্তঃ ॥)
সমুদ্যতাং তাং যমদণ্ডকল্পাং
দৃষ্ট্বা গদাং তে কুরবঃ সমন্তাৎ।
বিহায় সর্বে তব পুত্রমুগ্রং
পাতং গদায়াঃ পরিহর্তুকামাঃ ॥ ৩৬
অপক্রান্তাস্তুমুলে সম্প্রমর্দে
সুদারুণে ভারত মোহনীয়ে।
অমূঢ়চেতাস্ত্বথ চিত্রসেনো
মহাগদামাপতন্তীং নিরীক্ষ্য ॥ ৩৭
রথং স্বমুৎসৃজ্য পদাতিরাজৌ
প্রগৃহ্য খড়্গং বিপুলঞ্চ চর্ম।
অবপ্লুতঃ সিংহ ইবাচলাগ্রা-
জ্জগামান্যং ভূমিপ ভূমিদেশম্ ॥ ৩৮
গদাপি সা প্রাপ্য রথং সুচিত্রং
সাশ্বং সসূতং বিনিহত্য সংখ্যে।
জগাম ভূমিং জ্বলিতা মহোল্কা
ভ্রষ্টাম্বরাদ্ গামিব সম্পতন্তী ॥ ৩৯

কিন্তু বেগশালী ভীমসেন তাঁহার এই বাণসমূহকে কোনরূপ গণনার মধ্যেই না আনিয়া (অর্থাৎ তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া) মনে মনে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তারপর তিনি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পারাবত (পায়রা)-তুল্য বর্ণবিশিষ্ট অশ্বগুলিকে সমরাঙ্গণে নিহত করিলেন ॥

ইহা দেখিয়া আপনার অনুপম প্রভাবশালী ও দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়া অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত রথের দ্বারা সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥

তখন ভীমসেনও সহসা সিংহনাদ করত গদাদ্বারা তর্জন গর্জন করিতে করিতে জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০-৩৫

(অশ্ব নিহত হইলে জয়দ্রথ সেই রথকে পরিত্যাগ করিয়া যেখানে শকুনি, সেবকগণ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত কুরুরাজ দুর্য্যোধন ছিলেন, সেখানে চলিয়া যাইলেন। ভীমসেনকে দেখিয়া জয়দ্রথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তখন তিনি ভীতিতে পীড়িত হইয়াছিলেন ॥

ভীমসেনও শকুনি ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে দেখিয়া রোষপূর্ণ চিত্তে সহসা গর্জন করত গদাদ্বারা জয়দ্রথকে বধ করিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইলেন।

যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর সেই গদাকে উত্তোলিত দেখিয়া সমস্ত কৌরবগণ আপনার পুত্রকে সেখানেই ত্যাগ করিয়া গদার উগ্র আঘাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে পলায়ন করিলেন। ভারত! সেই মোহনীয়, অত্যন্ত দারুণ ও ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধে উক্ত মহাগদাকে উত্তোলিত হইয়া আসিতে দেখিয়া কেবল চিত্রসেনেরই চিত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় নাই ॥ ৩৬-৩৭

রাজন্! তখন তিনি নিজ রথকে ত্যাগ করিয়া হাতে অতি বিশাল ঢাল এবং তরবারি লইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে সিংহের লম্ফনের ন্যায় লম্ফ দিয় ভূতলে পতিত হইলেন ও পদব্রজেই বিচরণ করিতে করিতে যুদ্ধের অপর দিকে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩৮

সেই গদাও চিত্রসেনের রথের উপর যাইয়া তাহার অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করত আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতনরত প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় রণভূমিতে পতিত হইল ॥ ৩৯

আশ্চর্য্যভূতং সুমহৎ ত্বদীয়া
দৃষ্টৈব তদ্ ভারত সম্প্রহৃষ্টাঃ।
সর্বে বিনেদুঃ সহিতাঃ সমন্তাৎ
পুপূজিরে তব পুত্রস্য শৌর্য্যম্ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তমযুদ্ধদিবসে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

ভারত! এই সময় আপনার সমস্ত সৈন্যগণ চিত্রসেনের সেই মহাআশ্চর্য্যপূর্ণ কার্য্য দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলে চারিদিক্ হইতে এক সঙ্গে আপনার পুত্রের শৌর্য্যের প্রশংসা করিতে ও গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে সপ্তমদিবসের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ সহ যুধিষ্ঠিরস্য যুদ্ধম্, সাত্যকি-ধৃষ্টদ্যুম্নাভ্যাং বিন্দানুবিন্দয়োঃ সংগ্রামঃ, দ্রোণপ্রভৃতীনাং পরাক্রমঃ, সপ্তমাদবসযুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
বিরথং তং সমাসাদ্য চিত্রসেনং যশস্বিনম্।
রথমারোপয়ামাস বিকর্ণস্তনয়স্তব ॥ ১
তস্মিংস্তথা বর্তমানে তুমুলে সঙ্কুলে ভৃশম্।
ভীষ্মঃ শান্তনবস্তূর্ণং যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ॥ ২
ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ সমকম্পন্ত সৃঞ্জয়াঃ।
মৃত্যোরাস্যমনুপ্রাপ্তং মেনিরে চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৩
যুধিষ্ঠিরোঽপি কৌরব্যো যমাভ্যাং সহিতঃ প্রভুঃ
মহেষ্বাসং নরব্যাঘ্রং ভীষ্মং শান্তনবং যযৌ ॥ ৪
ততঃ শরসহস্রাণি প্রমুঞ্চন্ পাণ্ডবো যুধি।
ভীষ্মং সঞ্ছাদয়ামাস যথা মেঘো দিবাকরম্ ॥ ৫
তেন সম্যক্ প্রণীতানি শরজালানি মারিষ।
প্রতিজগ্রাহ গাঙ্গেয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৬
তথৈব শরজালানি ভীষ্মেণাস্তানি মারিষ।
আকাশে সমদৃশ্যন্ত খগমানাং ব্রজা ইব ॥ ৭
নিমেষার্ধেন কৌন্তেয় ভীষ্মঃ শান্তনবো যুধি।
অদৃশ্যং সমরে চক্রে শরজালেন ভাগশঃ ॥ ৮
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা কৌরব্যস্য মহাত্মনঃ।
নারাচং প্রেষয়ামাস ক্রুদ্ধ আশীবিষোপমম্ ॥ ৯

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সাত্যকির সহিত বিন্দ ও অনুবিন্দের সংগ্রাম, দ্রোণ প্রভৃতির পরাক্রম এবং সপ্তমদিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রথহীন নিজ যশস্বী ভ্রাতা চিত্রসেনের নিকটে যাইয়া আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ১

যখন এরূপ ভয়ঙ্কর ও ব্যাপক যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অতিক্রত রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২

ইহা দেখিয়া সেই সময় সৃঞ্জয়গণ রথ, হস্তি ও অশ্বসহ কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। ৩

পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরও নকুল এবং সহদেবের সহিত মহাধনুর্দ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ শান্তনুনন্দন ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪

যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

আর্য্য! তাঁহার দ্বারা উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত শত শত ও সহস্র সহস্র বাণসমূহকে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম গ্রহণ করিলেন (অর্থাৎ স্বীয় বাণে ঐ বাণগুলিকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।) ॥ ৬

আর্য্য! সেইরূপ ভীষ্মকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহও আকাশে পক্ষীদিগের দলের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৭

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যেই পৃথক্ পৃথক্ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া কুন্তীসুত যুধিষ্ঠিরকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন ॥ ৮

তারপর ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয় মহাত্মা ভীষ্মের উপর বিষধর সর্পের ন্যায় একটি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯

অসম্প্রাপ্তং ততস্তং তু ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ ভীষ্মস্তস্য ধনুশ্চ্যুতম্ ॥ ১০
তং তু ছিত্বা রণে ভীষ্মো নারাচং কালসম্মিতম্।
নিজঘ্নে কৌরবেন্দ্রস্য হয়ান্ কাঞ্চনভূষণান্ ॥ ১১
(হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ শক্তিং চিক্ষেপ ধর্মরাট্।
তামাপতন্তীং সহসা কলপাশোপমাং শিতাম্ ॥ ॥
চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।)
হতাশ্বং তু রথং ত্যক্ত্বা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং নকুলস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
যমাবপি হি সংক্রুদ্ধঃ সমাসাদ্য রণে তদা।
শরৈঃ সঞ্ছাদয়ামাস ভীষ্মঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ১৩
তৌ তু দৃষ্ট্বা মহারাজ ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতৌ।
জগাম পরমাং চিন্তাং ভীষ্মস্য বধকাঙ্ক্ষয়া ॥১৪
ততো যুধিষ্ঠিরো বশ্যান্ রাজ্ঞস্তান্ সমচোদয়ৎ।
ভীষ্মং শান্তনবং সর্বে নিহতেতি সুহৃদগণান্ ॥ ১৫
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে শ্রুত্বা পার্থস্য ভাষিতম্।
মহতা রথবংশেন পরিবব্রুঃ পিতামহম্ ॥ ১৬
স সমন্তাৎ পরিবৃতঃ পিতা দেবব্রতস্তব।
চিক্রীড় ধনুষা রাজন্ পাতয়ানো মহারথান্ ॥ ১৭
তং চরন্তং রণে পার্থা দদৃশুঃ কৌরবং যুধি।
মৃগমধ্যং প্রবিশ্যেব যথা সিংহশিশুং বনে ॥ ১৮
তর্জয়ানং রণে বীরাংস্ত্রাসয়ানঞ্চ সায়কৈঃ।
দৃষ্ট্বা ত্রেসুর্মহারাজ সিংহং মৃগগণা ইব ॥১৯
রণে ভারতসিংহস্য দদৃশুঃ ক্ষত্রিয়া গতিম্।
অগ্নের্বায়ুসহায়স্য যথা কক্ষং দিধক্ষতঃ ॥ ২০
শিরাংসি রথিনাং ভীষ্মঃ পাতয়ামাস সংযুগে।
তালেভ্যঃ পরিপক্বানি ফলানি কুশলো নরঃ ॥ ২১

রাজন্! কিন্তু মহারথী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই নারাচকে নিজের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই একটি ক্ষুরপ্রবাণে ছেদন করিলেন ॥ ১০

এইরূপে রণাঙ্গনে কালতুল্য ভয়ঙ্কর সেই নারাচ-অস্ত্রকে ছেদন করিয়া ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অশ্বগুলিকে বিনষ্ট করিলেন। ১১

(অশ্ব নিহত হইলেও সেই রথেই অবস্থান করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের উপর একটি শক্তি ক্ষেপণ করিলেন। কালপাশ-সদৃশ তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর সেই শক্তিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভীষ্ম আনতপর্ব্বযুক্ত বহু বাণে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।)

তদনন্তর যে রথের অশ্ব নিহত হইয়াছে, সেই রথকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিসত্বর মহাত্মা নকুলের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ১২

সেই সময় রণাঙ্গনে নকুল ও সহদেবকে পাইয়া শত্রুনগরবিজয়ী ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রোধের সহিত তাঁহাদিগকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ১৩

মহারাজ! নকুল ও সহদেবকে ভীষ্মের বাণে অতিশয় পীড়িত, হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মনে ভীষ্মের বধ কামনা করিতে করিতে গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন। ১৪

তারপর যুধিষ্ঠির স্বীয় বশবর্ত্তী নরপতিগণ ও সুহৃদ্বর্গকে আদেশ দান করিলেন যে, আপনারা সকলে মিলিত হইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে বধ করুন ॥ ১৫

তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভূপতিবৃন্দ বিশাল রথসমূহের দ্বারা পিতামহ ভীষ্মকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ১৬

রাজন্! সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টিত আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সেই সব মহারথী বীরগণকে ধরাশায়ী করিতে করিতে স্বীয় ধনুর দ্বারা যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৭

যেরূপ সিংহশাবক বনে মৃগগণের দলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খেলা করিয়া থাকে, সেইরূপ কুন্তীপুত্রগণ যুদ্ধে বিচরণকারী কুরুবংশভূষণ ভীষ্মকেও সেখানে দেখিলেন। ১৮

মহারাজ! তখন তিনি রণাঙ্গনে বীরগণকে দেখিয়া তর্জন-গর্জন করিতে ও তাহাদিগকে ভীত করিতেছিলেন। যেরূপ মৃগসমূহ সিংহকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সকল রাজাই ভীষ্মকে দেখিয়া ভীত হইলেন। ১৯

যেরূপ বায়ুর সহায়তায় তৃণগুচ্ছনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীর দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক অগ্নি অধিক প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণ রণাঙ্গনে ভরতবংশের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ভীষ্মের স্বরূপ অতিশয় তেজস্বী প্রত্যক্ষ করিলেন। ২০

ভীষ্ম সেই যুদ্ধস্থলে রথী বীরগণের মস্তক ছেদন করিয়া সেইরূপে ভূপতিত করিতে লাগিলেন, যেরূপে কোন নিপুণ ব্যক্তি তালবৃক্ষসমূহ হইতে সুপক্ব তাল ফলগুলিকে পাতিত করিয়া থাকে। ২১

পতদ্ভিশ্চ মহারাজ শিরোভির্ধরণীতলে।
বভূব তুমুলঃ শব্দঃ পততামশ্মনামিব ॥ ২২
তস্মিন্ সুতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে ভয়ানকে।
সর্বেষামেব সৈন্যানামাসীদ্ ব্যতিকরো মহান্ ॥ ২৩
ভিন্নেষু তেষু ব্যূহেষু ক্ষত্রিয়া ইতরেতরম্।
একমেকং সমাহূয় যুদ্ধায়ৈবাবতস্থিরে ॥ ২৪
শিখণ্ডী তু সমাসাদ্য ভরতানাং পিতামহম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ২৫
অনাদৃত্য ততো ভীষ্মস্তং শিখণ্ডিনমাহবে।
প্রযযৌ সৃঞ্জয়ান্ ক্রুদ্ধঃ স্ত্রীত্বং চিন্ত্য শিখণ্ডিনঃ ॥ ২৬
সৃঞ্জয়াস্তু ততো দৃষ্ট্বা হৃষ্টং ভীষ্মং মহারণে।
সিংহনাদাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রুঃ শঙ্খবিমিশ্রিতান্ ॥ ২৭
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ব্যতিষক্তরথদ্বিপম্।
পশ্চিমাং দিশমাসাদ্য স্থিতে সবিতরি প্রভো ॥২৮

মহারাজ! তখন ভূতলে পতনরত মস্তকসমূহের আকাশ হইতে পতিত প্রস্তরসকলের ন্যায় ভয়ঙ্কর পটপটাপট শব্দ হইতে লাগিল ॥ ২২

সেই ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ হইবার সময় সকল সৈন্যগণের মধ্যে গুরুতর সংমিশ্রণ (অথবা গুরুতর সঙ্ঘর্ষ) হইয়া যাইল ॥ ২৩

সকল সৈন্যের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যাইলেও ক্ষত্রিয়গণ কিন্তু তখনও পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধের আহ্বান করিতে করিতে সেই রণভূমিতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শিখণ্ডী ভরতবংশের পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ২৫

কিন্তু ভীষ্ম শিখণ্ডীর স্ত্রীত্বের কথা চিন্তা করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে অবহেলা করিলেন এবং সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উপর ক্রোধের সহিত আক্রমণ করিলেন ॥ ২৬

তখন সৃঞ্জয়গণ সেই মহাযুদ্ধে হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ ভীষ্মকে দেখিয়া শঙ্খধ্বনির সহিত নানা প্রকার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

প্রভো! যখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে অবস্থিত হইলেন, তখন যুদ্ধের রূপ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সেই সময় যুদ্ধে রথের সহিত রথ ও হস্তী মিলিত হইল ॥ ২৮

ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ পাঞ্চাল্যঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পীড়য়ন্তো ভৃশং সৈন্যং শক্তি-তোমরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৯
শস্ত্রৈশ্চ বহুভী রাজন্ জঘ্নতুস্তাবকান্ রণে।
তে হন্যমানাঃ সমরে তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ৩০
আর্য্যাং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা ন ত্যজন্তি স্ম সংযুগম্।
যথোৎসাহং তু সমরে নিজঘ্নুস্তাবকা রণে ॥ ৩১
তত্রাক্রন্দো মহানাসীৎ তাবকানাং মহাত্মনাম্।
বধ্যতাং সমরে রাজন্ পার্ষতেন মহাত্মনা ॥ ৩২
তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং তাবকানাং মহারথৌ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ পার্ষতং প্রত্যুপস্থিতৌ ॥ ৩৩
তৌ তস্য তুরগান্ হত্বা ত্বরমাণৌ মহারথৌ।
ছাদয়ামাসতুরুভৌ শরবর্ষেণ পার্ষতম্ ॥ ৩৪
অবপ্লুত্যাথ পাঞ্চাল্যো রথাৎ তূর্ণং মহাবলঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং সাত্যকেস্তু মহাত্মনঃ ॥ ৩৫

পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথী সাত্যকি—ইঁহারা উভয়ে শক্তি এবং তোমর বর্ষণ করিয়া কৌরব-সৈন্যদিগকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

রাজন্! ইঁহারা উভয়ে বহুবিধ অস্ত্রের দ্বারা আপনার সৈন্যগণকে সংহার করিতে থাকিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! ইঁহাদের দ্বারা সমরাঙ্গণে নিহত হইতে থাকিলেও আপনার সৈন্যগণ যুদ্ধবিষয়ক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ ত্যাগ করত পলায়ন করিলেন না। আপনার যোদ্ধারাও রণাঙ্গনে পূর্ণ উৎসাহের সহিত শত্রুদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩০-৩১

রাজন্! মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন সমরক্ষেত্রে আপনার যোদ্ধাদিগকে বধ করিতেছিলেন, তখন সেই সব মহামনস্বী বীরগণের আর্ত্ত ক্রন্দন উচ্চৈঃস্বরে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩২

আপনার সৈন্যদের এই ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩

এই দুই মহারথী বীর অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগুলিকে বধ করিয়া তাঁহাকেও নিজেদের বাণসমূহে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

তখন মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিসত্বর স্বীয় রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সাত্যকির রথের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৩৫

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মহত্যা সেনয়া বৃতঃ।
আবন্ত্যৌ সমরে ক্রুদ্ধাবভ্যয়াৎ স পরন্তপৌ ॥ ৩৬
তথৈব তব পুত্রোঽপি সর্বোদ্যোগেন মারিষ।
বিন্দানুবিন্দৌ সমরে পরিবার্য্যাবতস্থিবান্ ॥৩৭
অর্জুনশ্চাপি সংক্রুদ্ধঃ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
অযোধয়ত সংগ্রামে বজ্রপাণিরিবাসুরান্ ॥ ৩৮
দ্রোণস্তু সমরে ক্রুদ্ধঃ পুত্রস্য প্রিয়কৃৎ তব।
ব্যধমৎ সর্বপঞ্চালাংস্তূলরাশিমিবানলঃ ॥ ৩৯
দুর্য্যোধনপুরোগাস্তু পুত্রাস্তব বিশাম্পতে।
পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং যুযুধুঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৪০
ততো দুর্য্যোধনো রাজা লোহিতায়তি ভাস্করে।
অব্রবীৎ তাবকান্ সর্বাংস্ত্বরধ্বমিতি ভারত ॥ ৪১
যুধ্যতাং তু তথা তেষাং কুর্বতাং কর্ম দুষ্করম্।
অস্তং গিরিমথারূঢ়ে অপ্রকাশতি ভাস্করে ॥ ৪২
প্রাবর্তত নদী ঘোরা শোণিতৌঘতরঙ্গিণী।
গোমায়ুগণসংকীর্ণা ক্ষণেন ক্ষণদামুখে ॥ ৪৩
শিবাভিরশিবাভিশ্চ রুবদ্ভির্ভৈরবং রবম্।
ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে ভূতসঙ্ঘৈঃ সমাকুলম্ ॥ ৪৪
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ তথান্যে পিশিতাশিনঃ।
সমন্ততো ব্যদৃশন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৪৫
অর্জুনোঽথ সুশর্মাদীন্ রাজ্ঞস্তান্ সপদানুগান্।
বিজিত্য পৃতনামধ্যে যযৌ স্বশিবিরং প্রতি ॥ ৪৬
যুধিষ্ঠিরোঽপি কৌরব্যো ভ্রাতৃভ্যাং সহিতস্তথা।
যযৌ স্বশিবিরং রাজা নিশায়াং সেনয়া বৃতঃ ॥ ৪৭
ভীমসেনোঽপি রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনমুখান্ রথান্।
অবজিত্য ততঃ সংখ্যে যযৌ স্বশিবিরং প্রতি ॥ ৪৮
দুর্য্যোধনোঽপি নৃপতিঃ পরিবার্য্য মহারণে।
ভীষ্মং শান্তনবং তূর্ণং প্রয়াতঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৪৯
দ্রোণো দ্রৌণিঃ কৃপঃ শল্যঃ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
পরিবার্য্য চমূং সর্বাং প্রযযুঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৫০

তদনন্তর বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুতাপন ও ক্রুদ্ধ বিন্দ-অনুবিন্দের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৬

আর্য্য! এইরূপ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনও সর্বপ্রকার উদ্যোগের সহিত রণাঙ্গনে বিন্দ ও অনুবিন্দকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে চারিদিকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

অন্যদিকে ক্ষত্রিয়শিরোমণি অর্জুনও অত্যন্ত কুপিত হইয়া সংগ্রামস্থলে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন, যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮

আপনার পুত্রের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক দ্রোণাচার্য্যও যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিতেছিলেন, তখন মনে হইল—অগ্নিদেব তুলারাশিকে ভস্মীভূত করিতেছেন ॥ ৩৯

প্রজানাথ! আপনার দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

ভারত! তদনন্তর যখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া পড়িলেন, তখন রাজা দুর্য্যোধন আপনার সকল যোদ্ধাকে বলিলেন, আপনারা সকলে সত্বর হউন ॥ ৪১

তখন সেই সব যোদ্ধা সবেগে যুদ্ধ করিতে করিতে দুষ্কর পরাক্রম করিতে লাগিলেন। এই সময় সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন এবং তাঁহার প্রকাশ লুপ্ত হইয়া যাইল। এইরূপে সন্ধ্যার সময়েই ক্ষণকালের মধ্যে রক্তপ্রবাহে পরিপূর্ণা এক ভয়ঙ্করী নদী বহিয়া চলিল এবং তাহার তীরে শৃগালেরা দলে দলে সমবেত হইল ॥ ৪২-৪৩

ভয়ানক রবকারিণী অমঙ্গলময়ী বহু শিবা এবং ভূতগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া এই যুদ্ধক্ষেত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৪৪

চারিদিকে রাক্ষস, পিশাচ এবং অন্য সব মাংসাশী জন্তুগণ শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৪৫

তদনন্তর অর্জুন রাজা দুর্য্যোধনের পদাতি অনুসরণকারী সুশর্মাদিকে পরাজিত করিয়া নিজ শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৬

অন্যদিকে সৈন্যে পরিবেষ্টিত কুরুকুলনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরও দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেবের সহিত রাত্রিতে নিজ শিবিরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৭

রাজেন্দ্র! তখন ভীমসেনও দুর্য্যোধনাদি রথী বীরগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া স্বীয় শিবিরের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৪৮

রাজা দুর্য্যোধনও মহাযুদ্ধে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে পরিবেষ্টিত করিয়া অতি সত্বর নিজ শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৯

দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য এবং যদুবংশীয় কৃতবর্মা —ইঁহারা সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে পরিবেষ্টন করিয়া শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন ॥ ৫০

তথৈব সাত্যকী রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
পরিবার্য্য রণে যোধান্ যযতুঃ শিবিরং প্রতি ॥৫১
এবমেতে মহারাজ তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
পর্য্যবর্তন্ত সহিতা নিশাকালে পরন্তপ ॥ ৫২
ততঃ স্বশিবিরং গত্বা পাণ্ডবাঃ কুরবস্তথা।
ন্যবসন্ত মহারাজ পূজয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৫৩
রক্ষাং কৃত্বা ততঃ শূরা ন্যস্য গুল্মান্ যথাবিধি।
অপনীয় চ শল্যানি স্নাত্বা চ বিবিধৈর্জলৈঃ ॥ ৫৪
কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্বে সংস্তূয়ন্তশ্চ বন্দিভিঃ।
গীত-বাদিত্রশব্দেন ব্যক্রীড়ন্ত যশস্বিনঃ ॥ ৫৫
মুহূর্তাদিব তৎ সর্বমভবৎ স্বর্গসন্নিভম্।
ন হি যুদ্ধকথাং কাঞ্চিৎ তত্রাকুর্বন্ মহারথাঃ ॥ ৫৬
তে প্রসুপ্তে বলে তত্র পরিশ্রান্তজনে নৃপ।
হস্ত্যশ্ববহুলে রাত্রৌ প্রেক্ষণীয়ে বভূবতুঃ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তমদিবসযুদ্ধাবহারে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রাজন্! এইরূপ সাত্যকি এবং দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নও যুদ্ধে স্বীয় যোদ্ধাদিগকে ঘিরিয়া শিবির অভিমুখে চলিলেন ॥ ৫১

শত্রুতাপন মহারাজ! এইরূপে রাত্রিকালে আপনার যোদ্ধারা পাণ্ডবদিগের সহিত নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৫২

মহারাজ! তাহার পর কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে যাইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

তদনন্তর উভয় পক্ষের বীরগণ সর্ব্বদিকে সৈন্যদের বহু গুল্ম (প্রধান পুরুষগণে পূর্ণ রক্ষিদল; যেখানে নয়টি হাতী, নয়টি রথ, সাতাশ জন অশ্বারোহী এবং পঁয়তাল্লিশ জন সৈন্য থাকে) স্থাপন করত বিধি অনুসারে নিজ নিজ শিবিরগুলির রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তারপর নিজ নিজ শরীর হইতে বাণসমূহ বাহির করিয়া নানাপ্রকার জলে স্নান করত স্বস্তিবাচন করাইবার পর বন্দীদিগের মুখ হইতে স্বীয় স্তুতি শুনিতে শুনিতে সেই সব যশস্বী বীরগণ গান ও বাদ্যসমূহের শব্দে ক্রীড়াবিনোদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪-৫৫

মুহূর্ত্তকাল (দুই ঘটিকা) সেখানকার সব কিছুই স্বর্গসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। সেই সময় সেখানে মহারথীরা যুদ্ধসম্বন্ধীয় কোন কথাবার্ত্তা বলিলেন না ॥ ৫৬

নরেশ্বর! যে সৈন্যদের মধ্যে হাতী ও অশ্বের সংখ্যা অধিক ছিল, উভয় পক্ষের এরূপ সেনাদলের সকলেই অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। রাত্রিকালে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ শয়ন করত নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা সকলেরই দর্শনীয় হইলেন ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে সপ্তম দিবসের যুদ্ধবিরতিবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টমদিবসে ব্যূহবদ্ধকৌরবপাণ্ডবসৈন্যানাং রণযাত্রা, তেষাং পরস্পরং তুমুলযুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

পরিণাম্য নিশাং তাং তু সুখং প্রাপ্তা জনেশ্বরাঃ।
কুরবঃ পাণ্ডবাশ্চৈব পুনর্যুদ্ধায় নির্যযুঃ ॥ ১
ততঃ শব্দো মহানাসীৎ সৈন্যয়োরুভয়োর্নৃপ।
নির্গচ্ছমানয়োঃ সংখ্যে সাগরপ্রতিমো মহান্ ॥ ২
ততো দুর্য্যোধনো রাজা চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
ভীষ্মশ্চ রথিনাং শ্রেষ্ঠো ভারদ্বাজশ্চ বৈ নৃপ ॥ ৩

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

[অষ্টমদিনে ব্যূহবদ্ধ কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রা এবং তাহাদের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! জনেশ্বর কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করত পুনরায় যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলেন ॥ ১

মহারাজ! যখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলেন, সেই সময় সংগ্রামভূমিতে মহাসাগরের গর্জনের ন্যায় অত্যধিক শব্দ হইতে লাগিল ॥ ২

হে নৃপ! তারপর রাজা দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য—ইঁহারা সকলে সংগঠিত ও সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য

একীভূতাঃ সুসংযত্তাঃ কৌরবাণাং মহাচমূম্।
ব্যূহায় বিদধ্ রাজন্ পাণ্ডবান্ প্রতি দংশিতাঃ ॥ ৪
ভীষ্মঃ কৃত্বা মহাব্যূহং পিতা তব বিশাম্পতে।
সাগরপ্রতিমং ঘোরং বাহনোর্মিতরঙ্গিণম্ ॥ ৫
অগ্রতঃ সর্বসৈন্যানাং ভীষ্মঃ শান্তনবো যযৌ।
মালবৈর্দাক্ষিণাত্যৈশ্চ আবন্ত্যৈশ্চ সমন্বিতঃ ॥ ৬
ততোঽনন্তরমেবাসীদ্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
পুলিন্দৈঃ পারদৈশ্চৈব তথা ক্ষুদ্রক-মালবৈঃ ॥ ৭
দ্রোণাদনন্তরং যত্তো ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
মগধৈশ্চ কলিঙ্গৈশ্চ পিশাচৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৮
প্রাগ্‌জ্যোতিষাদনু নৃপঃ কৌশল্যোঽথ বৃহদ্বলঃ।
মেকলৈঃ কুরুবিন্দৈশ্চ ত্রৈপুরৈশ্চ সমন্বিতঃ ॥ ৯
বৃহদ্বলাৎ ততঃ শূরস্ত্রিগর্তঃ প্রস্থলাধিপঃ।
কাম্বোজৈর্বহুভিঃ সার্ধং যবনৈশ্চ সহস্রশঃ ॥ ১০
দ্রৌণিস্তু রভসঃ শূরস্ত্রৈগর্তাদনু ভারত।
প্রযযৌ সিংহনাদেন নাদয়ানো ধরাতলম্ ॥ ১১
তথা সর্বেণ সৈন্যেন রাজা দুর্যোধনস্তদা।
দ্রৌণেরনন্তরং প্রায়াৎ সোদর্যৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১২
দুর্যোধনাদনু ততঃ কৃপঃ শারদ্বতো যযৌ।
এবমেষ মহাব্যূহঃ প্রযযৌ সাগরোপমঃ ॥ ১৩
রেজুস্তত্র পতাকাশ্চ শ্বেতচ্ছত্রাণি বা বিভো।
অঙ্গদান্যত্র চিত্রাণি মহার্হাণি ধনূংষি চ ॥ ১৪
তন্তু দৃষ্ট্বা মহাব্যূহং তাবকানাং মহারথঃ।
যুধিষ্ঠিরোঽব্রবীৎ তূর্ণং পার্ষতং পৃতনাপতিম্ ॥ ১৫
পশ্য ব্যূহং মহেষ্বাস নির্মিতং সাগরোপমম্।
প্রতিব্যূহং ত্বমপি হি কুরু পার্ষত সত্বরম্ ॥ ১৬
ততঃ স পার্ষতঃ ক্রূরো ব্যূহং চক্রে সুদারুণম্।
শৃঙ্গাটকং মহারাজ পরব্যূহবিনাশনম্ ॥ ১৭
শৃঙ্গাভ্যাং ভীমসেনশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
রথৈরনেকসাহস্রৈস্তথা হয়-পদাতিভিঃ ॥ ১৮

কবচ ধারণ করত কৌরবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর ব্যূহরচনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪

প্রজানাথ! আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও ভয়ঙ্কর এক মহাব্যূহ নির্মাণ করিলেন, যেখানে হস্তী ও অশ্বাদি বাহনসকল তরঙ্গরূপে প্রতীত হইতেছিল ॥ ৫

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সমগ্র সৈন্যবাহিনীর অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার সহিত মালব, দক্ষিণপ্রান্ত ও অবন্তীদেশের যোদ্ধারা ছিলেন ॥ ৬

তাঁহার পশ্চাতে পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবদেশীয় বীরগণের সহিত প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য ছিলেন ॥ ৭

প্রজানাথ! দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাতে মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচ-সৈন্যদের সহিত প্রতাপী রাজা ভগদত্ত যাইতে লাগিলেন, যিনি অতিশয় সাবধানী ছিলেন ॥ ৮

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তের পশ্চাতে কোশল-দেশের রাজা বৃহদ্বল গমন করিতে লাগিলেন। ইঁহার সহিত মেকল, কুরুবিন্দ ও ত্রিপুরার সৈন্যরা ছিল ॥ ৯

বৃহদ্বলের পর প্রস্থালের অধিপতি বীর ত্রিগর্ত্ত ছিলেন। ইঁহার সহিত বহুসংখ্যক কাম্বোজ ও সহস্র সহস্র যবন যোদ্ধা ছিল ॥ ১০

ভারত! ত্রিগর্ত্তের পর বেগশালী বীর অশ্বত্থামা গমন করিতে লাগিলেন, যিনি স্বীয় সিংহনাদে সমগ্র ধরাতলকে নিনাদিত করিতেছিলেন ॥ ১১

অশ্বত্থামার পশ্চাতে সমস্ত সৈন্যবাহিনী ও ভ্রাতৃগণে পরি-বেষ্টিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন প্রস্থিত হইলেন ॥ ১২

দুর্য্যোধনের পর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য যাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সাগরতুল্য মহাব্যূহ যুদ্ধের জন্য গমন করিল ॥ ১৩

প্রভো! এই সৈন্যদের মধ্যে বহু পতাকা, শ্বেতচ্ছত্র, বিচিত্র ও মহামূল্য কেয়ূর এবং ধনুসকল শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৪

রাজন্! আপনার সৈন্যগণের এই মহাব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া মহারথী যুধিষ্ঠির অতিসত্বর সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ॥ ১৫

মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদনন্দন! দেখ, শত্রুসৈন্যের নির্মিত এই ব্যূহ সাগরের ন্যায় মনে হইতেছে, অতএব তুমিও সত্বর ইহাদের প্রতীকার করে স্বীয় সৈন্যের ব্যূহ রচনা কর ॥ ১৬

মহারাজ! তদনন্তর ক্রূরস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় দারুণ শৃঙ্গাটকের (চতুষ্পথের) আকারে এক ব্যূহ রচনা করিলেন, যাহা শত্রুর ব্যূহকে ধ্বংস করিয়া থাকে ॥ ১৭

এই ব্যূহের দুই শৃঙ্গের স্থানে ভীমসেন ও মহারথী সাত্যকি কয়েক হাজার রথী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তাভ্যাং বভৌ নরশ্রেষ্ঠঃ শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
মধ্যে যুধিষ্ঠিরো রাজা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ॥ ১৯
অথোত্তরে মহেষ্বাসাঃ সহসৈন্যা নরাধিপাঃ।
ব্যূহং তং পূরয়ামাসুর্ব্যূহশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ২০
অভিমন্যুস্ততঃ পশ্চাদ্ বিরাটশ্চ মহারথঃ।
দ্রৌপদেয়াশ্চ সংহৃষ্টা রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ॥ ২১
এবমেতং মহাব্যূহং ব্যূহ্য ভারত পাণ্ডবাঃ।
অতিষ্ঠন্ সমরে শূরা যোদ্ধুকামা জয়ৈষিণঃ॥ ২২
ভেরীশব্দৈশ্চ বিমলৈর্বিমিশ্রৈঃ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ।
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতোৎক্রুষ্টৈর্নাদিতাঃ সর্বতো দিশঃ॥ ২৩
ততঃ শূরা সমাসাদ্য সমরে তে পরস্পরম্।
নেত্রৈরনিমিষৈ রাজন্নবৈক্ষন্ত পরস্পরম্॥ ২৪
নামভিস্তে মনুষ্যেন্দ্র পূর্বং যোধাঃ পরস্পরম্।
যুদ্ধায় সমবর্তন্ত সমাহূয়েতরেতরম্॥ ২৫

ভীমসেন ও সাত্যকির মধ্যস্থানে সেই ব্যূহের অগ্রভাগে নরশ্রেষ্ঠ শ্বেতাশ্ববাহন অর্জুন রহিলেন, যাহার সারথি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। মধ্যদেশে রাজা যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীপুত্র পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব ছিলেন॥ ১৯

ইঁহাদের পরে সৈন্যসহ মহাধনুর্দ্ধর বহু নরপতি অবস্থিত রহিলেন, যাঁহারা ব্যূহশাস্ত্রে অধিক বিদ্বান্ ছিলেন। ইঁহারাই সেই ব্যূহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণ করিয়াছিলেন॥ ২০

এই ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে অভিমন্যু, মহারথী বিরাট, হর্ষে পূর্ণ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ বিদ্যমান ছিলেন॥ ২১

হে ভারত! এইরূপে স্বীয় সৈন্যের এই মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষী ও বিজয়প্রার্থী শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২২

সেই সময় রণভেরী বাদিত হইতেছিল। তাহার নির্মল শব্দের সহিত মিলিত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও গর্জন, বাহু আস্ফোটন এবং উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান প্রভৃতির শব্দে সমস্ত দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল॥ ২৩

রাজন্! তারপর সমস্ত শৌর্য্যশালী বীরগণ সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অপলকনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২৪

নরেন্দ্র! প্রথমে সেই যোদ্ধারা পরস্পরের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২৫

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নিঘ্নতামিতরেতরম্॥ ২৬
নারাচা নিশিতাঃ সংখ্যে সম্পতন্তি স্ম ভারত।
ব্যাত্তাননা ভয়করা উরগা ইব সঙ্ঘশঃ॥ ২৭
নিষ্পেতুর্বিমলাঃ শক্ত্যস্তৈলধৌতাঃ সুতেজনাঃ।
অম্বুদেভ্যো যথা রাজন্ ভ্রাজমানাঃ শতহ্রদাঃ॥ ২৮
গদাশ্চ বিমলৈঃ পট্টৈঃ পিনদ্ধাঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ।
পতন্ত্যস্তত্র দৃশ্যন্তে গিরিশৃঙ্গোপমাঃ শুভাঃ॥ ২৯
নিস্ত্রিংশাশ্চ ব্যদৃশ্যন্ত বিমলাম্বরসন্নিভাঃ।
আর্ষভাণি বিচিত্রাণি শতচন্দ্রাণি ভারত॥ ৩০
অশোভন্ত রণে রাজন্ পাত্যমানানি সর্বশঃ।
তেঽন্যোন্যং সমরে সেনে যুধ্যমানে নরাধিপ॥ ৩১
অশোভেতাং যথা দেব-দৈত্যসেনে সমুদ্যতে।
অভ্যদ্রবন্ত সমরে তেঽন্যোন্যং বৈ সমন্ততঃ॥ ৩২

অনন্তর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যরা পরস্পর আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল॥ ২৬

ভারত! এই সময় মুখবিস্তারকারী ভয়ঙ্কর সর্পসমূহের দলে দলে পতনের ন্যায় যুদ্ধে তীক্ষ্ণ নারাচসমূহ পতিত হইতেছিল॥ ২৭

রাজন্! তৈলধৌত, নির্ম্মল ও অতিশয় তেজস্বী শক্তিসমূহ জলবর্ষণরত মেঘমণ্ডল হইতে পতিত দ্যুতিযুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় চারিদিকে পতিত হইতেছিল॥ ২৮

সুবর্ণভূষিত নির্ম্মল লৌহপত্রবিজড়িত সুন্দর বহু গদা পর্ব্বত-শিখরসমূহের ন্যায় সেস্থানে পতিত হইতে দেখা যাইল॥ ২৯

ভারত! স্বচ্ছ আকাশসদৃশ খড়্গ এবং শত চন্দ্রের আকারে চিহ্নিত ঋষভচর্ম্মনির্ম্মিত বিচিত্র বহু ঢাল দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। রাজন্! রণভূমিতে পতনোদ্যত সেই তরবারি ও ঢালগুলি অতিশয় শোভা পাইতেছিল॥

নরেশ্বর! উভয় পক্ষের সৈন্যগণ রণাঙ্গনে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধের জন্য উদ্যত দেবসৈন্য ও দৈত্যসৈন্যগণের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ রণাঙ্গনে চারিদিকে পরস্পরের উপর ধাবিত হইতে থাকিলেন॥ ৩০-৩২

রথাস্তু রথিভিস্তূর্ণং প্রেষিতাঃ পরমাহবে।
যুগৈর্যুগানি সংশ্লিষ্য যুযুধুঃ পার্থিবর্ষভাঃ ॥ ৩৩
দন্তিনাং যুধ্যমানানাং সজ্বর্ষাৎ পাবকোঽভবৎ।
দন্তেষু ভরতশ্রেষ্ঠ সধূমঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ৩৪
প্রাসৈরভিহতাঃ কেচিদ্ গজযোধাঃ সমন্ততঃ।
পতমানাঃ স্ম দৃশ্যন্তে গিরিশৃঙ্গান্নগা ইব ॥৩৫
পাদাতাশ্চাপ্যদৃশ্যন্ত নিঘ্নন্তোঽথ পরস্পরম্।
চিত্ররূপধরাঃ শূরা নখরপ্রাসযোধনঃ ॥ ৩৬
অন্যোন্যং তে সমাসাদ্য কুরু-পাণ্ডবসৈনিকাঃ।
অস্ত্রৈর্নানাবিধৈর্ঘোরৈ রণে নিন্যুর্যমক্ষয়ম্ ॥৩৭

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো রথঘোষেণ নাদয়ন্।
অভ্যাগমদ্ রণে পার্থান্ ধনুঃশব্দেন মোহয়ন্ ॥ ৩৮
পাণ্ডবানাং রথাশ্চাপি নদন্তো ভৈরবং স্বনম্।
অভ্যদ্রবন্ত সংযত্তা ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥ ৩৯
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তব তেষাঞ্চ ভারত।
নরাশ্ব-রথ-নাগানাং ব্যতিষক্তং পরস্পরম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অষ্টমদিবসযুদ্ধারম্ভে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

রথীরা নিজ নিজ রথগুলিকে অতিদ্রুত চালাইয়া মহাযুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসিলেন। শ্রেষ্ঠ ভূপতিগণ সেই সময় রথের যুগের সহিত যুগ মিলাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! চারিদিকেই যুদ্ধরত দন্তুর হস্তীরা নিজ নিজ দন্তের পরস্পর আঘাতের দ্বারা ধূমসহ অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছিল ॥ ৩৪

বহু হস্ত্যারোহী যোদ্ধাকে প্রাসসমূহের আঘাতে আহত হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে পতিত বৃক্ষের ন্যায় চারিদিকেই হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে পতনরত দেখা যাইল ॥ ৩৫

নখর ও প্রাসসমূহের দ্বারা যুদ্ধকারী শৌর্য্যশালী বহু বীর পদাতি সৈনিককে পরস্পর প্রহার করিতে করিতে বিচিত্ররূপ ধারণ করিতে দেখা যাইল ॥ ৩৬

এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ রণাঙ্গনে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর নানাপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের যোদ্ধাদিগকে যমগৃহে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

তারপর এই সময়েই শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিজ রথের ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে এবং ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে সৈন্যগণকে মূর্চ্ছিত করিতে করিতে সমরাঙ্গণে পাণ্ডবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব মহারথীরাও ভয়ঙ্কর রবে নিনাদ করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য সন্নদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে দৌড়াইয়া আসিলেন ॥ ৩৯

হে ভারত! তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের যোদ্ধাদের মধ্যে পরস্পর আবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন পদাতি, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী যোদ্ধারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে অষ্টমদিবসের যুদ্ধআরম্ভবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মস্য পরাক্রমঃ, ভীমেনাষ্টানাং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাণাং বিনাশঃ, ভীষ্ম-দুর্য্যোধনয়োর্যুদ্ধবিষয়িণী বার্ত্তা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভীষ্মং তু সমরে ক্রুদ্ধং প্রতপন্তং সমন্ততঃ।
ন শেকুঃ পাণ্ডবা দ্রষ্টুং তপন্তমিব ভাস্করম্॥ ১
ততঃ সর্বাণি সৈন্যানি ধর্মপুত্রস্য শাসনাৎ।
অভ্যদ্রবন্ত গাঙ্গেয়ং মর্দয়ন্তং শিতৈঃ শরৈঃ॥ ২
স তু ভীষ্মো রণশ্লাঘী সোমকান্ সহসৃঞ্জয়ান্।
পাঞ্চালাংশ্চ মহেষ্বাসান্ পাতয়ামাস সায়কৈঃ॥৩
তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ পাঞ্চালাঃ সোমকৈঃ সহ।
ভীষ্মমেবাভ্যযুস্তূর্ণং ত্যক্ত্বা মৃত্যুকৃতং ভয়ম্॥৪
স তেষাং রথিনাং বীরো ভীষ্মঃ শান্তনবো যুধি।
চিচ্ছেদ সহসা রাজন্ বাহূনথ শিরাংসি চ॥ ৫
বিরথান্ রথিনশ্চক্রে পিতা দেবব্রতস্তব।
পতিতান্যুত্তমাঙ্গানি হয়েভ্যো হয়সাদিনাম্॥ ৬
নির্মনুষ্যাংশ্চ মাতঙ্গান্ শয়ানান্ পর্বতোপমান্।
অপশ্যাম মহারাজ ভীষ্মাস্ত্রেণ প্রমোহিতান্॥ ৭
ন তত্রাসীৎ পুমান্ কশ্চিৎ পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
অন্যত্র রথিনাং শ্রেষ্ঠাদ্ ভীমসেনান্মহাবলাৎ॥ ৮
স হি ভীষ্মং সমাসাদ্য তাড়য়ামাস সংযুগে।
ততো নিষ্টানকো ঘোরো ভীষ্ম-ভীমসমাগমে॥৯
বভূব সর্বসৈন্যানাং ঘোররূপো ভয়ানকঃ।
তথৈব পাণ্ডবা হৃষ্টাঃ সিংহনাদমথানদন্॥ ১০
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সোদর্য্যৈঃ পরিবারিতঃ।
ভীষ্মং জুগোপ সমরে বর্তমানে জনক্ষয়ে॥ ১১
ভীমস্তু সারথিং হত্বা ভীষ্মস্য রথিনাং বরঃ।
প্রদ্রুতাশ্বে রথে তস্মিন্ দ্রবমাণে সমন্ততঃ॥ ১২
(চচার যুধি রাজেন্দ্র ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
সুনাভস্তব পুত্রো বৈ ভীমসেনমুপাদ্রবৎ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মের পরাক্রম, ভীমসেনকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের আট পুত্রের বিনাশ এবং দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের যুদ্ধবিষয়ক কথাবার্ত্তা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ তাপদানরত সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন, সেইরূপ যখন ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে স্বীয় প্রতাপ প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় পাণ্ডবসৈন্যগণ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিতেছিলেন না॥ ১

তদনন্তর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অনুমতিতে সমস্ত সৈন্যই সেই গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন, যিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে মর্দ্দন করিতেছিলেন॥ ২

রণশ্লাঘী ভীষ্ম স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে রণভূমিতে পাতিত করিতে লাগিলেন॥ ৩

ভীষ্মকর্তৃক আহত সেই সোমক, (সৃঞ্জয়) ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ মৃত্যুভয় পরিহার করত অতিক্রুত ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৪

রাজন্! বীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এই যুদ্ধে সহসা সেই রথী বীর সৈন্যগণের বাহু ও মস্তকসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন॥ ৫

আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম বহুসংখ্যক রথী সৈন্যগণকে রথহীন করিয়া দিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যগণের মস্তক ছেদন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন॥ ৬

মহারাজ! আমরা দেখিলাম—ভীষ্মের অস্ত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া বহুসংখ্যক পর্ব্বতাকার গজরাজ রণভূমিতে পড়িয়া আছে এবং তাহাদের নিকট কোন মানুষই ছিল না॥ ৭

প্রজানাথ! সেই সময় সেখানে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষের কোন বীরই ভীষ্মের নিকট যুদ্ধে অবস্থান করিতে পারিলেন না॥ ৮

তিনিই যুদ্ধে ভীষ্মের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অস্ত্রাঘাতে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও ভীমসেনের মধ্যে যুদ্ধ চলিবার সময় সৈন্যগণের মধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল এবং পাণ্ডবগণ হৃষ্ট হইয়া তারস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ৯-১০

যে সময় এই যুদ্ধে সেই লোকক্ষয় হইতেছিল, সেই সময়ই রাজা দুর্য্যোধন নিজ ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মকে রক্ষা করিতে থাকিলেন॥ ১১

এই সময় রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে বধ করিলেন। তখন উঁহার অশ্বগণ সেই রথ লইয়া রণাঙ্গনের চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল॥ ১২

রাজেন্দ্র! ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেন এই যুদ্ধে সর্ব্বদিকেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র সুনাভ

জঘান নিশিতৈর্বাণৈর্ভীমং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
ভীমসেনঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরেণ নতপর্বণা ॥)
সুনাভস্য শরেণাশু শিরশ্চিচ্ছেদ ভারত।
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন স হতো ন্যপতৎ ভুবি ॥ ১৩
হতে তস্মিন্ মহারাজ তব পুত্রে মহারথে।
নামৃষ্যন্ত রণে শূরাঃ সোদরাঃ সপ্ত সংযুগে ॥ ১৪
আদিত্যকেতুর্বহ্বাশী কুণ্ডধারো মহোদরঃ।
অপরাজিতঃ পণ্ডিতকো বিশালাক্ষঃ সুদুর্জয়ঃ ॥ ১৫
পাণ্ডবং চিত্রসন্নাহা বিচিত্রকবচধ্বজাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে যোদ্ধুকামারিমর্দনাঃ ॥ ১৬
মহোদরস্তু সমরে ভীমং বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
নবভির্বজ্রসঙ্কাশৈর্নমুচিং বৃত্রহা যথা ॥১৭
আদিত্যকেতুঃ সপ্তত্যা বহ্বাশী চাপি পঞ্চভিঃ।
নবত্যা কুণ্ডধারশ্চ বিশালাক্ষশ্চ পঞ্চভিঃ ॥১৮
অপরাজিতো মহারাজ পরাজিষ্ণুর্মহারথম্।
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছদ্ ভীমসেনং মহাবলম্ ॥১৯
রণে পাণ্ডিতকশ্চৈনং ত্রিভির্বাণৈঃ সমার্পয়ৎ।
স তন্ন মমৃষে ভীমঃ শত্রুভির্বধমাহবে ॥২০
ধনুঃ প্রপীড্য বামেন করেণামিত্রকর্শনঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ সমরে শরেণানতপর্বণা ॥২১
অপরাজিতস্য সুনসং তব পুত্রস্য সংযুগে।
পরাজিতস্য ভীমেন নিপপাত শিরো মহীম্ ॥২২
অথাপরেণ ভল্লেন কুণ্ডধারং মহারথম্।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ২৩
ততঃ পুনরমেয়াত্মা প্রসন্ধায় শিলীমুখম্।
প্রেষয়ামাস সমরে পণ্ডিতং প্রতি ভারত ॥ ২৪
স শরঃ পণ্ডিতং হত্বা বিবেশ ধরণীতলম্।
যথা নরং নিহত্যাশু ভুজগঃ কালচোদিতঃ ॥ ২৫
বিশালাক্ষশিরশ্ছিত্ত্বা পাতয়ামাস ভূতলে।
ত্রিভিঃ শরৈরদীনাত্মা স্মরন্ ক্লেশং পুরাতনম্ ॥ ২৬

ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ভারত! তখন ভীমসেনও অত্যন্ত কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত ক্ষুরপ্রনামক বাণে অতি সত্বর সুনাভের শিরশ্ছেদ করিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৩

মহারাজ! আপনার সেই মহারথী পুত্র নিহত হইলে, সেখানে উপস্থিত তাঁহার সাত রণবীর ভ্রাতা ভীমসেনের এই অপরাধ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ১৪

আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিতক ও অত্যন্ত দুর্জয় বীর বিশালাক্ষ—এই সাত শত্রুমর্দ্দন ভ্রাতা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বিচিত্র কবচ ও ধ্বজ ধারণ করত যুদ্ধের ইচ্ছায় পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৫-১৬

যেরূপ বৃত্রবিনাশক ইন্দ্র নমুচিদৈত্যের উপর অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহোদর সমরাঙ্গণে স্বীয় বজ্রতুল্য নয়টি বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! আদিত্যকেতু সত্তর, বহ্বাশী পাঁচ, কুণ্ডধার নব্বই, বিশালাক্ষ পাঁচ ও মহারথী অপরাজিত শত্রু ভীমসেনকে পরাজিত করিবার জন্য তাঁহাকে বহু বাণে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১৮-১৯

পণ্ডিতক এই যুদ্ধে তিন বাণে ভীমসেনকে আহত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন রণাঙ্গনে শত্রুকৃত এই প্রহার সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২০

সেই সময় এই শত্রুসূদন বীর বাম হস্তে ধনুকে উত্তমরূপে দাবাইয়া ধরিয়া আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণেই আপনার পুত্র অপরাজিতের সুন্দর নাসিকাশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥

ভীমসেন কর্তৃক পরাজিত হইয়া অপরাজিতের মস্তক ভূতলে পতিত হইল। তাহার পর ভীমসেন অপর এক ভল্লের দ্বারা সকলের প্রত্যক্ষেই মহারথী কুণ্ডধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ২১-২৩

ভরতনন্দন! তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন ভীমসেন রণাঙ্গনে পুনরায় অপর একটি বাণ সন্ধান করত তাহাকে পণ্ডিতকের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৪

যেরূপ কালপ্রেরিত সর্প কোন মানুষকে দংশন করিয়া শীঘ্র অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ ঐ বাণ পণ্ডিতককে বধ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল ॥ ২৫

তারপর উদারহৃদয় ভীমসেন নিজের পূর্ব্ব ক্লেশসমূহ স্মরণ করিয়া তিন বাণে বিশালাক্ষের মস্তক ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৬

মহোদরং মহেষ্বাসং নারাচেন স্তনান্তরে।
বিব্যাধ সমরে রাজন্ স হতো ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ২৭
আদিত্যকেতোঃ কেতুঞ্চ ছিত্ত্বা বাণেন সংযুগে।
ভল্লেন ভৃশতীক্ষ্নেন শিরশ্চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৮
বহ্বাশিনং ততো ভীমঃ শরেণানতপর্বণা।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো যমস্য সদনং প্রতি ॥ ২৯
প্রদুদ্রুবুস্ততস্তেঽন্যে পুত্রাস্তব বিশাম্পতে।
মন্যমানা হি তৎ সত্যং সভায়াং তস্য ভাষিতম্ ॥ ৩০
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতঃ।
অব্রবীৎ তাবকান্ যোধান্ ভীমোঽয়ং যুধি বধ্যতাম্ ॥ ৩১
এবমেতে মহেষ্বাসাঃ পুত্রাস্তব বিশাম্পতে।
ভ্রাতৃন্ সন্দৃশ্য নিহতান্ প্রাস্মরংস্তে হি তদ্ বচঃ ॥ ৩২
যদুক্তবান্ মহাপ্রাজ্ঞঃ ক্ষত্তা হিতমনাময়ম্।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং বচনং দিব্যদর্শিনঃ ॥ ৩৩
লোভ-মোহসমাবিষ্টঃ পুত্রপ্রীত্যা জনাধিপ।
ন বুধ্যসে পুরা যৎ তৎ তথ্যমুক্তং বচো মহৎ ॥ ৩৪
তথৈব চ বধার্থায় পুত্রাণাং পাণ্ডবো বলী।
নূনং জাতো মহাবাহুর্যথা হন্তি স্ম কৌরবান্ ॥ ৩৫
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ভীষ্মমাসাদ্য সংযুগে।
দুঃখেন মহতাবিষ্টো বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥ ৩৬
নিহতা ভ্রাতরঃ শূরা ভীমসেনেন মে যুধি।
যতমানাস্তথান্যেঽপি হন্যন্তে সর্বসৈনিকাঃ ॥ ৩৭
ভবাংশ্চ মধ্যস্থতয়া নিত্যমস্মানুপেক্ষতে।
সোঽহং কুপথমারূঢ়ঃ পশ্য দৈবমিদং মম ॥ ৩৮
এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং পিতা দেবব্রতস্তব।
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যমব্রবীৎ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ৩৯
উক্তমেতন্ময়া পূর্বং দ্রোণেন বিদুরেণ চ।
গান্ধার্য্যা চ যশস্বিন্যা তৎ ত্বং তাত ন বুদ্ধবান্ ॥ ৪০

রাজন্! তদনন্তর তিনি মহাধনুর্দ্ধর মহোদরের বক্ষঃস্থলে একটি নারাচ প্রহার করিলেন। তাহাতে তিনি নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। ২৭

ভারত! তাহার পর ভীমসেন রণাঙ্গনে একটি বাণে আদিত্যকেতুর ধ্বজ ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা উঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

অনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেন আনতপর্ব্বযুক্ত বাণে বহ্বাশীকেও বধ করিয়া যমগৃহে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৯

প্রজানাথ! তখন আপনার অপর পুত্রগণ ভীমসেন কর্তৃক কৌরবসভায় কৃত প্রতিজ্ঞাকে সত্য মনে করিয়া দ্রুত পলায়ন করিলেন ॥ ৩০

ভ্রাতৃগণের মৃত্যুতে রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন, অতএব তিনি তখন সমস্ত সৈন্যকে অনুমতি করিলেন যে, এই ভীমসেনকে আপনারা বধ করুন ॥ ৩১

প্রজাপালক! এইভাবে আপনার মহাধনুর্দ্ধর পুত্রগণ নিজ ভ্রাতৃবৃন্দকে নিহত হইতে দেখিয়া সেই বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন, যাহা মহাজ্ঞানী বিদুর বলিয়াছিলেন। তাঁহারা চিন্তা করিলেন—দিব্যদর্শী বিদুর আমাদের কুশল ও হিতের জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সবই আজ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩২-৩৩

জনেশ্বর! আপনিও আপনার পুত্রগণের উপর প্রীতিবশতঃ লোভ ও মোহে বশীভূত হইয়া, বিদুর পূর্ব্বে যে সত্য ও হিতপূর্ণ নীতিসঙ্গত বাক্য বলিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে আপনি কোন বুঝিবার চেষ্টাই করেন নি। ৩৪

তাঁহার কথানুসারেই বলবান্ পাণ্ডুপুত্র মহাবাহু ভীম আপনার পুত্রগণের বধের কারণ হইয়াছেন এবং সেইরূপেই তিনি কৌরবগণের সর্ব্বনাশও করিতেছেন ॥ ৩৫

সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট যাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত শোকাভিভূতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

পিতামহ! ভীমসেন যুদ্ধে আমার বীর ভ্রাতাদিগকে বধ করিয়াছে এবং অন্য সমস্ত সৈন্যগণও বিজয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া অসফলতাবশতঃ নিজেরাই নিহত হইতেছে ॥ ৩৭

আপনি মধ্যস্থ হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া আমাদের সর্ব্বদা উপেক্ষা করিয়াছেন। সেই আমি আজ কুপথে চলিতেছি, আপনি আমার এই দুর্ভাগ্যকে অবলোকন করুন ॥ ৩৮

এই ক্রূরতাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম নিজ নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করিতে করিতে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৯

তাত! আমি, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও যশস্বিনী গান্ধারী পূর্ব্বেই এই সব কথা বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই ॥৪০

সময়শ্চ ময়া পূর্বং কৃতো বৈ শত্রুকর্শন।
নাহং যুধি নিযোক্তব্যো নাপ্যাচার্য্যঃ কথঞ্চন ॥ ৪১
যং যং হি ধার্তরাষ্ট্রাণাং ভীমো দ্রক্ষ্যতি সংযুগে।
হনিষ্যতি রণে নিত্যং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪২
স ত্বং রাজন্ স্থিরো ভূত্বা রণে কৃত্বা দৃঢ়াং মতিম্।
যোধয়স্ব রণে পার্থান্ স্বর্গং কৃত্বা পরায়ণম্ ॥ ৪৩
ন শক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
তস্মাদ্ যুদ্ধে স্থিরাং কৃত্বা মতিং যুধ্যস্ব ভারত ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সুনাভাদিধৃতরাষ্ট্রপুত্রবধে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

শত্রুসূদন! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে আমার এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছি যে, তোমার আমাকে ও দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে নিয়োগ করা কোনরূপেই উচিত হইবে না। (কারণ, আমাদের স্নেহ কৌরব ও পাণ্ডবগণের উপর সমান)॥ ৪১

আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিয়া দিতেছি যে, ভীমসেন রণাঙ্গনে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইবে, প্রতিদিন অবশ্যই তাহাকে বধ করিবে ॥ ৪২

রাজন্! অতএব তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধবিষয়েই নিজের দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়া লও এবং স্বর্গকেই অন্তিম আশ্রয় মনে করিয়া রণ-ভূমিতে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৪৩

ভারত! ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়াও পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; সুতরাং যুদ্ধের জন্য পূর্ব্বেই নিজের বুদ্ধিতে স্থির কর, তাহার পর যুদ্ধ করিতে থাক ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে সুনাভাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের বধবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, ভয়ানক-লোকক্ষয়শ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দৃষ্ট্বা মে নিহতান্ পুত্রান্ বহুনেকেন সঞ্জয়।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপশ্চৈব কিমকুর্বত সংযুগে ॥ ১
অহন্যহনি মে পুত্রাঃ ক্ষয়ং গচ্ছন্তি সঞ্জয়।
মন্যেঽহং সর্বথা সূত দৈবেনোপহতা ভৃশম্ ॥ ২
যত্র মে তনয়াঃ সর্বে জীয়ন্তে ন জয়ন্ত্যত।
যত্র ভীষ্মস্য দ্রোণস্য কৃপস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৩
সৌমদত্তেশ্চ বীরস্য ভগদত্তস্য চোভয়োঃ।
অশ্বত্থাম্নস্তথা তাত শূরাণামনিবর্তিনাম্ ॥ ৪
অন্যেষাং চৈব শূরাণাং মধ্যগাস্তনয়া মম।
যদহন্যন্ত সংগ্রামে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥৫
ন হি দুর্যোধনো মন্দঃ পুরা প্রোক্তমবুধ্যত।
বার্য্যমাণো ময়া তাত ভীষ্মেণ বিদুরেণ চ ॥৬
গান্ধার্য্যা চৈব দুর্মেধাঃ সততং হিতকাম্যয়া।
নাবুধ্যত পুরা মোহাৎ তস্য প্রাপ্তমিদং ফলম্ ॥ ৭

একোননবতিতম অধ্যায়।

[কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ ও ভয়ানক লোকক্ষয়।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! একমাত্র ভীমসেন কর্তৃক যুদ্ধে আমার বহু পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য কি করিলেন? ১

আমার পুত্ররা প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সূত! আমরা সর্ব্বপ্রকারে আজ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি॥ ২

দুর্ভাগ্যের অধীনতাবশতঃ আমার পুত্রগণ পরাজিত হইতেছে, বিজয়লাভ করিতে পারিতেছে না। যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, মহাত্মা কৃপাচার্য্য, বীরবর ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, অশ্বত্থামাও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ অন্যান্য সকল বীরগণের মধ্যে থাকিয়া আমার পুত্রগণ প্রতিদিন সংগ্রামে নিহত হইতেছে, সেখানে দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি কারণ থাকিতে পারে? ৩-৫

মূর্খ দুর্যোধন পূর্ব্বে আমার কথার উপর গুরুত্ব দিয়া কোনরূপ কিছু বুঝিবার চেষ্টাই করে নাই। তাত! আমি, ভীষ্ম, বিদুর ও গান্ধারীও সর্ব্বদা হিতকামনা করিয়া দুর্মতি দুর্যোধনকে বার বার নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু সে পূর্ব্বে মোহবশতঃ আমাদের এই উপদেশ বাক্য গ্রাহ্যই করে নাই। তাহারই এই ফল আজ প্রাপ্ত

যদ্ ভীমসেনঃ সমরে পুত্রান্ মম বিচেতসঃ।
অহন্যহনি সংক্রুদ্ধো নয়তে যমসাদনম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

ইদং তৎ সমনুপ্রাপ্তং ক্ষত্তুর্বচনমুত্তমম্।
ন বুদ্ধবানসি বিভো প্রোচ্যমানং হিতং তদা ॥ ৯
নিবারয় সুতান্ দ্যূতাৎ পাণ্ডবান্ মা দ্রুহেতি চ।
সুহৃদাং হিতকামানাং ব্রুবতাং তৎ তদেব চ ॥ ১০
ন শুশ্রূষসি তদ্ বাক্যং মর্ত্ত্যঃ পথ্যমিবৌষধম্।
তদেব ত্বামনুপ্রাপ্তং বচনং সাধুভাষিতম্ ॥ ১১
বিদুর-দ্রোণ-ভীষ্মাণাং তথান্যেষাং হিতৈষিণাম্।
অকৃত্বা বচনং পথ্যং ক্ষয়ং গচ্ছন্তি কৌরবাঃ ॥ ১২
তদেতৎ সমনুপ্রাপ্তং পূর্বমেব বিশাম্পতে।
তস্মাৎ ত্বং শৃণু তত্ত্বেন যথা যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ১৩
মধ্যাহ্নে সুমহারৌদ্রঃ সংগ্রামঃ সমপদ্যত।
লোকক্ষয়করো রাজংস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৪

ততঃ সর্বাণি সৈন্যানি ধর্মপুত্রস্য শাসনাৎ।
সংরব্ধান্যভ্যবর্ত্তন্ত ভীষ্মমেব জিঘাংসয়া ॥ ১৫
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
যুক্তানীকা মহারাজ ভীষ্মমেব সমভ্যয়ুঃ ॥ ১৬
বিরাটো দ্রুপদশ্চৈব সহিতাঃ সর্বসোমকৈঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে ভীষ্মমেব মহারথম্ ॥ ১৭
কেকয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ কুন্তিভোজশ্চ দংশিতাঃ।
যুক্তানীকা মহারাজ ভীষ্মমেব সমভ্যয়ুঃ ॥ ১৮
অর্জুনো দ্রৌপদেয়াশ্চ চেকিতানশ্চ বীর্য্যবান্।
দুর্য্যোধনসমাদিষ্টান্ রাজ্ঞঃ সর্বান্ সমভ্যয়ুঃ ॥ ১৯
অভিমন্যুস্তথা শূরো হৈড়িম্বশ্চ মহারথঃ।
ভীমসেনশ্চ সংক্রুদ্ধস্তেঽভ্যধাবন্ত কৌরবান্ ॥ ২০
ত্রিধাভূতৈরবধ্যন্ত পাণ্ডবৈঃ কৌরবা যুধি।
তথৈব কৌরবৈ রাজন্নবধ্যন্ত পরে রণে ॥ ২১

হইয়াছে, যেজন্য ভীমসেন যুদ্ধে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আমার মূর্খ পুত্রগণকে প্রতিদিন যমলোকে প্রেরণ করিতেছে ॥ ৬-৮

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভো! সেই সময় আপনি যে, বিদুরের প্রদত্ত উত্তম ও হিতকর উপদেশ বাক্য শুনিয়াও তাহা মানিয়া লইবার চেষ্টা করেন নাই, তাহারই এই ফল আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৯

তিনি তখন আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি আপনার পুত্রগণকে পাশাখেলা হইতে নিবৃত্ত করুন। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী অন্যান্য সুহৃদ্‌গণও আপনাকে ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ মরণাপন্ন ব্যক্তি হিতকর ঔষধকেও পান করিতে ইচ্ছুক হয় না, সেইরূপ আপনি তখন এই সব হিতকর বাক্যকে শুনিতেই চাহেন নাই। অতএব সজ্জন বিদুর যাহা বলিয়াছেন, সেইরূপই পরিণাম আজ আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০-১১

বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তিগণের হিতকর বাক্য না মানারই ফলস্বরূপ এই কৌরবদিগের বিনাশ হইতেছে ॥ ১২

প্রজানাথ! এই সব ত' পূর্ব্বেই আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এখন যেভাবে সেই ফলের অনুকূল যুদ্ধ হইতেছে, তাহাই শ্রবণ করুন ॥ ১৩

রাজন্! সেই দিন দ্বিপ্রহর হইতেই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া যাইল, যে যুদ্ধ গুরুতর লোকক্ষয়ের কারণ হইয়াছিল। আমি উহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ১৪

তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আদেশে অতিশয় ক্রুদ্ধ তাঁহার সকল সৈন্যবাহিনী ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন। ইঁহারা সকলে ভীষ্মকে বধ করিতে অভিলাষী ছিলেন ॥ ১৫

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও মহারথী সাত্যকি—ইঁহারা সকলেই সসৈন্যে ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৬

রাজা বিরাট এবং সমস্ত সোমকগণের সহিত দ্রুপদ সংগ্রামে মহারথ ভীষ্মের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১৭

মহারাজ! কেকয়, ধৃষ্টকেতু ও কবচধারী কুন্তিভোজ—ইঁহারাও সকলে সৈন্যবাহিনীর সহিত ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৮

অর্জুন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরাক্রমশালী চেকিতান—ইঁহারা সকলে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত সমস্ত রাজাদিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৯

শৌর্য্যশালী বীর অভিমন্যু, মহারথী ঘটোৎকচ এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেন—ইঁহারা সকলে কৌরবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ২০

রাজন্! পাণ্ডবেরা তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া কৌরবগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ কৌরবেরাও রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

দ্রোণস্তু রথিনঃ শ্রেষ্ঠান্ সোমকান্ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ প্রেষয়িষ্যন্ যমক্ষয়ম্ ॥ ২২
তত্রাক্রন্দো মহানাসীৎ সৃঞ্জয়ানাং মহাত্মনাম্।
বধ্যতাং সমরে রাজন্ ভারদ্বাজেন ধন্বিনা ॥ ২৩
দ্রোণেন নিহতাস্তত্র ক্ষত্রিয়া বহবো রণে।
বিচেষ্টন্তো হ্যদৃশ্যন্ত ব্যাধিক্লিষ্টা নরা ইব ॥ ২৪
কূজতাং ক্রন্দতাং চৈব স্তনতাং চৈব ভারত।
অনিশং শুশ্রুবে শব্দঃ ক্ষুৎক্লিষ্টানাং নৃণামিব ॥ ২৫
তথৈব কৌরবেয়াণাং ভীমসেনো মহাবলঃ।
চকার কদনং ঘোরং ক্রুদ্ধঃ কাল ইবাপরঃ ॥ ২৬
বধ্যতাং তত্র সৈন্যানামন্যোন্যেন মহারণে।
প্রাবর্তত নদী ঘোরা রুধিরৌঘপ্রবাহিনী ॥ ২৭
স সংগ্রামো মহারাজ ঘোররূপোঽভবন্মহান্।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ ॥ ২৮
ততো ভীমো রণে ক্রুদ্ধো রভসশ্চ বিশেষতঃ।
গজানীকং সমাসাদ্য প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ২৯
তত্র ভারত ভীমেন নারাচাভিহতা গজাঃ।
পেতুর্নেদুশ্চ সেদুশ্চ দিশশ্চ পরিবভ্রমুঃ ॥ ৩০
ছিন্নহস্তা মহানাগাশ্ছিন্নগাত্রাশ্চ মারিষ।
ক্রৌঞ্চবদ্ ব্যনদন্ ভীতা পৃথিবীমধিশেরতে ॥ ৩১
নকুলঃ সহদেবশ্চ হয়ানীকমভিদ্রুতৌ।
তে হয়াঃ কাঞ্চনপীড়া রুক্মভাণ্ডপরিচ্ছদাঃ ॥ ৩২
বধ্যমানা ব্যদৃশ্যন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পতদ্ভিস্তুরগৈ রাজন্ সমাস্তীর্য্যত মেদিনী ॥ ৩৩
নির্জিহ্বৈশ্চ শ্বসদ্ভিশ্চ কূজদ্ভিশ্চ গতাসুভিঃ।
হয়ৈর্বভৌ নরশ্রেষ্ঠ নানারূপধরৈর্ধরা ॥ ৩৪
অর্জুনেন হতৈঃ সংখ্যে তথা ভারত রাজভিঃ।
প্রবভৌ বসুধা ঘোরা তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ৩৫
রথৈর্ভগ্নৈর্ধ্বজৈশ্ছিন্নৈর্নিকৃত্তৈশ্চ মহায়ুধৈঃ।
চামরৈর্ব্যজনৈশ্চৈব ছত্রৈশ্চ সুমহাপ্রভৈঃ ॥ ৩৬

দ্রোণাচার্য্য শ্রেষ্ঠ রথী সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে যমলোকে প্রেরণ করিবার জন্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। ২২

রাজন্! ধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক সমরাঙ্গণে মৃত্যুবরণ করিতে করিতে মহাত্মা সৃঞ্জয়গণের মহা আর্ত্তনাদ শুনা যাইতে লাগিল। ২৩

দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বহু ক্ষত্রিয়কে রণভূমিতে ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্যগণের ন্যায় ছটফট করিতে দেখা যাইল। ২৪

ভরতনন্দন! ক্ষুধাপীড়িত মনুষ্যদিগের ন্যায় কূজন (অস্পষ্ট বাক্য), ক্রন্দন এবং গর্জনকারী যোদ্ধাগণের বহু শব্দ নিরন্তর শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল ॥ ২৫

এইরূপে মহাবল ভীমসেনও ক্রুদ্ধ অপর কালের ন্যায় কৌরবসৈন্যগণের ভয়ঙ্কর সংহার করিতে থাকিলেন। ২৬

এই মহাযুদ্ধে পরস্পর প্রহারে মরণোন্মুখ সৈন্যগণের রক্তরাশিপ্রবাহিনী এক ভয়ঙ্করী নদী বহিয়া চলিল। ২৭

মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই সংগ্রাম অত্যন্ত ঘোরতর আকার ধারণ করিল এবং উহা কেবল যমলোকেরই বৃদ্ধি করিতেছিল। ২৮

তখন যুদ্ধে বিশেষ বেগশালী ভীমসেন কুপিত হইয়া হস্তীসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ২৯

ভারত! সেখানে ভীমের নারাচের আঘাতে পীড়িত হইয়া হাতীরা পতিত হইতে লাগিল, চীৎকার করিতে থাকিল, বসিয়া পড়িল অথবা নানাদিকে পলাইয়া যাইল। ৩০

আর্য্য! শুণ্ড ও অন্যান্য অঙ্গ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় হাতীরা ভীত হইয়া ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে এবং ধরাশায়ী হইতে লাগিল। ৩১

নকুল ও সহদেব অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! সেই অশ্বগণ স্বর্ণের পৃষ্ঠাস্তরণ ও অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল। ইহাদের সকলকে শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিহত হইয়া ভূপাতিত হইতে দেখা যাইল।

রাজন্! সেখানে পতিত অশ্বগণের মৃতদেহে রণভূমি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন বহু অশ্বের জিহ্বা বাহির হইয়া আসিতেছিল, বহু অশ্ব দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল, বহু অশ্ব আবার অব্যক্ত শব্দ করিতেছিল এবং বহু অশ্বের প্রাণ বহির্গত হইতেছিল। নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ বিভিন্ন রূপধারী বহু অশ্বে আচ্ছাদিত হইয়া রণধরণীর অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ পাইতেছিল। ৩২-৩৪

ভারত! প্রজানাথ! সেখানে অর্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত বহু রাজগণে পূর্ণ যুদ্ধভূমি অতিশয় ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল। ৩৫

রাজন্! ভগ্ন বহু রথ, ছিন্ন বহু ধ্বজ, বিধ্বস্ত মহাস্ত্রসকল, বহু চামর, ব্যজন, অত্যন্ত প্রকাশমান ছত্র, স্বর্ণহার, কেয়ূর,

হারৈর্নিষ্কৈঃ সকেয়ূরৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
উষ্ণীষৈরপবিদ্ধৈশ্চ পতাকাভিশ্চ সর্বশঃ॥ ৩৭
অনুকর্ষৈঃ শুভৈ রাজন্ যোক্ত্রৈশ্চৈব সরশ্মিভিঃ।
সঙ্কীর্ণা বসুধা ভাতি বসন্তে কুসুমৈরিব॥ ৩৮
এমমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ পাণ্ডূনামপি ভারত।
ক্রুদ্ধে শান্তনবে ভীষ্মে দ্রোণে চ রথসত্তমে॥ ৩৯
অশ্বত্থাম্নি কৃপে চৈব তথৈব কৃতবর্ম্মণি।
তথেতরেষু ক্রুদ্ধেষু তাবকানামপি ক্ষয়ঃ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ববণি ভীষ্মবধপর্ববণি অষ্টমদিবসযুদ্ধে
একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৯

কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক, পতিত শিরোভূষণ (পাগড়ী প্রভৃতি), পতাকা, সুন্দর অনুকর্ষ (রথের নিম্নে স্থিত কাষ্ঠকে অনুকর্ষ বলে, ইহারই অবলম্বনে চক্রগুলি থাকে), যোক্ত্র (জোয়াল) এবং রশ্মি (লাগাম) প্রভৃতিতে আচ্ছাদিত হইয়া সেই রণভূমি এরূপ মনে হইতে লাগিল যে, যেন বসন্ত ঋতুতে ধরাতলে চারিদিকে পুষ্প বিকীর্ণ হইয়া আছে॥ ৩৬-৩৮

ভারত! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা—ইঁহারা সকলে কুপিত হইয়া পড়িলে পাণ্ডব-সৈন্যগণেরও এতাদৃশ সংহার হইয়াছিল। সেই সঙ্গে পাণ্ডবগণও কুপিত হইলে আপনার যোদ্ধাদিগেরও অতিশয় ক্ষয় হইয়াছিল॥ ৩৯-৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে অষ্টমদিবসের যুদ্ধবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইরাবতা শকুনিভ্রাতৄণাং বধঃ, রাক্ষসেনালম্বুষেণ ইরাবতো বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

বর্তমানে তথা রৌদ্রে রাজন্ বীরবরক্ষয়ে।
শকুনিঃ সৌবলঃ শ্রীমান্ পাণ্ডবান্ সমুপাদ্রবৎ॥ ১
তথৈব সাত্বতো রাজন্ হার্দিক্যঃ পরবীরহা।
অভ্যদ্রবত সংগ্রামে পাণ্ডবানাং বরূথিনীম্॥ ২
ততঃ কাম্বোজমুখ্যানাং নদীজানাঞ্চ বাজিনাম্।
আরট্টানাং মহীজানাং সিন্ধুজানাঞ্চ সর্বশঃ॥ ৩
বনায়ুজানাং শুভ্রাণাং তথা পর্বতবাসিনাম্।
বাজিনাং বহুভিঃ সংখ্যে সমন্তাৎ পরিবারয়ন্॥ ৪
যে চাপরে তিত্তিরিজা জবনা বাতরংহসঃ।
সুবর্ণালঙ্কৃতৈরেতৈর্বর্মবদ্ভিঃ সুকল্পিতৈঃ॥ ৫
হয়ৈর্বাতজবৈর্মুখ্যৈঃ পাণ্ডবস্য সুতো বলী।
অভ্যবর্তত তৎ সৈন্যং হৃষ্টরূপঃ পরন্তপঃ॥ ৬
অর্জ্জুনস্য সুতঃ শ্রীমানিরাবান্ নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥ ৭

নবতিতম অধ্যায়।

[ইরাবান্ কর্তৃক শকুনির ভ্রাতৃগণের বধ এবং রাক্ষস অলম্বুষ কর্তৃক ইরাবানের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—যে সময় শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় সুবলপুত্র শ্রীমান্ শকুনি পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১

রাজন্! এইরূপে শত্রুবীরগণের নাশকারী সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা সেই সংগ্রামে পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনীর উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন॥ ২

তারপর কাম্বোজদেশের বহু উত্তম অশ্ব, নদীজাত অশ্বসকল, মহী, সিন্ধু, বনায়ু, আরট্ট, পর্ব্বতীয় প্রান্তদেশসমূহে উৎপন্ন সুন্দর অশ্বসমূহ—এই সকলের বহু বিশাল সৈন্যবাহিনীতে চারিদিকে পরিবৃত হইয়া শত্রুসন্তাপক, পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বলবান্ পুত্র ইরাবান্ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া রণাঙ্গনে কৌরবগণের সেই সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ইঁহার সহিত তিত্তিরিদেশেরও শীঘ্রগামী বহু অশ্ব ছিল, ইহারা সকলেই বায়ুতুল্য বেগগামী ছিল এবং স্বর্ণনির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এই সব অশ্বের শরীরে কবচ বদ্ধ ছিল ও সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিত ছিল। এই অশ্বসকল উত্তম জাতিতে উৎপন্ন এবং বায়ুতুল্য শীঘ্রগামী ছিল॥ ৩-৬

অর্জুনের এই পরাক্রমশালী পুত্র ইরাবান্ নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপীর গর্ভে বুদ্ধিমান্ অর্জুন কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিল॥ ৭

ঐরাবতেন সা দত্তা অনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা ॥ ৮
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্।
এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরপক্ষেঽর্জুনাত্মজঃ ॥ ৯
স নাগলোকে সংবৃদ্ধো মাত্রা চ পরিরক্ষিতঃ।
পিতৃব্যেণ পরিত্যক্তঃ পার্থদ্বেষাদ্ দুরাত্মনা ॥ ১০
রূপবান্ বলসম্পন্নো গুণবান্ সত্যবিক্রমঃ।
ইন্দ্রলোকং জগামাশু শ্রুত্বা তত্রার্জুনং গতম্ ॥ ১১
সোঽভিগম্য মহাবাহুঃ পিতরং সত্যবিক্রমঃ।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রো বিনয়েন কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২
ন্যবেদয়ত চাত্মানমর্জুনস্য মহাত্মনঃ।
ইরাবানস্মি ভদ্রন্তে পুত্রশ্চাহং তব প্রভো ॥ ১৩
মাতুঃ সমাগমো যশ্চ তৎ সর্বং প্রত্যবেদয়ৎ।
তচ্চ সর্বং যথাবৃত্তমনুসস্মার পাণ্ডবঃ ॥ ১৪
পরিষ্বজ্য সুতং চাপি আত্মনঃ সদৃশং গুণৈঃ।
প্রীতিমানানয়ৎ পার্থো দেবরাজনিবেশনে ॥ ১৫
সোঽর্জুনেন সমাজ্ঞপ্তো দেবলোকে তদা নৃপ।
প্রীতিপূর্বং মহাবাহুঃ স্বকার্য্যং প্রতি ভারত ॥১৬
যুদ্ধকালে ত্বয়াস্মাকং সাহ্যং দেয়মিতি প্রভো।
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তু যুদ্ধকাল ইহাগতঃ ॥ ১৭
কামবর্ণজবৈরশ্বৈর্বহুভিঃ সংবৃতো নৃপ।
তে হয়াঃ কাঞ্চনাপীড়া নানাবর্ণা মনোজবাঃ ॥ ১৮

নাগরাজের এই কন্যা সন্তানহীনা ছিলেন। ইহার মনোনীত পতিকে* গরুড় বধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইনি অতিশয় দীনা ও দয়নীয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐরাবতবংশীয় কৌরব্য নাগ ইহাকে অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করেন এবং অর্জ্জুনও কামবশবর্ত্তিনী সেই কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে এই অর্জ্জুন-পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তিনি সর্ব্বদা মাতৃকুলেই থাকিতেন ॥ ৮-৯

ইনি নাগলোকেই মাতাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে বৰ্দ্ধিত হইয়া সেখানে তাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইতেছিলেন। এই বালককে কোন দুরাত্মা বয়োবৃদ্ধ সম্বন্ধী অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ১০

ইরাবান্ও রূপবান্, বলশালী, গুণবান্ ও সত্যপরাক্রমী ছিলেন। ইনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পিতা অর্জ্জুন বর্ত্তমানে স্বর্গলোকে গিয়াছেন, তখন শীঘ্রই সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

সেই সত্যপরাক্রমী মহাবাহু বীর স্বীয় পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া শান্তভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বিনয়ের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুনের সম্মুখে নিজের পরিচয় দান করিতে করিতে বলিলেন,—প্রভো! আপনার কল্যাণ হউক। আমি আপনার পুত্র ইরাবান্। তাঁহার মাতার সহিত অর্জ্জুনের যে ভাবে মিলন হইয়াছিল, সেই সমস্ত তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনেরও সেই সব বৃত্তান্ত যথাযথরূপে স্মরণ হইল ॥ ১২-১৪

নিজের তুল্য বহুগুণে গুণবান্ সেই পুত্রকে তখন অর্জ্জুন আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় প্রসন্নমনে তাঁহাকে দেবরাজের ভবনে লইয়া যাইলেন ॥ ১৫

ভরতবংশধর রাজন্! সেই দিনে দেবলোকে অর্জ্জুন প্রীতি-সহকারে স্বীয় মহাবাহু পুত্রকে নিজের সমস্ত কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন ॥ ১৬

শক্তিশালী পুত্র! যুদ্ধের সময় আসিলে তুমি আমাদের সাহায্য করিও। তখন "আচ্ছা, তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া ইরাবান্ চলিয়া যাইলেন এবং সেই যুদ্ধকাল আজ এখন উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৭

হে নৃপ! ইরাবানের সহিত ইচ্ছানুসারে বর্ণ ও বেগধারণ করিতে সমর্থ বহু অশ্ব ছিল। তাহারা সকলেই স্বর্ণের আভূষণে

*এখানে অষ্টম শ্লোকে তৃতীয় চরণে যে "পত্যৌ" পদ আছে, উহা মুখ্যপতির বাচক পতি শব্দ নহে, কারণ, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে মুখ্য পতি শব্দের সপ্তমীর একবচনে "পত্যৌ" রূপ হয়। সুতরাং এস্থলে "পতিরিব আচরতীতি পতিঃ" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে আচারকিবন্ত "পতি" শব্দেরই প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল পতিসদৃশ। এখানে এরূপ প্রয়োগের তাৎপর্য্য হইল—যাহার উদ্দেশ্যে কন্যাদানের জন্য বাগ্দান হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষকে মনোনীত পতি বলা হয়। এরূপ ব্যক্তি বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "পতিতুল্য" থাকেন। বিবাহের পর তিনি সাক্ষাৎ "পতি" হন। এই নাগকন্যা উলূপীর মনোনীত পতিকে গরুড় বধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পত্যৌ।" এই পরাশর-সংহিতার বচনানুসারে এই কন্যার সহিত অর্জ্জুনের সম্বন্ধ হয় এবং ধর্ম্মাত্মা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নহৃদয় সখা অর্জ্জুন তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

উৎপেতুঃ সহসা রাজন্ হংসা ইব মহোদধৌ।
তে ত্বদীয়ান্ সমাসাদ্য হয়সঙ্ঘান্ মনোজবান্ ॥ ১৯
ক্রোড়ৈঃ ক্রোড়ানভিঘ্নন্তো ঘোণাভিশ্চ পরস্পরম্।
নিপেতুঃ সহসা রাজন্ সুবেগাভিহতা ভুবি ॥ ২০
নিপতদ্ভিস্তথা তৈশ্চ হয়সঙ্ঘৈঃ পরস্পরম্।
শুশ্রুবে দারুণঃ শব্দঃ সুপর্ণপতনে যথা ॥ ২১
তথৈব তাবকা রাজন্ সমেত্যান্যোন্যমাহবে।
পরস্পরবধং ঘোরং চক্রুস্তে হয়সাদিনঃ ॥ ২২
তস্মিংস্তথা বর্তমানে সঙ্কুলে তুমুলে ভৃশম্।
উভয়োরপি সংশান্তা হয়সঙ্ঘাঃ সমন্ততঃ ॥২৩
প্রক্ষীণসায়কাঃ শূরা নিহতাশ্বাঃ শ্রমাতুরাঃ।
বিলয়ং সমনুপ্রাপ্তাস্তক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৪
ততঃ ক্ষীণে হয়ানীকে কিঞ্চিচ্ছেষে চ ভারত।
সৌবলস্যাত্মজাঃ শূরা নির্গতা রণমূর্ধনি ॥ ২৫
বায়ুবেগসমস্পর্শান্ জবে বায়ুসমাংশ্চ তে।
আরুহ্য বলসম্পন্নান্ বয়ঃস্থাংস্তুরগোত্তমান্ ॥ ২৬
গজো গবাক্ষো বৃষভশ্চর্মবানার্জবঃ শুকঃ।
ষড়েতে বলসম্পন্না নির্যযুর্মহতো বলাৎ ॥ ২৭
বার্য্যমাণাঃ শকুনিনা তৈশ্চ যোধৈর্মহাবলৈঃ।
সন্নদ্ধা যুদ্ধকুশলা রৌদ্ররূপা মহাবলাঃ ॥ ২৮
তদনীকং মহাবাহো ভিত্ত্বা পরমদুর্জয়ম্।
বলেন মহতা যুক্তাঃ স্বর্গায় বিজয়ৈষিণঃ ॥ ২৯
বিবিশুস্তে তদা হৃষ্টা গান্ধারা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
তান্ প্রবিষ্টাংস্তদা দৃষ্ট্বা ইরাবানপি বীর্য্যবান্ ॥ ৩০
অব্রবীৎ সমরে যোধান্ বিচিত্রান্ দারুণায়ুধান্।
যথৈতে ধার্তরাষ্ট্রস্য যোধাঃ সানুগবাহনাঃ ॥ ৩১
হন্যন্তে সমরে সর্বে তথা নীতির্বিধীয়তাম্।
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তে সর্বে যোধা ইরাবতঃ ॥ ৩২
জঘ্নুস্তেষাং বলানীকং দুর্জয়ং সমরে পরৈঃ।
তদনীকমনীকেন সমরে বীক্ষ্য পাতিতম্ ॥ ৩৩

ভূষিত এবং মনের ন্যায় বেগগামী ছিল। তাহাদের বর্ণও বহু প্রকারের ছিল ॥ ১৮

রাজন্! ঐ অশ্বগণ মহাসাগরে উড্ডীয়মান হংসপঙ্ক্তির ন্যায় সহসা উড্ডীন হইল এবং আপনার মনের সদৃশ বেগশালী অশ্ব-সমুদায়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ক্রোড়স্থলের দ্বারা ক্রোড়স্থল ও নাসিকার দ্বারা নাসিকাদেশে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল। তারপর তাহারা সবেগে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল ॥ ১৯-২০

সেই অশ্বসমুদায় যখন পরস্পর আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছিল, তখন গরুড়ের বেগের সহিত অবতরণের ন্যায় শব্দের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতেছিল ॥ ২১

রাজন্! এইভাবে আপনার ও পাণ্ডবগণের অশ্বারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কররূপে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল ॥ ২২

এইরূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তুমুল ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হইলে উভয়-পক্ষেরই অশ্বগণ চারিদিকে নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ২৩

শৌর্য্যশালী বীরগণের নিকট বাণ ফুরাইয়া যাইল। তাহাদের সকল অশ্ব নিহত হইল এবং তাহারা পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া পরস্পরকে আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে করিতে বিনষ্ট হইল ॥ ২৪

ভারত! এইভাবে যখন অশ্বারোহী সৈন্যগণ বিনষ্ট হইয়া যাইল এবং তাহাদের অল্পসংখ্যকই অবশিষ্ট থাকিল, সেই অবস্থায় শকুনির শৌর্য্যশালী ভ্রাতৃবৃন্দ যুদ্ধের সম্মুখে বাহির্গত হইলেন ॥ ২৫

যাহাদের স্পর্শ বায়ুবেগের ন্যায় দুঃসহ ছিল, বেগে যাহারা বায়ুতুল্য ছিল, এরূপ বলশালী ও বয়ঃস্থ উত্তম অশ্বগণের উপর আরোহণ করিয়া গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান্, আর্জব ও শুক—এই ছয়জন বীর স্বীয় বিশাল সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলেন ॥ ২৬-২৭

যদিও শকুনি তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, অন্যান্য মহাবলী যোদ্ধারাও বারণ করিয়াছিলেন, তথাপি এই যুদ্ধনিপুণ মহাবল ও ভয়ঙ্কররূপধারী ক্ষত্রিয়গণ কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলেন ॥ ২৮

মহাবাহো! সেই সময় সেই যুদ্ধদুর্মদ গান্ধারদেশীয় বীরগণ বিজয় কিংবা স্বর্গাভিলাষী হইয়া বিশাল সৈন্যের সহিত পাণ্ডব-বাহিনীর অতিশয় দুর্জয় ব্যূহ ভেদ করত হর্ষ ও উৎসাহভরে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥

তখন তাঁহাদিগকে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া পরাক্রম-শালী ইরাবান্‌ও সমরাঙ্গণে ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী স্বীয় যোদ্ধাদিগকে বলিতে লাগিলেন—বীরগণ! তোমরা সকলে সংগ্রামে এরূপ নীতি স্থির করিয়া লও যে, যাহাতে দুর্য্যোধনের এই সমস্ত সৈন্য-বাহিনী নিজ নিজ সেবক ও অনুচরবর্গের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তখন "আচ্ছা, ইহাই হইবে" এই কথা বলিয়া ইরাবানের সমস্ত সৈন্যরা সেই ছয় বীরবৃন্দের সৈন্যগণকে, যাহারা অপরের

অমৃষ্যমাণাস্তে সর্বে সুবলস্যাত্মজা রণে।
ইরাবন্তমভিদ্রুত্য সর্বতঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩৪
তাড়য়ন্তঃ শিতৈঃ প্রাসৈশ্চোদয়ন্তঃ পরস্পরম্।
তে শূরাঃ পর্য্যধাবন্ত কুর্বন্তো মহদাকুলম্ ॥ ৩৫
ইরাবানথ নির্ভিন্নঃ প্রাসৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাত্মভিঃ।
স্রবতা রুধিরেণাক্তস্তোত্রৈর্বিদ্ধ ইব দ্বিপঃ ॥ ৩৬
পুরতোঽপি চ পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োশ্চ ভৃশাহতঃ।
একো বহুভিরত্যর্থং ধৈর্য্যাদ্ রাজন্ ন বিব্যথে ॥ ৩৭
ইরাবানপি সংক্রুদ্ধঃ সর্বাংস্তান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
মোহয়ামাস সমরে বিদ্ধা পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩৮
প্রাসানুৎকৃত্য তরসা স্বশরীরাদরিন্দমঃ।
তৈরেব তাড়য়ামাস সুবলস্যাত্মজান্ রণে ॥ ৩৯
বিকৃষ্য চ শিতং খড়্গং গৃহীত্বা চ শরাবরম্।
পদাতিদ্রু তমাগচ্ছজ্জিঘাংসুঃ সৌবলান্ যুধি ॥৪০
ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণাঃ সর্বে তে সুবলাত্মজাঃ।
ভূয়ঃ ক্রোধসমাবিষ্টা ইরাবন্তমভিদ্রুতাঃ ॥ ৪১
ইরাবানপি খড়্গেন দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
অভ্যবর্তত তান্ সর্বান্ সৌবলান্ বলদর্পিতঃ ॥ ৪২
লাঘবেনাথ চরতঃ সর্বে তে সুবলাত্মজাঃ।
অন্তরং নাভ্যগচ্ছন্ত চরন্তঃ শীঘ্রগৈর্হয়ৈঃ ॥ ৪৩
ভূমিষ্ঠমথ তং সংখ্যে সম্প্রদৃশ্য ততঃ পুনঃ।
পরিবার্য্য ভৃশং সর্বে গ্রহীতুমুপচক্রমুঃ ॥৪৪
অথাভ্যাসগতানাং স খড়্গেনামিত্রকর্শনঃ।
অসিহস্তাপহস্তাভ্যাং তেষাং গাত্রাণ্যকৃন্তত ॥ ৪৫
আয়ুধানি চ সর্বেষাং বাহূনপি বিভূষিতান্।
অপতন্ত নিকৃত্তাঙ্গা মৃতা ভূমৌ গতাসবঃ ॥ ৪৬

নিকট সমরাঙ্গণে দুর্জয় ছিল, বধ করিয়া ফেলিল ॥

স্বীয় সৈন্যগণকে সমরভূমিতে নিহত হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া সুবলের পুত্রগণ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ধাবিত হইয়া ইরাবান্‌কে তখন চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১-৩৪

সেই ছয় বীর তীক্ষ্ণ প্রাসসমূহের আঘাত করিতে করিতে এবং পরস্পরকে প্রেরণাদান করিতে করিতে ইরাবানের উপর আক্রমণ করিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন ॥ ৩৫

সেই মহাত্মা বীরগণের তীক্ষ্ণ প্রাসসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ইরাবান্ স্বীয় রক্তে স্নাত হইয়া পড়িলেন এবং অঙ্কুশসকলের আঘাতে হাতীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৬

রাজন্! তিনি তখন একাকী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপর প্রহারকারীর সংখ্যা ছিল বহু। তিনি সম্মুখে, পৃষ্ঠে এবং উভয় পার্শ্বে অত্যন্ত আহত হইলেন। তথাপি তিনি স্বীয় ধৈর্য্যবশতঃ ব্যথিত হইলেন না ॥ ৩৭

তখন ইরাবানেরও অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। শত্রু-নগরবিজয়ী এই বীরও সমরে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সেই সকলকে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

শত্রুদমন ইরাবান্ স্বীয় শরীর হইতে সবেগে প্রাসগুলিকে উৎসারিত করিয়া তাহাদের দ্বারা রণাঙ্গনে সুবলপুত্রগণের উপর প্রহার করিলেন ॥ ৩৯

তারপর তীক্ষ্ণ তরবারি ও ঢাল বাহির করিয়া ইরাবান্ যুদ্ধে সুবলপুত্রগণকে বধ করিবার ইচ্ছায় অতিদ্রুত পদব্রজে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪০

তদনন্তর সুবলপুত্রগণের পুনরায় প্রাণশক্তি ফিরিয়া আসিল। অতএব তাঁহারা সকলে সচেতন হইলে পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ইরাবানের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪১

বলোন্মত্ত ইরাবান্‌ও তখন স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে থাকিয়া খড়্গের দ্বারা সেই সমস্ত সুবলপুত্রগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

যদিও সেই সময় ইরাবান্ একাকীই হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন এবং সুবলপুত্রগণ সকলে শীঘ্রগামী অশ্বসমূহের দ্বারা যুদ্ধভূমিতে বিচরণ করিতে-ছিলেন, তথাপি ইঁহারা সকলে ইরাবান্ হইতে নিজেদের কোন বিশেষতা লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৪৩

তারপর ইরাবন্‌কে ভূমিতে অবস্থিত দেখিয়া সুবলপুত্রগণ সকলে তাঁহাকে পুনরায় উত্তমরূপে ঘিরিয়া বন্দী করিবার উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৪

তখন শত্রুসূদন ইরাবান্ নিকটে সমাগত তাঁহাদের সকলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কখনও বামহস্তে ও কখনও দক্ষিণ হস্তে তরবারি ঘুরাইয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৪৫

তিনি সেই সময় তাঁহাদের সকল অস্ত্র ও নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত বাহুসমূহও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই ভাবে তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইয়া যাইলে তাঁহারা প্রাণশূন্য হইয়া মৃত অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ৪৬

বৃষভস্তু মহারাজ বহুধা বিপরিক্ষতঃ।
অমুচ্যত মহারৌদ্রাৎ তস্মাদ্ বীরাবকর্তনাৎ ॥ ৪৭
তান্ সর্বান্ পতিতান্ দৃষ্ট্বা ভীতো দুর্য্যোধনস্ততঃ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং ঘোরদর্শনম্ ॥৪৮
আর্য্যশৃঙ্গিং মহেষ্বাসং মায়াবিনমরিন্দমম্।
বৈরিণং ভীমসেনস্য পূর্ব্বং বকবধেন বৈ ॥ ৪৯
পশ্য বীর যথা হ্যেষ ফাল্গুনস্য সুতো বলী।
মায়াবী বিপ্রিয়ং কর্তুমকার্ষীন্মে বলক্ষয়ম্ ॥ ৫০
ত্বঞ্চ কামগমস্তাত মায়াস্ত্রে চ বিশারদঃ।
কৃতবৈরশ্চ পার্থেন তস্মাদেনং রণে জহি ॥ ৫১
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তু রাক্ষসো ঘোরদর্শনঃ।
প্রযযৌ সিংহনাদেন যত্রার্জুনসুতো যুবা ॥ ৫২
আরূঢ়ৈর্যুদ্ধকুশলৈর্বিমলপ্রাসযোধিভিঃ।
বীরৈঃ প্রহারিভির্যুক্তৈঃ স্বৈরনীকৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৫৩
হতশেষৈর্মহারাজ দ্বিসাহস্রৈর্হয়োত্তমৈঃ।
নিহন্তুকামঃ সমরে ইরাবন্তং মহাবলম্ ॥ ৫৪
ইরাবানপি সংক্রুদ্ধস্ত্বরমাণঃ পরাক্রমী।
হন্তুকামমমিত্রঘ্নো রাক্ষসং প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৫৫
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য রাক্ষসঃ সুমহাবলঃ।
ত্বরমাণস্ততো মায়াং প্রয়োক্তুমুপচক্রমে ॥ ৫৬
তেন মায়াময়াঃ সৃষ্টা হয়াস্তাবন্ত এব হি।
স্বারূঢ়া রাক্ষসৈর্ঘোরৈঃ শূলপট্টিশধারিভিঃ ॥ ৫৭
তে সংরব্ধাঃ সমাগম্য দ্বিসাহস্রাঃ প্রহারিণঃ।
অচিরাদ্ গময়ামাসুঃ প্রেতলোকং পরস্পরম্ ॥৫৮
তস্মিংস্তু নিহতে সৈন্যে তাবুভৌ যুদ্ধদুর্মদৌ।
সংগ্রামে সমতিষ্ঠেতাং যথা বৈ বৃত্র-বাসবৌ ॥ ৫৯

মহারাজ! সেই সময় বৃষভ যদিও গুরুতর ভাবে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি সেই বীরগণসংহারকারী মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে নিজেকে কোন রূপে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৪৭

তাঁহাদের সকলকে নিহত হইয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন ভীত হইয়া পড়িলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দেখিতে ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র অলম্বুষের নিকট দৌড়াইয়া যাইলেন। সেই রাক্ষস শত্রুগণকে দমন করিতে সমর্থ, মায়াবী ও মহাধনুর্দ্ধর ছিল। পূর্ব্বকালে কৃত বকাসুর-বধের জন্য সে ভীমসেনের সহিত শত্রুতাবদ্ধ হইয়াছিল। ৪৮-৪৯

এই রাক্ষসের নিকট যাইয়া দুর্য্যোধন বলিলেন,—বীর! দেখ, অর্জুনের এই বলবান্ পুত্র মায়াবী। সে আমার অপ্রিয় করিবার জন্য আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে। ৫০

তাত! তুমি ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র বিচরণ করিতে পার এবং মায়াময় অস্ত্রসমূহের প্রয়োগে নিপুণ। কুন্তীকুমার ভীমসেন তোমার সহিত শত্রুতা করিয়াছে, অতএব তুমি অবশ্যই এই যুদ্ধে ইরাবান্‌কে বধ কর। ৫১

"আচ্ছা, তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রাক্ষস সিংহনাদ করিতে করিতে যে স্থানে সেই নবযুবক অর্জুননন্দন ইরাবান্ ছিলেন, সে স্থানে গমন করিল। ৫২

তাহার সহিত নির্ম্মল প্রাসনামক অস্ত্রসমূহে যুদ্ধকারী, সংগ্রামকুশল ও প্রহার করিতে অভিজ্ঞ বহু বীরবৃন্দে পূর্ণ সৈন্যবাহিনী ছিল। ইহার সকল সৈন্যই বাহনে আরোহণ করিয়া ছিল। এই সকল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাক্ষস অলম্বুষ সমরাঙ্গণে মহাবলী ইরাবান্‌কে বধ করিবার জন্য যুদ্ধস্থলে গমন করিল। মহারাজ! যুদ্ধের শেষে জীবিত দুই হাজার উত্তম অশ্বও তাহার সহিত ছিল। ৫৩-৫৪

শত্রুহন্তা পরাক্রমশালী ইরাবান্‌ও তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন। তিনি বধ করিতে অভিলাষী সেই রাক্ষসকে সত্বরতার সহিত নিবারণ করিলেন। ৫৫

ইরাবান্‌কে আসিতে দেখিয়া সেই মহাবল রাক্ষস অলম্বুষ অতি সত্বর মায়া প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল।৫৬

সে তখন দুই হাজার মায়াময় অশ্ব সৃষ্টি করিল, যাহাদের পৃষ্ঠে শূল ও পট্টিশধারী ভয়ঙ্কর বহু রাক্ষস আরোহণ করিয়া ছিল। ৫৭

সেই দুই হাজার প্রহারকুশল যোদ্ধা ক্রুদ্ধচিত্তে উপস্থিত হইয়া ইরাবানের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই ভাবে উভয় দিকে যোদ্ধারা পরস্পর প্রহার করিতে করিতে অনতিবিলম্বে পরস্পরকে যমলোকে প্রেরণ করিল। ৫৮

এইভাবে যখন উভয়পক্ষের সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল, তখন যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামকারী সেই দুই বীর ইরাবান্ ও রাক্ষস অলম্বুষ যুদ্ধভূমিতে বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৯

আদ্রবন্তমভিপ্রেক্ষ্য রাক্ষসং যুদ্ধদুর্মদম্।
ইরাবানথ সংরব্ধঃ প্রত্যধাবন্মহাবলঃ ॥ ৬০
সমভ্যাসগতস্তাজৌ তস্য খড়্গেন দুর্মতেঃ।
চিচ্ছেদ কার্মুকং দীপ্তং শরাবাপঞ্চ সত্বরম্ ॥ ৬১
স নিকৃত্তং ধনুর্দৃষ্ট্বা খং জবেন সমাবিশৎ।
ইরাবন্তমভিক্রুদ্ধং মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৬২
ততোঽন্তরিক্ষমুৎপত্য ইরাবানপি রাক্ষসম্।
বিমোহয়িত্বা মায়াভিস্তস্য গাত্রাণি সায়কৈঃ ॥ ৬৩
চিচ্ছেদ সর্বমর্মজ্ঞঃ কামরূপো দুরাসদঃ।
তথা স রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ শরৈঃ কৃত্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৪
সম্বভূব মহারাজ সমবাপ চ যৌবনম্।
মায়া হি সহজা তেষাং বয়ো রূপঞ্চ কামজম্ ॥ ৬৫
এবং তদ্ রাক্ষসস্যাঙ্গং ছিন্নং ছিন্নং বভূব হ।
ইরাবানপি সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং তং মহাবলম্ ॥ ৬৬
পরশ্বধেন তীক্ষ্ণেন চিচ্ছেদ চ পুনঃ পুনঃ।
স তেন বলিনা বীরশ্ছিদ্যমান ইরাবতা ॥ ৬৭

রণদুর্মদ রাক্ষস অলম্বুষকে নিজের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া মহাবল ইরাবান্‌ও অতিশয় ক্রোধের সহিত তাহার উপর প্রত্যাক্রমণ করিলেন ॥ ৬০

একবার যখন সেই দুর্মতি রাক্ষস অতি নিকটে আসিয়া পড়িল, তখন ইরাবান্ নিজের তরবারি দ্বারা তাঁহার দেদীপ্যমান ধনু এবং শরাবাপ (হস্তাবরণ) ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৬১

ধনু ছিন্ন হইতে দেখিয়া সেই রাক্ষস ক্রোধভরে ইরাবান্‌কে স্বীয় মায়ায় মোহিত করিতে করিতে তীব্রবেগে আকাশে উড়িয়া যাইল ॥ ৬২

সেই কামরূপধারী শ্রেষ্ঠ রাক্ষস সমস্ত মর্মস্থানসমূহে অভিজ্ঞ এবং দুর্জয় ছিল। সে বাণে পুনঃ পুনঃ ক্ষত-বিক্ষত হইলেও পুনরায় পূর্ববৎ হইয়া যাইল। মহারাজ! সে তখন নবযৌবনপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; কারণ, রাক্ষসগণের মায়াবল স্বাভাবিক হইয়া থাকে এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে রূপ ও অবস্থা ধারণ করিতে পারে ॥ ৬৩-৬৫

এইরূপে সেই রাক্ষসের যে যে অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইত, তাহা তৎক্ষণাৎ পুনরায় নূতনাকারে উৎপন্ন হইয়া যাইত। ইরাবান্‌ও অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই মহাবল রাক্ষসকে বারংবার তীক্ষ্ণ পরশুর সাহায্যে ছেদন করিতে লাগিলেন।

বলবান্ ইরাবানের পরশুতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সেই বীর রাক্ষস

রাক্ষসোঽপ্যনদদ্ ঘোরং স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ।
পরশ্বধক্ষতং রক্ষঃ সুস্রাব বহু শোণিতম্ ॥ ৬৮
ততশ্চুক্রোধ বলবাংশ্চক্রে বেগঞ্চ সংযুগে।
আর্ষ্যশৃঙ্গিস্তথা দৃষ্ট্বা সমরে শত্রুমূর্জিতম্ ॥ ৬৯
কৃত্বা ঘোরং মহদ্ রূপং গ্রহীতুমুপচক্রমে।
অর্জুনস্য সুতং বীরমিরাবন্তং যশস্বিনম্ ॥ ৭০
সংগ্রামশিরসো মধ্যে সর্বেষাং তত্র পশ্যতাম্।
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং মায়াং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৭১
ইরাবানপি সংক্রুদ্ধো মায়াং স্রষ্টুং প্রচক্রমে।
তস্য ক্রোধাভিভূতস্য সমরেষ্বনিবর্তিনঃ ॥ ৭২
যোঽন্বয়ো মাতৃকস্তস্য স এনমভিপেদিবান্।
স নাগৈর্বহুভী রাজন্নিরাবান্ সংবৃতো রণে ॥ ৭৩
দধার সুমহদ্ রূপমনন্ত ইব ভোগবান্।
ততো বহুবিধৈর্নাগৈশ্ছাদয়ামাস রাক্ষসম্ ॥ ৭৪
ছাদ্যমানস্তু নাগৈঃ স ধ্যাত্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
সৌপর্ণং রূপমাস্থায় ভক্ষয়ামাস পন্নগান্ ॥ ৭৫

ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে লাগিল। তখন তাহার সেই আর্তনাদ তুমুলাকার ধারণ করিল ॥

পরশুদ্বারা বারংবার ছিন্ন-ভিন্ন হইতে থাকিলে সেই রাক্ষসের শরীর হইতে বহু রক্ত ক্ষরিত হইল। ইহাতে রাক্ষস ঋষ্যশৃঙ্গের বলবান্ পুত্র অলম্বুষ সমরাঙ্গণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং স্বীয় বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। সে যুদ্ধস্থলে নিজের শত্রুকে প্রবল হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিশাল রূপ ধারণ করত অর্জুনের বীর ও যশস্বী পুত্র ইরাবান্‌কে বন্দী করিতে চেষ্টা আরম্ভ করিল ॥ ৬৬-৭০

যুদ্ধের সম্মুখভাগে সমস্ত যোদ্ধাগণের দৃষ্টিপথেই সে ইরাবান্‌কে বন্দী করিতে সচেষ্ট হইল। সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সেইরূপ মায়া দেখিয়া ক্রুদ্ধ ইরাবান্‌ও মায়া প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

সংগ্রামে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না, এরূপ বীর ইরাবান্ যখন ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাতৃকুলের নাগগণ তাঁহার সাহায্যের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥

রাজন্! রণাঙ্গনে বহুতর নাগগণে পরিবৃত ইরাবান্ বিশাল শরীরধারী শেষ নাগের ন্যায় অতি বিশাল রূপ ধারণ করিলেন ॥

তারপর তিনি বহু নাগের দ্বারা সেই রাক্ষসকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। নাগগণ কর্তৃক আচ্ছাদিত সেই রাক্ষসরাজ

মায়য়া ভক্ষিতে তস্মিন্নন্বয়ে তস্য মাতৃকে।
বিমোহিতমিরাবন্তং ন্যহনদ্ রাক্ষসোঽসিনা ॥ ৭৬

সকুণ্ডলং সমুকুটং পদ্মেন্দুসদৃশপ্রভম্।
ইরাবতঃ শিরো রক্ষঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৭৭

তস্মিংস্তু বিহতে বীরে রাক্ষসেনার্জুনাত্মজে।
বিশোকাঃ সমপদ্যন্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সরাজকাঃ ॥ ৭৮

তস্মিন্ মহতি সংগ্রামে তাদৃশে ভৈরবে পুনঃ।
মহান্ ব্যতিকরো ঘোরঃ সেনয়োঃ সমপদ্যত ॥ ৭৯

গজা হয়াঃ পদাতাশ্চ বিমিশ্রা দন্তিভির্হতাঃ।
রথাশ্বা দন্তিনশ্চৈব পত্তিভিস্তত্র সূদিতাঃ ॥ ৮০

তথা পত্তিরথৌঘাশ্চ হয়াশ্চ বহবো রণে।
রথিভির্নিহতা রাজংস্তব তেষাঞ্চ সঙ্কুলে ॥ ৮১

অজানন্নর্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসম্।
জঘান সমরে শূরান্ রাজ্ঞস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ ॥ ৮২

তথৈব তাবকা রাজন্ সৃঞ্জয়াশ্চ সহস্রশঃ।
জুহ্বতঃ সমরে প্রাণান্ নিজঘ্নুরিতরেতরম্ ॥ ৮৩

মুক্তকেশা বিকবচা বিরথাশ্ছিন্নকার্মুকাঃ।
বাহুভিঃ সমযুধ্যন্ত সমবেতাঃ পরস্পরম্ ॥ ৮৪

তথা মর্ম্মাতিগৈর্ভীষ্মো নিজঘান মহারথান্।
কম্পয়ন্ সমরে সেনাং পাণ্ডবানাং পরন্তপঃ ॥ ৮৫

তেন যৌধিষ্ঠিরে সৈন্যে বহবো মানবা হতাঃ।
দন্তিনঃ সাদিনশ্চৈব রথিনোঽথ হয়াস্তথা ॥ ৮৬

তত্র ভারত ভীষ্মস্য রণে দৃষ্ট্বা পরাক্রমম্।
অত্যদ্ভুতমপশ্যাম শক্রস্যেব পরাক্রমম্ ॥ ৮৭

তথৈব ভীমসেনস্য পার্ষতস্য চ ভারত।
রৌদ্রমাসীদ্ রণে যুদ্ধং সাত্যকস্য চ ধন্বিনঃ ॥ ৮৮

দৃষ্ট্বা দ্রোণস্য বিক্রান্তং পাণ্ডবান্ ভয়মাবিশৎ।
এক এব রণে শক্তো নিহন্তুং সর্বসৈনিকান্ ॥ ৮৯

কিং পুনঃ পৃথিবীশূরৈর্যোধব্রাতৈঃ সমাবৃতঃ।
ইত্যব্রুবন্ মহারাজ রণে দ্রোণেন পীড়িতাঃ ॥ ৯০

কিছুকাল চিন্তা করিয়া গরুড়ের রূপ ধারণ করত সমস্ত নাগগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৭১-৭৫

যখন সেই রাক্ষস ইরাবানের মাতৃকুলের সমস্ত নাগগণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, তখন তাহার মায়ায় মোহিত ইরাবান্‌কে সে তরবারির দ্বারা নিহত করিল ॥ ৭৬

ইরাবানের কমল ও চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এবং কুণ্ডল ও মুকুট-মণ্ডিত মস্তককে ছেদন করিয়া রাক্ষস ভূতলে পাতিত করিল ॥ ৭৭

এইরূপে রাক্ষস অলম্বুষ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের বীর পুত্র ইরাবান্ নিহত হইলে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত আপনার সকল পুত্রই শোকশূন্য হইলেন ॥ ৭৮

তারপর পুনরায় সেই ভয়ঙ্কর মহাসংগ্রামে উভয়পক্ষের সৈন্য-দের মধ্যে গুরুতর ও ভয়ানক সংমিশ্রণ হইয়া যাইল ॥ ৭৯

রাজন্! আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের সেই তুমুল যুদ্ধে উভয়পক্ষের সম্মিলিত হস্তী, অশ্ব, রথ, ও পদাতি সৈন্যগণকে দন্তুর হস্তিগণ নিহত করিতে লাগিল। রথ, অশ্ব ও হস্তী সৈন্যদিগকে পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা বিনাশ করিল এবং বহু সংখ্যক পদাতি, রথিবৃন্দ ও অশ্বারোহী সৈন্য রথী যোদ্ধাদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইল ॥ ৮০-৮১

অর্জ্জুন তখন পর্য্যন্তও নিজের ঔরসজাত পুত্র ইরাবনের মৃত্যুর কথা জানিতে পারেন নাই। তিনি সেই সময় ভীষ্মের রক্ষায় নিযুক্ত বীর নরপতিগণকে সমরাঙ্গণে সংহার করিতেছিলেন ॥ ৮২

রাজন্! এইরূপে আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ এবং সহস্র সহস্র সৃঞ্জয় বীরবৃন্দ রণাঙ্গনে প্রাণের আহুতি দান করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিতেছিলেন ॥ ৮৩

কবচ, রথ ও ধনু নষ্ট হইয়া যাইলে মুক্তকেশে বহু যোদ্ধা পরস্পর মিলিত হইয়া বাহুদ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৮৪

অপরদিকে শক্রসন্তাপক ভীষ্ম রণাঙ্গণে স্বীয় মর্ম্মভেদী বাণ দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যদিগকে কম্পিত করিতে করিতে তাঁহাদের মহারথী বীরবৃন্দকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

তিনি যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদিগের বহু পদাতি, আরোহী-সহ হস্তী, রথারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যকে নিহত করিলেন ॥ ৮৬

ভারত! আমরা সেই যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অত্যন্ত অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৮৭

ভরতনন্দন! সেইরূপই এই রণাঙ্গণে ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকিরও ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল ॥ ৮৮

দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম দেখিয়া ত' পাণ্ডবগণের মনে ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজ! তাঁহারা দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—রণভূমিতে একাকী দ্রোণা-

বর্ত্তমানে তথা রৌদ্রে সংগ্রামে ভরতর্ষভ।
উভয়োঃ সেনয়োঃ শূরা নামৃষ্যন্ত পরস্পরম্ ॥ ৯১
আবিষ্টা ইব যুধ্যন্তে রক্ষোভূতা মহাবলাঃ।
তাবকাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ সংরব্ধাস্তাত ধন্বিনঃ ॥ ৯২

ন স্ম পশ্যামহে কঞ্চিৎ প্রাণান্ যঃ পরিরক্ষতি।
সংগ্রামে দৈত্যসঙ্কাশে তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে ॥ ৯৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি ইরাবদ্বধে
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

চার্য্যই সমস্ত সৈন্যগণকে বধ করিতে সমর্থ, সুতরাং ইনি যখন ভূতলের সুবিখ্যাত বীর যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তখন আর ইঁহার বিষয়ে বলিবার কি আছে? ৮৯-৯০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে উভয়পক্ষেরই বীর সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরের বীরত্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। ৯১

তাত! আপনার ও পাণ্ডবদের মহাবল ধনুর্দ্ধর বীরগণ ভূতাবিষ্ট রাক্ষসসকলের ন্যায় ক্রোধসহকারে পরস্পরের প্রতি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৯২

শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই দৈত্যদের যুদ্ধসদৃশ যুদ্ধে আমরা একরূপ কাহাকেও দেখিলাম না, যিনি নিজের প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন ৯৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ইরাবানের বধবিষয়ক নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[ঘটোৎকচ-দুর্য্যোধনয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
ইরাবন্তং তু নিহতং দৃষ্ট্বা পার্থা মহারথাঃ।
সংগ্রামে কিমকুর্ব্বন্ত তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ১
সঞ্জয় উবাচ।
ইরাবন্তং তু নিহতং সংগ্রামে বীক্ষ্য রাক্ষসঃ।
ব্যনদৎ সুমহানাদং ভৈমসেনির্ঘটোৎকচঃ ॥ ২
নদতস্তস্য শব্দেন পৃথিবী সাগরাম্বরা।
সপর্ব্বত-বনা রাজংশ্চচাল সুভৃশং তদা ॥ ৩

অন্তরিক্ষং দিশশ্চৈব সর্ব্বাশ্চ প্রদিশস্তথা।
তং শ্রুত্বা সুমহানাদং তব সৈন্যস্য ভারত ॥ ৪
উরুস্তম্ভঃ সমভবদ্ বেপথুঃ স্বেদ এব চ।
সর্ব এব মহারাজ তাবকা দীনচেতসঃ ॥ ৫
সর্ব্বতঃ সমচেষ্টন্ত সিংহভীতা গজা ইব।
নর্দিত্বা সুমহানাদং নির্ঘাতমিব রাক্ষসঃ ॥ ৬
জ্বলিতং শূলমুদ্যম্য রূপং কৃত্বা বিভীষণম্।
নানারূপপ্রহরণৈর্বৃতো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ ॥ ৭

একনবতিতম অধ্যায়।

[ঘটোৎকচ ও দুর্য্যোধনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ইরাবান্‌কে সংগ্রামে নিহত হইতে দেখিয়া মহারথী কুন্তীপুত্রগণ কি করিল? সঞ্জয়! তাহা আমাকে বল।১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ইরাবান্‌কে যুদ্ধভূমিতে নিহত হইতে দেখিয়া ভীমসেনের পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ২

রাজন্! সেই রাক্ষসের গর্জনে তখন সমুদ্র, আকাশ, পর্ব্বত বনাঞ্চল সহ সমগ্র পৃথিবী অতিশয় কম্পিতা হইতে লাগিলেন। ৩

অন্তরিক্ষ, পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ এবং ঈশানাদি সমস্ত কোণসকলও কাঁপিতে থাকিল। ভারত! ঘটোৎকচের সেই ভয়ানক সিংহনাদ শুনিয়া আপনার সৈন্যদের জঙ্ঘাপ্রদেশ অচল হইয়া যাইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িল।

মহারাজ! আপনার সকল সৈন্যই সর্ব্বতোভাবে দীনচিত্ত হইয়া সিংহ হইতে ভীত হস্তিগণের ন্যায় ভয়পূর্ণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

বজ্রাঘাতের তুল্য ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে কাল, অন্তক ও যমতুল্য ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাক্ষস অতিশয় ভীষণ রূপ ধারণ করত প্রজ্বলিত ত্রিশূল হাতে লইয়া নানাবিধ অস্ত্রে পরিবৃত শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবৃন্দের সহিত উপস্থিত হইয়া আপনার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিল।

আজঘান সুসংক্রুদ্ধঃ কালান্তকযমোপমঃ।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য সংক্রুদ্ধং ভীমদর্শনম্॥ ৮
স্ববলঞ্চ ভয়াৎ তস্য প্রায়শো বিমুখীকৃতম্।
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ঘটোৎকচমুপাদ্রবৎ॥ ৯
প্রগৃহ্য বিপুলং চাপং সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ চৈনং স্রবদ্ভিঃ পর্বতোপমৈঃ॥ ১০
কুঞ্জরৈর্দশসাহস্রৈর্বঙ্গানামধিপঃ স্বয়ম্।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য গজানীকেন সংবৃতম্॥ ১১
পুত্রং তব মহারাজ চুকোপ স নিশাচরঃ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ১২
রাক্ষসানাঞ্চ রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনবলস্য চ।
গজানীকঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য মেঘবৃন্দমিবোদিতম্॥ ১৩
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধা রাক্ষসাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
নদন্তো বিবিধান্ নাদান্ মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ॥১৪
শরশক্ত্যৃষ্টিনারাচৈর্নিঘ্নন্তো গজযোধিনঃ।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রাক্ষস ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাহার ভয়ে ভীত আপনার প্রায় সকল সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল॥

তখন রাজা দুর্য্যোধন বিশাল ধনু লইয়া বারংবার সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে রণাঙ্গনে ঘটোৎকচের উপর ধাবিত হইলেন॥

তাঁহার পশ্চাতে মদধারাবাহী পর্ব্বতাকার দশ হাজার গজ-রাজ সৈন্যের সহিত স্বয়ং বঙ্গদেশের রাজাও গমন করিলেন।

মহারাজ! হস্তীদিগের এই সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে আসিতে দেখিয়া সেই নিশাচর ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া উঠিল।

রাজেন্দ্র! তখন দুর্য্যোধনের সৈন্য এবং রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥

আকাশে উদিত মেঘবৃন্দের ন্যায় সেই গজসৈন্যকে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ রাক্ষস ঘটোৎকচ হাতে অস্ত্রধারণ করত তাহার দিকে ধাবিত হইল॥

সে তখন নানাবিধ গর্জন করিতে করিতে বিদ্যুৎ-সহ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, নারাচ, ভিন্দি-পাল, শূল, মুদ্গর, পরশু, পর্ব্বতশিখর এবং বৃক্ষসমূহ প্রহার করিয়া গজারোহী যোদ্ধা এবং গজরাজগণকে বধ করিতে লাগিল

ভিন্দিপালৈস্তথা শূলৈর্মুদ্গরৈঃ সপরশ্বধৈঃ॥ ১৫
পর্বতাগ্রৈশ্চ বৃক্ষৈশ্চ নিজঘ্নুস্তে মহাগজান্।
ভিন্নকুম্ভান্ বিরুধিরান্ ভিন্নগাত্রাংশ্চ বারণান্॥ ১৬
অপশ্যাম মহারাজ বধ্যমানান্ নিশাচরৈঃ।
তেষু প্রক্ষীয়মাণেষু ভগ্নেষু গজযোধিষু॥ ১৭
দুর্য্যোধনো মহারাজ রাক্ষসান্ সমুপাদ্রবৎ।
অমর্ষবশমাপন্নস্ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ॥ ১৮
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ রাক্ষসেষু পরন্তপ।
জঘান চ মহেষ্বাসঃ প্রধানাংস্তত্র রাক্ষসান্॥ ১৯
সংক্রুদ্ধো ভরতশ্রেষ্ঠ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
বেগবন্তং মহারৌদ্রং বিদ্যুজ্জিহ্বং প্রমাথিনম্॥ ২০
শরৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো নিজঘান মহাবলঃ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা শরবর্ষং দুরাসদম্॥ ২১
মুমোচ ভরতশ্রেষ্ঠো নিশাচরবলং প্রতি।
তৎ তু দৃষ্ট্বা মহৎ কর্ম পুত্রস্য তব মারিষ॥ ২২

মহারাজ! নিশাচর (রাক্ষস)-গণ কর্তৃক নিহত গজরাজ-সকলকে আমরা দেখিয়াছি। তখন এই গজরাজদিগের মধ্যে বহুর কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়াছিল, অধিকাংশের শরীরে রক্ত শূন্য হইয়া গিয়াছিল এবং কতকগুলির দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল।

মহারাজ! এই রূপে গজারোহী যোদ্ধারা ভগ্ন এবং নষ্ট হইয়া যাইলে দুর্য্যোধন অমর্ষের বশীভূত হইয়া স্বীয় জীবনের মোহ পরিত্যাগ করত সেই রাক্ষসদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৪-১৮

শত্রুদমন ভূপাল! মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন রাক্ষসগণের উপর তীক্ষ্ণ বহু বাণ বর্ষণ করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! অতিশয় ক্রুদ্ধ আপনার মহাবল পুত্র দুর্য্যোধন বেগবান্, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও প্রমাথী এই চার রাক্ষসকে চারিটি বাণে নিহত করিলেন॥

তাহার পর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন সেই নিশাচর সৈন্যবাহিনীর উপর দুর্দ্ধর্ষ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥

আর্য্য! আপনার পুত্রের সেই মহৎ কর্ম দেখিয়া ভীম-সেনের মহাবল পুত্র ঘটোৎকচ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল॥

ক্রোধেনাভিপ্রজজ্বাল ভৈমসেনির্মহাবলঃ।
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপমিন্দ্রাশনিসমপ্রভম্॥ ২৩
অভিদুদ্রাব বেগেন দুর্য্যোধনমরিন্দমম্।
তমাপতন্তমুদ্বীক্ষ্য কালসৃষ্টমিবান্তকম্॥ ২৪
ন বিব্যথে মহারাজ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
অথৈনমব্রবীৎ ক্রুদ্ধঃ ক্রুর সংরক্তলোচনঃ॥ ২৫
অদ্যানৃণ্যং গমিষ্যামি পিতৃণাং মাতুরেব চ।
যে ত্বয়া সুনৃশংসেনং দীর্ঘকালং প্রবাসিতাঃ॥ ২৬
যচ্চ তে পাণ্ডবা রাজংশ্ছলদ্যূতে পরাজিতা।
যচ্চৈব দ্রৌপদী কৃষ্ণা একবস্ত্রা রজস্বলা॥ ২৭
সভামানীয় দুর্বুদ্ধে বহুধা ক্লেশিতা ত্বয়া।
তব চ প্রিয়কামেন আশ্রমস্থা দুরাত্মনা॥ ২৮
সৈন্ধবেন পরামৃষ্টা পরিভূয় পিতৄন্ মম।
এতেষামপমানানামন্যেষাঞ্চ কুলাধম॥ ২৯
অন্তমদ্য গমিষ্যামি যদি নোৎসৃজসে রণম্।
এবমুক্ত্বা তু হৈড়িম্বো মহদ্ বিস্ফার্য্য কার্ম্মুকম্॥ ৩০
সন্দশ্য দশনৈরোষ্ঠং সৃক্কিণী পরিসংলিহন্।
শরবর্ষেণ মহতা দুর্য্যোধনমবাকিরৎ।
পর্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি হৈড়িম্বযুদ্ধে
একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯১

সে তখন ইন্দ্রধনু-সদৃশ কান্তিমান্ বিশাল ধনু আকর্ষণ করিয়া শত্রুদমন দুর্য্যোধনের দিকে তীব্র বেগে ধাবিত হইল।

মহারাজ! কালপ্রেরিত মৃত্যুতুল্য সেই ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অল্পও ব্যথিত হইলেন না।

তদনন্তর ক্রুর ঘটোৎকচ ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া দুর্য্যোধনকে বলিল—রে দুষ্ট! আজ আমি স্বীয় পিতৃগণ ও মাতার ঋণ হইতে মুক্ত হইব, যাহাদিগকে তুমি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বনে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলে। তুমি অতিশয় ক্রুর-স্বভাব। দুর্বুদ্ধি ভূপাল! তুমি যে পাশাখেলায় ছলনার আশ্রয় লইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়াছিলে এবং একটি মাত্র বস্ত্র-পরিধানকারিণী দ্রুপদতনয়া কৃষ্ণাকে রজস্বলা অবস্থায় সভার মধ্যে আনাইয়া নানাপ্রকার ক্লেশ দিয়াছিলে এবং তোমারই প্রিয় করিতে ইচ্ছুক দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আমার পিতৃগণকে অবহেলা করিয়া আশ্রমে অবস্থিতা দ্রৌপদীকে অপহরণ করিয়াছিল, কুলাধম! যদি তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে এই সমস্ত অপমান ও অন্য সব অত্যাচারসমূহেরও প্রতিশোধ আজই গ্রহণ করিব।

এই কথা বলিয়া হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ দন্তসমূহে ওষ্ঠ চিবাইতে চিবাইতে এবং জিহ্বার দ্বারা মুখের দুই প্রান্তভাগ (কোণ) চাটিতে চাটিতে নিজের বিশাল ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের উপর সেইরূপ প্রভূত বাণ বর্ষণ করিল, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বতের শিখরের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ২০-৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে হিড়িম্বাপুত্র-ঘটোৎকচের যুদ্ধ-বিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধন-দ্রোণাদিপ্রধানবীরৈঃ সহ ঘটোৎকচস্য ভয়ানকং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ

ততস্তদ্ বাণবর্ষং তু দুঃসহং দানবৈরপি
দধার যুধি রাজেন্দ্রো যথা বর্ষং মহাদ্বিপঃ ॥ ১
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ।
সংশয়ং পরমং প্রাপ্তঃ পুত্রস্তে ভরতর্ষভ ॥ ২
মুমোচ নিশিতাংস্তীক্ষ্ণান্ নারাচান্ পঞ্চবিংশতিম্।
তেঽপতন্ সহসা রাজংস্তস্মিন্ রাক্ষসপুঙ্গবে ॥ ৩
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধাঃ পর্বতে গন্ধমাদনে।
স তৈর্বিদ্ধঃ স্রবন্ রক্তং প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥ ৪
দধ্রে মতিং বিনাশায় রাজ্ঞঃ স পিশিতাশনঃ।
জগ্রাহ স মহাশক্তিং গিরীণামপি দারিণীম্ ॥ ৫
সম্প্রদীপ্তাং মহোল্কাভামশনিং জ্বলিতামিব।
সমুদ্যচ্ছন্ মহাবাহুর্জিঘাংসুস্তনয়ং তব ॥ ৬
তামুদ্যতামভিপ্রেক্ষ্য বঙ্গানামধিপস্ত্বরন্।
কুঞ্জরং গিরিসঙ্কাশং রাক্ষসং প্রত্যচোদয়াৎ ॥ ৭
স নাগপ্রবরেণাজৌ বলিনা শীঘ্রগামিনা।
যতো দুর্য্যোধনরথস্তং মার্গং প্রত্যবর্ত্তত ॥ ৮
রথঞ্চ বারয়ামাস কুঞ্জরেণ সুতস্য তে।
মার্গমাবারিতং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞা বঙ্গেন ধীমতা ॥ ৯
ঘটোৎকচো মহারাজ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
উদ্যতাং তাং মহাশক্তিং তস্মিংশ্চিক্ষেপ বারণে ॥ ১০
স তয়াভিহতো রাজংস্তেন বাহুপ্রমুক্তয়া।
সঞ্জাতরুধিরোৎপীড়ঃ পপাত চ মমার চ ॥ ১১
পতত্যথ গজে চাপি বঙ্গানামীশ্বরো বলী।
জবেন সমভিদ্রুত্য জগাম ধরণীতলম্ ॥ ১২
দুর্য্যোধনোঽপি সম্প্রেক্ষ্য পতিতং বরবারণম্।
প্রভগ্নঞ্চ বলং দৃষ্ট্বা জগাম পরমাং ব্যথাম্ ॥ ১৩

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

[দুর্য্যোধন এবং দ্রোণাদি প্রধান বীরগণের সহিত ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দানবগণের পক্ষেও দুঃসহ সেই বাণবর্ষণকে রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন যুদ্ধে সেইরূপে ধারণ করিলেন, যেরূপ গজরাজ জলবর্ষণকে নিজের উপর ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় গুরুতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শ্বাসত্যাগকারী সর্পতুল্য দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জীবন-রক্ষাব্যাপারে অতিশয় সংশয়াপন্ন হইলেন। ২

তখন তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পঁচিশটি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! এই সব নারাচগুলি সহসা রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের নিকট যাইয়া পতিত হইল, গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরে যেরূপ বিষধর সর্পসমূহ কোন স্থান হইতে আসিয়া পড়ে।

সেই বাণসমূহে আহত হইয়া সেই রাক্ষস কুম্ভস্থল হইতে মদের ধারা প্রবাহিতকারী গজরাজের ন্যায় নিজ শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। সে তখন রাজা দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার জন্য বুদ্ধি স্থির করিল।

তাহার পর সে পর্ব্বতসকলকে বিদারণ করিতে সমর্থা, প্রজ্বলিতা উল্কা ও বজ্রসদৃশ কান্তিমতী এক মহাশক্তি গ্রহণ করিল।

মহাবাহু ঘটোৎকচ আপনার পুত্রকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় সেই শক্তি উপরে উত্তোলিত করিল। উত্তোলিত সেই শক্তিকে দেখিয়া বঙ্গদেশের রাজা অতিসত্বর স্বীয় পর্ব্বতাকার বিশাল গজরাজকে সেই রাক্ষসের দিকে প্রেরিত করিলেন। ৩-৭

এই বঙ্গপতি সেই শীঘ্রগামী মহাবল গজরাজে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সেই মার্গে পরিচালনা করিলেন, যেখানে দুর্য্যোধনের রথ বর্ত্তমান ছিল। ৮

তিনি নিজ হাতীর দ্বারা আপনার পুত্রের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মহারাজ! বুদ্ধিমান্ বঙ্গনরেশ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের রথের পথ রুদ্ধ হওয়ায় ঘটোৎকচের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন ঘটোৎকচ উত্তোলিত সেই মহাশক্তিকে উক্ত হাতীর উপরই নিক্ষেপ করিলেন। রাজন্! ঘটোৎকচের বাহুনিক্ষিপ্ত ঐ শক্তির আঘাতে হাতীর কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং ইহাতে সে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিল। তখন হাতী তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত হইল এবং মৃত্যুবরণ করিল। ৯-১১

হাতী যখন ভূপাতিত হইল, তখন বলবান্ বঙ্গাধিপতি তাহার পৃষ্ঠ হইতে সবেগে লাফাইয়া ধরাতলে নামিয়া পড়িলেন। ১২

সেই শ্রেষ্ঠ গজরাজকে পতিত দেখিয়া সমগ্র কৌরবসৈন্য পলায়ন করিল। এই সমস্ত দেখিয়া দুর্য্যোধন অতিশয় ব্যথিত হইলেন। ১৩

(অশক্ত: প্রতিযোদ্ধুং বৈ দৃষ্ট্বা তস্য পরাক্রমম
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য আত্মনশ্চাভিমানিতাম্।
প্রাপ্তেঽপক্রমণে রাজা তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৪
সন্ধায় চ শিতং বাণং কালাগ্নিসমতেজসম্।
মুমোচ পরমক্রুদ্ধস্তস্মিন্ ঘোরে নিশাচরে ॥ ১৫
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য বাণমিন্দ্রাশনিপ্রভম্।
লাঘবান্মোচয়ামাস মহাত্মা বৈ ঘটোৎকচঃ ॥ ১৬
ভূয়শ্চ বিননাদোগ্রং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
ত্রাসয়ামাস সৈন্যানি যুগান্তে জলদো যথা ॥ ১৭
তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং তস্য ভীমস্য রক্ষসঃ।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য ভীষ্মঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ ॥ ১৮
যথৈষ নিনদো ঘোরঃ শ্রূয়তে রাক্ষসেরিতঃ।
হৈড়িম্বো যুধ্যতে নূনং রাজ্ঞা দুর্য্যোধনেন হ ॥১৯
নৈষ শক্যো হি সংগ্রামে জেতুং ভূতেন কেনচিৎ
তত্র গচ্ছত ভদ্রং বো রাজানং পরিরক্ষত ॥ ২০
অভিদ্রুতো মহাভাগো রাক্ষসেন মহাত্মনা।
এতদ্ধি বঃ পরং কৃত্যং সর্বেষাং নঃ পরন্তপাঃ ॥ ২১
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণা মহারথাঃ।
উত্তমং জবমাস্থায় প্রযযুর্যত্র কৌরবঃ ॥ ২২
দ্রোণশ্চ সোমদত্তশ্চ বাহ্লীকোঽথ জয়দ্রথঃ।
কৃপো ভূরিশ্রবাঃ শল্য আবন্ত্যঃ স বৃহদ্বলঃ ॥ ২৩
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
রথাশ্চানেকসাহস্রাঃ যে তেষামনুযায়িনঃ ॥ ২৪
অভিদ্রুতং পরীপ্সন্তঃ পুত্রং দুর্য্যোধনং তব।
তদনীকমনাধৃষ্যং পালিতং তু মহারথৈঃ ॥ ২৫
আততায়িনমায়ান্তং প্রেক্ষ্য রাক্ষসসত্তমঃ।
নাকম্পত মহাবাহুর্মৈনাক ইব পর্বতঃ ॥ ২৬

তিনি ঘটোৎকচের পরাক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষত্রিয়-ধর্ম ও নিজের অভিমানের কথা সম্মুখে রাখিয়া পলায়নের অবসর থাকিলেও রাজা দুর্য্যোধন পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

তাহার পর তিনি প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য তেজস্বী এবং তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করিয়া তাহা অত্যন্ত ক্রোধের সহিত সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৫

ইন্দ্রের বজ্রতুল্য প্রভামণ্ডিত সেই বাণকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া মহাত্মা রাক্ষস ঘটোৎকচ স্বীয় নৈপুণ্যবশতঃ উহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিল ॥ ১৬

তারপর সে পুনরায় ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল। যেরূপ প্রলয়কালে সংবর্ত্তক মেঘের গর্জন হইয়া থাকে, সেইরূপই গর্জন করিতে করিতে সে সমস্ত কৌরবসৈন্য-দিগকে ভীত করিয়া তুলিল ॥ ১৭

সেই ভয়ানক রাক্ষসের ঐ ঘোর গর্জন শ্রবণ করিয়া শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১৮

এই রাক্ষসের মুখ হইতে নির্গত যেরূপ ভয়ঙ্কর গর্জন শুনা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান করা যায় যে, অবশ্যই হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ॥ ১৯

ইহাকে কোন প্রাণীই সমরে জয় করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আপনার কল্যাণ হউক, আপনি সেস্থানে গমন করুন এবং রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করুন ॥ ২০

মনে হইতেছে—মহাভাগ দুর্য্যোধন বিশালকায় রাক্ষসের আক্রমণের মধ্যে পড়িয়াছে। শত্রুসন্তাপক বীরগণ! সুতরাং আপনার ও আমাদের সকলের সর্ব্বোত্তম কার্য্য হইল দুর্য্যোধনকে রক্ষা করা ॥ ২১

ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল মহারথীরা অতি সত্বর তীব্রবেগের আশ্রয়গ্রহণ করত সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে কুরুরাজ দুর্য্যোধন অবস্থিত ছিলেন ॥ ২২

দ্রোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, শল্য, অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবংশতি এবং তাঁহাদের অনুগামী বহু সহস্র রথী—ইঁহারা সকলে রাক্ষসকর্ত্তৃক আক্রান্ত আপনার পুত্র দুর্য্যো-ধনকে রক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন। এই সব মহারথী কর্ত্তৃক পালিত (রক্ষিত) হইয়া সেই সৈন্যবাহিনী তখন অজেয় হইয়া উঠিল ॥ ২৩-২৫

যুদ্ধে আততায়ী দুর্য্যোধনকে আসিতে দেখিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাবাহু ঘটোৎকচ অবিচলভাবে মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৬

প্রগৃহ্য বিপুলং চাপং জ্ঞাতিভিঃ পারিবারিতঃ।
শূল-মুদ্গরহস্তৈশ্চ নানাপ্রহরণৈরপি ॥ ২৭

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
রাক্ষসানাঞ্চ মুখ্যস্য দুর্য্যোধনবলস্য চ ॥ ২৮

ধনুষাং কূজতাং শব্দঃ সর্বতস্তুমুলো রণে।
অশ্রূয়ত মহারাজ বংশানাং দহ্যতামিব ॥ ২৯

অস্ত্রাণাং পাত্যমানানাং কবচেষু শরীরিণাম্।
শব্দঃ সমভবদ্ রাজন্ গিরীণামিব ভিদ্যতাম্ ॥ ৩০

বীরবাহুবিসৃষ্টানাং তোমরাণাং বিশাম্পতে।
রূপমাসীদ্ বিয়ৎস্থানাং সর্পাণামিব সর্পতাম্ ॥ ৩১

ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো বিস্ফার্য্য সুমহদ্ ধনুঃ।
রাক্ষসেন্দ্রো মহাবাহুর্বিনদন্ ভৈরবং রবম্ ॥ ৩২

আচার্য্যস্যার্দ্ধচন্দ্রেণ ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্।
সোমদত্তস্য ভল্লেন ধ্বজং চোন্মথ্য চানদৎ ॥ ৩৩

তাহার জ্ঞাতি বন্ধুরা হস্তে শূল, মুদ্গরাদি নানাবিধ অস্ত্র লইয়া তাহাকে চারিদিক্ পরিবৃত করিয়া রাখিল এবং রাক্ষস ঘটোৎকচও হাতে একটি বিশাল ধনু ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৭

তদনন্তর রাক্ষসগণের মধ্যে প্রধান ঘটোৎকচ এবং দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে লোমহর্ষণ ও তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৮

মহারাজ! রণাঙ্গনে সর্ব্বদিকেই বংশসমূহের দগ্ধ হওয়ার ন্যায় ধনুসকলের টঙ্কারের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২৯

রাজন্! দেহধারীদিগের কবচসমূহের মধ্যে পতিত অস্ত্র-সকলের এরূপ শব্দ হইতে লাগিল যে, তাহাতে মনে হইতেছিল পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ৩০

প্রজানাথ! বীরগণের বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত তোমরশ্রেণী যখন আকাশপথে আসিতেছিল, তখন তাহাদের স্বরূপ তীব্রগতিতে বিচরণরত সর্পসমূহের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৩১

তারপর মহাবাহু রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর, গর্জন করিতে করিতে বিশাল ধনু আকর্ষণ করত অর্দ্ধচন্দ্র বাণে দ্রোণাচার্য্যের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল। পুনরায় একটি ভল্লাস্ত্রে সোমদত্তের ধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ৩২-৩৩

তারপর তিনটি বাণে বাহ্লীকের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিল। এক বাণে কৃপাচার্য্যকে এবং তিনটি বাণে চিত্রসেনকেও বিদ্ধ করিল ॥ ৩৪

বাহ্লীকঞ্চ ত্রিভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
কৃপমেকেন বিব্যাধ চিত্রসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৪

পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন সম্যক্ প্রণিহিতেন চ।
জত্রুদেশে সমাসাদ্য বিকর্ণং সমতাড়য়ৎ ॥ ৩৫

ন্যষীদৎ স্বরথোপস্থে শোণিতেন পরিপ্লুতঃ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা নারাচান্ দশ পঞ্চ চ ॥ ৩৬

ভূরিশ্রবসি সংক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোদ্ ভরতর্ষভ।
তে বর্ম ভিত্ত্বা তস্যাশু বিবিশুর্ধরণীতলম্ ॥ ৩৭

বিবিংশতেশ্চ দ্রৌণেশ্চ যন্তারৌ সমতাড়য়ৎ।
তৌ পেততূ রথোপস্থে রশ্মীনুৎসৃজ্য বাজিনাম্ ॥৩৮

সিন্ধুরাজ্ঞোঽর্ধচন্দ্রেণ বারাহং স্বর্ণভূষিতম্।
উন্মমাথ মহারাজ দ্বিতীয়েনাচ্ছিনদ্ ধনুঃ ॥ ৩৯

চতুর্ভিরথ নারাচৈরাবন্ত্যস্য মহাত্মনঃ।
জঘান চতুরো বাহান্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৪০

তারপর ঘটোৎকচ পূর্ণরূপে ধনুটিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার উপর উত্তম রীতিতে সন্ধান করত বিকর্ণের গলদেশের উপরিভাগে (স্কন্ধে) গভীরভাবে আঘাত করিল ॥ ৩৫

ইহাতে বিকর্ণ ব্যাকুল হইয়া স্বীয় রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে পরিপ্লুত হইল। ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন ঘটোৎকচ ভূরিশ্রবার উপর পনেরটি নারাচ নিক্ষেপ করিল।

এই নারাচগুলি তাঁহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অতি দ্রুত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। সেই সঙ্গে ঘটোৎকচ বিবিংশতি এবং অশ্বত্থামার সারথি দুইজনকে গুরুতর আহত করিল। এই দুই জন তখন অশ্বগণের রজ্জু (লাগাম) পরিত্যাগ করিয়া রথের আসনের উপর পতিত হইল। ৩৬-৩৮

মহারাজ! ঘটোৎকচ সেই সময় একটি অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধু-রাজ জয়দ্রথের বরাহ-চিহ্নযুক্ত সুবর্ণভূষিত ধ্বজ ছেদন করিল এবং অপর এক বাণে তাঁহার ধনুও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ॥ ৩৯

তাহার পর ঘটোৎকচ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চারিটি নারাচের দ্বারা মহাত্মা অবন্তীদেশের অধিপতির চারিটি অশ্বকে নিহত করিল ॥ ৪০

পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন পীতেন নিশিতেন চ।
নির্বিভেদ মহারাজ রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্ ॥ ৪১
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ।
ভৃশং ক্রোধেন চাবিষ্টো রথস্থো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৪২
চিক্ষেপ নিশিতাংস্তীক্ষ্ণাঞ্শরানাশীবিষোপমান্।
বিভিদুস্তে মহারাজ শল্যং যুদ্ধবিশারদম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি হৈড়িম্বযুদ্ধে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

রাজেন্দ্র! অনন্তর ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত পীতবর্ণের তীক্ষ্ণ ধারাল একটি বাণে সে রাজকুমার বৃহদ্বলকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। ৪১

এই বাণে গুরুতর রূপে বিদ্ধ হইয়া বৃহদ্বল ব্যথিতচিত্তে রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবেশ করিলেন। এদিকে রাক্ষস-রাজ ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথে বসিয়া থাকিল। ৪২

মহারাজ! সে রথে বসিয়া থাকিয়াই বিষধর সর্পগণের ন্যায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই বাণ-সমূহে যুদ্ধবিশারদ রাজা শল্যকে সে পূর্ণরূপে আহত করিয়া ফেলিল। ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের যুদ্ধ-বিষয়ক দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[ঘটোৎকচং রক্ষিতুং সমাগতৈর্ভীমাদিভির্বীরৈঃ সহ কৌরবাণাং যুদ্ধং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
বিমুখীকৃত্য সর্বাংস্তু তাবকান্ যুধি রাক্ষসঃ।
জিঘাংসুর্ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনমুপাদ্রবৎ ॥১
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য রাজানং প্রতি বেগিতম্।
অভ্যধাবন্‌জিঘাংসন্তস্তাবকা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২
তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহারথাঃ।
তমেকমভ্যধাবন্ত নদন্তঃ সিংহসঙ্ঘবৎ ॥ ৩
অথৈনং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্য্যবাকিরন্।
পর্বতং বারিধারাভিঃ শরদীব বলাহকাঃ ॥ ৪
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতস্তোত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ।
উৎপপাত তদাকাশং সমন্তাদ্ বৈনতেয়বৎ ॥ ৫
ব্যনদৎ সুমহানাদং জীমূত ইব শারদঃ।
দিশঃ খং বিদিশশ্চৈব নাদয়ন্ ভৈরবস্বনঃ ॥ ৬
রাক্ষসস্য তু তং শব্দং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ৭

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

[ঘটোৎকচকে রক্ষা করিবার জন্য আগত ভীমাদি বীরগণের সহিত কৌরবদিগের যুদ্ধ এবং পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই রাক্ষস যুদ্ধস্থলে আপনার সকল সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দিল এবং দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহার দিকে ধাবিত হইল। ১

তাহাকে দুর্য্যোধনের দিকে সবেগে আসিতে দেখিয়া যুদ্ধ-দুর্দ্দম আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ ঘটোৎকচকে বিনাশ করিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। ২

সেই সব মহারথী বীরগণ চারি হাত লম্বা ধনু লইয়া আকর্ষণ করত সিংহদলের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে সেই একাকী যোদ্ধা ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩

যেরূপ শরৎকালে মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব কৌরব বীরগণ চারিদিক্ হইতে ঘটোৎ-কচের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪

সেই সময় এই সব বাণের প্রহারে ঘটোৎকচ অঙ্কুশ প্রহারে হাতীর ন্যায় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং অতি দ্রুত গরুড়সদৃশ আকাশের চারিদিকে উড়িতে লাগিল। ৫

সে তখন আকাশে থাকিয়াই শরৎকালে মেঘের ন্যায় স্বীয় ভয়ঙ্কর স্বরে অন্তরিক্ষ, দিক্ ও বিদিক্‌সমূহ নিনাদিত করিতে করিতে গর্জন করিতে লাগিল। ৬

রাক্ষস ঘটোৎকচের ঐ গর্জন শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুদমন ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন। ৭

যুধ্যতে রাক্ষসো নূনং ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ।
যথাস্য শ্রূয়তে শব্দো নদতো ভৈরবং স্বনম্ ॥ ৮
অতিভারঞ্চ পশ্যামি তস্মিন্ রাক্ষসপুঙ্গবে।
পিতামহশ্চ সংক্রুদ্ধঃ পঞ্চালান্ হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৯
তেষাঞ্চ রক্ষণার্থায় যুধ্যতে ফাল্গুনঃ পরৈঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা মহাবাহো কার্য্যদ্বয়মুপস্থিতম্ ॥১০
গচ্ছ রক্ষস্ব হৈড়িম্বং সংশয়ং পরমং গতম্।
ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় ত্বরমাণো বৃকোদরঃ ॥ ১১
প্রযযৌ সিংহনাদেন ত্রাসয়ন্ সর্বপার্থিবান্।
বেগেন মহতা রাজন্ পর্বকালে যথোদধিঃ ॥ ১২
তমন্বগাৎ সত্যধৃতিঃ সৌচিত্তির্যুদ্ধদুর্মদঃ।
শ্রেণিমান্ বসুদানশ্চ পুত্রঃ কাশ্যস্য চাভিভূঃ ॥ ১৩
অভিমন্যুমুখাশ্চৈব দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ।
ক্ষত্রদেবশ্চ বিক্রান্তঃ ক্ষত্রধর্মা তথৈব চ ॥ ১৪

অনূপাধিপতিশ্চৈব নীলঃ স্ববলমাস্থিতঃ।
মহতা রথবংশেন হৈড়িম্বং পর্য্যবারয়ন্ ॥১৫
কুঞ্জরৈশ্চ সদা মত্তৈঃ ষট্সাহস্রৈঃ প্রহারিভিঃ।
অভ্যরক্ষন্ত সহিতা রাক্ষসেন্দ্রং ঘটোৎকচম্ ॥ ১৬
সিংহনাদেন মহতা নেমিঘোষেণ চৈব হ।
খুরশব্দনিপাতৈশ্চ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৭
তেষামাপততাং শ্রুত্বা শব্দং তং তাবকং বলম্।
ভীমসেনভয়োদ্বিগ্নং বিবর্ণবদনং তথা ॥ ১৮
পরিবৃত্তং মহারাজ পরিত্যজ্য ঘটোৎকচম্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তত্র তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৯
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনাম্।
নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ ॥ ২০
অন্যোন্যমভিধাবন্তঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে।
ব্যতিষক্তং মহারৌদ্রং যুদ্ধং ভীরুভয়াবহম্ ॥ ২১

রাক্ষস ঘটোৎকচ নিশ্চয়ই কৌরব মহারথীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ভৈরব স্বরে নিনাদকারী তাহার যেরূপ শব্দ শুনা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই মনে হইতেছে ॥ ৮

সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচের উপর অতিশয় গুরু ভার পতিত হইয়াছে দেখিতেছি। এদিকে পিতামহ ভীষ্মও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চালগণকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৯

তাহাদের রক্ষার জন্য অর্জুন শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। মহাবাহো! নিজের উপর দুইটি কার্য্য ভার পড়িয়াছে, এরূপ মনে করিয়া তুমি যাও এবং গুরুতর সংশয়ে পতিত হিড়িম্বা-কুমারকে রক্ষা কর ॥

ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই আজ্ঞা মানিয়া ভীমসেন সিংহনাদে সমস্ত ভূপতিবৃন্দকে ভীত করিতে করিতে অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজন্! যেরূপ পূর্ণিমায় সমুদ্রের বেগ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ ভীমসেন অত্যন্ত তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সত্যধৃতি, রণদুর্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুদান, কাশীরাজের পুত্র অভিভূ, অভিমন্যু প্রভৃতি যোদ্ধারা, দ্রৌপদীর পঞ্চ মহারথী পুত্র, পরাক্রমশালী ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা, অনুপদেশের রাজা নীল, যাঁহাদের নিজেদের শক্তির উপর পূর্ণ আস্থা আছে, সেই সব বীরগণ বিশাল রথসৈন্যের সহিত হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥১০-১৫

সর্ব্বদা উন্মত্ত, প্রহার করিতে পটু এতাদৃশ ছয় হাজার গজরাজের সহিত আসিয়া পূর্ব্বোক্ত বীরগণ একসঙ্গে সকলে ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

তাঁহারা মহান্ সিংহনাদ, রথচক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ এবং অশ্বসকলের ক্ষুরোত্থিত শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে থাকিলেন ॥ ১৭

তাঁহাদের সকলের আগমনের সময় যে কোলাহল হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া এবং ভীমসেনের ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আপনার সৈন্যগণের মন উদাস হইয়া যাইল ॥ ১৮

মহারাজ! সেই সময় রক্ষকগণ কর্ত্তৃক চারিদিকে পরিবৃত ঘটোৎকচকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে যাঁহারা কখনও নিবৃত্ত হন না, এরূপ আপনারও শত্রুদিগের সেই মহাত্মা যোদ্ধাদের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে এবং পরস্পরের প্রতি দৌড়াইতে দৌড়াইতে উভয় পক্ষেরই মহারথী যোদ্ধাগণ ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীরু মনুষ্যদের ভয়াবহ ও অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তখন আরম্ভ হইয়া যাইল। অশ্বারোহী যোদ্ধারা হস্ত্যারোহী যোদ্ধার সহিত এবং পদাতি সৈন্যরা রথী বীরগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল।

হয়া গজৈঃ সমাজগ্মুঃ পাদাতা রথিভিঃ সহ।
অন্যোন্যং সমরে রাজন্ প্রার্থয়ানাঃ সমভ্যয়ুঃ ॥২২

সহসা চাভবৎ তীব্রং সন্নিপাতান্মহদ্ রজঃ।
গজাশ্ব-রথ পত্তীনাং পদনেমিসমুদ্ধতম্ ॥ ২৩

ধূম্রারুণং রজস্তীব্রং রণভূমিং সমাবৃণোৎ।
নৈব স্বে ন পরে রাজন্ সমজানন্ পরস্পরম্ ॥২৪

পিতা পুত্রং ন জানীতে পুত্রো বা পিতরং তথা।
নির্মর্য্যাদে তথাভূতে বৈশসে লোমহর্ষণে ॥২৫

শস্ত্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ মনুষ্যাণাঞ্চ গর্জতাম্।
সুমহানভবচ্ছব্দঃ প্রেতানামিব ভারত ॥ ২৬

গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং শোণিতান্ত্রতরঙ্গিণী।
প্রাবর্তত নদী তত্র কেশ-শৈবলশাদ্বলা ॥ ২৭

নরাণাং চৈব কায়েভ্যঃ শিরসাং পততাং রণে।
শুশ্রুবে সুমহান্ শব্দঃ পততামশ্মনামিব ॥ ২৮

বিশিরস্কৈর্মনুষ্যৈশ্চ ছিন্নগাত্রৈশ্চ বারণৈঃ।
অশ্বৈঃ সম্ভিন্নদেহৈশ্চ সঙ্কীর্ণাভূদ্ বসুন্ধরা ॥ ২৯

নানাবিধানি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তঃ সম্প্রহারার্থমুদ্যতাঃ ॥ ৩০

হয়া হয়ান্ সমাসাদ্য প্রেষিতা হয়সাদিভিঃ।
সমাহত্য রণেঽন্যোন্যং নিপেতুর্গতজীবিতাঃ ॥ ৩১

নরা নরান্ সমাসাদ্য ক্রোধরক্তেক্ষণা ভৃশম্।
উরাংস্যুরোভিরন্যোন্যং সমাশ্লিষ্য নিজঘ্নিরে ॥ ৩২

প্রেষিতাশ্চ মহামাত্রৈর্বারণাঃ পরবারণৈঃ।
অভ্যঘ্নন্ত বিষাণাগ্রৈর্বারণানেব সংযুগে ॥ ৩৩

তে জাতরুধিরোৎপীড়াঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতাঃ।
সংসক্তাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥৩৪

কেচিদ্ ভিন্না বিষাণাগ্রৈর্ভিন্নকুম্ভাশ্চ তোমরৈঃ।
বিনদন্তোঽভ্যধাবন্ত গর্জমানা ঘনা ইব ॥ ৩৫

রাজন্! ইঁহারা তখন পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঐ ভীষণ সঙ্ঘর্ষে সহসা তীব্রবেগে ধূলি উত্থিত হইতে থাকিল। হস্তী, অশ্ব, পদাতি সৈন্যগণের পদসঙ্ঘর্ষে এবং রথের চক্রপ্রান্তের আঘাতে এই ধূলিজাল উঠিয়াছিল। ১৯-২৩

মহারাজ! কাল ও লাল বর্ণের দুঃসহ ধূলি সমস্ত রণস্থলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। সেই সময় সৈন্যগণ নিজের ও শত্রুপক্ষের কাহাকেও চিনিতে পারিতে ছিল না। ২৪

সেই মর্য্যাদাহীন (শৃঙ্খলাহীন) রোমাঞ্চকারী লোকক্ষয় চলিতে থাকিলে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে চিনিতে পারেন নাই।২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! শস্ত্রসমূহের আঘাত ও মনুষ্যদিগের তীব্র শব্দ ভূত-প্রেত গর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল। ২৬

হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের রক্ত এবং অস্ত্রসমূহের এক ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহিত হইল, যেখানে কেশগুচ্ছ শৈবাল (শেওলা) ও শাদ্বলের (নবঘাসের) ন্যায় মনে হইতেছিল। ২৭

মনুষ্যগণের শরীর সকল হইতে ছিন্ন হইয়া রণভূমিতে পতিত মস্তকসমূহের অতিশয় তীব্র শব্দ প্রস্তরবর্ষণের তুল্য বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ২৮

মস্তকহীন মনুষ্যগণ এবং ছিন্নগাত্র বহু হস্ত ও বিধ্বস্ত দেহ অশ্ববৃন্দের দ্বারা রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। ২৯

নানাবিধ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে এবং পরস্পর পরস্পরের দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মহারথী বীরগণ যুদ্ধের জন্য সর্ব্বতোভাবে উদ্যত ছিলেন। ৩০

অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা চালিত অশ্বগণ পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে প্রাণহীন অবস্থায় রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল। ৩১

মনুষ্যগণ মনুষ্যদিগের উপর আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বক্ষঃস্থলে বক্ষঃস্থল মিলিত করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল। ৩২

মাহুতগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হস্তীরা বিপক্ষ হস্তীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণস্থলে স্বীয় দন্তের অগ্রভাগে অপর হস্তীদিগকে আঘাত করিতে থাকিল। ৩৩

সেই সময় তাহাদের মস্তক হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল। পরস্পর যুদ্ধে মিলিত এই সব হস্তীরা পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত থাকায় বিদ্যুতের সহিত মেঘের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।৩৪

কতক হাতী দন্তাগ্রভাগদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া যাইল। কতক হাতীর কুম্ভস্থল তোমরের আঘাতে বিদীর্ণ হইল। ইহাতে তখন তাহারা গর্জনরত মেঘের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে এদিকে ওদিকে দৌড়াইতে লাগিল। ৩৫

কেচিদ্দন্তৈর্দ্বিধা ছিন্নৈশ্ছিন্নগাত্রাস্তথাপরে।
নিপেতুস্তুমুলে তস্মিংশ্ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৩৬
পার্শ্বৈস্তু দারিতৈরন্যে বারণৈর্বরবারণাঃ।
মুমুচুঃ শোণিতং ভূরি ধাতূনিব মহীধরাঃ ॥ ৩৭
নারাচনিহতাস্ত্বন্যে তথা বিদ্ধাশ্চ তোমরৈঃ।
বিনদন্তোঽভ্যধাবন্ত বিশৃঙ্গা ইব পর্বতাঃ ॥ ৩৮
কেচিৎ ক্রোধসমাবিষ্টা মদান্ধা নিরবগ্রহাঃ।
রথান্ হয়ান্ পদাতীংশ্চ মমৃদুঃ শতশো রণে ॥ ৩৯
তথা হয়া হয়ারোহৈস্তাড়িতাঃ প্রাস-তোমরৈঃ।
তেন তেনাভ্যবর্তন্ত কুর্বন্তো ব্যাকুলা দিশঃ ॥ ৪০

কতক হাতীর শুণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইল এবং কতক হাতীর সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইল। তখন এই সব হাতীরা ছিন্নপক্ষ পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় সেই তুমুল সংগ্রামে ভূপাতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৬

বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ হস্তী অন্য হস্তীদিগের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পার্শ্বভাগ বিদীর্ণ হইলে সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিল, যেরূপ পর্ব্বতসমূহ গৈরিকাদি ধাতু-মিশ্রিত ঝরণার জল প্রবাহিত করিয়া থাকে ॥ ৩৭

কতক হস্তী নারাচের আঘাতে নিহত হইল এবং কতক হাতীর শরীরে তোমর বিদ্ধ হইল। ইহাতে সেই সব হাতীরা চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। তখন তাহারা শৃঙ্গহীন পর্ব্বতসকলের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৩৮

কতক মদান্ধ গজরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় বশীভূত থাকিল না। তাহারা তখন রণাঙ্গনে শত শত রথ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যদিগকে পায়ের চাপে পেষণ করিতে লাগিল ॥ ৩৯

এইরূপ অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রাস ও তোমর সকলের আঘাতে আহত হইয়া বহু অশ্ব ব্যাকুলচিত্তে এদিকে ওদিকে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল ॥ ৪০

রথিনো রথিভিঃ সার্দ্ধং কুলপুত্রাস্তনুত্যজঃ।
পরাং শক্তিং সমাস্থায় চক্রুঃ কর্মাণ্যভীতবৎ ॥ ৪১
স্বয়ংবর ইবামর্দে প্রজহ্রুরিতরেতরম্।
প্রার্থয়ানা যশো রাজন্ স্বর্গং বা যুদ্ধশালিনঃ ॥ ৪২
তস্মিংস্তথা বর্তমানে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
ধার্তরাষ্ট্রং মহৎ সৈন্যং প্রায়শো বিমুখীকৃতম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩

বহু কুলীন রথী বীর নিজেদের শরীরের মায়া ত্যাগ করত পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিপক্ষের রথিগণের সহিত যেন নির্ভয়-চিত্তে মহাপরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

রাজন্! রণশোভী বীর যোদ্ধারা স্বর্গ অথবা যশলাভের কামনা করিয়া স্বয়ংবরের ন্যায় সেই যুদ্ধে পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলেন ॥ ৪২

এইরূপে চলমান সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামে দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রায় সকলেই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইল ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনেন সহ ভীমসেনস্য, অশ্বত্থাম্না সহ রাজ্ঞো নীলস্য চ যুদ্ধম্, ঘটোৎকচমায়ামোহিতানাং কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা রাজা দুর্য্যোধনঃ স্বয়ম্।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ১
প্রগৃহ্য সুমহচ্চাপমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্।
মহতা শরবর্ষেণ পাণ্ডবং সমবাকিরৎ ॥ ২
অর্ধচন্দ্রঞ্চ সন্ধায় সুতীক্ষ্ণং লোমবাহিনম্।
ভীমসেনস্য চিচ্ছেদ চাপং ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৩
তদন্তরঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য ত্বরমাণো মহারথঃ।
প্রসন্দধে শিতং বাণং গিরীণামপি দারণম্ ॥ ৪
তেনোরসি মহারাজ ভীমসেনমতাড়য়ৎ।
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥ ৫
সমাললম্বে তেজস্বী ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্।
তথা বিমনসং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং ঘটোৎকচঃ ॥ ৬
ক্রোধেনাভিপ্রজজ্বাল দিধক্ষন্নিব পাবকঃ।
অভিমন্যুমুখাশ্চাপি পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ৭
সমভ্যধাবন্ ক্রোশন্তো রাজানং জাতসম্ভ্রমাঃ।
সম্প্রেক্ষ্যৈতান্ সম্পততঃ সংক্রুদ্ধাঞ্জাতসম্ভ্রমান্ ॥ ৮
ভারদ্বাজোঽব্রবীদ্ বাক্যং তাবকানাং মহারথান্।
ক্ষিপ্রং গচ্ছত ভদ্রং বো রাজানং পরিরক্ষত ॥ ৯
সংশয়ং পরমং প্রাপ্তং মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে।
এতে ক্রুদ্ধা মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ১০
ভীমসেনং পুরস্কৃত্য দুর্য্যোধনমুপাদ্রবন্।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো জয়ে ধৃতাঃ ॥ ১১
নদন্তো ভৈরবান্ নাদাংস্ত্রাসয়ন্তশ্চ ভূমিপান্।
তদাচার্য্যবচঃ শ্রুত্বা সৌমদত্তিপুরোগমাঃ ॥ ১২
তাবকাঃ সমবর্তন্ত পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
কৃপো ভূরিশ্রবাঃ শল্যো দ্রোণপুত্রো বিবিংশতিঃ ॥ ১৩

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের সহিত ভীমসেনের এবং অশ্বত্থামার সহিত রাজা নীলের যুদ্ধ ও ঘটোৎকচের মায়ায় মোহিত হইয়া কৌরব সৈন্যগণের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—নিজের অধিকাংশ সৈনাকে নিহত হইতে দেখিয়া স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রোধের সহিত শত্রুদমন ভীমসেনের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১

তিনি ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ভয়ানক টঙ্কারধ্বনিকারী বিশাল ধনু হাতে লইয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের উপর প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ২

কেবল ইহাই নহে, সেই সময় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষযুক্ত অত্যন্ত ধারাল অর্দ্ধচন্দ্র বাণ প্রয়োগ করিয়া ভীমসেনের ধনু ছেদন করিলেন। ৩

তারপর সেইক্ষণই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া মহারথী দুর্য্যোধন অতিশয় সত্বরতার সহিত একটি তাদৃশ তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করিলেন, যাহা পর্ব্বতসমূহকে বিদীর্ণ করিতে পারে। ৪

মহারাজ! সেই বাণের দ্বারা দুর্য্যোধন ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে গভীর আঘাত করিলেন। তাহাতে গুরুতর বিদ্ধ হইয়া তেজস্বী ভীমসেন ব্যথিত হইলেন এবং ওষ্ঠের দুই প্রান্তভাগ চাটিতে চাটিতে তিনি স্বর্ণভূষিত ধ্বজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ভীমসেনকে এইরূপ ব্যথিতচিত্ত দেখিয়া ঘটোৎকচ দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক অগ্নিদেবের ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

সেই সময় অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব মহারথীরাও তীব্রবেগে রাজা দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই সমস্ত যোদ্ধাগণকে সবেগে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য আপনার মহারথীদিগকে বলিলেন,—বীরগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। শীঘ্র গমন কর এবং সঙ্কটসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া মহান্ প্রাণসংশয়ে পতিত রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর।

এই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-মহারথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে অগ্রে করত দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইতেছে এবং বিজয়-লাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া নানাপ্রকার অস্ত্রবর্ষণ করিতে করিতে ভয়ঙ্কর গর্জন করত ভূপতিগণের ত্রাস উৎপাদন করিতেছে।

আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূরিশ্রবা প্রভৃতি আপনার মুখ্য যোদ্ধারা পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন।

কৃপাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, বৃহদ্বল এবং অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার

চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ সৈন্ধবোঽথ বৃহদ্বলঃ।
আবন্ত্যৌ চ মহেষ্বাসৌ কৌরবং পর্য্যবারয়ন্ ॥১৪
তে বিংশতিপদং গত্বা সম্প্রহারং প্রচক্রিরে।
পাণ্ডবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ পরস্পরজিঘাংসবঃ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্মহদ্ বিস্ফার্য্য কার্ম্মুকম্।
ভারদ্বাজস্ততো ভীমং ষড়্‌বিংশত্যা সমার্পয়ৎ ॥ ১৬
ভূয়শ্চৈনং মহাবাহুঃ শরৈঃ শীঘ্রমবাকিরৎ।
পর্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ॥ ১৭
তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্ভীমসেনঃ শিলীমুখৈঃ।
ত্বরমাণো মহেষ্বাসঃ সব্যে পার্শ্বে মহাবলঃ॥ ১৮
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো বয়োবৃদ্ধশ্চ ভারত।
প্রনষ্টসংজ্ঞঃ সহসা রথোপস্থ উপাবিশৎ॥ ১৯
গুরুং প্রব্যথিতং দৃষ্ট্বা রাজা দুর্য্যোধনঃ স্বয়ম্।
দ্রৌণায়নিশ্চ সংক্রুদ্ধৌ ভীমসেনমভিদ্রুতৌ॥ ২০

বিন্দ ও অনুবিন্দ—ইঁহারা সকলে দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন। ৫-১৪

তাঁহারা বিশ পদ অগ্রসর হইয়া অস্ত্রপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কৌরব ও পাণ্ডব-যোদ্ধারা যুদ্ধে নিরত হইলেন। ১৫

কৌরব-মহারথীদিগকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া মহাবাহু ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বিশাল ধনু আকর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে ছাব্বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১৬

পুনরায় মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের উপর অতি শীঘ্রতার সহিত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন ইহাতে মনে হইতেছিল—বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিতেছে। ১৭

তখন মহাবল এবং মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও সত্বরতার সহিত দ্রোণাচার্য্যের বাম পার্শ্বে দশটি বাণ বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। ১৮

ভরতনন্দন! সেই বাণসমূহে দ্রোণাচার্য্য গাঢ়ভাবে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তাই সহসা অচেতন হইয়া রথের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ১৯

আচার্য্য দ্রোণকে ব্যথায় পীড়িত দেখিয়া স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেনের উপর ধাবিত হইলেন। ২০

তাবাপতন্তৌ সম্প্রেক্ষ্য কালান্তকযমোপমৌ।
ভীমসেনো মহাবাহুর্গদামাদায় সত্বরম্॥ ২১
অবপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণং তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ।
সমুদ্যম্য গদাং গুর্বীং যমদণ্ডোপমাং রণে॥ ২২
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
কৌরবো দ্রোণপুত্রশ্চ সহিতাবভ্যধাবতাম্॥ ২৩
তাবাপতন্তৌ সহিতৌ ত্বরিতৌ বলিনাং বরৌ।
অভ্যধাবত বেগেন ত্বরমাণো বৃকোদরঃ॥ ২৪
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য সংক্রুদ্ধং ভীমদর্শনম্।
সমভ্যধাবংস্ত্বরিতাঃ কৌরবাণাং মহারথাঃ॥ ২৫
ভারদ্বাজমুখাঃ সর্বে ভীমসেনজিঘাংসয়া।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি ভীমস্যোরস্যপাতয়ন্॥ ২৬
সহিতাঃ পাণ্ডবং সর্বে পীড়য়ন্তঃ সমন্ততঃ।
তং দৃষ্ট্বা সংশয়ং প্রাপ্তং পীড্যমানং মহারথম্॥২৭

প্রলয়কালীন যমরাজের ন্যায় এই দুই মহারথীকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া মহাবাহু ভীমসেনও অতি দ্রুত হাতে গদা গ্রহণ করত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পর্ব্বতের তুল্য অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তিনি হাতে যে ভারী গদাটিকে তুলিয়া ছিলেন, উহা রণাঙ্গনে যমদণ্ডের ন্যায় মনে হইতেছিল। শিখরবিশিষ্ট কৈলাসপর্ব্বতসদৃশ উপরে উত্তোলিত গদাহস্তে ভীমসেনকে দেখিয়া দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা একসঙ্গে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। ২১-২৩

বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই বীরকে একসঙ্গে অতি দ্রুত আসিতে দেখিয়া ভীমসেনও সত্বর তীব্র বেগে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। ২৪

অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং দেখিতে ভয়ঙ্কর ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া কৌরব মহারথীরাও সত্বরতার সহিত তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া যাইলেন। ২৫

তখন দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি সকল যোদ্ধারা ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নানাপ্রকারের অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ২৬

তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া চারিদিক্ হইতেই ভীমসেনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথী ভীমসেনকে পীড়িত ও তাঁহার প্রাণসংশয়ের অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া অভিমন্যু প্রভৃতি

অভিমন্যুপ্রভৃতয়ঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
অভ্যধাবন্ পরীপ্সন্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজান্ ॥২৮

অনূপাধিপতিঃ শূরো ভীমস্ত দয়িতঃ সখা।
নীলো নীলাম্বুদপ্রখ্যঃ সংক্রুদ্ধো দ্রৌণিমভ্যয়াৎ ॥ ২৯

স্পর্দ্ধতে হি মহেষ্বাসো নিত্যং দ্রোণসুতেন সঃ।
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপং দ্রৌণিং বিব্যাধ পত্রিণা ॥ ৩০

যথা শক্রো মহারাজ পুরা বিব্যাধ দানবম্।
বিপ্রচিত্তিং দুরাধর্ষং দেবতানাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ৩১

যেন লোকত্রয়ং ক্রোধাৎ ত্রাসিতং স্বেন তেজসা।
তথা নীলেন নির্ভিন্নঃ সুমুক্তেন পতৎত্রিণা ॥ ৩২

সঞ্জাতরুধিরোৎপীড়ো দ্রৌণিঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
স বিস্ফার্য্য ধনুশ্চিত্রমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্ ॥ ৩৩

দধ্রে নীলবিনাশায় মতিং মতিমতাং বরঃ।
ততঃ সন্ধায় বিমলান্ ভল্লান্ কর্মারমার্জ্জিতান্ ॥ ৩৪

জঘান চতুরো বাহান্ সারথিং ধ্বজমেব চ।
সপ্তমেন চ ভল্লেন নীলং বিব্যাধ বক্ষসি ॥ ৩৫

স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ।
মোহিতং বীক্ষ্য রাজানং নীলমভ্রচয়োপমম্ ॥ ৩৬

ঘটোৎকচোঽভিসংক্রুদ্ধো জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন দ্রৌণিমাহবশোভিনম্ ॥ ৩৭

তথেতরে চাভ্যধাবন্ রাক্ষসা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য রাক্ষসং ঘোরদর্শনম্ ॥৩৮

অভ্যধাবত তেজস্বী ভারদ্বাজাত্মজস্তরন্।
নিজঘান চ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসান্ ভীমদর্শনান্ ॥ ৩৯

যেঽভবন্নগ্রতঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসস্য পুরঃসরাঃ।
বিমুখাংশ্চৈব তান্ দৃষ্ট্বা দ্রৌণিচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥৪০

অক্রুধ্যত মহাকায়ো ভৈমসেনির্ঘটোৎকচঃ।
প্রাদুশ্চক্রে ততো মায়াং ঘোররূপাং সুদারুণাম্ ॥৪১

পাণ্ডব মহারথী যোদ্ধারা নিজেদের দুস্ত্যজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করত তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন ॥ ২৭-২৮

অনূপদেশের শৌর্য্যশালী বীর রাজা নীল ভীমসেনের প্রিয় সখা ছিলেন। তাঁহার দেহের লাবণ্য শ্যামবর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিল। তিনি অতিশয় কুপিত হইয়া অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯

এই মহাধনুর্দ্ধর বীর সর্ব্বদাই দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার উপর স্পর্দ্ধা করিতেন। মহারাজ! তিনি স্বীয় বিশাল ধনু আকর্ষণ করিয়া একটি পক্ষযুক্ত বাণে অশ্বত্থামাকে সেইভাবে বিদ্ধ করিলেন, যেভাবে পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপ্রচিত্তিনামক দুর্দ্ধর্ষ দানবকে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়াছিলেন; কারণ, এই দানব তখন স্বীয় ক্রোধে তিনলোকেরই ভয়োৎপাদন করিয়াছিল ॥

নীলকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই পক্ষযুক্ত বাণে বিদীর্ণ হইয়া অশ্বত্থামার শরীর হইতে প্রচুর রক্তপ্রবাহ বহিতে লাগিল। ইহাতে অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥

তদনন্তর বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনিকারী স্বীয় বিচিত্র ধনু আকর্ষণ করত নীলকে বিনাশ করিবার জন্য বুদ্ধিস্থির করিলেন ॥

তাহার পর তিনি কর্ম্মকারকর্ত্তৃক মার্জ্জিত সাতটি নির্ম্মল ভল্ল ধনুতে যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এই ভল্লগুলির মধ্যে চারিটি ভল্লে নীলের চারটি অশ্বকে একটি ভল্লে তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন। ষষ্ঠ ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং সপ্তম ভল্লের দ্বারা নীলের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০-৩৫

এই বাণে গভীর ভাবে বিদ্ধ হইয়া নীল ব্যথিতচিত্তে রথের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। নীলবর্ণের মেঘসমূহের ন্যায় নীলবর্ণ রাজা নীলকে অচৈতন্য দেখিয়া নিজ জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত ঘটোৎকচ অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত অশ্বত্থামার দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইল। তখন তাহার সহিত অন্য বহু রণদুর্ম্মদ রাক্ষসও তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া যাইল ॥

দেখিতে ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঘটোৎকচকে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া তেজস্বী অশ্বত্থামাও অতি সত্বর তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণকে নিহত করিতে লাগিলেন, যাহারা ঘটোৎকচের অগ্রে থাকিয়া ক্রোধের সহিত তখন যুদ্ধ করিতেছিল ॥

অশ্বত্থামার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আহত হইয়া রাক্ষসগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বিশালদেহ ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইল ॥

মোহয়ন্ সমরে দ্রৌণিং মায়াবী রাক্ষসাধিপঃ।
ততস্তে তাবকাঃ সর্বে মায়য়া বিমুখীকৃতাঃ ॥ ৪২
অন্যোন্যং সমপশ্যন্ত নিকৃত্তা মেদিনীতলে।
বিচেষ্টমানাঃ কৃপণাঃ শোণিতেন পরিপ্লুতাঃ ॥ ৪৩
দ্রোণং দুর্যোধনং শল্যমশ্বত্থামানমেব চ।
প্রায়শশ্চ মহেষ্বাসা যে প্রধানাঃ স্ম কৌরবাঃ ॥৪৪
বিধ্বস্তা রথিনঃ সর্বে রাজানশ্চ নিপাতিতাঃ।
হয়াশ্চৈব হয়ারোহাঃ সন্নিকৃত্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৫
তদ্ দৃষ্ট্বা তাবকং সৈন্যং বিদ্রুতং শিবিরং প্রতি।
মম প্রাক্রোশতো রাজংস্তথা দেবব্রতস্য চ ॥ ৪৬
যুধ্যধ্বং মা পলায়ধ্বং মায়ৈষা রাক্ষসী রণে।
ঘটোৎকচপ্রমুক্তেতি নাতিষ্ঠন্ত বিমোহিতাঃ ॥ ৪৭
নৈব তে শ্রদ্দধুর্ভীতা বদতোরাবয়োর্বচঃ।
তাংশ্চ প্রদ্রবতো দৃষ্ট্বা জয়ং প্রাপ্তাশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৮
ঘটোৎকচেন সহিতাঃ সিংহনাদান্ প্রচক্রিরে।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ সমন্তান্নেদিরে ভৃশম্ ॥ ৪৯
এবং তব বলং সর্বং হৈড়িম্বেন দুরাত্মনা।
সূর্য্যাস্তমনবেলায়াং প্রভগ্নং বিদ্রুতং দিশঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ঘটোৎকচযুদ্ধে
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

তারপর সেই মায়াবী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ রণাঙ্গনে অশ্বত্থামাকে মোহিত করিতে করিতে অতিশয় দারুণ ও ভয়ঙ্কর মায়া সৃষ্টি করিল।

তখন সেই মায়ায় ভীত হইয়া আপনার সকল যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন পরস্পরকে এবং দুর্যোধন, শল্য ও অশ্বত্থামাকেও এইরূপ দেখিলেন যে, ইঁহারা সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন এবং রক্তাপ্লুত হইয়া এক দয়নীয় অবস্থা লাভ করত ছট্‌ফট্ করিতেছেন। কৌরবগণের পক্ষে যে সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর ও প্রধান বীর রথী ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিধ্বংসিত হইয়াছেন। সকল রাজা নিহত হইয়াছেন এবং সহস্র সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহী খণ্ড খণ্ড গিয়াছে। ৩৬-৪৫

এই সমস্ত দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ শিবির অভিমুখে গমন করিল। রাজন্! সেই সময় আমি ও দেবব্রত ভীষ্ম চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম—বীরগণ! যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও না। রণভূমিতে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সেই সমস্তই ঘটোৎকচ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত রাক্ষসী মায়া, কিন্তু সেই সময় তাহারা বিশেষভাবে মোহিত হইয়া পড়ায় তাহারা আর রণাঙ্গনে থাকিল না। ৪৬-৪৭

তাহারা এরূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আমাদের দুইজনের কথায় বিশ্বাসই করিতে পারিল না। তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া জয়লাভ করত পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

চারিদিকে শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যসকল তীব্রস্বরে বাদিত হইতেছিল। এইরূপে সূর্য্যাস্তের সময় দুরাত্মা ঘটোৎকচ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আপনার সমুদয় সৈন্যবাহিনী চারিদিকে পলায়ন করিল। ৪৮-৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে অষ্টমদিনের যুদ্ধে ঘটোৎকচের যুদ্ধবিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্যানুরোধেন ভীষ্মস্যাজ্ঞয়া চ প্রেরিতস্য ভগদত্তস্য ঘটোৎকচেন, ভীমসেনেন, পাণ্ডবসৈন্যৈশ্চ সহ ঘোরং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ

তস্মিন্ মহতি সংক্রন্দে রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
(পরাজয়ং রাক্ষসেন নামৃষ্যত পরন্তপঃ)
গাঙ্গেয়মুপসঙ্গম্য বিনয়েনাভিবাদ্য চ ॥ ১
তস্য সর্বং যথাবৃত্তমাখ্যাতুমুপচক্রমে।
ঘটোৎকচস্য বিজয়মাত্মনশ্চ পরাজয়ম্ ॥ ২
কথয়ামাস দুর্ধর্ষো বিনিঃশ্বস্য পুনঃ পুনঃ।
অব্রবীচ্চ তদা রাজন্ ভীষ্মং কুরুপিতামহম্ ॥ ৩
ভবন্তং সমুপাশ্রিত্য বাসুদেবং যথা পরৈঃ।
পাণ্ডবৈর্বিগ্রহো ঘোরঃ সমারব্ধো ময়া প্রভো ॥ ৪
একাদশ সমাখ্যাতা অক্ষৌহিণ্যশ্চ যা মম।
নিদেশে তব তিষ্ঠন্তি ময়া সার্ধং পরন্তপ ॥ ৫
সোঽহং ভরতশার্দূল ভীমসেনপুরোগমৈঃ।
ঘটোৎকচং সমাশ্রিত্য পাণ্ডবৈর্যুধি নির্জিতঃ ॥ ৬
তন্মে দহতি গাত্রাণি শুষ্কবৃক্ষমিবানলঃ।
যদিচ্ছামি মহাভাগ ত্বৎপ্রসাদাৎ পরন্তপ ॥ ৭
রাক্ষসাপসদং হন্তুং স্বয়মেব পিতামহ।
ত্বাং সমাশ্রিত্য দুর্ধর্ষং তন্মে কর্তুং ত্বমর্হসি ॥৮
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাজ্ঞো ভরতসত্তম।
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যং ভীষ্মঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ ॥৯
শৃণু রাজন্ মম বচো যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব।
যথা ত্বয়া মহারাজ বর্তিতব্যং পরন্তপ ॥ ১০
আত্মা রক্ষ্যো রণে তাত সর্বাবস্থাস্বরিন্দম।
ধর্মরাজেন সংগ্রামস্ত্বয়া কার্য্যঃ সদানঘ ॥১১
অর্জুনেন যমাভ্যাং বা ভীমসেনেন বা পুনঃ।
রাজধর্মং পুরস্কৃত্য রাজা রাজানমার্চ্ছতি ॥ ১২
(ন তু কার্য্যস্ত্বয়া রাজন্ হৈড়িম্বেন দুরাত্মনা)
অহং দ্রোণঃ কৃপো দ্রৌণিঃ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
শল্যশ্চ সৌমদত্তিশ্চ বিকর্ণশ্চ মহারথঃ ॥ ১৩

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের অনুরোধে এবং ভীষ্মের আজ্ঞায় প্রেরিত ভগদত্ত-কর্তৃক ঘটোৎকচ, ভীমসেন ও পাণ্ডবসৈন্যদের সহিত ঘোর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! শত্রুতাপন রাজা দুর্য্যোধন সেই মহাযুদ্ধে এক রাক্ষসের দ্বারা প্রাপ্ত নিজের এই পরাজয়কে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে প্রণাম করত তাহার পর সারা বৃত্তান্ত যথাযথরূপে বলিয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। এই দুর্দ্ধর্ষ বীর তখন পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ঘটোৎকচের বিজয় এবং নিজের পরাজয়ের কথা বলিলেন ॥

রাজন্! সেই সময় তিনি কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে বলিলেন,—প্রভো! যেরূপে আমার শত্রুরা বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করিতেছে, সেইরূপ আমিও কেবল আপনারই আশ্রয় লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছি ॥১-৪

হে শত্রুতাপন! আমার সহিত আমার এই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য আপনার আদেশের অধীনে রহিয়াছে ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! এরূপ শক্তিশালী হইয়াও আমাকে ভীমসেনাদি পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচের আশ্রয় লইয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে ॥৬

মহাভাগ! যেরূপ অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই অপমান আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দগ্ধ করিতেছে। শত্রুতাপন পিতামহ! আমি আপনার কৃপায় স্বয়ংই এই নীচ ও দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস ঘটোৎকচকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আপনার আশ্রয় লইয়া আমি তাহাকে জয় করিতে অভিলাষী, অতএব আপনি আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন ॥ ৭-৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৯

রাজন্ কুরুবংশধর! আমি তোমাকে যাহা বলিব, তুমি উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। শত্রুসন্তাপক মহারাজ! বিশেষভাবে তোমার এই যুদ্ধে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা শুনিয়া লও ॥১০

তাত শত্রুদমন! তুমি যুদ্ধে সর্ব্বদা নিজেকেই রক্ষা কর। নিষ্পাপ! তোমার সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিতই যুদ্ধ করা উচিত ॥ ১১

অর্জুন, নকুল, সহদেব অথবা ভীমসেনের সহিতও তুমি যুদ্ধ করিতে পার। রাজধর্ম্মের কথা সম্মুখে রাখিয়াই তোমাকে এই কথা বলিলাম ; কারণ, রাজা রাজারই সহিত যুদ্ধ করেন ॥ ১২

রাজন্! দুরাত্মা হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করা

তব চ ভ্রাতরঃ শ্রেষ্ঠা দুঃশাসনপুরোগমাঃ।
ত্বদর্থে প্রতিযোৎস্যামো রাক্ষসং তং মহাবলম্ ॥ ১৪
রৌদ্রে তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রে যদি তেঽনুশয়ো মহান্।
অয়ং বা গচ্ছতু রণে তস্য যুদ্ধায় দুর্মতেঃ ॥ ১৫
ভগদত্তো মহীপালঃ পুরন্দরসমো যুধি।
এতাবদুক্ত্বা রাজানং ভগদত্তমথাব্রবীৎ ॥ ১৬
সমক্ষং পার্থিবেন্দ্রস্য বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
গচ্ছ শীঘ্রং মহারাজ হৈড়িম্বং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ১৭
বারয়স্ব রণে যত্তো মিষতাং সর্বধন্বিনাম্।
রাক্ষসং ক্রূরকর্মাণং যথেন্দ্রস্তারকং পুরা ॥ ১৮
তব দিব্যানি চাস্ত্রাণি বিক্রমশ্চ পরন্তপ।
সমাগমশ্চ বহুভিঃ পুরাভূদমরৈঃ সহ ॥ ১৯
ত্বং তস্য নৃপশার্দূল প্রতিযোদ্ধা মহাহবে।
স্ববলেনোচ্ছ্রিতো রাজন্ জহি রাক্ষসপুঙ্গবম্ ॥ ২০

তোমার উচিত নয়। আমি, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা, শল্য, ভূরিশ্রবা, মহারথী বিকর্ণ এবং দুঃশাসনাদি তোমার ভ্রাতৃবৃন্দ—এই আমরা সকলে তোমার জন্য এই মহাবল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১৩-১৪

যদি সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের উপর তোমার অত্যধিক রোষ থাকে, তবে সেই দুষ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রাজা ভগদত্ত গমন করুক ; কারণ, যুদ্ধে সে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ॥

এই কথা বলিয়া বাক্যকুশল ভীষ্ম রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনের সম্মুখেই রাজা ভগদত্তকে বলিলেন ॥

মহারাজ! তুমি রণদুর্ম্মদ ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শীঘ্র গমন কর এবং সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের দৃষ্টিপথের মধ্যেই প্রযত্ন-সহকারে এই রণাঙ্গনে তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ কর ॥

পুরাকালে ইন্দ্র যেরূপ তারকাসুরের অগ্রগতি রোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও এই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসের অগ্র গমন রোধ কর। পরন্তপ! তোমার নিকট বহু দিব্য অস্ত্র আছে এবং তুমি বিক্রমশালী। পূর্ব্বে দেবগণের সহিত তোমার যুদ্ধও হইয়াছিল (অতএব যুদ্ধবিষয়ে তুমি বিশেষ অভিজ্ঞ) ॥ ১৫-১৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই মহাযুদ্ধে তুমিই একমাত্র ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ যোদ্ধা। রাজন্! তুমি নিজ বলে উৎকর্ষ লাভ করত এই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচকে বধ কর ॥ ২০

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ভীষ্মস্য পৃতনাপতেঃ।
প্রযযৌ সিংহনাদেন পরানভিমুখো দ্রুতম্ ॥ ২১
তমাদ্রবন্তং সম্প্রেক্ষ্য গর্জন্তমিব তোয়দম্।
অভ্যবর্তন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ২২
ভীমসেনোঽভিমন্যুশ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
দ্রৌপদেয়াঃ সত্যধৃতিঃ ক্ষত্রদেবশ্চ ভারত ॥ ২৩
চেদিপো বসুদানশ্চ দশার্ণাধিপতিস্তথা।
সুপ্রতীকেন তাংশ্চাপি ভগদত্তোঽপ্যুপাদ্রবৎ ॥ ২৪
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
পাণ্ডূনাং ভগদত্তেন যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্ ॥ ২৫
প্রযুক্তা রথিভির্বাণা ভীমবেগাঃ সুতে জনাঃ।
তে নিপেতুর্মহারাজ নাগেষু চ রথেষু চ ॥ ২৬
প্রভিন্নাশ্চ মহানাগা বিনীতা হস্তিসাদিভিঃ।
পরস্পরং সমাসাদ্য সন্নিপেতুরভীতবৎ ॥ ২৭

সেনাপতি ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ভগদত্ত সিংহনাদ করিতে করিতে দ্রুত শত্রুদিগের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১

ভারত! গর্জনরত মেঘতুল্য রাজা ভগদত্তকে ধাবিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন, অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, বসুদান ও দশার্ণ-রাজ—এই সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিলেন। ভগদত্ত সুপ্রতীক-নামক হাতীতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২২-২৪

তাহার পর ভগদত্তের সহিত পাণ্ডবগণের ভয়ানক ও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল, যাহা কেবল যম-রাজ্যেরই বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ২৫

মহারাজ! রথিগণের দ্বারা প্রযুক্ত ভয়ঙ্কর বেগশালী ও অতিশয় তেজস্বী বাণসমূহ হস্তী এবং রথসকলের উপর পড়িতে লাগিল ॥ ২৬

যাহাদের মস্তক হইতে মদধারা ক্ষরিত হইতেছিল, এইরূপ বড় বড় বহু হস্তী হস্ত্যারোহী যোদ্ধাদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকটে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে যুদ্ধরত হইল ॥ ২৭

মদান্ধা রোষসংরব্ধা বিষাণাগ্রৈর্মহাহবে।
বিভিদুর্দন্তমুসলৈঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ২৮
হয়াশ্চ চামরাপীড়াঃ প্রাসপাণিভিরাস্থিতাঃ।
চোদিতাঃ সাদিভিঃ ক্ষিপ্রং নিপেতুরিতরেতরম্ ॥ ২৯
পাদাতাশ্চ পদাত্যোঘৈস্তাড়িতাঃ শক্তি-তোমরৈঃ।
ন্যপতন্ত তদা ভূমৌ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩০
রথিনশ্চ রথৈ রাজন্ কর্ণি-নালীক-সায়কৈঃ।
নিহত্য সমরে বীরান্ সিংহনাদান্ বিনেদিরে ॥ ৩১
তস্মিংস্তথা বর্তমানে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
ভগদত্তো মহেষ্বাসো ভীমসেনমথাদ্রবৎ ॥ ৩২
কুঞ্জরেণ প্রভিন্নেন সপ্তধা স্রবতা মদম্।
পর্বতেন যথা তোয়ং স্রবমাণেন সর্বশঃ ॥ ৩৩
কিরঞ্শরসহস্রাণি সুপ্রতীকশিরোগতঃ।
ঐরাবতস্থো মঘবান্ বারিধারা ইবানঘ ॥ ৩৪

সেই মহাযুদ্ধে রোষপূর্ণ মদান্ধ হস্তীরা নিজ নিজ দন্তাগ্র ভাগের দ্বারা অথবা দন্ত-রূপ মুসলের দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ২৮

চামরভূষিত অশ্বগণ প্রাসধারী আরোহিবৃন্দের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া অতি দ্রুত পরস্পরের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। ২৯

সেই সময় পদাতি যোদ্ধারা পদাতি যোদ্ধাদিগের নিক্ষিপ্ত শক্তি ও তোমরসমূহে আহত হইয়া শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল। ৩০

রাজন্! রথী বীরগণ রথে আরোহণ করিয়া কর্ণ, নালীক ও বাণসমূহে রণাঙ্গনে বীর সৈন্যগণকে বধ করিয়া সিংহনাদ করিতে থাকিল। ৩১

যখন এইরূপ রোমাঞ্চকর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতে লাগিল, তখন মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত ভীমসেনের উপর ধাবিত হইলেন। ৩২

তিনি যে হাতীতে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কুম্ভস্থল হইতে মদের সাতটি ধারা নিঃসৃত হইতেছিল। তখন এই হাতী সর্ব্ব দিক্ হইতে জলের ধারাবাহী পর্ব্বতের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৩৩

নিষ্পাপ নরেশ! সেই সময় ভগদত্ত সুপ্রতীকনামক এই হাতীর মস্তক প্রদেশে স্থিত আসনে উপবেশন করিয়া সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। ৩৪

স ভীমং শরধারাভিস্তাড়য়ামাস পার্থিবঃ।
পর্বতং বারিধারাভিস্তপান্তে জলদো যথা ॥ ৩৫
ভীমসেনস্তু সংক্রুদ্ধঃ পাদরক্ষান্ পরঃশতান্।
নিজঘান মহেষ্বাসঃ সংরব্ধঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৬
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ ক্রুদ্ধো ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
চোদয়ামাস নাগেন্দ্রং ভীমসেনরথং প্রতি ॥ ৩৭
স নাগঃ প্রেষিতস্তেন বাণো জ্যাচোদিতো যথা।
অভ্যধাবত বেগেন ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ৩৮
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
অভ্যবর্তন্ত বেগেন ভীমসেনপুরোগমাঃ ॥ ৩৯
কেকয়াশ্চাভিমন্যুশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
দশার্ণাধিপতিঃ শূরঃ ক্ষত্রদেবশ্চ মারিষ ॥ ৪০
চেদিপশ্চিত্রকেতুশ্চ সংরব্ধাঃ সর্ব এব তে।
উত্তমাস্ত্রাণি দিব্যানি দর্শয়ন্তো মহাবলাঃ ॥ ৪১

যেরূপ গ্রীষ্মের শেষে বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা ভগদত্ত ভীমসেনের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৩৫

তখন মহাধনুর্দ্ধর রোষাবিষ্ট ভীমসেন অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বীয় বাণবৃষ্টি দ্বারা হাতীর পাদরক্ষক শত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। ৩৬

সেই সব যোদ্ধাকে নিহত হইতে দেখিয়া প্রতাপশালী ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গজরাজকে ভীমসেনের রথের দিকে প্রেরিত করিলেন। ৩৭

তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই গজরাজ ধনুর গুণ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় শত্রুদমন ভীমসেনের দিকে বেগের সহিত ধাবিত হইল ৩৮

সেই হাতীকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেনাদি পাণ্ডব মহারথীরা অতি সত্বর তাহার চারিদিকে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৩৯

আর্য্য! কেকয়রাজকুমার, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শৌর্য্যশালী বীর দশার্ণাধিপতি ক্ষত্রদেব অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া উত্তম দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রয়োগ দেখাইতে দেখাইতে সেই একমাত্র হাতীকে ক্রোধসহকারে পরিবৃত করিয়া রহিলেন॥

বহু বাণে আহত সেই মহাগজ রক্তরঞ্জিত হইয়া গেরুয়া প্রভৃতি ধাতুতে চিত্রিত গিরিরাজের ন্যায় সুশোভিত হইল।

তমেকং কুঞ্জরং ক্রুদ্ধাঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈর্ব্যরোচত মহাদ্বিপঃ ॥ ৪২
সঞ্জাতরুধিরোৎপীড়ো ধাতুচিত্র ইবাদ্রিরাট্।
দশার্ণাধিপতিশ্চাপি গজং ভূমিধরোপমম্ ॥ ৪৩
সমাস্থিতোঽভিদুদ্রাব ভগদত্তস্য বারণম্।
তমাপতন্তং সমরে গজং গজপতিঃ স চ ॥ ৪৪
দধার সুপ্রতীকোঽপি বেলেব মকরালয়ম্।
বারিতং প্রেক্ষ্য নাগেন্দ্রং দশার্ণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৫
সাধু সাধ্বিতি সৈন্যানি পাণ্ডবেয়ান্যপূজয়ন্।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষঃ ক্রুদ্ধস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ ॥ ৪৬
প্রাহিণোৎ তস্য নাগস্য প্রমুখে নৃপসত্তম।
বর্ম মুখ্যং তনুত্রাণং শাতকুম্ভপরিষ্কৃতম্ ॥ ৪৭
বিদার্য্য প্রাবিশন্ ক্ষিপ্রং বল্মীকমিব পন্নগাঃ।
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো নাগো ভরতসত্তম ॥ ৪৮
উপাবৃত্তমদঃ ক্ষিপ্রমভ্যবর্ত্তত বেগিতঃ।

তদনন্তর দশার্ণদেশের অধিপতি ক্ষত্রদেবও এক পর্ব্বতাকার হাতীতে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের হস্তীর দিকে ধাবিত হইলেন।

সমরাঙ্গণে নিজের অভিমুখে ধাবিত হইয়া আগত সেই হাতীকে গজরাজ সুপ্রতীক সেইরূপে রুদ্ধ করিয়া দিল, যেরূপ তীরভূমি সমুদ্রের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥

মহাত্মা দশার্ণরাজের হাতীকে নিবারিত হইতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া সুপ্রতীকের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥

নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত কুপিত হইয়া দশার্ণরাজের হাতীর সম্মুখে চৌদ্দটি তোমর প্রহার করিলেন ॥

যেরূপ সর্পগণ বল্মীকের (উইটিপির) মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ঐ তোমরগুলি হাতীর উপর পতিত হইয়া স্বর্ণভূষিত শ্রেষ্ঠ কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দ্রুত তাহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তোমরগুলির আঘাতে সেই হাতী অত্যন্ত আহত হইয়া ব্যথিত হইল। তখন তাহার সমস্ত মদধারা বহির্গত হইল এবং সে সবেগে পশ্চাদপসরণ করিল ॥

যেরূপ বায়ু স্বশক্তি বলে বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করে, সেইরূপ ঐ হাতী সেই সময় ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে করিতে ও নিজ

স প্রদুদ্রাব বেগেন প্রণদন্ ভৈরবং রবম্ ॥ ৪৯
সম্মর্দয়ানঃ স্ববলং বায়ুর্বৃক্ষানিবৌজসা।
তস্মিন্ পরাজিতে নাগে পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ৫০
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈর্যুদ্ধায়ৈবাবতস্থিরে।
ততো ভীমং পুরস্কৃত্য ভগদত্তমুপাদ্রবন্ ॥ ৫১
কিরন্তো বিবিধান্ বাণান্ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
তেষামাপততাং রাজন্ সংক্রুদ্ধানামমর্ষিণাম্ ॥ ৫২
শ্রুত্বা স নিনদং ঘোরমমর্ষাদ্ গতসাধ্বসঃ।
ভগদত্তো মহেষ্বাসঃ স্বনাগং প্রত্যচোদয়ৎ ॥ ৫৩
অঙ্কুশাঙ্গুষ্ঠনুদিতঃ স গজপ্রবরো যুধি।
তস্মিন্ ক্ষণে সমভবৎ সাংবর্তক ইবানলঃ ॥ ৫৪
রথসঙ্ঘাংস্তথা নাগান্ হয়াংশ্চ হয়সাদিভিঃ।
পাদাতাংশ্চ সুসংক্রুদ্ধঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫৫
অমৃদ্গাৎ সমরে নাগঃ সম্প্রধাবংস্ততস্ততঃ।
তেন সংলোড্যমানং তু পাণ্ডবানাং বলং মহৎ ॥৫৬

সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিতে করিতে বেগের সহিত পলায়ন করিল ॥

সেই হাতী পরাজিত হইলেও পাণ্ডব মহারথীরা উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

তারপর পাণ্ডবসৈন্যগণ ভীমসেনকে অগ্রে রাখিয়া নানাপ্রকার বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন।

রাজন্! অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারী অমর্ষশীল পাণ্ডব-সৈন্যগণের সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত অমর্ষবশতঃ নির্ভয়চিত্তে স্বীয় হস্তীকে তাহাদের দিকে চালিত করিলেন ॥ ৪০-৫৩

সেই সময় তাঁহার অঙ্কুশ ও পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই গজরাজ রণাঙ্গনে সংবর্ত্তক (প্রলয়াগ্নির নাম সংবর্ত্তক) অগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৫৪

তখন সেই হাতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রথসমূহ, হস্তীসকল, অশ্বারোহীসহ অশ্বগণ এবং শত শত ও সহস্র সহস্র পদাতিক সৈন্যকে সমরাঙ্গণে এদিক্ ওদিক্ দৌড়াইতে দৌড়াইতে পেষণ করিতে লাগিল ॥

মহারাজ! সেই হাতীর দ্বারা আলোড়িত হইয়া পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী অগ্নিতে স্থাপিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল ॥

সঙ্কোচ মহারাজ চর্ম্মবাসৌ সমাহিতম্।
ভগ্নং তু স্ববলং দৃষ্ট্বা ভগদত্তেন ধীমতা ॥ ৫৭
ঘটোৎকচোঽথ সংক্রুদ্ধো ভগদত্তমুপাদ্রবৎ।
বিকটঃ পরুষো রাজন্ দীপ্তাস্যো দীপ্তলোচনঃ ॥ ৫৮
রূপং বিভীষণং কৃত্বা রোষেণ প্রজ্বলন্নিব।
জগ্রাহ বিমলং শূলং গিরীণামপি দারণম্ ॥ ৫৯
নাগং জিঘাংসুঃ সহসা চিক্ষেপ স মহাবলঃ।
স বিস্ফুলিঙ্গমালাভিঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৬০
তমাপতন্তং সহসা দৃষ্ট্বা প্রাগ্জ্যোতিষো নৃপঃ।
চিক্ষেপ রুচিরং তীক্ষ্ণমর্ধচন্দ্রং সুদারুণম্ ॥ ৬১
চিচ্ছেদ তন্মহচ্ছূলং তেন বাণেন বেগবান্।
উৎপপাত দ্বিধা ছিন্নং শূলং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৬২
মহাশনির্যথা ভ্রষ্টা শক্রমুক্তা নভোগতা।
শূলং নিপতিতং দৃষ্ট্বা দ্বিধা কৃত্তঞ্চ পার্থিবঃ ॥ ৬৩
রুক্মদণ্ডাং মহাশক্তিং জগ্রাহাগ্নিশিখোপমাম্।
চিক্ষেপ তাং রাক্ষসস্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৬৪
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য বিয়ৎস্থামশনীমিব।
উৎপত্য রাক্ষসস্তূর্ণং জগ্রাহ চ ননাদ চ ॥ ৬৫
বভঞ্জ চৈনাং ত্বরিতো জানুন্যারোপ্য ভারত।
পশ্যতঃ পার্থিবেন্দ্রস্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৬৬
তদবেক্ষ্য কৃতং কর্ম রাক্ষসেন বলীয়সা।
দিবি দেবাঃ সগন্ধর্বা মুনয়শ্চাপি বিস্মিতাঃ ॥ ৬৭
পাণ্ডবাশ্চ মহারাজ ভীমসেনপুরোগমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি নাদেন পৃথিবীমন্বনাদয়ন্ ॥ ৬৮
তং তু শ্রুত্বা মহানাদং প্রহৃষ্টানাং মহাত্মনাম্।
নামৃষ্যত মহেষ্বাসো ভগদত্তঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬৯
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপমিন্দ্রাশনিসমপ্রভম্।
তর্জয়ামাস বেগেন পাণ্ডবানাং মহারথান্ ॥ ৭০

বুদ্ধিমান্ ভগদত্তকর্তৃক নিজ সৈন্যদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্তে ভগদত্তের উপর ধাবিত হইল ॥

রাজন্! সেই সময় সে অতিশয় ভয়ানকরূপ ধারণ করত রোষে যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তাহার আকৃতি বিকট ও নিষ্ঠুর দেখাইতে লাগিল এবং মুখ ও নেত্র উজ্জ্বল এবং প্রকাশিত দেখা যাইতেছিল ॥

এই মহাবল নিশাচর (রাক্ষস) সেই হাতীকে নিহত করিবার ইচ্ছায় হাতে একটি সেইরূপ ত্রিশূল গ্রহণ করিল, যাহা পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারে। তারপর সহসা সেই ত্রিশূলটিকে নিক্ষেপ করিল ॥

ঐ ত্রিশূল চারিদিকে অগ্নির স্ফুলিঙ্গমালাতে পরিবেষ্টিত ছিল। তাহাকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ ও সুন্দর এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ প্রয়োগ করিলেন ॥ ৫৫-৬১

সেই বেগবান্ নরপতি উক্ত বাণের দ্বারা সেই বিশাল শূলটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এই স্বর্ণভূষিত ত্রিশূলটি দুই খণ্ডে ছিন্ন হইয়া শূন্যমার্গে ভাসিতে লাগিল ॥

ত্রিশূলকে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত অগ্নির শিখপরিবেষ্টিত ও সুবর্ণময় দণ্ডে বিভূষিত একটি মহাশক্তি হাতে লইলেন এবং তাহা রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ৬২-৬৪

আকাশে প্রকাশিত অশনির (বজ্রের) ন্যায় সেই মহা-শক্তিকে নিজের দিকে পতিত হইতে দেখিয়া রাক্ষস ঘটোৎকচ উড়িয়া যাইয়া (অথবা শূন্যমার্গে লাফ দিয়া) অতিদ্রুত তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং সিংহসদৃশ গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৬৫

ভারত! তারপর সে রাজা ভগদত্তের দৃষ্টিপথেই সেই শক্তিকে জানুর উপর রাখিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেল ॥ ৬৬

মহাবল রাক্ষসকর্তৃক কৃত এই মহৎ কর্ম্মকে দেখিয়া আকাশে বিরাজমান দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৬৭

মহারাজ! সেই সময় ভীমসেনাদি পাণ্ডবগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া ঘটোৎকচকে প্রশংসিত করত সিংহনাদে পৃথিবীকে নিনাদিত করিয়া তুলিলেন ॥ ৬৮

অতিশয় হৃষ্ট এই সকল মহাত্মাগণের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর ও প্রতাপশালী রাজা ভগদত্ত তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৬৯

তিনি তখন ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় প্রকাশমান স্বীয় বিশাল ধনু আকর্ষণ করিয়া বেগের সহিত পাণ্ডব-মহারথীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৭০

বিসৃজন্ বিমলাংস্তীক্ষ্ণান্ নারাচান্ জ্বলনপ্রভান্ ।
ভীমমেকেন বিব্যাধ রাক্ষসং নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৭১
অভিমন্যুং ত্রিভিশ্চৈব কেকয়ান্ পঞ্চভিস্তথা ।
পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন শরেণানতপর্বণা ॥ ৭২
বিভেদ দক্ষিণং বাহুং ক্ষত্রদেবস্য চাহবে ।
পপাত সহসা তস্য সশরং ধনুরুত্তমম্ ॥ ৭৩
দ্রৌপদেয়াংস্ততঃ পঞ্চ পঞ্চভিঃ সমতাড়য়ৎ ।
ভীমসেনস্য চ ক্রোধান্নিজঘান তুরঙ্গমান্ ॥ ৭৪
ধ্বজং কেসরিণং চাস্য চিচ্ছেদ বিশিখৈস্ত্রিভিঃ ।
নির্বিভেদ ত্রিভিশ্চান্যৈঃ সারথিং চাস্য পত্রিভিঃ ॥৭৫
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিশোকো ভরতশ্রেষ্ঠ ভগদত্তেন সংযুগে ॥ ৭৬
ততো ভীমো মহাবাহুর্বিরথো রথিনাং বরঃ ।
গদাং প্রগৃহ্য বেগেন প্রচস্কন্দ রথোত্তমাৎ ॥ ৭৭

তাহার পর অগ্নিতুল্য প্রভামণ্ডিত নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ নারাচসমূহ প্রহার করিয়া একটি দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং নয়টি বাণে রাক্ষস ঘটোৎকচকে আহত করিলেন ॥ ৭১

তারপর তিনটি বাণে অভিমন্যুকে এবং পাঁচটি বাণে কেকয়-রাজকুমারগণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ধনুটিকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণের দ্বারা তিনি রণাঙ্গনে ক্ষত্রদেবের দক্ষিণবাহু ছেদন করিলেন। তাঁহার বাহু ছিন্ন হইলে সহসা বাণসহ উত্তম ধনুটিও ভূতলে পতিত হইল ॥ ৭২-৭৩

তাহার পর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে ভগদত্ত পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং বেগের সহিত ভীমসেনের অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন ॥ ৭৪

অনন্তর তিনটি বাণে তাঁহার সিংহচিহ্নিত ধ্বজও কাটিয়া ফেলিলেন এবং অন্য তিনটি পক্ষযুক্ত বাণপ্রহার করিয়া তাঁহার সারথিকে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৭৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগদত্তকর্তৃক যুদ্ধে গুরুতর আহত হইয়া ভীম-সেনের সারথি বিশোক ব্যথিত হইল এবং রথের পশ্চাদ্ভাগে নীরবে বসিয়া পড়িল ॥ ৭৬

এইভাবে রথহীন হইয়া পড়িলে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ভীমসেন হাতে গদা লইয়া রথ হইতে সবেগে লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ৭৭

তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা সশৃঙ্গমিব পর্বতম্ ।
তাবকানাং ভয়ং ঘোরং সমপদ্যত ভারত ॥ ৭৮
এতস্মিন্নেব কালে তু পাণ্ডবঃ কৃষ্ণসারথিঃ ।
আজগাম মহারাজ নিঘ্নন্ শত্রূন্ সমন্ততঃ ॥৭৯
যত্র তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ পিতাপুত্রৌ মহাবলৌ ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষেণ সংযুক্তৌ ভীমসেন-ঘটোৎকচৌ ॥৮০
দৃষ্ট্বা চ পাণ্ডবো ভ্রাতৄন্ যুধ্যমানান্ মহারথান্ ।
ত্বরিতো ভরতশ্রেষ্ঠ তত্রাযুধ্যত কিরঞ্ছরান্ ॥ ৮১
ততো দুর্য্যোধনো রাজা ত্বরমাণো মহারথঃ ।
সেনামচোদয়ৎ ক্ষিপ্রং রথ-নাগাশ্বসঙ্কুলাম্ ॥ ৮২
তামাপতন্তীং সহসা কৌরবাণাং মহাচমূম্ ।
অভিদুদ্রাব বেগেন পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৮৩
ভগদত্তশ্চ সমরে তেন নাগেন ভারত ।
বিমৃদ্নন্ পাণ্ডববলং যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ॥ ৮৪

ভারত! শিখরযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় গদা উত্তোলিত করিয়া তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর ত্রাসের সঞ্চার হইল ॥ ৭৮

মহারাজ! এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সর্ব্বদিক্ হইতে শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থলে সেই দুই পুরুষসিংহ মহাবল পিতা-পুত্র ভীমসেন ও ঘটোৎকচ ভগদত্তের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৭৯-৮০

ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডুনন্দন অর্জুন স্বীয় মহারথী ভ্রাতৃবৃন্দকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া স্বয়ংও বাণবর্ষণ করিতে করিতে সত্বরই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮১

তখন মহারথী রাজা দুর্য্যোধন অতিক্রততার সহিত রথ, হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে শীঘ্রই সেস্থলে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন ॥ ৮২

কৌরবগণের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া শ্বেতাশ্ববাহন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সহসা তীব্রবেগে সেইদিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৩

ভারত! এদিকে ভগদত্তও সমরাঙ্গণে সেই হাতীর দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৪

তদাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং ভগদত্তস্য মারিষ।
পঞ্চালৈঃ পাণ্ডবেয়ৈশ্চ কেকয়ৈশ্চোদ্যতায়ুধৈঃ ॥ ৮৫
ভীমসেনোঽপি সমরে তাবুভৌ কেশবার্জুনৌ।
অশ্রাবয়দ্ যথাবৃত্তমিরাবদ্বধমুত্তমম্ ॥ ৮৬

আর্য্য! সেই সময় অস্ত্রধারী পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও কেকয়সৈন্যগণের সহিত রাজা ভগদত্তের অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥৮৫

অপরদিকে ভীমসেনও সেই সময় সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই দুইজনকেই ইরাবানের বধের কথা যথাযথরূপে বলিয়া শুনাইলেন ॥ ৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভগদত্তযুদ্ধে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভগদত্তের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইরাবতো মৃত্যুনার্জুনস্য দুঃখপূর্ণখেদোক্তিঃ, ভীমসেনেন ধৃতরাষ্ট্রস্য নবপুত্রাণাং সংহারঃ, অভিমন্যুম্বষ্ঠয়োর্যুদ্ধম্, যুদ্ধস্য ভয়ানকাবস্থায়াঃ বর্ণনম্, অষ্টমদিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

পুত্রং বিনিহতং শ্রুত্বা ইরাবন্তং ধনঞ্জয়ঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টো নিঃশ্বসন্ পন্নগো যথা ॥ ১
অব্রবীৎ সমরে রাজন্ বাসুদেবমিদং বচঃ।
ইদং নূনং মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরো দৃষ্টবান্ পুরা ॥ ২
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ক্ষয়ং ঘোরং মহামতিঃ।
স ততো নিবারিতবান্ ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥ ৩
অন্যে চ বহবো বীরাঃ সংগ্রামে মধুসূদন।
নিহতাঃ কৌরবৈঃ সংখ্যে তথাস্মাভিশ্চ কৌরবাঃ ॥ ৪
অর্থহেতোর্নরশ্রেষ্ঠ ক্রিয়তে কর্ম কুৎসিতম্।
ধিগর্থান্ যৎকৃতে হ্যেবং ক্রিয়তে জ্ঞাতিসংক্ষয়ঃ ॥ ৫
অধনস্য মৃতং শ্রেয়ো ন চ জ্ঞাতিবধাদ্ ধনম্।
কিং নু প্রাপ্স্যামহে কৃষ্ণ হত্বা জ্ঞাতীন্ সমাগতান্ ॥ ৬
দুর্য্যোধনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
ক্ষত্রিয়া নিধনং যান্তি কর্ণদুর্মন্ত্রিতেন চ ॥ ৭
ইদানীঞ্চ বিজানামি সুকৃতং মধুসূদন।
কৃতং রাজ্ঞা মহাবাহো যাচতা চ সুযোধনম্ ॥ ৮

ষন্নবতিতম অধ্যায়।

[ইরাবানের মৃত্যুতে অর্জুনের দুঃখপূর্ণ খেদোক্তি, ভীমসেন কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নয় পুত্রকে সংহার, অভিমন্যু ও অম্বষ্ঠের যুদ্ধ, যুদ্ধের ভয়ানক অবস্থার বর্ণন এবং অষ্টমদিবসের যুদ্ধের সমাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! স্বীয় পুত্র ইরাবানের মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ॥ ১

রাজন্! তখন তিনি রণাঙ্গনে ভগবান্ বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন—ভগবন্! নিশ্চয়ই পরমজ্ঞানী বিদুর পূর্ব্বেই এই সব দেখিতে পাইয়াছিলেন ॥ ২

কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই ভয়ঙ্কর বিনাশ মহামতি বিদুর জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়াছিলেন ॥ ৩

মধুসূদন! আরও বহুসংখ্যক বীরকে কৌরবগণ সংগ্রামে বধ করিয়াছে এবং আমরাও বহু কৌরবসৈন্যদিগকে বধ করিয়াছি ॥ ৪

নরশ্রেষ্ঠ! ধনের জন্য এই কুৎসিত কর্ম্ম করিয়া চলিতেছি, সুতরাং ধিক্ এই ধনকে, যাহার জন্য এইভাবে জ্ঞাতিগণের সংহার করিতে হইতেছে ॥ ৫

নরশ্রেষ্ঠ! মানুষের নির্ধন হইয়া মৃত্যুবরণ করাও ভাল, তবুও জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া ধনলাভ করাকে কখনও ভাল বলিয়া মনে করি না। কৃষ্ণ! আমরা যুদ্ধের জন্য সমাগত এই জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া কি লাভ করিতে সমর্থ হইব? ৬

দুর্য্যোধনের অপরাধ এবং সুবলপুত্র শকুনি ও কর্ণের কুমন্ত্রণায় এই ক্ষত্রিয়বর্গ নিহত হইতেছে ॥ ৭

মহাবাহু মধুসূদন! রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের নিকট যে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তম কার্য্য ছিল; এই কথাই এখন আমার বোধে আসিতেছে ॥ ৮

রাজ্যার্ধং পঞ্চ বা গ্রামান্ নাকার্ষীৎ স চ দুর্মতিঃ।
দৃষ্ট্বা হি ক্ষত্রিয়ান্ শূরান্ শয়ানান্ ধরণীতলে ॥ ৯
নিন্দামি ভৃশমাত্মানং ধিগস্তু ক্ষত্রজীবিকাম্।
অশক্তমিতি মামেতে জ্ঞাস্যন্তে ক্ষত্রিয়া রণে ॥ ১০
যুদ্ধং তু মে ন রুচিতং জ্ঞাতিভির্মধুসূদন।
সঞ্চোদয় হয়ান্ শীঘ্রং ধার্তরাষ্ট্রচমূং প্রতি ॥ ১১
প্রতরিষ্যে মহাপারং ভুজাভ্যাং সমরোদধিম্।
নায়ং যাপয়িতুং কালো বিদ্যতে মাধব ক্বচিৎ ॥ ১২
এবমুক্তস্তু পার্থেন কেশবঃ পরবীরহা।
চোদয়ামাস তানশ্বান্ পাণ্ডুরান্ বাতরংহসঃ ॥ ১৩
অথ শব্দো মহানাসীৎ তব সৈন্যস্য ভারত।
মারুতোদ্ধতবেগস্য সাগরস্যেব পর্বণি ॥ ১৪
অপরাহ্ণে মহারাজ সংগ্রামঃ সমপদ্যত।
পর্জন্যসমনির্ঘোষো ভীষ্মস্য সহ পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৫

যুধিষ্ঠির অর্দ্ধেক রাজ্য অথবা পাঁচটি গ্রাম চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্মতি দুর্য্যোধন তাহা পূর্ণ করে নাই। আজ ক্ষত্রিয় বীরগণকে ধরাতলে শায়িত দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আমি নিজেরই অত্যন্ত নিন্দা করিতেছি। হায়, ক্ষত্রিয়গণের এই জীবিকাকে ধিক্কার ॥

মধুসূদন! রণস্থলে আমার মুখ হইতে এরূপ কথা শুনিয়া এই ক্ষত্রিয়গণ আমাকে অসমর্থ মনে করিবেন; কিন্তু এই জ্ঞাতিবৃন্দের সহিত যুদ্ধ করা আমার ভাল লাগিতেছে না ॥

(তথাপি আমি আপনার আদেশ অনুসারে যুদ্ধ করিব; অতএব) আপনি অতি সত্বর এই অশ্বগণকে দুর্য্যোধনের সৈন্য-বাহিনীর দিকে চালিত করুন, যাহাতে আমি স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা অতিশয় অপার রণসাগর পার হইয়া যাইতে পারি। মাধব! এই সময় কখনই বৃথা অতিবাহিত করিবার উপযুক্ত নয় ॥ ৯-১২

পৃথা-(কুন্তী)-পুত্র অর্জুন এই কথা বলিলে পর শত্রুবীরনাশী কেশব বায়ুসদৃশ বেগগামী সেই শ্বেতবর্ণের অশ্বগুলিকে চালিত করিলেন ॥ ১৩

ভারত! তদনন্তর পূর্ণিমাদি পর্ব্বকালে বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সমুদ্রের বেগ বৃদ্ধি হইলে যেরূপ তাহার ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রুতি-গোচর হয়, সেইরূপ আপনার সৈন্যবাহিনীর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ১৪

মহারাজ! অপরাহ্ণকালে পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল, যাহার ফলে তখন মেঘের গর্জনতুল্য গম্ভীর রণ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৫

ততো রাজংস্তব সুতা ভীমসেনমুপাদ্রবন্।
পরিবার্য রণে দ্রোণং বসবো বাসবং যথা ॥ ১৬
ততঃ শান্তনবো ভীষ্মঃ কৃপশ্চ রথিনাং বরঃ।
ভগদত্তঃ সুশর্মা চ ধনঞ্জয়মুপাদ্রবন্ ॥ ১৭
হার্দিক্যো বাহ্লিকশ্চৈব সাত্যকিং সমভিদ্রুতৌ।
অম্বষ্ঠকস্তু নৃপতিরভিমন্যুমবস্থিতঃ ॥ ১৮
শেষাস্ত্বন্যে মহারাজ শেষানেব মহারথান্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ১৯
ভীমসেনস্তু সংপ্রেক্ষ্য পুত্রাংস্তব জনেশ্বর।
প্রজজ্বাল রণে ক্রুদ্ধো হবিষা হব্যবাড়িব ॥ ২০
পুত্রাস্তু তব কৌন্তেয়ং ছাদয়াঞ্চক্রিরে শরৈঃ।
প্রাবৃষীব মহারাজ জলদা ইব পর্বতম্ ॥ ২১
স ছাদ্যমানো বহুধা পুত্রৈস্তব বিশাম্পতে।
সৃক্কিণী সংলিহন্ বীরঃ শার্দূল ইব দর্পিতঃ ॥ ২২

রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ ইন্দ্রকে পরিবৃত করিয়া বসুবৃন্দের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যকে পরিবৃত করিয়া ভীমসেনের উপর দ্রুত আক্রমণ করিলেন ॥ ১৬

তারপর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য ভগদত্ত এবং সুশর্ম্মা অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৭

কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লীক সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন। রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্যুর দিকে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

মহারাজ! শেষ অন্য মহারথীরা শত্রুপক্ষের শেষ মহারথী যোদ্ধাদিগের উপর আক্রমণ করিলেন। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর ও ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৯

জনেশ্বর! যেরূপ ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন, সেইরূপ রণস্থলে আপনার পুত্রগণকে দেখিয়া ভীমসেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ॥ ২০

মহারাজ! আপনার পুত্রগণ কুন্তীনন্দন ভীমসেনকে স্বীয় বাণসমূহে সেইরূপ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বতকে স্বীয় জলধারায় আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ২১

প্রজানাথ! ভরতনন্দন! আপনার পুত্রগণের দ্বারা বারংবার বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত হইতে থাকিলে ক্রোধের সহিত নিজ মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা চাটিতে চাটিতে সিংহসদৃশ শৌর্য্যের

বৃ্যঢ়োরস্কং ততো ভীমঃ পাতয়ামাস ভারত।
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন সোঽভবদ্ গতজীবিতঃ॥ ২৩
অপরেণ তু ভল্লেন পীতেন নিশিতেন তু।
অপাতয়ৎ কুণ্ডলিনং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা॥ ২৪
ততঃ সুনিশিতান্ পীতান্ সমাদত্ত শিলীমুখান্।
সসর্জ ত্বরয়া যুক্তঃ পুত্রাংস্তে প্রাপ্য মারিষ॥ ২৫
প্রেষিতা ভীমসেনেন শরাস্তে দৃঢ়ধন্বনা।
অপাতয়স্ত পুত্রাংস্তে রথেভ্যঃ সুমহারথান্॥ ২৬
অনাধৃষ্টিং কুণ্ডভেদিং বৈরাটং দীর্ঘলোচনম্।
দীর্ঘবাহুং সুবাহুঞ্চ তথৈব কনকধ্বজম্॥ ২৭
প্রপতন্ত স্ম বীরাস্তে বিরেজুর্ভরতর্ষভ।
বসন্তে পুষ্পশবলাশ্চূতাঃ প্রপতিতা ইব॥ ২৮
ততঃ প্রদুদ্রুবুঃ শেষাস্তব পুত্রা মহাহবে।
তং কালমিব মন্যন্তো ভীমসেনং মহাবলম্॥ ২৯
দ্রোণস্তু সমরে বীরং নির্দহন্তং সুতাস্তব।
যথাদ্রিং বারিধারাভিঃ সমন্তাদ্ ব্যকিরচ্ছরৈঃ॥ ৩০
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম কুন্তীপুত্রস্য পৌরুষম্।
দ্রোণেন বার্য্যমাণোঽপি নিজঘ্নে যৎ সুতাংস্তব॥ ৩১
যথা গোবৃষভো বর্ষং সন্ধারয়তি খাৎ পতৎ।
ভীমস্তথা দ্রোণমুক্তং শরবর্ষমদীধরৎ॥ ৩২
অদ্ভুতঞ্চ মহারাজ তত্র চক্রে বৃকোদরঃ।
যৎ পুত্রাংস্তেঽবধীৎ সংখ্যে দ্রোণং চৈব ন্যবারয়ৎ॥ ৩৩
পুত্রেষু তব বীরেষু চিক্রীড়ার্জুনপূর্বজঃ।
মৃগেম্বিব মহারাজ চরন্ ব্যাঘ্রো মহাবলঃ॥ ৩৪
যথা হি পশুমধ্যস্থো দারয়েত পশূন্ বৃকঃ।
বৃকোদরস্তব সুতাংস্তথা ব্যদ্রাবয়দ্ রণে॥ ৩৫

অভিমান পোষণকারী বীর ভীমসেন একটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণে আপনার পুত্র ব্যূঢ়োরস্ককে ভূপাতিত করিলেন। তখন তিনি জীবনহীন হইয়া পড়িলেন॥ ২২-২৩

তারপর যেরূপ সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে নিহত করিয়া ধরাশায়ী করে, সেইরূপ ভীমসেন অপর একটি পীতবর্ণের তীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে আপনার পুত্র কুণ্ডলীকে ধরাশায়ী করিলেন। ২৪

আর্য্য! তাহার পর ভীমসেন অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ ও পীতবর্ণের বাণ হস্তে ধারণ করিলেন এবং সেগুলিকে আপনার পুত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ২৫

সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধারী ভীমসেন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণগুলি আপনার বহু মহারথী বীর পুত্রকে রথসকল হইতে ভূপাতিত করিল। ২৬

সেই সব পুত্রের নাম হইল—অনাধৃষ্টি, কুণ্ডভেদি, বৈরাট, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু এবং কনকধ্বজ।২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সব বীরগণ তখন ভূপাতিত হইয়া বসন্ত ঋতুতে ভূপতিত এবং পুষ্পিত আম্রবৃক্ষসমূহের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। ২৮

সেই সময় আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ মহাশক্তিধর ভীমসেনকে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ মনে করিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। ২৯

তখন বীর ভীমসেন যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার পুত্রগণকে দগ্ধ করিতে থাকিলে, দ্রোণাচার্য্য তাহার উপর চারিদিক্ হইতে সেই রূপ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ৩০

মহারাজ! সেই সময় আমি কুন্তীপুত্র ভীমসেনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। যদিও দ্রোণাচার্য্য বাণবর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে তখন নিবারিত করিয়াছিলেন, তথাপিও তিনি আপনার পুত্রদিগকে বধ করিলেন। ৩১

যেরূপ কোন বৃষ আকাশ হইতে পতিত জলবর্ষণকে স্বীয় শরীরে শান্তভাবে ধারণ ও সহ্য করে, সেইরূপ ভীমসেনও দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণবর্ষণ নিজ শরীরে ধারণ করিলেন। ৩২

মহারাজ! ভীমসেন সেই রণাঙ্গনে আপনার পুত্রগণকে ত' বধ করিলেনই, তাহার উপর সেই সময় তিনি দ্রোণাচার্য্যেরও অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভীমসেন তখন এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম করিয়াছিলেন। ৩৩

রাজন্! যেরূপ মহাবল ব্যাঘ্র মৃগগণের দলের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনের পূর্ব্বে জাত ভীমসেনও আপনার বীর পুত্রগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৪

যেরূপ বৃক (ব্যাঘ্রবিশেষ—নেকড়ে বাঘ) পশুদের মধ্যে থাকিয়াই তাহাদের বিদীর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনও রণাঙ্গনে আপনার পুত্রগণের মধ্যে থাকিয়াই তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ৩৫

গাঙ্গেয়ো ভগদত্তশ্চ গৌতমশ্চ মহারথাঃ।
পাণ্ডবং রভসং যুদ্ধে বারয়ামাসুরর্জুনম্ ॥ ৩৬
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য তেষাং সোঽতিরথো রণে।
প্রবীরাংস্তব সৈন্যেষু প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ৩৭
অভিমন্যুস্তু রাজানমম্বষ্ঠং লোকবিশ্রুতম্।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং বারয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৩৮
বিরথো বধ্যমানস্তু সৌভদ্রেণ যশস্বিনা।
অবপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণমম্বষ্ঠো বসুধাধিপঃ ॥ ৩৯
অসিং চিক্ষেপ সমরে সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ।
আরুরোহ রথং চৈব হার্দিক্যস্য মহাবলঃ। ৪০
আপতন্তং তু নিস্ত্রিংশং যুদ্ধমার্গবিশারদঃ।
লাঘবাদ্ ব্যংসয়ামাস সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥ ৪১
ব্যংসিতং বীক্ষ্য নিস্ত্রিংশং সৌভদ্রেণ রণে তদা।
সাধু সাধ্বিতি সৈন্যানাং প্রণাদোঽভূদ্ বিশাম্পতে ॥ ৪২
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখাস্ত্বন্যে তব সৈন্যমযোধয়ন্।
তথৈব তাবকাঃ সর্বে পাণ্ডুসৈন্যমযোধয়ন্ ॥ ৪৩
তত্রাক্রন্দো মহানাসীৎ তব তেষাঞ্চ ভারত।
(পাণ্ডবানাঞ্চ রাজেন্দ্র সৈনিকানাং সুদারুণঃ)
নিঘ্নতাং দৃঢ়মন্যোন্যং কুর্বতাং কর্ম দুষ্করম্ ॥ ৪৪
অন্যোন্যং হি রণে শূরাঃ কেশেষ্বাক্ষিপ্য মানিনঃ।
নখদন্তৈরযুধ্যন্ত মুষ্টিভির্জানুভিস্তথা ॥ ৪৫
তলৈশ্চৈবাথ নিস্ত্রিংশৈর্বাহুভিশ্চ সুসংস্থিতৈঃ।
বিবরং প্রাপ্য চান্যোন্যমনয়ন্ যমসাদনম্ ॥ ৪৬
ন্যহনচ্চ পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা।
ব্যাকুলীকৃতসর্বাঙ্গা যুযুধুস্তত্র মানবাঃ ॥ ৪৭
রণে চারূণি চাপানি হেমপৃষ্ঠানি মারিষ।
হতানামপবিদ্ধানি কলাপাশ্চ মহাধনাঃ ॥ ৪৮
জাতরূপময়ৈঃ পুঙ্খৈ রাজতৈর্নিশিতাঃ শরাঃ।
তৈলধৌতা ব্যরাজন্ত নির্মুক্তভুজগোপমাঃ ॥ ৪৯

অপরদিকে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, ভগদত্ত এবং কৃপাচার্য্য—এই তিন মহারথী যুদ্ধে সবেগে অগ্রগমনকারী পাণ্ডুতনয় অর্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

কিন্তু অতিরথী বীর অর্জুন রণাঙ্গনে তাঁহার অস্ত্রসমূহের দ্বারা ইঁহাদের অস্ত্রসকল নিবারণ করিয়া আপনার সৈন্যদের প্রধান প্রধান বীরগণের যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ৩৭

অভিমন্যু রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকবিখ্যাত রাজা অম্বষ্ঠকে নিজ সায়কসমূহে রথহীন করিয়া তাঁহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। ৩৮

যশস্বী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকর্তৃক পীড়িত ও রথহীন হইয়া রাজা অম্বষ্ঠ নিজ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং মহাত্মা সুভদ্রাকুমারের উপর তিনি সেই রণস্থলে তরবারি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর তিনি মহাবল নরপতি কৃতবর্ম্মার রথের উপর যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৯-৪০

যুদ্ধের পরিচালনাদি মার্গবিষয়ে কুশল এবং শত্রুবীরগণের সংহারকারী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু নিজের দিকে আগত অম্বষ্ঠের সেই তরবারিকে স্বীয় নৈপুণ্যবশতঃ নিষ্ফল করিয়া দিলেন। ৪১

প্রজানাথ! সেই সময় রণক্ষেত্রে অম্বষ্ঠের নিক্ষিপ্ত তরবারিকে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকর্তৃক নিষ্ফল হইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণের মুখ হইতে "সাধু সাধু" বাক্য ধ্বনিত হইতে লাগিল।৪২

তারপর ধৃষ্টদ্যুম্নাদি অন্য মহারথীরা আপনার সৈন্যগণের সহিত এবং আপনার প্রধান সৈন্যরা পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৩

ভারত! রাজেন্দ্র! তখন পরস্পর পরস্পরের উপর সুদৃঢ় প্রহার করিতে এবং দুষ্কর পরাক্রমকারী আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৪৪

বহু শৌর্য্যশালী বীর সেই রণাঙ্গনে পরস্পর পরস্পরের কেশ ধারণ করত নখ, দাঁত, মুষ্টি ও জানুর প্রহার করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৪৫

অবসর পাইয়া তাঁহারা করতল, তরবারি এবং সুদৃঢ় বাহু দ্বারাও পরস্পর পরস্পরকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ৪৬

সেই যুদ্ধে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে নিহত করিতে লাগিলেন। যদিও সকল সৈন্যের সব অঙ্গই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৭

আর্য্য! সেই রণাঙ্গনে নিহত নরপতিগণের সুবর্ণময় পৃষ্ঠ-বিভূষিত সুন্দর ধনু এবং বহুমূল্য তরবারি এখানে সেখানে পড়িয়াছিল। ৪৮

স্বর্ণ অথবা রজত পক্ষযুক্ত এবং তৈলধৌত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ খোলোসমুক্ত সর্পতুল্য শোভা পাইতে লাগিল। ৪৯

হস্তিদন্ত-ৎসরূন্ খড়্গান্ জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
চর্ম্মাণি চাপবিদ্ধানি রুক্মচিত্রাণি ধন্বিনাম্॥ ৫০
সুবর্ণবিকৃতপ্রাসান্ পট্টিশান্ হেমভূষিতান্।
জাতরূপময়াশ্চর্ষ্টীঃ শক্তীশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ॥ ৫১
সুসন্নাহাশ্চ পতিতা মুসলানি গুরূণি চ।
পরিঘান্ পট্টিশাংশ্চৈব ভিন্দিপালাংশ্চ মারিষ॥ ৫২
পতিতান্ বিবিধাংশ্চাপাংশ্চিত্রান্ হেমপরিষ্কৃতান্।
কুথা বহুবিধাকারাশ্চামরান্ ব্যজনানি চ॥ ৫৩
নানাবিধানি শস্ত্রাণি প্রগৃহ্য পতিতা নরাঃ।
জীবন্ত ইব দৃশ্যন্তে গতসত্ত্বা মহারথাঃ॥ ৫৪
গদাবিমথিতৈর্গাত্রৈর্মুসলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ।
গজবাজিরথক্ষুণ্ণাঃ শেরতে স্ম নরাঃ ক্ষিতৌ॥ ৫৫
তথৈবাশ্ব-নৃ-নাগানাং শরীরৈর্বিবভৌ তদা।
সঞ্ছন্না বসুধা রাজন্ পর্ব্বতৈরিব সর্ব্বশঃ॥ ৫৬

আমরা দেখিলাম—রণভূমিতে ধনুর্দ্ধর বীরগণের তরবারি ও ঢাল নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তরবারিসকলে হাতীর দাঁতের মুষ্টি সংযুক্ত ছিল এবং তাহাদের নানাস্থানে সুবর্ণ জড়ান ছিল। এই প্রকার ঢালসকলে সুবর্ণময় বিচিত্র তারকাসমূহ চিত্রিত ছিল দেখা যাইল॥ ৫০

সুবর্ণভূষিত প্রাস, স্বর্ণজটিত পট্টিশ, স্বর্ণনির্ম্মিত ঋষ্টি এবং স্বর্ণভূষিত উজ্জ্বল শক্তিসমূহ যেখানে সেখানে পড়িয়াছিল॥ ৫১

আর্য্য! সেখানে বহু সুন্দর কবচও পতিত আছে। অতিশয় ভারী মুসল, পরিঘ, পট্টিশ এবং বহু ভিন্দিপালও এদিকে ওদিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে॥ ৫২

নানাপ্রকার বিচিত্র এবং স্বর্ণভূষিত বহু ধনু পতিত আছে। হস্তীর পৃষ্ঠে পাতিত (বিছান) নানাবিধ কম্বল, চামর এবং ব্যজনও যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে॥ ৫৩

নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র হাতে লইয়া পৃথিবীতে পতিত প্রাণহীন মহারথী সৈন্যরা যেন তখনও জীবিত আছেন বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল॥ ৫৪

বহু সৈন্যের শরীর গদার আঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছে এবং বহু মানুষ, অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহ হইতে ভূপাতিত হইয়া জীবনত্যাগ করত ভূতলশায়ী রহিয়াছে॥ ৫৫

রাজন্! এইরূপ অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণের মৃত-শরীরে সমগ্র রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া সেই সময় পর্ব্বতসকলে আচ্ছাদিত হওয়ার ন্যায় মনে হইতেছিল॥ ৫৬

সমরে পতিতৈশ্চৈব শক্ত্যৃষ্টিশরতোমরৈঃ।
নিস্ত্রিংশৈঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈরয়স্কুন্তৈঃ পরশ্বধৈঃ॥ ৫৭
পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শতঘ্নীভিশ্চ মারিষ।
শরীরৈঃ শস্ত্রনির্ভিন্নৈঃ সমাস্তীর্য্যত মেদিনী॥ ৫৮
বিশব্দৈরল্পশব্দৈশ্চ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ।
গতাসুভিরমিত্রঘ্ন বিবভৌ নিচিতা মহী॥ ৫৯
সতলত্রৈঃ সকেয়ূরৈর্বাহুভিশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ।
হস্তিহস্তোপমৈশ্ছিন্নৈরুরুভিশ্চ তরস্বিনাম্॥ ৬০
বদ্ধচূড়ামণিবরৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
কবচৈঃ শোণিতাদিগ্ধৈর্বিপ্রকীর্ণৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ॥ ৬১
ররাজ সুভৃশং ভূমিঃ শান্তার্চির্ভিরিবানলৈঃ॥ ৬২
বিপ্রবিদ্ধৈঃ কলাপৈশ্চ পতিতৈশ্চ শরাসনৈঃ।
বিপ্রকীর্ণৈঃ শরৈশ্চৈব রুক্মপুঙ্খৈঃ সমন্ততঃ॥৬৩

আর্য্য! সমরাঙ্গণে পতিত বাণ, তোমর, শক্তি, ঋষ্টি, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহনির্ম্মিত বরশা, পরশু, ভিন্দিপাল এবং শতঘ্নী (তোপ)—এই সমস্ত অস্ত্র ও ইহাদের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া বহু মৃত শরীর সারা রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল॥ ৫৭-৫৮

শত্রুনাশক মহারাজ! সেখানে ভূতলে এরূপ কিছু ব্যক্তি পতিত হইয়াছিল, যাহাদের মুখ হইতে কোন শব্দই বাহির হয় নাই। এরূপ কিছু ব্যক্তি ছিল, যাহাদের মুখ হইতে অল্প শব্দ প্রকাশ হইতেছিল। প্রায় সকল ব্যক্তিই তখন রক্তাপ্লুত ছিল এবং বহু এরূপ দেহ পড়িয়াছিল, যাহারা নিষ্প্রাণ ছিল। এই সবে সেখানকার ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল॥ ৫৯

ভারত! রণভূমিতে পতিত বৃষভতুল্য সুদীর্ঘ নয়নবিশিষ্ট, বেগগামী বীরগণের বহু তলত্র (দস্তানা), কেয়ূরযুক্ত এবং চন্দনচর্চ্চিত বাহুসকল, হস্তিশুণ্ডতুল্য প্রতীয়মান ছিন্ন-ভিন্ন জঙ্ঘাসমূহ এবং উত্তম চূড়ামণি-(মুকুট)-বদ্ধ ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তকশ্রেণীতে সেই রণভূমি অদ্ভুত শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল॥ ৬০-৬১

রক্তলিপ্ত হইয়া এদিকে ওদিকে পতিত সুবর্ণময় কবচসমূহে এই যুদ্ধক্ষেত্র এরূপ অতিশয় শোভা পাইতেছিল যে, যেন শিখাহীন অগ্নি স্থানে স্থানে পতিত আছে॥ ৬২

চারিদিকে বহু তূণীর পতিত ছিল, বহু ধনুও পড়িয়াছিল এবং স্বর্ণনির্ম্মিত পক্ষভূষিত বহু বাণও চারিদিকে লুণ্ঠিত ছিল॥ ৬৩

রথৈশ্চ সর্বতো ভগ্নৈঃ কিঙ্কিণীজালভূষিতৈঃ।
বাজিভিশ্চ হতৈর্বাণৈঃ স্রস্তজিহ্বৈঃ সশোণিতৈঃ ॥৬৪
অনুকর্ষৈঃ পতাকাভিরুপাসঙ্গৈর্ধ্বজৈরপি।
প্রবীরাণাং মহাশঙ্খৈর্বিপ্রকীর্ণৈশ্চ পাণ্ডুরৈঃ ॥ ৬৫
স্রস্তহস্তৈশ্চ মাতঙ্গৈঃ শয়ানৈর্বিবভৌ মহী।
নানারূপৈরলঙ্কারৈঃ প্রমদেবাভ্যলঙ্কৃতা ॥ ৬৬
দন্তিভিশ্চাপরৈস্তত্র স প্রাসৈর্গাঢ়বেদনৈঃ।
করৈঃ শব্দং বিমুঞ্চন্তিঃ শীকরঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৭
বিবভৌ তদ্ রণস্থানং স্যন্দমানৈরিবাচলৈঃ।
নানারাগৈঃ কম্বলৈশ্চ পরিস্তোমৈশ্চ দন্তিনাম্ ॥৬৮
বৈদূর্য্যমণিদণ্ডৈশ্চ পতিতৈরঙ্কুশৈঃ শুভৈঃ।
ঘণ্টাভিশ্চ গজেন্দ্রাণাং পতিতাভিঃ সমন্ততঃ ॥৬৯
বিপাটিতবিচিত্রাভিঃ কুথাভিরঙ্কুশৈস্তথা।
গ্রৈবেয়ৈশ্চিত্ররূপৈশ্চ রুক্মকক্ষ্যাভিরেব চ ॥ ৭০

সর্ব্বদিকেই ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহের জালে বিভূষিত বহু রথ ভগ্না-বস্থায় পরিত্যক্ত ছিল। এই রণাঙ্গনে বাণসমূহের আঘাতে মৃত বহু অশ্ব রক্তাপ্লুত হইয়া জিভ বাহির করত পড়িয়াছিল ॥ ৬৪

অনুকর্ষ (রথের কাষ্ঠবিশেষ অথবা লাগাম), পতাকা, উপাসঙ্গ (তূণ), ধ্বজ এবং প্রধান প্রধান বীরগণের শ্বেতবর্ণের বড় বড় শঙ্খগুলিও চারিদিকে বিস্তীর্ণ ছিল ॥ ৬৫

যাহাদের শুণ্ড কর্ত্তিত হইয়াছিল, এরূপ মদমত্ত বহু হস্তী ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। এই সবের দ্বারা সেই রণভূমি নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা যুবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥৬৬

বহু দন্তবিশিষ্ট হাতী শরীরের মধ্যে প্রাস-অস্ত্র প্রবিষ্ট হওয়ায় গভীর ব্যথায় শুণ্ডের দ্বারা বারংবার চীৎকার করিতেছিল এবং জলকণা মোচন করিতেছিল ॥ ৬৭

এই কারণে সেই রণাঙ্গন তখন জলস্রোতবাহী পর্ব্বতসকলে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে হইতেছিল। সেখানে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট বহু কম্বল, হস্তিগণের পৃষ্ঠে বিছান ঝালর এবং বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত দণ্ডযুক্ত সুন্দর অঙ্কুশ পতিত ছিল ॥

চারিদিকেই গজরাজগণের ঘণ্টা পতিত ছিল। হস্তীদিগের পৃষ্ঠে পাতিত ও বিদীর্ণ বিচিত্র বহু কম্বল এবং অঙ্কুশ স্থানে স্থানে ভূপাতিত ছিল। কণ্ঠদেশের বিচিত্র আভরণ এবং স্বর্ণনির্ম্মিত রজ্জু নানাস্থানে পড়িয়াছিল ॥ ৬৮-৭০

বহু খণ্ডে খণ্ডিত যন্ত্রসমূহ, সুবর্ণময় তোমর, ধূলিতে কপিলবর্ণ-

যন্ত্রৈশ্চ বহুধাচ্ছিন্নৈস্তোমরৈশ্চাপি কাঞ্চনৈঃ।
অশ্বানাং রেণুকপিলৈ রুক্মচ্ছন্নৈরুরশ্ছদৈঃ ॥ ৭১
সাদিনাং ভুজগৈশ্ছিন্নৈঃ পতিতৈঃ সাঙ্গদৈস্তথা।
প্রাসৈশ্চ বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিমলাভিস্তথার্চ্চিভিঃ ॥৭২
উষ্ণীষৈশ্চ তথাচিত্রৈর্বিপ্রবিদ্ধৈস্ততস্ততঃ।
বিচিত্রৈর্বাণবর্ষৈশ্চ জাতরূপপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ৭৩
অশ্বাস্তরপরিস্তোমৈ রাঙ্কবৈর্মৃদিতৈস্তথা।
নরেন্দ্রচূড়ামণিভির্বিচিত্রৈশ্চ মহাধনৈঃ ॥ ৭৪
ছত্রৈস্তথাপবিদ্ধৈশ্চ চামরৈর্ব্যজনৈরপি।
পদ্মেন্দুদ্যুতিভিশ্চৈব বদনৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ ॥ ৭৫
কৢপ্তশ্মশ্রুভিরত্যর্থং বীরাণাং সমলঙ্কৃতৈঃ।
অপবিদ্ধৈর্মহারাজ সুবর্ণোজ্জ্বলকুণ্ডলৈঃ ॥ ৭৬
গ্রহনক্ষত্রশবলা দ্যৌরিবাসীদ্ বসুন্ধরা।
এবমেতে মহাসেনে মৃদিতে তত্র ভারত ॥৭৭

রূপে প্রতীয়মান অশ্বগণকে আবৃত করিয়া রাখিবার স্বর্ণনির্ম্মিত বহু কবচ, অঙ্গদ সহ অশ্বারোহীদের হস্তে ধৃত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল প্রাস এবং নির্ম্মল ঋষ্টিসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে ॥ ৭১-৭২

স্থানে স্থানে পতিত বিচিত্র বহু উষ্ণীষ (পাগড়ী প্রভৃতি), জলবর্ষণের ন্যায় বর্ষিত স্বর্ণভূষিত নানাপ্রকার বাণসমূহ, অশ্বগণের পৃষ্ঠাস্তরণের জন্য রঙ্কুমৃগের মৃদু চর্ম্মনির্ম্মিত আসনসকল, যাহারা খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং নরপতিগণের মুকুটে আরব্ধ বহুমূল্য ও বিচিত্র মণিরত্নসমূহ চারিদিকে ছড়াইয়া আছে ॥ ৭৩-৭৪

এদিকে ওদিকে পতিত নৃপগণের ছত্র, চামর, ব্যজন, বীর যোদ্ধাদিগের মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, কমল ও চন্দ্রতুল্য প্রভামণ্ডিত শ্মশ্রু (মোচ ও দাড়ি)-সংযুক্ত এবং বিভূষিত ছিন্ন মস্তকসমূহ—যাহাদের মধ্যে সুন্দর কুণ্ডল সুশোভিত ছিল, চারি-দিকে বিক্ষিপ্তভাবে পতিত আছে। মহারাজ! এই সব বস্তুতে আচ্ছাদিত হইয়া সেখানকার রণভূমি গ্রহ ও নক্ষত্রগণে পরিপূর্ণ আকাশের ন্যায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥

ভারত! এইরূপে আপনার ও পাণ্ডবগণের উভয়পক্ষেরই বিশাল সৈন্যবাহিনী পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধস্থলে বিধ্বস্ত হইতে থাকিল ॥

পরস্পরং সমাসাদ্য তব তেষাঞ্চ সংযুগে।
তেষু শ্রান্তেষু ভগ্নেষু মৃদিতেষু চ ভারত ॥ ৭৮
রাত্রিঃ সমভবদ্ তত্র নাপশ্যাম ততোঽনুগান্।
ততোঽবহারং সৈন্যানাং প্রচক্রুঃ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥৭৯
রজনীমুখে সুরৌদ্রে তু বর্ত্তমানে মহাভয়ে।

ভরতনন্দন! সেই সময় যখন অধিকাংশ সৈনিক পরিশ্রান্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, বহু যোদ্ধা অবলুপ্ত হইল, রাত্রি হইয়া আসিল এবং আমরা আমাদের অনুগামীদিগকে দেখিতে পাইলাম না, তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ সৈন্য দিগকে প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। ৭৮-৭৯

অবহারং ততঃ কৃত্বা সহিতাঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
ন্যবিশন্তং যথাকালং গত্বা স্বশিবিরং তদা ॥ ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি অষ্টমদিবসযুদ্ধাবহারে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

পুনরায় সেই মহাভয়ানক এবং অত্যন্ত ঘোরতর প্রদোষকালে কৌরব ও পাণ্ডবগণ একসঙ্গে নিজ নিজ সৈন্যদিগকে প্রত্যাহার করিয়া লইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৮০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে অষ্টমদিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিষয়ক ষণ্ণবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বীয়মন্ত্রিভিঃ সহ পরামৃশ্য পাণ্ডবানাং বধায় কর্ণমাজ্ঞাপয়িতুং কিংবা যুদ্ধং কর্ত্তুং ভীষ্মং প্রতি দুর্য্যোধনস্যানুরোধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
দুঃশাসনশ্চ পুত্রস্তে সূতপুত্রশ্চ দুর্জয়ঃ ॥ ১
সমাগম্য মহারাজ মন্ত্রং চক্রুর্বিবক্ষিতম্।
কথং পাণ্ডুসুতাঃ সংখ্যে জেতব্যাঃ সগণা ইতি ॥ ২
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সর্ব্বাংস্তানাহ মন্ত্রিণঃ।
সূতপুত্রং সমাভাষ্য সৌবলঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৩

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

[স্বীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্য্যোধনের পাণ্ডবগণকে বধ করিতে অথবা কর্ণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিবার জন্য ভীষ্মের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, সুবলপুত্র শকুনি, আপনার পুত্র দুঃশাসন ও দুর্জ্জয় বীর সূতপুত্র কর্ণ—ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া অভীষ্ট কার্য্য-বিষয়ে গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মন্ত্রণার মুখ্য বিষয় ছিল—পাণ্ডবগণকে অনুগামীদিগের সহিত কিভাবে যুদ্ধে পরাজিত করা যায়? ১-২

সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্র কর্ণ এবং মহাবল শকুনিকে সম্বোধন করিয়া সেই সব মন্ত্রিবর্গকে বলিলেন। ৩

দ্রোণো ভীষ্মঃ কৃপঃ শল্যঃ সৌমদত্তিশ্চ সংযুগে।
ন পার্থান্ প্রতিবাধন্তে ন জানে তচ্চ কারণম্ ॥ ৪
অবধ্যমানাস্তে চাপি ক্ষপয়ন্তি বলং মম।
সোঽস্মি ক্ষীণবলঃ কর্ণ ক্ষীণশস্ত্রশ্চ সংযুগে ॥ ৫
(ত্বয়ি যুদ্ধবিমুখে চাপি জিতশ্চাস্মি হি পাণ্ডবৈঃ।
দ্রোণস্য প্রমুখে বীরা হতাস্তে ভ্রাতরো মম ॥
ভীমসেনেন রাধেয় মম চৈবানুপশ্যতঃ।)
নিকৃতঃ পাণ্ডবৈঃ শূরৈরবধ্যৈর্দৈবতৈরপি।

বন্ধুগণ! দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, শল্য এবং ভূরিশ্রবা—ইঁহারা সকলে যুদ্ধে কুন্তীপুত্রগণের কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না। ইহার কোন কারণই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ৪

সেই পাণ্ডবগণ নিজেরা অবধ্য হইয়া সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছে। কর্ণ! এই রূপে যুদ্ধে আমার সৈন্য ও অস্ত্রসকল ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ৫

(রাধানন্দন! তুমি যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছ, (সেই জন্য পাণ্ডবেরা আমাকে পরাজিত করিতেছে। দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখেই আমার সাক্ষাতে ভীমসেন আমার বীর ভ্রাতৃবর্গকে নিহত করিয়াছে।)

সোঽহং সংশয়মাপন্নঃ প্রহরিষ্যে কথং রণে ॥ ৬
(এবমুক্তস্তু রাধেয়ো দুর্য্যোধনমরিন্দমম্)
তমব্রবীন্মহারাজং সূতপুত্রো নরাধিপম্।
কর্ণ উবাচ।
মা শোচ ভরতশ্রেষ্ঠ করিষ্যেঽহং প্রিয়ং তব ॥ ৭
ভীষ্মঃ শান্তনবস্তূর্ণমপযাতু মহারণাৎ।
নিবৃত্তে যুধি গাঙ্গেয়ে ন্যস্তশস্ত্রে চ ভারত ॥ ৮
অহং পার্থান্ হনিষ্যামি সহিতান্ সর্বসোমকৈঃ।
পশ্যতো যুধি ভীষ্মস্য শপে সত্যেন তে নৃপ ॥ ৯
পাণ্ডবেষু দয়াং নিত্যং স হি ভীষ্মঃ করোতি বৈ।
অশক্তশ্চরণে ভীষ্মো জেতুমেতান্ মহারথান্ ॥ ১০
অভিমানী রণে ভীষ্মো নিত্যং চাপি রণপ্রিয়ঃ।
স কথং পাণ্ডবান্ যুদ্ধে জেষ্যতে তাত সঙ্গতান্ ॥ ১১
স ত্বং শীঘ্রমিতো গত্বা ভীষ্মস্য শিবিরং প্রতি।
অনুমান্য গুরুং বৃদ্ধং শস্ত্রং ন্যাসয় ভারত ॥ ১২

ন্যস্তশস্ত্রে ততো ভীষ্মে নিহতান্ পশ্য পাণ্ডবান্।
ময়ৈকেন রণে রাজন্ সসুহৃদ্গণবান্ধবান্ ॥ ১৩
(এবমুক্তস্তু কর্ণেন পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং তত্র দুঃশাসনমিদং বচঃ ॥ ১৪
অনুযাত্রং যথা সর্বং সজ্জীভবতি সর্বশঃ।
দুঃশাসন তথা ক্ষিপ্রং সর্বমেবোপপাদয় ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ কর্ণমাহ জনেশ্বরঃ।
অনুমান্য রণে ভীষ্মমেষোঽহং দ্বিপদাং বরম্ ॥ ১৬
আগমিষ্যে ততঃ ক্ষিপ্রং ত্বৎসকাশমরিন্দম।
অপক্রান্তে ততো ভীষ্মে প্রহরিষ্যসি সংযুগে ॥ ১৭
নিষ্পপাত ততস্তূর্ণং পুত্রস্তব বিশাম্পতে।
সহিতো ভ্রাতৃভিস্তৈস্তু দেবৈরিব শতক্রতুঃ ॥ ১৮
ততস্তং নৃপশার্দূলং শার্দূলসমবিক্রমম্।
আরোহয়দ্ধয়ং তূর্ণং ভ্রাতা দুঃশাসনস্তদা ॥ ১৯

পাণ্ডবেরা শৌর্য্যশালী বীর ও দেবতাগণের অবধ্য। তাহাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া আমি আজ জীবনের সংশয়ে পতিত হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় আমি রণস্থলে কিরূপে যুদ্ধ করিব? ৬

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূতপুত্র কর্ণ শত্রুদমন নরনাথ মহারাজ দুর্য্যোধনকে এরূপ বলিলেন। কর্ণ বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! শোক করিও না। আমি তোমার প্রিয় কার্য্য করিব, কিন্তু শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এই মহাসংগ্রাম হইতে অতি সত্বর অপসৃত হউন ॥

ভরতবংশধর নৃপ! যখন এই যুদ্ধে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, তখনই আমি তোমাকে সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ভীষ্মের সাক্ষাতেই আমি সমস্ত সোমকদিগের সহিত একত্রে মিলিত পাণ্ডবগণকে বধ করিব ॥ ৭-৯

ভীষ্ম সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণকে দয়া করিয়া থাকেন, অতএব যুদ্ধে তিনি এই মহারথী পাণ্ডবগণকে জয় করিতে অসমর্থ ॥ ১০

তাত! যদিও ভীষ্ম যুদ্ধে অভিমানী এবং সর্ব্বদাই রণপ্রিয়, তথাপি পাণ্ডবগণের উপর দয়াবশতঃ তিনি কিভাবে যুদ্ধে তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন? ১১

ভারত! অতএব তুমি শীঘ্রই এখান হইতে ভীষ্মের শিবিরে যাইয়া তোমার পূজনীয় বৃদ্ধ পিতামহকে অনুনয়-বিনয় করিয়া অস্ত্রত্যাগ করাও ॥ ১২

রাজন্! ভীষ্ম অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দিলেই পাণ্ডবগণ কেবল একাকী আমার দ্বারাই সুহৃদ্ ও বন্ধু-বান্ধববর্গের সহিত নিহত হইয়াছে বলিয়াই মনে কর ॥ ১৩

কর্ণ এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সে-স্থলেই স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে এই কথা বলিলেন,—দুঃশাসন! তুমি শীঘ্র সর্ব্বতোভাবে এরূপ ব্যবস্থা কর, যাহাতে যাত্রা-বিষয়ে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী সজ্জিত থাকে ॥ ১৪-১৫

রাজন্! দুঃশাসনকে এই কথা বলিয়া জনেশ্বর দুর্য্যোধন কর্ণকে বলিলেন,—শত্রুদমন! আমি মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য স্বীকৃত করাইয়া এখনই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব। ভীষ্ম যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইলে তুমি অবশ্যই রণাঙ্গনে শত্রুগণকে প্রহার করিবে ॥ ১৬-১৭

প্রজানাথ! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি সত্বরই স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। তখন মনে হইতে লাগিল—যেন ইন্দ্র দেবতাবৃন্দের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১৮

সেই সময়ে ভ্রাতা দুঃশাসন স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিংহতুল্য পরাক্রমী নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে এক অশ্বের উপর আরোহণ করাইলেন ॥ ১৯

অঙ্গদী বদ্ধমুকুটো হস্তাভরণবান্ নৃপ।
ধার্তরাষ্ট্রো মহারাজ বিবভৌ স পথি ব্রজন্ ॥ ২০
ভণ্ডীপুষ্পনিকাশেন তপনীয়নিভেন চ।
অনুলিপ্তঃ পরাধ্যেন চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥ ২১
অরজোঽম্বরসংবীতঃ সিংহখেলগতির্নৃপ।
শুশুভে বিমলার্চিমান্ নভসীব দিবাকরঃ ॥ ২২
তং প্রয়ান্তং নরব্যাঘ্রং ভীষ্মস্য শিবিরং প্রতি।
অনুজগ্মুর্মহেষ্বাসাঃ সর্বলোকস্য ধন্বিনঃ ॥ ২৩
ভ্রাতরশ্চ মহেষ্বাসাস্ত্রিদশা ইব বাসবম্।
হয়ানন্যে সমারুহ্য গজানন্যে চ ভারত ॥ ২৪
রথানন্যে নরশ্রেষ্ঠং পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ।
আত্তশস্ত্রাশ্চ সুহৃদো রক্ষণার্থং মহীপতে ॥ ২৫
প্রাদুর্বভূবুঃ সহিতাঃ শক্রস্যেবামরা দিবি।
স পূজ্যমানঃ কুরুভিঃ কৌরবাণাং মহাবলঃ ॥ ২৬
প্রযযৌ সদনং রাজা গাঙ্গেয়স্য যশস্বিনঃ।
অন্বীয়মানঃ সততং সোদরৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ২৭
দক্ষিণং দক্ষিণঃ কালে সম্ভৃত্য স্বভুজং তদা।
হস্তিহস্তোপমং শৈক্ষং সর্বশত্রুনিবর্হণম্ ॥ ২৮
প্রগৃহ্ণন্নঞ্জলীন্ নৃণামুদ্যতান্ সর্বতো দিশঃ।
শুশ্রাব মধুরা বাচো নানাদেশনিবাসিনাম্ ॥ ২৯
সংস্তূয়মানঃ সূতৈশ্চ মাগধৈশ্চ মহাযশাঃ।
পূজয়ানশ্চ তান্ সর্বান্ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩০
(এবং স প্রযযৌ রাজা সর্বসৈন্যসমাবৃতঃ)
প্রদীপৈঃ কাঞ্চনৈস্তত্র গন্ধতৈলাবসেচিতৈঃ।
পরিবব্রুর্মহারাজং প্রজ্বলদ্ভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৩১
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা প্রদীপৈঃ কাঞ্চনৈর্জ্বলন্।
শুশুভে চন্দ্রমা যুক্তো দীপ্তৈরিব মহাগ্রহৈঃ ॥ ৩২

হে নৃপ! হে মহারাজ! মস্তকে মুকুট, বাহুতে অঙ্গদ এবং বাহুতে অন্যান্য অলঙ্কার ধারণ করত পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্যোধন অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০

তিনি মঞ্জিষ্ঠাপুষ্প ও সুবর্ণসদৃশ পীতবর্ণের বহুমূল্য সুগন্ধিত চন্দন শরীরে লেপন করিয়াছিলেন ॥ ২১

রাজন্! তখন তাঁহার সর্বাঙ্গ নির্মল বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। তিনি সিংহসদৃশ স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য পূর্ণ মন্থরগতিতে যাইতে লাগিলেন এবং নিজের নির্মল প্রভায় আকাশে সূর্য্যসদৃশ সুশোভিত ছিলেন ॥ ২২

ভীষ্মের শিবির অভিমুখে গমনরত নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের পশ্চাতে সমগ্র জগতের মহাধনুর্দ্ধর কৌরবপক্ষীয় নরপতিগণ এবং বিশাল ধনুর্দ্ধারী তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ সেই ভাবে যাইতে লাগিলেন, যেভাবে ইন্দ্রের পশ্চাতে দেবগণ গমন করিয়া থাকেন ॥

ভারত! কেহ কেহ অশ্বের উপর এবং কেহ কেহ হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া আবার কেহ কেহ রথের উপর আরোহণ করত সর্বদিকে নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন ॥

রাজা দুর্য্যোধনের রক্ষার জন্য সমস্ত সুহৃদ্‌বর্গ অস্ত্রগ্রহণ করত তাঁহার সহিত সেইরূপে যাইতে লাগিলেন, যেরূপে ইন্দ্রের রক্ষার জন্য দেবতাগণ অস্ত্রধারণ করত তাঁহার সহিত গমন করিয়া থাকেন ॥

এইরূপে কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মহাবল কৌরবরাজ দুর্য্যোধন যশস্বী ভীষ্মের শিবিরে গমন করিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতারা সর্বদাই তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩-২৭

উদারস্বভাব রাজা দুর্য্যোধন সেই সময় সম্পূর্ণ শত্রুগণকে সংহার করিতে সমর্থ, হস্তিশুণ্ডসদৃশ বিশাল এবং অস্ত্রপ্রহার শিক্ষাতে নিপুণ স্বীয় দক্ষিণ বাহুকে উপরে উঠাইয়া চারিদিকে উত্থিত বিভিন্ন দেশবাসী মনুষ্যগণের প্রণামাঞ্জলিকে স্বীকার করিতে করিতে তাঁহাদের মধুর বচনসমূহ শুনিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯

সম্পূর্ণ জগতের অধীশ্বর মহাযশস্বী রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সূত ও মাগধগণের মুখ হইতে নিজের স্তুতি শুনিতে শুনিতে এবং সকল মনুষ্যগণকর্ত্তৃক সমাদৃত হইতে হইতে ভীষ্মের শিবির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০

সুগন্ধিত তৈলে পরিপূর্ণ সুবর্ণময় প্রজ্বলিত প্রদীপ লইয়া বহুসংখ্যক সেবক মহারাজ দুর্য্যোধনকে চারিদিকে ঘিরিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৩১

সেই সুবর্ণময় প্রজ্বলিত প্রদীপসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রকাশমান রাজা দুর্য্যোধন প্রভামণ্ডিত মহাগ্রহসমূহে সংযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৩২

কাঞ্চনোষ্ণীষিণস্তত্র বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ।
প্রোৎসারয়ন্তঃ শনকৈস্তং জনং সর্বতো দিশম্॥ ৩৩

সম্প্রাপ্য তু ততো রাজা ভীষ্মস্য সদনং শুভম্।
অবতীর্য্য হয়াচ্চাপি ভীষ্মং প্রাপ্য জনেশ্বরঃ॥ ৩৪

অভিবাদ্য ততো ভীষ্মং নিষণ্ণঃ পরমাসনে।
কাঞ্চনে সর্বতোভদ্রে স্পর্ধ্যাস্তরণসংবৃতে॥ ৩৫

উবাচ প্রাঞ্জলির্ভীষ্মং বাষ্পকণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ।
ত্বাং বয়ং হি সমাশ্রিত্য সংযুগে শত্রুসূদন॥ ৩৬

উৎসহেম রণে জেতুং সেন্দ্রানপি সুরাসুরান্।
কিমু পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ সসুহৃদ্গণবান্ধবান্॥ ৩৭

তস্মাদর্হসি গাঙ্গেয় কৃপাং কর্তুং ময়ি প্রভো।
জহি পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ মহেন্দ্র ইব দানবান্॥ ৩৮

অহং সর্বান্ মহারাজ নিহনিষ্যামি সোমকান্।
পঞ্চালান্ কেকয়ৈঃ সার্ধং করূষাংশ্চেতি ভারত॥ ৩৯

ত্বদ্বচঃ সত্যমেবাস্তু জহি পার্থান্ সমাগতান্।
সোমকাংশ্চ মহেষ্বাসান্ সত্যবাগ্ ভব ভারত॥ ৪০

দয়য়া যদি বা রাজন্ দ্বেষ্যভাবান্মম প্রভো।
মন্দভাগ্যতয়া বাপি মম রক্ষসি পাণ্ডবান্॥ ৪১

অনুজানীহি সমরে কর্ণমাহবশোভিনম্।
স জেষ্যসি রণে পার্থান্ সসুহৃদ্গণবান্ধবান্॥ ৪২

স এবমুক্ত্বা নৃপতিঃ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
নোবাচ বচনং কিঞ্চিদ্ ভীষ্মং সত্যপরাক্রমম্॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মং প্রতি দুর্য্যোধনবাক্যে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৭

স্বর্ণময় উষ্ণীষ (পাগড়ী) ধারণ করত হস্তে বেত্র ও ঝর্ঝরবাদ্য (রাজাগমনসূচক বাদ্যবিশেষ) লইয়া বহুসংখ্যক রক্ষী পুরুষ ধীরে ধীরে চারিদিকে জনসমুদায়কে সরাইতে সরাইতে যাইতে লাগিল। ৩৩

তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের সুন্দর নিবাসস্থানের নিকট উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভীষ্মের সম্মুখে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত বহুমূল্য শয্যাযুক্ত সর্ব্বতো-ভদ্রনামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।৩৪-৩৫

তদনন্তর অশ্রুসিক্তনয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্গদ কণ্ঠে সেই ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন,—শত্রুসূদন! আমরা আপনার আশ্রয় লইয়া রণাঙ্গনে ইন্দ্রসহ সম্পূর্ণ দেবমণ্ডলী ও অসুরগণকেও জয় করিবার উৎসাহ রাখি; সুতরাং মিত্র এবং বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বীর পাণ্ডবদিগকে জয় করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? অতএব প্রভো! গঙ্গানন্দন! আপনি আমার উপর কৃপা করুন। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি বীর পাণ্ডবদিগকে বধ করুন। ৩৬-৩৮

মহারাজ! ভরতনন্দন! আমি কেকয়গণের সহিত সমস্ত সোমক, পাঞ্চাল এবং করূষসকলকে নিহত করিব—আপনার এই কথা সত্য হউক। ভারত! আপনি যুদ্ধে উপস্থিত কুন্তী-পুত্রগণকে এবং মহাধনুর্দ্ধর সোমকগণকে বধ করুন। ইহাই কার্য্যে পরিণত করিয়া আপনার বাক্যকে আপনি সত্যে পরিণত করুন। ৩৯-৪০

শক্তিশালী রাজন্! যদি পাণ্ডবদের প্রতি দয়াভাব অথবা আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি দ্বেষভাব রাখিয়া আপনি পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতে থাকেন, তবে সমরশোভী কর্ণকে যুদ্ধের জন্য অনুমতিপ্রদান করুন। তিনি সুহৃদ্বর্গ ও বান্ধব-বৃন্দের সহিত কুন্তীপুত্রদিগকে অবশ্যই জয় করিবেন। ৪১-৪২

সত্যপরাক্রমী ভীষ্মকে এই কথা বলিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন নীরব হইয়া যাইলেন, আর কিছুই বলিলেন না। ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্মের প্রতি দুর্য্যোধনের বাক্য-বিষয়ক সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ দুর্য্যোধনসমীপে অর্জুনস্য পরাক্রমবর্ণনম্, ভয়ঙ্করং যুদ্ধং কর্ত্তুং ভীষ্মস্য প্রতিজ্ঞা, প্রাতর্দুর্য্যোধনেন ভীষ্মস্য রক্ষায়া ব্যবস্থা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বাক্শল্যৈস্তবপুত্রেণ সোঽতিবিদ্ধো মহামনাঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টো নোবাচ প্রিয়মপ্যপি ॥ ১

স ধ্যাত্বা সুচিরং কালং দুঃখ-রোষসমন্বিতঃ।
শ্বসমানো যথা নাগঃ প্রণুন্নো বাক্শলাকয়া ॥ ২

উদ্‌বৃত্য চক্ষুষী কোপান্নির্দহন্নিব ভারত।
সদেবাসুর-গন্ধর্বং লোকং লোকবিদাং বরঃ ॥ ৩

অব্রবীৎ তব পুত্রং স সামপূর্বমিদং বচঃ।
কিং ত্বং দুর্য্যোধনৈবং মাং বাক্শল্যৈরপকৃন্তসি ॥ ৪

ঘটমানং যথাশক্তি কুর্বাণঞ্চ তব প্রিয়ম্।
জুহ্বানং সমরে প্রাণাংস্তব বৈ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৫

যদা তু পাণ্ডবঃ শূরঃ খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ।
পরাজিত্য রণে শক্রং পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ৬

যদা চ ত্বাং মহাবাহো গন্ধর্বৈর্হ্বতমোজসা।
অমোচয়ৎ পাণ্ডুসুতঃ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ৭

দ্রবমাণেষু শূরেষু সোদরেষু তব প্রভো।
সূতপুত্রে চ রাধেয়ে পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ৮

যচ্চ নঃ সহিতান্ সর্বান্ বিরাটনগরে তদা।
এক এব সমুদ্‌যাতঃ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ৯

দ্রোণঞ্চ যুধি সংরব্ধং মাঞ্চ নির্জ্জিত্য সংযুগে।
বাসাংসি চ সমাদত্ত পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১০

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

[ভীষ্ম কর্তৃক দুর্য্যোধনের নিকট অর্জ্জুনের পরাক্রমের কথা বর্ণন এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিবার জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও প্রাতঃকালে দুর্য্যোধনের দ্বারা ভীষ্মের রক্ষা ব্যবস্থা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দ্বারা বাগ্‌বাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া মহাত্মা ভীষ্ম অতিশয় দুঃখিত হইলেন, তথাপি তখন তিনি দুর্য্যোধনকে অল্পও অপ্রিয় কথা বলিলেন না ॥ ১

তিনি দুঃখ ও রোষে আবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বাণরূপ অঙ্কুশে পীড়িত হস্তীর ন্যায় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২

ভারত! পুনরায় ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া লোকবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এইরূপে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি দেবতা, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥ ৩

তারপর তিনি আপনার পুত্রকে সান্ত্বনাপ্রদান করিতে করিতে বলিলেন,—পুত্র দুর্য্যোধন! তুমি এরূপ বাগ্‌বাণে আমাকে কেন আঘাত করিতেছ? আমি ত' যথাশক্তি শত্রুগণের জয় করিবার চেষ্টা করিয়া যাইতেছি এবং তোমার প্রিয় কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা নিরত আছি। কেবল ইহাই নহে, তোমার প্রিয় করিবার জন্য প্রাণকেও আহুতি দিতে প্রস্তুত আছি ॥ ৪-৫

কিন্তু তোমার এ-বিষয় নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, যে সময় পাণ্ডুনন্দন অর্জুন যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া খাণ্ডববনে অগ্নি পরিতৃপ্ত করিয়াছিল. ইহাই তাহার অজেয়তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ ॥ ৬

মহাবাহো! যে সময় গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়েও পাণ্ডুপুত্র অর্জুনই তোমাকে মুক্ত করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অতুলনীয় পরাক্রমের বিষয় বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়াই আমি মনে করি ॥ ৭

প্রভাবশালী দুর্য্যোধন! সেই সময়ে ত' তোমার শৌর্য্যশালী বীর ভ্রাতারা ও রাধানন্দন সূতপুত্র কর্ণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া ছিল, (কিন্তু অর্জুন পরাক্রমপ্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল) ইহাই অর্জুনের অদ্ভুত শক্তির পর্য্যাপ্ত নিদর্শন ॥ ৮

সেই সময় যখন আমরা বিরাটনগরে একসঙ্গে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন অর্জুন একাকীই আমাদের উপর আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাই তাহার অপরিমিত পরাক্রমের যথেষ্ট উদাহরণ ॥ ৯

অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে এবং আমাকেও যুদ্ধে পরাজিত করত সকলের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাই তাহার অমিত সামর্থ্যের পর্য্যাপ্ত দৃষ্টান্ত ॥ ১০

তথা দ্রৌণিং মহেষ্বাসং শারদ্বতমথাপি চ।
গোগ্রহে জিতবান্ পূর্ব্বং পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্॥ ১১
বিজিত্য চ যদা কর্ণং সদা পুরুষমানিনম্।
উত্তরায়ৈ দদৌ বস্ত্রং পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্॥ ১২
নিবাতকবচান্ যুদ্ধে বাসবেনাপি দুর্জ্জয়ান্।
জিতবান্ সমরে পার্থঃ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্॥ ১৩
কো হি শক্তো রণে জেতুং পাণ্ডবং রভসং তদা।
যস্য গোপ্তা জগদ্গোপ্তা শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ॥ ১৪
বাসুদেবোঽনন্তশক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ।
সর্ব্বেশ্বরো দেবদেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ॥ ১৫
উক্তোঽসি বহুশো রাজন্ নারদাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
ত্বং তু মোহান্ন জানীষে বাচ্যাবাচ্যং সুযোধন॥ ১৬
মুমূর্ষুর্হি নরঃ সর্ব্বান্ বৃক্ষান্ পশ্যতি কাঞ্চনান্।
তথা ত্বমপি গান্ধারে বিপরীতানি পশ্যসি॥ ১৭
স্বয়ং বৈরং মহৎ কৃত্বা পাণ্ডবৈঃ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।
যুধ্যস্ব তানদ্য রণে পশ্যামঃ পুরুষো ভব॥ ১৮
(অশক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ)
অহং তু সোমকান্ সর্ব্বান্ পঞ্চালাংশ্চ সমাগতান্।
নিহনিষ্যে নরব্যাঘ্র বর্জ্জয়িত্বা শিখণ্ডিনম্॥ ১৯
তৈর্বাহং নিহতঃ সংখ্যে গমিষ্যে যমসাদনম্।
তান্ বা নিহত্য সমরে প্রীতিং দাস্যাম্যহং তব॥ ২০
পূর্ব্বং হি স্ত্রী সমুৎপন্না শিখণ্ডী রাজবেশ্মনি।
বরদানাৎ পুমান্ জাতঃ সৈষা বৈ স্ত্রী শিখণ্ডিনী॥ ২১
তমহং ন হনিষ্যামি প্রাণত্যাগেঽপি ভারত।
যাসৌ প্রাঙ্ নির্ম্মিতা ধাত্রা সৈষা বৈ স্ত্রী শিখণ্ডিনী॥২২
সুখং স্বপিহি গান্ধারে শ্বোঽপি কর্ত্তা মহারণম্।
যং জনাঃ কথয়িষ্যন্তি যাবৎ স্থাস্যতি মেদিনী॥ ২৩
এবমুক্তস্তব সুতো নির্জ্জগাম জনেশ্বর।
অভিবাদ্য গুরুং মূর্দ্ধ্না প্রযযৌ স্বং নিবেশনম্॥ ২৪

পূর্ব্বে সেই গোগ্রহণের সময়েই পাণ্ডুনন্দন অর্জুন মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকেও পরাভূত করিয়াছিল। এই নিদর্শনও তাহাকে বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই আমার ধারণা॥ ১১

সেই সময়ে সর্ব্বদা নিজের পুরুষার্থের উপর অভিমানী কর্ণকেও জয় করিয়া তাহার বস্ত্রগ্রহণ করত উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিল। এই দৃষ্টান্তও আমি পর্য্যাপ্ত বলিয়াই মনে করি॥ ১২

যাহাদিগকে পরাজিত করা সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেও কঠিন ছিল, সেই নিবাতকবচদিগকে অর্জুন যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অলৌকিক শক্তি বুঝিবার পক্ষে এই বিষয়ও যথেষ্ট উদাহরণস্বরূপ জানিও॥ ১৩

বিশ্বরক্ষক, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, অনন্তশক্তিশালী, সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, দেবাধিদেব, সনাতন, পরমাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, ভগবান্ বাসুদেব যাহার রক্ষাকর্ত্তা, সেই বেগশালী বীর পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে যুদ্ধে জয় করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? ১৪-১৫

রাজন্! সুযোধন! এই কথা নারদাদি মহর্ষিগণ বহুবার তোমাকে বলিয়াছেন, কিন্তু মোহবশতঃ বলিবার যোগ্য ও বলিবার অযোগ্য কোন কথাই বুঝিতে পরিতেছ না॥ ১৬

গান্ধারীনন্দন! যেরূপ মুমূর্ষু (মরণাপন্ন) মনুষ্যগণ সকল বৃক্ষকেই স্বর্ণবর্ণ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও সব কিছুই বিপরীত দেখিতেছ॥ ১৭

তুমি নিজেই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত গুরুতর শত্রুতা করিয়াছ, অতএব এখন তুমিই যুদ্ধ কর। আমরা সকলে উহা দেখিতে থাকি। তুমি স্বয়ংই পূর্ব্বে পুরুষত্বের পরিচয় দান কর। পাণ্ডবদিগকে দেবরাজ ইন্দ্র-সহ দেবতাগণও জয় করিতে সমর্থ হইবেন না॥ ১৮

নরশ্রেষ্ঠ! কিন্তু আমি কেবল শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে সমবেত সকল সোমক ও পাঞ্চালগণকে বধ করিব॥ ১৯

যুদ্ধে হয় আমি তাহাদের হাতে নিহত হইয়া যমালয়ে গমন করিব অথবা সমরাঙ্গণে তাহাদিগকে বধ করিয়া আমি তোমাকে হর্ষপ্রদান করিব॥ ২০

শিখণ্ডী প্রথমে রাজভবনে স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তারপর বরদানের প্রভাবে সে পুরুষত্বলাভ করে; অতএব আমার দৃষ্টিতে সে স্ত্রীরূপা শিখণ্ডিনী॥ ২১

ভারত! আমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও আমি তাহাকে নিহত করিব না। যাহাকে বিধাতা পূর্ব্বে স্ত্রীরূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শিখণ্ডিনী আজও আমার দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকই॥ ২২

গান্ধারীনন্দন! এখন তুমি যাইয়া শয়ন কর। কাল আমি অতিশয় ভীষণ যুদ্ধ করিব, যাহার আলোচনা মানুষ সেই পর্য্যন্ত করিয়া যাইবে, যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে॥ ২৩

জনেশ্বর! ভীষ্ম এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করত নিজ আবাস অভিমুখে গমন করিলেন॥ ২৪

আগম্য তু ততো রাজা বিসৃজ্য চ মহাজনম্।
প্রবিবেশ ততস্তূর্ণং ক্ষয়ং শত্রুক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ২৫
প্রবিষ্টঃ স নিশাং তাঞ্চ গময়ামাস পার্থিবঃ।
প্রভাতায়াঞ্চ শর্বর্য্যাং প্রাতরুত্থায় তান্ নৃপঃ ॥ ২৬
রাজ্ঞঃ সমাজ্ঞাপয়ত সেনাং যোজয়তেতি হ।
অদ্য ভীষ্মো রণে ক্রুদ্ধো নিহনিষ্যতি সোমকান্ ॥ ২৭
দুর্য্যোধনস্য তচ্ছ্রুত্বা রাত্রৌ বিলপিতং বহু।
মন্যমানঃ স তং রাজন্ প্রত্যাদেশমিবাত্মনঃ ॥২৮
নির্বেদং পরমং গত্বা বিনিন্দ্য পরবশ্যতাম্।
দীর্ঘং দধ্যৌ শান্তনবো যোদ্ধুকামোঽর্জুনং রণে ॥২৯
ইঙ্গিতেন তু তজ্জ্ঞাত্বা গাঙ্গেয়েন বিচিন্তিতম্।
দুর্য্যোধনো মহারাজ দুঃশাসনমচোদয়ৎ ॥ ৩০
দুঃশাসন রথাস্তূর্ণং যুজ্যন্তাং ভীষ্মরক্ষিণঃ।
দ্বাবিংশতিমনীকানি সর্বাণ্যেবাভিচোদয় ॥ ৩১

সেখানে আসিয়া শত্রুবিনাশক রাজা দুর্য্যোধন বিশাল লোকসমুদায়কে বিদায় দিয়া তারপর নিজের শিবিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৫

ভূপাল! সেখানে যাইয়া রাজা দুর্য্যোধন সুখে রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রাতঃকাল হইলে জাগরিত হইয়া রাজাদিগকে এই আদেশ দিলেন যে, হে রাজগণ! আপনারা সকলে যুদ্ধের জন্য সৈন্যদিগকে সজ্জিত করুন। আজ পিতামহ ভীষ্ম কুপিত হইয়া রণাঙ্গনে সোমকগণকে সংহার করিবেন ॥ ২৬-২৭

রাজন্! রাত্রিতে দুর্য্যোধনের অনেক প্রকার বিলাপ শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম ইহাই বুঝিলেন যে, দুর্য্যোধন এখন আমাকে প্রত্যাখ্যান যুদ্ধ হইতে অপসারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে ॥ ২৮

ইহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত খেদ হইল। তিনি তখন পরাধীনতার অতিশয় নিন্দা করিয়া রণাঙ্গনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করত দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

মহারাজ! গঙ্গানন্দন ভীষ্ম কি চিন্তা করিতেছিলেন? এই বিষয় দুর্য্যোধন ইঙ্গিতে বুঝিয়া দুঃশাসনকে প্রণোদিত করিয়া বলিলেন ॥ ৩০

দুঃশাসন! তুমি শীঘ্রই ভীষ্মকে রক্ষা করিবার উপযোগী রথসমূহ যোজনা করিয়া প্রস্তুত রাখ এবং আমাদের নিকট যে দ্বাবিংশতিসংখ্যক সৈন্য আছে, তাহাদের সকলকেও ভীষ্মের রক্ষায় নিযুক্ত কর ॥ ৩১

ইদং হি সমনুপ্রাপ্তং বর্ষপূগাভিচিন্তিতম্।
পাণ্ডবানাং সসৈন্যানাং বধো রাজ্যস্য চাগমঃ ॥ ৩২
তত্র কার্য্যতমং মন্যে ভীষ্মস্যৈবাভিরক্ষণম্।
স নো গুপ্তঃ সহায়ঃ স্যাদ্ধন্যাৎ পার্থাংশ্চ সংযুগে ॥ ৩৩
অব্রবীদ্ধি বিশুদ্ধাত্মা নাহং হন্যাং শিখণ্ডিনম্।
স্ত্রীপূর্বকো হ্যসৌ রাজংস্তস্মাদ্ বর্জ্যো ময়া রণে ॥ ৩৪
লোকস্তদ্ বেদ যদহং পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
রাজ্যং স্ফীতং মহাবাহো স্ত্রিয়শ্চ ত্যক্তবান্ পুরা ॥ ৩৫
নৈবং চাহং স্ত্রিয়ং জাতু ন স্ত্রীপূর্বং কথঞ্চন।
হন্যাং যুধি নরশ্রেষ্ঠ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৬
অয়ং স্ত্রীপূর্বকো রাজন্ শিখণ্ডী যদি তে শ্রুতঃ।
উদ্যোগে কথিতং যত্তৎ তথা জাতা শিখণ্ডিনী ॥ ৩৭
কন্যা ভূত্বা পুমান্ জাতঃ স চ মাং যোধয়িষ্যতি।
তস্যাহং প্রমুখে বাণান্ ন মুঞ্চেয়ং কথঞ্চন ॥ ৩৮

আমরা বহু বর্ষকাল ধরিয়া যাহার চিন্তা করিয়া আসিতেছি, আজ সেই অবসর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ সসৈন্যে পাণ্ডবগণের বধ এবং রাজ্যলাভ করিবার সুযোগ আসিবে ॥ ৩২

এই বিষয়ে আমি ভীষ্মকেই রক্ষা করাকে নিজের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। তিনি সুরক্ষিত হইলেই আমাদের সহায়ক হইবেন এবং রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণকে বধ করিবেন ॥ ৩৩

বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মা ভীষ্ম আমাকে বলিয়াছেন যে, রাজন্! আমি শিখণ্ডীকে বধ করিব না; কারণ, সে প্রথমে স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করে। এই কারণেই আমি তাহাকে যুদ্ধে বর্জন করিব ॥৩৪

মহাবাহো! সকল লোকেই জানে যে, আমি পূর্ব্বে পিতার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য এবং স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়াছি ॥ ৩৫

নরশ্রেষ্ঠ! আমি কখনও কোন স্ত্রীকে অথবা যে পূর্ব্বে স্ত্রী হইয়া জন্মিয়াছিল এবং পরে কোন বিশেষ কারণে পুরুষ হইয়াছে, এরূপ পুরুষকেও যুদ্ধে বধ করিব না। এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিতেছি ॥ ৩৬

রাজন্! তুমিও ইহা শুনিয়াছ যে, এই শিখণ্ডী প্রথমে স্ত্রী হইয়া উৎপন্ন হয়। এ কথা আমি তোমাকে যুদ্ধোদ্যোগের সময়েই বলিয়াছি। এইরূপে কন্যা হইয়াই জাতা শিখণ্ডিনী পরে পুরুষ হইয়াছে। এইভাবে পুরুষত্বলাভকারী শিখণ্ডী যদি আমার

যুদ্ধে হি ক্ষত্রিয়াংস্তাত পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণঃ।
সর্বানন্যান্ হনিষ্যামি সম্প্রাপ্তান্ রণমূর্ধনি ॥ ৩৯
এবং মাং ভরতশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয়ঃ প্রাহ শাস্ত্রবিৎ।
তত্র সর্বাত্মনা মন্যে গাঙ্গেয়স্যৈব পালনম্ ॥ ৪০
অরক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাৎ সিংহং মহাহবে।
মা বৃকেণেব গাঙ্গেয়ং ঘাতয়েম শিখণ্ডিনা ॥ ৪১
মাতুলঃ শকুনিঃ শল্যঃ কৃপো দ্রোণো বিবিংশতিঃ।
যত্তা রক্ষন্তু গাঙ্গেয়ং তস্মিন্ গুপ্তে ধ্রুবো জয়ঃ ॥৪২
এতচ্ছ্রুত্বা তু তে সর্বে দুর্যোধনবচস্তদা।
সর্বতো রথবংশেন গাঙ্গেয়ং পর্যবারয়ন্ ॥ ৪৩
পুত্রাশ্চ তব গাঙ্গেয়ং পরিবার্য্য যযুর্মুদা।
কম্পয়ন্তো ভুবং দ্যাঞ্চ ক্ষোভয়ন্তশ্চ পাণ্ডবান্ ॥ ৪৪
তে রথৈঃ সুসম্প্রযুক্তৈর্দন্তিভিশ্চ মহারথাঃ।
পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং দংশিতাঃ সমবস্থিতাঃ ॥ ৪৫
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে ত্রিদশা বজ্রধারিণম্।
সর্বে তে স্ম ব্যতিষ্ঠন্ত রক্ষন্তস্তং মহারথম্ ॥ ৪৬
ততো দুর্যোধনো রাজা পুনর্ভ্রাতরমব্রবীৎ।
সব্যং চক্রং যুধামন্যুরুত্তমৌজাশ্চ দক্ষিণম্ ॥৪৭
গোপ্তারাবর্জুনস্যৈতাবর্জুনোঽপি শিখণ্ডিনঃ।
রক্ষ্যমাণঃ স পার্থেন তথাস্মাভিবিবর্জিতঃ ॥ ৪৮
যথা ভীষ্মং ন নো হন্যাদ্ দুঃশাসন তথা কুরু।
ভ্রাতুস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা পুত্রো দুঃশাসনস্তব ॥ ৪৯
ভীষ্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা প্রযযৌ সহ সেনয়া।
ভীষ্মং তু রথবংশেন দৃষ্ট্বা সমভিসংবৃতম্ ॥ ৫০
অর্জুনো রথিনাং শ্রেষ্ঠো ধৃষ্টদ্যুম্নমুবাচ হ।
শিখণ্ডিনং নরব্যাঘ্রং ভীষ্মস্য প্রমুখে নৃপ।
স্থাপয়স্বাদ্য পাঞ্চাল্য তস্য গোপ্তাহমিত্যুত ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মদুর্যোধনসংবাদে
অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

সহিত যুদ্ধ করে, তবে আমি তাহার উপর কোনরূপেই বাণক্ষেপ করিব না ॥ ৩৭-৩৮

তাত! পাণ্ডবপক্ষের অন্য যে সমস্ত বিজয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়বৃন্দ যুদ্ধের সম্মুখভাগে আসিবে, তাহাদের সকলকেই আমি বধ করিব ॥ ৩৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অস্ত্রজ্ঞ গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম আমাকে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সেইহেতু রণাঙ্গনে ভীষ্মকেই সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৪০

যদি মহাযুদ্ধে এই (ভীষ্মরূপ) সিংহকে রক্ষা করা না হয়, তবে (শিখণ্ডীরূপ) একটি বৃক তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু আমরা বৃকসদৃশ শিখণ্ডীর হাতে সিংহতুল্য ভীষ্মকে নিহত হইতে দিব না ॥ ৪১

(অতএব তাঁহার রক্ষার জন্য সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কর।) মামা শকুনি, শল্য, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য এবং বিবিংশতি —ইঁহারা সকলে সাবধান হইয়া গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে রক্ষা করুন। তিনি সুরক্ষিত হইলেই আমাদের নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে ॥ ৪২

সেই সময় দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সব বীরগণ বিশাল রথিসৈন্য দ্বারা গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিলেন ॥ ৪৩

আপনার পুত্রগণও ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া প্রসন্নতার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় ইঁহারা সকলে ভূলোক ও দ্যুলোককে কম্পিত করিতে করিতে পাণ্ডবদিগের মনে ক্ষোভ উৎপন্ন করিলেন ॥ ৪৪

এই সব কৌরব মহারথীরা সুরক্ষিত রথ ও হস্তীসমূহে ভীষ্মকে ঘিরিয়া কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

যেরূপ দেবাসুর সংগ্রামের সময় দেবতারা বজ্রধারী ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সকল কৌরবগণই মহারথী ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তারপর রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে বলিলেন,—দুঃশাসন! অর্জুনের রথের বামচক্রের রক্ষা যুধামন্যু এবং দক্ষিণচক্রের রক্ষা উত্তমৌজা করিতেছেন। অর্জুনের এই দুই রক্ষক এবং শিখণ্ডীর রক্ষক স্বয়ং অর্জুন। অর্জুনকর্ত্তৃক সুরক্ষিত এবং আমাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া যাহাতে শিখণ্ডী আমাদের পিতামহ ভীষ্মকে বিনাশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা কর ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধস্থলে প্রস্থান করিলেন ॥

ভীষ্মকে রথসমূহে উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত দেখিয়া রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ॥

নৃপ! আজ তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত কর। আমি তাহাকে রক্ষা করিব ॥ ৪৭-৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্ম-দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নবমদিবসযুদ্ধায়োভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ব্যূহরচনা, তেষাং তুমুলযুদ্ধারম্ভঃ, বিনাশসূচকোৎপাতানাং বর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো নির্যযৌ সহ সেনয়া।
ব্যূহং চাব্যূহত মহৎ সর্বতোভদ্রমাত্মনঃ॥ ১
কৃপশ্চ কৃতবর্মাশ্চ শৈব্যশ্চৈব মহারথঃ।
শকুনিঃ সৈন্ধবশ্চৈব কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ॥ ২
ভীষ্মেণ সহিতাঃ সর্ব্বে পুত্রৈশ্চ তব ভারত।
অগ্রতঃ সর্ব্বসৈন্যানাং ব্যূহস্য প্রমুখে স্থিতাঃ॥ ৩
দ্রোণো ভূরিশ্রবাঃ শল্যো ভগদত্তশ্চ মারিষ।
দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিত্য স্থিতা ব্যূহস্য দংশিতাঃ॥ ৪
অশ্বত্থামা সোমদত্তশ্চাবন্ত্যৌ চ মহারথৌ।
মহত্যা সেনয়া যুক্তা বামং পক্ষমপালয়ন্॥ ৫
দুর্য্যোধনো মহারাজ ত্রিগর্ত্তৈঃ সর্ব্বতো বৃতঃ।
ব্যূহমধ্যে স্থিতো রাজন্ পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত॥ ৬
অলম্বুষো রথশ্রেষ্ঠঃ শ্রুতায়ুশ্চ মহারথঃ।
পৃষ্ঠতঃ সর্ব্বসৈন্যানাং স্থিতৌ ব্যূহস্য দংশিতৌ॥ ৭
এবমেতং তদা ব্যূহং কৃত্বা ভারত তাবকাঃ।
সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যন্ত প্রতপন্ত ইবাগ্নয়ঃ॥ ৮
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্রীপুত্রাবুভাবপি॥ ৯
অগ্রতঃ সর্ব্বসৈন্যানাং স্থিতা ব্যূহস্য দংশিতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ॥ ১০
স্থিতাঃ সৈন্যেন মহতা পরানীকবিনাশনাঃ।
শিখণ্ডী বিজয়শ্চৈব রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ॥ ১১
চেকিতানো মহাবাহুঃ কুন্তিভোজশ্চ বীর্য্যবান্।
স্থিতা রণে মহারাজ মহত্যা সেনয়া বৃতাঃ॥ ১২
অভিমন্যুর্মহেষ্বাসো দ্রুপদশ্চ মহাবলঃ।
যুযুধানো মহেষ্বাসো যুধামন্যুশ্চ বীর্য্যবান্॥ ১৩

একোনশততম অধ্যায়।

[নবমদিনের যুদ্ধের জন্য উভয়পক্ষের সৈন্যের ব্যূহরচনা, তাহাদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ এবং বিনাশসূচক উৎপাতসমূহের বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সৈন্যের সহিত শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিজ সৈন্যবাহিনীকে সর্ব্বতোভদ্রনামক মহাব্যূহরূপে সংগঠিত করিলেন॥ ১

ভারত! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, মহারথী শৈব্য, শকুনি, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ—এই সব নরপতিগণ ভীষ্ম ও আপনার পুত্রগণের সহিত সৈন্যসকলের অগ্রে এবং ব্যূহের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২-৩

আর্য্য! দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং ভগদত্ত—ইঁহারা কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ব্যূহের দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন॥ ৪

অশ্বত্থামা, সোমদত্ত ও অবন্তিদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ—ইঁহারা বিশাল সৈন্যের সহিত ব্যূহের বাম পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৫

মহারাজ! ভরতবংশীয় রাজন্! ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যগণের দ্বারা চারিদিকে পরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সম্মুখীন হইবার জন্য ব্যূহের মধ্যভাগে থাকিলেন। ৬

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথী শ্রুতায়ু—ইঁহারা দুইজনে কবচধারণ করত সমগ্র সৈন্যের এবং ব্যূহের পৃষ্ঠভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭

ভারত! এইরূপে ব্যূহরচনা করত সেই সময় আপনার পুত্রগণ কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। ৮

অন্যদিকে রাজা যুধিষ্ঠির, পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন, মাদ্রীসুত নকুল-সহদেব কবচধারণ করত সকল সৈন্যের এবং ব্যূহের অগ্রভাগে রহিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট এবং মহারথী সাত্যকি—এই সব শত্রু-সৈন্যবিনাশকারী বীরগণ বিশাল সৈন্যের সহিত ব্যূহের যথাস্থানে স্থিত রহিলেন।

মহারাজ! শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান এবং পরাক্রমী কুন্তিভোজ—ইঁহারা বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধভূমির যথাযোগ্য স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৯-১২

মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল দ্রুপদ, মহাধনুর্দ্ধারী যুযুধান, এবং পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ—ইঁহারা কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিলেন।

কেকয়া ভ্রাতরশ্চৈব স্থিতা যুদ্ধায় দংশিতাঃ।
এবং তেঽপি মহাব্যূহং প্রতিব্যূহ্য সুদুর্জয়ম্ ॥ ১৪
পাণ্ডবাঃ সমরে শূরাঃ স্থিতা যুদ্ধায় দংশিতাঃ।
তাবকাস্তু রণে যত্তাঃ সহসেনা নরাধিপাঃ ॥ ১৫
অভ্যুদ্যযু রণে পার্থান্ ভীষ্মং কৃত্বাগ্রতো নৃপ।
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ ভীমসেনপুরোগমাঃ ॥ ১৬
ভীষ্মং যোদ্ধুমভীপ্সন্তঃ সংগ্রামে বিজয়ৈষিণঃ।
ক্ষ্বেড়াঃ কিলকিলাঃ শঙ্খান্ ক্রকচান্
গোবিষাণিকাঃ ॥ ১৭
ভেরী-মৃদঙ্গ-পণবান্ নাদয়ন্তশ্চ পুষ্করান্।
পাণ্ডবা অভ্যবর্ত্তন্ত নদন্তো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ১৮
ভেরী-মৃদঙ্গ-শঙ্খানাং দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
উৎকৃষ্টসিংহনাদৈশ্চ বল্গিতৈশ্চ পৃথগ্‌বিধৈঃ ॥ ১৯
বয়ং প্রতিনদন্তস্তানগচ্ছাম ত্বরান্বিতাঃ।
সহসৈবাভিসংক্রুদ্ধাস্তদাসীৎ তুমুলং মহৎ ॥ ২০

এইরূপে সেই বীরবর পাণ্ডবগণও সমরাঙ্গনে অত্যন্ত দুর্জ্জয় মহাব্যূহ রচনা করিয়া কবচধারণপূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

রাজন্! আপনার সৈন্যদিগের মধ্যে নরপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যসমূহের সহিত যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া ভীষ্মকে অগ্রে করত যুদ্ধে পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন। হে নৃপ! সেইরূপ ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৫-১৬

সংগ্রামে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা সিংহনাদ, কিলকিলা শব্দ, শঙ্খধ্বনি, ক্রকচ, গোশৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব ও পুষ্করাদি বাদ্যসমূহ বাজাইতে বাজাইতে এবং ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৭-১৮

ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের ধ্বনি এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে ও বহুপ্রকারের লম্ফঝম্ফ করিতে করিতে আমরাও সত্বরতার সহিত তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলাম এবং গর্জ্জনের উত্তর আমরাও নিজ নিজ গর্জ্জনের দ্বারা প্রদান করিলাম এবং তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ১৯-২০

উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়া অস্ত্র-প্রহার করিতে লাগিল। সেই সময় যে মহাকোলাহল হইতে

ততোঽন্যোন্যং প্রধাবন্তঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে।
ততঃ শব্দেন মহতা প্রচকম্পে বসুন্ধরা ॥ ২১
পক্ষিণশ্চ মহাঘোরং ব্যাহরন্তো বিবভ্রমুঃ।
সপ্রভশ্চোদিতঃ সূর্য্যো নিষ্প্রভঃ সমপদ্যত ॥ ২২
ববুশ্চ বাতাস্তুমুলাঃ শংসন্তঃ সুমহদ্ ভয়ম্।
ঘোরাশ্চ ঘোরনির্হ্রাদাঃ শিবাস্তত্র ববাশিরে ॥ ২৩
বেদয়ন্ত্যো মহারাজ মহদ্ বৈশসমাগতম্।
দিশঃ প্রজ্বলিতা রাজন্ পাংশুবর্ষং পপাত চ ॥২৪
রুধিরেণ সমুন্মিশ্রমস্থিবর্ষং তথৈব চ।
রুদতাং বাহনানাঞ্চ নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্ ॥ ২৫
সুস্রুবুশ্চ শকৃন্মূত্রং প্রধ্যায়ন্তো বিশাম্পতে।
অন্তর্হিতা মহানাদাঃ শ্রূয়ন্তে ভরতর্ষভ ॥ ২৬
রক্ষসাং পুরুষাদানাং নদতাং ভৈরবান্ রবান্।
সম্পতন্তশ্চ দৃশ্যন্তে গোমায়ু-বল-বায়সাঃ ॥ ২৭

ছিল, তাহাতে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল ॥ ২১

পক্ষীরা অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সূর্য্যদেব যদিও তেজস্বী রূপধারণ করত উদিত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই সময় তিনিও যেন নিস্তেজ হইয়া যাইলেন ॥ ২২

মহাভয়ের সূচনাকারী বায়ু তীব্রবেগে বহিয়া চলিল। ঘোর বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। শিবাগণ তখন অশুভসূচক রব করিতেছিল ॥ ২৩

মহারাজ! তাহারা গুরুতর ধ্বংসের বিষয় জানাইতেছিল। রাজন্! তখন দিক্‌সমূহ যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং চারি-দিকেই ধূলিবর্ষণ হইতে থাকিল। সেই সঙ্গে রক্তমিশ্রিত বহু অস্থিও বর্ষিত হইতেছিল। সেই সময় ক্রন্দনরত বাহনগুলির নেত্র হইতে অশ্রুজল পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৪-২৫

প্রজানাথ! এই সময় সমস্ত বাহনই অতিশয় চিন্তামগ্ন হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারী নরখাদক রাক্ষসগণের মহাশব্দ শোনা যাইতে লাগিল, কিন্তু এইরূপ শব্দকারীরা অদৃশ্য ছিল ॥ ২৬

চারিদিক্ হইতেই গোমায়ু ও বলশালী বায়সগণ পতিত হইতেছে—ইহা দেখা যাইল। আর্য্য! সেখানে কুকুরগুলিও নানাবিধ শব্দ করিতেছিল ॥ ২৭

শ্বানশ্চ বিবিধৈর্নাদৈর্বাশন্তস্তত্র মারিষ ॥ ২৭
জ্বলিতাশ্চ মহোল্কা বৈ সমাহত্য দিবাকরম্।
নিপেতুঃ সহসা ভূমৌ বেদয়ন্তো মহদ্ ভয়ম্ ॥ ২৮
মহান্ত্যনীকানি মহাসমুচ্ছ্রয়ে
ততস্তয়োঃ পাণ্ডব-ধার্ত্তরাষ্ট্রয়োঃ।
চকম্পিরে শঙ্খ-মৃদঙ্গনিঃস্বনৈঃ
প্রকম্পিতানীব বনানি বায়ুনা ॥ ২৯

নরেন্দ্র-নাগাশ্বসমাকুলানা-
মভ্যায়তীনামশিবে মুহূর্ত্তে।
বভূব ঘোষস্তুমুলশ্চমূনাং
বাতোদ্ধূতানামিব সাগরাণাম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি পরস্পরব্যূহরচনায়ামুৎপাত-দর্শনে একোনশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

প্রজ্বলিত বিশাল উল্কাসমূহ সূর্য্যদেবকে অভিভূত করিয়া মহাভয়ের সূচনা করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইতেছিল ॥ ২৮

সেই মহাসংগ্রামে পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষেরই বিশাল সৈন্যবাহিনী শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে সেইভাবে কাঁপিতে ছিল, যেভাবে বায়ুর বেগে সমগ্র বনভূমি কাঁপিতে থাকে ॥ ২৯

সেই অমঙ্গলজনক মুহূর্ত্তে নরপতি, হস্তী ও অশ্বগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপর আক্রমণ করিতে করিতে উভয় পক্ষেরই বিশাল সৈন্যবাহিনীর ভয়ঙ্কর শব্দ বায়ুবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জ্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে পরস্পরের ব্যূহরচনার পর উৎপাত-দর্শনবিষয়ক একোনশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শততমোহধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চপুত্রাণামভিমন্যোশ্চ অলম্বুষেণ রাক্ষসেন সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, অভিমন্যুনা বিনাশ্যমানানাং কৌরবসৈন্যানাং যুদ্ধতঃ পলায়নঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

অভিমন্যু রথোদারঃ পিশঙ্গৈস্তুরগোত্তমৈঃ।
অভিদুদ্রাব তেজস্বী দুর্য্যোধনবলং মহৎ ॥ ১
বিকিরন্ শরবর্ষাণি বারিধারা ইবাম্বুদঃ।
ন শেকুঃ সমরে ক্রুদ্ধং সৌভদ্রমরিসূদনম্ ॥ ২
(ক্রোড়রূপং হরিমিব প্রবিশন্তং মহার্ণবম্।)
শস্ত্রৌঘিণং গাহমানং সেনাসাগরমক্ষয়ম্।
নিবারয়িতুমপ্যাজৌ ত্বদীয়াঃ কুরুনন্দন ॥ ৩

তেন মুক্তা রণে রাজন্ শরাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ।
ক্ষত্রিয়াননয়ন্ শূরান্ প্রেতরাজনিবেশনম্ ॥ ৪
যমদণ্ডোপমান্ ঘোরান্ জ্বলিতাশীবিষোপমান্।
সৌভদ্রঃ সমরে ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়ামাস সায়কান্ ॥ ৫
সরথান্ রথিনস্তূর্ণং হয়াংশ্চৈব সসাদিনঃ।
গজারোহাংশ্চ সগজান্ দারয়ামাস ফাল্গুনিঃ ॥ ৬
তস্য তৎ কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম মহৎ সংখ্যে মহীভৃতঃ।
পূজয়াঞ্চক্রিরে হৃষ্টাঃ প্রশশংসুশ্চ ফাল্গুনিম্ ॥ ৭

শততম অধ্যায়

[দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্যুর রাক্ষস অলম্বুষের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং অভিমন্যুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে হইতে কৌরব সৈন্যদের যুদ্ধ হইতে পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বী অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণের শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহে যোজিত রথের দ্বারা দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১

যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ অভিমন্যুও বাণবর্ষণ করিতেছিলেন। যেরূপ বরাহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শত্রুনাশক সুভদ্রাসুত কুপিত হইয়া যুদ্ধে অস্ত্রপ্রবাহযুক্ত কৌরবগণের অক্ষয় সৈন্যসমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। কুরুনন্দন! সেই সময় আপনার সৈন্যগণ তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই ॥ ২-৩

রাজন্! রণাঙ্গনে অভিমন্যুকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শত্রুনাশক বাণসমূহে বহুসংখ্যক বীরবর ক্ষত্রিয়দিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিল ॥ ৪

সুভদ্রানন্দন সমরাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত মুখবিশিষ্ট বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ানক বাণসমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫

অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু রথের সহিত রথী, আরোহীর সহিত অশ্ব ও হাতীর সহিত তাহার আরোহীদিগকে অতিদ্রুত বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন ॥ ৬

যুদ্ধের এরূপ মহান্ পরাক্রমকারী অভিমন্যুর এবং তাঁহার

তান্যনীকানি সৌভদ্রো দ্রাবয়মাস ভারত।
তূলরাশীনিবাকাশে মারুতঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৮
তেন বিদ্রাব্যমাণানি তব সৈন্যানি ভারত।
ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত পঙ্কে মগ্না ইব দ্বিপাঃ ॥ ৯
বিদ্রাব্য সর্ব্বসৈন্যানি তাবকানি নরোত্তম।
অভিমন্যুঃ স্থিতো রাজন্ বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন ॥১০
ন চৈনং তাবকা রাজন্ বিষেহুররিঘাতিনম্।
প্রদীপ্তং পাবকং যদ্বদ্ পতঙ্গাঃ কালচোদিতাঃ ॥ ১১
প্রহরন্ সর্ব্বশত্রুভ্যঃ পাণ্ডবানাং মহারথঃ।
অদৃশ্যত মহেষ্বাসঃ সবজ্র ইব বাসবঃ ॥ ১২
হেমপৃষ্ঠং ধনুশ্চাস্য দদৃশে বিচরদ্ দিশঃ।
তোয়দেষু যথা রাজন্ রাজমানা শতহ্রদা ॥ ১৩
শরাশ্চ নিশিতাঃ পীতা নিশ্চরন্তি স্ম সংযুগে।
বনাৎ ফুল্লদ্রুমাদ্ রাজন্ ভ্রমরাণামিব ব্রজাঃ ॥ ১৪
তথৈব চরতস্তস্য সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ।
রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন দদৃশুর্নান্তরং জনাঃ ॥ ১৫
মোহয়িত্বা কৃপং দ্রোণং দ্রৌণিঞ্চ সবৃহদ্বলম্।
সৈন্ধবঞ্চ মহেষ্বাসো ব্যচরল্লঘু সুষ্ঠু চ ॥ ১৬
মণ্ডলীকৃতমেবাস্য ধনুঃ পশ্যাম ভারত।
সূর্য্যমণ্ডলসঙ্কাশং দহতস্তব বাহিনীম্ ॥ ১৭
তং দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়াঃ শূরাঃ প্রতপন্তং তরস্বিনম্।
দ্বিফাল্গুনমিমং লোকং মেনিরে তস্য কর্ম্মভিঃ ॥ ১৮
তেনার্দিতা মহারাজ ভারতী সা মহাচমূঃ।
বভ্রমং তত্র তত্রৈব যোষিন্মদবশাদিব ॥ ১৯
দ্রাবয়িত্বা মহাসৈন্যং কম্পয়িত্বা মহারথান্।
নন্দয়ামাস সুহৃদো ময়ং জিত্বেব বাসবঃ ॥ ২০
তেন বিদ্রাব্যমাণানি তব সৈন্যানি সংযুগে।
চক্রুরার্ত্তস্বনং ঘোরং পর্জ্জন্যনিনদোপমম্ ॥ ২১

কর্ম্মের সকল রাজাই প্রসন্ন হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৭

ভারত! যেরূপ বায়ু তুলারাশিকে উড়াইয়া থাকে, সেইরূপ সুভদ্রকুমার অভিমন্যু সমস্ত সৈন্যবাহিনীকেই তাড়াইয়া দিলেন ॥৮

ভরতনন্দন! অভিমন্যুকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া আপনার সৈন্যগণ পঙ্কে মগ্ন হস্তীদিগের ন্যায় নিজেদের কোন একজনও রক্ষক পাইল না ॥ ৯

হে নরোত্তম! রাজন্! আপনার সকল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া অভিমন্যু ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজন্! আপনার সৈন্যরা শত্রুঘাতী অভিমন্যুর বেগ সহ্য করিতে পারিল না। যেরূপ কালপ্রেরিত হইয়া পতঙ্গসকল প্রজ্বলিত অগ্নির তাপ সহ্য করিতে পারে না (অগ্নিতেই দগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করে), সেরূপ দশাও আপনার সৈন্যগণেরও হইয়াছিল ॥১১

সকল শত্রুর উপরই প্রহারকারী পাণ্ডব-মহারথী মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ১২

রাজন্! অভিমন্যুর ধনুর পৃষ্ঠভাগ স্বর্ণতে ভূষিত ছিল, ঐ ধনু সকল দিকেই বিচরণকারী মেঘের ক্রোড়ে প্রস্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ১৩

যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমন্যুর ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ ও পীতবর্ণের বাণসমূহ এরূপভাবে ছুটিতেছিল, মনে হইল—বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ বনপ্রান্ত হইতে ভ্রমরসমূহ নির্গত হইতেছিল ॥ ১৪

মহাত্মা সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু স্বর্ণময় রথের দ্বারা পূর্ব্ববৎ রণভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সেখানকার সকল লোকই তাঁহাকে প্রহার করিবার কোনরূপ অবসরই দেখিতে পাইল না ॥১৫

মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—ইঁহাদের সকলকেই মোহিত করিয়া সাবধানে দ্রুতগতিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

ভারত! আপনার সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর ধনুকে তখন আমরা সর্ব্বদা সূর্য্যমণ্ডলের তুল্য মণ্ডলাকার হইয়াই আছে দেখিতে লাগিলাম ॥ ১৭

সকলকে সন্তপ্তকারী সেই বেগশালী বীরকে দেখিয়া সমস্ত বীরবর ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে কর্ম্মের দ্বারা ইহাই মনে করিতে লাগিলেন যে, এই লোকে দুই জন অর্জ্জুন রহিয়াছেন ॥ ১৮

মহারাজ! অভিমন্যুকর্ত্তৃক পীড়িত ভরতবংশীয়দিগের সেই বিশাল সৈন্য মদোন্মত্তা যুবতীর ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥ ১৯

ময়াসুরবিজয়ী ইন্দ্রসদৃশ অভিমন্যু সেই বিশাল ভারত-সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া এবং মহারথী বীরগণকে কম্পিত করিতে থাকিয়া সুহৃদ্‌বর্গকে আনন্দিত করিলেন ॥ ২০

তাঁহার দ্বারা যুদ্ধে বিতাড়িত হইয়া আপনার সৈন্যগণ মেঘগর্জ্জনসদৃশ ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ২১

তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং তব সৈন্যস্য ভারত।
মারুতোদ্ধতবেগস্য সাগরস্যেব পর্ব্বণি ॥ ২২

দুর্য্যোধনস্তদা রাজন্নার্ষ্যশৃঙ্গিমভাষত।
এষ কার্ষ্ণির্মহাবাহো দ্বিতীয় ইব ফাল্গুনঃ ॥ ২৩

চমূং দ্রাবয়তে ক্রোধাদ্ বৃত্রো দেবচমূমিব।
তস্য চান্যন্ন পশ্যামি সংযুগে ভেষজং মহৎ ॥ ২৪

ঋতে ত্বাং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং সর্ব্ববিদ্যাসু পারগম্।
স গত্বা ত্বরিতং বীরং জহি সৌভদ্রমাহবে ॥ ২৫

বয়ং পার্থং হনিষ্যামো ভীষ্ম-দ্রোণপুরোগমাঃ।
স এবমুক্তো বলবান্ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৬

প্রযযৌ সমরে তূর্ণং তব পুত্রস্য শাসনাৎ।
নর্দমানো মহানাদং প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ২৭

তস্য শব্দেন মহতা পাণ্ডবানাং বলং মহৎ।
প্রাচলৎ সর্ব্বতো রাজন্ বাতোদ্ধত ইবার্ণবঃ ॥ ২৮

ভরতবংশধর রাজন্! পূর্ণিমার দিনে বায়ুর আঘাতে উদ্বেলিত সমুদ্রের গর্জনের ন্যায় আপনার সৈন্যদের ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সেই সময় দুর্যোধন রাক্ষস ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র অলম্বুষকে এইরূপ বলিলেন,—মহাবাহো! এই অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জুনতুল্য পরাক্রমী ॥ ২২-২৩

যেরূপ বৃত্রাসুর দেবসৈন্যগণকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিল, সেইরূপ অভিমন্যুও ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছে। আমি যুদ্ধস্থলে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী এবং রাক্ষসগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তোমার ন্যায় বীর ব্যতীত অন্য কাহাকেও এরূপ দেখিতেছি না, যে এই রোগের সর্ব্বোত্তম ঔষধ প্রদান করিতে পারে ॥

অতএব তুমি অতিসত্বর যাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বীর সুভদ্রকুমারকে বধ কর এবং আমরা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে রাখিয়া অর্জুনকে সংহার করিব ॥

আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর তাঁহার আজ্ঞায় বলবান্ ও প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ অলম্বুষ অতিক্রুত বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে গর্জন করিতে করিতে সমরাঙ্গণে গমন করিল ॥ ২৪-২৭

রাজন্! তাহার মহাগর্জনে বায়ুদ্বারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায়

বহবশ্চ মহারাজ তস্য নাদেন ভীষিতাঃ।
প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ২৯

কার্ষ্ণিশ্চাপি মুদা যুক্তঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
নৃত্যন্নিব রথোপস্থে তদ্ রক্ষঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩০

ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ সম্প্রাপ্যৈবার্জুনিং রণে।
নাতিদূরে স্থিতাং তস্য দ্রাবয়ামাস বৈ চমূম্ ॥ ৩১

তাং বধ্যমানাঞ্চ তথা পাণ্ডবানাং মহাচমূম্।
প্রত্যুদ্যযৌ রণে রক্ষো দেবসেনাং যথা বলঃ ॥ ৩২

বিমর্দ্দঃ সুমহানাসীৎ তস্য সৈন্যস্য মারিষ।
রক্ষসা ঘোররূপেণ বধ্যমানস্য সংযুগে ॥ ৩৩

ততঃ শরসহস্রৈস্তাং পাণ্ডবানাং মহাচমূম্।
ব্যদ্রাবয়দ্ রণে রক্ষো দর্শয়ন্ স্বপরাক্রমম্ ॥ ৩৪

সা বধ্যমানা চ তথা পাণ্ডবানামনীকিনী।
রক্ষসা ঘোররূপেণ প্রদুদ্রাব রণে ভয়াৎ ॥ ৩৫

পাণ্ডবদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বদিকেই চঞ্চলতা উপস্থিত হইল ॥ ২৮

মহারাজ! তাহার সিংহনাদে ভীত হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য স্বীয় প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৯

অভিমন্যুও হর্ষ এবং উৎসাহের সহিত হাতে ধনুর্বাণ লইয়া রথের আসনে যেন নৃত্য করিতে করিতেই সেই রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

তাহার পর সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষস অলম্বুষ যুদ্ধে অভিমন্যুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থিত সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল ॥ ৩১

এইরূপে পীড়িত পাণ্ডবদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর রাক্ষস অলম্বুষ সেইভাবে ধাবিত হইল, যেরূপ বলনামক দৈত্য দেবসেনার উপর ধাবিত হইয়াছিল ॥ ৩২

আর্য্য! যুদ্ধস্থলে ভয়ঙ্কর রাক্ষসকর্ত্তৃক আহত হইয়া সেই সৈন্যবাহিনীর ঘোরতর সংহার হইতে লাগিল ॥ ৩৩

সেই সময় রাক্ষস নিজের পরাক্রম দেখাইয়া রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিতে থাকিল ॥ ৩৪

সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকর্ত্তৃক তাদৃশ পীড়িত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়ে রণভূমি হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৫

প্রমৃদ্নংশ্চ রণে সেনাং
পদ্মিনীং বারণো যথা।
ততোঽভিদুদ্রাব রণে
দ্রৌপদেয়ান্ মহাবলান্ ॥ ৩৬
তে তু ক্রুদ্ধা মহেষ্বাসা দ্রৌপদেয়াঃ প্রহারিণঃ।
রাক্ষসং দুদ্রুবুঃ সংখ্যে গ্রহাঃ পঞ্চ রবিং যথা ॥ ৩৭
বীর্য্যবদ্ভিস্ততস্তৈস্তু পীড়িতো রাক্ষসোত্তমঃ।
যথা যুগক্ষয়ে ঘোরে চন্দ্রমাঃ পঞ্চভির্গ্রহৈঃ ॥ ৩৮
প্রতিবিন্ধ্যস্ততো রক্ষো বিভেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সর্ব্বপারশবৈস্তূর্ণৈরকুণ্ঠাগ্রৈর্মহাবলঃ ॥ ৩৯
স তৈর্ভিন্নতনুত্রাণঃ শুশুভে রাক্ষসোত্তমঃ।
মরীচিভিরিবার্কস্য সংস্যূতো জলদো মহান্ ॥ ৪০
বিষক্তৈঃ স শরৈশ্চাপি তপনীয়পরিচ্ছদৈঃ।
আর্য্যশৃঙ্গির্বিভৌ রাজন্ দীপ্তশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ৪১

ততস্তে ভ্রাতরঃ পঞ্চ রাক্ষসেন্দ্রং মহাহবে।
বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈস্তপনীয়বিভূষিতৈঃ ॥ ৪২
স নির্ভিন্নঃ শরৈর্ঘোরৈর্ভুজগৈঃ কোপিতৈরিব।
অলম্বুষো ভৃশং রাজন্ নাগেন্দ্র ইব চুক্রুধে ॥ ৪৩
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ মুহূর্ত্তমথ মারিষ।
প্রবিবেশ তমো দীর্ঘং পীড়িতস্তৈর্মহারথৈঃ ॥ ৪৪
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ক্রোধেন দ্বিগুণীকৃতঃ।
চিচ্ছেদ সায়কাংস্তেষাং ধ্বজাংশ্চৈব ধনূংষি চ ॥ ৪৫
একৈকং পঞ্চভির্বাণৈরাজঘান স্ময়ন্নিব।
অলম্বুষো রথোপস্থে নৃত্যন্নিব মহারথঃ ॥ ৪৬
ত্বরমাণঃ সুসংরব্ধো হয়াংস্তেষাং মহাত্মনাম্।
জঘান রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ সারথীংশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪৭
বিভেদ চ সুসংরব্ধঃ পুনশ্চৈনান্ সুসংশিতৈঃ।
শরৈর্বহুবিধাকারৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৪৮

যেরূপ হাতী পদ্মসুশোভিত সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে মথিত করিতে থাকিয়া অলম্বুষ দ্রৌপদীর মহাবল পুত্রদের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৩৬

দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাধনুর্দ্ধর ও প্রহার করিতে নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া সেই রাক্ষসের উপর সেইভাবে ধাবিত হইলেন, যেরূপ পঞ্চ গ্রহ সূর্য্যদেবের দিকে ধাবিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৭

তখন পরাক্রমশালী দ্রৌপদীপুত্রগণের দ্বারা সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষস তাদৃশ পীড়িত হইতে থাকিল, যেরূপ ভয়ানক প্রলয়কাল আসিলে চন্দ্র পঞ্চগ্রহের দ্বারা পীড়িত হন ॥ ৩৮

সেই সময় মহাবল প্রতিবিন্ধ্য সম্পূর্ণভাগে লৌহদ্বারা নির্ম্মিত অপ্রতিহত ধারাল শীঘ্রগামী তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সেই রাক্ষসকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯

সেই বাণগুলি রাক্ষসের কবচ ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিল। তাহাতে রাক্ষসরাজ অলম্বুষ সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ মহামেঘ সূর্য্যের কিরণে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকিয়া শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৪০

রাজন্! শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট সেই স্বর্ণভূষিত বাণসমূহে ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র রাক্ষস অলম্বুষ প্রদীপ্ত শিখরশোভিত পর্ব্বতের ন্যায় সুশোভিত ছিল ॥ ৪১

তারপর পঞ্চ ভ্রাতা সেই মহাভারতে স্বর্ণভূষিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪২

রাজন্! ক্রুদ্ধ সর্পসমূহসদৃশ সেই ভয়ঙ্কর বাণশ্রেণীতে অত্যন্ত আহত হইয়া অলম্বুষ অঙ্কুশবিদ্ধ গজরাজের ন্যায় কুপিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৩

মহারাজ! সেই মহারথী বীরগণের বাণশ্রেণীতে গুরুতর আহত ও পীড়িত অলম্বুষ মুহূর্ত্তকাল অতিশয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৪৪

তারপর সংজ্ঞালাভ করিয়া সে ক্রোধে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তখন অলম্বুষ নিজ বাণে তাঁহাদের অস্ত্রসমূহ, ধ্বজ ও ধনুগুলিকেও ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ৪৫

তদনন্তর রথের আসনে থাকিয়া যেন নৃত্য করিতে করিতেই মহারথী অলম্বুষ হাস্যসহকারে তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচটি করিয়া বাণ প্রহার করত আহত করিল ॥ ৪৬

পুনরায় সত্বরতার সহিত অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবল ক্রুদ্ধ রাক্ষস সেই মহাত্মা পঞ্চ ভ্রাতার অশ্ব ও সারথিগণকে সংহার করিয়া ফেলিল ॥ ৪৭

তাহার পর অত্যন্ত ক্রোধভরে বহুপ্রকার শত শত ও সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা রাক্ষস তাঁহাদের সকলকেই গুরুতর আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৮

বিরথাংশ্চ মহেম্বাসান কৃত্বা তত্র স রাক্ষসঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন হন্তুকামো নিশাচরঃ॥ ৪৯
তানর্দিতান রণে তেন রাক্ষসেন দুরাত্মনা।
দৃষ্ট্বার্জুনসুতঃ সংখ্যে রাক্ষসং সমুপাদ্রবৎ॥ ৫০
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং বৃত্রবাসবয়োরিব।
দদৃশুস্তাবকাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ॥ ৫১
তৌ সমেতৌ মহাযুদ্ধে ক্রোধদীপ্তৌ পরস্পরম্।
মহাবলৌ মহারাজ ক্রোধসংরক্তলোচনৌ॥ ৫২
পরস্পরমবেক্ষেতাম্ কালানলসমৌ যুধি।
তয়োঃ সমাগমো ঘোরো বভূব কটুকোদয়ঃ॥ ৫৩
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে শক্র শম্বরয়োঃ পুরা॥ ৫৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অলম্বুষাভিমন্যুসমাগমে শততমোহধ্যায়ঃ॥ ১০০

সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে রথহীন করিয়া যুদ্ধে তাঁহাদেরকে বধ করিবার ইচ্ছায় নিশাচর অলম্বুষ তীব্রবেগে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ৪৯

তখন পঞ্চভ্রাতাকেই রণাঙ্গনে রাক্ষসকর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইতে দেখিয়া অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু পুনরায় তাহার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৫০

তারপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যেই বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের সকল মহারথী যোদ্ধাই সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৫১

মহারাজ! সেই মহাযুদ্ধে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করত পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া এই দুই মহাবল বীর যুদ্ধে কাল ও অগ্নির ন্যায় পরস্পরকে দেখিতে থাকিলেন। তাঁহাদের সেই ঘোরতর সংগ্রাম অত্যন্ত কটু পরিণাম সৃষ্টি করিয়াছিল। পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের মধ্যে যেরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ যুদ্ধই ইহাদের আরম্ভ হইল॥ ৫২-৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে অলম্বুষ ও অভিমন্যুর সংগ্রামবিষয়ক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনালম্বুষস্য পরাজয়ঃ, অর্জুনেন সহ ভীষ্ম-কৃপাচার্য্যয়োঃ, অশ্বত্থাম্না দ্রোণাচার্য্যেণ সহ সাত্যকেশ্চ যুদ্ধম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
আর্জ্জুনিং সমরে শূরং বিনিঘ্নন্তং মহারথান্।
অলম্বুষঃ কথং যুদ্ধে প্রত্যযুধ্যত সঞ্জয়॥ ১
আর্ষ্যশৃঙ্গিং কথং চৈব সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন যথাবৃত্তং স্ম সংযুগে॥ ২
ধনঞ্জয়শ্চ কিং চক্রে মম সৈন্যেষু সংযুগে।
ভীমো বা রথিনাং শ্রেষ্ঠো রাক্ষসো বা ঘটোৎকচঃ॥৩
নকুলঃ সহদেবো বা সাত্যকির্বা মহারথঃ।
এতদাচক্ষ্ব মে সত্যং কুশলো হ্যসি সঞ্জয়॥ ৪
সঞ্জয় উবাচ।
হন্ত তেঽহং প্রবক্ষ্যামি সংগ্রামং লোমহর্ষণম্।
যথাভূদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য সৌভদ্রস্য চ মারিষ॥ ৫
অর্জ্জুনশ্চ যথা সংখ্যে ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ রণে চক্রুঃ পরাক্রমম্॥ ৬

একাধিকশততম অধ্যায়।

[অভিমন্যুকর্ত্তৃক অলম্বুষের পরাজয়, অর্জুনের সহিত ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সমরাঙ্গণে মহারথী বীরগণকে সংহারকারী শ্রেষ্ঠ বীর অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর সহিত রাক্ষস অলম্বুষের কিরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল? এইরূপ শত্রুবীরনাশী সুভদ্রা-সুত ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলম্বুষের সহিতই বা কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল? যুদ্ধস্থলে এই উভয়ের সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই তুমি আমাকে যথাযথভাবে বল॥ ১-২

সেই রণাঙ্গনে অর্জ্জুন আমার সৈন্যদের সহিত কি করিয়াছিল? রথিগণের শ্রেষ্ঠ ভীমসেন কিংবা রাক্ষস ঘটোৎকচ এবং নকুল-সহদেব ও মহারথী সাত্যকিই বা কি করিয়াছিল? সঞ্জয়! তুমি এই সব বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বল; কারণ, তুমি ইহা বলিতে সমর্থ॥ ৩-৪

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্য্য! আমি অতিশয় দুঃখের সহিত সেই রোমাঞ্চকারী সংগ্রামের কথা বর্ণনা করিব, যে সংগ্রাম রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর মধ্যে হইয়াছিল এবং পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যুদ্ধে পরাক্রম করিয়াছিলেন

তথৈব তাবকাঃ সর্ব্বে ভীষ্ম-দ্রোণপুরঃসরাঃ।
অদ্ভুতানি বিচিত্রাণি চক্রুঃ কর্ম্মাণ্যভীতবৎ ॥ ৭
অলম্বুষস্তু সমরে অভিমন্যুং মহারথম্।
বিনদ্য সুমহানাদং তর্জয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮
অভিদুদ্রাব বেগেন তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
অভিমন্যুশ্চ বেগেন সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ ॥ ৯
আর্য্যশৃঙ্গিং মহেষ্বাসং পিতুরত্যন্তবৈরিণম্।
ততঃ সমীয়তুঃ সংখ্যে ত্বরিতৌ নর-রাক্ষসৌ ॥ ১০
রথাভ্যাং রথিনৌ শ্রেষ্ঠৌ যথা বৈ দেব-দানবৌ।
মায়াবী রাক্ষসশ্রেষ্ঠো দিব্যাস্ত্রশ্চৈব ফাল্গুনিঃ ॥ ১১
ততঃ কার্ষ্ণির্মহারাজ নিশিতৈঃ সায়কৈস্ত্রিভিঃ।
আর্য্যশৃঙ্গিং রণে বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥১২
অলম্বুষোঽপি সংক্রুদ্ধঃ কার্ষ্ণিং নবভিরাশুগৈঃ।
হৃদি বিব্যাধ বেগেন তোত্ত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ১৩

এবং সেইরূপেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি আপনার সকল যোদ্ধারা নির্ভীকচিত্তে যে অদ্ভুত ও বিচিত্র কর্ম্ম করিয়াছিলেন—এই সমস্তই আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৫-৭

অলম্বুষ সমরাঙ্গণে মহারথী অভিমন্যুকে অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে বারংবার তর্জন করিয়া 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই কথা বলিতে লাগিল এবং তারপর দ্রুতগতিতে তাহার দিকে ধাবিত হইল।

এইরূপে বীর অভিমন্যুও বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে নিজ পিতৃব্য ভীমসেনের অত্যন্ত বৈরী মহাধনুর্দ্ধর অলম্বুষের উপর সবেগে আক্রমণ করিলেন।

তারপর সেই মনুষ্য ও রাক্ষস উভয় বীরই অতি সত্বর যুদ্ধে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। উভয়েই রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী ছিলেন, সুতরাং দেবতা ও দানবগণের ন্যায় রথের দ্বারা উভয়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ মায়াবী ছিল এবং অর্জুননন্দন অভিমন্যু দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন। ৮-১১

মহারাজ! তদনন্তর অর্জুনপুত্র অভিমন্যু তিনটি তীক্ষ্ণ সায়কে রণাঙ্গনে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ১২

তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ অলম্বুষও নয়টি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা অর্জুনকুমার অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে সেইরূপে সবেগে প্রহার করিল, যেরূপ গজরাজকে অঙ্কুশদ্বারা প্রহার করা হইয়া থাকে ॥ ১৩

ততঃ শরসহস্রেণ ক্ষিপ্রকারী নিশাচরঃ।
অর্জ্জুনস্য সুতং সংখ্যে পীড়য়ামাস ভারত ॥ ১৪
অভিমন্যুস্ততঃ ক্রুদ্ধো নবভির্নতপর্ব্বভিঃ।
বিভেদ নিশিতৈর্বাণৈ রাক্ষসেন্দ্রং মহোরসি ॥ ১৫
তে তস্য বিবিশুস্তূর্ণং কায়ং নির্ভিদ্য মর্ম্মসু।
স তৈর্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ শুশুভে রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ১৬
পুষ্পিতৈঃ কিংশুকৈ রাজন্ সংস্তীর্ণ ইব পর্ব্বতঃ।
সন্ধারয়াণশ্চ শরান্ হেমপুঙ্খান্ মহাবলঃ ॥ ১৭
বিবভৌ রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সজ্বাল ইব পর্ব্বতঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ আর্য্যশৃঙ্গিরমর্ষণঃ ॥ ১৮
মহেন্দ্রপ্রতিমং কার্ষ্ণিং ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ।
তেন তে বিশিখা মুক্তা যমদণ্ডোপমাঃ শিতাঃ ॥ ১৯
অভিমন্যুং বিনির্ভিদ্য প্রাবিশন্ত ধরাতলম্।
তথৈবার্জ্জুনিনা মুক্তাঃ শরাঃ কনকভূষণাঃ ॥ ২০

ভারত! তাহার পর শীঘ্রতাসহকারে কার্য্য করিতে সমর্থ নিশাচর অলম্বুষ এক হাজার বাণ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে অর্জুনের পুত্রকে পীড়িত করিল ॥ ১৪

ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুও রাক্ষসরাজ অলম্বুষের বিশাল বক্ষঃস্থলে আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

তখন সেই বাণগুলি অতিদ্রুত রাক্ষসের শরীর ভেদ করিয়া তাহার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল। রাজন্! এই বাণসমূহে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইলে রাক্ষসরাজ অলম্বুষ বিকসিত পলাশবৃক্ষসমূহে আচ্ছাদিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত সেই বাণগুলিকে স্বীয় অঙ্গে ধারণকরত মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ অগ্নির শিখাসমূহে পরিব্যাপ্ত পর্ব্বততুল্য শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ! তখন অমর্ষশীল অলম্বুষ কুপিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সদৃশ পরাক্রমশালী অর্জুননন্দন অভিমন্যুকে পক্ষযুক্ত বাণসমূহে আবৃত করিয়া ফেলিল।

তাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ অভিমন্যুর শরীর ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল।

সেইরূপ অভিমন্যুকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণভূষিত বাণসমূহ অলম্বুষকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল।

অলম্বুষং বিনির্ভিদ্য প্রাবিশস্তু ধরাতলম্।
সৌভদ্রস্তু রণে রক্ষঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ২১
চক্রে বিমুখমাসাদ্য ময়ং শক্র ইবাহবে।
বিমুখঞ্চ ততো রক্ষো বধ্যমানং রণেঽরিণা ॥ ২২
প্রাদুশ্চক্রে মহামায়াং তামসীং পরতাপনাম্।
ততস্তে তমসা সর্ব্বে বৃতাশ্চাসন্ মহীপতে ॥ ২৩
নাভিমন্যুমপশ্যন্ত নৈব স্বান্ ন পরান্ রণে।
অভিমন্যুশ্চ তদ্ দৃষ্ট্বা ঘোররূপং মহত্তমঃ ॥ ২৪
প্রাদুশ্চক্রেঽস্ত্রমত্যুগ্রং ভাস্করং কুরুনন্দনঃ।
ততঃ প্রকাশমভবজ্জগৎ সর্ব্বং মহীপতে ॥ ২৫
তাং চাভিজঘ্নিবান্ মায়াং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
সংক্রুদ্ধশ্চ মহাবীর্য্যো রাক্ষসেন্দ্রং নরোত্তমঃ ॥ ২৬
ছাদয়ামাস সমরে শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
বহ্বীস্তথান্যা মায়াশ্চ প্রযুক্তাস্তেন রক্ষসা ॥ ২৭
সর্ব্বাস্ত্রবিদমেয়াত্মা বারয়ামাস ফাল্গুনিঃ।
হতমায়ং ততো রক্ষো বধ্যমানঞ্চ সায়কৈঃ ॥ ২৮
রথং তত্রৈব সন্ত্যজ্য প্রাদ্রবন্মহতো ভয়াৎ।
তস্মিন্ বিনির্জিতে তূর্ণং কূটযোধিনি রাক্ষসে ॥ ২৯
আর্জ্জুনিঃ সমরে সৈন্যং তাবকং সম্মমর্দ হ।
মদান্ধো গন্ধনাগেন্দ্রঃ সপদ্মাং পদ্মিনীমিব ॥ ৩০
ততঃ শান্তনবো ভীষ্মঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বাভিবিদ্রুতম্।
মহতা শরবর্ষেণ সৌভদ্রং পর্য্যবারয়ৎ ॥ ৩১
কোষ্ঠীকৃত্য চ তং বীরং ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহারথাঃ।
একং সুবহবো যুদ্ধে ততক্ষুঃ সায়কৈর্দৃঢ়ম্ ॥ ৩২
স তেষাং রথিনাং বীরঃ পিতুস্তুল্যপরাক্রমঃ।
সদৃশো বাসুদেবস্য বিক্রমেণ বলেন চ ॥ ৩৩
উভয়োঃ সদৃশং কর্ম্ম স পিতুর্মাতুলস্য চ।
রণে বহুবিধং চক্রে সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ৩৪
ততো ধনঞ্জয়ো বীরো বিনিঘ্নংস্তব সৈনিকান্।
আসসাদ রণে ভীষ্মং পুত্রং প্রেপ্সুরমর্ষণঃ ॥ ৩৫

যেরূপ ইন্দ্র যুদ্ধস্থলে ময়াসুরকে বিমুখ করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুও রণক্ষেত্রে আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহ প্রহার করিয়া সেই রাক্ষস অলম্বুষকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিলেন।

তারপর সমরাঙ্গণে শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত ও বিমুখ হইয়া রাক্ষস অলম্বুষ শত্রুসন্তাপকারিণী তামসী (অন্ধকারময়ী) মহামায়াকে প্রকটিত করিল।

মহীপতে! তখন সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল, সুতরাং সেই সময় রণাঙ্গনে কেহই অভিমন্যুকে দেখিতে পাইল না; এমন কি নিজেকে ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদিগকেও দেখিতে পাইল না।

এই ভয়ঙ্কর এবং গাঢ়তম অন্ধকারকে দেখিয়া কুরুকুলের আনন্দপ্রদ অভিমন্যু অত্যন্ত উগ্র ভাস্করাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। রাজন্! ইহাতে সমগ্র জগৎ পুনরায় প্রকাশিত হইল ॥ ১৬-২৬

এইরূপ মহাপরাক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু সেই দুরাত্মা রাক্ষসের মায়া নষ্ট করিয়া দিলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা রাক্ষসরাজকে সমরভূমিতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

সেই সময় এই রাক্ষস আরও যে সমস্ত মায়া প্রকাশ করিয়াছিল, সেই সমস্ত মায়াকে সর্ব্ববিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ অনন্ত আত্মবলসম্পন্ন অভিমন্যু নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

স্বীয় মায়া নষ্ট হইয়া যাইলে বহুবিধ বাণে আহত হইয়া রাক্ষস অলম্বুষ অত্যন্ত ভয়বশতঃ নিজের রথ সেখানেই পরিত্যাগ করিয়া দ্রুত পলায়ন করিল।

মায়াদ্বারা যুদ্ধকারী সেই রাক্ষস পরাজিত হইলে অর্জুননন্দন অভিমন্যু অতিক্রত আপনার সৈন্যদিগকে সেইভাবে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন, যেভাবে গন্ধযুক্ত মদান্ধ গজরাজ পদ্মে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীকে মথিত করিয়া থাকে ॥ ২৭-৩০

তারপর স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রভৃত বাণবর্ষণ করিয়া সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুকে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৩১

তারপর আপনার মহারথী পুত্রগণ চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধস্থলে একাকী সেই অভিমন্যুকে বহুসংখ্যক যোদ্ধা তীব্রবেগে বাণসমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

বীর অভিমন্যু স্বীয় পিতা অর্জুনের ন্যায় পরাক্রমী ছিলেন। বল ও বিক্রমে তিনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ ছিলেন। তখন সকল শাস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অভিমন্যু রণাঙ্গনে সেই সব কৌরব রথীদিগের সহিত নিজ পিতা ও মামার তুল্য বহুবিধ শৌর্য্যপূর্ণ কার্য্য করিলেন ॥ ৩৩-৩৪

তারপর বীর ধনঞ্জয় (অর্জুন) সমরাঙ্গণে আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে স্বীয় পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য অমর্ষচিত্তে ভীষ্মের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

তথৈব সমরে রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তব।
আসসাদ রণে পার্থং স্বর্ভানুরিব ভাস্করম্॥ ৩৬
ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ পুত্রাস্তব জনেশ্বর।
পরিবব্রু রণে ভীষ্মং জুগুপুশ্চ সমন্ততঃ॥ ৩৭
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্।
রণায় মহতে যুক্তা দংশিতা ভরতর্ষভ॥ ৩৮
শারদ্বতস্ততো রাজন্ ভীষ্মস্য প্রমুখে স্থিতম্।
অর্জ্জুনং পঞ্চবিংশত্যা সায়কানাং সমাচিনোৎ॥ ৩৯
প্রত্যুদ্গম্যাথ বিব্যাধ সাত্যকিস্তং শিতৈঃ শরৈঃ।
পাণ্ডবপ্রিয়কামার্থং শার্দূল ইব কুঞ্জরম্॥ ৪০
গৌতমোঽপি ত্বরাযুক্তো মাধবং নবভিঃ শরৈঃ।
হৃদি বিব্যাধ সংক্রুদ্ধঃ কঙ্কপত্রপরিচ্ছদৈঃ॥ ৪১
শৈনেয়োঽপি ততঃ ক্রুদ্ধশ্চাপমানম্য বেগবান্।
গৌতমান্তকরং তূর্ণং সমাধত্ত শিলীমুখম্॥ ৪২

রাজন্! যেরূপ সূর্য্যকে রাহু আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার পিতৃব্য দেবব্রত ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে কুন্তীকুমার অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৩৬

জনেশ্বর! সেই সময় আপনার পুত্রগণ রথ, হস্তী, অশ্বগণের সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধস্থলে ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতে থাকিলেন॥ ৩৭

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ পাণ্ডব-যোদ্ধারা অর্জ্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া কবচাদিতে সুসজ্জিত অবস্থায় মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিলেন॥ ৩৮

রাজন্! সেই সময় ভীষ্মের সম্মুখে অবস্থিত অর্জ্জুনকে কৃপাচার্য্য পঁচিশ বাণ প্রহার করিলেন॥ ৩৯

তখন যেরূপ সিংহ হস্তীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ সাত্যকি অগ্রসর হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের প্রিয় করিবার জন্য কৃপাচার্য্যকে স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন॥ ৪০

ইহাতে কৃপাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরতার সহিত মধু-বংশজাত সাত্যকির বক্ষঃস্থলে কঙ্কপত্রভূষিত নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ৪১

তখন বেগশালী সাত্যকিও ক্রুদ্ধ হইয়া ধনু আনত করত অতিসত্বর তাহার উপর কৃপাচার্য্যের অন্তকর একটি বাণ যোজনা করিলেন॥ ৪২

তমাপতন্তং বেগেন শক্রাশনিসমদ্যুতিম্।
দ্বিধা চিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধো দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ॥ ৪৩
সমুৎসৃজ্যাথ শৈনেয়ো গৌতমং রথিনাং বরঃ।
অভ্যদ্রবদ্ রণে দ্রৌণিং রাহুঃ খে শশিনং যথা॥ ৪৪
তস্য দ্রোণসুতশ্চাপং দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারত।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং তাড়য়ামাস সায়কৈঃ॥ ৪৫
সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় শত্রুঘ্নং ভারসাধনম্।
দ্রৌণিং ষষ্ট্যা মহারাজ বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ॥ ৪৬
স বিদ্ধো ব্যথিতশ্চৈব মুহূর্ত্তং কশ্মলাযুতঃ।
নিষসাদ রথোপস্থে ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিতঃ॥ ৪৭
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
বার্ষ্ণেয়ং সমরে ক্রুদ্ধো নারাচেন সমার্পয়ৎ॥ ৪৮
শৈনেয়ং স তু নির্ভিদ্য প্রাবিশদ্ ধরণীতলম্।
বসন্তকালে বলবান বিলং সর্পশিশুর্যথা॥ ৪৯

এই বাণের প্রভাব ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ছিল। তাহাকে সবেগে আসিতে দেখিয়া অতিশয় কোপনস্বভাব অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া সেই বাণটিকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন॥ ৪৩

তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া রাহু যেরূপ আকাশে চন্দ্রকে আক্রমণ করে, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামার উপর ধাবিত হইলেন॥ ৪৪

ভারত! তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সাত্যকির ধনুটিকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন এবং ধনু ছিন্ন হইলে তিনি সাত্যকিকে নিজ বাণ-সমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ৪৫

মহারাজ! তখন সাত্যকি ভারসাধনে সমর্থ এবং শত্রুবিনাশক অপর একটি ধনু গ্রহণ করিয়া ষাটটি বাণের দ্বারা অশ্বত্থামার বাহু ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন॥ ৪৬

ইহাতে অত্যন্ত আহত ও ব্যথিত হইয়া মূর্চ্ছিত অশ্বত্থামা ধ্বজদণ্ডের উপর আশ্রয় লইয়া মুহূর্ত্তকাল রথের পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট রহিলেন॥ ৪৭

তারপর প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সংজ্ঞালাভ করত কুপিত হইয়া সমরাঙ্গণে সাত্যকিকে নারাচের দ্বারা আঘাত করিলেন॥ ৪৮

এই নারাচ তখন সাত্যকিকে ভেদ করিয়া সেইভাবে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ বসন্তকালে বলবান্ সর্পশিশু বিলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে॥ ৪৯

অথাপরেণ ভল্লেন মাধবস্য ধ্বজোত্তমম্।
চিচ্ছেদ সমরে দ্রৌণিঃ সিংহনাদং মুমোচ হ ॥ ৫০
পুনশ্চৈনং শরৈর্ঘোরৈশ্ছাদয়ামাস ভারত।
নিদাঘান্তে মহারাজ যথা মেঘো দিবাকরম্ ॥ ৫১
সাত্যকোঽপি মহারাজ শরজালং নিহত্য তৎ।
দ্রৌণিমভ্যকিরৎ তূর্ণং শরজালৈরনেকধা ॥ ৫২
তাপয়ামাস চ দ্রৌণিং শৈনেয়ঃ পরবীরহা।
বিমুক্তো মেঘজালেন যথৈব তপনস্তথা ॥ ৫৩
শরাণাঞ্চ সহস্রেণ পুনরেব সমুদ্যতঃ।
সাত্যকিশ্ছাদয়ামাস ননাদ চ মহাবলঃ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা পুত্রঞ্চ তং গ্রস্তং রাহুণেব নিশাকরম্।
অভ্যদ্রবত শৈনেয়ং ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৫
বিব্যাধ চ সুতীক্ষ্ণেন পৃষৎকেন মহামৃধে।
পরীপ্সন্ স্বসুতং রাজন্ বার্ষ্ণেয়েনাভিপীড়িতম্ ॥ ৫৬
সাত্যকিস্তু রণে হিত্বা গুরুপুত্রং মহারথম্।
দ্রোণং বিব্যাধ বিংশত্যা সর্ব্বপারশবৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৭
তদন্তরমমেয়াত্মা কৌন্তেয়ঃ শত্রুতাপনঃ।
অভ্যদ্রবদ্ রণে ক্রুদ্ধো দ্রোণং প্রতি মহারথঃ ॥ ৫৮
ততো দ্রোণশ্চ পার্থশ্চ সমেয়াতাং মহামৃধে।
যথা বুধশ্চ শুক্রশ্চ মহারাজ নভস্তলে ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি অলম্বুষাভিমন্যুযুদ্ধে একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১

ইহার পর অপর একটি ভল্লের দ্বারা সমরাঙ্গণে অশ্বত্থামা সাত্যকির উত্তম ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

ভারত! মহারাজ! তদনন্তর যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি পুনরায় স্বীয় ভয়ঙ্কর বাণসমূহে সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫১

নরেশ্বর! সেই সময় সাত্যকিও ঐ বাণগুলিকে নষ্ট করিয়া দিয়া অতিক্রত অশ্বত্থামার উপর অনেক প্রকার বাণজাল বিস্তার করিলেন ॥ ৫২

তারপর শত্রুবীরসংহারকারী যুযুধান (সাত্যকি) মেঘজালমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সন্তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

মহাবল সাত্যকি পুনরায় এক হাজার বাণবর্ষণ করিয়া অশ্বত্থামাকে আবৃত করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে থাকিলেন ॥ ৫৪

যেরূপ রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ সাত্যকির দ্বারা নিজের পুত্রকে গ্রস্ত হইতে দেখিয়া প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৫

রাজন্! সেই মহাযুদ্ধে সাত্যকি দ্বারা পীড়িত নিজ পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য দ্রোণাচার্য্য তীক্ষ্ণবাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৬

তখন সাত্যকি রণক্ষেত্রে গুরুপুত্র মহারথী অশ্বত্থামাকে পরিহার করিয়া সম্পূর্ণভাগ লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত বিশটি বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৭

এই সময় শত্রুসন্তাপক অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহারথী অর্জুন যুদ্ধস্থলে কুপিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৫৮

মহারাজ! তাহার পর দ্রোণাচার্য্য ও অর্জুন সেই মহাযুদ্ধে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। তখন মনে হইল,—আকাশে বুধ ও শুক্র পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে অলম্বুষ ও অভিমন্যুর যুদ্ধবিষয়ক একাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ সুশর্ম্মণা চ সহার্জুনস্য যুদ্ধম্, ভীমসেনেন গজসৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং দ্রোণো মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
সমীয়তূ রণে যত্তৌ তাবুভৌ পুরুষর্ষভৌ॥ ১

প্রিয়ো হি পাণ্ডবো নিত্যং ভারদ্বাজস্য ধীমতঃ।
আচার্য্যশ্চ রণে নিত্যং প্রিয়ঃ পার্থস্য সঞ্জয়॥ ২

তাবুভৌ রথিনৌ সংখ্যে হৃষ্টৌ সিংহাবিবোৎকটৌ।
কথং সমীয়তুর্যত্তৌ ভারদ্বাজ-ধনঞ্জয়ৌ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

ন দ্রোণঃ সমরে পার্থং জানীতে প্রিয়মাত্মনঃ।
ক্ষত্রধর্ম্মং পুরস্কৃত্য পার্থো বা গুরুমাহবে॥ ৪

ন ক্ষত্রিয়া রণে রাজন্ বর্জয়ন্তি পরস্পরম্।
নির্ম্মর্য্যাদং হি যুধ্যন্তে পিতৃভির্ভ্রাতৃভিঃ সহ॥ ৫

রণে ভারত পার্থেন দ্রোণো বিদ্ধস্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
নাচিন্তয়চ্চ তান্ বাণান্ পার্থচাপচ্যুতান্ যুধি॥ ৬

শরবৃষ্ট্যা পুনঃ পার্থশ্ছাদয়ামাস তং রণে।
স প্রজজ্বাল রোষেণ গহনেঽগ্নিরিবোর্জ্জিতঃ॥ ৭

ততোঽর্জ্জুনং রণে দ্রোণঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
ছাদয়ামাস রাজেন্দ্র নচিরাদেব ভারত॥ ৮

ততো দুর্য্যোধনো রাজা সুশর্ম্মাণমচোদয়ৎ।
দ্রোণস্য সমরে রাজন্ পার্ষ্ণিগ্রহণকারণাৎ॥ ৯

ত্রিগর্ত্তরাড়পি ক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্ম্মুকম্।
ছাদয়ামাস সমরে পার্থং বাণৈরয়োমুখৈঃ॥ ১০

তাভ্যাং মুক্তাঃ শরা রাজন্নন্তরিক্ষে বিরেজিরে।
হংসা ইব মহারাজ শরৎকালে নভস্তলে॥ ১১

তে শরাঃ প্রাপ্য কৌন্তেয়ং সমন্তাদ্ বিবিশুঃ প্রভো।
ফলভারনতং যদ্বৎ স্বাদু বৃক্ষং বিহঙ্গমাঃ॥ ১২

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্য ও সুশর্ম্মার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্তৃক গজসৈন্যের সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন—এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রণাঙ্গনে কিরূপ প্রযত্ন করিয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন? ১

সূত! যুদ্ধে পরম জ্ঞানী দ্রোণাচার্য্যের নিকট পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন সদাই প্রিয় ছিল এবং অর্জ্জুনেরও আচার্য্য দ্রোণ রণাঙ্গনে সর্ব্বদা প্রিয় ছিলেন॥ ২

সেইদিন সংগ্রামক্ষেত্রে দুইটি প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ এই দুই মহারথী দ্রোণাচার্য্য এবং ধনঞ্জয় কিরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে নিজের প্রিয় মনে করিতেন না এবং অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের কথা চিন্তা করিয়া যুদ্ধস্থলে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে নিজের প্রিয় বোধ করিতেন না॥ ৪

রাজন্! ক্ষত্রিয়গণ রণাঙ্গনে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া কাহাকেও বর্জন করেন না। তাঁহারা পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিতও মর্য্যাদাশূন্য (আত্মীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কশূন্য) হইয়া যুদ্ধ করেন॥ ৫

ভারত! সেই রণাঙ্গনে অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনের ধনু হইতে নিষ্ক্রান্ত সেই বাণগুলিকে যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্য গ্রাহ্যই করিলেন না॥ ৬

তখন পুনরায় অর্জ্জুন রণাঙ্গনে স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি রোষবশতঃ জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহাতে মনে হইল—বনে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে॥ ৭

ভরতনন্দন! রাজেন্দ্র! তারপর দ্রোণাচার্য্য আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে রণাঙ্গনে অর্জ্জুনকে অতিক্রত আচ্ছাদিত করিলেন॥ ৮

রাজন্! তখন রাজা দুর্য্যোধন সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্যের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিবার জন্য সুশর্ম্মাকে প্রেরণ করিলেন॥ ৯

তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাও সমরস্থলে ক্রোধের সহিত স্বীয় ধনুটিকে আকর্ষণ করিয়া লৌহমুখ বাণসমূহে অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ১০

মহারাজ! যেরূপ শরৎকালে আকাশে হংসশ্রেণীকে উড়িতে দেখা যায়, সেইরূপ ইঁহাদের উভয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ আকাশে শোভা পাইতে লাগিল॥ ১১

প্রভো! সেই বাণগুলি চারিদিক্ দিয়া কুন্তীকুমার অর্জ্জুনের উপর পতিত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—ফলসমূহের ভারে নত স্বাদিষ্ট বৃক্ষের উপর চারিদিক্ হইতে বহু পক্ষী আসিয়া উপবেশন করিতেছে॥ ১২

অর্জ্জুনস্তু রণে নাদং বিনদ্য রথিনাং বরঃ।
ত্রিগর্ত্তরাজং সমরে সপুত্রং বিব্যধে শরৈঃ॥ ১৩
তে বধ্যমানাঃ পার্থেন কালেনেব যুগক্ষয়ে।
পার্থমেবাভ্যবর্ত্তন্ত মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ॥ ১৪
মুমুচুঃ শরবৃষ্টিঞ্চ পাণ্ডবস্য রথং প্রতি।
শরবৃষ্টিং ততস্তাং তু শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ॥ ১৫
প্রতিজগ্রাহ রাজেন্দ্র তোয়বৃষ্টিমিবাচলঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম বীভৎসোর্হস্তলাঘবম্॥ ১৬
বিমুক্তাং বহুভির্যোধৈঃ শস্ত্রবৃষ্টিং দুরাসদাম্।
যদেকো বারয়ামাস মারুতোঽভ্রগণানিব॥ ১৭
কর্ম্মণা তেন পার্থস্য তুতুষুর্দেব দানবাঃ।
অথ ক্রুদ্ধো রণে পার্থস্ত্রিগর্ত্তান্ প্রতি ভারত॥ ১৮
মুমোচাস্ত্রং মহারাজ বায়ব্যং পৃতনামুখে।
প্রাদুরাসীৎ ততো বায়ুঃ ক্ষোভয়াণো নভস্তলম্॥ ১৯
পাতয়ন্ বৈ তরুগণান্ বিনিঘ্নংশ্চৈব সৈনিকান্।
ততো দ্রোণোঽভিবীক্ষ্যৈব বায়ব্যাস্ত্রং সুদারুণম্॥২০
শৈলমন্যন্মহারাজ ঘোরমস্ত্রং মুমোচ হ।
দ্রোণেন যুধি নির্মুক্তে তস্মিন্নস্ত্রে নরাধিপ॥ ২১
প্রশশাম ততো বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ।
ততঃ পাণ্ডুসুতো বীরস্ত্রিগর্ত্তস্য রথব্রজান্॥ ২২
নিরুৎসাহান্ রণে চক্রে বিমুখান্ বিপরাক্রমান্।
ততো দুর্য্যোধনশ্চৈব কৃপশ্চ রথিনাং বরঃ॥২৩
অশ্বত্থামা তথা শল্যঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ বাহ্লিকঃ সহ বাহ্লিকৈঃ॥ ২৪
মহতা রথবংশেন পার্থস্যাবারয়ন্ দিশঃ।
তথৈব ভগদত্তশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ মহাবলঃ॥ ২৫
গজানীকেন ভীমস্য তাববারয়তাং দিশঃ।
ভূরিশ্রবাঃ শলশ্চৈব সৌবলশ্চ বিশাম্পতে॥ ২৬
শরৌঘৈর্বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্মাদ্রীপুত্রাববারয়ন্।
ভীষ্মস্তু সংহতঃ সংখ্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সসৈনিকৈঃ॥২৭

কিন্তু রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন সিংহনাদ করিয়া রণাঙ্গনে পুত্রের সহিত ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে স্বীয় বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন॥ ১৩

যেরূপ প্রলয়কালে সাক্ষাৎ কাল জীবজগৎকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ অর্জ্জুনের দ্বারা প্রহৃত হইয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যগণ মরণেরই নিশ্চয় করত তাঁহার দিকেই ধাবিত হইল॥ ১৪

তাহারা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের রথের উপর বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। রাজেন্দ্র! অর্জুন চারিদিক্ হইতে বর্ষিত এই বাণবর্ষণ সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন, যেরূপ পর্ব্বত জলবর্ষণ ধারণ করিয়া থাকে॥

সেই যুদ্ধে আমরা অর্জ্জুনের হস্তের অদ্ভুত অস্ত্রচালনা-নৈপুণ্য দেখিলাম। যেরূপ বায়ু মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ বহুসংখ্যক যোদ্ধার দ্বারা কৃত দুঃসহ বাণবর্ষণ তিনি একাকীই নিবারণ করিয়া ফেলিলেন॥ ১৫-১৭

মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই পরাক্রমে দেবতা ও দানবগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। ভারত! তদনন্তর ক্রুদ্ধ অর্জুন যুদ্ধের সম্মুখভাগে ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যদের দিকে লক্ষ্য করিয়া বায়ব্যঅস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; তাহাতে আকাশকে বিক্ষুব্ধকারী বায়ু প্রাদুর্ভূত হইল, যাহা বৃক্ষসমূহ পাতিত করিতে করিতে সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল॥

মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বায়ব্যাস্ত্রকে দেখিয়া তাহাকে নিবারণ করিবার জন্য ভয়ানক পর্ব্বতাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন॥

নরাধিপ! দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক পর্ব্বতাস্ত্রের প্রয়োগ হইলে বায়ু শান্ত হইল এবং দিক্‌সমূহ প্রসন্ন হইল॥

তখন বীরবর পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের রথসমূহকে উৎসাহরহিত ও পরাক্রমশূন্য করিয়া তাহাদিগকে রণ-বিমুখ করিয়া দিলেন॥

তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বাহ্লীকদেশীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত রাজা বাহ্লীক এই সব রথিগণের বিশাল সৈন্যের দ্বারা অর্জুনের সকল দিক্ অর্থাৎ সকল পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন॥

সেইরূপ ভগদত্ত ও মহাবল শ্রুতায়ু হস্তী সৈন্যদ্বারা ভীমসেনের চারিদিক আবৃত করিয়া ফেলিলেন॥

প্রজানাথ! ভূরিশ্রবা, শল এবং শকুনি তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মল বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেবকে আচ্ছাদিত করিলেন॥

ভীষ্ম সৈন্যগণের সহিত ও আপনার পুত্রদিগের সহিত সংগঠিত হইয়া যুদ্ধে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন॥

তৈরং সমাসাত্য সর্ব্বতঃ পর্য্যবারয়ৎ।
আপতন্তং গজানীকং দৃষ্ট্বা পার্থো বৃকোদরঃ॥ ২৮
লেলিহন্ সৃক্কিণী বীরো মৃগরাড়িব কাননে।
ভীমস্তু রথিনাং শ্রেষ্ঠো গদাং গৃহ্য মহাহবে॥ ২৯
অবপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণং তব সৈন্যান্যভীষয়ৎ।
তমুদ্বীক্ষ্য গদাহস্তং ততস্তে গজসাদিনঃ॥ ৩০
পরিবব্রু রণে যত্তা ভীমসেনং সমন্ততঃ।
গজমধ্যমনুপ্রাপ্তঃ পাণ্ডবঃ স ব্যরাজত॥ ৩১
মেঘজালস্য মহতো যথা মধ্যগতো রবিঃ।
ব্যধমৎ স গজানীকং গদয়া পাণ্ডবর্ষভঃ॥ ৩২
মহাভ্রজালমতুলং মাতরিশ্বেব সন্ততম্।
তে বধ্যমানা বলিনাং ভীমসেনেন দন্তিনঃ॥৩৩
আর্ত্তনাদং রণে চক্রুর্গর্জন্তো জলদা ইব।
বহুধা দারিতৈশ্চৈব বিষাণৈস্তত্র দন্তিভিঃ॥ ৩৪
ফুল্লাশোকনিভঃ পার্থঃ শুশুভে রণমূর্ধনি।
বিষাণে দন্তিনং গৃহ্য নির্বিষাণমথাকরোৎ॥ ৩৫
বিষাণেন চ তেনৈব কুম্ভেঽভ্যাহত্য দন্তিনম্।
পাতয়ামাস সমরে দণ্ডহস্ত ইবান্তকঃ॥ ৩৬
শোণিতাক্তাং গদাং বিভ্রন্মেদোমজ্জাকৃতচ্ছবিঃ।
কৃতাভ্যঙ্গঃ শোণিতেন রুদ্রবৎ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৩৭
এবং তে বধ্যমানাশ্চ হতশেষা মহাগজাঃ।
প্রাদ্রবন্ত দিশো রাজন্ বিমৃদ্নন্তঃ স্বকং বলম্॥৩৮
দ্রবদ্ভিস্তৈর্মহানাগৈঃ সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ।
দুর্য্যোধনবলং সর্ব্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীমপরাক্রমে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০২

হস্তী সৈন্যদিগকে আসিতে দেখিয়া বীর কুন্তীনন্দন ভীমসেন যেরূপ বনে সিংহ নিজের মুখের দুইপ্রান্ত চাটিতে থাকে, সেইরূপ মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা চাটিতে লাগিলেন।

তারপর মহাসমরে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন গদা লইয়া অতি দ্রুত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিয়া তুলিলেন।

গদাহাতে ভীমসেনকে দেখিয়া সেই গজারোহী সৈন্যরা তাঁহাকে যত্নসহকারে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল।

সেই গজসৈন্যের মধ্যে দণ্ডায়মান পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন মহামেঘসমূহের মধ্যে স্থিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন স্বীয় গদার আঘাতে সম্পূর্ণ গজসৈন্যকে সেইরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ বায়ু মহামেঘের চারিদিকে বিস্তৃত অতুলনীয় সমাবেশকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া থাকে।

মহাবল ভীমসেনের গদার আঘাতে আহত হইয়া দন্তশোভিত বহু হাতী যুদ্ধস্থলে গর্জনরত মেঘের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

সেই সময় হাতীদিগের দন্তে বিদারিত হইয়া ভীমসেন যুদ্ধের অগ্রভাগে বিকসিত অশোকপুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তখন ভীমসেন কোন কোন দন্তযুক্ত হস্তীর দন্তধারণ করত তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন এবং সেই হস্তীকে দন্তহীন করিলেন। তারপর সেই দন্তের দ্বারাই সেই হস্তীর কুম্ভস্থলে প্রহার করত দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় তাহাকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন॥ ১৮-৩৬

রক্তে রঞ্জিতা গদা গ্রহণপূর্ব্বক মেদ ও মজ্জার লেপনে নিজের শোভা বিকৃত করিয়া তাহার উপর রক্তের দ্বারা লিপ্ত হইয়া ভীমসেন ভগবান্ রুদ্রদেবের দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৩৭

রাজন্! এইরূপে ভীমসেনের প্রহার খাইয়া হতাবশিষ্ট মহাগজগণ আপনার সৈন্যদিগকে পিষ্ট করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল॥ ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! পলায়নপর সেই গজরাজগণের সহিতই দুর্য্যোধনের সকল সৈন্যরাও পুনরায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া পড়িল॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীমসেনের পরাক্রমবিষয়ক দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, রক্তময্যাঃ রণনদ্যা বর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

মধ্যন্দিনে মহারাজ সংগ্রামঃ সমপদ্যত।
লোকক্ষয়করো রৌদ্রো ভীষ্মস্য সহ সোমকৈঃ ॥১
গাঙ্গেয়ো রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
ব্যধমন্নিশিতৈর্বাণৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২
সম্মমর্দ চ তৎ সৈন্যং পিতা দেবব্রতস্তব।
ধান্যানামিব লূনানাং প্রকরং গোগণা ইব ॥ ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ বিরাটো দ্রুপদস্তথা।
ভীষ্মমাসাদ্য সমরে শরৈর্জঘ্নুর্মহারথম্ ॥ ৪
ধৃষ্টদ্যুম্নং ততো বিদ্ধ্বা বিরাটঞ্চ শরৈস্ত্রিভিঃ।
দ্রুপদস্য চ নারাচং প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫
তেন বিদ্ধা মহেষ্বাসা ভীষ্মেণামিত্রকর্ষিণা।
চুক্রুধুঃ সমরে রাজন্ পাদস্পৃষ্টা ইবোরগাঃ ॥ ৬
শিখণ্ডী তঞ্চ বিব্যাধ ভরতানাং পিতামহম্।
স্ত্রীময়ং মনসা ধ্যাত্বা নাস্মৈ প্রাহরদচ্যুতঃ ॥ ৭
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে ক্রোধেনাগ্নিরিব জ্বলন্।
পিতামহং ত্রিভির্বাণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ৮
দ্রুপদঃ পঞ্চবিংশত্যা বিরাটো দশভিঃ শরৈঃ।
শিখণ্ডী পঞ্চবিংশত্যা ভীষ্মং বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৯
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ।
বসন্তে পুষ্পশবলো রক্তাশোক ইবাবভৌ ॥ ১০
তান্ প্রত্যবিধ্যদ্ গাঙ্গেয়স্ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
দ্রুপদস্য চ ভল্লেন ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ১১
সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় ভীষ্মং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈঃ সুশিতৈ রণমূর্ধনি ॥ ১২
তথা ভীমো মহারাজ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ।
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ সাত্যকিশ্চৈব সাত্বতঃ ॥১৩

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[উভয় পক্ষের সৈন্যদিগের তুমুল যুদ্ধ এবং রক্তময়ী রণ-নদীর বর্ণন]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! মধ্যাহ্ন সময়ে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের লোকক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ১

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম শত শত ও সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া পাণ্ডবদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজন্! গরুর পাল যেরূপ ছিন্ন ধান্যের গুচ্ছগুলিকে মর্দ্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সেই সৈন্যবাহিনীকে মর্দ্দিত করিতে থাকিলেন ॥৩

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট ও দ্রুপদ সমরাঙ্গণে মহারথী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাণসমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৪

ভারত! তদনন্তর ভীষ্ম বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করত দ্রুপদের উপর একটি নারাচ ক্ষেপণ করিলেন ॥৫

রাজন্! শত্রুসূদন ভীষ্ম কর্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ পদাহত সর্পের ন্যায় রণাঙ্গনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ৬

শিখণ্ডী ভরতবংশীয় পিতামহ ভীষ্মকে তখন বাণবিদ্ধ করিলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার স্ত্রী-রূপের কথা চিন্তা করিয়া স্ব-মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত ভীষ্ম তাঁহার উপর বাণ প্রহার করিলেন না ॥ ৭

সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন রণস্থলে ক্রোধে অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি সেই সময় তিনটি বাণে পিতামহ ভীষ্মের বক্ষঃস্থল ও বাহুতে আঘাত করিলেন ॥ ৮

দ্রুপদ পঁচিশ, বিরাট দশ ও শিখণ্ডী পঁচিশটি সায়ক (বাণ) প্রহার করিয়া তাঁহাকে আহত করিলেন ॥ ৯

মহারাজ! সেই সায়কসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া তিনি রক্তপ্রবাহে পরিপ্লুত হইলেন এবং বসন্ত ঋতুতে পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১০

আর্য্য! সেই সময় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকেই সরলগামী তিনটি তিনটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং একটি ভল্লের দ্বারা দ্রুপদের ধনু ছিন্ন করিলেন ॥ ১১

তখন তিনি অপর একটি ধনু হাতে লইয়া যুদ্ধের অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ পাঁচটি বাণে ভীষ্মকে এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

মহারাজ! ভীম, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়-রাজকুমারগণ, সাত্বতবংশীয় সাত্যকি, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবসৈন্যগণ

অভ্যদ্রবন্ত গাঙ্গেয়ং যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
রিরক্ষিষন্তঃ পাঞ্চাল্যং ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ॥ ১৪
তথৈব তাবকাঃ সর্ব্বে ভীষ্মরক্ষার্থমুদ্যতাঃ।
প্রত্যুদ্যযুঃ পাণ্ডুসেনাং সহসৈন্যা নরাধিপ॥ ১৫
অত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং তব তেষাঞ্চ সঙ্কুলম্।
নরাশ্ব-রথনাগানাং যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্॥ ১৬
রথী রথিনমাসাদ্য প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্।
তথেতরান্ সমাসাদ্য নর-নাগাশ্বসাদিনঃ॥ ১৭
অনয়ন্ পরলোকায় শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
শরৈশ্চ বিবিধৈর্ঘোরৈস্তত্র তত্র বিশাম্পতে॥ ১৮
রথাস্তু রথিভির্হীনা হতসারথয়স্তথা।
বিপ্রদ্রুতাশ্বাঃ সমরে দিশো জগ্মুঃ সমন্ততঃ॥ ১৯
মৃদ্নন্তস্তে নরান্ রাজন্ হয়াংশ্চ সুবহূন্ রণে।
বাতায়মানা দৃশ্যন্তে গন্ধর্বনগরোপমাঃ॥ ২০

রথিনশ্চ রথৈর্হীনা বর্মিণস্তেজসা যুতাঃ।
কুণ্ডলোষ্ণীষিণঃ সর্ব্বে নিষ্কাঙ্গদবিভূষণাঃ॥ ২১
দেবপুত্রসমাঃ সর্ব্বে শৌর্য্যে শক্রসমা যুধি।
ঋদ্ধ্যা বৈশ্রবণং চাতি নয়েন চ বৃহস্পতিম্॥ ২২
সর্ব্বলোকেশ্বরাঃ শূরাস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
বিপ্রদ্রুতা ব্যদৃশ্যন্ত প্রাকৃতা ইব মানবাঃ॥ ২৩
দন্তিনশ্চ নরশ্রেষ্ঠ হীনাঃ পরমসাদিভিঃ।
মৃদ্নন্তঃ স্বান্যনীকানি নিপেতুঃ সর্ব্বশব্দগাঃ॥ ২৪
চর্মভিশ্চামরৈশ্চিত্রৈঃ পতাকাভিশ্চ মারিষ।
ছত্রৈঃ সিতৈর্হেমদণ্ডৈশ্চামরৈশ্চ সমন্ততঃ॥ ২৫
বিশীর্ণৈর্বিপ্রধাবন্তো দৃশ্যন্তে স্ম দিশো দশ।
নবমেঘপ্রতীকাশা জলদোপমনিঃস্বনাঃ॥ ২৬
তথৈব দন্তিভির্হীনা গজারোহা বিশাম্পতে।
প্রধাবন্তোঽন্বদৃশ্যন্ত তব তেষাঞ্চ সঙ্কুলে॥ ২৭

এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাঞ্চালসৈন্যগণ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার জন্য গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১৩-১৪

নরেশ্বর! এইরূপ আপনার সমস্ত যোদ্ধারা ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যগণের সহিত উদ্যত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১৫

তখন সেখানে পদাতি, অশ্বারোহী, রথী ও গজারোহী সৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কেবল যমরাজ্যেরই বৃদ্ধিকর ছিল॥ ১৬

রথী যোদ্ধা রথীর সম্মুখে আসিয়া তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহীরাও পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া ঐরূপই করিতে লাগিলেন॥ ১৭

প্রজানাথ! সেই যুদ্ধস্থলে যেখানে সেখানে সকল যোদ্ধারা আনতপর্ব্বযুক্ত নানাবিধ ভয়ঙ্কর বাণসমূহে স্বীয় বিপক্ষদিগকে পরলোকে প্রেরণ করিতে থাকিলেন॥ ১৮

সারথিহীন বহু রথ রথিগণশূন্য হইয়া রণাঙ্গনে পলায়নপর অশ্বদিগের সহিত চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল॥ ১৯

রাজন্! এই সব রথ রণস্থলে আপনার বহুসংখ্যক পদাতি-সৈন্য ও অশ্বদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে বায়ুসদৃশ তীব্রগতিতে পলায়ন করিতেছিল এবং তখন তাহারা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল॥ ২০

প্রজানাথ! বহু রথী রথসমূহহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা কবচ, কুণ্ডল ও উষ্ণীষ (পাগ্ড়ী) ধারণ করিয়া অতিশয় তেজস্বী দেখাইতেছিলেন। ইঁহারা সকলে কণ্ঠে স্বর্ণময় পদক এবং বাহুতে অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দেখিতে দেবকুমারগণের ন্যায় সুন্দর এবং ইন্দ্রসদৃশ শৌর্য্যশালী ছিলেন। ইঁহারা সমৃদ্ধিতে কুবের ও নীতিজ্ঞানে বৃহস্পতি হইতেও অধিক ছিলেন। এরূপ সর্ব্বলোকেশ্বর বীরবরগণকেও রথহীন হইয়া গ্রামীণ সাধারণ মনুষ্যদিগের ন্যায় যেদিকে সেদিকে পলায়ন করিতে দেখা যাইল॥ ২১-২৩

নরশ্রেষ্ঠ! বহু দন্তভূষিত হাতী নিজের শ্রেষ্ঠ আরোহীশূন্য হইয়া নিজেদেরই সৈন্যবাহিনীকে মর্দ্দন করিতে করিতে প্রত্যেক শব্দের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল॥ ২৪

মাননীয় মহারাজ! ঢাল, বিচিত্র চামর, পতাকা, শ্বেতচ্ছত্র, স্বর্ণদণ্ডভূষিত চামর—এই সকল বস্তু চারিদিকে পতিত আছে—দেখা যাইল এবং নূতন মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হাতীরা মেঘতুল্য গর্জন করিতে করিতে নানা দিকে দৌড়াইতেছে—ইহাও দেখা যাইল॥ ২৫-২৬

প্রজানাথ! এইরূপ হস্তিশূন্য হস্ত্যারোহী যোদ্ধারাও আপনার এবং পাণ্ডবদিগের সেই ভয়ানক যুদ্ধে এদিকে ওদিকে দৌড়াইতেছেন—দেখা যাইল॥ ২৭

নানাদেশসমুত্থাংশ্চ তুরগান্ হেমভূষিতান্।
বাতায়মানানদ্রাক্ষং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৮
অশ্বারোহান্ হতৈরশ্বৈর্গৃহীতাসীন্ সমন্ততঃ।
দ্রবমাণানপশ্যাম দ্রাব্যমাণাংশ্চ সংযুগে ॥ ২৯
গজো গজং সমাসাদ্য দ্রবমাণং মহাহবে।
যযৌ প্রমৃদ্য তরসা পাদাতান্ বাজিনস্তথা ॥ ৩০
তথৈব চ রথান্ রাজন্ প্রমমর্দ রণে গজঃ।
রথাশ্চৈব সমাসাদ্য পতিতাংস্তুরগান্ ভুবি ॥ ৩১
ব্যমৃদ্গন্ সমরে রাজংস্তুরগাশ্চ নরান্ রণে।
এবং তে বহুধা রাজন্ প্রত্যমৃদ্গন্ পরস্পরম্ ॥ ৩২
তস্মিন্ রৌদ্রে তথা যুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে।
প্রাবর্তত নদী ঘোরা শোণিতান্ত্রতরঙ্গিণী ॥ ৩৩
অস্থিসঙ্ঘাতসম্বাধা কেশ-শৈবলশাদ্বলা।
রথহ্রদা শরাবর্তা হয়মীনা দুরাসদা ॥ ৩৪

নানা দেশ হইতে উৎপন্ন, স্বর্ণভূষিত এবং বায়ুসদৃশ তীব্র বেগশালী শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বকেও আমি রণভূমি হইতে পলায়ন করিতে দেখিলাম ॥ ২৮

আমরা যুদ্ধে বহুসংখ্যক অশ্বারোহীকে দেখিলাম, যাহারা অশ্ব নিহত হইলে পর হাতে তরবারি লইয়া পলায়ন করিতেছে এবং শত্রুরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেছে ॥ ২৯

সেই মহাসংগ্রামে একটি হাতী পলায়ন করিতে করিতে অন্য এক হাতীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বেগে বহু পদাতি সৈন্যকে এবং অশ্বদিগকে মর্দন পূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল ॥ ৩০

রাজন্! এইরূপ সেই রণাঙ্গনে এক হাতী বহু রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং বহু রথও ভূতলে পতিত অশ্বগণকে পিষ্ট করিয়া পলায়ন করিল ॥ ৩১

রাজন্! সমরাঙ্গণে বহুসংখ্যক অশ্ব প্রভৃত পদাতি সৈন্য পেষণ করিয়াছিল। নৃপ! এইরূপ সৈন্যরাও আবার পরস্পর পরস্পরকে নানাভাবে পিষ্ট করিতে লাগিল ॥ ৩২

সেই মহাভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধে রক্ত ও অন্ত্রের (আঁতের) তরঙ্গযুক্তা এক ভয়ানক নদী প্রবাহিত হইল ॥ ৩৩

বহু অস্থিরূপ শিলাখণ্ডসমূহে এই নদী পূর্ণা ছিল কেশসমূহ ঐ নদীর শৈবাল (শেওলা) ও ঘাসের ন্যায় ছিল। রথসমূহ হ্রদ ও বাণশ্রেণী ঘূর্ণীর সদৃশ প্রতীত হইতেছিল। অশ্বগণ এই দুরতিক্রমণীয়া নদীর মৎস্যসদৃশ ছিল ॥ ৩৪

শীর্ষোপলসমকীর্ণা হস্তিগ্রাহসমাকুলা।
কবচোষ্ণীষফেনৌঘা ধনুর্বেগাসিকচ্ছপা ॥ ৩৫
পতাকাধ্বজবৃক্ষাঢ্যা মর্ত্যকূলাপহারিণী।
ক্রব্যাদহংসসঙ্কীর্ণা যমরাষ্ট্রবিবর্ধনী ॥ ৩৬
তাং নদীং ক্ষত্রিয়াঃ শূরা রথ-নাগ-হয়প্লবৈঃ।
প্রতেরুর্বহবো রাজন্ ভয়ং ত্যক্ত্বা মহারথাঃ ॥ ৩৭
অপোবাহ রণে ভীরূন্ কশ্মলেনাভিসংবৃতান্।
যথা বৈতরণী প্রেতান্ প্রেতরাজপুরং প্রতি ॥ ৩৮
প্রাক্রোশন্ ক্ষত্রিয়াস্তত্র দৃষ্ট্বা তদ্ বৈশসং মহৎ।
দুর্যোধনাপরাধেন গচ্ছন্তি ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৩৯
গুণবৎসু কথং দ্বেষং ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
কৃতবান্ পাণ্ডুপুত্রেষু পাপাত্মা লোভমোহিতঃ ॥ ৪০
এবং বহুবিধা বাচঃ শ্রূয়ন্তে স্ম পরস্পরম্।
পাণ্ডবস্তব সংযুক্তাঃ পুত্রাণাং তে সুদারুণাঃ ॥ ৪১

ছিন্ন মস্তকসকল প্রস্তরখণ্ডসমূহের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। হস্তীরা বিশাল জলজন্তুর সদৃশ ছিল, কবচ ও উষ্ণীষসমূহ ফেনরাশি বলিয়া মনে হইতেছিল। ধনুসকল এই নদীর বেগযুক্তপ্রবাহ এবং তরবারিসকল কচ্ছপের তুল্য ছিল ॥ ৩৫

পতাকা ও ধ্বজগুলির তীরস্থ বৃক্ষশ্রেণীর ন্যায় দেখা যাইতেছিল। মনুষ্যগণের মৃতদেহসমূহ তীরাকারে পরিণত হইয়াছিল, যাহাদিগকে সেই সময় বেগের সহিত বহন করা হইতেছিল। মাংসাশী পক্ষীরা হংসগণের ন্যায় ঐ নদীতে শোভা পাইতেছিল এবং এই নদী যমরাজের রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল ॥ ৩৬

রাজন্! বহু বীরবর মহারথী ক্ষত্রিয়গণ নৌকার ন্যায় অশ্ব, রথ ও হাতী প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া ভয় ত্যাগ করত ঐ নদী পার হইতে লাগিলেন ॥ ৩৭

যেরূপ বৈতরণী নদী মৃত প্রাণীদিগকে প্রেতরাজের নগরে লইয়া যায়, সেইরূপ রক্তময়ী নদী ভীরু ও কাপুরুষগণকে মূর্চ্ছিত করিয়া রণভূমি হইতে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল ॥ ৩৮

সেখানে অবস্থিত ক্ষত্রিয়গণ সেই অতিশয় ভয়ঙ্কর হানাহানি দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, দুর্যোধনেরই অপরাধে এই সমগ্র ক্ষত্রিয়সমাজ আজ বিনষ্ট হইতেছে ॥ ৩৯

পাপাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র লোভে মোহিত হইয়া গুণবান্ পাণ্ডবদের উপর কেন দ্বেষ করিয়াছেন? ৪০

এইরূপে সেখানে পরস্পরের কথিত পাণ্ডবগণের প্রশংসা

তা নিশম্য ততো বাচঃ সর্ব্বযোধৈরুদাহৃতাঃ।
আগস্কৃৎ সর্ব্বলোকস্য পুত্রো দুর্যোধনস্তব ॥ ৪২
ভীষ্মং দ্রোণং কৃপং চৈব শল্যং চোবাচ ভারত।
যুধ্যধ্বমনহঙ্কারাঃ কিং চিরং কুরুথেতি চ ॥ ৪৩
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কুরূণাং পাণ্ডবৈঃ সহ।
অক্ষদ্যূতকৃতং রাজন্ সুঘোরং বৈশসং তদা ॥ ৪৪
যৎ পুরা ন নিগৃহ্লাসি বার্য্যমাণো মহাত্মভিঃ।
বৈচিত্রবীর্য্য তস্যেদং ফলং পশ্য সুদারুণম্ ॥৪৫
ন হি পাণ্ডুসুতা রাজন্ সসৈন্যাঃ সপদানুগাঃ।
রক্ষন্তি সমরে প্রাণান্ কৌরবা বাপি সংযুগে ॥ ৪৬
এতস্মাৎ কারণাদ্ ঘোরো বর্ত্ততে স্বজনক্ষয়ঃ।
দৈবাদ্ বা পুরুষব্যাঘ্র তব চাপনয়ান্নৃপ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

পূর্ণ এবং আপনার পুত্রদিগের সুতীব্র নিন্দাযুক্ত নানাপ্রকার বাক্য শুনা যাইতে লাগিল। ৪১

ভারত! তখন সমস্ত যোদ্ধাদিগের মুখ হইতে নির্গত সেই সব বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল লোকের প্রতি অপরাধকারী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং শল্যকে বলিলেন —আপনারা অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করুন, কেন বিলম্ব করিতেছেন? ৪২-৪৩

রাজন্! তারপর পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবগণের পুনরায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কপটতাপূর্ণ পাশা খেলার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যাহাতে ঘোরতর হানাহানি চলিয়াছিল। ৪৪

বিচিত্রবীর্য্যনন্দন! পূর্ব্বে মহাত্মাপুরুষগণ নিষেধ করিলেও আপনি যে তাহা গ্রহণ করেন নাই, আজ তাহারই নিদারুণ ফল প্রাপ্ত হইতেছেন—ইহা অবলোকন করুন। ৪৫

রাজন্! সৈন্য ও সেবকগণের সহিত পাণ্ডব এবং কৌরবেরা সমরাঙ্গণে নিজ নিজ প্রাণকে রক্ষা করিলেন না—অর্থাৎ প্রাণের মোহ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে নৃপ! এই কারণে অথবা দৈবের প্রেরণায় কিংবা আপনারই অন্যায়ের ফলে এ যুদ্ধে স্বজনগণের ভীষণ ক্ষয় হইতে লাগিল। ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন ত্রিগর্ত্তানাং পরাজয়ঃ, কৌরবপাণ্ডবানাং মধ্যে ঘোরং যুদ্ধম্ ; অভিমন্যুনা চিত্রসেনস্য, দ্রোণেন দ্রুপদস্য, ভীমসেনেন চ বাহ্লীকস্য পরাভবঃ, সাত্যকিভীষ্ময়োর্মধ্যে ভয়ানকং যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অর্জ্জুনস্তান্ নরব্যাঘ্রঃ সুশর্ম্মানুচরান্ নৃপান্।
অনয়ৎ প্রেতরাজস্য সদনং সায়কৈঃ শিতৈঃ ॥ ১
সুশর্ম্মাপি ততো বাণৈঃ পার্থং বিব্যাধ সংযুগে।
বাসুদেবঞ্চ সপ্তত্যা পার্থঞ্চ নবভিঃ পুনঃ ॥ ২
তং নিবার্য্য শরৌঘেণ শক্রসূনুর্মহারথঃ।
সুশর্ম্মণো রণে যোদ্ধান্ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৩
তে বধ্যমানাঃ পার্থেন কালেনেব যুগক্ষয়ে।
ব্যদ্রবন্ত রণে রাজন্ ভয়ে জাতে মহারথাঃ ॥ ৪

চতুরধিক শততম অধ্যায়

[অর্জুনকর্ত্তৃক ত্রিগর্ত্তগণের পরাজয়, কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ, অভিমন্যুকর্ত্তৃক চিত্রসেন, দ্রোণকর্ত্তৃক দ্রুপদ এবং ভীমসেনকর্ত্তৃক বাহ্লীকের পরাজয় ও সাত্যকি এবং ভীষ্মের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার অনুগামী নরপতিগণকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ১

তখন সুশর্ম্মাও যুদ্ধস্থলে নানাপ্রকার বাণসমূহে কুন্তীনন্দন অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর পুনরায় তিনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সত্তর এবং অর্জুনকে নয়টি বাণে আঘাত করিলেন। ২

ইহা দেখিয়া ইন্দ্রপুত্র মহারথী অর্জুন নিজ বাণসমূহে সুশর্ম্মাকে রুদ্ধ করিয়া রণাঙ্গনে তাঁহার যোদ্ধাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ৩

রাজন্! যেরূপ যুগান্তকালে সাক্ষাৎ কাল কর্ত্তৃক সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে অর্জুনকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া

উৎসৃজ্য তুরগান্ কেচিদ্ রথান্ কেচিচ্চ মারিষ।
গজানন্যে সমুৎসৃজ্য প্রাদ্রবন্ত দিশো দশ ॥ ৫
অপরে তু তদাদায় বাজি-নাগ-রথান্ রণে।
ত্বরয়া পরয়া যুক্তাঃ প্রাদ্রবন্ত বিশাম্পতে ॥ ৬
পাদাতাশ্চাপি শস্ত্রাণি সমুৎসৃজ্য মহারণে।
নিরপেক্ষা ব্যধাবন্ত তেন তেন স্ম ভারত ॥ ৭
বার্য্যমাণাঃ স্মবহুশস্ত্রৈগর্ত্তেন স্মশর্মণা।
তথান্যৈঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠৈর্ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংযুগে ॥ ৮
তদ্ বলং প্রদ্রুতং দৃষ্ট্বা পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
পুরস্কৃত্য রণে ভীষ্মং সর্ব্বসৈন্যপুরস্কৃতঃ ॥ ৯
সর্ব্বোদ্যোগেন মহতা ধনঞ্জয়মুপাদ্রবৎ।
ত্রিগর্ত্তাধিপতেরর্থে জীবিতস্য বিশাম্পতে ॥ ১০
স একঃ সমরে তস্থৌ কিরন্ বহুবিধান্ শরান্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈঃ শেষা হি প্রদ্রুতা নরাঃ ॥১১
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ সর্ব্বোদ্যোগেন দংশিতাঃ।
প্রযযুঃ ফাল্গুনার্থায় যত্র ভীষ্মো ব্যতিষ্ঠত ॥ ১২
জ্ঞায়মানা রণে বীর্য্যং ঘোরং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
হাহাকারকৃতোৎসাহা ভীষ্মং জগ্মুঃ সমন্ততঃ ॥ ১৩
ততস্তালধ্বজঃ শূরঃ পাণ্ডবানাং বরূথিনীম্।
ছাদয়ামাস সমরে শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ১৪
একীভূতাস্ততঃ সর্ব্বে কুরবঃ সহ পাণ্ডবৈঃ।
অযুধ্যন্ত মহারাজ মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥১৫
সাত্যকিঃ কৃতবর্ম্মাণং বিদ্ধা পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
অতিষ্ঠদাহবে শূর কিরন্ বাণান্ সহস্রশঃ ॥ ১৬
তথৈব দ্রুপদো রাজা দ্রোণং বিদ্ধ্বা শিতৈঃ শরৈঃ।
পুনর্বিব্যাধ সপ্তত্যা সারথিং চাস্য পঞ্চভিঃ ॥ ১৭
ভীমসেনস্তু রাজানং বাহ্লীকং প্রপিতামহম্।
বিদ্ধা নদন্মহানাদং শার্দূল ইব কাননে ॥ ১৮
আর্জ্জুনিশ্চিত্রসেনেন বিদ্ধো বহুভিরাশুগৈঃ।
অতিষ্ঠদাহবে শূরঃ কিরন্ বাণান্ সহস্রশঃ ॥ ১৯

সমস্ত মহারথীরা ভয়বশতঃ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ৪

আর্য্য! কিছু যোদ্ধা অশ্ব, কিছু রথ এবং এইভাবে কিছু যোদ্ধা হাতী ত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৫

প্রজানাথ! অপর কিছু যোদ্ধা সেই সময় অতি সত্বর নিজ হস্তী, অশ্ব ও রথকে সঙ্গে লইয়া রণভূমি হইতে পলাইয়া যাইল। ভারত! সেই মহাযুদ্ধে পদাতিক সৈন্যরাও নিজ নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ করত কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়াই যেদিকে স্মযোগ পাইল, সেইদিকে পলাইয়া গেল। ৬-৭

যদিও ত্রিগর্ত্তরাজ স্মশর্ম্মা এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাহারা নিবৃত্ত হইল না। ৮

সেই সৈন্যদিগকে পলাইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সকল সৈন্যের সহিত সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নদ্বারা ধনঞ্জয়ের উপর আক্রমণ করিলেন। প্রজানাথ! তাঁহার আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিগর্ত্তরাজ স্মশর্ম্মার জীবন রক্ষা করা। ৯-১০

কেবল দুর্য্যোধনই স্বীয় সকল ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত নানাপ্রকার অস্ত্রবর্ষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে অবস্থিত ছিলেন। অন্যান্যরা সকলে পলাইয়া যাইল। ১১

রাজন্! সেইরূপ পাণ্ডবগণ কবচবন্ধন করিয়া বিবিধ উদ্যোগের সহিত অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য সেইস্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে ভীষ্ম অবস্থিত ছিলেন। ১২

গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ভয়ঙ্কর পরাক্রমের কথা জানিয়া ইঁহারা সকলে উৎসাহের সহিত কোলাহল এবং সিংহনাদ করিতে করিতে চারিদিক্ দিয়া ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৩

তদনন্তর তালচিহ্নিত ধ্বজশোভিত বীরবর ভীষ্ম আনত পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে যুদ্ধে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ১৪

মহারাজ! তাহারপর সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে উপনীত হইলে সমস্ত কৌরবগণ একত্রে সংগঠিত হইয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

বীরবর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গণে সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৬

এইরূপ রাজা দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে একবার বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সত্তরটি বাণে তাঁহাকে আঘাত করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও পাঁচ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন। ১৭

ভীমসেন স্বীয় প্রপিতামহ রাজা বাহ্লীককে বাণে বিদ্ধ করিয়া বনমধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জ্জনের ন্যায় রণাঙ্গনে উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১৮

যদিও অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে চিত্রসেন বহু বাণে আহত

চিত্রসেনং ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধ সমরে ভৃশম্।
সমাগতৌ তৌ তু রণে মহামাত্রৌ ব্যরোচতাম্॥ ২০
যথা দিবি মহাঘোরৌ রাজন্ বুধ-শনৈশ্চরৌ।
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সূতঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ॥ ২১
ননাদ বলবন্নাদং সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
হতাশ্বাৎ তু রথাৎ তূর্ণং সোঽবপ্লুত্য মহারথঃ॥ ২২
আরুরোহ রথং তূর্ণং দুর্মুখস্য বিশাম্পতে।
দ্রোণশ্চ দ্রুপদং ভিত্বা শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ॥ ২৩
সারথিং চাস্য বিব্যাধ ত্বরমাণঃ পরাক্রমী।
পীড্যমানস্ততো রাজা দ্রুপদো বাহিনীমুখে॥ ২৪
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্।
ভীমসেনস্তু রাজানং মুহূর্ত্তাদিব বাহ্লিকম্॥ ২৫
ব্যশ্বসূতরথং চক্রে সর্ব্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
সসম্ভ্রমো মহারাজ সংশয়ং পরমং গতঃ॥ ২৬
অবপ্লুত্য ততো বাহাদ বাহ্লীকঃ পুরুষোত্তমঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং লক্ষ্মণস্য মহারণে॥ ২৭
সাত্যকিঃ কৃতবর্ম্মাণং বারয়িত্বা মহারণে।
শরৈর্বহুবিধৈ রাজন্নাসসাদ পিতামহম্॥ ২৮
স বিদ্ধা ভারতং ষষ্ট্যা নিশিতৈর্লোমবাহিভিঃ।
নৃত্যন্নিব রথোপস্থে বিধুন্বানো মহদ্ ধনুঃ॥ ২৯
তস্যায়সীং মহাশক্তিং চিক্ষেপাথ পিতামহঃ।
হেমচিত্রাং মহাবেগাং নাগকন্যোপমাং শুভাম্॥ ৩০
তামাপতন্তীং সহসা মৃত্যুকল্পাং সুদুর্জ্জয়াম্।
ব্যংসয়ামাস বার্ষ্ণেয়ো লাঘবেন মহাযশাঃ॥ ৩১
অনাসাদ্য তু বার্ষ্ণেয়ং শক্তিঃ পরমদারুণা।
ন্যপতদ্ ধরণীপৃষ্ঠে মহোল্কেব মহাপ্রভা॥ ৩২
বার্ষ্ণেয়স্তু ততো রাজন্
স্বাং শক্তিং কনকপ্রভাম্।
বেগবদ্ গৃহ্য চিক্ষেপ
পিতামহরথং প্রতি॥ ৩৩

করিয়াছিলেন, তথাপি বীরবর অভিমন্যু সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত রহিলেন। ১৯

তারপর সেই যুদ্ধে তিনি তিন বাণে চিত্রসেনকে গুরুতর আহত করিলেন। রাজন্! যেরূপ আকাশে দুই মহাভয়ঙ্কর গ্রহ বুধ ও শনৈশ্চর সুশোভিত হইয়া বিরাজ করেন, সেইরূপ এই দুই মহাবীর চিত্রসেন ও অভিমন্যু রণাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিলেন।

তখন শত্রুবীরনাশী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু চিত্রসেনের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিয়া নয় বাণে তাঁহার সারথিকেও বধ করিলেন। তারপর তীব্রবেগে সিংহনাদ করিতে থাকিলেন। প্রজানাথ! অশ্ব নিহত হইলে মহারথী চিত্রসেন অতি দ্রুত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং দুর্ম্মুখের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন।

পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্যও আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া অতিশয় সত্বরতার সহিত তাঁহার সারথিকেও বাণবিদ্ধ করিলেন।

এইভাবে যুদ্ধের অগ্রভূমিতে দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া রাজা দ্রুপদ পূর্ব্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিতে করিতে শীঘ্রগামী অশ্ব দ্বারা সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

ভীমসেন মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই রাজা বাহ্লীককে অশ্ব, সারথি ও রথহীন করিয়া দিলেন।

মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক তখন অতিশয় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার গুরুতর প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় তিনি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং এই মহাযুদ্ধে অতি সত্বর লক্ষ্মণের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥ ২০-২৭

রাজন্! অপর দিকে সেই মহাসংগ্রামে সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে রুদ্ধ করিয়া নানাপ্রকার বাণ বর্ষণ করিতে করিতে পিতামহ ভীষ্মের উপর ধাবিত হইলেন॥ ২৮

সেই সময় তিনি স্বীয় বিশাল ধনুর টঙ্কারধ্বনি বিস্তার করিতে করিতে এবং রথের আসনে যেন নৃত্য করিতে করিতে পক্ষযুক্ত ষাটটি তীক্ষ্ণ বাণে ভরতবংশীয় পিতামহ ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। ২৯

তখন পিতামহ সাত্যকির উপর লৌহনির্ম্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। যে শক্তি সুবর্ণভূষিত, অত্যন্ত বেগশালিনী এবং সর্পিণীতুল্য আকৃতিবিশিষ্টা ও দেখিতে মনোহরা ছিল। ৩০

সেই অত্যন্ত দুর্জ্জয় মৃত্যুস্বরূপা শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া মহাযশস্বী সাত্যকি স্বীয় হস্তনৈপুণ্যবশতঃ তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন॥ ৩১

সেই অতিশয় ভয়ঙ্করী শক্তি সাত্যকির নিকট উপস্থিত না হইয়াই তেজস্বিনী মহোল্কার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। ৩২

রাজন্! তখন সাত্যকিও স্বর্ণতুল্য প্রভাযুক্তা স্বীয় শক্তি গ্রহণ করত উহাকে তীব্রবেগে ভীষ্মের রথের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৩

বাহ্বের্য়ভুজবেগেন প্রণুন্না সা মহাহবে।
অভিদুদ্রাব বেগেন কালরাত্রির্যথা নরম্ ॥ ৩৪
তামাপতন্তীং সহসা দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারতঃ।
ক্ষুরপ্রাভ্যাং সুতীক্ষ্ণাভ্যাং সা ব্যশীর্য্যত মেদনীম্ ॥ ৩৫
ছিত্বা শক্তিং তু গাঙ্গেয়ঃ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ প্রহসন্ শত্রুকর্শনঃ ॥ ৩৬
ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্ব্বজ।
পরিবব্রু রণে ভীষ্মং মাধবত্রাণকারণাৎ ॥ ৩৭
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সমরে বিজয়ৈষিণাম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি বাহ্বের্য়যুদ্ধে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

সেই মহাসমরে সাত্যকির বাহুবেগের দ্বারা নিক্ষিপ্তা শক্তি অতিশয় বেগে ভীষ্মের দিকে যাইতে লাগিল, ইহাতে মনে হইতে লাগিল—কালরাত্রি মনুষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে ॥৩৪

কিন্তু ভরতবংশধর ভীষ্ম অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দুইটি ক্ষুরপ্র-বাণে সহসা নিজের দিকে দ্রুতগতিতে আগত সেই শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তখন এই শক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৫

শক্তিকে ছিন্ন করিয়া হাস্য করিতে করিতে শত্রুসূদন গঙ্গানন্দন ভীষ্ম কুপিত হইয়া সাত্যকির বক্ষঃস্থলে নয়টি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩৬

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র! সেই সময় মধুবংশজাত সাত্যকিকে রক্ষা করিবার জন্য পাণ্ডবেরা রথ, অশ্ব ও হস্তী সৈন্যের সহিত আসিয়া যুদ্ধস্থলে ভীষ্মকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭

তারপর যুদ্ধে বিজয়াভিলাষী কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর রোমাঞ্চকারী তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে সাত্যকির যুদ্ধবিষয়ক চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মং রক্ষিতুং দুঃশাসনায় দুর্য্যোধনস্যাদেশদানম্, যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেবৈঃ শকুনেরশ্বারোহিণাং সৈন্যানাং পরাজয়ঃ, শল্যেন সহ তেষাং যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
দৃষ্ট্বা ভীষ্মং রণে ক্রুদ্ধং পাণ্ডবৈরভিসংবৃতম্।
যথা মেঘৈর্মহারাজ তপান্তে দিবি ভাস্করম্ ॥ ১
দুর্য্যোধনো মহারাজ দুঃশাসনমভাষত।
এষ শূরো মহেষ্বাসো ভীষ্মঃ শূরনিষূদনঃ ॥ ২
ছাদিতঃ পাণ্ডবৈঃ শূরৈঃ সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ।
তস্য কার্য্যং ত্বয়া বীর রক্ষণং সুমহাত্মনঃ ॥৩
রক্ষ্যমাণো হি সমরে ভীষ্মোঽস্মাকং পিতামহঃ।
নিহন্যাৎ সমরে যত্তান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥৪
তত্র কার্য্যতমং মন্যে ভীষ্মস্যৈবাভিরক্ষণম্।
গোপ্তা হ্যেষ মহেষ্বাসো ভীষ্মোঽস্মাকং মহাব্রতঃ ॥ ৫

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য দুঃশাসনকে দুর্য্যোধনের আদেশদান, যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেব কর্তৃক শকুনির অশ্বারোহী সৈন্যদের পরাজয় এবং শল্যের সহিত তাঁহাদের সকলের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! গ্রীষ্মকালের শেষে (বর্ষা আরম্ভ হইলে) যেরূপ মেঘ আকাশে সূর্য্যদেবকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডবগণ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বলিলেন— ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! শত্রুবীরনাশী মহাধনুর্দ্ধর শৌর্য্যশালী বীর ভীষ্ম পরাক্রমী পাণ্ডবগণকর্তৃক চারিদিকে আবৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

বীর! তুমি সেই মহাত্মা ভীষ্মকে অতি অবশ্য রক্ষা কর। যুদ্ধে সুরক্ষিত হইলে আমাদের পিতামহ ভীষ্ম রণাঙ্গনে জয়লাভ করিতে যত্নপরায়ণ পাণ্ডবদের সহিত পাঞ্চালগণকে সংহার করিবেন ॥ ১-৪

অতএব এখন আমি একমাত্র ভীষ্মকে রক্ষাকরাকেই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি; কারণ, এই মহাব্রতধারী ও মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম আমাদের সকলের রক্ষক ॥ ৫

স ভবান্ সর্ব্বসৈন্যেন পরিবার্য্য পিতামহম্।
সমরে কর্ম্ম কুর্ব্বাণং দুষ্করং পরিরক্ষতু ॥ ৬
স এবমুক্তঃ সমরে পুত্রো দুঃশাসনস্তব।
পরিবার্য্য স্থিতো ভীষ্মং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ॥ ৭
(পালয়ামাস মহতা যত্নেন চ সুসংযতঃ।)
ততঃ শতসহস্রাণাং হয়ানাং সুবলাত্মজঃ।
বিমলপ্রাসহস্তানামৃষ্টি-তোমরধারিণাম্। ৮
দর্পিতানাং সুবেশানাং বলস্থানাং পতাকিনাম্।
শিক্ষিতৈর্যুদ্ধকুশলৈরুপেতানাং নরোত্তমৈঃ ॥ ৯
(এবং বহুসহস্রৈশ্চ যোধানাং যুদ্ধশালিনাম্।
সংবৃতঃ শকুনিস্তস্থৌ যুদ্ধায়ৈব সুদংশিতঃ ॥)
নকুলং সহদেবঞ্চ ধর্ম্মরাজঞ্চ পাণ্ডবম্।
ন্যবারয়ন্নরশ্রেষ্ঠান্ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥১০
ততো দুর্য্যোধনো রাজা শূরাণাং হয়সাদিনাম্।
অযুতং প্রেষয়ামাস পাণ্ডবানাং নিবারণে ॥১১
তৈঃ প্রবিষ্টৈর্মহাবেগৈর্গরুত্মদ্ভিরিবাহবে।
(শুশুভে স মহাতেজাঃ শকুনি সুবলাত্মজঃ।
তৈরশ্বৈঃ সুমহাবেগৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবঃ ॥)
খুরাহতা ধরা রাজংশ্চকম্পে চ ননাদ চ ॥ ১২
খুরশব্দশ্চ সুমহান্ বাজিনাং শুশ্রুবে তদা।
মহাবংশবনস্যেব দহ্যমানস্য পর্ব্বতে ॥ ১৩
উৎপতদ্ভিশ্চ তৈস্তত্র সমুদ্ভূতং মহৎ রজঃ।
দিবাকররথং প্রাপ্য ছাদয়ামাস ভাস্করম্ ॥ ১৪
বেগবদ্ভির্হয়ৈস্তৈস্তু ক্ষোভিতা পাণ্ডবী চমূঃ।
নিপতদ্ভির্মহাবেগৈর্হংসৈরিব মহৎ সরঃ ॥ ১৫
(তুরগৈর্বায়ুবেগৈশ্চ তৎ সৈন্যং ব্যাকুলীকৃতম্।)
হ্রেষতাং চৈব শব্দেন ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥১৬

সুতরাং তুমি সম্পূর্ণ সৈন্যমণ্ডলীর সহিত সমরাঙ্গণে দুষ্কর কর্ম্মকারী পিতামহ ভীষ্মকে চারিদিক্ দিয়া পরিবৃত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর ॥ ৬

দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুঃশাসন সমরাঙ্গণে স্বীয় বিশাল সৈন্যের সহিত যাইয়া ভীষ্মকে পরিবৃত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় যত্নের সহিত সাবধানে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তদনন্তর সুবলপুত্র শকুনি এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সকল সৈন্যের প্রত্যেকের হাতেই নির্ম্মল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমর অস্ত্র ছিল। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ শৌর্য্যের উপর অভিমানও ছিল। ইহারা সকলে বলবান্, সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত এবং ধ্বজ-পতাকাযুক্ত ছিল। অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ও যুদ্ধনিপুণ শ্রেষ্ঠ পদাতি সৈন্যেরও এক বিশাল বাহিনী ইহাদের সহিত বিদ্যমান ছিল ॥ ৮-৯

এইরূপে যুদ্ধভূমিতে শোভাপ্রাপ্ত বহু সহস্র যোদ্ধায় পরিবৃত হইয়া শকুনি কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্য সেস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজন্! শকুনি নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—এই তিন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে চারিদিকে ঘিরিয়া ইহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন ॥ ১০

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য দশ হাজার অশ্বারোহী বীর সৈন্য প্রেরণ করিলেন ॥ ১১

গরুড়ের ন্যায় অত্যন্ত বেগশালী সেই অশ্বগণ রণভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইল। যেরূপ দেবগণের দ্বারা মহাতেজস্বী ইন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ অত্যন্ত বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা অতিশয় তেজস্বী সুবলপুত্র শকুনি শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজন্! সেই সময় এই অশ্বদিগের খুরের চাপে আহতা ধরাদেবী কাঁপিতে লাগিলেন এবং শব্দ করিতে থাকিলেন ॥ ১২

তখন অশ্বগণের খুরের অতিশয় তীব্র খট্ খট্ শব্দ চারিদিকেই সেইভাবে শুনা যাইতে লাগিল, যেরূপ পর্ব্বতের উপরে প্রজ্বলিত বড় বড় বাঁশের বনে তাহাদের পর্ব্ব (গিরে)-স্ফোটনের ফট্ ফট্ শব্দ শোনা যায় ॥ ১৩

সেখানে অশ্বদিগের লম্ফ-ঝম্ফে যে প্রভূত ধূলি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা সূর্য্যদেবের রথের মার্গে যাইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল ॥ ১৪

সেই বেগশালী অশ্বগণ পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সেইভাবে উদ্বেলিত করিয়া দিল, যেরূপে উড়িতে উড়িতে বহু হংস কোন এক জলাশয়ে তীব্রবেগে নামিয়া তাহাকে উদ্বেলিত করিয়া থাকে ॥ ১৫

(বায়ুতুল্য বেগগামী সেই অশ্বগণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।) তখন তাহাদের হ্রেষাধ্বনিতে অন্য কোন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। মহারাজ! সেই সময় রাজা পাণ্ডুপুত্র মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব সমরাঙ্গণে সেই

প্রত্যঘ্নংস্তরসা বেগং সমরে হয়সাদিনাম্।
উদ্‌বৃত্তস্য মহারাজ প্রাবৃট্‌কালেঽতিপূর্য্যতঃ ॥ ১৭
পৌর্ণমাস্যামম্বুবেগং যথা বেলা মহোদধেঃ।
ততস্তে রথিনো রাজন্ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ১৮
ন্যকৃন্তন্নুত্তমাঙ্গানি কায়েভ্যো হয়সাদিনাম্।
তে নিপেতুর্মহারাজ নিহতা দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥ ১৯
নাগৈরিব মহানাগা যথাবদ্ গিরিগহ্বরে।
তেঽপি প্রাসৈঃ সুনিশিতৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ২০
ন্যকৃন্তন্নুত্তমাঙ্গানি বিচরন্তো দিশ দশ।
অভ্যাহতা হয়ারোহা ঋষ্টিভির্ভরতর্ষভ ॥ ২১
অত্যজন্নুত্তমাঙ্গানি ফলানীব মহাদ্রুমাঃ।
সসাদিনো হয়া রাজংস্তত্র তত্র নিষূদিতাঃ ॥ ২২
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ প্রত্যদৃশ্যন্ত সর্ব্বশঃ।
বধ্যমানা হয়াশ্চৈব প্রাদ্রবন্ত ভয়াদিতাঃ ॥ ২৩
যথা সিংহং সমাসাদ্য মৃগাঃ প্রাণপরায়ণাঃ।

অশ্বারোহী সৈন্যদের বেগ সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেভাবে বর্ষাকালে জলে পরিপূর্ণ হইয়া মর্য্যাদা অতিক্রমকারী সমুদ্রের পূর্ণিমা তিথিতে বর্দ্ধিত বেগকে তীরভূমি রুদ্ধ করিয়া থাকে।

রাজন্! তারপর সেই রথী বীরগণ আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে অশ্বারোহী সৈন্যদের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এই সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধারী বীরগণের দ্বারা নিহত হইয়া অশ্বারোহী সৈন্যরা সেইভাবে ভূপাতিত হইতেছিল, যেরূপ পর্ব্বতের কন্দরে বড় বড় হাতীরা অন্য হাতীর দ্বারা নিহত হইয়া পতিত হয়।

সেই অশ্বারোহী সৈন্যরাও চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে এবং প্রাসসমূহে শত্রুপক্ষের সৈন্যদিগের মস্তকসকল ছেদন করিতে লাগিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! ঋষ্টিসকলে নিহত অশ্বারোহী যোদ্ধারা নিজেদের মস্তকসমূহকে সেইরূপে ভূপাতিত করেতেছিল, যেরূপ বড় বড় বৃক্ষসকল স্বীয় পক্ক ফলগুলিকে ভূপাতিত করে।

রাজন্! আরোহিগণের সহিত মৃত বহু অশ্বকে চারিদিকে পতিত ও পাতিত অবস্থায় দেখা যাইতে লাগিল।

যেরূপ সিংহের সম্মুখে পড়িয়া মৃগগণ ভীত অবস্থায় নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য পলাইয়া যায়, সেইরূপ অস্ত্রপ্রহারে হন্যমান অশ্বরাও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

পাণ্ডবাশ্চ মহারাজ জিত্বা শত্রূন্ মহামৃধে ॥২৪
দধ্মুঃ শঙ্খাশ্চ ভেরীশ্চ তাড়য়ামাসুরাহবে।
ততো দুর্য্যোধনো দীনো দৃষ্ট্বা সৈন্যং পরাজিতম্ ॥২৫
অব্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজমিদং বচঃ।
এষ পাণ্ডুসুতো জ্যেষ্ঠো যমাভ্যাং সহিতো রণে ॥ ২৬
পশ্যতাং বো মহাবাহো সেনাং দ্রাবয়তি প্রভো।
তং বারয় মহাবাহো বেলেব মকরালয়ম্ ॥ ২৭
ত্বং হি সংশ্রূয়সেঽত্যর্থমসহ্যবলবিক্রমঃ।
পুত্রস্য তব তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা শল্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৮
স যযৌ রথবংশেন যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
তদাপতদ্ বৈ সহসা শল্যস্য সুমহদ্ বলম্ ॥ ২৯
মহৌঘবেগং সমরে বারয়ামাস পাণ্ডবঃ।
মদ্ররাজঞ্চ সমরে ধর্ম্মরাজো মহারথঃ ॥ ৩০
দশভিঃ সায়কৈস্তূর্ণমাজঘান স্তনান্তরে।
নকুলঃ সহদেবশ্চ তং সপ্তভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৩১

মহারাজ! পাণ্ডবগণ সেই মহাসংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধস্থলে ভেরীসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন দীনচিত্তে মদ্ররাজ শল্যকে এই কথা বলিলেন—।

মহাবাহো! এই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে লইয়া রণাঙ্গনে আপনাদের সাক্ষাতেই আমার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছেন। প্রভাবশালী মহাবাহো! যেরূপ তীরভূমি সমুদ্রের অগ্রগতি রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও যুধিষ্ঠিরের অগ্রগতি রোধ করুন; কারণ, আপনার বল ও পরাক্রম অত্যন্ত অসহ্য বলিয়া শোনা যায়।

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী রাজা শল্য রথসমূহের সহিত সেই স্থানে যাইলেন, যেস্থানে রাজা যুধিষ্ঠির বিদ্যমান আছেন।

সেই সময় সহসা নিজের অভিমুখে রাজা শল্যের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে এবং স্বয়ং মদ্ররাজ শল্যকেও আসিতে দেখিয়া মহারথী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিশয় তীব্র জলপ্রবাহের ন্যায় সমরাঙ্গণে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ১৬-৩০

তখন তিনি অতিক্রুত শল্যের বক্ষঃস্থলে দশটি বাণ বিদ্ধ

মদ্ররাজোঽপি তান্ সর্ব্বানাজঘান ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
যুধিষ্ঠিরং পুনঃ ষষ্ট্যা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২
মাদ্রীপুত্রৌ চ সম্ভ্রান্তৌ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামতাড়য়ৎ।
(পুনঃ স বহুভির্বাণৈরাজঘান যুধিষ্ঠিরম্।)
ততো ভীমো মহাবাহুর্দৃষ্ট্বা রাজানমাহবে ॥ ৩৩
মদ্ররাজরথং প্রাপ্তং মৃত্যোরাস্যগতং যথা।
অভ্যপদ্যত সংগ্রামে যুধিষ্ঠিরমমিত্রজিৎ ॥ ৩৪
(আপতন্নেব ভীমস্তু মদ্ররাজমতাড়য়ৎ।
সর্ব্বপারশবৈস্তীক্ষ্ণৈর্নারাচৈর্মর্মভেদিভিঃ ॥
ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ সৈন্যেন মহতা বৃতৌ।
রাজানমভ্যপদ্যেতামঞ্জসা শরবর্ষিণৌ ॥)
ততো যুদ্ধং মহাঘোরং প্রাবর্ত্তৎ সুদারুণম্।
অপরাং দিশমাস্থায় পতমানে দিবাকরে ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫

করিলেন এবং নকুল ও সহদেবও সরলগামী সাতটি বাণে তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

তখন মদ্ররাজ শল্যও তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনটি বাণে আঘাত করিলেন। পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে তিনি আরও ষাটটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩২

তাহার পর দুইটি দুইটি বাণে তিনি উত্তমকুলে উৎপন্ন দুই মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেবকেও আঘাত করিলেন এবং বহুবিধ বাণের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় আহত করিলেন। তখন শত্রু-বিজয়ী মহাবাহু ভীমসেন সমরাঙ্গণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ন্যায় মদ্ররাজ শল্যের রথকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া যুদ্ধের জন্য সেস্থানে উপনীত হইলেন ॥ ৩৩ ৩৪

(ভীমসেন আসিয়াই সম্পূর্ণভাগ লৌহে নির্ম্মিত ও মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিতে সমর্থ তীক্ষ্ণ নারাচসমূহে মদ্ররাজ শল্যকে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই দুই মহারথী বীর বিশাল সৈন্যের সহিত অনায়াসেই বাণবর্ষণ করিতে করিতে রাজা শল্যকে রক্ষা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥

তদনন্তর যখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকের আশ্রয় লইয়া অস্তাচলে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে পুনরায় অতিশয় নিদারুণ ও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ পরাজিতানাং পাণ্ডবসৈন্যানাং পলায়নম্, ভীষ্মং হন্তুমুদ্যতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধনঞ্জয়েন নিবারণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
ততঃ পিতা তব ক্রুদ্ধো নিশিতৈঃ সায়কোত্তমৈঃ।
আজঘান রণে পার্থান্ সহসেনান্ সমন্ততঃ ॥ ১
ভীমং দ্বাদশভির্বিদ্ধা সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ।
নকুলঞ্চ ত্রিভির্বিদ্ধ্বা সহদেবঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২
যুধিষ্ঠিরং দ্বাদশভির্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং ততো বিদ্ধ্বা ননাদ সুমহাবলঃ ॥ ৩
তং দ্বাদশাৰ্দ্ধৈর্নকুলো মাধবশ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ সপ্তত্যা ভীমসেনশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ৪

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্তৃক পরাজিত পাণ্ডব সৈন্যদের পলায়ন এবং ভীষ্মকে বধ করিতে উদ্যত শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের নিবারণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তখন আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে স্বীয় তীক্ষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে সৈন্য-সহ কুন্তীপুত্রগণকে চারিদিক্ দিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১

তিনি ভীমসেনকে বার, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে বারটি বাণে আঘাত করিলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্নকেও স্বীয় বাণে বিদ্ধ করিয়া মহাবল ভীষ্ম সিংহধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩

তখন নকুল বার, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্তর, ভীমসেন সাত এবং যুধিষ্ঠির বারটি বাণ প্রহার করিয়া পিতামহ ভীষ্মকে আহত করিয়া ফেলিলেন।

যুধিষ্ঠিরো দ্বাদশভিঃ প্রত্যবিধ্যৎ পিতামহম্।
দ্রোণস্তু সাত্যকিং বিদ্ধ্বা ভীমসেনমবিধ্যত॥ ৫
একৈকং পঞ্চভির্বাণৈর্যমদণ্ডোপমৈঃ শিতৈঃ।
তৌ চ তং প্রত্যবিধ্যেতাং ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ॥ ৬
তোত্ত্রৈরিব মহানাগং দ্রোণং ব্রাহ্মণপুঙ্গবম্।
সৌবীরাঃ কিতবাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যোদীচ্যমালবাঃ॥
অভীষাহাঃ শূরসেনাঃ শিবয়োঽথ বসাতয়ঃ।
সংগ্রামে নাজহুর্ভীষ্মং বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৮
তথৈবান্যে মহীপালা নানাদেশসমাগতাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্ত্তন্ত বিবিধায়ুধপাণয়ঃ॥ ৯
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ পরিবব্রুঃ পিতামহম্।
স সমন্তাৎ পরিবৃতো রথৌঘৈরপরাজিতঃ॥ ১০
গহনেঽগ্নিরিবোৎসৃষ্টঃ প্রজজ্বাল দহন্ পরান্।
রথাগ্ন্যগারশ্চাপার্চিরসিশক্তিগদেন্ধনঃ॥ ১১
শরস্ফুলিঙ্গো ভীষ্মাগ্নির্দদাহ ক্ষত্রিয়র্ষভান্।
সুবর্ণপুঙ্খৈরিষুভির্গৃধ্রপক্ষৈঃ সুতেজনৈঃ॥ ১২
কর্ণি-নালীক-নারাচৈশ্ছাদয়ামাস তদ্ বলম্।
অপাতয়দ্ ধ্বজাংশ্চৈব রথিনশ্চ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ১৩
মুণ্ডতালবনানীব চকার স রথব্রজান্।
নির্মনুষ্যান্ রথান্ রাজন্ গজানশ্বাংশ্চ সংযুগে॥ ১৪
অকরোৎ স মহাবাহুঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ॥ ১৫
নিশম্য সর্ব্বভূতানি সমকম্পন্ত ভারত।
অমোঘা হ্যপতন্ বাণাঃ পিতুস্তে ভরতর্ষভ॥ ১৬
নাসজ্জন্ত তনুত্রেষু ভীষ্মচাপচ্যুতাঃ শরাঃ।
হতবীরান্ রথান্ রাজন্ সংযুক্তান্ জবনৈর্হয়ৈঃ॥ ১৭
অপশ্যাম মহারাজ হ্রিয়মাণান্ রণাজিরে।
চেদি-কাশি-করূষাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ॥ ১৮

সেই সময় দ্রোণাচার্য্য যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর এবং তীক্ষ্ণ পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা সাত্যকি ও ভীমসেন প্রত্যেককেই বিদ্ধ করিয়া আহত করিলেন। তিনি প্রথমে সাত্যকিকে এবং পরে ভীমসেনকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন॥

তখন ইঁহারা উভয়ে অঙ্কুশের দ্বারা গজরাজকে আঘাত করার ন্যায় সরলগামী তিনটি করিয়া বাণের দ্বারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে আঘাত করত প্রতিশোধ লইলেন॥

সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিদেশের যোদ্ধারা শক্রগণের বাণে পীড়িত হইতে থাকিলেও রণাঙ্গনে ভীষ্মকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন না। ৪-৮

এইরূপে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ভূপতিগণও হাতে নানা অস্ত্রধারণ করত পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৯

রাজন্! পাণ্ডবগণও সেই সময় পিতামহ ভীষ্মকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। চারিদিকে রথসমূহে পরিবৃত হইয়া অপরাজিত বীর ভীষ্ম গহনবনে প্রজ্জলিত অগ্নিসদৃশ শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন॥

তখন রথই তাঁহার পক্ষে অগ্নিশালার ন্যায় ছিল, আর ধনু অগ্নিশিখাসমূহের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। খড়্গ, শক্তি ও গদা প্রভৃতি অস্ত্রসকল সমিধরূপে লক্ষিত হইতেছিল। বাণ ছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ। এইরূপে ভীষ্মরূপী অগ্নি সেখানে ক্ষত্রিয়-শিরোমণিগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন॥

তিনি স্বর্ণভূষিত গৃধ্রপক্ষযুক্ত অতিশয় তেজস্বী বাণ, কর্ণী, নালীক ও নারাচসমূহে পাণ্ডবদিগের সৈন্যবাহিনীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ধ্বজসকলকে ছেদন করিলেন এবং রথারোহী যোদ্ধাদিগকেও বধ করত ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। ১০-১৩

সেই সময় তিনি ধ্বজসমূহ ছেদন করিয়া বহু রথকে মুণ্ডিত তালবৃক্ষের ন্যায় করিয়া দিলেন। রাজন্! যুদ্ধস্থলে সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ভীষ্ম বহুসংখ্যক রথ, হস্তী ও অশ্বগণকে মনুষ্যরহিত করিয়া ফেলিলেন॥

তাঁহার ধনুর গুণের টঙ্কারধ্বনি বজ্রের পতন-শব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল। ভারত! এই শব্দ শুনিয়া তখন সমস্ত প্রাণীই কাঁপিয়া উঠিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মের বাণসমূহ অব্যর্থরূপে লক্ষ্যস্থলে পতিত হইতেছিল॥ ১৪-১৬

রাজন্! ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণগুলি কবচসমূহে নিবারিত হইত না (অর্থাৎ উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া শরীরে প্রবেশ করিত)। মহারাজ! আমরা রণস্থলে এরূপ বহু রথ দেখিলাম, যাহাদের আরোহী যোদ্ধা ও চালক সারথি নিহত হইয়া ভূপাতিত হইলেও সেই সেই রথে বেগশালী অশ্ব-যোজিত থাকায় তাহারা এই রথগুলিকে টানিয়া এদিকে ওদিকে লইয়া যাইতে লাগিল॥

মহারথাঃ সমাখ্যাতাঃ কুলপুত্রাস্তনুত্যজঃ।
অপরাবর্ত্তিনঃ সর্ব্বে-সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ॥ ১৯
সংগ্রামে ভীষ্মমাসাদ্য ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্।
নিমগ্নাঃ পরলোকায় সবাজি-রথ-কুঞ্জরাঃ॥ ২০
ভগ্নাক্ষোপস্করান্ কাংশ্চিদ্ ভগ্নচক্রাংশ্চ ভারত।
অপশ্যাম মহারাজ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২১
সবরূথৈ রথৈর্ভগ্নৈ রথিভিশ্চ নিপাতিতৈঃ।
শরৈঃ সুকবচৈশ্ছিন্নৈঃ পট্টিশৈশ্চ বিশাম্পতে॥২২
গদাভির্ভিন্দিপালৈশ্চ নিশিতৈশ্চ শিলীমুখৈঃ।
অনুকর্ষৈরুপাসঙ্গৈশ্চক্রৈর্ভগ্নৈশ্চ মারিষ॥ ২৩
বাহুভিঃ কার্ম্মুকৈঃ খড়্গৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ
তলত্রৈরঙ্গুলিত্রৈশ্চ ধ্বজৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ॥ ২৪
চাপৈশ্চ বহুধাচ্ছিন্নৈঃ সমাস্তীর্য্যত মেদিনী।
হতারোহা গজা রাজন্ হয়াশ্চ হতসাদিনঃ॥ ২৫
ন্যপতন্ত গতপ্রাণাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।

চেদি, কাশী ও করূষ দেশের চৌদ্দ হাজার বিখ্যাত মহারথী যোদ্ধা তখন এই রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা উচ্চকুলে উৎপন্ন হইয়াও পাণ্ডবদের জন্য নিজ নিজ দেহ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন যোদ্ধাই যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করেন না। এই সকল প্রত্যেক যোদ্ধারাই ধ্বজ স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল। মুখবিস্তারকারী সাক্ষাৎ কালের ন্যায় ভীষ্মের নিকটে যাইয়া এই সকল মহারথী বীর যুদ্ধরূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ভীষ্ম সেই সময় অশ্ব, রথ ও হস্তী সহ এই সব যোদ্ধাকেই পরলোকে প্রেরণ করিলেন॥ ১৭-২০

ভরতনন্দন! মহারাজ! আমরা সেখানে শত শত ও সহস্র সহস্র এরূপ রথ দেখিলাম, যাহার ধুর প্রভৃতি রথসামগ্রী ভগ্ন হইয়াছিল এবং চক্রসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল॥ ২১

মাননীয় প্রজানাথ! বরূথের সহিত ভগ্ন হইয়া পতিত বহু রথ, নিহত রথারোহী যোদ্ধারা এবং ছিন্ন বাণ, কবচ, পট্টিশ, গদা, ভিন্দিপাল, তীক্ষ্ণ সায়ক, ছিন্ন-ভিন্ন অনুকর্ষ, উপাসঙ্গ, চক্র, ছিন্ন বাহু, ধনু, খড়্গ, কুণ্ডল-সহ মস্তক, তলত্রাণ (দস্তানা), অঙ্গুলিত্রাণ, পতিত ধ্বজ ও বহু খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পতিত ধনুসকল—এই সব বস্তুদ্বারা সেখানকার ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল॥

রাজন্! যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, এরূপ বহু হাতী ও অশ্ব শত শত এবং হাজার হাজার সংখ্যায় নিষ্প্রাণ হইয়া রণাঙ্গনে পড়িয়াছিল॥

বর্তমানাশ্চ তে বীরা দ্রবমাণান্ মহারথান্॥ ২৬
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতান্।
মহেন্দ্রসমবীর্য্যেণ বধ্যমানা মহাচমূঃ॥ ২৭
অভজ্যত মহারাজ ন চ দ্বৌ সহ ধাবতঃ।
আবিদ্ধরথ-নাগাশ্বং পতিতধ্বজসঙ্কুলম্॥ ২৮
অনীকং পাণ্ডুপুত্রাণাং হাহাভূতমচেতনম্।
জঘানাত্র পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা॥ ২৯
প্রিয়ং সখায়ং চাক্রন্দে সখা দৈববলাৎ কৃতঃ।
বিমুচ্য কবচানন্যে পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকাঃ॥ ৩০
প্রকীর্য্য কেশান্ ধাবন্তঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত সর্ব্বশঃ।
তদ্ গোকুলমিবোদ্ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তরথকূবরম্॥ ৩১
দদৃশে পাণ্ডুপুত্রস্য সৈন্যমার্তস্বরং তদা।
প্রভজ্যমানং সৈন্যং তু দৃষ্ট্বা যাদবনন্দনঃ॥ ৩২
উবাচ পার্থং বীভৎসুং নিগৃহ্য রথমুত্তমম্।
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ পার্থ যঃ কাঙ্ক্ষিতস্তব॥ ৩৩

বীর পাণ্ডবগণ বহু প্রযত্ন করিয়াও ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া পলায়মান স্বীয় মহারথী যোদ্ধাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না॥

মহারাজ! মহেন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ভীষ্মের দ্বারা অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে ভাঙ্গন ধরিল। তখন একসঙ্গে দুই জনে কোথাও ধাবিত হইতেছিল না॥

পাণ্ডবদের সৈন্যরা অচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তাহাদের রথ, হস্তী ও অশ্বসকল বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িল এবং ধ্বজসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইল॥

সেই ভীষণ সংগ্রামে যেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই পিতা পুত্রকে এবং মিত্র প্রিয় মিত্রকে বধ করিতে লাগিল॥

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অপর সৈন্যরা কবচ পরিত্যাগ করত কেশসমূহ উড়াইতে উড়াইতে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল॥

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্য (সিংহ হইতে ভীত) গো-গণের ন্যায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। রথের কূবরসকল বিপরিবর্ত্তিত হইল এবং সকল সৈন্যই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল॥

সেই সৈন্যমধ্যে ভাঙ্গন দেখিয়া যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উত্তম রথকে থামাইয়া দিয়া কুন্তীকুমার অর্জ্জুনকে বলিলেন॥

প্রহরাস্মিন্ নরব্যাঘ্র ন চেন্মোহাদ্ বিমুহ্যসে।
যৎ পুরা কথিতং বীর রাজ্ঞাং তেষাং সমাগমে ॥ ৩৪
বিরাটনগরে তাত সঞ্জয়স্য সমীপতঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্বান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকান্ ॥ ৩৫
সানুবন্ধান্ হনিষ্যামি যে মাং যোৎস্যন্তি সঙ্গরে।
ইতি তৎ কুরু কৌন্তেয় সত্যং বাক্যমরিন্দম ॥ ৩৬
ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মৃত্য যুদ্ধস্য বিগতজ্বরঃ।
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন তির্য্যগ্ দৃষ্টিরধোমুখঃ ॥ ৩৭
অকাম ইব বীভৎসুরিদং বচনমব্রবীৎ।
অবধ্যানাং বধং কৃত্বা রাজ্যং বা নরকোত্তরম্ ॥ ৩৮
দুঃখানি বনবাসে বা কিং নু মে সুকৃতং ভবেৎ।
চোদয়াশ্বান্ যতো ভীষ্মঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৩৯
পাতয়িষ্যামি দুর্দ্ধর্ষং ভীষ্মং কুরুপিতামহম্।
স চাশ্বান্ রজতপ্রখ্যাংশ্চোদয়ামাস মাধবঃ ॥ ৪০
যতো ভীষ্মস্ততো রাজন্ দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিবানিব।
ততস্তৎ পুনরাবৃত্তং যুধিষ্ঠিরবলং মহৎ ॥ ৪১
দৃষ্ট্বা পার্থং মহাবাহুং ভীষ্মায়োদ্যতমাহবে।
ততো ভীষ্মঃ কুরুশ্রেষ্ঠঃ সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ ॥ ৪২
ধনঞ্জয়রথং শীঘ্রং শরবর্ষৈরবাকিরৎ।
ক্ষণেন স রথস্তস্য সহয়ঃ সহসারথিঃ ॥ ৪৩
শরবর্ষেণ মহতা ন প্রাজ্ঞায়ত ভারত।
বাসুদেবস্ত্বসম্ভ্রান্তো ধৈর্য্যমাস্থায় সত্বরঃ ॥ ৪৪
চোদয়ামাস তানশ্বান্ বিতুন্নান্ ভীষ্মসায়কৈঃ।
ততঃ পার্থো ধনুর্গৃহ্য দিব্যং জলদনিঃস্বনম্ ॥ ৪৫
পাতয়ামাস ভীষ্মস্য ধনুশ্ছিত্ত্বা শিতৈঃ শরৈঃ।
স ছিন্নধন্বা কৌরব্যঃ পুনরন্যন্মহদ্ ধনুঃ ॥ ৪৬
নিমেষান্তরমাত্রেণ সজ্যং চক্রে পিতা তব।
চকর্ষ চ ততো দোর্ভ্যাং ধনুর্জলদনিঃস্বনম্ ॥ ৪৭

পার্থ! তুমি যে সময়ের অভিলাষ ও প্রতীক্ষা করিতেছিলে, সেই সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি মোহে মোহিত না হইয়া থাক, তবে এই ভীষ্মের উপর অস্ত্রপ্রহার কর ॥

বীর! তাত! পূর্ব্বে বিরাটনগরে যখন সকল রাজা একত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে এবং সঞ্জয়ের নিকটে তুমি যে কথা বলিয়াছিলে—"যুদ্ধে যাহারা আমার সম্মুখে আসিবে, দুর্য্যোধনের সেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি সকল সৈন্যগণকেই বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আমি নিহত করিব"। শত্রুদমন কুন্তীনন্দন! তুমি সেই নিজের বাক্যকে আজ সত্য করিয়া দেখাও। তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণ করত সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন অধোমুখ হইয়া বক্রদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে অনিচ্ছুকের ন্যায় এই কথা বলিলেন।

প্রভো! অবধ্য মহাপুরুষগণকে বধ করিয়া নরক হইতেও নিন্দনীয় রাজ্যলাভ করিব অথবা বনবাসে থাকিয়া কষ্টভোগ করিব—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে পুণ্যদায়ক হইবে?

আচ্ছা, যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেই দিকে অশ্বচালনা করুন। আজ আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব। কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ দুর্দ্ধর্ষ বীর ভীষ্মকে বধ করিয়া ভূপাতিত করিব ॥

রাজন্! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রজতসদৃশ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বদিগকে সেইদিকে চালনা করিলেন, যেখানে রশ্মিবান্ সূর্য্যতুল্য দুর্দ্দর্শনীয় ভীষ্ম যুদ্ধ করিতেছেন ॥

মহাবাহু কুন্তীকুমার অর্জুনকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া পলায়মান যুধিষ্ঠিরের বিশাল সৈন্যবাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল ॥

তখন বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ধনঞ্জয়ের রথের উপর অতিসত্বর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥

ভারত! ক্ষণকালের মধ্যেই প্রভূত বাণবর্ষণে সারথি ও অশ্বসহ তাঁহার রথ এরূপ অদৃশ্য হইয়া যাইল যে, তখন তাহার কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্যের সহিত ভীষ্মের বাণে ক্ষত-বিক্ষত অশ্বগুলিকে দ্রুত চালাইতে লাগিলেন ॥

তারপর কুন্তীনন্দন অর্জুন মেঘসদৃশ গম্ভীর শব্দকারী স্বীয় দিব্য ধনু গ্রহণ করত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ভীষ্মের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥

ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পিতৃতুল্য কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পুনরায় অপর ধনু লইয়া নিমেষের মধ্যেই তাহাতে গুণ আরোহণ করিলেন ॥

তদনন্তর মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দকারী সেই ধনুটিকে দুই হস্তে আকর্ষণ করিলেন, এই সময়ের মধ্যেই ক্রুদ্ধ অর্জুন তাঁহার সেই ধনুটিকেও ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥

অথাস্য তদপি ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ ধনুরর্জ্জুনঃ।
তস্য তৎ পূজয়ামাস লাঘবং শান্তনোঃ সুতঃ॥ ৪৮
গাঙ্গেয়স্ত্বব্রবীৎ পার্থং ধন্বিশ্রেষ্ঠমরিন্দম।
সাধু সাধু মহাবাহো সাধু কুন্তীসুতেতি চ॥ ৪৯
সমাভাষ্যৈবমপরং প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ।
মুমোচ সমরে ভীষ্মঃ শরান্ পার্থরথং প্রতি॥ ৫০
অদর্শয়দ্ বসুদেবো হয়যানে পরং বলম্।
মোঘান্ কুর্বন্ শরাংস্তস্য মণ্ডলানি নিদর্শয়ন্॥ ৫১
(সারথ্যং নিপুণং কুর্ব্বন্ প্রত্যদৃশ্যত সংযুগে।
ভীষ্মস্তাবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পুনর্বাণান্ মুমোচ হ॥
পার্থায় যুধি রাজেন্দ্র তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
অর্জ্জুনস্তু সুসংক্রুদ্ধঃ পিতামহমরিন্দমঃ॥
অবর্ষদ্ বাণবর্ষেণ যোদ্ধুং হ্যভিমুখে স্থিতম্।
তাবুভৌ যুধি দুর্ধর্ষৌ যুযুধাতে পরস্পরম্॥)
শুশুভাতে নরব্যাঘ্রৌ তৌ ভীষ্মশরবিক্ষতৌ।
গোবৃষাবিব সংরব্ধৌ বিষাণোল্লিখিতাঙ্কিতৌ॥ ৫২

(ভীষ্মোঽতীব সুসংক্রুদ্ধঃ পৃষৎকৈরর্জ্জুনং বলাৎ।
জঘান সমরে মূর্দ্ধ্নি সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ॥)
বাসুদেবস্তু সংপ্রেক্ষ্য পার্থস্য মৃদু যুদ্ধতাম্।
ভীষ্মঞ্চ শরবর্ষাণি সৃজন্তমনিশং যুধি॥ ৫৩
প্রতপন্তমিবাদিত্যং মধ্যমাসাদ্য সেনয়োঃ।
বরান্ বরান্ বিনিঘ্নন্তং পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকান্॥ ৫৪
যুগান্তমিব কুর্বাণং ভীষ্মং যৌধিষ্ঠিরে বলে।
নামৃষ্যত মহাবাহুর্মাধবঃ পরবীরহা॥ ৫৫
উৎসৃজ্য রজতপ্রখ্যান্ হয়ান্ পার্থস্য মারিষ।
বাসুদেবস্ততো যোগী প্রচস্কন্দ মহারথাৎ॥ ৫৬
অভিদুদ্রাব ভীষ্মং স ভুজপ্রহরণো বলী।
প্রতোদপাণিস্তেজস্বী সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ॥ ৫৭
দারয়ন্নিব পদ্ভ্যাং স জগতীং জগদীশ্বরঃ।
ক্রোধতাম্রেক্ষণঃ কৃষ্ণো জিঘাংসুরমিতদ্যুতিঃ॥ ৫৮
গ্রসন্নিব চেতাংসি তাবকানাং মহাহবে।
দৃষ্ট্বা মাধবমাক্রন্দে ভীষ্মায়োদ্যতমস্তিকে॥ ৫৯

শত্রুদমন নরেশ! সেই সময় শান্তনুনন্দন গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম ধনুর্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীকুমার অর্জুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন॥

মহাবাহো কুন্তীনন্দন! "সাধু, সাধু, তোমায় অসংখ্য সাধুবাদ। এই কথা বলিয়াই ভীষ্ম পুনরায় অপর সুন্দর ধনু গ্রহণ করত সমরাঙ্গণে অর্জুনের রথের দিকে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ২২-৫০

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ অশ্বচালনাবিষয়ে নিজের অদ্ভুত সামর্থ্য দেখাইলেন। তিনি বিবিধ মণ্ডলাকারে রথের গতিপথ দেখাইতে থাকিয়া ভীষ্মের বাণসমূহ ব্যর্থ করিয়া দিয়া যাইতে লাগিলেন॥ ৫১

(যুদ্ধস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুশলতাসহকারে সারথ্য-কর্ম্ম করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র! ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পার্থের উপর বারংবার বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন। ইহা যেন তখন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তারপর শত্রুদমন অর্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের জন্য নিজের সম্মুখে অবস্থিত ভীষ্মের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই দুই রণদুর্জয় বীর তখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।)

সেই সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই ভীষ্মের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শৃঙ্গের আঘাতে আহত দুইটি অতিশয় ক্রুদ্ধ বৃষের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন॥ ৫২

(তারপর ভীষ্মও তখন রণাঙ্গনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় বাণসমূহে বলপূর্ব্বক অর্জুনের মস্তকে আঘাত করিলেন। তাহার পর তিনি বারংবার সিংহধ্বনি করিতে লাগিলেন॥)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, অর্জুন কোমলতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, আর ভীষ্ম রণাঙ্গনে সৈন্যের মধ্যভাগে থাকিয়া নিরন্তর বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসদৃশ সকলকে সন্তাপিত করিতেছেন, পাণ্ডব-সৈন্যদের প্রধান প্রধান বীরগণকে বধ করিতেছেন এবং যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের মধ্যে প্রলয়কালের দৃশ্য উপস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন॥

তখন শত্রুবীরনাশী মহাবাহু মাধব ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। আর্য্য! সেই যোগেশ্বর ভগবান্ বাসুদেব অর্জুনের রজত-সদৃশ শুভ্রবর্ণের অশ্বগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া সেই বিশাল রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং বাহুমাত্রকে অস্ত্রে পরিণত করিয়া তাহাতে বেত্রধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে করিতে বলবান্ ও তেজস্বী শ্রীহরি ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ৫৩-৫৭

জগদীশ্বর ও অমিততেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় শ্রীপাদদ্বয়ে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন॥ ৫৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাসংগ্রামে আপনার পুত্র ও সৈন্যগণের

হতো ভীষ্মো হতো ভীষ্মস্তত্র তত্র বচো মহৎ।
অশ্রূয়ত মহারাজ বাসুদেবভয়াৎ তদা ॥ ৬০
পীতকৌশেয়সংবীতো মণিশ্যামো জনার্দনঃ।
শুশুভে বিদ্রবন্ ভীষ্মং বিদ্যুন্মালী যথাম্বুদঃ ॥ ৬১
স সিংহ ইব মাতঙ্গং যূথর্ষভ ইবর্ষভম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন বিনদন্ যাদবর্ষভঃ ॥ ৬২
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য পুণ্ডরীকাক্ষমাহবে।
অসম্ভ্রমং রণে ভীষ্মো বিচকর্ষ মহদ্ ধনুঃ ॥ ৬৩
উবাচ চৈব গোবিন্দমসম্ভ্রান্তেন চেতসা।
এহ্যেহি পুণ্ডরীকাক্ষ দেবদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৬৪
মামদ্য সাত্বতশ্রেষ্ঠ পাতয়স্ব মহাহবে।
ত্বয়া হি দেব সংগ্রামে হতস্যাপি মমানঘ ॥ ৬৫
শ্রেয় এব পরং কৃষ্ণ লোকে ভবতি সর্ব্বতঃ।
সম্ভাবিতোঽস্মি গোবিন্দ ত্রৈলোক্যেনাদ্য সংযুগে ॥ ৬৬

প্রহরস্ব যথেষ্টং বৈ দাসোঽস্মি তব চানঘ।
অন্বগেব ততঃ পার্থঃ সমভিদ্রুত্য কেশবম্ ॥ ৬৭
নিজগ্রাহ মহাবাহুর্বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ।
নিগৃহ্যমাণঃ পার্থেন কৃষ্ণো রাজীবলোচনঃ ॥ ৬৮
জগামৈবৈনমাদায় বেগেন পুরুষোত্তমঃ।
পার্থস্তু বিষ্টভ্য বলাচ্চরণৌ পরবীরহা ॥ ৬৯
নিজগ্রাহ হৃষীকেশং কথঞ্চিদ্ দশমে পদে।
তত এবমুবাচার্তঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণম্ ॥ ৭০
নিঃশ্বসন্তং যথা নাগমর্জ্জুনঃ প্রণয়াৎ সখা।
নিবর্ত্তস্ব মহাবাহো নানৃতং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৭১
যৎ ত্বয়া কথিতং পূর্ব্বং ন যোৎস্যামীতি কেশব।
মিথ্যাবাদীতি লোকাস্ত্বাং কথয়িষ্যন্তি মাধব ॥ ৭২
মমৈষ ভারঃ সর্বো হি হনিষ্যামি পিতামহম্।
শপে কেশব শস্ত্রেণ সত্যেন সুকৃতেন চ ॥ ৭৩

চিত্তকে যেন গ্রাস করিয়া লইলেন। মহারাজ! রণস্থলে মাধবকে নিকটে আসিয়া ভীষ্মকে বধ করিতে উদ্যত দেখিয়া সেই সময় বাসুদেবের ভয়ে চারিদিকে এই মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল যে, ভীষ্ম নিহত হইলেন, ভীষ্ম নিহত হইলেন ॥ ৫৯-৬০

পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্রপরিধানকারী ইন্দ্রনীলমণিতুল্য শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন যে, তখন যেন বিদ্যুন্মালাশোভিত শ্যামবর্ণের মেঘ ধাবিত হইতেছে ॥ ৬১

যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বারংবার গর্জন করিতে করিতে ভীষ্মের দিকে সেইরূপ বেগে ধাবিত হইলেন, যেরূপ বেগে সিংহ গজরাজের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে এবং গো-পালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃষ যেরূপ বেগে অন্য এক বৃষকে আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৬২

সেই মহারণে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া ভীষ্ম সেই যুদ্ধস্থলে অল্পও বিচলিত না হইয়া নিজের বিশাল ধনুকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

তারপর উদ্বেগশূন্য মনে ভগবান্ গোবিন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আসুন, আসুন; কমললোচন! দেবদেব! আপনাকে নমস্কার ॥ ৬৪

সাত্বতশ্রেষ্ঠ! এই মহাসংগ্রামে আজ আমাকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করুন। দেব! নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! আপনার দ্বারা সংগ্রামে নিহত হইলেও জগতে সর্ব্বতোভাবে আমার পরম কল্যাণ হইবে ॥

গোবিন্দ! আজ আমি এই যুদ্ধে ত্রিভুবনের সম্মানিত হইলাম। অনঘ! আমি আপনার দাস। এখন আপনি আমাকে ইচ্ছানুসারে প্রহার করুন ॥

এদিকে মহাবাহু অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইয়া আসিতেছিলেন। তিনি স্বীয় দুই বাহুতে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিলেন ॥

এইভাবে অর্জুন কর্তৃক ধৃত হইয়াও কমললোচন পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়াই সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥

তখন শত্রুবীরনাশী বলপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণধারণ করিলেন এবং তারপর দশপদ যাইবার পরই কোনরূপে হৃষীকেশকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন ॥

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ক্রোধে রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সর্পের ন্যায় তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার সখা অর্জুন আর্তভাবে প্রেমপূর্ব্বক বলিলেন,—মহাবাহো! আপনি ফিরিয়া চলুন, স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা করিবেন না ॥ ৬৫-৭১

কেশব! আপনি পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন,—"আমি যুদ্ধ করিব না", সেই বাক্যকে আপনি প্রতিপালন করুন। মাধব! অন্যথা লোকে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিবে ॥ ৭২

কেশব! যুদ্ধের এই সব ভার আমার উপরে আছে। আমি আমার অস্ত্র, সত্য ও সুকৃতের শপথ লইয়া বলিতেছি যে, আমি পিতামহ ভীষ্মকে বধ করিব ॥ ৭৩

অস্তং যথা গমিষ্যামি শত্রূণাং শত্রুসূদন।
অদ্যৈব পশ্য দুর্দ্ধর্ষং পাত্যমানং মহারথম্ ॥৭৪
তারাপতিমিবাপূর্ণমন্তকালে যদৃচ্ছয়া।
মাধবস্তু বচঃ শ্রুত্বা ফাল্গুনস্য মহাত্মনঃ॥ ৭৫
(অভবৎ পরমপ্রীতো জ্ঞাত্বা পার্থস্য বিক্রমম্।)
ন কিঞ্চিদুক্ত্বা সক্রোধ আরুরোহ রথং পুনঃ।
তৌ রথস্থৌ নরব্যাঘ্রৌ ভীষ্মঃ শান্তনবঃ পুনঃ॥ ৭৬
ববর্ষ শরবর্ষেণ মেঘো বৃষ্ট্যা যথাচলৌ।
প্রাণানাদত্ত যোধানাং পিতা দেবব্রতস্তব ॥৭৭
গভস্তিভিরিবাদিত্যস্তেজাংসি শিশিরাত্যয়ে।
যথা কুরূণাং সৈন্যানি বভঞ্জুর্যুধি পাণ্ডবাঃ॥ ৭৮
তথা পাণ্ডবসৈন্যানি বভঞ্জ যুধি তে পিতা।
হতবিদ্রুতসৈন্যাস্তু নিরুৎসাহা বিচেতসঃ॥ ৭৯
নিরীক্ষিতুং ন শেকুস্তে ভীষ্মমপ্রতিমং রণে।
মধ্যং গতমিবাদিত্যং প্রতপন্তং স্বতেজসা ৮০
তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ শতশোঽথ সহস্রশঃ
কুর্ব্বাণং সমরে কর্ম্মাণ্যতিমানুষবিক্রমম্ ॥ ৮১
বীক্ষাঞ্চক্রুর্মহারাজ পাণ্ডবা ভয়পীড়িতাঃ।
তথা পাণ্ডবসৈন্যানি দ্রাব্যমাণানি ভারত ॥ ৮২
ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত গাবঃ পঙ্কগতা ইব।
পিপীলিকা ইব ক্ষুণ্ণা দুর্ব্বলা বলিনা রণে॥ ৮৩
মহারথং ভারত দুষ্প্রকম্পং
শরৌঘিণং প্রতপন্তং নরেন্দ্রান্।
ভীষ্মং ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুং তে
শরার্চিষং সূর্য্যমিবাতপন্তম্ ॥ ৮৪
বিমৃদ্গতস্তস্য তু পাণ্ডুসেনা-
মস্তং জগামাথ সহস্ররশ্মিঃ।
ততো বলানাং শ্রমকর্ষিতানাং
মনোঽবহারং প্রতি সম্বভূব ॥ ৮৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি নবমদিবসযুদ্ধসমাপ্তৌ ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৬

শত্রুসূদন! আমি সকল শত্রুকেই বিনাশ করব। আপনি দর্শন করুন—আজই আমি পূর্ণচন্দ্রতুল্য দুর্জয় বীর মহারথী ভীষ্মকে তাঁহার অন্তিম সময়ে ইচ্ছানুসারে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিব॥

মহাত্মা অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পরাক্রম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বাহ্যতঃ কিছু না বলিয়া ক্রোধের সহিত রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে রথের উপরে বসিতে দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় তাঁহাদের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন—ইহাতে মনে হইল মেঘ দুইটি পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিতেছে॥

রাজন্! আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সেইরূপে পাণ্ডব যোদ্ধাদের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপে গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেব স্বীয় প্রখর কিরণে সকলের তেজ হরণ করিয়া থাকেন॥

মহারাজ! যেরূপ পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কৌরব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছিলেন, সেইরূপ আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মও পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন॥

তখন আহত হইয়া পলায়মান সৈন্যরা অচেতন ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই রণাঙ্গনে অতুলনীয় বীর ভীষ্মের দিকে সেইরূপ কেহ দৃষ্টিপাত করিতেই পারিল না, যেরূপ স্বীয় কিরণে সন্তাপদায়ী মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না। ৭৪-৮০

মহারাজ ভীষ্ম কর্ত্তৃক প্রহৃত শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্য সমরে অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশকারী ভীষ্মের ভয়ে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে কেবল দেখিতেই লাগিল॥

ভারত! পলায়মান পাণ্ডব-সৈন্যরা সেই সময়ে পঙ্কমগ্ন গো-সঙ্ঘের ন্যায় কাহাকেও নিজেদের রক্ষকরূপে পাইল না সমরাঙ্গণে বলবান্ ভীষ্ম এই দুর্ব্বল সৈন্যগণকে পিপীলিকাসমূহের তুল্য পিষ্ট করিতে লাগিলেন॥ ৮১-৮৩

ভারত! মহারথী ভীষ্ম অবিচলভাবে অবস্থান করত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে পাণ্ডবপক্ষীয় নরপতিগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। বাণরূপী কিরণাবলিতে সুশোভিত ও সূর্য্যসদৃশ তাপদানকারী ভীষ্মকে তখন কেহ দেখিতেই সমর্থ হইলেন না॥ ৮৪

ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে যখন এরূপে মর্দ্দিত করিতেছিলেন, তখন সহস্র কিরণ-সুশোভিত ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। সেই সময় পরিশ্রমে ক্লান্ত সমস্ত সৈন্যের মনেই এই ইচ্ছা জাগরিত হইয়াছিল যে, এখন যুদ্ধ বন্ধ হউক॥ ৮৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে নবমদিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিষয়ক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নবমদিবসযুদ্ধসমাপ্তিঃ, নিশি পাণ্ডবানাং গুপ্তমন্ত্রণা, ভীষ্মেণ সহ সম্মিল্য সকৃষ্ণ-পাণ্ডবানাং তদ্‌বধোপায়লাভশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

যুধ্যতামেব তেষাং তু ভাস্করেঽস্তমুপাগতে।
সন্ধ্যা সমভবদ্ ঘোরা নাপশ্যাম ততো রণম্ ॥ ১
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সন্ধ্যাং সন্দৃশ্য ভারত।
বধ্যমানঞ্চ ভীষ্মেণ ত্যক্তাস্ত্রং ভয়বিহ্বলম্ ॥ ২
(নিরুৎসাহং বলং দৃষ্ট্বা পীড়িতং শরবিক্ষতম্।)
স্বসৈন্যঞ্চ পরাবৃত্তং পলায়নপরায়ণম্।
ভীষ্মঞ্চ যুধি সংরব্ধং পীড়য়ন্তং মহারথম্ ॥ ৩
সোমকাংশ্চ জিতান্ দৃষ্ট্বা নিরুৎসাহান্ মহারথান্
(নিশামুখঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য ঘোররূপং ভয়ানকম্।
চিন্তয়িত্বা ততো রাজা অবহারমরোচয়ৎ ॥ ৪
(কথং জয়েম ভীষ্মং বৈ মহাবলপরাক্রমম্।
বুদ্ধিং স্বশিবিরং গন্তুং চক্রে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥)
ততোঽবহারং সৈন্যানাং চক্রে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
তথৈব তব সৈন্যানামবহারো হ্যভূৎ তদা ॥ ৫
ততোঽবহারং সৈন্যানাং কৃত্বা তত্র মহারথাঃ।
ন্যবিশন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষতাঃ ॥ ৬
ভীষ্মস্য সমরে কর্ম্ম চিন্তয়ানাস্তু পাণ্ডবাঃ।
নালভন্ত তদা শান্তিং ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৭
ভীষ্মোঽপি সমরে জিত্বা পাণ্ডবান্ সহ সৃঞ্জয়ান্
পূজ্যমানস্তব সুতৈর্বন্দ্যমানশ্চ ভারত ॥ ৮
ন্যবিশৎ কুরুভিঃ সার্দ্ধং হৃষ্টরূপৈঃ সমন্ততঃ।
ততো রাত্রিঃ সমভবৎ সর্ব্বভূতপ্রমোহিনী ॥ ৯
তস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে পাণ্ডবা বৃষ্ণিভিঃ সহ।
সৃঞ্জয়াশ্চ দুরাধর্ষা মন্ত্রায় সমুপাবিশন্ ॥ ১০

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

[নবমদিনের যুদ্ধের সমাপ্তি, রাত্রিতে পাণ্ডবগণের গুপ্ত মন্ত্রণা এবং ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণের তাঁহার বধের উপায়লাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরব-পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধের সময়েই সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন এবং ভয়ঙ্কর সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আমরা আর যুদ্ধ হইতে দেখিলাম না। ১

ভরতনন্দন! তারপর রাজা যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক গুরুতর প্রহৃত হইয়া আমার সৈন্যরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধ করিতে কাহারও মধ্যে আর উৎসাহ নাই। বাণসমূহে ক্ষত বিক্ষত সমস্ত সৈন্যই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বহু সৈন্যই যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে মহারথী ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধস্থলে সকলকে পীড়াদান করিতেছিলেন। সোমকবংশীয় মহারথী বীরগণ পরাজিত হইয়া উৎসাহশূন্য হইয়াছেন। অথচ ঘোরতর ও ভয়ানক প্রদোষকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই সব বিষয়ে বিচার করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাহার করিয়া লওয়াকেই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন ॥ ২-৪

মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমী ভীষ্মকে আমরা কিভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব, ইহাই চিন্তা করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় শিবিরে যাইতে মনস্থ করিলেন।

তাহার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। এইরূপে আপনার সৈন্যরাও সেই সময় যুদ্ধস্থল হইতে শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫

কুরুশ্রেষ্ঠ! এই ভাবে সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত সেই সব মহারথী সৈন্যরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শিবিরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৬

পাণ্ডবগণ ভীষ্মের বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা সমরাঙ্গণে ভীষ্মের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৭

ভারত! ভীষ্মও সংগ্রামে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া আপনার পুত্রদিগের দ্বারা প্রশংসিত এবং অভিবন্দিত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে কৌরবদের সহিত শিবিরে গমন করিলেন।

তাহার পর সমস্ত প্রাণিগণকে মোহময়ী নিদ্রায় নিমগ্নকারিণী রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির আরম্ভকালে বৃষ্ণিবংশীয়গণ সহ দুর্দ্ধর্ষ সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ গুপ্তমন্ত্রণার জন্য একত্রে মিলিত হইলেন ॥ ৮-১০

আত্মনিঃশ্রেয়সং সর্ব্বে প্রাপ্তকালং মহাবলাঃ।
মন্ত্রয়ামাসুরব্যগ্রা মন্ত্রনিশ্চয়কোবিদাঃ ॥ ১১
(হনিষ্যাম যথা ভীষ্মং জয়েম পৃথিবীমিমাম্ ॥)
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মন্ত্রয়িত্বা চিরং নৃপ।
বাসুদেবং সমুদ্বীক্ষ্য বচনং চেদমাদদে ॥ ১২
কৃষ্ণ পশ্য মহাত্মানং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্।
গজং নলবনানীব বিমৃদ্নন্তং বলং মম ॥ ১৩
(মম মাধব সৈন্যেষু বধ্যমানেষু তেন বৈ।
কথং যোৎস্যাম দুর্দ্ধর্ষং শ্রেয়ো মেঽত্র বিধীয়তাম্ ॥
ত্বমেব গতিরস্মাকং নান্যাং গতিমুপাস্মহে।
ন যুদ্ধং রোচতে মহ্যং ভীষ্মেণ সহ মাধব।
হন্তি ভীষ্মো মহাবীরো মম সৈন্যঞ্চ সংযুগে ॥)
ন চৈবৈনং মহাত্মানমুৎসহামো নিরীক্ষিতুম্।
লেলিহ্যমানং সৈন্যেষু প্রবৃদ্ধমিব পাবকম্ ॥ ১৪

সেই সময় ঐ সব মহাবলা বীরগণ সময়ানুসারে নিজেদের মঙ্গলের প্রস্তাববিষয়ে স্বস্থচিত্তে বিচার করিতে লাগিলেন। এই সব বীরগণ মন্ত্রণা করিয়া যে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে নিপুণ ছিলেন। ১১

তখন তাঁহাদের মধ্যে এই বিচারই হইতেছিল যে, আমরা কিরূপে ভীষ্মকে বধ করিতে পারিব এবং কিরূপে এই পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হইব? নরেশ্বর! সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গুপ্ত মন্ত্রণা করিবার পর বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন। ১২

শ্রীকৃষ্ণ! দেখুন, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাত্মা ভীষ্ম আমাদের সৈন্যদিগকে সেইভাবে বিনাশ করিতেছেন, যেরূপ হস্তী শরবনকে মর্দ্দন করিয়া থাকে। ১৩

মাধব! ইঁহার দ্বারা যখন আমার সৈন্যরা বিনষ্ট হইতেছে, তখন এরূপ অবস্থায় এই দুর্দ্ধর্ষ বীর ভীষ্মের সহিত আমরা কিরূপে যুদ্ধ করিব? এখন যেরূপে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে, সেইরূপ একটি উপায় স্থির করুন। মাধব! আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। আমরা অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। ভীষ্মের সহিত আমাদের যুদ্ধ করাকে আমার ভাল লাগিতেছে না। এদিকে মহাবীর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে আমাদের সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া যাইতেছেন।

ইনি প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য বাণসমূহের শিখাতে আমাদের সৈন্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে লেহন (ভস্ম) করিতেছেন, আমরা এই মহাত্মা ভীষ্মকে দেখিতেও সমর্থ হইতেছি না। ১৪

যথা ঘোরো মহানাগস্তক্ষকো বৈ বিষোল্বণঃ।
তথা ভীষ্মো রণে ক্রুদ্ধস্তীক্ষ্ণশস্ত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৫
গৃহীতচাপঃ সমরে প্রমুঞ্চন্ নিশিতান্ শরান্।
শক্যো জেতুং যমঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিশ্চ দেবরাট্ ॥ ১৬
বরুণঃ পাশভৃচ্চাপি সগদো বা ধনেশ্বরঃ।
ন তু ভীষ্মঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শক্যো জেতুং মহাহবে ॥ ১৭
সোঽহমেবংগতে কৃষ্ণ নিমগ্নঃ শোকসাগরে।
আত্মনো বুদ্ধিদৌর্বল্যাদ্ ভীষ্মমাসাদ্য সংযুগে ॥ ১৮
বনং যাস্যামি দুর্দ্ধর্ষ শ্রেয়ো বৈ তত্র মে গতম্।
ন যুদ্ধং রোচতে কৃষ্ণ হন্তি ভীষ্মো হি নঃ সদা ॥ ১৯
যথা প্রজ্বলিতং বহ্নিং পতঙ্গঃ সমভিদ্রবন্।
একতো মৃত্যুমভ্যেতি তথাহং ভীষ্মমীয়িবান্ ॥ ২০
ক্ষয়ং নীতোঽস্মি বার্ষ্ণেয় রাজ্যহেতোঃ পরাক্রমী।
ভ্রাতরশ্চৈব মে শূরাঃ সায়কৈর্ভৃশপীড়িতাঃ ॥ ২১

যেরূপ মহানাগ তক্ষক নিজের তীব্র বিষবশতঃ সকলেরই নিকট ভয়ঙ্কররূপে প্রতীত হন, সেইরূপ ক্রুদ্ধ প্রতাপশালী ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে যখন হাতে ধনুর্বাণ লইয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকেন, সেই সময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী বলিয়া তিনি আমাদের নিকট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হন।

সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ যমরাজ, বজ্রধারী ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ অথবা গদাধারী কুবেরকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু এই মহাসংগ্রামে ক্রুদ্ধ ভীষ্মকে পরাজিত করা অসম্ভব ॥ ১৫-১৭

হে কৃষ্ণ! এরূপ অবস্থায় আমি স্বীয় বুদ্ধির দুর্ব্বলতাবশতঃ যুদ্ধস্থলে ভীষ্মকে সম্মুখে দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই ॥ ১৮

দুর্দ্ধর্ষ বীর কৃষ্ণ! এখন আমি বনে চলিয়া যাইব। আমার পক্ষে বনগমনই কল্যাণকর হইবে বলিয়া মনে করি। আমার যুদ্ধ ভাল লাগিতেছে না; কারণ, এই যুদ্ধে ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমার সৈন্যদের বিনাশ করিতেছেন। ১৯

যেরূপ পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে যাইয়া কেবলই মৃত্যুই বরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়া মৃত্যুকেই বরণ করিতেছি ॥ ২০

বৃষ্ণিবংশভূষণ! রাজ্যের জন্য পরাক্রম করিতে যাইয়া আমরা ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। আমার শৌর্য্যশালী ভ্রাতারা বাণের প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে। ২১

মৎকৃতে ভ্রাতৃসৌহার্দাদ্ রাজ্যভ্রষ্টা বনং গতাঃ।
পরিক্লিষ্টা তথা কৃষ্ণা মৎকৃতে মধুসূদন ॥ ২২
জীবিতং বহু মন্যেঽহং জীবিতং হ্যস্য দুর্লভম্।
জীবিতস্যাস্য শেষেণ চরিষ্যে ধর্মমুত্তমম্ ॥ ২৩
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যো ভ্রাতৃভিঃ সহ কেশব।
স্বধর্মস্যাবিরোধেন হিতং ব্যাহর কেশব ॥ ২৪
এবং শ্রুত্বা বচস্তস্য কারুণ্যাদ্ বহুবিস্তরম্।
প্রত্যুবাচ ততঃ কৃষ্ণঃ সান্ত্বয়ানো যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৫
ধর্মপুত্র বিষাদং ত্বং মা কৃথাঃ সত্যসঙ্গর।
যস্য তে ভ্রাতরঃ শূরা দুর্জয়াঃ শত্রুসূদনাঃ ॥ ২৬
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ বায়্বগ্নিসমতেজসৌ।
মাদ্রীপুত্রৌ চ বিক্রান্তৌ ত্রিদশানামিবেশ্বরৌ ॥ ২৭
মাং বা নিযুঙ্‌ক্ষ্ব সৌহার্দাদ্ যোৎস্যে ভীষ্মেণ পাণ্ডব
ত্বৎপ্রযুক্তো মহারাজ কিং ন কুর্য্যাং মহাহবে ॥ ২৮

মধুসূদন! আমার জন্য ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ এই ভ্রাতারা রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং বনগমন করিয়াছে। আমার জন্যই কৃষ্ণাকে (দ্রৌপদীকে) কৌরবসভায় অপমান-ভোগ করিতে হইয়াছে ॥ ২২

এই সময়ে আমি আমাদের জীবনকেই অধিক বলিয়া মনে করি; কারণ, আজ আমাদের জীবনই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমাদের জীবনের আর যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাদ্বারা আমি উত্তম ধর্মের আচরণ করিব ॥ ২৩

কেশব! যদি এই ভ্রাতৃগণের সহিত আমার উপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে আপনি আমাকে স্বধর্মের অনুকূল কোন হিতকর পরামর্শ দান করুন ॥ ২৪

কারুণ্যবশতঃ কথিত যুধিষ্ঠিরের এই বিস্তৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাপ্রদান করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২৫

ধর্মপুত্র! সত্যপ্রতিজ্ঞ কুন্তীনন্দন! আপনি বিষাদগ্রস্ত হইবেন না। আপনার ভ্রাতারা শৌর্য্যশালী বীর, দুর্জয় এবং শত্রুগণকে সংহার করিতে সমর্থ ॥ ২৬

অর্জুন ও ভীমসেন বায়ু এবং অগ্নিসদৃশ তেজস্বী। মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেবও পরাক্রমে দুই ইন্দ্রতুল্য ॥ ২৭

পাণ্ডুনন্দন! মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ আমাকে আজ্ঞাপ্রদান করুন। আমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি এই মহাসংগ্রামে আপনার কোন কার্য্য সম্পন্ন না করিব? ২৮

হনিষ্যামি রণে ভীষ্মমাহূয় পুরুষর্ষভম্।
পশ্যতাম্ ধার্তরাষ্ট্রাণাং যদি নেচ্ছতি ফাল্গুনঃ ॥২৯
যদি ভীষ্মে হতে বীরে জয়ং পশ্যসি পাণ্ডব।
হন্তাস্ম্যেকরথেনাদ্য কুরুবৃদ্ধং পিতামহম্ ॥ ৩০
পশ্য মে বিক্রমং রাজন্ মহেন্দ্রস্যেব সংযুগে।
বিমুঞ্চন্তং মহাস্ত্রাণি পাতয়িষ্যামি তং রথাৎ ॥ ৩১
যঃ শত্রুঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং মচ্ছত্রুঃ স ন সংশয়ঃ।
মদর্থা ভবদীয়া যে যে মদীয়াস্তবৈব তে ॥ ৩২
তব ভ্রাতা মম সখা সম্বন্ধী শিষ্য এব চ।
মাংসান্যুৎকৃত্য দাস্যামি ফাল্গুনার্থে মহীপতে ॥ ৩৩
এষ চাপি নরব্যাঘ্রো মৎকৃতে জীবিতং ত্যজেৎ।
এষ নঃ সময়স্তাত তারয়েম পরস্পরম্ ॥ ৩৪
স মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্ব রাজেন্দ্র যথা যোদ্ধা ভবাম্যহম্।
প্রতিজ্ঞাতমুপপ্লব্যে যৎ তৎ পার্থেন পূর্বতঃ ॥ ৩৫

যদি অর্জুন ভীষ্মকে বধ করিতে ইচ্ছুক না হয়, তবে আমিই যুদ্ধে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সাক্ষাতেই তাঁহাকে সংহার করিব ॥ ২৯

পাণ্ডুনন্দন! যদি ভীষ্ম নিহত হইলেই আপনি স্বীয় বিজয়লাভ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে আমি একমাত্র রথের সহায়তায় আজ কুরুকুলের বৃদ্ধপিতামহ ভীষ্মকে বিনাশ করিব ॥ ৩০

রাজন্! আগামীকাল যুদ্ধে আমার ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রম দেখিবেন। আমি মহাস্ত্রসমূহের প্রয়োগকারী ভীষ্মকে নিহত করিয়া রথ হইতে ভূপাতিত করিব ॥ ৩১

যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের শত্রু, সে আমারও শত্রু—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যাহারা আপনাদের সুহৃৎ, তাহারা আমার সুহৃৎ এবং যাহারা আমার সুহৃৎ, তাহারা আপনাদের সুহৃৎ বলিয়া জানিবেন ॥ ৩২

ভূপতে! আপনার ভ্রাতা অর্জুন আমার সখা, সম্বন্ধী ও শিষ্য। আমি অর্জুনের জন্য আমার শরীরের মাংস পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া দান করিব ॥ ৩৩

এই নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনও আমার জন্য নিজের প্রাণও ত্যাগ করিতে উদ্যত আছে। তাত! আমরা দুইজনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমরা পরস্পর পরস্পরকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিব ॥ ৩৪

রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করুন। আমি আপনার যোদ্ধা হইব। যুদ্ধের পূর্ব্বে উপপ্লব্যনগরে সকলের

ঘাতয়িষ্যামি গাঙ্গেয়মিতি লোকস্য সন্নিধৌ।
পরিরক্ষ্যমিদং তাবদ্ বচঃ পার্থস্য ধীমতঃ ॥ ৩৬
অনুজ্ঞাতং তু পার্থেন ময়া কার্য্যং ন সংশয়ঃ।
অথবা ফাল্গুনস্যৈষ ভারঃ পারমিতো রণে ॥ ৩৭
স হনিষ্যতি সংগ্রামে ভীষ্মং পরপুরঞ্জয়ম্।
অশক্যমপি কুর্য্যাদ্ধি রণে পার্থঃ সমুদ্যতঃ ॥ ৩৮
ত্রিদশান্ বা সমুদ্যুক্তান্ সহিতান্ দৈত্যদানবৈঃ।
নিহন্যাদর্জ্জুনঃ সংখ্যে কিমু ভীষ্মং নরাধিপ ॥ ৩৯
বিপরীতো মহাবীর্য্যো গতসত্ত্বোঽল্পজীবনঃ।
ভীষ্মঃ শান্তনবো নূনং কর্ত্তব্যং নাববুধ্যতে ॥ ৪০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এমমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব।
সর্ব্বে হ্যেতে ন পর্য্যাপ্তাস্তব বেগবিধারণে ॥ ৪১
নিয়তং সমবাপ্স্যামি সর্ব্বমেতদ্ যথেপ্সিতম্।
যস্য মে পুরুষব্যাঘ্র ভবান্ পক্ষে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪২

সম্মুখে অর্জুন যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—আমি যুদ্ধে গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে বধ করিব, বুদ্ধিমান্ পার্থকর্তৃক কৃত এই প্রতিজ্ঞা বাক্যকে পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৩৫-৩৬

অর্জুন যে কার্য্যের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা পূরণ করা আমার উচিত—ইহাতে কোন সংশয় নাই অথবা রণাঙ্গনে অর্জুনেরই পক্ষে ইহা অতি অল্প ভার ॥ ৩৭

এই অর্জুন শত্রুনগরবিজয়ী ভীষ্মকে যুদ্ধে অবশ্যই সংহার করিবে। কুন্তীনন্দন অর্জুন যদি উদ্যত হয়, তবে যুদ্ধে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে ॥ ৩৮

নরাধিপ! দৈত্য ও দানবগণের সহিত সম্পূর্ণ দেবতাবৃন্দকেও অর্জুন যুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ, সুতরাং ভীষ্মকে বধ করা আর কি কঠিন কার্য্য! ৩৯

মহাপরাক্রমী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ত' আমাদের বিপক্ষের আশ্রয়-গ্রহণকারী ও বলহীন। ইঁহার জীবন আর অল্প অবশিষ্ট আছে, তথাপি ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ইনি স্বীয় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতেছেন না ॥ ৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি যেরূপ কথা বলিতেছেন, উহা তদনুরূপই। এই সমস্ত কৌরবগণ আপনার বেগ ধারণ করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ ॥ ৪১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে পক্ষে আপনি বিদ্যমান আছেন, সেই আমি আমার সকল অভীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করিয়া লইব ॥ ৪২

সেন্দ্রানপি রণে দেবান্ জয়েয়ং জয়তাং বর।
ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ কিমু ভীষ্মং মহারথম্ ॥ ৪৩
ন তু ত্বামনৃতং কর্ত্তুমুৎসহে স্বাত্মগৌরবাৎ।
অযুধ্যমানঃ সাহায্যং যথোক্তং কুরু মাধব ॥ ৪৪
সময়স্তু কৃতঃ কশ্চিন্মম ভীষ্মেণ সংযুগে।
মন্ত্রয়িষ্যে তবার্থায় ন তু যোৎস্যে কথঞ্চন ॥ ৪৫
দুর্য্যোধনার্থং যোৎস্যামি সত্যমেতদিতি প্রভো।
স হি রাজ্যস্য মে দাতা মন্ত্রস্যৈব চ মাধব ॥ ৪৬
তস্মাদ্ দেবব্রতং ভূয়ো বধোপায়ার্থমাত্মনঃ।
ভবতা সহিতাঃ সর্ব্বে প্রযাম মধুসূদন ॥ ৪৭
তদ্ বয়ং সহিতা গত্বা ভীষ্মমাশু নরোত্তমম্।
নচিরাৎ সর্ব্বে বার্ষ্ণেয় মন্ত্রং পৃচ্ছাম কৌরবম্ ॥ ৪৮
স বক্ষ্যতি হিতং বাক্যং সত্যমস্মান্ জনার্দন।
যথা চ বক্ষ্যতে কৃষ্ণ তথা কর্ত্তাস্মি সংযুগে ॥ ৪৯

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! আপনাকে রক্ষকরূপে পাইয়া আমি যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সমগ্র দেববৃন্দকেও জয় করিতে পারি; সুতরাং সেস্থলে মহারথী ভীষ্মকে জয় করা আর এমন কি কথা ॥ ৪৩

মাধব! কিন্তু আমি নিজের আত্মগৌরবের জন্য আপনাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাই না। আপনি যুদ্ধ না করিয়াই পূর্ব্বোক্ত সহায়তা করিতে থাকুন ॥ ৪৪

ভীষ্মের সহিত আমার একটি শর্ত্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—আমি যুদ্ধে তোমার হিতের জন্য তোমাকে পরামর্শ দান করিতে পারি, কিন্তু তোমার পক্ষে কোনরূপেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। যুদ্ধ আমি দুর্য্যোধনের জন্যই করিব। প্রভো! এই কথা অতি সত্য বলিয়া জানিবেন ॥

মাধব! অতএব ভীষ্ম আমাকে রাজ্য ও মন্ত্র (হিতকর পরামর্শ) এই উভয়ই প্রদান করিবেন। মধুসূদন! সেইজন্য আমরা সকলে পুনরায় আপনার সহিত দেবব্রত ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৫-৪৭

বৃষ্ণিবংশভূষণ! আমরা সকলে শীঘ্রই একত্রিত হইয়া কুরুবংশজাত নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট যাইব এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিব ॥ ৪৮

জনার্দ্দন! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই আমাকে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিবেন। হে কৃষ্ণ! তিনি যেরূপ বলিবেন, আমি যুদ্ধে সেইরূপই করিব ॥ ৪৯

নারদ প্রাচীনবর্হিকে উপদেশ করেন, যার দ্বারা হরি পরিতুষ্ট হন—সেই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, যে বিদ্যায় হরিতে মতি হয়—সেই বিদ্যাই যথার্থ বিদ্যা, হরি দেহধারিগণের আত্মা, তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর, হরিই প্রিয়তম আত্মা, যা হতে অণুমাত্র ভয় নাই, যিনি একথা জানেন—তিনিই বিদ্বান্, তিনি গুরু, তিনি হরি। সংসারনাশের জন্য 'যা হতে সংসারের উৎপত্তি স্থিতি নাশ হয়, তদাত্মক বিশ্ব' দেখতে দেখতে সর্ব্বপ্রযত্নে হরিকে ভজনা কর।

নারদ বলেছিলেন—সকল শ্রেয়ের মধ্যে আত্মলাভই পরম শ্রেয়ঃ, সকল ভূতের আত্মা ও আত্মদাতা হরি। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন ক'র্‌লে তার গুঁড়ি ডাল শাখা প্রশাখা তৃপ্ত হয়, যেমন প্রাণের তৃপ্তিতে ইন্দ্রিয়সমূহ তৃপ্ত হ'য়ে থাকে, তদ্রূপ একমাত্র হরির অর্চ্চনার দ্বারা সকলের পূজা হ'য়ে থাকে। আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত নারদ সমস্ত ভক্তগণের গুরু, সকলকেই তিনি উপদেশ করেছেন। পরম ভাগবত নারদ, 'ভক্তিসূত্র' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে আমার ভক্তির মহিমা প্রচার ক'রেছেন। ঈশ্বরে ঐকান্তিকী প্রেমস্বরূপা ভক্তি তাহা অমৃতস্বরূপিণী, মানব সে ভক্তি লাভে সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়, পরম পরিতৃপ্ত হ'য়ে থাকে। যে ভক্তি প্রাপ্ত হ'লে ভক্ত কিছু বাঞ্ছা করেন না, শোক করেন না, দ্বেষ করেন না, কোন বস্তুতে রতি থাকে না, কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, যে ভক্তিকে লাভ ক'রে ভক্ত উন্মত্ত হয়, স্তব্ধ হয়, আত্মারাম হ'য়ে যায়। ভক্তি অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, সে প্রেম গুণরহিত, কামনারহিত, প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান, অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্মতর-অনুভবরূপা। প্রেম লাভ ক'রে প্রেমিক তাইই দেখেন, তাইই শোনেন, তাইই বলেন, তাইই চিন্তা করেন। প্রেমিক ভক্তের আমি ব্যতিরিক্ত আর কিছু দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্য-জ্ঞাতব্য

ঘাতয়িষ্যামি গাঙ্গেয়মিতি লোকস্য সন্নিধৌ।
পরিরক্ষ্যমিদং তাবদ্ বচঃ পার্থস্য ধীমতঃ ॥ ৩৬
অনুজ্ঞাতং তু পার্থেন ময়া কার্য্যং ন সংশয়ঃ।
অথবা ফাল্গুনস্যৈষ ভারঃ পরিমিতো রণে ॥ ৩৭
স হনিষ্যতি সংগ্রামে ভীষ্মং পরপুরঞ্জয়ম্।
অশক্যমপি কুর্য্যাদ্ধি রণে পার্থঃ সমুদ্যতঃ ॥ ৩৮
ত্রিদশান্ বা সমুদ্যুক্তান্ সহিতান্ দৈত্যদানবৈঃ।
নিহন্যাদর্জ্জুনঃ সংখ্যে কিমু ভীষ্মং নরাধিপ ॥ ৩৯
বিপরীতো মহাবীর্য্যো গতসত্ত্বোঽল্পজীবনঃ।
ভীষ্মঃ শান্তনবো নূনং কর্ত্তব্যং নাববুধ্যতে ॥ ৪০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এমমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব।
সর্ব্বে হ্যেতে ন পর্য্যাপ্তাস্তব বেগবিধারণে ॥ ৪১
নিয়তং সমবাপ্স্যামি সর্ব্বমেতদ্ যথেপ্সিতম্।
যস্য মে পুরুষব্যাঘ্র ভবান্ পক্ষে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪২

সম্মুখে অর্জুন যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—আমি যুদ্ধে গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে বধ করিব, বুদ্ধিমান্ পার্থকর্ত্তৃক কৃত এই প্রতিজ্ঞা বাক্যকে পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৩৫-৩৬

অর্জুন যে কার্য্যের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা পূরণ করা আমার উচিত—ইহাতে কোন সংশয় নাই অথবা রণাঙ্গনে অর্জুনেরই পক্ষে ইহা অতি অল্প ভার ॥ ৩৭

এই অর্জুন শত্রুনগরবিজয়ী ভীষ্মকে যুদ্ধে অবশ্যই সংহার করিবে। কুন্তীনন্দন অর্জুন যদি উদ্যত হয়, তবে যুদ্ধে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে ॥ ৩৮

নরাধিপ! দৈত্য ও দানবগণের সহিত সম্পূর্ণ দেবতাবৃন্দকেও অর্জুন যুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ, সুতরাং ভীষ্মকে বধ করা আর কি কঠিন কার্য্য! ৩৯

মহাপরাক্রমী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ত' আমাদের বিপক্ষের আশ্রয়-গ্রহণকারী ও বলহীন। ইঁহার জীবন আর অল্প অবশিষ্ট আছে, তথাপি ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ইনি স্বীয় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতেছেন না ॥ ৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি যেরূপ কথা বলিতেছেন, উহা তদনুরূপই। এই সমস্ত কৌরবগণ আপনার বেগ ধারণ করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ ॥ ৪১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে পক্ষে আপনি বিদ্যমান আছেন, সেই আমি আমার সকল অভীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করিয়া লইব ॥ ৪২

সেন্দ্রানপি রণে দেবান্ জয়েয়ং জয়তাং বর।
ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ কিমু ভীষ্মং মহারথম্ ॥ ৪৩
ন তু ত্বামনৃতং কর্ত্তুমুৎসহে স্বাত্মগৌরবাৎ।
অযুধ্যমানঃ সাহায্যং যথোক্তং কুরু মাধব ॥ ৪৪
সময়স্তু কৃতঃ কশ্চিন্মম ভীষ্মেণ সংযুগে।
মন্ত্রয়িষ্যে তবার্থায় ন তু যোৎস্যে কথঞ্চন ॥ ৪৫
দুর্য্যোধনার্থং যোৎস্যামি সত্যমেতদিতি প্রভো।
স হি রাজ্যস্য মে দাতা মন্ত্রস্যৈব চ মাধব ॥ ৪৬
তস্মাদ্ দেবব্রতং ভূয়ো বধোপায়ার্থমাত্মনঃ।
ভবতা সহিতাঃ সর্ব্বে প্রযাম মধুসূদন ॥ ৪৭
তদ্ বয়ং সহিতা গত্বা ভীষ্মমাশু নরোত্তমম্।
নচিরাৎ সর্ব্বে বার্ষ্ণেয় মন্ত্রং পৃচ্ছাম কৌরবম্ ॥ ৪৮
স বক্ষ্যতি হিতং বাক্যং সত্যমস্মান্ জনার্দন।
যথা চ বক্ষ্যতে কৃষ্ণ তথা কর্ত্তাস্মি সংযুগে ॥ ৪৯

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! আপনাকে রক্ষকরূপে পাইয়া আমি যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সমগ্র দেববৃন্দকেও জয় করিতে পারি; সুতরাং সেস্থলে মহারথী ভীষ্মকে জয় করা আর এমন কি কথা ॥ ৪৩

মাধব! কিন্তু আমি নিজের আত্মগৌরবের জন্য আপনাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাই না। আপনি যুদ্ধ না করিয়াই পূর্ব্বোক্ত সহায়তা করিতে থাকুন ॥ ৪৪

ভীষ্মের সহিত আমার একটি সর্ত্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—আমি যুদ্ধে তোমার হিতের জন্য তোমাকে পরামর্শ দান করিতে পারি, কিন্তু তোমার পক্ষে কোনরূপেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। যুদ্ধ আমি দুর্য্যোধনের জন্যই করিব। প্রভো! এই কথা অতি সত্য বলিয়া জানিবেন ॥

মাধব! অতএব ভীষ্ম আমাকে রাজ্য ও মন্ত্র (হিতকর পরামর্শ) এই উভয়ই প্রদান করিবেন। মধুসূদন! সেইজন্য আমরা সকলে পুনরায় আপনার সহিত দেবব্রত ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৫-৪৭

বৃষ্ণিবংশভূষণ! আমরা সকলে শীঘ্রই একত্রিত হইয়া কুরুবংশজাত নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট যাইব এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিব ॥ ৪৮

জনার্দন! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই আমাকে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিবেন। হে কৃষ্ণ! তিনি যেরূপ বলিবেন, আমি যুদ্ধে সেইরূপই করিব ॥ ৪৯

১০ম বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস ১৩৭৮]
[ষষ্ঠ সংখ্যা— দ্বাদশী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি,লিট্ ✱ শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি,লিট্

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

ঘাতয়িষ্যামি গাঙ্গেয়মিতি লোকস্য সন্নিধৌ।
পরিরক্ষ্যমিদং তাবদ্ বচঃ পার্থস্য ধীমতঃ ॥ ৩৬
অনুজ্ঞাতং তু পার্থেন ময়া কার্য্যং ন সংশয়ঃ।
অথবা ফাল্গুনস্যৈষ ভারঃ পরিমিতো রণে ॥ ৩৭
স হনিষ্যতি সংগ্রামে ভীষ্মং পরপুরঞ্জয়ম্।
অশক্যমপি কুর্য্যাদ্ধি রণে পার্থঃ সমুদ্যতঃ ॥ ৩৮
ত্রিদশান্ বা সমুদ্যুক্তান্ সহিতান্ দৈত্যদানবৈঃ।
নিহন্যাদর্জ্জুনঃ সংখ্যে কিমু ভীষ্মং নরাধিপ ॥ ৩৯
বিপরীতো মহাবীর্য্যো গতসত্ত্বোঽল্পজীবনঃ।
ভীষ্মঃ শান্তনবো নূনং কর্ত্তব্যং নাববুধ্যতে ॥ ৪০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব।
সর্ব্বে হ্যেতে ন পর্য্যাপ্তাস্তব বেগবিধারণে ॥ ৪১
নিয়তং সমবাপ্স্যামি সর্ব্বমেতদ্ যথেপ্সিতম্।
যস্য মে পুরুষব্যাঘ্র ভবান্ পক্ষে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪২
সেন্দ্রানপি রণে দেবান্ জয়েয়ং জয়তাং বর।
ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ কিমু ভীষ্মং মহারথম্ ॥ ৪৩
ন তু ত্বামনৃতং কর্ত্তুমুৎসহে স্বাত্মগৌরবাৎ।
অযুধ্যমানঃ সাহায্যং যথোক্তং কুরু মাধব ॥ ৪৪
সময়স্তু কৃতঃ কশ্চিন্মম ভীষ্মেণ স যুগে।
মন্ত্রয়িষ্যে তবার্থায় ন তু যোৎস্যে কথঞ্চন ॥ ৪৫
দুর্য্যোধনার্থং যোৎস্যামি সত্যমেতদিতি প্রভো।
স হি রাজ্যস্য মে দাতা মন্ত্রস্যৈব চ মাধব ॥ ৪৬
তস্মাদ্ দেবব্রতং ভূয়ো বধোপায়ার্থমাত্মনঃ।
ভবতা সহিতাঃ সর্ব্বে প্রযাম মধুসূদন ॥ ৪৭
তদ্ বয়ং সহিতা গত্বা ভীষ্মমাশু নরোত্তমম্।
নচিরাৎ সর্ব্বে বার্ষ্ণেয় মন্ত্রং পৃচ্ছাম কৌরবম্ ॥ ৪৮
স বক্ষ্যতি হিতং বাক্যং সত্যমস্মান্ জনার্দন।
যথা চ বক্ষ্যতে কৃষ্ণ তথা কর্ত্তাস্মি সংযুগে ॥ ৪৯

সম্মুখে অর্জ্জুন যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—আমি যুদ্ধে গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে বধ করিব, বুদ্ধিমান্ পার্থকর্ত্তৃক কৃত এই প্রতিজ্ঞা বাক্যকে পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৩৫-৩৬

অর্জ্জুন যে কার্য্যের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা পূরণ করা আমার উচিত—ইহাতে কোন সংশয় নাই অথবা রণাঙ্গনে অর্জ্জুনেরই পক্ষে ইহা অতি অল্প ভার ॥ ৩৭

এই অর্জ্জুন শত্রুনগরবিজয়ী ভীষ্মকে যুদ্ধে অবশ্যই সংহার করিবে। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন যদি উদ্যত হয়, তবে যুদ্ধে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে ॥ ৩৮

নরাধিপ! দৈত্য ও দানবগণের সহিত সম্পূর্ণ দেবতাবৃন্দকেও অর্জ্জুন যুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ, সুতরাং ভীষ্মকে বধ করা আর কি কঠিন কার্য্য! ৩৯

মহাপরাক্রমী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ত' আমাদের বিপক্ষের আশ্রয়-গ্রহণকারী ও বলহীন। ইঁহার জীবন আর অল্প অবশিষ্ট আছে, তথাপি ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ইনি স্বীয় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতেছেন না ॥ ৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি যেরূপ কথা বলিতেছেন, উহা তদনুরূপই। এই সমস্ত কৌরবগণ আপনার বেগ ধারণ করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ ॥ ৪১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে পক্ষে আপনি বিদ্যমান আছেন, সেই আমি আমার সকল অভীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করিয়া লইব ॥ ৪২

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! আপনাকে রক্ষকরূপে পাইয়া আমি যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সমগ্র দেববৃন্দকেও জয় করিতে পারি; সুতরাং সেস্থলে মহারথী ভীষ্মকে জয় করা আর এমন কি কথা ॥ ৪৩

মাধব! কিন্তু আমি নিজের আত্মগৌরবের জন্য আপনাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাই না। আপনি যুদ্ধ না করিয়াই পূর্ব্বোক্ত সহায়তা করিতে থাকুন ॥ ৪৪

ভীষ্মের সহিত আমার একটি সর্ত্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—আমি যুদ্ধে তোমার হিতের জন্য তোমাকে পরামর্শ দান করিতে পারি, কিন্তু তোমার পক্ষে কোনরূপেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। যুদ্ধ আমি দুর্য্যোধনের জন্যই করিব। প্রভো! এই কথা অতি সত্য বলিয়া জানিবেন ॥

মাধব! অতএব ভীষ্ম আমাকে রাজ্য ও মন্ত্র (হিতকর পরামর্শ) এই উভয়ই প্রদান করিবেন। মধুসূদন! সেইজন্য আমরা সকলে পুনরায় আপনার সহিত দেবব্রত ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৫-৪৭

বৃষ্ণিবংশভূষণ! আমরা সকলে শীঘ্রই একত্রিত হইয়া কুরুবংশজাত নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট যাইব এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিব ॥ ৪৮

জনার্দ্দন! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই আমাকে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিবেন। হে কৃষ্ণ! তিনি যেরূপ বলিবেন, আমি যুদ্ধে সেইরূপই করিব ॥ ৪৯

১০ম বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস ১৩৭৮]

ষষ্ঠ সংখ্যা— দ্বাদশী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

।সীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি,লিট্ * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি,লিট্

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড্
কলিকাতা—৩৫

মহতা শরজালেন কিরন্তং শত্রুবাহিনীম্।
অবারয়ন্মহারাজ সামাত্যং সপদানুগম্॥
অথান্যে পার্থিবা রাজন্ বহুত্বান্নাতিকীর্ত্তিতাঃ
সমসজ্জন্ত সর্ব্বে তে যথাযোগং যথা বলম্॥
হয়ৈর্হয়াংস্তথা জগ্মুঃ কুঞ্জরৈরেব কুঞ্জরাঃ।
পদাতয়ঃ পদাতীভী রথৈরেব মহারথাঃ॥
অকুর্বন্নার্য্যকর্ম্মাণি তত্রৈব পুরুষর্ষভাঃ।
কুলবীর্য্যানুরূপাণি সংসৃষ্টাশ্চ পরস্পরম্॥)
এবং দ্বন্দ্বশতান্যাসন্ রথবারণবাজিনাম্।
পদাতীনাঞ্চ ভদ্রং তে তব তেষাঞ্চ সঙ্কুলে॥ ৬৩
নৈতাদৃশো দৃষ্টপূর্ব্বঃ সংগ্রামো নৈব চ শ্রুতঃ।
দ্রোণস্যাভাবভাবে তু প্রসক্তানাং যথাভবৎ॥ ৬৪
ইদং ঘোরমিদং চিত্রমিদং রৌদ্রমিতি প্রভো।
তত্র যুদ্ধান্যদৃশ্যন্ত প্রততানি বহূনি চ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫

রাজন্! এইরূপ অন্যান্য ভূপালগণও নিজ নিজ উপায় ও বলানুসারে যুদ্ধে শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ইঁহাদের সংখ্যা বহু হওয়ায় সকলের নাম উল্লেখ করা যাইল না॥

অশ্ব সকলের সহিত অশ্ব সকল, হস্তিগণের সহিত হস্তিগণ, পদাতিক সৈন্যবৃন্দের সহিত পদাতিক সৈন্যবৃন্দ এবং রথী বীরদিগের সহিত মহারথী বীরেরা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ নিজ নিজ কুল ও পরাক্রমের অনুরূপ পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া আর্য্য-জনোচিত কর্ম্ম করিতেছিলেন)

মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। এইরূপ আপনার ও পাণ্ডবগণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণের শত শত দ্বন্দ্ব (যুগল—দুই যোদ্ধা) পরস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৬৩

দ্রোণাচার্য্যের বধ ও সংরক্ষণ কার্য্যে নিরত পাণ্ডব এবং কৌরব-সৈন্যগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এরূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই এবং শোনাও যায় নাই। ৬৪

প্রভো! এখানে ভিন্ন-ভিন্ন বহু বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ হইতে দেখা যাইল। যাহা দেখিয়া দর্শকগণ বলিতে ছিলেন যে, 'এখানে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে, এখানে বিচিত্র সংগ্রাম হইতে দেখা যাইতেছে, এখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হানাহানি চলিতেছে। ৬৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগদত্তস্য হস্তিনা সহ ভীমসেনস্য যুদ্ধম্ তথা হস্তিনো ভগদত্তস্য চ ভয়ঙ্করঃ পরাক্রমঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
তেষ্বেবং সন্নিবৃত্তেষু প্রত্যুদ্‌যাতেষু ভাগশঃ।
কথং যুযুধিরে পার্থা মামকাশ্চ তরস্বিনঃ॥ ১
কিমর্জ্জুনশ্চাপ্যকরোৎ সংশপ্তকবলং প্রতি।
সংশপ্তকা বা পার্থস্য কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ২
সঞ্জয় উবাচ।
তথা তেষু নিবৃত্তেষু প্রত্যুদ্‌যাতেষু ভাগশঃ।
স্বয়মভ্যদ্রবদ্ ভীমং নাগানীকেন তে সুতঃ॥ ৩

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[ভগদত্তের হাতীর সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ, হাতী ও ভগদত্তের ভয়ানক পরাক্রম।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইভাবে যখন পাণ্ডব-সৈন্যরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিল এবং কৌরব-যোদ্ধারা যখন অগ্রসর হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য উদ্যত হইল, তখন আমার ও কুন্তীর বেগশালী পুত্রগণ পরস্পর কিরূপ যুদ্ধ করিতেছিল? সংশপ্তকগণের উপর আক্রমণের জন্য অর্জ্জুন কি করিল? কিংবা সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে কি করিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যগণ যখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন এবং কৌরব-যোদ্ধারা যখন তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য উদ্যত হইলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বয়ংই হস্তি-সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩

স নাগ ইব নাগেন গোবৃষেণেব গোবৃষঃ।
সমাহূতঃ স্বয়ং রাজ্ঞা নাগানীকমুপাদ্রবদ্ ॥ ৪
স যুদ্ধকুশলঃ পার্থো বাহুবীর্য্যেণ চান্বিতঃ।
অভিনৎ কুঞ্জরানীকমচিরেণৈব মারিষ ॥ ৫
তে গজা গিরিসঙ্কাশাঃ ক্ষরন্তঃ সর্বতো মদম্।
ভীমসেনস্য নারাচৈর্বিমুখা বিমদীকৃতাঃ ॥ ৬
বিধমেদভ্রজালানি যথা বায়ুঃ সমুদ্ধতঃ।
ব্যধমৎ তান্যনীকানি তথৈব পবনাত্মজঃ ॥ ৭
স তেষু বিসৃজন্ বাণান্ ভীমো নাগেম্বশোভত।
ভবনেম্বিব সর্ব্বেষু গভস্তীনুদিতো রবিঃ ॥ ৮
তে ভীমবাণাভিহতাঃ সংস্যূতা বিবভুর্গজাঃ।
গভস্তিভিরিবার্কস্য ব্যোম্নি নানাবলাহকাঃ ॥ ৯
তথা গজানাং কদনং কুর্বাণমনিলাত্মজম্।
ক্রুদ্ধো দুর্য্যোধনোঽভ্যেত্য প্রত্যবিধ্যচ্ছিতৈঃ শরৈঃ॥১০

যেরূপ হস্তীরা হস্তীদের সহিত এবং বৃষগণ বৃষগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হয়, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক রণে আহূত হইয়া ভীমসেন স্বয়ংই হস্তীসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

আদরণীয় নরেশ! কুন্তীকুমার ভীমসেন যুদ্ধে নিপুণ ও বাহুবলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই হস্তী-সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

সেই হাতীরা পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ ও মদধারাবাহী ছিল, কিন্তু ভীমসেনের নারাচের আঘাতে তাহাদের সমস্ত মদই বাহির হইয়া যাইল। তাহারা তখন যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৬

যেরূপ তীব্রগতিতে উত্থিত প্রবল বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ পবননন্দন ভীমসেন সেই সমস্ত রাজ-সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥ ৭

যেরূপ উদিত সূর্য্যদেব সমস্ত ভুবনেই স্বীয় কিরণাবলি বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন এই হস্তী-সৈন্যদের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাদৃশ সূর্য্যতুল্য শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮

ভীমসেনের বাণসমূহে নিহত হইয়া পরস্পর গ্রথিত সেই হাতীরা আকাশে সূর্য্যকিরণে গ্রথিত নানারূপ মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯

এইভাবে গজ-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে যুদ্ধে অবস্থিত পবন-নন্দন ভীমসেনের নিকট আসিয়া ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

ততঃ ক্ষণেন ক্ষিতিপং ক্ষতজপ্রতিমেক্ষণঃ।
ক্ষয়ং নিনীষুর্নিশিতৈর্ভীমো বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ১১
স শরাচিতসর্ব্বাঙ্গঃ ক্রুদ্ধো বিব্যাধ পাণ্ডবম্।
নারাচৈরর্করশ্ম্যাভৈর্ভীমসেনং স্ময়ন্নিব ॥ ১২
তস্য নাগং মণিময়ং রত্নচিত্রধ্বজে স্থিতম্।
ভল্লাভ্যাং কার্ম্মুকং চৈব ক্ষিপ্রং চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ১৩
দুর্য্যোধনং পীড্যমানং দৃষ্ট্বা ভীমেন মারিষ।
চুক্ষোভয়িষুরভ্যগাদঙ্গো মাতঙ্গমাস্থিতঃ ॥ ১৪
তমাপতন্তং নাগেন্দ্রমম্বুদপ্রতিমস্বনম্।
কুম্ভান্তরে ভীমসেনো নারাচৈরার্দয়দ্ ভৃশম্ ॥ ১৫
তস্য কায়ং বিনির্ভিদ্য ন্যমজ্জদ্ ধরণীতলে।
ততঃ পপাত দ্বিরদো বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ১৬
তস্যাবর্জিতনাগস্য ম্লেচ্ছস্যাধঃ পতিষ্যতঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন ক্ষিপ্রকারী বৃকোদরঃ ॥ ১৭

ইহা দেখিয়া ভীমসেনের চক্ষু (ক্রোধে) শোণিততুল্য রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যেই রাজা দুর্য্যোধনকে নাশ করিবার জন্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

দুর্য্যোধনের সমস্ত অঙ্গ বাণে বাণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য-রশ্মিতুল্য তেজস্বী নারাচসকলের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে হাসিতে হাসিতেই বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

রাজন্! তাঁহার রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র ধ্বজের উপর মণিময় নাগ বিরাজিত ছিল। তাহাকে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অতি সত্বর দুইটি ভল্লের আঘাতেই পাতিত করিলেন এবং তাঁহার ধনুটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৩

আর্য্য! ভীমসেন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবার জন্য মদমত্ত হস্তীর উপর বসিয়া রাজা অঙ্গ তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

এই গজরাজ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতেছিল। তাহাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন তাহার কুম্ভের উপরে নারাচসকলের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৫

ভীমসেনের নারাচ সেই হাতীর শরীর বিদীর্ণ করত ধরণীতে প্রবেশ করিল। ইহাতে সেই গজরাজ বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল ॥ ১৬

তখন সেই ম্লেচ্ছজাতীয় রাজা অঙ্গ হাতী হইতে পৃথক্ হইয়া যান নাই। এই হাতীর সহিত তিনিও অধঃপাতিত হইতে-

তস্মিন্ নিপতিতে বীরে সম্প্রাদ্রবৎ সা চমূঃ।
সম্ভ্রান্তাশ্বদ্বিপরথা পদাতানবমৃদ্নতী ॥ ১৮
তেষ্বনীকেষু ভগ্নেষু বিদ্রবৎসু সমন্ততঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষস্ততো ভীমং কুঞ্জরেণ সমাদ্রবৎ ॥ ১৯
যেন নাগেন মঘবানজয়দ্ দৈত্য-দানবান্।
তদন্বয়েন নাগেন ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ২০
স নাগপ্রবরো ভীমং সহসা সমুপাদ্রবৎ।
চরণাভ্যামথো দ্বাভ্যাং সংহতেন করেণ চ ॥ ২১
ব্যাবৃত্তনয়নঃ ক্রুদ্ধঃ প্রমথন্নিব পাণ্ডবম্।
বৃকোদররথং সাশ্বমবিশেষমচূর্ণয়ৎ ॥ ২২
পদ্ভ্যাং ভীমোঽপ্যথো ধাবংস্তস্য গাত্রেষ্বলীয়ত।
জানন্নঞ্জলিকাবেধং নাপাক্রামত পাণ্ডবঃ ॥ ২৩

ছিলেন। এই অবস্থায় ত্বারতবর্ম্মা ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ১৭

বীর অঙ্গ নিহত হইলে পর তাঁহার সৈন্যেরা পলায়ন করিল। অশ্ব, হস্তী ও রথ সকল সৈন্যই বিভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। এই সৈন্যবাহিনী তখন পদাতি-সৈন্যদিগকে মথিত করিতেছিল ॥ ১৮

এইভাবে সেই সৈন্যদের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যাইলে এবং চারিদিকে তাহারা পলাইতে থাকিলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত নিজ হাতীর দ্বারা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৯

ইন্দ্র যেরূপ ঐরাবত হাতীর দ্বারা দৈত্য ও দানবদিগকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই বংশেই (ঐরাবতবংশেই) উৎপন্ন গজরাজে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২০

এই গজরাজ নিজ দুই পদের দ্বারা এবং সঙ্কুচিত নিজ শুণ্ডের দ্বারা সহসা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২১

তখন তাহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে যেন মথিত করিয়া ফেলিবে, এইভাবেই সে ভীমসেনের রথের দিকে দৌড়াইয়া যাইল এবং অশ্ব-সহ তাহাকে সামান্যভাবে চূর্ণ করিয়াও দিল ॥ ২২

ভীমসেন পদব্রজে দৌড়াইয়া যাইয়া হাতীর শরীরের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলেন। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন অঞ্জলিকাবেধ (হাতীর নিম্নভাগে এরূপ কোন স্থান আছে, যাহাকে দুই হাতের দ্বারা থপ্‌থপ্ করিলে পর হাতীর আনন্দ হয়। এই অবস্থায় মাহুতকে বিনাশ করিলেও সেই হাতী ক্রুদ্ধ হয় না। ভীমসেন এই বিদ্যা জানিতেন। এই বিদ্যারই নাম—অঞ্জলিকাবেধ।) জানিতেন, সেইজন্য তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন না ॥ ২৩

গাত্রাভ্যন্তরগো ভূত্বা করেণাতাড়য়ন্মুহুঃ।
লালয়ামাস তং নাগং বধাকাঙ্ক্ষিণমব্যয়ম্ ॥ ২৪
কুলালচক্রবন্নাগস্তদা তূর্ণমথাভ্রমৎ।
নাগাযুতবলঃ শ্রীমান্ কালয়ানো বৃকোদরম্ ॥ ২৫
ভীমোঽপি নিষ্ক্রম্য ততঃ সুপ্রতীকাগ্রতোঽভবৎ।
ভীমং করেণাবনম্য জানুভ্যামভ্যতাড়য়ৎ ॥ ২৬
গ্রীবায়াং বেষ্টয়িত্বৈনং স গজো হন্তুমৈহত।
করবেষ্টং ভীমসেনো ভ্রমং দত্ত্বা ব্যমোচয়ৎ ॥ ২৭
পুনর্গাত্রাণি নাগস্য প্রবিবেশ বৃকোদরঃ।
যাবৎ প্রতিগজায়াতং স্ববলে প্রত্যবৈক্ষত ॥ ২৮
ভীমোঽপি নাগগাত্রেভ্যো বিনিঃসৃত্যাপযাজ্জবাৎ।
ততঃ সর্ব্বস্য সৈন্যস্য নাদঃ সমভবন্মহান্ ॥ ২৯

তিনি এই হাতীর নিম্নে যাইয়া হাতের দ্বারা বারংবার থপ্ থপ্ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন এই অবিনাশী গজরাজকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহাকে লালন-পালন করিতে থাকিলেন ॥২৪

সেই সময় এই হাতী অতি সত্বর কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে দশ হাজার হাতীর বল ছিল। সেই সুন্দর গজরাজ ভীমসেনকে সংহার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল ॥ ২৫

ভীমসেনও গজরাজ সুপ্রতীকের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন হাতীটিও তাঁহাকে স্বীয় শুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া নীচেতে তুলিয়া ফেলিয়া দুই জানুর দ্বারা মথিত করিবার চেষ্টায় ছিল ॥ ২৬

কেবল ইহাই নহে, এই হাতী ভীমের গলায় জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছিল। তখন ভীমসেন তাহাকে ভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার জড়ান শুঁড় হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেন ॥ ২৭

তদনন্তর ভীমসেন পুনরায় সেই হাতীর শরীরেই লুকাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় সৈন্যবাহিনী হইতে অন্য এক হাতীর দ্বারা এই হাতীকে যুদ্ধে আক্রান্ত হইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥২৮

তারপর ভীমসেনও কিছুকাল পরে হাতীর শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তীব্র বেগে দূরে সরিয়া যাইলেন। তখন সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৯

অহো ধিঙ্ নিহতো ভীমঃ কুঞ্জরেণেতি মারিষ।
তেন নাগেন সন্ত্রস্তা পাণ্ডবানামনীকিনী ॥ ৩০
সহসাভ্যদ্রবদ্ রাজন্ যত্র তস্থৌ বৃকোদরঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা হতং মত্বা বৃকোদরম্ ॥ ৩১
ভগদত্তং সপাঞ্চাল্যঃ সর্ব্বতঃ সমবারয়ৎ।
তং রথং রথিনাং শ্রেষ্ঠাঃ পরিবার্য্য পরন্তপাঃ ॥ ৩২
অবাকিরন্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শতশোহথ সহস্রশঃ।
স বিঘাতং পৃষৎকানামঙ্কুশেন সমাহরন্ ॥ ৩৩
গজেন পাণ্ডুপাঞ্চালান্ ব্যধমৎ পর্ব্বতেশ্বরঃ।
তদদ্ভুতমপশ্যাম ভগদত্তস্য সংযুগে ॥ ৩৪
তথা বৃদ্ধস্য চরিতং কুঞ্জরেণ বিশাম্পতে।
ততো রাজা দশার্ণানাং প্রাগ্ জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৫
তির্য্যগ্ যাতেন নাগেন সমদেনাশুগামিনা।
তয়োর্যুদ্ধং সমভবন্নাগয়োর্ভীমরূপয়োঃ ॥ ৩৬
সপক্ষয়োঃ পর্ব্বতয়োর্যথা সদ্রুময়োঃ পুরা।
প্রাগ্ জ্যোতিষপতের্নাগঃ সংনিবৃত্যাপসৃত্য চ ॥ ৩৭
পার্শ্বে দশার্ণাধিপতের্ভিত্ত্বা নাগমপাতয়ৎ।
তোমরৈঃ সূর্য্যরশ্ম্যাভৈর্ভগদত্তোঽথ সপ্তভিঃ ॥ ৩৮
জঘান দ্বিরদস্থং তং শত্রুং প্রচলিতাসনম্।
ব্যবচ্ছিদ্য তু রাজানং ভগদত্তং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৯
রথানীকেন মহতা সর্ব্বতঃ পর্য্যবারয়ৎ।
স কুঞ্জরস্থো রথিভিঃ শুশুভে সর্বতো বৃতঃ ॥ ৪০
পর্ব্বতে বনমধ্যস্থো জ্বলন্নিব হুতাশনঃ।
মণ্ডলং সর্ব্বতঃ শ্লিষ্টং রথিনামুগ্রধন্বিনাম্ ॥ ৪১
কিরতাং শরবর্ষাণি স নাগঃ পর্য্যবর্ত্তত।
ততঃ প্রাগ্ জ্যোতিষো রাজা পরিগৃহ্য মহাগজম্ ॥ ৪২
প্রেষয়ামাস সহসা যুযুধানরথং প্রতি।
শিনেঃ পৌত্রস্য তু রথং পরিগৃহ্য মহাদ্বিপঃ ॥ ৪৩

আর্য্য! সেই সময় সকলেরই মুখ হইতে একই কথা বাহির হইতে লাগিল যে, 'অহো! এই হাতী ভীমসেনকে সংহার করিল, কি প্রশংসনীয় ব্যাপার!' রাজন্! তখন এই হাতী হইতে ভীত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যবাহিনী তথায় পলায়ন করিল, যেখানে ভীমসেন দাঁড়াইয়া আছেন ॥

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে নিহত মনে করিয়া পাঞ্চাল-দেশীয় সৈন্যগণের সহিত রাজা ভগদত্তকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

শত্রুগণের সন্তাপকারী সেই সব শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণ মহারথী ভগদত্তকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত করিয়া শত শত ও সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

পর্ব্বতরাজ ভগদত্ত সেই সব বাণপ্রহারকে স্বীয় অঙ্কুশের দ্বারা নিবারণ করিলেন এবং হাতীকে অগ্রবর্দ্ধন করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে মথিত করিতে লাগিলেন ॥

প্রজানাথ! সেই যুদ্ধস্থলে হাতীর দ্বারা বৃদ্ধ রাজা ভগদত্তের অদ্ভুত পরাক্রম আমরা দেখিয়াছি ॥

তারপর দশার্ণরাজ মদস্রাবী, শীঘ্রগামী এবং তির্য্যগ্ ভাবে (পার্শ্বভাগ অভিমুখে) গমনকারী একটি গজের দ্বারা ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তখন ভয়ঙ্কররূপধারী এই দুই গজরাজের যুদ্ধ এরূপ প্রতীত হইতেছিল, যেরূপ পুরাকালে পক্ষযুক্ত ও বৃক্ষাবলিসুশোভিত দুইটি পর্ব্বতের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল ॥

প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের হাতী তখন প্রত্যাবর্ত্তন ও পশ্চাদপসরণ করিয়া দশার্ণরাজের হাতীর পার্শ্বভাগে প্রচণ্ড আঘাত করিল এবং তাহার দ্বারা উহাকে বিদারিত করিয়া ধরাশায়ী করিয়া দিল ॥

তাহার পর রাজা ভগদত্ত সূর্য্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল সাতটি তোমরের দ্বারা হাতীর উপর উপবিষ্ট এবং যাঁহার আসন তখন স্থানচ্যুত হইয়াছিল, সেই শত্রু দশার্ণরাজকে সংহার করিলেন ॥

সেই সময় যুধিষ্ঠির রাজা ভগদত্তকে স্বীয় বাণসমূহে আহত করিয়া বিশাল রথসৈন্যের দ্বারা সর্ব্বদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

যেরূপ বনের মধ্যে পর্ব্বতশিখরে দাবানল জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ সর্ব্বদিকে রথী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাজা ভগদত্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

বাণসমূহে বর্ষণ করিতে করিতে সেই ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর রথী বীরগণের মণ্ডল সেই হাতীর উপর চারিদিক্ দিয়া আক্রমণ করিলেন এবং সেই হাতীও তখন চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥

সেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত সেই বিশাল গজরাজকে স্ববশে রাখিয়া সহসা সাত্যকির রথের দিকে চালাইয়া দিলেন ॥

যুযুধান (সাত্যকি) তখন নিজ রথকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইলেন এবং এই মহাগজ শিনি-পৌত্র সাত্যকির সেই রথকে শুঁড়ে জড়াইয়া ধরিয়া তীব্রবেগে নিক্ষেপ করিলেন ॥

অভিচিক্ষেপ বেগেন যুযুধানস্তপাক্রমৎ ।
বৃহতঃ সৈন্ধবানশ্বান্ সমুত্থাপ্যাথ সারথিঃ ॥ ৪৪
তস্থৌ সাত্যকিমাসাদ্য সম্প্লুত্য তং রথং প্রতি ।
স তু লব্ধ্বান্তরং নাগস্ত্বরিতো রথমণ্ডলাৎ ॥ ৪৫
নিশ্চক্রাম ততঃ সর্ব্বান্ পরিচিক্ষেপ পার্থিবান্ ।
তে ত্বাশুগতিনা তেন ত্রাস্যমানা নরর্ষভাঃ ॥ ৪৬
তমেকং দ্বিরদং সংখ্যে মেনিরে শতশো দ্বিপান্ ।
তে গজস্থেন কাল্যন্তে ভগদত্তেন পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৭
ঐরাবতস্থেন যথা দেবরাজেন দানবাঃ ।
তেষাং প্রদ্রবতাং ভীমঃ পাঞ্চালানামিতস্ততঃ ॥ ৪৮
গজবাজিকৃতঃ শব্দঃ সুমহান্ সমজায়ত ।
ভগদত্তেন সমরে কাল্যমানেষু পাণ্ডুষু ॥ ৪৯
প্রাগ্জ্যোতিষমভিক্রুদ্ধঃ পুনর্ভীমঃ সমভ্যয়াৎ ।
তস্যাভিদ্রবতো বাহান্ হস্তমুক্তেন বারিণা ॥ ৫০
সিক্ত্বা ব্যত্রাসয়ন্নাগস্তে পার্থমহরংস্ততঃ ।
ততস্তমভ্যয়াৎ তূর্ণং রুচিপর্বাকৃতীসুতঃ ॥ ৫১
সমন্বন্ শরবর্ষেণ রথস্থোঽন্তকসন্নিভঃ ।
ততঃ স রুচিপর্বাণং শরেণানতপর্ব্বণা ॥ ৫২
সুপর্বা পর্বতপতির্নিন্যে বৈবস্বতক্ষয়ম্ ।
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে সৌভদ্রো দ্রৌপদীসুতঃ ॥ ৫৩
চেকিতানো ধৃষ্টকেতুর্যুযুৎসুশ্চার্দয়ন্ দ্বিপম্ ।
ত এনং শরধারাভির্ধারাভিরিব তোয়দাঃ ॥ ৫৪
সিষিচুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তো জিঘাংসবঃ ।
ততঃ পার্ষ্ণ্যঙ্কুশাঙ্গুষ্ঠৈঃ কৃতিনা চোদিতো দ্বিপঃ ॥৫৫
প্রসারিতকরঃ প্রায়াৎ স্তব্ধকর্ণেক্ষণো দ্রুতম্ ।
সোঽধিষ্ঠায় পদা বাহান্ যুযুৎসোঃ সূতমারুজৎ ॥ ৫৬

তদনন্তর সারথি নিজ রথকে ও সিন্ধুদেশজাত বিশাল অশ্বগণকে উঠাইয়া লম্ফপ্রদান করত রথে আরোহণ করিল। তারপর রথসহ সাত্যকির নিকট গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥

ইহার মধ্যেই অবসর পাইয়া সেই গজরাজ সত্বরতার সহিত রথের বেষ্টন হইতে পার হইয়া যাইল এবং সমস্ত রাজাদিগকে তুলিয়া তুলিয়া নিক্ষেপ করিতে থাকিল ॥

এই দ্রুতগামী গজরাজ হইতে ভীত হইয়া নরশ্রেষ্ঠ নরপতিগণ যুদ্ধস্থলে একটি হাতীকেই শত শত হাতীর ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দানবকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ স্বীয় হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

এই সময় এদিকে ওদিকে পলায়নপর পাঞ্চালসৈন্যদের হস্তি-অশ্বগণের অতিশয় ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥

ভগদত্তকর্তৃক সমরাঙ্গণে পাণ্ডব-সৈন্যরা বিতাড়িত হইতে থাকিলে ভীমসেন কুপিত হইয়া পুনরায় প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

সেইসময় আক্রমণকারী ভীমসেনের অশ্বগণের উপর সেই হাতী শুঁড়ে করিয়া জল সেচন করত তাহাদিগকে ভীত করিয়া ফেলিল। তারপর সেই অশ্বগণ তখন ভীমসেনকে লইয়া দূরে পলায়ন করিল ॥

সেই সময় আকৃতিপুত্র রুচিপর্ব্বা অতিদ্রুত সেই হাতীর উপর আক্রমণ করিলেন। তিনি রথের উপর বসিয়া যেন সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি এই সময় বাণ-বর্ষণ করিয়া হাতীটিকে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন ॥

যাঁহার অঙ্গের পর্ব্বসকল (সন্ধিস্থানসমূহ) সুন্দর ছিল, সেই পর্ব্বতরাজ ভগদত্ত ইহা লক্ষ্য করিয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে রুচিপর্ব্বাকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥

এই বীর নিহত হইলে পর অভিমন্যু, দ্রৌপদীকুমার, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং যুযুৎসুও সেই হাতীকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। এই সব যোদ্ধারা তখন সেই হাতীকে নিহত করিবার ইচ্ছায় বিকট গর্জন করিতে করিতে নিজেদের বাণ-সমূহের ধারায় সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে মনে হইতে লাগিল যে, মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিতেছে ॥

তদনন্তর বিদ্বান্ রাজা ভগদত্ত নিজের চরণের গোড়ালি, অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা প্রেরিত করিয়া হাতীটিকে অগ্রে চালনা করিলেন। তারপর নিজের কর্ণকে খাড়া করিয়া এবং চক্ষুকে বিস্ফারিত করিয়া শুঁড়কে বিস্তারিত করত সেই হাতী অতিদ্রুত অগ্রভূমির দিকে ধাবিত হইল ও যুযুৎসুর অশ্বগণকে পায়ের দ্বারা দাবাইয়া ধরিয়া তাঁহার সারথিকে বিনাশ করিল। ৩০-৫৬

যুযুৎসুস্তু রথাদ্ রাজন্নপাক্রামৎ ত্বরান্বিতঃ।
ততঃ পাণ্ডবযোধাস্তে নাগরাজং শরৈর্দ্রুতম্ ॥ ৫৭

সিষিচুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তো জিঘাংসবঃ।
পুত্রস্তু তব সম্ভ্রান্তঃ সৌভদ্রস্যাপ্লুতো রথম্ ॥ ৫৮

স কুঞ্জরস্থো বিসৃজন্নিষূনরিষু পার্থিবঃ।
বভৌ রশ্মীনিবাদিত্যো ভুবনেষু সমুৎসৃজন্ ॥ ৫৯

তমার্জুনির্দ্বাদশভির্যুযুৎসুর্দশভিঃ শরৈঃ।
ত্রিভিস্ত্রিভির্দ্রৌপদেয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ বিব্যধুঃ ॥ ৬০

সোঽতিযত্নার্পিতৈর্বাণৈরাচিতো দ্বিরদো বভৌ।
সংস্যূত ইব সূর্য্যস্য রশ্মিভির্জলদো মহান্ ॥ ৬১

নিয়ন্তুঃ শিল্প-যত্নাভ্যাং প্রেরিতোঽরিশরার্দিতঃ।
পরিচিক্ষেপ তান্ নাগঃ স রিপূন্ সব্য-দক্ষিণম্ ॥ ৬২

গোপাল ইব দণ্ডেন যথা পশুগণান্ বনে।
আবেষ্টয়ত তাং সেনাং ভগদত্তস্তথা মুহুঃ ॥ ৬৩

ক্ষিপ্রং শ্যেনাভিপন্নানাং বায়সানামিব স্বনঃ।
বভূব পাণ্ডবেয়ানাং ভৃশং বিদ্রবতাং স্বনঃ ॥ ৬৪

স নাগরাজঃ প্রবরাঙ্কুশাহতঃ
পুরা সপক্ষোঽদ্রিবরো যথা নৃপ।
ভয়ং তদা রিপুষু সমাদধদ্ ভৃশং
বণিগ্‌জনানাং ক্ষুভিতো যথার্ণবঃ ॥ ৬৫

ততো ধ্বনির্দ্বিরদরথাশ্বপার্থিবৈ-
র্ভয়াদ্ দ্রবদ্ভির্জনিতোঽতিভৈরবঃ।
ক্ষিতিং বিয়দ্ দ্যাং বিদিশো দিশস্তথা।
সমাবৃণোৎ পার্থিব সংযুগে ততঃ ॥ ৬৬

স তেন নাগপ্রবরেণ পার্থিবো
ভৃশং জগাহে দ্বিষতামনীকিনীম্
পুরা সুগুপ্তাং বিবুধৈরিবাহবে
বিরোচনো দেববরূথিনীমিব ॥ ৬৭

রাজন্! তখন যুযুৎসু অতি সত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িয়া দূরে পলায়ন করিলেন। তাহার পর পাণ্ডবযোদ্ধারা এই গজরাজকে শীঘ্র বধ করিবার ইচ্ছায় ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে নিজেদের বাণসমূহের বর্ষণ ধারায় তাহাকে সিক্ত করিতে লাগিলেন।

সেই সময় বিভ্রান্ত হইয়া আপনার পুত্র যুযুৎসু অভিমন্যুর রথে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত শত্রুদিগের উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে সমগ্র জগতে স্বীয় কিরণাবলি বিস্তারকারী সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৭-৫৯

অর্জুনকুমার অভিমন্যু বার, যুযুৎসু দশ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং ধৃষ্টকেতু তিন তিনটি বাণের দ্বারা ভগদত্তের হাতীকে বিদ্ধ করিলেন। ৬০

অত্যন্ত প্রযত্নসহকারে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে হাতীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই হাতী সূর্য্যকিরণে গ্রথিত মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৬১

মাহুতের কৌশল ও প্রযত্নের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই হাতী শত্রুদিগের বাণে পীড়িত হইয়াও সে দক্ষিণ এবং বামভাগে স্থিত শত্রুগণকে ধরিয়া ধরিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৬২

যেরূপ গো-পালক বনে পশুগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভগদত্ত বারংবার পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। ৬৩

যেরূপ বাজপাখীর আক্রমণে ভীত হইয়া কাকগণ 'কা কা' করিয়া শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ পলায়নপর পাণ্ডবযোদ্ধাদেরও তীব্রস্বরে আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। ৬৪

হে নৃপ! সেই সময় বিশাল অঙ্কুশের আঘাত খাইয়া গজরাজ পুরাকালের পক্ষধারী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের ন্যায় সেইভাবে সকলকে অত্যন্ত ভীত করিতে লাগিল, যেরূপ বিক্ষুব্ধ মহাসাগর ব্যবসায়ীদিগকে ভীত করিয়া থাকে। ৬৫

মহারাজ! তদনন্তর ভয়ে পলায়মান হাতী, অশ্ব, রথ ও ভূপতিগণ সেখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ যুদ্ধস্থলে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং দিক্-বিদিক্‌সমূহ সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া পড়িল। ৬৬

সেই গজরাজের দ্বারা রাজা ভগদত্ত শত্রুসৈন্যদের মধ্যে উত্তমরূপে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেরূপে পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় দেবগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত দেবসৈন্যমধ্যে দৈত্যরাজ বিরোচন প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৬৭

ভৃশং ববৌ জ্বলনসখো বিয়দ্ রজঃ
সমাবৃণোন্মুহুরপি চৈব সৈনিকান্।
তমেকনাগং গণশো যথা গজান্
সমন্ততো দ্রুতমথ মেনিরে জনাঃ ॥ ৬৮

সেই সময় সেখানে তীব্রগতিতে বহ্নিবন্ধু বায়ু বহিতেছিল আকাশ ধূলিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই ধূলি সমস্ত সৈন্যবাহিনীকেও আবৃত করিয়াছিল; তখন সকল ব্যক্তিই চারিদিকেই ধাবমান সেই একটি মাত্র হাতীকে হাতীদের দলের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি ভগদত্তযুদ্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকপর্ব্বে ভগদত্তের যুদ্ধবিষয়ক ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সংশপ্তকৈঃ সহার্জুনস্য ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, তেষাং ভূয়সামেব বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
যন্মাং পার্থস্য সংগ্রামে কর্ম্মাণি পরিপৃচ্ছসি।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাবাহো পার্থো যদকরোদ্ রণে ॥ ১
রজো দৃষ্ট্বা সমুদ্ধতং শ্রুত্বা চ গজনিঃস্বনম্।
ভগদত্তে বিকুর্ব্বাণে কৌন্তেয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ২
যথা প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা গজেন মধুসূদন।
ত্বরমাণো বিনিষ্ক্রান্তো ধ্রুবং তস্যৈষ নিঃস্বনঃ ॥ ৩
ইন্দ্রাদনবরঃ সংখ্যে গজযানবিশারদঃ।
প্রথমো গজযোধানাং পৃথিব্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৪
স চাপি দ্বিরদশ্রেষ্ঠঃ সদাপ্রতিগজো যুধি।
সর্বশস্ত্রাতিগঃ সংখ্যে কৃতকর্ম্মা জিতক্লমঃ ॥ ৫
সহঃ শস্ত্রনিপাতানামগ্নিস্পর্শস্য চানঘ।
স পাণ্ডববলং সর্ব্বমদ্যৈকো নাশয়িষ্যতি ॥ ৬
ন চাবাভ্যামৃতেঽন্যোঽস্তি শক্তস্তং প্রতিবাধিতুম্।
ত্বরমাণস্ততো যাহি যতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ ॥ ৭
দৃপ্তং সংখ্যে দ্বিপবলাদ্ বয়সা চাপি বিস্মিতম্।
অদ্যৈনং প্রেষয়িষ্যামি বলহন্তুঃ প্রিয়াতিথিম্ ॥ ৮

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[সংশপ্তকগণের সহিত অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং তাহাদের অধিকাংশেরই বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহাবাহো! আপনি যে যুদ্ধে অর্জুনের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহা আপনাকে বলিতেছি। অর্জুন রণাঙ্গনে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমস্তই শ্রবণ করুন। ১

ভগদত্ত যখন বিচিত্ররূপে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন সেখানে ধূলি উড়িতে দেখিয়া এবং হাতীর চীৎকার শ্রবণ করিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ২

মধুসূদন! রাজা ভগদত্ত স্বীয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া যেরূপ দ্রুত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইতেছেন, ইহাতে মনে হইতেছে, নিশ্চয় সেখানেই এই মহাকোলাহল হইতেছে। ৩

আমার এরূপ স্থিরনিশ্চয় আছে যে, এই রাজা ভগদত্ত যুদ্ধে ইন্দ্র হইতে কোনও অংশেই ন্যূন নহেন। ভগদত্ত হস্তীতে আরোহণবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং গজযোধী বীরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ৪

ইঁহার সেই হস্তিশ্রেষ্ঠ সুপ্রতীক নামে হাতীও যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সে সর্বপ্রকার অস্ত্রসমূহ অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে বহুবার নিজের পরাক্রম দেখাইয়াছে। সে পরিশ্রমকেও জয় করিয়াছে। ৫

অনঘ! সে সর্বপ্রকার অস্ত্রের আঘাত এবং অগ্নির স্পর্শও সহ্য করিতে পারে। আজ সে একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া ফেলিবে। ৬

আমরা দুই জন ব্যতীত অন্য আর কেহই নাই, যে ইহাকে বাধা দিতে পারিবে। অতএব আপনি সেখানে চলুন, যেখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত অবস্থান করিতেছেন। ৭

নিজের হাতীর এই বলের জন্য যিনি অতিশয় গর্ব্বিত এবং যিনি বয়সেও অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় অহঙ্কারপূর্ণ, সেই রাজা

বচনাদথ কৃষ্ণস্তু প্রযযৌ সব্যসাচিনঃ।
দীর্য্যতে ভগদত্তেন যত্র পাণ্ডববাহিনীম্ ॥ ৯
তং প্রযান্তং ততঃ পশ্চাদাহ্বয়ন্তো মহারথাঃ।
সংশপ্তকাঃ সমারোহন্ সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১০
দশৈব তু সহস্রাণি ত্রিগর্ত্তানাং মহারথাঃ।
চত্বারি চ সহস্রাণি বাসুদেবস্য চানুগাঃ ॥ ১১
দীর্য্যমাণাং চমূং দৃষ্ট্বা ভগদত্তেন মারিষ।
আহূয়মানস্য চ তৈরভবদ্ধৃদয়ং দ্বিধা ॥ ১২
কিং নু শ্রেয়স্করং কর্ম্ম ভবেদদ্যেতি চিন্তয়ন্।
ইহ বা বিনিবর্ত্তেয়ং গচ্ছেয়ং বা যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৩
তস্য বুদ্ধ্যা বিচার্য্যৈবমর্জ্জুনস্য কুরূদ্বহ।
অভবদ্ ভূয়সী বুদ্ধিঃ সংশপ্তকবধে স্থিরা ॥ ১৪
স সংনিবৃত্তঃ সহসা কপিপ্রবরকেতনঃ।

ভগদত্তকে বধ করিয়া আজ বলাসুরবিনাশী দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় অতিথিতে পরিণত করত স্বর্গলোকে প্রেরণ করিব ॥ ৮

সব্যসাচী অর্জ্জুনের এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে রথ লইয়া গমন করিলেন, যেস্থানে ভগদত্ত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সংহার করিতেছিলেন ॥ ৯

অর্জ্জুনকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে চৌদ্দ হাজার সংশপ্তক মহারথী বীর তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০

ইঁহাদের মধ্যে দশ হাজার মহারথী ত্রিগর্ত্তদেশেরই ছিলেন এবং চার হাজার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবক (নারায়ণী সেনা) ছিলেন ॥ ১১

আর্য্য! রাজা ভগদত্তকর্ত্তৃক নিজ বাহিনীকে বিদীর্ণ হইতে দেখিয়া এবং পশ্চাদ্ দিক্ হইতে সংশপ্তকগণের যুদ্ধের আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ১২

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আজ আমার পক্ষে কোন্ কার্য্য শ্রেয়স্কর হইবে? এখান হইতে সংশপ্তকগণের দিকে ফিরিয়া যাইব অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইব? ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধির দ্বারা এরূপ বিচার করিতে করিতে তাঁহার মনে এই ভাব অত্যন্ত দৃঢ় হইল যে, এখন সংশপ্তকগণকে বধ করাই আমার প্রধান কার্য্য হইবে ॥ ১৪

শ্রেষ্ঠ বানরচিহ্নে সুশোভিত ধ্বজধারী ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন উপরি উক্ত বাক্য চিন্তা করিয়া সহসা ফিরিয়া যাইলেন। তিনি

একো রথসহস্রাণি নিহন্তুং বাসবী রণে ॥ ১৫
সা হি দুর্য্যোধনস্যাসীন্মতিঃ কর্ণস্য চোভয়োঃ।
অর্জ্জুনস্য বধোপায়ে তেন দ্বৈধমকল্পয়ৎ ॥ ১৬
স তু দোলায়মানোঽভূদ্ দ্বৈধীভাবেন পাণ্ডবঃ।
বধেন তু নরাগ্র্যাণামকরোৎ তাং মৃষা তদা ॥ ১৭
ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্ব্বণাম্।
অসৃজন্নর্জ্জুনে রাজন্ সংশপ্তকমহারথাঃ ॥ ১৮
নৈব কুন্তীসুতঃ পার্থো নৈব কৃষ্ণো জনার্দনঃ।
ন হয়া ন রথো রাজন্ দৃশ্যন্তে স্ম শরৈশ্চিতাঃ ॥ ১৯
তদা মোহমনুপ্রাপ্তঃ সিস্বিদে হি জনার্দনঃ।
ততস্তান্ প্রায়শঃ পার্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ নিজঘ্নিবান্ ॥ ২০
শতশঃ পাণয়শ্ছিন্নাঃ সেষুজ্যাতলকার্মুকাঃ।
কেতবো বাজিনঃ সূতা রথিনশ্চাপতন্ ক্ষিতৌ ॥ ২১

রণাঙ্গনে একাকীই হাজার রথী বীরকে সংহার করিবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ১৫

অর্জ্জুনের বধের উপায়ের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দুর্য্যোধন ও কর্ণ উভয়েরই মনে এই সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। তাই তিনি যুদ্ধকে এইভাবে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১৬

পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন একবার দ্বৈধভাবে দোদুল্যমান হইয়া চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ সংশপ্তক বীরগণকেই বধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি সেই দ্বিধাগ্রস্তভাবকে মিথ্যা করিয়া দিলেন ॥ ১৭

রাজন্! তদনন্তর সংশপ্তক মহারথী বীরগণ অর্জ্জুনের উপর আনতপর্ব্বযুক্ত এক লক্ষ বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ১৮

মহারাজ! সেই সময় না কুন্তীকুমার অর্জ্জুন, না জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ, না অশ্ব এবং না রথ কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তখন সব কিছুই বাণে বাণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৯

এই অবস্থায় ভগবান্ জনার্দন ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তাঁহাদের সকলকেই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

শত শত হস্ত বাণ, গুণ ও ধনুসহ ছিন্ন হইয়া যাইল। ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ সকলেই ধরাশায়ী হইল ॥ ২১

ক্রমাচলাগ্রাম্বুধরৈঃ সমকায়াঃ সুকল্পিতাঃ।
হতারোহাঃ ক্ষিতৌ পেতুর্দ্বিপাঃ পার্থশরাহতাঃ ॥ ২২
বিপ্রবিদ্ধকুথা নাগাশ্ছিন্নভাণ্ডাঃ পরাসবঃ।
সারোহাস্তু রণে পেতুর্মথিতা মার্গণৈর্ভৃশম্ ॥ ২৩
সর্ষ্টিপ্রাসাসিনখরাঃ সমুদ্গরপরশ্বধাঃ।
বিচ্ছিন্না বাহবঃ পেতুর্নৃণাং ভল্লৈঃ কিরীটিনা ॥ ২৪
বালাদিত্যাম্বুজেন্দূনাং তুল্যরূপাণি মারিষ।
সঞ্ছিন্নান্যর্জুনশরৈঃ শিরাংস্যুর্ব্যাং প্রপেদিরে ॥ ২৫
জজ্বালালঙ্কৃতা সেনা পত্রিভিঃ প্রাণিভোজনৈঃ।
নানারূপৈস্তদামিত্রান্ ক্রুদ্ধে নিঘ্নতি ফাল্গুনে ॥ ২৬
ক্ষোভয়ন্তং তদা সেনাং দ্বিরদং নলিনীমিব।
ধনঞ্জয়ং ভূতগণাঃ সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥ ২৭
দৃষ্ট্বা তৎ কর্ম্ম পার্থস্য বাসবস্যেব মাধবঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা প্রাঞ্জলিস্তমুবাচ হ ॥ ২৮
কর্ম্মৈতৎ পার্থ শক্রেণ যমেন ধনদেন চ।
দুষ্করং সমরে যৎ তে কৃতমদ্যেতি মে মতিঃ ॥ ২৯
যুগপচ্চৈব সংগ্রামে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পতিতা এব মে দৃষ্টাঃ সংশপ্তকমহারথাঃ ॥ ৩০
সংশপ্তকাংস্ততো হত্বা ভূয়িষ্ঠা যে ব্যবস্থিতাঃ।
ভগদত্তায় যাহীতি কৃষ্ণং পার্থোঽভ্যনোদয়ৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি সংশপ্তকবধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

বৃক্ষ, পর্ব্বতশিখর ও মেঘসদৃশ বিশাল এবং উচ্চ দেহধারী, সুসজ্জিত হাতী, যাহাদের আরোহীদিগকে পূর্ব্বেই সংহার করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই অর্জ্জুনের বাণে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ২২

এই রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক হাতী অর্জ্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। এই সময় তাহাদের আস্তরণসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের সমস্ত ভূষণই খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। ২৩

কিরীটধারী অর্জ্জুনের ভল্লনামক বাণসমূহে ঋষ্টি, প্রাস, খড়্গ, নখর, মুদ্গর ও পরশুসহ বীরবর্গের বাহুসকল ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। ২৪

আর্য্য! যোদ্ধাগণের মস্তকসমূহ সদ্য উদিত সূর্য্য, কমল ও চন্দ্রসদৃশ সুন্দর ছিল। অর্জ্জুনের বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ২৫

যখন ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন নানাপ্রকার প্রাণবিনাশক বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে নাশ করিতে লাগিলেন, তখন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সংশপ্তকগণের সমগ্র সৈন্যবাহিনী জ্বলিতে লাগিল। ২৬

যেরূপ হস্তী কমলে পূর্ণ সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে মথিত হইতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী 'সাধু, সাধু' বলিয়া অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিল। ২৭

ইন্দ্রতুল্য অর্জ্জুনের এই পরাক্রম দর্শন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন। ২৮

পার্থ! আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আজ তুমি রণাঙ্গনে যে কার্য্য করিলে, ইহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরের পক্ষেও দুষ্কর। ২৯

এই সংগ্রামে আমি শত শত এবং সহস্র সহস্র সংশপ্তক মহারথী বীরগণকে একসঙ্গে পতিত হইতে দেখিলাম। ৩০

এইভাবে সেখানে সংশপ্তক যোদ্ধাগণের অধিকাংশকেই বধ করিয়া অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—এখন ভগদত্তের নিকট গমন করুন। ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে সংশপ্তকবধবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সংশপ্তকান্ হত্বা কৌরবসৈন্যানামুপরি ধনঞ্জয়স্যাক্রমণম্ তথা ভগদত্তস্য তদীয়-হস্তিনশ্চ পরাক্রমবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

যিযাসতস্ততঃ কৃষ্ণঃ পার্থস্যাশ্বান্ মনোজবান্।
সম্প্রৈষীদ্ধেমসঞ্ছন্নান্ দ্রোণানীকায় সত্বরন্ ॥ ১

তং প্রযান্তং কুরুশ্রেষ্ঠং স্বান্ ভ্রাতৄন্ দ্রোণতাপিতান্।
সুশর্ম্মা ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং যুদ্ধার্থী পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ ॥ ২

ততঃ শ্বেতহয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীদজিতং জয়ঃ।
এষ মাং ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং সুশর্ম্মা হ্বয়তেঽচ্যুত ॥ ৩

দীর্যতে চোত্তরেণৈব তৎ সৈন্যং মধুসূদন।
দ্বৈধীভূতং মনো মেঽদ্য কৃতং সংশপ্তকৈরিদম্ ॥ ৪

কিং নু সংশপ্তকান্ হন্মি স্বান্ রক্ষাম্যহিতার্দিতান্।
ইতি মে ত্বং মতং বেৎসি তত্র কিং সুকৃতং ভবেৎ ॥ ৫

এবমুক্তস্তু দাশার্হঃ স্যন্দনং প্রত্যবর্ত্তয়ৎ।
যেন ত্রিগর্ত্তাধিপতিঃ পাণ্ডবং সমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৬

ততোঽর্জ্জুনঃ সুশর্ম্মাণং বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ।
ধ্বজং ধনুশ্চাস্য তথা ক্ষুরাভ্যাং সমকৃন্তত ॥ ৭

ত্রিগর্ত্তাধিপতেশ্চাপি ভ্রাতরং ষড়্ভিরাশুগৈঃ।
সাশ্বং সসূতং ত্বরিতঃ পার্থঃ প্রৈষীদ্ যমক্ষয়ম্ ॥ ৮

ততো ভুজগসঙ্কাশাং সুশর্ম্মা শক্তিমায়সীম্।
চিক্ষেপার্জ্জুনমাদিশ্য বাসুদেবায় তোমরম্ ॥ ৯

শক্তিং ত্রিভিঃ শরৈশ্ছিত্ত্বা তোমরং ত্রিভিরর্জ্জুনঃ।
সুশর্মাণং শরব্রাতৈর্মোহয়িত্বা ন্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ১০

তং বাসবমিবায়ান্তং ভূরিবর্ষং শরৌঘিণম্।
রাজংস্তাবকসৈন্যানাং নোগ্রং কশ্চিদবারয়ৎ ॥ ১১

ততো ধনঞ্জয়ো বাণৈঃ সর্ব্বানেব মহারথান্।
আয়াদ্ বিনিঘ্নন্ কৌরব্যান্ দহন্ কক্ষমিবানলঃ ॥ ১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া অর্জুনের কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ এবং ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীর পরাক্রমবর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যবাহিনীর দিকে যাইতে ইচ্ছুক অর্জুনের স্বর্ণভূষিত ও মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিসত্বর দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য চালনা করিলেন। ১

দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক সন্তাপিত নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট গমনকারী কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে ভ্রাতৃগণের সহিত সুশর্ম্মা যুদ্ধের ইচ্ছায় আহ্বান করিতে করিতে পশ্চাদ্ভাগ দিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ২

তখন শ্বেতবাহন অর্জুন অপরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—অচ্যুত! ভ্রাতৃগণের সহিত এই সুশর্ম্মা আমাকে পুনরায় যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছি। ৩

এদিকে উত্তর দিকে অবস্থিত আমার সৈন্যবাহিনীকে শত্রুরা বিনাশ করিতেছে। মধুসূদন! এই সংশপ্তকগণ আজ আমার মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া ফেলিতেছে। ৪

এখন আমি পূর্ব্বে সংশপ্তকগণকে বধ করিব অথবা শত্রুগণ পীড়িত স্বীয় সৈন্যদিগকে রক্ষা করিব? আমার মন এরূপ এক সঙ্কল্প-বিকল্পের মধ্যে পতিত হইয়াছে—ইহা আপনি জানেন। বলুন—এখন আমার কোন্ কার্য্য করা উত্তম হইবে? ৫

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ রথকে সেইদিকে ফিরাইয়া দিলেন, যেদিকে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছিলেন। ৬

তৎপশ্চাৎ অর্জুন সুশর্ম্মাকে সাত বাণে আহত করত দুইটি ক্ষুরবাণে তাঁহার ধ্বজ ও ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৭

সেই সঙ্গে ত্রিগর্ত্তরাজের ভ্রাতাকেও ছয়টি বাণ প্রহার করিয়া অর্জুন তাঁহাকে অশ্ব ও সারথিসহ অতিসত্বর যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ৮

তখন সুশর্ম্মা সর্পতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট লৌহনির্ম্মিত একটি শক্তি অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দিকে একটি তোমর ক্ষেপণ করিলেন। ৯

অর্জুন তিনটি বাণের দ্বারা শক্তিকে এবং অপর তিনটি বাণের দ্বারা তোমরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ অস্ত্র বাণসমূহে সুশর্ম্মাকে মোহিত করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া দিলেন। ১০

রাজন্! তাহার পর অর্জুন ইন্দ্রের ন্যায় বাণসমূহের প্রভূত বর্ষণ করিতে করিতে যখন আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন আপনার সৈন্যদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই উগ্ররূপধারী এই অর্জুন নিবারণ করিতে পারিলেন না। ১১

তদনন্তর অগ্নি যেরূপ তৃণাদিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত কৌরব

তস্য বেগমসহ্যং তং কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ।
নাশক্নুবংস্তে সংসোঢুং স্পর্শমগ্নেরিব প্রজাঃ॥ ১৩
সংবেষ্টয়ন্ননীকানি শরবর্ষেণ পাণ্ডবঃ।
সুপর্ণপাতবদ্ রাজন্নায়াৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষং প্রতি॥১৪
যৎ তদানাময়জ্জিষ্ণুর্ভরতানামপাপিনাম্।
ধনুঃ ক্ষেমকরং সংখ্যে দ্বিষতামশ্রুবধনম্॥ ১৫
তদেব তব পুত্রস্য রাজন্ দুর্দ্যূতদেবিনঃ।
কৃতে ক্ষত্রবিনাশায় ধনুরায়চ্ছদর্জুনঃ॥ ১৬
তথা বিক্ষোভ্যমাণা সা পার্থেন তব বাহিনী।
ব্যশীর্যত মহারাজ নৌরিবাসাদ্য পর্ব্বতম্॥ ১৭
ততো দশসহস্রাণি ন্যবর্ত্তন্ত ধনুষ্মতাম্।
মতিং কৃত্বা রণে ক্রূরাং বীরা জয়পরাজয়ে॥ ১৮
ব্যপেতহৃদয়ত্রাসা আবব্রুস্তং মহারথাঃ।
আচ্ছ্ৎ পার্থো গুরুং ভারং সর্ব্বভারসহো যুধি॥১৯

যথা নলবনং ক্রুদ্ধঃ প্রভিন্নঃ ষষ্টিহায়নঃ।
মৃদ্গীয়াৎ তদ্বদায়স্তঃ পার্থোঽমৃদ্গাচ্চমূং তব॥ ২০
তস্মিন্ প্রমথিতে সৈন্যে ভগদত্তো নরাধিপঃ।
তেন নাগেন সহসা ধনঞ্জয়মুপাদ্রবৎ॥ ২১
তং রথেন নরব্যাঘ্রঃ প্রত্যগৃহ্ণাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
স সন্নিপাতস্তুমুলো বভূব রথ-নাগয়োঃ॥ ২২
কল্পিতাভ্যাং যথাশাস্ত্রং রথেন চ গজেন চ।
সংগ্রামে চেরতুর্বীরৌ ভগদত্ত-ধনঞ্জয়ৌ॥ ২৩
ততো জীমূতসঙ্কাশান্নাগাদিন্দ্র ইব প্রভুঃ।
অভ্যবর্ষচ্ছরৌঘেণ ভগদত্তো ধনঞ্জয়ম্॥ ২৪
স চাপি শরবর্ষং তং শরবর্ষেণ বাসবিঃ।
অপ্রাপ্তমেব চিচ্ছেদ ভগদত্তস্য বীর্য্যবান্॥ ২৫
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা শরবর্ষং নিবার্য্য তৎ।
শরৈর্জঘ্নে মহাবাহুং পার্থং কৃষ্ণঞ্চ মারিষ॥ ২৬

মহারথাদিগকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে করিতে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১২

পরম বুদ্ধিমান্ কুন্তীপুত্র অর্জুনের সেই অসহ্য বেগকে কৌরব-সৈন্যরা সেইভাবে সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না, যেভাবে প্রাণীরা অগ্নির স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না॥ ১৩

রাজন্! অর্জুন বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া কৌরবসৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে গরুড়তুল্য বেগে, ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১৪

মহারাজ! বিজয়ী অর্জুন যুদ্ধে শত্রুগণের অশ্রুধারাবর্দ্ধনকারী যে ধনু তখন (রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে) নিষ্পাপ ভরতবংশীয়গণের কল্যাণের জন্য নত (গুণযোজনা) করিয়াছিলেন, আজ কপট দ্যূতক্রীড়াকারী আপনার পুত্রের অপরাধের জন্য সমস্ত ক্ষত্রিয়-সমাজকে বিনাশ করিবার জন্য অর্জুন সেই ধনুটিকেই গ্রহণ করিলেন॥ ১৫-১৬

মহারাজ! কুন্তীকুমার অর্জুন কর্তৃক মথিত হইয়া আপনার সৈন্যবাহিনী সেইরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইল, যেরূপ কোন নৌকা পর্ব্বতের সহিত আঘাত পাইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়॥ ১৭

তদনন্তর দশ হাজার ধনুর্দ্ধর বীর জয় অথবা পরাজয়ের হেতুভূত যুদ্ধে ক্রূরতাপূর্ণ বিষয়ে মতি স্থির করিয়া ফিরিয়া আসিলেন॥ ১৮

সেই মহারথী বীরগণ নিজেদের হৃদয় হইতে ভয়কে অপসারিত করিয়া অর্জুনকে সেখানে পরিবেষ্টন করিলেন। যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার ভার সহ্য করিতে সমর্থ অর্জুন তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার সম্পূর্ণ ভার নিজের উপর গ্রহণ করিলেন॥ ১৯

যেরূপ ষাট্‌ বৎসরের বৃদ্ধ মদস্রাবী হাতী ক্রুদ্ধ হইয়া নলবনকে মথিত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ যত্নপরায়ণ অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকেও ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন॥ ২০

এই সৈন্যদিগকে মথিত হইতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত সেই প্রখ্যাত সুপ্রতীকনামে স্বীয় হস্তীর দ্বারা সহসা ধনঞ্জয়ের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ২১

নরশ্রেষ্ঠ! অর্জুন রথের দ্বারাই সেই হাতীর সম্মুখীন হইলেন। তখন রথ ও হস্তীর এই সংঘর্ষ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল॥ ২২

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত রথ এবং সুশিক্ষিত হাতীর দ্বারা বীরবর অর্জুন ও ভগদত্ত রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৩

তদনন্তর ইন্দ্রসদৃশ শক্তিশালী রাজা ভগদত্ত অর্জুনের উপর মেঘতুল্য হস্তী হইতে বাণরূপী জলধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৪

অন্যদিকে পরাক্রমশালী ইন্দ্রনন্দন অর্জুন নিজের বাণবৃষ্টির দ্বারা ভগদত্তের বাণবর্ষণকে নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন॥ ২৫

আর্য্য! তদনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তও বিপক্ষের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া মহাবাহু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ২৬

ততস্তু শরজালেন মহতাভ্যবকীর্য্য তৌ।
চোদয়ামাস তং নাগং বধায়াচ্যুত-পার্থয়োঃ ॥ ২৭
তমাপতন্তং দ্বিরদং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধমিবান্তকম্।
চক্রেঽপসব্যং ত্বরিতঃ স্যন্দনেন জনার্দনঃ ॥ ২৮
তং প্রাপ্তমপি নেয়েষ পরাবৃত্তং মহাদ্বিপম্।
সারোহং মৃত্যুসাৎ কর্ত্তুং স্মরন্ ধর্ম্মং ধনঞ্জয়ঃ ॥২৯
স তু নাগো দ্বিপ-রথান্ হয়াংশ্চামৃদ্য মারিষ।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় ততঃ ক্রুদ্ধো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি ভগদত্তযুদ্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

তারপর পুনরায় তাঁহাদের উপর প্রভূত শরজাল বিস্তার করিয়া আচ্ছন্ন করত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কে বধ করিবার জন্য সেই গজরাজকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৭

ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় সেই হাতীকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিদ্রুত রথের দ্বারা তাহাকে দক্ষিণ পার্শ্বে করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

যদিও এই মহাগজ আক্রমণ করিবার সময় নিজের আতিশয় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি অর্জুন ধর্ম্মের কথা* স্মরণ করিয়া আরোহি-সহ সেই হাতীকে মৃত্যুর অধীনস্থ করিলেন না ॥২৯

মাননীয় মহারাজ! সেই হাতী তখন বহুসংখ্যক হাতী, রথ ও অশ্বকে মর্দ্দিত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিল। ইহা দেখিয়া অর্জুনের অত্যন্ত ক্রোধ হইল ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে ভগদত্তের যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুন-ভগদত্তয়োর্যুদ্ধম্, বৈষ্ণবাস্ত্রতঃ শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনস্য রক্ষা, অর্জুনেন হস্তি-সহিতস্য ভগদত্তস্য বিনাশশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
তথা ক্রুদ্ধঃ কিমকরোদ্ ভগদত্তস্য পাণ্ডবঃ।
প্রাগ্জ্যোতিষো বা পার্থস্য তন্মে শংস যথাতথম্ ॥ ১
সঞ্জয় উবাচ।
প্রাগ্জ্যোতিষেণ সংসক্তাবুভৌ দাশার্হপাণ্ডবৌ।
মৃত্যুদংষ্ট্রান্তিকং প্রাপ্তৌ সর্বভূতানি মেনিরে ॥ ২
তথা তু শরবর্ষাণি পাতয়ত্যনিশং প্রভো।
গজস্কন্ধান্মহারাজ কৃষ্ণয়োঃ স্যন্দনস্থয়োঃ ॥ ৩
অথ কার্ষ্ণায়সৈর্বাণৈঃ পূর্ণকার্মুকনিঃসৃতৈঃ।
অবিধ্যদ্ দেবকীপুত্রং হেমপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৪
অগ্নিস্পর্শসমাস্তীক্ষ্ণা ভগদত্তেন চোদিতাঃ।
নির্ভিদ্য দেবকীপুত্রং ক্ষিতিং জগ্মুঃ সুবাসসঃ ॥ ৫
তস্য পার্থো ধনুশ্ছিত্ত্বা পরিবারং নিহত্য চ।
লালয়ন্নিব রাজানং ভগদত্তমযোধয়ৎ ॥ ৬
সোঽর্করশ্মিনিভাংস্তীক্ষ্ণাংস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ।
অপ্রেষয়ৎ সব্যসাচী দ্বিধৈকৈকমথাচ্ছিনৎ ॥৭

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন ও ভগদত্তের যুদ্ধ, বৈষ্ণবাস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে রক্ষা এবং অর্জুনের দ্বারা হস্তি-সহ ভগদত্তের বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সেই সময় ক্রুদ্ধ পাণ্ডুকুমার অর্জুন ভগদত্তের এবং ভগদত্ত অর্জুনের কি করিল? তাহা তুমি যথাযথভাবে আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই সকলপ্রাণীই মৃত্যুর দন্তসংলগ্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ২

শক্তিশালী মহারাজ! হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিয়া ভগদত্ত রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর নিরন্তর বাণবর্ষণ করিয়া চলিলেন ॥ ৩

তিনি ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত, লৌহনির্ম্মিত এবং শাণ দিয়া ধারালকৃত সুবর্ণপক্ষযুক্ত বাণসমূহে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আহত করিলেন। ৪

ভগদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নির স্পর্শের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং সুন্দর পক্ষভূষিত বাণসমূহ দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শরীর ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫

তখন অর্জুন রাজা ভগদত্তের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহার পরিবারকে সংহার করত তাঁহাকে যেন যুদ্ধ করাইতে করাইতে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬

ভগদত্ত সূর্য্যকিরণতুল্য তেজস্বী চৌদ্দটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সব্যসাচী অর্জুন তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ৭

ততো নাগস্য তদ্ বম ব্যধমৎ পাকশাসনিঃ।
শরজালেন মহতা তদ্ ব্যশীর্য্যত ভূতলে ॥ ৮
শীর্ণবর্ম্মা স তু গজঃ শরৈঃ সুভৃশমর্দিতঃ।
বভৌ ধারানিপাতাক্তো ব্যভ্রঃ পর্ব্বরাড়িব ॥ ৯
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষঃ শক্তিং হেমদণ্ডামযস্ময়ীম্।
ব্যসৃজদ্ বাসুদেবায় দ্বিধা তামর্জ্জুনোঽচ্ছিনৎ ॥ ১০
ততশ্ছত্রং ধ্বজং চৈব ছিত্ত্বা রাজ্ঞোঽর্জ্জুনঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ দশভিস্তূর্ণমুৎস্ময়ন্ পর্ব্বতেশ্বরম্ ॥ ১১
সোঽতিবিদ্ধোঽর্জ্জুনশরৈঃ সুপুঙ্খৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
ভগদত্তস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবস্য জনাধিপঃ ॥ ১২
ব্যসৃজৎ তোমরান্ মূর্দ্ধি শ্বেতাশ্বস্যোন্ননাদ চ।
তৈরর্জ্জুনস্য সমরে কিরীটং পরিবর্ত্তিতম্ ॥ ১৩
পরিবৃত্তং কিরীটং তদ্ যময়ন্নেব পাণ্ডবঃ।
সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোক ইতি রাজানমব্রবীৎ ॥১৪

তারপর ইন্দ্রনন্দন অর্জুন প্রভৃত বাণবর্ষণ করিয়া সেই হাতীর কবচ ছেদন করিলেন, ইহাতে তাহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। ॥ ৮

কবচ ছিন্ন হওয়ায় বাণসমূহের আঘাতে হাতীর অত্যন্ত পীড়া উপস্থিত হইল। সে তখন রক্তের ধারায় স্নাত হইয়া পড়িল এবং মেঘহীন ও (গৈরিকমিশ্রিত) জলধারায় সিক্ত গিরিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৯

তখন ভগদত্ত বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু অর্জুন তাহাকে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১০

তদনন্তর অর্জুন স্বীয় বাণসমূহে রাজা ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতেই অপর দশটি বাণের দ্বারা অতিদ্রুত সেই পর্ব্বতরাজ ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। ১১

অর্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত সুন্দর বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া রাজা ভগদত্ত সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। ১২

তখন তিনি অর্জুনের মস্তকের উপর বহু তোমর প্রহার করিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই তোমরগুলি রণাঙ্গনে অর্জুনের কিরীটকে উল্টাইয়া দিল। ১৩

উল্টে যাওয়া কিরীটকে যথাযথভাবে স্থাপন করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভগদত্তকে বলিলেন,—রাজন্! এখন এই সংসারকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া লউন। ১৪

এবমুক্তস্তু সংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষেণ পাণ্ডবম্।
অভ্যবর্ষৎ সগোবিন্দং ধনুরাদায় ভাস্বরম্ ॥ ১৫
তস্য পার্থো ধনুশ্ছিত্ত্বা তূণীরান্ সংনিকৃত্য চ।
ত্বরমাণো দ্বিসপ্তত্যা সর্ব্বমর্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ১৬
বিদ্ধস্ততোঽতিব্যথিতো বৈষ্ণবাস্ত্রমুদীরয়ন্।
অভিমন্ত্র্যাঙ্কুশং ক্রুদ্ধো ব্যসৃজৎ পাণ্ডবোরসি ॥ ১৭
বিসৃষ্টং ভগদত্তেন তদস্ত্রং সর্ব্বঘাতি বৈ।
উরসা প্রতিজগ্রাহ পার্থং সঞ্ছাদ্য কেশবঃ ॥ ১৮
বৈজয়ন্ত্যভবন্মালা তদস্ত্রং কেশবোরসি।
পদ্মকোশবিচিত্রাঢ্যা সর্ব্বর্তুকুসুমোৎকটা ॥ ১৯
জ্বলনার্কেন্দুবর্ণাভা পাবকোজ্জ্বলপল্লবা।
তয়া পদ্মপলাশিন্যা বাতকম্পিতপত্রয়া ॥ ২০
শুশুভেঽভ্যধিকং শৌরিরতসীপুষ্পসন্নিভঃ।
(কেশবঃ কেশিমথনঃ শার্ঙ্গধন্বারিমর্দনঃ।

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগদত্ত অত্যন্ত কুপিত হইয়া এক তেজস্বী ধনু হাতে লইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১৫

তখন অর্জুন তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া তূণীরটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর অতিশয় ত্বরা করিয়া বাহাত্তরটি বাণে তাঁহার সমস্ত মর্ম্মস্থানসমূহে গভীরভাবে আঘাত করিলেন। ১৬

তদনন্তর এই সমস্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত ভগদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের অঙ্কুশকেই বৈষ্ণবাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বক্ষঃস্থলের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ১৭

ভগদত্ত কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্র সব কিছুই বিনাশ করিতে সমর্থ, তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ংই নিজের বক্ষে ঐ অস্ত্রকে ধারণ করিলেন। ১৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে আসিয়া এই অস্ত্র বৈজয়ন্তীমালায় পরিণত হইয়া যাইল। ঐ মালা পদ্মের কোষের বিচিত্র শোভায় সুশোভিত ছিল এবং সকল ঋতুর পুষ্পেই সম্পন্ন ছিল। ইহা হইতে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রসদৃশ প্রভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ইহার এক একটি দল অগ্নিতুল্য প্রকাশিত হইতেছিল। কমল-দলে সুশোভিত ও বাতাসে আন্দোলিত এই বৈজয়ন্তীমালার দ্বারা অতসীপুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কেশিহন্তা, শূরসেননন্দন, শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী, শত্রুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধিকাধিক শোভাপ্রাপ্ত

সন্ধ্যাভ্রৈরিব সঞ্ছন্নঃ প্রাবৃট্কালে নগোত্তমঃ ॥)
ততোঽর্জ্জুনঃ ক্লান্তমনাঃ কেশবং প্রত্যভাষত ॥ ২১
অযুধ্যমানস্তুরগান্ সংযন্তাস্মীতি চানঘ।
ইত্যুক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিজ্ঞাং স্বাং ন রক্ষসি ॥ ২২
যদ্যহং ব্যসনী বা স্যামশক্তো বা নিবারণে।
ততস্ত্বয়ৈবং কার্য্যং স্যান্নতৎ কার্য্যং ময়ি স্থিতে ॥ ২৩
সবাণঃ সধনুশ্চাহং সসুরাসুরমানুষান্।
শক্তো লোকানিমান্ জেতুং তচ্চাপি বিদিতং তব ॥২৪
ততোঽর্জ্জুনং বাসুদেবঃ প্রত্যুবাচার্থবদ্ বচঃ।
শৃণু গুহ্যমিদং পার্থ পুরাবৃত্তং যথানঘ ॥ ২৫
চতুর্মূর্ত্তিরহং শশ্বল্লোকত্রাণার্থমুদ্যতঃ।
আত্মানং প্রবিভজ্যেহ লোকানাং হিতমাদধে ॥ ২৬
একা মূর্ত্তিস্তপশ্চর্য্যাং কুরুতে মে ভুবি স্থিতা।
অপরা পশ্যতি জগৎ কুর্ব্বাণং সাধ্বসাধুনী ॥ ২৭
অপরা কুরুতে কর্ম্ম মানুষং লোকমাশ্রিতা।
শেতে চতুর্থী ত্বপরা নিদ্রাং বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ২৮
যাসৌ বর্ষসহস্রান্তে মূর্ত্তিরুত্তিষ্ঠতে মম।
বরার্হেভ্যো বরান্ শ্রেষ্ঠাংস্তস্মিন্ কালে দদাতি সা ॥২৯
তং তু কালমনুপ্রাপ্তং বিদিত্বা পৃথিবী তদা।
অযাচত বরং যন্মাং নরকার্থায় তচ্ছৃণু ॥ ৩০
দেবানাং দানবানাঞ্চ অবধ্যস্তনয়োঽস্তু মে।
উপেতো বৈষ্ণবাস্ত্রেণ তন্মে তং দাতুমর্হসি ॥ ৩১
এবং বরমহং শ্রুত্বা জগত্যাস্তনয়ে তদা।
অমোঘমস্ত্রং প্রায়চ্ছং বৈষ্ণবং পরমং পুরা ॥ ৩২
অবোচং চৈতদস্ত্রং বৈ হ্যমোঘং ভবতু ক্ষমে!
নরকস্যাভিরক্ষার্থং নৈনং কশ্চিদ্ বধিষ্যতি ॥ ৩৩

হইলেন। ইহাতে মনে হইল—বর্ষাকালে সন্ধ্যাকালীন মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত কোন শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত শোভা পাইতেছে ॥

সেই সময় অর্জুনের মনে অতিশয় ক্লেশ উৎপন্ন হইল। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—অনঘ! আপনি ত' প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি যুদ্ধ না করিয়া অশ্বগণকে সংযত রাখিব অর্থাৎ সারথির কার্য্য করিব; কিন্তু কমলনয়ন! আপনি এই কথা বলিয়াও নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন না। যদি আমি সঙ্কটে পতিত হইতাম অথবা অস্ত্রকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইতাম, তাহা হইলে সেই সময়েই আপনি এই কার্য্য করিলেই পারিতেন। যখন আমি যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, তখন আপনার ইহা করা উচিত হয় নি। ২২ ২৩

আপনার ত' ইহা জানা আছে যে, আমার হাতে যদি ধনু ও বাণ থাকে, তবে আমি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসহ এই সম্পূর্ণ জগৎকে জয় করিতে পারি ॥ ২৪

তখন বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রহস্যপূর্ণ বাক্য বলিলেন,—অনঘ! কুন্তীকুমার! এ বিষয়ে তুমি একটি গোপনীয় রহস্যের কথা শ্রবণ কর, যাহা পূর্ব্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২৫

আমি চতুর্বিধ মূর্ত্তি ধারণ করত সর্ব্বদা সমস্ত লোককে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যুক্ত আছি। আমি নিজেকেই বহুরূপে বিভক্ত করিয়া সমস্ত জগতের হিতসাধন করিয়া যাইতেছি। ২৬

আমার এক মূর্ত্তি এই ভূতলে (বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণরূপে) অবস্থান করত তপস্যা করিতেছে। দ্বিতীয় মূর্ত্তি (পরমাত্মস্বরূপ) শুভাশুভকর্ম্মকারী জগতের সাক্ষিরূপে সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করিতেছে। ২৭

তৃতীয় মূর্ত্তি (আমি স্বয়ংই) মনুষ্যলোকের আশ্রয় লইয়া নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতেছি এবং অপর চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র যুগ পর্য্যন্ত একার্ণব জলে শয়ন করিয়া আছে। ২৮

সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইবার পর যখন আমার চতুর্থ মূর্ত্তি যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হয়, তখন বরলাভ করিবার যোগ্য শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে উত্তম বরসকল দান করিয়া থাকে। ২৯

একবার যখন ঐ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহা জানিয়া পৃথিবীদেবী নিজের পুত্র নরকাসুরের জন্য আমার নিকট হইতে যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল—তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩০

আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্রে সুসম্পন্ন হইয়া দেবতা ও দানবগণের অবধ্য হউক। ইহার জন্য আপনি আমাকে বৈষ্ণবাস্ত্র প্রদান করুন ॥ ৩১

সেই সময় পৃথিবীর মুখ হইতে এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমি পুরাকালে নিজের সর্ব্বোত্তম ও অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র তাহাকে প্রদান করি। ৩২

তাহাকে প্রস্থান করিবার সময় আমি বলিয়াছিলাম—এই অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র নরকাসুরের রক্ষার জন্য তাহার নিকট থাকিবে। ইহাকে কেহই নষ্ট করিতে পারিবে না। ৩৩

অনেনাস্ত্রেণ তে গুপ্তঃ সুতঃ পরবলার্দনঃ।
ভবিষ্যতি দুরাধর্ষঃ সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বদা ॥ ৩৪

তথেত্যুক্ত্বা গতা দেবী কৃতকামা মনস্বিনী।
স চাপ্যাসীদ্ দুরাধর্ষো নরকঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ৩৫

তস্মাৎ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রাপ্তং তদস্ত্রং পার্থ মামকম্।
নাস্যাবধ্যোঽস্তি লোকেষু সেন্দ্ররুদ্রেষু মারিষ ॥ ৩৬

তন্ময়া ত্বৎকৃতে চৈতদন্যথা ব্যপনায়িতম্।
বিমুক্তং পরমাস্ত্রেণ জহি পার্থ মহাসুরম্ ॥ ৩৭

বৈরিণং জহি দুর্দ্ধর্ষং ভগদত্তং সুরদ্বিষম্।
যথাহং জঘ্নিবান্ পূর্ব্বং হিতার্থং নরকং তথা ॥ ৩৮

এবমুক্তস্তদা পার্থঃ কেশবেন মহাত্মনা।
ভগদত্তং শিতৈর্বাণৈঃ সহসা সমবাকিরৎ ॥ ৩৯

ততঃ পার্থো মহাবাহুরসম্ভ্রান্তো মহামনাঃ।
কুম্ভয়োরন্তরে নাগং নারাচেন সমার্পয়ৎ ॥ ৪০

এই অস্ত্রে সুরক্ষিত থাকিয়া তোমার পুত্র শত্রুসৈন্যগণকে পীড়িত করিতে করিতে সর্ব্বদা সকল লোকে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকিবে ॥ ৩৪

তখন 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া মনস্বিনী পৃথিবীদেবী কৃতার্থ হইয়া গমন করিল। সেই নরকাসুরও (সেই বৈষ্ণবাস্ত্র পাইয়া) শত্রুগণের সন্তাপকারী ও অত্যন্ত দুর্জ্জয় হইয়া পড়িল ॥ ৩৫

পার্থ! নরকাসুরের নিকট হইতে আমার সেই বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত লাভ করিয়াছে। আর্য্য! ইন্দ্রলোক ও রুদ্রলোক সহ সমস্ত লোকে এমন কোন বীর নাই, যে এই অস্ত্রের অবধ্য থাকিবে ॥ ৩৬

সেই কারণে আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য এই অস্ত্রকে অন্য প্রকারে পরিণত করিয়া দিলাম। পার্থ! এখন এই মহাসুর ভগদত্ত সেই উৎকৃষ্ট অস্ত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, অতএব তুমি তাহাকে বধ কর ॥ ৩৭

দুর্জ্জয় বীর ভগদত্ত তোমাদের শত্রু এবং দেবদ্বেষী, সুতরাং তুমি তাহাকে সেইরূপে বধ কর, যেরূপ পুরাকালে আমি নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলাম ॥ ৩৮

মহাত্মা কেশব এই কথা বলিলে পর কুন্তীকুমার অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

তাহার পর মহাবাহু মহামনা পার্থ কোনরূপ বিচলিত না হইয়া হাতীর কুম্ভস্থলে একটি নারাচ প্রহার করিলেন ॥ ৪০

স সমাসাদ্য তং নাগং বাণো বজ্র ইবাচলম্।
অভ্যগাৎ সহ পুঙ্খেন বল্মীকমিব পন্নগঃ ॥ ৪১

স করী ভগদত্তেন প্রের্য্যমাণো মুহুর্মুহুঃ।
ন করোতি বচস্তস্য দরিদ্রস্যেব যোষিতা ॥ ৪২

স তু বিষ্টভ্য গাত্রাণি দন্তাভ্যামবনিং যযৌ।
নদন্নার্ত্তস্বরং প্রাণানুৎসসর্জ মহাদ্বিপঃ ॥ ৪৩

ততো গাণ্ডীবধন্বানমভ্যভাষত কেশবঃ।
অয়ং মহত্তরঃ পার্থ পলিতেন সমাবৃতঃ ॥ ৪৪

বলীসঞ্ছন্ননয়নঃ শূরঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ।
অক্ষ্ণোরুন্মীলনার্থায় বদ্ধপট্টো হ্যসৌনৃপঃ ॥ ৪৫

দেববাক্যাৎ প্রচিচ্ছেদ শরেণ ভৃশমর্জ্জুনঃ।
ছিন্নমাত্রেঽংশুকে তস্মিন্ রুদ্ধনেত্রো বভূব সঃ ॥ ৪৬

তমোময়ং জগন্মেনে ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
ততশ্চন্দ্রার্দ্ধবিম্বেন বাণেন নতপর্ব্বণা ॥ ৪৭

সেই নারাচ হাতীর মস্তকে যাইয়া সেইভাবে আঘাত করিল, যেরূপ বজ্র পর্ব্বতের উপর আঘাত করিয়া থাকে। যেভাবে সর্প বল্মীকের (উইঢিপির) মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইভাবে ঐ বাণ পক্ষ সহ হাতীর কুম্ভস্থলে প্রবেশ করিল ॥ ৪১

তখন ভগদত্ত পুনঃ পুনঃ সেই হাতীকে প্রেরণ করিতে থাকিলেও সে তাঁহার আদেশ সেইভাবে পালন করিল না, যেরূপ দুষ্টা স্ত্রী নিজের দরিদ্র স্বামীর কথা পালন করে না ॥ ৪২

সেই সময় ঐ বিশাল হাতী নিজের শরীরকে নিশ্চেষ্ট করত দুইটি দাঁতের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিল এবং আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল ॥ ৪৩

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনকে বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! এই ভগদত্ত অত্যন্ত বৃদ্ধ, ইঁহার সমস্ত কেশই পাকিয়া গিয়াছে এবং ললাটাদি অঙ্গ ঝুলিয়া পড়ায় ইঁহার নেত্র আবৃত হইয়াছে। এই অত্যন্ত দুর্জ্জয় বীরবর রাজা ভগদত্ত নিজের দুই চক্ষু খুলন্ত গাত্রে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় তাহাকে বস্ত্রের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে ॥ ৪৪-৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুন বাণপ্রহার করিয়া ভগদত্তের মস্তকের বদ্ধ বস্ত্রকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। সেই বস্ত্র ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নেত্র বদ্ধ হইয়া যাইল ॥ ৪৬

তখন প্রতাপশালী রাজা ভগদত্তের সম্পূর্ণ জগৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। সেই সময় আনতপর্ব্বযুক্ত এক অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণের

বিভেদ হৃদয়ং রাজ্ঞো ভগদত্তস্য পাণ্ডবঃ।
স ভিন্নহৃদয়ো রাজা ভগদত্তঃ কিরীটিনা ॥ ৪৮
শরাসনং শরাংশ্চৈব গতাসুঃ প্রমুমোচ হ।
শিরসস্তস্য বিভ্রষ্টং পপাত চ বরাংশুকম্ ॥
নালতাড়নবিভ্রষ্টং পলাশং নলিনাদিব ॥ ৪৯
স হেমমালী তপনীয়ভাণ্ডাৎ
পপাত নাগাদ্ গিরিসন্নিকাশাৎ
সুপুষ্পিতো মারুতবেগরুগ্নো
মহীধরাগ্রাদিব কর্ণিকারঃ ॥ ৫০

নিহত্য তং নরপতিমিন্দ্রবিক্রমং
সখায়মিন্দ্রস্য তদৈন্দ্রিরাহবে।
ততোঽপরাংস্তব জয়কাঙ্ক্ষিণো নরান্
বভঞ্জ বায়ুর্বলবান্ দ্রুমানিব ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি ভগদত্তবধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন রাজা ভগদত্তের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন।

কিরীটধারী অর্জুন কর্ত্তৃক হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় রাজা ভগদত্ত প্রাণহীন অবস্থায় স্বীয় ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মস্তকে বদ্ধ শ্রেষ্ঠ বস্ত্র সেইরূপে পতিত হইল, যেরূপ পদ্মের নালকে তাড়না করিলে, (নাড়া দিলে) তাহার পত্রগুলি খসিয়া পড়ে। ৪৭-৪৯

স্বর্ণনির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিত সেই পর্ব্বতাকার হাতী হইতে স্বর্ণমালাধারী রাজা ভগদত্ত ভূতলে পতিত হইলেন তখন মনে হইল—সুন্দর পুষ্পরাজিতে পূর্ণ কর্ণিকার বৃক্ষ বায়ুর বেগে খণ্ডিত হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে নিম্নে পতিত হইতেছে। ৫০

রাজন্! এইরূপে ইন্দ্রনন্দন অর্জুন ইন্দ্রের সখা ও ইন্দ্রতুল্যই পরাক্রমশালী রাজা ভগদত্তকে যুদ্ধে বধ করিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে অন্য সব বিজয়াভিলাষী যোধগণকেও সেইরূপে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষশ্রেণীকে উৎপাটিত করিয়া থাকে। ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে ভগদত্তের বধবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জুনেন বৃষকাচলয়োর্বধঃ, শকুনের্মায়া, তস্য পরাজয়ঃ, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।
প্রিয়মিন্দ্রস্য সততং সখায়মমিতৌজসম্।
হত্বা প্রাগ্জ্যোতিষং পার্থঃ প্রদক্ষিণমবর্ত্তত ॥ ১
ততো গান্ধাররাজস্য সুতৌ পরপুরঞ্জয়ৌ।
অর্দ্দেতামর্জুনং সংখ্যে ভ্রাতরৌ বৃষকাচলৌ ॥ ২

তৌ সমেত্যার্জুনং বীরৌ পুরঃ পশ্চাচ্চ ধন্বিনৌ।
অবিধ্যেতাং মহাবেগৈর্নিশিতৈরাশুগৈর্ভৃশম্ ॥ ৩
বৃষকস্য হয়ান সূতং ধনুশ্ছত্রং রথং ধ্বজম্।
তিলশো ব্যধমৎ পার্থঃ সৌবলস্য শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪

ত্রিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক বৃষক ও অচলের বধ, শকুনির মায়া ও তাহার পরাজয় এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যিনি সর্ব্বদা ইন্দ্রের প্রিয়সখা ছিলেন সেই অমিততেজস্বী প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তকে সংহার করিয়া অর্জুন দক্ষিণ দিকে ফিরিলেন। ১

সেদিকে গান্ধাররাজ সুবলের দুই পুত্র শত্রুনগরবিজয়ী দুই ভ্রাতা বৃষক ও অচল আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে অর্জুনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ২

এই দুই ধনুর্দ্ধর বীর অর্জুনের উপর অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত বেগশালী তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে গুরুতররূপে বিদ্ধ করিলেন। ৩

তখন কুন্তীকুমার অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সুবলপুত্র বৃষকের অশ্ব, সারথি, রথ, ধনু, ছত্র ও ধ্বজকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। ৪

ততোঽর্জুনঃ শরব্রাতৈর্নানাপ্রহরণৈরপি।
গান্ধারানাকুলাংশ্চক্রে সৌবলপ্রমুখান্ পুনঃ ॥ ৫

ততঃ পঞ্চশতান্ বীরান্ গান্ধারানুদ্যতায়ুধান্।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় ক্রুদ্ধো বাণৈর্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬

হতাশ্বাৎ তু রথাৎ তূর্ণমবতীর্য্য মহাভুজঃ।
আরুরোহ রথং ভ্রাতুরন্যচ্চ ধনুরাদদে ॥ ৭

তাবেকরথমারূঢ়ৌ ভ্রাতরৌ বৃষকাচলৌ।
শরবর্ষেণ বীভৎসুমবিধ্যেতাং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮

স্যালৌ তব মহাত্মানৌ রাজানৌ বৃষকাচলৌ।
ভৃশং বিজঘ্নতুঃ পার্থমিন্দ্রং বৃত্রবলাবিব ॥ ৯

লব্ধলক্ষৌ তু গান্ধারবহতাং পাণ্ডবং পুনঃ।
নিদাঘবার্ষিকৌ মাসৌ লোকং ঘর্মাংশুভির্যথা ॥ ১০

তৌ রথস্থৌ নরব্যাঘ্রৌ রাজানৌ বৃষকাচলৌ।
সংশ্লিষ্টাঙ্গৌ স্থিতৌ রাজন্ জঘানৈকেষুণাঽর্জুনঃ ॥ ১১

তৌ রথাৎ সিংহসঙ্কাশৌ লোহিতাক্ষৌ মহাভুজৌ।
রাজন্ সম্পেততুর্বীরৌ সোদর্য্যাবেকলক্ষণৌ ॥ ১২

তয়োর্ভূমিং গতৌ দেহৌ রথাদ্ বন্ধুজনপ্রিয়ৌ।
যশো দশ দিশঃ পুণ্যং গময়িত্বা ব্যবস্থিতৌ ॥ ১৩

দৃষ্ট্বা বিনিহতৌ সংখ্যে মাতুলাবপলায়িনৌ।
ভৃশং মুমুচুরশ্রূণি পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ॥ ১৪

নিহতৌ ভ্রাতরৌ দৃষ্ট্বা মায়াশতবিশারদঃ।
কৃষ্ণৌ সম্মোহয়ন্ মায়াং বিদধে শকুনিস্ততঃ ॥ ১৫

লগুড়ায়োগুডাশ্মানঃ শতঘ্ন্যশ্চ সশক্তয়ঃ।
গদাপরিঘনিস্ত্রিংশশূলমুদ্গরপট্টিশাঃ ॥১৬

সকম্পনর্ষ্টিনখরা মুসলানি পরশ্বধাঃ।
ক্ষুরাঃ ক্ষুরপ্রনালীকা বৎসদন্তাস্থিসন্ধয়ঃ ॥ ১৭

চক্রাণি বিশিখাঃ প্রাসা বিবিধান্যায়ুধানি চ।
প্রপেতুঃ শতশো দিগ্‌ভ্যঃ প্রদিগ্‌ভ্যশ্চার্জুনং প্রতি ॥ ১৮

তাহার পর অর্জুন নিজের বাণসকলে ও অন্যান্য অস্ত্রসকলে সুবলপুত্রাদি সমস্ত গান্ধার যোদ্ধাদিগকে পুনরায় ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন ॥ ৫

অনন্তর কুপিত হইয়া অর্জুন অস্ত্র উত্তোলনকারী পাঁচশত গান্ধারদেশীয় বীরগণকে নিহত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬

মহাবাহু বৃষক সেই অশ্বহীন রথ হইতে শীঘ্র নামিয়া ভ্রাতা অচলের রথে আরোহণ করিলেন এবং সেখানে অন্য একটি ধনু হাতে গ্রহণ করিলেন ॥ ৭

এইভাবে এক রথে উপবিষ্ট থাকিয়া সেই দুই ভ্রাতা বৃষক ও অচল বারংবার বাণবর্ষণ করিয়া অর্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মহারাজ! আপনার দুই শ্যালক মহামনস্বী রাজকুমার বৃষক ও অচল বৃত্রাসুর এবং বলাসুর কর্তৃক ইন্দ্রকে অস্ত্রবিদ্ধ করিবার ন্যায় অর্জুনকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯

যেরূপ গ্রীষ্মকালের দুই মাস সূর্য্যদেব স্বীয় উষ্ণ কিরণাবলিতে সকল লোককে সন্তাপিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই দুই ভ্রাতা গান্ধাররাজকুমার লক্ষ্যবেধে সফল হইয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজন্! এই দুই নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার বৃষক ও অচল পরস্পর মিলিত দেহ হইয়া রথে উপবেশন করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থাতেই অর্জুন একটি বাণে ইঁহাদের দুইজনকে বধ করিলেন ॥১১

মহারাজ! ইঁহারা দুইজনে সহোদর ভ্রাতা বলিয়া একই লক্ষণে যুক্ত ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে সিংহসদৃশ পরাক্রমী, লোহিতলোচন ও বিশাল বাহুতে সুশোভিত ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে একই সঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১২

বন্ধুজনগণের প্রিয় এই দুই বীরের শরীর রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। ইঁহারা উভয়ে নিজেদের পবিত্র যশকে চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন ॥ ১৩

প্রজানাথ! যুদ্ধ হইতে যাঁহারা কখনও পলায়ন করেন না, সেই বীর মাতুলদ্বয়কে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণ সকলে অতিশয় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

নিজের দুই ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া শত শত মায়ার প্রয়োগে নিপুণ শকুনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে মোহিত করিতে করিতে তাঁহাদের উপর মায়াপ্রয়োগ করিলেন ॥ ১৫

তখন অর্জুনের উপর দণ্ড, লোহার গোলা, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, গদা, পরিঘ, খড়্গ, শূল, মুদ্গর, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুসল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বাণ, প্রাস এবং অন্য নানাপ্রকার শত শত অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ হইতে আসিয়া পতিত হইতেছিল ॥ ১৬-১৮

খরোষ্ট্রমহিষাঃ সিংহা ব্যাঘ্রাঃ সৃমরচিত্রকাঃ।
ঋক্ষাঃ শালাবৃকা গৃধ্রাঃ কপয়শ্চ সরীসৃপাঃ॥ ১৯
বিবিধানি চ রক্ষাংসি ক্ষুধিতান্যর্জুনং প্রতি।
সংক্রুদ্ধান্যভ্যধাবন্ত বিবিধানি বয়াংসি চ॥ ২০
ততো দিব্যাস্ত্রবিচ্ছূরঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
বিসৃজন্নিষুজালানি সহসা তান্যতাড়য়ৎ॥ ২১
তে হন্যমানাঃ শূরেণ প্রবরৈঃ সায়কৈর্দৃঢ়ৈঃ।
বিরুবন্তো মহারাবান্ বিনেশুঃ সর্বতো হতাঃ॥ ২২
ততস্তমঃ প্রাদুরভূদর্জুনস্য রথং প্রতি।
তস্মাচ্চ তমসো বাচঃ ক্রূরাঃ পার্থমভর্ৎসয়ন্॥ ২৩
তৎ তমো ভৈরবং ঘোরং ভয়কর্তৃ মহাহবে।
উত্তমাস্ত্রেণ মহতা জ্যোতিষেণার্জুনোঽবধীৎ॥ ২৪
হতে তস্মিন্ জলৌঘাস্তু প্রাদুরাসন্ ভয়ানকাঃ।
অম্ভসস্তস্য নাশার্থমাদিত্যাস্ত্রমথার্জুনঃ॥ ২৫

প্রাযুঙ্ক্তাম্ভস্ততস্তেন প্রায়শোঽস্ত্রেণ শোষিতম্।
এবং বহুবিধা মায়াঃ সৌবলস্য কৃতাঃ কৃতাঃ॥ ২৬
জঘানাস্ত্রবলেনাশু প্রহসন্নর্জুনস্তদা।
তদা হতাসু মায়াসু ত্রস্তোঽর্জুনশরাহতঃ॥ ২৭
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ শকুনিঃ প্রাকৃতো যথা।
ততোঽর্জুনোঽস্ত্রবিচ্ছ্রেষ্ঠং দর্শয়ন্নাত্মনোঽরিষু॥ ২৮
অভ্যবর্ষচ্ছরৌঘেণ কৌরবাণামনীকিনীম্।
সা হন্যমানা পার্থেন তব পুত্রস্য বাহিনী॥ ২৯
দ্বৈধীভূতা মহারাজ গঙ্গেবাসাদ্য পর্বতম্।
দ্রোণমেবান্বপদ্যন্ত কেচিৎ তত্র নরর্ষভাঃ॥ ৩০
কেচিদ্ দুর্যোধনং রাজন্নর্দ্যমানাঃ কিরীটিনা।
নাপশ্যাম ততস্তেনং সৈন্যে বৈ রজসাবৃতে॥ ৩১
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষঃ শ্রুতো দক্ষিণতো ময়া।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষং বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনম্॥ ৩২

গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, সৃমর, চিতাবাঘ, বরাহ, শৃগাল, শকুনি, বানর, সর্প ও নানাপ্রকার ক্ষুধিত রাক্ষস এবং বিবিধ পক্ষী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল॥

তখন দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ বীরবর কুন্তীনন্দন অর্জুন সহসা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ইহাদের সকলকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৯-২১

বীরবর অর্জুনের সুদৃঢ় ও শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে আঘাতপ্রাপ্ত এই সব হিংস্র পশুরা সর্ব্বতোভাবে আহত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে সেইস্থানেই নষ্ট হইয়া যাইল॥ ২২

তদনন্তর অর্জুনের রথের নিকট অন্ধকার আবির্ভূত হইল এবং সেই অন্ধকার হইতে ক্রূরতাপূর্ণ বহু বাক্য উত্থিত হইয়া পার্থকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল॥ ২৩

সেই মহাসমরে আবির্ভূত ভয়প্রদ, ঘোর ও ভয়ানক অন্ধকারকে অর্জুন স্বীয় বিশাল উত্তম জ্যোতির্ম্ময় অস্ত্রের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন॥ ২৪

সেই অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইলে ভয়ঙ্কর জলপ্রবাহ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অর্জুন সেই জলপ্রবাহ নিবারণের জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন। এই অস্ত্র সমস্ত জলপ্রবাহ শোষণ করিয়া লইল।

এইরূপে সুবলপুত্র শকুনি কর্ত্তৃক বারংবার প্রযুক্ত নানা প্রকারের মায়াকে সেই সময় অর্জুন নিজ অস্ত্রবলে হাসিতে হাসিতেই অতিসত্বর নষ্ট করিয়া দিলেন।

তখন সমস্ত মায়া নাশপ্রাপ্ত হইলে অর্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া ভীত শকুনি অধম মনুষ্যের ন্যায় বেগগামী অশ্বের দ্বারা রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন॥

তদনন্তর অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ অর্জুন শত্রুদিগকে নিজের অস্ত্রনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে কৌরবসৈন্যদের উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥

মহারাজ! অর্জুন কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া আপনার পুত্রের বিশাল সৈন্যবাহিনী সেইভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল, যেরূপ গঙ্গা বিশাল পর্ব্বতের নিকট যাইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিতা হন॥

রাজন্! কিরীটধারী অর্জুনের দ্বারা পীড়িত হইয়া কতক সৈন্য দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাতে যাইয়া আত্মগোপন করিল এবং কতক সৈন্য রাজা দুর্য্যোধনের নিকট পলায়ন করিল॥

মহারাজ! সেই সময় আমরা কেহই উত্থিত ধূলিজালে ব্যাপ্ত সৈন্যগণের মধ্যে অর্জুনকে দেখিতে পাইলাম না। আমি ত' কেবল দক্ষিণ হইতে উত্থিত গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনিই শুনিতে পাইতেছিলাম॥

শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের ধ্বনি, বাদ্যসমূহের শব্দ এবং গাণ্ডীবধনুর গম্ভীর শব্দ আকাশকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোক পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল॥

গাণ্ডীবস্য তু নির্ঘোষো ব্যতিক্রম্যাস্পৃশদ্ দিবম্।
ততঃ পুনর্দক্ষিণতঃ সংগ্রামশ্চিত্রযোধিনাম্॥ ৩৩
সুযুদ্ধং চার্জ্জুনস্যাসীদহং তু দ্রোণমন্বিয়াম্।
যৌধিষ্ঠিরাণ্যনীকানি প্রহরন্তি ততস্ততঃ॥ ৩৪
নানাবিধান্যনীকানি পুত্রাণাং তব ভারত।
অর্জুনো ব্যধমৎ কালে দিবীবাভ্রাণি মারুতঃ॥ ৩৫
তং বাসবমিবায়ান্তং ভূরিবর্ষং শরৌঘিণম্।
মহেষ্বাসা নরব্যাঘ্রা নোগ্রং কেচিদবারয়ন্॥ ৩৬
তে হন্যমানাঃ পার্থেন ত্বদীয়া ব্যথিতা ভৃশম্।
স্বানেব বহবো জঘ্নুর্বিদ্রবন্তস্ততস্ততঃ॥ ৩৭
তেঽর্জুনেন শরা মুক্তাঃ কঙ্কপত্রাস্তনুচ্ছিদঃ।
শলভা ইব সম্পেতুঃ সংবৃণ্বানা দিশো দশ॥ ৩৮
তুরগং রথিনং নাগং পদাতিমপি মারিষ।
বিনির্ভিদ্য ক্ষিতিং জগ্মুর্বল্মীকমিব পন্নগাঃ॥ ৩৯
ন চ দ্বিতীয়ং ব্যসৃজৎ কুঞ্জরাশ্বনরেষু সঃ।
পৃথগেকশরারুগ্ণা নিপেতুস্তে গতাসবঃ॥ ৪০
হতৈর্মনুষ্যৈর্দ্বিরদৈশ্চ সর্বতঃ
শরাভিবৃষ্টৈশ্চ হয়ৈর্নিপাতিতৈঃ।
তদা শ্ব-গোমায়ুবলাভিনাদিতং
বিচিত্রমায়োধশিরো বভূব তৎ॥ ৪১
পিতা সুতং ত্যজতি সুহৃদ্বরং সুহৃৎ
তথৈব পুত্রঃ পিতরং শরাতুরঃ।
স্বরক্ষণে কৃতমতয়স্তদা জনা-
স্ত্যজন্তি বাহানপি পার্থপীড়িতাঃ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি শকুনিপলায়নে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

তাহার পর পুনরায় দক্ষিণদিকে বিচিত্ররূপে যুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং আমি দ্রোণাচার্য্যের নিকট চলিয়া যাইলাম॥

হে ভারত! তখন যুধিষ্ঠিরের সৈন্যরা এদিকে ওদিকে সর্ব্বদা অস্ত্রপ্রহার করিতেছিল। যেরূপ বায়ু আকাশ মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুন সেই সময়ে আপনার পুত্রগণের বিভিন্ন সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন॥২৫-৩৫

ইন্দ্রের ন্যায় বাণরূপী প্রভূত জলবর্ষণকারী ভয়ঙ্কর বীর অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া আপনার পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে রুদ্ধ করিতে পারিলেন না॥ ৩৬

অর্জ্জুনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইয়া আপনার সৈন্যরা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে অনেককে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিবার সময় আপনার পক্ষেরই যোদ্ধাগণ সংহার করিতে লাগিলেন॥ ৩৭

অর্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহ বিপক্ষ বীরগণের শিরশ্ছেদ করিতে লাগিল। এই বাণসকল সমস্ত দিক্‌কে আচ্ছাদিত করিয়া পতঙ্গদলের ন্যায় সেখানে সর্ব্বস্থানে পতিত হইতে থাকিল॥ ৩৮

আর্য্য! এই বাণসকল অশ্ব, রথী, হস্তী ও পদাতি সৈন্যদিগকেও বিদীর্ণ করিয়া সেইভাবে ভূতলে প্রবিষ্ট হইতেছিল, যেরূপ সর্পগণ বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে॥ ৩৯

হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের উপর অর্জুন দ্বিতীয় কোন বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন না। তাহাদের সকলেই একই বাণের দ্বারা প্রাণহীন হইয়া ধরাশায়ী হইতেছিল॥ ৪০

তখন বাণসমূহের আঘাতে বহু মনুষ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, চারিদিকেই হাতীরা ধরাশায়ী হইয়াছিল এবং বহু অশ্বও নিহত হইয়াছিল। সেই সময় কুকুর ও শকুনিদলের দ্বারা কোলাহলপূর্ণ হইয়া যুদ্ধভূমির অধিকাংশভাগই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৪১

সেখানে পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিতেছিল, সুহৃৎ সুহৃৎকে এবং পুত্র বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া পিতাকে ত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সময় অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সকল মানুষই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধিস্থির করত যান-বাহন পরিত্যাগ করিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে শকুনির পলায়নবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম, অশ্বত্থাম্না রাজ্ঞো নীলস্য সংহারশ্চ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তেষ্বনীকেষু ভগ্নেষু পাণ্ডুপুত্রেণ সঞ্জয়।
চলিতানাং দ্রুতানাঞ্চ কথমাসীন্মনো হি বঃ ॥ ১
অনীকানাং প্রভগ্নানামবস্থানমপশ্যতাম্।
দুষ্করং প্রতিসন্ধানং তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

তথাপি তব পুত্রস্য প্রিয়কামা বিশাম্পতে।
যশঃ প্রবীরা লোকেষু রক্ষন্তো দ্রোণমন্বয়ুঃ ॥ ৩
সমুদ্যতেষু চাস্ত্রেষু সম্প্রাপ্তে চ যুধিষ্ঠিরে।
অকুর্বন্নার্যকর্মাণি ভৈরবে সত্যভীতবৎ ॥ ৪
অন্তরং ভীমসেনস্য প্রাপতন্নমিতৌজসঃ।
সাত্যকেশ্চৈব বীরস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বা বিভো ॥ ৫
দ্রোণং দ্রোণমিতি ক্রূরাঃ পাঞ্চালাঃ সমচোদয়ন্।
মা দ্রোণমিতি পুত্রাস্তে কুরূন্ সর্বানচোদয়ন্ ॥ ৬
দ্রোণং দ্রোণমিতি হ্যেকে মা দ্রোণমিতি চাপরে।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ দ্রোণদ্যূতমবর্তত ॥ ৭
যং যং প্রমথতে দ্রোণঃ পাঞ্চালানাং রথব্রজম্।
তত্র তত্র তু পাঞ্চাল্যো ধৃষ্টদ্যুম্নোঽভ্যবর্তত ॥ ৮
তথা ভাগবিপর্যাসৈঃ সংগ্রামে ভৈরবে সতি।
বীরাঃ সমাসদন্ বীরান্ কুর্বন্তো ভৈরবং রবম্ ॥ ৯
অকম্পনীয়াঃ শত্রূণাং বভূবুস্তত্র পাণ্ডবাঃ।
অকম্পয়ন্ননীকানি স্মরন্তঃ ক্লেশমাত্মনঃ ॥ ১০
তে ত্বমর্ষবশং প্রাপ্তা হ্রীমন্তঃ সত্ত্বচোদিতাঃ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ ন্যবর্তন্ত ঘ্নন্তো দ্রোণং মহাহবে ॥ ১১

একত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক রাজা নীলের সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যখন সমস্ত সৈন্যরাই পলায়ন করিল, তখন বিচলিত হইয়া পলায়নপর তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? ১

যখন পলায়নরত সৈন্যগণের কোথাও দাঁড়াইবার স্থান দেখা যাইল না, সেই সময় তাহাদিগকে পুনরায় সংগঠিত করা অতিশয় দুষ্কর কার্য্য, অতএব সঞ্জয়! তুমি আমাকে এই বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিয়া শুনাও ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! যদিও সৈন্যদের মধ্যে ঘোরতর ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তথাপি বহুসংখ্যক বিশ্ববিখ্যাত বীর আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় যশ রক্ষা করিতে করিতে সেই সময় দ্রোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন। ৩

প্রভো! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ হইলে পর সমস্ত যোদ্ধারা নির্ভয়চিত্তে আর্য্যজনোচিত পুরুষার্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন সকল যোদ্ধারাই অস্ত্র উত্তোলন করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভীমসেন, সাত্যকি কিংবা বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের অসাবধানতার সুযোগ পাইয়া অমিততেজস্বী কৌরব যোদ্ধারা পাণ্ডবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৪-৫

ক্রূরস্বভাব পাঞ্চাল সৈন্যগণ পরস্পরকে প্রেরিত করিতে থাকিলেন অরে, দ্রোণাচার্য্যকে বন্দী কর, দ্রোণাচার্য্যকে ধরিয়া ফেল এবং আপনার পুত্রগণ কৌরবসৈন্যদের আদেশ দিলেন যে, দেখ, কোনরূপেই যেন কেহ দ্রোণাচার্য্যকে বন্দী করিতে না পারে। ৬

এক দিক্ হইতে বীরত্বব্যঞ্জক শব্দ আসিতে লাগিল যে, 'দ্রোণকে বন্দী কর, দ্রোণকে বন্দী কর,' আর অপর দিক্ হইতে শব্দ উত্থিত হইতে থাকিল যে, 'দ্রোণকে কেহই বন্দী করিতে সমর্থ হইবে না।' এইরূপ সেখানে দ্রোণাচার্য্যকে পণ রাখিয়া কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধরূপ পাশাখেলা আরম্ভ হইল। ৭

পাঞ্চাল-সৈন্যদের যে যে রথসমুদায়কে দ্রোণাচার্য্য মথিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নই তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। ৮

এইভাবে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দ্বারা ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইলে ভয়ানক গর্জন করিতে করিতে উভয়পক্ষের বীর সৈন্যগণ বিপক্ষ বীরগণের উপর আক্রমণ করিলেন। ৯

সেই সময় পাণ্ডবগণকে শত্রুদল বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহারা নিজেদের উপর প্রদত্ত ক্লেশসমূহ স্মরণ করিতে করিতে আপনার সৈন্যদিগকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। ১০

পাণ্ডবেরা লজ্জাশীল, সত্ত্বগুণপ্রেরিত ও অমর্ষের বশীভূত

অয়সামিব সম্পাতঃ শিলানামিব চাভবৎ।
দীব্যতাং তুমুলে যুদ্ধে প্রাণৈরমিততেজসাম্ ॥ ১২
ন তু স্মরন্তি সংগ্রামমপি বৃদ্ধাস্তথাবিধম্।
দৃষ্টপূর্বং মহারাজ শ্রুতপূর্বমথাপি বা ॥ ১৩
প্রাকম্পতেব পৃথিবী তস্মিন্ বীরাবসাদনে।
নিবর্ততা বলৌঘেন মহতা ভারপীড়িতা ॥ ১৪
ঘূর্ণতোঽপি বলৌঘস্য দিবং স্তব্ধ্বেব নিঃস্বনঃ।
অজাতশত্রোস্তৎসৈন্যমাবিবেশ সুভৈরবঃ ॥ ১৫
সমাসাদ্য তু পাণ্ডূনামনীকানি সহস্রশঃ।
দ্রোণেন চরতা সংখ্যে প্রভগ্নানি শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬
তেষু প্রমথ্যমানেষু দ্রোণেনাদ্ভুতকর্মণা।
পর্য্যবারয়দাসাদ্য দ্রোণং সেনাপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭
তদদ্ভুতমভূদ্ যুদ্ধং দ্রোণপাঞ্চাল্যয়োস্তথা।
নৈব তস্যোপমা কাচিদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১৮
ততো নীলোঽনলপ্রখ্যো দদাহ কুরুবাহিনীম্।
শরস্ফুলিঙ্গশ্চাপার্চির্দহন্ কক্ষমিবানলঃ ॥ ১৯
তং দহন্তমনীকানি দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
পূর্বাভিভাষী সুশ্লক্ষ্ণং স্ময়মানোঽভ্যভাষত ॥ ২০
নীল কিং বহুভির্দগ্ধৈস্তব যোধৈঃ শরার্চিষা।
ময়ৈকেন হি যুধ্যস্ব ক্রুদ্ধঃ প্রহর চাশু মাম্ ॥ ২১
তং পদ্মনিকরাকারং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
ব্যাকোশপদ্মাভমুখো নীলো বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ২২
তেনাপি বিদ্ধঃ সহসা দ্রৌণির্ভল্লৈঃ শিতৈস্ত্রিভিঃ।
ধনুর্ধ্বজঞ্চ ছত্রঞ্চ দ্বিষতঃ স ন্যকৃন্তত ॥ ২৩
স প্লুতঃ স্যন্দনাত্তস্মান্নীলশ্চর্মবরাসিভৃৎ।
দ্রৌণায়নেঃ শিরঃ কায়াদ্ধর্তুমৈচ্ছৎ পতত্রিবৎ ॥ ২৪

ছিলেন। তাঁহার প্রাণের মায়া না করিয়া সেই মহাসংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১১

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রাণের পণ রাখিয়া যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়াকারী অমিততেজস্বী বীরগণের সঙ্ঘর্ষ লৌহ ও পাথরের পরস্পর আঘাতজনিত শব্দের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল ॥ ১২

মহারাজ! বৃদ্ধগণ পর্য্যন্তও সেরূপ ভয়ানক সংগ্রামের কথা পূর্ব্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া দেখেন নাই বা শ্রবণও করেন নাই এবং স্মরণ করিতেও পারেন না ॥ ১৩

বীরগণের বিনাশকর এই সংগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনরত বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা নিদারুণ ভাবে পীড়িত হইয়া এই পৃথিবী দেবী কাঁদিতে লাগিলেন ॥ ১৪

সেখানে চারিদিকে সৈন্যগণ ঘুরিতে থাকিলে তখন সৈন্য-সমূহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কোলাহল আকাশকে যেন স্তব্ধ করিতে করিতেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ১৫

রণাঙ্গনে বিচরণকারী দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সহস্র সহস্র সৈন্যের শরীর ভাঙ্গিয়া দিলেন ॥ ১৬

অদ্ভুত পরাক্রমকারী দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক যখন সৈন্যদের মন্থন হইতেছিল, তখন স্বয়ং সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন ১৭

তখন সেই স্থানে দ্রোণাচার্য্যও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল, যাহার কোন তুলনাই পাওয়া যায় না,—ইহার আমার বিশ্বাস ॥ ১৮

তদনন্তর অগ্নিতুল্য কান্তিমান্ নীল বাণরূপী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধনুরূপী অগ্নিশিখা বিস্তার করিতে করিতে কৌরব-সৈন্যদিগকে সেই ভাবে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ অগ্নি তৃণাদকে দগ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ১৯

রাজা নীলকে কৌরব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে দেখিয়া দ্রোণ-পুত্র প্রভাবশালী অশ্বত্থামা স্বয়ংই প্রথমে বাক্যালাপ পূর্ব্বক হাস্য সহকারে মধুর ভাষায় বলিলেন ॥ ২০

নীল! বাণাগ্নির দ্বারা বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে দগ্ধ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি একাকী আমার সহিত যুদ্ধ কর এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর আমার উপর বাণবর্ষণ কর ॥ ২১

নীলের মুখ বিকসিত পদ্মের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল। তিনি পদ্মজলসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ও পদ্মপত্রতুল্য নেত্রসম্পন্ন অশ্বত্থামাকে স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২২

ইহার দ্বারা আহত হইয়াও অশ্বত্থামা সহসা তীক্ষ্ণ তিনটি ভল্লের দ্বারা স্বীয় শত্রু নীলের ধনু ধ্বজ ও ছত্রকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

তখন নীল ঢাল ও সুন্দর তরবারি হাতে লইয়া সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। যেরূপ কোন পক্ষী অভিলষিত বস্তু ঝাপটা দিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইরূপ নীলও অশ্বত্থামার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৪

তস্যোন্নতাংসং সুনসং শিরঃ কায়াৎ সকুণ্ডলম্।
ভল্লেনাপাহরদ্ দ্রৌণিঃ স্ময়মান ইবানঘ ॥ ২৫
সম্পূর্ণচন্দ্রাভমুখঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ।
প্রাংশুরুৎপলপত্রাভো নিহতো ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ২৬
ততঃ প্রবিব্যথে সেনা পাণ্ডবী ভৃশমাকুলা।
আচার্য্যপুত্রেণ হতে নীলে জ্বলিততেজসি ॥ ২৭
অচিন্তয়ংশ্চ তে সর্বে পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
কথং নো বাসবিস্ত্রায়াচ্ছত্রুভ্য ইতি মারিষ ॥ ২৮
দক্ষিণেন তু সেনায়াঃ কুরুতে কদনং বলী।
সংশপ্তকাবশেষস্য নারায়ণবলস্য চ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি নীলবধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

নিষ্পাপ নরেশ! সেই সময় অশ্বত্থামা হাসিতে হাসিতেই একটি ভল্ল প্রহার করিয়া তাহার দ্বারা নীলের উচ্চ স্কন্ধ, সুন্দর নাসিকা এবং কুণ্ডল সহ মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২৫

পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কান্তিমান্ মুখ ও কমলদলতুল্য সুন্দর নেত্র-বিশিষ্ট রাজা নীল অতিশয় দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলপদ্মের ন্যায় ছিল। তিনি অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২৬

আচার্য্য দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী রাজা নীল নিহত হইলে পাণ্ডব-সৈন্যরা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৭

আর্য্য! সেই সময় সমস্ত পাণ্ডব মহারথিগণ এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্রনন্দন অর্জুন শত্রুদিগের নিকট হইতে আমাদের কিরূপে রক্ষা করিবেন? ২৮

সেই বলবান্ অর্জুন এই সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ ভাগে হতাবশিষ্ট সংশপ্তক ও নারায়ণী সৈন্যদের সংহার করিতেছেন ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত সংশপ্তক-বধপর্বে নীলের বধ বিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপাণ্ডবসেনয়োস্তুমুলং যুদ্ধম্, ভীমসেনস্য কৌরব-মহারথিভিঃ সহ সংগ্রামে ঘোরঃ সংহারঃ, পাণ্ডবানাং দ্রোণং প্রত্যাক্রমণমর্জুন-কর্ণয়োর্যুদ্ধং, কর্ণভ্রাতৃণাং বধঃ, কর্ণসাত্যক্যোঃ সংগ্রামশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
প্রতিঘাতং তু সৈন্যস্য নামৃষ্যত বৃকোদরঃ।
সোঽভ্যাহনদ্ গুরুং ষষ্ট্যা কর্ণঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ১
তস্য দ্রোণঃ শিতৈর্বাণৈস্তীক্ষ্ণধারৈরজিহ্মগৈঃ।
জীবিতান্তমভিপ্রেপ্সুর্মর্মাণ্যাশু জঘান হ ॥ ২
আনন্তর্য্যমভিপ্রেপ্সুঃ ষড়্বিংশত্যা সমার্পয়ৎ।
কর্ণো দ্বাদশভির্বাণৈরশ্বত্থামা চ সপ্তভিঃ ॥ ৩
ষড়্ভির্দুর্য্যোধনো রাজা তত এনমথাকিরৎ।
ভীমসেনোঽপি তান্ সর্বান্ প্রত্যবিধ্যন্মহাবলঃ ॥ ৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম, কৌরব-মহারথী বীরগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধে ভয়ানক লোকক্ষয়, দ্রোণাচার্য্যের উপর পাণ্ডবগণের আক্রমণ, অর্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ, কর্ণের ভ্রাতাদের বিনাশ এবং কর্ণ ও সাত্যকির সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! নিজের সৈন্যদের এই বিনাশ ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গুরুদেব দ্রোণাচার্যকে ষাট ও কর্ণকে দশ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তখন দ্রোণাচার্য্য সরলগামী, তীক্ষ্ণ ধারাল ও শানিত বাণসমূহের দ্বারা অতিক্রুদ্ধ ভীমসেনের মর্ম্মস্থানসকলের উপর আঘাত করিলেন। এই বাণগুলি সেই সময় ভীমের প্রাণনাশ করিতে অভিলাষী ছিল ॥ ২

এই আঘাত-প্রতিঘাতকে নিরন্তর চালাইয়া যাইবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে ছাব্বিশ, কর্ণ বার এবং অশ্বত্থামা সাতটি বাণপ্রহার করিলেন ॥ ৩

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার উপর আরও ছয়টি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমসেনও ইঁহাদের সকলকে নিজ বাণসমূহে প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪

দ্রোণং পঞ্চাশতেষূণাং কর্ণঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ।
দুর্য্যোধনং দ্বাদশভির্দ্রৌণিমষ্টাভিরাশুগৈঃ ॥ ৫
আরাবং তুমুলং কুর্বন্নভ্যবর্ত্তত তান্ রণে।
তস্মিন্ সংত্যজতি প্রাণান্ মৃত্যুসাধারণীকৃতে ॥ ৬
অজাতশত্রুস্তান্ যোধান্ ভীমং ত্রাতেত্যচোদয়ৎ।
তে যযুর্ভীমসেনস্য সমীপমমিতৌজসঃ ॥ ৭
যুযুধানপ্রভৃতয়ো মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
তে সমেত্য সুসংরব্ধাঃ সহিতাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥৮
মহেষ্বাসবরৈর্গুপ্তা দ্রোণানীকং বিভিৎসবঃ।
সমাপেতুর্মহাবীর্য্যা ভীমপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ৯
তান্ প্রত্যগৃহ্লাদব্যগ্রো দ্রোণোঽপি রথিনাং বরঃ।
মহারথানতিবলান্ বীরান্ সমরযোধিনঃ ॥ ১০
বাহ্যং মৃত্যুভয়ং কৃত্বা তাবকান্ পাণ্ডবা যযুঃ।
সাদিনঃ সাদিনোঽভ্যঘ্নংস্তথৈব রথিনো রথান্ ॥ ১১

তিনি দ্রোণাচার্য্যকে পঞ্চাশ, কর্ণকে দশ, দুর্য্যোধনকে বার এবং অশ্বত্থামাকে আটটী বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৫

তাহার পর ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে ভীমসেন রণাঙ্গনে তাঁহাদের সকলকে আক্রমণ করিলেন। যখন ভীমসেন এই সময় মৃত্যুতুল্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুও তাহাকে সাধারণ যোদ্ধার ন্যায় গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, তখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিজের যোদ্ধাদের এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা সকলে ভীমসেনকে রক্ষা কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া অমিত-তেজস্বী বীরগণ ভীমসেনের নিকটে গমন করিলেন ॥ ৬-৭

সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীরা এবং মাদ্রীনন্দন দুই পাণ্ডব নকুল-সহদেব—এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর পরস্পর একত্রে মিলিত হইয়া অতিশয় ক্রোধের সহিত প্রধান প্রধান ধনুর্দ্ধরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিয়া দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যবাহিনীকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছায় তাহাদের আক্রমণ করিলেন। এই ভীমাদি মহারথী বীরগণ অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন ॥ ৮-৯

সেই সময় রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণ ব্যাকুলতা ত্যাগ করিয়া সেই সমরাঙ্গণে যুদ্ধনিরত অত্যন্ত বলবান্ মহারথী বীরদিগকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১০

কিন্তু পাণ্ডব-যোদ্ধারা নিজেদের মৃত্যুভয়কে দূরে পরিত্যাগ করিয়া আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে এবং রথারোহী যোদ্ধারা রথারোহী যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১১

আসীচ্ছক্ত্যসি সম্পাতো যুদ্ধমাসীৎ পরশ্বধৈঃ।
প্রকৃষ্টমসিযুদ্ধঞ্চ বভূব কটুকোদয়ম্ ॥ ১২
কুঞ্জরাণাঞ্চ সম্পাতে যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
অপতৎ কুঞ্জরাদন্যো হয়াদন্যস্ত্ববাক্‌শিরাঃ ॥ ১৩
নরো বাণবিনির্ভিন্নো রথাদন্যশ্চ মারিষ।
তত্রান্যস্য চ সম্মর্দে পতিতস্য বিবর্মণঃ ॥ ১৪
শিরঃ প্রধ্বংসয়ামাস বক্ষস্যাক্রম্য কুঞ্জরঃ।
অপরাংশ্চাপরেঽমৃদ্গন্ বারণাঃ পতিতান্ নরান্ ॥১৫
বিষাণৈশ্চাবনিং গত্বা ব্যভিন্দন্ রথিনো বহূন্।
নরান্ত্রৈঃ কেচিদপরে বিষাণালগ্নসংশ্রয়ৈঃ ॥ ১৬
বভ্রমুঃ সমরে নাগা মৃদ্গন্তঃ শতশো নরান্।
কার্ষ্ণায়সতনুত্রাণান্ নরাশ্ব-রথ-কুঞ্জরান্ ॥ ১৭
পতিতান্ পোথয়াঞ্চক্রুর্দ্বিপাঃ স্থূলনলানিব।
গৃধ্রপত্রাধিবাসাংসি শয়নানি নরাধিপাঃ ॥ ১৮

সেই যুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি ও খড়্গাসকলের প্রহার চলিতেছিল। পরশুর দ্বারাও হানাহানি হইতেছিল। তরবারি আকর্ষণ করিয়া তাহার এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছিল যে, তাহার কটু পরিণাম আমাদের সাক্ষাতেই আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২

হস্তীদের মধ্যে সংঘর্ষে অত্যন্ত দারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। কোন ব্যক্তি হাতী হইতে পতিত হইল এবং কোন ব্যক্তি অধোমস্তকে ধরাশায়ী হইল ॥ ১৩

আর্য্য! এই যুদ্ধে বাণে বিদীর্ণ হইয়া রথী মানুষ রথ হইতে পতিত হইল। কোনস্থলে যোদ্ধা কবচশূন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল এবং সহসা কোন হাতী তাহার বক্ষঃস্থলে পা রাখিয়া তাহার মস্তক বিধ্বস্ত করিয়া দিল ॥

অপর হাতীরা অন্য স্থলে পতিত যোদ্ধাদিগকে নিজ নিজ পায়ের চাপে মর্দ্দিত করিতে লাগিল এবং ভূতলে নিজেদের দন্তের আঘাত করিয়া বহুসংখ্যক রথকে বিদীর্ণ করিয়া দিল ॥

অপর কোন কোন হাতীরা নিজেদের দন্তে সংলগ্ন মানুষের অন্ত্রসমূহ লইয়া সমরাঙ্গণে শত শত যোদ্ধাকে মর্দ্দিত করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥

কৃষ্ণবর্ণের লৌহময় কবচধারণ করত রণাঙ্গনে পতিত বহু মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হাতীদিগকে বড় বড় গজরাজগণ স্থূল নরকুলের ন্যায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল ॥

নরপতিগণ কালসংযোগবশতঃ অত্যন্ত দুঃখদায়িনী ও গৃধ্রপক্ষ-

হ্রীমন্তঃ কালসম্পর্কাৎ সুহৃঃখান্যমুশেরতে।
হন্তি স্মাত্র পিতা পুত্রং রথেনাভ্যেত্য সংযুগে ॥ ১৯

পুত্রশ্চ পিতরং মোহান্নির্মর্য্যাদমবর্ত্তত।
রথো ভগ্নো ধ্বজশ্ছিন্নশ্ছত্রমুর্ব্যাং নিপাতিতম্ ॥ ২০

যুগার্ধং ছিন্নমাদায় প্রদুদ্রাব তথা হয়ঃ।
সাসির্বাহুর্নিপতিতঃ শিরশ্ছিন্নং সকুণ্ডলম্ ॥ ২১

গজেনাক্ষিপ্য বলিনা রথঃ সঞ্চূর্ণিতঃ ক্ষিতৌ।
রথিনা তাড়িতো নাগো নারাচেনাপতৎ ক্ষিতৌ ॥ ২২

সারোহশ্চাপতদ্ বাজী গজেনাভ্যাহতো ভৃশম্।
নির্মর্য্যাদং মহদ্ যুদ্ধমবর্ত্তত সুদারুণম্ ॥ ২৩

হা তাত হা পুত্র সখে কাসি তিষ্ঠ ক ধাবসি।
প্রহরাহর জহ্যেনং স্মিতক্ষ্বেড়িতগর্জিতৈঃ ॥ ২৪

ইত্যেবমুচ্চরন্তি স্ম শ্রূয়ন্তে বিবিধা গিরঃ।
নরস্যাশ্বস্য নাগস্য সমসজ্জত শোণিতম্ ॥ ২৫

উপাশাম্যদ্ রজো ভৌমং ভীরূন্ কশ্মলমাবিশৎ।
চক্রেণ চক্রমাসাদ্য বীরো বীরস্য সংযুগে ॥ ২৬

অতীতেষুপথে কালে জহার গদয়া শিরঃ।
আসীৎ কেশপরামর্শো মুষ্টিযুদ্ধঞ্চ দারুণম্ ॥ ২৭

নখৈর্দন্তৈশ্চ শূরাণামদ্বীপে দ্বীপমিচ্ছতাম্।
তত্রাচ্ছিদ্যত শূরস্য সখড়্গো বাহুরুদ্যতঃ ॥২৮

সধনুশ্চাপরস্যাপি সপরঃ সাঙ্কুশস্তথা।
আক্রোশদন্যমন্যোঽত্র তথান্যো বিমুখোঽদ্রবৎ ॥ ২৯

অন্যঃ প্রাপ্তস্য চান্যস্য শিরঃ কায়াদপাহরৎ।
সশব্দমদ্রবচ্চান্যঃ শব্দাদন্যোঽত্রসদ্ ভৃশম্ ॥ ৩০

রূপী বিছানাসম্বলিত শয্যায় লজ্জার সহিত শয়ন করিতে লাগিলেন ॥

সেখানে পিতা রথের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পুত্রকেই বধ করিয়া ফেলিলেন এবং কোথাও পুত্রও আবার মোহবশতঃ পিতার প্রাণহরণ করিতে লাগিল। এইভাবে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥

তখন বহু রথ ভাঙ্গিয়া যাইল, ধ্বজ ছিন্ন হইল, ছত্র ভূতলে পতিত হইল এবং যুগসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সেই খণ্ডিত অর্দ্ধযুগভাগকে লইয়াই অশ্বরা সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥

রণাঙ্গনে বহু বীর যোদ্ধার হাত তরবারিসহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল। বহু যোদ্ধার মস্তক কুণ্ডলসহ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধরাশায়ী ছিল। কোনস্থলে বলশালী হাতী রথকে তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল ॥

বহু রথী বীর গজরাজের উপর নারাচের আঘাত করিলে পর তাহাতে সেই গজরাজ ধরাতলে পতিত হইল। কোন হাতী প্রচণ্ড আঘাত করিলে পর আরোহীসহ অশ্ব ভূপতিত হইল। এইরূপে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম চলিতে লাগিল ॥ ১৪-২৩

সেই সময় সকল সৈন্য 'হা তাত! হা পুত্র! হা সখে!' তুমি কোথায়? দাঁড়াও, পলাইয়া যাইতেছ! প্রহার কর, ধরিয়া আন, ইহাকে বধ কর" এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। হাস্য, লম্ফঝম্ফ ও গর্জনসহ নানাপ্রকার আলাপ তাহাদের মুখ হইতে শুনা যাইতেছিল ॥

মনুষ্য, অশ্ব ও হাতীর রক্ত পরস্পর মিলিত হইয়া যাইল। সেই রক্তপ্রবাহে সেখানকার উত্থিত ভয়ঙ্কর ধূলিরাশি শান্ত হইল। এই রক্তপ্রবাহকে দেখিয়া কাপুরুষগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥

কোন বীর নিজের চক্রের দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরের চক্র নিবারণ করত যুদ্ধে বাণপ্রহারের যোগ্য অবকাশ না পাওয়ায় গদার আঘাতেই তাহার মস্তক উড়াইয়া দিলেন। কোনস্থলে পরস্পর কেশ ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। কোথাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুষ্টিযুদ্ধ হইতে লাগিল। বহু বীর সেই নিরাশ্রয় স্থানে আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছিলেন এবং নখ ও দন্তের দ্বারাও কোথাও বীরগণের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল ॥

এই রণাঙ্গনে কোনস্থলে বীর যোদ্ধা আঘাত করিবার জন্য খড়্গসহ স্বীয় হস্ত উপরে তুলিলে পর বিপক্ষ যোদ্ধা তাহার সেই হাত ছেদন করিয়া ফেলিল। কোনস্থলে ধনু, বাণ ও অঙ্কুশসহ বামহস্ত ছিন্ন হইয়া যাইল। সেখানে এক সৈন্য অপর সৈন্যকে আহ্বান করিতেছিল এবং অপর কেহ যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ২৪-২৯

কোন বীর যোদ্ধা সম্মুখে আগত অপর যোদ্ধার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া অন্য কোন যোদ্ধা চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং তাহার এই আর্ত্তনাদে অন্য কোন যোদ্ধা আবার ভীত হইয়া পড়িল। ৩০

স্বানন্যোঽথ পরানন্যো জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ।
গিরিশৃঙ্গোপমশ্চাত্র নারাচেন নিপাতিতঃ ॥ ৩১
মাতঙ্গো ন্যপতদ্ ভূমৌ নদীরোধ ইবোষ্ণগে।
তথৈব রথিনং নাগঃ ক্ষরন্ গিরিরিবারুজন্ ॥ ৩২
অভ্যতিষ্ঠৎ পদা ভূমৌ সহাশ্বং সহসারথিম্।
শূরান্ প্রহরতো দৃষ্ট্বা কৃতাস্ত্রান্ রুধিরোক্ষিতান্ ॥ ৩৩
বহূনপ্যাবিশন্মোহো ভীরূন্ হৃদয়দুর্বলান্।
সর্বমাবিগ্নমভবন্ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৩৪
সৈন্যেন রজসা ধ্বস্তং নির্মর্য্যাদমবর্তত।
ততঃ সেনাপতিঃ শীঘ্রময়ং কাল ইতি ব্রুবন্ ॥ ৩৫
নিত্যাভিত্বরিতানেব ত্বরয়ামাস পাণ্ডবান্।
কুর্বন্তঃ শাসনং তস্য পাণ্ডবা বাহুশালিনঃ ॥ ৩৬
সরো হংসা ইবাপেতুর্ঘ্নন্তো দ্রোণরথং প্রতি।

কোন সৈন্য নিজেদেরই সৈন্যদিগকে এবং কোন সৈন্য শত্রু-সৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সংহার করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে পর্ব্বতশিখরতুল্য বিশালদেহ হাতী নারাচের আঘাত পাইয়া বর্ষাকালে নদীর তীরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল এবং স্থির হইয়া পড়িল ॥

ঝরণাপ্রবাহকারী পর্ব্বতের ন্যায় কোন মদস্রাবী গজরাজ সারথি ও অশ্বগণসহ রথী বীরকে পায়ের দ্বারা ভূমিতলে পিষিয়া ফেলিল ॥

অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং রক্তাপ্লুত শৌর্য্যশালী বীর যোদ্ধারা পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া দুর্ব্বলচিত্ত ভীরু মনুষ্যগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥

সেই সময় সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিরাশিতে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত জনসমুদায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ আবার তখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এই যুদ্ধে তখন কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা পালিত হয় নাই ॥

তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন 'ইহাই উপযুক্ত সময়' এই কথা বলিয়া সর্ব্বদা ত্বরান্বিত পাণ্ডবদিগকে আরও ত্বরান্বিত হইবার জন্য প্রেরণা দিলেন ॥

তদনন্তর স্বীয় বাহুতে সুশোভিত পাণ্ডবগণ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সেখানে দ্রোণাচার্য্যের রথের উপর প্রহার করিতে করিতে সেইরূপে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ বহুসংখ্যক হংস কোন এক সরোবরে চারিদিক্ হইতে উড়িয়া আসে ॥

গৃহ্ণীতাদ্রবতান্যোন্যং বিভীতা বিনিকৃন্তত ॥ ৩৭
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দো দুর্ধর্ষস্য রথং প্রতি।
ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণী রাজা জয়দ্রথঃ ॥ ৩৮
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ শল্যশ্চৈতান্ ন্যবারয়ন্।
তে ত্বার্য্যধর্মসংরব্ধা দুর্নিবারা দুরাসদাঃ ॥ ৩৯
শরার্তা ন জহুর্দ্রোণং পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
ততো দ্রোণোঽতিসংক্রুদ্ধো বিসৃজঞ্ছতশঃ শরান্ ॥ ৪০
চেদি-পাঞ্চাল-পাণ্ডূনামকরোৎ কদনং মহৎ।
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষঃ শুশ্রুবে দিক্ষু মারিষ ॥ ৪১
বজ্রসংহ্রাদসঙ্কাশস্ত্রাসয়ন্ মানবান্ বহূন্।
এতস্মিন্নন্তরে জিষ্ণুর্জিত্বা সংশপ্তকান্ বহূন্ ॥ ৪২
অভ্যয়াৎ তত্র যত্রাসৌ দ্রোণঃ পাণ্ডূন্ প্রমর্দতি।
তাঞ্চরৌঘান্ মহাবর্তান্ শোণিতোদান্ মহাহ্রদান্ ॥ ৪৩

সেই সময় দুর্দ্ধর্ষ বীর দ্রোণাচার্য্যের রথের নিকটে সর্ব্ব দিক্ হইতে এই ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল যে, "ধাবিত হও, ধরিয়া ফেল এবং নির্ভয়চিত্তে শত্রুকে ছেদন কর" ॥

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, রাজা জয়দ্রথ, অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং রাজা শল্য মিলিত হইয়া আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ॥

এই পাণ্ডবগণসহ পাঞ্চাল বীরগণ আর্য্যধর্ম্মানুসারে বিজয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহাদিগকে প্রতিরোধ করা বা পরাজিত করা অতিশয় কঠিন ছিল। ইঁহারা বাণসমূহে পীড়িত হইলেও দ্রোণাচার্য্যকে ত্যাগ করিলেন না ॥

ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে শত শত বাণ বর্ষণ করিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর সংহার আরম্ভ করিলেন ॥

আর্য্য! তাঁহার ধনুর গুণের গম্ভীর শব্দ তখন সকল দিকেই শোনা যাইতেছিল। বজ্রের গর্জনতুল্য এই ভয়ঙ্কর শব্দ বহু মানুষকেই ভীত করিয়া তুলিল ॥

এই সময় অর্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তককে জয় করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতেছিলেন ॥

এই রণাঙ্গনে সংশপ্তক যোদ্ধারা এক বৃহৎ সরোবরসদৃশ ছিলেন। বাণসমূহ তাহার জলপ্রবাহ ছিল। ধনুসকল ইহাতে উত্থিত বড় বড় ঘূর্ণীর তুল্য দেখা যাইতেছিল এবং প্রবাহিত রক্ত-

তীর্ণঃ সংশপ্তকান্ হত্বা প্রত্যদৃশ্যত ফাল্গুনঃ।
তস্য কীর্তিমতো লক্ষ্ম সূর্য্যপ্রতিমতেজসঃ ॥৪৪
দীপ্যমানমপশ্যাম তেজসা বানরধ্বজম্।
সংশপ্তকসমুদ্রং তমুচ্ছোষ্যাস্ত্রগভস্তিভিঃ ॥ ৪৫
স পাণ্ডবযুগান্তার্কঃ কুরূনপ্যভ্যতীতপৎ।
প্রদদাহ কুরূন্ সর্বানর্জুনঃ শস্ত্রতেজসা ॥ ৪৬
যুগান্তে সর্বভূতানি ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।
তেন বাণসহস্রৌঘৈর্গজাশ্ব-রথযোধিনঃ ॥ ৪৭
তাড্যমানাঃ ক্ষিতিং জগ্মুর্মুক্তকেশাঃ শরার্দিতাঃ।
কেচিদার্তস্বনং চক্রুর্বিনেশুরপরে পুনঃ ॥ ৪৮
পার্থবাণহতাঃ কেচিন্নিপেতুর্বিগতাসবঃ।
তেষামুৎপতিতান্ কাংশ্চিৎ পতিতাংশ্চ পরাঙ্মুখান্ ॥৪৯
ন জঘানার্জুনো যোধান্ যোধব্রতমনুস্মরন্।
তে বিকীর্ণরথাশ্চিত্রাঃ প্রায়শশ্চ পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৫০
কুরবঃ কর্ণ কর্ণেতি হা হেতি চ বিচুক্রুশুঃ।
তমাধিরথিরাক্রন্দং বিজ্ঞায় শরণৈষিণাম্ ॥ ৫১
মা ভৈষ্টেতি প্রতিশ্রুত্য যযাবভিমুখোঽর্জুনম্।
স ভারতরথশ্রেষ্ঠঃ সর্বভারতহর্ষণঃ ॥ ৫২
প্রাদুশ্চক্রে তদাগ্নেয়মস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ।
তস্য দীপ্তশরৌঘস্য দীপ্তচাপধরস্য চ ॥ ৫৩
শরৌঘাঞ্শরজালেন বিদুধাব ধনঞ্জয়ঃ।
তথৈবাধিরথিস্তস্য বাণান্ জ্বলিততেজসঃ ॥ ৫৪
অস্ত্রমস্ত্রেণ সংবার্য্য প্রাণদদ্ বিসৃজঞ্শরান্।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ ভীমশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ৫৫
বিবধ্যুঃ কর্ণমাসাদ্য ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
অর্জুনাস্ত্রং তু রাধেয়ঃ সংবার্য্য শরবৃষ্টিভিঃ ॥৫৬
তেষাং ত্রয়াণাং চাপানি চিচ্ছেদ বিশিখৈস্ত্রিভিঃ।
তে নিকৃত্তায়ুধাঃ শূরা নির্বিষা ভুজগা ইব ॥ ৫৭

রাশিই এই মহাসরোবরের জল ছিল। অর্জুন সেই সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া এই মহাসরোবরকে পার হইয়া সেখানে আসিতেছেন—ইহা দেখা যাইল ॥

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ও যশস্বী অর্জুনের চিহ্নস্বরূপ বানরধ্বজকে আমরা দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম। এই ধ্বজ তখন স্বীয় দিব্য তেজে উদ্ভাসিত ছিল ॥

সেই পাণ্ডুবংশের যুগান্তকালীন অর্জুনরূপ সূর্য্য নিজ অস্ত্রময় কিরণাবলির দ্বারা সংশপ্তকরূপী সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া কৌরব-সৈন্যদিগকেও সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন ॥

যেরূপ প্রলয়কালে উত্থিত অগ্নি সমস্ত ভূতদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন নিজের দিব্য অস্ত্রসকলের তেজে সমস্ত কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধনিরত বহুসংখ্যক যোদ্ধা অর্জুনের সহস্র সহস্র বাণে আহত ও পীড়িত হইয়া মুক্তকেশে ভূতলে নিপতিত হইল ॥

তখন কেহ আর্তনাদ করিতে লাগিল, কেহ বিনষ্ট হইল এবং কেহ আবার অর্জুনের বাণে আহত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করত প্রাণশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইল ॥

সেই সময় যোদ্ধাদের মধ্যে যাহারা রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, ধরাতলে পতিত হইয়াছিল কিংবা যাহারা যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সব যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধব্রতের কথা স্মরণ করিয়া অর্জুন বধ করিলেন না।

কৌরব-সৈন্যদের রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন তাহাদের এক বিচিত্র অবস্থা দেখা যাইল। ইহারা প্রায় সকলেই সেই সময় যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল এবং "হা কর্ণ, এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ॥

তখন অধিরথ-পুত্র কর্ণ সেই শরণার্থী সৈন্যদিগের করুণ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া "ভীত হইও না" এইরূপ তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করত অর্জুনের দিকে গমন করিলেন ॥

সেই সময় অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভরতবংশীয়গণের মুখ্য মহারথী এবং সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের আনন্দবর্দ্ধনকারী কর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রকাশিত করিলেন ॥

প্রজ্বলিত বাণসমূহ ও দেদীপ্যমান ধনুর্ধারণকারী কর্ণের সেই বাণসমূহকে অর্জুন নিজ বাণসকলের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥

সেইরূপ অধিরথপুত্র কর্ণও প্রজ্বলিত তেজস্বী অর্জুনের বাণসমূহকে এবং তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্রকেই নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা নিবারণ করত বহু বাণবর্ষণ করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ॥

এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও মহারথী সাত্যকিও কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥

তখন রাধানন্দন কর্ণ নিজ বাণসমূহ বর্ষণের দ্বারা অর্জুনের

রথশক্তীঃ সমুৎক্ষিপ্য ভৃশং সিংহা ইবানদন্।
তা ভুজাগ্রৈর্মহাবেগা নিসৃষ্টা ভুজগোপমাঃ ॥ ৫৮
দীপ্যমানা মহাশক্ত্যো জগ্মু রাধিরথিং প্রতি।
তা নিকৃত্য শরব্রাতৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৫৯
ননাদ বলবান্ কর্ণঃ পার্থায় বিসৃজঞ্শরান্।
অর্জুনশ্চাপি রাধেয়ং বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥ ৬০
কর্ণাদবরজং বাণৈর্জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ততঃ শত্রুঞ্জয়ং হত্বা পার্থঃ ষড্ভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৬১
জহার সদ্যো ভল্লেন বিপাটস্য শিরো রথাৎ।
পশ্যতাং ধার্তরাষ্ট্রাণামেকেনৈব কিরীটিনা ॥ ৬২
প্রমুখে সূতপুত্রস্য সোদর্য্যা নিহতাস্ত্রয়ঃ।
ততো ভীমঃ সমুৎপত্য স্বরথাদ্ বৈনতেয়বৎ ॥ ৬৩
বরাসিনা কর্ণপক্ষান্ জঘান দশ পঞ্চ চ।
পুনস্তু রথমাস্থায় ধনুরাদায় চাপরম্ ॥ ৬৪
বিব্যাধ দশভিঃ কর্ণং সূতমশ্বাংশ্চ পঞ্চভিঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপ্যসিবরং চর্ম চাদায় ভাস্বরম্ ॥ ৬৫
জঘান চন্দ্রবর্মাণং বৃহৎক্ষত্রঞ্চ নৈষধম্।
ততঃ স্বরথমাস্থায় পাঞ্চাল্যোঽন্যচ্চ কার্মুকম্ ॥ ৬৬
আদায় কর্ণং বিব্যাধ ত্রিসপ্তত্যা নদন্ রণে।
শৈনেয়োঽপ্যন্যদাদায় ধনুরিন্দুসমদ্যুতিঃ ॥ ৬৭
সূতপুত্রং চতুঃষষ্ট্যা বিদ্ধ্বা সিংহ ইবানদৎ।
ভল্লাভ্যাং সাধুমুক্তাভ্যাং ছিত্ত্বা কর্ণস্য কার্মুকম্ ॥ ৬৮
পুনঃ কর্ণং ত্রিভির্বাণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
ততো দুর্য্যোধনো দ্রোণো রাজা চৈব জয়দ্রথঃ ॥ ৬৯
নিমজ্জমানং রাধেয়মুজ্জহ্রুঃ সাত্যকার্ণবাৎ।
পত্ত্যশ্বরথমাতঙ্গাস্ত্বদীয়াঃ শতশোঽপরে ॥ ৭০
কর্ণমেবাভ্যধাবন্ত ত্রাস্যমানাঃ প্রহারিণঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ ভীমশ্চ সৌভদ্রোঽর্জুন এব চ ॥ ৭১

বাণসকলকে নিবারণ করিয়া নিজের তিনটি বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নাদি তিন বীরেরই ধনুকও ছেদন করিলেন।

নিজেদের ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে বিষহীন সর্পের ন্যায় এই তিন শৌর্য্যশালী বীর রথ-শক্তি উত্তোলন করিয়া সিংহসদৃশ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন।

তারপর ইঁহাদের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সেই তীব্রবেগশালিনী সর্পাকারা তিনটি মহাশক্তি স্বীয় প্রভায় প্রকাশিত হইয়া কর্ণের দিকে গমন করিতে লাগিল।

কিন্তু বলবান্ কর্ণ সরলগামী তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা এই শক্তিত্রয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

তখন অর্জুনও রাধানন্দন কর্ণকে সাতটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিলেন।

তাহার পর সরলগামী ছয়টি বাণের দ্বারা শত্রুঞ্জয়কে সংহার করত একটি ভল্লের সাহায্যে রথে উপবিষ্ট বিপাটের মস্তক তৎক্ষণাৎ উড়াইয়া দিলেন।

এইরূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সাক্ষাতেই একমাত্র অর্জুন যুদ্ধে অগ্রবর্তী স্থলে সূতপুত্র কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করিলেন॥

তদনন্তর ভীমসেন গরুড়ের ন্যায় নিজ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটি বিশাল তরবারির দ্বারা কর্ণপক্ষের পনের জন যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন॥

পুনরায় তিনি নিজের রথে উপবেশন করিয়া অপর একটি ধনু হস্তে গ্রহণ করত দশটি বাণের দ্বারা কর্ণকে ও পাঁচটি বাণের দ্বারা তাঁহার সারথি এবং অশ্বগণকেও বিদ্ধ করিলেন॥

ধৃষ্টদ্যুম্নও শ্রেষ্ঠ খড়্গ ও উজ্জ্বল ঢাল লইয়া চন্দ্রবর্ম্মা এবং নিষাধরাজ বৃহৎক্ষত্রকে সংহার করিলেন॥

তদনন্তর পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ রথে উপবেশন করিয়া অপর একটি ধনু হাতে লইয়া রণাঙ্গনে গর্জন করিতে করিতে তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন॥

এই সময় চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ সাত্যকি ও অপর একটি ধনু হাতে লইয়া সূতপুত্র কর্ণকে চৌষট্টিটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহ-সদৃশ গর্জন করিতে লাগিলেন॥

তারপর তিনি উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত দুইটি ভল্লের দ্বারা কর্ণের ধনু ছেদন করিয়া পুনরায় তিনটি বাণে কর্ণের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে গুরুতর আঘাত করিলেন॥

তখন দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য ও রাজা জয়দ্রথ নিমজ্জমান কর্ণকে সাত্যকিরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন।

সেই সময় আপনার সৈন্যদের মধ্যে অন্য শত শত পদাতি, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী যোদ্ধারা সাত্যকির ভয়ে ভীত হইয়া কর্ণেরই পশ্চাদ্ভাগে দৌড়াইয়া যাইল।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিং জুগুপূ রণে।
এবমেষ মহারৌদ্রঃ ক্ষয়ার্থং সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৭২
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ত্যক্ত্বা প্রাণানভূদ্ রণঃ।
পদাতিরথনাগাশ্বা গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥ ৭৩
রথিনো নাগপত্ত্যশ্বৈ রথপত্তী রথ-দ্বিপৈঃ।
অশ্বৈরশ্বা গজৈর্নাগা রথিনো রথিভিঃ সহ ॥ ৭৪
সংযুক্তাঃ সমদৃশ্যন্ত পত্তয়শ্চাপি পত্তিভিঃ।
এবং সুকলিলং যুদ্ধমাসীৎ ক্রব্যাদহর্ষণম্।
মহদ্ভিস্তৈরভীতানাং যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্ ॥ ৭৫
ততো হতা নর-রথ-বাজি-কুঞ্জরৈ-
রনেকশো দ্বিপ-রথ-পত্তি-বাজিনঃ।
গজৈর্গজা রথিভিরুদায়ুধা রথা
হয়ৈর্হয়াঃ পত্তিগণৈশ্চ পত্তয়ঃ ॥ ৭৬

রথৈর্দ্বিপা দ্বিরদবরৈর্মহাহয়া
হয়ৈর্নরা বররথিভিশ্চ বাজিনঃ।
নিরস্তজিহ্বাদশনেক্ষণাঃ ক্ষিতৌ
ক্ষয়ং গতাঃ প্রমথিতবর্মভূষণাঃ ॥ ৭৭
তথা পরৈর্বহুকরণৈরায়ুধৈ-
র্হতা গতাঃ প্রতিভয়দর্শনাঃ ক্ষিতিম্।
বিপোথিতা হয়-গজপাদতাড়িতা
ভৃশাকুলা রথমুখনেমিভিঃ ক্ষতাঃ ॥৭৮
প্রমোদনে শ্বাপদ-পক্ষি-রক্ষসাং
জনক্ষয়ে বর্ত্ততি তত্র দারুণে।
মহাবলাস্তে কুপিতাঃ পরস্পরং
নিষূদয়ন্তঃ প্রবিচেরুরোজসা ॥ ৭৯

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অভিমন্যু, অর্জুন, নকুল ও সহদেব রণাঙ্গনে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এইরূপ আপনার ও শত্রুপক্ষের মধ্যে সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের বিনাশের জন্য তাঁহারা পরস্পর প্রাণের মায়া না করিয়াই যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

পদাতি, রথ, হস্তী ও অশ্বগণ ক্রমশঃ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রথী যোদ্ধা হস্তী, পদাতি ও অশ্বগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল। রথী ও পদাতি সৈন্যরা রথী ও হস্তী সৈন্যদের সম্মুখীন হইল।

অশ্বসকলের সহিত অশ্বগণ, হস্তীদিগের সহিত হস্তীরা, রথী বীরগণের সহিত রথী বীরগণ এবং পদাতি সৈন্যদের সহিত পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধ করিতেছে দেখা যাইল।

এইভাবে সেই নির্ভীক সৈন্যগণের বিশেষ শক্তিশালী বিপক্ষ যোদ্ধাদের সহিত অতিশয় নিদারুণ যুদ্ধ হইতেছিল, যাহা কাঁচা মাংসখাদক পশু-পক্ষী ও পিশাচগণেরই হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল এবং যমরাজ্যের বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৭১-৭৫

সেই সময় পদাতি, রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা বহুসংখ্যক গজারোহী, রথারোহী, পদাতি ও অশ্বারোহী যোদ্ধা নিহত হইল। হাতীরা হাতীদিগকে, রথী সৈন্যগণ অস্ত্র উত্তোলনকারী রথী সৈন্যদিগকে, অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী সৈন্যবৃন্দকে এবং পদাতি যোদ্ধাগণ পদাতি যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৭৬

রথীরা হাতীদিগকে, গজরাজগণ বড় বড় অশ্ববৃন্দকে, অশ্বারোহী সৈন্যসকল পদাতি সৈন্যগণকে এবং শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। তখন ইহাদের জিহ্বা, দন্ত ও নেত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কবচ ও ভূষণসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ঐ সকল যোদ্ধারা ভূতলে পতিত হইল ॥ ৭৭

শত্রুগণের নিকট বহু যুদ্ধ সামগ্রী ছিল। তাহাদের হাতে বহু অস্ত্রও ছিল। তাহাদের দ্বারা নিহত হইয়া ভূপতিত সৈন্যরা অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখাইতে ছিল। বহুসংখ্যক যোদ্ধা হাতী ও অশ্বগণের দ্বারা আহত হইয়া ধরাতলে পতিত ছিলেন। বহু বড় বড় রথসকলের চক্রসমূহের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যোদ্ধারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ৭৮

সেখানে এই ভয়ঙ্কর জনসংহার হিংস্রক জন্তু, পক্ষী ও রাক্ষসগণকেই আনন্দদান করিতেছিল। এই যুদ্ধে মহাবলশালী বীরবর যোদ্ধারা কুপিত হইয়া পরস্পরকে অস্ত্রপ্রহারে বধ করিতে করিতে সবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

ততো বলে ভৃশলুলিতে পরস্পরং
নিরীক্ষমাণে রুধিরৌঘসম্প্লুতে।
দিবাকরেঽস্তংগিরিমাস্থিতে শনৈ-
রুভে প্রয়াতে শিবিরায় ভারত ॥ ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি দ্বাদশদিবসাবহারে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

ভরতনন্দন! উভয়পক্ষের সৈন্যগণই তখন গুরুতর আহত হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পরস্পরের দিকে তাকাইতেছিল। এই সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষের সৈন্যরাই ধীরে ধীরে নিজেদের শিবির অভিমুখে গমন করিল।৮০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণ-পর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে দ্বাদশদিবসের যুদ্ধবিরতির পর শিবির অভিমুখে প্রস্থানবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(অভিমন্যুবধপর্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[দুর্য্যোধনস্য তিরস্কারঃ, দ্রোণাচার্য্যস্য প্রতিজ্ঞা, অভিমন্যুবধস্য সংক্ষিপ্তবিবরণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
পূর্বমস্মাস্থ ভগ্নেষু ফাল্গুনেনামিতৌজসা।
দ্রোণে চ মোঘসঙ্কল্পে রক্ষিতে চ যুধিষ্ঠিরে ॥ ১
সর্বে বিধ্বস্তকবচাস্তাবকা যুধি নির্জিতাঃ।
রজস্বলা ভৃশোদ্বিগ্না বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ২
অবহারং ততঃ কৃত্বা ভারদ্বাজস্য সম্মতে।
লব্ধলক্ষ্যৈঃ শরৈর্ভিন্না ভৃশাবহসিতা রণে ॥ ৩

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের তিরস্কার, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিজ্ঞা এবং অভিমন্যু বধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! যখন অমিততেজস্বী অর্জ্জুন পূর্ব্বেই আমাদের সকলকে তাড়াইয়া দিলেন, দ্রোণাচার্য্যের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকিয়া যাইলেন, তখন আপনার সমস্ত সৈন্যরা দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি অনুসারে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল এবং চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে শিবির অভিমুখে গমন করিল। ইহারা সকলেই তখন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধুলিতে পরিপূর্ণ ছিল। ইহাদের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া ইহারা সেই সময় রণাঙ্গনে অত্যন্ত উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল। ১-৩

শ্লাঘমানেষু ভূতেষু ফাল্গুনস্যামিতান্ গুণান্।
কেশবস্য চ সৌহার্দে কীর্ত্যমানেঽর্জুনং প্রতি ॥ ৪
অভিশস্তা ইবাভূবন্ ধ্যানমূকত্বমাস্থিতাঃ।
ততঃ প্রভাতসময়ে দ্রোণং দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ ॥ ৫
প্রণয়াদভিমানাচ্চ দ্বিষদ্বৃদ্ধ্যা চ দুর্মনাঃ।
শৃণ্বতাং সর্বযোধানাং সংরব্ধো বাক্যকোবিদঃ ॥ ৬

সমস্ত প্রাণীরা তখন অর্জ্জুনের অসংখ্য গুণাবলির প্রশংসা এবং তাঁহার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সৌহার্দ্দের কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ৪

সেই সময় আপনার মহারথীরা কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা তীব্র চিন্তা করিতে করিতে মূক (বোবা) হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদনন্তর প্রাতঃকালে দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট যাইয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৫

শত্রুদের অভ্যুদয়ে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের উপর ইঁহার হৃদয়ে অধিক প্রীতি ছিল। নিজের শৌর্য্যের উপর ইঁহার অভিমানও ছিল বেশী, তাই কুপিত হইয়া বাক্যালাপ করিতে নিপুণ রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত যোদ্ধাগণকে শ্রবণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

নূনং বয়ং বধ্যপক্ষে ভবতো দ্বিজসত্তম।
তথা হি নাগ্রহীঃ প্রাপ্তং সমীপেঽদ্য যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭
ইচ্ছতস্তে ন মুচ্যেত চক্ষুঃপ্রাপ্তো রণে রিপুঃ।
জিঘৃক্ষতো রক্ষ্যমাণঃ সামরৈরপি পাণ্ডবৈঃ ॥ ৮
বরং দত্ত্বা মম প্রীতঃ পশ্চাদ্ বিকৃতবানসি।
আশাভঙ্গং ন কুর্বন্তি ভক্তস্যার্য্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৯
ততোঽপ্রীতস্তথোক্তঃ সন্ ভারদ্বাজোঽব্রবীন্নৃপম্।
নার্হসে মাং তথা জ্ঞাতুং ঘটমানং তব প্রিয়ে ॥ ১০
সসুরাসুর-গন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগ-রাক্ষসাঃ।
নালং লোকা রণে জেতুং পাল্যমানং কিরীটিনা ॥ ১১
বিশ্বসৃগ্ যত্র গোবিন্দঃ পৃতনানীস্তথার্জুনঃ।
তত্র কস্য বলং ক্রামেদন্যত্র ত্র্যম্বকাৎ প্রভোঃ ॥ ১২
সত্যং তাত ব্রবীম্যদ্য নৈতজ্জাত্বন্যথা ভবেৎ।
অদ্যৈকং প্রবরং কঞ্চিৎ পাতয়িষ্যে মহারথম্ ॥ ১৩
তঞ্চ ব্যূহং বিধাস্যামি যোঽভেদ্যস্ত্রিদশৈরপি।
যোগেন কেনচিদ্ রাজন্নর্জুনস্তপনীয়তাম্ ॥ ১৪
ন হ্যজ্ঞাতমসাধ্যং বা তস্য সংখ্যেঽস্তি কিঞ্চন।
তেন হ্যুপাত্তং সকলং সর্বজ্ঞানমিতস্ততঃ ॥ ১৫
দ্রোণেন ব্যাহৃতে ত্বেবং সংশপ্তকগণাঃ পুনঃ।
আহ্বয়ন্নর্জুনং সংখ্যে দক্ষিণামভিতো দিশম্ ॥ ১৬
ততোঽর্জুনস্যাথ পরৈঃ সার্ধং সমভবদ্ রণঃ।
তাদৃশো যাদৃশো নান্যঃ শ্রুতো দৃষ্টোঽপি বা ক্বচিৎ ॥
তত্র দ্রোণেন বিহিতো ব্যূহো রাজন্ ব্যরোচত।
চরন্ মধ্যন্দিনে সূর্য্যঃ প্রতপন্নিব দুর্দ্দশঃ ॥ ১৮
তং চাভিমন্যুর্বচনাৎ পিতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভারত।
বিভেদ দুর্ভিদং সংখ্যে চক্রব্যূহমনেকধা ॥ ১৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার দৃষ্টিতে শত্রুবর্গের অন্তর্গত; ইহার কারণ হইল—রাজা যুধিষ্ঠির আপনার অত্যন্ত নিকটে আসিলেও আপনি তাহাকে বন্দী করেন নাই ॥ ৭

রণাঙ্গনে কোন শত্রু যদি আপনার দৃষ্টিপথে আসে এবং তাহাকে যদি আপনি ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন, তবে দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহাকে রক্ষা করিতে থাকিলেও সে আপনার নিকট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না ॥ ৮

আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রথমে আমাকে এই বর দিয়াছিলেন এবং পরে তাহার বিপরীত আচরণ করেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কোন প্রকারেই নিজদের ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না ॥ ৯

দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য অপ্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন—রাজন্! আমাকে এরূপ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মনে করা তোমার উচিত নহে। আমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তোমার প্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়া যাইতেছি ॥ ১০

কিন্তু একটি কথা তোমার স্মরণ করা কিরীটধারী অর্জুন রণাঙ্গনে যাহাকে রক্ষা করিবে, তাহাকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ এবং রাক্ষসগণের সহিত লোকসমূহও জয় করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১

যেখানে জগৎস্রষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেনানায়ক, সেখানে ত্রিলোচন ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্য কাহারও বল কার্য্য করিতে সমর্থ হয় ॥ ১২

বৎস! আজ আমি একটি সত্য কথা বলিব, যাহা কখনই মিথ্যা হইবে না। আজ আমি পাণ্ডবপক্ষের কোন এক শ্রেষ্ঠ মহারথীকে অবশ্যই বধ করিব ॥ ১৩

রাজন্! আজ আমি সেই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, যাহাকে দেবগণও ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না; কিন্তু যে কোন উপায়ে অর্জুনকে দূরে সরাইয়া লইয়া যাও ॥ ১৪

যুদ্ধসম্বন্ধে এরূপ কোন বিষয়ই নাই, যাহা অর্জুনের অজ্ঞাত অথবা অসাধ্য; কারণ, সে এই ভূলোকে ও স্বর্গলোকে যুদ্ধের সকল বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করিয়াছে ॥ ১৫

দ্রোণাচার্য্য এই কথা বলিলে পর পুনরায় সংশপ্তকগণ দক্ষিণ দিকে যাইয়া অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেখানে অর্জুনের শত্রুগণের সহিত এরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, যেরূপ সংগ্রাম অন্য কোথাও আর হইয়াছে বলিয়া দেখা ও শোনা যায় নাই ॥ ১৭

রাজন্! সেই সময় সেখানে দ্রোণাচার্য্য যে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা মধ্যাহ্নকালে বিচরণকারী সূর্য্যতুল্য শত্রুদিগকে সন্তাপদান করিতে করিতে শোভা পাইতেছিল এই ব্যূহ এরূপ বিস্তৃত ছিল, যাহাকে দর্শন করাই কঠিন ছিল ॥ ১৮

ভারত! যদিও সেই চক্রব্যূহকে ভেদ করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য ছিল, তথাপি বীর অভিমন্যু পিতা অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় সেই ব্যূহকে বারংবার ভেদ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

স কৃত্বা দুষ্করং কর্ম হত্বা বীরান্ সহস্রশঃ।
ষট্‌সু বীরেষু সংসক্তো দৌঃশাসনিবশং গতঃ ॥ ২০
সৌভদ্রঃ পৃথিবীপাল জহৌ প্রাণান্ পরন্তপঃ।
বয়ং পরমসংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ শোককর্শিতাঃ।
সৌভদ্রে নিহতে রাজন্নবহারমকুর্মহি ॥ ২১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

পুত্রং পুরুষসিংহস্য সঞ্জয়াপ্রাপ্তযৌবনম্।
রণে বিনিহতং শ্রুত্বা ভৃশং মে দীর্য্যতে মনঃ ॥ ২২
দারুণঃ ক্ষত্রধর্ম্মোঽয়ং বিহিতো ধর্মকর্তৃভিঃ।
যত্র রাজ্যেপ্সবঃ শূরা বালে শস্ত্রমপাতয়ন্ ॥ ২৩
বালমত্যন্তসুখিনং বিচরন্তমভীতবৎ।
কৃতাস্ত্রা বহবো জঘ্নুর্ব্রূহি গাবল্‌গণে কথম্ ॥ ২৪

অভিমন্যু এই দুষ্কর কার্য্য করিয়া সহস্র সহস্র বীরকে বধ করিয়াছিলেন এবং শেষে ছয় বীরের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে থাকিয়া দুঃশাসনের পুত্রহস্তে নিহত হন। ২০

ভূপাল! শত্রুতাপন সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু যখন প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন আমাদের সকলের অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং পাণ্ডবগণ শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজন্! সুভদ্রাকুমার নিহত হইবার পর আমরা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলাম। ২১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের এই পুত্র এখনও যুবক অবস্থা প্রাপ্ত হয়নি। সে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ২২

ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে অত্যন্ত কঠোর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে ধর্ম্মে থাকিয়া রাজ্যলোভী বীর পুরুষগণ এক বালকের উপর অস্ত্রসকল প্রহার করিলেন। ২৩

সঞ্জয়! সেই অতিশয় আনন্দিত বালক অভিমন্যু যখন নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময় অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বহুসংখ্যক বীর তাহাকে কিভাবে বধ করিলেন—ইহা আমাকে বল। ২৪

বিভিৎসতা রথানীকং সৌভদ্রেণামিতৌজসা।
বিক্রীড়িতং যথা সংখ্যে তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥২৫

সঞ্জয় উবাচ।

যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সৌভদ্রস্য নিপাতনম্।
তৎ তে কাৎস্ন্যেন বক্ষ্যামি শৃণু রাজন্ সমাহিতঃ ॥২৬
বিক্রীড়িতং কুমারেণ যথানীকং বিভিৎসতা।
আরুগ্নাশ্চ যথা বীরা দুঃসাধ্যাশ্চাপি বিপ্লবে ॥২৭
দাবাগ্ন্যভিপরীতানাং ভূরিগুল্মতৃণদ্রুমে।
বনৌকসামিবারণ্যে ত্বদীয়ানামভূদ্ ভয়ম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধসংক্ষেপকথনে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

সঞ্জয়! অমিততেজস্বী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু রণাঙ্গনে রথী সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছায় যেরূপে যুদ্ধে খেলা করিবার ন্যায় বিচরণ করিতেছিল, তাহা আমাকে বল। ২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর যে মৃত্যু সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমি আপনাকে বলিব। রাজন্! একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। ২৬

আপনার সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিবার ইচ্ছায় কুমার অভিমন্যু যেরূপে রণক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং সেই প্রলয়ঙ্কর সংগ্রামমধ্যে যেরূপ দুর্জ্জয় বীরগণেরও সন্তাপকারক হইয়াছিলেন, তাহা সবই বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২৭

যেরূপ প্রচুর লতা-গুল্ম, ঘাস-পাতা ও বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ বনে দাবানল-পরিবৃত বনবাসীরা মহা ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ অভিমন্যুর নিকট হইতেও আপনার সৈন্যদের মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুবধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা-বিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সঞ্জয়েনাভিমন্যোঃ প্রশংসা তথা দ্রোণাচার্য্যকর্তৃকং চক্রব্যূহনির্ম্মাণম্।)

সঞ্জয় উবাচ।

সমরেঽত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ কর্ম্মভির্ব্যঞ্জিতশ্রমাঃ।
সকৃষ্ণাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ দেবৈরপি দুরাসদাঃ॥ ১

সত্ত্বকর্ম্মান্বয়ৈর্বুদ্ধ্যা কীর্ত্ত্যা চ যশসা শ্রিয়া।
নৈব ভূতো ন ভবিতা নৈব তুল্যগুণঃ পুমান্॥ ২

সত্যধর্ম্মরতো দান্তো বিপ্রপূজাদিভির্গুণৈঃ।
সদৈব ত্রিদিবং প্রাপ্তো রাজা কিল যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৩

যুগান্তে চান্তকো রাজন্ জামদগ্ন্যশ্চ বীর্য্যবান্।
রথস্থো ভীমসেনশ্চ কথ্যন্তে সদৃশাস্ত্রয়ঃ॥ ৪

প্রতিজ্ঞাকর্ম্মদক্ষস্য রণে গাণ্ডীবধন্বনঃ।
উপমাং নাধিগচ্ছামি পার্থস্য সদৃশীং ক্ষিতৌ॥ ৫

গুরুবাৎসল্যমত্যন্তং নৈভৃত্যং বিনয়ো দমঃ।
নকুলেঽপ্রাতিরূপ্যঞ্চ শৌর্য্যঞ্চ নিয়তানি ষট্॥ ৬

শ্রুতগাম্ভীর্য্যমাধুর্য্যসত্যরূপপরাক্রমৈঃ।
সদৃশো দেবয়োর্বীরঃ সহদেবঃ কিলাশ্বিনোঃ॥ ৭

যে চ কৃষ্ণে গুণাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ডবেষু চ যে গুণাঃ।
অভিমন্যৌ কিলৈকস্থা দৃশ্যন্তে গুণসঞ্চয়াঃ॥ ৮

যুধিষ্ঠিরস্য বীর্য্যেণ কৃষ্ণস্য চরিতেন চ।
কর্ম্মভির্ভীমসেনস্য সদৃশো ভীমকর্ম্মণঃ॥ ৯

ধনঞ্জয়স্য রূপেণ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ।
বিনয়াৎ সহদেবস্য সদৃশো নকুলস্য চ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অভিমন্যুমহং সূত সৌভদ্রমপরাজিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি কার্ৎস্ন্যেন কথমায়োধনে হতঃ॥ ১১

সঞ্জয় উবাচ।

স্থিরো ভব মহারাজ শোকং ধারয় দুর্ধরম্।
মহান্তং বন্ধুনাশং তে কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু॥ ১২

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[সঞ্জয়কর্তৃক অভিমন্যুর প্রশংসা এবং দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণসহ পঞ্চ পাণ্ডব দেবগণের পক্ষেও দুর্জ্জয়। তাঁহারা রণাঙ্গণে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ছিলেন। ইঁহাদের কর্ম্মসকলের দ্বারাই ইঁহাদের পরিশ্রম অভিব্যক্ত হয়॥ ১

সত্ত্বগুণ, কর্ম্ম, কুল, বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশ ও শ্রীর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের তুল্য অন্য কোন দ্বিতীয় পুরুষ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না॥ ২

সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় এই রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপূজাদি বহু সদ্গুণসমূহের সর্ব্বদা স্বর্গ-লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন॥ ৩

রাজন্! প্রলয়কালে যমরাজ, পরাক্রমশালী পরশুরাম ও রথে উপবিষ্ট ভীমসেন—ইঁহারা তিনজনেই সমান বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন॥ ৪

রণাঙ্গণে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে নিপুণ, গাণ্ডীবধারী কুন্তি-কুমার অর্জ্জুনের পক্ষে যোগ্য উপমা আমি এ জগতে দেখিতে পাইতেছি না॥ ৫

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর অত্যন্ত ভক্তিমান্, নিজের পরাক্রম প্রকাশ না করা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, অতুলনীয় রূপ ও শৌর্য্য—এই ছয়টি গুণ নকুলে নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান আছে॥ ৬

বেদাধ্যয়ন, গাম্ভীর্য্য, মধুরতা, সত্য, রূপ ও পরাক্রমের দৃষ্টিতে বীর সহদেব সর্ব্বথা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য—এই কথা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে॥ ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে সমস্ত ভাস্বর গুণাবলি আছে এবং পাণ্ডব-গণের মধ্যে যেসব গুণাবলি আছে, সেই সমস্ত গুণসমুদায়ই একাকী অভিমন্যুর মধ্যে নিশ্চিতরূপে দেখা যায়॥ ৮

যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণের উত্তম চরিত্র এবং ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীমসেনের বীরোচিত কর্ম্মসমূহের তুল্য অভিমন্যুর পরাক্রম, চরিত্র ও কর্ম্ম॥ ৯

তিনি রূপ, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানে অর্জ্জুনের সমান এবং বিনয়ে নকুল ও সহদেবের তুল্য ছিলেন॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! আমি অপরাজিত বীর সুভদ্রা-কুমার অভিমন্যুর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। যুদ্ধে সে কিরূপে নিহত হইল? ১১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনি স্থির হউন এবং ধারণ করা কঠিন হইলেও সেই শোককে আপনি হৃদয়ে ধারণ

চক্রব্যূহো মহারাজ আচার্য্যেণাভিকল্পিতঃ।
তত্র শক্রোপমাঃ সর্বে রাজানো বিনিবেশিতাঃ ॥ ১৩
অরাস্থানেষু বিন্যস্তাঃ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চসঃ।
সঙ্ঘাতো রাজপুত্রাণাং সর্বেষামভবৎ তদা ॥ ১৪
কৃতাভিসময়াঃ সর্বে সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ।
রক্তাম্বরধরাঃ সর্বে সর্বে রক্তবিভূষণাঃ ॥ ১৫
সর্বে রক্তপতাকাশ্চ সর্বে বৈ হেমমালিনঃ।
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গাঃ স্রগ্বিণঃ সূক্ষ্মবাসসঃ ॥১৬
সহিতাঃ পর্য্যধাবন্ত কাঙ্ক্ষিং প্রতি যুযুৎসবঃ।
তেষাং দশ সহস্রাণি বভূবুর্দৃঢ়ধন্বিনাম্ ॥১৭
পৌত্রং তব পুরস্কৃত্য লক্ষ্মণং প্রিয়দর্শনম্।
অন্যোন্যসমদুঃখাস্তে অন্যোন্যসমসাহসাঃ ॥ ১৮
অন্যোন্যং স্পর্ধমানাশ্চ অন্যোন্যস্য হিতে রতাঃ।
দুর্য্যোধনস্তু রাজেন্দ্র সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৯
কর্ণ-দুঃশাসন-কৃপৈর্বৃতো রাজা মহারথৈঃ।
দেবরাজোপমঃ শ্রীমান্ শ্বেতচ্ছত্রাভিসংবৃতঃ ॥ ২০
চামরব্যজনক্ষেপৈরুদয়ন্নিব ভাস্করঃ।
প্রমুখে তস্য সৈন্যস্য দ্রোণোঽবস্থিতনায়কঃ ॥ ২১
সিন্ধুরাজস্তথাতিষ্ঠচ্ছ্রীমান্ মেরুরিবাচলঃ।
সিন্ধুরাজস্য পার্শ্বস্থা অশ্বত্থামপুরোগমাঃ ॥ ২২
সুতাস্তব মহারাজ ত্রিংশৎত্রিদশসন্নিভাঃ।
গান্ধাররাজঃ কিতবঃ শল্যো ভূরিশ্রবাস্তথা ॥ ২৩
পার্শ্বতঃ সিন্ধুরাজস্য ব্যরাজন্ত মহারথাঃ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ২৪
তাবকানাং পরেষাঞ্চ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি চক্রব্যূহনির্মাণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

করুন। আমি আপনার নিকট বন্ধু-বান্ধবগণের সামগ্রিক বিনাশের কথা বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন ॥ ১২

রাজন্! আচার্য্য দ্রোণ যে চক্রব্যূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত রাজগণকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল ॥ ১৩

ইহার অরাস্থানসমূহে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী রাজকুমারগণ দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই সময় সেখানে সমস্ত রাজকুমারগণের একটি সমবায় উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১৪

ইহারা সকলেই প্রাণ থাকিতে যুদ্ধ ত্যাগ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের ধ্বজ সুবর্ণনির্মিত ছিল। ইহারা সকলেই রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং রক্তবর্ণ ভূষণসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

সকলের রথের উপর রক্তবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল। সকলে স্বর্ণের মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন; সকলের শরীরে চন্দন ও অগুরু লেপন করা হইয়াছিল এবং পুষ্পমাল্যে শোভিত ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ১৬

এই সকল রাজপুত্র যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন। সুদৃঢ়-ধনুর্ধারণকারী এই বীরগণের সংখ্যা ছিল দশ হাজার ॥ ১৭

ইহারা আপনার প্রিয়দর্শন পৌত্র লক্ষ্মণকে অগ্রে করিয়া ধাবিত হইলেন। ইহারা সকলে পরস্পরের দুঃখ সমভাবে বুঝিতেন এবং সকলেই সমান সাহসী ছিলেন ॥ ১৮

ইহারা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করিতে ও পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন। রাজেন্দ্র! রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যের মধ্যভাগে বিরাজমান ছিলেন ॥ ১৯

তাঁহার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হইয়াছিল। তিনি কর্ণ, দুঃশাসন ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথী বীরগণে পরিবৃত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২০

ইহার উভয় দিকে চামরব্যজন করা হইতেছিল। তখন তিনি উদয়কালীন সূর্য্যতুল্য শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে দ্রোণাচার্য্য দণ্ডায়মান ছিলেন ॥ ২১

সেই স্থানে সিন্ধুরাজ শ্রীমান্ জয়দ্রথও মেরু পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার পার্শ্বভাগে অশ্বত্থামাদি মহারথীরা বিদ্যমান ছিলেন ॥ ২২

মহারাজ! দেবতুল্যসুশোভিত আপনার ত্রিশ জন পুত্র, পাশাখেলায় নিপুণ গান্ধাররাজ শকুনি, শল্য এবং ভূরিশ্রবা—এই সব মহারথী বীরবৃন্দ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পার্শ্বভাগে সুশোভিত ছিলেন।

তদনন্তর "মরণের পরই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব" এরূপ নিশ্চয় করিয়া আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা সকলেরই রোমাঞ্চকর ছিল ॥ ২৩-২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে চক্রব্যূহ-নির্মাণবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরাভিমন্যুসংবাদঃ, ব্যূহভেদায়াভিমন্যোঃ প্রতিজ্ঞা চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তদনীকমনাধৃষ্যং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্।
পার্থাঃ সমভ্যবর্তন্ত ভীমসেনপুরোগমাঃ॥ ১

সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
কুন্তিভোজশ্চ বিক্রান্তো দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।
আর্জুনিঃ ক্ষত্রধর্মা চ বৃহৎক্ষত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
চেদিপো ধৃষ্টকেতুশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ ঘটোৎকচঃ॥ ৩

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ।
উত্তমৌজাশ্চ দুর্দ্ধর্ষো বিরাটশ্চ মহারথঃ॥ ৪

দ্রৌপদেয়াশ্চ সংরব্ধাঃ শৈশুপালিশ্চ বীর্য্যবান্।
কেকয়াশ্চ মহাবীর্য্যাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ সহস্রশঃ॥ ৫

এতে চান্যে চ সগণাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
সমভ্যধাবন্ সহসা ভারদ্বাজং যুযুৎসবঃ॥ ৬

সমীপে বর্তমানাংস্তান্ ভারদ্বাজোঽতিবীর্য্যবান্।
অসম্ভ্রান্তঃ শরৌঘেণ মহতা সমবারয়ৎ॥ ৭

মহৌঘঃ সলিলস্যেব গিরিমাসাদ্য দুর্ভিদম্।
দ্রোণং তে নাভ্যবর্তন্ত বেলামিব জলাশয়াঃ॥ ৮

পীড্যমানাঃ শরৈ রাজন্ দ্রোণচাপবিনিঃসৃতৈঃ।
ন শেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং ভারদ্বাজস্য পাণ্ডবাঃ॥ ৯

তদদ্ভুতমপশ্যাম দ্রোণস্য ভুজয়োর্বলম্।
যদেনং নাভ্যবর্তন্ত পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ॥ ১০

তমায়ান্তমভিক্রুদ্ধং দ্রোণং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ।
বহুধা চিন্তয়ামাস দ্রোণস্য প্রতিবারণম্॥ ১১

অশক্যং তু তমন্যেন দ্রোণং মত্বা যুধিষ্ঠিরঃ।
অবিষহ্যং গুরুং ভারং সৌভদ্রং সমবাসৃজৎ॥ ১২

বাসুদেবাদনবরং ফাল্গুনাচ্চামিতৌজসম্।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নমভিমন্যুমিদং বচঃ॥ ১৩

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যুর পরস্পর আলোচনা এবং ব্যূহভেদ করিবার জন্য অভিমন্যুর প্রতিজ্ঞা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক সুরক্ষিত এই দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীকে ভীমসেন প্রভৃতি কুন্তীপুত্রগণ সম্মুখসমরে আক্রমণ করিলেন॥১

সাত্যকি, চেকিতান, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, পরাক্রমশালী কুন্তিভোজ, মহারথী দ্রুপদ, অভিমন্যু, ক্ষত্রধর্মা, শক্তিশালী বৃহৎক্ষত্র, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, ঘটোৎকচ, পরাক্রমশালী যুধামন্যু, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, দুর্ধর্ষ বীর উত্তমৌজা, মহারথী বিরাট, ক্রুদ্ধ দ্রৌপদীপুত্রগণ, বলবান্ শিশুপালপুত্র, মহাপরাক্রমশালী কেকয়রাজকুমারগণ এবং সহস্র সহস্র সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ-ইঁহারা ও অন্যান্য অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং রণদুর্মদ বহুসংখ্যক বীরগণ নিজ দলবলের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা সকলে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া সহসা দ্রোণাচার্য্যের উপর ধাবিত হইলেন। ২-৬

ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন, সুতরাং শত্রুগণের এই আক্রমণে তিনি অল্পও বিভ্রান্ত হইলেন না। তিনি নিকটে আগত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রভূত বাণসমূহ বর্ষণ করত আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ৭

যেরূপ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া জলের প্রবল প্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া যায় এবং সমুদ্র যেরূপ নিজের তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যরা দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ৮

রাজন্! দ্রোণাচার্য্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পাণ্ডব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না। ৯

সেই সময় আমরা দ্রোণাচার্য্যের বাহুদ্বয়ের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তখন তাঁহার বাহুবল অতিক্রম করিয়া সৃঞ্জয়সহ সমস্ত পাঞ্চালবীরগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না। ১০

অতিশয় ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্যকে আসিতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার উপায় সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১১

সেই সময় দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখীন হওয়া অপরের পক্ষে অসম্ভব জানিয়া যুধিষ্ঠির এই দুঃসহ ও গুরুভার সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর উপর অর্পণ করিলেন। ১২

অমিততেজস্বী অভিমন্যু বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন

এত্য নো নার্জুনো গর্হেদ্ যথা তাত তথা কুরু।
চক্রব্যূহস্য ন বয়ং বিদ্মো ভেদং কথঞ্চন ॥ ১৪
ত্বং বার্জুনো বা কৃষ্ণো বা ভিন্দ্যাৎ প্রদ্যুম্ন এব বা।
চক্রব্যূহং মহাবাহো পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥ ১৫
অভিমন্যো বরং তাত যাচতাং দাতুমর্হসি।
পিতৄণাং মাতুলানাঞ্চ সৈন্যানাং চৈব সর্বশঃ ॥ ১৬
ধনঞ্জয়ো হি নস্তাত গর্হয়েদেত্য সংযুগাৎ।
ক্ষিপ্রমস্ত্রং সমাদায় দ্রোণানীকং বিশাতয় ॥১৭
অভিমন্যুরুবাচ।
দ্রোণস্য দৃঢ়মত্যুগ্রমনীকপ্রবরং যুধি।
পিতৄণাং জয়মাকাঙ্ক্ষন্নবগাহেঽবিলম্বিতম্ ॥ ১৮
উপদিষ্টো হি মে পিত্রা যোগোঽনীকবিশাতনে।
নোৎসহে হি বিনির্গন্তুমহং কস্যাঞ্চিদাপদি ॥ ১৯
যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভিন্ধ্যনীকং যুধাং শ্রেষ্ঠ দ্বারং সঞ্জনয়স্ব নঃ।
বয়ং ত্বানুগমিষ্যামো যেন ত্বং তাত যাস্যসি ॥ ২০
ধনঞ্জয়সমং যুদ্ধে ত্বাং বয়ং তাত সংযুগে।
প্রণিধায়ানুযাস্যামো রক্ষন্তঃ সর্বতোমুখাঃ ॥ ২১
ভীম উবাচ।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ সাত্যকিঃ।
পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাস্তথা সর্বে প্রভদ্রকাঃ ॥ ২২
সকৃদ্ ভিন্নং ত্বয়া ব্যূহং তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ।
বয়ং প্রধ্বংসয়িষ্যামো নিঘ্নমানা বরান্ বরান্ ॥ ২৩
অভিমন্যুরুবাচ।
অহমেতৎ প্রবেক্ষ্যামি দ্রোণানীকং দুরাসদম্।
পতঙ্গ ইব সংক্রুদ্ধো জ্বলিতং জাতবেদসম্ ॥ ২৪
তৎ কর্মাদ্য করিষ্যামি হিতং যদ্ বংশয়োর্দ্বয়োঃ।
মাতুলস্য চ যৎ প্রীতিং করিষ্যতি পিতুশ্চ মে ॥ ২৫

অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন (কম) ছিলেন না। তিনি শত্রু-বীরগণকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৩

বৎস! সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া অর্জুন যাহাতে আমাদের নিন্দা না করে (অর্থাৎ আমাদের সকলকে অসমর্থ না বলিতে পারে), সেইরূপ কার্য্য কর। আমরা ত' কেহই কোনরূপে চক্রব্যূহ ভেদ করিবার প্রক্রিয়া জানি না ॥ ১৪

মহাবাহো! তুমি, অর্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন—এই চারজনেই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ। পঞ্চম কোন যোদ্ধাই ইহাকে ভেদ করিতে জানে না ॥১৫

বৎস অভিমন্যু! তোমার পিতা ও মামার পক্ষের সমস্ত যোদ্ধারা এবং এই সকল সৈন্যরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। তুমিই ইহাদের বরদান করিবার যোগ্য ॥ ১৬

বৎস! যদি আমরা জয়লাভ না করি, তবে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অর্জুন আমাদিগের নিন্দা করিবে, অতএব তুমি শীঘ্রই অস্ত্রধারণ করত দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদিগকে বিনাশ কর ॥ ১৭

অভিমন্যু বলিলেন,—রাজন্! আমি আমার পিতৃবর্গের জয়লাভের আশা রাখিয়া রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সুদৃঢ় এবং শ্রেষ্ঠ সৈন্যদলের মধ্যে সত্বরই প্রবেশ করিব ॥ ১৮

পিতৃদেব আমাকে চক্রব্যূহ ভেদ করিবার বিধি বলিয়াছেন, কিন্তু কোনরূপে বিপন্ন হইয়া পড়িলে আমি সেই ব্যূহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিব না ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! তুমি ব্যূহকে ভেদ কর এবং আমাদের জন্য দ্বার প্রশস্ত করিয়া দাও। তাত! তারপর তুমি যে পথ দিয়া যাইবে, আমরা সকলে সেই পথ দিয়াই তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব।

বৎস! আমরা রণাঙ্গনে তোমাকে অর্জুনের তুল্য বলিয়াই মনে করি। আমরা সকলে আমাদের চিন্তা তোমার উপরেই রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করিতে করিতে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ২০-২১

ভীম বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার সহিত গমন করিব। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, পাঞ্চালদেশীয় যোদ্ধারা, কেকয়রাজকুমারগণ, মৎস্যদেশের সৈন্যসকল এবং প্রভদ্রকগণও তোমারই অনুসরণ করিবেন ॥ ২২

তুমি যেখানে যেখানে ব্যূহকে একবার ভেদ করিবে, সেখানে সেখানে আমরা মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া সেই ব্যূহকে বারংবার নষ্ট করিতে থাকিব ॥ ২৩

অভিমন্যু বলিলেন,—যেরূপ পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নির উপর পতিত হয়, সেইরূপ আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের দুর্গম সৈন্য-ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিব ॥ ২৪

আজ আমি এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব, যাহা পিতা ও

শিশুনৈকেন সংগ্রামে কাল্যমানানি সজ্ঘশঃ।
দ্রক্ষ্যন্তি সর্বভূতানি দ্বিষৎসৈন্যানি বৈ ময়া ॥ ২৬
নাহং পার্থেন জাতঃ স্যাং ন চ জাতঃ সুভদ্রয়া।
যদি মে সংযুগে কশ্চিজ্জীবিতো নাদ্য মুচ্যতে ॥ ২৭
যদি চৈকরথেনাহং সমগ্রং ক্ষত্রমণ্ডলম্।
ন করোম্যষ্টধা যুদ্ধে ন ভবাম্যর্জুনাত্মজঃ ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবং তে ভাষমাণস্য বলং সৌভদ্র বর্ধতাম্।
যৎ সমুৎসহসে ভেত্তুং দ্রোণানীকং দুরাসদম্ ॥ ২৯
রক্ষিতং পুরুষব্যাঘ্রৈর্মহেষ্বাসৈর্মহাবলৈঃ।
সাধ্য-রুদ্র-মরুত্তুল্যৈর্বস্বগ্ন্যাদিত্যবিক্রমৈঃ ॥ ৩০

সঞ্জয় উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা স যন্তারমচোদয়ৎ।
সুমিত্রাশ্বান্ রণে ক্ষিপ্রং দ্রোণানীকায় চোদয় ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপ্রতিজ্ঞায়াং পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

মাতা উভয়েরই বংশের পক্ষে হিতকর হইবে এবং মামা শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুন এই দুইজনকেই প্রসন্ন করিবে ॥ ২৫

যদিও আমি এখন বালক, তথাপি আজ সমস্ত প্রাণী দেখিবে যে, আমি একাকীই যুদ্ধে দলে দলে শত্রুগণকে সংহার করিতে থাকিব ॥ ২৬

যদি আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া কোনও সৈন্য জীবিত থাকিয়া যায়, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই এবং সুভদ্রাদেবীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করি নাই ॥ ২৭

যদি আমি একমাত্র রথের সহায়তায় সমস্ত ক্ষত্রিয়মণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না ফেলি, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুভদ্রানন্দন! এরূপ ওজস্বী বাক্য বলিতে বলিতে তোমার বল নিরন্তর বর্দ্ধিত হউক, কারণ, একমাত্র তুমিই দ্রোণাচার্যের দুর্গম সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবার উৎসাহ রাখ ॥ ২৯

দ্রোণাচার্য্যের এই সৈন্যগণ তাদৃশ মহাবলশালী মহাধনুর্দ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণকর্তৃক সুরক্ষিত, যাঁহারা সাধ্য, রুদ্র ও মরুদ্গণ তুল্য বলবান্ এবং বসু, অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ পরাক্রমশালী ॥৩০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু নিজের সারথিকে এই আদেশ করিলেন—সুমিত্র! তুমি অতি সত্বর অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণের দিকে চালনা কর ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর প্রতিজ্ঞাবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোরুৎসাহস্তেন চতুরঙ্গসেনায়া বধশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

সৌভদ্রস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজস্য ধীমতঃ।
অচোদয়ত যন্তারং দ্রোণানীকায় ভারত ॥ ১
তেন সংচোদ্যমানস্তু যাহি যাহীতি সারথিঃ।
প্রত্যুবাচ ততো রাজন্নভিমন্যুমিদং বচ ॥ ২
অতিভারোঽয়মায়ুষ্মন্নাহিতস্ত্বয়ি পাণ্ডবৈঃ।
সম্প্রধার্য্য ক্ষণং বুদ্ধ্যা ততস্ত্বং যোদ্ধুমর্হসি ॥ ৩

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর উৎসাহ এবং তাঁহার দ্বারা কৌরবগণের চতুরঙ্গিণী সৈন্যসংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু নিজের সারথিকে দ্রোণাচার্য্যের দিকে যাইতে আদেশ করিলেন ॥ ১

রাজন্! 'চল, চল' এই কথা বলিয়া অভিমন্যু বারংবার প্রেরিত করিতে থাকিলে সারথি সুমিত্র তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। প্রথমে আপনি ক্ষণকাল অবস্থান করত বুদ্ধি অনুসারে আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া লউন। তাহার পর যুদ্ধ করুন ॥ ৩

আচার্য্যো হি কৃতী দ্রোণঃ পরমাস্ত্রে কৃতশ্রমঃ।
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধস্ত্বং চাযুদ্ধবিশারদঃ॥ ৪
ততোঽভিমন্যুঃ প্রহসন্ সারথিং বাক্যমব্রবীৎ।
সারথে কো ন্বয়ং দ্রোণঃ সমগ্রং ক্ষত্রমেব বা॥ ৫
ঐরাবতগতং শক্রং সহামরগণৈরহম্।
অথবা রুদ্রমীশানং সর্ব্বভূতগণার্চিতম্।
যোধয়েয়ং রণমুখে ন মে ক্ষত্রেঽদ্য বিস্ময়ঃ॥ ৬
ন মমৈতদ্ দ্বিষৎসৈন্যং কলামর্হতি ষোড়শীম্।
অপি বিশ্বজিতং বিষ্ণুং মাতুলং প্রাপ্য সূতজ॥ ৭
পিতরং চার্জুনং যুদ্ধে ন ভীর্মামুপযাস্যতি।
অভিমন্যুশ্চ তাং বাচং কদর্থীকৃত্য সারথেঃ॥ ৮
যাহীত্যেবাব্রবীদেনং দ্রোণানীকায় মা চিরম্।
ততঃ সংনোদয়ামাস হয়ানাশু ত্রিহায়নান্॥ ৯
নাতিহৃষ্টমনাঃ সূতো হেমভাণ্ডপরিচ্ছদান্।
তে প্রেষিতাঃ সুমিত্রেণ দ্রোণানীকায় বাজিনঃ॥ ১০
দ্রোণমভ্যদ্রবন্ রাজন্ মহাবেগপরাক্রমম্।
তমুদীক্ষ্য তথায়ান্তং সর্ব্বে দ্রোণপুরোগমাঃ॥
অভ্যবর্তন্ত কৌরব্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ তমন্বয়ুঃ॥ ১১
স কর্ণিকারপ্রবরোচ্ছ্রিতধ্বজঃ
সুবর্ণবর্মার্জুনিরর্জুনাদ্ বরঃ।
যুযুৎসয়া দ্রোণমুখান্ মহারথান্
সমাসদৎ সিংহশিশুর্যথা দ্বিপান্॥ ১২
তে বিংশতিপদে যত্তাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে।
আসীদ্ গাঙ্গ ইবাবর্তো মুহূর্তমুদধাবিব॥ ১৩
শূরাণাং যুধ্যমানানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্।
সংগ্রামস্তুমুলো রাজন্ প্রাবর্তত সুদারুণঃ॥ ১৪
প্রবর্তমানে সংগ্রামে তস্মিন্নতিভয়ঙ্করে।
দ্রোণস্য মিষতো ব্যূহং ভিত্ত্বা প্রাবিশদার্জুনিঃ॥ ১৫

দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং উত্তম অস্ত্রসকলের অভ্যাসের জন্য তিনি অতিশয় পরিশ্রমও করিয়াছেন। এদিকে আপনি অতিশয় সুখে প্রিয়জনের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। যুদ্ধবিদ্যায় আপনি তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ নন্॥৪

তখন অভিমন্যু হাসিতে হাসিতে সারথিকে এই কথা বলিলেন,—সারথে! এই দ্রোণাচার্য্য বা এই সব ক্ষত্রিয়মণ্ডলের কথা আর কি বলিব, আমি ত' ঐরাবত হস্তীতে আরূঢ় সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্র কিংবা সকল প্রাণিগণের দ্বারা পূজিত ও সকলের ঈশ্বর রুদ্রদেবের সহিতও সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ; অতএব বর্ত্তমানে এই সব ক্ষত্রিয়বর্গের সহিত যুদ্ধ করাকে আমার আজ কোন বিস্ময়ই হইতেছে না॥ ৫-৬

শত্রুগণের এই সৈন্যবাহিনী আমার ষোল ভাগের একভাগও হইবে না। সূতপুত্র! বিশ্ববিজয়ী বিষ্ণুস্বরূপ মামা শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুনও যদি বিপক্ষরূপে আমার সম্মুখে আসেন, তথাপি আমার ভয় হইবে না॥ ৭

অভিমন্যু সারথির পূর্ব্বোক্ত বাক্য অবহেলা করিয়া তাহাকে বলিলেন—তুমি শীঘ্র দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদের দিকে চল॥ ৮

তখন সারথি সুবর্ণময় ভূষণে বিভূষিত ও তিন বৎসর বয়স্ক অশ্বদিগকে শীঘ্র চালাইয়া দিল। সেই সময় তাহার মন অধিক প্রসন্ন ছিল না॥ ৯

রাজন্! সারথি সুমিত্র কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যের দিকে প্রেরিত হইয়া মহাবেগশালী ও পরাক্রমী অশ্বগণ দ্রোণাচার্য্যের দিকে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিল॥ ১০

অভিমন্যুকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি কৌরব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাণ্ডব-যোদ্ধারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন॥ ১১

অভিমন্যুর উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ধ্বজ কর্ণিকার-বৃক্ষচিহ্নে সুশোভিত ছিল। তিনি সুবর্ণনির্ম্মিত কবচধারণ করিয়াছিলেন। এই অর্জুননন্দন অভিমন্যু নিজের পিতা অর্জুন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। যেরূপ সিংহশাবক হস্তীদের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অভিমন্যুও যুদ্ধের ইচ্ছায় দ্রোণাদি মহারথী বীরগণের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ১২

অভিমন্যু বিশ পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই যুদ্ধ করিতে উদ্যত দ্রোণাচার্য্যাদি যোদ্ধারা তাঁহার উপর অস্ত্রপ্রহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সময় এই সৈন্যগণ মধ্যে অভিমন্যু প্রবেশ করিতে যাইলে মুহূর্ত্তকালেই সৈন্যদের মধ্যে সেইরূপ সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া যাইল, যেরূপ সমুদ্রের সহিত গঙ্গার আবর্ত্তযুক্ত (ঘোলা) জলরাশির সঙ্ঘাত হইয়া থাকে॥ ১৩

রাজন্! যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাণঘাতী প্রহার করিতে করিতে সেই বীরগণের মধ্যে অত্যন্ত নিদারুণ ও ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যাইল॥ ১৪

যখন এই অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতেই অর্জুননন্দন অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন॥ ১৫

(তদভেদ্যমনাধৃষ্যং দ্রোণানীকং সুদুর্জ্জয়ম্।
ভিত্ত্বার্জ্জুনিরসম্ভ্রান্তো বিবেশাচিন্ত্যবিক্রমঃ ॥)
তং প্রবিষ্টং বিনিঘ্নন্তং শত্রুসঙ্ঘান্ মহাবলম্।
হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্ত্যোঘাঃ পরিবব্রুরুদায়ুধাঃ ॥ ১৬
নানাবাদিত্রনিনদৈঃ ক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টগর্জ্জিতৈঃ।
হুঙ্কারৈঃ সিংহনাদৈশ্চ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি নিঃস্বনৈঃ ॥ ১৭
ঘোরৈর্হলহলাশব্দৈর্মা গাস্তিষ্ঠৈহি মামিতি।
অসাবহমমুত্রেতি প্রবদন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৮
বৃংহিতৈঃ সিঞ্জিতৈর্হাসৈঃ করনেমিস্বনৈরপি।
সন্নাদয়ন্তো বসুধামভিদুদ্রুবুরার্জ্জুনিম্ ॥ ১৯
তেষামাপততাং বীরঃ শীঘ্রযোধী মহাবলঃ।
ক্ষিপ্রাস্ত্রো ন্যবধীদ্ রাজন্ মর্ম্মজ্ঞো মর্ম্মভেদিভিঃ ॥ ২০
তে হন্যমানা বিবশা নানালিঙ্গৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
অভিপেতুঃ সুবহুশঃ শলভা ইব পাবকম্ ॥ ২১
ততস্তেষাং শরীরৈশ্চ শরীরাবয়বৈশ্চ সঃ।
সন্তস্তার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং কুশৈর্ব্বেদিমিবাধ্বরে ॥ ২২
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণান্ সশরাসন-সায়কান্।
সাসি-চর্ম্মাঙ্কুশাভীষূন্ সতোমর-পরশ্বধান্ ॥২৩
সগদায়োগুড়-প্রাসান্ সর্ষ্টি-তোমর-পট্টিশান্।
সভিন্দিপালপরিঘান্ সশক্তিবরকম্পনান্ ॥ ২৪
সপ্রতোদ-মহাশঙ্খান্ সকুন্তান্ সকচগ্রহান্।
সমুদ্গরক্ষেপণীয়ান্ সপাশ-পরিঘোপমান্ ॥ ২৫
সকেয়ূরাঙ্গদান্ বাহূন্ হৃদ্যগন্ধানুলেপনান্।
সংচিচ্ছেদার্জ্জুনিস্তূর্ণং ত্বদীয়ানাং সহস্রশঃ ॥ ২৬
তৈ স্ফুরদ্ভির্মহারাজ শুশুভে ভূঃ সুলোহিতৈঃ।
পঞ্চাস্যৈঃ পন্নগৈশ্ছিন্নৈর্গরুড়েনেব মারিষ ॥ ২৭

(অভিমন্যুর পরাক্রম অচিন্তনীয় ছিল। তিনি কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই অত্যন্ত দুর্জ্জয় ও দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবূহ ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।)

ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে যুদ্ধরত মহাবল অভিমন্যুকে গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধারা অস্ত্রউত্তোলনপূর্ব্বক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ১৬

নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি, কোলাহল, চীৎকার, গর্জ্জন, হুঙ্কার, সিংহনাদ, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এরূপ শব্দ এবং হলাহল শব্দসহ 'যাইও না, দাঁড়াও, আমার নিকট এস, তোমার শত্রু আমি ত' এখানেই আছি' ইত্যাদি বাক্য বারংবার বলিতে বলিতে বীর সৈন্যগণ হস্তীদিগের চীৎকার, ঘুঙ্গুরের ঝন্ ঝন্ শব্দ, অট্টহাস্য, হস্ততালি-শব্দ এবং চক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক্ নিনাদিত করিতে করিতে অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৭-১৯

রাজন্! মহাবলশালী বীর অভিমন্যু দ্রুততার সহিত যুদ্ধ করিতে নিপুণ ছিলেন, ক্ষিপ্রতাসহকারে অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন এবং শত্রুগণের মর্ম্মস্থানসকল জানিতেন। তিনি নিজের দিকে আগত শত্রুসৈন্যদিগকে মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা বধ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

নানাপ্রকার চিহ্নসমূহে সুশোভিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের প্রহার খাইয়া সেই বহুসংখ্যক কৌরব-বীর বিবশ হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে থাকিলে তখন মনে হইতেছিল যে, পতঙ্গসকল দলে দলে আসিয়া যেন অগ্নিতে পতিত হইতেছে ॥ ২১

যেরূপ যজ্ঞে বেদীর উপর কুশ পাতা হইয়া থাকে, সেইরূপ অভিমন্যুও অতিসত্বর শত্রুগণের শরীরসকল ও বিভিন্ন অবয়বের দ্বারা সম্পূর্ণ রণভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

মহারাজ! অর্জ্জুনকুমার অভিমন্যু আপনার সহস্র সহস্র সৈন্যদের সেই বাহুসমূহকে দ্রুত ছেদন করিতে লাগিলেন, যে সকল বাহুর মধ্যে সুগন্ধযুক্ত চন্দন লেপন করা ছিল। বীরগণের এই হস্তসমূহে গোধার চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা বাঁধা ছিল, ধনু ও বাণ শোভা পাইতেছিল। কাহারও হাতে ঢাল, তরবারি, অঙ্কুশ ও অশ্বমুখরজ্জু আছে দেখা যাইল। কাহাদেরও হাতে তোমর এবং পরশু ছিল, কাহারও হাতে গদা, লোহার গোলা, প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শ্রেষ্ঠ শক্তি, কম্পন, প্রতোদ (চাবুক), মহাশঙ্খ ও কুন্ত—এসকল অস্ত্র আছে দেখা যাইতেছিল। কাহাদেরও হাতে শত্রুসকলের কচগ্রহ ধরা ছিল। কাহাদেরও হাতে মুদ্গর, ক্ষেপণযোগ্য আক্রান্ত অস্ত্রসকল, পাশ, পরিঘ এবং প্রস্তর-খণ্ড দেখা যাইল। বীরগণের এই সকল হস্ত কেয়ূর ও অঙ্গাদিভূষণসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ২৩-২৬

আদরণীয় মহারাজ! রক্তে আপ্লুত হইয়া কম্পমান এই সকল হস্তে রণভূমি সেইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ গরুড়-কর্ত্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন পঞ্চমুখবিশিষ্ট সর্পগণের দেহে আচ্ছাদিত হইয়া বসুধা শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ২৭

সুনাসাননকেশান্তৈরব্রণৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈঃ ক্রোধাৎ ক্ষরদ্ভিঃ শোণিতং বহু ॥ ২৮

স চারুমুকুটোষ্ণীষৈর্মণিরত্নবিভূষিতৈঃ।
বিনালনলিনাকারৈর্দিবাকরশশিপ্রভৈঃ ॥ ২৯

হিত-প্রিয়ংবদৈঃ কালে বহুভিঃ পুণ্যগন্ধিভিঃ।
দ্বিষচ্ছিরোভিঃ পৃথিবীং স বৈ তস্তার ফাল্গুনিঃ ॥ ৩০

গন্ধর্ব্বনগরাকারান্ বিধিবৎ কল্পিতান্ রথান্।
বীষামুখান্ দ্বিত্রিবেণূন্ ন্যস্তদণ্ডকবন্ধুরান্ ॥ ৩১

বিজঙ্ঘাকূবরাংস্তত্র বিনেমিদশনানপি।
বিচক্রোপস্করোপস্থান্ ভগ্নোপকরণানপি ॥ ৩২

প্রপাতিতোপস্তরণান্ হতযোধান্ সহস্রশঃ।
শরৈর্বিশকলীকুর্বন্ দিক্ষু সর্বাস্বদৃশ্যত ॥ ৩৩

পুনর্দ্বিপান্ দ্বিপারোহান্ বৈজয়ন্ত্যঙ্কুশ-ধ্বজান্।
তূণান্ বর্মাণ্যথো কক্ষ্যা গ্রৈবেয়াংশ্চ সকম্বলান্ ॥ ৩৪

ঘণ্টাঃ শুণ্ডাবিষাণাগ্রান্ ছত্রমালাঃ পদানুগান্।
শরৈর্নিশিতধারাগ্রৈঃ শাত্রবাণামশাতয়ৎ ॥ ৩৫

বনায়ুজান্ পর্বতীয়ান্ কাম্বোজানথ বাহ্লিকান্।
স্থিরবালধিকর্ণাক্ষান্ জবনান্ সাধুবাহিনঃ ॥ ৩৬

আরূঢ়ান্ শিক্ষিতৈর্যোধৈঃ শক্ত্যৃষ্টি-প্রাসযোধিভিঃ।
বিধ্বস্তচামরমুখান্ বিপ্রবিদ্ধপ্রকীর্ণকান্ ॥ ৩৭

নিরস্তজিহ্বানয়নান্ নিষ্কীর্ণান্ত্রযকৃদ্‌ঘনান্।
হতারোহাংশ্ছিন্নঘণ্টান্ ক্রব্যাদগণমোদকান্ ॥ ৩৮

নিকৃত্তচর্মকবচান্ শকৃন্মূত্রাসৃগাপ্লুতান্।
নিপাতয়ন্নশ্ববরাংস্তাবকান স ব্যরোচত ॥ ৩৯

যাহাদের সুন্দর নাসিকা, সুন্দর মুখ এবং সুন্দর কেশান্তভাগের অদ্ভুত শোভা যাইতেছিল, যাহাদের কোনরূপ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল না, মনোহর কুণ্ডলসমূহে যাহারা প্রকাশিত হইতেছিল, ক্রোধবশতঃ যাহাদের ওষ্ঠভাগ দাঁতের দ্বারা পিষ্ট ছিল, যাহারা অত্যধিক রক্তধারা বহন করিতেছিল, যাহাদের উপর মনোহর মুকুট ও পাগড়ী শোভা পাইতেছিল, যাহাদের প্রভা সূর্য্য ও চন্দ্রসদৃশ ছিল, যাহারা নীলরহিত প্রফুল্ল কমলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল, যাহারা মধ্যে মধ্যে প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিতেছিল, যাহাদের সংখ্যা ছিল বহু এবং যাহারা পবিত্র গন্ধে সুবাসিত ছিল, শত্রুগণের সেই সব মস্তকে অভিমন্যু সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮-৩০

এইরূপে অভিমন্যু স্বীয় বাণসমূহে শত্রুগণের গন্ধর্ব্বনগরতুল্য বিশাল ও বিধিপূর্ব্বক সুসজ্জিত বহুসংখ্যক রথকে খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। এই সকল রথের প্রধান ঈষাদণ্ড নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ত্রিবেণু চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। স্তম্ভদণ্ডসকল উৎপাটিত হইয়াছিল। ইহাদের বন্ধনসমূহ শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। এই সকল রথের জঙ্ঘা (নিম্নস্থান) এবং কূবর (জোয়াল রাখিবার কাষ্ঠ) ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। চক্রের উপরিভাগ ও অরা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। চক্র, উপস্কর ও বসিবার আসনসমূহ স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত সামগ্রী ও রথের অবয়ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রথের ছত্রী ও আবরণ ভূপাতিত হইয়াছিল এবং এই সব রথের সমস্ত যোদ্ধাই নিহত হইয়াছিল। এইরূপ সহস্র সহস্র রথের ধ্বজ উড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৩১-৩৩

রথসমূহকে নষ্ট করিয়া অভিমন্যু পুনরায় তীক্ষ্ণধার বাণসকলে শত্রুগণের বহু হস্তী, গজারোহী, ইহাদের পতাকা, অঙ্কুশ, ধ্বজ, তূণীর, কবচ, রজ্জু, কণ্ঠাভরণ, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দন্ত, ছত্র, মালা ও পাদরক্ষকগণকেও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪-৩৫

রাজন্! আপনার বনায়ুজ, পর্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লীকদেশীয় শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ—যাহারা পুচ্ছ, কর্ণ ও নেত্র নিশ্চল করিয়া ধাবিত হয়, যাহারা বেগবান্ ও আরোহীদের উত্তম কার্য্যের উপযোগী, যাহাদের উপর শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসের দ্বারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ সুশিক্ষিত যোদ্ধারা আরোহণ করিয়া আছেন, এই সব অশ্বদিগকে ধরাশায়ী করিতে করিতে একাকী বীর অভিমন্যু একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় অচিন্ত্য ও দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সকল অশ্বের মস্তক ও গলদেশে চামরের ন্যায় বড় বড় কেশসমূহ এবং মুখমণ্ডল বাণসকলের আঘাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহারা সকলেই তখন আহত হইয়া পড়িয়াছিল। বহু অশ্বের মস্তক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কতক অশ্বের জিহ্বা ও নেত্র বাহির হইয়া আসিয়াছিল, অন্ত্র ও যকৃৎ খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল এবং সকলেরই আরোহী যোদ্ধা নিহত হইয়াছিল। ইহাদের গলদেশের ঘুঙ্গুর বিছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সকল অশ্ব মৃত্যুর অধীনস্থ হইয়া মাংসভক্ষী প্রাণিগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। ইহাদের চামর ও কবচ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল এবং ইহারা মল, মূত্র ও রক্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল ॥

একো বিষ্ণুরিবাচিন্ত্যং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
তথা নির্মথিতং তেন ত্র্যঙ্গং তব বলং মহৎ ॥ ৪০
যথাসুরবলং ঘোরং ত্র্যম্বকেণ মহৌজসা।
কৃত্বা কর্ম রণেঽসহ্যং পরৈরাজু্র্নিরাহবে ॥ ৪১
অভিনচ্চ পদাত্যোঘাংস্ত্বদীয়ানেব সর্বশঃ।
এবমেকেন তাং সেনাং সৌভদ্রেণ শিতৈঃ শরৈঃ ৪২
ভৃশং বিপ্রহতাং দৃষ্ট্বা স্কন্দেনেবাসুরীং চমূম্।
ত্বদীয়াস্তব পুত্রাশ্চ বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ৪৩
সংশুষ্কাস্যাশ্চলন্নেত্রাঃ প্রস্বিন্না রোমহর্ষিণঃ।
পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে ॥ ৪৪
গোত্রনামভিরন্যোন্যং ক্রন্দন্তো জীবিতৈষিণঃ।
হতান্ পুত্রান্ পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ বন্ধূন্ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৪৫
প্রাতিষ্ঠন্ত সমুৎসৃজ্য ত্বরয়ন্তো হয়-দ্বিপান্ ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

যেরূপ মহাতেজস্বী ত্রিলোচন ভগবান্ রুদ্রদেব অসুরদের সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ অভিমন্যু রথ, হাতী ও অশ্ব—এই তিন অঙ্গযুক্ত আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥

এইরূপ অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু রণাঙ্গনে শত্রুগণের অসহ্য পরাক্রম করিয়া আপনার পদাতি যোদ্ধাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥

যেরূপ কার্ত্তিকেয় অসুরদিগের সৈন্যবাহিনীকে নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ একমাত্র সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সমস্ত কৌরব-সৈন্যদিগকে সর্ব্বপ্রকারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ সকলে ভীত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য ইঁহাদের মনে অল্পও উৎসাহ ছিল না ॥ ৩৬-৪৪

ইঁহারা জীবনের বাসনা লইয়া নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধবও সম্বন্ধিগণের গোত্র এবং নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পরস্পর ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। সেই সময় আপনার সৈন্যরা এতাদৃশ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা মৃত নিজেদের পুত্র, পিতৃতুল্য সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তি, ভ্রাতা, বন্ধু ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের অশ্ব ও হস্তীদিগকে অতিদ্রুত চালনা করিয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক ষট্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোঃ পরাক্রমস্তেনাশ্মকপুত্রস্য বধঃ, শল্যস্য মোহঃ, কৌরবসেনানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
তাং প্রভগ্নাং চমূং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রেণামিতৌজসা।
দুর্য্যোধনো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ স্বয়ং সৌভদ্রমভ্যয়াৎ। ১
ততো রাজানমাবৃত্তং সৌভদ্রং প্রতি সংযুগে।
দৃষ্ট্বা দ্রোণোঽব্রবীদ্ যোধান্ পরীপ্সধ্বং নরাধিপম্ ॥২
পুরাভিমন্যুর্লক্ষ্যং নঃ পশ্যতাং হন্তি বীর্য্যবান্।
তমাদ্রবত মা ভৈষ্ট ক্ষিপ্রং রক্ষত কৌরবম্। ৩

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পরাক্রম, তাঁহার দ্বারা অশ্মকপুত্রের সংহার, শল্যের মোহ এবং কৌরবসৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অমিততেজস্বী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু কৌরবসৈন্য বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া স্বয়ং দুর্য্যোধন সুভদ্রাকুমারের সহিত সম্মুখসমরে মিলিত হইলেন ॥ ১

সেই রণাঙ্গনে রাজা দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর দিকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সমস্ত যোদ্ধাগণকে বলিলেন—বীরগণ! নরপতি দুর্য্যোধনকে তোমরা সর্ব্বদিকে রক্ষা কর ॥ ২

বলবান্ অভিমন্যু আমাদের সাক্ষাতেই নিজের লক্ষ্যভূত রাজা দুর্য্যোধনকে প্রথমেই বধ করিয়া ফেলিবে; অতএব তোমরা সকলে ধাবিত হইয়া গমন কর, ভয় করিও না, শীঘ্রই কুরুবংশীয় দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর ॥ ৩

ততঃ কৃতজ্ঞা বলিনঃ সুহৃদো জিতকাশিনঃ।
ত্রাস্যমানা ভয়াদ্ বীরং পরিবব্রুস্তবাত্মজম্ ॥ ৪
দ্রোণো দ্রৌণিঃ কৃপঃ কর্ণঃ কৃতবর্মা চ সৌবলঃ।
বৃহদ্বলো মদ্ররাজো ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ ॥ ৫
পৌরবো বৃষসেনশ্চ বিসৃজন্তঃ শিতাঞ্শরান্।
সৌভদ্রং শরবর্ষেণ মহতা সমবাকিরন্ ॥ ৬
সম্মোহয়িত্বা তমথ দুর্য্যোধনমমোচয়ন্।
আস্যাদ্ গ্রাসমিবাক্ষিপ্তং মমৃষে নার্জ্জুনাত্মজঃ ॥ ৭
তাঞ্শরৌঘেণ মহতা সাশ্ব-সূতান্ মহারথান্।
বিমুখীকৃত্য সৌভদ্রঃ সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৮
তস্য নাদং ততঃ শ্রুত্বা সিংহস্যেবামিষৈষিণঃ।
নামৃষ্যন্ত সুসংরব্ধাঃ পুনর্দ্রোণমুখা রথাঃ ॥ ৯
ত এনং কোষ্ঠকীকৃত্য রথবংশেন মারিষ।
ব্যসৃজন্নিষুজালানি নানালিঙ্গানি সঙ্ঘশঃ ॥ ১০
তান্যন্তরিক্ষে চিচ্ছেদ পৌত্রস্তে নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তাংশ্চৈব প্রতিবিব্যাধ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১১
ততস্তে কোপিতাস্তেন শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
পরিবব্রুর্জিঘাংসন্তঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্ ॥ ১২
সমুদ্রমিব পর্য্যস্তং ত্বদীয়ং তং বলার্ণবম্।
দধারৈকোঽর্জুনির্বাণৈর্বেলেব ভরতর্ষভ ॥ ১৩
শূরাণাং যুধ্যমানানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্।
অভিমন্যোঃ পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥১৪
তস্মিংস্তু ঘোরে সংগ্রামে বর্তমানে ভয়ঙ্করে।
দুঃসহো নবভির্বাণৈরভিমন্যুমবিধ্যত ॥ ১৫
দুঃশাসনো দ্বাদশভিঃ কৃপঃ শারদ্বতস্ত্রিভিঃ।
দ্রোণস্তু সপ্তদশভিঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ১৬
বিবিংশতিস্তু সপ্তত্যা কৃতবর্মা স সপ্তভিঃ।
বৃহদ্বলস্তথাষ্টাভিরশ্বত্থামা চ সপ্তভিঃ ॥ ১৭
ভূরিশ্রবাস্ত্রিভির্বাণৈর্মদ্রেশঃ ষড্ভিরাশুগৈঃ।
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং শকুনিস্ত্রিভির্দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥১৮

মহারাজ! তদনন্তর অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণ, বলবান্, হিতৈষী ও বিজয়শীল যোদ্ধারা (রক্ষার জন্য) আপনার বীর পুত্রকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন; যদিও তাঁহারা অভিমন্যুর ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৪

দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, সুবলপুত্র শকুনি বৃহদ্বল, মদ্ররাজ শল্য, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, পৌরব ও বৃষসেন—ইঁহারা সকলে অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া অভিমন্যুকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬

এইভাবে তাঁহাকে মোহিত করিয়া বীর যোদ্ধারা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়া লইলেন। ইহাতে মনে হইল—মুখ হইতে গ্রাস অপহৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৭

তখন ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণের দ্বারা সেই মহারথীদিগকে সারথি ও অশ্বগণসহ যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সিংহের গর্জনের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মাংসাশী সিংহসদৃশ অভিমন্যুর এই গর্জন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণাদি মহারথী বীরবৃন্দ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥৯

আর্য্য! তখন সেই মহারথী বীরগণ রথসমূহের দ্বারা তাঁহাকে কোষ্ঠে আবদ্ধ করিবার ন্যায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর নানাপ্রকার চিহ্নযুক্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১০

কিন্তু আপনার সেই বীর পৌত্র অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শত্রুগণের ঐ সকল বাণকে আকাশপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং এই মহারথীদিগকে আহতও করিলেন—ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গেল ॥ ১১

সেই সময় অভিমন্যুকর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ এই সব যোদ্ধারা বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা অপরাজিত বীর অভিমন্যুকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে আবৃত করিলেন ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ উত্তাল সমুদ্রকে তীরভূমি রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্য-সাগরকে একাকী অর্জুনকুমার অভিমন্যু প্রতিরোধ করিলেন ॥ ১৩

সেই সময় পরস্পরের উপর অস্ত্রপ্রহারকারী যুদ্ধরত বিপক্ষীয় বীরগণ এবং অভিমন্যু কেহই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না ॥১৪

এইভাবে তখন অতিশয় ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে আপনার পুত্র দুঃসহ নয়, দুঃশাসন বার, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য তিন এবং দ্রোণাচার্য্য বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর সতেরটি বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫-১৬

এইরূপে বিবিংশতি সত্তর, কৃতবর্ম্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ শল্য ছয়, শকুনি দুই এবং রাজা দুর্য্যোধন তিন বাণে অভিমন্যুকে আহত করিলেন ॥১৭-১৮

স তু তান্ প্রতিবিব্যাধ ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
নৃত্যন্নিব মহারাজ চাপহস্তঃ প্রতাপবান্॥ ১৯
ততোঽভিমন্যুঃ সংক্রুদ্ধস্ত্রাস্যমানস্তবাত্মজৈঃ।
বিদর্শয়ন্ বৈ সুমহচ্ছিক্ষৌরসকৃতং বলম্॥ ২০
গরুড়ানিলরংহোভির্যন্তুর্বাক্যকরৈর্হয়ৈঃ।
দান্তৈরশ্মকদায়াদস্ত্বরমাণো ন্যবারয়ৎ॥ ২১
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
তস্যাভিমন্যুর্দশভির্হয়ান্ সূতং ধ্বজং শরৈঃ॥ ২২
বাহূ ধনুঃ শিরশ্চোর্ব্ব্যাং স্ময়মানোঽভ্যপাতয়ৎ।
ততস্তস্মিন্ হতে বীরে সৌভদ্রেণাশ্মকেশ্বরে॥ ২৩
সঞ্চচাল বলং সর্বং পলায়নপরায়ণম্।
ততঃ কর্ণঃ কৃপো দ্রোণো দ্রৌণির্গান্ধাররাট্ শলঃ॥ ২৪
শল্যো ভূরিশ্রবাঃ ক্রাথঃ সোমদত্তো বিবিংশতিঃ।
বৃষসেনঃ সুষেণশ্চ কুণ্ডভেদী প্রতর্দনঃ॥ ২৫
বৃন্দারকো ললিত্থশ্চ প্রবাহুর্দীর্ঘলোচনঃ।
দুর্য্যোধনশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্॥ ২৬
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসৈরভিমন্যুরজিহ্মগৈঃ।
শরমাদত্ত কর্ণায় বর্মকায়াবভেদিনম্॥ ২৭
তস্য ভিত্ত্বা তনুত্রাণং দেহং নির্ভিদ্য চাশুগঃ।
প্রাবিশদ্ ধরণীং বেগাদ্ বল্মীকমিব পন্নগঃ॥ ২৮
স তেনাতিপ্রহারেণ ব্যথিতো বিহ্বলন্নিব।
সঞ্চচাল রণে কর্ণঃ ক্ষিতিকম্পে যথাচলঃ॥ ২৯
তথান্যৈর্নিশিতৈর্বাণৈঃ সুষেণং দীর্ঘলোচনম্।
কুণ্ডভেদিঞ্চ সংক্রুদ্ধস্ত্রিভিস্ত্রীনবধীদ্ বলী॥ ৩০
কর্ণস্তং পঞ্চবিংশত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ।
অশ্বত্থামা চ বিংশত্যা কৃতবর্মা চ সপ্তভিঃ॥ ৩১
স শরাচিতসর্বাঙ্গঃ ক্রুদ্ধঃ শক্রাত্মজাত্মজঃ।
বিচরন্ দদৃশে সৈন্যে পাশহস্ত ইবান্তকঃ॥ ৩২
শল্যঞ্চ শরবর্ষেণ সমীপস্থমবাকিরৎ।
উদক্রোশন্মহাবাহুস্তব সৈন্যানি ভীষয়ন্॥ ৩৩

মহারাজ! সেই সময় হাতে ধনু লইয়া প্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই চারিদিকে ঘুরিয়া এই সব মহারথী বীরবৃন্দকে তিনটি তিনটি বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন॥ ১৯

তখন আপনার সকল পুত্রগণ একত্রে মিলিয়া অভিমন্যুকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তিনি যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং নিজের অস্ত্রশিক্ষা ও হৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বল দেখাইতে লাগিলেন॥ ২০

এই সময় অশ্মকের পুত্র সারথির বাক্য পালনকারী, গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগগামী এবং সুশিক্ষিত অশ্বগণের দ্বারা তীব্রগতিতে রণস্থলে আসিয়া অভিমন্যুকে রুদ্ধ করিলেন এবং দশটি বাণ বিদ্ধ করিলেন। তারপর বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও।

তখন অভিমন্যু হাস্য করিতে করিতেই অশ্মকপুত্রের অশ্বগণ, সারথি, ধ্বজ, বাহুদ্বয়, ধনু ও মস্তক দশটি বাণের দ্বারা ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন।

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু কর্তৃক বীর অশ্মকপুত্র নিহত হইলে আপনার সকল সৈন্যই বিচলিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

তদনন্তর কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, গান্ধাররাজ শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দ্দন, বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহু, দীর্ঘলোচন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন অভিমন্যুর উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ২১-২৬

এই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া অভিমন্যু কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এমন এক বাণ গ্রহণ করিলেন, যাহা তাঁহার কবচ ও দেহকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল॥ ২৭

যেরূপ সর্প বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ অভিমন্যু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ কর্ণের শরীর ও কবচ বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল॥ ২৮

যেরূপ ভূমিকম্প আরম্ভ হইলে পর্ব্বতও দুলিতে থাকে, সেইরূপ এই অত্যন্ত গুরুতর আঘাতে ব্যথিত ও যেন বিহ্বল হইয়াই কর্ণ সেই রণাঙ্গনে বিচলিত হইয়া উঠিলেন॥ ২৯

তারপর বলবান্ অভিমন্যু অত্যন্ত কুপিত হইয়া অন্য তীক্ষ্ণধার তিনটি বাণে সুষেণ, দীর্ঘলোচন ও কুণ্ডভেদী—এই তিন বীরকে আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩০

তখন কর্ণ পঁচিশ, অশ্বত্থামা বিশ এবং কৃতবর্ম্মা সাতটি নারাচের দ্বারা আঘাত করিলেন॥ ৩১

যদিও সেই সময় ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সমস্ত অঙ্গই বাণে বাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পাশহস্ত যমরাজের ন্যায় শত্রু-সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৩২

রাজা শল্য অভিমন্যুর পার্শ্বেই ছিলেন, তখন এই মহাবাহু বীর অভিমন্যু শল্যের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ততঃ স বিদ্ধোঽস্ত্রবিদা মর্ম্মভিদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
শল্যো রাজন্ রথোপস্থে নিষসাদ মুমোহ চ॥ ৩৪
তং হি দৃষ্ট্বা তথা বিদ্ধং সৌভদ্রেণ যশস্বিনা।
সম্প্রাদ্রবচ্চমূঃ সর্ব্বা ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ॥ ৩৫
সম্প্রেক্ষ্য তং মহাবাহুং রুক্মপুঙ্খৈঃ সমাবৃতম্।
ত্বদীয়াঃ প্রপলায়ন্তে মৃগাঃ সিংহার্দিতা ইব॥ ৩৬

স তু রণযশসাভিপূজ্যমানঃ
পিতৃ-সুর-চারণ-সিদ্ধ-যক্ষসঙ্ঘৈঃ।
অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈ-
রতিবিবভৌ হুতভুগ্ যথাজ্যসিক্তঃ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭

তিনি আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে থাকিলেন। ৩৩

রাজন্! অস্ত্রজ্ঞ অভিমন্যু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া রাজা শল্য রথে বসিবার আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। ৩৪

যশস্বী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু কর্তৃক শল্যকে এইভাবে বাণবিদ্ধ হইতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করিল। ৩৫

মহাবাহু শল্যকে অভিমন্যুর সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত বাণসমূহে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই সিংহপীড়িত মৃগগণের ন্যায় তীব্র বেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। ৩৬

দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ, চারণ ও সিদ্ধসকল, যক্ষগণ, ভূতলবর্ত্তী ভূতসমুদয় কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া যুদ্ধবিষয়ক সুযশে প্রকাশিত অভিমন্যু ঘৃতধারায় অভিষিক্ত অগ্নিদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[অভিমন্যুনা শল্যভ্রাতুর্ব্বধো দ্রোণাচার্য্যস্য রথসেনানাং পলায়নঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
তথা প্রমথমানং তং মহেষ্বাসানজিহ্মগৈঃ।
আর্জুনিং মামকাঃ সংখ্যে কে ত্বেনং সমবারয়ন্॥ ১
সঞ্জয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ কুমারস্য রণে বিক্রীড়িতং মহৎ।
বিভিৎসতো রথানীকং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্॥ ২

মদ্রেশং সাদিতং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রেণাশুগৈ রণে।
শল্যাদবরজঃ ক্রুদ্ধঃ কিরন্ বাণান্ সমভ্যয়াৎ॥ ৩
স বিদ্ধ্বা দশভির্ব্বাণৈঃ সাশ্ব-যন্তারমার্জুনিম্।
উদক্রোশন্মহাশব্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ৪
তস্যার্জুনিঃ শিরোগ্রীবং পাণিপাদং ধনুর্হয়ান্।
ছত্রং ধ্বজং নিয়ন্তারং ত্রিবেণুং তল্পমেব চ॥ ৫

ত্রিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যু কর্তৃক শল্যের ভ্রাতাকে সংহার এবং দ্রোণাচার্য্যের রথী সৈন্যদের পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! অর্জুনকুমার অভিমন্যু যখন এইভাবে নিজের বাণসমূহের দ্বারা প্রধান প্রধান ধনুর্দ্ধর বীরগণকেও মথিত করিতে লাগিলেন, তখন আমার পক্ষের কোন্ যোদ্ধারা তাহাকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়াছিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রণাঙ্গনে কুমার অভিমন্যুর বিশাল রণক্রীড়ার বর্ণনা শ্রবণ করুন। তিনি দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক সুরক্ষিত রথী সৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ২

সুভদ্রাকুমার রণাঙ্গনে স্বীয় শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা আহত করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুপিতচিত্তে বাণবর্ষণ করিতে করিতে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। ৩

তিনি তখন দশটি বাণে অশ্বগণ ও সারথি সহ অভিমন্যুকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তীব্রস্বরে গর্জন করিলেন এবং বলিতে দাঁড়াও, দাঁড়াও। ৪

সেই সময় শীঘ্রতা সহকারে হস্ত চালাইতে নিপুণ অর্জুননন্দন

চক্রং যুগঞ্চ তূণীরং হ্যনুকর্ষঞ্চ সায়কৈঃ।
পতাকাং চক্রগোপ্তারৌ সর্বোপকরণানি চ ॥ ৬
লঘুহস্তঃ প্রচিচ্ছেদ দদৃশে তং ন কশ্চন।
স পপাত ক্ষিতৌ ক্ষীণঃ প্রবিদ্ধাভরণাম্বরঃ ॥ ৭
বায়ুনেব মহাশৈলঃ সম্ভগ্নোঽমিততেজসা।
অনুগাস্তস্য বিত্রস্তাঃ প্রাদ্রবন্ সর্বতো দিশঃ ॥ ৮
আর্জুনেঃ কর্ম তদ্ দৃষ্ট্বা সম্প্রণেদুঃ সমন্ততঃ।
নাদেন সর্বভূতানি সাধু সাধ্বিতি ভারত ॥ ৯
শল্যভ্রাতর্যথারুগ্ণে বহুশস্তস্য সৈনিকাঃ।
কুলাধিবাসনামানি শ্রাবয়ন্তোঽর্জুনাত্মজম্ ॥ ১০
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
রথৈরশ্বৈর্গজৈশ্চান্যে পত্তিভিশ্চান্যে বলোৎকটাঃ ॥ ১১
বাণশব্দেন মহতা রথনেমিস্বনেন চ।
হুঙ্কারৈঃ ক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টৈঃ সিংহনাদৈঃ সগর্জিতৈঃ ॥১২

জ্যাতলত্রস্বনৈরন্যে গর্জন্তোঽর্জুননন্দনম্।
ব্রুবন্তশ্চ ন নো জীবন্ মোক্ষ্যসে জীবিতাদিতি ॥ ১৩
তাংস্তথা ব্রুবতো দৃষ্ট্বা সৌভদ্রঃ প্রহসন্নিব।
যো যোঽস্মৈ প্রাহরৎ পূর্বং তং তং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥১৪
সন্দর্শয়িষ্যন্নস্ত্রাণি বিচিত্রাণি লঘূনি চ।
আর্জুনিঃ সমরে শূরো মৃদুপূর্বমযুধ্যত ॥ ১৫
বাসুদেবাদুপাত্তং যদস্ত্রং যচ্চ ধনঞ্জয়াৎ।
অদর্শয়ত তৎ কার্ষ্ণিঃ কৃষ্ণাভ্যামবিশেষবৎ ॥ ১৬
দূরমস্য গুরুং ভারং সাধ্বসঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
সন্দধদ্ বিসৃজংশ্চেষূন্ নির্বিশেষমদৃশ্যত ॥ ১৭
চাপমণ্ডলমেবাস্য বিস্ফুরদ্ দিক্ষ্বদৃশ্যত।
সুদীপ্তস্য শরৎকালে সবিতুর্মণ্ডলং যথা ॥ ১৮
জ্যাশব্দঃ শুশ্রুবে তস্য তলশব্দশ্চ দারুণঃ।
মহাশনিমুচঃ কালে পয়োদস্যেব নিঃস্বনঃ ॥১৯

নিজের বাণসমূহে শল্যের ভ্রাতার মস্তক, গ্রীবা, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, ধনু, অশ্বগণ, ছত্র, ধ্বজ, সারথি, ত্রিবেণু, শয্যা, চক্র, যুগ (জোয়াল), তূণ, অনুকর্ষ, পতাকা, চক্ররক্ষক এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ সামগ্রী কাটিয়া ফেলিলেন। যেরূপ বায়ুর বেগে কোন বিশাল পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ অমিততেজস্বী অভিমন্যুর অস্ত্রাঘাতে শল্যরাজের ভ্রাতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন তাঁহার বস্ত্র ও আভরণ সকলও খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

ইহা দেখিয়া তাঁহার অনুগামী যোদ্ধারা ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ভারত! অর্জুনকুমারের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে 'সাধুবাদ' প্রদান পূর্ব্বক চারিদিকে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৫-৯

শল্যের ভ্রাতা নিহত হইলে পর তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য নিজেদের বংশ ও নিবাস স্থানের নাম শুনাইতে শুনাইতে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করত অর্জুননন্দন অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন ॥

বহু বীর রথ, অশ্ব ও হাতীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। অন্য বহুসংখ্যক প্রচণ্ড বলশালী যোদ্ধা পদব্রজেই দৌড়াইয়া আসিলেন। বাণসমূহের শন্‌শন্ শব্দ, রথচক্রসকলের ঘর্ঘর তীব্র শব্দ, হুঙ্কার, কোলাহল, আহ্বান, সিংহনাদ, গর্জন, ধনুর টঙ্কার ধ্বনি এবং হস্তত্রাণের চট্ চটাচট্ শব্দের সহিত তর্জন গর্জন করিতে করিতে অন্যান্য বহুসংখ্যক যোদ্ধাও অর্জুনপুত্রকে এই কথা বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, আমরা তোমাকে এখন জীবিত ছাড়িব না। তোমাকে এখন অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। ১০-১৩

ইঁহাদিগকে এই কথা বলিতে দেখিয়া সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে যে যে যোদ্ধারা প্রথমে তাহাকে অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ১৪

বীরবর অর্জুননন্দন সমরাঙ্গণে স্বীয় বিচিত্র ও শীঘ্রগামী অস্ত্রসমূহের প্রয়োগ দেখাইতে দেখাইতে প্রথমে মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন হইতে অভিমন্যু যে যে অস্ত্রসকল লাভ করিয়াছিলেন, সেই সেই অস্ত্র সকলকে তিনি তাঁহাদের উভয়েরই ন্যায় যুদ্ধস্থলে প্রয়োগ দেখাইতে লাগিলেন। ১৬

গুরু (অতিশয় ভারী) ভার ও ভয় ইঁহার দূর হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই সময় পুনঃ পুনঃ বাণসন্ধান এবং নিক্ষেপ করিতে থাকিলে কেবল একভাবেই দৃষ্ট হইতেছিলেন। ১৭

যেরূপ শরৎকালে অতিশয় প্রদীপ্ত সূর্য্যদেবের মণ্ডল দেখা যায়, সেইরূপ অভিমন্যুর মণ্ডলাকার ধনুটিকে চারিদিকেই যেন উদ্ভাসিত হইতে দেখা যাইল। ১৮

ইঁহার ধনুর গুণ এবং হস্ততলের শব্দ বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর বজ্রপাতকারী মেঘের গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শুনা যাইতেছিল। ১৯

হ্রীমানমর্ষী সৌভদ্রো মানকৃৎ প্রিয়দর্শনঃ।
সম্মিমানয়িষুর্বীরানিষ্বস্ত্রেশ্চাপ্যযুধ্যত ॥ ২০
মৃদুর্ভূত্বা মহারাজ দারুণঃ সমপদ্যত।
বর্ষাভ্যতীতো ভগবাঞ্ছরদীব দিবাকরঃ ॥ ২১
শরান্ বিচিত্রান্ সুবহূন্ রুক্মপুঙ্খাঞ্ছিলাশিতান্।
মুমোচ শতশঃ ক্রুদ্ধো গভস্তীনিব ভাস্করঃ ॥ ২২
ক্ষুরপ্রৈর্বৎসদন্তৈশ্চ বিপাঠৈশ্চ মহাযশাঃ।
নারাচৈরর্ধ চন্দ্রাভৈর্ভল্লৈরঞ্জলিকৈরপি ॥ ২৩
অবাকিরদ্ রথানীকং ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ।
ততস্তৎসৈন্যমভবদ্ বিমুখং শরপীড়িতম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

লজ্জাশীল, অমর্ষপূর্ণ, অপরকে মানদানকারী এবং দেখিতে সকলেরই প্রিয় সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু বিপক্ষ বীরগণের সম্মানদানের জন্যই ধনুর্বাণ ধারণ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ২০

মহারাজ! যেরূপ বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলে শরৎকালে ভগবান্ সূর্য্যদেব প্রচণ্ড হইয়া উঠেন, সেইরূপ অভিমন্যু প্রথমে মৃদু থাকিলেও পরে শত্রুগণের পক্ষে অতিশয় উগ্র হইয়া উঠিলেন ॥ ২১

যেরূপ সূর্য্যদেব নিজ শত শত কিরণাবলিকে চারিদিকেই বিচ্ছুরিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুপিত অভিমন্যু শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত, সুবর্ণময় পঙ্খভূষিত ও শত শত বিচিত্র বহুসংখ্যক বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই মহাযশস্বী বীর অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার রথসৈন্যদের উপর ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ, ভল্ল এবং আঞ্জলিকাদি অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সেই সৈন্যগণ উক্ত বাণসমূহে পীড়িত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২৩-২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[দ্রোণাচার্য্যেণাভিমন্যুপরাক্রমস্য প্রশংসা, দুর্য্যোধনানুজ্ঞয়াভিমন্যুনা সহ দুঃশাসনস্য যুদ্ধারম্ভশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

দ্বৈধীভবতি মে চিত্তং হ্রিয়া তুষ্ট্যা চ সঞ্জয়।
মম পুত্রস্য যৎ সৈন্যং সৌভদ্রঃ সমবারয়ৎ ॥ ১
বিস্তরেণৈব মে শংস সর্বং গাবল্গণে পুনঃ।
বিক্রীড়িতং কুমারস্য স্কন্দস্যেবাসুরৈঃ সহ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ

হন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি বিমর্দমতিদারুণম্।
একস্য চ বহূনাঞ্চ যথাসীৎ তুমুলো রণঃ ॥ ৩
অভিমন্যুঃ কৃতোৎসাহঃ কৃতোৎসাহানরিন্দমান্
রথস্থো রথিনঃ সর্বাংস্তাবকানভ্যবর্ষয়ৎ ॥ ৪

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক অভিমন্যুর পরাক্রমের প্রশংসা এবং দুর্য্যোধনের আদেশে অভিমন্যুর সহিত দুঃশাসনের যুদ্ধ আরম্ভ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু যে আমার সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করিয়া ফেলিল; ইহা শুনিয়া লজ্জা ও প্রসন্নতা—এই উভয়ে আমার চিত্ত উভয় অবস্থা প্রাপ্ত (অথবা দ্বিধাগ্রস্ত) হইল ॥ ১

গবল্গণপুত্র! যেরূপ কুমার কার্ত্তিকেয় অসুরগণের সহিত রণক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ কুমার অভিমন্যু যে রণক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা তুমি আমাকে সবিস্তারে বল ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আমি অত্যন্ত খেদের সহিত আপনার সেই মহাভয়ঙ্কর জনক্ষয়ের বৃত্তান্ত বলিতেছি, যেখানে এক বীরের বহুসংখ্যক মহারথী বীরের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩

অভিমন্যু যুদ্ধের জন্য অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। তিনি রথে উপবেশন করিয়া আপনার উৎসাহশালী শত্রুদমন সমস্ত রথী বীরগণের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

দ্রোণং কর্ণং কৃপং শল্যং দ্রৌণিং ভোজং বৃহদ্বলম্।
দুর্য্যোধনং সৌমদত্তিং শকুনিঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৫
নানানৃপান্ নৃপসুতান্ সৈন্যানি বিবিধানি চ।
অলাতচক্রবৎ সর্বাংশ্চরন্ বাণৈঃ সমার্পয়ৎ ॥ ৬
নিঘ্নন্নমিত্রান্ সৌভদ্রঃ পরমাস্ত্রৈঃ প্রতাপবান্।
অদর্শয়ত তেজস্বী দিক্ষু সর্বাসু ভারত ॥ ৭
তদ্ দৃষ্ট্বা চরিতং তস্য সৌভদ্রস্যামিতৌজসঃ।
সমকম্পন্ত সৈন্যানি ত্বদীয়ানি সহস্রশঃ ॥ ৮
অথাব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
হর্ষেণোৎফুল্লনয়নঃ কৃপমাভাষ্য সত্বরম্ ॥ ৯
ঘট্টয়ন্নিব মর্মাণি পুত্রস্য তব ভারত।
অভিমন্যুং রণে দৃষ্ট্বা তদা রণবিশারদম্ ॥ ১০
এষ গচ্ছতি সৌভদ্রঃ পার্থানাং প্রথিতো যুবা।
নন্দয়ন্ সুহৃদঃ সর্বান্ রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১১
নকুলং সহদেবঞ্চ ভীমসেনঞ্চ পাণ্ডবম্।
বন্ধূন্ সম্বন্ধিনশ্চান্যান্ মধ্যস্থান্ সুহৃদস্তথা ॥ ১২
নাস্য যুদ্ধে সমং মন্যে কঞ্চিদন্যং ধনুর্ধরম্।
ইচ্ছন্ হন্যাদিমাং সেনাং কিমর্থমপি নেচ্ছতি ॥ ১৩
দ্রোণস্য প্রীতিসংযুক্তং শ্রুত্বা বাক্যং তবাত্মজঃ।
আর্জুনিং প্রতি সংক্রুদ্ধো দ্রোণং দৃষ্ট্বা স্ময়ন্নিব ॥ ১৪
অথ দুর্য্যোধনঃ কর্ণমব্রবীদ্ বাহ্লীকং নৃপঃ।
দুঃশাসনং মদ্ররাজং তাংস্তথান্যান্ মহারথান্ ॥ ১৫
সর্বমূর্ধাভিষিক্তানামাচার্য্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
অর্জুনস্য সুতং মূঢ়ং নায়ং হন্তুমিহেচ্ছতি ॥ ১৬
ন হ্যস্য সমরে মুচ্যেদন্তকোঽপ্যাততায়িনঃ।
কিমঙ্গং পুনরেবাহন্যা মর্ত্যঃ সত্যং ব্রবীমি বঃ ॥ ১৭
অর্জুনস্য সুতং ত্বেষ শিষ্যত্বাদভিরক্ষতি।
শিষ্যাঃ পুত্রাশ্চ দয়িতাস্তদপত্যঞ্চ ধর্মিণাম্ ॥ ১৮

দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজবংশীয় কৃতবর্মা, বৃহদ্বল, দুর্য্যোধন, ভূরিশ্রবা, মহাবল শকুনি, বহুসংখ্যক নরপতি ও রাজকুমার এবং তাঁহাদের নানাপ্রকার সৈন্যবাহিনীর উপর অভিমন্যু অলাতচক্রের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বাণসমূহ প্রহার করিতেছিলেন। ৫-৬

ভারত! প্রতাপশালী ও তেজস্বী বীর সুভদ্রানন্দন নিজের দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে নাশ করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। ৭

অমিততেজস্বী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর এই চরিত্র দেখিয়া আপনার সহস্র সহস্র সৈন্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ৮

তদনন্তর পরম বুদ্ধিমান্ ও প্রতাপশালী বীর দ্রোণাচার্য্যের নেত্র হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভারত! তিনি যুদ্ধবিশারদ অভিমন্যুকে যুদ্ধে অবস্থিত দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতে করিতেই যেন সেই সময় অতি সত্বর কৃপাচার্য্যকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন। ৯-১০

এই পার্থবংশের (কুন্তীপুত্রকুলের) প্রসিদ্ধ তরুণ বীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু নিজের সমস্ত সুহৃদ্গণকে এবং রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, অন্যান্য ভ্রাতাদি বন্ধুবর্গ, সম্বন্ধী ও মধ্যস্থ সুহৃদ্গণকে আনন্দদান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। ১১-১২

আমি অন্য কোনও ধনুর্দ্ধর বীরকে ইঁহার সদৃশ বীর বলিয়া মনে করি না। যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকেই বিনাশ করিতে পারিবে; কিন্তু জানি না, কেন সে এরূপ ইচ্ছা করিতেছে না। ১৩

অভিমন্যুর সম্বন্ধে দ্রোণাচার্য্যের এই প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যসহকারে কর্ণ, বাহ্লীক, দুঃশাসন, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্যান্য মহারথীদিগকে বলিলেন। ১৪-১৫

এই সমস্ত মূর্দ্ধাভিষিক্ত নৃপগণের আচার্য্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ দ্রোণ অর্জ্জুনের এই মূঢ় পুত্রকে বধ করিতে অভিলাষী নন্। ১৬

বীরগণ! আমি আপনাদের এই সত্য কথা বলিতেছি যে, যদি ইনি যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে ইঁহার সম্মুখে যদি সাক্ষাৎ যমরাজও উপস্থিত হন; তাহা হইলে তিনি ইঁহার নিকটে অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ না, এরূপ স্থলে মরণ ধর্ম্মশীল মনুষ্যদিগের কথা আর কি বলিবার আছে? ১৭

কিন্তু ইনি অর্জ্জুনের পুত্রকে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন; কারণ, অর্জ্জুন ইঁহার শিষ্য। শিষ্য আর পুত্র ইঁহারা উভয়ে ত' সকলেরই প্রিয়; এমন কি ইঁহাদের সন্তানগণও ধর্ম্মাত্মা পুরুষের প্রিয় হইয়া থাকে। ১৮

সংরক্ষ্যমাণো দ্রোণেন মন্যতে বীর্য্যমাত্মনঃ।
আত্মসম্ভাবিতো মূঢ়স্তং প্রমথ্নীত মা চিরম্ ॥১৯

এবমুক্তাস্তু তে রাজ্ঞা সাত্বতীপুত্রমভ্যয়ুঃ।
সংরব্ধাস্তে জিঘাংসন্তো ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ ॥ ২০

দুঃশাসনস্তু তচ্ছ্রুত্বা দুর্য্যোধনবচস্তদা।
অব্রবীৎ কুরুশার্দূল দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥২১

অহমেনং হনিষ্যামি মহারাজ ব্রবীমি তে।
মিষতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ২২

গ্রসিষ্যাম্যদ্য সৌভদ্রং যথা রাহুর্দিবাকরম্।
উৎক্রুশ্য চাব্রবীদ্ বাক্যং কুরুরাজমিদং পুনঃ ॥ ২৩

শ্রুত্বা কৃষ্ণৌ ময়া গ্রস্তং সৌভদ্রমতিমানিনৌ।
গমিষ্যতঃ প্রেতলোকং জীবলোকান্ন সংশয়ঃ ॥ ২৪

এই অভিমন্যু দ্রোণাচার্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে বলিয়া যে যুদ্ধে নিজের বল ও পরাক্রমের অভিমান করিতেছে। এই মূঢ় অভিমন্যু অকারণ আত্মশ্লাঘাকারী, সুতরাং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে বিনাশ করুন। ১৯

রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর সেই সকল বীরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে বধ করিবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্যকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ২০

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই সময় দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২১

মহারাজ! আমি আপনাকে (প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক) বলিতেছি যে, আমি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সাক্ষাতেই এই অভিমন্যুকে বধ করিব। ২২

যেরূপ রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ আমি সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে গ্রাস করিয়া লইব। এই কথা বলিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে পুনরায় কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ২৩

সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে আমার দ্বারা কাল-কবলিত হইতে শুনিয়া অত্যন্ত অভিমানী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই জীবলোক হইতে প্রেতলোকে গমন করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৪

তৌ চ শ্রুত্বা মৃতৌ ব্যক্তং পাণ্ডোঃ ক্ষেত্রোদ্ভবাঃ সুতাঃ।
একাহ্না সসুহৃদ্বর্গাঃ ক্লৈব্যাদ্ধাস্যন্তি জীবিতম্ ॥ ২৫

তস্মাদস্মিন্ হতে শত্রৌ হতাঃ সর্ব্বেঽহিতাস্তব।
শিবেন মাং ধ্যাহি রাজন্নেষ হন্মি রিপুংস্তব ॥ ২৬

এবমুক্ত্বা নদদ্ রাজন্ পুত্রো দুঃশাসনস্তব।
সৌভদ্রমভ্যয়াৎ ক্রুদ্ধঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ২৭

তমতিক্রুদ্ধমায়ান্তং তব পুত্রমরিন্দমঃ।
অভিমন্যুঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ষড়্‌বিংশত্যা সমার্পয়ৎ ॥ ২৮

দুঃশাসনস্তু সংক্রুদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ।
অযোধয়ত সৌভদ্রমভিমন্যুশ্চ তং রণে ॥ ২৯

তৌ মণ্ডলানি চিত্রাণি রথাভ্যাং সব্য-দক্ষিণাম্।
চরমাণাবযুধ্যেতাং রথশিক্ষাবিশারদৌ ॥ ৩০

ইঁহাদের দুইজনকে (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে) নিহত শুনিয়া পাণ্ডুর ক্ষেত্রে উৎপন্ন অন্য চারিজন পাণ্ডব কাপুরুষতা-বশতঃ নিজের সুহৃদ্বর্গের সহিত একই দিনে প্রাণত্যাগ করিবে। ২৫

অতএব এই আমাদের একমাত্র শত্রু অভিমন্যু নিহত হইলেই আপনার সমস্ত অন্য শত্রুরাও স্বতই নষ্ট হইয়া যাইবে। রাজন্! আপনি আমার কল্যাণ কামনা করুন। এই আমি এখনই আপনার শত্রুদিগকে বধ করিবে। ২৬

মহারাজ! এই কথা বলিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। ২৭

আপনার পুত্র দুঃশাসনকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া শত্রুদমন অভিমন্যু ছাব্বিশটি তীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলিলেন। ২৮

মদধারাবাহী গজরাজ-সদৃশ ক্রুদ্ধ দুঃশাসন সেই রণাঙ্গনে অভিমন্যুর সহিত এবং অভিমন্যু দুঃশাসনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৯

রথ-যুদ্ধে নিপুণ এই উভয় যোদ্ধাই রথের দ্বারা দক্ষিণে বামে বিচিত্র মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৩০

অথ পণব-মৃদঙ্গ-দুন্দুভীনাং
ক্রকচ-মহানক-ভেরি-ঝর্ঝরাণাম্।
নিনদমতিভৃশং নরাঃ প্রচক্রু-
র্লবণজলোদ্ভবসিংহনাদমিশ্রম্ ॥ ৩১

সেই সময় বাদ্যবাদকগণ ঢোল, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রকচ, বড় ঢোল, ভেরি ও ঝর্ঝরসকলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন। ইহার সহিত শঙ্খ ও সিংহনাদের ধ্বনিও মিলিত হইয়াছিল ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি দুঃশাসনযুদ্ধে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে দুঃশাসনের যুদ্ধবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনা দুঃশাসনস্য কর্ণস্য চ পরাজয়ঃ]

সঞ্জয় উবাচ।

(ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
তস্মিন্ কালে মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥
সশরং কার্ম্মুকং ছিত্বা লাঘবেন ব্যপাতয়ৎ।
দুঃশাসনং শরৈর্ঘোরৈঃ সক্ষতক্ষ সমন্ততঃ ॥)
শরবিক্ষতগাত্রং তু প্রত্যমিত্রমবস্থিতম্।
অভিমন্যুঃ স্ময়ন্ ধীমান্ দুঃশাসনমথাব্রবীৎ ॥ ১
দিষ্ট্যা পশ্যামি সংগ্রামে মানিনং শূরমাগতম্
নিষ্ঠুরং ত্যক্তধর্মাণমাক্রোশনপরায়ণম্ ॥

যৎ সভায়াং ত্বয়া রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য শৃণ্বতঃ।
কোপিতঃ পরুষৈর্বাক্যৈর্ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩
জয়োন্মত্তেন ভীমশ্চ বহ্ববদ্ধং প্রভাষিতঃ।
অক্ষকূটং সমাশ্রিত্য সৌবলস্যাত্মনো বলম্ ॥ ৪
তৎ ত্বয়েদমনুপ্রাপ্তং তস্য কোপান্মহাত্মনঃ।
পরবিত্তাপহারস্য ক্রোধস্যাপ্রশমস্য চ ॥ ৫
লোভস্য জ্ঞাননাশস্য দ্রোহস্যাত্যাহিতস্য চ।
পিতৄণাং মম রাজ্যস্য হরণস্যোগ্রধন্বিনাম্ ॥ ৬
তৎ ত্বয়েদমনুপ্রাপ্তং প্রকোপাদ্ বৈ মহাত্মনাম্।
স তস্যোগ্রমধর্মস্য ফলং প্রাপ্নুহি দুর্মতে ॥ ৭

চত্বারিংশ অধ্যায়

[অভিমন্যু কর্ত্তৃক দুঃশাসন ও কর্ণের পরাজয়।]

(সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চালতে লাগিল। সেই সময় শত্রুবীরগণের সংহারকারী মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু অতিশয় দক্ষতার সহিত দুঃশাসনের বাণ সহ ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে নিজের ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন।)

তাহার পর বুদ্ধিমান্ অভিমন্যু ঈষৎ হাস্য সহকারে বিপক্ষরূপে সম্মুখে স্থিত এবং বাণসমূহে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহ দুঃশাসনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

ভাগ্যবশতঃ আজ আমি যুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত এবং নিজেকে শূরবীর বলিয়া অভিমানকারী তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর, ধর্ম্মত্যাগী ও অপরের নিন্দায় সর্ব্বদা তৎপর শত্রুকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম ॥ ২

অরে মূর্খ! তুমি পাশাখেলায় জয়লাভ করিয়া উন্মত্ত হইয়া সভাস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতে শুনাইতে নিজের নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলে এবং শকুনির আত্মবল—পাশাখেলায় ছল কপটতার সাহায্য লইয়া ভীমসেনের প্রতি যে সমস্ত কটুবাক্য বলিয়াছিলে, ইহাতে সেই মহাত্মা ধর্ম্মরাজের যে ক্রোধ হইয়াছিল, তাহারই সেই ফলের জন্য আজ তোমাকে এরূপে দুর্দ্দিনে পড়িতে হইয়াছে।

অপরের ধন অপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, জ্ঞানলোপ, দ্রোহ, দুঃসাহসিকতা পূর্ণ ব্যবহার এবং আমার উগ্র ধনুর্দ্ধর পিতৃগণের রাজ্য অপহরণ—এ সমস্ত অপকর্ম্মের ফলস্বরূপ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের ক্রোধে আজ তোমাকে এই দুর্দ্দিন লাভ করিতে হইয়াছে।

দুর্মতি! তুমি তোমার সেই অধর্ম্মের ভয়ঙ্কর ফল আজ প্রাপ্ত হও। আজ আমি সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাতেই

শাসিতাস্ম্যদ্য তে বাণৈঃ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
অদ্যাহমনৃণস্তস্য কোপস্য ভবিতা রণে ॥ ৮
অমর্ষিতায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ কাঙ্ক্ষিতস্য চ মে পিতুঃ।
অদ্য কৌরব্য ভীমস্য ভবিতাস্ম্যনৃণো যুধি ॥৯
ন হি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোৎসৃজসে রণম্
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্বাণং দুঃশাসনান্তকম্ ॥ ১০
সন্দধে পরবীরঘ্নঃ কালাগ্ন্যনিলবর্চসম্।
তস্যোরস্তূর্ণমাসাদ্য জত্রুদেশে বিভিদ্য তম্ ॥ ১১
জগাম সহ পুঙ্খেন বল্মীকমিব পন্নগঃ।
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা পুনরেব সমার্পয়ৎ ॥ ১২
শরৈরগ্নিসমস্পর্শৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ।
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ১৩
দুঃশাসনো মহারাজ কশ্মলং চাবিশন্মহৎ।
সারথিস্ত্বরমাণস্তু দুঃশাসনমচেতনম ॥ ১৪

রণমধ্যাদপোবাহ সৌভদ্রশরপীড়িতম্।
পাণ্ডবা দ্রৌপদেয়াশ্চ বিরাটশ্চ সমীক্ষ্য তম্ ॥ ১৫
পাঞ্চালাঃ কেকয়াশ্চৈব সিংহনাদমথানদন্।
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি নানালিঙ্গানি সর্বশঃ ॥ ১৬
প্রাবাদয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডূনাং তত্র সৈনিকাঃ।
অপশ্যন্ স্ময়মানাশ্চ সৌভদ্রস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৭
অত্যন্তবৈরিণং দৃপ্তং দৃষ্ট্বা শত্রুং পরাজিতম্।
ধর্মমারুতশক্রাণামশ্বিনোঃ প্রতিমাস্তথা ॥ ১৮
ধারয়ন্তো ধ্বজাগ্রেষু দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥ ১৯
কেকয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ মৎস্যাঃ পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াঃ।
পাণ্ডবাশ্চ মুদা যুক্তা যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ২০
অভ্যদ্রবন্ত ত্বরিতা দ্রোণানীকং বিভিৎসবঃ।
ততোঽভবন্মহাযুদ্ধং ত্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ ॥ ২১

নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তোমাকে দণ্ড দান করিব। আজ আমি যুদ্ধে সেই মহাত্মা পিতৃগণের ক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ঋণমুক্ত হইব। ৩-৮

কুরুকুলকলঙ্ক! আজ অমর্ষপূর্ণা মাতা দ্রৌপদী ও পিতৃতুল্য ভীমসেনের অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিয়া এই যুদ্ধে তাঁহাদের ঋণ হইতে আমি মুক্ত হইব। ৯

যদি তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে আজ তোমাকে আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া যাইতে হইবে না। এই কথা বলিয়া শত্রুবীরনাশকারী মহাবাহু অভিমন্যু কাল, অগ্নি ও বায়ুতুল্য তেজস্বী একটি বাণ সন্ধান করিলেন, যাহা দুঃশাসনের প্রাণ হরণ করিতে সমর্থ ছিল।

এই বাণ অতিক্রত তাঁহার বক্ষঃস্থলে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ-সংলগ্ন স্থান বিদীর্ণ করিতে করিতে পক্ষসহ অন্তরে প্রবিষ্ট হইল ইহাতে তখন মনে হইতেছিল—কোন একটি সর্প বল্মীক-গর্তে প্রবেশ করিতেছে। তারপর অভিমন্যু দুঃশাসনকে আরও পঁচিশটি বাণ প্রহার করিলেন। ১০-১২

ধনুটিকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত অগ্নিতুল্য স্পর্শ-যুক্ত সেই সমস্ত বাণে গভীর আঘাত পাইয়া দুঃশাসন ব্যথিতচিত্তে রথের বসিবার আসনে বসিয়া পড়িলেন। ১৩

মহারাজ! সেই সময় দুঃশাসন অতিশয় মোহাবিষ্ট হইলেন। তখন অভিমন্যুর বাণসমূহে পীড়িত এবং অচেতন দুঃশাসনকে সারথি অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত যুদ্ধস্থল হইতে বাহিরে লইয়া যাইল॥

সেই সময় পাণ্ডবগণ, পঞ্চ দ্রৌপদীনন্দন, রাজা বিরাট, পাঞ্চাল যোদ্ধারা ও কেকয়-যোদ্ধারা দুঃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডব সৈন্যগণ তখন সেই স্থানে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া নানা-প্রকার রণ-বাদ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং হাস্য করিতে করিতে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ১৪-১৭

গর্বিত নিজের অত্যন্ত শত্রু দুঃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া নিজেদের ধ্বজার অগ্রভাবে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের প্রতিমা ধারণকারী মহারথী দ্রৌপদী কুমারগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয়-রাজকুমারবৃন্দ, ধৃষ্টকেতু, মৎস্য, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা হর্ষের সহিত অতি সত্বর দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহ ভেদ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর বিজয়াভিলাষী ও অপরাজিত আপনার বীর সৈন্যদের সহিত শত্রুগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥

মহারাজ! যখন এইরূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল, তখন দুর্য্যোধন রাধাপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিলেন॥

জয়মাকাঙ্ক্ষমাণানাং শূরাণামনিবর্তিনাম্।
তথা তু বর্তমানে বৈ সংগ্রামেঽতিভয়ঙ্করে॥ ২২
দুর্য্যোধনো মহারাজ রাধেয়মিদমব্রবীৎ।
পশ্য দুঃশাসনং বীরমভিমন্যুবশং গতম্॥ ২৩
প্রতপন্তমিবাদিত্যং নিঘ্নন্তং শাত্রবান্ রণে।
অথ চৈতে সুসংরব্ধাঃ সিংহা ইব বলোৎকটাঃ॥ ২৪
সৌভদ্রমুদ্যতাস্ত্রাতুমভ্যাধাবন্ত পাণ্ডবাঃ।
ততঃ কর্ণঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভিমন্যুং দুরাসদম্॥ ২৫
অভ্যবর্ষত সংক্রুদ্ধঃ পুত্রস্য হিতকৃৎ তব।
তস্য চানুচরাংস্তীক্ষ্ণৈর্বিব্যাধ পরমেষুভিঃ॥ ২৬
অবজ্ঞাপূর্বকং শূরঃ সৌভদ্রস্য রণাজিরে।
অভিমন্যুস্তু রাধেয়ং ত্রিসপ্তত্যা শিলীমুখৈঃ॥ ২৭
অবিধ্যৎ ত্বরিতো রাজন্ দ্রোণং প্রেপ্সুর্মহামনাঃ।
তং তথা নাশকৎ কশ্চিদ্ দ্রোণাদ্ বারয়িতুং রথী॥২৮
আরুজন্তং রথব্রাতান্ বজ্রহস্তাত্মজাত্মজম্।

কর্ণ! দেখুন, বীর দুঃশাসন সূর্য্যতুল্য শত্রুসৈন্যদিগকে সন্তপ্ত করিতে করিতে তাহাদের সংহার করিতেছিল, এই অবস্থায় সে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়া পড়ে॥

অন্য দিকে অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়া প্রচণ্ড বলশালী সিংহের ন্যায় ধাবিত হইতেছে॥

ইহা শুনিয়া আপনার পুত্রের হিতকামী কর্ণ অত্যন্ত ক্রোধের সহিত দুর্দ্ধর্ষ বীর অভিমন্যুর অনুগামীদিগকেও তীক্ষ্ণ এবং উত্তম বাণসমূহের দ্বারা অবহেলাক্রমে বিদ্ধ করিলেন॥

রাজন্! সেই সময় মহামনা অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইবার ইচ্ছায় অতি সত্বর তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন॥

এই সময় কোনও বীর রথী রথসমূহ বিধ্বস্তকারী ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের সেই তনয়কে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে যাইতে বাধা দিতে সমর্থ হইল না॥

জয়াভিলাষী, সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে মানী, অস্ত্রবিদ্‌-বৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরশুরামের শিষ্য এবং প্রতাপশালী বীর কর্ণ নিজের উত্তম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ দেখাইতে থাকিয়া শত শত বাণের দ্বারা শত্রুদুর্জ্জয় সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন এবং রণাঙ্গনে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥

ততঃ কর্ণো জয়প্রেপ্সুর্মানী সর্বধনুষ্মতাম্॥২৯
সৌভদ্রং শতশোঽবিধ্যদুত্তমাস্ত্রাণি দর্শয়ন্।
সোঽস্ত্রৈরস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো রামশিষ্যঃ প্রতাপবান্॥ ৩০
সমরে শত্রুদুর্ধর্ষমভিমন্যুমপীড়য়ৎ।
স তথা পীড্যমানস্তু রাধেয়েনাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ॥ ৩১
সমরেঽমরসঙ্কাশঃ সৌভদ্রো ন ব্যশীর্য্যত।
ততঃ শিলাশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভল্লৈরানতপর্বভিঃ॥ ৩২
ছিত্ত্বা ধনূংষি শূরাণামার্জুনিঃ কর্ণমার্দয়ৎ।
ধনুর্মণ্ডলনির্মুক্তৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ॥ ৩৩
সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং সাশ্বমাশু স্ময়ন্নিব।
কর্ণোঽপি চাস্য চিক্ষেপ বাণান্ সন্নতপর্বণঃ॥ ৩৪
অসম্ভ্রান্তশ্চ তান্ সর্বানগৃহ্ণাৎ ফাল্গুনাত্মজঃ।
ততো মুহূর্তাৎ কর্ণস্য বাণেনৈকেন বীর্য্যবান্॥৩৫
সধ্বজং কার্মুকং বীরশ্ছিত্ত্বা ভূমাবপাতয়ৎ।
ততঃ কৃচ্ছ্রগতং কর্ণং দৃষ্ট্বা কর্ণাদনন্তরঃ॥৩৬

কর্ণকর্ত্তৃক অস্ত্র হইতে পীড়িত হইতে থাকিলেও দেবতুল্য অভিমন্যু সমরাঙ্গণে শিথিল হইয়া পড়িলেন না॥

তাহারপর অর্জ্জুনকুমার অভিমন্যু শিলাতে শান দিয়া ধারাল-কৃত তীক্ষ্ণ আনতপর্ব্বযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা বীরশ্রেষ্ঠগণের ধনু ছেদন করিয়া কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥

তিনি ঈষৎ হাস্যসহকারে নিজের মণ্ডলাকার শ্রেষ্ঠ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা ছত্র, ধ্বজ, সারথি এবং অশ্বগণসহ কর্ণকে অতিসত্বর আহত করিয়া ফেলিলেন॥

কর্ণও এই সময় ইহার উপর বহুসংখ্যক আনতপর্ব্বযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়াই এ সমস্ত সহ্য করিয়া লইলেন।

তারপর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে পরাক্রমশালী বীর অভিমন্যু একটি বাণ প্রহার করিয়া কর্ণের ধ্বজসহ ধনুকে ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন।

কর্ণকে সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুদৃঢ় ধনু ধারণ করত অতিক্রুদ্ধ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর সম্মুখীন হইলেন।১৮-৩৬

সৌভদ্রমভ্যয়াৎ তূর্ণং দৃঢ়মুদ্যম্য কার্মুকম্।
তত উচ্চুক্রুশুঃ পার্থাস্তেষাং চানুচরা জনাঃ।
বাদিত্রাণি চ সঞ্জঘ্নুঃ সৌভদ্রং চাপি তুষ্টুবুঃ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি কর্ণদুঃশাসনপরাভবে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০

তারপর সেই সময় কুন্তীদেবীর সকল পুত্রগণ ও তাঁহাদের অনুগামী সৈন্যরা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন, বাদ্যবাদন এবং অভিমন্যুর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে কর্ণ ও দুঃশাসনের পরাভব-বিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[অভিমন্যুনা কর্ণভ্রাতুর্বধঃ, কৌরবসেনানাং সংহারঃ পলায়নঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততোঽতিগর্জন্ ধনুষ্পাণির্জ্যাং বিকর্ষন্ পুনঃ পুনঃ।
তয়োর্মহাত্মনোস্তূর্ণং রথান্তরমবাপতৎ॥ ১
সোঽবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈরভিমন্যুং দুরাসদম্।
সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং সাশ্বমাশু স্ময়ন্নিব॥ ২
পিতৃপৈতামহং কর্ম কুর্বাণমতিমানুষম্।
দৃষ্ট্বার্দিতং শরৈঃ কার্ষ্ণিং ত্বদীয়া হৃষিতাভবন্॥ ৩
তস্যাভিমন্যুরায়ম্য স্ময়ন্নেকেন পত্রিণা।
শিরঃ প্রচ্যাবয়ামাস তদ্রথাৎ প্রাপতদ্ ভুবি॥ ৪
কর্ণিকারমিবাধূতং বাতেনাপতিতং নগাৎ।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রাজন্ কর্ণো ব্যথাং যযৌ॥ ৫
বিমুখীকৃত্য কর্ণং তু সৌভদ্রঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
অন্যানপি মহেষ্বাসাংস্তূর্ণমেবাভিদুদ্রুবে॥ ৬
ততস্তদ্ বিততং সৈন্যং হস্ত্যশ্বরথপত্তিমৎ।
ক্রুদ্ধোঽভিমন্যুরভিনৎ তিগ্মতেজা মহারথঃ॥ ৭
কর্ণস্তু বহুভির্বাণৈরর্দ্যমানোঽভিমন্যুনা।
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈস্ততোঽনীকমভজ্যত॥ ৮

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুকর্ত্তৃক কর্ণভ্রাতাকে বিনাশ এবং কৌরবসৈন্যদের সংহার ও পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের সেই ভ্রাতা হাতে ধনু লইয়া অত্যন্ত গর্জন করিতে করিতে এবং গুণকে বারংবার আকর্ষণ করিতে করিতে অতিসত্বরই এই দুই মহামনস্বী বীরের রথের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১

তিনি তখন হাসিতে হাসিতেই দশটি বাণ প্রহার করিয়া দুর্জয় বীর অভিমন্যুকে ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণসহ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ২

স্বীয় পিতা পিতামহগণের আচরিত মানবীয় কর্ম্ম-পরাক্রম অপেক্ষা অধিক পরাক্রমপ্রকাশকারী অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে সেই সময় বাণসমূহে পীড়িত দেখিয়া আপনার সৈন্যরা হর্ষোল্লাস করিতে লাগিলেন। ৩

তখন অভিমন্যু হাসিতে হাসিতে নিজের ধনুটিকে আকর্ষণ করিয়া একটি বাণের দ্বারাই কর্ণের এই ভ্রাতার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহাতে সেই মস্তক রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। সেই সময় মনে হইল—বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া উৎপাটিত কর্ণিকার বৃক্ষ পর্ব্বতশিখর হইতে অধঃপতিত হইল।

রাজন্! নিজের ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া কর্ণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। এদিকে সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর গৃধ্রপক্ষযুক্ত বাণসমূহে কর্ণকে যুদ্ধস্থল হইতে বিতাড়িত করিয়া অপরাপর মহাধনুর্দ্ধর বীরগণের উপরও অতিক্রত আক্রমণ করিলেন। ৪-৬

সেই সময় ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড তেজস্বী মহারথী অভিমন্যু হস্তী, অশ্ব রথ ও পদাতি সৈন্যবাহিনীতে পরিপূর্ণ বিশাল চতুরঙ্গিণী কৌরব-সৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ৭

অভিমন্যুকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক বাণে পীড়িত হইয়া কর্ণ স্বীয় বেগশালী অশ্বের সহায়তায় অতিসত্বর রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সকল সৈন্যবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল। ৮

শলভৈরিব চাকাশে ধারাভিরিব চাবৃতে।
অভিমন্যোঃ শরৈ রাজন্ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৯
তাবকানাং তু যোধানাং বধ্যতাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অন্যত্র সৈন্ধবাদ্ রাজন্ ন স্ম কশ্চিদতিষ্ঠত ॥ ১০
সৌভদ্রস্তু ততঃ শঙ্খং প্রধ্মাপ্য পুরুষর্ষভঃ।
শীঘ্রমভ্যপতৎ সেনাং ভারতীং ভরতর্ষভ ॥ ১১
স কক্ষেঽগ্নিরিবোৎসৃষ্টো নিদহংস্তরসা রিপূন।
মধ্যে ভারতসৈন্যানামার্জুনিঃ পর্য্যবর্ত্তত ॥ ১২
রথ-নাগাশ্বমনুজানর্দয়ন্ নিশিতৈঃ শরেঃ।
সম্প্রবিশ্যাকরোদ্ ভূমিং কবন্ধগণসঙ্কুলাম্ ॥ ১৩
সৌভদ্রচাপপ্রভবৈর্নিকৃত্তাঃ পরমেষুভিঃ।
স্বানেবাভিমুখান্ ঘ্নন্তঃ প্রাদ্রবন্ জীবিতার্থিনঃ ॥ ১৪
তে ঘোরা রৌদ্রকর্মাণো বিপাঠা বহবঃ শিতাঃ।
নিঘ্নন্তো রথনাগাশ্বান জগ্মুরাশু বসুন্ধরাম্ ॥১৫
সায়ুধাঃ সাঙ্গুলিত্রাণাঃ সগদাঃ সাঙ্গদা রণে।
দৃশ্যন্তে বাহবশ্ছিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৬
শরাশ্চাপানি খড়্গাশ্চ শরীরাণি শিরাংসি চ।
সকুণ্ডলানি স্রগ্বীণি ভূমাবাসন্ সহস্রশঃ ॥ ১৭
সোপস্করৈরধিষ্ঠানৈরীষাদণ্ডৈশ্চ বন্ধুরৈঃ।
অক্ষৈর্বিমথিতৈশ্চক্রৈর্বহুধা পতিতৈর্যুগৈঃ ॥ ১৮
শক্তিচাপাসিভিশ্চৈব পতিতৈশ্চ মহাধ্বজৈঃ।
চর্মচাপশরৈশ্চৈব ব্যবকীর্ণৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯
নিহতৈঃ ক্ষত্রিয়ৈরশ্বৈর্বারণৈশ্চ বিশাম্পতে।
অগম্যরূপা পৃথিবী ক্ষণেনাসীৎ সুদারুণা ॥ ২০
বধ্যতাং রাজপুত্রাণাং ক্রন্দতামিতরেতরম্।
প্রাদুরাসীন্মহাশব্দো ভীরূণাং ভয়বর্ধনঃ ॥ ২১
স শব্দো ভরতশ্রেষ্ঠ দিশঃ সর্বা ব্যনাদয়ৎ।
সৌভদ্রশ্চাদ্রবৎ সেনাং ঘ্নন্ বরাশ্বরথদ্বিপান্ ॥ ২২

রাজন্! সেইদিনে সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডল সেইরূপ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, যেরূপ পতঙ্গদলে কিংবা ঘোরতর বর্ষার বৃষ্টিধারায় আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তখন সেখানে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৯

মহারাজ! তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে নিহত হইতে থাকিলে সেই সময় আপনার সৈন্যদের মধ্যে একমাত্র সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ব্যতীত অন্য কেহই রণাঙ্গনে থাকিতে পারল না ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন পুরুষপ্রবর সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু শঙ্খবাদ্য করিতে করিতে পুনরায় অতিক্রত ভারতীয় সৈন্যদের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১১

শুষ্ক বনে নিক্ষিপ্ত অগ্নিসদৃশ বাণে সবেগে শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে থাকিয়া অভিমন্যু কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তিনি সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে করিতে সমস্ত রণভূমিকেই মস্তকহীন শবদেহ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত উত্তমবাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার সৈন্যরা নিজেদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য সম্মুখে আগত নিজেদের সৈন্যগণকেই বধ করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৪

অভিমন্যুর সেই ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী, ভয়ানক, তীক্ষ্ণ ও বহুসংখ্যক বিপাঠ নামক বাণ আপনার রথ, হস্তী এবং অশ্বারোহী সৈন্যগণকে বধ করিতে থাকিয়া অতিক্রত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১৫

সেই যুদ্ধে আয়ুধ, হস্তত্রাণ (দস্তানা), গদা এবং অঙ্গদ সহ বীরগণের স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত বাহুসকল ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে দেখা যাইল ॥ ১৬

সেই রণাঙ্গনে ধনু, বাণ, খড়্গ, শরীর এবং হার ও কুণ্ডলে বিভূষিত মস্তক সহস্র সহস্র সংখ্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে ॥ ১৭

আবশ্যক সামগ্রী, বসিবার আসন (চেয়ার প্রভৃতি), ঈষাদণ্ড, বন্ধুর, অক্ষ এবং চক্রসকল চূর্ণ বিচূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল। শক্তি, ধনু, খড়্গ, পতিত বিশাল ধ্বজ, ঢাল এবং বাণসকলও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পড়িয়াছিল। প্রজানাথ! বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়, অশ্ব এবং হস্তীও নিষ্প্রাণ হইয়া পতিত ছিল। এই সব কারণে সেখানকার রণভূমি ক্ষণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অগম্য হইয়া পড়িল ॥ ১৮-২০

বাণসকলের আঘাত পাইয়া পরস্পর ক্রন্দন করিতে করিতে রাজকুমারগণের মহাশব্দ উত্থিত হইল, যে শব্দ কাপুরুষদিগের ভয়বর্দ্ধন করিয়াছিল ॥ ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই শব্দ সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু এই সময় শ্রেষ্ঠ অশ্ব, রথ ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে করিতে কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

কক্ষমগ্নিরিবোৎসৃষ্টো নির্দহংস্তরসা রিপূন্।
মধ্যে ভারতসৈন্যানামার্জুনিঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৩
বিচরন্তং দিশঃ সর্বাঃ প্রদিশশ্চাপি ভারত।
তং তদা নানুপশ্যামঃ সৈন্যে চ রজসাবৃতে ॥ ২৪
আদদানং গজাশ্বানাং নৃণাং চায়ুংষি ভারত।
ক্ষণেন ভূয়ঃ পশ্যামঃ সূর্যং মধ্যন্দিনে যথা ॥ ২৫
অভিমন্যুং মহারাজ প্রতপন্তং দ্বিষদ্‌গণান্।
স বাসবসমঃ সংখ্যে বাসবস্যাত্মজাত্মজঃ ॥
অভিমন্যুর্মহারাজ সৈন্যমধ্যে ব্যরোচত ॥২৬
(যথা পুরা বহ্নিসুতোঽসুরসৈন্যেষু বীর্যবান্।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

শুষ্ক বনভূমিতে নিক্ষিপ্ত অনলসদৃশ অর্জুনকুমার অভিমন্যু বেগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করিতে থাকিয়া কৌরবসৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৩

ভারত! ধূলিজালে আচ্ছাদিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ (কোণ)-সমূহে বিচরনকারী অভিমন্যুকে সেই সময় আমরা দেখিতে পাইলাম না। ২৪

ভরতনন্দন! হস্তী, অশ্ব এবং পদাতি সৈন্যগণের আয়ু (প্রাণ)-হরণকারী অভিমন্যুকে আমরা ক্ষণকালের মধ্যেই দ্বিপ্রহরস্থিত সূর্য্যের ন্যায় শত্রুসৈন্যগণকে পুনরায় সন্তাপিত করিতে দেখিলাম। মহারাজ! ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের এই পুত্র অভিমন্যু যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ছিলেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যেরূপ পুরাকালে পরাক্রমশালী কুমার কার্ত্তিকেয় অসুরদের সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অভিমন্যু কৌরবসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৫-২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুমনুগচ্ছতাং পাণ্ডবানাং বরপ্রভাবেণ জয়দ্রথেনাবরোধঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বালমত্যন্তসুখিনং স্ববাহুবলদর্পিতম্।
যুদ্ধেষু কুশলং বীরং কুলপুত্রং তনুত্যজম্ ॥ ১
গাহমানমনীকানি সদশ্বৈশ্চ ত্রিহায়নৈঃ।
অপি যৌধিষ্ঠিরাৎ সৈন্যাৎ কশ্চিদন্বপতদ্ বলী ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনঃ শিখণ্ডী সাত্যকির্যমৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ সকেকয়ঃ ॥ ৩
ধৃষ্টকেতুশ্চ সংরব্ধো মৎস্যাশ্চাভ্যপতন্ রণে।
তেনৈব তু পথা যান্তঃ পিতরো মাতুলৈঃ সহ ॥৪

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পশ্চাতে গমনকারী পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে বর-প্রভাবে জয়দ্রথের প্রতিরোধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অত্যন্ত সুখে সংবর্দ্ধিত বালক অভিমন্যু যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। নিজের বাহুবলের উপর ইহার গর্ব্বও ছিল। সে উত্তমকুলে উৎপন্ন হওয়ায় শরীরকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে ছিল। যে সময় তিনবৎসর বয়স্ক উত্তম অশ্বগণের দ্বারা আমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের মধ্যে কোন্ কোন্ বলবান্ বীর যোদ্ধা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার-গণ, রোষপূর্ণ ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্যদেশীয় যোদ্ধারা—ইহারা সকলেই যুদ্ধস্থলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অভিমন্যুর পিতৃব্যগণ ও মাতুলগণ নিজ সৈন্যদিগকে ব্যূহাকারে সংগঠিত করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার রচিত পথে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ধাবিত হইলেন।

অভ্যদ্রবন্ পরীপ্সন্তো ব্যূঢানীকাঃ প্রহারিণঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ শূরাংস্তদীয়া বিমুখাভবন্॥ ৫
ততস্তদ্ বিমুখং দৃষ্ট্বা তব সূনোর্মহদ্ বলম্।
জামাতা তব তেজস্বী সংস্তম্ভয়িষুরাদ্রবৎ॥ ৬
সৈন্ধবস্তু মহারাজ পুত্রো রাজা জয়দ্রথঃ।
স পুত্রগৃদ্ধিনঃ পার্থান্ সহসৈন্যানবারয়ৎ॥ ৭
উগ্রধন্বা মহেষ্বাসো দিব্যমস্ত্রমুদীরয়ন্।
বার্ধক্ষত্রিরুপাসেধৎ প্রবণাদিব কুঞ্জরঃ॥ ৮
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
অতিভারমহং মন্যে সৈন্ধবে সঞ্জয়াহিতম্।
যদেকঃ পাণ্ডবান্ ক্রুদ্ধান্ পুত্রপেপ্সুর্নবারয়ৎ॥ ৯
অত্যদ্ভুতমহং মন্যে বলং শৌর্য্যঞ্চ সৈন্ধবে।
তস্য প্রব্রূহি মে বীর্য্যং কর্ম চাগ্র্যং মহাত্মনঃ॥১০
কিং দত্তং হুতমিষ্টং বা কিং সুতপ্তমথো তপঃ।
সিন্ধুরাজো হি যেনৈকঃ পাণ্ডবান্ সমবারয়ৎ॥ ১১
(দমো বা ব্রহ্মচর্য্যং বা সূত যচ্চাস্য সত্তম।
দেবং কতমমারাধ্য বিষ্ণুমীশানমব্জজম্॥
সিন্ধুরাট্ তনয়ে সক্তান্ ক্রুদ্ধঃ পার্থানবারয়ৎ।
নৈবং কৃতং মহৎ কর্ম ভীষ্মেণাজ্ঞাসিষং তথা॥)
সঞ্জয় উবাচ।
দ্রৌপদীহরণে যৎ তদ্ ভীমসেনেন নির্জ্জিতঃ।
মানাৎ স তপ্তবান্ রাজা বরার্থী সুমহৎ তপঃ॥ ১২
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রিয়েভ্যঃ সন্নিবর্ত্য সঃ।
ক্ষুৎপিপাসাতপসহঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ॥ ১৩
দেবমারাধয়চ্ছর্বং গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
ভক্তানুকম্পী ভগবাংস্তস্য চক্রে ততো দয়াম্॥ ১৪
স্বপ্নান্তেঽপ্যথ চৈবাহ হরঃ সিন্ধুপতেঃ সুতম্।
বরং বৃণীষ্ব প্রীতোঽস্মি জয়দ্রথ কিমিচ্ছসি॥ ১৫

এই বীরগণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র রণবিমুখ হইয়া পড়িল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে রণবিমুখ দেখিয়া তাহাদিগকে স্থিরতাপূর্ব্বক স্থাপিত করিবার ইচ্ছায় আপনার তেজস্বী জামাতা জয়দ্রথ সেখানে ধাবিত হইয়া আসিলেন। ৩-৬

মহারাজ! সিন্ধুদেশপতির পুত্র রাজা জয়দ্রথ নিজেদের পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষী সৈন্যসহ কুন্তীপুত্রগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। ৭

যেরূপ হাতী নিম্নভূমিতে আসিয়া শত্রুগণকে নিবারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভয়ঙ্কর ও মহাধনুর্দ্ধর বৃদ্ধক্ষত্রপুত্র জয়দ্রথ দিব্যাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া শত্রুগণের অগ্রগমন প্রতিরোধ করিলেন॥৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি ত' মনে করি—সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের উপর এই অতিশয় গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে, যে একাকী হইয়াও পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যুক্ত ও ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে রুদ্ধ করিয়াছিল। ৯

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথে এই বল ও শৌর্য্য থাকা অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা বলিয়াই আমি মনে করি। মহাত্মা জয়দ্রথের বল ও শ্রেষ্ঠ পরাক্রম আমার নিকট সবিস্তারে বল। ১০

সিন্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ অথবা উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সে একাকীই সমস্ত পাণ্ডবগণকে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? ১১

(সজ্জনশ্রেষ্ঠ সূত! জয়দ্রথে যে ইন্দ্রিয়সংযম কিংবা ব্রহ্মচর্য্য আছে, তাহা আমাকে বল। বিষ্ণু, শিব অথবা ব্রহ্মা কোন দেবতার আরাধনা করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ স্বপুত্রকে রক্ষা করিতে উদ্যত পাণ্ডবগণকে ক্রোধের সহিত প্রতিরোধ করিলেন। ভীষ্মও যে কখনও এরূপ পরাক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ কোন বিষয় আমার জানা নাই।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! দ্রৌপদীহরণপ্রসঙ্গে জয়দ্রথকে যে ভীমসেনের নিকট পরাজিত করা হইয়াছিল, তাহাতেই অভিমানবশতঃ অপমান অনুভব করিয়া রাজা জয়দ্রথ বরলাভ কামনা করিয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ১২

প্রিয় বিষয়সমূহ হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং উত্তাপের কষ্ট সহ্য করিতে করিতে জয়দ্রথ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার শরীরে নাড়ীভুঁড়িও দেখা যাইতে লাগিল। ১৩

তিনি সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার আরাধনা করিতে থাকিলেন। তখন ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারী ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার উপর কৃপা করিলেন এবং স্বপ্নে জয়দ্রথকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিলেন—জয়দ্রথ! তুমি কি চাও? বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। ১৪-১৫

এবমুক্তস্তু শর্বেণ সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ।
উবাচ প্রণতো রুদ্রং প্রাঞ্জলির্নিয়তাত্মবান্ ॥ ১৬
পাণ্ডবেয়ানহং সংখ্যে ভীমবীর্য্যপরাক্রমান্।
বারয়েয়ং রথেনৈকঃ সমস্তানিতি ভারত ॥ ১৭
এবমুক্তস্তু দেবেশো জয়দ্রথমথাব্রবীৎ।
দদামি তে বরং সৌম্য বিনা পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৮
বারয়িষ্যসি সংগ্রামে চতুরঃ পাণ্ডুনন্দনান্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশমুক্ত্বাবুধ্যত পার্থিবঃ ॥ ১৯
স তেন বরদানেন দিব্যেনাস্ত্রবলেন চ।
একঃ সংবারয়ামাস পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ২০
তস্য জ্যাতলঘোষেণ ক্ষত্রিয়ান্ ভয়মাবিশৎ।
পরাংস্তু তব সৈন্যস্য হর্ষঃ পরমকোঽভবৎ ॥ ২১
দৃষ্ট্বা তু ক্ষত্রিয়া ভারং সৈন্ধবে সর্বমাহিতম্।
উৎক্রুশ্যাভ্যদ্রবন্ রাজন্ যেন যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি জয়দ্রথযুদ্ধে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিলে পর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযমে রাখিয়া সেই রুদ্রদেবকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন ॥ ১৬

প্রভো! আমি যুদ্ধে ভয়ঙ্কর বলপরাক্রমশালী সমস্ত পাণ্ডবগণকে একাকীই কেবল রথের দ্বারা পরাজিত করিয়া তাহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারি। ভারত! তিনি এই কথা বলিলে পর দেবেশ্বর ভগবান্ শিব জয়দ্রথকে বলিলেন—সৌম্য! আমি তোমাকে বর প্রদান করিলাম। তুমি কুন্তীপুত্র অর্জুন ব্যতীত শেষ চারিজন পাণ্ডবকে (এক দিন) যুদ্ধে অগ্রগতি হইতে নিবারিত করিতে পারিবে। তখন দেবেশ্বর মহাদেবকে "এবমস্তু" (ইহাই হউক) বলিয়া জয়দ্রথ জাগিয়া উঠিলেন ॥১৭-১৯

সেই বরদান ও দিব্য অস্ত্র-বলের দ্বারা জয়দ্রথ একাকীই আজ পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২০

তাঁহার ধনুর টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া শত্রুপক্ষের ক্ষত্রিয়গণের মনে ভয় উপস্থিত হইল; কিন্তু আপনার সৈন্যরা অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ॥ ২১

রাজন্! সেই সময় যুদ্ধের সমস্ত ভার জয়দ্রথের উপরই পতিত হইয়াছে দেখিয়া আপনার ক্ষত্রিয় বীরগণ হর্ষে কোলাহল করিতে করিতে যে দিকে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যরা অবস্থান করিতেছে, সেইদিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে জয়দ্রথের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

পাণ্ডবৈঃ সহ জয়দ্রথস্য যুদ্ধম্, ব্যূহদ্বারে পাণ্ডবানাং গতিরোধশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সিন্ধুরাজস্য বিক্রমম্।
শৃণু তৎ সর্বমাখ্যাস্যে যথা পাণ্ডূনযোধয়ৎ ॥ ১
তমূহুর্বাজিনো বশ্যাঃ সৈন্ধবাঃ সাধুবাহিনঃ।
বিকুর্বাণা বৃহন্তোঽশ্বাঃ শ্বসনোপমরংহসঃ ॥ ২
গন্ধর্বনগরাকারং বিধিবৎ কল্পিতং রথম্।
তস্যাভ্যশোভয়ৎ কেতুর্বারাহো রাজতো মহান্ ॥ ৩

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের সহিত জয়দ্রথের যুদ্ধ এবং ব্যূহদ্বারে পাণ্ডবগণের গতিরোধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে যে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পরাক্রমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি যেরূপে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি আপনাকে বলিতেছি ॥ ১

সারথির বশীভূত, উত্তমরূপে বহন করিতে অভ্যস্ত, বায়ুতুল্য বেগশালী এবং নানাপ্রকার গমনভঙ্গী প্রদর্শনকারী সিন্ধুদেশীয় বিশাল অশ্বগণ সেই সময় জয়দ্রথকে বহন করিতেছিল ॥ ২

বিধি অনুসারে সজ্জিত তাঁহার রথ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মনে হইতেছিল। ইহার রজতনির্মিত এবং বরাহ চিহ্নযুক্ত বিশাল ধ্বজ ইঁহার রথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৩

শ্বেতচ্ছত্রপতাকাভিশ্চামরব্যজনেন চ।
স বভৌ রাজলিঙ্গৈস্তৈস্তারাপতিরিবাম্বরে ॥ ৪
মুক্তাবজ্রমণিস্বর্ণৈর্ভূষিতং তদয়স্ময়ম্।
বরূথং বিবভৌ তস্য জ্যোতির্ভিঃ খমিবাবৃতম্ ॥ ৫
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপং কিরন্নিষুগণান্ বহূন্।
তৎ খণ্ডং পূরয়ামাস যদ্ ব্যদারয়দার্জুনিঃ ॥ ৬
স সাত্যকিং ত্রিভির্বাণৈরষ্টভিশ্চ বৃকোদরম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নং তথা ষষ্ট্যা বিরাটং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৭
দ্রুপদং পঞ্চভিস্তীক্ষ্ণৈঃ সপ্তভিশ্চ শিখণ্ডিনম্।
কেকয়ান্ পঞ্চবিংশত্যা দ্রৌপদেয়াংস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৮
যুধিষ্ঠিরং তু সপ্তত্যা ততঃ শেষানপানুদৎ।
ইষুজালেন মহতা তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৯
অথাস্য শিতপীতেন ভল্লেনাদিশ্য কার্ম্মুকম্।
চিচ্ছেদ প্রহসন্ রাজা ধর্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১০
অক্ষোর্নিমেষমাত্রেণ সোঽন্যদাদায় কার্ম্মুকম্।
বিব্যাধ দশভিঃ পার্থং তাংশ্চৈবান্যাংস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১১
তৎ তস্য লাঘবং জ্ঞাত্বা ভীমো ভল্লৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ধনুর্ধ্বজঞ্চ ছত্রঞ্চ ক্ষিতৌ ক্ষিপ্রমপাতয়ৎ ॥ ১২
সোঽন্যদাদায় বলবান্ সজ্যং কৃত্বা চ কার্ম্মুকম্।
ভীমস্যাপাতয়ৎ কেতুং ধনুরশ্বাংশ্চ মারিষ ॥ ১৩
স হতাশ্বাদবপ্লুত্য ছিন্নধন্বা রথোত্তমাৎ।
সাত্যকেরাপ্লুতো যানং গির্য্যগ্রমিব কেশরী ॥ ১৪
ততস্ত্বদীয়াঃ সংহৃষ্টাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ।
সিন্ধুরাজস্য তৎ কর্ম প্রেক্ষ্যাশ্রদ্ধেয়মদ্ভুতম্ ॥ ১৫
সংক্রুদ্ধান্ পাণ্ডবানেকো যদ্ দধারাস্ত্রতেজসা।
তৎ তস্য কর্ম ভূতানি সর্বাণ্যেবাভ্যপূজয়ন্ ॥ ১৬
সৌভদ্রেণ হতৈঃ পূর্বং সোত্তরায়োধিভির্দ্বিপৈঃ।
পাণ্ডূনাং দর্শিতঃ পন্থাঃ সৈন্ধবেন নিবারিতঃ ॥ ১৭

শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, চামর ও ব্যজন—এই সব রাজচিহ্নে সংযুক্ত থাকিয়া তিনি আকাশে চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত ছিলেন ॥৪

মুক্তা, মণি, স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ইঁহার রথের লৌহময় আবরণ নক্ষত্রমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত আকাশের সদৃশ শোভা পাইতেছিল ॥ ৫

তিনি স্বীয় বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া বহুসংখ্যক বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ব্যূহের সেই ভাগকে যোদ্ধাগণের দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন, যে ভাগকে অভিমন্যু বিদারিত করিয়াছিলেন ॥ ৬

সেই সময় তিনি সাত্যকিকে তিন, ভীমসেনকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ষাট্, বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে সাত, কেকয়রাজকুমারগণকে পঁচিশ, দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে তিনটি তিনটি এবং যুধিষ্ঠিরকে সত্তরটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তারপর বাণসমূহের জাল পাতিয়া তিনি শেষ সৈন্যটিকেও পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যাইল ॥ ৭-৯

এই সময় প্রতাপশালী রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির একটি তীক্ষ্ণ ও পীত বর্ণের ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিবার কথা ঘোষণা করিয়া উহা ছেদন করিলেন ॥ ১০

তখন জয়দ্রথও নিমেষকালের মধ্যেই অপর ধনু হাতে লইয়া রকে দশ এবং অন্য বীরগণকে তিনটি তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তাঁহার এই নিপুণতা দেখিয়া ও বুঝিয়া ভীমসেন তিনটি তিনটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনু, ধ্বজ এবং ছত্রকে অতি সত্বর ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১২

আর্য্য! সেই সময় সেই বলবান্ বীর জয়দ্রথ অপর ধনু গ্রহণ করত তাহার উপর গুণারোপণ করিলেন এবং ভীমের ধনু, ধ্বজ এবং অশ্বদলকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ১৩

ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে নিজের অশ্বহীন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ভীমসেন সাত্যকির রথে গিয়া উপবেশন করিলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন সিংহ পর্ব্বতশিখরে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ১৪

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের এই পরাক্রম, যাহা শ্রবণ করিলে বিশ্বাস করা হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১৫

জয়দ্রথ একাকীই নিজের দিব্যাস্ত্রসকলের তেজে ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে যে রুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাঁহার এই পরাক্রমকে সকল প্রাণীই প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১৬

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু প্রথমে গজারোহী ব্যক্তিগণের সহিত বহুসংখ্যক গজরাজকে বধ করিয়া ব্যূহ প্রবেশ করিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১৭

যতমানাস্ত তে বীরা মৎস্য-পাঞ্চাল-কেকয়াঃ।
পাণ্ডবাশ্চাম্বপদ্যন্ত প্রতিশেকুর্ন সৈন্ধবম্ ॥ ১৮
যো যো হি যততে ভেত্তুং দ্রোণানীকং তবাহিতঃ।
তং তমেব বরং প্রাপ্য সৈন্ধবঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি জয়দ্রথযুদ্ধে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

বীর মৎস্য, পাঞ্চাল, কেকয় ও পাণ্ডবগণ তখন বারংবার বিশেষ যত্ন করিয়া ব্যূহের উপর আক্রমণ করিলেন; কিন্তু সিন্ধুরাজের সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না। ॥ ১৮

আপনার যে যে শত্রু দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহকে ভেদ করিবার যত্ন করিতেছিল, সেই সেই শ্রেষ্ঠ বীরগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জয়দ্রথ তাহাদিগকে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে জয়দ্রথের যুদ্ধবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[অভিমন্যোঃ পরাক্রমঃ, তেন বসাতীয়াদি-যোদ্ধৃণাং বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।
সৈন্ধবেন নিরুদ্ধেষু জয়গৃদ্ধিষু পাণ্ডুষু।
সুঘোরমভবদ্ যুদ্ধং ত্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ ॥ ১
প্রবিশ্যাথার্জুনিঃ সেনাং সত্যসন্ধো দুরাসদঃ।
ব্যক্ষোভয়ত তেজস্বী মকরঃ সাগরং যথা ॥ ২
তং তথা শরবর্ষেণ ক্ষোভয়ন্তমরিন্দমম্।
যথা প্রধানাঃ সৌভদ্রমভ্যয়ু রথসত্তমাঃ ॥ ৩
তেষাং তস্য চ সম্মর্দো দারুণঃ সমপদ্যত।
সৃজতাং শরবর্ষাণি প্রসক্তমমিতৌজসাম্ ॥ ৪
রথব্রজেন সংরুদ্ধস্তৈরমিত্রৈস্তথার্জুনিঃ।
বৃষসেনস্য যন্তারং হত্বা চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্ ॥ ৫
তস্য বিব্যাধ বলবান্ শরৈরশ্বানজিহ্মগৈঃ।
বাতায়মানৈরথ তৈরশ্বৈরপহৃতো রণাৎ ॥ ৬
তেনান্তরেণাভিমন্যোর্যন্তাপাসারয়দ্ রথম্।
রথব্রজাস্ততো হৃষ্টাঃ সাধু সাধ্বিতি চুক্রুশুঃ ॥ ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পরাক্রম এবং তাঁহার দ্বারা বসাতীয় প্রভৃতি যোদ্ধাগণের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! জয়লাভ করিতে অভিলাষী পাণ্ডবগণকে যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, সেই সময় আপনার সৈন্যদের শত্রুদিগের সহিত অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১

তদনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ দুর্দ্ধর্ষ ও তেজস্বী বীর অভিমন্যু আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সেইভাবে বিক্ষুভিত করিয়া তুলিলেন, যেরূপ মকর সাগরকে বিক্ষুভিত করিয়া থাকে ॥২

এইভাবে বাণবর্ষণের দ্বারা কৌরবসৈন্যদিগকে বিক্ষুভিত করিতে করিতে যুদ্ধরত শত্রুদমন সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণ একসঙ্গে আক্রমণ করিলেন। ॥ ৩

সেই সময় অত্যন্ত তেজস্বী কৌরব যোদ্ধারা পরস্পর শ্রেণীবদ্ধভাবে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত তখন অভিমন্যুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ॥ ৪

যদিও শত্রুগণ নিজেদের রথসমূহের দ্বারা অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে সর্ব্বদিক্ দিয়াই ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি তিনি বৃষসেনের সারথিকে আহত করিয়া তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

তখন বলবান্ বৃষসেন নিজের সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা অভিমন্যুর অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অশ্বগণ বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। এইভাবে তিনি অশ্বগণের দ্বারা বহু দূরে নীত হইলেন ॥ ৬

অভিমন্যুর কার্য্যে এইরূপে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সেই সময় বৃষসেনের সারথি তাঁহার রথকে সেখান হইতে দূরে লইয়া যাইল। ইহাতে সেখানে সমবেত রথিসমুদায় হৃষ্ট হইয়া 'উত্তমকার্য্য, উত্তমকার্য্য' এই কথা বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং প্রমথ্নন্তং শরৈররীন্।
আরাদায়ান্তমভ্যেত্য বসাতীয়োঽভ্যয়াদ্ দ্রুতম্ ॥ ৮
সোঽভিমন্যুং শরৈঃ ষষ্ট্যা রুক্মপুঙ্খৈরবাকিরৎ।
অব্রবীচ্চ ন মে জীবন্ জীবতো যুধি মোক্ষ্যসে ॥ ৯
তময়স্ময়বর্মাণমিষুণা দূরপাতিনা।
বিব্যাধ হৃদি সৌভদ্রঃ স পপাত ব্যসুঃ ক্ষিতৌ ॥ ১০
বসাতীয়ং হতং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
পরিবব্রুস্তদা রাজংস্তব পৌত্রং জিঘাংসবঃ ॥ ১১
বিস্ফারয়ন্তশ্চাপানি নানারূপাণ্যনেকশঃ।
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ রৌদ্রং সৌভদ্রস্যারিভিঃ সহ ॥ ১২
তেষাং শরান্ সেষ্বসনান্ শরীরাণি শিরাংসি চ।
সকুণ্ডলানি স্রগ্বীণি ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ ফাল্গুনিঃ ॥ ১৩
সখড়্গাঃ সাঙ্গুলিত্রাণাঃ সপট্টিশ-পরশ্বধাঃ।
অদৃশ্যন্ত ভুজাশ্ছিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৪
স্রগ্‌ভিরাভরণৈর্বস্ত্রৈঃ পাতিতৈশ্চ মহাভুজৈঃ।
বর্মভিশ্চর্মভির্হারৈর্মুকুটৈশ্ছত্র-চামরৈঃ ॥১৫
উপস্করৈরধিষ্ঠানৈরীষাদণ্ডকবন্ধুরৈঃ।
অক্ষৈর্বিমথিতৈশ্চক্রৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা যুগৈঃ ॥ ১৬
অনুকর্ষৈঃ পতাকাভিস্তথা সারথি-বাজিভিঃ।
রথৈশ্চ ভগ্নৈর্নাগৈশ্চ হতৈঃ কীর্ণাভবন্মহী ॥ ১৭
নিহতৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ শূরৈর্নানাজনপদেশ্বরৈঃ।
জয়গৃদ্ধৈর্বৃতা ভূমির্দারুণা সমপদ্যত ॥ ১৮
দিশো বিচরতস্তস্য সর্বাশ্চ প্রদিশস্তথা।
রণেঽভিমন্যোঃ ক্রুদ্ধস্য রূপমন্তরধীয়ত ॥ ১৯
কাঞ্চনং যদ্‌যদস্যাসীদ বর্ম চাভরণানি চ।
ধনুষশ্চ শরাণাঞ্চ তদপশ্যাম কেবলম্ ॥ ২০
তং তদা নাশকৎ কশ্চিচ্চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষিতুম্।
আদদানং শরৈর্যোধান্ মধ্যে সূর্যমিব স্থিতম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

তারপর সিংহের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণের মর্দ্দনকারী অভিমন্যুকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বসাতীয় অতিক্রত উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের জন্য তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ৮

তিনি অভিমন্যুর উপর স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত ষাটটি বাণবর্ষণ করিলেন এবং বলিলেন—তুমি আজ জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না ॥ ৯

তখন অভিমন্যু বহু দূরে স্থিত লক্ষ্য বস্তুতে ভেদ করিয়া পাতিত করিতে সমর্থ একটি বাণের দ্বারা লৌহময় কবচধারণকারী বসাতীয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, ইহাতে তিনি প্রাণহীন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১০

রাজন্! বসাতীয়কে নিহত দেখিয়া ক্রুদ্ধ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ আপনার পৌত্র অভিমন্যুকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

তাঁহারা সেই সময় নিজেদের ধনুসকলকে বারংবার টঙ্কারিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় শত্রুগণের সহিত সুভদ্রাকুমারের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১২

তখন অর্জুনকুমার অভিমন্যু কুপিত হইয়া ইঁহাদের ধনু, বাণ, শরীর এবং হার ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৩

স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত তাঁহাদের হস্তসমূহ খড়্গ, হস্তত্রাণ (দস্তানা), পট্টিশ ও পরশুসহ ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে দেখা যাইল ॥ ১৪

ছিন্ন হইয়া পতিত হার, আভরণ, বস্ত্র, বিশাল বাহু, কবচ, ঢাল, মনোহর মুকুট, ছত্র, চামর, আবশ্যক দ্রব্য, রথের আসন, ঈষাদণ্ড, বন্ধুর, চূর্ণ-বিচূর্ণ অক্ষ, ভগ্নচক্র, খণ্ড-বিখণ্ড যুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, সারথি, অশ্ব, ভগ্ন রথ এবং নিহত বহু হাতী দ্বারা সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৫-১৭

জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক বিভিন্ন জনপদের অধিপতি ক্ষত্রিয় বীরগণ এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মৃতদেহ পরিবৃতা হইয়া সেই রণভূমি ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল ॥ ১৮

সেই রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া নানা দিক্-বিদিক্সমূহে বিচরণকারী অভিমন্যুর রূপ তখন অদৃশ্য হইয়া পড়িল ॥ ১৯

তাঁহার কবচ, আভরণ, ধনু ও বাণসকলের যে যে অবয়ব স্বর্ণময় ছিল, কেবল সেই সকল অবয়বকেই আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইতেছিলাম ॥ ২০

অভিমন্যু যে সময় বাণসমূহের দ্বারা যোদ্ধাগণের প্রাণহরণ করিতেছিলেন এবং ব্যূহের মধ্যভাগে সূর্যসদৃশ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় কোন বীরই চক্ষু তুলিয়া তাঁহাকে দেখিবারই সাহস করিলেন না ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনা সত্যশ্রবসঃ, ক্ষত্রিয়াণাম্, রুক্মরথস্য তন্মিত্রাণাম্, শতশো রাজকুমারাণাঞ্চ সংহারঃ, দুর্য্যোধনস্য পরাজয়শ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

আদদানস্তু শূরাণামায়ূংষ্যভবদার্জুনিঃ।
অন্তকঃ সর্বভূতানাং প্রাণান্ কাল ইবাগতে ॥ ১

স শক্র ইব বিক্রান্তঃ শক্রসূনোঃ সুতো বলী।
অভিমন্যুস্তদানীকং লোড়য়ন্ সমদৃশ্যত ॥ ২

প্রবিশ্যৈব তু রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়েন্দ্রান্তকোপমঃ।
সত্যশ্রবসমাদত্ত ব্যাধো মৃগমিবোল্বণঃ ॥ ৩

সত্যশ্রবসি চাক্ষিপ্তে ত্বরমাণা মহারথাঃ।
প্রগৃহ্য বিপুলং শস্ত্রমভিমন্যুমুপাদ্রবন্ ॥ ৪

অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
স্পর্দ্ধমানাঃ সমাজগ্মু র্জিঘাংসন্তোঽর্জুনাত্মজম্ ॥ ৫

ক্ষত্রিয়াণামনীকানি প্রদ্রুতান্যভিধাবতাম্।
জগ্রাস তিমিরাসাদ্য ক্ষুদ্রমৎস্যানিবার্ণবে ॥ ৬

যে কেচন গতাস্তস্য সমীপমপলায়িনঃ।
ন তে প্রতিন্যবর্তন্ত সমুদ্রাদিব সিন্ধবঃ ॥ ৭

মহাগ্রাহগৃহীতেব বাতবেগভয়াদিতা।
সমকম্পত সা সেনা বিভ্রষ্টা নৌরিবার্ণবে ॥ ৮

অথ রুক্মরথো নাম মদ্রেশ্বরসুতো বলী।
ত্রস্তামাশ্বাসয়ন্ সেনামত্রস্তো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯

অলং ত্রাসেন বঃ শূরা নৈষ কশ্চিন্ময়ি স্থিতে।
অহমেনং গ্রহিষ্যামি জীবগ্রাহং ন সংশয়ঃ ॥ ১০

এবমুক্ত্বা তু সৌভদ্রমভিদুদ্রাব বীর্য্যবান্।
সুকল্পিতেনোহ্যমানঃ স্যন্দনেন বিরাজতা ॥ ১১

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যু কর্তৃক সত্যশ্রবা, বহু ক্ষত্রিয়, রুক্মরথ এবং তাঁহার মিত্রগণ ও শত শত রাজকুমারের সংহার এবং দুর্য্যোধনের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যেরূপ যমরাজ সকল প্রাণীর প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অর্জুন-কুমার অভিমন্যুও বীরগণের আয়ু অপহরণ করিতে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় হইয়া যাইলেন। ১

ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের বলবান্ পুত্র অভিমন্যু ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ছিলেন। তিনি সেই সময় যেন সমস্ত ব্যূহকেই মথিত করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজেন্দ্র! শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীরগণের পক্ষে সাক্ষাৎ যমতুল্য অভিমন্যু সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া উন্মত্ত ব্যাঘ্র কর্তৃক হরিণকে গ্রহণের ন্যায় সত্যশ্রবাকে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে বধ করিলেন ॥ ৩

এই ভাবে সত্যশ্রবা নিহত হইলে পর অন্যান্য মহারথী বীরগণ প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া অতি দ্রুতগতিতে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। ৪

সেই সব ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীরগণ "প্রথমে আমি, প্রথমে আমি" এইরূপে স্পর্দ্ধা দেখাইতে দেখাইতে অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। ৫

সেই সময় ধাবিত ক্ষত্রিয়গণের অগ্রসরমাণ সৈন্যদিগকে সেই ভাবে অভিমন্যু কালের গ্রাসে পরিণত করিয়া দিলেন, যেরূপ সাগরে তিমিনামক মহামৎস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে গ্রাস করিয়া থাকে। ৬

যুদ্ধ হইতে পলায়ন করেন নাই, এমন যে সব বীর সেই সময় অভিমন্যুর নিকট গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই আর ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন্ নাই, যেরূপ সমুদ্রে মিশিয়া গিয়া নদীসকল পুনরায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসেনা। ৭

যাহার সমুদ্রে পথ ভুল হইয়া গিয়াছে, যে বায়ুর বেগে ভয়াক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহাকে অতিশয় বৃহৎ গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) ধরিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ নৌকা যেমন চারিদিকে বিচালিত হইতে থাকে, সেইরূপ এই সব সৈন্য কাঁপিতে লাগিল। ৮

এই সময় মদ্ররাজ শল্যের বলবান্ পুত্র রুক্মরথ উপস্থিত হইয়া ভীত সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে নির্ভয় চিত্তে বলিতে লাগিলেন। ৯

বীরগণ! তোমরা ভীত হইওনা। আমি থাকিতে এই অভিমন্যু কিছুই নহে। আমি এখনই ইহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১০

এই কথা বলিয়া পরাক্রমশালী রুক্মরথ সুন্দর ও বিধি অনুসারে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন। ১১

সোঽভিমন্যুং ত্রিভির্বাণৈর্বিদ্ধ্বা বক্ষস্যথানদৎ।
ত্রিভিশ্চ দক্ষিণে বাহৌ সব্যে চ নিশিতৈস্ত্রিভিঃ ॥ ১২
স তস্যেষ্বসনং ছিত্ত্বা ফাল্গুনিঃ সব্য-দক্ষিণৌ।
ভুজৌ শিরশ্চ স্বক্ষিভ্রু ক্ষিতৌ ক্ষিপ্রমপাতয়ৎ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা রুক্মরথং রুগ্নং পুত্রং শল্যস্য মানিনম্।
জীবগ্রাহং জিঘৃক্ষন্তং সৌভদ্রেণ যশস্বিনা ॥ ১৪
সংগ্রামদুর্মদা রাজন্ রাজপুত্রাঃ প্রহারিণঃ।
বয়স্যাঃ শল্যপুত্রস্য সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ ॥ ১৫
তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ।
আর্জুনিং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥১৬
শূরৈঃ শিক্ষাবলোপেতৈস্তরুণৈরত্যমর্ষণৈঃ।
দৃষ্ট্বৈকং সমরে শূরং সৌভদ্রমপরাজিতম্ ॥ ১৭
ছাদ্যমানং শরব্রাতৈর্হৃষ্টো দুর্য্যোধনোঽভবৎ।
বৈবস্বতস্য ভবনং গতং হ্যেনমমন্যত ॥ ১৮

তিনি অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনটি বাণে দক্ষিণ বাহু অপর তিনটি বাণে বাম বাহুতে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

তখন অর্জুনপুত্র অভিমন্যু রুক্মরথের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহার বাম-দক্ষিণ বাহুদ্বয় এবং সুন্দর নেত্রদ্বয় ও ভ্রূদ্বয়ে সুশোভিত মস্তককে অতি সত্বর ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১৩

রাজন্! রাজা শল্যের এই অভিমানী পুত্র রুক্মরথ, যিনি অভিমন্যুকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে যুদ্ধে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া শল্যপুত্রের বহুসংখ্যক মিত্র রাজকুমার, যাঁহারা প্রহার করিতে নিপুণ ছিলেন এবং যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই অভিমন্যুকে চারিদিকে ঘিরিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সকলেরই ধ্বজ স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল এবং ইঁহারা চারিহাত লম্বা ধনু তখন আকর্ষণ করিতেছিলেন ॥ ১৪-১৬

শিক্ষা ও বলসম্পন্ন, তরুণ, অত্যন্ত অমর্ষশীল এবং বীরবর রাজকুমারগণ কর্তৃক অপরাজিত ও শৌর্য্যশালী একাকী বীর অভিমন্যুকে সমরাঙ্গণে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধনের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তখন তিনি মনে করিলেন—অতঃপর অভিমন্যু শমনভবনে চলিয়াই গিয়াছে ॥ ১৭-১৮

সেই রাজকুমারগণ স্বর্ণপক্ষ ভূষিত, নানাপ্রকার চিহ্নে

সুবর্ণপুঙ্খৈরিষুভির্নানালিঙ্গৈঃ সুতেজনৈঃ।
অদৃশ্যমার্জুনিং চক্রুর্নিমেষাৎ তে নৃপাত্মজাঃ ॥ ১৯
সসূতাশ্বধ্বজং তস্য স্যন্দনং তঞ্চ মারিষ।
আচিতং সমপশ্যাম শ্বাবিধং শললৈরিব ॥ ২০
স গাঢ়বিদ্ধঃ ক্রুদ্ধশ্চ তোত্ত্রৈর্গজ ইবার্দিতঃ।
গান্ধর্বমস্ত্রমযচ্ছদ্ রথমায়াঞ্চ ভারত ॥ ২১
অর্জুনেন তপস্তপ্ত্বা গন্ধর্বেভ্যো যদাহৃতম্।
তুম্বুরুপ্রমুখেভ্যো বৈ তেনামোহয়তাহিতান্ ॥ ২২
একধা শতধা রাজন্ দৃশ্যতে স্ম সহস্রধা।
অলাতচক্রবৎ সংখ্যে ক্ষিপ্রমস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ॥ ২৩
রথচর্য্যাস্ত্রমায়াভির্মোহয়িত্বা পরন্তপঃ।
বিভেদ শতধা রাজন্ শরীরাণি মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৪
প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং সংখ্যে প্রেষিতানি শিতৈঃ শরৈঃ।
রাজন্ প্রাপুরমুং লোকং শরীরাণ্যবনিং যযুঃ ॥ ২৫

সুশোভিত ও অতিশয় তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা অর্জুননন্দন অভিমন্যুকে নিমেষকালের মধ্যেই অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯

আর্য্য! সারথি, অশ্ব ও ধ্বজ সহ অভিমন্যুর রথকে আমি সেইরূপে বাণসমূহে ব্যাপ্ত দেখিলাম, যেরূপ শ্বাবিধের দেহ কণ্টকে ব্যাপ্ত থাকে ॥ ২০

ভারত! বাণসমূহের গুরুতর আঘাত খাইয়া অভিমন্যু অঙ্কুশের আঘাতে পীড়িত গজরাজের ন্যায় কুপিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি গান্ধর্ব্ব অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং রথমায়া (রথ-যুদ্ধের নিপুণতা) প্রকাশ করিলেন ॥ ২১

অর্জুন তপস্যা করিয়া তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে যে সমস্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই সব অস্ত্রের দ্বারা অভিমন্যু শত্রুগণকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

রাজন্! তখন তিনি শীঘ্রতার সহিত অস্ত্রসঞ্চালনের কৌশল দেখাইতে থাকিয়া যুদ্ধে অলাতচক্রের ন্যায় এক, শত ও সহস্র প্রকারে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ২৩

মহারাজ! শত্রুসন্তাপক অভিমন্যু রথচর্য্যা ও অস্ত্রসকলের মায়ায় মোহিত করিয়া মহীপতিগণের শরীরসকলকে শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ২৪

রাজন্! সেই যুদ্ধস্থলে তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহে প্রেরিত হইয়া প্রাণিগণের শরীরসকল রণভূমিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু প্রাণ পরলোকে চলিয়া গিয়াছিল ॥ ২৫

ধনূংষ্যশ্বান্ নিয়ন্তৄংশ্চ ধ্বজান্ বাহূংশ্চ সাঙ্গদান্।
শিরাংসি চ শিতৈর্বাণৈস্তেষাং চিচ্ছেদ ফাল্গুনিঃ॥ ২৬
চূতারামো যথা ভগ্নঃ পঞ্চবর্ষঃ ফলোপগঃ।
রাজপুত্রশতং তদ্বৎ সৌভদ্রেণ নিপাতিতম্॥ ২৭
ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কাশান্ সুকুমারান্ সুখোচিতান্।
একেন নিহতান্ দৃষ্ট্বা ভীতো দুর্য্যোধনোঽভবৎ॥ ২৮
রথিনঃ কুঞ্জরানশ্বান্ পদাতীংশ্চাপি মজ্জতঃ।
দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনঃ ক্ষিপ্রমুপায়াৎ তমমর্ষিতঃ॥ ২৯
তয়োঃ ক্ষণমিবাপূর্ণঃ সংগ্রামঃ সমপদ্যত।
অথাভবৎ তে বিমুখঃ পুত্রঃ শরশতাহতঃ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপরাজয়ে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৫

অর্জুনকুমার অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের ধনু, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদযুক্ত বাহু এবং মস্তকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ২৬

যেরূপ ফলদানযোগ্য পাঁচবর্ষের আম্রবৃক্ষ বায়ুকর্তৃক ভগ্ন হয়, সেইরূপ শত শত রাজকুমারকে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সেখানে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন॥ ২৭

ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ও সুখভোগের যোগ্য এই সুকুমার রাজকুমারগণকে একাকী অভিমন্যু কর্তৃক বিনষ্ট হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন ভয়ভীত হইয়া পড়িলেন॥ ২৮

রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিসৈন্যগণকে অভিমন্যুরূপী সমুদ্রে নিমজ্জমান দেখিয়া অমর্ষপূর্ণ দুর্য্যোধন অতিসত্বর তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন॥ ২৯

তখন ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে ক্ষণকাল পর্য্যন্ত অসামগ্রিকভাবে যুদ্ধ চলিল। তাহার মধ্যেই আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শত শত বাণে আহত হইয়া যুদ্ধবিমুখ হইলেন। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে দুর্য্যোধনের পরাজয়বিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[অভিমন্যুনা লক্ষ্মণস্য তথা ক্রাথপুত্রস্য বিনাশঃ, সৈন্যসহিতানাং ষণ্ণাং মহারথিনাং পলায়নঞ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
যথা বদসি মে সূত একস্য বহুভিঃ সহ।
সংগ্রামং তুমুলং ঘোরং জয়ং চৈব মহাত্মনঃ॥ ১
অশ্রদ্ধেয়মিবাশ্চর্য্যং সৌভদ্রস্যাথ বিক্রমম্।
কিং তু নাত্যদ্ভুতং তেষাং যেষাং ধর্মো ব্যপাশ্রয়ঃ॥ ২
দুর্য্যোধনে চ বিমুখে রাজপুত্রশতে হতে।
সৌভদ্রে প্রতিপত্তিং কাং প্রত্যপদ্যন্ত মামকাঃ॥ ৩
সঞ্জয় উবাচ।
সংশুষ্কাস্যাশ্চলন্নেত্রাঃ প্রস্বিন্না লোমহর্ষণাঃ।
পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে॥ ৪

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুকর্তৃক লক্ষ্মণ ও ক্রাথপুত্রকে বধ এবং সৈন্যসহ ছয় মহারথীর পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! তুমি এখন যেরূপ কথা বলিতেছ, তাহাতে দেখিতেছি—একাকী মহাত্মা বীর অভিমন্যুর বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এবং এই যুদ্ধে বিজয়ও তাহারই হইতেছে—সুভদ্রাকুমারের এই পরাক্রম আশ্চর্য্যজনক। এতাদৃশ পরাক্রমের জন্য তাহার উপর সহসা বিশ্বাস করা যায় না; কিন্তু যাহাদের ধর্ম্মই একমাত্র আশ্রয়, তাহাদের পক্ষে এই সব কার্য্য অত্যন্ত অদ্ভুতের কথা নহে। ১-২

সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন পলায়ন করিল এবং শত শত রাজকুমার নিহত হইল, সেই সময় আমার পুত্রগণ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য কি করিল? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার সকল সৈন্যের মুখই শুকাইয়া যাইল, চক্ষু ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইল এবং তাহাদের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তাহারা পলায়ন করিবার জন্য উৎসাহ দেখাইতে লাগিল। শত্রুকে জয় করিবার বিষয়ে কোনরূপ উৎসাহই তাহাদের ছিল না॥ ৪

হতান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পুত্রান্ সুহৃৎ-সম্বন্ধি-বান্ধবান্।
উৎসৃজ্যোৎসৃজ্য সঞ্জগ্মুস্ত্বরয়ন্তো হয়-দ্বিপান্ ॥ ৫
তান্ প্রভগ্নাংস্তথা দৃষ্ট্বা দ্রোণো দ্রৌণির্বৃহদ্বলঃ।
কৃপো দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ কৃতবর্মাথ সৌবলঃ ॥ ৬
অভ্যধাবন্ সুসংক্রুদ্ধাঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্।
তে তু পৌত্রেণ তে রাজন্ প্রায়শো বিমুখীকৃতাঃ ॥ ৭
একস্তু সুখসংবৃদ্ধো বাল্যাদ্ দর্পাচ্চ নির্ভয়ঃ।
ইম্বস্ত্রবিন্মহাতেজা লক্ষ্মণোঽর্জুনিমভ্যয়াৎ ॥ ৮
তমন্বগেবাস্য পিতা পুত্রগৃদ্ধী ন্যবর্তত।
অনুদুর্য্যোধনং চান্যে ন্যবর্তন্ত মহারথাঃ ॥ ৯
তং তেঽভিষিষিচুর্বাণৈর্মেঘা গিরিমিবাম্বুভিঃ।
স তু তান্ প্রমমাথৈকো বিষ্বগ্বাতো যথাম্বুদান্ ॥ ১০
পৌত্রং তব চ দুর্ধর্ষং লক্ষ্মণং প্রিয়দর্শনম্।
পিতুঃ সমীপে তিষ্ঠন্তং শূরমুদ্যতকার্মুকম্ ॥ ১১
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধং ধনেশ্বরসুতোপমম্।
আসসাদ রণে কার্ষ্ণির্মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ১২
লক্ষ্মণেন তু সঙ্গম্য সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
শরৈঃ সুনিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পিতঃ ॥ ১৩
সংক্রুদ্ধো বৈ মহারাজ দণ্ডাহত ইবোরগঃ।
পৌত্রস্তব মহারাজ তব পৌত্রমভাষত ॥ ১৪
সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোকো হ্যমুং লোকং গমিষ্যসি।
পশ্যতাং বান্ধবানাং ত্বাং নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা ততো ভল্লং সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
উদ্ববর্হ মহাবাহুর্নির্মুক্তোরগসন্নিভম্ ॥ ১৬
স তস্য ভুজনির্মুক্তো লক্ষ্মণস্য সুদর্শনম্।
সুনসং সুভ্রুকেশান্তং শিরোঽহার্ষীৎ সকুণ্ডলম্ ॥ ১৭

তাহারা যুদ্ধে মৃত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সম্বন্ধী এবং বন্ধু-বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের অশ্ব ও হস্তীদের উপর আরোহণ করত অতিসত্বর পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫

রাজন্! ইহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি—ইঁহারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অপরাজিত বীর অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু আপনার সেই পৌত্র অভিমন্যু ইঁহাদের সকলকেই প্রায় যুদ্ধ হইতে তাড়াইয়া দিলেন ৬-৭

সেই সময় সুখে পরিবর্দ্ধিত, ধনুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ, একাকী, মহতেজস্বী লক্ষ্মণ নিজের বালস্বভাব ও অভিমানবশতঃ নির্ভয় হইয়া অভিমন্যুর সম্মুখে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ৮

পুত্রকে রক্ষা করিতে অভিলাষী পিতা দুর্য্যোধনও তাঁহার সহিত যুদ্ধে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুর্য্যোধনের পশ্চাতে পশ্চাতে অন্যান্য মহারথীরাও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৯

যেরূপ মেঘ কোন পর্ব্বতকে নিজের বারিধারায় সিক্তিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা মহারথী অভিমন্যুর উপর বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন চারিদিকেই প্রবাহিত বায়ু মেঘকে উড়াইয়া দেয়, তেমনই ভাবে একাকী অভিমন্যু সেই সব বীরকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

রাজন্! আপনার প্রিয়দর্শন পৌত্র লক্ষ্মণ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন। তিনি ধনু উত্তোলন করত পিতা দুর্য্যোধনেরই পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। অত্যন্ত সুখে পরিবর্দ্ধিত এই বীর লক্ষ্মণ কুবেরের পুত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। যেরূপ মদমত্ত হাতী অপর এক মদমত্ত হাতীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ অর্জুনপুত্র অভিমন্যু লক্ষ্মণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১-১২

লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া শত্রুবীরনাশী সুভদ্রাকুমার তাঁহার দ্বারা স্বীয় বাহু ও বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৩

মহারাজ! এই আঘাতে দণ্ডপ্রহারে উদ্ধত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পৌত্র অভিমন্যু আপনার অপর পৌত্র লক্ষ্মণকে বলিলেন ॥ ১৪

লক্ষ্মণ! এই জগৎকে তুমি ভাল করিয়া দেখিয়া লও। এখন শীঘ্রই তুমি পরলোকে গমন করিবে। এই বান্ধবগণের সাক্ষাতেই তোমাকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ১৫

এই কথা বলিয়া শত্রুবীরহন্তা মহাবাহু সুভদ্রাকুমার খোলস-মুক্ত সর্পের ন্যায় নির্ম্মল একটি ভল্ল তূণ হইতে বাহির করিলেন।

অভিমন্যুর হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সেই ভল্ল দেখিতে অতিশয় সুন্দর, অনুপম নাসিকা, মনোহর ভ্রূ, মনোজ্ঞ কেশান্তভাগ এবং রুচির কুণ্ডলে মণ্ডিত লক্ষ্মণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১৬-১৭

লক্ষ্মণং নিহতং দৃষ্ট্বা হাহেত্যুচ্চ্রুক্রুশুর্জনাঃ।
ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে ॥ ১৮
হতৈনমিতি চুক্রোশ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রোণপুত্রো বৃহদ্বলঃ ॥ ১৯
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ ষড় রথাঃ পর্য্যবারয়ন্।
তাংস্তু বিদ্ধ্বা শিতৈর্বাণৈর্বিমুখীকৃত্য চার্জুনিঃ ॥ ২০
বেগেনাভ্যপতৎ ক্রুদ্ধঃ সৈন্ধবস্য মহদ্ বলম্।
আবব্রুস্তস্য পন্থানং গজানীকেন দংশিতাঃ ॥ ২১
কলিঙ্গাশ্চ নিষাদাশ্চ ক্রাথপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
তৎ প্রসক্তমিবাত্যর্থং যুদ্ধমাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ২২
ততস্তদ্ কুঞ্জরানীকং ব্যধমদ্ ধৃষ্টমার্জুনিঃ।
যথা বায়ুর্নিত্যগতির্জলদান্ শতশোঽম্বরে ॥ ২৩

ততঃ ক্রাথঃ শরব্রাতৈরার্জুনিং সমবাকিরৎ।
অথেতরে সংনিবৃত্তাঃ পুনর্দ্রোণমুখা রথাঃ ॥২৪
পরমাস্ত্রাণি ধুন্বানাঃ সৌভদ্রমভিদুদ্রুবুঃ।
তান্ নিবার্য্যার্জুনির্বাণৈঃ ক্রাথপুত্রমথার্দয়ৎ ॥ ২৫
শরৌঘেণাপ্রমেয়েণ ত্বরমাণো জিঘাংসয়া।
সধনুর্বাণকেয়ূরৌ বাহূ সমুকুটং শিরঃ ॥ ২৬
সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং রথং চাশ্বান্ অপাতয়ৎ।
কুলশীলশ্রুতিবলৈঃ কীর্ত্যা চাস্ত্রবলেন চ।
যুক্তে তস্মিন্ হতে বীরাঃ প্রায়শো বিমুখাভবন্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি লক্ষ্মণবধে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

লক্ষ্মণকে নিহত হইতে দেখিয়া তখন সকল লোকেই তীব্রস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিজের প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণ নিহত হইলে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন কুপিত হইলেন এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে বলিলেন—অহো! এই অভিমন্যুকে সংহার কর ॥

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মা—এই ছয় মহারথী অভিমন্যুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

ইহা দেখিয়া অর্জুনকুমার অভিমন্যু স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করত রণবিমুখ করিয়া দিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রবেগের সহিত জয়দ্রথের বিশাল সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥

সেই সময় কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ, নিষাদগণ ও পরাক্রমশালী ক্রাথপুত্র—ইঁহারা সকলে কবচধারণ করত গজসৈন্যের দ্বারা অভিমন্যুর পথ রোধ করিলেন ॥

প্রজানাথ! তখন সেখানে অত্যন্ত নিকট হইতেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জুনকুমার তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা সেই ধৃষ্ট গজসৈন্যদিগকে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেরূপ সদাগতি বায়ু আকাশে শত শত মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় ॥ ১৮-২৩

তারপর ক্রাথ অর্জুননন্দন অভিমন্যুর উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ের মধ্যেই দ্রোণ প্রভৃতি অপর মহারথীরা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ॥ ২৪

তাঁহারা সকলে উত্তম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ করিতে করিতে সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে নিবারণ করিয়া ক্রাথপুত্রকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তারপর তিনি অসংখ্য বাণসমূহে ক্রাথপুত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার ধনুর্বাণ ও কেয়ূরসহ দুই বাহু, মুকুটমণ্ডিত মস্তক, ছত্র ও সারথিসহ রথ এবং অশ্বগণকেও বধ করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৬

কুল, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, বল, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবলসম্পন্ন সেই বীর ক্রাথপুত্র নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যের প্রায় সকল বীর সৈন্যগণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ॥ ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে লক্ষ্মণের বধবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোঃ পরাক্রমঃ, ষড্ভির্মহারথিভিঃ সহ ঘোরতরং যুদ্ধম্, তেন বৃন্দারক-দশসহস্রান্যনরপতিসহিতস্য কোশলরাজস্য বৃহদ্বলস্য বিনাশশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রবিষ্টং তরুণং সৌভদ্রমপরাজিতম্।
কুলানুরূপং কুর্বাণং সংগ্রামেষ্বপলায়িনম্॥ ১
আজানেয়ৈঃ সুবলিভির্যান্তমশ্বৈস্ত্রিহায়নৈঃ।
প্লবমানমিবাকাশে কে শূরাঃ সমবারয়ন্॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

অভিমন্যুঃ প্রবিশ্যৈতাংস্তাবকান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অকরোৎ পার্থিবান্ সর্বান্ বিমুখান্ পাণ্ডুনন্দনঃ॥ ৩
তং তু দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণিশ্চ স বৃহদ্বলঃ।
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ ষড়্রথাঃ পর্য্যবারয়ন্॥ ৪
দৃষ্ট্বা তু সৈন্ধবে ভারমতিমাত্রং সমাহিতম্।
সৈন্যং তব মহারাজ যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ॥ ৫
সৌভদ্রমিতরে বীরমভ্যবর্ষন্ শরাম্বুভিঃ।
তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ॥ ৬
তাংস্তু সর্বান্ মহেষ্বাসান্ সর্ববিদ্যাসু নিষ্ঠিতান্।
ব্যষ্টম্ভয়দ্ রণে বাণৈঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা॥ ৭
দ্রোণং পঞ্চাশতাবিধ্যদ্ বিংশত্যা চ বৃহদ্বলম্।
অশীত্যা কৃতবর্মাণং কৃপং ষষ্ট্যা শিলীমুখৈঃ॥ ৮
রুক্মপুঙ্খৈর্মহাবেগৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ।
অবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈরশ্বত্থামানমার্জুনিঃ॥ ৯
স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পীতেন চ শিতেন চ।
ফাল্গুনির্দ্বিষতাং মধ্যে বিব্যাধ পরমেষুণা॥ ১০
পাতয়িত্বা কৃপস্যাশ্বাংস্তথোভৌ পার্ষ্ণিসারথী।
অথৈনং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে॥ ১১
ততো বৃন্দারকং বীরং কুরূণাং কীর্তিবর্ধনম্।
পুত্রাণাং তব বীরাণাং পশ্যতামবধীদ্ বলী॥ ১২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পরাক্রম, ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ এবং তাঁহার দ্বারা বৃন্দারক ও দশ হাজার অন্য রাজগণের সহিত কোশলরাজ বৃহদ্বলকে বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অপরাজিত ও যুদ্ধ হইতে অপলায়িত তরুণ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু এইভাবে যখন জয়দ্রথের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত নিজ কুলের অনুরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল এবং উত্তম জাতিতে উৎপন্ন তিন বৎসরের অশ্বগণের দ্বারা যেন আকাশে উড়িতে উড়িতে আসিয়া যখন আক্রমণ করিল, তখন কোন্ বীরগণ তাহাকে নিবারণ করিলেন? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডুকুলনন্দন অভিমন্যু সেই সময় আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার সকল ভূপতিগণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন। ৩

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল এবং হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মা—এই ছয় মহারথী তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৪

মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের উপর গুরুতর ভার আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আপনার সৈন্যবাহিনী রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইল। ৫

অন্য কিছু মহাবল যোদ্ধা নিজের চারি হাত লম্বা ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে সেখানে সুভদ্রাকুমার বীর অভিমন্যুর উপর বাণরূপ জলধারা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৬

কিন্তু শত্রুবীরসংহারকারী অভিমন্যু সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ সেই সব মহাধনুর্দ্ধরগণকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে স্তব্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৭

অর্জুনকুমার অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যকে পঞ্চাশ, বৃহদ্বলকে বিশ, কৃতবর্ম্মাকে আশী, কৃপাচার্য্যকে ষাট্ এবং অশ্বত্থামাকে কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত মহাবেগশালী দশটি বাণের দ্বারা আহত করিলেন। ৮-৯

অর্জুনকুমার অভিমন্যু শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করত কর্ণের কানে পীতবর্ণ ও তীক্ষ্ণধার একটি উত্তম বাণের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ১০

কৃপাচার্য্যের চারিটি অশ্ব ও তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষকে ভূপাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশটি বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন। ১১

তদনন্তর বলবান্ অভিমন্যু কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীর বৃন্দারককে আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই বধ করিলেন। ১২

তং দ্রৌণিঃ পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ।
বরং বরমমিত্রাণামারুজন্তমভীতবৎ ॥১৩
স তু বাণৈঃ শিতৈস্তূর্ণং প্রত্যবিধ্যত মারিষ।
পশ্যতাং ধার্তরাষ্ট্রাণামশ্বত্থামানমার্জুনিঃ ॥ ১৪
ষষ্ট্যা শরাণাং তং দ্রৌণিস্তিগ্মধারৈঃ সুতেজনৈঃ।
উগ্রৈর্নাকম্পয়দ্ বিদ্ধা মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ১৫
স তু দ্রৌণিং ত্রিসপ্তত্যা হেমপুঙ্খৈরজিহ্মগৈঃ।
প্রত্যবিধ্যন্মহাতেজা বলবানপকারিণম্ ॥ ১৬
তস্মিন্ দ্রোণো বাণশতং পুত্রগৃদ্ধী ন্যপাতয়ৎ।
অশ্বত্থামা তথাষ্টৌ চ পরীপ্সন্ পিতরং রণে ॥ ১৭
কর্ণো দ্বাবিংশতিং ভল্লান্ কৃতবর্মা চ বিংশতিম্।
বৃহদ্বলস্তু পঞ্চাশৎ কৃপঃ শারদ্বতো দশ ॥ ১৮
তাংস্তু প্রত্যবধীৎ সর্বান্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ।
তৈরর্দ্যমানঃ সৌভদ্রঃ সর্বতো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৯

তং কোশলানামধিপঃ কর্ণিনাতাড়য়দ্ধৃদি।
স তস্যাশ্বান্ ধ্বজং চাপং সূতং চাপাতয়ৎ ক্ষিতৌ ॥২০
অথ কোশলরাজস্তু বিরথঃ খড়্গ-চর্মভৃৎ।
ইয়েষ ফাল্গুনেঃ কায়াচ্ছিরো হর্তুং সকুণ্ডলম্ ॥ ২১
স কোসলানামধিপং রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্।
হৃদি বিব্যাধ বাণেন স ভিন্নহৃদয়োঽপতৎ ॥২২
বভঞ্জ চ সহস্রাণি দশ রাজ্ঞাং মহাত্মনাম্।
সৃজতামশিবা বাচঃ খড়্গ-কার্মুকধারিণাম্ ॥ ২৩
তথা বৃহদ্বলং হত্বা সৌভদ্রো ব্যচরদ্ রণে।
ব্যষ্টম্ভয়ন্মহেষ্বাসো যোধাংস্তব শরাম্বুভিঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি বৃহদ্বলবধে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

তখন শত্রুদলের প্রধান প্রধান বীরগণকে পীড়াদানকারী অভিমন্যুকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পঁচিশটি বাণ প্রহার করিলেন ॥১৩

আর্য! অর্জুনকুমারও আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই অতিক্রুত অশ্বত্থামাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

তখন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণধার, তেজস্বী ও ভয়ঙ্কর ষাটটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু বিদ্ধ করিয়াও তিনি মৈনাকপর্ব্বততুল্য অবস্থিত অভিমন্যুকে কম্পিত করিতে পারিলেন না ॥ ১৫

মহাতেজস্বী বলবান্ অভিমন্যু স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা নিজের অপকার করিতে উদ্যত অশ্বত্থামাকে পুনরায় প্রত্যাঘাত করিলেন ॥ ১৬

তখন স্বীয় পুত্রের উপর স্নেহপ্রবণ দ্রোণাচার্য্য অভিমন্যুর উপর একশত বাণবর্ষণ করিলেন। সেই সঙ্গে অশ্বত্থামাও নিজ পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সেই রণাঙ্গনে তাঁহার উপর আটটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

তারপর কর্ণ বাইশ, কৃতবর্ম্মা বিশ, বৃহদ্বল পঞ্চাশ ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য অভিমন্যুকে দশটি ভল্ল প্রহার করিলেন ॥ ১৮

ইঁহাদের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সর্ব্বতোভাবে পীড়িত হইয়া সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু তাঁহাদের সকলকেই দশটি দশটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৯

তাহার পর কোশলরাজ বৃহদ্বল একটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুর বক্ষে আঘাত করিলেন। ইহা দেখিয়া অভিমন্যু তাঁহার চারিটি অশ্ব ও ধ্বজ, ধনু এবং সারথিকেও নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২০

রথহীন হইয়া পড়িলে কোশলদেশাধিপতি বৃহদ্বল হাতে ঢাল ও তরবারি লইলেন এবং অভিমন্যুর শরীর হইতে তাঁহার কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছেদন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ২১

এই সময়েই অভিমন্যু একটি বাণের দ্বারা কোশলদেশের অধিপতি রাজপুত্র বৃহদ্বলের হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২২

ইহার পর অভিমন্যু অশুভবাক্যভাষী এবং খড়্গ ও ধনু ধারণকারী দশ হাজার মহামনস্বী নৃপগণকেও সংহার করিলেন ॥২৩

এইভাবে মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু বৃহদ্বলকে বধ করিয়া আপনার যোদ্ধাগণের উপর স্বীয় বাণরূপী জল বর্ষণ করিতে করিতে তাহাদিগকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে বৃহদ্বলবধবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[অভিমন্যুনাশ্বকেতো-র্ভোজস্য কর্ণসচিবাদীনাঞ্চ বধঃ, ষড়্ভির্মহারথিভিঃ সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, তৈর্মহারথিভি-রভিমন্যোর্ধনুষঃ, রথস্য, চর্ম্মণঃ, খড়্গস্য বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ

স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পুনর্বিব্যাধ ফাল্গুনিঃ।
শরৈঃ পঞ্চাশতা চৈনমবিধ্যৎ কোপয়ন্ ভৃশম্ ॥ ১

প্রতিবিব্যাধ রাধেয়স্তাবদ্ভিরথ তং পুনঃ।
শরৈরাচিতসর্বাঙ্গো বহ্বশোভত ভারত ॥ ২

কর্ণং চাপ্যকরোৎ ক্রুদ্ধো রুধিরোৎপীড়বাহিনম্।
কর্ণোঽপি বিবভৌ শূরঃ শরৈশ্ছিন্নোঽসৃগাপ্লুতঃ ॥ ৩

(সন্ধ্যানুগতপর্য্যন্তঃ শরদীব দিবাকরঃ।)
তাবুভৌ শরচিত্রাঙ্গৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ।
বভূবতুর্মহাত্মানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪

অথ কর্ণস্য সচিবান্ ষট্ শূরাংশ্চিত্রযোধিনঃ।
সাশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথান্ সৌভদ্রো নিজঘান হ ॥ ৫

তথেতরান্ মহেষ্বাসান্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ।
প্রত্যবিধ্যদসম্ভ্রান্তস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৬

মাগধস্য তথা পুত্রং হত্বা ষড়্ভিরজিহ্মগৈঃ।
সাশ্বং সসূতং তরুণমশ্বকেতুমপাতয়ৎ ॥ ৭

মার্ত্তিকাবতকং ভোজং ততঃ কুঞ্জরকেতনম্।
ক্ষুরপ্রেণ সমুন্মথ্য ননাদ বিসৃজন্ শরান্ ॥ ৮

তস্য দৌঃশাসনির্বিদ্ধ্বা চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
সূতমেকেন বিব্যাধ দশভিশ্চার্জুনাত্মজম্ ॥ ৯

ততো দৌঃশাসনিং কার্ষ্ণির্বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ।
সংরম্ভাদ্ রক্তনয়নো বাক্যমুচ্চৈরথাব্রবীৎ ॥ ১০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুকর্তৃক অশ্বকেতু, ভোজ ও কর্ণের সচিবাদিকে বধ এবং ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ও এই মহারথিগণের দ্বারা অভিমন্যুর ধনু, রথ, ঢাল ও তরবারি নাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর অর্জুনকুমার অভিমন্যু একটি বাণের দ্বারা কর্ণের কানে পুনরায় আঘাত করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিতে করিতে আরও পঁচিশটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

ভরতনন্দন! তখন রাধাপুত্র কর্ণও অভিমন্যুকে ততসংখ্যক (পঁচিশটি) বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। এই সময় ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাণে ব্যাপ্ত থাকায় তিনি অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২

পুনরায় ক্রুদ্ধ অভিমন্যুও কর্ণকে বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকিয়া তাঁহার শরীরে রক্তধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন। সেই সময় বীরবর কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ সূর্য্যদেব শরৎকালে সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণরূপে রক্তবর্ণ হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ৩

তখন ইঁহাদের উভয়ের শরীর বাণে ব্যাপ্ত থাকায় বিচিত্র দেখাইতেছিল। উভয়ে রক্তে স্নাত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই দুই মহামনস্বী বীর বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৪

তদনন্তর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু বিচিত্র যুদ্ধকারী কর্ণের ছয় জন বীর মন্ত্রীকে তাঁহাদের অশ্ব, সারথি, রথ এবং ধ্বজসহ নিহত করিলেন ॥ ৫

কেবল ইহাই নহে, তিনি এই সময় কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই দশ দশটি বাণের দ্বারা অন্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। ইহা তখন সকলের অদ্ভুত কার্য্য বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ৬

এইরূপে অভিমন্যু মগধরাজ শল্যের তরুণ পুত্র অশ্বকেতুকেও ছয়টি বাণের দ্বারা প্রহার করিয়া তাঁহাকে অশ্বগণ ও সারথিসহ রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৭

তাহার পর হস্তীর চিহ্নে সুশোভিত ধ্বজধারী মার্ত্তিকাবতক দেশের অধিপতি ভোজকে একটি ক্ষুরপবাণের দ্বারা বধ করিয়া অভিমন্যু বাণবর্ষণ করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৮

তখন দুঃশাসনের পুত্র চারিটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুর চারটি অশ্বকে আহত করিয়া একটি বাণে সারথিকে ও দশ বাণের দ্বারা স্বয়ং অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৯

ইহা দেখিয়া অর্জুনকুমার অভিমন্যুর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তিনি সাতটি বাণের দ্বারা দুঃশাসন-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

পিতা তবাহবং ত্যক্ত্বা গতঃ কাপুরুষো যথা ।
দিষ্ট্যা ত্বমপি জানীষে যোদ্ধুং ন ত্বদ্য মোক্ষ্যসে ॥ ১১
এতাবদুক্ত্বা বচনং কর্মারপরিমার্জিতম্ ।
নারাচং বিসসর্জাস্মৈ তং দ্রৌণিস্ত্রিভিরাচ্ছিনৎ ॥ ১২
তস্যার্জুনির্ধ্বজং ছিত্ত্বা শল্যং ত্রিভিরতাড়য়ৎ ।
তং শল্যো নবভির্বাণৈর্গার্ধ্রপত্রৈরতাড়য়ৎ ॥ ১৩
অসম্ভ্রান্তবদ্ রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ।
তস্যার্জুনির্ধ্বজং ছিত্ত্বা হত্বোভৌ পার্ষ্ণিসারথী ॥ ১৪
তং বিব্যাধায়সৈঃ ষড়্ভিঃ সোপাক্রামদ্ রথান্তরম্ ।
শত্রুঞ্জয়ং চন্দ্রকেতুং মেঘবেগং সুবর্চসম্ ॥ ১৫
সূর্য্যভাসঞ্চ পঞ্চৈতান্ হত্বা বিব্যাধ সৌবলম্ ।
তং সৌবলস্ত্রিভির্বিদ্ধা দুর্য্যোধনমথাব্রবীৎ ॥ ১৬
সর্ব এনং বিমথ্নীমঃ পুরৈকৈকং হিনস্তি নঃ ।
অথাব্রবীৎ পুনর্দ্রোণং কর্ণো বৈকর্তনো রণে ॥ ১৭
পুরা সর্বান্ প্রমথ্নাতি ব্রূহ্যস্য বধমাশু নঃ ।
ততো দ্রোণো মহেষ্বাসঃ সর্বাংস্তান্ প্রত্যভাষত ॥ ১৮
অস্তি বাস্যান্তরং কিঞ্চিৎ কুমারস্যাথ পশ্যত ।
অপ্যস্যান্তরং হ্যদ্য চরতঃ সর্বতোদিশম্ ॥ ১৯
শীঘ্রতাং নরসিংহস্য পাণ্ডবেয়স্য পশ্যত ।
ধনুর্মণ্ডলমেবাস্য রথমার্গেষু দৃশ্যতে ॥ ২০
সন্দধানস্য বিশিখান্ শীঘ্রং চৈব বিমুঞ্চতঃ ।
আরুজন্নপি মে প্রাণান্ মোহয়ন্নপি সায়কৈঃ ॥ ২১
প্রহর্ষয়তি মাং ভূয়ঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
অতি মাং নন্দয়ত্যেষ সৌভদ্রো বিচরন্ রণে ॥ ২২
অন্তরং যস্য সংরব্ধা ন পশ্যন্তি মহারথাঃ ।
অস্যতো লঘুহস্তস্য দিশঃ সর্বা মহেষুভিঃ ॥ ২৩

অরে! তোর বাবা কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুই যুদ্ধ করিতে জানিস্; কিন্তু এখন তুই আর প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইতে পারিবি না ॥ ১১

এই কথা বলিয়া অভিমন্যু কামারকর্তৃক পরিমার্জিত একটি নারাচকে দুঃশাসনের পুত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা তিনটি বাণ সন্ধান করিয়া উহাকে মধ্যভাগে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১২

তখন অর্জুননন্দন অভিমন্যু অশ্বত্থামার ধ্বজ ছেদন করিয়া শল্যকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। রাজন্! এই সময় শল্য মনে অল্পও বিভ্রান্ত না হইয়া গৃধ্রপক্ষসুশোভিত নয়টি বাণে অভিমন্যুকে আহত করিয়া ফেলিলেন। ইহা তখন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই সকলের মনে হইতেছিল ॥

এই সময় অভিমন্যু শল্যের ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করিলেন এবং তাঁহাকেও লৌহনির্মিত ছয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শল্য পলাইয়া অন্য রথে আরোহণ করিলেন ॥

তারপর শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুবর্চা এবং সূর্য্যভাস—এই পঞ্চ বীরকে বধ করত সুবলপুত্র শকুনিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। তখন শকুনিও তিন বাণে অভিমন্যুকে আহত করিয়া দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৬

রাজন্! এই অভিমন্যু আমাদের এক একজনের সহিত যুদ্ধ করিয়া অস্ত্রপ্রহার করিবার পূর্ব্বেই আমরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে মথিত করিয়া ফেলিব। তারপর বিকর্তনপুত্র কর্ণ পুনরায় রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭

আচার্য্য! অভিমন্যু আমাদের সকলকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং সত্বর ইহাকে আমরা পূর্ব্বেই যাহাতে বধ করিতে পারি, তাহার উপায় বলুন। তখন মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদের সকলকে বলিলেন ॥ ১৮

দেখ, এই কুমার অভিমন্যুর মধ্যে কোথায় দুর্ব্বলতা বা ছিদ্র আছে? চারিদিকে রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই অভিমন্যুর যদি অল্পও কোন ছিদ্র দেখিতে পাও, তাহার জন্য এখন অনুসন্ধান কর ॥ ১৯

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-পুত্রের শীঘ্রতা দেখ। কেমন শীঘ্রতা সহকারে সে বাণসমূহের সন্ধান এবং নিক্ষেপ করিতেছে, এই সময় রথমার্গে বিচরণকারী ইহার ধনুর কেবল মণ্ডলাকারই লক্ষ্য হইতেছে ॥

শত্রুবীরগণের সংহারকারী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু যদিও স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা আমারও প্রাণকে অত্যন্ত কষ্টদান করিতেছে, তথাপি বারংবার সে আমার হর্ষই বর্দ্ধন করিতেছে। রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিতেছে ॥ ২০-২২

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহারথী বীরগণও ইহার ছিদ্র দেখিতে পাইতেছেন না। সে অতিদ্রুত হস্ত চালনা করিতে করিতে নিজের

ন বিশেষং প্রপশ্যামি রণে গাণ্ডীবধন্বনঃ।
অথ কর্ণঃ পুনর্দ্রোণমাহার্জুনিশরাহতঃ ॥ ২৪
স্থাতব্যমিতি তিষ্ঠামি পীড্যমানোঽভিমন্যুনা।
তেজস্বিনঃ কুমারস্য শরাঃ পরমদারুণাঃ ॥ ২৫
ক্ষিণ্বন্তি হৃদয়ং মেঽদ্য ঘোরাঃ পাবকতেজসঃ।
তমাচার্য্যোঽব্রবীৎ কর্ণং শনকৈঃ প্রহসন্নিব ॥ ২৬
অভেদ্যমস্য কবচং যুবা চাশুপরাক্রমঃ।
উপদিষ্টা ময়া চাস্য পিতুঃ কবচধারণা ॥ ২৭
তামেষ নিখিলাং বেত্তি ধ্রুবং পরপুরঞ্জয়ঃ।
শক্যং ত্বস্য ধনুশ্ছেত্তুং জ্যাঞ্চ বাণৈঃ সমাহিতৈঃ ॥ ২৮
অভীষূংশ্চ হয়াংশ্চৈব তথোভৌ পার্ষ্ণি-সারথী।
এতৎ কুরু মহেষ্বাস রাধেয় যদি শক্যতে ॥ ২৯
অথৈনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরণং কুরু।
সধনুষ্কো ন শক্যোঽয়মপি জেতুং সুরাসুরৈঃ ॥ ৩০
বিরথং বিধনুষ্কঞ্চ কুরুষ্বৈনং যদীচ্ছসি।
তদাচার্য্যবচঃ শ্রুত্বা কর্ণো বৈকর্তনস্ত্বরন্ ॥ ৩১
অস্যতো লঘুহস্তস্য পৃষৎকৈর্ধনুরাচ্ছিনৎ।
অশ্বানস্যাবধীদ্ ভোজো গৌতমঃ পার্ষ্ণিসারথী ॥ ৩২
শেষাস্তু ছিন্নধন্বানং শরবর্ষৈরবাকিরন্।
ত্বরমাণাস্ত্বরাকালে বিরথং ষণ্মহারথাঃ ॥ ৩৩
শরবর্ষৈরকরুণা বালমেকমবাকিরন্।
স ছিন্নধন্বা বিরথঃ স্বধর্মমনুপালয়ন্ ॥ ৩৪
খড়্গচর্মধরঃ শ্রীমানুৎপপাত বিহায়সা।
মার্গৈঃ সকৌশিকাদ্যৈশ্চ লাঘবেন বলেন চ ॥ ৩৫
আর্জুনির্ব্যচরদ্ ব্যোম্নি ভৃশং বৈ পক্ষিরাডিব।
ময্যেব নিপতত্যেষ সাসিরিত্যূর্দ্ধদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৬

মহাবাণসমূহের দ্বারা চারিদিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। আমি যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীবধারী অর্জুন ও এই অভিমন্যুর মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেছি না॥

তদনন্তর কর্ণ পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন,—আমি অভিমন্যুর বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইতে থাকিলেও কেবল এইজন্য এখনও যুদ্ধস্থলে অপেক্ষা করিতেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম (তাহা না হইলে আমি বহু পূর্ব্বেই পলায়ন করিতাম)॥

তেজস্বী কুমার অভিমন্যুর এই অত্যন্ত দারুণ ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ আজ আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য ঠাট্টা করিয়া হাস্য করিতে করিতে ধীরে ধীরে কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥২৩-২৬

কর্ণ! অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। এই তরুণ বীর শীঘ্রতার সহিত স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। আমি ইহার পিতাকে কবচধারণ করিবার বিধি উপদেশ করিয়াছিলাম। শত্রুনগর-বিজয়ী এই বীর কুমার নিশ্চয়ই সেই সব বিধি জানে (সুতরাং ইহার কবচ অভেদ্য হইবেই); কিন্তু মনোযোগসহকারে যুদ্ধ করিলে ইহার ধনু ও গুণ ছেদন করিতে পারা যায় ॥ ২৭-২৮

সেই সঙ্গে ইহার অশ্বগণের লাগাম, অশ্বগণ এবং দুই পার্শ্ব-রক্ষককেও নষ্ট করিতে পারা যায়। মহাধনুর্দ্ধর রাধাপুত্র! যদি পার ত' এই কার্য্য কর ॥ ২৯

অভিমন্যুকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিয়া পরে ইহার উপর প্রহার কর। ইহার হাতে যদি ধনু থাকে, তবে সে ত' সমস্ত দেবতা ও অসুরগণকেও জয় করিতে পারে ॥ ৩০

যদি তুমি ইহাকে পরাভূত করিতে চাও, তবে প্রথমে ইহার রথ ও ধনুটিকে নষ্ট করিয়া দাও। আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিকর্ত্তনপুত্র কর্ণ অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত নিজের বাণসমূহের দ্বারা শীঘ্রতাসহকারে হস্ত চালাইয়া অস্ত্র প্রয়োগকারী অভিমন্যুর ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন এবং কৃপাচার্য্য তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ৩১-৩২

অবশিষ্ট অন্যান্য মহারথীরা অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে তাহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ত্বরান্বিত হইবার সময়েই এই ছয় নির্দয় মহারথী অতিশয় সত্বরতার সহিত রথহীন একাকী সেই বালকের উপর বাণবর্ষণ করিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥

ধনু ছিন্ন হইলে এবং রথ নষ্ট হইয়া যাইলে তেজস্বী বীর অভিমন্যু স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মপালন করিতে করিতে ঢাল ও তরবারি হাতে লইয়া আকাশপথে লাফাইয়া পড়িলেন ॥

অর্জুনকুমার অভিমন্যু কৌশিক প্রভৃতি মার্গসমূহের দ্বারা এবং শীঘ্রকারিতা ও বল-পরাক্রমে পক্ষিরাজ গরুড়সদৃশ ভূতল অপেক্ষা আকাশেই অধিকক্ষণ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥

তখন সমরাঙ্গণে প্রতিপক্ষের ছিদ্রান্বেষণকারী যোদ্ধাদের মনে হইতেছিল, এই অভিমন্যু আমার উপর তরবারি লইয়া পতিত হইবে" এরূপ আশঙ্কা করিয়া উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যুকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

বিব্যধুস্তং মহেষ্বাসং সমরে ছিদ্রদর্শিনঃ।
তস্য দ্রোণোঽচ্ছিনন্মুষ্টৌ খড়্গং মণিময়ৎসরুম্ ॥ ৩৭
ক্ষুরপ্রেণ মহাতেজাস্ত্বরমাণঃ সপত্নজিৎ।
রাধেয়ো নিশিতৈর্বাণৈর্ব্যধমচ্চর্ম চোত্তমম্ ॥ ৩৮
ব্যসি-চর্মেষু পূর্ণাঙ্গঃ সোঽন্তরিক্ষাৎ পুনঃ ক্ষিতিম্।
আস্থিতশ্চক্রমুদ্যম্য দ্রোণং ক্রুদ্ধোঽভ্যধাবত ॥ ৩৯
স চক্ররেণূজ্জ্বলশোভিতাঙ্গো
বভাবতীবোজ্জ্বলচক্রপাণিঃ।
রণেঽভিমন্যুঃ ক্ষণমাস রৌদ্রঃ
স বাসুদেবানুকৃতিং প্রকুর্বন্ ॥ ৪০
স্রুতরুধিরকৃতৈকরাগবক্ত্রো
ভ্রুকুটিপুটাকুটিলোঽতিসিংহনাদঃ।
প্রভুরমিতবলো রণেঽভিমন্যু-
র্নৃপবরমধ্যগতো ভৃশং ব্যরাজয়ৎ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুবিরথকরণে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

সেই সময় শত্রুজয়ী মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্য্য ত্বরা করিয়া একটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুর মুষ্টির মধ্যে ধৃত মণিময় মুষ্টিযুক্ত তরবারিটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তারপর রাধানন্দন কর্ণ স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা উত্তম ঢালটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ঢাল ও তরবারি হইতে বঞ্চিত হইয়া বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত দেহে অভিমন্যু পুনরায় আকাশমার্গ হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িলেন এবং একটি চক্র হাতে লইয়া কুপিতভাবে দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩৭-৩৯

তখন অভিমন্যুর শরীর চক্রের প্রভায় উদ্ভাসিত ও ধূলিরাশিতে সুশোভিত ছিল। তাহার হাতে তেজোময় উজ্জ্বল চক্র শোভা পাইতেছিল। ইহাতে তাহার অতিশয় শোভা হইতেছিল। সেই রণাঙ্গনে অভিমন্যু চক্রধারণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিতে করিতে ক্ষণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। ৪০

এই সময় অভিমন্যুর বস্ত্র তাঁহার শরীরপ্রবাহিত রক্তধারায় একমাত্র রক্তবর্ণই হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ভ্রূদ্বয় ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন হওয়ায় তাঁহার মুখমণ্ডল কুটিল বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রভাবশালী ও অপরিসীম বলবান্ অভিমন্যু সেই রণাঙ্গনে পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যে থাকিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুকে রথহীনকরণবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনা কালিকেয়-বসাতি-কেকয়রথিবীরাণাং বধঃ, ষড়্ভির্মহারথিভিঃ সহোদ্যোগেনাভিমন্যোর্বিনাশঃ, পলায়নপর-স্বকীয়সৈন্যেভ্যো যুধিষ্ঠিরস্যাশ্বাসদানঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

বিষ্ণোঃ স্বসুর্নন্দকরঃ স বিষ্ণ্বায়ুধভূষণঃ।
ররাজাতিরথঃ সংখ্যে জনার্দন ইবাপরঃ ॥ ১
মারুতোদ্ধূতকেশান্তমুদ্যতারিবরায়ুধম্।
বপুঃ সমীক্ষ্য পৃথ্বীশা দুঃসমীক্ষ্যং সুরৈরপি ॥ ২
তচ্চক্রং ভৃশমুদ্বিগ্নাঃ সঞ্চিচ্ছিদুরনেকধা।
মহারথস্ততঃ কার্ষ্ণিঃ সংজগ্রাহ মহাগদাম্ ॥ ৩

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অভিমন্যুর কালিকেয়, বসাতি ও কেকয় রথী বীরদিগকে বধ এবং ছয় মহারথীর সহায়তায় অভিমন্যুর বিনাশ ও পলায়নপর সৈন্যদিগকে যুধিষ্ঠিরের আশ্বাসপ্রদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার আনন্দপ্রদ এবং শ্রীকৃষ্ণসদৃশই চক্ররূপ অস্ত্রে সুশোভিত অতিরথী বীর অভিমন্যু সেই রণাঙ্গনে দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১

এই সময় প্রবাহিত বায়ু তাঁহার কেশসমূহের প্রান্তভাগ দুলাইতেছিল। তিনি স্বীয় হস্তে চক্রনামক অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার শরীর ও বাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা দেবতাগণের পক্ষেও অতিশয় কঠিন ছিল, সেই চক্রকে দেখিয়া সমস্ত মহাযোদ্ধারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ চক্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

বিধনুঃ-স্যন্দনাসিস্তৈর্বিচক্রশ্চারিভিঃ কৃতঃ।
অভিমন্যুর্গদাপাণিরশ্বত্থামানমার্দয়ৎ ॥ ৪
স গদামুদ্যতাং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তীমশনীমিব।
অপাক্রামদ্ রথোপস্থাদ্ বিক্রমাংস্ত্রীন্ নরর্ষভঃ ॥ ৫
তস্যাশ্বান্ গদয়া হত্বা তথোভৌ পার্ষ্ণি-সারথী।
শরাচিতাঙ্গঃ সৌভদ্রঃ শ্বাবিদ্বৎ সমদৃশ্যত ॥ ৬
ততঃ সুবলদায়াদং কালিকেয়মপোথয়ৎ।
জঘান চাস্যানুচরান্ গান্ধারান্ সপ্তসপ্ততিম্ ॥৭
পুনশ্চৈব বসাতীয়ান্ জঘান রথিনো দশ।
কেকয়ানাং রথান্ সপ্ত হত্বা চ দশ কুঞ্জরান্ ॥ ৮
দৌঃশাসনিরথং সাশ্বং গদয়া সমপোথয়ৎ।
ততো দৌঃশাসনিঃ ক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য মারিষ ॥ ৯
অভিদুদ্রাব সৌভদ্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
তাবুদ্যতগদৌ বীরাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ১০
ভ্রাতৃব্যৌ সম্প্রজহ্রাতে পুরের ত্র্যম্বকান্ধকৌ।
তাবন্যোন্যং গদাগ্রাভ্যামাহত্য পতিতৌ ক্ষিতৌ ॥১১
ইন্দ্রধ্বজাবিবোৎসৃষ্টৌ রণমধ্যে পরন্তপৌ।
দৌঃশাসনিরথোত্থায় কুরূণাং কীর্ত্তিবর্ধনঃ ॥ ১২
উত্তিষ্ঠমানং সৌভদ্রং গদয়া মূর্ধ্ন্যতাড়য়ৎ।
গদাবেগেন মহতা ব্যায়ামেন চ মোহিতঃ ॥ ১৩
বিচেতা ন্যপতদ্ ভূমৌ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
এবং বিনিহতো রাজন্নেকো বহুভিরাহবে ॥ ১৪
ক্ষোভয়িত্বা চমূং সর্বাং নলিনীমিব কুঞ্জরঃ।
অশোভত হতো বীরো ব্যাধৈর্বনগজো যথা ॥ ১৫
তং তথা পতিতং শূরং তাবকাঃ পর্য্যবারয়ন্।
দাবং দগ্ধ্বা যথা শান্তং পাবকং শিশিরাত্যয়ে ॥ ১৬
বিমৃদ্য নগশৃঙ্গাণি সংনিবৃত্তমিবানিলম্।
অস্তংগতমিবাদিত্যং তপ্ত্বা ভারতবাহিনীম্ ॥ ১৭

তখন মহারথী অভিমন্যু এক বিশাল গদা হাতে লইলেন। শত্রুরা তাঁহাকে ধনু, রথ, খড়্গ ও চক্র হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন। সেইজন্য গদা হাতে লইয়া তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন। ২-৪

প্রজ্বলিত বজ্রতুল্য সেই গদাকে উপরে উত্তোলিত দেখিয়া নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা স্বীয় রথের আসন হইতে তিন পদ পরিমাণ পিছাইয়া যাইলেন। ৫

সেই গদার আঘাতে অশ্বত্থামার চারিটি অশ্ব ও দুই পার্শ্ব-রক্ষককে বধ করিয়া বাণব্যাপ্ত দেহে অভিমন্যু শ্বাবিদের (শজারুর) ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৬

তারপর তিনি সুবলপুত্র কালিকেয়কে গদাঘাতে ভূমিতে পোথিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অনুগমনকারী সাতাত্তর জন গান্ধার যোদ্ধাকেও বধ করিলেন। ৭

তাহার পর দশজন বসাতিকে নিহত করিলেন। কেকয়-দেশের সাত রথী ও দশটি হাতীকে বিনাশ করিয়া দুঃশাসনপুত্রের অশ্বগণসহ রথকে গদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

আর্য্য! ইহাতে দুঃশাসনপুত্র কুপিত হইয়া হাতে গদাধারণ করত অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন—অরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

এই দুই বীর পরস্পরের উপর সেইভাবে গদার আঘাত করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে ভগবান্ শঙ্কর ও অন্ধকাসুর পরস্পরকে গদার আঘাত করিয়াছিলেন।

শত্রুতাপন এই দুই বীর তখন পরস্পরের গদার অগ্রভাগের আঘাতে আহত অবস্থায় ভূপতিত হইয়া দুইটি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পৃথিবীতে পড়িয়া রহিলেন।

তাহার পর কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন দুঃশাসনপুত্র প্রথমে উত্থিত হইয়া সুভদ্রাকুমারের মস্তকের উপরে গদার প্রচণ্ড আঘাত করিলেন।

গদার এই মহাবেগ ও পরিশ্রমে আহত হইয়া শত্রুবীরনাশী অভিমন্যু অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাজন্! এইভাবে সেই যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক যোদ্ধা মিলিত হইয়া একাকী অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন। ৮-১৪

যেরূপ হাতী কোন সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করিয়া ব্যাধগণকর্তৃক বনজাত হাতীর মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যুবরণ করত বীর অভিমন্যু সেখানে অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৫

এইরূপে রণাঙ্গনে পতিত বীরবর অভিমন্যুকে আপনার সৈন্যগণ চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন। যেরূপ গ্রীষ্মকালে বন-ভূমিকে প্রজ্বলিত করিয়া অগ্নি শান্ত হইয়া থাকে, যেরূপ বায়ু বৃক্ষের শাখাসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া নিরস্ত হয়, যেরূপ জগৎকে সন্তাপিত করিয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন, যেরূপ চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়া থাকে এবং যেরূপ সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ

উপপ্লুতং যথা সোমং সংশুষ্কমিব সাগরম্।
পূর্ণচন্দ্রাভবদনং কাকপক্ষবৃতাক্ষিকম্॥ ১৮
তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা তাবকাস্তে মহারথাঃ।
মুদা পরময়া যুক্তাশ্চুক্রুশুঃ সিংহবন্মুহুঃ॥ ১৯
আসীৎ পরমকো হর্ষস্তাবকানাং বিশাম্পতে।
ইতরেষাং তু বীরাণাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্॥ ২০
অন্তরিক্ষে চ ভূতানি প্রাক্রোশন্ত বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা নিপতিতং বীরং চ্যুতং চন্দ্রমিবাম্বরাৎ॥ ২১
দ্রোণকর্ণমুখৈঃ ষড্ভির্ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ।
একোঽয়ং নিহতঃ শেতে নৈষ ধর্মো মতো হি নঃ॥২২
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে বহ্বশোভত মেদিনী।
দ্যৌর্যথা পূর্ণচন্দ্রেণ নক্ষত্রগণমালিনী॥ ২৩
রুক্মপুঙ্খৈশ্চ সম্পূর্ণা রুধিরৌঘপরিপ্লুতা।
উত্তমাঙ্গৈশ্চ শূরাণাং ভ্রাজমানৈঃ সকুণ্ডলৈঃ॥ ২৪
বিচিত্রৈশ্চ পরিস্তোমৈঃ পতাকাভিশ্চ সংবৃতা।
চামরৈশ্চ কুথাভিশ্চ প্রবিদ্ধৈশ্চাম্বরোত্তমৈঃ॥ ২৫
তথাশ্বনরনাগানামলঙ্কারৈশ্চ সুপ্রভৈঃ।
খড়্গৈঃ সুনিশিতৈঃ পীতৈর্নির্মুক্তৈর্ভুজগৈরিব॥ ২৬
চাপৈশ্চ বিবিধৈশ্ছিন্নৈঃ শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসকম্পনৈঃ।
বিবিধৈশ্চায়ুধৈশ্চান্যৈঃ সংবৃতা ভূরশোভত॥ ২৭
বাজিভিশ্চাপি নির্জীবৈঃ শ্বসদ্ভিঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ।
সারোহৈর্বিষমা ভূমিঃ সৌভদ্রেণ নিপাতিতৈঃ॥ ২৮
সাঙ্কুশৈঃ সমহামাত্রৈঃ সবর্মায়ুধকেতুভিঃ।
পর্বতৈরিব বিধ্বস্তৈর্বিশিখৈর্মথিতৈর্গজৈঃ॥ ২৯
পৃথিব্যামনুকীর্ণৈশ্চ ব্যশ্ব-সারথি-যোধিভিঃ।
হ্রদৈরিব প্রক্ষুভিতৈর্হতনাগৈ রথোত্তমৈঃ॥ ৩০
পদাতিসঙ্ঘৈশ্চ হতৈর্বিবিধায়ুধভূষণৈঃ।
ভীরূণাং ত্রাসজননী ঘোররূপাভবন্মহী॥ ৩১

সমস্ত কৌরবসৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশবদনবিশিষ্ট অভিমন্যু ভূতলে নিপতিত হইলেন; তাঁহার মস্তকস্থিত কর্ণপার্শ্ববর্ত্তী কেশরাশির (জুলপীর) দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় আবৃত হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আপনার মহারথী বীর যোদ্ধারা অতিশয় প্রসন্নতার সহিত বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ১৮-১৯

প্রজানাথ! আপনার পুত্রগণের ত' অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু পাণ্ডব-বীরগণের নেত্র হইতে তখন অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল॥ ২০

মহারাজ! সেই সময় অন্তরিক্ষে অবস্থিত প্রাণিগণ আকাশ হইতে পতিত চন্দ্রের ন্যায় বীর অভিমন্যুকে রণভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার মহারথী যোদ্ধাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন॥ ২১

দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি ছয় কৌরবমহারথী বীরগণের দ্বারা অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করত এই বীর বালক এখানে শুইয়া আছে,—ইহা আমাদের মতে ধর্ম নহে॥ ২২

বীর অভিমন্যু নিহত হইলে পর সেই রণভূমি পূর্ণচন্দ্রে যুক্ত ও নক্ষত্রমালায় অলঙ্কৃত আকাশের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিল॥ ২৩

সুবর্ণময় পঙ্খবিভূষিত বাণসমূহে সেখানকার রণভূমি পরিপূর্ণ ছিল। রক্তধারায় উহা আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। বীরবরগণের কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তকসমূহ, হস্তিগণের বিচিত্র পৃষ্ঠাস্তরণসকল, বহু পতাকা, চামর, হস্তীর পৃষ্ঠে আবৃত কম্বল, এদিক্ ওদিকে পতিত উত্তম বস্ত্রসকল হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেদীপ্যমান আভরণসমূহ, খোলসমুক্ত সর্পসদৃশ নির্মল ও পীতবর্ণের খড়্গসকল, বিভিন্নরূপে ছিন্ন ধনুশ্রেণী, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন এবং অন্য নানাপ্রকার অস্ত্রসকলে আচ্ছাদিত সেই রণভূমি অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিল॥ ২৪-২৭

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকর্তৃক নিহত হইয়া ভূপাতিত রক্তস্নাত নির্জীব ও সজীব অশ্বগণ ও অশ্বারোহীদিগের দ্বারা সেই রণভূমি বিষম ও দুর্গম হইয়া উঠিল॥ ২৮

অঙ্কুশ, মাহুত, কবচ, আয়ুধ এবং ধ্বজসমূহের সহিত বড় বড় বহু গজরাজ বাণসকলে মথিত হইয়া বিধ্বস্ত পর্বতশ্রেণীর ন্যায় মনে হইতেছিল। যাহারা বিশাল বিশাল গজপতিগণকেও বিনাশ করিয়াছিল, সেই সব শ্রেষ্ঠ রথ, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধাশূন্য হইয়া মথিত সরোবরের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। নানাপ্রকার আয়ুধ ও অলঙ্কারসমূহে সম্পন্ন পদাতি-সৈন্যদের বহু সমুদায় সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। এই সবের দ্বারা সেখানকার রণভূমি অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল এবং ভীরু পুরুষগণের মনে ভয় উৎপন্ন করিতে লাগিল॥ ২৯-৩১

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্।
তাবকানাং পরা প্রীতিঃ পাণ্ডূনাং চাভবদ্ ব্যথা ॥ ৩২
অভিমন্যৌ হতে রাজন্ শিশুকেঽপ্রাপ্তযৌবনে।
সম্প্রাদ্রবচ্চমূঃ সর্বা ধর্মরাজস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৩
দীর্য্যমাণং বলং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রে বিনিপাতিতে।
অজাতশত্রুস্তান্ বীরানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪
স্বর্গমেষ গতঃ শূরো যো হতো ন পরাঙ্মুখঃ।
সংস্তম্ভয়ত মা ভৈষ্ট বিজেষ্যামো রণে রিপূন্ ॥ ৩৫
ইত্যেবং স মহাতেজা দুঃখিতেভ্যো মহাদ্যুতিঃ।
ধর্মরাজো যুধাং শ্রেষ্ঠো ব্রুবন্ দুঃখমপানুদৎ ॥ ৩৬
যুদ্ধে হ্যাশীবিষাকারান্ রাজপুত্রান্ রণে রিপূন্।
পূর্বং নিহত্য সংগ্রামে পশ্চাদার্জুনিরভ্যয়াৎ ॥ ৩৭
হত্বা দশ সহস্রাণি কৌশল্যঞ্চ মহারথম্।
কৃষ্ণার্জুনসমঃ কার্ষ্ণিঃ শক্রলোকং গতো ধ্রুবম্ ॥ ৩৮
রথাশ্বনরমাতঙ্গান্ বিনিহত্য সহস্রশঃ।
অবিতৃপ্তঃ স সংগ্রামাদশোচ্যঃ পুণ্যকর্মকৃৎ।
গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ শাশ্বতান্ পুণ্যনির্জিতান্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুবধে
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ অভিমন্যুকে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং পাণ্ডবদের অন্তরাত্মা ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। ৩২

রাজন্! তিনি তখনও যুবাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, সেই বালক অভিমন্যু নিহত হইলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই তাঁহার সকল সৈন্যবাহিনী পলায়ন করিতে লাগিল। ৩৩

সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ধরাশায়ী হইলে নিজের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইতে দেখিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিজের সেই সৈন্যদিগকে এই কথা বলিলেন। ৩৪

এই বীরবর অভিমন্যু যুদ্ধ করত নিহত হইয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন, তথাপি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। তোমরাও সকলে ধৈর্য্যধারণ কর, ভীত হইও না, আমরা রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে অবশ্যই জয় করিব ৩৫

মহাতেজস্বী ও পরম কান্তিমান্ যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের দুঃখী সৈন্যদিগকে এই কথা বলিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিলেন। ৩৬

যুদ্ধে বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর শত্রুরূপ রাজকুমারগণকে প্রথমে বধ করিয়া পরে অর্জুননন্দন অভিমন্যু স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

দশ হাজার রথী ও মহারথী কোশলরাজ বৃহদ্বলকে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনসদৃশ পরাক্রমশালী অভিমন্যু অবশ্যই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। ৩৮

সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, পদাতি ও হস্তীদিগকে সংহার করিয়াও তিনি তৃপ্ত হন নাই। পুণ্যকর্মকারী অভিমন্যু শোকলাভের অযোগ্য ছিলেন। তিনি পুণ্যাত্মাগণের পুণ্যার্জিত সনাতনলোকে গমন করিলেন। ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর বধবিষয়ক একোন-পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[তৃতীয়দিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিঃ, সৈন্যানাং শিবিরে প্রত্যাবর্তনম্, রণভূমিবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বয়ং তু প্রবরং হত্বা তেষাং তৈঃ শরপীড়িতাঃ।
নিবেশায়াভ্যুপায়ামঃ সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ১
নিরীক্ষমাণাস্তু বয়ং পরে চায়োধনং শনৈঃ।
অপযাতা মহারাজ গ্লানিং প্রাপ্তা বিচেতসঃ ॥ ২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[তৃতীয়দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি, সৈন্যদের শিবিরে প্রত্যাবর্তন এবং রণভূমির বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমরা শত্রুদিগের শ্রেষ্ঠ বীর অভিমন্যুকে বধ করিয়া এবং তাহাদের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম করিবার জন্য শিবিরে চলিয়া আসিলাম। সেই সময় আমাদের সর্বাঙ্গ রুধিরে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ১

মহারাজ! আমরা এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধস্থলকে

ততো নিশায়া দিবসস্য চাশিবঃ
শিবারুতৈঃ সন্ধিরবর্ত্ততাদ্ভুতঃ।
কুশেশয়াপীড়নিভে দিবাকরে
বিলম্বমানেঽস্তমুপেত্য পর্ব্বতম্ ॥ ৩
বরাসিশক্ত্যৃষ্টিবরূথচর্মণাং
বিভূষণানাঞ্চ সমাক্ষিপন্ প্রভাঃ।
দিবঞ্চ ভূমিঞ্চ সমানয়ন্নিব
প্রিয়াং তনুং ভানুরুপৈতি পাবকম্ ॥৪
মহাভ্রকূটাচলশৃঙ্গসন্নিভৈ-
র্গজৈরনেকৈরিব বজ্রপাতিতৈঃ।
স বৈজয়ন্ত্যঙ্কুশবর্মযন্তৃভি-
র্নিপাতিতৈর্নষ্টগতিশ্চিতা ক্ষিতিঃ ॥ ৫
হতেশ্বরৈশ্চ র্ণিতপত্ত্যুপস্করৈ-
র্হতাশ্বসূতৈর্বিপতাককেতুভিঃ।
মহারথৈর্ভূঃ শুশুভে বিচূর্ণিতৈঃ
পুরৈরিবামিত্রহতৈর্নরাধিপ ॥ ৬
রথাশ্ববৃন্দৈঃ সহ সাদিভির্হতৈঃ
প্রবিদ্ধভাণ্ডাভরণৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
নিরস্তজিহ্বাদশনান্ত্রলোচনৈ-
র্ধরা বভৌ ঘোরবিরূপদর্শনা ॥ ৭
প্রবিদ্ধবর্মাভরণাম্বরায়ুধা
বিপন্নহস্ত্যশ্বরথানুগা নরাঃ।
মহার্হশয্যাস্তরণোচিতাস্তদা
ক্ষিতাবনাথা ইব শেরতে হতাঃ ॥ ৮
অতীব হৃষ্টাঃ শ্ব-শৃগাল-বায়সা
বকাঃ সুপর্ণাশ্চ বৃকাস্তরক্ষবঃ।
বয়াংস্যসৃক্‌পাস্ত্বথ রক্ষসাং গণাঃ
পিশাচসঙ্ঘাশ্চ সুদারুণা রণে ॥ ৯
ত্বচো বিনির্ভিদ্য পিবন্ বসামসৃক্
তথৈব মজ্জাঃ পিশিতানি চাশ্নুবন্।
বপাং বিলুম্পন্তি হসন্তি গান্তি চ
প্রকর্ষমাণাঃ কুণপান্যনেকশঃ ॥ ১০

দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে সেখান হইতে গমন করিলাম। এই সময় অত্যন্ত শোকগ্রস্ত পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যরা অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল। ২

সেই সময় যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে উপস্থিত হইয়া পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িলেন, তখন তিনি কমলনির্ম্মিত মুকুটের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলরূপ এই অদ্ভুত সন্ধ্যা শিবাগণের ভয়ঙ্কর শব্দে অমঙ্গলময়ী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৩

সূর্য্যদেব শ্রেষ্ঠ তরবারি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, ঢাল ও আভরণসকলের প্রভা হরণ করিতে থাকিয়া আকাশ এবং পৃথিবীকে যেন সম অবস্থায় লইয়া যাইতে যাইতে নিজের প্রিয় শরীর অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। ৪

মহামেঘপুঞ্জ ও পর্ব্বতশিখরসদৃশ বিশালদেহ বহুসংখ্যক হাতী এভাবে রণাঙ্গনে পড়িয়াছিল যে, মনে হইতেছিল তাহারা বজ্রাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। বৈজয়ন্তী পতাকা, অঙ্কুশ, কবচ এবং মাহুতসহ ভূপাতিত সেই সব গজরাজগণের দেহে সেখানকার রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যাহার জন্য সেখানে গমনাগমন করাই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। ৫

নরাধিপ! শত্রুগণকর্তৃক বিধ্বস্ত বিশাল নগরসমূহের ন্যায় বড় বড় বহু রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের অশ্ব ও সারথি নিহত হইয়াছিল এবং ধ্বজ-পতাকাও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে এই সকল রথের আরোহী যোদ্ধারাও বিনষ্ট হইয়াছিল। পদাতি সৈন্যরা ও অন্যান্য বহু যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসমূহও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল। তখন এই সকলের দ্বারা রণভূমি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৬

রথ ও অশ্বসকল আরোহীদের সহিত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন বহু ভাণ্ড ও আভরণ ছিন্ন-ছিন্ন হইয়া পতিত ছিল। মনুষ্য ও পশুগণের জিহ্বা, দন্ত, অন্ত্র (আঁত) এবং চক্ষুসমূহ বাহির হইয়া আসিয়াছিল। এই সকলের দ্বারা সেই রণভূমি অতিশয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের অনুসরণকারী পদাতি মনুষ্যগণ নিজেদের প্রাণ হারাইয়া সেই রণাঙ্গনে পতিত ছিল। যে সমস্ত রাজা ও রাজকুমার বহুমূল্য শয্যা এবং বিছানায় শয়ন করিবার যোগ্য ছিলেন, তাহারা সকলে নিহত হইয়া অনাথের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। ৭-৮

কুকুর, শৃগাল, কাক, বক, গরুড়, বৃক, তরক্ষু, রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষসগণের দল এবং অত্যন্ত ভয়ানক পিশাচগণ সেই রণাঙ্গনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছিল। ৯

ইহারা মৃতদের ত্বক (চামড়া) বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের বসা

শরীরসঙ্ঘাতবহা হ্যসৃগ্‌জলা
রথোড়ুপা কুঞ্জরশৈলসঙ্কটা।
মনুষ্যশীর্ষোপলমাংসকর্দমা
প্রবিদ্ধনানাবিধশস্ত্রমালিনী॥ ১১

ভয়াবহা বৈতরণীব দুস্তরা
প্রবর্ত্তিতা যোধবরৈস্তদা নদী।
উবাহ মধ্যেন রণাজিরে ভৃশং
ভয়াবহা জীবমৃতপ্রবাহিনী॥ ১২

পিবন্তি চাশ্নন্তি চ যত্র দুর্দৃশাঃ
পিশাচসঙ্ঘাস্তু নদন্তি ভৈরবাঃ।
সুনন্দিতাঃ প্রাণভৃতাং ক্ষয়ঙ্করাঃ
সমানভক্ষাঃ শ্ব-শৃগাল-পক্ষিণঃ॥ ১৩

তথা তদায়োধনমুগ্রদর্শনং
নিশামুখে পিতৃপতিরাষ্ট্রবর্ধনম্।
নিরীক্ষমাণাঃ শনকৈর্জহুর্নরাঃ
সমুত্থিতা নৃত্যকবন্ধসঙ্কুলম্॥ ১৪

অপেত-বিধ্বস্ত-মহার্হভূষণং
নিপাতিতং শক্রসমং মহাবলম্।
রণেঽভিমন্যুং দদৃশুস্তদা জনা
ব্যপোঢ়হব্যং সদসীব পাবকম॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি তৃতীয়দিবসাবহারে সমরভূমিবর্ণনে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০

ও রক্তপান করিতেছিল, মজ্জা ও মাংস খাইতেছিল, চর্ব্বিসমূহ চর্ব্বণ করিতেছিল এবং বহু মৃতদেহকে এদিক্ ওদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন তাহারা হাসিতে ও গান গাহিতে ছিল॥ ১০

সেই সময় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা যুদ্ধভূমিতে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা বৈতরণী নদীর ন্যায় দুষ্কর ও ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল। ইহাতে জলের স্থলে কেবল রক্তধারাই বহিয়া যাইতেছিল। বহু মৃতদেহসকল এই নদীতে বাহিত হইতেছিল। উহাতে রথসমূহ নৌকার ন্যায় দেখা যাইতেছিল। হস্তিসকলের দেহ উহাতে পর্ব্বতের ন্যায় মনে হইতেছিল। মনুষ্যগণের মস্তকসমূহ এই নদীর প্রস্তরতুল্য ছিল এবং মাংস ছিল কর্দ্দমসদৃশ। সেখানে খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ মালার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এই অত্যন্ত ভয়ঙ্করী নদী রণাঙ্গনের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া মৃত ও জীবিতগণকে বহন করিতেছিল॥ ১১-১২

যাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও অতিশয় কঠিন ছিল, এরূপ ভয়ঙ্কর পিশাচসমূহ সেখানে রক্তাদি পান করিতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিগণের বিনাশকারী এই পিশাচেরা অতিশয় আনন্দিত ছিল। কুকুর, শৃগাল এবং পক্ষিগণও সমানভাবে ভোজনসামগ্রী পাইয়াছিল॥ ১৩

প্রদোষকালে যমরাজের রাজ্যবৃদ্ধিকর সেই যুদ্ধক্ষেত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে নৃত্যপরায়ণ বহু কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) রণভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সব দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষের যোদ্ধারা যুদ্ধস্থল হইতে ধীরে ধীরে যাইতে থাকিয়া যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিল॥ ১৪

সেই সময় সকল লোকে দেখিতে লাগিলেন, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু রণক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছেন। তাহার বহুমূল্য আভরণসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া শরীর হইতে দূরে যাইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি যজ্ঞবেদীর উপর ঘৃতাহুতিহীন অগ্নির ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পতিত আছেন॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে তৃতীয়দিবসের যুদ্ধসমাপ্তির পর সৈন্যদের শিবিরে প্রস্থান ও যুদ্ধভূমিবর্ণন বিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্য বিলাপঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে সৌভদ্রে রথযূথপে।
বিমুক্তরথসন্নাহাঃ সর্ব্বে নিক্ষিপ্তকার্ম্মুকাঃ॥ ১

উপোপবিষ্টা রাজানং পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
তদেব যুদ্ধং ধ্যায়ন্তঃ সৌভদ্রগতমানসাঃ॥ ২

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
অভিমন্যৌ হতে বীরে ভ্রাতুঃ পুত্রে মহারথে॥ ৩

(এষ জিত্বা কৃপং শল্যং রাজানঞ্চ সুযোধনম্।
দ্রোণং দ্রৌণিং মহেষ্বাসং তথৈবান্যান্ মহারথান্॥)

দ্রোণানীকমসম্বাধং মম প্রিয়চিকীর্ষয়া।
(হত্বা শত্রুগণান্ বীরানেষ শেতে নিপাতিতঃ।
কৃতাস্ত্রান্ যুদ্ধকুশলান্ মহেষ্বাসান্ মহারথান্॥
কুল-শীল-গুণৈর্যুক্তান শূরান্ বিখ্যাতপৌরুষান্।
দ্রোণেন বিহিতং ব্যূহমভেদ্যমমরৈরপি॥
অদৃষ্টপূর্ব্বমস্মাভিঃ চক্রং চক্রায়ুধপ্রিয়ঃ।)
ভিত্ত্বা ব্যূহং প্রবিষ্টোঽসৌ গোমধ্যমিব কেসরী॥ ৪

(বিক্রীড়িতং রণে তেন নিঘ্নতা বৈ পরান্ বরান্।)
যস্য শূরা মহেষ্বাসাঃ প্রত্যনীকগতা রণে।
প্রভগ্না বিনিবর্ত্তন্তে কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ॥ ৫

অত্যন্তশত্রুরস্মাকং যেন দুঃশাসনঃ শরৈঃ।
ক্ষিপ্রং হ্যভিমুখঃ সংখ্যে বিসংজ্ঞো বিমুখীকৃতঃ॥ ৬

স তীর্ত্বা দুস্তরং বীরো দ্রোণানীকমহার্ণবম্।
প্রাপ্য দৌঃশাসনিং কার্ষ্ণিঃ প্রাপ্তো বৈবস্বতক্ষয়ম্॥৭

কথং দ্রক্ষ্যামি কৌন্তেয়ং সৌভদ্রে নিহতেঽর্জুনম্।
সুভদ্রাং বা মহাভাগাং প্রিয়ং পুত্রমপশ্যতীম্॥৮

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের বিলাপ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাপরাক্রমশালী রথযূথপতি সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু নিহত হইলে পর সমস্ত পাণ্ডবমহারথীরা রথ ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনুসকলকে নীচের দিকে অবনত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবৃত করত তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ইঁহাদের সকলেরই মন সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর উপরই নিহিত ছিল এবং ইঁহারা তাঁহার সেই যুদ্ধের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। ১-২

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা অর্জুনের বীর পুত্র অভিমন্যু নিহত হইলে পর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩

অহো! কৃপাচার্য্য, শল্য, রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য মহরথী বীরগণকে জয় করিয়া, আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্যের নির্বাধ সৈন্যব্যূহকে বিনষ্ট করত বীর শত্রুবর্গকে বিনাশ করিবার পর পুত্র অভিমন্যু ভূপতিত হইয়াছে এবং সে এখন রণভূমিতে শুইয়া আছে। যাহারা অস্ত্রবিদ্যায় বিদ্বান্, যুদ্ধনিপুণ, কুল-শীল ও বহু সদ্গুণে গুণবান্, শৌর্য্যশালী বীর, নিজেদের পরাক্রমের জন্য ভুবনে প্রসিদ্ধ, সেই সব মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বীরগণকে পরাজিত করিয়া দেবতাগণের পক্ষেও যাহাকে ভেদ করা দুঃসাধ্য এবং আমরা যাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সেই দ্রোণনির্ম্মিত চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভগিনী-নন্দন অভিমন্যু তাহার মধ্যে সেইরূপ প্রবেশ করিয়াছিল, যেরূপ সিংহ গো-সমুদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৪

সে রণাঙ্গনে প্রধান প্রধান শত্রুবীরগণকে বধ করিতে থাকিয়া অদ্ভুত রণক্রীড়া করিয়াছিল। যুদ্ধে ইহার সম্মুখে আসিলে পর শত্রুপক্ষের অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, যুদ্ধদুর্মদ ও মহাধনুর্দ্ধর বীরগণও উৎসাহহীন হইয়া পলায়ন করিত। ৫

যে বীর অর্জুনকুমার যুদ্ধস্থলে আমাদের ঘোরতর শত্রু দুঃশাসন সম্মুখে আসিলে অতি দ্রুত নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহাকে অচেতন করিয়া দিয়া বিতাড়িত করিয়াছিল, সেই বীর দুস্তর মহাসাগরতুল্য দুরতিক্রমণীয় দ্রোণসেনা পার হইয়াও দুঃশাসনের পুত্রের নিকট পর্য্যন্ত যাইয়া যমলোকে গমন করিল। ৬-৭

সুভদ্রা-কুমার অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়া দেওয়ায় আমি এখন কিভাবে অর্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব? অথবা যে নিজের প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পায় নাই, সেই মহাভাগা সুভদ্রার সম্মুখে কিভাবে গমন করিব? ৮

কিংস্বিদ্ বরমপেতার্থমশ্লিষ্টমসমঞ্জসম্।
তাবুভৌ প্রতিবক্ষ্যামো হৃষীকেশ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৯
অহমেব সুভদ্রায়াঃ কেশবার্জ্জুনয়োরপি।
প্রিয়কামো জয়াকাঙ্ক্ষী কৃতবানিদমপ্রিয়ম্ ॥ ১০
ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষাঁল্লোভাম্মোহাৎ প্রবর্ত্ততে।
মধুলিপ্সুর্হি নাপশ্যং প্রপাতমহমীদৃশম্ ॥ ১১
যো হি ভোজ্যে পুরস্কার্য্যো যানেষু শয়নেষু চ।
ভূষণেষু চ সোঽস্মাভির্বালো যুধি পুরস্কৃতঃ ॥ ১২
কথং হি বালস্তরুণো যুদ্ধানামবিশারদঃ।
সদশ্ব ইব সম্বাধে বিষমে ক্ষেমমর্হতি ॥ ১৩
নো চেদ্ধি বয়মপ্যেনং মহীমনু শয়ীমহি।
বীভৎসোঃ কোপদীপ্তস্য দগ্ধাঃ কৃপণচক্ষুষা ॥ ১৪
অলুব্ধো মতিমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাবান্ রূপবান্ বলী।
বপুষ্মান্ মানকৃদ্ বীরঃ প্রিয়ঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৫
যস্য শ্লাঘন্তি বিবুধাঃ কর্ম্মাণ্যূর্জ্জিতকর্ম্মণঃ।
নিবাতকবচান্ জঘ্নে কালকেয়াংশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৬
মহেন্দ্রশত্রবো যেন হিরণ্যপুরবাসিনঃ।
অক্ষোর্নিমেষমাত্রেণ পৌলোমাঃ সগণা হতাঃ ॥ ১৭
পরেভ্যোঽপ্যভয়ার্থিভ্যো যো দদাত্যভয়ং বিভুঃ।
তস্যাস্মাভির্ন শকিতস্ত্রাতুমপ্যাত্মজো বলী ॥ ১৮
ভয়ং তু সুমহৎ প্রাপ্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মহাবলান্।
পার্থঃ পুত্রবধাৎ ক্রুদ্ধঃ কৌরবান্ শোষয়িষ্যতি ॥ ১৯
ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রসহায়শ্চ স্বপক্ষক্ষয়মাতুরঃ।
ব্যক্তং দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা শোচন্ হাস্যতি জীবিতম্ ॥২০
ন মে জয়ঃ প্রীতিকরো ন রাজ্যং
ন চামরত্বং ন সুরৈঃ সলোকতা।
ইমং সমীক্ষ্যাপ্রতিবীর্য্যপৌরুষং
নিপাতিতং দেববরাত্মজাত্মজম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

হায়! আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই দুইজনের সম্মুখে এই অনর্থপূর্ণ, অসঙ্গত ও অনুচিত বৃত্তান্ত কিরূপে বর্ণনা করিব ? ৯

আমিই আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই অপ্রিয় কার্য্য করিলাম ॥ ১০

লোভী মনুষ্য কোন কার্য্যের দোষ দেখিতে পায় না। সে লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। আমি মধুসদৃশ মধুররাজ্য লাভ করিবার কামনা করিয়া ইহা দেখি নাই যে, ইহাতে ভয়ঙ্কর পতনের ভয় আছে ॥ ১১

হায়! যে সুকুমার বালককে ভোজন, শয়ন, যানে আরোহণ এবং বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি কর্ম্মেই অগ্রে স্থান দিতে হয়, তাহাকে কিনা আমরা যুদ্ধের জন্য অগ্রে পাঠাইয়া দিলাম ॥ ১২

সেই তরুণ কুমার এখনও বালক। যুদ্ধবিদ্যায় পূর্ণ নিপুণতা অর্জন করে নাই, সুতরাং গহন বনে প্রবেশ করিয়া সদশ্বের ন্যায় এই বিষম সঙ্কটময় সংগ্রামে যাইয়া কিভাবে কুশলে থাকিতে পারিবে ॥১৩

যদি আমরা অভিমন্যুর সহিতই আজ রণাঙ্গনে শয়ন না করি, তবে ক্রোধে উত্তেজিত অর্জুনের শোকাকুল নেত্রবহ্নিতে অবশ্যই আমরা দগ্ধ হইয়া যাইব ॥ ১৪

যে লোভহীন, বুদ্ধিমান্, লজ্জাশীল, ক্ষমাবান্, রূপবান্, বলশালী, সুন্দর শরীরধারী, অপরকে মানদানকারী, প্রীতিপাত্র, বীর ও সত্যপরাক্রমী, যাহার কর্ম্ম দেবগণও প্রশংসা করেন, যাহার কর্ম্ম বলপূর্ণ ও মহৎ, যে পরাক্রমশালী বীর নিবাতকবচ ও কালকেয় অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছে, যে চক্ষুর নিমেষের মধ্যেই হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্রশত্রু পৌলোমনামক দানবগণের সহিত তাহাদের সংহার করিয়াছিল, সেই সামর্থ্যশালী অর্জুন শত্রুগণও যদি অভয় কামনা করিয়া তাহার নিকটে আসে, তবে তাহাদিগকেও সে অভয়দান করিয়া থাকে ; হায়! এরূপ বলশালী বীরের পুত্রকে আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না ॥ ১৫-১৮

অহো! মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের উপর এখন অতিশয় গুরুতর ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল কারণ, নিজের পুত্রের বধে কুপিত হইয়া কুন্তীকুমার অর্জুন কৌরবগণকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবে—তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিবে ॥ ১৯

দুর্য্যোধন নীচ পুরুষ। তাহার সহায়কগণও নীচ ; তাই সে নিশ্চয়ই অর্জুনের হাতে নিজের পক্ষের বিনাশ দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২০

যাহার বল ও পুরুষার্থের কোনও তুলনা নাই, দেবেন্দ্রকুমার অর্জুনের সেই পুত্র অভিমন্যুকে রণাঙ্গনে মৃত দেখিয়া এখন আমাকে বিজয়, রাজ্য, অমরত্ব, ও দেবলোকলাভও প্রীতিদান করিতে পারে না ॥২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রলাপবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[বিলাপরত-যুধিষ্ঠিরসমীপে ব্যাসদেবস্যাগমনম্, অকম্পন-নারদবৃত্তান্তং বর্ণয়তা ব্যাসেন মৃত্যোরুৎপত্তি-প্রসঙ্গবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথৈনং বিলপন্তং তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তত্র আজগাম মহানৃষিঃ ॥ ১

অর্চয়িত্বা যথান্যায়মুপবিষ্টং যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীচ্ছোকসন্তপ্তো ভ্রাতঃ পুত্রবধেন চ ॥ ২

অধর্মযুক্তৈর্বহুভিঃ পরিবার্য্য মহারথৈঃ।
যুধ্যমানো মহেষ্বাসৈঃ সৌভদ্রো নিহতো রণে ॥ ৩

বালশ্চ বালবুদ্ধিশ্চ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অনুপায়েন সংগ্রামে যুধ্যমানো বিশেষতঃ ॥ ৪

ময়া প্রোক্তঃ স সংগ্রামে দ্বারং সঞ্জনয়স্ব নঃ।
প্রবিষ্টেঽভ্যন্তরে তস্মিন্ সৈন্ধবেন নিবারিতাঃ ॥ ৫

ননু নাম সমং যুদ্ধমেষ্টব্যং যুদ্ধজীবিভিঃ।
ইদং চৈবাসমং যুদ্ধমীদৃশং যৎ কৃতং পরৈঃ ॥ ৬

তেনাস্মি ভৃশসন্তপ্তঃ শোকবাষ্পসমাকুলঃ।
শমং নৈবাধিগচ্ছামি চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা বিলপন্তং বৈ শোকব্যাকুলমানসম্
উবাচ ভগবান্ ব্যাসো যুধিষ্ঠিরমিদং বচঃ ॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
ব্যসনেষু ন মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা ভরতর্ষভ ॥ ৯

স্বর্গমেষ গতঃ শূরঃ শত্রূন্ হত্বা বহূন্ রণে।
অবালসদৃশং কর্ম কৃত্বা বৈ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১০

অনতিক্রমণীয়ো বৈ বিধিরেষ যুধিষ্ঠির।
দেব-দানব-গন্ধর্বান্ মৃত্যুর্হরতি ভারত ॥ ১১

দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

[বিলাপরত যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং অকম্পন ও নারদের সংবাদ বলিতে বলিতে ব্যাসকর্ত্তৃক মৃত্যুর উৎপত্তির প্রসঙ্গবর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তারপর এইরূপে বিলাপরত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট সে স্থলে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শুভাগমন করিলেন ॥ ১

সেইসময় যুধিষ্ঠির তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন। তারপর তিনি যখন উপবিষ্ট হইলেন, তখন ভ্রাতা অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিনাশে শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

মুনে! অধর্ম্মপরায়ণ অথচ মহাধনুর্দ্ধর বহুসংখ্যক মহারথী চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া রণাঙ্গনে যুদ্ধ করত একাকী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে অসহায় অবস্থায় বধ করিয়াছেন ॥ ৩

শত্রুবীরনাশী অভিমন্যু এখনও বালক ও বালকসুলভ বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। বিশেষতঃ সে সংগ্রামে উপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রীহীন হইয়াই যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৪

আমি যুদ্ধস্থলে তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, তুমি ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমাদের দ্বার উন্মোচন করিয়া দাও। তখন সে দ্বার উন্মোচন করিয়া ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাইল। তারপর যখন আমরা সেই দ্বার দিয়া ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলাম, তখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আসিয়া আমাদের প্রতিরোধ করিল ॥ ৫

যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয়গণের স্বীয় তুল্য অস্ত্রাদি সাধনসম্পন্ন বীরের সহিতই যুদ্ধ করিবার বাসনা করা উচিত। শত্রুরা যে অভিমন্যুর সহিত এতাদৃশ যুদ্ধ করিল, তাহা কখনই সমান হইতে পারে না ॥ ৬

সেইজন্য আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত, শোকাশ্রুতে সদা আমার চক্ষু পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি বারংবার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছি এবং আমি কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে শোকে ব্যাকুল হইয়া বিলাপরত রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন ॥ ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, মহামতি, ভরত-কুলভূষণ যুধিষ্ঠির! তোমার ন্যায় পুরুষের পক্ষে সঙ্কটের সময় মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে ॥ ৯

সেই পুরুষোত্তম অভিমন্যু শৌর্য্যশালী বীর। সে রণাঙ্গনে অবালোকচিত পরাক্রম প্রকাশ করত বহুসংখ্যক শত্রুকে বধ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে ॥ ১০

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! ইহা বিধাতারই বিধান। ইহাকে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। মৃত্যু দেবতা, দানব ও গন্ধর্ব্বগণকেও হরণ করিয়া থাকে ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইমে বৈ পৃথিবীপালাঃ শেরতে পৃথিবীতলে।
নিহতাঃ পৃতনামধ্যে মৃতসংজ্ঞা মহাবলাঃ॥ ১২
নাগাযুতবলাশ্চান্যে বায়ুবেগবলাস্তথা।
ত এতে নিহতাঃ সংখ্যে তুল্যরূপা নরৈর্নরাঃ॥ ১৩
নৈষাং পশ্যামি হন্তারং প্রাণিনাং সংযুগে ক্বচিৎ।
বিক্রমেণোপসম্পন্নাস্তপোবলসমান্বিতাঃ॥ ১৪
জেতব্যমিতি চান্যোন্যং যেষাং নিত্যং হৃদি স্থিতম্।
অথ চেমে হতাঃ প্রাজ্ঞাঃ শেরতে বিগতায়ুষঃ॥ ১৫
মৃতা ইতি চ শব্দোঽয়ং বর্ত্ততে চ ততোঽর্থবৎ।
ইমে মৃতা মহীপালাঃ প্রায়শো ভীমবিক্রমাঃ॥ ১৬
নিশ্চেষ্টা নিরভীমানাঃ শূরাঃ শত্রুবশংগতাঃ।
রাজপুত্রাশ্চ সংরব্ধা বৈশ্বানরমুখং গতাঃ॥ ১৭
অত্র মে সংশয়ঃ প্রাপ্তঃ কুতঃ সংজ্ঞা মৃতা ইতি।
কস্য মৃত্যুঃ কুতো মৃত্যুঃ কেন মৃত্যুরিমাঃ প্রজাঃ॥ ১৮
হরত্যমরসঙ্কাশঃ তন্মে ব্রূহি পিতামহ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা পরিপৃচ্ছন্তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
আশ্বাসনমিদং বাক্যমুবাচ ভগবানৃষিঃ॥ ১৯

ব্যাস উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অকম্পনস্য কথিতং নারদেন পুরা নৃপ॥ ২০
স চাপি রাজা রাজেন্দ্র পুত্রব্যসনমুত্তমম্।
অপ্রসহ্যতমং লোকে প্রাপ্তবানিতি মে মতিঃ॥ ২১
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি মৃত্যোঃ প্রভবমুত্তমম্।
ততস্ত্বং মোক্ষ্যসে দুঃখাৎ স্নেহবন্ধনসংশ্রয়াৎ॥ ২২
সমস্তপাপরাশিঘ্নং শৃণু কীর্ত্তয়তো মম।
ধন্যমাখ্যানমায়ুষ্যং শোকঘ্নং পুষ্টিবর্ধনম্॥ ২৩
পবিত্রমরিসংঘঘ্নং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
যথৈব বেদাধ্যয়নমুপাখ্যানমিদং তথা॥ ২৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে! এই মহাবল ভূপালগণ সৈন্যদের মধ্যভাগে নিহত হইয়া "মৃত" নাম ধারণ করত ভূতলে শয়ন করিয়া আছে। ১২

ইহাদের মধ্যে বহু রাজাই দশ হাজার হস্তিতুল্য বলশালী এবং বহু রাজার বেগ ও বল বায়ুসদৃশ। এই সব তুল্যরূপবিশিষ্ট মনুষ্যগণ অপর মনুষ্যদের দ্বারা যুদ্ধস্থলে নিহত হইয়াছে। ১৩

এই সকল প্রাণশক্তিসম্পন্ন বীরগণের যুদ্ধে কোন হন্তাকে আমি কোথাও দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, ইঁহারা সকলেই পরাক্রমশালী ও তপোবলান্বিত। ১৪

যাহাদের হৃদয়ে পরস্পরকে জয়লাভ করিবার বাসনা বর্ত্তমান ছিল, সেই সব নরপতিগণও আয়ু শেষ হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে। ১৫

অতএব ইহাদের প্রতি "মৃত"-এই শব্দ সার্থকভাবে বর্ত্তমান আছে। এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভূপালগণকে প্রায় মৃতই বলা হইয়াছে। ১৬

এই শৌর্য্যশালী বীর রাজকুমারগণ চেষ্টা ও অভিমানশূন্য হইয়া শত্রুদিগের অধীনস্থ হইয়াছে। ইহারা কুপিত হইয়া বাণবর্ষণরূপ অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতেছে। ১৭

এবিষয়ে আমার এতাদৃশ সংশয় জন্মিয়াছে যে, ইহাকে কেন এই কথা বলা হয়? মৃত্যু নাম কোথা হইতে আসিল? কাহার মৃত্যু হয়? কি হেতু মৃত্যু হয়? এই মৃত্যু কি জন্য সকল প্রজাকে (প্রাণীকে) অপহরণ করিয়া থাকে? দেবতুল্য পিতামহ! এই সব বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন। ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ প্রশ্নকারী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে মুনিবর ভগবান্ ব্যাসদেব এই আশ্বাসজনক বাক্য বলিলেন। ১৯

ব্যাসদেব বলিলেন,—নরেশ্বর! জ্ঞানী পুরুষগণ এবিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেন। এই ইতিহাস বহু পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ রাজা অকম্পনকে বলিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র! রাজা অকম্পনও নিজ পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকলাভ করিয়াছিলেন; যাহা আমার বিচারেও এজগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসহ্য দুঃখকর ছিল। ২০-২১

এইজন্য আমি তোমাকে মৃত্যুর উৎপত্তিবিষয়ক উত্তম বৃত্তান্ত আজ বর্ণনা করিব, ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি স্নেহবন্ধনের কারণ উৎপন্ন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ২২

এই উপাখ্যান সমস্ত পাপরাশিনাশক। আমি ইহার বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ইহা ধন ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক, শোকনাশী, পুষ্টিবর্দ্ধক, পবিত্র, শত্রুসমূহনিবারক এবং সমস্ত মঙ্গলকারী কার্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকারক। যেরূপ বেদসমূহের স্বাধ্যায় পুণ্যদায়ক, সেইরূপ এই উপাখ্যানও পুণ্যপ্রদ বলিয়া জানিবে। ২৩-২৪

শ্রবণীয়ং মহারাজ প্রাতর্নিত্যং নৃপোত্তমৈঃ।
পুত্রানায়ুষ্মতো রাজ্যমীহমানৈঃ শ্রিয়ং তথা ॥ ২৫
পুরা কৃতযুগে তাত আসীদ্ রাজা হ্যকম্পনঃ।
স শক্রবশমাপন্নো মধ্যে সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ২৬
তস্য পুত্রো হরির্নাম নারায়ণসমো বলে।
শ্রীমান্ কৃতাস্ত্রো মেধাবী যুধি শক্রোপমো বলী ॥ ২৭
স শত্রুভিঃ পরিবৃতো বহুধা রণমূর্ধনি।
ব্যস্যন্ বাণসহস্রাণি যোধেষু চ গজেষু চ ॥ ২৮
স কর্ম দুষ্করং কৃত্বা সংগ্রামে শক্রতাপনঃ।
শত্রুভির্নিহতঃ সংখ্যে পৃতনায়াং যুধিষ্ঠির ॥ ২৯
স রাজা প্রেতকৃত্যানি তস্য কৃত্বা শুচান্বিতঃ।
শোচন্নহনি রাত্রৌ চ নালভৎ সুখমাত্মনঃ ॥ ৩০
তস্য শোকং বিদিত্বা তু পুত্রব্যসনসম্ভবম্।
আজগামাথ দেবর্ষির্নারদোঽস্য সমীপতঃ ॥ ৩১

স তু রাজা মহাভাগো দৃষ্ট্বা দেবর্ষিসত্তমম্।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং কথামকথয়ৎ তদা ॥ ৩২
তস্য সর্বং সমাচষ্ট যথাবৃত্তং নরেশ্বরঃ।
শত্রুভির্বিজয়ং সংখ্যে পুত্রস্য চ বধং তথা ॥ ৩৩
মম পুত্রো মহাবীর্য্য ইন্দ্র-বিষ্ণুসমদ্যুতিঃ।
শত্রুভির্বহুভিঃ সংখ্যে পরাক্রম্য হতো বলী ॥ ৩৪
ক এষ মৃত্যুর্ভগবন্ কিং বীর্য্যবলপৌরুষঃ।
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন শ্রোতুং মতিমতাং বর ॥ ৩৫
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা নারদো বরদঃ প্রভুঃ।
আখ্যানমিদমাচষ্ট পুত্রশোকাপহং মহৎ ॥ ৩৬
নারদ উবাচ।
শৃণু রাজন্ মহাবাহো আখ্যানং বহুবিস্তরম্।
যথাবৃত্তং শ্রুতং চৈব ময়াপি বসুধাধিপ ॥ ৩৭

মহারাজ! দীর্ঘায়ু পুত্র, রাজ্য এবং ধন-সম্পত্তি কামনাকারী শ্রেষ্ঠ রাজগণের প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই উপাখ্যান শ্রবণ করা উচিত ॥ ২৫

তাত! প্রাচীনকালের কথা, সত্যযুগে অকম্পননামক এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদিগের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ২৬

রাজার এক পুত্র ছিল, যাঁহার নাম হইল হরি। তিনি বলে ভগবান্ নারায়ণের তুল্য ছিলেন। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, মেধাবী, শ্রীসম্পন্ন এবং যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ॥ ২৭

তিনি এক সময় শত্রুগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের ও গজারোহী সৈন্যদের উপর বারংবার সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির! সেই শত্রুতাপন বীর রাজকুমার সংগ্রামে দুষ্কর পরাক্রম দেখাইয়া শেষে সৈন্যগণের মধ্যে শত্রুসকলের দ্বারা নিহত হন ॥ ২৯

তখন রাজা অকম্পন শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সমাধা করিয়া দিবারাত্র তাঁহারই শোকে নিমগ্ন রহিলেন। তাঁহার মনে তখন অল্পও শান্তি ছিল না ॥ ৩০

স্বীয় পুত্রের মৃত্যুতে রাজা অকম্পন অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, ইহা জানিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আসিলেন ॥ ৩১

সেই সময় মহাভাগ রাজা অকম্পন দেবর্ষিপ্রবর নারদকে শুভাগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করত তাঁহাকে নিজের পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ৩২

রাজা অকম্পন ক্রমশঃ শত্রুগণের বিজয় এবং যুদ্ধস্থলে নিজ পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত এ সমস্ত বিষয়ই নারদকে যথাযথভাবে বলিয়া শুনাইলেন ॥ ৩৩

তিনি বলিলেন,—দেবর্ষে! আমার পুত্র ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় তেজস্বী, মহাপরাক্রমশালী এবং বলবান্ ছিল; কিন্তু যুদ্ধে বহু শত্রু একত্রে মিলিত হইয়া পরাক্রমপ্রকাশ করত তাহাকে বধ করিয়াছে ॥ ৩৪

ভগবন্! এই মৃত্যু কে? ইহার বীর্য্য, বল ও পৌরুষ কিরূপ? বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ! আমি এই সব বিষয় যথাযথভাবে শুনিতে চাই ॥ ৩৫

রাজা অকম্পনের এই কথা শ্রবণ করিয়া বরদান করিতে সমর্থ ও প্রভাবশালী নারদ এই পুত্রশোকনাশক উত্তম উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬

নারদ বলিলেন,—ভূপাল! তোমার পুত্রের মৃত্যু যেভাবে হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আমিও যথার্থরূপে পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। মহাবাহু রাজন্! এখন আমি তোমার নিকট এক বিস্তৃত উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি। তুমি ইহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩৭

প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তদা ব্রহ্মা আদিসর্গে পিতামহঃ।
অসংহৃতং মহাতেজা দৃষ্ট্বা জগদিদং প্রভুঃ ॥ ৩৮
তস্য চিন্তা সমুৎপন্না সংহারং প্রতি পার্থিব।
চিন্তয়ন্ন হ্যসৌ বেদ সংহারং বসুধাধিপ ॥ ৩৯
তস্য রোষান্ মহারাজ খেভ্যোঽগ্নিরুদতিষ্ঠত।
তেন সর্ব্বা দিশো ব্যাপ্তাঃ সান্তর্দেশা দিধক্ষতা ॥ ৪০
ততো দিবং ভুবং চৈব জ্বালামালাসমাকুলম্।
চরাচরং জগৎ সর্ব্বং দদাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৪১
ততো হতানি ভূতানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
মহতা ক্রোধবেগেন ত্রাসয়ন্নিব বীর্য্যবান্ ॥ ৪২
ততো রুদ্রো জটী স্থাণুর্নিশাচরপতির্হরঃ।
জগাম শরণং দেবং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৪৩
তস্মিন্নাপতিতে স্থাণৌ প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
অব্রবীৎ পরমো দেবো জ্বলন্নিব মহামুনিঃ ॥ ৪৪
কিং কুর্ম্মঃ কামং কামার্হ কামাজ্জাতোঽসি পুত্রক।
করিষ্যামি প্রিয়ং সর্ব্বং ব্রূহি স্থাণো যদীচ্ছসি ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

সৃষ্টির আদিতে মহাতেজস্বী ও শক্তিশালী পিতামহ ব্রহ্মা যখন প্রজাগণের সৃষ্টি করিলেন, তখন সংহারের কোনই ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং এই সম্পূর্ণ জগৎকে প্রাণিগণে পরিপূর্ণ ও মৃত্যু-রহিত দেখিয়া প্রাণিগণের সংহারের জন্য চিন্তিত হইলেন। রাজন্! ভূপাল! বহু কিছু চিন্তা করিবার পরেও ব্রহ্মার প্রাণিগণের সংহারের বিষয়ে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না ॥৩৮-৩৯

মহারাজ! সেই সময় ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মার নেত্রাদি ইন্দ্রিয়-দ্বার-সমূহ দিয়া অগ্নি উৎপন্ন হইল। সেই অগ্নি এই জগৎকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় সমস্ত দিক্ ও বিদিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪০

তদনন্তর আকাশ ও পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই অগ্নির প্রচণ্ড শিখা ব্যাপ্ত হইল। দাহ করিতে সমর্থ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ভগবান্ অগ্নিদেব তীব্র ক্রোধবেগে সকলকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে সম্পূর্ণ চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) জগৎকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বহু স্থাবর-জঙ্গমপ্রাণী নষ্ট হইয়া যাইল ॥৪১-৪২

তাহার পর রাক্ষসগণের অধিপতি, জটাধারী, দুঃখহর্ত্তা স্থাণু-নামধারী ভগবান্ রুদ্র পরমেষ্ঠী ভগবান্ ব্রহ্মার শরণগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৩

প্রজাসকলের হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ রুদ্রদেব আগমন করিলে পর মহামুনি ব্রহ্মা স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া এইরূপ বলিলেন ॥ ৪৪

স্বীয় অভীষ্ট মনোরথ লাভ করিবার যোগ্য পুত্র! তুমি আমার মানসিক সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; আমি তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব? তুমি যাহা পাইতে ইচ্ছুক, তাহা বল। আমি তোমার সকল মনোরথানুকূল প্রিয় কার্য্য করিব ॥৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শঙ্কর-ব্রহ্মণোঃ সংবাদঃ, মৃত্যোরুৎপত্তিঃ, তদুপরি প্রজাসংহারভারার্পণঞ্চ।]

স্থাণুরুবাচ।
প্রজাসর্গনিমিত্তং হি কৃতো যত্নস্ত্বয়া বিভো।
ত্বয়া সৃষ্টাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ভূতগ্রামাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১
তাস্তবেহ পুনঃ ক্রোধাৎ প্রজা দহ্যন্তি সর্ব্বশঃ।
তা দৃষ্ট্বা মম কারুণ্যং প্রসীদ ভগবন্ প্রভো ॥ ২

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শঙ্কর ও ব্রহ্মার সংবাদ, মৃত্যুর উৎপত্তি এবং তাহার উপর প্রজাসংহারের ভার অর্পণ।]

স্থাণু (রুদ্রদেব) বলিলেন,—প্রভো! আপনি প্রজাগণের সৃষ্টির জন্য স্বয়ংই যত্ন করিয়াছেন। আপনি স্বয়ংই নানাপ্রকার প্রাণিগণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়াছেন ॥ ১

আপনার সেই সৃষ্ট প্রজাগণ পুনরায় আপনারই ক্রোধে এখন দগ্ধ হইতেছে। ইহাতে তাহাদের জন্য আমার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভগবন্! প্রভো! সেইজন্য আপনি এই প্রজাগণের কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রসন্ন হউন ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ।

সংহর্তুং ন চ মে কাম এতদেবং ভবেদিতি।
পৃথিব্যা হিতকামং তু ততো মাং মন্যুরাবিশৎ॥
ইয়ং হি মাং সহা দেবী ভারার্তা সমচূচুদৎ।
সংহারার্থং মহাদেব ভারেণাভিহতা সতী॥ ৫
ততোঽহং নাধিগচ্ছামি তথা বহুবিধং তদা।
সংহারমপ্রমেয়স্য ততো মাং মন্যুরাবিশৎ॥ ৫

রুদ্র উবাচ।

সংহারার্থং প্রসীদস্ব মা রুষো বসুধাধিপ।
মা প্রজাঃ স্থাবরাংশ্চৈব জঙ্গমাশ্চ ব্যনীনশঃ॥ ৬
তব প্রসাদাদ্ ভগবন্নিদং বর্তেৎ ত্রিধা জগৎ।
অনাগতমতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতি বর্ততে॥ ৭
ভগবন্ ক্রোধসন্দীপ্তঃ ক্রোধাদগ্নিমবাসৃজৎ।
স দহত্যশ্মকূটানি দ্রুমাংশ্চ সরিতস্তথা॥ ৮
পল্বলানি চ সর্বাণি সর্বাংশ্চৈব তৃণোলপান্।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব নিঃশেষং কুরুতে জগৎ॥ ৯
তদেতদ্ ভস্মসাদ্ভূতং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
প্রসীদ ভগবন্ স ত্বং রোষো ন স্যাদ্ বরো মম॥ ১০
সর্বে হি সৃষ্টা নশ্যন্তি তব দেব কথঞ্চন।
তস্মান্নিবর্ততাং তেজস্ত্বয্যেবেদং প্রলীয়তাম্॥ ১১
তৎ পশ্য দেব সুভৃশং প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
যথেমে প্রাণিনঃ সর্বে নিবর্তেরংস্তথা কুরু॥ ১২
অভাবং নেহ গচ্ছেয়ুরুৎসন্নজননাঃ প্রজাঃ।
আদিদেব নিযুক্তোঽস্মি ত্বয়া লোকেষু লোককৃৎ॥ ১৩
মা বিনশ্যেজ্জগন্নাথ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
প্রসাদাভিমুখং দেবং তস্মাদেবং ব্রবীম্যহম্॥ ১৪

নারদ উবাচ।

শ্রুত্বা হি বচনং দেবঃ প্রজানাং হিতকারণে।
তেজঃ সন্ধারয়ামাস পুনরেবান্তরাত্মনি॥ ১৫
ততোঽগ্নিমুপসংহৃত্য ভগবাঁল্লোকসৎকৃতঃ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কথয়ামাস বৈ প্রভুঃ॥ ১৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—রুদ্র! আমার ইচ্ছা এরূপ নহে যে, এই প্রজাগণ এইভাবে বিনষ্ট হউক। জগতের হিত কামনা করিয়াই আমার মনে এই ক্রোধ আবিষ্ট হইয়াছে। ৩

মহাদেব! এই পৃথিবীদেবী প্রজাগণের ভারে পীড়িত হইয়া জগতের সংহারের জন্য আমাকে প্রেরণাদান করিয়াছে। এই সতী-সাধ্বীদেবী গুরুতরভাবে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। ৪

আমি অনেক প্রকার এই অনন্ত জগতের সংহারের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন উপায়ই আমি উদ্ভাবন করিতে পারি নাই। এজন্য আজ আমার মনে ক্রোধের সমাবেশ হইয়াছে। ৫

রুদ্র বলিলেন,—বসুধার অধিপতি পিতামহ! আপনি ক্রোধ করিবেন না। জগতের সংহার নিবারণের জন্য আপনি প্রসন্ন হউন। এই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণকে বিনাশ করিবেন না। ৬

ভগবন্! আপনার কৃপায় এই জগৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল, সেই ভূত, যাহা ভবিষ্যতে থাকিবে, সেই ভবিষ্যৎ ও যাহা সম্প্রতি আছে, সেই বর্ত্তমান—এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া তিন ভাবে পরিচালিত হইতেছে। ৭

প্রভো! আপনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক যে অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পর্ব্বতশিখর, বৃক্ষ ও নদীসমূহকে দগ্ধ করিতেছেন। ৮

এই অগ্নি সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, সর্ব্বপ্রকার তৃণ ও লতাসমূহ এবং গতিশীল জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতেছে। এইরূপে এই সমগ্র চরাচর জগৎ প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার মনে যেন আর কোন রোষ না থাকে, ইহাই আপনার নিকট আমার বর প্রার্থনা। ৯-১০

দেব! আপনার সৃষ্ট এই সমস্ত প্রাণী যে কোনরূপে নষ্ট হইয়া থাকে; অতএব আপনার এই তেজস্বরূপ ক্রোধ জগতের সংহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া আপনার মধ্যে বিলীন হউক। ১১

প্রভো! আপনার প্রজাবর্গের অত্যন্ত হিত কামনা করিয়া ইহাদের উপর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করুন। যাহাতে এই সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়, আপনি তাহাই করুন। ১২

সন্তানসকল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় যাহাতে সকল প্রাণী লুপ্ত হইয়া না পড়ে। আদিদেব! আপনি লোকসমূহের মধ্যে আমাকে লোকস্রষ্টার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৩

জগন্নাথ! এই চরাচর জগৎ যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য সদা করুণা করিতে উদ্যত প্রভুর সম্মুখে আমার এইরূপ প্রার্থনা আমি নিবেদন করিলাম। ১৪

নারদ বলিলেন,—রাজন্! প্রজাগণের হিতের জন্য মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় স্বীয় অন্তরাত্মায় সেই তেজ (ক্রোধ) ধারণ করিলেন। ১৫

তখন বিশ্ববন্দিত ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ক্রোধাগ্নির উপসংহার

অস্ত্রীশ্চান্যোন্যপরুষা দেহং ভিন্দ্যুঃ পৃথগ্বিধাঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

তথা ভবিষ্যতে মৃত্যো সাধু সংহর ভোঃ প্রজাঃ।
অধর্মস্তে ন ভবিতা নাপধ্যাস্যাম্যহং শুভে ॥ ৩৯

যান্যশ্রুবিন্দুনি করে মমাসং-
স্তে ব্যাধয়ঃ প্রাণিনামাত্মজাতাঃ।
তে মারয়িষ্যন্তি নরান্ গতাসূন্
নাধর্মস্তে ভবিতা মা স্ম ভৈষীঃ ॥ ৪০

নাধর্মস্তে ভবিতা প্রাণিনাং বৈ
ত্বং বৈ ধর্মস্ত্বং হি ধর্মস্য চেশা।
ধর্ম্যা ভূত্বা ধর্মনিত্যা ধরিত্রী
তস্মাৎ প্রাণান্ সর্বথেমান্ নিযচ্ছ ॥ ৪১

সর্বেষাং বৈ প্রাণিনাং কাম-রোষৌ
সন্ত্যজ্য ত্বং সংহরস্বেহ জীবান্।
এবং ধর্মস্ত্বাং ভবিষ্যত্যনন্তো
মিথ্যাবৃত্তান্ মারয়িষ্যত্যধর্মঃ ॥ ৪২

তেনাত্মানং পাবয়স্বাত্মনা ত্বং
পাপেঽঽত্মানং মজ্জয়িষ্যন্ত্যসত্যাৎ।
তস্মাৎ কামং রোষমপ্যাগতং ত্বং
সন্ত্যজ্যান্তঃ সংহরস্বেতি জীবান্ ॥ ৪৩

নারদ উবাচ।

সা বৈ ভীতা মৃত্যুসংজ্ঞোপদেশা-
চ্ছাপাদ্ ভীতা বাঢ়মিত্যব্রবীৎ তম্।
সা চ প্রাণং প্রাণিনামন্তকালে
কাম-ক্রোধৌ ত্যজ্য হরত্যসক্তা ॥ ৪৪

মৃত্যুস্ত্বেষাং ব্যাধয়স্তৎপ্রসূতা
ব্যাধী রোগো রুজ্যতে যেন জন্তুঃ।
সর্বেষাঞ্চ প্রাণিনাং প্রায়ণান্তে
তস্মাচ্ছোকং মা কৃথা নিষ্ফলং ত্বম্ ॥ ৪৫

সর্বে দেবাঃ প্রাণিভিঃ প্রায়ণান্তে
গত্বা বৃত্তাঃ সংনিবৃত্তাস্তথৈব।
এবং সর্বে প্রাণিনস্তত্র গত্বা
বৃত্তা দেবা মর্ত্যবদ্ রাজসিংহ ॥ ৪৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃত্যু! তাহাই হইবে। তুমি উত্তম রীতি অনুসরণ করিয়া প্রাণিগণকে সংহার কর। শুভে! ইহাতে তোমার কোন অধর্ম হইবে না এবং আমিও তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করিব না। ৩৯

তোমার অশ্রুবিন্দুসমূহ, যাহাদের আমি হস্তে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহারা প্রাণিগণের নিজ নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন ব্যাধিরূপে উপস্থিত হইয়া আয়ুশূন্য প্রাণীদিগকে বিনাশ করিবে, সুতরাং তুমি ভীত হইও না। ৪০

তোমার কোন অধর্মই হইবে না। তুমিই প্রাণিগণের ধর্ম ও সেই ধর্ম্মের ঈশ্বরী হইবে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মে তৎপর এবং ধর্ম্মানুকূল জীবন যাপন করিতে থাকিয়া ধরিত্রী হইয়া এই সমস্ত জীবগণের প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাক। ৪১

কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত এই জগতের সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণকে সংহার কর। ইহা করিলে তুমি অক্ষয় ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হইবে। মিথ্যাচারী পুরুষকে ত তাহার অধর্ম্মই নাশ করিয়া থাকিবে। ৪২

তুমি ধর্ম্মাচরণের দ্বারা স্বয়ংই নিজেকে নিজে পবিত্র কর। অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর প্রাণী স্বয়ংই নিজেকে পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিবে। সেইজন্য নিজের মনে উৎপন্ন কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত তুমি সকল জীবকে সংহার কর। ৪৩

নারদ বলিলেন,—রাজন্! সেই মৃত্যুনামধারিণী নারী ব্রহ্মার সেই উপদেশ, বিশেষতঃ তাঁহার শাপের ভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপনার আদেশ আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। সেই মৃত্যু অন্তকাল আসিলেই কাম ও ক্রোধ পরিহার করত অনাসক্তভাবে সমস্ত প্রাণীদিগের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন। ৪৪

ইহাই হইল প্রাণিগণের মৃত্যু, ইহার জন্য ব্যাধিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। রোগের নাম হইল ব্যাধি, যাহার জন্য প্রাণিগণ রুগ্ন হইয়া যায় (অর্থাৎ তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়)। আয়ু শেষ হইলে সমস্ত প্রাণীগণের মৃত্যু এইভাবে হইয়া থাকে। রাজন্! অতএব তুমি বৃথা শোক করিও না। ৪৫

আয়ু শেষ হইয়া যাইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণিগণের সহিত পরলোকে যাইয়া অবস্থান করে এবং পুনরায় তাহাদের সহিতই এই লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপে সকল প্রাণী কর্ম্মবলে দেবলোকে যাইয়া সেখানে দেবতারূপে অবস্থান করিয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মদেবতা মনুষ্যগণের ন্যায় ভোগ সমাপ্ত হইলেই পুনরায় এ-জগতে ফিরিয়া আসে। ৪৬

বায়ুর্ভীমো ভীমনাদো মহৌজা
ভেত্তা দেহান্ প্রাণিনাং সর্বগোঽসৌ।
নো বাবৃত্তিং নৈব বৃত্তিং কদাচিৎ
প্রাপ্নোত্যুগ্রোঽনন্ততেজোবিশিষ্টঃ ॥ ৪৭

সর্বে দেবা মর্ত্যসংজ্ঞাবিশিষ্টা-
স্তস্মাৎ পুত্রং মা শুচো রাজসিংহ।
স্বর্গং প্রাপ্তো মোদতে তে তনুজো
নিত্যং রম্যান্ বীরলোকানবাপ্য ॥ ৪৮

ত্যক্ত্বা দুঃখং সঙ্গতঃ পুণ্যকৃদ্ভি-
রেষা মৃত্যুর্দেববদিষ্টা প্রজানাম্।
প্রাপ্তে কালে সংহরন্তী যথাবৎ
স্বয়ং কৃতা প্রাণহরা প্রজানাম্ ॥ ৪৯

আত্মানং বৈ প্রাণিনো ঘ্নন্তি সর্বে
নৈতান্ মৃত্যুর্দণ্ডপাণির্হিনস্তি।
তস্মান্মৃতান্ নানুশোচন্তি ধীরা
মৃত্যুং জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং ব্রহ্মসৃষ্টম্।

ইত্থং সৃষ্টিং দেবকৢপ্তাং বিদিত্বা
পুত্রান্নষ্টাচ্ছোকমাশু ত্যজস্ব ॥ ৫০

দ্বৈপায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বার্থবদ্ বাক্যং নারদেন প্রকাশিতম্।
উবাচাকম্পনো রাজা সখায়ং নারদং তথা ॥ ৫১

ব্যপেতশোকঃ প্রীতোঽস্মি ভগবন্নৃষিসত্তম।
শ্রুত্বেতিহাসং ত্বত্তস্তু কৃতার্থোঽস্ম্যভিবাদয়ে ॥ ৫২

তথোক্তো নারদস্তেন রাজ্ঞা ঋষিবরোত্তমঃ।
জগাম নন্দনং শীঘ্রং দেবর্ষিরমিতাত্মবান্ ॥ ৫৩

পুণ্যং যশস্যং স্বর্গ্যঞ্চ ধন্যমায়ুষ্যমেব চ।
অস্যেতিহাসস্য সদা শ্রবণং শ্রাবণং তথা ॥ ৫৪

এতদর্থপদং শ্রুত্বা তদা রাজা যুধিষ্ঠির।
ক্ষত্রধর্মঞ্চ বিজ্ঞায় শূরাণাঞ্চ পরাং গতিম্ ॥ ৫৫

সম্প্রাপ্তোঽসৌ মহাবীর্য্যঃ স্বর্গলোকং মহারথঃ।
অভিমন্যুঃ পরান্ হত্বা প্রমুখে সর্বধন্বিনাম্ ॥৫৬

ভয়ঙ্কর শব্দকারী মহাবলশালী ভয়ানক প্রাণবায়ু প্রাণিগণের দেহকেই ভেদ করিয়া থাকে (চেতন আত্মাকে নহে; কারণ,), তিনি সর্ব্বব্যাপী, উগ্রপ্রভাবশালী এবং অনন্ত তেজঃসম্পন্ন, তাঁহার কখনও বৃত্তি ও আবৃত্তি (গমনাগমন) হয় না ॥ ৪৭

রাজশ্রেষ্ঠ অকম্পন! সমস্ত দেবগণও মর্ত্ত্য (মরণধর্ম্মা) নামে বিভূষিত, সেইজন্য তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না। তোমার পুত্র স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে এবং নিত্য রমণীয় বীর-লোকে অবস্থান করত আনন্দ অনুভব করিতেছে ॥ ৪৮

সে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যাত্মা পুরুষগণের সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে। প্রাণিগণের জন্য এই মৃত্যু শ্রীভগবানের দান। সময় আসিলেই সে যথোচিতরূপে প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকে। প্রজাবর্গের প্রাণহরণকারিণী এই মৃত্যুকে স্বয়ং ব্রহ্মাই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪৯

সমস্ত প্রাণী স্বয়ংই নিজেকে নিজেই মৃত্যু বরণ করিয়া থাকে। মৃত্যু হাতে দণ্ড লইয়া ইহাদের বধ করেন না। অতএব ধীর পুরুষ মৃত্যুকে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট নিশ্চিত বিধান জানিয়া মৃত প্রাণিগণের জন্য কখনও শোকপ্রকাশ করেন না। এইরূপ ব্রহ্মা-কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বস্তুকে মৃত্যুর বশীভূত জানিয়া তুমি নিজের পুত্রের মৃত্যুতে উৎপন্ন শোককে সত্বর পরিত্যাগ কর ॥ ৫০

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিলেন, যুধিষ্ঠির! নারদের কথিত এই অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অকম্পন স্বীয় মিত্র নারদকে এই বলিলেন ॥ ৫১

ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার মুখ হইতে এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আমার শোক দূরীভূত হইয়াছে আমি প্রসন্ন ও কৃতার্থ হইলাম। আমি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি ॥ ৫২

রাজা অকম্পনকে এই কথা বলিয়া ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অমিতাত্মা দেবর্ষি নারদ অতিসত্বর নন্দনবন অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫৩

যে ব্যক্তি ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করেন ও অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহাকে এই ইতিহাস পুণ্য, যশ, স্বর্গ, ধন এবং আয়ু প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির! সেই সময় মহারথী ও মহাপরাক্রমী রাজা অকম্পন এই উত্তম অর্থপ্রকাশকারী বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শূর বীরগণের পরম গতিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করত যথাসময়ে স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু পূর্ব্বজন্মে চন্দ্রের পুত্র ছিলেন। এই মহারথী বীর সমরাঙ্গণে সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সম্মুখে শত্রুদিগকে

যুধ্যমানো মহেষ্বাসো হতঃ সোঽভিমুখো রণে।
অসিনা গদয়া শক্ত্যা ধনুষা চ মহারথঃ।
বিরজাঃ সোমসূনুঃ স পুনস্তত্র প্রলীয়তে॥ ৫৭
তস্মাৎ পরাং ধৃতিং কৃত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডব।
অপ্রমত্তঃ সুসন্নদ্ধঃ শীঘ্রং যোদ্ধুমুপাক্রম॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি মৃত্যুপ্রজাপতিসংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৪

বধ করিয়া খড়্গ, শক্তি, গদা ও ধনুর্দ্ধারা সম্মুখযুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে এবং দুঃখরহিত হইয়া পুনরায় সে চন্দ্রলোকে চলিয়া গিয়াছে॥ ৫৫-৫৭

পাণ্ডুনন্দন! অতএব তুমি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত উত্তম ধৈর্য্যধারণ করত প্রমাদ (অনবধানতা) পরিহার করিয়া উত্তমরূপে কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া পুনরায় অতিসত্বর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও॥ ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে মৃত্যু-প্রজাপতি-সংবাদবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ষোড়শ-রাজকীয়োপাখ্যানারম্ভঃ, নারদস্য করুণয়া রাজ্ঞঃ সৃঞ্জয়স্য পুত্রলাভঃ, দস্যু ভিস্তস্য বিনাশঃ, পুত্রশোক-সন্তপ্তস্য সৃঞ্জয়স্য সবিধে নারদস্য মরুত্তচরিত্রকথনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
শ্রুত্বা মৃত্যুসমুৎপত্তিং কর্ম্মাণ্যনুপমানি চ।
ধর্ম্মরাজঃ পুনর্বাক্যং প্রসাদ্যৈনমথাব্রবীৎ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
গুরবঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ শক্রপ্রতিমবিক্রমাঃ।
স্থানে রাজর্ষয়ো ব্রহ্মন্নঘাঃ সত্যবাদিনঃ॥ ২
ভূয় এব তু মাং তথ্যৈর্বচোভিরভিবৃংহয়।
রাজর্ষীণাং পুরাণানাং সমাশ্বাসয় কর্ম্মভিঃ॥ ৩
কিয়ন্ত্যো দক্ষিণা দত্তাঃ কৈশ্চ দত্তা মহাত্মভিঃ।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যকৃদ্ভিস্তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে॥ ৪

ব্যাস উবাচ।
শৈব্যস্য নৃপতেঃ পুত্রঃ সৃঞ্জয়ো নাম নামতঃ।
সখায়ৌ তস্য চৈবোভৌ ঋষী পর্বত-নারদৌ॥ ৫
তৌ কদাচিদ্ গৃহং তস্য প্রবিষ্টৌ তদ্দিদৃক্ষয়া।
বিধিবচ্চার্চিতৌ তেন প্রীতৌ তত্রোষতুঃ সুখম্॥ ৬
তং কদাচিৎ সুখাসীনং তাভ্যাং সহ শুচিস্মিতা।
দুহিতাভ্যাগমৎ কন্যা সৃঞ্জয়ং বরবর্ণিনী॥ ৭

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যান আরম্ভ, নারদের কৃপায় রাজা সঞ্জয়ের পুত্রলাভ, দস্যুগণকর্ত্তৃক তাহার বধ এবং পুত্রশোকসন্তপ্ত সঞ্জয়ের নিকট নারদের মরুত্ত চরিত্র কথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মৃত্যুর উৎপত্তি ও তাঁহার অনুপম কর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ব্যাসদেবকে প্রসন্ন করিয়া এই কথা বলিলেন॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী, শ্রেষ্ঠ, পুণ্যকর্ম্মা, নিষ্পাপ এবং সত্যবাদী রাজর্ষিগণ নিজেদের যোগ্য উত্তম স্থানে নিবাস করিতেছেন॥ ২

অতএব আপনি পুনরায় সেই সব প্রাচীন রাজর্ষিগণের সৎকর্ম্মসমূহের বোধক আপনার যথার্থ বচন দ্বারা আমার সৌভাগ্যবর্দ্ধন করুন এবং আমাকে আশ্বাসপ্রদান করুন॥ ৩

পূর্ব্বকালে কোন কোন পুণ্যকর্ম্মকারী মহাত্মা রাজর্ষিগণ যজ্ঞে কত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন? এই সব বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন॥ ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! রাজা শৈব্যের সৃঞ্জয় নামে এক প্রখ্যাত পুত্র ছিলেন। পর্ব্বত ও নারদ এই দুই জন দেবর্ষি তাঁহার মিত্র ছিলেন॥ ৫

একদিন সেই দুই দেবর্ষি সৃঞ্জয়কে দর্শন করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি ইঁহাদের দুই জনকে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন এবং তাঁহারাও উভয়ে সুখের সহিত বাস করিতে লাগিলেন॥ ৬

এক সময় যখন এই দুই দেবর্ষির সহিত রাজা সৃঞ্জয় বসিয়া

তয়াভিবাদিতঃ কন্যামভ্যনন্দদ্ যথাবিধি।
তৎসলিঙ্গাভিরাশীর্ভিরিষ্টাভিরভিতঃ স্থিতাম্ ॥ ৮
তাং নিরীক্ষ্যাব্রবীদ্ বাক্যং পর্বতঃ প্রহসন্নিব।
কন্যেয়ং চঞ্চলাপাঙ্গী সর্বলক্ষণসম্মতা ॥ ৯
উতাহো ভাঃ স্বিদর্কস্য জ্বলনস্য শিখা ত্বিয়ম্।
শ্রীর্হ্রীঃ কীর্তির্ধৃতিঃ পুষ্টিঃ সিদ্ধিশ্চন্দ্রমসঃ প্রভা ॥ ১০
এবং ব্রুবাণং দেবর্ষিং নৃপতিঃ সৃঞ্জয়োঽব্রবীৎ।
মমেয়ং ভগবন্ কন্যা মত্তো বরমভীপ্সতি ॥ ১১
নারদস্ত্বব্রবীদেনং দেহি মহ্যমিমাং নৃপ।
ভার্য্যার্থং সুমহচ্ছ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং চেদিচ্ছসে নৃপ ॥১২
দদানীত্যেব সংহৃষ্টঃ সৃঞ্জয়ঃ প্রাহ নারদম্।
পর্বতস্তু সুসংক্রুদ্ধো নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
হৃদয়েন ময়া পূর্বং বৃতাং বৈ বৃতবানসি।
যস্মাদ্ বৃতা ত্বয়া বিপ্র মা গাঃ স্বর্গং যথেপ্সয়া ॥ ১৪
এবমুক্তো নারদস্তং প্রত্যুবাচোত্তরং বচঃ।
মনোবাগ্-বুদ্ধিসম্ভাষা দত্তা চোদকপূর্বকম্ ॥ ১৫
পাণিগ্রহণমন্ত্রাশ্চ প্রথিতং বরলক্ষণম্।
ন ত্বেষা নিশ্চিতা নিষ্ঠা নিষ্ঠা সপ্তপদী স্মৃতা ॥১৬
অনুৎপন্নে চ কার্য্যার্থে মাং ত্বং ব্যাহৃতবানসি।
তস্মাৎ ত্বমপি ন স্বর্গং গমিষ্যসি ময়া বিনা ॥ ১৭
অন্যোন্যমেবং শপ্ত্বা বৈ তস্থতুস্তত্র তৌ তদা।
অথ সোঽপি নৃপো বিপ্রান্ পানাচ্ছাদন-ভোজনৈঃ ॥১৮
পুত্রকামঃ পরং শক্ত্যা যত্নাচ্চোপাচরচ্ছুচিঃ।
তস্য প্রসন্না বিপ্রেন্দ্রাঃ কদাচিৎ পুত্রমীপ্সবঃ ॥ ১৯
তপঃস্বাধ্যায়নিরতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
সহিতা নারদং প্রাহুর্দেহ্যস্মৈ পুত্রমীপ্সিতম্ ॥ ২০

ছিলেন, তখন সৃঞ্জয়ের পবিত্র হাস্যময়ী পরমা সুন্দরী কন্যা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭

তিনি আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। তখন রাজাও তাঁহাকে অভীষ্ট আশীর্বাদ দান করত স্বীয় পার্শ্বভাগে দণ্ডায়মানা সেই কন্যাকে বিধিপূর্বক অভিনন্দিত করিলেন ॥ ৮

তখন দেবর্ষি পর্বত সেই কন্যার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—রাজন্! সমস্ত শুভলক্ষণসমূহে সম্মানিতা চঞ্চলদৃষ্টিসম্পন্না এই কন্যা কাহার পুত্রী? ৯

অহো! এই কন্যা সূর্য্যের প্রভা অথবা অগ্নিদেবের শিখা? কিংবা শ্রী, হ্রী, কীর্তি, ধৃতি, পুষ্টি, সিদ্ধি ও চন্দ্রের প্রভা। ১০

এইরূপ জিজ্ঞাসাকারী দেবর্ষি পর্বতকে রাজা সৃঞ্জয় বলিলেন, —ভগবন্! এ আমারই কন্যা, সে আমার নিকট হইতে বরলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ১১

এই সময়ে নারদ রাজাকে বলিলেন,—হে নৃপ! যদি তুমি পরম কল্যাণলাভ করিতে অভিলাষী হও, তবে তোমার এই কন্যাকে ধর্মপত্নী করিবার জন্য আমাকে প্রদান কর। ১২

তখন সৃঞ্জয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া নারদকে বলিলেন—আচ্ছা, প্রদান করিব। ইহা শুনিয়া পর্বতমুনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া নারদকে বলিলেন। ১৩

ব্রহ্মন্! আমি মনে মনে প্রথমেই যে কন্যাকে বরণ করিয়াছি, তাহাকেই তুমি এখন বরণ করিলে। যেহেতু তুমি আমার মনোনীত পত্নীকে বরণ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি এখন স্বীয় ইচ্ছানুসারে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না। ১৪

তিনি এই কথা বলিলে পর নারদ তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন—মনে সঙ্কল্প করিয়া, বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া, বুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয় করিয়া, পরস্পর সম্ভাষণপূর্বক এবং সঙ্কল্পের জল হাতে লইয়া যে কন্যাদান করা হয়, বরকর্তৃক যে কন্যার পাণি-গ্রহণ করা হয় এবং বৈদিক মন্ত্রপাঠ করা হয়, এই সকল বিধি-বিহিত বিধানই কন্যার পরিগ্রহের সাধকরূপে প্রসিদ্ধ; কিন্তু কেবল ইহার দ্বারা পাণিগ্রহের পূর্ণতার নিশ্চয় হয় না। ইহার পূর্ণ নিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি) তে সপ্তপদী গমনই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৫-১৬

অতএব এই কন্যার উপরে পতিরূপে তোমার কোন অধিকার নাই—এরূপ অবস্থায় তুমি আমাকে শাপদান করিয়াছ, সেইজন্য তুমিও আমার সাহায্য ব্যতীত স্বর্গলোকে যাইতে পারিবে না। ১৭

এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে শাপদান করিয়া সেই দুই দেবর্ষি সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে রাজা সৃঞ্জয় পুত্রলাভ করিবার ইচ্ছায় পবিত্রচিত্তে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত ভোজন, পান করিবার যোগ্য পদার্থ এবং বস্ত্রাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্রদান করিতে অভিলাষী সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে সম্পন্ন আছেন এবং বেদ-বেদাঙ্গসমূহের পারগামী বিদ্বান্ ছিলেন, ইঁহারা একসঙ্গে নারদকে বলিলেন—দেবর্ষে! আপনি এই রাজা সৃঞ্জয়ের অভীষ্ট পুত্র প্রদান করুন। ১৮-২০

হবির্ভিস্তর্পিতা যেন সম্যক্ ক৯প্তৈর্দিবৌকসঃ।
ঋষীণাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ দেবানাং সুখজীবিনাম্ ॥ ৪৫
ব্রহ্মচর্য্যশ্রুতিমুখৈঃ সর্ব্বৈর্দানৈশ্চ সর্বদা।
শয়নাসনযানানি স্বর্ণরাশিশ্চ দুস্ত্যজাঃ ॥ ৪৬
তৎ সর্বমমিতং বিত্তং দত্তং বিপ্রেভ্য ইচ্ছয়া।
সোঽনুধ্যাতস্তু শক্রেণ প্রজাঃ কৃত্বা নিরাময়াঃ ॥ ৪৭
শ্রদ্দধানো জিতাঁল্লোকান্ গতঃ পুণ্যদুহোঽক্ষয়ান্।
সপ্রজঃ সনৃপামাত্যঃ সদারাপত্যবান্ধবঃ ॥ ৪৮

সমর্পিত হবিষ্যের দ্বারা দেবতাগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্যপালন ও বেদপাঠাদি সৎ কর্ম্মসমূহের দ্বারা এবং সর্ব্বপ্রকার বস্তুদানের দ্বারা ঋষিগণ, পিতৃগণ ও সুখজীবী দেবগণকেও সন্তুষ্ট করিতেন, যিনি ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণগণকে শয্যা, আসন, যান ও দুস্ত্যজ সুবর্ণরাশি প্রভৃতি—এ সমস্ত অপরিমিত ধন দান করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার শুভচিন্তা করিতেন, সেই শ্রদ্ধালু নরপতি মরুত্ত স্বীয় প্রজাগণকে নীরোগ করিয়া নিজের সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা জিত পুণ্যফলদায়ক অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছিলেন ॥

যৌবনেন সহস্রাব্দং মরুত্তো রাজ্যমন্বশাৎ।
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ॥ ৪৯
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তুভ্যং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্বানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজকীয়ে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

রাজা মরুত্ত যুবক থাকিয়াই প্রজা, মন্ত্রী, ধর্ম্মপত্নী, পুত্র ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত একহাজার বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন ॥

শ্বৈত্য (শ্বেতপুত্র) সৃঞ্জয়! ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি বিষয়েই রাজা মরুত্ত তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। তোমার পুত্র ত' কোন যজ্ঞ করে নাই এবং তাহার মধ্যে কোন উদারতাও ছিল না, সুতরাং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি চিন্তা করিও না—দেবর্ষি নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৪৪-৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে ষোড়শরাজকীয় উপাখ্যান-বিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ সুহোত্রস্য দানশীলতাবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।
সুহোত্রং নাম রাজানং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
একবীরমশক্যং তমমরৈরভিবীক্ষিতুম্ ॥ ১
যঃ প্রাপ্য রাজ্যং ধর্মেণ ঋত্বিগ্-ব্রহ্ম-পুরোহিতান্
অপৃচ্ছদাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পৃষ্ট্বা তেষাং মতে স্থিতঃ ॥ ২

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজা সুহোত্রের দানশীলতা বর্ণন।]

নারদ বলিলেন,—সৃঞ্জয়! রাজা সুহোত্রের মৃত্যুর কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। তিনি তৎকালীন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। দেবগণও তাঁহার দিকে চক্ষু তুলিয়া তাকাইতে পারিতেন না ॥ ১

তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যলাভ করিয়া ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে নিজের কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং

প্রজানাং পালনং ধর্মো দানমিজ্যা দ্বিষজ্জয়ঃ।
এতৎ সুহোত্রো বিজ্ঞায় ধর্মেণৈচ্ছদ্ ধনাগমম্ ॥ ৩
ধর্মেণারাধয়ন্ দেবান্ বাণৈঃ শত্রূন্ জয়ংস্তথা।
সর্বাণ্যপি চ ভূতানি স্বগুণৈরপ্যরঞ্জয়ৎ ॥ ৪

এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের সম্মতি অনুসারে সকল কার্য্য করিতেন ॥ ২

প্রজাপালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ এবং শত্রুগণকে জয় করা—এই সমস্তকে রাজা সুহোত্র নিজের পক্ষে শ্রেয়স্কর জ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মের দ্বারাই ধনলাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৩

তিনি এই পৃথিবীকে ম্লেচ্ছ ও তস্কররহিত করিয়া ইহার উপভোগ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাচরণের দ্বারা দেবতাগণের আরাধনা এবং বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে জয়লাভ করা—এই সমস্ত স্বীয় সদ্গুণের সাহায্যে তিনি সকল প্রাণীর মনোরঞ্জন

যো ভুক্তে মাং বসুমতীং ম্লেচ্ছাটবিকবর্জিতাম্।
যস্মৈ ববর্ষ পর্জন্যো হিরণ্যং পরিবৎসরান্ ॥ ৫
হৈরণ্যাস্তত্র বাহিন্যঃ স্বৈরিণ্যো ব্যবহন্ পুরা।
গ্রাহান্ কর্কটকাংশ্চৈব মৎস্যাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্ ॥ ৬
কামান্ বর্ষতি পর্জন্যো রূপ্যাণি বিবিধানি চ।
সৌবর্ণান্যপ্রমেয়াণি বাপ্যশ্চ ক্রোশসম্মিতাঃ ॥ ৭
সহস্রং বামনান্ কুব্জান্ নক্রান্ মকর-কচ্ছপান্।
সৌবর্ণান্ বিহিতান্ দৃষ্ট্বা ততোঽস্ময়ত বৈ তদা ॥ ৮
তৎ সুবর্ণমপর্য্যন্তং রাজর্ষিঃ কুরুজাঙ্গলে।
ঈজানো বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যো হ্যমন্যত ॥ ৯

সোঽশ্বমেধসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ।
পুণ্যৈঃ ক্ষত্রিয়যজ্ঞৈশ্চ প্রভূতবরদক্ষিণৈঃ ॥ ১০
কাম্যনৈমিত্তিকাজস্রৈরিষ্টাং গতিমবাপ্তবান্।
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ॥ ১১
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তুভ্যং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্বানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজকীয়ে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

করিতে লাগিলেন। ইহার জন্য মেঘ বহুবর্ষ ধরিয়া স্বর্ণ বর্ষণ করিয়াছিল ॥ ৪-৫

রাজা সুহোত্রের রাজ্যে স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিতা, স্বর্ণরসে পরিপূর্ণা বহু নদী সুবর্ণময় গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু), কর্কট (কাঁকড়া), মৎস্য এবং নানাপ্রকার বহুসংখ্যক জলজন্তুকে নিজেদের মধ্যে বহন করিতেছিল ॥ ৬

মেঘ অভীষ্ট বস্তুসমূহ ও নানাপ্রকার রজত এবং অসংখ্য স্বর্ণ বর্ষণ করিতেছিল। ইহার রাজ্যে এক এক ক্রোশব্যাপী বহু দীঘী ছিল ॥ ৭

এই সব দীঘীতে সহস্র সহস্র বামন ও কুব্জ, গ্রাহ, কুমীর ও কচ্ছপ ছিল, ইহাদের শরীরও সুবর্ণময় ছিল। ইহাদের দেখিয়া রাজা সুহোত্রের মনে তখন বিস্ময় জাগিয়াছিল ॥ ৮

রাজর্ষি সুহোত্র কুরুজাঙ্গলদেশে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সেই বিশাল যজ্ঞে নিজের অনন্ত সুবর্ণরাশি ব্রাহ্মণগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৯

তিনি একহাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ, একশত রাজসূয় যজ্ঞ এবং প্রচুর শ্রেষ্ঠ দক্ষিণাযুক্ত পুণ্যময় বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়—যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ১০

রাজা সুহোত্র নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য যজ্ঞসমূহের নিরন্তর অনুষ্ঠানের দ্বারা মনোবাঞ্ছিত গতিলাভ করিয়াছেন। শ্বৈত্য সৃঞ্জয়! ইনিও তোমা অপেক্ষা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তোমার পুত্র হইতেও ইনি অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও মৃত্যু-লাভ করিয়াছেন, তখন তোমারও স্বীয় পুত্রের জন্য অনুতাপ করা উচিৎ নহে; কারণ, তোমার পুত্র কোন যজ্ঞও করে নাই এবং তাহার মধ্যে কোনরূপ দাক্ষিণ্যও ছিল না। নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১১-১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যু-বধপর্ব্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যান-বিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ পৌরবস্যাদ্ভুতদানবৃত্তান্ত-কথনম্।]

নারদ উবাচ।

রাজানং পৌরবং বীরং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
সহস্রং যঃ সহস্রাণাং শ্বেতানশ্বানবাসৃজৎ॥ ১
তস্যাশ্বমেধে রাজর্ষের্দেশাদ্দেশাৎ সমীয়ুষাম্।
শিক্ষাক্ষরবিধিজ্ঞানাং নাসীৎ সংখ্যা বিপশ্চিতাম্॥
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতা বদান্যাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
সুভিক্ষাচ্ছাদনগৃহাঃ সুশয্যাসনভোজনাঃ॥ ৩
নট-নর্ত্তক-গন্ধর্বৈঃ পূর্ণৈ কৈর্বর্ধমানকৈঃ।
নিত্যোদ্যোগৈশ্চ ক্রীড়দ্ভিস্তত্র স্ম পরিহর্ষিতাঃ॥ ৪
যজ্ঞে যজ্ঞে যথাকালং দক্ষিণাঃ সোঽত্যকালয়ৎ।
দ্বিপা দশসহস্রাখ্যাঃ প্রমদাঃ কাঞ্চনপ্রভাঃ॥ ৫
সধ্বজাঃ সপতাকাশ্চ রথা হেমময়াস্তথা।
যঃ সহস্রং সহস্রাণি কন্যা হেমবিভূষিতাঃ॥ ৬
ধুর্য্যাশ্বগজারূঢ়াঃ সগৃহক্ষেত্রগোশতাঃ।
শতং শতসহস্রাণি স্বর্ণমালিমহাত্মনাম্॥ ৭
গবাং সহস্রানুচরান্ দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
হেমশৃঙ্গ্যো রৌপ্যখুরাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ॥ ৮
দাসীদাসখরোষ্ট্রাশ্চ প্রাদাদাজাবিকং বহু।
রত্নানাং বিবিধানাঞ্চ বিবিধাংশ্চান্নপর্বতান্॥ ৯
তস্মিন্ সংবিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
তত্রাস্য গাথা গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ॥ ১০
অঙ্গস্য যজমানস্য স্বধর্মাধিগতাঃ শুভাঃ।
গুণোত্তরাস্তু ক্রতবস্তস্যাসন্ সার্বকামিকাঃ॥ ১১
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তুভ্যং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্বানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজকীয়ে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজা পৌরবের অদ্ভুত দানবৃত্তান্ত কথন।]

নারদ বলিলেন,—সৃঞ্জয়! আমরা বীর রাজা পৌরবেরও মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়াছি, যিনি দশলক্ষ শ্বেত বর্ণের অশ্ব দান করিয়াছিলেন। ১

এই রাজর্ষি পৌরবের অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশ হইতে আগত শিক্ষাশাস্ত্র, অক্ষর (বিভিন্ন দেশের লিপি) ও যজ্ঞবিধিতে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণের কোন সংখ্যাই ছিল না। ২

বেদবিদ্যার অধ্যয়নরূপ ব্রত শেষ করিয়া স্নাতক, উদার ও প্রিয়দর্শন পণ্ডিতগণ রাজার নিকট হইতে উত্তম অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, সুন্দর শয্যা, আসন ও ভোজন লাভ করিতেন। ৩

নিত্য উদ্যোগী এবং ক্রীড়া অভিজ্ঞ নট, নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্বগণ গন্ধদ্রব্যপূর্ণ শরাব (আরতির শরা) দ্বারা নিজেদের কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়া সেই বিদ্বান্‌গণের মনোরঞ্জন ও হর্ষবর্দ্ধন করিত।

রাজা পৌরব প্রত্যেক যজ্ঞে যথাসময়ে প্রচুর দক্ষিণা বিভাগ করিয়া প্রদান করিতেন। তিনি স্বর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট দশ হাজার মদমত্ত হাতী, ধ্বজ এবং পতাকাশ্রেণীসহ সুবর্ণময় বহুসংখ্যক রথ ও এক লক্ষ স্বর্ণভূষিত কন্যাদান করিয়াছিলেন। ৪-৬

সেই কন্যাগণ রথ, অশ্ব ও হস্তীর উপর আরূঢ় ছিল। ইহাদের সহিতই তিনি শত শত গৃহ, ক্ষেত্র ও গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা পৌরব সুবর্ণমালামণ্ডিত বিশাল দেহ এক কোটি গরু এবং তাহাদের সহস্র সহস্র অনুচরগণকে দক্ষিণা রূপে দান করিয়াছিলেন।

স্বর্ণময় শৃঙ্গ, রজতময় খুর ও কাংসনির্ম্মিত দুগ্ধপাত্রসমন্বিত এবং বহু বৎসযুক্ত গাভীসকল ও দাস, দাসী, উট এবং ভেঁড়া প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় দান করিলেন।

সেই বিশাল যজ্ঞে নানাপ্রকার রত্নরাজি এবং বিবিধ অন্ন-সমূহের পর্ব্বততুল্যরাশি তিনি দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গাথা গান করেন। ৭-১০

যজমান অঙ্গাধিপতি পৌরবের সকল যজ্ঞই স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ও শুভ ছিল। ইহারা উত্তরোত্তর গুণবান্ ও সম্পূর্ণ কামনাসমূহের সিদ্ধিকারক ছিল। ১১

সৃঞ্জয়! রাজা পৌরব ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি বিষয়েই তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। শ্বৈত্য সৃঞ্জয়! যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তুমি যজ্ঞ ও দক্ষিণারহিত নিজ পুত্রের জন্য শোক করিও না। নারদ সৃঞ্জয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন। ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

১০ম বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস ১৩৭৮] [ষষ্ঠ সংখ্যা— দ্বাদশী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক স্বল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি,লিট্ * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি,লিট্

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয়

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

মহতা শরজালেন কিরন্তং শত্রুবাহিনীম্।
অবারয়ন্মহারাজ সামাত্যং সপদানুগম্॥
অথান্যে পার্থিবা রাজন্ বহুত্বান্নাতিকীর্ত্তিতাঃ
সমসজ্জন্ত সর্ব্বে তে যথাযোগং যথা বলম্॥
হয়ৈর্হয়াংস্তথা জগ্মুঃ কুঞ্জরৈরেব কুঞ্জরাঃ।
পদাতয়ঃ পদাতীভী রথৈরেব মহারথাঃ॥
অকুর্বন্নার্য্যকর্ম্মাণি তত্রৈব পুরুষর্ষভাঃ।
কুলবীর্য্যানুরূপাণি সংসৃষ্টাশ্চ পরস্পরম্॥)
এবং দ্বন্দ্বশতান্যাসন্ রথবারণবাজিনাম্।
পদাতীনাঞ্চ ভদ্রং তে তব তেষাঞ্চ সঙ্কুলে॥ ৬৩
নৈতাদৃশো দৃষ্টপূর্ব্বঃ সংগ্রামো নৈব চ শ্রুতঃ।
দ্রোণস্যাভাবভাবে তু প্রসক্তানাং যথাভবৎ॥ ৬৪
ইদং ঘোরমিদং চিত্রমিদং রৌদ্রমিতি প্রভো।
তত্র যুদ্ধান্যদৃশ্যন্ত প্রততানি বহূনি চ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫

রাজন্! এইরূপ অন্যান্য ভূপালগণও নিজ নিজ উপায় ও বলানুসারে যুদ্ধে শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ইঁহাদের সংখ্যা বহু হওয়ায় সকলের নাম উল্লেখ করা যাইল না॥

অশ্ব সকলের সহিত অশ্ব সকল, হস্তিগণের সহিত হস্তিগ পদাতিক সৈন্যবৃন্দের সহিত পদাতিক সৈন্যবৃন্দ এবং রথী বী দিগের সহিত মহারথী বীরেরা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ যুদ্ধে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ নিজ নিজ কুল ও পরাক্রমের অনুর পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া আর্য্য জনোচিত ক করিতেছিলেন)

মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। এইরূপ আপনার ও পাণ্ডবগণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণের শত শত দ্বন্দ্ব (যুগল—দুই যোদ্ধা) পরস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন॥ ৬৩

দ্রোণাচার্য্যের বধ ও সংরক্ষণ কার্য্যে নিরত পাণ্ডব এব কৌরব-সৈন্যগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এরূপ সংগ্রাম পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই এবং শোনাও যায় নাই॥ ৬৪

প্রভো! এখানে ভিন্ন-ভিন্ন বহু বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ হইতে দেখা যাইল। যাহা দেখিয়া দর্শকগণ বলিতে ছিলেন যে 'এখানে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে, এখানে বিচিত্র সংগ্রাম হইতে দেখ যাইতেছে, এখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হানাহানি চলিতেছে॥ ৬৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চবি অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগদত্তস্য হস্তিনা সহ ভীমসেনস্য যুদ্ধম্ তথা হস্তিনো ভগদত্তস্য চ ভয়ঙ্করঃ পরাক্রমঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
তেষ্বেবং সন্নিবৃত্তেষু প্রত্যুদ্যাতেষু ভাগশঃ
কথং যুযুধিরে পার্থা মামকাশ্চ তরস্বিনঃ।
কিমর্জুনশ্চাপ্যকরোৎ সংশপ্তকবলং প্রতি
সংশপ্তকা বা পার্থস্য কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।
তথা তেষু নিবৃত্তেষু প্রত্যুদ্যাতেষু ভাগশঃ।
স্বয়মভ্যদ্রবদ্ ভীমং নাগানীকেন তে সুতঃ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[ভগদত্তের হাতীর সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ এবং হাতী ও ভগদত্তের ভয়ানক পরাক্রম।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইভাবে যখন পাণ্ডব-সৈন্যরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিল এবং কৌরব-যোদ্ধারা যখন অগ্রসর হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য উদ্যত হইল, তখন আমার ও কুন্তীর বেগশালী পুত্রগণ পরস্পর কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল? সংশপ্তকগণের উপর আক্রমণের জন্য অর্জুন করিল? কিংবা সংশপ্তকগণ অর্জুনকে কি করিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যগণ য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন এ কৌরব-যোদ্ধারা যখন তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য উ হইলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বয়ংই হস্তি-সৈন্যদিগ সঙ্গে লইয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩

স নাগ ইব নাগেন গোবৃষেণেব গোবৃষঃ।
সমাহূতঃ স্বয়ং রাজ্ঞা নাগানীকমুপাদ্রবদ্ ॥ ৪
স যুদ্ধকুশলঃ পার্থো বাহুবীর্য্যেণ চান্বিতঃ।
অভিনৎ কুঞ্জরানীকমচিরেণৈব মারিষ ॥ ৫
তে গজা গিরিসঙ্কাশাঃ রক্ষন্তঃ সর্বতো মদম্।
ভীমসেনস্য নারাচৈর্বিমুখা বিমদীকৃতাঃ ॥ ৬
বিধমেদভ্রজালানি যথা বায়ুঃ সমুদ্ধতঃ।
ব্যধমৎ তান্যনীকানি তথৈব পবনাত্মজঃ ॥ ৭
স তেষু বিসৃজন্ বাণান্ ভীমো নাগেষ্বশোভত।
ভবনেষ্বিব সর্ব্বেষু গভস্তীনুদিতো রবিঃ ॥ ৮
তে ভীমবাণাভিহতাঃ সংস্যূতা বিবভুর্গজাঃ।
গভস্তিভিরিবার্কস্য ব্যোম্নি নানাবলাহকাঃ ॥ ৯
তথা গজানাং কদনং কুর্বাণমনিলাত্মজম্।
ক্রুদ্ধো দুর্য্যোধনোঽভ্যেত্য প্রত্যবিধ্যচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥১০

যেরূপ হস্তীরা হস্তীদের সহিত এবং বৃষগণ বৃষগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হয়, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক রণে আহূত হইয়া ভীমসেন স্বয়ংই হস্তীসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

আদরণীয় নরেশ! কুন্তীকুমার ভীমসেন যুদ্ধে নিপুণ ও বাহুবলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই হস্তী-সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

সেই হাতীরা পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ ও মদধারাবাহী ছিল, কিন্তু ভীমসেনের নারাচের আঘাতে তাহাদের সমস্ত মদই বাহির হইয়া যাইল। তাহারা তখন যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৬

যেরূপ তীব্রগতিতে উত্থিত প্রবল বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ পবননন্দন ভীমসেন সেই সমস্ত রাজসৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥ ৭

যেরূপ উদিত সূর্য্যদেব সমস্ত ভুবনেই স্বীয় কিরণাবলি বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন এই হস্তী-সৈন্যদের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাদৃশ সূর্য্যতুল্য শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮

ভীমসেনের বাণসমূহে নিহত হইয়া পরস্পর গ্রথিত সেই হাতীরা আকাশে সূর্য্যকিরণে গ্রথিত নানারূপ মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯

এইভাবে গজ-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে যুদ্ধে অবস্থিত পবন-নন্দন ভীমসেনের নিকট আসিয়া ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

ততঃ ক্ষণেন ক্ষিতিপং ক্ষতজপ্রতিমেক্ষণঃ।
ক্ষয়ং নিনীষুর্নিশিতৈর্ভীমো বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ১১
স শরাচিতসর্ব্বাঙ্গঃ ক্রুদ্ধো বিব্যাধ পাণ্ডবম্।
নারাচৈরর্করশ্ম্যাভৈর্ভীমসেনং স্ময়ন্নিব ॥ ১২
তস্য নাগং মণিময়ং রত্নচিত্রধ্বজে স্থিতম্।
ভল্লাভ্যাং কার্ম্মুকং চৈব ক্ষিপ্রং চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ১৩
দুর্য্যোধনং পীড্যমানং দৃষ্ট্বা ভীমেন মারিষ।
চুক্ষোভয়িষুরভ্যাগাদঙ্গো মাতঙ্গমাস্থিতঃ ॥ ১৪
তমাপতন্তং নাগেন্দ্রমম্বুদপ্রতিমস্বনম্।
কুম্ভান্তরে ভীমসেনো নারাচেনার্দয়দ্ ভৃশম্ ॥ ১৫
তস্য কায়ং বিনির্ভিদ্য ন্যমজ্জদ্ ধরণীতলে।
ততঃ পপাত দ্বিরদো বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ১৬
তস্যাবর্জিতনাগস্য ম্লেচ্ছস্যাধঃ পতিষ্যতঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন ক্ষিপ্রকারী বৃকোদরঃ ॥ ১৭

ইহা দেখিয়া ভীমসেনের চক্ষু (ক্রোধে) শোণিততুল্য রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যেই রাজা দুর্য্যোধনকে নাশ করিবার জন্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

দুর্য্যোধনের সমস্ত অঙ্গ বাণে বাণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য-রশ্মিতুল্য তেজস্বী নারাচসকলের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে হাসিতে হাসিতেই বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

রাজন্! তাঁহার রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র ধ্বজের উপর মণিময় নাগ বিরাজিত ছিল। তাহাকে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অতি সত্বর দুইটি ভল্লের আঘাতেই পাতিত করিলেন এবং তাঁহার ধনুটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৩

আর্য্য! ভীমসেন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবার জন্য মদমত্ত হস্তীর উপর বসিয়া রাজা অঙ্গ তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

এই গজরাজ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতেছিল। তাহাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন তাহার কুম্ভের উপরে নারাচসকলের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৫

ভীমসেনের নারাচ সেই হাতীর শরীর বিদীর্ণ করত ধরণীতে প্রবেশ করিল। ইহাতে সেই গজরাজ বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল ॥ ১৬

তখন সেই ম্লেচ্ছজাতীয় রাজা অঙ্গ হাতী হইতে পৃথক্ হইয়া যান নাই। এই হাতীর সহিত তিনিও অধঃপাতিত হইতে-

তস্মিন্ নিপতিতে বীরে সম্প্রাদ্রবৎ সা চমূঃ।
সম্ভ্রান্তাশ্বদ্বিপরথা পদাতানবমৃদ্গতী ॥ ১৮
তেষ্বনীকেষু ভগ্নেষু বিদ্রবৎসু সমন্ততঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষস্ততো ভীমং কুঞ্জরেণ সমাদ্রবৎ ॥ ১৯
যেন নাগেন মঘবানজয়দ্ দৈত্য-দানবান্।
তদন্বয়েন নাগেন ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ২০
স নাগপ্রবরো ভীমং সহসা সমুপাদ্রবৎ।
চরণাভ্যামথো দ্বাভ্যাং সংহতেন করেণ চ ॥ ২১
ব্যাবৃত্তনয়নঃ ক্রুদ্ধঃ প্রমথন্নিব পাণ্ডবম্।
বৃকোদররথং সাশ্বমবিশেষমচূর্ণয়ৎ । ২২
পদ্ভ্যাং ভীমোঽপ্যথো ধাবংস্তস্য গাত্রেষ্বলীয়ত।
জানন্নঞ্জলিকাবেধং নাপাক্রামত পাণ্ডবঃ ॥ ২৩

গাত্রাভ্যন্তরগো ভূত্বা করেণাতাড়য়ন্মুহুঃ।
লালয়ামাস তং নাগং বধাকাঙ্ক্ষিণমব্যয়ম্ ॥ ২৪
কুলালচক্রবন্নাগস্তদা তূর্ণমথাভ্রমৎ।
নাগাযুতবলঃ শ্রীমান্ কালযানো বৃকোদরম্ ॥ ২৫
ভীমোঽপি নিষ্ক্রম্য ততঃ সুপ্রতীকাগ্রতোঽভবৎ।
ভীমং করেণাবনম্য জানুভ্যামভ্যতাড়য়ৎ ॥ ২৬
গ্রীবায়াং বেষ্টয়িত্বৈনং স গজো হন্তুমৈহত।
করবেষ্টং ভীমসেনো ভ্রমং দত্ত্বা ব্যমোচয়ৎ ॥ ২৭
পুনর্গাত্রাণি নাগস্য প্রবিবেশ বৃকোদরঃ।
যাবৎ প্রতিগজায়াতং স্ববলে প্রত্যবৈক্ষত ॥ ২৮
ভীমোঽপি নাগগাত্রেভ্যো বিনিঃসৃত্যাপযাজ্জবাৎ
ততঃ সর্ব্বস্য সৈন্যস্য নাদঃ সমভবন্মহান্ ॥ ২৯

ছিলেন। এই অবস্থায় স্মারতবর্ম্মা ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ১৭

বীর অঙ্গ নিহত হইলে পর তাঁহার সৈন্যরা পলায়ন করিল। অশ্ব, হস্তী ও রথ সকল সৈন্যই বিভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। এই সৈন্যবাহিনী তখন পদাতি-সৈন্যদিগকে মথিত করিতেছিল। ১৮

এইভাবে সেই সৈন্যদের ব্যূহ ভাঙিয়া যাইলে এবং চারিদিকে তাহারা পলাইতে থাকিলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত নিজ হাতীর দ্বারা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৯

ইন্দ্র যেরূপ ঐরাবত হাতীর দ্বারা দৈত্য ও দানবদিগকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই বংশেই (ঐরাবতবংশেই) উৎপন্ন গজরাজে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২০

এই গজরাজ নিজ দুই পদের দ্বারা এবং সঙ্কুচিত নিজ শুণ্ডের দ্বারা সহসা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২১

তখন তাহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে যেন মথিত করিয়া ফেলিবে, এইভাবেই সে ভীমসেনের রথের দিকে দৌড়াইয়া যাইল এবং অশ্ব-সহ তাহাকে সামান্যভাবে চূর্ণ করিয়াও দিল ॥ ২২

ভীমসেন পদব্রজে দৌড়াইয়া যাইয়া হাতীর শরীরের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলেন। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন অঞ্জলিকাবেধ (হাতীর নিম্নভাগে এরূপ কোন স্থান আছে, যাহাকে দুই হাতের দ্বারা থপ্‌থপ্ করিলে পর হাতীর আনন্দ হয়। এই অবস্থায় মাহুতকে বিনাশ করিলেও সেই হাতী ক্রুদ্ধ হয় না। ভীমসেন এই বিদ্যা জানিতেন। এই বিদ্যারই নাম—অঞ্জলিকাবেধ।) জানিতেন, সেইজন্য তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন না ॥ ২৩

তিনি এই হাতীর নিম্নে যাইয়া হাতের দ্বারা বারংবার থপ্ থপ্ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন এই অবিনাশী গজরাজকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহাকে লালন-পালন করিতে থাকিলেন ॥২৪

সেই সময় এই হাতী অতি সত্বর কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে দশ হাজার হাতীর বল ছিল। সেই সুন্দর গজরাজ ভীমসেনকে সংহার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। ২৫

ভীমসেনও গজরাজ সুপ্রতীকের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন হাতীটিও তাঁহাকে স্বীয় শুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া নীচেতে তুলিয়া ফেলিয়া দুই জানুর দ্বারা মথিত করিবার চেষ্টায় ছিল ॥ ২৬

কেবল ইহাই নহে, এই হাতী ভীমের গলায় জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছিল। তখন ভীমসেন তাহাকে ভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার জড়ান শুঁড় হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেন ॥ ২৭

তদনন্তর ভীমসেন পুনরায় সেই হাতীর শরীরেই লুকাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় সৈন্যবাহিনী হইতে অন্য এক হাতীর দ্বারা এই হাতীকে যুদ্ধে আক্রান্ত হইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥২৮

তারপর ভীমসেনও কিছুকাল পরে হাতীর শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তীব্র বেগে দূরে সরিয়া যাইলেন। তখন সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৯

অহো ধিগ্ নিহতো ভীমঃ কুঞ্জরেণেতি মারিষ।
তেন নাগেন সন্ত্রস্তা পাণ্ডবানামনীকিনী ॥ ৩০
সহসাভ্যদ্রবদ্ রাজন্ যত্র তস্থৌ বৃকোদরঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা হতং মত্বা বৃকোদরম্ ॥ ৩১
ভগদত্তং সপাঞ্চাল্যঃ সর্ব্বতঃ সমবারয়ৎ।
তং রথং রথিনাং শ্রেষ্ঠাঃ পরিবার্য্য পরন্তপাঃ ॥ ৩২
অবাকিরন্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
স বিঘাতং পৃষৎকানামঙ্কুশেন সমাহরন্ ॥ ৩৩
গজেন পাণ্ডুপাঞ্চালান্ ব্যধমৎ পর্ব্বতেশ্বরঃ।
তদদ্ভুতমপশ্যাম ভগদত্তস্য সংযুগে ॥ ৩৪
তথা বৃদ্ধস্য চরিতং কুঞ্জরেণ বিশাম্পতে।
ততো রাজা দশার্ণানাং প্রাগ্‌জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৫
তির্য্যগ্‌যাতেন নাগেন সমদেনাশুগামিনা।
তয়োর্যুদ্ধং সমভবন্নাগয়োর্ভীমরূপয়োঃ ॥ ৩৬

সপক্ষয়োঃ পর্ব্বতয়োর্যথা সদ্রুময়োঃ পুরা।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপতের্নাগঃ সংনিবৃত্যাপসৃত্য চ ॥ ৩৭
পার্শ্বে দশার্ণাধিপতের্ভিত্ত্বা নাগমপাতয়ৎ।
তোমরৈঃ সূর্যরশ্ম্যাভৈর্ভগদত্তোঽথ সপ্তভিঃ ॥ ৩৮
জঘান দ্বিরদস্থং তং শত্রুং প্রচলিতাসনম্।
ব্যবচ্ছিদ্য তু রাজানং ভগদত্তং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৯
রথানীকেন মহতা সর্ব্বতঃ পর্য্যবারয়ৎ।
স কুঞ্জরস্থো রথিভিঃ শুশুভে সর্বতো বৃতঃ ॥ ৪০
পর্ব্বতে বনমধ্যস্থো জ্বলন্নিব হুতাশনঃ।
মণ্ডলং সর্ব্বতঃ শ্লিষ্টং রথিনামুগ্রধন্বিনাম্ ॥ ৪১
কিরতাং শরবর্ষাণি স নাগঃ পর্য্যবর্ত্তত।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা পরিগৃহ্য মহাগজম্ ॥ ৪২
প্রেষয়ামাস সহসা যুযুধানরথং প্রতি।
শিনেঃ পৌত্রস্য তু রথং পরিগৃহ্য মহাদ্বিপঃ ॥ ৪৩

আর্য্য! সেই সময় সকলেরই মুখ হইতে একই কথা বাহির হইতে লাগিল যে, 'অহো! এই হাতী ভীমসেনকে সংহার করিল, কি প্রশংসনীয় ব্যাপার!' রাজন্! তখন এই হাতী হইতে ভীত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যবাহিনী তথায় পলায়ন করিল, যেখানে ভীমসেন দাঁড়াইয়া আছেন ॥

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে নিহত মনে করিয়া পাঞ্চাল-দেশীয় সৈন্যগণের সহিত রাজা ভগদত্তকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

শত্রুগণের সন্তাপকারী সেই সব শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণ মহারথী ভগদত্তকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত করিয়া শত শত ও সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

পর্ব্বতরাজ ভগদত্ত সেই সব বাণপ্রহারকে স্বীয় অঙ্কুশের দ্বারা নিবারণ করিলেন এবং হাতীকে অগ্রবর্দ্ধন করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে মথিত করিতে লাগিলেন ॥

প্রজানাথ! সেই যুদ্ধস্থলে হাতীর দ্বারা বৃদ্ধ রাজা ভগদত্তের অদ্ভুত পরাক্রম আমরা দেখিয়াছি ॥

তারপর দশার্ণরাজ মদস্রাবী, শীঘ্রগামী এবং তির্য্যগ্‌ভাবে (পার্শ্বভাগ অভিমুখে) গমনকারী একটি গজের দ্বারা ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তখন ভয়ঙ্কররূপধারী এই দুই গজরাজের যুদ্ধ এরূপ প্রতীত হইতেছিল, যেরূপ পুরাকালে পক্ষযুক্ত ও বৃক্ষাবলিসুশোভিত দুইটি পর্ব্বতের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল ॥

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের হাতী তখন প্রত্যাবর্ত্তন ও পশ্চাদপসরণ করিয়া দশার্ণরাজের হাতীর পার্শ্বভাগে প্রচণ্ড আঘাত করিল এবং তাহার দ্বারা উহাকে বিদারিত করিয়া ধরাশায়ী করিয়া দিল ॥

তাহার পর রাজা ভগদত্ত সূর্য্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল সাতটি তোমরের দ্বারা হাতীর উপর উপবিষ্ট এবং যাঁহার আসন তখন স্থানচ্যুত হইয়াছিল, সেই শত্রু দশার্ণরাজকে সংহার করিলেন ॥

সেই সময় যুধিষ্ঠির রাজা ভগদত্তকে স্বীয় বাণসমূহে আহত করিয়া বিশাল রথসৈন্যের দ্বারা সর্ব্বদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

যেরূপ বনের মধ্যে পর্ব্বতশিখরে দাবানল জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ সর্ব্বদিকে রথী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাজা ভগদত্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

বাণসমূহে বর্ষণ করিতে করিতে সেই ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর রথী বীরগণের মণ্ডল সেই হাতীর উপর চারিদিক্ দিয়া আক্রমণ করিলেন এবং সেই হাতীও তখন চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥

সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত সেই বিশাল গজরাজকে স্ববশে রাখিয়া সহসা সাত্যকির রথের দিকে চালাইয়া দিলেন ॥

যুযুধান (সাত্যকি) তখন নিজ রথকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইলেন এবং এই মহাগজ শিনি-পৌত্র সাত্যকির সেই রথকে শুঁড়ে জড়াইয়া ধরিয়া তীব্রবেগে নিক্ষেপ করিলেন ॥

অভিচিক্ষেপ বেগেন যুযুধানস্তুপাক্রমৎ।
বৃহতঃ সৈন্ধবানশ্বান্ সমুত্থাপ্যাথ সারথিঃ ॥ ৪৪
তস্থৌ সাত্যকিমাসাদ্য সম্প্লুতস্তং রথং প্রতি।
স তু লব্ধ্বান্তরং নাগস্ত্বরিতো রথমণ্ডলাৎ ॥ ৪৫
নিশ্চক্রাম ততঃ সর্ব্বান্ পরিচিক্ষেপ পার্থিবান্।
তে ত্বাশুগতিনা তেন ত্রাস্যমানা নরর্ষভাঃ ॥ ৪৬
তমেকং দ্বিরদং সংখ্যে মেনিরে শতশো দ্বিপান্।
তে গজস্থেন কাল্যন্তে ভগদত্তেন পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৭
ঐরাবতস্থেন যথা দেবরাজেন দানবাঃ।
তেষাং প্রদ্রবতাং ভীমঃ পাঞ্চালানামিতস্ততঃ ॥ ৪৮
গজবাজিকৃতঃ শব্দঃ সুমহান্ সমজায়ত।
ভগদত্তেন সমরে কাল্যমানেষু পাণ্ডুষু ॥ ৪৯
প্রাগ্‌জ্যোতিষমভিক্রুদ্ধঃ পুনর্ভীমঃ সমভ্যয়াৎ।
তস্যাভিদ্রবতো বাহান্ হস্তমুক্তেন বারিণা ॥ ৫০
সিক্ত্বা ব্যত্রাসয়ন্নাগো পার্থমহরংস্ততঃ।
ততস্তমভ্যয়াৎ তূর্ণং রুচিপর্বাকৃতীসুতঃ ॥ ৫১
সমন্বন্ শরবর্ষেণ রথস্থোঽন্তকসন্নিভঃ।
ততঃ স রুচিপর্বাণং শরেণানতপর্ব্বণা ॥ ৫২
সুপর্বা পর্বতপতির্নিন্যে বৈবস্বতক্ষয়ম্।
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে সৌভদ্রো দ্রৌপদীসুতাঃ ॥ ৫৩
চেকিতানো ধৃষ্টকেতুর্যুযুৎসুশ্চার্দয়ন্ দ্বিপম্।
ত এনং শরধারাভির্ধারাভিরিব তোয়দাঃ ॥ ৫৪
সিষিচুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তো জিঘাংসবঃ।
ততঃ পার্ষ্ণ্যঙ্কুশাঙ্গুষ্ঠৈঃ কৃতিনা চোদিতো দ্বিপঃ ॥৫৫
প্রসারিতকরঃ প্রায়াৎ স্তব্ধকর্ণেক্ষণো দ্রুতম্।
সোঽধিষ্ঠায় পদা বাহান্ যুযুৎসোঃ সূতমারুজৎ ॥ ৫৬

তদনন্তর সারথি নিজ রথকে ও সিন্ধুদেশজাত বিশাল অশ্বগণকে উঠাইয়া লম্ফপ্রদান করত রথে আরোহণ করিল। তারপর রথসহ সাত্যকির নিকট গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥

ইহার মধ্যেই অবসর পাইয়া সেই গজরাজ সত্বরতার সহিত রথের বেষ্টন হইতে পার হইয়া যাইল এবং সমস্ত রাজাদিগকে তুলিয়া তুলিয়া নিক্ষেপ করিতে থাকিল ॥

এই দ্রুতগামী গজরাজ হইতে ভীত হইয়া নরশ্রেষ্ঠ নরপতিগণ যুদ্ধস্থলে একটি হাতীকেই শত শত হাতীর ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দানবকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ স্বীয় হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

এই সময় এদিকে ওদিকে পলায়নপর পাঞ্চালসৈন্যদের হস্তি-অশ্বগণের অতিশয় ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥

ভগদত্তকর্তৃক সমরাঙ্গণে পাণ্ডব-সৈন্যরা বিতাড়িত হইতে থাকিলে ভীমসেন কুপিত হইয়া পুনরায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

সেইসময় আক্রমণকারী ভীমসেনের অশ্বগণের উপর সেই হাতী শুঁড়ে করিয়া জল সেচন করত তাহাদিগকে ভীত করিয়া ফেলিল। তারপর সেই অশ্বগণ তখন ভীমসেনকে লইয়া দূরে পলায়ন করিল ॥

সেই সময় আকৃতিপুত্র রুচিপর্ব্বা অতিক্রুদ্ধ সেই হাতীর উপর আক্রমণ করিলেন। তিনি রথের উপর বসিয়া যেন সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি এই সময় বাণ-বর্ষণ করিয়া হাতীটিকে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন ॥

যাঁহার অঙ্গের পর্ব্বসকল (সন্ধিস্থানসমূহ) সুন্দর ছিল, সেই পর্ব্বতরাজ ভগদত্ত ইহা লক্ষ্য করিয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে রুচিপর্ব্বাকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥

এই বীর নিহত হইলে পর অভিমন্যু, দ্রৌপদীকুমার, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং যুযুৎসু সেই হাতীকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। এই সব যোদ্ধারা তখন সেই হাতীকে নিহত করিবার ইচ্ছায় বিকট গর্জন করিতে করিতে নিজেদের বাণ-সমূহের ধারায় সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে মনে হইতে লাগিল যে, মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিতেছে ॥

তদনন্তর বিদ্বান্ রাজা ভগদত্ত নিজের চরণের গোড়ালি, অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা প্রেরিত করিয়া হাতীটিকে অগ্রে চালনা করিলেন। তারপর নিজের কর্ণকে খাড়া করিয়া এবং চক্ষুকে বিস্ফারিত করিয়া শুঁড়কে বিস্তারিত করত সেই হাতী অতিক্রুদ্ধ অগ্রভূমির দিকে ধাবিত হইল ও যুযুৎসুর অশ্বগণকে পায়ের দ্বারা দাবাইয়া ধরিয়া তাঁহার সারথিকে বিনাশ করিল। ৩০-৫৬

যুযুৎসুস্তু রথাদ্ রাজন্নপাক্রামৎ ত্বরান্বিতঃ।
ততঃ পাণ্ডবযোধাস্তে নাগরাজং শরৈর্দ্রুতম্ ॥ ৫৭
সিষিচুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তো জিঘাংসবঃ।
পুত্রস্তু তব সম্ভ্রান্তঃ সৌভদ্রস্যাপ্লুতো রথম্ ॥ ৫৮
স কুঞ্জরস্থো বিসৃজন্নিষূনরিষু পার্থিবঃ।
বভৌ রশ্মীনিবাদিত্যো ভুবনেষু সমুৎসৃজন্ ॥ ৫৯
তমার্জুনির্দ্বাদশভির্যুযুৎসুর্দশভিঃ শরৈঃ।
ত্রিভিস্ত্রিভির্দ্রৌপদেয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ বিব্যধুঃ ॥ ৬০
সোঽতিযত্নার্পিতৈর্বাণৈরাচিতো দ্বিরদো বভৌ।
সংস্যূত ইব সূর্য্যস্য রশ্মিভির্জলদো মহান্ ॥ ৬১
নিয়ন্তুঃ শিল্প-যত্নাভ্যাং প্রেরিতোঽরিশরার্দিতঃ।
পরিচিক্ষেপ তান্ নাগঃ স রিপূন্ সব্য-দক্ষিণম্ ॥ ৬২
গোপাল ইব দণ্ডেন যথা পশুগণান্ বনে।
আবেষ্টয়ত তাং সেনাং ভগদত্তস্তথা মুহুঃ ॥ ৬৩
ক্ষিপ্রং শ্যেনাভিপন্নানাং বায়সানামিব স্বনঃ।
বভূব পাণ্ডবেয়ানাং ভৃশং বিদ্রবতাং স্বনঃ ॥ ৬৪
স নাগরাজঃ প্রবরাঙ্কুশাহতঃ
পুরা সপক্ষোঽদ্রিবরো যথা নৃপ।
ভয়ং তদা রিপুষু সমাদধদ্ ভৃশং
বনিগ্জনানাং ক্ষুভিতো যথার্ণবঃ ॥ ৬৫
ততো ধ্বনির্দ্বিরদরথাশ্বপার্থিবৈ-
র্ভয়াদ্ দ্রবদ্ভির্জনিতোঽতিভৈরবঃ।
ক্ষিতিং বিয়দ্ দ্যাং বিদিশো দিশস্তথা।
সমাবৃণোৎ পার্থিব সংযুগে ততঃ ॥ ৬৬
স তেন নাগপ্রবরেণ পার্থিবো
ভৃশং জগাহে দ্বিষতামনীকিনীম্।
পুরা সুগুপ্তাং বিবুধৈরিবাহবে
বিরোচনো দেববরূথিনীমিব ॥ ৬৭

রাজন্! তখন যুযুৎসু অতি সত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িয়া দূরে পলায়ন করিলেন। তাহার পর পাণ্ডবযোদ্ধারা এই গজরাজকে শীঘ্র বধ করিবার ইচ্ছায় ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে নিজেদের বাণসমূহের বর্ষণ ধারায় তাহাকে সিক্ত করিতে লাগিলেন।

সেই সময় বিভ্রান্ত হইয়া আপনার পুত্র যুযুৎসু অভিমন্যুর রথে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত শত্রুদিগের উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে সমগ্র জগতে স্বীয় কিরণাবলি বিস্তারকারী সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৭-৫৯

অর্জ্জুনকুমার অভিমন্যু বার, যুযুৎসু দশ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং ধৃষ্টকেতু তিন তিনটি বাণের দ্বারা ভগদত্তের হাতীকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬০

অত্যন্ত প্রযত্নসহকারে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে হাতীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই হাতী সূর্য্যকিরণে গ্রথিত মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬১

মাহুতের কৌশল ও প্রযত্নের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই হাতী শত্রুদিগের বাণে পীড়িত হইয়াও সে দক্ষিণ এবং বামভাগে স্থিত শত্রুগণকে ধরিয়া ধরিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৬২

যেরূপ গো-পালক বনে পশুগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভগদত্ত বারংবার পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

যেরূপ বাজপাখীর আক্রমণে ভীত হইয়া কাকগণ 'কা কা' করিয়া শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ পলায়নপর পাণ্ডবযোদ্ধাদেরও তীব্রস্বরে আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল ॥ ৬৪

হে নৃপ! সেই সময় বিশাল অঙ্কুশের আঘাত খাইয়া গজরাজ পুরাকালের পক্ষধারী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের ন্যায় সেইভাবে সকলকে অত্যন্ত ভীত করিতে লাগিল, যেরূপ বিক্ষুব্ধ মহাসাগর ব্যবসায়ীদিগকে ভীত করিয়া থাকে ॥ ৬৫

মহারাজ! তদনন্তর ভয়ে পলায়মান হাতী, অশ্ব, রথ ও ভূপতিগণ সেখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ যুদ্ধস্থলে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং দিক্-বিদিক্সমূহ সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া পড়িল ॥ ৬৬

সেই গজরাজের দ্বারা রাজা ভগদত্ত শত্রুসৈন্যদের মধ্যে উত্তমরূপে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেরূপে পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় দেবগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত দেবসৈন্যমধ্যে দৈত্যরাজ বিরোচন প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৭

ভৃশং ববৌ জ্বলনসখো বিয়দ্ রজঃ
সমাবৃণোন্মুহুরপি চৈব সৈনিকান্।
তমেকনাগং গণশো যথা গজান্
সমন্ততো দ্রুতমথ মেনিরে জনাঃ ॥ ৬৮

সেই সময় সেখানে তীব্রগতিতে বহ্নিবন্ধু বায়ু বহিতেছিল আকাশ ধূলিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই ধূলি সমস্ত সৈন্য-বাহিনীকেও আবৃত করিয়াছিল। তখন সকল ব্যক্তিই চারিদিকেই ধাবমান সেই একটি মাত্র হাতীকে হাতীদের দলের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি ভগদত্তযুদ্ধে
ষড বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকপর্ব্বে ভগদত্তের যুদ্ধবিষয়ক যড্‌বিং অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সংশপ্তকৈঃ সহার্জুনস্য ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, তেষাং ভূয়সামেব বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যন্মাং পার্থস্য সংগ্রামে কর্ম্মাণি পরিপৃচ্ছসি।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাবাহো পার্থো যদকরোদ্ রণে ॥ ১
রজো দৃষ্ট্বা সমুদ্ধূতং শ্রুত্বা চ গজনিঃস্বনম্।
ভগদত্তে বিকুর্ব্বাণে কৌন্তেয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ২
যথা প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা গজেন মধুসূদন।
ত্বরমাণো বিনিষ্ক্রান্তো ধ্রুবং তস্যৈষ নিঃস্বনঃ ॥ ৩
ইন্দ্রাদনবরঃ সংখ্যে গজযানবিশারদঃ।
প্রথমো গজযোধানাং পৃথিব্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৪
স চাপি দ্বিরদশ্রেষ্ঠঃ সদাপ্রতিগজো যুধি।
সর্ব্বশস্ত্রাতিগঃ সংখ্যে কৃতকর্ম্মা জিতক্লমঃ ॥ ৫
সহঃ শস্ত্রনিপাতানামগ্নিস্পর্শস্য চানঘ।
স পাণ্ডববলং সর্ব্বমদ্যৈকো নাশয়িষ্যতি ॥ ৬
ন চাবাভ্যামৃতেঽন্যোঽস্তি শক্তস্তং প্রতিবাধিতুম্
ত্বরমাণস্ততো যাহি যতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ ॥
দৃপ্তং সংখ্যে দ্বিপবলাদ্ বয়সা চাপি বিস্মিতম্।
অদ্যৈনং প্রেষয়িষ্যামি বলহন্তুঃ প্রিয়াতিথিম্ ॥ ৮

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[সংশপ্তকগণের সহিত অর্জ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং তাহা অধিকাংশেরই বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহাবাহো! আপনি যে যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহা আপনাকে বলিতেছি। অর্জ্জুন রণাঙ্গনে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমস্তই শ্রবণ করুন। ১

ভগদত্ত যখন বিচিত্ররূপে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন সেখানে ধূলি উড়িতে দেখিয়া এবং হাতীর চীৎকার শ্রবণ করিয়া কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ২

মধুসূদন! রাজা ভগদত্ত স্বীয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া যেরূপ দ্রুত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইতেছেন, ইহাতে মনে হইতেছে, নিশ্চয় সেখানেই এই মহাকোলাহল হইতেছে। ৩

আমার এরূপ স্থিরনিশ্চয় আছে যে, এই রাজা ভগদত্ত যুদ্ধে ইন্দ্র হইতে কোনও অংশেই ন্যূন নহেন। ভগদত্ত হস্তীতে আরোহণ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং গজযোধী বীরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৪

ইহার সেই হস্তিশ্রেষ্ঠ সুপ্রতীক নামে হাতীও যু অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রসমূহ অতিক্রম করিয়া যু বহুবার নিজের পরাক্রম দেখাইয়াছে। সে পরিশ্রমকেও জ করিয়াছে। ৫

অনঘ! সে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের আঘাত এবং অগ্নির স্পর্শও স করিতে পারে। আজ সে একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া ফেলিবে। ৬

আমরা দুই জন ব্যতীত অন্য আর কেহই নাই, যে ইহাকে বাধা দিতে পারিবে। অতএব আপনি সেখানে চলুন, যেখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত অবস্থান করিতেছেন। ৭

নিজের হাতীর এই বলের জন্য যিনি অতিশয় গর্ব্বিত এবং যিনি বয়সেও অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় অহঙ্কারপূর্ণ, সেই রা

বচনাদথ কৃষ্ণস্তু প্রযযৌ সব্যসাচিনঃ।
দীর্য্যতে ভগদত্তেন যত্র পাণ্ডববাহিনীম্ ॥ ৯
তং প্রযান্তং ততঃ পশ্চাদাহ্বয়ন্তো মহারথাঃ।
সংশপ্তকাঃ সমারোহন্ সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১০
দশৈব তু সহস্রাণি ত্রিগর্ত্তানাং মহারথাঃ।
চত্বারি চ সহস্রাণি বাসুদেবস্য চানুগাঃ॥ ১১
দীর্য্যমাণাং চমূং দৃষ্ট্বা ভগদত্তেন মারিষ।
আহূয়মানস্য চ তৈরভবদ্ধৃদয়ং দ্বিধা ॥ ১২
কিং নু শ্রেয়স্করং কর্ম্ম ভবেদদ্যেতি চিন্তয়ন্।
ইহ বা বিনিবর্ত্তেয়ং গচ্ছেয়ং বা যুধিষ্ঠিরম্॥ ১৩
তস্য বুদ্ধ্যা বিচার্য্যৈবমর্জ্জুনস্য কুরূদ্বহ।
অবভদ্ ভূয়সী বুদ্ধিঃ সংশপ্তকবধে স্থিরা ॥ ১৪
স সংনিবৃত্তঃ সহসা কপিপ্রবরকেতনঃ।
একো রথসহস্রাণি নিহন্তুং বাসবী রণে ॥ ১৫
সা হি দুর্য্যোধনস্যাসীন্মতিঃ কর্ণস্য চোভয়োঃ।
অর্জ্জুনস্য বধোপায়ে তেন দ্বৈধমকল্পয়ৎ ॥ ১৬
স তু দোলায়মানোঽভূদ্ দ্বৈধীভাবেন পাণ্ডবঃ।
বধেন তু নরাগ্র্যাণামকরোৎ তাং মৃষা তদা ॥ ১৭
ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্ব্বণাম্।
অসৃজন্নর্জ্জুনে রাজন্ সংশপ্তকমহারথাঃ॥ ১৮
নৈব কুন্তীসুতঃ পার্থো নৈব কৃষ্ণো জনার্দনঃ।
ন হয়া ন রথো রাজন্ দৃশ্যন্তে স্ম শরৈশ্চিতাঃ ॥ ১৯
তদা মোহমনুপ্রাপ্তঃ সিষ্বিদে হি জনার্দনঃ।
ততস্তান্ প্রায়শঃ পার্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ নিজঘ্নিবান্ ॥ ২০
শতশঃ পাণয়শ্ছিন্নাঃ সেষুজ্যাতলকার্মুকাঃ।
কেতবো বাজিনঃ সূতা রথিনশ্চাপতন্ ক্ষিতৌ ॥ ২১

ভগদত্তকে বধ করিয়া আজ বলাসুরবিনাশী দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় অতিথিতে পরিণত করত স্বর্গলোকে প্রেরণ করিব ॥ ৮

সব্যসাচী অর্জ্জুনের এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে রথ লইয়া গমন করিলেন, যেস্থানে ভগদত্ত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সংহার করিতেছিলেন ॥ ৯

অর্জ্জুনকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে চৌদ্দ হাজার সংশপ্তক মহারথী বীর তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০

ইঁহাদের মধ্যে দশ হাজার মহারথী ত্রিগর্ত্তদেশেরই ছিলেন এবং চার হাজার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবক (নারায়ণী সেনা) ছিলেন ॥ ১১

আর্য্য ! রাজা ভগদত্তকর্ত্তৃক নিজ বাহিনীকে বিদীর্ণ হইতে দেখিয়া এবং পশ্চাদ্ দিক্ হইতে সংশপ্তকগণের যুদ্ধের আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ১২

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আজ আমার পক্ষে কোন্ কার্য্য শ্রেয়স্কর হইবে ? এখান হইতে সংশপ্তকগণের দিকে ফিরিয়া যাইব অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইব ? ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ ! বুদ্ধির দ্বারা এরূপ বিচার করিতে করিতে তাঁহার মনে এই ভাব অত্যন্ত দৃঢ় হইল যে, এখন সংশপ্তকগণকে বধ করাই আমার প্রধান কার্য্য হইবে ॥ ১৪

শ্রেষ্ঠ বানরচিহ্নে সুশোভিত ধ্বজধারী ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন উপরি উক্ত বাক্য চিন্তা করিয়া সহসা ফিরিয়া যাইলেন। তিনি রণাঙ্গনে একাকীই হাজার রথী বীরকে সংহার করিবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ১৫

অর্জ্জুনের বধের উপায়ের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দুর্য্যোধন ও কর্ণ উভয়েরই মনে এই সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। তাই তিনি যুদ্ধকে এইভাবে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১৬

পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন একবার দ্বৈধভাবে দোদুল্যমান হইয়া চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ সংশপ্তক বীরগণকেই বধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি সেই দ্বিধাগ্রস্তভাবকে মিথ্যা করিয়া দিলেন ॥ ১৭

রাজন্ ! তদনন্তর সংশপ্তক মহারথী বীরগণ অর্জ্জুনের উপর আনতপর্ব্বযুক্ত এক লক্ষ বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ১৮

মহারাজ ! সেই সময় না কুন্তীকুমার অর্জ্জুন, না জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ, না অশ্ব এবং না রথ কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তখন সব কিছুই বাণে বাণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৯

এই অবস্থায় ভগবান্ জনার্দন ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তাঁহাদের সকলকেই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

শত শত হস্ত বাণ, গুণ ও ধনুসহ ছিন্ন হইয়া যাইল। ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ সকলেই ধরাশায়ী হইল ॥ ২১

ক্রমাচলাগ্রাম্বুধরৈঃ সমকায়াঃ সুকল্পিতাঃ।
হতারোহাঃ ক্ষিতৌ পেতুর্দ্বিপাঃ পার্থশরাহতাঃ ॥ ২২
বিপ্রবিদ্ধকুথা নাগাশ্ছিন্নভাণ্ডাঃ পরাসবঃ।
সারোহাস্তু রণে পেতুর্মথিতা মার্গণৈর্ভৃশম্ ॥ ২৩
সর্ষ্টিপ্রাসাসিনখরাঃ সমুদ্গরপরশ্বধাঃ।
বিচ্ছিন্না বাহবঃ পেতুর্নৃণাং ভল্লৈঃ কিরীটিনা ॥ ২৪
বালাদিত্যাম্বুজেন্দূনাং তুল্যরূপাণি মারিষ।
সদ্যশ্ছিন্নান্যর্জুনশরৈঃ শিরাংস্যুর্ব্যাং প্রপেদিরে ॥২৫
জজ্বালালঙ্কৃতা সেনা পত্রিভিঃ প্রাণিভোজনৈঃ।
নানারূপৈস্তদামিত্রান্ ক্রুদ্ধে নিঘ্নতি ফাল্গুনে ॥ ২৬
ক্ষোভয়ন্তং তদা সেনাং দ্বিরদং নলিনীমিব।
ধনঞ্জয়ং ভূতগণাঃ সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥ ২৭

দৃষ্ট্বা তৎ কর্ম্ম পার্থস্য বাসবস্যেব মাধবঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা প্রাঞ্জলিস্তমুবাচ হ ॥ ২৮
কর্ম্মৈতৎ পার্থ শক্রেণ যমেন ধনদেন চ।
দুষ্করং সমরে যৎ তে কৃতমদ্যেতি মে মতিঃ ॥ ২৯
যুগপচ্চৈব সংগ্রামে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পতিতা এব মে দৃষ্টাঃ সংশপ্তকমহারথাঃ ॥ ৩০
সংশপ্তকাংস্ততো হত্বা ভূয়িষ্ঠা যে ব্যবস্থিতাঃ।
ভগদত্তায় যাহীতি কৃষ্ণং পার্থোঽভ্যনোদয়ৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি সংশপ্তকবধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

বৃক্ষ, পর্ব্বতশিখর ও মেঘসদৃশ বিশাল এবং উচ্চ দেহধারী, সুসজ্জিত হাতী, যাহাদের আরোহীদিগকে পূর্ব্বেই সংহার করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই অর্জুনের বাণে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ২২

এই রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক হাতী অর্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। এই সময় তাহাদের আস্তরণসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের সমস্ত ভূষণই খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। ২৩

কিরীটধারী অর্জুনের ভল্লনামক বাণসমূহে ঋষ্টি, প্রাস, খড়্গ, নখর, মুদ্গর ও পরশুসহ বীরবর্গের বাহুসকল ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। ২৪

আর্য্য! যোদ্ধাগণের মস্তকসমূহ সদ্য উদিত সূর্য্য, কমল ও চন্দ্রসদৃশ সুন্দর ছিল। অর্জুনের বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ২৫

যখন ক্রুদ্ধ অর্জুন নানাপ্রকার প্রাণবিনাশক বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে নাশ করিতে লাগিলেন, তখন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সংশপ্তকগণের সমগ্র সৈন্যবাহিনী জ্বলিতে লাগিল। ২৬

যেরূপ হস্তী কমলে পূর্ণ সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনকর্তৃক সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে মথিত হইতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী 'সাধু, সাধু' বলিয়া অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিল। ২৭

ইন্দ্রতুল্য অর্জুনের এই পরাক্রম দর্শন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন। ২৮

পার্থ! আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আজ তুমি রণাঙ্গনে যে কার্য্য করিলে, ইহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরের পক্ষেও দুষ্কর। ২৯

এই সংগ্রামে আমি শত শত এবং সহস্র সহস্র সংশপ্তক মহারথী বীরগণকে একসঙ্গে পতিত হইতে দেখিলাম। ৩০

এইভাবে সেখানে সংশপ্তক যোদ্ধাগণের অধিকাংশকেই বধ করিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—এখন ভগদত্তের নিকট গমন করুন। ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে সংশপ্তকবধবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সংশপ্তকান্ হত্বা কৌরবসৈন্যানামুপরি ধনঞ্জয়স্যাক্রমণম্ তথা ভগদত্তস্য তদীয়-হস্তিনশ্চ পরাক্রমবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

যিযাসতস্ততঃ কৃষ্ণঃ পার্থস্যাশ্বান্ মনোজবান্।
সম্প্রৈষীদ্ধেমসঞ্ছন্নান্ দ্রোণানীকায় সত্বরন্॥ ১

তং প্রযান্তং কুরুশ্রেষ্ঠং স্বান্ ভ্রাতৄন্ দ্রোণতাপিতান্।
সুশর্ম্মা ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যুদ্ধার্থী পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ॥ ২

ততঃ শ্বেতহয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীদজিতং জয়ঃ।
এষ মাং ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং সুশর্ম্মা হ্বয়তেঽচ্যুত॥ ৩

দীর্ণাত্তে চোত্তরেণৈব তৎ সৈন্যং মধুসূদন।
দ্বৈধীভূতং মনো মেঽদ্য কৃতং সংশপ্তকৈরিদম্॥ ৪

কিং নু সংশপ্তকান্ হন্মি স্বান্ রক্ষাম্যহিতার্দিতান্।
ইতি মে ত্বং মতং বেৎসি তত্র কিং সুকৃতং ভবেৎ॥৫

এবমুক্তস্তু দাশার্হঃ স্যন্দনং প্রত্যবর্ত্তয়ৎ।
যেন ত্রিগর্ত্তাধিপতিঃ পাণ্ডবং সমুপাহ্বয়ৎ॥ ৬

ততোঽর্জ্জুনঃ সুশর্ম্মাণং বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ।
ধ্বজং ধনুশ্চাস্য তথা ক্ষুরাভ্যাং সমকৃন্তত॥ ৭

ত্রিগর্ত্তাধিপতেশ্চাপি ভ্রাতরং ষড়্ভিরাশুগৈঃ।
সাশ্বং সসূতং ত্বরিতঃ পার্থঃ প্রৈষীদ্ যমক্ষয়ম্॥ ৮

ততো ভুজগসঙ্কাশাং সুশর্ম্মা শক্তিমায়সীম্।
চিক্ষেপার্জ্জুনমাদিশ্য বাসুদেবায় তোমরম্॥ ৯

শক্তিং ত্রিভিঃ শরৈশ্ছিত্ত্বা তোমরং ত্রিভিরর্জ্জুনঃ।
সুশর্ম্মাণং শরব্রাতৈর্মোহয়িত্বা ন্যবর্ত্তয়ৎ॥ ১০

তং বাসবমিবায়ান্তং ভূরিবর্ষং শরৌঘিণম্।
রাজংস্তাবকসৈন্যানাং নোগ্রং কশ্চিদবারয়ৎ॥ ১১

ততো ধনঞ্জয়ো বাণৈঃ সর্ব্বানেব মহারথান্।
আয়াদ্ বিনিঘ্নন্ কৌরব্যান্ দহন্ কক্ষমিবানলঃ॥ ১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া অর্জুনের কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ এবং ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীর পরাক্রমবর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য-বাহিনীর দিকে যাইতে ইচ্ছুক অর্জুনের স্বর্ণভূষিত ও মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিসত্বর দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য চালনা করিলেন। ১

দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক সন্তাপিত নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট গমনকারী কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে ভ্রাতৃগণের সহিত সুশর্ম্মা যুদ্ধের ইচ্ছায় আহ্বান করিতে করিতে পশ্চাদ্ভাগ দিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ২

তখন শ্বেতবাহন অর্জুন অপরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—অচ্যুত! ভ্রাতৃগণের সহিত এই সুশর্ম্মা আমাকে পুনরায় যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছি। ৩

এদিকে উত্তর দিকে অবস্থিত আমার সৈন্যবাহিনীকে শত্রুরা বিনাশ করিতেছে। মধুসূদন! এই সংশপ্তকগণ আজ আমার মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া ফেলিতেছে। ৪

এখন আমি পূর্ব্বে সংশপ্তকগণকে বধ করিব অথবা শত্রুগণ পীড়িত স্বীয় সৈন্যদিগকে রক্ষা করিব? আমার মন এরূপ এক সঙ্কল্প-বিকল্পের মধ্যে পতিত হইয়াছে—ইহা আপনি জানেন। বলুন—এখন আমার কোন্ কার্য্য করা উত্তম হইবে? ৫

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ রথকে সেইদিকে ফিরাইয়া দিলেন, যেদিকে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছিলেন। ৬

তৎপশ্চাৎ অর্জুন সুশর্ম্মাকে সাত বাণে আহত করত দুইটি ক্ষুরবাণে তাঁহার ধ্বজ ও ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৭

সেই সঙ্গে ত্রিগর্ত্তরাজের ভ্রাতাকেও ছয়টি বাণ প্রহার করিয়া অর্জুন তাঁহাকে অশ্ব ও সারথিসহ অতিসত্বর যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ৮

তখন সুশর্ম্মা সর্পতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট লৌহনির্ম্মিত একটি শক্তি অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দিকে একটি তোমর ক্ষেপণ করিলেন। ৯

অর্জুন তিনটি বাণের দ্বারা শক্তিকে এবং অপর তিনটি বাণের দ্বারা তোমরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ অস্ত্র বাণসমূহে সুশর্ম্মাকে মোহিত করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া দিলেন। ১০

রাজন্! তাহার পর অর্জুন ইন্দ্রের ন্যায় বাণসমূহের প্রভূত বর্ষণ করিতে করিতে যখন আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন আপনার সৈন্যদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই উগ্ররূপ-ধারী এই অর্জুন নিবারণ করিতে পারিলেন না। ১১

তদনন্তর অগ্নি যেরূপ তৃণাদিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত কৌরব

তস্য বেগমসহ্যং তং কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ।
নাশক্নুবংস্তে সংসোঢ়ুং স্পর্শমগ্নেরিব প্রজাঃ ॥ ১৩
সংবেষ্টয়ন্ননীকানি শরবর্ষেণ পাণ্ডবঃ।
সুপর্ণপাতবদ্ রাজন্নায়াৎ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রতি ॥১৪
যৎ তদানাময়জ্জিষ্ণুর্ভরতানামপাপিনাম্।
ধনুঃ ক্ষেমকরং সংখ্যে দ্বিষতামশ্রুবধনম্ ॥ ১৫
তদেব তব পুত্রস্য রাজন্ দ্যূতদেবিনঃ।
কৃতে ক্ষত্রবিনাশায় ধনুরায়চ্ছদর্জুনঃ ॥ ১৬
তথা বিক্ষোভ্যমাণা সা পার্থেন তব বাহিনী।
ব্যশীর্যত মহারাজ নৌরিবাসাদ্য পর্ব্বতম্ ॥ ১৭
ততো দশসহস্রাণি ন্যবর্ত্তন্ত ধনুষ্মতাম্।
মতিং কৃত্বা রণে ক্রূরাং বীরা জয়পরাজয়ে ॥ ১৮
ব্যপেতহৃদয়ত্রাসা আবব্রুস্তং মহারথাঃ।
আচ্ছর্ৎ পার্থো গুরুং ভারং সর্ব্বভারসহো যুধি ॥১৯

যথা নলবনং ক্রুদ্ধঃ প্রভিন্নঃ ষষ্টিহায়নঃ।
মৃদ্গীয়াৎ তদ্বদায়স্তঃ পার্থোঽমৃদ্গাচ্চমূং তব ॥ ২০
তস্মিন্ প্রমথিতে সৈন্যে ভগদত্তো নরাধিপঃ।
তেন নাগেন সহসা ধনঞ্জয়মুপাদ্রবৎ ॥ ২১
তং রথেন নরব্যাঘ্রঃ প্রত্যগৃহ্ণাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
স সন্নিপাতস্তুমুলো বভূব রথ-নাগয়োঃ ॥ ২২
কল্পিতাভ্যাং যথাশাস্ত্রং রথেন চ গজেন চ।
সংগ্রামে চেরতুর্বীরৌ ভগদত্ত-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ২৩
ততো জীমূতসঙ্কাশান্নাগাদিন্দ্র ইব প্রভুঃ।
অভ্যবর্ষচ্ছরৌঘেণ ভগদত্তো ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৪
স চাপি শরবর্ষং তং শরবর্ষেণ বাসবিঃ।
অপ্রাপ্তমেব চিচ্ছেদ ভগদত্তস্য বীর্য্যবান্ ॥ ২৫
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা শরবর্ষং নিবার্য্য তৎ।
শরৈর্জঘ্নে মহাবাহুং পার্থং কৃষ্ণঞ্চ মারিষ ॥ ২৬

মহারথাদিগকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে করিতে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১২

পরম বুদ্ধিমান্ কুন্তীপুত্র অর্জুনের সেই অসহ্য বেগকে কৌরব-সৈন্যরা সেইভাবে সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না, যেভাবে প্রাণীরা অগ্নির স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না ॥ ১৩

রাজন্! অর্জুন বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া কৌরবসৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে গরুড়তুল্য বেগে ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

মহারাজ! বিজয়ী অর্জুন যুদ্ধে শত্রুগণের অশ্রুধারাবর্দ্ধনকারী যে ধনু তখন (রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে) নিষ্পাপ ভরতবংশীয়গণের কল্যাণের জন্য নত (গুণযোজনা) করিয়াছিলেন, আজ কপট দ্যূতক্রীড়াকারী আপনার পুত্রের অপরাধের জন্য সমস্ত ক্ষত্রিয়-সমাজকে বিনাশ করিবার জন্য অর্জুন সেই ধনুটিকেই গ্রহণ করিলেন ॥ ১৫-১৬.

মহারাজ! কুন্তীকুমার অর্জুন কর্ত্তৃক মথিত হইয়া আপনার সৈন্যবাহিনী সেইরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইল, যেরূপ কোন নৌকা পর্ব্বতের সহিত আঘাত পাইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ॥ ১৭

তদনন্তর দশ হাজার ধনুর্দ্ধর বীর জয় অথবা পরাজয়ের হেতুভূত যুদ্ধে ক্রূরতাপূর্ণ বিষয়ে মতি স্থির করিয়া ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১৮

সেই মহারথী বীরগণ নিজেদের হৃদয় হইতে ভয়কে অপসারিত করিয়া অর্জুনকে সেখানে পরিবেষ্টন করিলেন। যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার ভার সহ্য করিতে সমর্থ অর্জুন তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার সম্পূর্ণ ভার নিজের উপর গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯

যেরূপ ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধ মদস্রাবী হাতী ক্রুদ্ধ হইয়া নলবনকে মথিত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ যত্নপরায়ণ অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকেও ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

এই সৈন্যদিগকে মথিত হইতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত সেই প্রখ্যাত সুপ্রতীকনামে স্বীয় হস্তীর দ্বারা সহসা ধনঞ্জয়ের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২১

নরশ্রেষ্ঠ! অর্জুন রথের দ্বারাই সেই হাতীর সম্মুখীন হইলেন। তখন রথ ও হস্তীর এই সজ্ঘর্ষ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ২২

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত রথ এবং সুশিক্ষিত হাতীর দ্বারা বীরবর অর্জুন ও ভগদত্ত রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর ইন্দ্রসদৃশ শক্তিশালী রাজা ভগদত্ত অর্জুনের উপর মেঘতুল্য হস্তী হইতে বাণরূপী জলধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৪

অন্যদিকে পরাক্রমশালী ইন্দ্রনন্দন অর্জুন নিজের বাণবৃষ্টির দ্বারা ভগদত্তের বাণবর্ষণকে নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২৫

আর্য্য! তদনন্তর প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তও বিপক্ষের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া মহাবাহু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

ততস্তু শরজালেন মহতাভ্যবকীর্য্য তৌ।
চোদয়ামাস তং নাগং বধায়াচ্যুত-পার্থয়োঃ ॥ ২৭
তমাপতন্তং দ্বিরদং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধমিবান্তকম্।
চক্রেঽপসব্যং ত্বরিতঃ স্যন্দনেন জনাৰ্দনঃ ॥ ২৮
তং প্রাপ্তমপি নেয়েষ পরাবৃত্তং মহাদ্বিপম্।

তারপর পুনরায় তাঁহাদের উপর প্রভূত শরজাল বিস্তার করিয়া আচ্ছন্ন করত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কে বধ করিবার জন্য সেই গজরাজকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৭

ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় সেই হাতীকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিদ্রুত রথের দ্বারা তাহাকে দক্ষিণ পার্শ্বে করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

সারোহং মৃত্যুসাৎ কর্ত্তুং স্মরন্ ধর্ম্মং ধনঞ্জয়ঃ ॥২৯
স তু নাগো দ্বিপ-রথান্ হয়াংশ্চামৃদ্য মারিষ।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় ততঃ ক্রুদ্ধো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি ভগদত্তযুদ্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

যাদও এই মহাগজ আক্রমণ করিবার সময় নিজের আতশয় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি অর্জুন ধর্ম্মের কথা* স্মরণ করিয়া আরোহি-সহ সেই হাতীকে মৃত্যুর অধীনস্থ করিলেন না ॥২৯

মাননীয় মহারাজ! সেই হাতী তখন বহুসংখ্যক হাতী, রথ ও অশ্বকে মর্দ্দিত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিল। ইহা দেখিয়া অর্জুনের অত্যন্ত ক্রোধ হইল ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে ভগদত্তের যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুন-ভগদত্তয়োর্যুদ্ধম্, বৈষ্ণবাস্ত্রতঃ শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনস্য রক্ষা, অর্জুনেন হস্তি-সহিতস্য ভগদত্তস্য বিনাশশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
তথা ক্রুদ্ধঃ কিমকরোদ্ ভগদত্তস্য পাণ্ডবঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষো বা পার্থস্য তন্মে শংস যথাতথম্ ॥
সঞ্জয় উবাচ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষেণ সংসক্তাবুভৌ দাশার্হপাণ্ডবৌ।
মৃত্যুদংষ্ট্রান্তিকং প্রাপ্তৌ সর্বভূতানি মেনিরে ॥ ২
তথা তু শরবর্ষাণি পাতয়ত্যনিশং প্রভো।
গজস্কন্ধান্মহারাজ কৃষ্ণয়োঃ স্যন্দনস্থয়োঃ ॥ ৩
অথ কার্ষ্ণায়সৈর্বাণৈঃ পূর্ণকার্ম্মুকনিঃসৃতৈঃ।
অবিধ্যদ্ দেবকীপুত্রং হেমপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৪
অগ্নিস্পর্শসমাস্তীক্ষ্ণা ভগদত্তেন চোদিতাঃ।
নির্ভিদ্য দেবকীপুত্রং ক্ষিতিং জগ্মুঃ সুবাসসঃ ॥ ৫
তস্য পার্থো ধনুশ্ছিত্ত্বা পরিবারং নিহত্য চ।
লালয়ন্নিব রাজানং ভগদত্তমযোধয়ৎ ॥ ৬
সোঽর্করশ্মিনিভাংস্তীক্ষ্ণাংস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ।
অপ্রেষয়ৎ সব্যসাচী দ্বিধৈকৈকমথাচ্ছিনৎ ॥৭

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন ও ভগদত্তের যুদ্ধ, বৈষ্ণবাস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জুনকে রক্ষা এবং অর্জুনের দ্বারা হস্তি-সহ ভগদত্তের বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সেই সময় ক্রুদ্ধ পাণ্ডুকুমার অর্জুন ভগদত্তের এবং ভগদত্ত অর্জুনের কি করিল? তাহা তুমি যথাযথভাবে আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই সকলপ্রাণীই মৃত্যুর দন্তসংলগ্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ২

শক্তিশালী মহারাজ! হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিয়া ভগদত্ত রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর নিরন্তর বাণবর্ষণ করিয়া চলিলেন ॥ ৩

তিনি ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত, লৌহনির্ম্মিত এবং শাণ দিয়া ধারালকৃত স্বর্ণপক্ষযুক্ত বাণসমূহে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আহত করিলেন। ৪

ভগদত্ত কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নির স্পর্শের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং সুন্দর পক্ষভূষিত বাণসমূহ দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শরীর ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫

তখন অর্জুন রাজা ভগদত্তের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহার পরিবারকে সংহার করত তাঁহাকে যেন যুদ্ধ করাইতে করাইতে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬

ভগদত্ত সূর্য্যকিরণতুল্য তেজস্বী চৌদ্দটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সব্যসাচী অর্জুন তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ৭

ততো নাগস্য তদ্ বম ব্যধমৎ পাকশাসনিঃ।
শরজালেন মহতা তদ্ ব্যশীর্য্যত ভূতলে ॥ ৮
শীর্ণবর্মা স তু গজঃ শরৈঃ সুভৃশমর্দিতঃ।
বভৌ ধারানিপাতাক্তো ব্যভ্রঃ পর্ব্বতরাড়িব ॥ ৯
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষঃ শক্তিং হেমদণ্ডাময়স্ময়ীম্।
ব্যসৃজদ্ বাসুদেবায় দ্বিধা তামর্জ্জুনোঽচ্ছিনৎ ॥ ১০
ততশ্ছত্রং ধ্বজং চৈব ছিত্ত্বা রাজ্ঞোঽর্জ্জুনঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ দশভিস্তূর্ণমুৎস্ময়ন্ পর্ব্বতেশ্বরম্ ॥ ১১
সোঽতিবিদ্ধোঽর্জ্জুনশরৈঃ সুপুঙ্খৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
ভগদত্তস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবস্য জনাধিপঃ ॥ ১২
ব্যসৃজৎ তোমরান্ মূর্দ্ধি শ্বেতাশ্বস্যোন্ননাদ চ।
তৈরর্জ্জুনস্য সমরে কিরীটং পরিবর্ত্তিতম্ ॥ ১৩
পরিবৃত্তং কিরীটং তদ্ যময়ন্নেব পাণ্ডবঃ।
সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোক ইতি রাজানমব্রবীৎ ॥১৪

তারপর ইন্দ্রনন্দন অর্জুন প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া সেই হাতীর কবচ ছেদন করিলেন, ইহাতে তাহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৮

কবচ ছিন্ন হওয়ায় বাণসমূহের আঘাতে হাতীর অত্যন্ত পীড়া উপস্থিত হইল। সে তখন রক্তের ধারায় স্নাত হইয়া পড়িল এবং মেঘহীন ও (গৈরিকমিশ্রিত) জলধারায় সিক্ত গিরিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৯

তখন ভগদত্ত বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু অর্জুন তাহাকে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১০

তদনন্তর অর্জুন স্বীয় বাণসমূহে রাজা ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতেই অপর দশটি বাণের দ্বারা অতিক্রত সেই পর্ব্বতরাজ ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

অর্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত সুন্দর বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া রাজা ভগদত্ত সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। ১২

তখন তিনি অর্জুনের মস্তকের উপর বহু তোমর প্রহার করিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই তোমরগুলি রণাঙ্গনে অর্জুনের কিরীটকে উল্টাইয়া দিল। ১৩

উল্টে যাওয়া কিরীটকে যথাযথভাবে স্থাপন করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভগদত্তকে বলিলেন,—রাজন্! এখন এই সংসারকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া লউন। ১৪

এবমুক্তস্তু সংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষেণ পাণ্ডবম্।
অভ্যবর্ষৎ সগোবিন্দং ধনুরাদায় ভাস্বরম্ ॥ ১৫
তস্য পার্থো ধনুশ্ছিত্ত্বা তূণীরান্ সংনিকৃত্য চ।
ত্বরমাণো দ্বিসপ্তত্যা সর্ব্বমর্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ১৬
বিদ্ধস্ততোঽতিব্যথিতো বৈষ্ণবাস্ত্রমুদীরয়ন্।
অভিমন্ত্র্যাঙ্কুশং ক্রুদ্ধো ব্যসৃজৎ পাণ্ডবোরসি ॥ ১৭
বিসৃষ্টং ভগদত্তেন তদস্ত্রং সর্ব্বঘাতি বৈ।
উরসা প্রতিজগ্রাহ পার্থং সঞ্ছাদ্য কেশবঃ ॥ ১৮
বৈজয়ন্ত্যভবন্মালা তদস্ত্রং কেশবোরসি।
পদ্মকোশবিচিত্রাঢ্যা সর্ব্বর্তুকুসুমোৎকটা ॥ ১৯
জ্বলনার্কেন্দুবর্ণাভা পাবকোজ্জ্বলপল্লবা।
তয়া পদ্মপলাশিন্যা বাতকম্পিতপত্রয়া ॥ ২০
শুশুভেঽভ্যধিকং শৌরিরতসীপুষ্পসন্নিভঃ।
(কেশবঃ কেশিমথনঃ শার্ঙ্গধন্বারিমর্দনঃ।

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগদত্ত অত্যন্ত কুপিত হইয়া এক তেজস্বী ধনু হাতে লইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১৫

তখন অর্জুন তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া তূণীরটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর অতিশয় ত্বরা করিয়া বাহাত্তরটি বাণে তাঁহার সমস্ত মর্মস্থানসমূহে গভীরভাবে আঘাত করিলেন। ১৬

তদনন্তর এই সমস্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত ভগদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের অঙ্কুশকেই বৈষ্ণবাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বক্ষঃস্থলের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ১৭

ভগদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্র সব কিছুই বিনাশ করিতে সমর্থ, তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ংই নিজের বক্ষে ঐ অস্ত্রকে ধারণ করিলেন। ১৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে আসিয়া এই অস্ত্র বৈজয়ন্তীমালায় পরিণত হইয়া যাইল। ঐ মালা পদ্মের কোষের বিচিত্র শোভায় সুশোভিত ছিল এবং সকল ঋতুর পুষ্পেই সম্পন্ন ছিল। ইহা হইতে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রসদৃশ প্রভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ইহার এক একটি দল অগ্নিতুল্য প্রকাশিত হইতেছিল। কমল-দলে সুশোভিত ও বাতাসে আন্দোলিত এই বৈজয়ন্তীমালার দ্বারা অতসীপুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কেশিহন্তা, শূরসেননন্দন, শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী, শত্রুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধিকাধিক শোভাপ্রাপ্ত

সন্ধ্যাভ্রৈরিব সঞ্ছন্নঃ প্রাবৃট্‌কালে নগোত্তমঃ ॥)
ততোঽর্জ্জুনঃ ক্লান্তমনাঃ কেশবং প্রত্যভাষত ॥ ২১
অযুধ্যমানস্তুরগান্ সংযন্তাস্মীতি চানঘ।
ইত্যুক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিজ্ঞাং স্বাং ন রক্ষসি ॥ ২২
যদ্যহং ব্যসনী বা স্যামশক্তো বা নিবারণে।
ততস্ত্বয়ৈবং কার্য্যং স্যান্নতৎ কার্য্যং ময়ি স্থিতে ॥ ২৩
সবাণঃ সধনুশ্চাহং সসুরাসুরমানুষান্।
শক্তো লোকানিমান্ জেতুং তচ্চাপি বিদিতং তব ॥২৪
ততোঽর্জ্জুনং বাসুদেবঃ প্রত্যুবাচার্থবদ্ বচঃ।
শৃণু গুহ্যমিদং পার্থ পুরাবৃত্তং যথানঘ ॥ ২৫
চতুর্মূর্ত্তিরহং শশ্বল্লোকত্রাণার্থমুদ্যতঃ।
আত্মানং প্রবিভজ্যেহ লোকানাং হিতমাদধে ॥ ২৬
একা মূর্ত্তিস্তপশ্চর্য্যাং কুরুতে মে ভুবি স্থিতা।
অপরা পশ্যতি জগৎ কুর্ব্বাণং সাধ্বসাধুনী ॥ ২৭
অপরা কুরুতে কর্ম্ম মানুষং লোকমাশ্রিতা।
শেতে চতুর্থী ত্বপরা নিদ্রাং বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ২৮
যাসৌ বর্ষসহস্রান্তে মূর্ত্তিরুত্তিষ্ঠতে মম।
বরার্হেভ্যো বরান্ শ্রেষ্ঠাংস্তস্মিন্ কালে দদাতি সা ॥২৯
তং তু কালমনুপ্রাপ্তং বিদিত্বা পৃথিবী তদা।
অযাচত বরং যন্মাং নরকার্থায় তচ্ছৃণু ॥ ৩০
দেবানাং দানবানাঞ্চ অবধ্যস্তনয়োঽস্তু মে।
উপেতো বৈষ্ণবাস্ত্রেণ তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি ॥ ৩১
এবং বরমহং শ্রুত্বা জগত্যাস্তনয়ে তদা।
অমোঘমস্ত্রং প্রাযচ্ছং বৈষ্ণবং পরমং পুরা ॥ ৩২
অবোচং চৈতদস্ত্রং বৈ হ্যমোঘং ভবতু ক্ষমে।
নরকস্যাভিরক্ষার্থং নৈনং কশ্চিদ্ বধিষ্যতি ॥ ৩৩

হইলেন। ইহাতে মনে হইল—বর্ষাকালে সন্ধ্যাকালীন মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত কোন শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত শোভা পাইতেছে ॥

সেই সময় অর্জ্জুনের মনে অতিশয় ক্লেশ উৎপন্ন হইল। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—অনঘ! আপনি ত' প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি যুদ্ধ না করিয়া অশ্বগণকে সংযত রাখিব অর্থাৎ সারথির কার্য্য করিব; কিন্তু কমলনয়ন! আপনি এই কথা বলিয়াও নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন না। যদি আমি সঙ্কটে পতিত হইতাম অথবা অস্ত্রকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইতাম, তাহা হইলে সেই সময়েই আপনি এই কার্য্য করিলেই পারিতেন। যখন আমি যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, তখন আপনার ইহা করা উচিত হয় নি ॥ ১২-২৩

আপনার ত' ইহা জানা আছে যে, আমার হাতে যদি ধনু ও বাণ থাকে, তবে আমি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসহ এই সম্পূর্ণ জগৎকে জয় করিতে পারি ॥ ২৪

তখন বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই রহস্যপূর্ণ বাক্য বলিলেন,—অনঘ! কুন্তীকুমার! এ বিষয়ে তুমি একটি গোপনীয় রহস্যের কথা শ্রবণ কর, যাহা পূর্ব্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২৫

আমি চতুর্বিধ মূর্ত্তি ধারণ করত সর্ব্বদা সমস্ত লোককে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যুক্ত আছি। আমি নিজেকেই বহুরূপে বিভক্ত করিয়া সমস্ত জগতের হিতসাধন করিয়া যাইতেছি ॥ ২৬

আমার এক মূর্ত্তি এই ভূতলে (বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণরূপে) অবস্থান করত তপস্যা করিতেছে। দ্বিতীয় মূর্ত্তি (পরমাত্মস্বরূপ) শুভাশুভকর্ম্মকারী জগতের সাক্ষিরূপে সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করিতেছে ॥ ২৭

তৃতীয় মূর্ত্তি (আমি স্বয়ংই) মনুষ্যলোকের আশ্রয় লইয়া নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতেছি এবং অপর চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র যুগ পর্য্যন্ত একার্ণব জলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ২৮

সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইবার পর যখন আমার চতুর্থ মূর্ত্তি যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হয়, তখন বরলাভ করিবার যোগ্য শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে উত্তম বরসকল দান করিয়া থাকে ॥ ২৯

একবার যখন ঐ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহা জানিয়া পৃথিবীদেবী নিজের পুত্র নরকাসুরের জন্য আমার নিকট হইতে যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল—তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩০

আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্রে সুসম্পন্ন হইয়া দেবতা ও দানবগণের অবধ্য হউক। ইহার জন্য আপনি আমাকে বৈষ্ণবাস্ত্র প্রদান করুন ॥ ৩১

সেই সময় পৃথিবীর মুখ হইতে এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমি পুরাকালে নিজের সর্ব্বোত্তম ও অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র তাহাকে প্রদান করি ॥ ৩২

তাহাকে প্রস্থান করিবার সময় আমি বলিয়াছিলাম—এই অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র নরকাসুরের রক্ষার জন্য তাহার নিকট থাকিবে। ইহাকে কেহই নষ্ট করিতে পারিবে না ॥ ৩৩

…নেনা'স্ত্রেণ তে গুপ্তঃ সুতঃ পরবলার্দনঃ।
…বিষ্যতি দুরাধর্ষঃ সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বদা ॥ ৩৪
…থেত্যুক্ত্বা গতা দেবী কৃতকামা মনস্বিনী।
… চাপ্যাসীদ দুরাধর্ষো নরকঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ৩৫
…স্মাৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষং প্রাপ্তং তদস্ত্রং পার্থ মামকম্।
…স্যাবধ্যোঽস্তি লোকেষু সেন্দ্ররুদ্রেষু মারিষ ॥ ৩৬
…ময়া ত্বৎকৃতে চৈতদন্যথা ব্যপনায়িতম্।
…বমুক্তং পরমাস্ত্রেণ জহি পার্থ মহাসুরম্ ॥ ৩৭
…বরিণং জহি দুর্ধর্ষং ভগদত্তং সুরদ্বিষম্।
…থাহং জঘ্নিবান্ পূর্ব্বং হিতার্থং নরকং তথা ॥ ৩৮
…বমুক্তস্তদা পার্থঃ কেশবেন মহাত্মনা।
…গদত্তং শিতৈর্বাণৈঃ সহসা সমবাকিরৎ ॥ ৩৯
…তঃ পার্থো মহাবাহুরসম্ভ্রান্তো মহামনাঃ।
…স্তয়োরন্তরে নাগং নারাচেন সমার্পয়ৎ ॥ ৪০

স সমাসাদ্য তং নাগং বাণো বজ্র ইবাচলম্।
অভ্যগাৎ সহ পুঙ্খেন বল্মীকমিব পন্নগঃ ॥ ৪১
স করী ভগদত্তেন প্রের্য্যমাণো মুহুর্মুহুঃ।
ন করোতি বচস্তস্য দরিদ্রস্যেব যোষিতা ॥ ৪২
স তু বিষ্টভ্য গাত্রাণি দন্তাভ্যামবনিং যযৌ।
নদন্নার্ত্তস্বরং প্রাণানুৎসসর্জ মহাদ্বিপঃ ॥ ৪৩
ততো গাণ্ডীবধন্বানমভ্যভাষত কেশবঃ।
অয়ং মহত্তরঃ পার্থ পলিতেন সমাবৃতঃ ॥ ৪৪
বলীসঞ্ছন্ননয়নঃ শূরঃ পরমদুর্জয়ঃ।
অক্ষোরুন্মীলনার্থায় বদ্ধপট্টো হ্যসৌনৃপঃ ॥ ৪৫
দেববাক্যাৎ প্রচিচ্ছেদ শরেণ ভৃশমর্জ্জুনঃ।
ছিন্নমাত্রেঽংশুকে তস্মিন্ রুদ্ধনেত্রো বভূব সঃ ॥ ৪৬
তমোময়ং জগন্মেনে ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
ততশ্চন্দ্রার্ধবিম্বেন বাণেন নতপর্ব্বণা ॥ ৪৭

এই অস্ত্রে সুরক্ষিত থাকিয়া তোমার পুত্র শত্রুসৈন্যগণকে পীড়িত করিতে করিতে সর্ব্বদা সকল লোকে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকিবে ॥ ৩৪

তখন 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া মনস্বিনী পৃথিবীদেবী কৃতার্থ হইয়া গমন করিল। সেই নরকাসুরও (সেই বৈষ্ণবাস্ত্র পাইয়া) শত্রুগণের সন্তাপকারী ও অত্যন্ত দুর্জ্জয় হইয়া পড়িল ॥ ৩৫

পার্থ! নরকাসুরের নিকট হইতে আমার সেই বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত লাভ করিয়াছে। আর্য্য! ইন্দ্রলোক ও রুদ্রলোক সহ সমস্ত লোকে এমন কোন বীর নাই, যে এই অস্ত্রের অবধ্য থাকিবে। ৩৬

সেই কারণে আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য এই অস্ত্রকে অন্য প্রকারে পরিণত করিয়া দিলাম। পার্থ! এখন এই মহাসুর ভগদত্ত সেই উৎকৃষ্ট অস্ত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, অতএব তুমি তাহাকে বধ কর ॥ ৩৭

দুর্জ্জয় বীর ভগদত্ত তোমাদের শত্রু এবং দেবদ্বেষী, সুতরাং তুমি তাহাকে সেইরূপে বধ কর, যেরূপ পুরাকালে আমি নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলাম ॥ ৩৮

মহাত্মা কেশব এই কথা বলিলে পর কুন্তীকুমার অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

তাহার পর মহাবাহু মহামনা পার্থ কোনরূপ বিচলিত না হইয়া হাতীর কুম্ভস্থলে একটি নারাচ প্রহার করিলেন ॥ ৪০

সেই নারাচ হাতীর মস্তকে যাইয়া সেইভাবে আঘাত করিল, যেরূপ বজ্র পর্ব্বতের উপর আঘাত করিয়া থাকে। যেভাবে সর্প বল্মীকের (উইঢিপির) মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইভাবে ঐ বাণ পক্ষ সহ হাতীর কুম্ভস্থলে প্রবেশ করিল ॥ ৪১

তখন ভগদত্ত পুনঃ পুনঃ সেই হাতীকে প্রেরণ করিতে থাকিলেও সে তাঁহার আদেশ সেইভাবে পালন করিল না, যেরূপ দুষ্টা স্ত্রী নিজের দরিদ্র স্বামীর কথা পালন করে না ॥ ৪২

সেই সময় ঐ বিশাল হাতী নিজের শরীরকে নিশ্চেষ্ট করত দুইটি দাঁতের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিল এবং আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ পরিহার করিল ॥ ৪৩

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনকে বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! এই ভগদত্ত অত্যন্ত বৃদ্ধ, ইহার সমস্ত কেশই পাকিয়া গিয়াছে এবং ললাটাদি অঙ্গ ঝুলিয়া পড়ায় ইহার নেত্র আবৃত হইয়াছে। এই অত্যন্ত দুর্জ্জয় বীরবর রাজা ভগদত্ত নিজের দুই চক্ষু খুলন্ত গাত্রে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় তাহাকে বস্ত্রের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে ॥ ৪৪-৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুন বাণপ্রহার করিয়া ভগদত্তের মস্তকের বদ্ধ বস্ত্রকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। সেই বস্ত্র ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নেত্র বদ্ধ হইয়া যাইল ॥ ৪৬

তখন প্রতাপশালী রাজা ভগদত্তের সম্পূর্ণ জগৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। সেই সময় আনতপর্ব্বযুক্ত এক অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণের

বিভেদ হৃদয়ং রাজ্ঞো ভগদত্তস্য পাণ্ডবঃ।
স ভিন্নহৃদয়ো রাজা ভগদত্তঃ কিরীটিনা ॥ ৪৮
শরাসনং শরাংশ্চৈব গতাসুঃ প্রমুমোচ হ।
শিরসস্তস্য বিভ্রষ্টং পপাত চ বরাংশুকম্॥
নালতাড়নবিভ্রষ্টং পলাশং নলিনাদিব ॥ ৪৯
স হেমমালী তপনীয়ভাণ্ডাৎ
পপাত নাগাদ্ গিরিসন্নিকাশাৎ।
সুপুষ্পিতো মারুতবেগরুগ্নো
মহীধরাগ্রাদিব কর্ণিকারঃ ॥ ৫০

নিহত্য তং নরপতিমিন্দ্রবিক্রমং
সখায়মিন্দ্রস্য তথৈন্দ্রিরাহবে।
ততোঽপরাংস্তব জয়কাঙ্ক্ষিণো নরান্
বভঞ্জ বায়ুর্বলবান্ দ্রুমানিব ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি ভগদত্তবধে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন রাজা ভগদত্তের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন।

কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় রাজা ভগদত্ত প্রাণহীন অবস্থায় স্বীয় ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মস্তকে বহু শ্রেষ্ঠ বস্ত্র সেইরূপে পতিত হইল, যেরূপ পদ্মের নালকে তাড়না করিলে (নাড়া দিলে) তাহার পত্রগুলি খসিয়া পড়ে ॥ ৪৭-৪৯

স্বর্ণনির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিত সেই পর্ব্বতাকার হাতী হইতে স্বর্ণমাল্যধারী রাজা ভগদত্ত ভূতলে পতিত হইলেন; তখন মনে হইল—সুন্দর পুষ্পরাজিতে পূর্ণ কর্ণিকার বৃক্ষ বায়ুর বেগে পতিত হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে নিম্নে পতিত হইতেছে ॥ ৫০

রাজন্! এইরূপে ইন্দ্রনন্দন অর্জুন ইন্দ্রের সখা ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজা ভগদত্তকে যুদ্ধে বধ করিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে অন্য সব বিজয়াভিলাষী বীরগণকেও সেইরূপে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষশ্রেণীকে উৎপাটিত করিয়া থাকে ॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে ভগদত্তের বধবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জুনেন বৃষকাচলয়োর্বধঃ, শকুনের্মায়া, তস্য পরাজয়ঃ, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।
প্রিয়মিন্দ্রস্য সততং সখায়মমিতৌজসম্।
হত্বা প্রাগ্‌জ্যোতিষং পার্থঃ প্রদক্ষিণমবর্তত ॥ ১
ততো গান্ধাররাজস্য সুতৌ পরপুরঞ্জয়ৌ।
অর্দ্দেতামর্জুনং সংখ্যে ভ্রাতরৌ বৃষকাচলৌ ॥ ২

তৌ সমেত্যার্জুনং বীরৌ পুরঃ পশ্চাচ্চ ধন্বিনৌ।
অবিধ্যেতাং মহাবেগৈর্নিশিতৈরাশুগৈর্ভৃশম্ ॥ ৩
বৃষকস্য হয়ান্ সূতং ধনুশ্ছত্রং রথং ধ্বজম্।
তিলশো ব্যধমৎ পার্থঃ সৌবলস্য শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪

ত্রিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক বৃষক ও অচলের বধ, শকুনির মায়া ও তাহার পরাজয় এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যিনি সর্ব্বদা ইন্দ্রের প্রিয়সখা ছিলেন সেই অমিততেজস্বী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তকে সংহার করিয়া অর্জুন দক্ষিণ দিকে ফিরিলেন ॥ ১

সেদিকে গান্ধাররাজ সুবলের দুই পুত্র শত্রুনগরবিজয়ী দুই ভ্রাতা বৃষক ও অচল আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে অর্জুনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২

এই দুই ধনুর্দ্ধর বীর অর্জুনের উপর অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত বেগশালী তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে গুরুতররূপে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন কুন্তীকুমার অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সুবলপুত্র বৃষকের অশ্ব, সারথি, রথ, ধনু, ছত্র ও ধ্বজকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

ততোঽর্জুনঃ শরব্রাতৈর্নানাপ্রহরণৈরপি।
গান্ধারানাকুলাংশ্চক্রে সৌবলপ্রমুখান্ পুনঃ ॥ ৫

ততঃ পঞ্চশতান্ বীরান্ গান্ধারানুদ্যতায়ুধান্।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় ক্রুদ্ধো বাণৈর্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬

হতাশ্বাৎ তু রথাৎ তূর্ণমবতীর্য্য মহাভুজঃ।
আরুরোহ রথং ভ্রাতুরন্যচ্চ ধনুরাদদে ॥ ৭

তাবেকরথমারূঢৌ ভ্রাতরৌ বৃষকাচলৌ।
শরবর্ষেণ বীভৎসুমবিধ্যেতাং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮

স্যালৌ তব মহাত্মানৌ রাজানৌ বৃষকাচলৌ।
ভৃশং বিজঘ্নতুঃ পার্থমিন্দ্রং বৃত্রবলাবিব ॥ ৯

লব্ধলক্ষ্যৌ তু গান্ধারবহতাং পাণ্ডবং পুনঃ।
নিদাঘবার্ষিকৌ মাসৌ লোকং ধর্মাংশুভির্যথা ॥ ১০

তৌ রথস্থৌ নরব্যাঘ্রৌ রাজানৌ বৃষকাচলৌ।
সংশ্লিষ্টাঙ্গৌ স্থিতৌ রাজন্ জঘানৈকেষুণাঽর্জুনঃ ॥ ১১

তৌ রথাৎ সিংহসঙ্কাশৌ লোহিতাক্ষৌ মহাভুজৌ।
রাজন্ সম্পেততুর্বীরৌ সোদর্য্যাবেকলক্ষণৌ ॥ ১২

তয়োর্ভূমিং গতৌ দেহৌ রথাদ্ বন্ধুজনপ্রিয়ৌ।
যশো দশ দিশঃ পুণ্যং গময়িত্বা ব্যবস্থিতৌ ॥ ১৩

দৃষ্ট্বা বিনিহতৌ সংখ্যে মাতুলাবপলায়িনৌ।
ভৃশং মুমুচুরশ্রূণি পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ॥ ১৪

নিহতৌ ভ্রাতরৌ দৃষ্ট্বা মায়াশতবিশারদঃ।
কৃষ্ণৌ সম্মোহয়ন্ মায়াং বিদধে শকুনিস্ততঃ ॥ ১৫

লগুড়ায়োগুড়াশ্মানঃ শতঘ্ন্যশ্চ সশক্তয়ঃ।
গদাপরিঘনিস্ত্রিংশশূলমুদ্গরপট্টিশাঃ ॥১৬

সকম্পনর্ষ্টিনখরা মুসলানি পরশ্বধাঃ।
ক্ষুরাঃ ক্ষুরপ্রনালীকা বৎসদন্তাস্থিসন্ধয়ঃ ॥ ১৭

চক্রাণি বিশিখাঃ প্রাসা বিবিধান্যায়ুধানি চ।
প্রপেতুঃ শতশো দিগ্‌ভ্যঃ প্রদিগ্‌ভ্যশ্চার্জুনং প্রতি ॥ ১৮

তাহার পর অর্জুন নিজের বাণসকলে ও অন্যান্য অস্ত্রসকলে সুবলপুত্রাদি সমস্ত গান্ধার যোদ্ধাদিগকে পুনরায় ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন ॥ ৫

অনন্তর কুপিত হইয়া অর্জুন অস্ত্র উত্তোলনকারী পাঁচশত গান্ধারদেশীয় বীরগণকে নিহত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬

মহাবাহু বৃষক সেই অশ্বহীন রথ হইতে শীঘ্র নামিয়া ভ্রাতা অচলের রথে আরোহণ করিলেন এবং সেখানে অন্য একটি ধনু হাতে গ্রহণ করিলেন ॥ ৭

এইভাবে এক রথে উপবিষ্ট থাকিয়া সেই দুই ভ্রাতা বৃষক ও অচল বারংবার বাণবর্ষণ করিয়া অর্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মহারাজ! আপনার দুই শ্যালক মহামনস্বী রাজকুমার বৃষক ও অচল বৃত্রাসুর এবং বলাসুর কর্তৃক ইন্দ্রকে অস্ত্রবিদ্ধ করিবার ন্যায় অর্জুনকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯

যেরূপ গ্রীষ্মকালের দুই মাস সূর্য্যদেব স্বীয় উষ্ণ কিরণাবলিতে সকল লোককে সন্তাপিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই দুই ভ্রাতা গান্ধাররাজকুমার লক্ষ্যবেধে সফল হইয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজন্! এই দুই নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার বৃষক ও অচল পরস্পর মিলিত দেহ হইয়া রথে উপবেশন করিয়েছিলেন। এরূপ অবস্থাতেই অর্জুন একটি বাণে ইঁহাদের দুইজনকে বধ করিলেন ॥ ১১

মহারাজ! ইঁহারা দুইজনে সহোদর ভ্রাতা বলিয়া একই লক্ষণে যুক্ত ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে সিংহসদৃশ পরাক্রমী, লোহিতলোচন ও বিশাল বাহুতে সুশোভিত ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে একই সঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১২

বন্ধুজনগণের প্রিয় এই দুই বীরের শরীর রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। ইঁহারা উভয়ে নিজেদের পবিত্র যশকে চারিদিকে বিস্তৃত করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন ॥ ১৩

প্রজানাথ! যুদ্ধ হইতে যাঁহারা কখনও পলায়ন করেন না, সেই বীর মাতুলদ্বয়কে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণ সকলে অতিশয় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

নিজের দুই ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া শত শত মায়ার প্রয়োগে নিপুণ শকুনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে মোহিত করিতে করিতে তাঁহাদের উপর মায়াপ্রয়োগ করিলেন ॥ ১৫

তখন অর্জুনের উপর দণ্ড, লোহার গোলা, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, গদা, পরিঘ, খড়্গ, শূল, মুদ্গর, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুসল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বাণ, প্রাস এবং অন্য নানাপ্রকার শত শত অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ হইতে আসিয়া পতিত হইতেছিল ॥ ১৬-১৮

খরোষ্ট্রমহিষাঃ সিংহা ব্যাঘ্রাঃ সৃমরচিত্রকাঃ।
ঋক্ষাঃ শালাবৃকা গৃধ্রাঃ কপয়শ্চ সরীসৃপাঃ॥ ১৯
বিবিধানি চ রক্ষাংসি ক্ষুধিতান্যর্জুনং প্রতি।
সংক্রুদ্ধান্যভ্যধাবন্ত বিবিধানি বয়াংসি চ॥ ২০
ততো দিব্যাস্ত্রবিচ্ছূরঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
বিসৃজন্নিষুজালানি সহসা তান্যতাড়য়ৎ॥ ২১
তে হন্যমানাঃ শূরেণ প্রবরৈঃ সায়কৈর্দৃঢ়ৈঃ।
বিরুবন্তো মহারাবান্ বিনেশুঃ সর্বতো হতাঃ॥ ২২
ততস্তমঃ প্রাদুরভূদর্জুনস্য রথং প্রতি।
তস্মাচ্চ তমসো বাচঃ ক্রূরাঃ পার্থমভর্ৎসয়ন্॥ ২৩
তৎ তমো ভৈরবং ঘোরং ভয়কর্তৃ মহাহবে।
উত্তমাস্ত্রেণ মহতা জ্যোতিষেণার্জুনোঽবধীৎ॥ ২৪
হতে তস্মিন্ জলৌঘাস্তু প্রাদুরাসন্ ভয়ানকাঃ।
অম্ভসস্তস্য নাশার্থমাদিত্যাস্ত্রমথার্জুনঃ॥ ২৫

গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, সৃমর, চিতাবাঘ, বরাহ, শৃগাল, শকুনি, বানর, সর্প ও নানাপ্রকার ক্ষুধিত রাক্ষস এবং বিবিধ পক্ষী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল॥

তখন দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ বীরবর কুন্তীনন্দন অর্জুন সহসা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ইহাদের সকলকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৯-২১

বীরবর অর্জুনের সুদৃঢ় ও শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে আঘাতপ্রাপ্ত এই সব হিংস্র পশুরা সর্ব্বতোভাবে আহত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে সেইস্থানেই নষ্ট হইয়া যাইল। ২২

তদনন্তর অর্জুনের রথের নিকট অন্ধকার আবির্ভূত হইল এবং সেই অন্ধকার হইতে ক্রূরতাপূর্ণ বহু বাক্য উত্থিত হইয়া পার্থকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ২৩

সেই মহাসমরে আবির্ভূত ভয়প্রদ, ঘোর ও ভয়ানক অন্ধকারকে অর্জুন স্বীয় বিশাল উত্তম জ্যোতির্ম্ময় অস্ত্রের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন॥ ২৪

সেই অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইলে ভয়ঙ্কর জলপ্রবাহ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অর্জুন সেই জলপ্রবাহ নিবারণের জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন। এই অস্ত্র সমস্ত জলপ্রবাহ শোষণ করিয়া লইল।

এইরূপে সুবলপুত্র শকুনি কর্ত্তৃক বারংবার প্রযুক্ত নানা প্রকারের মায়াকে সেই সময় অর্জুন নিজ অস্ত্রবলে হাসিতে

প্রাযুঙ্ক্তাম্ভস্ততস্তেন প্রায়শোঽস্ত্রেণ শোষিতম্।
এবং বহুবিধা মায়াঃ সৌবলস্য কৃতাঃ কৃতাঃ॥ ২৬
জঘানাস্ত্রবলেনাশু প্রহসন্নর্জুনস্তদা।
তদা হতাসু মায়াসু ত্রস্তোঽর্জুনশরাহতঃ॥ ২৭
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ শকুনিঃ প্রাকৃতো যথা।
ততোঽর্জুনোঽস্ত্রবিচ্ছ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়ন্নাত্মনেঽরিষু॥ ২৮
অভ্যবর্ষচ্ছরৌঘেণ কৌরবাণামনীকিনীম্।
সা হন্যমানা পার্থেন তব পুত্রস্য বাহিনী॥ ২৯
দ্বৈধীভূতা মহারাজ গঙ্গেবাসাদ্য পর্বতম্।
দ্রোণমেবান্বপদ্যন্ত কেচিৎ তত্র নরর্ষভাঃ॥ ৩০
কেচিদ্ দুর্যোধনং রাজন্নর্দ্যমানাঃ কিরীটিনা।
নাপশ্যাম ততস্ত্বেনং সৈন্যে বৈ রজসাবৃতে॥ ৩১
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষঃ শ্রুতো দক্ষিণতো ময়া।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষং বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনম্॥ ৩২

হাসিতেই অতিসত্বর নষ্ট করিয়া দিলেন।

তখন সমস্ত মায়া নাশপ্রাপ্ত হইলে অর্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া ভীত শকুনি অধম মনুষ্যের ন্যায় বেগগামী অশ্বের দ্বারা রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন॥

তদনন্তর অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ অর্জুন শত্রুদিগকে নিজের হস্ত-নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে কৌরবসৈন্যদের উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥

মহারাজ! অর্জুন কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া আপনার পুত্রের বিশাল সৈন্যবাহিনী সেইভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল, যেরূপ গঙ্গা বিশাল পর্ব্বতের নিকট যাইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিতা হন॥

রাজন্! কিরীটধারী অর্জুনের দ্বারা পীড়িত হইয়া কতক সৈন্য দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাতে যাইয়া আত্মগোপন করিল এবং কতক সৈন্য রাজা দুর্য্যোধনের নিকট পলায়ন করিল॥

মহারাজ! সেই সময় আমরা কেহই উত্থিত ধূলিজালে ব্যাপ্ত সৈন্যগণের মধ্যে অর্জুনকে দেখিতে পাইলাম না। আমি ত' কেবল দক্ষিণ হইতে উত্থিত গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনিই শুনিতে পাইতেছিলাম॥

শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের ধ্বনি, বাদ্যসমূহের শব্দ এবং গাণ্ডীব-ধনুর গম্ভীর শব্দ আকাশকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোক পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল॥

গাণ্ডীবস্য তু নির্ঘোষো ব্যতিক্রম্যাস্পৃশদ্ দিবম্।
ততঃ পুনর্দক্ষিণতঃ সংগ্রামশ্চিত্রযোধিনাম্ ॥ ৩৩
সুযুদ্ধং চার্জুনস্যাসীদহং তু দ্রোণমন্বিয়াম্।
যৌধিষ্ঠিরাণ্যনীকানি প্রহরন্তি ততস্ততঃ ॥ ৩৪
নানাবিধান্যনীকানি পুত্রাণাং তব ভারত।
অর্জুনো ব্যধমৎ কালে দিবীবাভ্রাণি মারুতঃ ॥ ৩৫
তং বাসবমিবায়ান্তং ভূরিবর্ষং শরৌঘিণম্।
মহেষ্বাসা নরব্যাঘ্রা নোগ্রং কেচিদবারয়ন্ ॥ ৩৬
তে হন্যমানাঃ পার্থেন ত্বদীয়া ব্যথিতা ভৃশম্।
স্বানেব বহবো জঘ্নুর্বিদ্রবন্তস্ততস্ততঃ ॥ ৩৭
তেঽর্জুনেন শরা মুক্তাঃ কঙ্কপত্রাস্তনুচ্ছিদঃ।
শলভা ইব সম্পেতুঃ সংবৃণ্বানা দিশো দশ ॥ ৩৮
তুরগং রথিনং নাগং পদাতিমপি মারিষ।
বিনির্ভিদ্য ক্ষিতিং জগ্মুর্বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥ ৩৯

ন চ দ্বিতীয়ং ব্যসৃজৎ কুঞ্জরাশ্বনরেষু সঃ।
পৃথগেকশরারুগ্ণা নিপেতুস্তে গতাসবঃ ॥ ৪০
হতৈর্মনুষ্যৈর্দ্বিরদৈশ্চ সর্বতঃ
শরাভিসৃষ্টৈশ্চ হয়ৈর্নিপাতিতৈঃ।
তদা শ্ব-গোমায়ুবলাভিনাদিতং
বিচিত্রমায়োধশিরো বভূব তৎ ॥ ৪১
পিতা সুতং ত্যজতি সুহৃদ্বরং সুহৃৎ
তথৈব পুত্রঃ পিতরং শরাতুরঃ।
স্বরক্ষণে কৃতমতয়স্তদা জনা-
স্ত্যজন্তি বাহানপি পার্থপীডিতাঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি শকুনিপলায়নে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

তাহার পর পুনরায় দক্ষিণদিকে বিচিত্ররূপে যুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের অর্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং আমি দ্রোণাচার্য্যের নিকট চলিয়া যাইলাম ॥

হে ভারত! তখন যুধিষ্ঠিরের সৈন্যরা এদিকে ওদিকে সর্ব্বদা অস্ত্রপ্রহার করিতেছিল। যেরূপ বায়ু আকাশ মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুন সেই সময়ে আপনার পুত্রগণের বিভিন্ন সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ॥২৫-৩৫

ইন্দ্রের ন্যায় বাণরূপী প্রভূত জলবর্ষণকারী ভয়ঙ্কর বীর অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া আপনার পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে রুদ্ধ করিতে পারিলেন না ॥ ৩৬

অর্জুনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইয়া আপনার সৈন্যরা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে অনেককে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিবার সময় আপনার পক্ষেরই যোদ্ধাগণ সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

অর্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহ বিপক্ষ বীরগণের শিরশ্ছেদ করিতে লাগিল। এই বাণসকল সমস্ত দিক্‌কে আচ্ছাদিত করিয়া পতঙ্গদলের ন্যায় সেখানে সর্ব্বস্থানে পতিত হইতে থাকিল ॥ ৩৮

আর্য্য! এই বাণসকল অশ্ব, রথী, হস্তী ও পদাতি সৈন্যদিগকেও বিদীর্ণ করিয়া সেইভাবে ভূতলে প্রবিষ্ট হইতেছিল, যেরূপ সর্পগণ বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৩৯

হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের উপর অর্জুন দ্বিতীয় কোন বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন না। তাহাদের সকলেই একই বাণের দ্বারা প্রাণহীন হইয়া ধরাশায়ী হইতেছিল ॥ ৪০

তখন বাণসমূহের আঘাতে বহু মনুষ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, চারিদিকেই হাতীরা ধরাশায়ী হইয়াছিল এবং বহু অশ্বও নিহত হইয়াছিল। সেই সময় কুকুর ও শকুনিদলের দ্বারা কোলাহলপূর্ণ হইয়া যুদ্ধভূমির অধিকাংশভাগই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৪১

সেখানে পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিতেছিল, সুহৃৎ সুহৃৎকে এবং পুত্র বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া পিতাকে ত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সময় অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সকল মানুষই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধিস্থির করত যান-বাহন পরিত্যাগ করিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে শকুনির পলায়নবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, অশ্বত্থাম্না রাজ্ঞো নীলস্য সংহারশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিন্নীকেষু ভগ্নেষু পাণ্ডুপুত্রেণ সঞ্জয়।
চলিতানাং দ্রুতানাঞ্চ কথমাসীন্মনো হি বঃ॥
অনীকানাং প্রভগ্নানামবস্থানমপশ্যতাম্।
দুষ্করং প্রতিসন্ধানং তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

তথাপি তব পুত্রস্য প্রিয়কামা বিশাম্পতে।
যশঃ প্রবীরা লোকেষু রক্ষন্তো দ্রোণমন্বযুঃ॥ ৩
সমুদ্যতেষু চাস্ত্রেষু সম্প্রাপ্তে চ যুধিষ্ঠিরে।
অকুর্বন্নার্য্যকর্মাণি ভৈরবে সত্যভীতবৎ॥ ৪
অন্তরং ভীমসেনস্য প্রাপতন্নমিতৌজসঃ।
সাত্যকেশ্চৈব বীরস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বা বিভো॥ ৫
দ্রোণং দ্রোণমিতি ক্রূরাঃ পাঞ্চালাঃ সমচোদয়ন্।
মা দ্রোণমিতি পুত্রাস্তে কুরূন্ সর্বানচোদয়ন্॥ ৬
দ্রোণং দ্রোণমিতি হ্যেকে মা দ্রোণমিতি চাপরে।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ দ্রোণদ্যূতমবর্তত॥ ৭
যং যং প্রমথতে দ্রোণঃ পাঞ্চালানাং রথব্রজম্।
তত্র তত্র তু পাঞ্চাল্যো ধৃষ্টদ্যুম্নোঽভ্যবর্তত॥ ৮
তথা ভাগবিপর্য্যাসৈঃ সংগ্রামে ভৈরবে সতি।
বীরাঃ সমাসদন্ বীরান্ কুর্বন্তো ভৈরবং রবম্॥ ৯
অকম্পনীয়াঃ শত্রূণাং বভূবুস্তত্র পাণ্ডবাঃ।
অকম্পয়ন্ননীকানি স্মরন্তঃ ক্লেশমাত্মনঃ॥ ১০
তে ত্বমর্ষবশং প্রাপ্তা হ্রীমন্তঃ সত্ত্বচোদিতাঃ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ ন্যবর্তন্ত ঘ্নন্তো দ্রোণং মহাহবে॥ ১১

একত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামাকর্তৃক রাজা নীলের সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া যখন সমস্ত সৈন্যরাই পলায়ন করিল, তখন বিচলিত হইয়া পলায়নপর তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? ১

যখন পলায়নরত সৈন্যগণের কোথাও দাঁড়াইবার স্থান দেখা যাইল না, সেই সময় তাহাদিগকে পুনরায় সংগঠিত করা অতিশয় দুষ্কর কার্য্য; অতএব সঞ্জয়! তুমি আমাকে এই বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিয়া শুনাও॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! যদিও সৈন্যদের মধ্যে ঘোরতর ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তথাপি বহুসংখ্যক বিশ্ববিখ্যাত বীর আপনার পুত্র দুর্যোধনের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় যশ রক্ষা করিতে করিতে সেই সময় দ্রোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন॥ ৩

প্রভো! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ হইলে পর সমস্ত যোদ্ধারা নির্ভয়চিত্তে আর্য্যজনোচিত পুরুষার্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন সকল যোদ্ধারাই অস্ত্র উত্তোলন করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভীমসেন, সাত্যকি কিংবা বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের অসাবধানতার সুযোগ পাইয়া অমিততেজস্বী কৌরব যোদ্ধারা পাণ্ডবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৪-৫

ক্রূরস্বভাব পাঞ্চাল সৈন্যগণ পরস্পরকে প্রেরিত করিতে থাকিলেন অরে, দ্রোণাচার্য্যকে বন্দী কর, দ্রোণাচার্য্যকে ধরিয়া ফেল এবং আপনার পুত্রগণ কৌরবসৈন্যদের আদেশ দিলেন যে, দেখ, কোনরূপেই যেন কেহ দ্রোণাচার্য্যকে বন্দী করিতে না পারে॥ ৬

এক দিক্ হইতে বীরত্বব্যঞ্জক শব্দ আসিতে লাগিল যে, 'দ্রোণকে বন্দী কর, দ্রোণকে বন্দী কর;' আর অপর দিক্ হইতে শব্দ উত্থিত হইতে থাকিল যে, 'দ্রোণকে কেহই বন্দী করিতে সমর্থ হইবে না।' এইরূপ সেখানে দ্রোণাচার্য্যকে পণ রাখিয়া কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধরূপ পাশাখেলা আরম্ভ হইল॥ ৭

পাঞ্চাল সৈন্যদের যে যে রথসমুদায়কে দ্রোণাচার্য্য মথিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন॥ ৮

এইভাবে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দ্বারা ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইলে ভয়ানক গর্জন করিতে করিতে উভয়পক্ষের বীর সৈন্যগণ বিপক্ষ বীরগণের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৯

সেই সময় পাণ্ডবগণকে শত্রুদল বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহারা নিজেদের উপর প্রদত্ত ক্লেশসমূহ স্মরণ করিতে করিতে আপনার সৈন্যদিগকে কাঁপাইয়া তুলিলেন॥ ১০

পাণ্ডবেরা লজ্জাশীল, সত্ত্বগুণপ্রেরিত ও অমর্ষের বশীভূত

অয়সামিব সম্পাতঃ শিলানামিব চাভবৎ।
দীব্যতাং তুমুলে যুদ্ধে প্রাণৈরমিততেজসাম্ ॥ ১২
ন তু স্মরন্তি সংগ্রামমপি বৃদ্ধাস্তথাবিধম্।
দৃষ্টপূর্বং মহারাজ শ্রুতপূর্বমথাপি বা ॥ ১৩
প্রাকম্পতেব পৃথিবী তস্মিন্ বীরাবসাদনে।
নিবর্ত্ততা বলৌঘেন মহতা ভারপীড়িতা ॥ ১৪
ঘূর্ণতোঽপি বলৌঘস্য দিবং স্তব্ধ্বেব নিঃস্বনঃ।
অজাতশত্রোস্তৎসৈন্যমাবিবেশ সুভৈরবঃ ॥ ১৫
সমাসাদ্য তু পাণ্ডূনামনীকানি সহস্রশঃ।
দ্রোণেন চরতা সংখ্যে প্রভগ্নানি শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬
তেষু প্রমথ্যমানেষু দ্রোণেনাদ্ভুতকর্মণা।
পর্য্যবারয়দাসাদ্য দ্রোণং সেনাপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭
তদদ্ভুতমভূদ্ যুদ্ধং দ্রোণপাঞ্চালয়োস্তথা।
নৈব তস্যোপমা কাচিদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১৮
ততো নীলোৎপলপ্রখ্যো দদাহ কুরুবাহিনীম্।
শরস্ফুলিঙ্গশ্চাপার্চির্দহন্ কক্ষমিবানলঃ ॥ ১৯
তং দহন্তমনীকানি দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
পূর্বাভিভাষী সুশ্লক্ষ্ণং স্ময়মানোঽভ্যভাষত ॥ ২০
নীল কিং বহুভির্দগ্ধৈস্তব যোধৈঃ শরার্চিষা।
ময়ৈকেন হি যুধ্যস্ব ক্রুদ্ধঃ প্রহর চাশু মাম্ ॥ ২১
তং পদ্মনিকরাকারং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
ব্যাকোশপদ্মাভমুখো নীলো বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ২২
তেনাপি বিদ্ধঃ সহসা দ্রৌণির্ভল্লৈঃ শিতৈস্ত্রিভিঃ।
ধনুর্ধ্বজঞ্চ ছত্রঞ্চ দ্বিষতঃ স ন্যকৃন্তত ॥ ২৩
স প্লুতঃ স্যন্দনাত্তস্মান্নীলশ্চর্মবরাসিভৃৎ।
দ্রৌণায়নেঃ শিরঃ কায়াদ্ধর্তুমৈচ্ছৎ পতত্রিবৎ ॥ ২৪

ছিলেন। তাঁহার প্রাণের মায়া না করিয়া সেই মহাসংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১১

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রাণের পণ রাখিয়া যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়াকারী অমিততেজস্বী বীরগণের সঙ্ঘর্ষ লৌহ ও পাথরের পরস্পর আঘাতজনিত শব্দের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল ॥ ১২

মহারাজ! বৃদ্ধগণ পর্য্যন্তও এরূপ ভয়ানক সংগ্রামের কথা পূর্ব্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া দেখেন নাই বা শ্রবণও করেন নাই এবং স্মরণ করিতেও পারেন না ॥ ১৩

বীরগণের বিনাশকর এই সংগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনরত বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা নিদারুণ ভাবে পীড়িত হইয়া এই পৃথিবী দেবী কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৪

সেখানে চারিদিকে সৈন্যগণ ঘুরিতে থাকিলে তখন সৈন্যসমূহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কোলাহল আকাশকে যেন স্তব্ধ করিতে করিতেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ১৫

রণাঙ্গনে বিচরণকারী দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সহস্র সহস্র সৈন্যের শরীর ভাঙিয়া দিলেন ॥ ১৬

অদ্ভুত পরাক্রমকারী দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক যখন সৈন্যদের মথন হইতেছিল, তখন স্বয়ং সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন ১৭

তখন সেই স্থানে দ্রোণাচার্য্যও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল, যাহার কোন তুলনাই পাওয়া যায় না,—ইহাই আমার বিশ্বাস ॥ ১৮

তদনন্তর অগ্নিতুল্য কান্তিমান্ নীল বাণরূপী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধনুরূপী অগ্নিশিখা বিস্তার করিতে করিতে কৌরব-সৈন্যদিগকে সেই ভাবে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ অগ্নি তৃণাদিকে দগ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ১৯

রাজা নীলকে কৌরব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে দেখিয়া দ্রোণপুত্র প্রভাবশালী অশ্বত্থামা স্বয়ংই প্রথমে বার্ত্তালাপ পূর্ব্বক হাস্য সহকারে মধুর ভাষায় বলিলেন ॥ ২০

নীল! বাণাগ্নির দ্বারা বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে দগ্ধ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি একাকী আমার সহিত যুদ্ধ কর এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর আমার উপর বাণবর্ষণ কর ॥ ২১

নীলের মুখ বিকসিত পদ্মের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল। তিনি পদ্মদলসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ও পদ্মপত্রতুল্য নেত্রসম্পন্ন অশ্বত্থামাকে স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২২

ইহার দ্বারা আহত হইয়াও অশ্বত্থামা সহসা তীক্ষ্ণ তিনটি ভল্লের দ্বারা স্বীয় শত্রু নীলের ধনু ধ্বজ ও ছত্রকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

তখন নীল ঢাল ও সুন্দর তরবারি হাতে লইয়া সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। যেরূপ কোন পক্ষী অভিলষিত বস্তু ঝাপটা দিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইরূপ নীলও অশ্বত্থামার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৪

তস্যোন্নতাংসং সুনসং শিরঃ কায়াৎ সকুণ্ডলম্।
ভল্লেনাপাহরদ্ দ্রৌণিঃ স্ময়মান ইবানঘ ॥ ২৫
সম্পূর্ণচন্দ্রাভমুখঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ।
প্রাংশুরুৎপলপত্রাভো নিহতো ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ২৬
ততঃ প্রবিব্যথে সেনা পাণ্ডবী ভৃশমাকুলা।
আচার্য্যপুত্রেণ হতে নীলে জ্বলিততেজসি ॥ ২৭
অচিন্তয়ংশ্চ তে সর্বে পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
কথং নো বাসবিস্ত্রায়াচ্ছত্রুভ্য ইতি মারিষ ॥ ২৮
দক্ষিণেন তু সেনায়াঃ কুরুতে কদনং বলী।
সংশপ্তকাবশেষস্য নারায়ণবলস্য চ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি নীলবধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

নিষ্পাপ নরেশ! সেই সময় অশ্বত্থামা হাসিতে হাসিতেই একটি ভল্ল প্রহার করিয়া তাহার দ্বারা নীলের উচ্চ স্কন্ধ, সুন্দর নাসিকা এবং কুণ্ডল সহ মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২৫

পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কান্তিমান্ মুখ ও কমলদলতুল্য সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট রাজা নীল অতিশয় দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলপদ্মের ন্যায় ছিল। তিনি অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২৬

আচার্য্য দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী রাজা নীল নিহত হইলে পাণ্ডব-সৈন্যরা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৭

আর্য্য! সেই সময় সমস্ত পাণ্ডব মহারথিগণ এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্রনন্দন অর্জুন শত্রুদিগের নিকট হইতে আমাদের কিরূপে রক্ষা করিবেন? ২৮

সেই বলবান্ অর্জুন এই সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ ভাগে হতাবশিষ্ট সংশপ্তক ও নারায়ণী সৈন্যদের সংহার করিতেছেন ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তক-বধপর্ব্বে নীলের বধ বিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপাণ্ডবসেনয়োস্তুমুলং যুদ্ধম্, ভীমসেনস্য কৌরব মহারথিভিঃ সহ সংগ্রামে ঘোরঃ সংহারঃ, পাণ্ডবানাং দ্রোণং প্রত্যাক্রমণমর্জুন-কর্ণয়োর্যুদ্ধং, কর্ণভ্রাতৄণাং বধঃ, কর্ণসাত্যক্যোঃ সংগ্রামশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রতিঘাতং তু সৈন্যস্য নামৃষ্যত বৃকোদরঃ।
সোঽভ্যাহনদ্ গুরুং ষষ্ট্যা কর্ণঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ১
তস্য দ্রোণঃ শিতৈর্বাণৈস্তীক্ষ্ণধারৈরজিহ্মগৈঃ।
জীবিতান্তমভিপ্রেপ্সুর্মর্মাণ্যাশু জঘান হ ॥ ২
আনন্তর্য্যমভিপ্রেপ্সুঃ ষড়্বিংশত্যা সমার্পয়ৎ।
কর্ণো দ্বাদশভির্বাণৈরশ্বত্থামা চ সপ্তভিঃ ॥ ৩
ষড়্ভির্দুর্য্যোধনো রাজা তত এনমথাকিরৎ।
ভীমসেনোঽপি তান্ সর্বান্ প্রত্যবিধ্যন্মহাবলঃ ॥ ৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম, কৌরব-মহারথী বীরগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধে ভয়ানক লোকক্ষয়, দ্রোণাচার্য্যের উপর পাণ্ডবগণের আক্রমণ, অর্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ, কর্ণের ভ্রাতাদের বিনাশ এবং কর্ণ ও সাত্যকির সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! নিজের সৈন্যদের এই বিনাশ ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গুরুদেব দ্রোণাচার্য্যকে ষাট ও কর্ণকে দশ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তখন দ্রোণাচার্য্য সরলগামী, তীক্ষ্ণ ধারাল ও শানিত বাণসমূহের দ্বারা অতিক্রুদ্ধ ভীমসেনের মর্ম্মস্থানসকলের উপর আঘাত করিলেন। এই বাণগুলি সেই সময় ভীমের প্রাণনাশ করিতে অভিলাষী ছিল ॥ ২

এই আঘাত-প্রতিঘাতকে নিরন্তর চালাইয়া যাইবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে ছাব্বিশ, কর্ণ বার এবং অশ্বত্থামা সাতটি বাণপ্রহার করিলেন ॥ ৩

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার উপর আরও ছয়টি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমসেনও ইঁহাদের সকলকে নিজ বাণসমূহে প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪

দ্রোণং পঞ্চাশতেষূণাং কর্ণঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ।
দুর্য্যোধনং দ্বাদশভির্দ্রৌণিমষ্টাভিরাশুগৈঃ ॥ ৫
আরাবং তুমুলং কুর্ব্বন্নভ্যবর্ত্তত তান্ রণে।
তস্মিন্ সংত্যজতি প্রাণান্ মৃত্যুসাধারণীকৃতে ॥ ৬
অজাতশত্রুস্তান্ যোধান্ ভীমং ত্রাতেত্যচোদয়ৎ।
তে যযুর্ভীমসেনস্য সমীপমমিতৌজসঃ ॥ ৭
যুযুধানপ্রভৃতয়ো মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
তে সমেত্য সুসংরব্ধাঃ সহিতাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥৮
মহেষ্বাসবরৈর্গুপ্তা দ্রোণানীকং বিভিৎসবঃ।
সমাপেতুর্মহাবীর্য্যা ভীমপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ৯
তান্ প্রত্যগৃহ্লাদব্যগ্রো দ্রোণোঽপি রথিনাং বরঃ।
মহারথানতিবলান্ বীরান্ সমরযোধিনঃ ॥ ১০
বাহ্যং মৃত্যুভয়ং কৃত্বা তাবকান্ পাণ্ডবা যযুঃ।
সাদিনঃ সাদিনোঽভ্যঘ্নংস্তথৈব রথিনো রথান ॥ ১১

তিনি দ্রোণাচার্য্যকে পঞ্চাশ, কর্ণকে দশ, দুর্য্যোধনকে বার এবং অশ্বত্থামাকে আটটী বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৫

তাহার পর ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে ভীমসেন রণাঙ্গনে তাঁহাদের সকলকে আক্রমণ করিলেন। যখন ভীমসেন এই সময় মৃত্যুতুল্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুও তাঁহাকে সাধারণ যোদ্ধার ন্যায় গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, তখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিজের যোদ্ধাদের এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা সকলে ভীমসেনকে রক্ষা কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া অমিত-তেজস্বী বীরগণ ভীমসেনের নিকটে গমন করিলেন ॥ ৬ ৭

সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীরা এবং মাদ্রীনন্দন দুই পাণ্ডব নকুল সহদেব—এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর পরস্পর একত্রে মিলিত হইয়া অতিশয় ক্রোধের সহিত প্রধান প্রধান ধনুর্দ্ধরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিয়া দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যবাহিনীকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছায় তাহাদের আক্রমণ করিলেন। এই ভীমাদি মহারথী বীরগণ অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন ॥ ৮-৯

সেই সময় রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণ ব্যাকুলতা ত্যাগ করিয়া সেই সমরাঙ্গণে যুদ্ধনিরত অত্যন্ত বলবান্ মহারথী বীরদিগকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১০

কিন্তু পাণ্ডব-যোদ্ধারা নিজেদের মৃত্যুভয়কে দূরে পরিত্যাগ করিয়া আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে এবং রথারোহী যোদ্ধারা রথারোহী যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১১

আসীচ্ছক্ত্যাসি সম্পাতো যুদ্ধমাসীৎ পরশ্বধৈঃ।
প্রকৃষ্টমসিযুদ্ধঞ্চ বভূব কটুকোদয়ম্ ॥ ১২
কুঞ্জরাণাঞ্চ সম্পাতে যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
অপতৎ কুঞ্জরাদন্যো হয়াদন্যস্ত্ববাক্‌শিরাঃ ॥ ১৩
নরো বাণবিনির্ভিন্নো রথাদন্যশ্চ মারিষ।
তত্রান্যস্য চ সম্মর্দে পতিতস্য বিবর্মণঃ ॥ ১৪
শিরঃ প্রধ্বংসয়ামাস বক্ষস্যাক্রম্য কুঞ্জরঃ।
অপরাংশ্চাপরেঽমৃদ্‌নন্ বারণাঃ পতিতান্ নরান্ ॥১৫
বিষাণৈশ্চাবনিং গত্বা ব্যভিন্দন্ রথিনো বহূন্।
নরান্ত্রৈঃ কেচিদপরে বিষাণালগ্নসংশ্রয়ৈঃ ॥ ১৬
বভ্রমুঃ সমরে নাগা মৃদ্‌নন্তঃ শতশো নরান্।
কার্ষ্ণায়সতনুত্রাণান্ নরাশ্ব-রথ-কুঞ্জরান্ ॥ ১৭
পতিতান্ পোথয়াঞ্চক্রুর্দ্বিপাঃ স্থূলনলানিব।
গৃধ্রপত্রাধিবাসাংসি শয়নানি নরাধিপাঃ ॥ ১৮

সেই যুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি ও খড়্গসকলের প্রহার চলিতেছিল। পরশুর দ্বারাও হানাহানি হইতেছিল। তরবারি আকর্ষণ করিয়া তাহার এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছিল যে, তাহার কটু পরিণাম আমাদের সাক্ষাতেই আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২

হস্তীদের মধ্যে সংঘর্ষে অত্যন্ত দারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। কোন ব্যক্তি হাতী হইতে পতিত হইল এবং কোন ব্যক্তি অধোমস্তকে ধরাশায়ী হইল ॥ ১৩

আর্য্য! এই যুদ্ধে বাণে বিদীর্ণ হইয়া রথী মানুষ রথ হইতে পতিত হইল। কোনস্থলে যোদ্ধা কবচশূন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল এবং সহসা কোন হাতী তাহার বক্ষঃস্থলে পা রাখিয়া তাহার মস্তক বিধ্বস্ত করিয়া দিল ॥

অপর হাতীরা অন্য স্থলে পতিত যোদ্ধাদিগকে নিজ নিজ পায়ের চাপে মর্দ্দিত করিতে লাগিল এবং ভূতলে নিজেদের দন্তের আঘাত করিয়া বহুসংখ্যক রথকে বিদীর্ণ করিয়া দিল ॥

অপর কোন কোন হাতীরা নিজেদের দন্তে সংলগ্ন মানুষের অন্ত্রসমূহ লইয়া সমরাঙ্গণে শত শত যোদ্ধাকে মর্দ্দিত করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥

কৃষ্ণবর্ণের লৌহময় কবচধারণ করত রণাঙ্গনে পতিত বহু মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হাতীদিগকে বড় বড় গজরাজগণ স্থূল নলকুলের ন্যায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল ॥

নরপতিগণ কালসংযোগবশতঃ অত্যন্ত দুঃখদায়িনী ও গৃধ্রপক্ষ-

স্ত্রীমন্তঃ কালসম্পর্কাৎ সুহৃঃখান্তমুশেরতে।
হন্তি স্মাত্র পিতা পুত্রং রথেনাভ্যেত্য সংযুগে ॥ ১৯

পুত্রশ্চ পিতরং মোহান্নির্মর্য্যাদমবর্ত্তত।
রথো ভগ্নো ধ্বজশ্ছিন্নশ্ছত্রমুর্ব্যাং নিপাতিতম্ ॥ ২০

যুগার্দ্ধং ছিন্নমাদায় প্রদুদ্রাব তথা হয়ঃ।
সাসির্বাহুর্নিপতিতঃ শিরশ্ছিন্নং সকুণ্ডলম্ ॥ ২১

গজেনাক্ষিপ্য বলিনা রথঃ সঞ্চূর্ণিতঃ ক্ষিতৌ।
রথিনা তাড়িতো নাগো নারাচেনাপতৎ ক্ষিতৌ ॥ ২২

সারোহশ্চাপতদ্ বাজী গজেনাভ্যাহতো ভৃশম্।
নির্মর্য্যাদং মহদ্ যুদ্ধমবর্ত্তত সুদারুণম্ ॥ ২৩

হা তাত হা পুত্র সখে কাসি তিষ্ঠ ক ধাবসি।
প্রহরাহর জহ্যেনং স্মিতক্ষ্বেড়িতগর্জ্জিতৈঃ ॥ ২৪

রূপী বিছানাসম্বলিত শয্যায় লজ্জার সহিত শয়ন করিতে লাগিলেন ॥

সেখানে পিতা রথের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পুত্রকেই বধ করিয়া ফেলিলেন এবং কোথাও পুত্রও আবার মোহবশতঃ পিতার প্রাণহরণ করিতে লাগিল। এইভাবে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥

তখন বহু রথ ভাঙ্গিয়া যাইল, ধ্বজ ছিন্ন হইল, ছত্র ভূতলে পতিত হইল এবং যুগসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সেই খণ্ডিত অর্দ্ধযুগভাগকে লইয়াই অশ্বেরা সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥

রণাঙ্গনে বহু বীর যোদ্ধার বাহু তরবারিসহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল। বহু যোদ্ধার মস্তক কুণ্ডলসহ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধরাশায়ী ছিল। কোনস্থলে বলশালী হাতী রথকে তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল।

বহু রথী বীর গজরাজের উপর নারাচের আঘাত করিলে পর তাহাতে সেই গজরাজ ধরাতলে পতিত হইল। কোন হাতী প্রচণ্ড আঘাত করিলে পর আরোহীসহ অশ্ব ভূপতিত হইল। এইরূপে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম চলিতে লাগিল ॥ ১৯-২৩

সেই সময় সকল সৈন্য 'হা তাত! হা পুত্র! হা সখে!' তুমি কোথায়? দাঁড়াও, পলাইয়া যাইতেছ! প্রহার কর, ধরিয়া আন, ইহাকে বধ কর" এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। হাস্য,

ইত্যেবমুচ্চরন্তি স্ম শ্রূয়ন্তে বিবিধা গিরঃ।
নরস্যাশ্বস্য নাগস্য সমসজ্জত শোণিতম্ ॥ ২৫

উপাশাম্যদ্ রজো ভৌমং ভীরূন্ কশ্মলমাবিশৎ।
চক্রেণ চক্রমাসাদ্য বীরো বীরস্য সংযুগে ॥ ২৬

অতীতেষুপথে কালে জহার গদয়া শিরঃ।
আসীৎ কেশপরামর্শো মুষ্টিযুদ্ধঞ্চ দারুণম্ ॥ ২৭

নখৈর্দন্তৈশ্চ শূরাণামদ্বীপে দ্বীপমিচ্ছতাম্।
তত্রাচ্ছিদ্যত শূরস্য সখড়্গো বাহুরুদ্যতঃ ॥২৮

সধনুশ্চাপরস্যাপি সপরঃ সাঙ্কুশস্তথা।
আক্রোশদন্যমন্যোঽত্র তথান্যো বিমুখোঽদ্রবৎ ॥ ২৯

অন্যঃ প্রাপ্তস্য চান্যস্য শিরঃ কায়াদপাহরৎ।
সশব্দমদ্রবচ্চান্যঃ শব্দাদন্যেঽত্রসদ্ ভৃশম্ ॥ ৩০

লম্ফঝম্ফ ও গর্জনসহ নানাপ্রকার আলাপ তাহাদের মুখ হইতে শুনা যাইতেছিল ॥

মনুষ্য, অশ্ব ও হাতীর রক্ত পরস্পর মিলিত হইয়া যাইল। সেই রক্তপ্রবাহে সেখানকার উত্থিত ভয়ঙ্কর ধূলিরাশি শান্ত হইল। এই রক্তপ্রবাহকে দেখিয়া কাপুরুষগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥

কোন বীর নিজের চক্রের দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরের চক্র নিবারণ করত যুদ্ধে বাণপ্রহারের যোগ্য অবকাশ না পাওয়ায় গদার আঘাতেই তাহার মস্তক উড়াইয়া দিলেন। কোনস্থলে পরস্পর কেশ ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। কোথাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুষ্টিযুদ্ধ হইতে লাগিল। বহু বীর সেই নিরাশ্রয় স্থানে আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছিলেন এবং নখ ও দন্তের দ্বারাও কোথাও বীরগণের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল ॥

এই রণাঙ্গনে কোনস্থলে বীর যোদ্ধা আঘাত করিবার জন্য খড়্গসহ স্বীয় হস্ত উপরে তুলিলে পর বিপক্ষ যোদ্ধা তাহার সেই হাত ছেদন করিয়া ফেলিল। কোনস্থলে ধনু, বাণ ও অঙ্কুশসহ বামহস্ত ছিন্ন হইয়া যাইল। সেখানে এক সৈন্য অপর সৈন্যকে আহ্বান করিতেছিল এবং অপর কেহ যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ২৪-২৯

কোন বীর যোদ্ধা সম্মুখে আগত অপর যোদ্ধার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া অন্য কোন যোদ্ধা চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং তাহার এই আর্ত্তনাদে অন্য কোন যোদ্ধা আবার ভীত হইয়া পড়িল। ৩০

স্বানন্যোঽথ পরানন্যো জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ।
গিরিশৃঙ্গোপমশ্চাত্র নারাচেন নিপাতিতঃ ॥ ৩১
মাতঙ্গো ন্যপতদ্ ভূমৌ নদীরোধ ইবোষ্ণগে।
তথৈব রথিনং নাগঃ ক্ষরন্ গিরিরিবারুজন্ ॥ ৩২
অভ্যাতিষ্ঠৎ পদা ভূমৌ সহাশ্বং সহসারথিম্।
শূরান্ প্রহরতো দৃষ্ট্বা কৃতাস্ত্রান্ রুধিরোক্ষিতান্ ॥ ৩৩
বহূনপ্যাবিশন্মোহো ভীরূন্ হৃদয়দুর্বলান্।
সর্বমাবিগ্নমভবন্ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৩৪
সৈন্যেন রজসা ধ্বস্তং নির্মর্য্যাদমবর্ত্তত।
ততঃ সেনাপতিঃ শীঘ্রময়ং কাল ইতি ব্রুবন্ ॥ ৩৫
নিত্যাভিত্বরিতানেব ত্বরয়ামাস পাণ্ডবান্।
কুর্বন্তঃ শাসনং তস্য পাণ্ডবা বাহুশালিনঃ ॥ ৩৬
সরো হংসা ইবাপেতুর্ন্নস্তো দ্রোণরথং প্রতি।

কোন সৈন্য নিজেদেরই সৈন্যদিগকে এবং কোন সৈন্য শত্রু-সৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সংহার করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে পর্ব্বতশিখরতুল্য বিশালদেহ হাতী নারাচের আঘাত পাইয়া বর্ষাকালে নদীর তীরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল এবং স্থির হইয়া পড়িল ॥

ঝরণাপ্রবাহকারী পর্ব্বতের ন্যায় কোন মদস্রাবী গজরাজ সারথি ও -অশ্বগণসহ রথী বীরকে পায়ের দ্বারা ভূমিতলে পিষিয়া ফেলিল ॥

অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং রক্তাপ্লুত শৌর্য্যশালী বীর যোদ্ধারা পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া দুর্ব্বলচিত্ত ভীরু মনুষ্যগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥

সেই সময় সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিরাশিতে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত জনসমুদায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ আবার তখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এই যুদ্ধে তখন কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা পালিত হয় নাই ॥

তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন 'ইহাই উপযুক্ত সময়' এই কথা বলিয়া সর্ব্বদা ত্বরান্বিত পাণ্ডবদিগকে আরও ত্বরান্বিত হইবার জন্য প্রেরণা দিলেন ॥

তদনন্তর বীর বাহুতে সুশোভিত পাণ্ডবগণ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সেখানে দ্রোণাচার্য্যের রথের উপর প্রহার করিতে করিতে সেইরূপে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ বহুসংখ্যক হংস কোন এক সরোবরে চারিদিক্ হইতে উড়িয়া আসে।

গৃহ্ণীতাদ্রবতান্যোন্যং বিভীতা বিনিকৃন্তত ॥ ৩৭
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দো দুর্ধর্ষস্য রথং প্রতি।
ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণী রাজা জয়দ্রথঃ ॥ ৩৮
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ শল্যশ্চৈতান্ ন্যবারয়ন্।
তে ত্বার্য্যধর্মসংরব্ধা দুর্নিবারা দুরাসদাঃ ॥ ৩৯
শরার্তা ন জহুর্দ্রোণং পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
ততো দ্রোণোঽতিসংক্রুদ্ধো বিসৃজঞ্শতশঃ শরান্ ॥ ৪০
চেদি-পাঞ্চাল-পাণ্ডূনামকরোৎ কদনং মহৎ।
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষঃ শুশ্রুবে দিক্ষু মারিষ ॥ ৪১
বজ্রসংহ্রাদসঙ্কাশস্ত্রাসয়ন্ মানবান্ বহূন্।
এতস্মিন্নন্তরে জিষ্ণুর্জিত্বা সংশপ্তকান্ বহূন্ ॥ ৪২
অভ্যয়াৎ তত্র যত্রাসৌ দ্রোণঃ পাণ্ডূন্ প্রমর্দতি।
তাংস্তরৌঘান্ মহাবর্তান্ শোণিতোদান্ মহাহ্রদান্ ॥ ৪৩

সেই সময় দুর্দ্ধর্ষ বীর দ্রোণাচার্য্যের রথের নিকটে সর্ব্ব দিক্ হইতে এই ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল যে, "ধাবিত হও, ধরিয়া ফেল এবং নির্ভয়চিত্তে শত্রুকে ছেদন কর" ॥

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, রাজা জয়দ্রথ, অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং রাজা শল্য মিলিত হইয়া আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ॥

এই পাণ্ডবগণসহ পাঞ্চাল বীরগণ আর্য্যধর্ম্মানুসারে বিজয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহাদিগকে প্রতিরোধ করা বা পরাজিত করা অতিশয় কঠিন ছিল। ইঁহারা বাণসমূহে পীড়িত হইলেও দ্রোণাচার্য্যকে ত্যাগ করিলেন না ॥

ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে শত শত বাণ বর্ষণ করিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর সংহার আরম্ভ করিলেন ॥

আর্য্য! তাঁহার ধনুর গুণের গম্ভীর শব্দ তখন সকল দিকেই শোনা যাইতেছিল। বজ্রের গর্জনতুল্য এই ভয়ঙ্কর শব্দ বহু মানুষকেই ভীত করিয়া তুলিল।

এই সময় অর্জ্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তককে জয় করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতেছিলেন।

এই রণাঙ্গনে সংশপ্তক যোদ্ধারা এক বৃহৎ সরোবরসদৃশ ছিলেন। বাণসমূহ তাহার জলপ্রবাহ ছিল। ধনুসকল ইহাতে উত্থিত বড় বড় ঘূর্ণীর তুল্য দেখা যাইতেছিল এবং প্রবাহিত রক্ত-

তীর্ণঃ সংশপ্তকান্ হত্বা প্রত্যদৃশ্যত ফাল্গুনঃ।
তস্য কীর্তিমতো লক্ষ্ম সূর্য্যপ্রতিমতেজসঃ ॥৪৪
দীপ্যমানমপশ্যাম তেজসা বানরধ্বজম্।
সংশপ্তকসমুদ্রং তমুচ্ছোষ্যাস্ত্রগভস্তিভিঃ ॥ ৪৫
স পাণ্ডবযুগান্তার্কঃ কুরূনপ্যভ্যতীতপৎ।
প্রদদাহ কুরূন্ সর্বানর্জুনঃ শস্ত্রতেজসা ॥ ৪৬
যুগান্তে সর্বভূতানি ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।
তেন বাণসহস্রৌঘৈর্গজাশ্ব-রথযোধিনঃ ॥ ৪৭
তাড্যমানাঃ ক্ষিতিং জগ্মুর্মুক্তকেশাঃ শরার্দিতাঃ।
কেচিদার্তস্বনং চক্রুর্বিনেশুরপরে পুনঃ ॥ ৪৮
পার্থবাণহতাঃ কেচিন্নিপেতুর্বিগতাসবঃ।
তেষামুৎপতিতান্ কাংশ্চিৎ পতিতাংশ্চ পরাঙ্মুখান্ ॥৪৯
ন জঘানার্জুনো যোধান্ যোধব্রতমনুস্মরন্।
তে বিকীর্ণরথাশ্চিত্রাঃ প্রায়শশ্চ পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৫০

রাশিই এই মহাসরোবরের জল ছিল। অর্জুন সেই সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া এই মহাসরোবরকে পার হইয়া সেখানে আসিতেছেন—ইহা দেখা যাইল ॥

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ও যশস্বী অর্জুনের চিহ্নস্বরূপ বানরধ্বজকে আমরা দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম। এই ধ্বজ তখন স্বীয় দিব্য তেজে উদ্ভাসিত ছিল ॥

সেই পাণ্ডুবংশের যুগান্তকালীন অর্জুনরূপ সূর্য্য নিজ অস্ত্রময় কিরণাবলির দ্বারা সংশপ্তকরূপী সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া কৌরব-সৈন্যদিগকেও সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন।

যেরূপ প্রলয়কালে উত্থিত অগ্নি সমস্ত ভূতদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন নিজের দিব্য অস্ত্রসকলের তেজে সমস্ত কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধনিরত বহুসংখ্যক যোদ্ধা অর্জুনের সহস্র সহস্র বাণে আহত ও পীড়িত হইয়া মুক্তকেশে ভূতলে নিপতিত হইল ॥

তখন কেহ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কেহ বিনষ্ট হইল এবং কেহ আবার অর্জুনের বাণে আহত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করত প্রাণশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইল।

সেই সময় যোদ্ধাদের মধ্যে যাহারা রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, ধরাতলে পতিত হইয়াছিল কিংবা যাহারা যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সব যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধব্রতের কথা স্মরণ করিয়া অর্জুন বধ করিলেন না ॥

কুরবঃ কর্ণ কর্ণেতি হা হেতি চ বিচুক্রুশুঃ।
তমাধিরথিরাক্রন্দং বিজ্ঞায় শরণৈষিণাম্ ॥ ৫১
মা ভৈষ্টেতি প্রতিশ্রুত্য যযাবভিমুখোঽর্জুনম্।
স ভারতরথশ্রেষ্ঠঃ সর্বভারতহর্ষণঃ ॥ ৫২
প্রাদুশ্চক্রে তদাগ্নেয়মস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ।
তস্য দীপ্তশরৌঘস্য দীপ্তচাপধরস্য চ ॥ ৫৩
শরৌঘাঞ্শরজালেন বিদুধাব ধনঞ্জয়ঃ।
তথৈবাধিরথিস্তস্য বাণান্ জ্বলিততেজসঃ ॥ ৫৪
অস্ত্রমস্ত্রেণ সংবার্য্য প্রাণদদ্ বিসৃজঞ্শরান্।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ ভীমশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ৫৫
বিবধ্যুঃ কর্ণমাসাদ্য ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
অর্জুনাস্ত্রং তু রাধেয়ঃ সংবার্য্য শরবৃষ্টিভিঃ ॥৫৬
তেষাং ত্রয়াণাং চাপানি চিচ্ছেদ বিশিখৈস্ত্রিভিঃ।
তে নিকৃত্তায়ুধাঃ শূরা নির্বিষা ভুজগা ইব ॥ ৫৭

কৌরব-সৈন্যদের রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন তাহাদের এক বিচিত্র অবস্থা দেখা যাইল। ইহারা প্রায় সকলেই সেই সময় যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল এবং "হা কর্ণ, এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ॥

তখন অধিরথ-পুত্র কর্ণ সেই শরণার্থী সৈন্যদিগের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া "ভীত হইও না" এইরূপ তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করত অর্জুনের দিকে গমন করিলেন ॥

সেই সময় অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভরতবংশীয়গণের মুখ্য মহারথী এবং সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের আনন্দবর্দ্ধনকারী কর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রকাশিত করিলেন ॥

প্রজ্বলিত বাণসমূহ ও দেদীপ্যমান ধনুধারণকারী কর্ণের সেই বাণসমূহকে অর্জুন নিজ বাণসকলের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥

সেইরূপ অধিরথপুত্র কর্ণও প্রজ্বলিত তেজস্বী অর্জুনের বাণসমূহকে এবং তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্রকেই নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা নিবারণ করত বহু বাণবর্ষণ করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও মহারথী সাত্যকিও কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন রাধানন্দন কর্ণ নিজ বাণসমূহ বর্ষণের দ্বারা অর্জুনের

রথশক্তীঃ সমুৎক্ষিপ্য ভৃশং সিংহা ইবানদন্।
তা ভুজাগ্রৈর্মহাবেগা নিসৃষ্টা ভুজগোপমাঃ ॥ ৫৮
দীপ্যমানা মহাশক্ত্যো জগ্মুরাধিরথিং প্রতি।
তা নিকৃত্য শরব্রাতৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৫৯
ননাদ বলবান্ কর্ণঃ পার্থায় বিসৃজঞ্ছরান্।
অর্জুনশ্চাপি রাধেয়ং বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥ ৬০
কর্ণাদবরজং বাণৈর্জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ততঃ শত্রুঞ্জয়ং হত্বা পার্থঃ ষড্ভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৬১
জহার সদ্যো ভল্লেন বিপাটস্য শিরো রথাৎ।
পশ্যতাং ধার্তরাষ্ট্রাণামেকেনৈব কিরীটিনা ॥ ৬২
প্রমুখে সূতপুত্রস্য সোদর্য্যা নিহতাস্ত্রয়ঃ।
ততো ভীমঃ সমুৎপত্য স্বরথাদ্ বৈনতেয়বৎ ॥ ৬৩
বরাসিনা কর্ণপক্ষান্ জঘান দশ পঞ্চ চ।
পুনস্তু রথমাস্থায় ধনুরাদায় চাপরম্ ॥ ৬৪
বিব্যাধ দশভিঃ কর্ণং সূতমশ্বাংশ্চ পঞ্চভিঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপ্যসিবরং চর্ম চাদায় ভাস্বরম্ ॥ ৬৫
জঘান চন্দ্রবর্মাণং বৃহৎক্ষত্রঞ্চ নৈষধম্।
ততঃ স্বরথমাস্থায় পাঞ্চাল্যোঽন্যচ্চ কার্মুকম্ ॥ ৬৬
আদায় কর্ণং বিব্যাধ ত্রিসপ্তত্যা নদন্ রণে।
শৈনেয়োঽপ্যন্যদাদায় ধনুরিন্দুসমদ্যুতিঃ ॥ ৬৭
সূতপুত্রং চতুঃষষ্ট্যা বিদ্ধ্বা সিংহ ইবানদৎ।
ভল্লাভ্যাং সাধুমুক্তাভ্যাং ছিত্ত্বা কর্ণস্য কার্মুকম্ ॥ ৬৮
পুনঃ কর্ণং ত্রিভির্বাণৈর্বাহ্বোরুরসি চাপয়ৎ।
ততো দুর্য্যোধনো দ্রোণো রাজা চৈব জয়দ্রথঃ ॥ ৬৯
নিমজ্জমানং রাধেয়মুজ্জহ্রুঃ সাত্যকার্ণবাৎ।
পত্ত্যশ্বরথমাতঙ্গাস্ত্বদীয়াঃ শতশোঽপরে ॥ ৭০
কর্ণমেবাভ্যধাবন্ত ত্রাস্যমানাঃ প্রহারিণঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ ভীমশ্চ সৌভদ্রোঽর্জুন এব চ ॥ ৭১

বাণসকলকে নিবারণ করিয়া নিজের তিনটি বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নাদি তিন বীরেরই ধনুকও ছেদন করিলেন।

নিজেদের ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে বিষহীন সর্পের ন্যায় এই তিন শৌর্য্যশালী বীর রথ-শক্তি উত্তোলন করিয়া সিংহসদৃশ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন।

তারপর ইঁহাদের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সেই তীব্রবেগশালিনী সর্পাকারা তিনটি মহাশক্তি স্বীয় প্রভায় প্রকাশিত হইয়া কর্ণের দিকে গমন করিতে লাগিল।

কিন্তু বলবান্ কর্ণ সরলগামী তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা এই শক্তিত্রয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

তখন অর্জুনও রাধানন্দন কর্ণকে সাতটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিলেন।

তাহার পর সরলগামী ছয়টি বাণের দ্বারা শত্রুঞ্জয়কে সংহার করত একটি ভল্লের সাহায্যে রথে উপবিষ্ট বিপাটের মস্তক তৎক্ষণাৎ উড়াইয়া দিলেন।

এইরূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সাক্ষাতেই একমাত্র অর্জুন যুদ্ধের অগ্রবর্ত্তী স্থলে সূতপুত্র কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করিলেন॥

তদনন্তর ভীমসেন গরুড়ের ন্যায় নিজ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটি বিশাল তরবারির দ্বারা কর্ণপক্ষের পনের জন যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন॥

পুনরায় তিনি নিজের রথে উপবেশন করিয়া অপর একটি ধনু হস্তে গ্রহণ করত দশটি বাণের দ্বারা কর্ণকে ও পাঁচটি বাণের দ্বারা তাঁহার সারথি এবং অশ্বগণকেও বিদ্ধ করিলেন॥

ধৃষ্টদ্যুম্নও শ্রেষ্ঠ খড়্গ ও উজ্জ্বল ঢাল লইয়া চন্দ্রবর্ম্মা এবং নিষাধরাজ বৃহৎক্ষত্রকে সংহার করিলেন॥

তদনন্তর পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ রথে উপবেশন করিয়া অপর একটি ধনু হাতে লইয়া রণাঙ্গনে গর্জন করিতে করিতে তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন॥

এই সময় চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ সাত্যকি ও অপর একটি ধনু হাতে লইয়া সূতপুত্র কর্ণকে চৌষট্টিটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহ সদৃশ গর্জন করিতে লাগিলেন॥

তারপর তিনি উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত দুইটি ভল্লের দ্বারা কর্ণের ধনু ছেদন করিয়া পুনরায় তিনটি বাণে কর্ণের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে গুরুতর আঘাত করিলেন॥

তখন দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য ও রাজা জয়দ্রথ নিমজ্জমান কর্ণকে সাত্যকিরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন।

সেই সময় আপনার সৈন্যদের মধ্যে অন্য শত শত পদাতি, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী যোদ্ধারা সাত্যকির ভয়ে ভীত হইয়া কর্ণেরই পশ্চাদ্ভাগে দৌড়াইয়া যাইল।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিং জুগুপু রণে।
এবমেষ মহারৌদ্রঃ ক্ষয়ার্থং সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৭২
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ত্যক্ত্বা প্রাণানভূদ্ রণঃ।
পদাতিরথনাগাশ্বা গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥ ৭৩
রথিনো নাগপত্ত্যশ্বৈ রথপত্তী রথ-দ্বিপৈঃ।
অশ্বৈরশ্বা গজৈর্নাগা রথিনো রথিভিঃ সহ ॥ ৭৪
সংযুক্তাঃ সমদৃশ্যন্ত পত্তয়শ্চাপি পত্তিভিঃ।
এবং সুকলিলং যুদ্ধমাসীৎ ক্রব্যাদহর্ষণম্।
মহদ্ভিস্তৈরভীতানাং যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্ ॥ ৭৫
ততো হতা নর-রথ-বাজি-কুঞ্জরৈ-
রনেকশো দ্বিপ-রথ-পত্তি-বাজিনঃ।
গজৈর্গজা রথিভিরুদায়ুধা রথা
হয়ৈর্হয়াঃ পত্তিগণৈশ্চ পত্তয়ঃ ॥ ৭৬
রথৈর্দ্বিপা দ্বিরদবরৈর্মহাহয়া
হয়ৈর্নরা বররথিভিশ্চ বাজিনঃ।
নিরস্তজিহ্বাদশনেক্ষণাঃ ক্ষিতৌ
ক্ষয়ং গতাঃ প্রমথিতবর্মভূষণাঃ ॥ ৭৭
তথা পরৈর্বহুকরণৈর্বরায়ুধৈ-
র্হতা গতাঃ প্রতিভয়দর্শনাঃ ক্ষিতিম্।
বিপোথিতা হয়-গজপাদতাড়িতা
ভৃশাকুলা রথমুখনেমিভিঃ ক্ষতাঃ ॥৭৮
প্রমোদনে শ্বাপদ-পক্ষি-রক্ষসাং
জনক্ষয়ে বর্ততি তত্র দারুণে।
মহাবলাস্তে কুপিতাঃ পরস্পরং
নিষূদয়ন্তঃ প্রবিচেরুরোজসা ॥ ৭৯

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অভিমন্যু, অর্জুন, নকুল ও সহদেব রণাঙ্গনে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এইরূপ আপনার ও শত্রুপক্ষের মধ্যে সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের বিনাশের জন্য তাঁহারা পরস্পর প্রাণের মায়া না করিয়াই যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

পদাতি, রথ, হস্তী ও অশ্বগণ ক্রমশঃ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রথী যোদ্ধা হস্তী, পদাতি ও অশ্বগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল। রথী ও পদাতি সৈন্যরা রথী ও হস্তী সৈন্যদের সম্মুখীন হইল।

অশ্বসকলের সহিত অশ্বগণ, হস্তীদিগের সহিত হস্তীরা, রথী বীরগণের সহিত রথী বীরগণ এবং পদাতি সৈন্যদের সহিত পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধ করিতেছে দেখা যাইল।

এইভাবে সেই নির্ভীক সৈন্যগণের বিশেষ শক্তিশালী বিপক্ষ যোদ্ধাদের সহিত অতিশয় নিদারুণ যুদ্ধ হইতেছিল, যাহা কাঁচা মাংসখাদক পশু-পক্ষী ও পিশাচগণেরই হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল এবং যমরাজ্যের বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৭১-৭৫

সেই সময় পদাতি, রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা বহুসংখ্যক গজারোহী, রথারোহী, পদাতি ও অশ্বারোহী যোদ্ধা নিহত হইল। হাতীরা হাতীদিগকে, রথী সৈন্যগণ অস্ত্র উত্তোলনকারী রথী সৈন্যদিগকে, অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী সৈন্যবৃন্দকে এবং পদাতি যোদ্ধাগণ পদাতি যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৭৬

রথীরা হাতীদিগকে, গজরাজগণ বড় বড় অশ্ববৃন্দকে, অশ্বারোহী সৈন্যসকল পদাতি সৈন্যগণকে এবং শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। তখন ইহাদের জিহ্বা, দন্ত ও নেত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কবচ ও ভূষণসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ঐ সকল যোদ্ধারা ভূতলে পতিত হইল ॥ ৭৭

শত্রুগণের নিকট বহু যুদ্ধ সামগ্রী ছিল। তাহাদের হাতে বহু অস্ত্রও ছিল। তাহাদের দ্বারা নিহত হইয়া ভূপতিত সৈন্যরা অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখাইতে ছিল। বহুসংখ্যক যোদ্ধা হাতী ও অশ্বগণের দ্বারা আহত হইয়া ধরাতলে পতিত ছিলেন। বহু বড় বড় রথসকলের চক্রসমূহের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যোদ্ধারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ৭৮

সেখানে এই ভয়ঙ্কর জনসংহার হিংস্রক জন্তু, পক্ষী ও রাক্ষসগণকেই আনন্দদান করিতেছিল। এই যুদ্ধে মহাবলশালী বীরবর যোদ্ধারা কুপিত হইয়া পরস্পরকে অস্ত্রপ্রহারে বধ করিতে করিতে সবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

ততো বলে ভৃশলুলিতে পরস্পরং
নিরীক্ষমাণে রুধিরৌঘসম্প্লুতে।
দিবাকরেঽস্তংগিরিমাশ্রিতে শনৈ-
রুভে প্রয়াতে শিবিরায় ভারত ॥ ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি দ্বাদশদিবসাবহারে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

ভরতনন্দন! উভয়পক্ষের সৈন্যগণই তখন গুরুতর আহত হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পরস্পরের দিকে তাকাইতেছিল। এই সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষের সৈন্যরাই ধীরে ধীরে নিজেদের শিবির অভিমুখে গমন করিল ॥৮০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণ-পর্ব্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্ব্বে দ্বাদশদিবসের যুদ্ধবিরতির পর শিবির অভিমুখে প্রস্থানবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(অভিমন্যুবধপর্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য তিরস্কারঃ, দ্রোণাচার্য্যস্য প্রতিজ্ঞা, অভিমন্যুবধস্য সংক্ষিপ্তবিবরণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

পূর্বমস্মাস্তু ভগ্নেষু ফাল্গুনেনামিতৌজসা।
দ্রোণে চ মোঘসঙ্কল্পে রক্ষিতে চ যুধিষ্ঠিরে ॥ ১
সর্বে বিধ্বস্তকবচাস্তাবকা যুধি নির্জিতাঃ।
রজস্বলা ভৃশোদ্বিগ্না বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ২
অবহারং ততঃ কৃত্বা ভারদ্বাজস্য সম্মতে।
লব্ধলক্ষ্যৈঃ শরৈর্ভিন্না ভৃশাবহসিতা রণে ॥ ৩
শ্লাঘমানেষু ভূতেষু ফাল্গুনস্যামিতান্ গুণান্।
কেশবস্য চ সৌহার্দে কীর্ত্যমানেঽর্জুনং প্রতি ॥ ৪
অভিশস্তা ইবাভূবন্ ধ্যানমূকত্বমাস্থিতাঃ।
ততঃ প্রভাতসময়ে দ্রোণং দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ ॥ ৫
প্রণয়াদভিমানাচ্চ দ্বিষদ্‌বৃদ্ধ্যা চ দুর্মনাঃ।
শৃণ্বতাং সর্বযোধানাং সংরব্ধো বাক্যকোবিদঃ ॥ ৬

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের তিরস্কার, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিজ্ঞা এবং অভিমন্যু বধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! যখন অমিততেজস্বী অর্জুন পূর্ব্বেই আমাদের সকলকে তাড়াইয়া দিলেন, দ্রোণাচার্য্যের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকিয়া যাইলেন, তখন আপনার সমস্ত সৈন্যরা দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি অনুসারে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল এবং চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে শিবির অভিমুখে গমন করিল। ইহারা সকলেই তখন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধূলিতে পরিপূর্ণ ছিল। ইহাদের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং অর্জুনের লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া ইহারা সেই সময় রণাঙ্গনে অত্যন্ত উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১-৩

সমস্ত প্রাণীরা তখন অর্জুনের অসংখ্য গুণাবলির প্রশংসা এবং তাঁহার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সৌহার্দ্দের কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ৪

সেই সময় আপনার মহারথীরা কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা তীব্র চিন্তা করিতে করিতে মূক (বোবা) হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদনন্তর প্রাতঃকালে দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট যাইয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৫

শত্রুদের অভ্যুদয়ে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের উপর ইঁহার হৃদয়ে অধিক প্রীতি ছিল। নিজের শৌর্য্যের উপর ইঁহার অভিমানও ছিল বেশী, তাই কুপিত হইয়া বাক্যালাপ করিতে নিপুণ রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত যোদ্ধাগণকে শ্রবণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

নূনং বয়ং বধ্যপক্ষে ভবতো দ্বিজসত্তম।
তথা হি নাগ্রহীঃ প্রাপ্তং সমীপেঽস্য যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭
ইচ্ছতস্তে ন মুচ্যেত চক্ষুঃপ্রাপ্তো রণে রিপুঃ।
জিঘৃক্ষতো রক্ষ্যমাণঃ সামরৈরপি পাণ্ডবৈঃ ॥ ৮
বরং দত্ত্বা মম প্রীতঃ পশ্চাদ্ বিকৃতবানসি।
আশাভঙ্গং ন কুর্বন্তি ভক্তস্যার্য্যা কথঞ্চন ॥ ৯
ততোঽপ্রীতস্তথোক্তঃ সন্ ভারদ্বাজোঽব্রবীন্নৃপম্।
নার্হসে মাং তথা জ্ঞাতুং ঘটমানং তব প্রিয়ে ॥ ১০
সসুরাসুর-গন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগ-রাক্ষসাঃ।
নালং লোকা রণে জেতুং পাল্যমানং কিরীটিনা ॥ ১১
বিশ্বসৃগ্ যত্র গোবিন্দঃ পৃতনানীস্তথার্জুনঃ।
তত্র কস্য বলং ক্রামেদন্যত্র ত্র্যম্বকাৎ প্রভোঃ ॥ ১২
সত্যং তাত ব্রবীম্যদ্য নৈতজ্জাত্বন্যথা ভবেৎ।
অদ্যৈকং প্রবরং কঞ্চিৎ পাতয়িষ্যে মহারথম্ ॥ ১৩
তঞ্চ ব্যূহং বিধাস্যামি যোঽভেদ্যস্ত্রিদশৈরপি।
যোগেন কেনচিদ্ রাজন্নর্জুনস্ত্বপনীয়তাম্ ॥ ১৪
ন হ্যজ্ঞাতমসাধ্যং বা তস্য সংখ্যেঽস্তি কিঞ্চন।
তেন হ্যুপাত্তং সকলং সর্বজ্ঞানমিতস্ততঃ ॥ ১৫
দ্রোণেন ব্যাহৃতে ত্বেবং সংশপ্তকগণাঃ পুনঃ।
আহ্বয়ন্নর্জুনং সংখ্যে দক্ষিণামভিতো দিশম্ ॥ ১৬
ততোঽর্জুনস্যাথ পরৈঃ সার্ধং সমভবদ্ রণঃ।
তাদৃশো যাদৃশো নান্যঃ শ্রুতো দৃষ্টোঽপি বা ক্বচিৎ ॥
ততো দ্রোণেন বিহিতো ব্যূহো রাজন্ ব্যরোচত।
চরন্ মধ্যন্দিনে সূর্য্যঃ প্রতপন্নিব দুর্দৃশঃ ॥ ১৮
তং চাভিমন্যুর্বচনাৎ পিতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভারত।
বিভেদ দুর্ভিদং সংখ্যে চক্রব্যূহমনেকধা ॥ ১৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার দৃষ্টিতে শত্রুবর্গের অন্তর্গত, ইহার কারণ হইল—রাজা যুধিষ্ঠির আপনার অত্যন্ত নিকটে আসিলেও আপনি তাহাকে বন্দী করেন নাই ॥ ৭

রণাঙ্গনে কোন শত্রু যদি আপনার দৃষ্টিপথে আসে এবং তাহাকে যদি আপনি ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন, তবে দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহাকে রক্ষা করিতে থাকিলেও সে আপনার নিকট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না ॥ ৮

আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রথমে আমাকে এই বর দিয়াছিলেন এবং পরে তাহার বিপরীত আচরণ করেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কোন প্রকারেই নিজদের ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না ॥ ৯

দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য অপ্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন—রাজন্! আমাকে এরূপ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মনে করা তোমার উচিত নহে। আমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তোমার প্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়া যাইতেছি ॥ ১০

কিন্তু একটি কথা তোমার স্মরণ করা কিরীটধারী অর্জুন রণাঙ্গনে যাহাকে রক্ষা করিবে, তাহাকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ এবং রাক্ষসগণের সহিত লোকসমূহও জয় করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১

যেখানে জগৎস্রষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেনানায়ক, সেখানে ত্রিলোচন ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্য কাহারও বল কার্য্য করিতে সমর্থ হয় ॥ ১২

বৎস! আজ আমি একটি সত্য কথা বলিব, যাহা কখনই মিথ্যা হইবে না। আজ আমি পাণ্ডবপক্ষের কোন এক শ্রেষ্ঠ মহারথীকে অবশ্যই বধ করিব ॥ ১৩

রাজন্! আজ আমি সেই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, যাহাকে দেবগণও ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, কিন্তু যে কোন উপায়ে অর্জুনকে দূরে সরাইয়া লইয়া যাও ॥ ১৪

যুদ্ধসম্বন্ধে এরূপ কোন বিষয়ই নাই, যাহা অর্জুনের অজ্ঞাত অথবা অসাধ্য, কারণ, সে এই ভূলোকে ও স্বর্গলোকে যুদ্ধের সকল বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করিয়াছে ॥ ১৫

দ্রোণাচার্য্য এই কথা বলিলে পর পুনরায় সংশপ্তকগণ দক্ষিণ দিকে যাইয়া অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেখানে অর্জুনের শত্রুগণের সহিত এরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, যেরূপ সংগ্রাম অন্য কোথাও আর হইয়াছে বলিয়া দেখা ও শোনা যায় নাই ॥ ১৭

রাজন্! সেই সময় সেখানে দ্রোণাচার্য্য যে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা মধ্যাহ্নকালে বিচরণকারী সূর্য্যতুল্য শত্রুদিগকে সন্তাপদান করিতে করিতে শোভা পাইতেছিল এই ব্যূহ এরূপ বিস্তৃত ছিল, যাহাকে দর্শন করাই কঠিন ছিল ॥ ১৮

ভারত! যদিও সেই চক্রব্যূহকে ভেদ করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য ছিল, তথাপি বীর অভিমন্যু পিতা অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় সেই ব্যূহকে বারংবার ভেদ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

স কৃত্বা দুষ্করং কর্ম হত্বা বীরান্ সহস্রশঃ।
ষট্‌সু বীরেষু সংসক্তো দৌঃশাসনিবশং গতঃ॥ ২০
সৌভদ্রঃ পৃথিবীপাল জহৌ প্রাণান্ পরন্তপঃ।
বয়ং পরমসংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ শোককর্শিতাঃ।
সৌভদ্রে নিহতে রাজন্নবহারমকুর্মহি॥ ২১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

পুত্রং পুরুষসিংহস্য সঞ্জয়াপ্রাপ্তযৌবনম্।
রণে বিনিহতং শ্রুত্বা ভৃশং মে দীর্য্যতে মনঃ॥ ২২
দারুণঃ ক্ষত্রধর্মোঽয়ং বিহিতো ধর্মকর্তৃভিঃ।
যত্র রাজ্যেপ্সবঃ শূরা বালে শস্ত্রমপাতয়ন্॥ ২৩
বালমত্যন্তসুখিনং বিচরন্তমভীতবৎ।
কৃতাস্ত্রা বহবো জম্মুর্ব্রূহি গাবল্‌গণে কথম্॥ ২৪

বিভিৎসতা রথানীকং সৌভদ্রেণামিতৌজসা।
বিক্রীড়িতং যথা সংখ্যে তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥২৫

সঞ্জয় উবাচ।

যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সৌভদ্রস্য নিপাতনম্।
তৎ তে কার্ৎস্ন্যেন বক্ষ্যামি শৃণু রাজন্ সমাহিতঃ॥২৬
বিক্রীড়িতং কুমারেণ যথানীকং বিভিৎসতা।
আরুগ্নাশ্চ যথা বীরা দুঃসাধ্যাশ্চাপি বিপ্লবে॥২৭
দাবাগ্নাভিপরীতানাং ভূরিগুল্মতৃণদ্রুমে।
বনৌকসামিবারণ্যে ত্বদীয়ানামভূদ্ ভয়ম্॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধসংক্ষেপকথনে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

অভিমন্যু এই দুষ্কর কার্য্য করিয়া সহস্র সহস্র বীরকে বধ করিয়াছিলেন এবং শেষে ছয় বীরের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে থাকিয়া দুঃশাসনের পুত্রহস্তে নিহত হন॥ ২০

ভূপাল! শত্রুতাপন সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু যখন প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন আমাদের সকলের অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং পাণ্ডবগণ শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজন্! সুভদ্রাকুমার নিহত হইবার পর আমরা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলাম॥ ২১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের এই পুত্র এখনও যুবক অবস্থা প্রাপ্ত হয়নি। সে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে॥ ২২

ধর্মশাস্ত্রকারগণ এই ক্ষত্রিয়ধর্মকে অত্যন্ত কঠোর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে ধর্ম্মে থাকিয়া রাজ্যলোভী বীর পুরুষগণ এক বালকের উপর অস্ত্রসকল প্রহার করিলেন॥ ২৩

সঞ্জয়! সেই অতিশয় আনন্দিত বালক অভিমন্যু যখন নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময় অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বহুসংখ্যক বীর তাহাকে কিভাবে বধ করিলেন—ইহা আমাকে বল॥ ২৪

সঞ্জয়! অমিততেজস্বী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু রণাঙ্গনে রথী সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছায় যেরূপে যুদ্ধে খেলা করিবার ন্যায় বিচরণ করিতেছিল, তাহা আমাকে বল॥ ২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর যে মৃত্যু সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমি আপনাকে বলিব। রাজন্! একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন॥ ২৬

আপনার সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিবার ইচ্ছায় কুমার অভিমন্যু যেরূপে রণক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং সেই প্রলয়ঙ্কর সংগ্রামমধ্যে যেরূপ দুর্জয় বীরগণেরও সন্তাপকারক হইয়াছিলেন, তাহা সবই বলিতেছি শ্রবণ করুন॥ ২৭

যেরূপ প্রচুর লতা-গুল্ম, ঘাস-পাতা ও বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ বনে দাবানল-পরিবৃত বনবাসীরা মহা ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ অভিমন্যুর নিকট হইতেও আপনার সৈন্যদের মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছিল॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুবধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা-বিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সঞ্জয়েনাভিমন্যোঃ প্রশংসা তথা দ্রোণাচার্য্যকর্তৃকং চক্রব্যূহনির্ম্মাণম্।)

সঞ্জয় উবাচ।

সমরেঽত্যুগ্রকর্মাণঃ কর্মভির্ব্যঞ্জিতশ্রমাঃ।
সকৃষ্ণাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ দেবৈরপি দুরাসদাঃ॥ ১

সত্ত্বকর্মান্বয়ৈর্বুদ্ধ্যা কীর্ত্ত্যা চ যশসা শ্রিয়া।
নৈব ভূতো ন ভবিতা নৈব তুল্যগুণঃ পুমান্॥ ২

সত্যধর্মরতো দান্তো বিপ্রপূজাদিভির্গুণৈঃ।
সদৈব ত্রিদিবং প্রাপ্তো রাজা কিল যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৩

যুগান্তে চান্তকো রাজন্ জামদগ্ন্যশ্চ বীর্য্যবান্।
রথস্থো ভীমসেনশ্চ কথ্যন্তে সদৃশাস্ত্রয়ঃ॥ ৪

প্রতিজ্ঞাকর্মদক্ষস্য রণে গাণ্ডীবধন্বনঃ।
উপমাং নাধিগচ্ছামি পার্থস্য সদৃশীং ক্ষিতৌ॥ ৫

গুরুবাৎসল্যমত্যন্তং নৈভৃত্যং বিনয়ো দমঃ।
নকুলেঽপ্রাতিরূপ্যঞ্চ শৌর্য্যঞ্চ নিয়তানি ষট্॥ ৬

শ্রুতগাম্ভীর্য্যমাধুর্য্যসত্ত্বরূপপরাক্রমৈঃ।
সদৃশো দেবয়োর্বীরঃ সহদেবঃ কিলাশ্বিনোঃ॥ ৭

যে চ কৃষ্ণে গুণাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ডবেষু চ যে গুণাঃ।
অভিমন্যৌ কিলৈকস্থা দৃশ্যন্তে গুণসঞ্চয়াঃ॥ ৮

যুধিষ্ঠিরস্য বীর্য্যেণ কৃষ্ণস্য চরিতেন চ।
কর্মভির্ভীমসেনস্য সদৃশো ভীমকর্মণঃ॥ ৯

ধনঞ্জয়স্য রূপেণ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ।
বিনয়াৎ সহদেবস্য সদৃশো নকুলস্য চ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অভিমন্যুমহং সূত সৌভদ্রমপরাজিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি কার্ৎস্ন্যেন কথমায়োধনে হতঃ॥ ১১

সঞ্জয় উবাচ।

স্থিরো ভব মহারাজ শোকং ধারয় দুর্ধরম্।
মহান্তং বন্ধুনাশং তে কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু॥ ১২

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[সঞ্জয়কর্ত্তৃক অভিমন্যুর প্রশংসা এবং দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণসহ পঞ্চ পাণ্ডব দেবগণের পক্ষেও দুর্জয়। তাঁহারা রণাঙ্গনে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ছিলেন। ইঁহাদের কর্ম্মসকলের দ্বারাই ইঁহাদের পরিশ্রম অভিব্যক্ত হয়॥ ১

সত্ত্বগুণ, কর্ম, কুল, বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশ ও শ্রীর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের তুল্য অন্য কোন দ্বিতীয় পুরুষ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না॥ ২

সত্যধর্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় এই রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপূজাদি বহু সদ্‌গুণসমূহের সর্ব্বদা স্বর্গ-লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন॥ ৩

রাজন্! প্রলয়কালে যমরাজ, পরাক্রমশালী পরশুরাম ও রথে উপবিষ্ট ভীমসেন—ইঁহারা তিনজনেই সমান বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন॥ ৪

রণাঙ্গনে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কর্ম করিতে নিপুণ, গাণ্ডীবধারী কুন্তি-কুমার অর্জ্জুনের পক্ষে যোগ্য উপমা আমি এ জগতে দেখিতে পাইতেছি না॥ ৫

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর অত্যন্ত ভক্তিমান, নিজের পরাক্রম প্রকাশ না করা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, অতুলনীয় রূপ ও শৌর্য্য—এই ছয়টি গুণ নকুলে নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান আছে॥ ৬

বেদাধ্যয়ন, গাম্ভীর্য্য, মধুরতা, সত্য, রূপ ও পরাক্রমের দৃষ্টিতে বীর সহদেব সর্ব্বথা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য—এই কথা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে॥ ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে সমস্ত ভাস্বর গুণাবলি আছে এবং পাণ্ডব-গণের মধ্যে যেসব গুণাবলি আছে, সেই সমস্ত গুণসমুদায়ই একাকী অভিমন্যুর মধ্যে নিশ্চিতরূপে দেখা যায়॥ ৮

যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণের উত্তম চরিত্র এবং ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীমসেনের বীরোচিত কর্ম্মসমূহের তুল্য অভিমন্যুর পরাক্রম, চরিত্র ও কর্ম্ম॥ ৯

তিনি রূপ, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানে অর্জ্জুনের সমান এবং বিনয়ে নকুল ও সহদেবের তুল্য ছিলেন॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! আমি অপরাজিত বীর সুভদ্রা-কুমার অভিমন্যুর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। যুদ্ধে সে কিরূপে নিহত হইল? ১১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনি স্থির হউন এবং ধারণ করা কঠিন হইলেও সেই শোককে আপনি হৃদয়ে ধারণ

চক্রব্যূহো মহারাজ আচার্য্যেণাভিকল্পিতঃ।
তত্র শক্রোপমাঃ সর্বে রাজানো বিনিবেশিতাঃ॥ ১৩

অরাস্থানেষু বিন্যস্তাঃ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চসঃ।
সঙ্ঘাতো রাজপুত্রাণাং সর্বেষামভবৎ তদা॥ ১৪

কৃতাভিসময়াঃ সর্বে সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ।
রক্তাম্বরধরাঃ সর্বে সর্বে রক্তবিভূষণাঃ॥ ১৫

সর্বে রক্তপতাকাশ্চ সর্বে বৈ হেমমালিনঃ।
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গাঃ স্রগ্বিণঃ সূক্ষ্মবাসসঃ॥১৬

সহিতাঃ পর্য্যধাবন্ত কার্ষ্ণিং প্রতি যুযুৎসবঃ।
তেষাং দশ সহস্রাণি বভূবুর্দৃঢ়ধন্বিনাম্॥১৭

পৌত্রং তব পুরস্কৃত্য লক্ষ্মণং প্রিয়দর্শনম্।
অন্যোন্যসমদুঃখাস্তে অন্যোন্যসমসাহসাঃ॥ ১৮

অন্যোন্যং স্পর্ধমানাশ্চ অন্যোন্যস্য হিতে রতাঃ।
দুর্য্যোধনস্তু রাজেন্দ্র সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥ ১৯

কর্ণ-দুঃশাসন-কৃপৈর্বৃতো রাজা মহারথৈঃ।
দেবরাজোপমঃ শ্রীমান্ শ্বেতচ্ছত্রাভিসংবৃতঃ॥ ২০

চামরব্যজনক্ষেপৈরুদয়ন্নিব ভাস্করঃ।
প্রমুখে তস্য সৈন্যস্য দ্রোণোঽবস্থিতনায়কঃ॥ ২১

সিন্ধুরাজস্তথাতিষ্ঠচ্ছ্রীমান্ মেরুরিবাচলঃ।
সিন্ধুরাজস্য পার্শ্বস্থা অশ্বত্থামপুরোগমাঃ॥ ২২

সুতাস্তব মহারাজ ত্রিংশৎত্রিদশসন্নিভাঃ।
গান্ধাররাজঃ কিতবঃ শল্যো ভূরিশ্রবাস্তথা॥ ২৩

পার্শ্বতঃ সিন্ধুরাজস্য ব্যরাজন্ত মহারথাঃ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ২৪

তাবকানাং পরেষাঞ্চ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি চক্রব্যূহনির্মাণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪

করুন। আমি আপনার নিকট বন্ধু-বান্ধবগণের সামগ্রিক বিনাশের কথা বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন॥ ১২

রাজন্! আচার্য্য দ্রোণ যে চক্রব্যূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত রাজগণকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। ১৩

ইহার অরাস্থানসমূহে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী রাজকুমারগণ দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই সময় সেখানে সমস্ত রাজকুমারগণের একটি সমবায় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৪

ইহারা সকলেই প্রাণ থাকিতে যুদ্ধ ত্যাগ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের ধ্বজ স্বর্ণনির্মিত ছিল ইহারা সকলেই রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং রক্তবর্ণ ভূষণসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন॥ ১৫

সকলের রথের উপর রক্তবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল। সকলে স্বর্ণের মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন; সকলের শরীরে চন্দন ও অগুরু লেপন করা হইয়াছিল এবং পুষ্পমাল্যে শোভিত ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। ১৬

এই সকল রাজপুত্র যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া অর্জুননন্দন অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন। সুদৃঢ়-ধনুর্ধারণকারী এই বীরগণের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। ১৭

ইহারা আপনার প্রিয়দর্শন পৌত্র লক্ষ্মণকে অগ্রে করিয়া ধাবিত হইলেন। ইহারা সকলে পরস্পরের দুঃখ সমভাবে বুঝিতেন এবং সকলেই সমান সাহসী ছিলেন। ১৮

ইহারা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করিতে ও পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন। রাজেন্দ্র! রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যের মধ্যভাগে বিরাজমান ছিলেন। ১৯

তাঁহার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হইয়াছিল। তিনি কর্ণ, দুঃশাসন ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথী বীরগণে পরিবৃত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ২০

ইহার উভয় দিকে চামরব্যজন করা হইতেছিল। তখন তিনি উদয়কালীন সূর্য্যতুল্য শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে দ্রোণাচার্য্য দণ্ডায়মান ছিলেন। ২১

সেই স্থানে সিন্ধুরাজ শ্রীমান্ জয়দ্রথও মেরু পর্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার পার্শ্বভাগে অশ্বত্থামাদি মহারথীরা বিদ্যমান ছিলেন। ২২

মহারাজ! দেবতুল্যসুশোভিত আপনার ত্রিশ জন পুত্র, পাশাখেলায় নিপুণ গান্ধাররাজ শকুনি, শল্য এবং ভূরিশ্রবা—এই সব মহারথী বীরবৃন্দ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পার্শ্বভাগে সুশোভিত ছিলেন।

তদনন্তর "মরণের পরই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব" এরূপ নিশ্চয় করিয়া আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা সকলেরই রোমাঞ্চকর ছিল। ২৩-২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে চক্রব্যূহ-নির্মাণবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরাভিমন্যুসংবাদঃ, ব্যূহভেদায়াভিমন্যোঃ প্রতিজ্ঞা চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তদনীকমনাধৃষ্যং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্ ।
পার্থাঃ সমভ্যবর্তন্ত ভীমসেনপুরোগমাঃ ॥ ১

সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ।
কুন্তিভোজশ্চ বিক্রান্তো দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ২

আর্জুনিঃ ক্ষত্রধর্মা চ বৃহৎক্ষত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ।
চেদিপো ধৃষ্টকেতুশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ ঘটোৎকচঃ ॥ ৩

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ।
উত্তমৌজাশ্চ দুর্দ্ধর্ষো বিরাটশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

দ্রৌপদেয়াশ্চ সংরব্ধাঃ শৈশুপালিশ্চ বীর্য্যবান্ ।
কেকয়াশ্চ মহাবীর্য্যাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৫

এতে চান্যে চ সগণাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ ।
সমভ্যধাবন্ সহসা ভারদ্বাজং যুযুৎসবঃ ॥ ৬

সমীপে বর্তমানাংস্তান্ ভারদ্বাজোঽতিবীর্য্যবান্ ।
অসম্ভ্রান্তঃ শরৌঘেণ মহতা সমবারয়ৎ ॥ ৭

মহৌঘঃ সলিলস্যেব গিরিমাসাদ্য দুর্ভিদম্ ।
দ্রোণং তে নাভ্যবর্তন্ত বেলামিব জলাশয়াঃ ॥ ৮

পীড্যমানাঃ শরৈ রাজন্ দ্রোণচাপবিনিঃসৃতৈঃ ।
ন শেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং ভারদ্বাজস্য পাণ্ডবাঃ ॥ ৯

তদদ্ভুতমপশ্যাম দ্রোণস্য ভুজয়োর্বলম্ ।
যদেনং নাভ্যবর্তন্ত পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ ॥১০

তমায়ান্তমভিক্রুদ্ধং দ্রোণং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ ।
বহুধা চিন্তয়ামাস দ্রোণস্য প্রতিবারণম্ ॥ ১১

অশক্যং তু তমন্যেন দ্রোণং মত্বা যুধিষ্ঠিরঃ ।
অবিষহ্যং গুরুং ভারং সৌভদ্রং সমবাসৃজৎ ॥ ১২

বাসুদেবাদনবরং ফাল্গুনাচ্চামিতৌজসম্ ।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নমভিমন্যুমিদং বচঃ ॥ ১৩

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যুর পরস্পর আলোচনা এবং ব্যূহভেদ করিবার জন্য অভিমন্যুর প্রতিজ্ঞা ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক সুরক্ষিত এই দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীকে ভীমসেন প্রভৃতি কুন্তীপুত্রগণ সম্মুখসমরে আক্রমণ করিলেন ।১

সাত্যকি, চেকিতান, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, পরাক্রমশালী কুন্তিভোজ, মহারথী দ্রুপদ, অভিমন্যু, ক্ষত্রধর্ম্মা, শক্তিশালী বৃহৎক্ষত্র, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, ঘটোৎকচ, পরাক্রমশালী যুধামন্যু, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, দুর্দ্ধর্ষ বীর উত্তমৌজা, মহারথী বিরাট, ক্রুদ্ধ দ্রৌপদীপুত্রগণ, বলবান্ শিশুপালপুত্র, মহাপরাক্রমশালী কেকয়রাজকুমারগণ এবং সহস্র সহস্র সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ—ইহারা ও অন্যান্য অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং রণদুর্ম্মদ বহুসংখ্যক বীরগণ নিজ দলবলের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা সকলে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া সহসা দ্রোণাচার্য্যের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২-৬

ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন, সুতরাং শত্রুগণের এই আক্রমণে তিনি অল্পও বিভ্রান্ত হইলেন না। তিনি নিকটে আগত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রভূত বাণসমূহ বর্ষণ করত আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

যেরূপ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া জলের প্রবল প্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া যায় এবং সমুদ্র যেরূপ নিজের তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যরা দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না ॥ ৮

রাজন্ ! দ্রোণাচার্য্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পাণ্ডব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৯

সেই সময় আমরা দ্রোণাচার্য্যের বাহুদ্বয়ের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তখন তাঁহার বাহুবল অতিক্রম করিয়া সৃঞ্জয়সহ সমস্ত পাঞ্চালবীরগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না ॥ ১০

অতিশয় ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্যকে আসিতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার উপায় সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১১

সেই সময় দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখীন হওয়া অপরের পক্ষে অসম্ভব জানিয়া যুধিষ্ঠির এই দুঃসহ ও গুরুভার সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর উপর অর্পণ করিলেন ॥ ১২

অমিততেজস্বী অভিমন্যু বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন

এত্য নো নার্জুনো গর্হেদ্ যথা তাত তথা কুরু।
চক্রব্যূহস্য ন বয়ং বিদ্মো ভেদং কথঞ্চন ॥ ১৪

ত্বং বার্জুনো বা কৃষ্ণো বা ভিন্দ্যাৎ প্রদ্যুম্ন এব বা।
চক্রব্যূহং মহাবাহো পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥ ১৫

অভিমন্যো বরং তাত যাচতাং দাতুমর্হসি।
পিতৄণাং মাতুলানাঞ্চ সৈন্যানাং চৈব সর্বশঃ ॥ ১৬

ধনঞ্জয়ো হি নস্তাত গর্হয়েদেত্য সংযুগাৎ।
ক্ষিপ্রমস্ত্রং সমাদায় দ্রোণানীকং বিশাতয় ॥ ১৭

অভিমন্যুরুবাচ।

দ্রোণস্য দৃঢ়মত্যুগ্রমনীকপ্রবরং যুধি।
পিতৄণাং জয়মাকাঙ্ক্ষন্নবগাহেঽবিলম্বিতম্ ॥ ১৮

উপদিষ্টো হি মে পিত্রা যোগোঽনীকবিশাতনে।
নোৎসহে হি বিনির্গন্তুমহং কস্যাঞ্চিদাপদি ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভিন্ধ্যনীকং যুধাং শ্রেষ্ঠ দ্বারং সঞ্জনয়স্ব নঃ।
বয়ং ত্বানুগমিষ্যামো যেন ত্বং তাত যাস্যসি ॥ ২০

ধনঞ্জয়সমং যুদ্ধে ত্বাং বয়ং তাত সংযুগে।
প্রণিধায়ানুযাস্যামো রক্ষন্তঃ সর্বতোমুখাঃ ॥ ২১

ভীম উবাচ।

অহং ত্বানুগমিষ্যামি ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ সাত্যকিঃ।
পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাস্তথা সর্বে প্রভদ্রকাঃ ॥ ২২

সকৃদ্ ভিন্নং ত্বয়া ব্যূহং তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ।
বয়ং প্রধ্বংসয়িষ্যামো নিঘ্নমানা বরান্ বরান্ ॥ ২৩

অভিমন্যুরুবাচ।

অহমেতৎ প্রবেক্ষ্যামি দ্রোণানীকং দুরাসদম্।
পতঙ্গ ইব সংক্রুদ্ধো জ্বলিতং জাতবেদসম্ ॥ ২৪

তৎ কর্মাদ্য করিষ্যামি হিতং যদ্ বংশয়োর্দ্বয়োঃ।
মাতুলস্য চ যৎ প্রীতিং করিষ্যতি পিতুশ্চ মে ॥ ২৫

অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন (কম) ছিলেন না। তিনি শত্রু-বীরগণকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৩

বৎস! সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া অর্জুন যাহাতে আমাদের নিন্দা না করে (অর্থাৎ আমাদের সকলকে অসমর্থ না বলিতে পারে), সেইরূপ কার্য্য কর। আমরা ত' কেহই কোনরূপে চক্রব্যূহ ভেদ করিবার প্রক্রিয়া জানি না ॥ ১৪

মহাবাহো! তুমি, অর্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন—এই চারজনেই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ। পঞ্চম কোন যোদ্ধাই ইহাকে ভেদ করিতে জানে না ॥ ১৫

বৎস অভিমন্যু! তোমার পিতা ও মামার পক্ষের সমস্ত যোদ্ধারা এবং এই সকল সৈন্যরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। তুমিই ইহাদের বরদান করিবার যোগ্য ॥ ১৬

বৎস! যদি আমরা জয়লাভ না করি, তবে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অর্জুন আমাদিগের নিন্দা করিবে, অতএব তুমি শীঘ্রই অস্ত্রধারণ করত দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদিগকে বিনাশ কর ॥ ১৭

অভিমন্যু বলিলেন,—রাজন্! আমি আমার পিতৃবর্গের জয়-লাভের আশা রাখিয়া রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, সুদৃঢ় এবং শ্রেষ্ঠ সৈন্যদলের মধ্যে সত্বরই প্রবেশ করিব ॥ ১৮

পিতৃদেব আমাকে চক্রব্যূহ ভেদ করিবার বিধি বলিয়াছেন, কিন্তু কোনরূপে বিপন্ন হইয়া পড়িলে আমি সেই ব্যূহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিব না ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! তুমি ব্যূহকে ভেদ কর এবং আমাদের জন্য দ্বার প্রশস্ত করিয়া দাও। তাত! তারপর তুমি যে পথ দিয়া যাইবে, আমরা সকলে সেই পথ দিয়াই তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব।

বৎস! আমরা রণাঙ্গনে তোমাকে অর্জুনের তুল্য বলিয়াই মনে করি। আমরা সকলে আমাদের চিন্তা তোমার উপরেই রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করিতে করিতে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ২০-২১

ভীম বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার সহিত গমন করিব। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, পাঞ্চালদেশীয় যোদ্ধারা, কেকয়রাজকুমারগণ, মৎস্যদেশের সৈন্যসকল এবং প্রভদ্রকগণও তোমারই অনুসরণ করিবেন ॥ ২২

তুমি যেখানে যেখানে ব্যূহকে একবার ভেদ করিবে, সেখানে সেখানে আমরা মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া সেই ব্যূহকে বারংবার নষ্ট করিতে থাকিব ॥ ২৩

অভিমন্যু বলিলেন,—যেরূপ পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নির উপর পতিত হয়, সেইরূপ আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের দুর্গম সৈন্য-ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিব ॥ ২৪

আজ আমি এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব, যাহা পিতা ও

শিশুনৈকেন সংগ্রামে কাল্যমানানি সজ্ঘশঃ।
দ্রক্ষ্যন্তি সর্বভূতানি দ্বিষৎসৈন্যানি বৈ ময়া ॥ ২৬
নাহং পার্থেন জাতঃ স্যাং ন চ জাতঃ সুভদ্রয়া।
যদি মে সংযুগে কশ্চিজ্জীবিতো নাদ্য মুচ্যতে ॥ ২৭
যদি চৈকরথেনাহং সমগ্রং ক্ষত্রমণ্ডলম্।
ন করোম্যষ্টধা যুদ্ধে ন ভবাম্যর্জুনাত্মজঃ ॥ ২৮
যুধিষ্ঠির উবাচ।
এবং তে ভাষমাণস্য বলং সৌভদ্র বর্ধতাম্।
যৎ সমুৎসহসে ভেত্তুং দ্রোণানীকং দুরাসদম্ ॥ ২৯
রক্ষিতং পুরুষব্যাঘ্রৈর্মহেষ্বাসৈর্মহাবলৈঃ।
সাধ্য-রুদ্র-মরুত্তুল্যৈর্বস্বগ্ন্যাদিত্যবিক্রমৈঃ ॥ ৩০
সঞ্জয় উবাচ।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা স যন্তারমচোদয়ৎ।
সুমিত্রাশ্বান্ রণে ক্ষিপ্রং দ্রোণানীকায় চোদয় ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপ্রতিজ্ঞায়াং পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

মাতা উভয়েরই বংশের পক্ষে হিতকর হইবে এবং মামা শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুন এই দুইজনকেই প্রসন্ন করিবে ॥ ২৫

যদিও আমি এখন বালক, তথাপি আজ সমস্ত প্রাণী দেখিবে যে, আমি একাকীই যুদ্ধে দলে দলে শত্রুগণকে সংহার করিতে থাকিব ॥ ২৬

যদি আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া কোনও সৈন্য জীবিত থাকিয়া যায়, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই এবং সুভদ্রাদেবীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করি নাই ॥ ২৭

যদি আমি একমাত্র রথের সহায়তায় সমস্ত ক্ষত্রিয়মণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না ফেলি, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুভদ্রানন্দন! এরূপ ওজস্বী বাক্য বলিতে বলিতে তোমার বল নিরন্তর বর্দ্ধিত হউক; কারণ, একমাত্র তুমিই দ্রোণাচার্য্যের দুর্গম সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবার উৎসাহ রাখ ॥ ২৯

দ্রোণাচার্য্যের এই সৈন্যগণ তাদৃশ মহাবলশালী মহাধনুর্দ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত, যাঁহারা সাধ্য, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ তুল্য বলবান্ এবং বসু, অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ পরাক্রমশালী ॥৩০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু নিজের সারথিকে এই আদেশ করিলেন—সুমিত্র! তুমি অতি সত্বর অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণের দিকে চালনা কর ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর প্রতিজ্ঞাবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোরুৎসাহস্তেন চতুরঙ্গসেনায়া বধশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।
সৌভদ্রস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজস্য ধীমতঃ।
অচোদয়ত যন্তারং দ্রোণানীকায় ভারত ॥ ১
তেন সংচোদ্যমানস্তু যাহি যাহীতি সারথিঃ।
প্রত্যুবাচ ততো রাজন্নভিমন্যুমিদং বচ ॥ ২
অতিভারোঽয়মায়ুষ্মন্নাহিতস্ত্বয়ি পাণ্ডবৈঃ।
সম্প্রধার্য্য ক্ষণং বুদ্ধ্যা ততস্ত্বং যোদ্ধুমর্হসি ॥ ৩

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর উৎসাহ এবং তাঁহার দ্বারা কৌরবগণের চতুরঙ্গিণী সৈন্যসংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু নিজের সারথিকে দ্রোণাচার্য্যের দিকে যাইতে আদেশ করিলেন ॥ ১

রাজন্! 'চল, চল' এই কথা বলিয়া অভিমন্যু বারংবার প্রেরিত করিতে থাকিলে সারথি সুমিত্র তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। প্রথমে আপনি ক্ষণকাল অবস্থান করত বুদ্ধি অনুসারে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লউন। তাহার পর যুদ্ধ করুন ॥ ৩

আচার্য্যো হি কৃতী দ্রোণঃ পরমাস্ত্রে কৃতশ্রমঃ।
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধস্ত্বং চাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৪
ততোঽভিমন্যুঃ প্রহসন্ সারথিং বাক্যমব্রবীৎ।
সারথে কো ন্বয়ং দ্রোণঃ সমগ্রং ক্ষত্রমেব বা ॥ ৫
ঐরাবতগতং শক্রং সহামরগণৈরহম্।
অথবা রুদ্রমীশানং সর্বভূতগণার্চিতম্।
যোধয়েয়ং রণমুখে ন মে ক্ষত্রেঽদ্য বিস্ময়ঃ ॥ ৬
ন মমৈতদ্ দ্বিষৎসৈন্যং কলামর্হতি ষোড়শীম্।
অপি বিশ্বজিতং বিষ্ণুং মাতুলং প্রাপ্য সূতজ ॥ ৭
পিতরং চার্জুনং যুদ্ধে ন ভীর্মামুপযাস্যতি।
অভিমন্যুশ্চ তাং বাচং কদর্থীকৃত্য সারথেঃ ॥ ৮
যাহীত্যেবাব্রবীদেনং দ্রোণানীকায় মা চিরম্।
ততঃ সংনোদয়ামাস হয়ানাশু ত্রিহায়নান্ ॥ ৯
নাতিহৃষ্টমনাঃ সূতো হেমভাণ্ডপরিচ্ছদান্।

দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং উত্তম অস্ত্রসকলের অভ্যাসের জন্য তিনি অতিশয় পরিশ্রমও করিয়াছেন। এদিকে আপনি অতিশয় সুখে প্রিয়জনের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। যুদ্ধবিদ্যায় আপনি তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ নন্ ॥৪

তখন অভিমন্যু হাসিতে হাসিতে সারথিকে এই কথা বলিলেন,—সারথে! এই দ্রোণাচার্য্য বা এই সব ক্ষত্রিয়মণ্ডলের কথা আর কি বলিব, আমি ত' ঐরাবত হস্তীতে আরূঢ় সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্র কিংবা সকল প্রাণিগণের দ্বারা পূজিত ও সকলের ঈশ্বর রুদ্রদেবের সহিতও সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ; অতএব বর্ত্তমানে এই সব ক্ষত্রিয়বর্গের সহিত যুদ্ধ করাকে আমার আজ কোন বিস্ময়ই হইতেছে না ॥ ৫-৬

শত্রুগণের এই সৈন্যবাহিনী আমার ষোল ভাগের একভাগও হইবে না। সূতপুত্র! বিশ্ববিজয়ী বিষ্ণুস্বরূপ মামা শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুনও যদি বিপক্ষরূপে আমার সম্মুখে আসেন, তথাপি আমার ভয় হইবে না ॥ ৭

অভিমন্যু সারথির পূর্ব্বোক্ত বাক্য অবহেলা করিয়া তাহাকে বলিলেন—তুমি শীঘ্র দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদের দিকে চল ॥ ৮

তখন সারথি সুবর্ণময় ভূষণে বিভূষিত ও তিন বৎসর বয়স্ক অশ্বদিগকে শীঘ্র চালাইয়া দিল। সেই সময় তাহার মন অধিক প্রসন্ন ছিল না ॥ ৯

রাজন্! সারথি সুমিত্র কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যের দিকে প্রেরিত হইয়া মহাবেগশালী ও পরাক্রমী অশ্বগণ দ্রোণাচার্য্যের

তে প্রেষিতাঃ সুমিত্রেণ দ্রোণানীকায় বাজিনঃ ॥ ১০
দ্রোণমভ্যদ্রবন্ রাজন্ মহাবেগপরাক্রমম্।
তমুদীক্ষ্য তথায়ান্তং সর্বে দ্রোণপুরোগমাঃ ॥
অভ্যবর্তন্ত কৌরব্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ তমন্বয়ুঃ ॥ ১১
স কর্ণিকারপ্রবরোচ্ছ্রিতধ্বজঃ
সুবর্ণবর্মার্জুনিরর্জুনাদ্ বরঃ।
যুযুৎসয়া দ্রোণমুখান্ মহারথান্
সমাসদৎ সিংহশিশুর্যথা দ্বিপান্ ॥ ১২
তে বিংশতিপদে যত্তাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে।
আসীদ্ গাঙ্গ ইবাবর্তো মুহূর্তমুদধাবিব ॥ ১৩
শূরাণাং যুধ্যমানানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্।
সংগ্রামস্তুমুলো রাজন্ প্রাবর্তত সুদারুণঃ ॥ ১৪
প্রবর্তমানে সংগ্রামে তস্মিন্নতিভয়ঙ্করে।
দ্রোণস্য মিষতো ব্যূহং ভিত্ত্বা প্রাবিশদার্জুনিঃ ॥ ১৫

দিকে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিল ॥ ১০

অভিমন্যুকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি কৌরব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাণ্ডব-যোদ্ধারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন ॥ ১১

অভিমন্যুর উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ধ্বজ কর্ণিকার-বৃক্ষচিহ্নে সুশোভিত ছিল। তিনি সুবর্ণনির্ম্মিত কবচধারণ করিয়াছিলেন। এই অর্জুননন্দন অভিমন্যু নিজের পিতা অর্জুন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। যেরূপ সিংহশাবক হস্তীদের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অভিমন্যুও যুদ্ধের ইচ্ছায় দ্রোণাদি মহারথী বীরগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১২

অভিমন্যু বিশ পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই যুদ্ধ করিতে উদ্যত দ্রোণাচার্য্যাদি যোদ্ধারা তাঁহার উপর অস্ত্রপ্রহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সময় এই সৈন্যগণ মধ্যে অভিমন্যু প্রবেশ করিতে যাইলে মুহূর্ত্তকালেই সৈন্যদের মধ্যে সেইরূপ সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া যাইল, যেরূপ সমুদ্রের সহিত গঙ্গার আবর্ত্তযুক্ত (ঘোলা) জলরাশির সঙ্ঘাত হইয়া থাকে ॥ ১৩

রাজন্! যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাণঘাতী প্রহার করিতে করিতে সেই বীরগণের মধ্যে অত্যন্ত নিদারুণ ও ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ১৪

যখন এই অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতেই অর্জুননন্দন অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫

(তদভেদ্যমনাধৃষ্যং দ্রোণানীকং সুদুর্জয়ম্।
ভিত্বার্জু নিরসম্ভ্রান্তো বিবেশাচিন্ত্যবিক্রমঃ ॥)
তং প্রবিষ্টং বিনিঘ্নন্তং শত্রুসজ্ঘান্ মহাবলম্।
হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্ত্যোঘাঃ পরিবব্রুরুদায়ুধাঃ ॥ ১৬
নানাবাদিত্রনিনদৈঃ ক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টগর্জ্জিতৈঃ।
হুঙ্কারৈঃ সিংহনাদৈশ্চ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি নিঃস্বনৈঃ ॥ ১৭
ঘোরৈর্হলহলাশব্দৈর্মা গাস্তিষ্ঠেহি মামিতি।
অসাবহমমুত্রেতি প্রবদন্তো মুহুর্মু হুঃ ॥ ১৮
বৃংহিতৈঃ সিঞ্জিতৈর্হাসৈঃ করনেমিস্বনৈরপি।
সন্নাদয়ন্তো বসুধামভিদুদ্রুবুরার্জু নিম্ ॥ ১৯
তেষামাপততাং বীরঃ শীঘ্রযোধী মহাবলঃ।
ক্ষিপ্রাস্ত্রো ন্যবধীদ্ রাজন্ মর্ম্মজ্ঞো মর্ম্মভেদিভিঃ ॥ ২০
তে হন্যমানা বিবশা নানালিঙ্গৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।

(অভিমন্যুর পরাক্রম অচিন্তনীয় ছিল। তিনি কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই অত্যন্ত দুর্জয় ও দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।)

ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে যুদ্ধরত মহাবল অভিমন্যুকে গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধারা অস্ত্রউত্তোলনপূর্ব্বক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ১৬

নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি, কোলাহল, চীৎকার, গর্জন, হুঙ্কার, সিংহনাদ, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এরূপ শব্দ এবং হলাহল শব্দসহ 'যাইও না, দাঁড়াও, আমার নিকট এস, তোমার শত্রু আমি ত' এখানেই আছি' ইত্যাদি বাক্য বারংবার বলিতে বলিতে বীর সৈন্যগণ হস্তীদিগের চীৎকার, ঘুঙ্গুরের ঝন্ ঝন্ শব্দ, অট্টহাস্য, হস্ততালি-শব্দ এবং চক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক্ নিনাদিত করিতে করিতে অর্জুননন্দন অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৭-১৯

রাজন্! মহাবলশালী বীর অভিমন্যু দ্রুততার সহিত যুদ্ধ করিতে নিপুণ ছিলেন, ক্ষিপ্রতাসহকারে অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন এবং শত্রুগণের মর্ম্মস্থানসকল জানিতেন। তিনি নিজের দিকে আগত শত্রুসৈন্যদিগকে মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা বধ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

নানাপ্রকার চিহ্নসমূহে সুশোভিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের প্রহার খাইয়া সেই বহুসংখ্যক কৌরব-বীর বিবশ হইয়া ধরাতলে পতিত

অভিপেতুঃ সুবহুশঃ শলভা ইব পাবকম্ ॥ ২১
ততস্তেষাং শরীরৈশ্চ শরীরাবয়বৈশ্চ সঃ।
সন্তস্তার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরে ॥ ২২
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণান্ সশরাসন-সায়কান্।
সাসি-চর্ম্মাঙ্কুশাভীষূন্ সতোমর-পরশ্বধান্ ॥২৩
সগদায়োগুড়-প্রাসান্ সর্ষ্টি-তোমর-পট্টিশান্।
সভিন্দিপালপরিঘান্ সশক্তিবরকম্পনান্ ॥ ২৪
সপ্রতোদ-মহাশঙ্খান্ সকুন্তান্ সকচগ্রহান্।
সমুদ্গরক্ষেপণীয়ান্ সপাশ-পরিঘোপমান্ ॥ ২৫
সকেয়ূরাঙ্গদান্ বাহূন্ হৃদ্যগন্ধানুলেপনান্।
সংচিচ্ছেদার্জু নিস্তূর্ণং ত্বদীয়ানাং সহস্রশঃ ॥ ২৬
তৈ স্ফুরদ্ভির্মহারাজ শুশুভে ভূঃ সুলোহিতৈঃ।
পঞ্চাস্যৈঃ পন্নগৈশ্ছিন্নৈর্গরুড়েনেব মারিষ ॥ ২৭

হইতে থাকিলে তখন মনে হইতেছিল যে, পতঙ্গসকল দলে দলে আসিয়া যেন অগ্নিতে পতিত হইতেছে ॥ ২১

যেরূপ যজ্ঞে বেদীর উপর কুশ পাতা হইয়া থাকে, সেইরূপ অভিমন্যুও অতিসত্বর শত্রুগণের শরীরসকল ও বিভিন্ন অবয়বের দ্বারা সম্পূর্ণ রণভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

মহারাজ! অর্জুনকুমার অভিমন্যু আপনার সহস্র সহস্র সৈন্যদের সেই বাহুসমূহকে দ্রুত ছেদন করিতে লাগিলেন, যে সকল বাহুর মধ্যে সুগন্ধযুক্ত চন্দন লেপন করা ছিল। বীরগণের এই হস্তসমূহে গোধার চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা বাঁধা ছিল, ধনু ও বাণ শোভা পাইতেছিল। কাহারও হাতে ঢাল, তরবারি, অঙ্কুশ ও অশ্বমুখরজ্জু আছে দেখা যাইল। কাহাদেরও হাতে তোমর এবং পরশু ছিল, কাহারও হাতে গদা, লোহার গোলা, প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শ্রেষ্ঠ শক্তি, কম্পন, প্রতোদ (চাবুক), মহাশঙ্খ ও কুন্ত—এসকল অস্ত্র আছে দেখা যাইতেছিল। কাহাদেরও হাতে শত্রুসকলের কচগ্রহ ধরা ছিল। কাহাদেরও হাতে মুদ্গর, ক্ষেপণযোগ্য আক্রান্ত অস্ত্রসকল, পাশ, পরিঘ এবং প্রস্তর-খণ্ড দেখা যাইল। বীরগণের এই সকল হস্ত কেয়ূর ও অঙ্গাদিভূষণসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ২৩-২৬

আদরণীয় মহারাজ! রক্তে আপ্লুত হইয়া কম্পমান এই সকল হস্তে রণভূমি সেইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ গরুড়-কর্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন পঞ্চমুখবিশিষ্ট সর্পগণের দেহে আচ্ছাদিত হইয়া বসুধা শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ২৭

সুনাসাননকেশান্তৈরব্রণৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈঃ ক্রোধাৎ ক্ষরদ্ভিঃ শোণিতং বহু ॥ ২৮

স চারুমুকুটোষ্ণীষৈর্মণিরত্নবিভূষিতৈঃ।
বিনালনলিনাকারৈর্দিবাকরশশিপ্রভৈঃ ॥ ২৯

হিত-প্রিয়ংবদৈঃ কালে বহুভিঃ পুণ্যগন্ধিভিঃ।
দ্বিষচ্ছিরোভিঃ পৃথিবীং স বৈ তস্তার ফাল্গুনিঃ ॥ ৩০

গন্ধর্বনগরাকারান্ বিধিবৎ কল্পিতান্ রথান্।
বীষামুখান্ দ্বিত্রিবেণূন্ ন্যস্তদণ্ডকবন্ধুরান্ ॥ ৩১

বিজঙ্ঘাকূবরাংস্তত্র বিনেমিদশনানপি।
বিচক্রোপস্করোপস্থান্ ভগ্নোপকরণানপি ॥ ৩২

প্রপাতিতোপস্তরণান্ হতযোধান্ সহস্রশঃ।
শরৈর্বিশকলীকুর্বন্ দিক্ষু সর্বাস্বদৃশ্যত ॥ ৩৩

যাহাদের সুন্দর নাসিকা, সুন্দর মুখ এবং সুন্দর কেশান্ত-ভাগের অক্ষত শোভা যাইতেছিল, যাহাদের কোনরূপ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল না, মনোহর কুণ্ডলসমূহে যাহারা প্রকাশিত হইতেছিল, ক্রোধবশতঃ যাহাদের ওষ্ঠভাগ দাঁতের দ্বারা পিষ্ট ছিল, যাহারা অত্যধিক রক্তধারা বহন করিতেছিল, যাহাদের উপর মনোহর মুকুট ও পাগড়ী শোভা পাইতেছিল, যাহাদের প্রভা সূর্য্য ও চন্দ্র সদৃশ ছিল, যাহারা নালরহিত প্রফুল্ল কমলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল, যাহারা মধ্যে মধ্যে প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিতে-ছিল, যাহাদের সংখ্যা ছিল বহু এবং যাহারা পবিত্র গন্ধে সুবাসিত ছিল, শত্রুগণের সেই সব মস্তকে অভিমন্যু সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮-৩০

এইরূপে অভিমন্যু স্বীয় বাণসমূহে শত্রুগণের গন্ধর্বনগরতুল্য বিশাল ও বিধিপূর্ব্বক সুসজ্জিত বহুসংখ্যক রথকে খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। এই সকল রথের প্রধান ঈষাদণ্ড নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ত্রিবেণু চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। স্তম্ভদণ্ডসকল উৎপাটিত হইয়াছিল। ইহাদের বন্ধনসমূহ শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। এই সকল রথের জঙ্ঘা (নিম্নস্থান) এবং কূবর (জোয়াল রাখিবার কাষ্ঠ) ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। চক্রের উপরিভাগ ও অরা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। চক্র, উপস্কর ও বসিবার আসনসমূহ স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত সামগ্রী ও রথের অবয়ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রথের ছতরী ও আবরণ ভূপাতিত হইয়াছিল এবং এই সব রথের সমস্ত যোদ্ধাই নিহত হইয়াছিল। এইরূপ সহস্র সহস্র রথের অঙ্গ উড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৩১-৩৩

পুনর্দ্বিপান্ দ্বিপারোহান্ বৈজয়ন্ত্যঙ্কুশ ধ্বজান্।
তূণান্ বর্মাণ্যথো কক্ষ্যা গ্রৈবেয়াংশ্চ সকম্বলান্ ॥ ৩৪

ঘণ্টাঃ শুণ্ডাবিষাণাগ্রান্ ছত্রমালাঃ পদানুগান্।
শরৈর্নিশিতধারাগ্রৈঃ শাত্রবাণামশাতয়ৎ ॥ ৩৫

বনায়ুজান্ পর্বতীয়ান কাম্বোজানথ বাহ্লিকান্।
স্থিরবালধিকর্ণাক্ষান্ জবনান্ সাধুবাহিনঃ ॥ ৩৬

আরূঢ়ান্ শিক্ষিতৈর্যোধৈঃ শক্ত্যৃষ্টি-প্রাসযোধিভিঃ।
বিধ্বস্তচামরমুখান্ বিপ্রবিদ্ধপ্রকীর্ণকান্ ॥ ৩৭

নিরস্তজিহ্বানয়নান্ নিষ্কীর্ণান্ত্রযকৃদ্‌ঘনান্।
হতারোহাংশ্ছিন্নঘণ্টান্ ক্রব্যাদগণমোদকান ॥ ৩৮

নিকৃত্তচর্মকবচান্ শকৃন্মূত্রাসৃগাপ্লুতান্।
নিপাতয়ন্নশ্ববরাংস্তাবকান স ব্যরোচত ॥ ৩৯

রথসমূহকে নষ্ট করিয়া অভিমন্যু পুনরায় তীক্ষ্ণধার বাণসকলে শত্রুগণের বহু হস্তী, গজারোহী, ইহাদের পতাকা, অঙ্কুশ, ধ্বজ, তূণীর, কবচ, রজ্জু, কণ্ঠাভরণ, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দন্ত, ছত্র, মালা ও পাদরক্ষকগণকেও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪-৩৫

রাজন্! আপনার বনায়ুজ, পর্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লীক-দেশীয় শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ—যাহারা পুচ্ছ, কর্ণ ও নেত্র নিশ্চল করিয়া ধাবিত হয়, যাহারা বেগবান্ ও আরোহীদের উত্তম কার্য্যের উপযোগী যাহাদের উপর শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসের দ্বারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ সুশিক্ষিত যোদ্ধারা আরোহণ করিয়া আছেন, এই সব অশ্বদিগকে ধরাশায়ী করিতে করিতে একাকী বীর অভিমন্যু একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় অচিন্ত্য ও দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সকল অশ্বের মস্তক ও গলদেশে চামরের ন্যায় বড় বড় কেশসমূহ এবং মুখমণ্ডল বাণসকলের আঘাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহারা সকলেই তখন আহত হইয়া পড়িয়াছিল। বহু অশ্বের মস্তক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কতক অশ্বের জিহ্বা ও নেত্র বাহির হইয়া আসিয়াছিল, অন্ত্র ও যকৃৎ খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল এবং সকলেরই আরোহী যোদ্ধা নিহত হইয়াছিল। ইহাদের গলদেশের ঘুঙ্গুর বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সকল অশ্ব মৃত্যুর অধীনস্থ হইয়া মাংসভক্ষী প্রাণিগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। ইহাদের চামর ও কবচ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল এবং ইহারা মল, মূত্র ও রক্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল ॥

একো বিষ্ণুরিবাচিন্ত্যং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
তথা নির্মথিতং তেন ত্র্যঙ্গং তব বলং মহৎ ॥ ৪০
যথাসুরবলং ঘোরং ত্র্যম্বকেণ মহৌজসা।
কৃত্বা কর্ম রণেঽসহ্যং পরৈরার্জুনিরাহবে ॥ ৪১
অভিনচ্চ পদাত্যোঘাংস্ত্বদীয়ানেব সর্বশঃ।
এবমেকেন তাং সেনাং সৌভদ্রেণ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪২
ভৃশং বিপ্রহতাং দৃষ্ট্বা স্কন্দেনেবাসুরীং চমূম্।
ত্বদীয়াস্তব পুত্রাশ্চ বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ৪৩
সংশুষ্কাস্যাশ্চলন্নেত্রাঃ প্রস্বিন্না রোমহর্ষিণঃ।
পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে ॥ ৪৪
গোত্রনামভিরন্যোন্যং ক্রন্দন্তো জীবিতৈষিণঃ।
হতান্ পুত্রান্ পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ বন্ধূন্ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৪৫
প্রাতিষ্ঠন্ত সমুৎসৃজ্য ত্বরয়ন্তো হয়-দ্বিপান্ ॥৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৬

যেরূপ মহাতেজস্বী ত্রিলোচন ভগবান্ রুদ্রদেব অসুরদের সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ অভিমন্যু রথ, হাতী ও অশ্ব—এই তিন অঙ্গযুক্ত আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥

এইরূপ অর্জুননন্দন অভিমন্যু রণাঙ্গনে শত্রুগণের অসহ্য পরাক্রম করিয়া আপনার পদাতি যোদ্ধাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥

যেরূপ কার্ত্তিকেয় অসুরদিগের সৈন্যবাহিনীকে নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ একমাত্র সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সমস্ত কৌরব-সৈন্যদিগকে সর্ব্বপ্রকারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ সকলে ভীত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য ইঁহাদের মনে অল্পও উৎসাহ ছিল না ॥ ৩৬-৪৪

ইঁহারা জীবনের বাসনা লইয়া নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধবও সম্বন্ধিগণের গোত্র এবং নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পরস্পর ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। সেই সময় আপনার সৈন্যরা এতাদৃশ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা মৃত নিজেদের পুত্র, পিতৃতুল্য সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তি, ভ্রাতা, বন্ধু ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের অশ্ব ও হস্তীদিগকে অতিদ্রুত চালনা করিয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[অভিমন্যোঃ পরাক্রমস্তেনাশ্মকপুত্রস্য বধঃ, শল্যস্য মোহঃ, কৌরবসেনানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
তাং প্রভগ্নাং চমূং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রেণামিতৌজসা।
দুর্য্যোধনো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ স্বয়ং সৌভদ্রমভ্যয়াৎ। ১
ততো রাজানমাবৃত্তং সৌভদ্রং প্রতি সংযুগে।
দৃষ্ট্বা দ্রোণোঽব্রবীদ্ যোধান্ পরীপ্সধ্বং নরাধিপম্ ॥২
পুরাভিমন্যুর্লক্ষ্যং নঃ পশ্যতাং হন্তি বীর্য্যবান্।
তমাদ্রবত মা ভৈষ্ট ক্ষিপ্রং রক্ষত কৌরবম্। ৩

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পরাক্রম, তাঁহার দ্বারা অশ্মকপুত্রের সংহার, শল্যের মোহ এবং কৌরবসৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অমিততেজস্বী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু কৌরবসৈন্য বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া স্বয়ং দুর্য্যোধন সুভদ্রাকুমারের সহিত সম্মুখসমরে মিলিত হইলেন ॥ ১

সেই রণাঙ্গনে রাজা দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর দিকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সমস্ত যোদ্ধাগণকে বলিলেন—বীরগণ! নরপতি দুর্য্যোধনকে তোমরা সর্ব্বদিকে রক্ষা কর ॥ ২

বলবান্ অভিমন্যু আমাদের সাক্ষাতেই নিজের লক্ষ্যভূত রাজা দুর্য্যোধনকে প্রথমেই বধ করিয়া ফেলিবে; অতএব তোমরা সকলে ধাবিত হইয়া গমন কর, ভয় করিও না, শীঘ্রই কুরুবংশীয় দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর ॥ ৩

ততঃ কৃতজ্ঞা বলিনঃ সুহৃদো জিতকাশিনঃ।
ত্রাস্যমানা ভয়াদ্ বীরং পরিবব্রুস্তবাত্মজম্ ॥ ৪
দ্রোণো দ্রৌণিঃ কৃপঃ কর্ণঃ কৃতবর্মা চ সৌবলঃ।
বৃহদ্বলো মদ্ররাজো ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ ॥ ৫
পৌরবো বৃষসেনশ্চ বিসৃজন্তঃ শিতাঞ্শরান্।
সৌভদ্রং শরবর্ষেণ মহতা সমবাকিরন্ ॥ ৬
সম্মোহয়িত্বা তমথ দুর্য্যোধনমমোচয়ন।
আস্যাদ্ গ্রাসমিবাক্ষিপ্তং মমৃষে নার্জ্জুনাত্মজঃ ॥ ৭
তাঞ্শরৌঘেণ মহতা সাশ্ব-সূতান্ মহারথান্।
বিমুখীকৃত্য সৌভদ্রঃ সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৮
তস্য নাদং ততঃ শ্রুত্বা সিংহস্যেবামিষৈষিণঃ।
নামৃষ্যন্ত সুসংরব্ধাঃ পুনর্দ্রোণমুখা রথাঃ ॥ ৯
ত এনং কোষ্ঠকীকৃত্য রথবংশেন মারিষ।
ব্যসৃজন্নিষুজালানি নানালিঙ্গানি সঙ্ঘশঃ ॥ ১০
তানন্তরিক্ষে চিচ্ছেদ পৌত্রস্তে নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তাংশ্চৈব প্রতিবিব্যাধ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১১
ততস্তে কোপিতাস্তেন শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
পরিবব্রুর্জিঘাংসন্তঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্ ॥ ১২
সমুদ্রমিব পর্য্যস্তং ত্বদীয়ং তং বলার্ণবম্।
দধারৈকোঽর্জ্জুনির্বাণৈর্বেলেব ভরতর্ষভ ॥ ১৩
শূরাণাং যুধ্যমানানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্।
অভিমন্যোঃ পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্‌মুখঃ ॥১৪
তস্মিংস্তু ঘোরে সংগ্রামে বর্তমানে ভয়ঙ্করে।
দুঃসহো নবভির্বাণৈরভিমন্যুমবিধ্যত ॥ ১৫
দুঃশাসনো দ্বাদশভিঃ কৃপঃ শারদ্বতস্ত্রিভিঃ।
দ্রোণস্তু সপ্তদশভিঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ১৬
বিবিংশতিস্তু সপ্তত্যা কৃতবর্মা স সপ্তভিঃ।
বৃহদ্বলস্তথাষ্টাভিরশ্বত্থামা চ সপ্তভিঃ ॥ ১৭
ভূরিশ্রবাস্ত্রিভির্বাণৈর্মদ্রেশঃ ষড়্‌ভিরাশুগৈঃ।
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং শকুনিস্ত্রিভির্দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥১৮

মহারাজ! তদনন্তর অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণ, বলবান্, হিতৈষী ও বিজয়শীল যোদ্ধারা (রক্ষার জন্য) আপনার বীর পুত্রকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন, যদিও তাঁহারা অভিমন্যুর ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৪

দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, কৃতবর্মা, সুবলপুত্র শকুনি বৃহদ্বল, মদ্ররাজ শল্য, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, পৌরব ও বৃষসেন— ইঁহারা সকলে অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া অভিমন্যুকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬

এইভাবে তাঁহাকে মোহিত করিয়া বীর যোদ্ধারা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়া লইলেন। ইহাতে মনে হইল—মুখ হইতে গ্রাস অপহৃত হইয়া পড়িল, কিন্তু অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৭

তখন ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণের দ্বারা সেই মহারথীদিগকে সারথি ও অশ্বগণসহ যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সিংহের গর্জনের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মাংসাশী সিংহসদৃশ অভিমন্যুর এই গর্জন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণাদি মহারথী বীরবৃন্দ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥৯

আর্য্য! তখন সেই মহারথী বীরগণ রথসমূহের দ্বারা তাঁহাকে কোষ্ঠে আবদ্ধ করিবার ন্যায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর নানাপ্রকার চিহ্নযুক্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১০

কিন্তু আপনার সেই বীর পৌত্র অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শত্রুগণের ঐ সকল বাণকে আকাশপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং এই মহারথীদিগকে আহতও করিলেন—ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গেল ॥ ১১

সেই সময় অভিমন্যুকর্তৃক বাণাবিদ্ধ এই সব যোদ্ধারা বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা অপরাজিত বীর অভিমন্যুকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে আবৃত করিলেন ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ উত্তাল সমুদ্রকে তীরভূমি রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্য-সাগরকে একাকী অর্জুনকুমার অভিমন্যু প্রতিরোধ করিলেন ॥ ১৩

সেই সময় পরস্পরের উপর অস্ত্রপ্রহারকারী যুদ্ধরত বিপক্ষীয় বীরগণ এবং অভিমন্যু কেহই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্‌মুখ হইলেন না ॥১৪

এইভাবে তখন অতিশয় ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে আপনার পুত্র দুঃসহ নয়, দুঃশাসন বার, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য তিন এবং দ্রোণাচার্য্য বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর সতেরটি বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫-১৬

এইরূপে বিবিংশতি সত্তর, কৃতবর্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ শল্য ছয়, শকুনি দুই এবং রাজা দুর্য্যোধন তিন বাণে অভিমন্যুকে আহত করিলেন ॥১৭-১৮

স তু তান্ প্রতিবিব্যাধ ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
নৃত্যন্নিব মহারাজ চাপহস্তঃ প্রতাপবান্॥ ১৯
ততোঽভিমন্যুঃ সংক্রুদ্ধস্ত্রাস্যমানস্তবাত্মজৈঃ।
বিদর্শয়ন্ বৈ সুমহচ্ছিক্ষৌরসকৃতং বলম্॥ ২০
গরুডানিলরংহোভির্যন্তুর্বাক্যকরৈর্হয়ৈঃ।
দান্তৈরশ্মকদায়াদস্ত্বরমাণো হ্যবারয়ৎ॥ ২১
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
তস্যাভিমন্যুর্দশভির্হয়ান্ সূতং ধ্বজং শরৈঃ॥ ২২
বাহূ ধনুঃ শিরশ্চোর্ব্যাং স্ময়মানোঽভ্যপাতয়ৎ।
ততস্তস্মিন্ হতে বীরে সৌভদ্রেণাশ্মকেশ্বরে॥ ২৩
সঞ্চচাল বলং সর্বং পলায়নপরায়ণম্।
ততঃ কর্ণঃ কৃপো দ্রোণো দ্রৌণির্গান্ধাররাট্ শলঃ॥ ২৪
শল্যো ভূরিশ্রবাঃ ক্রাথঃ সোমদত্তো বিবিংশতিঃ।
বৃষসেনঃ সুষেণশ্চ কুণ্ডভেদী প্রতর্দনঃ॥ ২৫
বৃন্দারকো ললিত্থশ্চ প্রবাহুর্দীর্ঘলোচনঃ।
দুর্য্যোধনশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্॥ ২৬
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসৈরভিমন্যুরজিহ্মগৈঃ।
শরমাদত্ত কর্ণায় বর্মকায়াবভেদিনম্॥ ২৭
তস্য ভিত্ত্বা তনুত্রাণং দেহং নির্ভিদ্য চাশুগঃ।
প্রাবিশদ্ ধরণীং বেগাদ্ বল্মীকমিব পন্নগঃ॥ ২৮
স তেনাতিপ্রহারেণ ব্যথিতো বিহ্বলন্নিব।
সঞ্চচাল রণে কর্ণঃ ক্ষিতিকম্পে যথাচলঃ॥ ২৯
তথান্যৈর্নিশিতৈর্বাণৈঃ সুষেণং দীর্ঘলোচনম্।
কুণ্ডভেদিঞ্চ সংক্রুদ্ধস্ত্রিভিস্ত্রীনবধীদ্ বলী॥ ৩০
কর্ণস্তং পঞ্চবিংশত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ।
অশ্বত্থামা চ বিংশত্যা কৃতবর্মা চ সপ্তভিঃ॥ ৩১
স শরাচিতসর্বাঙ্গঃ ক্রুদ্ধঃ শক্রাত্মজাত্মজঃ।
বিচরন্ দদৃশে সৈন্যে পাশহস্ত ইবান্তকঃ॥ ৩২
শল্যঞ্চ শরবর্ষেণ সমীপস্থমবাকিরৎ।
উদক্রোশন্মহাবাহুস্তব সৈন্যানি ভীষয়ন্॥ ৩৩

মহারাজ! সেই সময় হাতে ধনু লইয়া প্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই চারিদিকে ঘুরিয়া এই সব মহারথী বীরবৃন্দকে তিনটি তিনটি বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন॥ ১৯

তখন আপনার সকল পুত্রগণ একত্রে মিলিয়া অভিমন্যুকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তিনি যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং নিজের অস্ত্রশিক্ষা ও হৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বল দেখাইতে লাগিলেন॥ ২০

এই সময় অশ্মকের পুত্র সারথির বাক্য পালনকারী, গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগগামী এবং সুশিক্ষিত অশ্বগণের দ্বারা তীব্রগতিতে রণস্থলে আসিয়া অভিমন্যুকে রুদ্ধ করিলেন এবং দশটি বাণ বিদ্ধ করিলেন। তারপর বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও॥

তখন অভিমন্যু হাস্য করিতে করিতেই অশ্মকপুত্রের অশ্বগণ, সারথি, ধ্বজ, বাহুদ্বয়, ধনু ও মস্তক দশটি বাণের দ্বারা ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন॥

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু কর্তৃক বীর অশ্মকপুত্র নিহত হইলে আপনার সকল সৈন্যই বিচলিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল॥

তদনন্তর কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, গান্ধাররাজ শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দ্দন, বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহু, দীর্ঘলোচন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন অভিমন্যুর উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ২১-২৬

এই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া অভিমন্যু কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এমন এক বাণ গ্রহণ করিলেন, যাহা তাঁহার কবচ ও দেহকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল॥ ২৭

যেরূপ সর্প বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ অভিমন্যু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ কর্ণের শরীর ও কবচ বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল॥ ২৮

যেরূপ ভূমিকম্প আরম্ভ হইলে পর্ব্বতও দুলিতে থাকে, সেইরূপ এই অত্যন্ত গুরুতর আঘাতে ব্যথিত ও যেন বিহ্বল হইয়াই কর্ণ সেই রণাঙ্গনে বিচলিত হইয়া উঠিলেন॥ ২৯

তারপর বলবান্ অভিমন্যু অত্যন্ত কুপিত হইয়া অন্য তীক্ষ্ণধার তিনটি বাণে সুষেণ, দীর্ঘলোচন ও কুণ্ডভেদী—এই তিন বীরকে আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩০

তখন কর্ণ পঁচিশ, অশ্বত্থামা বিশ এবং কৃতবর্ম্মা সাতটি নারাচের দ্বারা আঘাত করিলেন॥ ৩১

যদিও সেই সময় ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সমস্ত অঙ্গই বাণে বাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পাশহস্ত যমরাজের ন্যায় শত্রু-সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৩২

রাজা শল্য অভিমন্যুর পার্শ্বেই ছিলেন, তখন এই মহাবাহু বীর অভিমন্যু শল্যের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ততঃ স বিদ্ধোঽস্ত্রবিদা মর্ম্মভিদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
শল্যো রাজন্ রথোপস্থে নিষসাদ মুমোহ চ ॥ ৩৪
তং হি দৃষ্ট্বা তথা বিদ্ধং সৌভদ্রেণ যশস্বিনা।
সম্প্রাদ্রবচ্চমূঃ সর্বা ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৫
সম্প্রেক্ষ্য তং মহাবাহুং রুক্মপুঙ্খৈঃ সমাবৃতম্।
ত্বদীয়াঃ প্রপলায়ন্তে মৃগাঃ সিংহার্দিতা ইব ॥ ৩৬

স তু রণযশসাভিপূজ্যমানঃ
পিতৃ-সুর-চারণ-সিদ্ধ-যক্ষসঙ্ঘৈঃ।
অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈ-
রতিবিবভৌ হুতভুগ্ যথাজ্যসিক্তঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

তিনি আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে থাকিলেন। ৩৩

রাজন্! অস্ত্রজ্ঞ অভিমন্যু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া রাজা শল্য রথে বসিবার আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। ৩৪

যশস্বী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু কর্তৃক শল্যকে এইভাবে বাণবিদ্ধ হইতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করিল। ৩৫

মহাবাহু শল্যকে অভিমন্যুর সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই সিংহপীড়িত মৃগগণের ন্যায় তীব্র বেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। ৩৬

দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ, চারণ ও সিদ্ধসকল, যক্ষগণ, ভূতলবর্ত্তী ভূতসমুদয় কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া যুদ্ধবিষয়ক সুযশে প্রকাশিত অভিমন্যু ঘৃতধারায় অভিষিক্ত অগ্নিদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনা শল্যভ্রাতুর্বধো দ্রোণাচার্য্যস্য রথসেনানাং পলায়নঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
তথা প্রমথমানং তং মহেষ্বাসানজিহ্মগৈঃ।
আর্জুনিং মামকাঃ সংখ্যে কে ত্বেনং সমবারয়ন্ ॥ ১
সঞ্জয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ কুমারস্য রণে বিক্রীড়িতং মহৎ।
বিভিৎসতো রথানীকং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্ ॥ ২

মদ্রেশং সাদিতং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রেণাশুগৈ রণে।
শল্যাদবরজঃ ক্রুদ্ধঃ কিরন্ বাণান্ সমভ্যয়াৎ ॥ ৩
স বিদ্ধ্বা দশভির্বাণৈঃ সাশ্ব-যন্তারমার্জুনিম্।
উদক্রোশন্মহাশব্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৪
তস্যার্জুনিঃ শিরোগ্রীবং পাণিপাদং ধনুর্হয়ান্।
ছত্রং ধ্বজং নিয়ন্তারং ত্রিবেণুং তল্পমেব চ ॥ ৫

৩৮শ অধ্যায়।

[অভিমন্যু কর্তৃক শল্যের ভ্রাতাকে সংহার এবং দ্রোণাচার্য্যের রথী সৈন্যদের পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! অর্জ্জুনকুমার অভিমন্যু যখন এইভাবে নিজের বাণসমূহের দ্বারা প্রধান প্রধান ধনুর্দ্ধর বীরগণকেও মথিত করিতে লাগিলেন, তখন আমার পক্ষের কোন্ যোদ্ধারা তাহাকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়াছিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রণাঙ্গনে কুমার অভিমন্যুর বিশাল রণক্রীড়ার বর্ণনা শ্রবণ করুন। তিনি দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক সুরক্ষিত রথী সৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ২

সুভদ্রাকুমার রণাঙ্গনে স্বীয় শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা আহত করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুপিতচিত্তে বাণবর্ষণ করিতে করিতে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। ৩

তিনি তখন দশটি বাণে অশ্বগণ ও সারথি সহ অভিমন্যুকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তীব্রস্বরে গর্জন করিলেন এবং বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ৪

সেই সময় শীঘ্রতা সহকারে হস্ত চালাইতে নিপুণ অর্জ্জুননন্দন

চক্রং যুগঞ্চ তূণীরং হ্যনুকর্ষঞ্চ সায়কৈঃ।
পতাকাং চক্রগোপ্তারৌ সর্বোপকরণানি চ ॥ ৬
লঘুহস্তঃ প্রচিচ্ছেদ দদৃশে তং ন কশ্চন।
স পপাত ক্ষিতৌ ক্ষীণঃ প্রবিদ্ধাভরণাম্বরঃ ॥ ৭
বায়ুনেব মহাশৈলঃ সম্ভগ্নোঽমিততেজসা।
অনুগাস্তস্য বিত্রস্তাঃ প্রাদ্রবন্ সর্বতো দিশঃ ॥ ৮
আর্জুনেঃ কর্ম তদ্ দৃষ্ট্বা সম্প্রণেদুঃ সমন্ততঃ।
নাদেন সর্বভূতানি সাধু সাধ্বিতি ভারত ॥ ৯
শল্যভ্রাতর্যথারুগ্নে বহুশস্তস্য সৈনিকাঃ।
কুলাধিবাসনামানি শ্রাবয়ন্তোঽর্জুনাত্মজম্ ॥ ১০
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
রথৈরশ্বৈর্গজৈশ্চান্যে পত্তিভিশ্চান্যে বলোৎকটাঃ ॥ ১১
বাণশব্দেন মহতা রথনেমিস্বনেন চ।
হুঙ্কারৈঃ ক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টৈঃ সিংহনাদৈঃ সগর্জিতৈঃ ॥১২
জ্যাতলত্রস্বনৈরন্যে গর্জন্তোঽর্জুননন্দনম্।
ব্রুবন্তশ্চ ন নো জীবন্ মোক্ষ্যসে জীবিতাদিতি ॥ ১৩
তাংস্তথা ব্রুবতো দৃষ্ট্বা সৌভদ্রঃ প্রহসন্নিব।
যো যোঽস্মৈ প্রাহরৎ পূর্বং তং তং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥১৪
সন্দর্শয়িষ্যন্নস্ত্রাণি বিচিত্রাণি লঘূনি চ।
আর্জুনিঃ সমরে শূরো মৃদুপূর্বমযুধ্যত ॥ ১৫
বাসুদেবাদুপাত্তং যদস্ত্রং যচ্চ ধনঞ্জয়াৎ।
অদর্শয়ত তৎ কার্ষ্ণিঃ কৃষ্ণাভ্যামবিশেষবৎ ॥ ১৬
দূরমস্য গুরুং ভারং সাধ্বসঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
সন্দধদ্ বিসৃজংশ্চেষূন্ নির্বিশেষমদৃশ্যত ॥ ১৭
চাপমণ্ডলমেবাস্য বিস্ফুরদ্ দিক্ষ্বদৃশ্যত।
সুদীপ্তস্য শরৎকালে সবিতুর্মণ্ডলং যথা ॥ ১৮
জ্যাশব্দঃ শুশ্রুবে তস্য তলশব্দশ্চ দারুণঃ।
মহাশনিমুচঃ কালে পয়োদস্যেব নিঃস্বনঃ ॥১৯

নিজের বাণসমূহে শল্যের ভ্রাতার মস্তক, গ্রীবা, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, ধনু, অশ্বগণ, ছত্র, ধ্বজ, সারথি, ত্রিবেণু, শয্যা, চক্র, যুগ (জোয়াল), তূণ, অনুকর্ষ, পতাকা, চক্ররক্ষক এবং যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ সামগ্রী কাটিয়া ফেলিলেন। যেরূপ বায়ুর বেগে কোন বিশাল পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ অমিততেজস্বী অভিমন্যুর অস্ত্রাঘাতে শল্যরাজের ভ্রাতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইলেন। তখন তাঁহার বস্ত্র ও আভরণ সকলও খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

ইহা দেখিয়া তাঁহার অনুগামী যোদ্ধারা ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ভারত! অর্জুনকুমারের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে 'সাধুবাদ' প্রদান পূর্ব্বক চারিদিকে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। ৫-৯

শল্যের ভ্রাতা নিহত হইলে পর তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য নিজেদের বংশ ও নিবাস স্থানের নাম শুনাইতে শুনাইতে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করত অর্জুননন্দন অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন।

বহু বীর রথ, অশ্ব ও হাতীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। অন্য বহুসংখ্যক প্রচণ্ড বলশালী যোদ্ধা পদব্রজেই দৌড়াইয়া আসিলেন। বাণসমূহের শন্‌শন্ শব্দ, রথচক্রসকলের ঘর্ঘর তীব্র শব্দ, হুঙ্কার, কোলাহল, আহ্বান, সিংহনাদ, গর্জন, ধনুর টঙ্কার ধ্বনি এবং হস্তত্রাণের চট্ চটাচট্ শব্দের সহিত তর্জন গর্জন করিতে করিতে অন্যান্য বহুসংখ্যক যোদ্ধাও অর্জুনপুত্রকে এই কথা বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, আমরা তোমাকে এখন জীবিত ছাড়িব না। তোমাকে এখন অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। ১০-১৩

ইঁহাদিগকে এই কথা বলিতে দেখিয়া সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে যে যে যোদ্ধারা প্রথমে তাঁহাকে অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ১৪

বীরবর অর্জুননন্দন সমরাঙ্গণে স্বীয় বিচিত্র ও শীঘ্রগামী অস্ত্রসমূহের প্রয়োগ দেখাইতে দেখাইতে প্রথমে মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন হইতে অভিমন্যু যে যে অস্ত্রসকল লাভ করিয়াছিলেন, সেই সেই অস্ত্র সকলকে তিনি তাঁহাদের উভয়েরই ন্যায় যুদ্ধস্থলে প্রয়োগ দেখাইতে লাগিলেন। ১৬

গুরু (অতিশয় ভারী) ভার ও ভয় ইঁহার দূর হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই সময় পুনঃ পুনঃ বাণসন্ধান এবং নিক্ষেপ করিতে থাকিলে কেবল একভাবেই দৃষ্ট হইতেছিলেন। ১৭

যেরূপ শরৎকালে অতিশয় প্রদীপ্ত সূর্য্যদেবের মণ্ডল দেখা যায়, সেইরূপ অভিমন্যুর মণ্ডলাকার ধনুটিকে চারিদিকেই যেন উদ্ভাসিত হইতে দেখা যাইল। ১৮

ইঁহার ধনুর গুণ এবং হস্ততলের শব্দ বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর বজ্রপাতকারী মেঘের গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শুনা যাইতেছিল। ১৯

হ্রীমানমর্ষী সৌভদ্রো মানকৃৎ প্রিয়দর্শনঃ।
সম্মিমানয়িষুর্বীরানিষ্বস্ত্রৈশ্চাপ্যযুধ্যত ॥ ২০
মৃদুর্ভূত্বা মহারাজ দারুণঃ সমপদ্যত।
বর্ষাভ্যতীতো ভগবাঞ্চরদীব দিবাকরঃ ॥ ২১
শরান্ বিচিত্রান্ সুবহূন্ রুক্মপুঙ্খাঞ্ছিলাশিতান্।
মুমোচ শতশঃ ক্রুদ্ধো গভস্তীনিব ভাস্করঃ ॥ ২২
ক্ষুরপ্রৈর্বৎসদন্তৈশ্চ বিপাঠৈশ্চ মহাযশাঃ।
নারাচৈরথ চন্দ্রার্দ্ধৈর্ভল্লৈরঞ্জলিকৈরপি ॥ ২৩
অবাকিরদ্ রথানীকং ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ।
ততস্তৎসৈন্যমভবদ্ বিমুখং শরপীড়িতম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

লজ্জাশীল, অমর্ষপূর্ণ, অপরকে মানদানকারী এবং দেখিতে সকলেরই প্রিয় সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু বিপক্ষ বীরগণের সম্মানদানের জন্যই ধনুর্বাণ ধারণ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ২০

মহারাজ! যেরূপ বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলে শরৎকালে ভগবান্ সূর্য্যদেব প্রচণ্ড হইয়া উঠেন, সেইরূপ অভিমন্যু প্রথমে মৃদু থাকিলেও পরে শত্রুগণের পক্ষে অতিশয় উগ্র হইয়া উঠিলেন ॥ ২১

যেরূপ সূর্য্যদেব নিজ শত শত কিরণাবলিকে চারিদিকেই বিচ্ছুরিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুপিত অভিমন্যু শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত, সুবর্ণময় পক্ষভূষিত ও শত শত বিচিত্র বহুসংখ্যক বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই মহাযশস্বী বীর অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার রথসৈন্যদের উপর ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ, ভল্ল এবং আঞ্জলিকাদি অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সেই সৈন্যগণ উক্ত বাণসমূহে পীড়িত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২৩-২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণাভিমন্যুপরাক্রমস্য প্রশংসা, দুর্য্যোধনাজ্ঞয়াভিমন্যুনা সহ দুঃশাসনস্য যুদ্ধারম্ভশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দ্বৈধীভবতি মে চিত্তং হ্রিয়া তুষ্ট্যা চ সঞ্জয়।
মম পুত্রস্য যৎ সৈন্যং সৌভদ্রঃ সমবারয়ৎ ॥ ১
বিস্তরেণৈব মে শংস সর্ব্বং গাবল্গণে পুনঃ।
বিক্রীড়িতং কুমারস্য স্কন্দস্যেবাসুরৈঃ সহ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

হন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি বিমর্দমতিদারুণম্।
একস্য চ বহূনাঞ্চ যথাসীৎ তুমুলো রণঃ ॥ ৩
অভিমন্যুঃ কৃতোৎসাহঃ কৃতোৎসাহানরিন্দমান্।
রথস্থো রথিনঃ সর্ব্বাংস্তাবকানভ্যবর্ষয়ৎ ॥ ৪

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক অভিমন্যুর পরাক্রমের প্রশংসা এবং দুর্য্যোধনের আদেশে অভিমন্যুর সহিত দুঃশাসনের যুদ্ধ আরম্ভ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু যে আমার সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করিয়া ফেলিল; ইহা শুনিয়া লজ্জা ও প্রসন্নতা—এই উভয়ে আমার চিত্ত উভয় অবস্থা প্রাপ্ত (অথবা বিধাগ্রস্ত) হইল ॥ ১

গবল্গণপুত্র! যেরূপ কুমার কার্ত্তিকেয় অসুরগণের সহিত রণক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ কুমার অভিমন্যু যে রণক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা তুমি আমাকে সবিস্তারে বল ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আমি অত্যন্ত খেদের সহিত আপনার সেই মহাভয়ঙ্কর জনক্ষয়ের বৃত্তান্ত বলিতেছি, যেখানে এক বীরের বহুসংখ্যক মহারথী বীরের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩

অভিমন্যু যুদ্ধের জন্য অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। তিনি রথে উপবেশন করিয়া আপনার উৎসাহশালী শত্রুদমন সমস্ত রথী বীরগণের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

দ্রোণং কর্ণং কৃপং শল্যং দ্রৌণিং ভোজং বৃহদ্বলম্।
দুর্য্যোধনং সৌমদত্তিং শকুনিঞ্চ মহাবলম্॥ ৫
নানানৃপান্ নৃপসুতান্ সৈন্যানি বিবিধানি চ।
অলাতচক্রবৎ সর্বাংশ্চরন্ বাণৈঃ সমার্পয়ৎ॥ ৬
নিঘ্নন্নমিত্রান্ সৌভদ্রঃ পরমাস্ত্রৈঃ প্রতাপবান্।
অদর্শয়ত তেজস্বী দিক্ষু সর্বাসু ভারত॥ ৭
তদ্ দৃষ্ট্বা চরিতং তস্য সৌভদ্রস্যামিতৌজসঃ।
সমকম্পন্ত সৈন্যানি ত্বদীয়ানি সহস্রশঃ॥ ৮
অথাব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
হর্ষেণোৎফুল্লনয়নঃ কৃপমাভাষ্য সত্বরম্॥ ৯
ঘট্টয়ন্নিব মর্মাণি পুত্রস্য তব ভারত।
অভিমন্যুং রণে দৃষ্ট্বা তদা রণবিশারদম্॥ ১০
এষ গচ্ছতি সৌভদ্রঃ পার্থানাং প্রথিতো যুবা।
নন্দয়ন্ সুহৃদঃ সর্বান্ রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্॥ ১১
নকুলং সহদেবঞ্চ ভীমসেনঞ্চ পাণ্ডবম্।
বন্ধূন্ সম্বন্ধিনশ্চান্যান্ মধ্যস্থান্ সুহৃদস্তথা॥ ১২
নাস্য যুদ্ধে সমং মন্যে কঞ্চিদন্যং ধনুর্ধরম্।
ইচ্ছন্ হন্যাদিমাং সেনাং কিমর্থমপি নেচ্ছতি॥ ১৩
দ্রোণস্য প্রীতিসংযুক্তং শ্রুত্বা বাক্যং তবাত্মজঃ।
আর্জুনিং প্রতি সংক্রুদ্ধো দ্রোণং দৃষ্ট্বা স্ময়ন্নিব॥ ১৪
অথ দুর্য্যোধনঃ কর্ণমব্রবীদ্ বাহ্লীকং নৃপঃ।
দুঃশাসনং মদ্ররাজং তাংস্তথান্যান্ মহারথান্॥ ১৫
সর্বমূর্ধাভিষিক্তানামাচার্য্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
অর্জুনস্য সুতং মূঢ়ং নায়ং হন্তুমিহেচ্ছতি॥ ১৬
ন হ্যস্য সমরে মুচ্যেদন্তকোঽপ্যাততায়িনঃ।
কিমঙ্গং পুনরেবাঽন্যা মর্ত্যাঃ সত্যং ব্রবীমি বঃ॥ ১৭
অর্জুনস্য সুতং ত্বেষ শিষ্যত্বাদভিরক্ষতি।
শিষ্যাঃ পুত্রাশ্চ দয়িতাস্তদপত্যঞ্চ ধর্মিণাম্॥ ১৮

দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা, বৃহদ্বল, দুর্য্যোধন, ভূরিশ্রবা, মহাবল শকুনি, বহুসংখ্যক নরপতি ও রাজকুমার এবং তাঁহাদের নানাপ্রকার সৈন্যবাহিনীর উপর অভিমন্যু অলাতচক্রের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বাণসমূহ প্রহার করিতেছিলেন। ৫-৬

ভারত! প্রতাপশালী ও তেজস্বী বীর সুভদ্রানন্দন নিজের দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে নাশ করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। ৭

অমিততেজস্বী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর এই চরিত্র দেখিয়া আপনার সহস্র সহস্র সৈন্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ৮

তদনন্তর পরম বুদ্ধিমান্ ও প্রতাপশালী বীর দ্রোণাচার্য্যের নেত্র হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভারত! তিনি যুদ্ধবিশারদ অভিমন্যুকে যুদ্ধে অবস্থিত দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতে করিতেই যেন সেই সময় অতি সত্বর কৃপাচার্য্যকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন। ৯-১০

এই পার্থবংশের (কুন্তীপুত্রকুলের) প্রসিদ্ধ তরুণ বীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু নিজের সমস্ত সুহৃদ্গণকে এবং রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, অন্যান্য ভ্রাতাদি বন্ধুবর্গ, সম্বন্ধী ও মধ্যস্থ সুহৃদ্গণকে আনন্দদান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। ১১-১২

আমি অন্য কোনও ধনুর্দ্ধর বীরকে ইহার সদৃশ বীর বলিয়া মনে করি না। যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকেই বিনাশ করিতে পারিবে; কিন্তু জানি না, কেন সে এরূপ ইচ্ছা করিতেছে না। ১৩

অভিমন্যুর সম্বন্ধে দ্রোণাচার্য্যের এই প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যসহকারে কর্ণ, বাহ্লীক, দুঃশাসন, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্যান্য মহারথীদিগকে বলিলেন। ১৪-১৫

এই সমস্ত মূর্দ্ধাভিষিক্ত নৃপগণের আচার্য্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ দ্রোণ অর্জ্জুনের এই মূঢ় পুত্রকে বধ করিতে অভিলাষী নন্। ১৬

বীরগণ! আমি আপনাদের এই সত্য কথা বলিতেছি যে, যদি ইনি যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে ইঁহার সম্মুখে যদি সাক্ষাৎ যমরাজও উপস্থিত হন; তাহা হইলে তিনি ইঁহার নিকটে অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ না, এরূপ স্থলে মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যদিগের কথা আর কি বলিবার আছে? ১৭

কিন্তু ইনি অর্জ্জুনের পুত্রকে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন; কারণ, অর্জ্জুন ইঁহার শিষ্য। শিষ্য আর পুত্র ইহারা উভয়ে ত' সকলেরই প্রিয়; এমন কি ইহাদের সন্তানগণও ধর্ম্মাত্মা পুরুষের প্রিয় হইয়া থাকে। ১৮

সংরক্ষ্যমাণো দ্রোণেন মন্যতে বীর্য্যমাত্মনঃ ।
আত্মসম্ভাবিতো মূঢ়স্তং প্রমথ্নীত মা চিরম্ ॥১৯

এবমুক্তাস্তু তে রাজ্ঞা সাত্বতীপুত্রমভ্যয়ুঃ ।
সংরব্ধাস্তে জিঘাংসন্তো ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ ॥ ২০

দুঃশাসনস্তু তচ্ছ্রুত্বা দুর্য্যোধনবচস্তদা ।
অব্রবীৎ কুরুশার্দূল দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥২১

অহমেনং হনিষ্যামি মহারাজ ব্রবীমি তে ।
মিষতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ২২

গ্রসিষ্যাম্যদ্য সৌভদ্রং যথা রাহুর্দিবাকরম্ ।
উৎক্রুশ্য চাব্রবীদ্ বাক্যং কুরুরাজমিদং পুনঃ ॥ ২৩

শ্রুত্বা কৃষ্ণৌ ময়া গ্রস্তং সৌভদ্রমতিমানিনৌ ।
গমিষ্যতঃ প্রেতলোকং জীবলোকান্ন সংশয়ঃ ॥ ২৪

তৌ চ শ্রুত্বা মৃতৌ ব্যক্তং পাণ্ডোঃ ক্ষেত্রোদ্ভবাঃ সুতাঃ ।
একাহ্না সসুহৃদ্বর্গাঃ ক্লৈব্যাদ্ধাস্যন্তি জীবিতম্ ॥ ২৫

তস্মাদস্মিন্ হতে শত্রৌ হতাঃ সর্ব্বেঽহিতাস্তব ।
শিবেন মাং ধ্যাহি রাজন্নেষ হন্মি রিপুং তব ॥ ২৬

এবমুক্ত্বা ননদদ্ রাজন্ পুত্রো দুঃশাসনস্তব ।
সৌভদ্রমভ্যয়াৎ ক্রুদ্ধঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ২৭

তমতিক্রুদ্ধমায়ান্তং তব পুত্রমরিন্দমঃ ।
অভিমন্যুঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ষড়্‌বিংশত্যা সমার্পয়ৎ ॥ ২৮

দুঃশাসনস্তু সংক্রুদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ।
অযোধয়ত সৌভদ্রমভিমন্যুশ্চ তং রণে ॥ ২৯

তৌ মণ্ডলানি চিত্রাণি রথাভ্যাং সব্য-দক্ষিণাম্ ।
চরমাণাবযুধ্যেতাং রথশিক্ষাবিশারদৌ ॥ ৩০

এই অভিমন্যু দ্রোণাচার্য কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে বলিয়া সে যুদ্ধে নিজের বল ও পরাক্রমের অভিমান করিতেছে। এই মূর্খ অভিমন্যু অকারণ আত্মশ্লাঘাকারী, সুতরাং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ১৯

রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর সেই সকল বীরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে বধ করিবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্যকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২০

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই সময় দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২১

মহারাজ! আমি আপনাকে (প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক) বলিতেছি যে, আমি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সাক্ষাতেই এই অভিমন্যুকে বধ করিব ॥ ২২

যেরূপ রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ আমি সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে গ্রাস করিয়া লইব। এই কথা বলিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে পুনরায় কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩

সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে আমার দ্বারা কাল-কবলিত হইতে শুনিয়া অত্যন্ত অভিমানী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই জীবলোক হইতে প্রেতলোকে গমন করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৪

ইঁহাদের দুইজনকে (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে) নিহত শুনিয়া পাণ্ডুর ক্ষেত্রে উৎপন্ন অন্য চারিজন পাণ্ডব কাপুরুষতা-বশতঃ নিজের সুহৃদ্বর্গের সহিত একই দিনে প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ২৫

অতএব এই আমাদের একমাত্র শত্রু অভিমন্যু নিহত হইলেই আপনার সমস্ত অন্য শত্রুরাও স্বতই নষ্ট হইয়া যাইবে। রাজন্! আপনি আমার কল্যাণ কামনা করুন। এই আমি এখনই আপনার শত্রুদিগকে বধ করিবে ॥ ২৬

মহারাজ! এই কথা বলিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন ॥ ২৭

আপনার পুত্র দুঃশাসনকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া শত্রুদমন অভিমন্যু ছাব্বিশটি তীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

মদধারাবাহী গজরাজ-সদৃশ ক্রুদ্ধ দুঃশাসন সেই রণাঙ্গনে অভিমন্যুর সহিত এবং অভিমন্যু দুঃশাসনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

রথ-যুদ্ধে নিপুণ এই উভয় যোদ্ধাই রথের দ্বারা দক্ষিণে বামে বিচিত্র মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩০

অথ পণব-মৃদঙ্গ-দুন্দুভীনাং
ক্রকচ-মহানক-ভেরি-ঝর্ঝরাণাম্।
নিনদমতিভৃশং নরাঃ প্রচক্রু-
র্লবণজলোদ্ভবসিংহনাদমিশ্রম্ ॥ ৩১

সেই সময় বাদ্যবাদকগণ ঢোল, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রকচ, বড় ঢোল, ভেরি ও ঝর্ঝরসকলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন। ইহার সহিত শঙ্খ ও সিংহনাদের ধ্বনিও মিলিত হইয়াছিল ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি দুঃশাসনযুদ্ধে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে দুঃশাসনের একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনা দুঃশাসনস্য কর্ণস্য চ পরাজয়ঃ]

সঞ্জয় উবাচ।

(ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
তস্মিন্ কালে মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥
সশরং কার্ম্মুকং ছিত্বা লাঘবেন ব্যপাতয়ৎ।
দুঃশাসনং শরৈর্ঘোরৈঃ সন্ততক্ষ সমন্ততঃ ॥)
শরবিক্ষতগাত্রং তু প্রত্যমিত্রমবস্থিতম্।
অভিমন্যুঃ স্ময়ন্ ধীমান্ দুঃশাসনমথাব্রবীৎ ॥ ১
দিষ্ট্যা পশ্যামি সংগ্রামে মানিনং শূরমাগতম
নিষ্ঠুরং ত্যক্তধর্মাণমাক্রোশনপরায়ণম্ ॥
যৎ সভায়াং ত্বয়া রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য শৃণ্বতঃ।
কোপিতঃ পরুষৈর্বাক্যৈর্ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩
জয়োন্মত্তেন ভীমশ্চ বহ্ববদ্ধং প্রভাষিতঃ।
অক্ষকূটং সমাশ্রিত্য সৌবলস্যাত্মনো বলম্ ॥ ৪
তৎ ত্বয়েদমনুপ্রাপ্তং তস্য কোপান্মহাত্মনঃ।
পরবিত্তাপহারস্য ক্রোধস্যাপ্রশমস্য চ ॥ ৫
লোভস্য জ্ঞাননাশস্য দ্রোহস্যাত্যাহিতস্য চ।
পিতৄণাং মম রাজ্যস্য হরণস্যোগ্রধন্বিনাম্ ॥ ৬
তৎ ত্বয়েদমনুপ্রাপ্তং প্রকোপাদ্ বৈ মহাত্মনাম্।
স তস্যোগ্রমধর্মস্য ফলং প্রাপ্নুহি দুর্মতে ॥ ৭

চত্বারিংশ অধ্যায়

[অভিমন্যু কর্ত্তৃক দুঃশাসন ও কর্ণের পরাজয়।]

(সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সেই সময় শত্রুবীরগণের সংহারকারী মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু অতিশয় দক্ষতার সহিত দুঃশাসনের বাণ সহ ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে নিজের ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন।)

তাহার পর বুদ্ধিমান্ অভিমন্যু ঈষৎ হাস্য সহকারে বিপক্ষরূপে সম্মুখে স্থিত এবং বাণসমূহে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহ দুঃশাসনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

ভাগ্যবশতঃ আজ আমি যুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত এবং নিজেকে শূরবীর বলিয়া অভিমানকারী তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর, ধর্ম্মত্যাগী ও অপরের নিন্দায় সর্ব্বদা তৎপর শত্রুকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম ॥ ২

অরে মূর্খ! তুমি পাশাখেলায় জয়লাভ করিয়া উন্মত্ত হইয়া সভাস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতে শুনাইতে নিজের নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলে এবং শকুনির আত্মবল—পাশাখেলায় ছল কপটতার সাহায্য লইয়া ভীমসেনের প্রতি যে সমস্ত কটুবাক্য বলিয়াছিলে, ইহাতে সেই মহাত্মা ধর্ম্মরাজের যে ক্রোধ হইয়াছিল, তাহারই সেই ফলের জন্য আজ তোমাকে এরূপে দুর্দ্দিনে পড়িতে হইয়াছে।

অপরের ধন অপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, জ্ঞানলোপ, দ্রোহ, দুঃসাহসিকতা পূর্ণ ব্যবহার এবং আমার উগ্র ধনুর্দ্ধর পিতৃগণের রাজ্য অপহরণ—এ সমস্ত অপকর্ম্মের ফলস্বরূপ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের ক্রোধে আজ তোমাকে এই দুর্দ্দিন লাভ করিতে হইয়াছে।

দুর্মতি! তুমি তোমার সেই অধর্ম্মের ভয়ঙ্কর ফল আজ প্রাপ্ত হও। আজ আমি সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাতেই

শাসিতাস্ম্যন্ত তে বাণৈঃ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
অদ্যাহমনৃণস্তস্য কোপস্য ভবিতা রণে ॥ ৮
অমর্ষিতায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ কাঙ্ক্ষিতস্য চ মে পিতুঃ।
অদ্য কৌরব্য ভীমস্য ভবিতাস্ম্যনৃণো যুধি ॥৯
ন হি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোৎসৃজসে রণম্।
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্বাণং দুঃশাসনান্তকম্ ॥ ১০
সন্দধে পরবীরঘ্নঃ কালাগ্ন্যনিলবর্চসম্।
তস্যোরস্তূর্ণমাসাদ্য জত্রুদেশে বিভিদ্য তম্ ॥ ১১
জগাম সহ পুঙ্খেন বল্মীকমিব পন্নগঃ।
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা পুনরেব সমার্পয়ৎ ॥ ১২
শরৈরগ্নিসমস্পর্শৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ।
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ১৩
দুঃশাসনো মহারাজ কশ্মলং চাবিশন্মহৎ।
সারথিস্ত্বরমাণস্তু দুঃশাসনমচেতনম্ ॥ ১৪

রণমধ্যাদপোবাহ সৌভদ্রশরপীড়িতম্।
পাণ্ডবা দ্রৌপদেয়াশ্চ বিরাটশ্চ সমীক্ষ্য তম্ ॥ ১৫
পাঞ্চালাঃ কেকয়াশ্চৈব সিংহনাদমথানদন্।
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি নানালিঙ্গানি সর্বশঃ ॥ ১৬
প্রাবাদয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডুনাং তত্র সৈনিকাঃ।
অপশ্যন্ স্ময়মানাশ্চ সৌভদ্রস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৭
অত্যন্তবৈরিণং দৃপ্তং দৃষ্ট্বা শত্রুং পরাজিতম্।
ধর্মমারুতশক্রাণামশ্বিনোঃ প্রতিমাস্তথা ॥ ১৮
ধারয়ন্তো ধ্বজাগ্রেষু দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥ ১৯
কেকয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ মৎস্যাঃ পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াঃ।
পাণ্ডবাশ্চ মুদা যুক্তা যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ২০
অভ্যদ্রবন্ত ত্বরিতা দ্রোণানীকং বিভিৎসবঃ।
ততোঽভবন্মহাযুদ্ধং ত্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ ॥ ২১

নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তোমাকে দণ্ড দান করিব। আজ আমি যুদ্ধে সেই মহাত্মা পিতৃগণের ক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ঋণমুক্ত হইব। ৭-৮

কুরুকুলকলঙ্ক! আজ অমর্ষপূর্ণা মাতা দ্রৌপদী ও পিতৃতুল্য ভীমসেনের অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিয়া এই যুদ্ধে তাঁহাদের ঋণ হইতে আমি মুক্ত হইব। ৯

যদি তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে আজ তোমাকে আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া যাইতে হইবে না। এই কথা বলিয়া শত্রুবীরনাশকারী মহাবাহু অভিমন্যু কাল, অগ্নি ও বায়ুতুল্য তেজস্বী একটি বাণ সন্ধান করিলেন, যাহা দুঃশাসনের প্রাণ হরণ করিতে সমর্থ ছিল।

এই বাণ অতিক্রুত তাঁহার বক্ষঃস্থলে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ-সংলগ্ন স্থান বিদীর্ণ করিতে করিতে পক্ষসহ অন্তরে প্রবিষ্ট হইল ইহাতে তখন মনে হইতেছিল—কোন একটি সর্প বল্মীক-গর্ত্তে প্রবেশ করিতেছে। তারপর অভিমন্যু দুঃশাসনকে আরও পঁচিশটি বাণ প্রহার করিলেন। ১০-১২

ধনুটিকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত অগ্নিতুল্য স্পর্শ-যুক্ত সেই সমস্ত বাণে গভীর আঘাত পাইয়া দুঃশাসন ব্যথিতচিত্তে রথের বসিবার আসনে বসিয়া পড়িলেন। ১৩

মহারাজ! সেই সময় দুঃশাসন অতিশয় মোহাবিষ্ট হইলেন। তখন অভিমন্যুর বাণসমূহে পীড়িত এবং অচেতন দুঃশাসনকে সারথি অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত যুদ্ধস্থল হইতে বাহিরে লইয়া যাইল॥

সেই সময় পাণ্ডবগণ, পঞ্চ দ্রৌপদীনন্দন, রাজা বিরাট, পাঞ্চাল যোদ্ধারা ও কেকয়-যোদ্ধারা দুঃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডব সৈন্যগণ তখন সেই স্থানে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া নানাপ্রকার রণ-বাদ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং হাস্য করিতে করিতে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ১৪-১৭

গর্ব্বিত নিজের অত্যন্ত শত্রু দুঃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া নিজেদের ধ্বজার অগ্রভাবে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমা ধারণকারী মহারথী দ্রৌপদী কুমারগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয়-রাজকুমারবৃন্দ, ধৃষ্টকেতু, মৎস্য, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা হর্ষের সহিত অতি সত্বর দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহ ভেদ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর বিজয়াভিলাষী ও অপরাজিত আপনার বীর সৈন্যদের সহিত শত্রুগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥

মহারাজ! যখন এইরূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল, তখন দুর্য্যোধন রাধাপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিলেন॥

জয়মাকাঙ্ক্ষমাণানাং শূরাণামনিবর্তিনাম্।
তথা তু বর্তমানে বৈ সংগ্রামেঽতিভয়ঙ্করে ॥ ২২
দুর্য্যোধনো মহারাজ রাধেয়মিদমব্রবীৎ।
পশ্য দুঃশাসনং বীরমভিমন্যুবশং গতম্ ॥ ২৩
প্রতপন্তমিবাদিত্যং নিঘ্নন্তং শাত্রবান্ রণে।
অথ চৈতে সুসংরব্ধাঃ সিংহা ইব বলোৎকটাঃ ॥ ২৪
সৌভদ্রমুদ্যতাস্ত্রাতুমভ্যধাবন্ত পাণ্ডবাঃ।
ততঃ কর্ণঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভিমন্যুং দুরাসদম্ ॥ ২৫
অভ্যবর্ষত সংক্রুদ্ধঃ পুত্রস্য হিতকৃৎ তব।
তস্য চানুচরাংস্তীক্ষ্ণৈর্বিব্যাধ পরমেষুভিঃ ॥ ২৬
অবজ্ঞাপূর্বকং শূরঃ সৌভদ্রস্য রণাজিরে।
অভিমন্যুস্তু রাধেয়ং ত্রিসপ্তত্যা শিলীমুখৈঃ ॥ ২৭
অবিধ্যৎ ত্বরিতো রাজন্ দ্রোণং প্রেপ্সুর্মহামনাঃ।
তং তথা নাশকৎ কশ্চিদ্ দ্রোণাদ্ বারয়িতুং রথী ॥২৮
আরুজন্তং রথব্রাতান্ বজ্রহস্তাত্মজাত্মজম্।

কর্ণ! দেখুন, বীর দুঃশাসন সূর্য্যতুল্য শত্রুসৈন্যদিগকে সন্তপ্ত করিতে করিতে তাহাদের সংহার করিতেছিল, এই অবস্থায় সে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়া পড়ে ॥

অন্য দিকে অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়া প্রচণ্ড বলশালী সিংহের ন্যায় ধাবিত হইতেছে ॥

ইহা শুনিয়া আপনার পুত্রের হিতকামী কর্ণ অত্যন্ত ক্রোধের সহিত দুর্ধর্ষ বীর অভিমন্যুর অনুগামীদিগকেও তীক্ষ্ণ এবং উত্তম বাণসমূহের দ্বারা অবহেলাক্রমে বিদ্ধ করিলেন ॥

রাজন্! সেই সময় মহামনা অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইবার ইচ্ছায় অতি সত্বর তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥

এই সময় কোনও বীর রথী রথসমূহ বিধ্বস্তকারী ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের সেই তনয়কে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে যাইতে বাধা দিতে সমর্থ হইল না ॥

জয়াভিলাষী, সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে মানী, অস্ত্রবিদ্-বৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরশুরামের শিষ্য এবং প্রতাপশালী বীর কর্ণ নিজের উত্তম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ দেখাইতে থাকিয়া শত শত বাণের দ্বারা শত্রুদুর্জ্জয় সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন এবং রণাঙ্গনে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥

ততঃ কর্ণো জয়প্রেপ্সুর্মানী সর্বধনুষ্মতাম্ ॥২৯
সৌভদ্রং শতশোঽবিধ্যদুত্তমাস্ত্রাণি দর্শয়ন্।
সোঽস্ত্রৈরস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো রামশিষ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩০
সমরে শত্রুদুর্ধর্ষমভিমন্যুমপীড়য়ৎ।
স তথা পীড্যমানস্তু রাধেয়েনাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩১
সমরেঽমরসঙ্কাশঃ সৌভদ্রো ন ব্যশীর্য্যত।
ততঃ শিলাশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভল্লৈরানতপর্বভিঃ ॥ ৩২
ছিত্ত্বা ধনূংষি শূরাণামার্জুনিঃ কর্ণমার্দয়ৎ।
ধনুর্মণ্ডলনির্মুক্তৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ৩৩
সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং সাশ্বমাশু স্ময়ন্নিব।
কর্ণোঽপি চাস্য চিক্ষেপ বাণান্ সন্নতপর্বণঃ ॥ ৩৪
অসম্ভ্রান্তশ্চ তান্ সর্বানগৃহ্ণাৎ ফাল্গুনাত্মজঃ।
ততো মুহূর্তাৎ কর্ণস্য বাণেনৈকেন বীর্য্যবান্ ॥৩৫
সধ্বজং কার্মুকং বীরশ্ছিত্ত্বা ভূমাবপাতয়ৎ।
ততঃ কৃচ্ছ্রগতং কর্ণং দৃষ্ট্বা কর্ণাদনন্তরঃ ॥৩৬

কর্ণকর্ত্তৃক অস্ত্রবৃষ্টিতে পীড়িত হইতে থাকিলেও দেবতুল্য অভিমন্যু সমরাঙ্গণে শিথিল হইয়া পড়িলেন না ॥

তাহারপর অর্জ্জুনকুমার অভিমন্যু শিলাতে শান দিয়া ধারাল-কৃত তীক্ষ্ণ আনতপর্ব্বযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা বীরশ্রেষ্ঠগণের ধনু ছেদন করিয়া কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥

তিনি ঈষৎ হাস্যসহকারে নিজের মণ্ডলাকার শ্রেষ্ঠ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা ছত্র, ধ্বজ, সারথি এবং অশ্বগণসহ কর্ণকে অতিসত্বর আহত করিয়া ফেলিলেন ॥

কর্ণও এই সময় ইহার উপর বহুসংখ্যক আনতপর্ব্বযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়াই এ সমস্ত সহ্য করিয়া লইলেন ॥

তারপর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে পরাক্রমশালী বীর অভিমন্যু একটি বাণ প্রহার করিয়া কর্ণের ধ্বজসহ ধনুকে ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ॥

কর্ণকে সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুদৃঢ় ধনু ধারণ করত অতিক্রত সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর সম্মুখীন হইলেন ॥১৮-৩৬

সৌভদ্রমভ্যয়াৎ তূর্ণং দৃঢ়মুগ্রম্য কার্মুকম্।
তত উচ্চুক্রুশুঃ পার্থাস্তেষাং চানুচরা জনাঃ।
বাদিত্রাণি চ সঞ্জঘ্নুঃ সৌভদ্রং চাপি তুষ্টুবুঃ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি কর্ণদুঃশাসনপরাভবে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০

তারপর সেই সময় কুন্তীদেবীর সকল পুত্রগণ ও তাঁহাদের অনুগামী সৈন্যরা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন, বাদ্যবাদন এবং অভিমন্যুর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে কর্ণ ও দুঃশাসনের পরাভব বিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনা কর্ণভ্রাতুর্বধঃ, কৌরবসেনানাং সংহারঃ পলায়নঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততোঽতিগর্জন্ ধনুষ্পাণির্জ্যাং বিকর্ষন্ পুনঃ পুনঃ।
তয়োর্মহাত্মনোস্তূর্ণং রথান্তরমবাপতৎ॥ ১
সোঽবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈরভিমন্যুং দুরাসদম্।
সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং সাশ্বমাশু স্ময়ন্নিব॥ ২
পিতৃপৈতামহং কর্ম কুর্বাণমতিমানুষম্।
দৃষ্ট্বার্দিতং শরৈঃ কার্ষ্ণিং ত্বদীয়া হৃষিতাভবন্॥ ৩
তস্যাভিমন্যুরায়ম্য স্ময়ন্নেকেন পত্রিণা।
শিরঃ প্রচ্যাবয়ামাস তদ্‌রথাৎ প্রাপতদ্ ভুবি॥ ৪
কর্ণিকারমিবাধূতং বাতেনাপতিতং নগাৎ।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রাজন্ কর্ণো ব্যথাং যযৌ॥ ৫
বিমুখীকৃত্য কর্ণং তু সৌভদ্রঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
অন্যানপি মহেষ্বাসাংস্তূর্ণমেবাভিদুদ্রুবে॥ ৬
ততস্তদ্ বিততং সৈন্যং হস্ত্যশ্বরথপত্তিমৎ।
ক্রুদ্ধোঽভিমন্যুরভিনৎ তিগ্মতেজা মহারথঃ॥ ৭
কর্ণস্তু বহুভির্বাণৈরর্দ্যমানোঽভিমন্যুনা।
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈস্ততোঽনীকমভজ্যত॥ ৮

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুকর্ত্তৃক কর্ণভ্রাতাকে বিনাশ এবং কৌরবসৈন্যদের সংহার ও পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের সেই ভ্রাতা হাতে ধনু লইয়া অত্যন্ত গর্জন করিতে করিতে এবং গুণকে বারংবার আকর্ষণ করিতে করিতে অতিসত্বরই এই দুই মহামনস্বী বীরের রথের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১

তিনি তখন হাসিতে হাসিতেই দশটি বাণ প্রহার করিয়া দুর্জয় বীর অভিমন্যুকে ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণসহ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন॥ ২

স্বীয় পিতা পিতামহগণের আচরিত মানবীয় কর্ম্ম-পরাক্রম অপেক্ষা অধিক পরাক্রমপ্রকাশকারী অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে সেই সময় বাণসমূহে পীড়িত দেখিয়া আপনার সৈন্যরা হর্ষোল্লাস করিতে লাগিলেন॥ ৩

তখন অভিমন্যু হাসিতে হাসিতে নিজের ধনুটিকে আকর্ষণ করিয়া একটি বাণের দ্বারাই কর্ণের এই ভ্রাতার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহাতে সেই মস্তক রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। সেই সময় মনে হইল—বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া উৎপাটিত কর্ণিকার বৃক্ষ পর্ব্বতশিখর হইতে অধঃপতিত হইল॥

রাজন্! নিজের ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া কর্ণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। এদিকে সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর গৃধ্রপক্ষযুক্ত বাণসমূহে কর্ণকে যুদ্ধস্থল হইতে বিতাড়িত করিয়া অপরাপর মহাধনুর্দ্ধর বীরগণের উপরও অতিদ্রুত আক্রমণ করিলেন॥ ৪-৬

সেই সময় ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড তেজস্বী মহারথী অভিমন্যু হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যবাহিনীতে পরিপূর্ণ বিশাল চতুরঙ্গিণী কৌরব-সৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন॥ ৭

অভিমন্যুকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক বাণে পীড়িত হইয়া কর্ণ স্বীয় বেগশালী অশ্বের সহায়তায় অতিসত্বর রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সকল সৈন্যবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল॥ ৮

শলভৈরিব চাকাশে ধারাভিরিব চাবৃতে।
অভিমন্যোঃ শরৈ রাজন্ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৯
তাবকানাং তু যোধানাং বধ্যতাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অন্যত্র সৈন্ধবাদ্ রাজন্ ন স্ম কশ্চিদতিষ্ঠত ॥ ১০
সৌভদ্রস্তু ততঃ শঙ্খং প্রধ্মাপ্য পুরুষর্ষভঃ।
শীঘ্রমভ্যপতৎ সেনাং ভারতীং ভরতর্ষভ ॥ ১১
স কক্ষেঽগ্নিরিবোৎসৃষ্টো নির্দহংস্তরসা রিপূন্।
মধ্যে ভারতসৈন্যানামার্জুনিঃ পর্য্যবর্তত ॥ ১২
রথ-নাগাশ্বমনুজানর্দয়ন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সম্প্রবিশ্যাকরোদ্ ভূমিং কবন্ধগণসঙ্কুলাম্ ॥ ১৩
সৌভদ্রচাপপ্রভবৈর্নিকৃত্তাঃ পরমেষুভিঃ।
স্বানেবাভিমুখান্ ঘ্নন্তঃ প্রাদ্রবন্ জীবিতার্থিনঃ ॥ ১৪
তে ঘোরা রৌদ্রকর্মাণো বিপাঠা বহবঃ শিতাঃ।
নিঘ্নন্তো রথনাগাশ্বান্ জগ্মুরাশু বসুন্ধরাম্ ॥১৫

রাজন্! সেইদিনে সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডল সেইরূপ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, যেরূপ পতঙ্গদলে কিংবা ঘোরতর বর্ষার বৃষ্টিধারায় আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তখন সেখানে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৯

মহারাজ! তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে নিহত হইতে থাকিলে সেই সময় আপনার সৈন্যদের মধ্যে একমাত্র সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ব্যতীত অন্য কেহই রণাঙ্গনে থাকিতে পারিল না ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন পুরুষপ্রবর সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু শঙ্খবাদ্য করিতে করিতে পুনরায় অতিদ্রুত ভারতীয় সৈন্যদের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১১

শুষ্ক বনে নিক্ষিপ্ত অগ্নিসদৃশ বাণে সবেগে শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে থাকিয়া অভিমন্যু কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তিনি সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে করিতে সমস্ত রণভূমিকেই মস্তকহীন শবদেহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত উত্তমবাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার সৈন্যরা নিজেদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য সম্মুখে আগত নিজেদের সৈন্যগণকেই বধ করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৪

অভিমন্যুর সেই ভয়ঙ্কর কর্মকারী, ভয়ানক, তীক্ষ্ণ ও বহুসংখ্যক বিপাঠ নামক বাণ আপনার রথ, হস্তী এবং অশ্বারোহী সৈন্যগণকে বধ করিতে থাকিয়া অতিদ্রুত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১৫

সায়ুধাঃ সাঙ্গুলিত্রাণাঃ সগদাঃ সাঙ্গদা রণে।
দৃশ্যন্তে বাহবশ্ছিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৬
শরাশ্চাপানি খড়্গাশ্চ শরীরাণি শিরাংসি চ।
সকুণ্ডলানি স্রগ্বীণি ভূমাবাসন্ সহস্রশঃ ॥ ১৭
সোপস্করৈরধিষ্ঠানৈরীষাদণ্ডৈশ্চ বন্ধুরৈঃ।
অক্ষৈর্বিমথিতৈশ্চক্রৈর্বহুধা পতিতৈর্যুগৈঃ ॥ ১৮
শক্তিচাপাসিভিশ্চৈব পতিতৈশ্চ মহাধ্বজৈঃ।
চর্মচাপশরৈশ্চৈব ব্যবকীর্ণৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯
নিহতৈঃ ক্ষত্রিয়ৈরশ্বৈর্বারণৈশ্চ বিশাম্পতে।
অগম্যরূপা পৃথিবী ক্ষণেনাসীৎ সুদারুণা ॥ ২০
বধ্যতাং রাজপুত্রাণাং ক্রন্দতামিতরেতরম্।
প্রাদুরাসীন্মহাশব্দো ভীরূণাং ভয়বর্ধনঃ ॥ ২১
স শব্দো ভরতশ্রেষ্ঠ দিশঃ সর্বা ব্যনাদয়ৎ।
সৌভদ্রশ্চাদ্রবৎ সেনাং ঘ্নন্ বরাশ্বরথদ্বিপান্ ॥ ২২

সেই যুদ্ধে আয়ুধ, হস্তত্রাণ (দস্তানা), গদা এবং অঙ্গদ সহ বীরগণের স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত বাহুসকল ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে দেখা যাইল ॥ ১৬

সেই রণাঙ্গনে ধনু, বাণ, খড়্গ, শরীর এবং হার ও কুণ্ডলে বিভূষিত মস্তক সহস্র সহস্র সংখ্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে ॥ ১৭

আবশ্যক সামগ্রী, বসিবার আসন (চেয়ার প্রভৃতি), ঈষাদণ্ড, বন্ধুর, অক্ষ এবং চক্রসকল চূর্ণ বিচূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল। শক্তি, ধনু, খড়্গ, পতিত বিশাল ধ্বজ, ঢাল এবং বাণসকলও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পড়িয়াছিল। প্রজানাথ! বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়, অশ্ব এবং হস্তীও নিষ্প্রাণ হইয়া পতিত ছিল। এই সব কারণে সেখানকার রণভূমি ক্ষণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অগম্য হইয়া পড়িল ॥ ১৮-২০

বাণসকলের আঘাত পাইয়া পরস্পর ক্রন্দন করিতে করিতে রাজকুমারগণের মহাশব্দ উত্থিত হইল, যে শব্দ কাপুরুষদিগের ভয়বর্দ্ধন করিয়াছিল ॥ ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই শব্দ সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু এই সময় শ্রেষ্ঠ অশ্ব, রথ ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে করিতে কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

কক্ষমগ্নিরিবোৎসৃষ্টো নির্দহংস্তরসা রিপূন্।
মধ্যে ভারতসৈন্যানামার্জুনিঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৩
বিচরন্তং দিশঃ সর্বাঃ প্রদিশশ্চাপি ভারত।
তং তদা নানুপশ্যামঃ সৈন্যে চ রজসাবৃতে ॥ ২৪
আদদানং গজাশ্বানাং নৃণাং চায়ূংষি ভারত।
ক্ষণেন ভূয়ঃ পশ্যামঃ সূর্য্যং মধ্যন্দিনে যথা ॥ ২৫
অভিমন্যুং মহারাজ প্রতপন্তং দ্বিষদ্গণান্।
স বাসবসমঃ সংখ্যে বাসবস্যাত্মজাত্মজঃ ॥
অভিমন্যুর্মহারাজ সৈন্যমধ্যে ব্যরোচত ॥২৬
(যথা পুরা বহ্নিসুতোঽসুরসৈন্যেষু বীর্য্যবান্।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে একচত্বরিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

শুষ্ক বনভূমিতে নিক্ষিপ্ত অনলসদৃশ অর্জুনকুমার অভিমন্যু বেগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করিতে থাকিয়া কৌরবসৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

ভারত! ধূলিজালে আচ্ছাদিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ (কোণ)-সমূহে বিচরণকারী অভিমন্যুকে সেই সময় আমরা দেখিতে পাইলাম না ॥ ২৪

ভরতনন্দন! হস্তী, অশ্ব এবং পদাতি সৈন্যগণের আয়ু (প্রাণ)-হরণকারী অভিমন্যুকে আমরা ক্ষণকালের মধ্যেই দ্বিপ্রহরস্থিত সূর্য্যের ন্যায় শত্রুসৈন্যগণকে পুনরায় সন্তাপিত করিতে দেখিলাম। মহারাজ! ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের এই পুত্র অভিমন্যু যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ছিলেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যেরূপ পুরাকালে পরাক্রমশালী কুমার কার্ত্তিকেয় অসুরদের সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অভিমন্যু কৌরবসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুমনুগচ্ছতাং পাণ্ডবানাং বরপ্রভাবেণ জয়দ্রথেনাবরোধঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বালমত্যন্তসুখিনং স্ববাহুবলদর্পিতম্।
যুদ্ধেষু কুশলং বীরং কুলপুত্রং তনুত্যজম্ ॥ ১
গাহমানমনীকানি সদশ্বৈশ্চ ত্রিহায়নৈঃ।
অপি যৌধিষ্ঠিরাৎ সৈন্যাৎ কশ্চিদন্বপতদ্ বলী ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনঃ শিখণ্ডী সাত্যকির্যমৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ সকেকয়ঃ ॥ ৩
ধৃষ্টকেতুশ্চ সংরব্ধো মৎস্যাশ্চাভ্যপতন্ রণে।
তেনৈব তু পথা যান্তঃ পিতরো মাতুলৈঃ সহ ॥ ৪

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

[অভিমন্যুর পশ্চাতে গমনকারী পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে বর-প্রভাবে জয়দ্রথের প্রতিরোধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অত্যন্ত সুখে সংবর্দ্ধিত বালক অভিমন্যু যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। নিজের বাহুবলের উপর ইহার গর্ব্বও ছিল। সে উত্তমকুলে উৎপন্ন হওয়ায় শরীরকে পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। যে সময় তিনবৎসর বয়স্ক উত্তম অশ্বগণের দ্বারা আমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের মধ্যে কোন্ কোন্ বলবান্ বীর যোদ্ধা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার-গণ, রোষপূর্ণ ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্যদেশীয় যোদ্ধারা—ইহারা সকলেই যুদ্ধস্থলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অভিমন্যুর পিতৃব্যগণ ও মাতুলগণ নিজ সৈন্যদিগকে ব্যূহাকারে সংগঠিত করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার রচিত পথে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে ধাবিত হইলেন।

অভ্যদ্রবন্ পরাঙ্গস্তো ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ শূরাংস্ত্বদীয়া বিমুখাভবন্ ॥ ৫
ততস্তদ্ বিমুখং দৃষ্ট্বা তব সূনোর্মহদ্ বলম্।
জামাতা তব তেজস্বী সংস্তম্ভয়িষুরাদ্রবৎ ॥ ৬
সৈন্ধবস্ত মহারাজ পুত্রো রাজা জয়দ্রথঃ।
স পুত্রগৃদ্ধিনঃ পার্থান্ সহসৈন্যানবারয়ৎ ॥ ৭
উগ্রধন্বা মহেষ্বাসো দিব্যমস্ত্রমুদীরয়ন্।
বার্ধক্ষত্রিরুপাসেধৎ প্রবণাদিব কুঞ্জরঃ ॥ ৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অতিভারমহং মন্যে সৈন্ধবে সঞ্জয়াহিতম্।
যদেকঃ পাণ্ডবান্ ক্রুদ্ধান্ পুত্রপেপ্সুর্নবারয়ৎ ॥ ৯
অত্যদ্ভুতমহং মন্যে বলং শৌর্য্যঞ্চ সৈন্ধবে।
তস্য প্রব্রূহি মে বীর্য্যং কর্ম চাগ্র্যং মহাত্মনঃ ॥১০
কিং দত্তং হুতমিষ্টং বা কিং সুতপ্তমথো তপঃ।
সিন্ধুরাজো হি যেনৈকঃ পাণ্ডবান্ সমবারয়ৎ ॥ ১১
(দমো বা ব্রহ্মচর্য্যং বা সূত যচ্চাস্য সত্তম।
দেবং কতমমারাধ্য বিষ্ণুমীশানমব্জজম্ ॥
সিন্ধুরাট্ তনয়ে সক্তান্ ক্রুদ্ধঃ পার্থানবারয়ৎ।
নৈবং কৃতং মহৎ কর্ম ভীষ্মেণাজ্ঞাসিষং তথা ॥)

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌপদীহরণে যৎ তদ্ ভীমসেনেন নির্জ্জিতঃ।
মানাৎ স তপ্তবান্ রাজা বরার্থী সুমহৎ তপঃ ॥ ১২
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রিয়েভ্যঃ সন্নিবর্ত্ত্য সঃ।
ক্ষুৎপিপাসাতপসহঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥ ১৩
দেবমারাধয়চ্ছর্বং গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
ভক্তানুকম্পী ভগবাংস্তস্য চক্রে ততো দয়াম্ ॥ ১৪
স্বপ্নান্তেঽপ্যথ চৈবাহ হরঃ সিন্ধুপতেঃ সুতম্।
বরং বৃণীষ্ব প্রীতোঽস্মি জয়দ্রথ কিমিচ্ছসি ॥ ১৫

এই বীরগণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র রণবিমুখ হইয়া পড়িল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে রণবিমুখ দেখিয়া তাহাদিগকে স্থিরতাপূর্ব্বক স্থাপিত করিবার ইচ্ছায় আপনার তেজস্বী জামাতা জয়দ্রথ সেখানে ধাবিত হইয়া আসিলেন। ৩-৬

মহারাজ! সিন্ধুদেশপতির পুত্র রাজা জয়দ্রথ নিজেদের পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষী সৈন্যসহ কুন্তীপুত্রগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। ৭

যেরূপ হাতী নিম্নভূমিতে আসিয়া শত্রুগণকে নিবারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভয়ঙ্কর ও মহাধনুর্দ্ধর বৃদ্ধক্ষত্রপুত্র জয়দ্রথ দিব্যাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া শত্রুগণের অগ্রগমন প্রতিরোধ করিলেন ॥৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি ত' মনে করি—সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের উপর এই অতিশয় গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে, যে একাকী হইয়াও পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যুক্ত ও ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে রুদ্ধ করিয়াছিল। ৯

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথে এই বল ও শৌর্য্য থাকা অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা বলিয়াই আমি মনে করি। মহাত্মা জয়দ্রথের বল ও শ্রেষ্ঠ পরাক্রম আমার নিকট সবিস্তারে বল। ১০

সিন্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ অথবা উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সে একাকীই সমস্ত পাণ্ডবগণকে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? ১১

(সজ্জনশ্রেষ্ঠ সূত! জয়দ্রথে যে ইন্দ্রিয়সংযম কিংবা ব্রহ্মচর্য্য আছে, তাহা আমাকে বল। বিষ্ণু, শিব অথবা ব্রহ্মা কোন দেবতার আরাধনা করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ স্বপুত্রকে রক্ষা করিতে উদ্যত পাণ্ডবগণকে ক্রোধের সহিত প্রতিরোধ করিলেন। ভীষ্মও যে কখনও এরূপ পরাক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ কোন বিষয় আমার জানা নাই।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! দ্রৌপদীহরণপ্রসঙ্গে জয়দ্রথকে যে ভীমসেনের নিকট পরাজিত করা হইয়াছিল, তাহাতেই অভিমানবশতঃ অপমান অনুভব করিয়া রাজা জয়দ্রথ বরলাভ কামনা করিয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ১২

প্রিয় বিষয়সমূহ হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং উত্তাপের কষ্ট সহ্য করিতে করিতে জয়দ্রথ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার শরীরে নাড়ীভুঁড়িও দেখা যাইতে লাগিল। ১৩

তিনি সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার আরাধনা করিতে থাকিলেন। তখন ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারী ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার উপর কৃপা করিলেন এবং স্বপ্নে জয়দ্রথকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিলেন—জয়দ্রথ! তুমি কি চাও? বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। ১৪-১৫

এবমুক্তস্তু শর্বেণ সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ।
উবাচ প্রণতো রুদ্রং প্রাঞ্জলির্নিয়তাত্মবান্ ॥ ১৬
পাণ্ডবেয়ানহং সংখ্যে ভীমবীর্য্যপরাক্রমান্।
বারয়েয়ং রথেনৈকঃ সমস্তানিতি ভারত ॥ ১৭
এবমুক্তস্তু দেবেশো জয়দ্রথমথাব্রবীৎ।
দদামি তে বরং সৌম্য বিনা পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৮
বারয়িষ্যসি সংগ্রামে চতুরঃ পাণ্ডুনন্দনান্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশমুক্ত্বাবুধ্যত পার্থিবঃ ॥ ১৯
স তেন বরদানেন দিব্যেনাস্ত্রবলেন চ।
একঃ সংবারয়ামাস পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ২০
তস্য জ্যাতলঘোষেণ ক্ষত্রিয়ান্ ভয়মাবিশৎ।
পরাংস্তু তব সৈন্যস্য হর্ষঃ পরমকোঽভবৎ ॥ ২১
দৃষ্ট্বা তু ক্ষত্রিয়া ভারং সৈন্ধবে সর্বমাহিতম্।
উৎক্রুশ্যাভ্যদ্রবন্ রাজন্ যেন যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি জয়দ্রথযুদ্ধে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিলে পর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযমে রাখিয়া সেই রুদ্রদেবকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন ॥ ১৬

প্রভো! আমি যুদ্ধে ভয়ঙ্কর বলপরাক্রমশালী সমস্ত পাণ্ডবগণকে একাকীই কেবল রথের দ্বারা পরাজিত করিয়া তাহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারি। ভারত! তিনি এই কথা বলিলে পর দেবেশ্বর ভগবান্ শিব জয়দ্রথকে বলিলেন—সৌম্য! আমি তোমাকে বর প্রদান করিলাম। তুমি কুন্তীপুত্র অর্জুন ব্যতীত শেষ চারিজন পাণ্ডবকে (এক দিন) যুদ্ধে অগ্রগতি হইতে নিবারিত করিতে পারিবে। তখন দেবেশ্বর মহাদেবকে "এবমস্তু" (ইহাই হউক) বলিয়া জয়দ্রথ জাগিয়া উঠিলেন ॥১৭-১৯

সেই বরদান ও দিব্য অস্ত্র-বলের দ্বারা জয়দ্রথ একাকীই আজ পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২০

তাঁহার ধনুর টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া শত্রুপক্ষের ক্ষত্রিয়গণের মনে ভয় উপস্থিত হইল; কিন্তু আপনার সৈন্যরা অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ॥ ২১

রাজন্! সেই সময় যুদ্ধের সমস্ত ভার জয়দ্রথের উপরই পতিত হইয়াছে দেখিয়া আপনার ক্ষত্রিয় বীরগণ হর্ষে কোলাহল করিতে করিতে যে দিকে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যরা অবস্থান করিতেছে, সেইদিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে জয়দ্রথের যুদ্ধবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

পাণ্ডবৈঃ সহ জয়দ্রথস্য যুদ্ধম্, ব্যূহদ্বারে পাণ্ডবানাং গতিরোধশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।
যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সিন্ধুরাজস্য বিক্রমম্।
শৃণু তৎ সর্বমাখ্যাস্যে যথা পাণ্ডূনযোধয়ৎ ॥ ১
তমূহুর্বাজিনো বশ্যাঃ সৈন্ধবাঃ সাধুবাহিনঃ।
বিকুর্বাণা বৃহন্তোঽশ্বাঃ শ্বসনোপমরংহসঃ ॥ ২
গন্ধর্বনগরাকারং বিধিবৎ কল্পিতং রথম্।
তস্যাভ্যশোভয়ৎ কেতুর্বারাহো রাজতো মহান্ ॥ ৩

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

[পাণ্ডবগণের সহিত জয়দ্রথের যুদ্ধ এবং ব্যূহদ্বারে পাণ্ডবগণের গতিরোধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে যে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পরাক্রমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি যেরূপে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি আপনাকে বলিতেছি ॥ ১

সারথির বশীভূত, উত্তমরূপে বহন করিতে অভ্যস্ত, বায়ুতুল্য বেগশালী এবং নানাপ্রকার গমনভঙ্গী প্রদর্শনকারী সিন্ধুদেশীয় বিশাল অশ্বগণ সেই সময় জয়দ্রথকে বহন করিতেছিল ॥ ২

বিধি অনুসারে সজ্জিত তাঁহার রথ গন্ধর্বনগরের ন্যায় মনে হইতেছিল। ইহার রজতনির্ম্মিত এবং বরাহ চিহ্নযুক্ত বিশাল ধ্বজ ইঁহার রথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৩

শ্বেতচ্ছত্রপতাকাভিশ্চামরব্যজনেন চ।
স বভৌ রাজলিঙ্গৈস্তৈস্তারাপতিরিবাম্বরে ॥ ৪
মুক্তাবজ্রমণিস্বর্ণৈর্ভূষিতং তদয়স্ময়ম্।
বরূথং বিবভৌ তস্য জ্যোতির্ভিঃ খমিবাবৃতম্ ॥ ৫
স বিস্ফার্য্য মহচ্চাপং কিরন্নিষুগণান্ বহূন্।
তৎ খণ্ডং পূরয়ামাস যদ্ ব্যদারয়দার্জুনিঃ ॥ ৬
স সাত্যকিং ত্রিভির্বাণৈরষ্টভিশ্চ বৃকোদরম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নং তথা ষষ্ট্যা বিরাটং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৭
দ্রুপদং পঞ্চভিস্তীক্ষ্ণৈঃ সপ্তভিশ্চ শিখণ্ডিনম্।
কেকয়ান্ পঞ্চবিংশত্যা দ্রৌপদেয়াংস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৮
যুধিষ্ঠিরং তু সপ্তত্যা ততঃ শেষানপানুদৎ।
ইষুজালেন মহতা তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৯
অথাস্য শিতপীতেন ভল্লেনাদিশ্য কার্ম্মুকম্।
চিচ্ছেদ প্রহসন্ রাজা ধর্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১০

শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, চামর ও ব্যজন—এই সব রাজচিহ্নে সংযুক্ত থাকিয়া তিনি আকাশে চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত ছিলেন ॥৪

মুক্তা, মণি, স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ইঁহার রথের লৌহময় আবরণ নক্ষত্রমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত আকাশের সদৃশ শোভা পাইতেছিল ॥ ৫

তিনি স্বীয় বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া বহুসংখ্যক বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ব্যূহের সেই ভাগকে যোদ্ধাগণের দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন, যে ভাগকে অভিমন্যু বিদারিত করিয়াছিলেন ॥ ৬

সেই সময় তিনি সাত্যকিকে তিন, ভীমসেনকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ষাট, বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে সাত, কেকয়রাজকুমারগণকে পঁচিশ, দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে তিনটি তিনটি এবং যুধিষ্ঠিরকে সত্তরটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তারপর বাণসমূহের জাল পাতিয়া তিনি শেষ সৈন্যটিকেও পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যাইল ॥ ৭-৯

এই সময় প্রতাপশালী রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির একটি তীক্ষ্ণ ও পীত বর্ণের ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিবার কথা ঘোষণা করিয়া উহা ছেদন করিলেন ॥ ১০

তখন জয়দ্রথও নিমেষকালের মধ্যেই অপর ধনু হাতে লইয়া

অক্ষ্ণোর্নিমেষমাত্রেণ সোঽন্যদাদায় কার্ম্মুকম্।
বিব্যাধ দশভিঃ পার্থং তাংশ্চৈবান্যাংস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১১
তৎ তস্য লাঘবং জ্ঞাত্বা ভীমো ভল্লৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ধনুর্ধ্বজঞ্চ ছত্রঞ্চ ক্ষিতৌ ক্ষিপ্রমপাতয়ৎ ॥ ১২
সোঽন্যদাদায় বলবান্ সজ্যং কৃত্বা চ কার্ম্মুকম্।
ভীমস্যাপাতয়ৎ কেতুং ধনুরশ্বাংশ্চ মারিষ ॥ ১৩
স হতাশ্বাদবপ্লুত্য ছিন্নধন্বা রথোত্তমাৎ।
সাত্যকেরাপ্লুতো যানং গির্য্যগ্রমিব কেশরী ॥ ১৪
ততস্ত্বদীয়াঃ সংহৃষ্টাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ।
সিন্ধুরাজস্য তৎ কর্ম প্রেক্ষ্যাশ্রদ্ধেয়মদ্ভুতম্ ॥ ১৫
সংক্রুদ্ধান্ পাণ্ডবানেকো যদ্ দধারাস্ত্রতেজসা।
তৎ তস্য কর্ম ভূতানি সর্বাণ্যেবাভ্যপূজয়ন্ ॥ ১৬
সৌভদ্রেণ হতৈঃ পূর্বং সোত্তরায়োধিভির্দ্বিপৈঃ।
পাণ্ডূনাং দর্শিতঃ পন্থাঃ সৈন্ধবেন নিবারিতঃ ॥ ১৭

যুধিষ্ঠিরকে দশ এবং অন্য বীরগণকে তিনটি তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তাঁহার এই নিপুণতা দেখিয়া ও বুঝিয়া ভীমসেন তিনটি তিনটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনু, ধ্বজ এবং ছত্রকে অতি সত্বর ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১২

আর্য্য! সেই সময় সেই বলবান্ বীর জয়দ্রথ অপর ধনু গ্রহণ করত তাহার উপর গুণারোপণ করিলেন এবং ভীমের ধনু, ধ্বজ এবং অশ্বদলকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ১৩

ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে নিজের অশ্বহীন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ভীমসেন সাত্যকির রথে গিয়া উপবেশন করিলেন ইহাতে মনে হইলে—কোন সিংহ পর্ব্বতশিখরে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ১৪

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের এই পরাক্রম, যাহা শ্রবণ করিলে বিশ্বাস করা হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১৫

জয়দ্রথ একাকীই নিজের দিব্যাস্ত্রসকলের তেজে ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে যে রুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাঁহার এই পরাক্রমকে সকল প্রাণীই প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১৬

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু প্রথমে গজারোহী ব্যক্তিগণের সহিত বহুসংখ্যক গজরাজকে বধ করিয়া ব্যূহ প্রবেশ করিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১৭

যতমানাস্তু তে বীরা মৎস্য-পাঞ্চাল-কেকয়াঃ।
পাণ্ডবাশ্চাম্বপদ্যন্ত প্রতিশেকুর্ন সৈন্ধবম্ ॥ ১৮
যো যো হি যততে ভেত্তুং দ্রোণানীকং তবাহিতঃ।
তং তমেব বরং প্রাপ্য সৈন্ধবঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি জয়দ্রথযুদ্ধে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

বীর মৎস্য, পাঞ্চাল, কেকয় ও পাণ্ডবগণ তখন বারংবার বিশেষ যত্ন করিয়া ব্যূহের উপর আক্রমণ করিলেন; কিন্তু সিন্ধুরাজের সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না ॥ ১৮

আপনার যে যে শত্রু দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহকে ভেদ করিবার যত্ন করিতেছিল, সেই সেই শ্রেষ্ঠ বীরগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জয়দ্রথ তাহাদিগকে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে জয়দ্রথের যুদ্ধবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোঃ পরাক্রমঃ, তেন বসাতীয়াদি-যোদ্ধৃণাং বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।
সৈন্ধবেন নিরুদ্ধেষু জয়গৃদ্ধিষু পাণ্ডুষু।
সুঘোরমভবদ্ যুদ্ধং ত্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ ॥ ১
প্রবিশ্যাথার্জুনিঃ সেনাং সত্যসন্ধো দুরাসদঃ।
ব্যক্ষোভয়ত তেজস্বী মকরঃ সাগরং যথা ॥ ২
তং তথা শরবর্ষেণ ক্ষোভয়ন্তমরিন্দমম্।
যথা প্রধানাঃ সৌভদ্রমভ্যয়ু রথসত্তমাঃ ॥ ৩
তেষাং তস্য চ সম্মর্দো দারুণঃ সমপদ্যত।
সৃজতাং শরবর্ষাণি প্রসক্তমমিতৌজসাম্ ॥ ৪
রথব্রজেন সংরুদ্ধস্তৈরমিত্রৈস্তথার্জুনিঃ।
বৃষসেনস্য যন্তারং হত্বা চিচ্ছেদ কার্মুকম্ ॥ ৫
তস্য বিব্যাধ বলবান্ শরৈরশ্বানজিহ্মগৈঃ।
বাতায়মানৈরথ তৈরশ্বৈরপহৃতো রণাৎ ॥ ৬
তেনান্তরেণাভিমন্যোর্যন্তাপাসারয়দ্ রথম্।
রথব্রজাস্ততো হৃষ্টাঃ সাধু সাধ্বিতি চুক্রুশুঃ ॥ ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পরাক্রম এবং তাঁহার দ্বারা বসাতীয় প্রভৃতি যোদ্ধাগণের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! জয়লাভ করিতে অভিলাষী পাণ্ডবগণকে যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, সেই সময় আপনার সৈন্যদের শত্রুদিগের সহিত অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১

তদনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ দুর্দ্ধর্ষ ও তেজস্বী বীর অভিমন্যু আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সেইভাবে বিক্ষুভিত করিয়া তুলিলেন, যেরূপ মকর সাগরকে বিক্ষুভিত করিয়া থাকে ॥ ২

এইভাবে বাণবর্ষণের দ্বারা কৌরবসৈন্যদিগকে বিক্ষুভিত করিতে করিতে যুদ্ধরত শত্রুদমন সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণ একসঙ্গে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

সেই সময় অত্যন্ত তেজস্বী কৌরব যোদ্ধারা পরস্পর শ্রেণীবদ্ধভাবে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাদের সহিত তখন অভিমন্যুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৪

যদিও শত্রুগণ নিজেদের রথসমূহের দ্বারা অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে সর্ব্বদিক্ দিয়াই ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি তিনি বৃষসেনের সারথিকে আহত করিয়া তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

তখন বলবান্ বৃষসেন নিজের সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা অভিমন্যুর অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অশ্বগণ বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল এইভাবে তিনি অশ্বগণের দ্বারা বহু দূরে নীত হইলেন ॥ ৬

অভিমন্যুর কার্য্যে এইরূপে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সেই সময় বৃষসেনের সারথি তাঁহার রথকে সেখান হইতে দূরে লইয়া যাইল। ইহাতে সেখানে সমবেত রথিসমুদায় হৃষ্ট হইয়া 'উত্তমকার্য্য, উত্তমকার্য্য' এই কথা বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং প্রমথ্নন্তং শরৈররীন্।
আরাদায়ান্তমভ্যেত্য বসাতীয়োঽভ্যয়াদ্ দ্রুতম্ ॥ ৮
সোঽভিমন্যুং শরৈঃ ষষ্ট্যা রুক্মপুঙ্খৈরবাকিরৎ।
অব্রবীচ্চ ন মে জীবন্ জীবতো যুধি মোক্ষ্যসে ॥ ৯
তময়স্ময়বর্মাণমিষুণা দূরপাতিনা।
বিব্যাধ হৃদি সৌভদ্রঃ স পপাত ব্যসুঃ ক্ষিতৌ ॥ ১০
বসাতীয়ং হতং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
পরিবব্রুস্তদা রাজংস্তব পৌত্রং জিঘাংসবঃ ॥ ১১
বিস্ফারয়ন্তশ্চাপানি নানারূপাণ্যনেকশঃ।
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ রৌদ্রং সৌভদ্রস্যারিভিঃ সহ ॥ ১২
তেষাং শরান্ সেষ্বসনান্ শরীরাণি শিরাংসি চ।
সকুণ্ডলানি স্রগ্বীণি ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ ফাল্গুনিঃ ॥ ১৩
সখড়্গাঃ সাঙ্গুলিত্রাণাঃ সপট্টিশ-পরশ্বধাঃ।
অদৃশ্যন্ত ভুজাশ্ছিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৪
স্রগ্ভিরাভরণৈর্বস্ত্রৈঃ পাতিতৈশ্চ মহাভুজৈঃ।
বর্মভিশ্চর্মভির্হারৈর্মুকুটৈশ্ছত্র-চামরৈঃ ॥ ১৫
উপস্করৈরধিষ্ঠানৈরীষাদণ্ডকবন্ধুরৈঃ।
অক্ষৈর্বিমথিতৈশ্চক্রৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা যুগৈঃ ॥ ১৬
অনুকর্ষৈঃ পতাকাভিস্তথা সারথি-বাজিভিঃ।
রথৈশ্চ ভগ্নৈর্নাগৈশ্চ হতৈঃ কীর্ণাভবন্মহী ॥ ১৭
নিহতৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ শূরৈর্নানাজনপদেশ্বরৈঃ।
জয়গৃদ্ধৈর্বৃতা ভূমির্দারুণা সমপদ্যত ॥ ১৮
দিশো বিচরতস্তস্য সর্বাশ্চ প্রদিশস্তথা।
রণেঽভিমন্যোঃ ক্রুদ্ধস্য রূপমন্তরধীয়ত ॥ ১৯
কাঞ্চনং যদ্যদস্যাসীদ্ বর্ম চাভরণানি চ।
ধনুষশ্চ শরাণাঞ্চ তদপশ্যাম কেবলম্ ॥ ২০
তং তদা নাশকৎ কশ্চিচ্চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষিতুম্।
আদদানং শরৈর্যোধান্ মধ্যে সূর্যমিব স্থিতম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

তারপর সিংহের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণের মর্দ্দনকারী অভিমন্যুকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বসাতীয় অতিক্রুত উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের জন্য তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ৮

তিনি অভিমন্যুর উপর স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত ষাটটি বাণবর্ষণ করিলেন এবং বলিলেন—তুমি আজ জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না। ৯

তখন অভিমন্যু বহু দূরে স্থিত লক্ষ্য বস্তুতে ভেদ করিয়া পাতিত করিতে সমর্থ একটি বাণের দ্বারা লৌহময় কবচধারণকারী বসাতীয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, ইহাতে তিনি প্রাণহীন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। ১০

রাজন্! বসাতীয়কে নিহত দেখিয়া ক্রুদ্ধ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ আপনার পৌত্র অভিমন্যুকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ১১

তাঁহারা সেই সময় নিজেদের ধনুসকলকে বারংবার টঙ্কারিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় শত্রুগণের সহিত সুভদ্রাকুমারের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১২

তখন অর্জুনকুমার অভিমন্যু কুপিত হইয়া ইঁহাদের ধনু, বাণ, শরীর এবং হার ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া দিলেন। ১৩

স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত তাঁহাদের হস্তসমূহ খড়্গ, হস্তত্রাণ (দস্তানা), পট্টিশ ও পরশুসহ ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে দেখা যাইল। ১৪

ছিন্ন হইয়া পতিত হার, আভরণ, বস্ত্র, বিশাল বাহু; কবচ, ঢাল, মনোহর মুকুট, ছত্র, চামর, আবশ্যক দ্রব্য, রথের আসন, ঈষাদণ্ড, বন্ধুর, চূর্ণ-বিচূর্ণ অক্ষ, ভগ্নচক্র, খণ্ড-বিখণ্ড যুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, সারথি, অশ্ব, ভগ্ন রথ এবং নিহত বহু হাতী দ্বারা সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৫-১৭

জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক বিভিন্ন জনপদের অধিপতি ক্ষত্রিয় বীরগণ এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মৃতদেহ পরিবৃতা হইয়া সেই রণভূমি ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল। ১৮

সেই রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া নানা দিক্-বিদিক্সমূহে বিচরণকারী অভিমন্যুর রূপ তখন অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ১৯

তাঁহার কবচ, আভরণ, ধনু ও বাণসকলের যে যে অবয়ব স্বর্ণময় ছিল, কেবল সেই সকল অবয়বকেই আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইতেছিলাম। ২০

অভিমন্যু যে সময় বাণসমূহের দ্বারা যোদ্ধাগণের প্রাণহরণ করিতেছিলেন এবং ব্যূহের মধ্যভাগে সূর্য্যসদৃশ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় কোন বীরই চক্ষু তুলিয়া তাঁহাকে দেখিবারই সাহস করিলেন না। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[অভিমন্যুনা সত্যশ্রবসঃ, ক্ষত্রিয়াণাম্, রুক্মরথস্য তন্মিত্রাণাম্, শতশো রাজকুমারাণাঞ্চ সংহারঃ, দুর্য্যোধনস্য পরাজয়শ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

আদদানস্তু শূরাণামায়ুংষ্যভবদার্জুনিঃ।
অন্তকঃ সর্বভূতানাং প্রাণান্ কাল ইবাগতে ॥ ১

স শক্র ইব বিক্রান্তঃ শক্রসূনোঃ সুতো বলী।
অভিমন্যুস্তদানীকং লোড়য়ন্ সমদৃশ্যত ॥ ২

প্রবিশ্যৈব তু রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়েন্দ্রান্তকোপমঃ।
সত্যশ্রবসমাদত্ত ব্যাঘ্রো মৃগমিবোল্বণঃ ॥ ৩

সত্যশ্রবসি চাক্ষিপ্তে ত্বরমাণা মহারথাঃ।
প্রগৃহ্য বিপুলং শস্ত্রমভিমন্যুমুপাদ্রবন্ ॥ ৪

অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
স্পর্ধমানাঃ সমাজগ্মুর্জিঘাংসন্তোঽর্জুনাত্মজম্ ॥ ৫

ক্ষত্রিয়াণামনীকানি প্রদ্রুতান্যভিধাবতাম্।
জগ্রাস তিমিরাসাদ্য ক্ষুদ্রমৎস্যানিবার্ণবে ॥ ৬

যে কেচন গতাস্তস্য সমীপমপলায়িনঃ।
ন তে প্রতিন্যবর্তন্ত সমুদ্রাদিব সিন্ধবঃ ॥ ৭

মহাগ্রাহগৃহীতেব বাতবেগভয়ার্দিতা।
সমকম্পত সা সেনা বিভ্রষ্টা নৌরিবার্ণবে ॥ ৮

অথ রুক্মরথো নাম মদ্রেশ্বরসুতো বলী।
ত্রস্তামাশ্বাসয়ন্ সেনামত্রস্তো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯

অলং ত্রাসেন বঃ শূরা নৈষ কশ্চিন্ময়ি স্থিতে।
অহমেনং গ্রহিষ্যামি জীবগ্রাহং ন সংশয়ঃ ॥ ১০

এবমুক্ত্বা তু সৌভদ্রমভিদুদ্রাব বীর্য্যবান্।
সুকল্পিতেনোহ্যমানঃ স্যন্দনেন বিরাজতা ॥ ১১

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যু কর্তৃক সত্যশ্রবা, বহু ক্ষত্রিয়, রুক্মরথ এবং তাঁহার মিত্রগণ ও শত শত রাজকুমারের সংহার এবং দুর্য্যোধনের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যেরূপ যমরাজ সকল প্রাণীর প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অর্জুন-কুমার অভিমন্যুও বীরগণের আয়ু অপহরণ করিতে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় হইয়া যাইলেন। ১

ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের বলবান্ পুত্র অভিমন্যু ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ছিলেন। তিনি সেই সময় যেন সমস্ত ব্যূহকেই মথিত করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজেন্দ্র! শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীরগণের পক্ষে সাক্ষাৎ যমতুল্য অভিমন্যু সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া উন্মত্ত ব্যাঘ্র কর্তৃক হরিণকে গ্রহণের ন্যায় সত্যশ্রবাকে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে বধ করিলেন ॥ ৩

এই ভাবে সত্যশ্রবা নিহত হইলে পর অন্যান্য মহারথী বীরগণ প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া অতি দ্রুতগতিতে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। ৪

সেই সব ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীরগণ "প্রথমে আমি, প্রথমে আমি" এইরূপে স্পর্দ্ধা দেখাইতে দেখাইতে অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। ৫

সেই সময় ধাবিত ক্ষত্রিয়গণের অগ্রসরমাণ সৈন্যদিগকে সেই ভাবে অভিমন্যু কালের গ্রাসে পরিণত করিয়া দিলেন, যেরূপ সাগরে তিমিনামক মহামৎস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে গ্রাস করিয়া থাকে। ৬

যুদ্ধ হইতে পলায়ন করেন নাই, এমন যে সব বীর সেই সময় অভিমন্যুর নিকট গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই আর ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন্ নাই, যেরূপ সমুদ্রে মিশিয়া গিয়া নদীসকল পুনরায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসেনা। ৭

যাহার সমুদ্রে পথ ভুল হইয়া গিয়াছে, যে বায়ুর বেগে ভয়াক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহাকে অতিশয় বৃহৎ গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) ধরিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ নৌকা যেমন চারিদিকে বিচালিত হইতে থাকে, সেইরূপ এই সব সৈন্য কাঁপিতে লাগিল। ৮

এই সময় মদ্ররাজ শল্যের বলবান্ পুত্র রুক্মরথ উপস্থিত হইয়া ভীত সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে নির্ভয় চিত্তে বলিতে লাগিলেন। ৯

বীরগণ! তোমরা ভীত হইওনা। আমি থাকিতে এই অভিমন্যু কিছুই নহে। আমি এখনই ইহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১০

এই কথা বলিয়া পরাক্রমশালী রুক্মরথ সুন্দর ও বিধি অনুসারে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন। ১১

সোঽভিমন্যুং ত্রিভির্বাণৈর্বিদ্ধ্বা বক্ষস্যথানদৎ।
ত্রিভিশ্চ দক্ষিণে বাহৌ সব্যে চ নিশিতৈস্ত্রিভিঃ ॥ ১২
স তস্যেষ্বসনং ছিত্ত্বা ফাল্গুনিঃ সব্য-দক্ষিণৌ।
ভুজৌ শিরশ্চ স্বক্ষিভ্রু ক্ষিতৌ ক্ষিপ্রমপাতয়ৎ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা রুক্মরথং রুগ্নং পুত্রং শল্যস্য মানিনম্।
জীবগ্রাহং জিঘৃক্ষন্তং সৌভদ্রেণ যশস্বিনা ॥ ১৪
সংগ্রামদুর্মদা রাজন্ রাজপুত্রাঃ প্রহারিণঃ।
বয়স্যাঃ শল্যপুত্রস্য সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ ॥ ১৫
তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ।
আর্জুনিং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥১৬
শূরৈঃ শিক্ষাবলোপেতৈস্তরুণৈরত্যমর্ষণৈঃ।
দৃষ্ট্বৈকং সমরে শূরং সৌভদ্রমপরাজিতম্ ॥ ১৭
ছাদ্যমানং শরব্রাতৈর্হৃষ্টো দুর্য্যোধনোঽভবৎ।
বৈবস্বতস্য ভবনং গতং হ্যেনমমন্যত ॥ ১৮

তিনি অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনটি বাণে দক্ষিণ বাহু অপর তিনটি বাণে বাম বাহুতে বিদ্ধ করিলেন। ১২

তখন অর্জুনপুত্র অভিমন্যু রুক্মরথের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহার বাম-দক্ষিণ বাহুদ্বয় এবং সুন্দর নেত্রদ্বয় ও ভ্রূদ্বয়ে সুশোভিত মস্তককে অতি সত্বর ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১৩

রাজন্! রাজা শল্যের এই অভিমানী পুত্র রুক্মরথ, যিনি অভিমন্যুকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে যুদ্ধে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া শল্যপুত্রের বহুসংখ্যক মিত্র রাজকুমার, যাঁহারা প্রহার করিতে নিপুণ ছিলেন এবং যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই অভিমন্যুকে চারিদিকে ঘিরিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সকলেরই ধ্বজ স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল এবং ইঁহারা চারিহাত লম্বা ধনু তখন আকর্ষণ করিতেছিলেন। ১৪-১৬

শিক্ষা ও বলসম্পন্ন, তরুণ, অত্যন্ত অমর্ষশীল এবং বীরবর রাজকুমারগণ কর্তৃক অপরাজিত ও শৌর্য্যশালী একাকী বীর অভিমন্যুকে সমরাঙ্গনে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধনের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তখন তিনি মনে করিলেন—অতঃপর অভিমন্যু শমনভবনে চলিয়াই গিয়াছে। ১৭-১৮

সেই রাজকুমারগণ স্বর্ণপক্ষ ভূষিত, নানাপ্রকার চিহ্নে

সুবর্ণপুঙ্খৈরিষুভির্নানালিঙ্গৈঃ সুতেজনৈঃ।
অদৃশ্যমার্জুনিং চক্রুর্নিমেষাৎ তে নৃপাত্মজাঃ ॥ ১৯
সসূতাশ্বধ্বজং তস্য স্যন্দনং তঞ্চ মারিষ।
আচিতং সমপশ্যাম শ্বাবিধং শললৈরিব ॥ ২০
স গাঢ়বিদ্ধঃ ক্রুদ্ধশ্চ তোত্ত্রৈর্গজ ইবার্দিতঃ।
গান্ধর্বমস্ত্রমযচ্ছদ্ রথমায়াঞ্চ ভারত ॥ ২১
অর্জুনেন তপস্তপ্ত্বা গন্ধর্বেভ্যো যদাহৃতম্।
তুম্বুরুপ্রমুখেভ্যো বৈ তেনামোহয়তাহিতান্ ॥ ২২
একধা শতধা রাজন্ দৃশ্যতে স্ম সহস্রধা।
অলাতচক্রবৎ সংখ্যে ক্ষিপ্রমস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ॥ ২৩
রথচর্য্যাস্ত্রমায়াভির্মোহয়িত্বা পরন্তপঃ।
বিভেদ শতধা রাজন্ শরীরাণি মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৪
প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং সংখ্যে প্রেষিতানি শিতৈঃ শরৈঃ।
রাজন্ প্রাপুরমুং লোকং শরীরাণ্যবনিং যযুঃ ॥ ২৫

সুশোভিত ও অতিশয় তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনন্দন অভিমন্যুকে নিমেষকালের মধ্যেই অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ১৯

আর্য্য! সারথি, অশ্ব ও ধ্বজ সহ অভিমন্যুর রথকে আমি সেইরূপে বাণসমূহে ব্যাপ্ত দেখিলাম, যেরূপ শ্বাবিধের দেহ কণ্টকে ব্যাপ্ত থাকে। ২০

ভারত! বাণসমূহের গুরুতর আঘাত খাইয়া অভিমন্যু অঙ্কুশের আঘাতে পীড়িত গজরাজের ন্যায় কুপিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি গান্ধর্ব অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং রথমায়া (রথ-যুদ্ধের নিপুণতা) প্রকাশ করিলেন। ২১

অর্জুন তপস্যা করিয়া তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণের নিকট হইতে যে সমস্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই সব অস্ত্রের দ্বারা অভিমন্যু শত্রুগণকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। ২২

রাজন্! তখন তিনি শীঘ্রতার সহিত অস্ত্রসঞ্চালনের কৌশল দেখাইতে থাকিয়া যুদ্ধে অলাতচক্রের ন্যায় এক, শত ও সহস্র প্রকারে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন। ২৩

মহারাজ! শত্রুসন্তাপক অভিমন্যু রথচর্য্যা ও অস্ত্রসকলের মায়ায় মোহিত করিয়া মহীপতিগণের শরীরসকলকে শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। ২৪

রাজন্! সেই যুদ্ধস্থলে তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহে প্রেরিত হইয়া প্রাণিগণের শরীরসকল রণভূমিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু প্রাণ পরলোকে চলিয়া গিয়াছিল। ২৫

ধনূংষ্যশ্বান্ নিযন্তৄংশ্চ ধ্বজান্ বাহূংশ্চ সাঙ্গদান্।
শিরাংসি চ শিতৈর্বাণৈস্তেষাং চিচ্ছেদ ফাল্গুনিঃ ॥ ২৬
চূতারামো যথা ভগ্নঃ পঞ্চবর্ষঃ ফলোপগঃ।
রাজপুত্রশতং তদ্বৎ সৌভদ্রেণ নিপাতিতম্ ॥ ২৭
ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কাশান্ সুকুমারান্ সুখোচিতান্।
একেন নিহতান্ দৃষ্ট্বা ভীতো দুর্য্যোধনোঽভবৎ ॥২৮
রথিনঃ কুঞ্জরানশ্বান্ পদাতীংশ্চাপি মজ্জতঃ।
দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনঃ ক্ষিপ্রমুপায়াৎ তমমর্ষিতঃ ॥২৯
তয়োঃ ক্ষণমিবাপূর্ণঃ সংগ্রামঃ সমপদ্যত।
অথাভবৎ তে বিমুখঃ পুত্রঃ শরশতাহতঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপরাজয়ে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

অর্জুনকুমার অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের ধনু, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদযুক্ত বাহু এবং মস্তকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

যেরূপ ফলদানযোগ্য পাঁচবর্ষের আম্রবৃক্ষ বায়ুকর্তৃক ভগ্ন হয়, সেইরূপ শত শত রাজকুমারকে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সেখানে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৭

ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ও সুখভোগের যোগ্য এই সুকুমার রাজকুমারগণকে একাকী অভিমন্যু কর্তৃক বিনষ্ট হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন ভয়ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৮

রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিসৈন্যগণকে অভিমন্যুরূপী সমুদ্রে নিমজ্জমান দেখিয়া অমর্ষপূর্ণ দুর্য্যোধন অতিসত্বর তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

তখন ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে ক্ষণকাল পর্য্যন্ত অসামগ্রিকভাবে যুদ্ধ চলিল। তাহার মধ্যেই আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শত শত বাণে আহত হইয়া যুদ্ধবিমুখ হইলেন ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে দুর্য্যোধনের পরাজয়বিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনা লক্ষ্মণস্য তথা ক্রাথপুত্রস্য বিনাশঃ, সৈন্যসহিতানাং ষণ্ণাং মহারথিনাং পলায়নঞ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
যথা বদসি মে সূত একস্য বহুভিঃ সহ।
সংগ্রামং তুমুলং ঘোরং জয়ং চৈব মহাত্মনঃ ॥ ১
অশ্রদ্ধেয়মিবাশ্চর্য্যং সৌভদ্রস্যাথ বিক্রমম্।
কিং তু নাত্যদ্ভুতং তেষাং যেষাং ধর্ম্মো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২
দুর্য্যোধনে চ বিমুখে রাজপুত্রশতে হতে।
সৌভদ্রে প্রতিপত্তিং কাং প্রত্যপদ্যন্ত মামকাঃ ॥ ৩
সঞ্জয় উবাচ।
সংশুষ্কাস্যাশ্চলন্নেত্রাঃ প্রস্বিন্না লোমহর্ষণাঃ।
পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে ॥ ৪

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুকর্তৃক লক্ষ্মণ ও ক্রাথপুত্রকে বধ এবং সৈন্যসহ ছয় মহারথীর পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! তুমি এখন যেরূপ কথা বলিতেছ, তাহাতে দেখিতেছি—একাকী মহাত্মা বীর অভিমন্যুর বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এবং এই যুদ্ধে বিজয়ও তাহারই হইতেছে—সুভদ্রাকুমারের এই পরাক্রম আশ্চর্য্যজনক। এতাদৃশ পরাক্রমের জন্য তাহার উপর সহসা বিশ্বাস করা যায় না; কিন্তু যাহাদের ধর্ম্মই একমাত্র আশ্রয়, তাহাদের পক্ষে এই সব কার্য্য অত্যন্ত অদ্ভুতের কথা নহে। ১-২

সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন পলায়ন করিল এবং শত শত রাজকুমার নিহত হইল, সেই সময় আমার পুত্রগণ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য কি করিল? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার সকল সৈন্যের মুখই শুকাইয়া যাইল, চক্ষু ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইল এবং তাহাদের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তাহারা পলায়ন করিবার জন্য উৎসাহ দেখাইতে লাগিল। শত্রুকে জয় করিবার বিষয়ে কোনরূপ উৎসাহই তাহাদের ছিল না ॥ ৪

হতান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পুত্রান্ সুহৃৎ-সম্বন্ধি-বান্ধবান্।
উৎসৃজ্যোৎসৃজ্য সঞ্জগ্মু স্ত্বরয়ন্তো হয়-দ্বিপান্ ॥ ৫
তান্ প্রভগ্নাংস্তথা দৃষ্ট্বা দ্রোণো দ্রৌণির্বৃহদ্বলঃ।
কৃপো দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ কৃতবর্ম্মাথ সৌবলঃ ॥ ৬
অভ্যধাবন্ সুসংক্রুদ্ধাঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্।
তে তু পৌত্রেণ তে রাজন্ প্রায়শো বিমুখীকৃতাঃ ॥ ৭
একস্তু সুখসংবৃদ্ধো বাল্যাদ্ দর্পাচ্চ নির্ভয়ঃ।
ইষ্বস্ত্রবিন্মহাতেজা লক্ষ্মণোঽর্জুনিমভ্যয়াৎ ॥ ৮
তমন্বগেবাস্য পিতা পুত্রগৃদ্ধী ন্যবর্তত।
অনুদুর্য্যোধনং চান্যে ন্যবর্তন্ত মহারথাঃ ॥ ৯
তং তেঽভিষিষিচুর্বাণৈর্মেঘা গিরিমিবাম্বুভিঃ।
স তু তান্ প্রমমাথৈকো বিষ্বগ্বাতো যথাম্বুদান্ ॥ ১০
পৌত্রং তব চ দুর্দ্ধর্ষং লক্ষ্মণং প্রিয়দর্শনম্।
পিতুঃ সমীপে তিষ্ঠন্তং শূরমুদ্যতকার্ম্মুকম্ ॥ ১১
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধং ধনেশ্বরসুতোপমম্।
আসসাদ রণে কার্ষ্ণির্মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ১২
লক্ষ্মণেন তু সঙ্গম্য সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
শরৈঃ সুনিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পিতঃ ॥ ১৩
সংক্রুদ্ধো বৈ মহারাজ দণ্ডাহত ইবোরগঃ।
পৌত্রস্তব মহারাজ তব পৌত্রমভাষত ॥ ১৪
সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোকো হ্যমুং লোকং গমিষ্যসি।
পশ্যতাং বান্ধবানাং ত্বাং নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা ততো ভল্লং সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
উদ্ববর্হ মহাবাহু র্নির্মুক্তোরগসন্নিভম্ ॥ ১৬
স তস্য ভুজনির্মুক্তো লক্ষ্মণস্য সুদর্শনম্।
সুনসং সুভ্রূকেশান্তং শিরোঽহার্ষীৎ সকুণ্ডলম্ ॥ ১৭

তাহারা যুদ্ধে মৃত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সম্বন্ধী এবং বন্ধু-বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের অশ্ব ও হস্তীদের উপর আরোহণ করত অতিসত্বর পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫

রাজন্! ইহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি—ইঁহারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অপরাজিত বীর অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু আপনার সেই পৌত্র অভিমন্যু ইঁহাদের সকলকেই প্রায় যুদ্ধ হইতে তাড়াইয়া দিলেন ৬-৭

সেই সময় সুখে পরিবর্দ্ধিত, ধনুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ, একাকী, মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ নিজের বালস্বভাব ও অভিমানবশতঃ নির্ভয় হইয়া অভিমন্যুর সম্মুখে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ৮

পুত্রকে রক্ষা করিতে অভিলাষী পিতা দুর্যোধনও তাঁহার সহিত যুদ্ধে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুর্যোধনের পশ্চাতে পশ্চাতে অন্যান্য মহারথীরাও প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৯

যেরূপ মেঘ কোন পর্ব্বতকে নিজের বারিধারায় সিক্তিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা মহারথী অভিমন্যুর উপর বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন চারিদিকেই প্রবাহিত বায়ু মেঘকে উড়াইয়া দেয়, তেমনই ভাবে একাকী অভিমন্যু সেই সব বীরকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

রাজন্! আপনার প্রিয়দর্শন পৌত্র লক্ষ্মণ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন। তিনি ধনু উত্তোলন করত পিতা দুর্যোধনেরই পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। অত্যন্ত সুখে পরিবর্দ্ধিত এই বীর লক্ষ্মণ কুবেরের পুত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। যেরূপ মদমত্ত হাতী অপর এক মদমত্ত হাতীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ অর্জুনপুত্র অভিমন্যু লক্ষ্মণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১-১২

লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া শত্রুবীরনাশী সুভদ্রাকুমার তাঁহার দ্বারা স্বীয় বাহু ও বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ১৩

মহারাজ! এই আঘাতে দণ্ডপ্রহারে উদ্ধত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পৌত্র অভিমন্যু আপনার অপর পৌত্র লক্ষ্মণকে বলিলেন। ১৪

লক্ষ্মণ! এই জগৎকে তুমি ভাল করিয়া দেখিয়া লও। এখন শীঘ্রই তুমি পরলোকে গমন করিবে। এই বান্ধবগণের সাক্ষাতেই তোমাকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব। ১৫

এই কথা বলিয়া শত্রুবীরহন্তা মহাবাহু সুভদ্রাকুমার খোলস-মুক্ত সর্পের ন্যায় নির্ম্মল একটি ভল্ল তূণ হইতে বাহির করিলেন।

অভিমন্যুর হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সেই ভল্ল দেখিতে অতিশয় সুন্দর, অনুপম নাসিকা, মনোহর ভ্রূ, মনোজ্ঞ কেশাগ্রভাগ এবং রুচির কুণ্ডলে মণ্ডিত লক্ষ্মণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ১৬-১৭

লক্ষ্মণং নিহতং দৃষ্ট্বা হাহেত্যুচ্চুক্রুশুর্জনাঃ।
ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে ॥ ১৮
হতৈনমিতি চুক্রোশ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রোণপুত্রো বৃহদ্বলঃ ॥ ১৯
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ ষড্ রথাঃ পর্য্যবারয়ন্।
তাংস্তু বিদ্ধ্বা শিতৈর্বাণৈর্বিমুখীকৃত্য চার্জুনিঃ ॥ ২০
বেগেনাভ্যপতৎ ক্রুদ্ধঃ সৈন্ধবস্য মহদ্ বলম্।
আবব্রুস্তস্য পন্থানং গজানীকেন দংশিতাঃ ॥ ২১
কলিঙ্গাশ্চ নিষাদাশ্চ ক্রাথপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
তৎ প্রসক্তমিবাত্যর্থং যুদ্ধমাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ২২
ততস্তদ্ কুঞ্জরানীকং ব্যধমদ্ ধৃষ্টমার্জুনিঃ।
যথা বায়ুর্নিত্যগতির্জলদান্ শতশোঽম্বরে ॥ ২৩

ততঃ ক্রাথঃ শরব্রাতৈরার্জুনিং সমবাকিরৎ।
অথেতরে সংনিবৃত্তাঃ পুনর্দ্রোণমুখা রথাঃ ॥২৪
পরমাস্ত্রাণি ধুন্বানাঃ সৌভদ্রমভিদুদ্রুবুঃ।
তান্ নিবার্য্যার্জুনির্বাণৈঃ ক্রাথপুত্রমথার্দয়ৎ ॥ ২৫
শরৌঘেণাপ্রমেয়েণ ত্বরমাণো জিঘাংসয়া।
সধনুর্বাণকেয়ূরৌ বাহূ সমুকুটং শিরঃ ॥ ২৬
সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং রথং চাশ্বান্ ন্যপাতয়ৎ।
কুলশীলশ্রুতিবলৈঃ কীর্ত্ত্যা চাস্ত্রবলেন চ।
যুক্তে তস্মিন্ হতে বীরাঃ প্রায়শো বিমুখাভবন্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি লক্ষ্মণবধে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

লক্ষ্মণকে নিহত হইতে দেখিয়া তখন সকল লোকেই তীব্রস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিজের প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণ নিহত হইলে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন কুপিত হইলেন এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে বলিলেন—অহো! এই অভিমন্যুকে সংহার কর ॥

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মা—এই ছয় মহারথী অভিমন্যুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

ইহা দেখিয়া অর্জুনকুমার অভিমন্যু স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করত রণবিমুখ করিয়া দিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রবেগের সহিত জয়দ্রথের বিশাল সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন।

সেই সময় কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ, নিষাদগণ ও পরাক্রমশালী ক্রাথপুত্র—ইঁহারা সকলে কবচধারণ করত গজসৈন্যের দ্বারা অভিমন্যুর পথ রোধ করিলেন।

প্রজানাথ! তখন সেখানে অত্যন্ত নিকট হইতেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জুনকুমার তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা সেই ধৃষ্ট গজসৈন্যদিগকে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেরূপ সদাগতি বায়ু আকাশে শত শত মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয় ॥ ১৮-২৩

তারপর ক্রাথ অর্জুননন্দন অভিমন্যুর উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ের মধ্যেই দ্রোণ প্রভৃতি অপর মহারথীরা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ॥ ২৪

তাঁহারা সকলে উত্তম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ করিতে করিতে সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে নিবারণ করিয়া ক্রাথপুত্রকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তারপর তিনি অসংখ্য বাণসমূহে ক্রাথপুত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার ধনুর্বাণ ও কেয়ূরসহ দুই বাহু, মুকুটমণ্ডিত মস্তক, ছত্র ও সারথিসহ রথ এবং অশ্বগণকেও বধ করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৬

কুল, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, বল, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবলসম্পন্ন সেই বীর ক্রাথপুত্র নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যের প্রায় সকল বীর সৈন্যগণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ॥ ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে লক্ষ্মণের বধবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোঃ পরাক্রমঃ, ষড্ভির্মহারথিভিঃ সহ ঘোরতরং যুদ্ধম্, তেন বৃন্দারক-দশসহস্রান্যনরপতিসহিতস্য কোশলরাজস্য বৃহদ্বলস্য বিনাশশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রবিষ্টং তরুণং সৌভদ্রমপরাজিতম্।
কুলানুরূপং কুর্বাণং সংগ্রামেষ্বপলায়িনম্ ॥ ১
আজানেয়ৈঃ সুবলিভির্যান্তমশ্বৈস্ত্রিহায়নৈঃ।
প্লবমানমিবাকাশে কে শূরাঃ সমবারয়ন্ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

অভিমন্যুঃ প্রবিশ্যৈতাংস্তাবকান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অকরোৎ পার্থিবান্ সর্বান্ বিমুখান্ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৩
তং তু দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণিশ্চ স বৃহদ্বলঃ।
কৃতবর্মা চ হার্দক্যঃ ষড়্রথাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা তু সৈন্ধবে ভারমতিমাত্রং সমাহিতম্।
সৈন্যং তব মহারাজ যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ॥ ৫
সৌভদ্রমিতরে বীরমভ্যবর্ষন্ শরাম্বুভিঃ।
তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ ॥ ৬
তাংস্তু সর্বান্ মহেষ্বাসান্ সর্ববিদ্যাসু নিষ্ঠিতান্।
ব্যষ্টম্ভয়দ্ রণে বাণৈঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥ ৭
দ্রোণং পঞ্চাশতাবিধ্যদ্ বিংশত্যা চ বৃহদ্বলম্।
অশীত্যা কৃতবর্মাণং কৃপং ষষ্ট্যা শিলীমুখৈঃ ॥ ৮
রুক্মপুঙ্খৈর্মহাবেগৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ।
অবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈরশ্বত্থামানমার্জুনিঃ ॥ ৯
স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পীতেন চ শিতেন চ।
ফাল্গুনির্দ্বিষতাং মধ্যে বিব্যাধ পরমেষুণা ॥ ১০
পাতয়িত্বা কৃপস্যাশ্বাংস্তথোভৌ পার্ষ্ণিসারথী।
অথৈনং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥ ১১
ততো বৃন্দারকং বীরং কুরূণাং কীর্তিবর্ধনম্।
পুত্রাণাং তব বীরাণাং পশ্যতামবধীদ্ বলী ॥ ১২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পরাক্রম, ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ এবং তাঁহার দ্বারা বৃন্দারক ও দশ হাজার অন্য রাজগণের সহিত কোশলরাজ বৃহদ্বলকে বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অপরাজিত ও যুদ্ধ হইতে অপলায়িত তরুণ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু এইভাবে যখন জয়দ্রথের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত নিজ কুলের অনুরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল এবং উত্তম জাতিতে উৎপন্ন তিন বৎসরের অশ্বগণের দ্বারা যেন আকাশে উড়িতে উড়িতে আসিয়া যখন আক্রমণ করিল, তখন কোন্ বীরগণ তাহাকে নিবারণ করিলেন? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডুকুলনন্দন অভিমন্যু সেই সময় আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার সকল ভূপতিগণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন ॥ ৩

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল এবং হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মা—এই ছয় মহারথী তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৪

মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের উপর গুরুতর ভার আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আপনার সৈন্যবাহিনী রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৫

অন্য কিছু মহাবল যোদ্ধা নিজের চারি হাত লম্বা ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে সেখানে সুভদ্রাকুমার বীর অভিমন্যুর উপর বাণরূপ জলধারা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৬

কিন্তু শত্রুবীরসংহারকারী অভিমন্যু সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ সেই সব মহাধনুর্দ্ধরগণকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে স্তব্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৭

অর্জ্জুনকুমার অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যকে পঞ্চাশ, বৃহদ্বলকে বিশ, কৃতবর্ম্মাকে আশী, কৃপাচার্য্যকে ষাট্ এবং অশ্বত্থামাকে কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত স্বর্ণময় পঙ্খযুক্ত মহাবেগশালী দশটি বাণের দ্বারা আহত করিলেন ॥ ৮-৯

অর্জ্জুনকুমার অভিমন্যু শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করত কর্ণের কানে পীতবর্ণ ও তীক্ষ্ণধার একটি উত্তম বাণের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ১০

কৃপাচার্য্যের চারিটি অশ্ব ও তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষকে ভূপাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশটি বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন। ১১

তদনন্তর বলবান্ অভিমন্যু কুরুকুলের কীর্তিবর্দ্ধন বীর বৃন্দারককে আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই বধ করিলেন। ১২

তং দ্রৌণিঃ পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ।
বরং বরমমিত্রাণামারুজন্তমভীতবৎ ॥১৩
স তু বাণৈঃ শিতৈস্তূর্ণং প্রত্যবিধ্যত মারিষ।
পশ্যতাং ধার্তরাষ্ট্রাণামশ্বত্থামানমার্জুনিঃ ॥ ১৪
ষষ্ট্যা শরাণাং তং দ্রৌণিস্তিগ্মধারৈঃ সুতেজনৈঃ।
উগ্রৈর্নাকম্পয়দ্ বিদ্ধা মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ১৫
স তু দ্রৌণিং ত্রিসপ্তত্যা হেমপুঙ্খৈরজিহ্মগৈঃ।
প্রত্যবিধ্যন্মহাতেজা বলবানপকারিণম্ ॥ ১৬
তস্মিন্ দ্রোণো বাণশতং পুত্রগৃদ্ধী ন্যপাতয়ৎ।
অশ্বত্থামা তথাষ্টৌ চ পরীপ্সন্ পিতরং রণে ॥ ১৭
কর্ণো দ্বাবিংশতিং ভল্লান্ কৃতবর্মা চ বিংশতিম্।
বৃহদ্বলস্তু পঞ্চাশৎ কৃপঃ শারদ্বতো দশ ॥ ১৮
তাংস্তু প্রত্যবধীৎ সর্বান্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ।
তৈরর্দ্যমানঃ সৌভদ্রঃ সর্বতো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৯
তং কোশলানামধিপঃ কর্ণিনাতাড়য়দ্ধৃদি।
স তস্যাশ্বান্ ধ্বজং চাপং সূতং চাপাতয়ৎ ক্ষিতৌ ॥২০
অথ কোশলরাজস্তু বিরথঃ খড়্গ-চর্মভৃৎ।
ইয়েষ ফাল্গুনেঃ কায়াচ্ছিরো হর্তুং সকুণ্ডলম্ ॥ ২১
স কোসলানামধিপং রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্।
হৃদি বিব্যাধ বাণেন স ভিন্নহৃদয়োঽপতৎ ॥২২
বভঞ্জ চ সহস্রাণি দশ রাজ্ঞাং মহাত্মনাম্।
সৃজতামশিবা বাচঃ খড়্গ-কার্মুকধারিণাম্ ॥ ২৩
তথা বৃহদ্বলং হত্বা সৌভদ্রো ব্যচরদ্ রণে।
ব্যষ্টম্ভয়ন্মহেষ্বাসো যোধাংস্তব শরাম্বুভিঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি বৃহদ্বলবধে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

তখন শত্রুদলের প্রধান প্রধান বীরগণকে পীড়াদানকারী অভিমন্যুকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পঁচিশটি বাণ প্রহার করিলেন ॥১৩

আর্য্য! অর্জুনকুমারও আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই অতিদ্রুত অশ্বত্থামাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪

তখন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণধার, তেজস্বী ও ভয়ঙ্কর ষাটটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু বিদ্ধ করিয়াও তিনি মৈনাকপর্ব্বততুল্য অবস্থিত অভিমন্যুকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। ১৫

মহাতেজস্বী বলবান্ অভিমন্যু স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা নিজের অপকার করিতে উদ্যত অশ্বত্থামাকে পুনরায় প্রত্যাঘাত করিলেন। ১৬

তখন স্বীয় পুত্রের উপর স্নেহপ্রবণ দ্রোণাচার্য্য অভিমন্যুর উপর একশত বাণবর্ষণ করিলেন। সেই সঙ্গে অশ্বত্থামাও নিজ পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সেই রণাঙ্গনে তাঁহার উপর আটটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ১৭

তারপর কর্ণ বাইশ, কৃতবর্ম্মা বিশ, বৃহদ্বল পঞ্চাশ ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য অভিমন্যুকে দশটি ভল্ল প্রহার করিলেন। ১৮

ইঁহাদের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সর্ব্বতোভাবে পীড়িত হইয়া সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু তাঁহাদের সকলকেই দশটি দশটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১৯

তাহার পর কোশলরাজ বৃহদ্বল একটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুর বক্ষে আঘাত করিলেন। ইহা দেখিয়া অভিমন্যু তাঁহার চারিটি অশ্ব ও ধ্বজ, ধনু এবং সারথিকেও নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন। ২০

রথহীন হইয়া পড়িলে কোশলদেশাধিপতি বৃহদ্বল হাতে ঢাল ও তরবারি লইলেন এবং অভিমন্যুর শরীর হইতে তাঁহার কুণ্ডল শোভিত মস্তক ছেদন করিবার ইচ্ছা করিলেন। ২১

এই সময়েই অভিমন্যু একটি বাণের দ্বারা কোশলদেশের অধিপতি রাজপুত্র বৃহদ্বলের হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। ২২

ইহার পর অভিমন্যু অশুভবাক্যভাষী এবং খড়্গ ও ধনু ধারণকারী দশ হাজার মহামনস্বী নৃপগণকেও সংহার করিলেন ॥২৩

এইভাবে মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু বৃহদ্বলকে বধ করিয়া আপনার যোদ্ধাগণের উপর স্বীয় বাণরূপী জল বর্ষণ করিতে করিতে তাহাদিগকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে বৃহদ্বলবধবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[অভিমন্যুনাশ্বকেতো-র্ভোজস্য কর্ণসচিবাদীনাঞ্চ বধঃ, ষড়্ভির্মহারথিভিঃ সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, তৈর্মহারথিভি-রভিমন্যোর্ধনুষঃ, রথস্য, চর্ম্মণঃ, খড়্গস্য বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পুনর্বিব্যাধ ফাল্গুনিঃ ।
শরৈঃ পঞ্চাশতা চৈনমবিধ্যৎ কোপয়ন্ ভৃশম্ ॥ ১

প্রতিবিব্যাধ রাধেয়স্তাবদ্ভিরথ তং পুনঃ ।
শরৈরাচিতসর্বাঙ্গো বহ্বশোভত ভারত ॥ ২

কর্ণং চাপ্যকরোৎ ক্রুদ্ধো রুধিরোৎপীড়বাহিনম্ ।
কর্ণোঽপি বিবভৌ শূরঃ শরৈশ্ছিন্নোঽস্গাপ্লুতঃ ॥ ৩

(সন্ধ্যানুগতপর্য্যস্তঃ শরদীব দিবাকরঃ ।)
তাবুভৌ শরচিত্রাঙ্গৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ ।
বভূবতুর্মহাত্মানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪

অথ কর্ণস্য সচিবান্ ষট্ শূরাংশ্চিত্রযোধিনঃ ।
সাশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথান্ সৌভদ্রো নিজঘান হ ॥ ৫

তথেতরান্ মহেষ্বাসান্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ।
প্রত্যবিধ্যদসম্ভ্রান্তস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৬

মাগধস্য তথা পুত্রং হত্বা ষড়্ভিরজিহ্মগৈঃ ।
সাশ্বং সসূতং তরুণমশ্বকেতুমপাতয়ৎ ॥ ৭

মার্তিকাবতকং ভোজং ততঃ কুঞ্জরকেতনম্ ।
ক্ষুরপ্রেণ সমুন্মথ্য ননাদ বিসৃজন্ শরান্ ॥ ৮

তস্য দৌঃশাসনির্বিদ্ধ্বা চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ।
সূতমেকেন বিব্যাধ দশভিশ্চার্জুনাত্মজম্ ॥ ৯

ততো দৌঃশাসনিং কার্ষ্ণির্বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ।
সংরম্ভাদ্ রক্তনয়নো বাক্যমুচ্চৈরথাব্রবীৎ ॥ ১০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অভিমন্যুকর্তৃক অশ্বকেতু, ভোজ ও কর্ণের সচিবাদিকে বধ এবং ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ও এই মহারথিগণের দ্বারা অভিমন্যুর ধনু, রথ, ঢাল ও তরবারি নাশ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! তদনন্তর অর্জুনকুমার অভিমন্যু একটি বাণের দ্বারা কর্ণের কানে পুনরায় আঘাত করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিতে করিতে আরও পাঁচশটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

ভরতনন্দন ! তখন রাধাপুত্র কর্ণও অভিমন্যুকে তত্সংখ্যক (পঁচিশটি) বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । এই সময় ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাণে ব্যাপ্ত থাকায় তিনি অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২

পুনরায় ক্রুদ্ধ অভিমন্যুও কর্ণকে বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকিয়া তাঁহার শরীরে রক্তধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন । সেই সময় বীরবর কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ সূর্য্যদেব শরৎকালে সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণরূপে রক্তবর্ণ হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ৩

তখন ইঁহাদের উভয়ের শরীর বাণে ব্যাপ্ত থাকায় বিচিত্র দেখাইতেছিল । উভয়ে রক্তে স্নাত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই দুই মহামনস্বী বীর বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৪

তদনন্তর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু বিচিত্র যুদ্ধকারী কর্ণের ছয় জন বীর মন্ত্রীকে তাঁহাদের অশ্ব, সারথি, রথ এবং ধ্বজসহ নিহত করিলেন ॥ ৫

কেবল ইহাই নহে, তিনি এই সময় কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই দশ দশটি বাণের দ্বারা অন্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকেও আহত করিয়া ফেলিলেন । ইহা তখন সকলের অদ্ভুত কার্য্য বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ৬

এইরূপে অভিমন্যু মগধরাজ শল্যের তরুণ পুত্র অশ্বকেতুকেও ছয়টি বাণের দ্বারা প্রহার করিয়া তাঁহাকে অশ্বগণ ও সারথিসহ রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৭

তাহার পর হস্তীর চিহ্নে সুশোভিত ধ্বজধারী মার্ত্তিকাবতক দেশের অধিপতি ভোজকে একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা বধ করিয়া অভিমন্যু বাণবর্ষণ করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৮

তখন দুঃশাসনের পুত্র চারিটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুর চারটি অশ্বকে আহত করিয়া একটি বাণে সারথিকে ও দশ বাণের দ্বারা স্বয়ং অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৯

ইহা দেখিয়া অর্জুনকুমার অভিমন্যুর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । এই অবস্থায় তিনি সাতটি বাণের দ্বারা দুঃশাসন-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

পিতা তবাহবং ত্যক্ত্বা গতঃ কাপুরুষো যথা।
দিষ্ট্যা ত্বমপি জানীষে যোদ্ধুং ন ত্বস্ত মোক্ষ্যসে ॥১১
এতাবদুক্ত্বা বচনং কর্মারপরিমার্জ্জিতম্।
নারাচং বিসসর্জ্জাস্মৈ তং দ্রৌণিস্ত্রিভিরাচ্ছিনৎ ॥ ১২
তস্যার্জ্জুনির্ধ্বজং ছিত্ত্বা শল্যং ত্রিভিরতাড়য়ৎ।
তং শল্যো নবভির্বাণৈর্গার্ধ্রপত্রৈরতাড়য়ৎ ॥ ১৩
হৃত্তসম্ভ্রান্তবদ্ রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তস্যার্জ্জুনির্ধ্বজং ছিত্ত্বা হত্বোভৌ পার্ষ্ণিসারথী ॥১৪
তং বিব্যাধায়সৈঃ ষড়্ভিঃ সোপাক্রামদ্ রথান্তরম্।
শত্রুঞ্জয়ং চন্দ্রকেতুং মেঘবেগং সুবর্চসম্ ॥১৫
সূর্য্যভাসঞ্চ পঞ্চৈতান্ হত্বা বিব্যাধ সৌবলম্।
তং সৌবলস্ত্রিভির্বিদ্ধা দুর্য্যোধনমথাব্রবীৎ ॥ ১৬
সর্ব এনং বিমথ্নীমঃ পুরৈকৈকং হিনস্তি নঃ।

অরে! তোর বাবা কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুই যুদ্ধ করিতে জানিস্, কিন্তু এখন তুই আর প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইতে পারিবি না ॥ ১১

এই কথা বলিয়া অভিমন্যু কামারকর্তৃক পরিমার্জ্জিত একটি নারাচকে দুঃশাসনের পুত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা তিনটি বাণ সন্ধান করিয়া উহাকে মধ্যভাগে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১২

তখন অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু অশ্বত্থামার ধ্বজ ছেদন করিয়া শল্যকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। রাজন্! এই সময় শল্য মনে অল্পও বিভ্রান্ত না হইয়া গৃধ্রপক্ষসুশোভিত নয়টি বাণে অভিমন্যুকে আহত করিয়া ফেলিলেন। ইহা তখন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই সকলের মনে হইতেছিল ॥

এই সময় অভিমন্যু শল্যের ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করিলেন এবং তাঁহাকেও লৌহনির্ম্মিত ছয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শল্য পলাইয়া অন্য রথে আরোহণ করিলেন ॥

তারপর শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুবর্চা এবং সূর্য্যভাস— এই পঞ্চ বীরকে বধ করত সুবলপুত্র শকুনিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। তখন শকুনিও তিন বাণে অভিমন্যুকে আহত করিয়া দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৬

রাজন্! এই অভিমন্যু আমাদের এক একজনের সহিত

অথাব্রবীৎ পুনর্দ্রোণং কর্ণো বৈকর্ত্তনো রণে ॥১৭
পুরা সর্বান্ প্রমথ্নাতি ব্রূহ্যস্য বধমাশু নঃ।
ততো দ্রোণো মহেষ্বাসঃ সর্বাংস্তান্ প্রত্যভাষত ॥ ১৮
অস্তি বাস্যান্তরং কিঞ্চিৎ কুমারস্যাথ পশ্যত।
অণ্বপ্যস্যান্তরং হ্যস্য চরতঃ সর্বতোদিশম্ ॥ ১৯
শীঘ্রতাং নরসিংহস্য পাণ্ডবেয়স্য পশ্যত।
ধনুর্মণ্ডলমেবাস্য রথমার্গেষু দৃশ্যতে ॥ ২০
সন্দধানস্য বিশিখান্ শীঘ্রং চৈব বিমুঞ্চতঃ।
আরুজন্নপি মে প্রাণান্ মোহয়ন্নপি সায়কৈঃ ॥ ২১
প্রহর্ষয়তি মাং ভূয়ঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অতি মাং নন্দয়ত্যেষ সৌভদ্রো বিচরন্ রণে ॥ ২২
অন্তরং যস্য সংরব্ধা ন পশ্যন্তি মহারথাঃ।
অস্যতো লঘুহস্তস্য দিশঃ সর্বা মহেষুভিঃ ॥ ২৩

যুদ্ধ করিয়া অস্ত্রপ্রহার করিবার পূর্ব্বেই আমরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে মথিত করিয়া ফেলিব। তারপর বিকর্ত্তনপুত্র কর্ণ পুনরায় রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭

আচার্য্য! অভিমন্যু আমাদের সকলকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং সত্বর ইহাকে আমরা পূর্ব্বেই যাহাতে বধ করিতে পারি, তাহার উপায় বলুন। তখন মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদের সকলকে বলিলেন ॥ ১৮

দেখ, এই কুমার অভিমন্যুর মধ্যে কোথায় দুর্ব্বলতা বা ছিদ্র আছে? চারিদিকে রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই অভিমন্যুর যদি অল্পও কোন ছিদ্র দেখিতে পাও, তাহার জন্য এখন অনুসন্ধান কর ॥ ১৯

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-পুত্রের শীঘ্রতা দেখ। কেমন শীঘ্রতা সহকারে সে বাণসমূহের সন্ধান এবং নিক্ষেপ করিতেছে, এই সময় রথমার্গে বিচরণকারী ইহার ধনুর কেবল মণ্ডলাকারই লক্ষ্য হইতেছে ॥

শত্রুবীরগণের সংহারকারী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু যদিও স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা আমারও প্রাণকে অত্যন্ত কষ্টদান করিতেছে, তথাপি বারংবার সে আমার হর্ষই বৰ্দ্ধন করিতেছে। রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিতেছে ॥ ২০-২২

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহারথী বীরগণও ইহার ছিদ্র দেখিতে পাইতে-ছেন না। সে অতিক্রত হস্ত চালনা করিতে করিতে নিজের

ন বিশেষং প্রপশ্যামি রণে গাণ্ডীবধন্বনঃ।
অথ কর্ণঃ পুনর্দ্রোণমাহার্জুনিশরাহতঃ ॥ ২৪
স্থাতব্যমিতি তিষ্ঠামি পীড্যমানোঽভিমন্যুনা।
তেজস্বিনঃ কুমারস্য শরাঃ পরমদারুণাঃ ॥ ২৫
ক্ষিণ্বন্তি হৃদয়ং মেঽদ্য ঘোরাঃ পাবকতেজসঃ।
তমাচার্য্যোঽব্রবীৎ কর্ণং শনকৈঃ প্রহসন্নিব ॥ ২৬
অভেদ্যমস্য কবচং যুবা চাশুপরাক্রমঃ।
উপদিষ্টা ময়া চাস্য পিতুঃ কবচধারণা ॥ ২৭
তামেষ নিখিলাং বেত্তি ধ্রুবং পরপুরঞ্জয়ঃ।
শক্যং ত্বস্য ধনুশ্ছেত্তুং জ্যাঞ্চ বাণৈঃ সমাহিতৈঃ ॥ ২৮
অভীষূংশ্চ হয়াংশ্চৈব তথোভৌ পার্ষ্ণি-সারথী।
এতৎ কুরু মহেষ্বাস রাধেয় যদি শক্যতে ॥ ২৯
অথৈনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরণং কুরু।
সধনুষ্কো ন শক্যোঽয়মপি জেতুং সুরাসুরৈঃ ॥ ৩০
বিরথং বিধনুষ্কঞ্চ কুরুষ্বৈনং যদীচ্ছসি।
তদাচার্য্যবচঃ শ্রুত্বা কর্ণো বৈকর্তনস্ত্বরন্ ॥ ৩১
অস্যতো লঘুহস্তস্য পৃষৎকৈর্ধনুরাচ্ছিনৎ।
অশ্বানস্যাবধীদ্ ভোজো গৌতমঃ পার্ষ্ণিসারথী ॥ ৩২
শেষাস্তু ছিন্নধন্বানং শরবর্ষৈরবাকিরন্।
ত্বরমাণাস্ত্বরাকালে বিরথং ষণ্মহারথাঃ ॥ ৩৩
শরবর্ষৈরকরুণা বালমেকমবাকিরন্।
স ছিন্নধন্বা বিরথঃ স্বধর্মমনুপালয়ন্ ॥ ৩৪
খড়্গচর্মধরঃ শ্রীমানুৎপপাত বিহায়সা।
মার্গৈঃ সকৌশিকাদ্যৈশ্চ লাঘবেন বলেন চ ॥ ৩৫
আর্জুনির্ব্যচরদ্ ব্যোম্নি ভৃশং বৈ পক্ষিরাড়িব।
ময্যেব নিপতত্যেষ সাসিরিত্যূর্ধ্বদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৬

মহাবাণসমূহের দ্বারা চারিদিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। আমি যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীবধারী অর্জুন ও এই অভিমন্যুর মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেছি না।

তদনন্তর কর্ণ পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন,—আমি অভিমন্যুর বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইতে থাকিলেও কেবল এইজন্য এখনও যুদ্ধস্থলে অপেক্ষা করিতেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম (তাহা না হইলে আমি বহু পূর্ব্বেই পলায়ন করিতাম)।

তেজস্বী কুমার অভিমন্যুর এই অত্যন্ত দারুণ ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ আজ আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য ঠাট্টা করিয়া হাস্য করিতে করিতে ধীরে ধীরে কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥২৩-২৬

কর্ণ! অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। এই তরুণ বীর শীঘ্রতার সহিত স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। আমি ইহার পিতাকে কবচধারণ করিবার বিধি উপদেশ করিয়াছিলাম। শত্রুনগর-বিজয়ী এই বীর কুমার নিশ্চয়ই সেই সব বিধি জানে (সুতরাং ইহার কবচ অভেদ্য হইবেই); কিন্তু মনোযোগসহকারে যুদ্ধ করিলে ইহার ধনু ও গুণ ছেদন করিতে পারা যায় ॥ ২৭-২৮

সেই সঙ্গে ইহার অশ্বগণের লাগাম, অশ্বগণ এবং দুই পার্শ্ব-রক্ষককেও নষ্ট করিতে পারা যায়। মহাধনুর্দ্ধর রাধাপুত্র! যদি পার ত' এই কার্য্য কর ॥ ২৯

অভিমন্যুকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিয়া পরে ইহার উপর প্রহার কর। ইহার হাতে যদি ধনু থাকে, তবে সে ত' সমস্ত দেবতা ও অসুরগণকেও জয় করিতে পারে ॥ ৩০

যদি তুমি ইহাকে পরাভূত করিতে চাও, তবে প্রথমে ইহার রথ ও ধনুটিকে নষ্ট করিয়া দাও। আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিকর্ত্তনপুত্র কর্ণ অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত নিজের বাণ-সমূহের দ্বারা শীঘ্রতাসহকারে হস্ত চালাইয়া অস্ত্র প্রয়োগকারী অভিমন্যুর ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন এবং কৃপাচার্য্য তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ৩১-৩২

অবশিষ্ট অন্যান্য মহারথীরা অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে তাহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ত্বরান্বিত হইবার সময়েই এই ছয় নির্দয় মহারথী অতিশয় সত্বরতার সহিত রথহীন একাকী সেই বালকের উপর বাণবর্ষণ করিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন।

ধনু ছিন্ন হইলে এবং রথ নষ্ট হইয়া যাইলে তেজস্বী বীর অভিমন্যু স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মপালন করিতে করিতে ঢাল ও তরবারি হাতে লইয়া আকাশপথে লাফাইয়া পড়িলেন।

অর্জুনকুমার অভিমন্যু কৌশিক প্রভৃতি মার্গসমূহের দ্বারা এবং শীঘ্রকারিতা ও বল-পরাক্রমে পক্ষিরাজ গরুড়সদৃশ ভূতল অপেক্ষা আকাশেই অধিকক্ষণ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তখন সমরাঙ্গণে প্রতিপক্ষের ছিদ্রান্বেষণকারী যোদ্ধাদের মনে হইতেছিল, এই অভিমন্যু আমার উপর তরবারি লইয়া পতিত হইবে" এরূপ আশঙ্কা করিয়া উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যুকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

বিব্যধুস্তং মহেষ্বাসং সমরে ছিদ্রদর্শিনঃ।
তস্য দ্রোণোঽচ্ছিনন্মুষ্টৌ খড়্গং মণিময়ৎসরুম্ ॥ ৩৭

ক্ষুরপ্রেণ মহাতেজাস্ত্বরমাণঃ সপত্নজিৎ।
রাধেয়ো নিশিতৈর্বাণৈর্ব্যধমচ্চর্ম চোত্তমম্ ॥ ৩৮

ব্যসি-চর্মেষু পূর্ণাঙ্গঃ সোঽন্তরিক্ষাৎ পুনঃ ক্ষিতিম্।
আস্থিতশ্চক্রমুদ্যম্য দ্রোণং ক্রুদ্ধোঽভ্যধাবত ॥ ৩৯

স চক্ররেণুজ্জ্বলশোভিতাঙ্গো
বভাবতীবোজ্জ্বলচক্রপাণিঃ।
রণেঽভিমন্যুঃ ক্ষণমাস রৌদ্রঃ
স বাসুদেবানুকৃতিং প্রকুর্বন্ ॥ ৪০

স্রুতরুধিরকৃতৈকরাগবস্ত্রো
ভ্রুকুটিপুটাকুটিলোঽতিসিংহনাদঃ।
প্রভুরমিতবলো রণেঽভিমন্যু-
র্নৃপবরমধ্যগতো ভৃশং ব্যরাজৎ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুবিরথকরণে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

সেই সময় শত্রুজয়ী মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্য্য ত্বরা করিয়া একটি বাণের দ্বারা অভিমন্যুর মুষ্টির মধ্যে ধৃত মণিময় মুষ্টিযুক্ত তরবারিটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তারপর রাধানন্দন কর্ণ স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা উত্তম ঢালটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ঢাল ও তরবারি হইতে বঞ্চিত হইয়া বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত দেহে অভিমন্যু পুনরায় আকাশমার্গ হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িলেন এবং একটি চক্র হাতে লইয়া কুপিতভাবে দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩৭-৩৯

তখন অভিমন্যুর শরীর চক্রের প্রভায় উদ্ভাসিত ও ধূলিরাশিতে সুশোভিত ছিল। তাহার হাতে তেজোময় উজ্জ্বল চক্র শোভা পাইতেছিল। ইহাতে তাহার অতিশয় শোভা হইতেছিল। সেই রণাঙ্গনে অভিমন্যু চক্রধারণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিতে করিতে ক্ষণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। ৪০

এই সময় অভিমন্যুর বস্ত্র তাঁহার শরীরপ্রবাহিত রক্তধারায় একমাত্র রক্তবর্ণই হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ভ্রূদ্বয় ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন হওয়ায় তাঁহার মুখমণ্ডল কুটিল বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রভাবশালী ও অপরিসীম বলবান্ অভিমন্যু সেই রণাঙ্গনে পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যে থাকিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুকে রথহীনকরণবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনা কালিকেয়-বসাতি-কেকয়রথিবীরাণাং বধঃ, ষড়্ভির্মহারথিভিঃ সহোদ্যোগেনাভিমন্যোর্বিনাশঃ, পলায়নপর-স্বকীয়সৈন্যেভ্যো যুধিষ্ঠিরস্যাশ্বাসদানঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

বিষ্ণোঃ স্বসুর্নন্দকরঃ স বিষ্ণ্বায়ুধভূষণঃ।
ররাজাতিরথঃ সংখ্যে জনার্দন ইবাপরঃ ॥ ১

মারুতোদ্ধূতকেশান্তমুদ্যতারিবরায়ুধম্।
বপুঃ সমীক্ষ্য পৃথ্বীশা দুঃসমীক্ষ্যং সুরৈরপি ॥ ২

তচ্চক্রং ভৃশমুদ্বিগ্নাঃ সঞ্চিচ্ছিদুরনেকধা।
মহারথস্ততঃ কার্ষ্ণিঃ সংজগ্রাহ মহাগদাম্ ॥ ৩

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অভিমন্যুর কালিকেয়, বসাতি ও কেকয় রথী বীরদিগকে বধ এবং ছয় মহারথীর সহায়তায় অভিমন্যুর বিনাশ ও পলায়নপর সৈন্যদিগকে যুধিষ্ঠিরের আশ্বাসপ্রদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার আনন্দপ্রদ এবং শ্রীকৃষ্ণসদৃশই চক্ররূপ অস্ত্রে সুশোভিত অতিরথী বীর অভিমন্যু সেই রণাঙ্গনে দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১

এই সময় প্রবাহিত বায়ু তাঁহার কেশসমূহের প্রান্তভাগ দুলাইতেছিল। তিনি স্বীয় হস্তে চক্রনামক অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার শরীর ও যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা দেবতাগণেরও পক্ষেও অতিশয় কঠিন ছিল, সেই চক্রকে দেখিয়া সমস্ত মহাযোদ্ধারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ চক্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

বিধমুঃ-স্যন্দনাসিস্তৈর্বিচক্রশ্চারিভিঃ কৃতঃ।
অভিমন্যুর্গদাপাণিরশ্বত্থামানমার্দয়ৎ ॥ ৪
স গদামুদ্যতাং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তীমশনীমিব।
অপাক্রামদ্ রথোপস্থাদ্ বিক্রমাংস্ত্রীন্ নরর্ষভঃ ॥ ৫
তস্যাশ্বান্ গদয়া হত্বা তথোভৌ পার্ষ্ণি-সারথী।
শরাচিতাঙ্গঃ সৌভদ্রঃ শ্বাবিদ্বৎ সমদৃশ্যত ॥ ৬
ততঃ সুবলদায়াদং কালিকেয়মপোথয়ৎ।
জঘান চাস্যানুচরান্ গান্ধারান্ সপ্তসপ্ততিম্ ॥৭
পুনশ্চৈব বসাতীয়ান্ জঘান রথিনো দশ।
কেকয়ানাং রথান্ সপ্ত হত্বা চ দশ কুঞ্জরান্ ॥ ৮
দৌঃশাসনিরথং সাশ্বং গদয়া সমপোথয়ৎ।
ততো দৌঃশাসনিঃ ক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য মারিষ ॥ ৯
অভিদুদ্রাব সৌভদ্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
তাবুদ্যতগদৌ বীরাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ১০
ভ্রাতৃব্যৌ সম্প্রজহ্রাতে পুরের ত্র্যম্বকান্ধকৌ।
তাবন্যোন্যং গদাগ্রাভ্যামাহত্য পতিতৌ ক্ষিতৌ ॥১১
ইন্দ্রধ্বজাবিবোৎসৃষ্টৌ রণমধ্যে পরন্তপৌ।
দৌঃশাসনিরথোত্থায় কুরূণাং কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ১২
উত্তিষ্ঠমানং সৌভদ্রং গদয়া মূর্ধ্ন্যতাড়য়ৎ।
গদাবেগেন মহতা ব্যায়ামেন চ মোহিতঃ ॥ ১৩
বিচেতা ন্যপতদ্ ভূমৌ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
এবং বিনিহতো রাজন্নেকো বহুভিরাহবে ॥ ১৪
ক্ষোভয়িত্বা চমূং সর্বাং নলিনীমিব কুঞ্জরঃ।
অশোভত হতো বীরো ব্যাধৈর্বনগজো যথা ॥ ১৫
তং তথা পতিতং শূরং তাবকাঃ পর্য্যবারয়ন্।
দাবং দগ্ধ্বা যথা শান্তং পাবকং শিশিরাত্যয়ে ॥ ১৬
বিমৃদ্য নগশৃঙ্গাণি সংনিবৃত্তমিবানিলম্।
অস্তংগতমিবাদিত্যং তপ্ত্বা ভারতবাহিনীম্ ॥ ১৭

তখন মহারথী অভিমন্যু এক বিশাল গদা হাতে লইলেন। শত্রুরা তাঁহাকে ধনু, রথ, খড়্গ ও চক্র হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন। সেইজন্য গদা হাতে লইয়া তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন। ২-৪

প্রজ্বলিত বজ্রতুল্য সেই গদাকে উপরে উত্তোলিত দেখিয়া নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা স্বীয় রথের আসন হইতে তিন পদ পরিমাণ পিছাইয়া যাইলেন ॥ ৫

সেই গদার আঘাতে অশ্বত্থামার চারিটি অশ্ব ও দুই পার্শ্ব-রক্ষককে বধ করিয়া বাণব্যাপ্ত দেহে অভিমন্যু শ্বাবিদের (শজারুর) ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৬

তারপর তিনি সুবলপুত্র কালিকেয়কে গদাঘাতে ভূমিতে পোথিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অনুগমনকারী সাতাত্তর জন গান্ধার যোদ্ধাকেও বধ করিলেন। ৭

তাহার পর দশজন বসাতিকে নিহত করিলেন। কেকয়-দেশের সাত রথী ও দশটি হাতীকে বিনাশ করিয়া দুঃশাসনপুত্রের অশ্বগণসহ রথকে গদাঘাতে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

আর্য্য! ইহাতে দুঃশাসনপুত্র কুপিত হইয়া হাতে গদাধারণ করত অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন—অরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

এই দুই বীর পরস্পরের উপর সেইভাবে গদার আঘাত করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে ভগবান্ শঙ্কর ও অন্ধকাসুর পরস্পরকে গদার আঘাত করিয়াছিলেন।

শত্রুতাপন এই দুই বীর তখন পরস্পরের গদার অগ্রভাগের আঘাতে আহত অবস্থায় ভূপতিত হইয়া দুইটি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পৃথিবীতে পড়িয়া রহিলেন।

তাহার পর কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন দুঃশাসনপুত্র প্রথমে উত্থিত হইয়া সুভদ্রাকুমারের মস্তকের উপরে গদার প্রচণ্ড আঘাত করিলেন।

গদার এই মহাবেগ ও পরিশ্রমে আহত হইয়া শত্রুবীরনাশী অভিমন্যু অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাজন্! এইভাবে সেই যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক যোদ্ধা মিলিত হইয়া একাকী অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন। ৮-১৪

যেরূপ হাতী কোন সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করিয়া ব্যাধগণকর্ত্তৃক বনজাত হাতীর মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যুবরণ করত বীর অভিমন্যু সেখানে অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৫

এইরূপে রণাঙ্গনে পতিত বীরবর অভিমন্যুকে আপনার সৈন্যগণ চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন। যেরূপ গ্রীষ্মকালে বন-ভূমিকে প্রজ্বলিত করিয়া অগ্নি শান্ত হইয়া থাকে, যেরূপ বায়ু বৃক্ষের শাখাসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া নিরস্ত হয়, যেরূপ জগৎকে সন্তাপিত করিয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন, যেরূপ চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়া থাকে এবং যেরূপ সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ

উপপ্লুতং যথা সোমং সংশুষ্কমিব সাগরম্।
পূর্ণচন্দ্রাভবদনং কাকপক্ষবৃতাক্ষিকম্॥ ১৮
তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা তাবকাস্তে মহারথাঃ।
মুদা পরময়া যুক্তাশ্চুক্রুশুঃ সিংহবন্মুহুঃ॥ ১৯
আসীৎ পরমকো হর্ষস্তাবকানাং বিশাম্পতে।
ইতরেষাং তু বীরাণাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্॥ ২০
অন্তরিক্ষে চ ভূতানি প্রাক্রোশন্ত বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা নিপতিতং বীরং চ্যুতং চন্দ্রমিবাম্বরাৎ॥ ২১
দ্রোণকর্ণমুখৈঃ ষড়্ভির্ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ।
একোঽয়ং নিহতঃ শেতে নৈষ ধর্মো মতো হি নঃ॥২২
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে বহ্বশোভত মেদিনী।
দ্যৌর্যথা পূর্ণচন্দ্রেণ নক্ষত্রগণমালিনী॥ ২৩
রুক্মপুঙ্খৈশ্চ সম্পূর্ণা রুধিরৌঘপরিপ্লুতা।
উত্তমাঙ্গৈশ্চ শূরাণাং ভ্রাজমানৈঃ সকুণ্ডলৈঃ॥ ২৪

বিচিত্রৈশ্চ পরিস্তোমৈঃ পতাকাভিশ্চ সংবৃতা।
চামরৈশ্চ কুথাভিশ্চ প্রবিদ্ধৈশ্চাম্বরোত্তমৈঃ॥ ২৫
তথাশ্বনরনাগানামলঙ্কারৈশ্চ সুপ্রভৈঃ।
খড়্গৈঃ সুনিশিতৈঃ পীতৈর্নির্মুক্তৈর্ভুজগৈরিব॥ ২৬
চাপৈশ্চ বিবিধৈশ্ছিন্নৈঃ শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসকম্পনৈঃ।
বিবিধৈশ্চায়ুধৈশ্চান্যৈঃ সংবৃতা ভূরশোভত॥ ২৭
বাজিভিশ্চাপি নির্জীবৈঃ শ্বসদ্ভিঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ।
সারোহৈর্বিষমা ভূমিঃ সৌভদ্রেণ নিপাতিতৈঃ॥ ২৮
সাঙ্কুশৈঃ সমহামাত্রৈঃ সবর্মায়ুধকেতুভিঃ।
পর্বতৈরিব বিধ্বস্তৈর্বিশিখৈর্মথিতৈর্গজৈঃ॥ ২৯
পৃথিব্যামনুকীর্ণৈশ্চ ব্যশ্ব-সারথি-যোধিভিঃ।
হ্রদৈরিব প্রক্ষুভিতৈর্হতনাগৈ রথোত্তমৈঃ॥ ৩০
পদাতিসঙ্ঘৈশ্চ হতৈর্বিবিধায়ুধভূষণৈঃ।
ভীরূণাং ত্রাসজননী ঘোররূপাভবন্মহী॥ ৩১

সমস্ত কৌরবসৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশবদনবিশিষ্ট অভিমন্যু ভূতলে নিপতিত হইলেন; তাঁহার মস্তকস্থিত কর্ণপার্শ্ববর্ত্তী কেশরাশির (জুলপীর) দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় আবৃত হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আপনার মহারথী বীর যোদ্ধারা অতিশয় প্রসন্নতার সহিত বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১৮-১৯

প্রজানাথ! আপনার পুত্রগণের ত' অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু পাণ্ডব-বীরগণের নেত্র হইতে তখন অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। ২০

মহারাজ! সেই সময় অন্তরিক্ষে অবস্থিত প্রাণিগণ আকাশ হইতে পতিত চন্দ্রের ন্যায় বীর অভিমন্যুকে রণভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার মহারথী যোদ্ধাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ২১

দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি ছয় কৌরবমহারথী বীরগণের দ্বারা অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করত এই বীর বালক এখানে শুইয়া আছে,—ইহা আমাদের মতে ধর্ম নহে। ২২

বীর অভিমন্যু নিহত হইলে পর সেই রণভূমি পূর্ণচন্দ্রে যুক্ত ও নক্ষত্রমালায় অলঙ্কৃত আকাশের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিল। ২৩

স্বর্ণময় পঙ্খবিভূষিত বাণসমূহে সেখানকার রণভূমি পরিপূর্ণ ছিল। রক্তধারায় উহা আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। বীরবরগণের কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তকসমূহ, হস্তিগণের বিচিত্র পৃষ্ঠাস্তরণসকল, বহু পতাকা, চামর, হস্তীর পৃষ্ঠে আস্তৃত কম্বল, এদিক্ ওদিকে পতিত উত্তম বস্ত্রসকল হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেদীপ্যমান আভরণসমূহ, খোলসমুক্ত সর্পসদৃশ নির্মল ও পীতবর্ণের খড়্গসকল, বিভিন্নরূপে ছিন্ন ধনুশ্রেণী, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন এবং অন্য নানাপ্রকার অস্ত্রসকলে আচ্ছাদিত সেই রণভূমি অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিল। ২৪-২৭

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকর্তৃক নিহত হইয়া ভূপাতিত রক্তস্নাত নির্জীব ও সজীব অশ্বগণ ও অশ্বারোহীদিগের দ্বারা সেই রণভূমি বিষম ও দুর্গম হইয়া উঠিল। ২৮

অঙ্কুশ, মাহুত, কবচ, আয়ুধ এবং ধ্বজসমূহের সহিত বড় বড় বহু গজরাজ বাণসকলে মথিত হইয়া বিধ্বস্ত পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় মনে হইতেছিল। যাহারা বিশাল বিশাল গজপতিগণকেও বিনাশ করিয়াছিল, সেই সব শ্রেষ্ঠ রথ, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধাশূন্য হইয়া মথিত সরোবরের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। নানাপ্রকার আয়ুধ ও অলঙ্কারসমূহে সম্পন্ন পদাতিসৈন্যদের বহু সমুদায় সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। এই সবের দ্বারা সেখানকার রণভূমি অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল এবং ভীরু পুরুষগণের মনে ভয় উৎপন্ন করিতে লাগিল। ২৯-৩১

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্।
তাবকানাং পরা প্রীতিঃ পাণ্ডূনাং চাভবদ্ ব্যথা ॥ ৩২
অভিমন্যৌ হতে রাজন্ শিশুকেঽপ্রাপ্তযৌবনে।
সম্প্রাদ্রবচ্চমূঃ সর্বা ধর্মরাজস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৩
দীর্য্যমাণং বলং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রে বিনিপাতিতে।
অজাতশত্রুস্তান্ বীরানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪
স্বর্গমেষ গতঃ শূরো যো হতো ন পরাঙ্মুখঃ।
সংস্তম্ভয়ত মা ভৈষ্ট বিজেষ্যামো রণে রিপূন্ ॥ ৩৫
ইত্যেবং স মহাতেজা দুঃখিতেভ্যো মহাদ্যুতিঃ।
ধর্মরাজো যুধাং শ্রেষ্ঠো ব্রুবন্ দুঃখমপানুদৎ ॥ ৩৬
যুদ্ধে হ্যাশীবিষাকারান্ রাজপুত্রান্ রণে রিপূন্।
পূর্বং নিহত্য সংগ্রামে পশ্চাদার্জুনিরভ্যয়াৎ ॥ ৩৭
হত্বা দশ সহস্রাণি কৌশল্যঞ্চ মহারথম্।
কৃষ্ণার্জুনসমঃ কার্ষ্ণিঃ শক্রলোকং গতো ধ্রুবম্ ॥ ৩৮
রথাশ্বনরমাতঙ্গান্ বিনিহত্য সহস্রশঃ।
অবিতৃপ্তঃ স সংগ্রামাদশোচ্যঃ পুণ্যকর্মকৃৎ।
গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ শাশ্বতান্ পুণ্যনির্জিতান্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুবধে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ অভিমন্যুকে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং পাণ্ডবদের অন্তরাত্মা ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। ৩২

রাজন্! তিনি তখনও যুবাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, সেই বালক অভিমন্যু নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই তাঁহার সকল সৈন্যবাহিনী পলায়ন করিতে লাগিল। ৩৩

সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ধরাশায়ী হইলে নিজের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হইতে দেখিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিজের সেই সৈন্যদিগকে এই কথা বলিলেন। ৩৪

এই বীরবর অভিমন্যু যুদ্ধ করত নিহত হইয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন, তথাপি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। তোমরাও সকলে ধৈর্য্যধারণ কর, ভীত হইও না. আমরা রণাঙ্গণে শত্রুদিগকে অবশ্যই জয় করিব। ৩৫

মহাতেজস্বী ও পরম কান্তিমান্ যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের দুঃখী সৈন্যদিগকে এই কথা বলিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিলেন। ৩৬

যুদ্ধে বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর শত্রুরূপ রাজকুমারগণকে প্রথমে বধ করিয়া পরে অর্জুননন্দন অভিমন্যু স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

দশ হাজার রথী ও মহারথী কোশলরাজ বৃহদ্বলকে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনসদৃশ পরাক্রমশালী অভিমন্যু অবশ্যই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। ৩৮

সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, পদাতি ও হস্তীদিগকে সংহার করিয়াও তিনি তৃপ্ত হন নাই। পুণ্যকর্ম্মকারী অভিমন্যু শোকভাজের অযোগ্য ছিলেন। তিনি পুণ্যাত্মাগণের পুণ্যার্জিত সনাতনলোকে গমন করিলেন। ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুর বধবিষয়ক একোন-পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[তৃতীয়দিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিঃ, সৈন্যানাং শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তনম, রণভূমিবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বয়ং তু প্রবরং হত্বা তেষাং তৈঃ শরপীড়িতাঃ।
নিবেশায়াভ্যুপায়ামঃ সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ১
নিরীক্ষমাণাস্তু বয়ং পরে চায়োধনং শনৈঃ।
অপযাতা মহারাজ গ্লানিং প্রাপ্তা বিচেতসঃ ॥ ২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[তৃতীয়দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি, সৈন্যদের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন এবং রণভূমির বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমরা শত্রুদিগের শ্রেষ্ঠ বীর অভিমন্যুকে বধ করিয়া এবং তাহাদের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম করিবার জন্য শিবিরে চলিয়া আসিলাম। সেই সময় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ১

মহারাজ! আমরা এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধস্থলকে

ততো নিশায়া দিবসস্য চাশিবঃ
শিবারুতৈঃ সন্ধিরবর্ত্ততাদ্ভুতঃ।
কুশেশয়াপীড়নিভে দিবাকরে
বিলম্বমানেঽস্তমুপেত্য পর্বতম্ ॥ ৩

বরাসিশক্ত্যৃষ্টিবরূথচর্মণাং
বিভূষণানাঞ্চ সমাক্ষিপন্ প্রভাঃ।
দিবঞ্চ ভূমিঞ্চ সমানয়ন্নিব
প্রিয়াং তনুং ভানুরুপৈতি পাবকম্ ॥৪

মহাভ্রকূটাচলশৃঙ্গসন্নিভৈ-
র্গজৈরনেকৈরিব বজ্রপাতিতৈঃ।
স বৈজয়ন্ত্যঙ্কুশবর্মহস্তিভি-
র্নিপাতিতৈর্নষ্টগতিশ্চিতা ক্ষিতিঃ ॥ ৫

হতেশ্বরৈশ্চ র্ণিতপত্ত্যুপস্করৈ-
র্হতাশ্বসূতৈর্বিপতাককেতুভিঃ।
মহারথৈর্ভূঃ শুশুভে বিচূর্ণিতৈঃ
পুরৈরিবামিত্রহতৈর্নরাধিপ ॥ ৬

রথাশ্ববৃন্দৈঃ সহ সাদিভির্হতৈঃ
প্রবিদ্ধভাণ্ডাভরণৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
নিরস্তজিহ্বাদশনান্ত্রলোচনৈ-
র্ধরা বভৌ ঘোরবিরূপদর্শনা ॥ ৭

প্রবিদ্ধবর্মাভরণাম্বরায়ুধা
বিপন্নহস্ত্যশ্বরথানুগা নরাঃ।
মহার্হশয্যাস্তরণোচিতাস্তদা
ক্ষিতাবনাথা ইব শেরতে হতাঃ ॥ ৮

অতীব হৃষ্টাঃ শ্ব-শৃগাল-বায়সা
বকাঃ সুপর্ণাশ্চ বৃকাস্তরক্ষবঃ।
বয়াংস্যসৃক্পাস্ত্বথ রক্ষসাং গণাঃ
পিশাচসঙ্ঘাশ্চ সুদারুণা রণে ॥ ৯

ত্বচো বিনির্ভিদ্য পিবন্ বসামসৃক্
তথৈব মজ্জাঃ পিশিতানি চাশ্নুবন্।
বপাং বিলুম্পন্তি হসন্তি গান্তি চ
প্রকর্ষমাণাঃ কুণপান্যনেকশঃ ॥ ১০

দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে সেখান হইতে গমন করিলাম। এই সময় অত্যন্ত শোকগ্রস্ত পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যরা অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল। ২

সেই সময় যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে উপস্থিত হইয়া পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িলেন, তখন তিনি কমলনির্ম্মিত মুকুটের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলরূপ এই অদ্ভুত সন্ধ্যা শিবাগণের ভয়ঙ্কর শব্দে অমঙ্গলময়ী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৩

সূর্য্যদেব শ্রেষ্ঠ তরবারি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, ঢাল ও আভরণসকলের প্রভা হরণ করিতে থাকিয়া আকাশ এবং পৃথিবীকে যেন সম অবস্থায় লইয়া যাইতে যাইতে নিজের প্রিয় শরীর অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। ৪

মহামেঘপুঞ্জ ও পর্ব্বতশিখরসদৃশ বিশালদেহ বহুসংখ্যক হাতী এভাবে রণাঙ্গনে পড়িয়াছিল যে, মনে হইতেছিল তাহারা বজ্রাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। বৈজয়ন্তী পতাকা, অঙ্কুশ, কবচ এবং মাহুতসহ ভূপাতিত সেই সব গজরাজগণের দেহে সেখানকার রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যাহার জন্য সেখানে গমনাগমন করাই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। ৫

নরাধিপ! শত্রুগণকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত বিশাল নগরসমূহের ন্যায় বড় বড় বহু রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের অশ্ব ও সারথি নিহত হইয়াছিল এবং ধ্বজ-পতাকাও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে এই সকল রথের আরোহী যোদ্ধারাও বিনষ্ট হইয়াছিল। পদাতি সৈন্যরা ও অন্যান্য বহু যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসমূহও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল। তখন এই সকলের দ্বারা রণভূমি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৬

রথ ও অশ্বসকল আরোহীদের সহিত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন বহু ভাণ্ড ও আভরণ ছিন্ন-ছিন্ন হইয়া পতিত ছিল। মনুষ্য ও পশুগণের জিহ্বা, দন্ত, অন্ত্র (আঁত) এবং চক্ষুসমূহ বাহির হইয়া আসিয়াছিল। এই সকলের দ্বারা সেই রণভূমি অতিশয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের অনুসরণকারী পদাতি মনুষ্যগণ নিজেদের প্রাণ হারাইয়া সেই রণাঙ্গনে পতিত ছিল। যে সমস্ত রাজা ও রাজকুমার বহুমূল্য শয্যা এবং বিছানায় শয়ন করিবার যোগ্য ছিলেন, তাহারা সকলে নিহত হইয়া অনাথের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। ৭-৮

কুকুর, শৃগাল, কাক, বক, গরুড়, বৃক, তরক্ষু, রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষসগণের দল এবং অত্যন্ত ভয়ানক পিশাচগণ সেই রণাঙ্গনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছিল। ৯

ইহারা মৃতদের ত্বক (চামড়া) বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের বসা

শরীরসঙ্ঘাতবহা হসৃগ্ জলা
রথোড়ুপা কুঞ্জরশৈলসঙ্কটা।
মনুষ্যশীর্ষোপলমাংসকর্দমা
প্রবিদ্ধনানাবিধশস্ত্রমালিনী ॥ ১১
ভয়াবহা বৈতরণীব দুস্তরা
প্রবর্ত্তিতা যোধবরৈস্তদা নদী।
উবাহ মধ্যেন রণাজিরে ভৃশং
ভয়াবহা জীবমৃতপ্রবাহিনী ॥ ১২
পিবন্তি চাশ্নন্তি চ যত্র দুর্দৃশাঃ
পিশাচসঙ্ঘাস্তু নদন্তি ভৈরবাঃ।
সুনন্দিতাঃ প্রাণভৃতাং ক্ষয়ঙ্করাঃ
সমানভক্ষাঃ শ্ব-শৃগাল-পক্ষিণঃ ॥ ১৩
তথা তদায়োধনমুগ্রদর্শনং
নিশামুখে পিতৃপতিরাষ্ট্রবর্ধনম্।
নিরীক্ষমাণাঃ শনকৈর্জহুর্নরাঃ
সমুত্থিতা নৃত্যকবন্ধসঙ্কুলম্ ॥ ১৪
অপেত-বিধ্বস্ত-মহার্হভূষণং
নিপাতিতং শক্রসমং মহাবলম্।
রণেঽভিমন্যুং দদৃশুস্তদা জনা
ব্যপোঢ়হব্যং সদসীব পাবকম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি তৃতীয়দিবসাবহারে
সমরভূমিবর্ণনে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

ও রক্তপান করিতেছিল, মজ্জা ও মাংস খাইতেছিল, চর্ব্বিসমূহ চর্ব্বণ করিতেছিল এবং বহু মৃতদেহকে এদিক্ ওদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন তাহারা হাসিতে ও গান গাহিতে ছিল ॥ ১০

সেই সময় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা যুদ্ধভূমিতে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা বৈতরণী নদীর ন্যায় দুষ্কর ও ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল। ইহাতে জলের স্থলে কেবল রক্তধারাই বহিয়া যাইতেছিল। বহু মৃতদেহসকল এই নদীতে বাহিত হইতেছিল। উহাতে রথসমূহ নৌকার ন্যায় দেখা যাইতেছিল। হস্তিসকলের দেহ উহাতে পর্ব্বতের ন্যায় মনে হইতেছিল। মনুষ্যগণের মস্তকসমূহ এই নদীর প্রস্তরতুল্য ছিল এবং মাংস ছিল কর্দ্দমসদৃশ। সেখানে খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ মালার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এই অত্যন্ত ভয়ঙ্করী নদী রণাঙ্গনের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া মৃত ও জীবিতগণকে বহন করিতেছিল ॥ ১১-১২

যাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও অতিশয় কঠিন ছিল, এরূপ ভয়ঙ্কর পিশাচসমূহ সেখানে রক্তাদি পান করিতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিগণের বিনাশকারী এই পিশাচেরা অতিশয় আনন্দিত ছিল। কুকুর, শৃগাল এবং পক্ষিগণও সমানভাবে ভোজনসামগ্রী পাইয়াছিল ॥ ১৩

প্রদোষকালে যমরাজের রাজ্যবৃদ্ধিকর সেই যুদ্ধক্ষেত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে নৃত্যপরায়ণ বহু কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) রণভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সব দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষের যোদ্ধারা যুদ্ধস্থল হইতে ধীরে ধীরে যাইতে থাকিয়া যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিল ॥ ১৪

সেই সময় সকল লোকে দেখিতে লাগিলেন, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু রণক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছেন। তাঁহার বহুমূল্য আভরণসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া শরীর হইতে দূরে যাইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি যজ্ঞবেদীর উপর ঘৃতাহুতিহীন অগ্নির ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পতিত আছেন ॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে তৃতীয়দিবসের যুদ্ধসমাপ্তির পর সৈন্যদের শিবিরে প্রস্থান ও যুদ্ধভূমিবর্ণন বিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্য বিলাপঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে সৌভদ্রে রথযূথপে।
বিমুক্তরথসন্নাহাঃ সর্ব্বে নিক্ষিপ্তকার্ম্মুকাঃ॥ ১

উপোপবিষ্টা রাজানং পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
তদেব যুদ্ধং ধ্যায়ন্তঃ সৌভদ্রগতমানসাঃ॥ ২

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
অভিমন্যৌ হতে বীরে ভ্রাতুঃ পুত্রে মহারথে॥ ৩

(এষ জিত্বা কৃপং শল্যং রাজানঞ্চ সুযোধনম্।
দ্রোণং দ্রৌণিং মহেষ্বাসং তথৈবান্যান্ মহারথান্॥)

দ্রোণানীকমসম্বাধং মম প্রিয়চিকীর্ষয়া।
(হত্বা শত্রুগণান্ বীরানেষ শেতে নিপাতিতঃ।
কৃতাস্ত্রান্ যুদ্ধকুশলান্ মহেষ্বাসান্ মহারথান্॥
কুল-শীল-গুণৈর্যুক্তান্ শূরান্ বিখ্যাতপৌরুষান্।
দ্রোণেন বিহিতং ব্যূহমভেদ্যমমরৈরপি॥
অদৃষ্টপূর্ব্বমস্মাভিঃ চক্রং চক্রায়ুধপ্রিয়ঃ।)
ভিত্ত্বা ব্যূহং প্রবিষ্টোঽসৌ গোমধ্যমিব কেসরী॥ ৪

(বিক্রীড়িতং রণে তেন নিঘ্নতা বৈ পরান্ বরান্।)
যস্য শূরা মহেষ্বাসাঃ প্রত্যনীকগতা রণে।
প্রভগ্না বিনিবর্ত্তন্তে কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥ ৫

অত্যন্তশত্রুরস্মাকং যেন দুঃশাসনঃ শরৈঃ।
ক্ষিপ্রং হ্যভিমুখঃ সংখ্যে বিসংজ্ঞো বিমুখীকৃতঃ॥ ৬

স তীর্ত্বা দুস্তরং বীরো দ্রোণানীকমহার্ণবম্।
প্রাপ্য দৌঃশাসনিং কার্ষ্ণিঃ প্রাপ্তো বৈবস্বতক্ষয়ম্॥ ৭

কথং দ্রক্ষ্যামি কৌন্তেয়ং সৌভদ্রে নিহতেঽর্জুনম্।
সুভদ্রাং বা মহাভাগাং প্রিয়ং পুত্রমপশ্যতীম্॥ ৮

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের বিলাপ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাপরাক্রমশালী রথযূথপতি সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু নিহত হইলে পর সমস্ত পাণ্ডবমহারথীরা রথ ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনুসকলকে নীচের দিকে অবনত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবৃত করত তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ইঁহাদের সকলেরই মন সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর উপরই নিহিত ছিল এবং ইঁহারা তাঁহার সেই যুদ্ধের কথা চিন্তা করিতেছিলেন॥ ১-২

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা অর্জ্জুনের বীর পুত্র অভিমন্যু নিহত হইলে পর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৩

অহো! কৃপাচার্য্য, শল্য, রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য মহরথী বীরগণকে জয় করিয়া, আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্যের নির্বাধ সৈন্যব্যূহকে বিনষ্ট করত বীর শত্রুবর্গকে বিনাশ করিবার পর পুত্র অভিমন্যু ভূপতিত হইয়াছে এবং সে এখন রণভূমিতে শুইয়া আছে। যাহারা অস্ত্রবিদ্যায় বিদ্বান্, যুদ্ধনিপুণ, কুল-শীল ও বহু সদ্‌গুণে গুণবান্, শৌর্য্যশালী বীর, নিজেদের পরাক্রমের জন্য ভুবনে প্রসিদ্ধ, সেই সব মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বীরগণকে পরাজিত করিয়া দেবতাগণের পক্ষেও যাহাকে ভেদ করা দুঃসাধ্য এবং আমরা যাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সেই দ্রোণনির্ম্মিত চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভগিনী-নন্দন অভিমন্যু তাহার মধ্যে সেইরূপ প্রবেশ করিয়াছিল, যেরূপ সিংহ গো-সমুদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে॥ ৪

সে রণাঙ্গনে প্রধান প্রধান শত্রুবীরগণকে বধ করিতে থাকিয়া অদ্ভুত রণক্রীড়া করিয়াছিল। যুদ্ধে ইহার সম্মুখে আসিলে পর শত্রুপক্ষের অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও মহাধনুর্দ্ধর বীরগণও উৎসাহহীন হইয়া পলায়ন করিত॥ ৫

যে বীর অর্জ্জুনকুমার যুদ্ধস্থলে আমাদের ঘোরতর শত্রু দুঃশাসন সম্মুখে আসিলে অতি দ্রুত নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহাকে অচেতন করিয়া দিয়া বিতাড়িত করিয়াছিল, সেই বীর দুস্তর মহাসাগরতুল্য দুরতিক্রমণীয় দ্রোণসেনা পার হইয়াও দুঃশাসনের পুত্রের নিকট পর্য্যন্ত যাইয়া যমলোকে গমন করিল॥ ৬-৭

সুভদ্রা-কুমার অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়া দেওয়ায় আমি এখন কিভাবে অর্জ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব? অথবা যে নিজের প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পায় নাই, সেই মহাভাগা সুভদ্রার সম্মুখে কিভাবে গমন করিব? ৮

কিংস্বিদ্ বরমপেতার্থমশ্লিষ্টমসমঞ্জসম্।
তাবুভৌ প্রতিবক্ষ্যামো হৃষীকেশ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৯

অহমেব সুভদ্রায়াঃ কেশবার্জ্জুনয়োরপি।
প্রিয়কামো জয়াকাঙ্ক্ষী কৃতবানিদমপ্রিয়ম্ ॥ ১০

ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষাঁল্লোভান্মোহাৎ প্রবর্ত্ততে।
মধুলিপ্সুর্হি নাপশ্যং প্রপাতমহমীদৃশম্ ॥ ১১

যো হি ভোজ্যে পুরস্কার্য্যো যানেষু শয়নেষু চ।
ভূষণেষু চ সোঽস্মাভির্বালো যুধি পুরস্কৃতঃ ॥ ১২

কথং হি বালস্তরুণো যুদ্ধানামবিশারদঃ।
সদশ্ব ইব সম্বাধে বিষমে ক্ষেমমর্হতি ॥ ১৩

নো চেদ্ধি বয়মপ্যেনং মহীমনু শয়ীমহি।
বীভৎসোঃ কোপদীপ্তস্য দগ্ধাঃ কৃপণচক্ষুষা ॥ ১৪

অলুব্ধো মতিমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাবান্ রূপবান্ বলী।
বপুষ্মান্ মানকৃদ্ বীরঃ প্রিয়ঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৫

যস্য শ্লাঘন্তি বিবুধাঃ কর্ম্মাণ্যূর্জ্জিতকর্ম্মণঃ।
নিবাতকবচান্ জঘ্নে কালকেয়াংশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৬

মহেন্দ্রশত্রবো যেন হিরণ্যপুরবাসিনঃ।
অক্ষোনিমেষমাত্রেণ পৌলোমাঃ সগণা হতাঃ ॥ ১৭

পরেভ্যোঽপ্যভয়ার্থিভ্যো যো দদাত্যভয়ং বিভুঃ।
তস্যাস্মাভির্ন শকিতস্ত্রাতুমপ্যাত্মজো বলী ॥ ১৮

ভয়ং তু সুমহৎ প্রাপ্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মহাবলান্।
পার্থঃ পুত্রবধাৎ ক্রুদ্ধঃ কৌরবান্ শোষয়িষ্যতি ॥ ১৯

ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রসহায়শ্চ স্বপক্ষক্ষয়মাতুরঃ।
ব্যক্তং দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা শোচন্ হাস্যতি জীবিতম্ ॥২০

ন মে জয়ঃ প্রীতিকরো ন রাজ্যং
ন চামরত্বং ন সুরৈঃ সলোকতা।
ইমং সমীক্ষ্যাপ্রতিবীর্য্যপৌরুষং
নিপাতিতং দেববরাত্মজাত্মজম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

হায়! আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এই দুইজনের সম্মুখে এই অনর্থপূর্ণ, অসঙ্গত ও অনুচিত বৃত্তান্ত কিরূপে বর্ণনা করিব? ৯

আমিই আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই অপ্রিয় কার্য্য করিলাম। ১০

লোভী মনুষ্য কোন কার্য্যের দোষ দেখিতে পায় না। সে লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। আমি মধুসদৃশ মধুররাজ্য লাভ করিবার কামনা করিয়া ইহা দেখি নাই যে, ইহাতে ভয়ঙ্কর পতনের ভয় আছে। ১১

হায়! যে সুকুমার বালককে ভোজন, শয়ন, যানে আরোহণ এবং বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি কর্ম্মেই অগ্রে স্থান দিতে হয়, তাহাকে কিনা আমরা যুদ্ধের জন্য অগ্রে পাঠাইয়া দিলাম। ১২

সেই তরুণ কুমার এখনও বালক। যুদ্ধবিদ্যায় পূর্ণ নিপুণতা অর্জ্জন করে নাই, সুতরাং গহন বনে প্রবেশ করিয়া সদশ্বের ন্যায় এই বিষম সঙ্কটময় সংগ্রামে যাইয়া কিভাবে কুশলে থাকিতে পারিবে। ১৩

যদি আমরা অভিমন্যুর সহিতই আজ রণাঙ্গনে শয়ন না করি, তবে ক্রোধে উত্তেজিত অর্জ্জুনের শোকাকুল নেত্রবহ্নিতে অবশ্যই আমরা দগ্ধ হইয়া যাইব। ১৪

যে লোভহীন, বুদ্ধিমান্, লজ্জাশীল, ক্ষমাবান্, রূপবান্, বলশালী, সুন্দর শরীরধারী, অপরকে মানদানকারী, প্রীতিপাত্র, বীর ও সত্যপরাক্রমী, যাহার কর্ম্ম দেবগণও প্রশংসা করেন, যাহার কর্ম্ম বলপূর্ণ ও মহৎ, যে পরাক্রমশালী বীর নিবাতকবচ ও কালকেয় অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছে, যে চক্ষুর নিমেষের মধ্যেই হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্রশত্রু পৌলোমনামক দানবগণের সহিত তাহাদের সংহার করিয়াছিল, সেই সামর্থ্যশালী অর্জ্জুন শত্রুগণও যদি অভয় কামনা করিয়া তাহার নিকটে আসে, তবে তাহাদিগকেও সে অভয়দান করিয়া থাকে; হায়! এরূপ বলশালী বীরের পুত্রকে আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না। ১৫-১৮

অহো! মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের উপর এখন অতিশয় গুরুতর ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল কারণ, নিজের পুত্রের বধে কুপিত হইয়া কুন্তীকুমার অর্জ্জুন কৌরবগণকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবে—তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিবে। ১৯

দুর্য্যোধন নীচ পুরুষ। তাহার সহায়কগণও নীচ; তাই সে নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের হাতে নিজের পক্ষের বিনাশ দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ২০

যাহার বল ও পুরুষার্থের কোনও তুলনা নাই, দেবেন্দ্রকুমার অর্জ্জুনের সেই পুত্র অভিমন্যুকে রণাঙ্গনে মৃত দেখিয়া এখন আমাকে বিজয়, রাজ্য, অমরত্ব, ও দেবলোকলাভও প্রীতিদান করিতে পারে না। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রলাপবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বিলাপরত-যুধিষ্ঠিরসমীপে ব্যাসদেবস্যাগমনম্, অকম্পন-নারদবৃত্তান্তং বর্ণয়তা ব্যাসেন মৃত্যোরুৎপত্তি-প্রসঙ্গবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথৈনং বিলপন্তং তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তত্র আজগাম মহানৃষিঃ॥ ১

অর্চয়িত্বা যথান্যায়মুপবিষ্টং যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীচ্ছোকসন্তপ্তো ভ্রাতঃ পুত্রবধেন চ॥ ২

অধর্মযুক্তৈর্বহুভিঃ পরিবার্য্য মহারথৈঃ।
যুধ্যমানো মহেষ্বাসৈঃ সৌভদ্রো নিহতো রণে॥ ৩

বালশ্চ বালবুদ্ধিশ্চ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অনুপায়েন সংগ্রামে যুধ্যমানো বিশেষতঃ॥ ৪

ময়া প্রোক্তঃ স সংগ্রামে দ্বারং সঞ্জনয়স্ব নঃ।
প্রবিষ্টেঽভ্যন্তরে তস্মিন্ সৈন্ধবেন নিবারিতাঃ॥ ৫

নন্বু নাম সমং যুদ্ধমেষ্টব্যং যুদ্ধজীবিভিঃ।
ইদং চৈবাসমং যুদ্ধমীদৃশং যৎ কৃতং পরৈঃ॥৬

তেনাস্মি ভৃশসন্তপ্তঃ শোকবাষ্পসমাকুলঃ।
শমং নৈবাধিগচ্ছামি চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৭

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা বিলপন্তং বৈ শোকব্যাকুলমানসম্
উবাচ ভগবান্ ব্যাসো যুধিষ্ঠিরমিদং বচঃ॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
ব্যসনেষু ন মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা ভরতর্ষভ॥ ৯

স্বর্গমেষ গতঃ শূরঃ শত্রূন্ হত্বা বহূন্ রণে।
অবালসদৃশং কর্ম কৃত্বা বৈ পুরুষোত্তমঃ॥ ১০

অনতিক্রমণীয়ো বৈ বিধিরেষ যুধিষ্ঠির।
দেব-দানব-গন্ধর্বান্ মৃত্যুর্হরতি ভারত॥ ১১

দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

[বিলাপরত যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং অকম্পন ও নারদের সংবাদ বলিতে বলিতে ব্যাসকর্তৃক মৃত্যুর উৎপত্তির প্রসঙ্গবর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তারপর এইরূপে বিলাপরত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট সে স্থলে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শুভাগমন করিলেন। ১

সেইসময় যুধিষ্ঠির তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন। তারপর তিনি যখন উপবিষ্ট হইলেন, তখন ভ্রাতা অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিনাশে শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন। ২

মুনে! অধর্মপরায়ণ অথচ মহাধনুর্দ্ধর বহুসংখ্যক মহারথী চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া রণাঙ্গনে যুদ্ধ করত একাকী সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে অসহায় অবস্থায় বধ করিয়াছেন॥ ৩

শত্রুবীরনাশী অভিমন্যু এখনও বালক ও বালকসুলভ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। বিশেষতঃ সে সংগ্রামে উপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রীহীন হইয়াই যুদ্ধ করিতেছিল॥ ৪

আমি যুদ্ধস্থলে তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, তুমি ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমাদের দ্বার উন্মোচন করিয়া দাও। তখন সে দ্বার উন্মোচন করিয়া ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাইল। তারপর যখন আমরা সেই দ্বার দিয়া ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলাম, তখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আসিয়া আমাদের প্রতিরোধ করিল। ৫

যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয়গণের স্বীয় তুল্য অস্ত্রাদি সাধনসম্পন্ন বীরের সহিতই যুদ্ধ করিবার বাসনা করা উচিত। শত্রুরা যে অভিমন্যুর সহিত এতাদৃশ যুদ্ধ করিল, তাহা কখনই সমান হইতে পারে না। ৬

সেইজন্য আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত, শোকাশ্রুতে সদা আমার চক্ষু পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি বারংবার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছি এবং আমি কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে শোকে ব্যাকুল হইয়া বিলাপরত রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন।৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, মহামতি, ভরতকুলভূষণ যুধিষ্ঠির! তোমার ন্যায় পুরুষের পক্ষে সঙ্কটের সময় মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে। ৯

সেই পুরুষোত্তম অভিমন্যু শৌর্য্যশালী বীর। সে রণাঙ্গনে অবালোকচিত পরাক্রম প্রকাশ করত বহুসংখ্যক শত্রুকে বধ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। ১০

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! ইহা বিধাতারই বিধান। ইহাকে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। মৃত্যু দেবতা, দানব ও গন্ধর্বগণকেও হরণ করিয়া থাকে। ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইমে বৈ পৃথিবীপালাঃ শেরতে পৃথিবীতলে।
নিহতাঃ পৃতনামধ্যে মৃতসংজ্ঞা মহাবলাঃ ॥ ১২
নাগাযুতবলাশ্চান্যে বায়ুবেগবলাস্তথা।
ত এতে নিহতাঃ সংখ্যে তুল্যরূপা নরৈর্নরাঃ ॥ ১৩
নৈষাং পশ্যামি হন্তারং প্রাণিনাং সংযুগে ক্বচিৎ।
বিক্রমেণোপসম্পন্নাস্তপোবলসমান্বিতাঃ ॥ ১৪
জেতব্যমিতি চান্যোন্যং যেষাং নিত্যং হৃদি স্থিতম্।
অথ চেমে হতাঃ প্রাজ্ঞাঃ শেরতে বিগতায়ুষঃ ॥ ১৫
মৃতা ইতি চ শব্দোঽয়ং বর্ত্ততে চ ততোঽর্থবৎ।
ইমে মৃতা মহীপালাঃ প্রায়শো ভীমবিক্রমাঃ ॥ ১৬
নিশ্চেষ্টা নিরভীমানাঃ শূরাঃ শত্রুবশংগতাঃ।
রাজপুত্রাশ্চ সংরব্ধা বৈশ্বানরমুখং গতাঃ ॥ ১৭
অত্র মে সংশয়ঃ প্রাপ্তঃ কুতঃ সংজ্ঞা মৃতা ইতি।
কস্য মৃত্যুঃ কুতো মৃত্যুঃ কেন মৃত্যুরিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৮
হরত্যমরসঙ্কাশঃ তন্মে ব্রূহি পিতামহ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা পরিপৃচ্ছন্তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
আশ্বাসনমিদং বাক্যমুবাচ ভগবানৃষিঃ ॥ ১৯

ব্যাস উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অকম্পনস্য কথিতং নারদেন পুরা নৃপ ॥ ২০
স চাপি রাজা রাজেন্দ্র পুত্রব্যসনমুত্তমম্।
অপ্রসহ্যতমং লোকে প্রাপ্তবানিতি মে মতিঃ ॥ ২১
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি মৃত্যোঃ প্রভবমুত্তমম্।
ততস্ত্বং মোক্ষ্যসে দুঃখাৎ স্নেহবন্ধনসংশ্রয়াৎ ॥ ২২
সমস্তপাপরাশিঘ্নং শৃণু কীর্তয়তো মম।
ধন্যমাখ্যানমায়ুষ্যং শোকঘ্নং পুষ্টিবর্ধনম্ ॥ ২৩
পবিত্রমরিসংঘঘ্নং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
যথৈব বেদাধ্যয়নমুপাখ্যানমিদং তথা ॥ ২৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে! এই মহাবল ভূপালগণ সৈন্যদের মধ্যভাগে নিহত হইয়া "মৃত" নাম ধারণ করত ভূতলে শয়ন করিয়া আছে। ১২

ইহাদের মধ্যে বহু রাজাই দশ হাজার হস্তিতুল্য বলশালী এবং বহু রাজার বেগ ও বল বায়ুসদৃশ। এই সব তুল্যরূপবিশিষ্ট মনুষ্যগণ অপর মনুষ্যদের দ্বারা যুদ্ধস্থলে নিহত হইয়াছে। ১৩

এই সকল প্রাণশক্তিসম্পন্ন বীরগণের যুদ্ধে কোন হন্তাকে আমি কোথাও দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, ইঁহারা সকলেই পরাক্রমশালী ও তপোবলান্বিত ॥ ১৪

যাহাদের হৃদয়ে পরস্পরকে জয়লাভ করিবার বাসনা বর্ত্তমান ছিল, সেই সব নরপতিগণও আয়ু শেষ হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে। ১৫

অতএব ইঁহাদের প্রতি "মৃত"-এই শব্দ সার্থকভাবে বর্ত্তমান আছে। এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভূপালগণকে প্রায় মৃতই বলা হইয়াছে। ১৬

এই শৌর্য্যশালী বীর রাজকুমারগণ চেষ্টা ও অভিমানশূন্য হইয়া শত্রুদিগের অধীনস্থ হইয়াছে। ইহারা কুপিত হইয়া বাণবর্ষণরূপ অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতেছে। ১৭

এবিষয়ে আমার এতাদৃশ সংশয় জন্মিয়াছে যে, ইহাকে কেন এই কথা বলা হয়? মৃত্যু নাম কোথা হইতে আসিল? কাহার মৃত্যু হয়? কি হেতু মৃত্যু হয়? এই মৃত্যু কি জন্য সকল প্রজাকে (প্রাণীকে) অপহরণ করিয়া থাকে? দেবতুল্য পিতামহ! এই সব বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন। ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ প্রশ্নকারী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে মুনিবর ভগবান্ ব্যাসদেব এই আশ্বাসজনক বাক্য বলিলেন। ১৯

ব্যাসদেব বলিলেন,—নরেশ্বর! জ্ঞানী পুরুষগণ এবিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেন। এই ইতিহাস বহু পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ রাজা অকম্পনকে বলিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র! রাজা অকম্পনও নিজ পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকলাভ করিয়াছিলেন; যাহা আমার বিচারেও এজগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসহ্য দুঃখকর ছিল। ২০-২১

এইজন্য আমি তোমাকে মৃত্যুর উৎপত্তিবিষয়ক উত্তম বৃত্তান্ত আজ বর্ণনা করিব, ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি স্নেহবন্ধনের কারণ উৎপন্ন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ২২

এই উপাখ্যান সমস্ত পাপরাশিনাশক। আমি ইহার বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ইহা ধন ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক, শোকনাশী, পুষ্টিবর্দ্ধক, পবিত্র, শত্রুসমূহনিবারক এবং সমস্ত মঙ্গলকারী কার্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকারক। যেরূপ বেদসমূহের স্বাধ্যায় পুণ্যদায়ক, সেইরূপ এই উপাখ্যানও পুণ্যপ্রদ বলিয়া জানিবে। ২৩-২৪

শ্রবণীয়ং মহারাজ প্রাতর্নিত্যং নৃপোত্তমৈঃ।
পুত্রানায়ুষ্মতো রাজ্যমীহমানৈঃ শ্রিয়ং তথা ॥ ২৫
পুরা কৃতযুগে তাত আসীদ্ রাজা হ্যকম্পনঃ।
স শত্রুবশমাপন্নো মধ্যে সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ২৬
তস্য পুত্রো হরির্নাম নারায়ণসমো বলে।
শ্রীমান্ কৃতাস্ত্রো মেধাবী যুধি শক্রোপমো বলী ॥ ২৭
স শত্রুভিঃ পরিবৃতো বহুধা রণমূর্ধনি।
ব্যস্যন্ বাণসহস্রাণি যোধেষু চ গজেষু চ ॥ ২৮
স কর্ম দুষ্করং কৃত্বা সংগ্রামে শত্রুতাপনঃ।
শত্রুভির্নিহতঃ সংখ্যে পৃতনায়াং যুধিষ্ঠির ॥ ২৯
স রাজা প্রেতকৃত্যানি তস্য কৃত্বা শুচান্বিতঃ।
শোচন্নহনি রাত্রৌ চ নালভৎ সুখমাত্মনঃ ॥ ৩০
তস্য শোকং বিদিত্বা তু পুত্রব্যসনসম্ভবম্।
আজগামাথ দেবর্ষির্নারদোঽস্য সমীপতঃ ॥ ৩১

মহারাজ! দীর্ঘায়ু পুত্র, রাজ্য এবং ধন সম্পত্তি কামনাকারী শ্রেষ্ঠ রাজগণের প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই উপাখ্যান শ্রবণ করা উচিত ॥ ২৫

তাত! প্রাচীনকালের কথা, সত্যযুগে অকম্পননামক এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদিগের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ২৬

রাজার এক পুত্র ছিল, যাহার নাম হইল হরি। তিনি বলে ভগবান্ নারায়ণের তুল্য ছিলেন। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, মেধাবী, শ্রীসম্পন্ন এবং যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ॥ ২৭

তিনি এক সময় শত্রুগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের ও গজারোহী সৈন্যদের উপর বারংবার সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির! সেই শত্রুতাপন বীর রাজকুমার সংগ্রামে দুষ্কর পরাক্রম দেখাইয়া শেষে সৈন্যগণের মধ্যে শত্রুসকলের দ্বারা নিহত হন ॥ ২৯

তখন রাজা অকম্পন শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সমাধা করিয়া দিবারাত্র তাঁহারই শোকে নিমগ্ন রহিলেন। তাঁহার মনে তখন অল্পও শান্তি ছিল না ॥ ৩০

স্বীয় পুত্রের মৃত্যুতে রাজা অকম্পন অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, ইহা জানিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আসিলেন ॥ ৩১

স তু রাজা মহাভাগো দৃষ্ট্বা দেবর্ষিসত্তমম্।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং কথামকথয়ৎ তদা ॥ ৩২
তস্য সর্বং সমাচষ্ট যথাবৃত্তং নরেশ্বরঃ।
শত্রুভির্বিজয়ং সংখ্যে পুত্রস্য চ বধং তথা ॥ ৩৩
মম পুত্রো মহাবীর্য্য ইন্দ্র-বিষ্ণুসমদ্যুতিঃ।
শত্রুভির্বহুভিঃ সংখ্যে পরাক্রম্য হতো বলী ॥ ৩৪
ক এষ মৃত্যুর্ভগবন্ কিং বীর্য্যবলপৌরুষঃ।
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন শ্রোতুং মতিমতাং বর ॥ ৩৫
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা নারদো বরদঃ প্রভুঃ।
আখ্যানমিদমাচষ্ট পুত্রশোকাপহং মহৎ ॥ ৩৬

নারদ উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাবাহো আখ্যানং বহুবিস্তরম্।
যথাবৃত্তং শ্রুতং চৈব ময়াপি বসুধাধিপ ॥ ৩৭

সেই সময় মহাভাগ রাজা অকম্পন দেবর্ষিপ্রবর নারদকে শুভাগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করত তাঁহাকে নিজের পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ৩২

রাজা অকম্পন ক্রমশঃ শত্রুগণের বিজয় এবং যুদ্ধস্থলে নিজ পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত এ সমস্ত বিষয়ই নারদকে যথাযথভাবে বলিয়া শুনাইলেন ॥ ৩৩

তিনি বলিলেন,—দেবর্ষে! আমার পুত্র ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় তেজস্বী, মহাপরাক্রমশালী এবং বলবান্ ছিল, কিন্তু যুদ্ধে বহু শত্রু একত্রে মিলিত হইয়া পরাক্রমপ্রকাশ করত তাহাকে বধ করিয়াছে ॥ ৩৪

ভগবন্! এই মৃত্যু কে? ইহার বীর্য্য, বল ও পৌরুষ কিরূপ? বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ! আমি এই সব বিষয় যথাযথভাবে শুনিতে চাই ॥ ৩৫

রাজা অকম্পনের এই কথা শ্রবণ করিয়া বরদান করিতে সমর্থ ও প্রভাবশালী নারদ এই পুত্রশোকনাশক উত্তম উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬

নারদ বলিলেন,—ভূপাল! তোমার পুত্রের মৃত্যু যেভাবে হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আমিও যথার্থরূপে পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। মহাবাহু রাজন্! এখন আমি তোমার নিকট এক বিস্তৃত উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি। তুমি ইহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩৭

প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তদা ব্রহ্মা আদিসর্গে পিতামহঃ।
অসংহৃতং মহাতেজা দৃষ্ট্বা জগদিদং প্রভুঃ ॥ ৩৮
তস্য চিন্তা সমুৎপন্না সংহারং প্রতি পার্থিব।
চিন্তয়ন্ হ্যসৌ বেদ সংহারং বসুধাধিপ ॥ ৩৯
তস্য রোষান্ মহারাজ খেভ্যোঽগ্নিরুদতিষ্ঠত।
তেন সর্বা দিশো ব্যাপ্তাঃ সান্তর্দেশা দিধক্ষতা ॥ ৪০
ততো দিবং ভুবং চৈব জ্বালামালাসমাকুলম্।
চরাচরং জগৎ সর্বং দদাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৪১
ততো হতানি ভূতানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
মহতা ক্রোধবেগেন ত্রাসয়ন্নিব বীর্য্যবান্ ॥ ৪২
ততো রুদ্রো জটী স্থাণুর্নিশাচরপতির্হরঃ।
জগাম শরণং দেবং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৪৩
তস্মিন্নাপতিতে স্থাণৌ প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
অব্রবীৎ পরমো দেবো জ্বলন্নিব মহামুনিঃ ॥ ৪৪
কিং কুর্মঃ কামং কামার্হ কামাজ্জাতোঽসি পুত্রক।
করিষ্যামি প্রিয়ং সর্বং ব্রূহি স্থাণো যদীচ্ছসি ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

সৃষ্টির আদিতে মহাতেজস্বী ও শক্তিশালী পিতামহ ব্রহ্মা যখন প্রজাগণের সৃষ্টি করিলেন, তখন সংহারের কোনই ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং এই সম্পূর্ণ জগৎকে প্রাণিগণে পরিপূর্ণ ও মৃত্যু-রহিত দেখিয়া প্রাণিগণের সংহারের জন্য চিন্তিত হইলেন। রাজন্! ভূপাল! বহু কিছু চিন্তা করিবার পরেও ব্রহ্মার প্রাণিগণের সংহারের বিষয়ে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না ॥৩৮-৩৯

মহারাজ! সেই সময় ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মার নেত্রাদি ইন্দ্রিয়-দ্বার-সমূহ দিয়া অগ্নি উৎপন্ন হইল। সেই অগ্নি এই জগৎকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় সমস্ত দিক্ ও বিদিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪০

তদনন্তর আকাশ ও পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই অগ্নির প্রচণ্ড শিখা ব্যাপ্ত হইল। দাহ করিতে সমর্থ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ভগবান্ অগ্নিদেব তীব্র ক্রোধবেগে সকলকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে সম্পূর্ণ চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) জগৎকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বহু স্থাবর-জঙ্গমপ্রাণী নষ্ট হইয়া যাইল ॥৪১-৪২

তাহার পর রাক্ষসগণের অধিপতি, জটাধারী, দুঃখহর্ত্তা স্থাণু-নামধারী ভগবান্ রুদ্র পরমেষ্ঠী ভগবান্ ব্রহ্মার শরণগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৩

প্রজাসকলের হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ রুদ্রদেব আগমন করিলে পর মহামুনি ব্রহ্মা স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া এইরূপ বলিলেন ॥ ৪৪

স্বীয় অভীষ্ট মনোরথ লাভ করিবার যোগ্য পুত্র! তুমি আমার মানসিক সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; আমি তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব? তুমি যাহা পাইতে ইচ্ছুক, তাহা বল। আমি তোমার সকল মনোরথানুকূল প্রিয় কার্য্য করিব ॥৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শঙ্কর-ব্রহ্মণোঃ সংবাদঃ, মৃত্যোরুৎপত্তিঃ, তদুপরি প্রজাসংহারভারার্পণঞ্চ।]

স্থাণুরুবাচ।
প্রজাসর্গনিমিত্তং হি কৃতো যত্নস্ত্বয়া বিভো।
ত্বয়া সৃষ্টাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ভূতগ্রামাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১
তাস্তবেহ পুনঃ ক্রোধাৎ প্রজা দহ্যন্তি সর্বশঃ।
তা দৃষ্ট্বা মম কারুণ্যং প্রসীদ ভগবন্ প্রভো ॥ ২

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শঙ্কর ও ব্রহ্মার সংবাদ, মৃত্যুর উৎপত্তি এবং তাহার উপর প্রজাসংহারের ভার অর্পণ।

স্থাণু (রুদ্রদেব) বলিলেন,—প্রভো! আপনি প্রজাগণের সৃষ্টির জন্য স্বয়ংই যত্ন করিয়াছেন। আপনি স্বয়ংই নানাপ্রকার প্রাণিগণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়াছেন ॥ ১

আপনার সেই সৃষ্ট প্রজাগণ পুনরায় আপনারই ক্রোধে এখন দগ্ধ হইতেছে। ইহাতে তাহাদের জন্য আমার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভগবন্! প্রভো! সেইজন্য আপনি এই প্রজাগণের কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রসন্ন হউন ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ।

সংহর্তুং ন চ মে কাম এতদেবং ভবেদিতি।
পৃথিব্যা হিতকামং তু ততো মাং মন্যুরাবিশৎ ॥ ৩

ইয়ং হি মাং সদা দেবী ভারার্তা সমচূচুদৎ।
সংহারার্থং মহাদেব ভারেণাভিহতা সতী ॥ ৪

ততোঽহং নাধিগচ্ছামি তথা বহুবিধং তদা।
সংহারমপ্রমেয়স্য ততো মাং মন্যুরাবিশৎ ॥ ৫

রুদ্র উবাচ।

সংহারার্থং প্রসীদস্ব মা রুষো বসুধাধিপ।
মা প্রজাঃ স্থাবরাশ্চৈব জঙ্গমাশ্চ ব্যনীনশঃ ॥ ৬

তব প্রসাদাদ্ ভগবন্নিদং বর্তেৎ ত্রিধা জগৎ।
অনাগতমতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতি বর্ততে ॥ ৭

ভগবন্ ক্রোধসন্দীপ্তঃ ক্রোধাদগ্নিমবাসৃজৎ।
স দহত্যশ্মকূটানি দ্রুমাংশ্চ সরিতস্তথা ॥ ৮

পল্বলানি চ সর্বাণি সর্বাংশ্চৈব তৃণোলপান্।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব নিঃশেষং কুরুতে জগৎ ॥ ৯

তদেতদ্ ভস্মসাদ্ভূতং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
প্রসীদ ভগবন্ স ত্বং রোষো ন স্যাদ্ বরো মম ॥ ১০

সর্বে হি সৃষ্টা নশ্যন্তি তব দেব কথঞ্চন।
তস্মান্নিবর্ততাং তেজস্ত্বয্যেবেদং প্রলীয়তাম্ ॥ ১১

তৎ পশ্য দেব সুভৃশং প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
যথেমে প্রাণিনঃ সর্বে নিবর্তেরংস্তথা কুরু ॥ ১২

অভাবং নেহ গচ্ছেয়ুরুৎসন্নজননাঃ প্রজাঃ।
আদিদেব নিযুক্তোঽস্মি ত্বয়া লোকেষু লোককৃৎ ॥ ১৩

মা বিনশ্যেজ্জগন্নাথ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
প্রসাদাভিমুখং দেবং তস্মাদেবং ব্রবীম্যহম্ ॥ ১৪

নারদ উবাচ।

শ্রুত্বা হি বচনং দেবঃ প্রজানাং হিতকারণে।
তেজঃ সন্ধারয়ামাস পুনরেবান্তরাত্মনি ॥ ১৫

ততোঽগ্নিমুপসংহৃত্য ভগবাঁল্লোকসৎকৃতঃ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কথয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ১৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—রুদ্র! আমার ইচ্ছা এরূপ নহে যে, এই প্রজাগণ এইভাবে বিনষ্ট হউক। জগতের হিত কামনা করিয়াই আমার মনে এই ক্রোধ আবিষ্ট হইয়াছে। ৩

মহাদেব! এই পৃথিবীদেবী প্রজাগণের ভারে পীড়িত হইয়া জগতের সংহারের জন্য আমাকে প্রেরণাদান করিয়াছে। এই সতী-সাধ্বীদেবী গুরুতরভাবে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। ৪

আমি অনেক প্রকার এই অনন্ত জগতের সংহারের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন উপায়ই আমি উদ্ভাবন করিতে পারি নাই। এজন্য আজ আমার মনে ক্রোধের সমাবেশ হইয়াছে। ৫

রুদ্র বলিলেন,—বসুধার অধিপতি পিতামহ! আপনি ক্রোধ করিবেন না। জগতের সংহার নিবারণের জন্য আপনি প্রসন্ন হউন। এই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণকে বিনাশ করিবেন না। ৬

ভগবন্! আপনার কৃপায় এই জগৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল, সেই ভূত, যাহা ভবিষ্যতে থাকিবে, সেই ভবিষ্যৎ ও যাহা সম্প্রতি আছে, সেই বর্ত্তমান—এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া তিন ভাবে পরিচালিত হইতেছে। ৭

প্রভো! আপনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক যে অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পর্ব্বতশিখর, বৃক্ষ ও নদীসমূহকে দগ্ধ করিতেছেন। ৮

এই অগ্নি সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, সর্ব্বপ্রকার তৃণ ও লতাসমূহ এবং গতিশীল জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতেছে। এইরূপে এই সমগ্র চরাচর জগৎ প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার মনে যেন আর কোন রোষ না থাকে, ইহাই আপনার নিকট আমার বর প্রার্থনা। ৯-১০

দেব! আপনার সৃষ্ট এই সমস্ত প্রাণী যে কোনরূপে নষ্ট হইয়া থাকে; অতএব আপনার এই তেজস্বরূপ ক্রোধ জগতের সংহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া আপনার মধ্যে বিলীন হউক। ১১

প্রভো! আপনার প্রজাবর্গের অত্যন্ত হিত কামনা করিয়া ইহাদের উপর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করুন। যাহাতে এই সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়, আপনি তাহাই করুন। ১২

সন্তানসকল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় যাহাতে সকল প্রাণী লুপ্ত হইয়া না পড়ে। আদিদেব! আপনি লোকসমূহের মধ্যে আমাকে লোকস্রষ্টার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৩

জগন্নাথ! এই চরাচর জগৎ যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য সদা করুণা করিতে উদ্যত প্রভুর সম্মুখে আমার এইরূপ প্রার্থনা আমি নিবেদন করিলাম। ১৪

নারদ বলিলেন,—রাজন্! প্রজাগণের হিতের জন্য মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় স্বীয় অন্তরাত্মায় সেই তেজ (ক্রোধ) ধারণ করিলেন। ১৫

তখন বিশ্ববন্দিত ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ক্রোধাগ্নির উপসংহার

উপসংহরতস্তস্য তমগ্নিং রোষজং তথা।
প্রাদুর্বভূব বিশ্বেভ্যো গোভ্যো নারী মহাত্মনঃ ॥ ১৭
কৃষ্ণরক্তা তথা পিঙ্গরক্তজিহ্বাস্যলোচনা।
কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রাজেন্দ্র তপ্তাভ্যাং তপ্তভূষণা ॥১৮
সা নিঃসৃত্য তথা খেভ্যো দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতা।
স্ময়মানা চ সাবেক্ষ্য দেবৌ বিশ্বেশ্বরাবুভৌ ॥ ১৯
তামাহূয় তদা দেবো লোকাদিনিধনেশ্বরঃ।
(উক্তবান্ মধুরং বাক্যং সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।)
মৃত্যো ইতি মহীপাল জহি চেমাঃ প্রজা ইতি ॥ ২০
ত্বং হি সংহারবুদ্ধ্যাথ প্রাদুর্ভূতা রুষো মম।
তস্মাৎ সংহর সর্বাস্ত্বং প্রজাঃ সজড়পণ্ডিতাঃ ॥ ২১
মম ত্বং হি নিয়োগেন ততঃ শ্রেয়ো হ্যবাপ্স্যসি।
এবমুক্তা তু সা তেন মৃত্যুঃ কমললোচনা ॥ ২২
দধ্যৌ চাত্যর্থমবলা প্ররুরোদ চ সুস্বরম্।
পাণিভ্যাং প্রতিজগ্রাহ তান্যশ্রূণি পিতামহঃ।
সর্বভূতহিতার্থায় তাং চাপ্যনুনয়ৎ তদা ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি মৃত্যুকথনে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

করিয়া মনুষ্যগণের জন্য প্রবৃত্তি (কর্ম্ম) ও নিবৃত্তি (জ্ঞান) মার্গের উপদেশ দান করিলেন ॥ ১৬

সেই ক্রোধাগ্নির উপসংহার করিবার সময় মহাত্মা ব্রহ্মার সকল ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে এক নারী প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তিনি কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণবিশিষ্টা ছিলেন। ইঁহার জিহ্বা, মুখ এবং নেত্র পীতবর্ণ ও রক্তবর্ণ ছিল। রাজেন্দ্র! তিনি তপ্ত সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলে সুশোভিত এবং তাঁহার সমস্ত আভরণই তপ্ত সুবর্ণে নির্ম্মিত ছিল ॥ ১৭-১৮

তিনি ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেই দুই বিশ্বেশ্বর দেবতার দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

মহীপাল! সেই সমস্ত জগতের আদি ও অন্তের অধিপতি স্বামী ব্রহ্মা সেই নারীকে নিজের নিকটে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাকে বারংবার সান্ত্বনাদান করিতে করিতে মধুর বাণীতে "হে মৃত্যু" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন—তুমি এই সমস্ত প্রজাগণকে সংহার কর ॥ ২০

দেবি! তুমি সংহার বুদ্ধিদ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার রোষ হইতে উৎপন্না হইয়াছ, সেইজন্য মূর্খ ও পণ্ডিত সকল প্রজাকে সংহার করিতে থাক, আমার আজ্ঞায় তোমায় এই কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। ইহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে ॥ ২১

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর মৃত্যুনাম্নী সেই কমলনয়না নারী অত্যন্ত চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িলেন এবং ধীরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২২

পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সেই অশ্রু সমস্ত প্রাণিগণের হিতের জন্য স্বীয় দুই হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং সেই নারীকেও অনুনয় সহকারে প্রসন্ন করিলেন ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে মৃত্যুর বর্ণনবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[মৃত্যোরুগ্রং তপঃ, ব্রহ্মণঃ সমীপতো বরলাভঃ, নারদাকম্পনসংবাদোপসংহারশ্চ।]

নারদ উবাচ।

বিনীয় দুঃখমবলা আত্মন্যেব প্রজাপতিম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা লতেবাবর্জিতা পুনঃ॥ ১

মৃত্যুরুবাচ।

ত্বয়া সৃষ্টা কথং নারী ঈদৃশী বদতাং বর।
ক্রূরং কর্মাহিতং কুর্য্যাং তদেব কিমু জানতী॥ ২

বিভেম্যহমধর্মাদ্ধি প্রসীদ ভগবন্ প্রভো।
প্রিয়ান্ পুত্রান্ বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄন্ মাতৄঃ পিতৄন্ পতীন্॥৩

অপধ্যাস্যন্তি মে দেব মৃতেষ্বেভ্যো বিভেম্যহম্।
কৃপণানাং হি রুদতাং যে পতন্ত্যশ্রুবিন্দবঃ॥ ৪

তেভ্যোঽহং ভগবন্ ভীতা শরণং ত্বাহমাগতা।
যমস্য ভবনং দেব গচ্ছেয়ং ন সুরোত্তম॥ ৫

কায়েন বিনয়োপেতা মূর্দ্ধোদগ্রনখেন চ।
এতদিচ্ছাম্যহং কামং ত্বত্তো লোকপিতামহ॥ ৬

ইচ্ছেয়ং ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি তপস্তপ্তুং প্রজেশ্বর।
প্রদিশেমং বরং দেব ত্বং মহ্যং ভগবন্ প্রভো॥ ৭

ত্বয়া হ্যুক্তা গমিষ্যামি ধেনুকাশ্রমমুত্তমম্।
তত্র তপ্স্যে তপস্তীব্রং তবৈবারাধনে রতা॥ ৮

ন হি শক্ষ্যামি দেবেশ প্রাণান্ প্রাণভৃতাং প্রিয়ান্।
হর্ত্তুং বিলপমানানামধর্মাদভিরক্ষ মাম্॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।

মৃত্যো সঙ্কল্পিতাসি ত্বং প্রজাসংহারহেতুনা।
গচ্ছ সংহর সর্বাস্ত্বং প্রজা মা তে বিচারণা॥ ১০

ভবিতা হ্যেতদেবং হি নৈতজ্জাত্বন্যথা ভবেৎ।
ভব ত্বনিন্দিতা লোকে কুরুষ্ব বচনং মম॥ ১১

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[মৃত্যুর ঘোর তপস্যা, ব্রহ্মার নিকট হইতে তাঁহার বরলাভ এবং নারদ-অকম্পনসংবাদের উপসংহার।]

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সেই অবলা নিজের অন্তরেই স্ব-দুঃখকে ধারণ করিয়া অবনতা লতার ন্যায় বিনম্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে বলিলেন। ১

মৃত্যু বলিলেন,—বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি! আপনি আমাকে এরূপ নারীরূপে কেন উৎপন্ন করিলেন? আমি জানিয়া শুনিয়া এই ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য কিরূপে করিব? ২

ভগবন্! আমি অধর্ম হইতে ভীত হইয়াছি। প্রভো! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। যখন আমি প্রাণিগণের প্রিয় পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, মাতা, পিতা এবং পতিদিগকে নিধন করিতে থাকিব, দেব! তখন সেই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়রা আমার সর্ব্বদা অনিষ্ট চিন্তা করিতে থাকিবে। অতএব আমি ইহাদের সকলের নিকট হইতে ভীত হইতেছি।

ভগবন্! রোদনপরায়ণ দীন-দুঃখী প্রাণিগণের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হইবে, আমি তাহা হইতে ভীতা হইয়া আপনার শরণাগতা হইলাম।

হে দেব! হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি শরীর ও মস্তক নত করিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে আপনার শরণগ্রহণ করত এই অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাই যে, আমি যেন যমালয়ে গমন না করি। ৩-৬

প্রজেশ্বর! আমি আপনার করুণায় তপস্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। দেব! ভগবন্! প্রভো! আপনি আমাকে এই বর-প্রদান করুন। ৭

আপনার আজ্ঞা লইয়া আমি উত্তম ধেনুকাশ্রমে গমন করিব এবং সেখানে আপনারই আরাধনায় নিরত থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিব। ৮

দেবেশ্বর! আমি ক্রন্দন করিতে করিতে বিলাপরত প্রাণিগণের প্রিয় প্রাণকে অপহরণ করিতে পারিব না। আপনি আমাকে এই অধর্ম হইতে রক্ষা করুন। ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃত্যো! প্রজাগণের সংহারের জন্যই আমি সঙ্কল্প করত তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। যাও, তুমি সকল প্রজাকে সংহার কর। তোমার মনে আর অন্য কোন বিচার করা উচিত নহে। ১০

এই কার্য্য করিবার জন্যই তোমার এই জন্ম। ইহা কখনও অন্যথা হইবে না। তুমি লোকে অনিন্দিতা থাকিয়া আমার আদেশ পালন কর। ১১

নারদ উবাচ।

এবমুক্তাভবৎ প্রীতা প্রাঞ্জলির্ভগবন্মুখী।
সংহারে নাকরোদ্ বুদ্ধিং প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১২
তূষ্ণীমাসীৎ তদা দেবঃ প্রজানামীশ্বরেশ্বরঃ।
প্রসাদং চাগমৎ ক্ষিপ্রমাত্মনৈব প্রজাপতিঃ ॥ ১৩
স্ময়মানশ্চ দেবেশো লোকান্ সর্বানবেক্ষ্য চ।
লোকাস্ত্বাসন্ যথাপূর্বং দৃষ্টাস্তেনাপমন্যুনা ॥১৪
নিবৃত্তরোষে তস্মিংস্তু ভগবত্যপরাজিতে।
সা কন্যাপি জগামাথ সমীপাৎ তস্য ধীমতঃ ॥ ১৫
অপসৃত্যাপ্রতিশ্রুত্য প্রজাসংহরণং তদা।
ত্বরমাণা চ রাজেন্দ্র মৃত্যুর্ধেনুকমভ্যগাৎ ॥ ১৬
সা তত্র পরমং তীব্রং চচার ব্রতমুত্তমম্।
সা তদা হ্যেকপাদেন তস্থৌ পদ্মানি ষোড়শ ॥ ১৭
পঞ্চ চাব্দানি কারুণ্যাৎ প্রজানাং তু হিতৈষিণী।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রিয়েভ্যঃ সন্নিবর্ত্য সা ॥ ১৮

নারদ বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর তাঁহার দিকে মুখ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই নারী মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু তিনি প্রজাগণের হিতকামনায় তাহাদের সংহার করিতে মনোনিবেশ করিলেন না। ১২

তখন প্রজাপতিগণের অধিপতি ভগবান্ ব্রহ্মা নীরব হইয়া যাইলেন। তারপর সেই ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা অতিসত্বর নিজেকে নিজেই প্রসন্নতালাভ করিলেন। ১৩

দেবেশ্বর ব্রহ্মা সমস্ত লোকসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করত ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি ক্রোধহীন হইয়া দেখিলেন বলিয়া সকল লোকই পূর্ব্বের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। ১৪

সেই অপরাজিত ভগবান্ ব্রহ্মার রোষ পশমিত হইয়া যাইলে সেই কন্যাও এই পরমবুদ্ধিমান্ দেবেশ্বর ব্রহ্মার নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। ১৫

রাজেন্দ্র! সেই সময় প্রজাগণকে সংহার করিবার বিষয়ে কোন প্রতিজ্ঞা না করিয়া মৃত্যু সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন এবং অতিসত্বর ধেনুকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ১৬

তিনি সেখানে অত্যন্ত কঠোর ও উত্তম ব্রতের পালন আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তিনি দয়াবশতঃ প্রজাবর্গের হিত কামনা করিবার ইচ্ছায় স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে প্রিয় বিষয়সমূহ হইতে সরাইয়া লইয়া একুশ পদ্মবর্ষ পর্য্যন্ত একপদে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ১৭-১৮

ততস্ত্বেকেন পাদেন পুনরন্যানি সপ্ত বৈ।
তস্থৌ পদ্মানি ষট্ চৈব সপ্ত চৈকঞ্চ পার্থিব ॥ ১৯
ততঃ পদ্মাযুতং তাত মৃগৈঃ সহ চচার সা।
পুনর্গত্বা ততো নন্দাং পুণ্যাং শীতামলোদকাম্ ॥ ২০
অপ্সু বর্ষসহস্রাণি সপ্ত চৈকঞ্চ সানয়ৎ।
ধারয়িত্বা তু নিয়মং নন্দায়াং বীতকল্মষা ॥ ২১
সা পূর্বং কৌশিকীং পুণ্যাং জগাম নিয়মৈধিতা।
তত্র বায়ুজলাহারা চচার নিয়মং পুনঃ ॥ ২২
পঞ্চগঙ্গাসু সা পুণ্যা কন্যা বেতসকেষু চ।
তপোবিশেষৈর্বহুভিঃ কর্ষয়দ্ দেহমাত্মনঃ ॥ ২৩
ততো গত্বা তু সা গঙ্গাং মহামেরুঞ্চ কেবলম্।
তস্থৌ চাশ্মেব নিশ্চেষ্টা প্রাণায়ামপরায়ণা ॥ ২৪
পুনর্হিমবতো মূর্ধ্নি যত্র দেবাঃ পুরাযজন্।
তত্রাঙ্গুষ্ঠেন সা তস্থৌ নিখর্বং পরমা শুভা ॥ ২৫

নরেশ্বর! তদনন্তর পুনরায় অপর একুশ পদ্মবর্ষ সেখানে একপদে দণ্ডায়মানা থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১৯

তাত! তাহার পর দশ হাজার পদ্ম বৎসরকাল তিনি মৃগগণের সহিত বিচরণ করিলেন। তারপর শীতল ও নির্ম্মল জলপূর্ণা পুণ্যময়ী নন্দানদীতে যাইয়া তাঁহার জলে আট হাজার বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে নন্দানদীতে নিয়মপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া তিনি নিষ্পাপ হইয়া যাইলেন। তদনন্তর ব্রত নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্যু পুণ্যময়ী কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন এবং সেখানে বায়ু ও জল আহার করত পুনরায় কঠোর নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। ২০-২২

সেই পবিত্র কন্যা পঞ্চগঙ্গা ও বেতসবনে বহু ভিন্ন ভিন্ন তপস্যার দ্বারা নিজের শরীরকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলেন। ২৩

তাহার পর তিনি গঙ্গাতীরে এবং প্রধানতীর্থ মহামেরু-পর্ব্বতের শিখরে যাইয়া প্রাণায়াম করত প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৪

তারপর দেবতাগণ পূর্ব্বে হিমালয়ের যে শিখরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া এই পরম শুভলক্ষণা কন্যা এক নিখর্ব্ব বর্ষ পর্য্যন্ত কেবল পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ২৫

পুষ্করেষ্বথ গোকর্ণে নৈমিষে মলয়ে তদা।
অপাকর্ষৎ স্বকং দেহং নিয়মৈর্মানসপ্রিয়ৈঃ ॥ ২৬
অনন্যদেবতা নিত্যং দৃঢ়ভক্তা পিতামহে।
তস্থৌ পিতামহং চৈব তোষয়ামাস ধর্মতঃ ॥ ২৭
ততস্তামব্রবীৎ প্রীতো লোকানাং প্রভবোঽব্যয়ঃ।
সৌম্যেন মনসা রাজন্ প্রীতঃ প্রীতমনাস্তদা ॥ ২৮
মৃত্যো কিমিদমত্যন্তং তপাংসি চরসীতি হ।
ততোঽব্রবীৎ পুনর্মৃত্যুর্ভগবন্তং পিতামহম্ ॥ ২৯
নাহং হন্যাং প্রজা দেব স্বস্থাশ্চাক্রোশতীস্তথা।
এতদিচ্ছামি সর্বেশ ত্বত্তো বরমহং প্রভো ॥ ৩০
অধর্মভয়ভীতাস্মি ততোঽহং তপ আস্থিতা।
ভীতায়াস্তু মহাভাগ প্রযচ্ছাভয়মব্যয় ॥ ৩১
আর্তা চানাগসী নারী যাচামি ভব মে গতিঃ।
তামব্রবীৎ ততো দেবো ভূত-ভব্য-ভবিষ্যবিৎ ॥ ৩২

অধর্মো নাস্তি তে মৃত্যো সংহরন্ত্যা ইমাঃ প্রজাঃ।
ময়া চোক্তং মৃষা ভদ্রে ভবিতা ন কথঞ্চন ॥৩৩
তস্মাৎ সংহর কল্যাণি প্রজাঃ সর্বাশ্চতুর্বিধাঃ।
ধর্মঃ সনাতনশ্চ ত্বাং সর্বথা পাবয়িষ্যতি ॥ ৩৪
লোকপালো যমশ্চৈব সহায়া ব্যাধয়শ্চ তে।
অহঞ্চ বিবুধাশ্চৈব পুনর্দাস্যাম তে বরম্ ॥ ৩৫
যথা ত্বমেনসা মুক্তা বিরজাঃ খ্যাতিমেষ্যতি।
সৈবমুক্তা মহারাজ কৃতাঞ্জলিরিদং বিভুম্ ॥ ৩৬
পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং প্রসাদ্য শিরসা তদা।
যদ্যেবমেতৎ কর্তব্যং ময়া ন স্যাদ্ বিনা প্রভো ॥ ৩৭
তবাজ্ঞা মূর্ধ্নি মে ন্যস্তা যৎ তে বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
লোভঃ ক্রোধোঽভ্যসূয়ের্ষ্যা
দ্রোহো মোহশ্চ দেহিনাম্ ॥ ৩৮

অনন্তর পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষারণ্য ও মলয়াচল তীর্থসমূহে গমন করত সেখানে মনের প্রিয় নিয়মসমূহের দ্বারা তিনি স্বীয় শরীরকে অত্যন্ত ক্ষীণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

অন্যকোন দেবতার প্রতি আসক্ত না থাকিয়া তিনি সর্ব্বদা পিতামহ ব্রহ্মার উপরই সুদৃঢ় ভক্তিভাব ধারণ করিয়াছিলেন। সেই কন্যা স্বীয় ধর্ম্মাচরণের দ্বারা পিতামহকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ২৭

রাজন্! লোকসকলের উৎপত্তির কারণভূত অবিনাশী ব্রহ্মা সেই সময় মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সরলহৃদয়ে প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৮

মৃত্যো! তুমি কি হেতু এরূপ অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতেছ? তখন মৃত্যু ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ২৯

দেব! প্রভো! সর্ব্বেশ্বর! আমি আপনার নিকট হইতে এই বরলাভ করিতে চাই যে, আমাকে যেন বিলাপরত ও স্বস্থ প্রজাদিগকে বধ করিতে না হয় ॥ ৩০

মহাভাগ! আমি অধর্ম্মের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি সেইজন্য আমি তপস্যা করিতেছি। অবিনাশী পরমেশ্বর! আপনি ভয়ভীতা এই অবলাকে অভয়দান করুন ॥ ৩১

নাথ! আমি এক নিরপরাধা নারী, আমি এখন আর্ত্তভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—আপনি আমার আশ্রয়দাতা হউন। তখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের জ্ঞাতা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩২

মৃত্যো! এই প্রজাগণকে সংহার করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। ভদ্রে! আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না ॥ ৩৩

কল্যাণি! সেইজন্য তুমি চারিভাগে বিভক্ত সমস্ত প্রাণিগণকে সংহার কর। সনাতন ধর্ম্ম তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্রা করিয়া রাখিবেন ॥ ৩৪

লোকপাল, যম ও নানাপ্রকারের ব্যাধিসমূহ তোমার সাহায্য করিবে। আমি এবং অন্যান্য দেবগণ তোমাকে পুনরায় তাদৃশ বরদান করিব, যাহাতে তুমি পাপমুক্ত হইয়া নিজে নির্ম্মলভাবে জগতে বিখ্যাত হইবে।

মহারাজ! তিনি এই কথা বলিলে পর মৃত্যু কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক অবনত করত ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া সেই সময় পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন।

প্রভো! যদি এই কার্য্য আমি বিনা সম্পন্ন নাই-ই হয়, তবে আমি আপনার এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা শ্রবণ করুন।

লোভ, ক্রোধ, অসূয়া ঈর্ষ্যা, দ্রোহ, মোহ, নির্লজ্জতা এবং পরস্পরের প্রতি কথিত কঠোর বাক্য—এই বিভিন্ন দোষসমূহই দেহধারিগণের দেহ ভেদ করুক ॥ ৩৫-৩৮

অস্ত্রীশ্চান্যোন্যপরুষা দেহং ভিন্দ্যুঃ পৃথগ্বিধাঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

তথা ভবিষ্যতে মৃত্যো সাধু সংহর ভোঃ প্রজাঃ।
অধর্মস্তে ন ভবিতা নাপধ্যাস্যাম্যহং শুভে ॥ ৩৯

যান্যশ্রুবিন্দুনি করে মমাসং-
স্তে ব্যাধয়ঃ প্রাণিনামাত্মজাতাঃ।
তে মারয়িষ্যন্তি নরান্ গতাসূন্
নাধর্মস্তে ভবিতা মা স্ম ভৈষীঃ ॥ ৪০

নাধর্মস্তে ভবিতা প্রাণিনাং বৈ
ত্বং বৈ ধর্মস্ত্বং হি ধর্মস্য চেশা।
ধর্ম্যা ভূত্বা ধর্মনিত্যা ধরিত্রী
তস্মাৎ প্রাণান্ সর্বথেমান্ নিযচ্ছ ॥ ৪১

সর্বেষাং বৈ প্রাণিনাং কাম-রোষৌ
সন্ত্যজ্য ত্বং সংহরস্বেহ জীবান্।
এবং ধর্মস্ত্বাং ভবিষ্যত্যনন্তো
মিথ্যাবৃত্তান্ মারয়িষ্যত্যধর্মঃ ॥ ৪২

তেনাত্মানং পাবয়স্বাত্মনা ত্বং
পাপেঽঽত্মানং মজ্জয়িষ্যস্ত্যসত্যাৎ।
তস্মাৎ কামং রোষমপ্যাগতং ত্বং
সন্ত্যজ্যান্তঃ সংহরস্বেতি জীবান্ ॥ ৪৩

নারদ উবাচ।

সা বৈ ভীতা মৃত্যুসংজ্ঞোপদেশা-
চ্ছাপাদ্ ভীতা বাঢ়মিত্যব্রবীৎ তম্।
সা চ প্রাণং প্রাণিনামন্তকালে
কাম-ক্রোধৌ ত্যজ্য হরত্যসক্তা ॥ ৪৪

মৃত্যুস্ত্বেষাং ব্যাধয়স্তৎপ্রসূতা
ব্যাধী রোগো রুজ্যতে যেন জন্তুঃ।
সর্বেষাঞ্চ প্রাণিনাং প্রায়ণান্তে
তস্মাচ্ছোকং মা কৃথা নিষ্ফলং ত্বম্ ॥৪৫

সর্বে দেবাঃ প্রাণিভিঃ প্রায়ণান্তে
গত্বা বৃত্তাঃ সংনিবৃত্তাস্তথৈব।
এবং সর্বে প্রাণিনস্তত্র গত্বা
বৃত্তা দেবা মর্ত্যবদ্ রাজসিংহ ॥৪৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃত্যু! তাহাই হইবে। তুমি উত্তম রীতি অনুসরণ করিয়া প্রাণিগণকে সংহার কর। শুভে! ইহাতে তোমার কোন অধর্ম হইবে না এবং আমিও তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করিব না। ৩৯

তোমার অশ্রুবিন্দুসমূহ, যাহাদের আমি হস্তে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহারা প্রাণিগণের নিজ নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন ব্যাধিরূপে উপস্থিত হইয়া আয়ুশূন্য প্রাণীদিগকে বিনাশ করিবে, সুতরাং তুমি ভীত হইও না ॥৪০

তোমার কোন অধর্মই হইবে না। তুমিই প্রাণিগণের ধর্ম্ম ও সেই ধর্ম্মের ঈশ্বরী হইবে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মে তৎপর এবং ধর্ম্মানুকূল জীবন যাপন করিতে থাকিয়া ধরিত্রী হইয়া এই সমস্ত জীবগণের প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাক। ৪১

কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত এই জগতের সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণকে সংহার কর। ইহা করিলে তুমি অক্ষয় ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হইবে। মিথ্যাচারী পুরুষকে ত তাহার অধর্ম্মই নাশ করিয়া থাকিবে। ৪২

তুমি ধর্ম্মাচরণের দ্বারা স্বয়ংই নিজেকে নিজে পবিত্র কর। অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর প্রাণী স্বয়ংই নিজেকে পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিবে। সেইজন্য নিজের মনে উৎপন্ন কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত তুমি সকল জীবকে সংহার কর। ৪৩

নারদ বলিলেন,—রাজন্! সেই মৃত্যুনামধারিণী নারী ব্রহ্মার সেই উপদেশ, বিশেষতঃ তাঁহার শাপের ভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপনার আদেশ আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। সেই মৃত্যু অন্তকাল আসিলেই কাম ও ক্রোধ পরিহার করত অনাসক্তভাবে সমস্ত প্রাণীদিগের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন। ৪৪

ইহাই হইল প্রাণিগণের মৃত্যু, ইহার জন্য ব্যাধিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। রোগের নাম হইল ব্যাধি, যাহার জন্য প্রাণিগণ রুগ্ন হইয়া যায় (অর্থাৎ তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়)। আয়ু শেষ হইলে সমস্ত প্রাণীগণের মৃত্যু এইভাবে হইয়া থাকে। রাজন্! অতএব তুমি বৃথা শোক করিও না। ৪৫

আয়ু শেষ হইয়া যাইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণিগণের সহিত পরলোকে যাইয়া অবস্থান করে এবং পুনরায় তাহাদের সহিতই এই লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপে সকল প্রাণী কর্ম্মবলে দেবলোকে যাইয়া সেখানে দেবতারূপে অবস্থান করিয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মদেবতা মনুষ্যগণের ন্যায় ভোগ সমাপ্ত হইলেই পুনরায় এ-জগতে ফিরিয়া আসে। ৪৬

বায়ুর্ভীমো ভীমনাদো মহৌজা
ভেত্তা দেহান্ প্রাণিনাং সর্বগোঽসৌ।
নো বাবৃত্তিং নৈব বৃত্তিং কদাচিৎ
প্রাপ্নোত্যুগ্রোঽনন্ততেজোবিশিষ্টঃ ॥ ৪৭
সর্বে দেবা মর্ত্যসংজ্ঞাবিশিষ্টা-
স্তস্মাৎ পুত্রং মা শুচো রাজসিংহ।
স্বর্গং প্রাপ্তো মোদতে তে তনূজো
নিত্যং রম্যান্ বীরলোকানবাপ্য ॥ ৪৮
ত্যক্ত্বা দুঃখং সঙ্গতঃ পুণ্যকৃদ্ভি-
রেষা মৃত্যুর্দেবদিষ্টা প্রজানাম্।
প্রাপ্তে কালে সংহরন্তী যথাবৎ
স্বয়ং কৃতা প্রাণহরা প্রজানাম্ ॥ ৪৯
আত্মানং বৈ প্রাণিনো ঘ্নন্তি সর্বে
নৈতান্ মৃত্যুর্দণ্ডপাণির্হিনস্তি।
তস্মান্মৃতান্ নানুশোচন্তি ধীরা
মৃত্যুং জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং ব্রহ্মসৃষ্টম্।
ইত্থং সৃষ্টিং দেবক্লৃপ্তাং বিদিত্বা
পুত্রান্নষ্টাচ্ছোকমাশু ত্যজস্ব ॥ ৫০
দ্বৈপায়ন উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বার্থবদ্ বাক্যং নারদেন প্রকাশিতম্।
উবাচাকম্পনো রাজা সখায়ং নারদং তথা ॥ ৫১
ব্যপেতশোকঃ প্রীতোঽস্মি ভগবন্নৃষিসত্তম।
শ্রুত্বেতিহাসং ত্বত্তস্তু কৃতার্থোঽস্ম্যভিবাদয়ে ॥ ৫২
তথোক্তো নারদস্তেন রাজ্ঞা ঋষিবরোত্তমঃ।
জগাম নন্দনং শীঘ্রং দেবর্ষিরমিতাত্মবান্ ॥ ৫৩
পুণ্যং যশস্যং স্বর্গ্যঞ্চ ধন্যমায়ুষ্যমেব চ।
অস্যেতিহাসস্য সদা শ্রবণং শ্রাবণং তথা ॥ ৫৪
এতদর্থপদং শ্রুত্বা তদা রাজা যুধিষ্ঠির।
ক্ষত্রধর্মঞ্চ বিজ্ঞায় শূরাণাঞ্চ পরাং গতিম্ ॥ ৫৫
সম্প্রাপ্তোঽসৌ মহাবীর্য্যঃ স্বর্গলোকং মহারথঃ।
অভিমন্যুঃ পরান্ হত্বা প্রমুখে সর্বধন্বিনাম্ ॥৫৬

ভয়ঙ্কর শব্দকারী মহাবলশালী ভয়ানক প্রাণবায়ু প্রাণিগণের দেহকেই ভেদ করিয়া থাকে (চেতন আত্মাকে নহে ; কারণ;), তিনি সর্ব্বব্যাপী, উগ্রপ্রভাবশালী এবং অনন্ত তেজঃসম্পন্ন, তাঁহার কখনও বৃত্তি ও আবৃত্তি (গমনাগমন) হয় না ॥ ৪৭

রাজশ্রেষ্ঠ অকম্পন ! সমস্ত দেবগণও মর্ত্ত্য (মরণধর্ম্মা) নামে বিভূষিত, সেইজন্য তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না। তোমার পুত্র স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে এবং নিত্য রমণীয় বীর-লোকে অবস্থান করত আনন্দ অনুভব করিতেছে ॥ ৪৮

সে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যাত্মা পুরুষগণের সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে। প্রাণিগণের জন্য এই মৃত্যু শ্রীভগবানের দান। সময় আসিলেই সে যথোচিতরূপে প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকে। প্রজাবর্গের প্রাণহরণকারিণী এই মৃত্যুকে স্বয়ং ব্রহ্মাই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪৯

সমস্ত প্রাণী স্বয়ংই নিজেকে নিজেই মৃত্যু বরণ করিয়া থাকে ; মৃত্যু হাতে দণ্ড লইয়া ইহাদের বধ করেন না। অতএব ধীর পুরুষ মৃত্যুকে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট নিশ্চিত বিধান জানিয়া মৃত প্রাণিগণের জন্য কখনও শোকপ্রকাশ করেন না। এইরূপ ব্রহ্মা-কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বস্তুকে মৃত্যুর বশীভূত জানিয়া তুমি নিজের পুত্রের মৃত্যুতে উৎপন্ন শোককে সত্বর পরিত্যাগ কর ॥ ৫০

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! নারদের কথিত এই অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অকম্পন স্বীয় মিত্র নারদকে এই বলিলেন ॥ ৫১

ভগবন্ ! মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার মুখ হইতে এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আমার শোক দূরীভূত হইয়াছে আমি প্রসন্ন ও কৃতার্থ হইলাম। আমি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি ॥ ৫২

রাজা অকম্পনকে এই কথা বলিয়া ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অমিতাত্মা দেবর্ষি নারদ অতিসত্বর নন্দনবন অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫৩

যে ব্যক্তি ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করেন ও অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহাকে এই ইতিহাস পুণ্য, যশ, স্বর্গ, ধন এবং আয়ু প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির ! সেই সময় মহারথী ও মহাপরাক্রমী রাজা অকম্পন এই উত্তম অর্থপ্রকাশকারী বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম শূর বীরগণের পরম গতিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করত যথাসময়ে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥

মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু পূর্ব্বজন্মে চন্দ্রের পুত্র ছিলেন। এই মহারথী বীর সমরাঙ্গণে সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সম্মুখে শত্রুদিগকে

যুধ্যমানো মহেষ্বাসো হতঃ সোঽভিমুখো রণে।
অসিনা গদয়া শক্ত্যা ধনুষা চ মহারথঃ।
বিরজাঃ সোমসূনুঃ স পুনস্তত্র প্রলীয়তে ॥ ৫৭
তস্মাৎ পরাং ধৃতিং কৃত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডব।
অপ্রমত্তঃ সুসন্নদ্ধঃ শীঘ্রং যোদ্ধুমুপাক্রম ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি মৃত্যুপ্রজাপতিসংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

বধ করিয়া খড়্গ, শক্তি, গদা ও ধনুদ্বারা সম্মুখযুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে এবং দুঃখরহিত হইয়া পুনরায় সে চন্দ্রলোকে চলিয়া গিয়াছে ॥ ৫৫-৫৭

পাণ্ডুনন্দন! অতএব তুমি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত উত্তম ধৈর্য্যধারণ করত প্রমাদ (অনবধানতা) পরিহার করিয়া উত্তমরূপে কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া পুনরায় অতিসত্বর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ॥ ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে মৃত্যু-প্রজাপতি-সংবাদবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ষোড়শ-রাজকীয়োপাখ্যানারম্ভঃ, নারদস্য করুণয়া রাজ্ঞঃ সৃঞ্জয়স্য পুত্রলাভঃ, দস্যু ভিস্তস্য বিনাশঃ, পুত্রশোকসন্তপ্তস্য সৃঞ্জয়স্য সবিধে নারদস্য মরুত্তচরিত্রকথনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রুত্বা মৃত্যুসমুৎপত্তিং কর্মাণ্যনুপমানি চ।
ধর্মরাজঃ পুনর্বাক্যং প্রসাদ্যৈনমথাব্রবীৎ ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

গুরবঃ পুণ্যকর্মাণঃ শক্রপ্রতিমবিক্রমাঃ।
স্থানে রাজর্ষয়ো ব্রহ্মন্নঘাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২
ভূয় এব তু মাং তথ্যৈর্বচোভিরভিবৃংহয়।
রাজর্ষীণাং পুরাণানাং সমাশ্বাসয় কর্মভিঃ ॥ ৩

কিয়ন্ত্যো দক্ষিণা দত্তাঃ কৈশ্চ দত্তা মহাত্মভিঃ।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যকৃদ্ভিস্তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

শৈব্যস্য নৃপতেঃ পুত্রঃ সৃঞ্জয়ো নাম নামতঃ।
সখায়ৌ তস্য চৈবোভৌ ঋষী পর্বত-নারদৌ ॥ ৫
তৌ কদাচিদ্ গৃহং তস্য প্রবিষ্টৌ তদ্দিদৃক্ষয়া।
বিধিবচ্চার্চিতৌ তেন প্রীতৌ তত্রোষতুঃ সুখম্ ॥ ৬
তং কদাচিৎ সুখাসীনং তাভ্যাং সহ শুচিস্মিতা।
দুহিতাভ্যাগমৎ কন্যা সৃঞ্জয়ং বরবর্ণিনী ॥ ৭

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যান আরম্ভ, নারদের কৃপায় রাজা সঞ্জয়ের পুত্রলাভ, দস্যুগণকর্ত্তৃক তাহার বধ এবং পুত্রশোকসন্তপ্ত সঞ্জয়ের নিকট নারদের মরুত্ত চরিত্র কথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মৃত্যুর উৎপত্তি ও তাঁহার অনুপম কর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ব্যাসদেবকে প্রসন্ন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী, শ্রেষ্ঠ, পুণ্যকর্ম্মা, নিষ্পাপ এবং সত্যবাদী রাজর্ষিগণ নিজেদের যোগ্য উত্তম স্থানে নিবাস করিতেছেন ॥ ২

অতএব আপনি পুনরায় সেই সব প্রাচীন রাজর্ষিগণের সৎকর্ম্মসমূহের বোধক আপনার যথার্থ বচন দ্বারা আমার সৌভাগ্যবর্দ্ধন করুন এবং আমাকে আশ্বাসপ্রদান করুন ॥ ৩

পূর্ব্বকালে কোন কোন পুণ্যকর্মকারী মহাত্মা রাজর্ষিগণ যজ্ঞে কত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন? এই সব বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন ॥ ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্। রাজা শৈব্যের সৃঞ্জয় নামে এক প্রখ্যাত পুত্র ছিলেন। পর্ব্বত ও নারদ এই দুই জন দেবর্ষি তাঁহার মিত্র ছিলেন ॥ ৫

একদিন সেই দুই দেবর্ষি সৃঞ্জয়কে দর্শন করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি ইহাদের দুই জনকে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন এবং তাঁহারাও উভয়ে সুখের সহিত বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬

এক সময় যখন এই দুই দেবর্ষির সহিত রাজা সৃঞ্জয় বসিয়া

তয়াভিবাদিতঃ কন্যামভ্যনন্দদ্ যথাবিধি।
তৎসলিঙ্গাভিরাশীর্ভিরিষ্টাভিরভিতঃ স্থিতাম্ ॥ ৮
তাং নিরীক্ষ্যাব্রবীদ্ বাক্যং পর্বতঃ প্রহসন্নিব।
কস্যেয়ং চঞ্চলাপাঙ্গী সর্বলক্ষণসম্মতা ॥ ৯
উতাহো ভাঃ স্বিদর্কস্য জ্বলনস্য শিখা ত্বিয়ম্।
শ্রীর্হ্রীঃ কীর্তির্ধৃতিঃ পুষ্টিঃ সিদ্ধিশ্চন্দ্রমসঃ প্রভা ॥ ১০
এবং ব্রুবাণং দেবর্ষিং নৃপতিঃ সৃঞ্জয়োঽব্রবীৎ।
মমেয়ং ভগবন্ কন্যা মত্তো বরমভীপ্সতি ॥ ১১
নারদস্ত্বব্রবীদেনং দেহি মহ্যমিমাং নৃপ।
ভার্য্যার্থং সুমহচ্ছ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং চেদিচ্ছসে নৃপ ॥১২
দদানীত্যেব সংহৃষ্টঃ সৃঞ্জয়ঃ প্রাহ নারদম্।
পর্বতস্তু সুসংক্রুদ্ধো নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
হৃদয়েন ময়া পূর্বং বৃতাং বৈ বৃতবানসি।
যস্মাদ্ বৃতা ত্বয়া বিপ্র মা গাঃ স্বর্গং যথেপ্সয়া ॥ ১৪
এবমুক্তো নারদস্তং প্রত্যুবাচোত্তরং বচঃ।
মনোবাগ্‌-বুদ্ধিসম্ভাষা দত্তা চোদকপূর্বকম্ ॥ ১৫
পাণিগ্রহণমন্ত্রাশ্চ প্রথিতং বরলক্ষণম্।
ন ত্বেষা নিশ্চিতা নিষ্ঠা নিষ্ঠা সপ্তপদী স্মৃতা ॥১৬
অনুৎপন্নে চ কার্য্যার্থে মাং ত্বং ব্যাহৃতবানসি।
তস্মাৎ ত্বমপি ন স্বর্গং গমিষ্যসি ময়া বিনা ॥ ১৭
অন্যোন্যমেবং শপ্ত্বা বৈ তস্থতুস্তত্র তৌ তদা।
অথ সোঽপি নৃপো বিপ্রান্ পানাচ্ছাদন-ভোজনৈঃ ॥১৮
পুত্রকামঃ পরং শক্ত্যা যত্নাচ্চোপাচরচ্ছুচিঃ।
তস্য প্রসন্না বিপ্রেন্দ্রাঃ কদাচিৎ পুত্রমীপ্সবঃ ॥ ১৯
তপঃস্বাধ্যায়নিরতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
সহিতা নারদং প্রাহুর্দেহ্যস্মৈ পুত্রমীপ্সিতম্ ॥ ২০

-ছিলেন, তখন সৃঞ্জয়ের পবিত্র হাস্যময়ী পরমা সুন্দরী কন্যা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭

তিনি আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। তখন রাজাও তাঁহাকে অভীষ্ট আশীর্বাদ দান করত স্বীয় পার্শ্বভাগে দণ্ডায়মানা সেই কন্যাকে বিধিপূর্ব্বক অভিনন্দিত করিলেন। ৮

তখন দেবর্ষি পর্ব্বত সেই কন্যার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—রাজন্! সমস্ত শুভলক্ষণসমূহে সম্মানিতা চঞ্চলদৃষ্টিসম্পন্না এই কন্যা কাহার পুত্রী? ৯

অহো! এই কন্যা সূর্য্যের প্রভা অথবা অগ্নিদেবের শিখা? কিংবা শ্রী, হ্রী, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি, সিদ্ধি ও চন্দ্রের প্রভা। ১০

এইরূপ জিজ্ঞাসাকারী দেবর্ষি পর্ব্বতকে রাজা সৃঞ্জয় বলিলেন,—ভগবন্! এ আমারই কন্যা, সে আমার নিকট হইতে বরলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ১১

এই সময়ে নারদ রাজাকে বলিলেন,—হে নৃপ! যদি তুমি পরম কল্যাণলাভ করিতে অভিলাষী হও, তবে তোমার এই কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিবার জন্য আমাকে প্রদান কর। ১২

তখন সৃঞ্জয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া নারদকে বলিলেন—আচ্ছা, প্রদান করিব। ইহা শুনিয়া পর্ব্বতমুনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া নারদকে বলিলেন। ১৩

ব্রহ্মন্! আমি মনে মনে প্রথমেই যে কন্যাকে বরণ করিয়াছি, তাহাকেই তুমি এখন বরণ করিলে। যেহেতু তুমি আমার মনোনীত পত্নীকে বরণ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি এখন স্বীয় ইচ্ছানুসারে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না। ১৪

তিনি এই কথা বলিলে পর নারদ তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন—মনে সঙ্কল্প করিয়া, বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া, বুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয় করিয়া, পরস্পর সম্ভাষণপূর্ব্বক এবং সঙ্কল্পের জল হাতে লইয়া যে কন্যাদান করা হয়, বরকর্তৃক যে কন্যার পাণি-গ্রহণ করা হয় এবং বৈদিক মন্ত্রপাঠ করা হয়, এই সকল বিধি-বিহিত বিধানই কন্যার পরিগ্রহের সাধকরূপে প্রসিদ্ধ, কিন্তু কেবল ইহার দ্বারা পাণিগ্রহের পূর্ণতার নিশ্চয় হয় না। ইহার পূর্ণ নিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি) তে সপ্তপদী গমনই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৫-১৬

অতএব এই কন্যার উপরে পতিরূপে তোমার কোন অধিকার নাই—এরূপ অবস্থায় তুমি আমাকে শাপদান করিয়াছ, সেইজন্য তুমিও আমার সাহায্য ব্যতীত স্বর্গলোকে যাইতে পারিবে না। ১৭

এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে শাপদান করিয়া সেই দুই দেবর্ষি সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে রাজা সৃঞ্জয় পুত্রলাভ করিবার ইচ্ছায় পবিত্রচিত্তে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত ভোজন, পান করিবার যোগ্য পদার্থ এবং বস্ত্রাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্রদান করিতে অভিলাষী সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে সংলগ্ন আছেন এবং বেদ-বেদাঙ্গসমূহের পারগামী বিদ্বান্ ছিলেন, ইঁহারা একসঙ্গে নারদকে বলিলেন—দেবর্ষে! আপনি এই রাজা সৃঞ্জয়ের অভীষ্ট পুত্র প্রদান করুন। ১৮-২০

তথেত্যুক্ত্বা দ্বিজৈরুক্তঃ সৃঞ্জয়ং নারদোঽব্রবীৎ।
তুভ্যং প্রসন্না রাজর্ষে পুত্রমীপ্সন্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২১
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে যাদৃশং পুত্রমীপ্সিতম্।
তথোক্তঃ প্রাঞ্জলী রাজা পুত্রং বব্রে গুণান্বিতম্ ॥ ২২
যশস্বিনং কীর্তিমন্তং তেজস্বিনমরিন্দমম্।
যস্য মূত্রং পুরীষঞ্চ ক্লেদঃ স্বেদশ্চ কাঞ্চনম্ ॥ ২৩
(সর্বং ভবেৎ প্রসাদাদ্ বৈ তাদৃশং তনয়ং বৃণে।)

ব্যাস উবাচ।

তথা ভবিষ্যতীত্যুক্তে জজ্ঞে তস্যেপ্সিতঃ সুতঃ ॥
কাঞ্চনস্যাকরঃ শ্রীমান্ প্রসাদাচ্চ সুকাঙ্ক্ষিতঃ।
অপতৎ তস্য নেত্রাভ্যাং রুদতস্তস্য নেত্রজম্ ॥)
সুবর্ণষ্ঠীবিরিত্যেবং তস্য নামাভবৎ কৃতম্।
তস্মিন্ বরপ্রদানেন বর্ধয়ত্যমিতং ধনম্ ॥ ২৪
কারয়ামাস নৃপতিঃ সৌবর্ণং সর্বমীপ্সিতম্।
গৃহপ্রাকারদুর্গাণি ব্রাহ্মণাবসথান্যপি ॥ ২৫
শয্যাসনানি যানানি স্থালী পিঠরভাজনম্।
তস্য রাজ্ঞোঽপি যদ্ বেশ্ম বাহ্যাশ্চোপস্করাশ্চ যে ॥২৬
সর্বং তৎ কাঞ্চনময়ং কালেন পরিবর্ধিতম্।
অথ দস্যুগণাঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চৈনং তথাবিধম্ ॥ ২৭
সম্ভূয় তস্য নৃপতেঃ সমারব্ধাশ্চিকীর্ষিতুম্।
কেচিৎ তত্রাব্রুবন্ রাজ্ঞঃ পুত্রং গৃহ্ণীম বৈ স্বয়ম্ ॥ ২৮
সোঽস্যাকরঃ কাঞ্চনস্য তস্য যত্নং চরামহে।
ততস্তে দস্যবো লুব্ধাঃ প্রবিশ্য নৃপতেগৃর্হম্ ॥ ২৯
রাজপুত্রং তথা জহ্রুঃ সুবর্ণষ্ঠীবিনং বলাৎ।
গৃহ্যৈনমনুপায়জ্ঞা নীত্বারণ্যমচেতসঃ ॥ ৩০
হত্বা বিশস্য চাপশ্যন্ লুব্ধা বসু ন কিঞ্চন।
তস্য প্রাণৈর্বিমুক্তস্য নষ্টং তদ্ বরদং বসু ॥ ৩১
দস্যবশ্চ তদান্যোন্যং জঘ্নুর্মূর্খা বিচেতসঃ।
হত্বা পরস্পরং নষ্টাঃ কুমারং চাদ্ভুতং ভুবি ॥ ৩২

ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে পর নারদ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের সেই অনুরোধ স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর সৃঞ্জয়কে পুনরায় এই কথা বলিলেন—রাজর্ষে! এই ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমাকে অভীষ্ট পুত্রলাভ করাইতে বাসনা করিতেছেন ॥২১

তোমার কল্যাণ হউক। তোমার যেরূপ পুত্র অভীষ্ট, সেরূপ পুত্রের জন্য আজ বর প্রার্থনা কর। নারদ এই কথা বলিলে পর রাজা সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন, যশস্বী, কীর্ত্তিমান্, তেজস্বী এবং শত্রুদমন পুত্রের বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন,—মুনে! আমি এরূপ পুত্র প্রার্থনা করিতেছি, যাহার মল, মূত্র, থুথু ও প্রস্রাব প্রভৃতি সবই আপনার করুণায় স্বর্ণময় হইয়া যাইবে। ২২-২৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! তখন নারদ মুনি কহিলেন, 'তাহাই হইবে'। তিনি এই কথা বলিলে পর রাজা সৃঞ্জয় মনোবাঞ্ছিত পুত্র লাভ করিলেন। মুনির প্রসাদে শোভাশালী পুত্র সুবর্ণের খনিস্বরূপ হইল। রাজা ইহাই কামনা করিয়াছিলেন। এই পুত্র যখন রোদন করিত, তখন তাহার চক্ষু হইতে স্বর্ণময় অশ্রু নির্গত হইত। এই কারণে সেই পুত্রের 'সুবর্ণষ্ঠীবী' এই নাম প্রসিদ্ধ হইয়া যাইল। বরদানের প্রভাবে সে অনন্ত ধনরাশি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ২৪

রাজা সৃঞ্জয় তখন গৃহ, প্রাসাদ, প্রাচীর, দুর্গ এবং ব্রাহ্মণগণের নিবাসস্থান এ সমস্ত অভীষ্ট বস্তু স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইলেন। শয্যা, আসন, যান, স্থালী, অন্যান্য বাসনপত্র, রাজার অন্তঃপুর এবং অন্যান্য বাহ্য উপকরণ সকল—এ সমস্তই স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, যাহা সময়ানুসারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তদনন্তর দস্যুগণ রাজার বৈভবের কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে সেইরূপ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন দেখিয়া একত্রে মিলিতভাবে রাজার সেখানে ধনাদি অপহরণ করিতে লাগিল।

সেই দস্যুগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ বলিল যে, আমরা সকলে স্বয়ংই এই রাজপুত্রকে নিজেদের অধিকারে লইয়া যাইব; কারণ, এই পুত্রই স্বর্ণের খনিতুল্য। অতএব আমরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার জন্য যত্ন করিব।

তখন সেই সব দস্যুরা রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইল।

যোগ্য উপায়সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সেই বিবেকহীন দস্যুরা তাহাকে বনে লইয়া যাইয়া হত্যা করিল এবং তাহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে অল্পও ধন দেখিতে পাওয়া যাইল না। সেই পুত্র প্রাণহীন হইলেই তাহার বরদায়ক বৈভব নষ্ট হইয়া যাইল। ২৫-৩১

সেই সময় এই বিচারশক্তিশূন্য, মূর্খ এবং দুরাচারী দস্যুগণ ভূমণ্ডলের এই অদ্ভুত ও অসম্ভব কুমারকে বধ করত পরস্পর

অসম্ভাব্যং গতা ঘোরং নরকং দুষ্টকারিণঃ।
তং দৃষ্ট্বা নিহতং পুত্রং বরদত্তং মহাতপাঃ ॥ ৩৩
বিললাপ সুদুঃখার্তো বহুধা করুণং নৃপঃ।
বিলপন্তং নিশম্যাথ পুত্রশোকহতং নৃপম্ ॥ ৩৪
প্রত্যদৃশ্যত দেবর্ষির্নারদস্তস্য সন্নিধৌ।
উবাচ চৈনং দুঃখার্তং বিলপন্তমচেতসম্ ॥ ৩৫
সৃঞ্জয়ং নারদোঽভ্যেত্য তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির।
(নারদ উবাচ।
ত্যজ শোকং মহারাজ বৈক্লব্যং ত্যজ বুদ্ধিমন্।
ন মৃতঃ শোচতো জীবেন্মুহ্যতো বা জনাধিপ ॥
ত্যজ মোহং নৃপশ্রেষ্ঠ ন হি মুহ্যন্তি ত্বদ্বিধাঃ।
ধীরো ভব মহারাজ জ্ঞানবৃদ্ধোঽসি মে মতঃ ॥)
কামানামবিতৃপ্তস্ত্বং সৃঞ্জয়েহ মরিষ্যসি ॥ ৩৬
যস্য চৈতে বয়ং গেহে উষিতা ব্রহ্মবাদিনঃ।

আবিক্ষিতং মরুত্তঞ্চ মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ॥ ৩৭
সংবর্তো যাজয়ামাস স্পর্ধয়া বৈ বৃহস্পতেঃ।
যস্মৈ রাজর্ষয়ে প্রাদাদ্ ধনং স ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৩৮
হৈমং হিমবতঃ পাদং যিযক্ষোর্বিবিধৈঃ স বৈ।
যস্য সেন্দ্রামরগণা বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৩৯
দেবা বিশ্বসৃজঃ সর্বে যজনান্তে সমাসতে।
যজ্ঞবাটস্য সৌবর্ণাঃ সর্বে চাসন্ পরিচ্ছদাঃ ॥ ৪০
যস্য সর্বং তদা হ্যন্নং মনোঽভিপ্রায়গং শুচি।
কামতো বুভুজুর্বিপ্রাঃ সর্বে চান্নার্থিনো দ্বিজাঃ ॥ ৪১
পয়ো দধি ঘৃতং ক্ষৌদ্রং ভোক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ শোভনম্।
যস্য যজ্ঞেষু সর্বেষু বাসাংস্যাহরণানি চ ॥ ৪২
ঈপ্সিতান্যুপতিষ্ঠন্তে প্রহৃষ্টান্ বেদপারগান্।
মরুতঃ পরিবেষ্টারো মরুত্তস্যাভবন্ গৃহে ॥ ৪৩
আবিক্ষিতস্য রাজর্ষেবিশ্বে দেবাঃ সভাসদঃ।
যস্য বীর্য্যবতো রাজ্ঞঃ সুবৃষ্ট্যা শস্যসম্পদঃ ॥৪৪

পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল। এইভাবে তাহারা পরস্পর কর্তৃক নিহত হইয়া ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হইল।

মুনির বরে প্রাপ্ত সেই পুত্রকে নিহত দেখিয়া সেই মহাতপস্বী নরপতি অত্যন্ত দুঃখে পীড়িত হইয়া নানাপ্রকার করুণাজনক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পুত্রশোকে পীড়িত রাজা সৃঞ্জয় বিলাপ করিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শনদান করিলেন।

যুধিষ্ঠির! দুঃখপীড়িত অচেতন হইয়া বিলাপকারী রাজা সৃঞ্জয়ের নিকট আসিয়া নারদ যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

(নারদ বলিলেন,—মহারাজ! শোক পরিত্যাগ কর। বুদ্ধিমান্ জননাথ! ব্যাকুলতা পরিহার কর। কোন ব্যক্তি যতই শোক করুন কিংবা তিনি দুঃখে মূর্চ্ছিতই হন্, ইহাতে মৃত মনুষ্য জীবিত হয় না।

নৃপশ্রেষ্ঠ! মোহ ত্যাগ কর, তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে মোহিত হওয়া উচিত নহে। মহারাজ! ধৈর্য্যধারণ কর; কারণ, আমি তোমাকে জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া মনে করি।)

সৃঞ্জয়! যাহার গৃহে ব্রহ্মবাদী মুনি আমরা বাস করি, সেই তুমি এখানে একদিন ভোগে অতৃপ্ত হইয়া মৃত্যুলাভ করিবে। সৃঞ্জয়! অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুত্তও নিহত হইয়াছেন, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ৩২-৩৭

বৃহস্পতির সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া সংবর্ত্তমুনি রাজর্ষি মরুত্তকে দিয়া যজ্ঞ করাইয়া ছিলেন। নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলে যাঁহাকে ভগবান্ শঙ্কর প্রচুর ধনরাশিরূপে হিমালয়ের এক সুবর্ণময় শিখর প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন যজ্ঞকার্য্যের শেষে যাঁহার সভায় ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং বৃহস্পতি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ সভাসদরূপে উপবিষ্ট থাকিতেন। যাঁহার যজ্ঞে মণ্ডপের সর্ব্বাংশ ও সমস্ত দ্রব্যই স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল। যাঁহার যজ্ঞস্থানে সকল দিনেই সর্ব্বপ্রকার অন্ন মনের ইচ্ছানুযায়ী পবিত্ররূপে উপভোগের জন্য পাওয়া যাইত। সমস্ত ভোজনার্থী ব্রাহ্মণগণ এবং দ্বিজগণ সেখানে নিজেদের ইচ্ছানুসারে দুধ, দধি, ঘৃত, মধু এবং সুন্দর সুন্দর ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থসমূহ ভোজন করিতেন। যাঁহারা সকল যজ্ঞে অতিশয় প্রসন্ন, বেদসমূহের পারগামী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ নিজেদের কামনা অনুসারে বহু বস্ত্র ও অলঙ্কার লাভ করিতেন। যে রাজর্ষি মরুত্তের গৃহে মরুদ্গণ পক্ক অন্নাদি পরিবেশনের কার্য্য করিতেন। ৩৮-৪৩

সেই অবিক্ষিতপুত্র মরুত্তের ভবনে বিশ্বেদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন। এই পরাক্রমশালী নরপতির রাজ্যে উত্তম বৃষ্টি হইত বলিয়া ক্ষেত্রে বহু শস্য উৎপন্ন হইত। যিনি উত্তম বিধি অনুসারে

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ পৌরবস্যাদ্ভুতদানবৃত্তান্ত-কথনম্।]

নারদ উবাচ।

রাজানং পৌরবং বীরং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
সহস্রং যঃ সহস্রাণাং শ্বেতানশ্বানবাসৃজৎ॥ ১
তস্যাশ্বমেধে রাজর্ষের্দেশাদ্দেশাৎ সমীয়ুষাম্।
শিক্ষাক্ষরবিধিজ্ঞানাং নাসীৎ সংখ্যা বিপশ্চিতাম্॥ ২
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতা বদান্যাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
সুভিক্ষাচ্ছাদনগৃহাঃ সুশয্যাসনভোজনাঃ॥ ৩
নট-নর্ত্তক-গন্ধর্বৈঃ পূর্ণকৈর্বর্ধমানকৈঃ।
নিত্যোদ্যোগৈশ্চ ক্রীড়দ্ভিস্তত্র স্ম পরিহর্ষিতাঃ॥ ৪
যজ্ঞে যজ্ঞে যথাকালং দক্ষিণাঃ সোঽত্যকালয়ৎ।
দ্বিপা দশসহস্রাখ্যাঃ প্রমদাঃ কাঞ্চনপ্রভাঃ॥ ৫
সধ্বজাঃ সপতাকাশ্চ রথা হেমময়াস্তথা।
যঃ সহস্রং সহস্রাণি কন্যা হেমবিভূষিতাঃ॥ ৬
ধুর্য্যাশ্বগজারূঢ়াঃ সগৃহক্ষেত্রগোশতাঃ।
শতং শতসহস্রাণি স্বর্ণমালিমহাত্মনাম্॥ ৭
গবাং সহস্রাণ্যনুচরান্ দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
হেমশৃঙ্গ্যো রৌপ্যখুরাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ॥ ৮
দাসীদাসখরোষ্ট্রাংশ্চ প্রাদাদাজাবিকং বহু।
রত্নানাং বিবিধানাঞ্চ বিবিধাংশ্চান্নপর্বতান্॥ ৯
তস্মিন্ সংবিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
তত্রাস্য গাথা গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ॥ ১০
অঙ্গস্য যজমানস্য স্বধর্মাধিগতাঃ শুভাঃ।
গুণোত্তরাস্তু ক্রতবস্তস্যাসন্ সার্বকামিকাঃ॥ ১১
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তুভ্যং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্বানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুদাহরৎ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজকীয়ে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজা পৌরবের অদ্ভুত দানবৃত্তান্ত কথন।]

নারদ বলিলেন,—সৃঞ্জয়! আমরা বীর রাজা পৌরবেরও মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়াছি, যিনি দশলক্ষ শ্বেত বর্ণের অশ্ব দান করিয়াছিলেন। ১

এই রাজর্ষি পৌরবের অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশ হইতে আগত শিক্ষাশাস্ত্র, অক্ষর (বিভিন্ন দেশের লিপি) ও যজ্ঞবিধিতে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণের কোন সংখ্যাই ছিল না। ২

বেদবিদ্যার অধ্যয়নরূপ ব্রত শেষ করিয়া স্নাতক, উদার ও প্রিয়দর্শন পণ্ডিতগণ রাজার নিকট হইতে উত্তম অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, সুন্দর শয্যা, আসন ও ভোজন লাভ করিতেন। ৩

নিত্য উদ্যোগী এবং ক্রীড়া অভিজ্ঞ নট, নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্বগণ গন্ধদ্রব্যপূর্ণ শরাব (আরতির শরা) দ্বারা নিজেদের কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়া সেই বিদ্বান্‌গণের মনোরঞ্জন ও হর্ষবর্দ্ধন করিত। ৪

রাজা পৌরব প্রত্যেক যজ্ঞে যথাসময়ে প্রচুর দক্ষিণা বিভাগ করিয়া প্রদান করিতেন। তিনি স্বর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট দশ হাজার মদমত্ত হাতী, ধ্বজ এবং পতাকাশ্রেণীসহ স্বর্ণময় বহু-সংখ্যক রথ ও এক লক্ষ স্বর্ণভূষিত কন্যাদান করিয়াছিলেন। ৪-৬

সেই কন্যাগণ রথ, অশ্ব ও হস্তীর উপর আরূঢ় ছিল। ইহাদের সাহিতই তিনি শত শত গৃহ, ক্ষেত্র ও গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা পৌরব স্বর্ণমালামণ্ডিত বিশাল দেহ এক কোটি গরু এবং তাহাদের সহস্র সহস্র অনুচরগণকে দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন।

স্বর্ণময় শৃঙ্গ, রজতময় খুর ও কাংসনির্ম্মিত দুগ্ধপাত্রসমন্বিত এবং বহু বৎসযুক্ত গাভীসকল ও দাস, দাসী, উট এবং ভেঁড়া প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় দান করিলেন।

সেই বিশাল যজ্ঞে নানাপ্রকার রত্নরাজি এবং বিবিধ অন্ন-সমূহের পর্ব্বততুল্যরাশি তিনি দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গাথা গান করেন। ৭-১০

যজমান অঙ্গাধিপতি পৌরবের সকল যজ্ঞই স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ও শুভ ছিল। ইহারা উত্তরোত্তর গুণবান্ ও সম্পূর্ণ কামনাসমূহের সিদ্ধিকারক ছিল। ১১

সৃঞ্জয়! রাজা পৌরব ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি বিষয়েই তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। শ্বৈত্য সৃঞ্জয়! যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তুমি যজ্ঞ ও দক্ষিণারহিত নিজ পুত্রের জন্য শোক করিও না। নারদ সৃঞ্জয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন। ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।